

উনবিংশতি সংহিতা।

(অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশন, অঙ্গির, যম,
অশ্বিনী, মন্বন্ত, কাত্যায়ন, রহস্যপতি,
পরশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত,
দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও
বসিষ্ঠ-সংহিতা)

বঙ্গানুবাদ।

কলিকাতা,

৩৪:১ কল্টোল-ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী প্রেসে
শ্রীবিহাবীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১২১৬।

MTC LIBRARY	
Acc. No. 29828	
Class No. 29111 JED	
Date	
St. Card	✓
Class.	✓
Cat.	89
Bk. Card	89
Checked	✓

অত্রিসংহিতা।

মহর্ষি ভগবদত্রি-প্রণীত।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী প্রিন্ট মেশিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

29828

অত্রিসংহিতা ।

ঐগণেশার নমঃ ॥

হতাস্মিহোত্রমাসীনমত্রিঃ বেদবিদাং বরম্ ।
সৰ্গশাস্ত্রবিধিজাতমুযিভিঃ নমস্কৃতম্ ॥ ১
নমস্কৃত্য চ তে সৰ্গইদং বচনমব্রুবন্ ।
হিতার্থং সৰ্গলোকানাং ভগবন্ ! কথং স্ব নঃ ॥ ২

অত্রিকবাচ ।

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা ! যন্মাং পুংসু সংশয়ম্ ।
তং সৰ্গং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্টং যথাক্রমতম্ ॥ ৩
সৰ্গতীর্থান্যাপস্পৃশ্য সৰ্গান্ দেবান্ প্রণম্য চ ।
অপ্তাং সৰ্গসুভানি সৰ্গশাস্ত্রানুসারতঃ ॥ ৪
সৰ্গপাপহরং নিত্যং সৰ্গসংশয়নাশনম্ ।
চতুৰ্ণামপি বর্ণনান্নত্রিঃ শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥ ৫
যে চ পাপকৃতো লোকে যে চাচ্ছে ধৰ্ম্মদূষকাঃ
সৰ্গে পাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে প্রভেদং শাস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৬
তস্মাদিদং বেদবিদ্বিরম্যোতব্যং প্রবক্তৃতঃ ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সদবৃত্তেভ্যশ্চ ধৰ্ম্মতঃ ॥ ৭
অকুলীনে হাসদবৃত্তে জেড়ে শূদ্রে শঠে বিজে ।
এতেষেব ন দাতব্যমিদং শাস্ত্রং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৮
একমপ্যক্ষরং যন্ত গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ ।
পুথিব্যাং নাস্তি তদব্রব্যং যদ্বদ্বা হনুগী ভবেৎ ॥ ৯
একাক্ষরং প্রদাতারং যো গুরুঃ নাভিমম্বতে ।
শুন্যং যোনিশতং গম্বা চাণ্ডালেষপি জায়তে ॥ ১০
বেদং গৃহীত্বা যঃ কশিচ্ছাস্ত্রকৈবামম্বতে ।
স সদ্যঃ পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্ ॥ ১১
স্বানি কৰ্ম্মণি কুর্গাণা দূরে সন্তোহপি মানবাঃ ।
প্রিয়ার ভবন্তি লোকস্য যঃ স কৰ্ম্মণ্যবস্থিতাঃ ॥ ১২
কৰ্ম্ম বিগ্রস্য যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ ।
প্রতিগ্রহোহধ্যাপনঞ্চ যাজনক্ষেতি বৃত্তয়ঃ ॥ ১৩
ক্ষত্রিয়স্তাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণক্ষেতি বৃত্তয়ঃ ॥ ১৪

দানমধ্যয়নং বাপি যজনক্ষেতি বৈ বিশ্বঃ ।
শূদ্রস্য বার্তা শুক্লাদ্বিজানাং কারককৰ্ম্ম চ ॥ ১৫
মর্যেব ধর্ম্মোহভিহিতঃ সংস্থিতা যত্র বর্ণিনঃ ।
বহ্মানমিহ প্রাপ্য প্রযাক্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৬
যে ত্যক্তারং স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ ।
তেষাং শান্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে ১৭
আয়ীয়ে সংস্থিতো ধর্ম্মে শূদ্রোহস্মি স্বর্গমশ্নতে ।
পরধর্ম্মোভবে ভ্রাতৃভ্যাঃ সূকপপরদারবৎ ॥ ১৮
বধো রাজা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরঞ্চ যঃ ।
ততো রাষ্ট্রস্য হস্তাদৌ যথা বহুশ্চ বৈ জন্ম ১৯
প্রতিগ্রহোহধ্যাপনঞ্চ তথাহি বিক্রয়বিক্রয়ঃ ।
বাজ্যং চতুর্ভিরপৌতৈঃ ক্ষত্রবিটপতনং স্বতম্ ২০
সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষ্মী লবণেন চ ।
ব্রাহ্মণে শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়ঃ ২১
অত্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরাদ্বিজাঃ ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েজাজা চৌরভক্তপ্রদং বদৈঃ ২২
বিদ্বদ্বোজ্যমবিদ্বাদমো দেযু রাষ্ট্রেষু ভুঞ্জতে ।
তেহপ্যনারুষ্টিমিচ্ছন্তি শ্রদ্ধা জায়তে ভয়ম্ ২৩
ব্রাহ্মণান্ বেদবিহুযঃ সৰ্গে শাস্ত্রবিশারদান্ ।
তত্র বর্ষতি পূজ্যো যত্রৈতান্ পূজয়েন্নৃপঃ ২৪
ত্রয়ো লোকান্ত্রয়ো বেদা আশ্রমাশ্চ জরোহরমঃ
এতেষাং রক্ষণার্থায় সংস্থতা ব্রাহ্মণাঃ পুরা ২৫
উভে সন্ধ্যো সমাধায় মৌনং কুর্বন্তি তে দ্বিজাঃ ।
দিব্যবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ২৬
য এবং কুরুতে রাজা গুণদোষপরীক্ষণম্ ।
যশঃ স্বর্গং নৃপত্বঞ্চ পুনঃ কোষং সমৃদ্ধয়েৎ ২৭
হৃষ্টস্ত দণ্ডঃ সূজনস্ত পূজা
থায়েন কৌশল্য চ সংপ্রবুদ্ধিঃ ।
অপক্ষপাতোহর্থিবু রাষ্ট্ররক্ষাঃ
পট্টেব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাম্ ২৮

যং প্রজাপাণনে পুণ্যং প্রাপু বস্তীহ পার্থিবাঃ ।
 ন তু ক্রতুসহস্রৈঃ প্রাপু বস্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৯
 অলাভে দেবখাতানাং ব্রহ্মেণ চ সরঃসু চ ।
 উদ্ধৃত্য চতুরঃ পিণ্ডান পারকে স্নানমাচরেৎ ॥ ৩০
 বসাপ্তকনক্ষত্রমুদ্রবিট্ কর্ণবিধ্বংসাঃ ।
 শ্লেষ্মাস্থি দ্বিকাঃ স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ
 যগ্নাং যগ্নাং ক্রমেণৈব শুদ্ধিকল্পা মনীষিভিঃ ।
 মৃদারিত্যে পূর্বেবামুত্তরেবাশ্চ বারিণা ॥ ৩১
 শৌচমঙ্গলনায়াসাননস্বাহাপ্ৰহা দমঃ ।
 লক্ষণানি চ বিশ্রুত তথা দানং দয়াপি চ ॥ ৩২
 ন গুণান গুণিনোহস্তি ঐত্তোতি চান্যান গুণানপি
 ন হসেচ্চাত্তদোবাংসং সানস্বাহা প্রকীর্তিতা ॥ ৩৩
 অভক্ষ্যপরিহারঃ সংসর্গচাপ্যনির্দিষ্টৈঃ ।
 আচারেষু ব্যবস্থান শৌচমিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৪
 প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জনম্ ।
 এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্ত মুষিভির্দর্শদর্শিভিঃ ॥ ৩৫
 শরীরং পীড়্যতে যেন শুভেন দ্বুশুভেন বা ।
 অত্যন্তং তন্ন কুর্ন্যতি অনায়াসঃ সউচ্যতে ॥ ৩৬
 যথোৎপন্নৈন কর্তব্যং সন্তোষঃ সর্ববস্তুষু ।
 ন স্পৃহেৎ পরদারেষু সাহস্পৃহা পরিকীর্তিতা ॥ ৩৭
 বাহ্যমাধ্যাত্মিকং বাপি হুঃখমুৎপাদ্যতেহপটৈঃ ।
 ন কুপ্যতি ন চাহস্তি দমহিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৮
 অহন্যহনি দাতব্যমদীনোস্তরাশ্বনা ।
 স্তোকাদপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৯
 পরস্মিন বন্ধুবর্গে বা মিত্রে স্বেষ্যে রিপৌ তথা ।
 আশ্রয়বর্তিতবাং হি দৈর্যেবা পরিকীর্তিতা ॥ ৪০
 যশ্চৈতৈর্লক্ষণৈর্গুক্তো গৃহস্থোহপি ভবেদ্বিজঃ ।
 স গচ্ছতি পরং স্থানং জায়তে নেহ বৈ পুনঃ ৪১
 অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদান্যষ্টৈব পালনম্ ।
 আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ(ঈ) ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ৪২
 বাপীকুপতভাগাদিদেবতায়তনানি চ ।
 অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে ॥ ৪৩
 ইষ্টং পূর্ত্তং প্রকর্তব্যং ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ ।
 ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তেন মোক্ষমাপুণ্যং ॥ ৪৪
 ইষ্টাপূর্ত্তো দ্বিজাভীনাং সামাভৌ ধর্মসাধনৌ ।
 অধিকারী ভবেচ্ছ্রুতঃ পূর্ত্তে ধর্মে ন বৈদিকে ৪৫
 যমান্ সেবেত সত্যং ন নিত্যং নিয়মান্ বৃধঃ ।
 যমান্ পতত্যক্ৰীণো নিয়মাৎ কেবলান্ ভজনঃ ৪৬
 আনুশংস্যাং ক্ষমা সত্যমহিংসা দানমার্জবম্ ।
 প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্যং মার্দবঞ্চ যমা দশ ॥ ৪৭

শৌচ মিজ্যাতপো দানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ ।
 ব্রতমোনোপবাসাশ্চ স্নানঞ্চ নিয়মা দশ ॥ ৪৮
 প্রতিষ্ঠতিঃ কুশময়ীং তীর্থবারিষু মজ্জয়েৎ ।
 যমুদ্ভিষ্য নিমজ্জেত অষ্টভাগং লভেত সঃ ॥ ৪৯
 মাতরং পিতরং বাপি ভাতরং স্নুহদং গুরুম্ ।
 যমুদ্ভিষ্য নিমজ্জেত দ্বাদশাংশফলং লভেৎ ॥ ৫০
 অপুত্রৈণৈব কর্তব্যং পুত্র-প্রতিনিধিঃ সদা ।
 পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতৌষ্মাত্তম্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৫১
 পিতা পুত্রস্ত জাতস্য পশ্যেচ্চ জীবতে মুখম্ ।
 স্নানমস্মিন সংনয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫২
 জাতমাত্রেণ পুত্রেন পিতৃণামনুগী পিতা ।
 তদহি শুদ্ধিগাপোতি নরকাত্রায়তে হি সঃ ॥ ৫৩
 ঐষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ ।
 যজতে চাষ্মমেধঞ্চ নীলং বা বৃষমুৎসজেৎ ॥ ৫৪
 কাজ্জস্তি পিতরঃ সর্পে নরকান্তরতীক্ষ্ণঃ ।
 গয়াং বাস্যাতি যঃ পুত্রঃ স নস্তাতা ভবিষ্যতি ॥ ৫৫
 কল্কতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্টা দেবং গদাধরম্ ।
 গয়াশীর্ষং পদাক্রম্য মুচ্যতে ব্রহ্মহতয়া ॥ ৫৬
 মহানদীমুপস্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ।
 অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ কুলক্ষেপে সমুদ্বরেৎ ৫৭
 শঙ্কাস্থানে সমুৎপন্নো ভক্ষ্যভোগবিবর্জিতৈঃ ।
 আহারশুদ্ধিং বক্ষ্যামি তম্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৫৮
 অক্ষারলবণং ভৈক্ষং পিবেদ্রাক্ষীং স্ববর্চসম্ ।
 ত্রিরাত্রং শঙ্খপুষ্পীষা ব্রাহ্মণঃ পয়সা সহ ॥ ৫৯
 মদ্যভাণ্ডাদ্বিজঃ কশিচদজ্ঞানাং পিবতে জলম্ ।
 প্রায়শ্চিত্তং কথং তস্য মুচ্যতে কেন কর্মণা ॥ ৬০
 পলাশবিষপত্রাণিকুশান্ পদ্মাদ্বাডুধরম্ ।
 কাথয়িত্বা পিবেদাপস্ত্রিরাত্রৈণৈব শুদ্ধ্যতি ॥ ৬১
 সায়ং প্রাতস্ত যঃ সক্ষ্যাং প্রমাদাদিক্রমের্ম সক্রুৎ
 গায়ত্র্যাস্ত সহস্রং হি জপেৎ স্নাত্বা সমাহিতঃ ৬২
 শৌচাক্রান্তোহথ বা শ্রান্তঃ স্থিতঃ স্নানজপাদ্বিহিঃ
 ব্রহ্মকুর্চ্ছ চরেদ্ভক্ত্যা দানং দত্তা বিদুর্ভ্রাতী ॥ ৬৩
 গবাং শৃঙ্গোদকে স্নাত্বা মহানদ্রাপসঙ্গমে ।
 সমুদ্রদর্শনেঐব ব্যালদষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥ ৬৪
 বৃকশ্বানশৃগালৈস্ত যদি দষ্টশ্চ ব্রাহ্মণঃ ।
 হিরণ্যোদকসংমিশ্রং যতঃ প্রাশু বিদুর্ভ্রাতী ॥ ৬৫
 ব্রাহ্মণী তু শুনা দষ্টা ভষ্মকেন বৃকেন বা ।
 উদিতং গ্রহনক্ষত্রং দৃষ্টা সদ্যঃ শুচির্ভবেৎ ॥ ৬৬
 স ব্রতশ্চ শুনা দষ্টত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ ।
 সম্বতং যাবকং প্রাশু ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৬৭

মোহাৎ প্রমাদাৎ সংলোভাদ্ভ্রতভঙ্গং তু কারয়েৎ
ত্রিরাত্রৈণৈব শুদ্ধ্যত পুনরৈব ত্রতী ভবেৎ ॥ ৬৯
ব্রাহ্মণাঃ যদ্বচ্ছিতমশ্রাত্যজ্ঞানতোদ্বিজঃ ।
দিনদ্বয়ং তু গায়ত্র্যা জপং কৃৎষা বিশুদ্ধ্যতি ॥ ৭০
কত্রিয়ার্নং যদ্বচ্ছিতমশ্রাত্যজ্ঞানতোদ্বিজঃ ।
ত্রিরাত্রৈণ ভবেচ্ছুদ্ধির্থা ক্ষত্রে তীর্থা বিশি ॥ ৭১
অভোজ্যান্নং তথা ভুক্ত্বা ত্রীশ্চোচ্ছিতমেব বা ।
জগ্ধা মাংসমভক্ষ্যন্তসপ্তরাত্রংববান্ পিবেৎ ৭২
শুনা চৈব তু সংস্পৃষ্টস্তন্ত জ্ঞানং বিধীয়তে ।
তদ্বচ্ছিতস্ত সংপ্রাশ্য যথাসান্ কৃচ্ছ মাচরেৎ ॥ ৭৩
অসংস্পৃষ্টেন সংস্পৃষ্টঃ জ্ঞানং তেন বিধীয়তে ।
তস্য চোচ্ছিতমশ্রীয়াৎ যথাসান্ কৃচ্ছ মাচরেৎ ৭৪
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিগৃহ্যন্ত স্ত্রাসংস্পৃষ্টমেব চ ।
পুনঃ সংস্কারমহিস্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭৫
বপনং মেঘীনা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যত্রতানি চ ।
নিবর্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৭৬
গৃহশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি অন্তঃস্থবদুযিতাম্ ।
প্রায়োজ্যং মুখয়ং ভাওং সিদ্ধমন্নং তথৈব চ ॥ ৭৭
গৃহান্নিক্রম্য তৎসংসর্গং গোমরেনোপলেপয়েৎ ।
গোমরেনোপনিপাথ্যছাগেনাশ্রাপয়েৎ পুনঃ ॥ ৭৮
ব্রাহ্মণং যৈস্ত পূতস্ত হিরণ্যকুশবারিভিঃ ।
তৈরেবাতৃক্ষ্য তবৈশ্য শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯
রাজ্যন্তোঃ স্বপচৈক্যাপি বলাদ্বিচালিতো দ্বিজঃ ।
পুনঃ কুর্বীত সংস্কারং পশ্চাৎ কৃচ্ছ ত্রয়ঞ্চরেৎ ॥ ৮০
শুনা চৈব তু সংস্পৃষ্টস্তস্য জ্ঞানং বিধীয়তে ।
তদ্বচ্ছিতস্ত সংপ্রাশ্য যত্নেন কৃচ্ছ মাচরেৎ ॥ ৮১
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি স্ততকল্যাণী বিনির্গম্য ।
প্রায়শ্চিত্তং পুনর্নৈব কথয়িষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥ ৮২
একাহচ্ছুদ্ধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নিবেদসমম্বিতঃ ।
ত্র্যাহাৎ কেবলবেদস্ত নিগুণো দশভির্দিনৈঃ ৮৩
ত্রতিনঃ শাস্ত্রপুতস্য আহিতাগ্নেস্তথৈব চ ।
রাজস্ত স্ততকং নাস্তি যস্য চেচ্ছত্র ব্রাহ্মণঃ ॥ ৮৪
ব্রাহ্মণো দশরাত্রৈণ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাদেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৮৫
সপিণ্ডানান্ত সর্বেষাং গোত্রজঃ সাপ্তপৌরুষঃ ।
পিণ্ডোচ্চৈদকদানঞ্চ শাস্ত্রাশৌচং তথাহুগম্ ॥ ৮৬
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ শুদ্ধঃ পঞ্চমে তথা ।
ষষ্ঠে চৈব ত্রিরাত্রং স্যাৎ সপ্তমে দ্বাহমেব বা ৮৭
অষ্টমে দিনমেকস্ত নবমে প্রহরদ্বয়ম্ ।
দশমে জ্ঞানমাত্রৈণ স্ততকে তু শুচির্ভবেৎ ॥ ৮৮

স্ততককে তু দাসীনাং পত্নীনাঞ্চমুলোমিনাম্ ।
স্মিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং স্ততস্বামিনির্বোদিকম্ ৮৯
শবশ্চতুর্ভূতীয়ন্ত সচেলঃ স্নানমাচরেৎ ।
চতুর্থে সপ্তভৈক্ষ্যং স্যাদেব শাববিধিঃ স্ততঃ ॥ ৯০
একত্র সংস্কৃতানান্ত মাতৃগামেকুভোজিনাম্ ।
স্মিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং বিভক্তানাং পৃথক পৃথক্ ৯১
উদ্বীকীরমবীকীরং যচ্চান্নং স্ততককে ।
পাচকান্নং নবশ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চান্নায়গঞ্চরেৎ ॥ ৯২
স্ততকান্নমধর্ম্মায় যন্ত প্রাণীতি মানবঃ ।
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাদেকরাত্রং জলে বসেৎ ॥ ৯৩
মহাবজ্রবিধানস্ত ন কুর্ধ্যান্ন তজ্জন্মনি ।
হোমং তত্র প্রকুর্বীত শুক্লম্নেন ফলেন বা ॥ ৯৪
বাগবন্তদর্শাহে তু পঞ্চমং যদি গচ্ছতি ।
সদ্যএব বিভুদ্ধিঃ স্যাদ্গ প্রেতং নৈব স্ততকম্ ॥ ৯৫
কৃতচূড়স্ত কুর্বীত উদকং পিণ্ডমেব চ ।
স্বধাকারং প্রকুর্বীত নামোচ্চারণ মেব চ ॥ ৯৬
ব্রহ্মচারী যতিচৈবং ময়ে পূর্বকৃতে তথা ।
যজ্ঞে বিবাহকালে চ সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৯৭
বিবাহোৎসবযজ্ঞেবু অন্তরাস্ততককে ।
পূর্বসকলিতার্থস্য ন দোষশত্রিরত্রবীৎ ॥ ৯৮
স্ততসংজননাদ্ধ্বং স্ততকাদৌ বিধীয়তে ।
স্পর্শনাচমনাচ্ছুদ্ধিঃ স্ততিকাঞ্চম সংস্পৃশেৎ ॥ ৯৯
পঞ্চমেহনি বিজ্ঞেয়ঃ সংস্পর্শঃ ক্ষত্রিয়স্য তু ।
সপ্তমেহনি বৈশ্যস্য বিজ্ঞেয়ঃ স্পর্শনং বৃধৈঃ ১০০
দশমেহনি শূদ্রস্য কর্তব্যং স্পর্শনং বৃধৈঃ ।
মাদেনৈবায়শুদ্ধিঃ স্যাৎ স্ততকে স্ততকে তথা ১০১
ব্যাধিতস্য কদধ্যস্য স্নানগ্রন্থস্য সর্দদা ।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ১০২
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাদীনস্য নিত্যশঃ ।
স্বাধ্যায়ব্রতহীনস্য স্ততং স্ততকং ভবেৎ ॥ ১০৩
দ্বৈ কৃচ্ছ পরিবিভেজন্ত কন্যায়াঃ কৃচ্ছ মেব চ ।
কৃচ্ছাতিকৃচ্ছং দাতুঃ স্যাদেব তু সান্তপনং স্ততম্ ১০৪
কুজবাননথঙ্কেষু গর্হিতেহৎ জড়েষু চ ।
জাত্যক্লবধিরে যুকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ১০৫
ক্লীবে দেশান্তরেষু চ পতিতে ব্রজিতেহপি বা ।
যোগশাস্ত্রাভিভূক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ১০৬
পিতা পিতামহো যস্য অগ্রজো বাপি কস্যাচিৎ ।
নাগ্নিহোত্রাধিকারোহস্তি ন দোষঃ পরিবেদনে ১০৭
ভার্য্যামরণপক্ষে বা দেশান্তরগতেহপি বা ।
অধিকারী ভবেৎ তত্র তথা পাতকসংযুতে ॥ ১০৮

জ্যোষ্ঠো ভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈবকারয়েৎ ।
 অমৃজাতস্ত কুর্বীত শঙ্খস্য বচনং বথা ॥ ১০৯
 নাথয়ঃ পরিবিন্দন্তি ন বেদা ন তপাংসি চ ।
 নচ শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠোবৈ বিনা চৈবাভ্যাহুজয়া ॥ ১১০
 তস্মাদ্ধর্মং সদা কুর্ধ্যাচ্ছ তিস্তৃত্যাদিতঞ্চ যৎ ।
 নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যচ্চ স্বর্গসাধনম্ ॥ ১১১
 একৈকং বর্দ্ধয়েন্নিত্যং গুরু কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ ।
 অমাবাস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণোবিধিঃ ॥
 ইত্যোতং কথিতং পূর্বে মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১১২
 বেদাভ্যাসরতং ক্ষান্তং মহাবজ্রক্রিয়াপরম্ ।
 ন স্পৃশন্তীহ পাপানি মহাপাতকজ্ঞান্যপি ॥ ১১৩
 বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠেদ্রাত্রিষ্টেবাপু সূর্যদৃক্ ।
 জপ্তা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুদ্ধিত্রৈলবদ্বাদৃতে ॥ ১১৪
 পদ্মোড়ু সুরবিবৈশচ কুশোহংস্বথপলাশয়োঃ ।
 এতেষামৃদকং পীত্বা পর্ণকৃচ্ছ স্তব্ধচ্যতে ॥ ১১৫
 পঞ্চগোব্যঞ্চ গোক্ষীরদধিমুত্রশুদ্ধয়তম্ ।
 জপ্ত্বা পরেহকুপবসেদেব সান্তপনো বিধিঃ ॥ ১১৬
 পৃথক্সান্তপনৈর্দ্রব্যৈঃ যড়হঃ সোপবাসকঃ ।
 সপ্তাহেন তু কৃচ্ছোহয়ং মহাসান্তপনং স্মৃতম্ ॥ ১১৭
 ত্র্যাহং সায়ং ত্র্যাহং প্রাতঃ-
 ত্র্যাহং ভুক্তো দ্ব্যচিহ্নতম্ ।
 ত্র্যাহং পরঞ্চ নান্দ্রীয়াং
 প্রাজাপত্যোবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৮
 সায়ং তু দ্বাদশ গ্রাসাঃ প্রাতঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ।
 অবাচিতং চতুর্ধিংশঃ পরেহহানশনং স্মৃতম্ ॥ ১১৯
 একৈকং গ্রাস মন্দ্রীয়াং ত্র্যাহাণি ত্রীণি পূর্ধ্ববৎ ।
 ত্র্যাহং পরঞ্চ নান্দ্রীয়াদতিরুচ্ছং তদ্ব্যচ্যতে ॥ ১২০
 কুঙ্কটাপ্তপ্রমাণং ভাদ্যাবদয়স্য মুখং বিশেৎ ।
 এতদগ্রাসং বিজানীয়াচ্ছুদ্ধার্থং কার্যসাধনম্ ॥ ১২১
 ত্র্যাহমুঞ্চং পিবেদাপজ্যাহমুঞ্চং পিবেৎ পয়ঃ ।
 ত্র্যাহমুঞ্চং যতঃ পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥ ১২২
 ষটপালানি পিবেদাপজ্জিপলং তু পয়ঃ পিবেৎ ।
 পলমেকস্ত বৈ সর্পিপ্তপুঙ্কচ্ছং বিদ্রীয়তে ॥ ১২৩
 দয়া চ ত্রিদিনং ভুক্তো
 ত্র্যাহং ভুক্তো চ সর্পিষা ।
 ক্ষীরেণ তু ত্র্যাহং ভুক্তো
 বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥ ১২৪
 ত্রিপলং দধিক্ষীরেণ পলমেকং তু সর্পিষা ।
 এতদেব ত্রতং পূর্ণাং বৈদিকং কৃচ্ছ মুচ্যতে ॥ ১২৫
 একভক্তেন নক্তেন তদৈববাচিতেন চ ।

উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১২৬
 কৃচ্ছাতিরুচ্ছঃ পয়সা দিবসানেকবিংশতিম্ ।
 দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১২৭
 পিণ্যাকদধিশক্তূনাং গ্রাসশ্চ প্রতিবাসরম্ ।
 একৈকমুপবাসঃ স্যাৎ সৌম্যকৃচ্ছঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১২৮
 এষাং ত্রিরাত্রমুচ্যাসাদেককস্য বথাক্রমম্ ।
 তুলাপুরুষইতোষ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ ॥ ১২৯
 কপিলাগোস্ত্র ছুদ্রায়া ধারোষণং যৎপয়ঃ পিবেৎ ।
 এষ ব্যাস্কৃতঃ কৃচ্ছঃ স্বপাকমপি শোধয়েৎ ॥ ১৩০
 নিশায়াং ভোজনকৈব তজ্জ্ঞেয়ং নক্তমেব তু ।
 অনাদিষ্টেবু পাপেষু চান্দ্রায়ণ মথোদিতম্ ॥ ১৩১
 অগ্নিষ্টোমাদিতির্ঘটজৈরিষ্টেদ্বিগুণদক্ষিণৈঃ ।
 যৎফলং সমবাপোতি তথা কৃচ্ছ স্তপোদনং ॥ ১৩২
 বেদাভ্যাসরতঃ ক্ষান্তো ধর্মশাস্ত্রাণ্যেবক্ষয়েৎ ।
 শৌচাগারসমায়ুক্তো গৃহহোহপি হি মুচ্যতে ॥ ১৩৩
 উক্তমেতদ্বিজাতীনাং মহর্ষে ! শ্রয়তামিতি ।
 অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ক্রীশূদ্রপতনানি চ ॥ ১৩৪
 জপ্তপ্তপ্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা বয়সাধনম্ ।
 দেবতারাদনকৈব ক্রীশূদ্রপতনানি ষট্ ॥ ১৩৫
 জীবন্তভূরি যা নারী উপোষ্য ত্রতচারিণী ।
 আয়ুস্যং হরতে ভর্ত্তঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৩৬
 তীর্থক্ষানাদিখিনী নারীপতিপাদোদকং পিবেৎ ।
 শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোর্ষী প্রবাতি পরমং পদম্ ॥ ১৩৭
 জীবন্তভূরি বাগদক্ষী মৃতে বাপি স দক্ষিণঃ ।
 শ্রাদ্ধে যজ্ঞে বিবাহে চ পত্নী দক্ষিণতঃ সদা ॥ ১৩৮
 সোমঃ শৌচং দর্দো তাঙ্গাং গন্ধর্কশ্চতুর্থাঙ্গিরাঃ
 পাবকঃ সর্বমেধ্যং মেধ্যাবৈবোধিতাং সদা ॥ ১৩৯
 জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজউচ্যতে ।
 বিদ্যায়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ ॥ ১৪০
 বেদশাস্ত্রাণ্যধীতে যঃ শাস্ত্রার্থঞ্চ নিবেদতে ।
 তদার্দো বেদবিৎ প্রোক্তো বচনস্তপ্ত পাবনম্ ॥ ১৪১
 একোহপি বেদবিক্রম্যং যংব্যবস্তেদ্বিজোত্তমঃ ।
 স জ্ঞেয়ঃ পরমো ধর্মো নাজ্ঞানামযুতায়ুতৈঃ ॥ ১৪২
 পাবকাইব দীপপত্তে জপহোমৈর্দ্বিজোত্তমঃ ।
 প্রতিগ্রহেণ নশস্তি বারিণা ইব পাবকঃ ॥ ১৪৩
 তানপ্রতিগ্রহজ্ঞান দোষানু প্রাণায়ামৈর্দ্বিজোত্তমঃ
 উৎসাদয়ন্তি বিদ্বাংসো বায়ু মেধানিবাস্তরে ॥ ১৪৪
 ভুক্তাচম্য যদা বিপ্র আদ্র পাণিস্ত তিষ্ঠতি ।
 লক্ষ্মীর্বলং যশস্তেজ আয়ুশ্চৈব প্রহীয়তে ॥ ১৪৫
 যজ্ঞভোজনশালায়ামাসনস্থ উপস্পৃশেৎ ।

তত্ত্বান্নৈব ভোক্তব্যং ভুক্তা চান্নায়গ্ধরেন ॥ ১৪৬
পাত্রোপরিস্থিতং পাত্রং যঃ সংস্থাপ্য উপস্থপেৎ ॥
তত্ত্বান্ন নৈব ভোক্তব্যং ভুক্তা চান্নায়গ্ধরেন ॥ ১৪৭
হস্তং প্রক্ষাল্য যথাপঃ পিবেদভুক্তা দ্বিজোত্তমঃ ॥
তদন্নমহুরৈতু ক্তং নিয়াশাঃ পিতরো গতাঃ ॥ ১৪৮
নাস্তি বেদাং পরং শাস্ত্রং নাস্তি মাতৃঃ পরো গুরুঃ
নাস্তি দান্যং পরং মিত্রমিহ লোকে পরত্র চ ॥
অপাত্রে হপি যদভ্যং দহতাসপ্তমং কুলম্ ॥ ১৪৯
হব্যং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কবাঞ্চ পিতরস্তথা ॥
আয়সেন তু পাত্রেণ যদন্নমুপদীয়তে ॥
অন্নং বিষ্ঠাসন্নং ভোক্তৃদাতা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৫০
ইতরেণ তু পাত্রেণ দীয়মানং বিচক্ষণঃ ॥
ন দদ্যাৎ দানমহস্তেন আয়সেন কদাচন ॥ ১৫১
মুগ্ধয়েষু চ পাত্রেষু যঃ শ্রাক্ষে ভোজয়েৎ পিতৃন ॥
অন্নদাতা চ ভোক্তা চ তাবেব নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৫২
অভাবে মুগ্ধয়ে দদ্যাৎ দানমহস্তেন তৈ বিজৈঃ ॥
তেষাং বচঃ প্রমাণং স্যাদৃতঞ্চানুতমেব চ ॥ ১৫৩
সৌবর্ণায়সতাম্রেষু
কাংস্যায়োপায়মেষু চ ॥
ভিক্ষাদাতৃ ন ধর্মোহসি
• ভিক্ষুভুক্তো তু কিমিষম্ ॥ ১৫৪
ন চ কাংজেষু ভুক্তীয়াদাপ্যন্যপি কদাচন ॥
পলাশে যতয়োহন্নস্তিগৃহঃ কাংস্যভাজনে ॥ ১৫৫
কাংস্ত্রকচ্চ চ যৎপাপং গৃহস্থস্ত তথৈব চ ॥
কাংস্ত্রভোজীযতিশ্চৈব
প্রাপুয়াং কিমিষং তয়োঃ ॥ ১৫৬
অত্রাপ্যদাহরন্তি ॥
সৌবর্ণায়সতাম্রেষু কাংস্ত্রায়োপায়মেষু চ ॥
ভুক্তনভিক্ষনদুয্যেতদুয্যেচৈবপরিগতাঃ ॥ ১৫৭
যতিহস্তে জলং দদ্যাৎ ভিক্ষাং দদ্যাৎ পুনর্জলম্ ॥
তদৈক্ষ্য মেরুণাতুল্যং তজ্জলং সাংগরোপমম্ ॥ ১৫৮
চরেন্নাধুকরীং বৃত্তিমপি স্নেচ্ছকুলাদপি ॥
একান্নং নৈব ভোক্তব্যং বৃহস্পতিহুলাদপি ॥ ১৫৯
অনাপদি চরেন্দ্রশস্ত্রং সিন্ধং ভৈক্ষ্যং পুহে বসন ॥
দশরাত্রং পিবেদব্রজমাপস্ত্র্যহমেব চ ॥ ১৬০
গোমূত্রেণ তু সমিশ্রং যাবকং যতপাচিতম্ ॥
এতদ্বজ্রমিতি প্রোক্তং ভগবানত্রিরবীত ॥ ১৬১
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ ॥
অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিচ বড়তে ভিক্ষুকাঃ স্ত্রতাঃ ॥ ১৬২
যথাসান্ কাময়েন্নর্তো গতিগীমেঘ চ জিয়ম্ ॥

আদন্তজননাদুর্কমেব ধর্মো বিধীয়তে ॥ ১৬৩
ব্রহ্মহা প্রথমশ্চৈব দ্বিতীয়ং গুরুতমগঃ ॥
তৃতীয়স্ত্রয়রপোয়ং চতুর্থং স্তেয়মুচ্যতে ॥
পাপানানিষ্টেব সংসর্গঃ পঞ্চমং পাতকং যৎ ॥ ১৬৪
এষামেব বিচক্ষাৎ চরেন্দ্রবর্ণাধ্যক্ষমাং ॥
ত্রীণিকৃষ্ণাণ্যকামশ্চৈব ব্রহ্মহত্যায়্যাপোহতি ১৬৫
অর্কস্ত ব্রহ্মহত্যায়ঃ ক্ষত্রিয়েষু বিধীয়তে ॥
ষড়্ভাগো বাদশশ্চৈব বিটশ্চদ্রয়োস্তথাভবেৎ ১৬৬
ত্রীন্মাসান্নক্তমন্নীয়াভূমো শয়নমেব চ ॥
স্ত্রীযাতঃ শুদ্ধ্যতেহপ্যেব চরেন্দ্রকৃষ্ণাঙ্কমেব চ ১৬৭
রজকঃ শৈলুষশ্চৈব বেণুকর্ণোপজীবনঃ ॥
এতেষাং যন্তুভুক্তং ক্তেবেবিজ্ঞানায়গ্ধরেন ১৬৮
সর্কাস্ত্রাজ্যানাং গমনে ভোজনে সম্প্রবেশনে ॥
পরাক্কেণ বিতন্ধিঃ স্ত্রান্তগবানত্রিরবীত ১৬৯
চাণ্ডালভাণ্ডে যতোয়ং পীড়া চৈব দ্বিজোত্তমঃ ॥
গোমূত্রাবাকহারঃ সপ্তত্রিংশদহাশপি ১৭০
সংস্পৃষ্টং যন্ত পক্ষ্মমস্ত্র্যজৈর্কোপাদুক্য ॥
অজ্ঞানাদব্রাহ্মণোহন্নীয়াৎ
প্রাজাপত্যাক্ষমাচরেন ১৭১
চাণ্ডালানং যদা ভুক্তো চাতুর্লগ্নস্ত নিম্নতিঃ ॥
চান্নায়গ্ধরেনিপ্রাপ্তঃ সাত্তপনং চরেন ১৭২
ষড়্ভাগান্নচরেন্দ্রৈঃ পঞ্চগব্যং তথৈব চ ॥
ত্রিরাত্রমাচরেন্দ্রো দানং দদা বিচক্ষ্যতি ১৭৩
ব্রাহ্মণো বৃক্ষমাক্রুচশাণ্ডালো মূলসংস্পৃশঃ ॥
ফলাগ্ধতি স্থিতং তত্র প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ১৭৪
ব্রাহ্মণান্ সমুজ্জাপ্য সবাণাঃ স্নানমাচরেন ॥
নতভোজী ভবেদ্বিপ্ৰায়তং প্রাশুবিচক্ষ্যতি ১৭৫
একবৃক্ষমাক্রুচশাণ্ডালো ব্রাহ্মণস্তথা ॥
ফলাগ্ধতি স্থিতং তত্র প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ১৭৬
ব্রাহ্মণান্ সমুজ্জাপ্য সবাণাঃ স্নানমাচরেন ॥
অহোরাত্রোনিতোভূতাপঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ১৭৭
একশাখাসমাক্রুচশাণ্ডালো ব্রাহ্মণো যদা ॥
ফলাগ্ধতি স্থিতং তত্র প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ১৭৮
ত্রিরাত্রোপোষিতোভূতাপঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ১৭৯
স্ত্রিয়া স্নেচ্ছস্ত সম্পর্কীচ্ছুদ্ভিঃ সাত্তপনে তথা ॥
তপ্তকৃষ্ণং পুনঃ কৃষা শুদ্ধিরেবাভিধীয়তে ১৮০
সদ্বর্তেত যথা ভাণ্ডাং গভা স্নেচ্ছস্ত সঙ্গতাম্ ॥
সচেলং স্নানমার্গ্যং যতস্ত প্রাশনেন চ ১৮১
স্নাত্বা নহ্যদকৈশ্চৈব যতং প্রাশু বিচক্ষ্যতি ॥
সংগৃহীতামপত্যার্থমশ্বেগপি তথা পুনঃ ১৮২

চাণ্ডালয়েচ্ছখপচকাপালব্রতধারিণঃ ।
 অকামতঃ স্ত্রিয়ো গম্বা পরাকেশবিগ্ধাক্তি ॥১৮৩
 কামতস্ত্ব প্রসূতো বা তৎসমো নাত্র সংশয়ঃ ।
 স এব পুরুষ স্ত্রজ গৰ্ভো ভূষা প্রজায়তে ॥ ১৮৪
 তৈলভাভ্যক্তোরবৃত্তান্তো বিগমূত্রং কুরুতেদ্বিজঃ ।
 তৈলভাভ্যক্তো ঘৃতভাভ্যক্তশাণ্ডালং স্পৃশতেদ্বিজঃ ।
 অহোরাত্রোষিতো ভূষা পঞ্চগবোন শুদ্ধ্যতি ১৮৫
 কেশকীটনখম্মায় অস্থিকটকমেব চ ।
 স্পৃষ্ট্বা নহ্যদকে স্নানায়তং প্রাশ্য বিগ্ধাক্তি ১৮৬
 নস্যাস্থিঙ্গক্ষুকাহ্নীনি নখশুল্কিকপদিকাঃ ।
 স্পৃষ্ট্বা স্নানায় হেমতপ্ৰসূতং পীষ্যবিগ্ধাক্তি ॥ ১৮৭
 গোবুলে ক দূশালায়ং তৈলচক্রেক্ষুচক্রয়োঃ ।
 অশীমাং স্যানি শৌচানিন্দ্রীণাঞ্চ ব্যাধিতস্য চ ॥ ১৮৮
 ন স্ত্রী দূষ্যতি জরেণ ব্রাহ্মণোঃ বেদকর্ম্মণা ।
 নাপো মুত্রপূরীযাত্যং নাগ্নিদহতি-কর্ম্মণা ॥ ১৮৯
 পূর্ষং স্ত্রিয়ঃ স্বরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ষবহিভিঃ ।
 ভূগ্নতে মানবাঃ পশ্চান্ন তা দূষ্যন্তি কহি'চিং ॥ ১৯০
 অসবর্ণৈস্ত্র্যো যো গর্ভঃ স্ত্রীণাং যোনৌ নিষেব্যতে ।
 অ শুদ্ধা সা ভবেন্নারী ব্যবাকর্ত্তং নমুঞ্চতি ॥ ১৯১
 বিমুক্তে তু ততঃ শল্যো রজ্জশাপি প্রদূষ্যতে ।
 তদা সা শুদ্ধ্যতে নারীবিমলং কাঞ্চনং যথা ॥ ১৯২
 স্বয়ং বিপ্রতিপন্ন্য যা যদি বা বিপ্রতারিতা ।
 বলান্নারীপ্রভুক্তা বা চৌরভুক্তা তথাপি বা ॥ ১৯৩
 ন ত্যজ্যা দূষিতা নারী ন কামোহস্য বিবীয়তে
 ঋতুকালে উপাসীত পুশকালেন শুদ্ধ্যতি ॥ ১৯৪
 রজকশ্মকারণশ্চ নটো বরুড় এব চ ।
 কৈবর্ত্তমেদভিন্নাশ্চ সশৈতেচাস্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ১৯৫
 এষাং গম্বা স্ত্রিয়ো মোহাদ্ভুক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ ।
 কৃচ্ছ্রাঙ্গনারচরেজ্জানাদজ্ঞানদৈন্দবদয়ম্ ॥ ১৯৬
 সুরুছুক্তা তু বা নারী য়েইচ্ছের্কা'পাপকর্ম্মভিঃ ।
 প্রোজ্ঞাপত্যেন শুদ্ধ্যতে ঋতুপ্রবর্ণেন তু ॥ ১৯৭
 বলাদ্ধ তা স্বয়ং বাপি পরপ্রতারিতা যদি ।
 সুরুছুক্তা তু বা নারী প্রোজ্ঞাপত্যেন শুদ্ধ্যতি ১৯৮
 প্রারদ্ধদীর্ঘতপসাং নারীণাং যজ্ঞজো ভবেৎ ।
 ন তেন তদব্রতং তা সাংবিনশ্যতি কদাচন ॥ ১৯৯
 মদ্যসংস্পৃষ্টকুস্তেবু যভোয়ং পিবতি বিজঃ ।
 কৃচ্ছ্রপানেন শুদ্ধ্যতে পুনঃ সংস্কারমহিতি ॥ ২০০
 অভ্যাজস্য তু য়ে বৃক্ষা বহুপুশকলাপগাঃ ।
 উপভোগ্যাস্ত তে সর্কে পুষ্পে'চ ফলে'চ ॥ ২০১
 চাণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টং যভোয়ং পিবতি বিজঃ ।

কৃচ্ছপাদেন শুদ্ধোতাপান্তষোঃব্রবীমুনিঃ ॥২০২
শ্লেয়োপানহবিগু জত্রীরজোমদ্যমেব চ ।
এভিঃসন্দুষ্টিতেকুপেতোয়ংপীত্বাকথংবিধিঃ ২০৩
একং দ্ব্যহং ত্র্যহংৈব দ্বিজাতীনাম্ বিশোধনম্ ।
প্রায়শ্চিত্তং পুনঃশ্চৈব ন ক্রুৎশুদ্য দাপয়েৎ ২০৪
সদ্যোবাস্তে সৰ্গেলং তু বিপ্রস্ত স্নানমাচরেৎ ।
পূৰ্ব্বাঘৃষিতে ষ্ঠহোরাত্রমতিরিক্তে দিনত্রয়ম্ ২০৫
শিরঃকঠোরুপাদাংশং সুরয়া যন্ত লিপাত্যে ।
দশষট্জিত্তয়ৈকম্হং চরেদেবমন্ত্রক্ৰমাৎ ॥ ২০৬
অত্রাপ্যদাহরন্তি ।
প্রমাদান্মদ্যমসুরাং সক্রুৎপীত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।
গোমুত্রাবাকাহারো দশরাত্রেন শুদ্ধতি ॥ ২০৭
মদ্যপস্য নিষাদস্য যন্ত ভুঙক্তে দ্বিজোত্তমঃ ॥
ন দেবা ভুঞ্জতে তত্র ন পিতন্তি হবির্জলম্ ২০৮
চিতিভ্রষ্টা তু যা নারী স্কৃতভ্রষ্টা চ ব্যাধিতঃ ।
প্রোজাপত্যেন শুদ্ধোত ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদশং ২০৯
যে প্রত্যবসিতা বিপ্রাঃ প্রব্রজ্যাগ্নিজলাদিতঃ ।
অনাশকারিবর্তন্তে চিকীৰ্ষন্তি গৃহস্থিতিম্ ॥ ২১০
ধারয়েন্নীণি কৃচ্ছানি চান্ধ্রায়ণ মথাপিবা ।
জাতকর্ষাদিকং প্রোক্তং পুনঃ সংস্কারমহতি ২১১
নাশোচং নোদকং নাশ্র নোপবাদানুকম্পনে ।
ব্রহ্মদণ্ডহতানাং তু ন কার্যং কটধারণম্ ॥ ২১২
স্নেহং কৃত্বা ভয়াদিভ্যো যন্তেতানি সমাচরেৎ ।
গোমুত্রাবাকাহারঃ কৃচ্ছ মেকং বিশোধনম্ ২১৩
বৃদ্ধঃ শৌচম্বতেলুপ্তঃ প্রত্যাখ্যাতভিক্ষক্ৰিয়ঃ ।
আয়ানং যাতয়েদ্বস্ত ভূষণানশানুভিঃ ॥ ২১৪
তস্য ত্রিরাত্রমাশৌঃ দ্বিতীয়ে ষ্টিদক্ষয়ম্ ।
তৃতীয়ে তৃদকং কৃত্বা চতুর্থে শ্রাদ্ধমাচরেৎ ২১৫
বটস্যকাপি গৃহে নাস্তি ধেনুর্বৎ সালুচারিণী ।
মঙ্গলানি কুতস্তস্য কুতস্তস্য তমঃক্ষয়ঃ ॥ ২১৬
অতিদোহাতিবাহাভ্যাং নাসিকাবেদনেন বা ।
নদীপর্ষতসংরোধমুতে পাদোনমাচরেৎ ॥ ২১৭
অষ্টাগবং ধর্মহলাং ষড়্গবং ব্যাবহারিকম্ ।
চতুর্গবং নৃশংসমাং দ্বিগবং গববধ্যকৃৎ ॥ ২১৮
দ্বিগবং বাহয়েৎ পাদং মধ্যাহ্নং তু চতুর্গবম্ ।
ষড়্গবং তু ত্রিপাদোক্তপূর্ণহস্তভিঃ স্মৃতঃ ২১৯
কাঠলোষ্ট্রশিলাগোষঃ কৃচ্ছং সাস্তপনঞ্চরেৎ ।
প্রোজাপত্যং চরেৎ ৭সাপতিকৃচ্ছ স্ত আয়সৈঃ ২২০
প্রায়শ্চিত্তে ততর্চীর্ণে কুর্ধ্যাদব্রাহ্মণভোজনম্ ।
অনভুংসহিতাং গাঞ্চ মদ্যাদিপ্রায় দক্ষিণাম্ ২২১

আত্মসংহতা ।

শরভোঃ হুয়াংগান্ সিংহশাৰ্দুলগদভান্ ।
 হুয়া চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ২২২
 মার্জারগোধানকুলমণ্ডকাংশ পতত্রিণঃ ।
 হুয়া ত্র্যহংপিবৎক্ষীরংকৃচ্ছংবা পাদিকঞ্চকরেৎ ২২৩
 চাণ্ডালস্য চ সংস্পৃষ্টং বিধুঃ স্পৃষ্টমেব বা ।
 ত্রিরাত্রৈণবিশুদ্ধিঃ স্যাৎস্পৃষ্টোক্তিত্ত্বং তথাচরেৎ ২২৪
 বাপীকৃপতড়াগানাং দূষিতানাঞ্চ শোধনম্ ।
 উদ্ধরেদঘটনতঃ পূৰ্ণং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২২৫
 অস্থিত্রাসবিস্ক্রেমু খরখানাদিদূষিতে ।
 উদ্ধরেদুদকং সৰ্বং শোধনং পরিমার্জনম্ ॥ ২২৬
 গোদোহনে চৰ্ম্মপুটে চ তোয়ং
 বদ্ধাকরে কারুকশিল্লিহন্তো ।
 ক্রীবালবুদ্ধাচরিতানি যান্য-
 প্রত্যক্ষদৃষ্টানি শুচীনি তানি ॥ ২২৭
 প্রকাররোধে বিবসপ্রদেশে
 সেনানিবেশে ভবনস্য দাহে ।
 আরদ্ধযজ্ঞেবু মহোৎসবেবু
 তথৈব দোষা ন বিকল্পনীয়াঃ ॥ ২২৮
 প্রপাস্রগণ্যে ঘটকেচ কূপে
 দ্রোণ্যাং জলং কোশবিনির্গতঞ্চ ।
 • স্বপাকচণ্ডালপরিগ্রহে তু
 পীত্বা জলং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ ॥ ২২৯
 রেতোবিধুঃ স্পৃষ্টং স্পৃষ্টকোপং যদি জলং পিবৎ ।
 ত্রিরাত্রৈণব শুদ্ধিঃ স্যাৎ কুস্তেমান্তপনং তথা ২৩০
 ক্লিন্নভিন্নশবং যৎ স্যাৎস্পৃষ্টোদ্ধকং পিবৎ ।
 প্রায়শ্চিত্তং চরেৎ পীত্বা তপ্তকৃচ্ছং দ্বিজোত্তমঃ ২৩১
 উষ্ট্রীক্ষীরং খরীক্ষীরং মাহুযীক্ষীরমেব চ ।
 প্রায়শ্চিত্তং চরেৎ পীত্বা তপ্তকৃচ্ছং দ্বিজোত্তমঃ ২৩২
 বর্ণবাহ্যেন সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টস্ত দ্বিজোত্তমঃ ।
 পঞ্চরাত্রৈষিভো ভুত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২৩৩
 শুচি গোতৃপ্তিকৃতোয়ং প্রকৃতিহং মহীগতম্ ।
 চৰ্ম্মভাটৌস্ত ধারান্তিত্থাযন্তোদ্ধকং জলম্ ২৩৪
 চণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টঃ স্নানমেব বিধীয়তে ।
 উচ্ছিষ্টস্ত চ সংস্পৃষ্টত্রিরাত্রৈণব, শুদ্ধ্যতি ॥ ২৩৫
 আকরাহতবস্তুনী নাটুচীনী কদাচন ।
 আকরাঃ শুচয়ঃ সৰ্বে বর্জয়িত্বা স্রবাকরম্ ॥ ২৩৬
 ভট্টাভট্টববাইশ্চব তথৈব চণকাঃ স্মৃতাঃ ।
 খর্জুরৈব কপূরমজ্জদ্রষ্টতরং শুচি ॥ ২৩৭
 অমীমাংস্তানি শৌচানি ক্রীড়িরাচরিতানি চ ।
 অদৃষ্টাঃ সততঃ ধারা বাতোদ্ধুতাশ রেণবঃ ॥ ২৩৮

বহুনাং মেব লগ্নানামেকশ্চেদশ্চিৰ্ভবেৎ ।
 অশৌচমেকমাত্রস্য নেতরেবাং কথঞ্চন ॥ ২৩৯
 একপঙক্ত্যুপবিষ্টানাম্
 ভোজনেষু পৃথক্ পৃথক্ ।
 যদ্যেকো লভতে নীলীং
 সৰ্বে তেহুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪০
 যস্য পটে পট্টহস্তে নীলীরক্তোহি দৃশ্যতে ।
 ত্রিরাত্রং তদ্যদাতব্যং শেযাট্ট-চবোপবাসিনঃ ॥ ২৪১
 আদিত্যোহস্তমিতে রাত্রা-
 বস্পৃশ্যং স্পৃশতে যদি ।
 ভগবন্! কেন শুদ্ধিঃ স্তাৎ
 ততো জ্বহি তপোধান! ॥ ২৪২
 আদিত্যোহস্তমিতে রাত্রো স্পৃশ্যন্নীতং দিবাজলম্ ।
 তেনৈব সৰ্বশুদ্ধিঃ স্যাৎস্ববস্পৃষ্টস্ত বর্জয়েৎ ॥ ২৪৩
 দেশকালং বয়ঃ শক্তিঃ
 পাংস্ববেক্ষয়েত্ততঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্য স্যাৎ-
 যস্য গোষ্ঠান ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৪৪
 দেবযাত্রাবিবাহেষু যজ্ঞপ্রকরণেষু চ ।
 উৎসবেষু চ সৰ্বেষু স্পৃষ্টা স্পৃষ্টিন বিদ্যাতে ॥ ২৪৫
 আরনাগং তথা ক্ষীরং কন্দুকং দধিশক্তবঃ ।
 স্নেহপক্কং তক্রঞ্চ শূদ্রস্যাপি ন দূষ্যতি ॥ ২৪৬
 আর্জিমাংসস্ত স্মৃতং তৈলং
 স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ ।
 অন্ত্যভাণ্ডস্থিতা এতে
 নিক্রান্তাঃ শুদ্ধিমাণসুঃ ॥ ২৪৭
 অজ্ঞানাং পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিষু ।
 অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি । ২৪৮
 আহিতাশ্বস্ত যোবিপ্রোমহাপাতকবান্ ভবেৎ ।
 অশ্বপুপ্রক্ষিপ্য স্নাত্বা পিণ্ডাদাশ্বিং বিনির্দেশেৎ ২৪৯
 যোহুগৃহীত্বাবিবাহাশ্বিং গৃহস্থ ইতি মন্যতে ।
 অন্নং তদ্যনভো জব্যং বৃথাপাকোহি স স্মৃতঃ ॥ ২৫০
 বৃথাপাকস্য ভ্জ্ঞানঃ প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্বিজঃ ।
 প্রাণানপ্সু ত্রিরাত্রম্যত প্রাণং বিদুধ্যতি ॥ ২৫১
 বৈদিকেলোকিকে বাপি হতোচ্ছিষ্টে জলশিক্ষিতো ।
 বৈষদেবং প্রকুবীত পঞ্চমুনা পনুভয়ে ॥ ২৫২
 কনীযান গুণবান্ শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চেন্নিগুণো ভবেৎ ।
 পূৰ্ণং পাণিং গৃহীত্বা চ গৃহাশ্বিং ধারয়েদবধঃ ॥ ২৫৩
 জ্যেষ্ঠশ্চেদ্যদি নিদোষী গৃহীত্বা দগ্নিমগ্রতঃ ।
 নিত্যং নিত্যং ভবেত্তস্য ব্রহ্মহত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ২৫৪

মহাপাতকসংস্পৃষ্টঃ স্নানমেব বিধীয়তে ।

সংস্পৃষ্টস্য যদা ভুক্তং স্নানমেব বিধীয়তে ॥২৫৫

পতিতৈঃ সহ সংসর্গং মানাদিঃ মাসমেব বা ।

গোমূত্রযাবকাহারো মাসাক্ষেপে বিদু্যতি ॥২৫৬

কৃচ্ছ্রাৎ পতিতস্তেব সফুদ্ভুক্তা দ্বিজোত্তমঃ ।

অবিজ্ঞানচ্ছতদভুক্তাকৃচ্ছ্রাস্তপনঞ্চরেৎ ॥২৫৭

পতিতানং যদা ভুক্তং ভুক্তং চাণ্ডালবেশ্মনি ।

মাসাদ্বিষ্মপিবেরি ইতিশাতাতপোহব্রবীৎ ॥২৫৮

গোব্রাহ্মণহতানঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ ।

অগ্নিনা নচ সংস্কারঃ শঙ্কস্ত বচনং যথা ॥২৫৯

যশচাণ্ডালীং দ্বিজো গচ্ছেৎকথঞ্চিকামমোহিতঃ

ত্রিভিঃকৃচ্ছ্রাৎ কিং শুক্ল্যেত প্রাজাপত্যান্নপূর্কশঃ ২৬০

পতিতান্নান্নাদায় ভুক্তা বা ব্রাহ্মণো যদি ।

কৃচ্ছ্রা তস্ত সমুৎসর্গমতিকৃচ্ছ্রং বিনির্দিশেৎ ॥২৬১

অস্ত্যহস্তাচ্ছবে ক্রিষ্টং কাষ্ঠলোষ্ট্রহৃণাচি চ ।

ন স্পৃশেত্ত্বতথোচ্ছিষ্টমহোব্রাহ্মণ সমাচরেৎ ॥২৬২

চাণ্ডালং পতিতং স্নেচ্ছং মদ্যতাণ্ডং রজস্বলান্ ।

দ্বিজঃস্পৃষ্টান্ভুক্তীত ভূজানোহদি সংস্পৃশেৎ ২৬৩

অতঃ পরং ন ভুক্তীত ভ্যক্তানং স্নানমাচরেৎ ।

ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজাত ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ ।

সমুতং যাবকং প্রাণ্ড ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥২৬৪

ভূজানঃ সংস্পৃশেদ্যন্ত বায়সং কুকুটং তথা ।

ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃশ্রাদ্ধোচ্ছিষ্টমহেন তু ॥২৬৫

আক্কটো নৈষ্টিকে ধর্ম্মে যন্ত প্রচ্যবতে পুনঃ ।

চাক্রায়ণং চরেন্নাসমিতি শাতাতপোহব্রবীৎ ॥২৬৬

পশুবেশ্চাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে ।

গবাংগমেমমুপ্রোক্তংব্রতচাক্রায়ণঞ্চরেৎ ॥২৬৭

অমাহুযীষু গোবর্জমুদক্যায়াময়োনিসু । *

য়েতঃ সিজ্জা জলে চৈব কৃচ্ছ্রংসাস্তপনঞ্চরেৎ ২৬৮

উদকাং স্তূতিকাং বাপিঅস্ত্যজীং স্পৃশতে যদি ।

ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধিবিষেবপূরাতনঃ ॥২৬৯

সংসর্গং যদি গচ্ছেচ্ছতদক্যাস্থা তথাস্ত্যজৈঃ ।

প্রায়শ্চিত্তী স বিজ্ঞেয়ঃপূর্কঃস্নানংসমাচরেৎ ২৭০

একরাত্রঞ্চরেৎ প্রায়শ্চিত্তীং তু দিনত্রয়ম্ ।

দিনত্রয়ং তথা পানে মৈথুনে পঞ্চ সপ্ত বা ২৭১

ভোজনে তু প্রসক্তানাং প্রাজাপত্যং বিধীয়তে ।

দন্তকাষ্ঠে স্বহোরাত্রমেব শৌচবিধিঃ স্মৃতঃ ২৭২

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা স্নানচাণ্ডালীয়সৈঃ ।

নিরাহারাত্বেভাবান্নাস্থা কালেনশুদ্ধ্যতি ॥২৭৩

* মুদক্যায়ং সয়োনিসু । ইতি পাঠান্তরম্ ।

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা উষ্ট্রজমুকশৃকটৈঃ ।

পঞ্চরাত্রং নিরাহারো পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥২৭৪

স্পৃষ্টা রজস্বলাশ্রোত্রং ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণী চ বা ।

একরাত্রং নিরাহারো পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥২৭৫

স্পৃষ্টা রজস্বলাশ্রোত্রং ব্রাহ্মণ্য ক্ষত্রিয়ী চ বা ।

ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধাস্তবচনং যথা ॥২৭৬

স্পৃষ্টা রজস্বলাশ্রোত্রং ব্রাহ্মণ্য বৈশ্যসম্ভবা ।

চতুরাত্রং নিরাহারো পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥২৭৭

স্পৃষ্টা রজস্বলাশ্রোত্রং ব্রাহ্মণ্য শূদ্রসম্ভবা ।

ষড়্রাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধব্রাহ্মণীকামকারতঃ ২

অকামতশ্চরেদক্ ব্রাহ্মণী সর্বতঃ স্পৃশেৎ ।

চতুর্নামপি বর্ণানাং শুদ্ধিরেবা প্রকীর্তিতা ॥২৭৮

উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণেন যঃ ।

ভোজনে মুত্রচারে চ শঙ্কস্ত বচনং যথা ॥২৭৯

স্নানং ব্রাহ্মণসংস্পর্শে জপহোমৌ তু ক্ষত্রিয়ে ।

বৈশ্যে ন ক্তঞ্চ কুর্বীত শূদ্রে চৈব উপোষণং ২৮

চর্ম্মকো রজকো বৈশ্যো ধীবরো নটকস্তথা ।

এতান্স্পৃষ্টাদ্বিজোমোহাদাচানেৎপ্রযতোহপি

এতৈঃ স্পৃষ্টো দ্বিজোনিত্যমেকরাত্রংপয়ঃপিবৎ

উচ্ছিষ্টেষ্টেস্তত্রিরাত্রংস্যাক্ষ্য তৎপ্রাশাবিশুদ্ধ্যতি ২৮

যন্ত ছায়াং স্বপাকস্য ব্রাহ্মণস্তু বিগচ্ছতি ।

সচ স্নানং প্রকুর্বীত স্নাতং প্রাশ্যবিশুদ্ধ্যতি ॥২৮১

অভিশপ্তো দ্বিজোহরণো ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ ।

মাসোপবাসং কুর্বীত চাক্রায়ণমথাপি বা ২৮২

বৃথামিথ্যোপযোগেন জগ্ৰহত্যাব্রতঞ্চরেৎ ।

অব্ভক্ষোদ্বাদশাহেনপরাকট্টেবশুদ্ধ্যতি ॥২৮৩

শঠঞ্চ ব্রাহ্মণং হত্যাশূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ ।

নিগুণং সপ্তগো হত্যা পরাকট্টব্রতমাচরেৎ ॥২৮৪

উপপাতকসংযুক্তো মানবো ত্রিযতে যদি ।

তস্য সংস্কারকর্তা চ প্রাজাপত্যদ্বয়ঞ্চরেৎ ॥২৮৫

প্রভূজানোহতিসম্নেহং কদাচিৎস্পৃশতে দ্বিজঃ ।

ত্রিরাত্রমাচরেন্নৈকেনিস্নেহং মুপবাসয়েৎ ॥২৮৬

বিড়ালকাকাত্মাচ্ছিষ্টং জঙ্ঘু শ্বনকুলন্ত চ ।

কেশকীটাবধ্বক্ষঞ্চ পিবেদব্রাহ্মণী স্বযচ্চনং ॥২৮৭

উষ্ট্রযানং সমারুহ ধরযানঞ্চ কামতঃ ।

স্নাত্যচবিপ্রোদিধাসাঃ প্রাণায়ামেনশুদ্ধ্যতি ॥২৮৮

সব্যাহুতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ ।

ত্রিঃপঠেদ্য যতপ্রাণঃপ্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥২৮৯

শকৃদ্বিগুণগোমূত্রং সর্পিদ্যচ্ছতগুণং ।

ক্ষীরমষ্টগুণং দেয়ং পঞ্চগব্যে তথা দধি ॥২৯০

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছুরো ব্রাহ্মণস্ত স্মরণং পিবেৎ ॥
 উর্ভোতোভূতাদ্যদৌর্ব্যচবসতো নরকে চিরং ॥২৯৪
 অজ্ঞা গাৰো মহিব্যশ্চ অমেধ্যং ভক্ষয়ন্তি যাঃ ।
 ছুগ্নং হব্যো চ কৰো চ গোময়ং ন বিলেপয়েৎ ॥২৯৫
 উনন্তনীমধিকাংবা যা চান্ধা তনপায়িনী ।
 তাঙ্গাংহুগ্নংনহোতব্যংহুতংচৈবাহুতং ভুবেৎ ॥ ২৯৬
 ব্রাহ্মোদনে চ সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা ।
 জাতশ্রাদ্ধে নবশ্রাদ্ধে ভুক্ত্যচান্নায়গংচরেৎ ॥২৯৭
 রাজানং হরতে তেজঃ শূদ্রানং ব্রহ্মঘটসং ।
 স্বহৃতান্নঞ্চযোভুঙ্কেসভুঙ্কেপুথিবীমলং ॥ ২৯৮
 স্বহৃতাত অপ্রজাতা চ নান্নীযাত্তদগৃহে পিতা ।
 অন্নংভুঙ্কে তু মায়ায়াংপূয়ং স নরকংব্রজেৎ২৯৯
 অধীত্য চতুরো বেদান্ সৰ্গশাস্ত্রার্থতববিৎ ।
 নরেন্দ্রভবনুভুক্তা বিষ্ঠারাজ্যরতেকুমিঃ ॥৩০০
 নবশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে চ যথাসে মাসিকেহন্ধিকে ॥
 পতন্তিপিতরন্তস্যযোভুঙ্কেহনাপদিদ্বিজঃ ॥৩০১
 চান্নায়গং নবশ্রাদ্ধে পরাকো মাসিকে তথা ।
 ত্রিপক্ষে চাতিকৃষ্ণং স্যাৎ যথাসে কৃষ্ণমেব চ ।
 ঋদ্বিক্কে পাদকৃষ্ণংস্যাদেকাহঃ পুনরাদ্বিক্কে ॥৩০২
 ব্রহ্মচর্যমনাধায় মাসশ্রাদ্ধেব পৰ্শস্ব ।
 ঋদশাহে ত্রিপক্ষেহলে যন্ত ভুঙ্কে দ্বিজোত্তমঃ ॥
 পতন্তি পিতরন্তস্য ব্রহ্মলোকে গতা অপি ॥৩০৩
 একাদশাহেহহোরাত্রং ভুক্তা সচয়নে ত্রাহং ।
 উপোষ্য বিধিবিধিপ্রঃকুন্নাগং জুহুয়াদ্ভুতং ॥৩০৪
 পক্ষে বা যদি বা মাসে যস্য নান্ধস্তি বৈ দ্বিজাঃ ।
 ভুক্তা ছরান্ননন্তস্য দ্বিজশ্চান্নায়গং চরেৎ ॥ ৩০৫
 যন্ন বেদধ্বনিধ্বাস্তং ন চ গোভিরলঙ্কতম্ ।
 যন্ন বাটৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদগৃহং ॥ ৩০৬
 হাসোহপি বহবো যত্র বিনাঃধর্মঃ বদন্তি হি ।
 বিনাগি ধর্মশাস্ত্রেণ স ধর্মঃ পাবনঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০৭
 হীনবর্ণে চ যঃ কুর্ধ্যাদজ্ঞানাদতিবাদনং ।
 তত্র ন্নানং প্রকুর্য্যত যতং প্রাণ্য বিশুদ্ধ্যতি ৩০৮
 সমুৎপাদে দ্বিজঃ ন্নানে ভুঙ্কে বাপি পিবেদ্বদি
 গায়ত্র্যষ্টসহস্রং জু জপেৎ ঋত্বা সমাহিতঃ ॥৩০৯
 অঙ্গুল্যা দস্তকাঠঞ্চ প্রত্যক্ষং লবণং তথা ।
 মৃতিকাতক্ষণ্যৈব তুল্যাং গোমাংসভক্ষণং ॥৩১০
 দিবা কপিখচ্ছায়ায়াং রাত্ৰৌ দধিশবীষু চ ।
 কার্পাসং দস্তকাঠঞ্চ বিষ্ণোরপি হরেচ্ছ্রিয়ং ৩১১
 স্বর্ধ্যাবাতনখাগ্রাষু ন্নানবজ্রঘটোদকং ।
 মার্জনীরেণুকেশাষু হস্তি পুণ্যং দিবাকৃতং ৩১২

মার্জনীরজ্জকেশাষু দেবতায়তনোদত্তবং ।
 তেনাবগুষ্ঠিতোযন্ত গঙ্গাস্তম্ভং তএব সঃ ॥৩১৩
 মৃত্তিকাঃ সপ্ত ন গ্রাহ্যা বক্ষীকে মুখিকস্থলে ।
 অন্তর্জলে শ্মশানান্তে বক্ষমূলে স্মরালয়ে ।
 বৃষভৈশ্চতথোৎখাতৈশ্চৈবকাটমঃসদা বৃধৈঃ ॥৩১৪
 শুচৌ দেশে তু সংগ্রাহ্যা কর্করাশ্ববিবর্জিতা ।
 পুরীষে মৈথুনে হোমে প্রজাবে দস্তধাবনে ॥৩১৫
 ন্নানভোজনজপেযু সদা মোনং সমাচরেৎ ॥
 যন্ত সংবৎসরং পূর্ণং ভুঙ্কে মোনেন সর্বদা ।
 বৃগকোটিসহশ্রেণু স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩১৬
 ন্নানং দানং জপং হোমং ভোজনং দেবভার্জনং ।
 প্রোঢ়পাদো ন কুর্য্যত স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণং ॥৩১৭
 সর্বস্বমপি যো দদ্যাৎ পাতয়িত্বা দিজোত্তমং ।
 নাশয়িত্বা তু তৎ সর্বং জগদুত্থাফলংলভেৎ ॥৩১৮
 গ্রহগোদ্বাহনংক্রাতৌ জীগাঞ্চ প্রসবে তথা ।
 দানং নৈমিত্তিকংজ্ঞেয়ংরাত্রৌচাপি প্রশস্যতে১১৯
 ক্ষৌমজং বাণ কার্পাসং পট্টসূত্রমথাপি বা ।
 যজ্ঞোপবীতং যো দদ্যাদ্বজ্রদানফলং লভেৎ ॥৩২০
 কাংস্যস্য ভাজনং দদ্যাদ্ভুতপূর্ণং সুশোভনম্ ।
 তথা ভক্ত্যা বিধানেন অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ৩২১
 শ্রাদ্ধকালে তু যো দদ্যাদ্ভোভনো চ উপানহৌ ।
 স গচ্ছন্নয়মার্গেহপি অন্নদানফলংলভেৎ ॥ ৩২২
 তৈলপাত্রং তু যো দদ্যাৎ সংপূর্ণস্ত সমাহিতঃ ।
 স গচ্ছতি ধ্রুবাং স্বর্গে নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ৩২৩
 ভূতিক্ষে অন্নদাতা চ স্তূতিক্ষে চ হিরণ্যদঃ ।
 পানীয়দন্তুরণ্যে চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩২৪
 যাবদর্কপ্রস্থতা গোস্তাবৎ সা পৃথিবী স্মৃতা ।
 পৃথিবীং তেন দত্তাস্যাবীদৃশীং গান্ধদাতি যঃ ৩২৫
 তেনাশ্রয়ো হতাঃ সম্যক পিতরন্তেন তর্পিতাঃ ।
 দেবাশ্চপূজিতাঃসর্গে যো দদতিগবাহিকং ॥৩২৬
 জন্ম প্রভৃতি যৎপাপং মাতৃকং পৈতৃকং তথা ।
 তৎ সর্বং নশ্বতি ক্ষিপ্রং বজ্রদানাম সংশয়ঃ ॥৩২৭
 কৃষ্ণাজিনঞ্চ যো দদ্যাৎ সর্বৌগদ্বন্দ্বসংযুতম্ ।
 উদ্ধরেন্নরকস্থানাং কুলান্তেকোত্তরং শতম্ ॥৩২৮
 আদিত্যো বরুণো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সোমো হতাশনঃ ।
 শূলপাণিস্ত ভগবানভিনবস্তি ভূমিদম্ ॥ ৩২৯
 বালুকানাং কৃতা বাশি ধাবৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্ ।
 গতে বর্ষে শতে চৈব পলমেকংবিশীর্ঘ্যতি ॥৩৩০
 কন্মোন দৃশ্যতে তস্ত কণ্ঠাদানেন চৈব হি ।
 আতুরে প্রাণদাতা চ ত্রীণিদানফলানি চ ॥ ৩৩১

সর্বেষামেব দানানাং বিদ্যাদানং ততোহধিকম্ ।
 পুত্রাদিস্বজনে দদ্যাদিপ্রায় চ ন কৈতবে ।
 সকামঃ স্বর্গমাপ্নোতিনিষ্কামোমোক্ষমাপুয়াৎ ৩৩২
 ব্রাহ্মণে বেদবিহৃষি সর্কশাস্ত্রবিশারদে ।
 মাতৃপিতৃপরে চৈব ঋতুকালভিগামিনি ॥ ৩৩৩
 শীলচারিত্রসংপূর্ণে প্রাতঃস্নানপরায়ণে ।
 তন্ত্ৰৈব দীয়তে দানং যদিচ্ছেচ্ছেয় আয়নঃ ॥ ৩৩৪
 সংত্যজ্য বিহৃষো বিপ্রানন্ত্ৰেভ্যোহপি প্রদীয়তে
 তৎ কার্যং নৈবকর্তব্যং ন দৃষ্টং ন শ্রুতং যয়া ৩৩৫
 অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি যে দ্বিজাঃ
 পিতৃণামক্ষয়ং দানং দত্তং যেষান্ত নিশ্চলম্ ॥ ৩৩৬
 ন হীনান্ধো ন রোগী চ শ্রুতিস্মৃতিবিবর্জিতঃ
 নিত্যক্কাণ্ডবাদীচীতাংস্তশ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ ৩৩৭
 হিংসারতং চ কপটং উপগৃহ্য শ্রুতং যঃ ।
 কিল্বং কপিলং কাণিং স্থিপ্রিং রোগিণস্তথা ৩৩৮
 দ্রুশ্মাণং শীর্ণকেশং পাণ্ডুরোগং জটাধরং ।
 ভারবাহকমুগ্রঞ্চ দ্বিভাষ্যং বৃষলীপতিং ॥ ৩৩৯
 ভেদকারী ভৈবেচ্চৈব বহুপীড়াকরোহপি বা ।
 হীনাতিরিক্তগাত্রো বা তমপ্যপনয়েত্তথা ॥ ৩৪০
 বহুভোক্তা দীনমুখো মৎসরী কুরবুদ্ধিমান্ ।
 এতেষাং নৈব দাতব্যঃ কদাচিত্তৈ প্রতিগ্রহঃ ৩৪১
 অথ চেন্নস্ববিদযুক্তঃ শারীরৈঃ পঙক্তিদূষণৈঃ ।
 অদৃশ্যং তং যমঃ প্রাহ পঙক্তিপাবন এব সঃ ৩৪২
 শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণং নয়নে দে প্রকীৰ্ত্তিতে ।
 কাণঃ শ্রাদ্ধকহীনোহপি দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ৩৪৩
 ন শ্রুতির্ন স্মৃতির্বিশ্ব ন শীলং ন কুলং যতঃ ।
 তস্ত শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং স্বক্ককশ্রাতিরব্রবীৎ ৩৪৪
 তস্মাদ্বেদেন শাস্ত্রেণ ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণস্ত তু ।
 ন চৈকেনৈব বেদেন ভুগবানজিরব্রবীৎ ॥ ৩৪৫
 যোগেষ্টৈ লোচনৈর্যুক্তঃ পাদাগ্রঞ্চ প্রযচ্ছতি ।
 লৌকিককৈশ্চ শাস্ত্রোক্তং পশ্চেক্ষৈবানুরোত্তরং ॥
 বেদেদৈশ্চ ঋষিভির্গীতং দৃষ্টিমান্ শাস্ত্রবেদবিৎ ৩৪৬
 ব্রতিনঞ্চ কুলীনঞ্চ শ্রুতিস্মৃতিরতং সদা ।
 তাদৃশং ভোজয়েচ্ছাদ্ধে পিতৃণামক্ষয়ং ভবেৎ ৩৪৭
 যাবচ্চ গ্রসতে গ্রাসান্ পিতৃণাং দীপ্তভেজসাম্ ।
 পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।
 নরকস্থা বিমুচ্যন্তে ধ্রুবা যাস্তি ত্রিপিষ্টপম্ ৩৪৮
 তস্মাদ্বিপ্রং পরীক্ষ্যেত শ্রাদ্ধকালপ্রযুক্ততঃ ॥ ৩৪৯
 ন নির্লপতি যঃ শ্রাদ্ধং প্রমীতপিতৃকো দ্বিজঃ ।
 ইন্দুক্লেয়ে মাসি মাসি প্রায়শ্চিত্তী ভবেত্তসু ॥ ৩৫০

স্বর্ঘ্যে কথাগতে কুর্যাচ্ছ্রাদ্ধং যো ন গৃহাশ্রমী ।
 ধনং পুত্রাঃ কুলং তস্য পিতৃনিষ্ঠাসপীড়য়া ॥ ৩৫১ ॥
 কথাগতে সবিতির পিতরো যাস্তি সংস্মৃতান্ ।
 শূন্তা প্রেতপুরী-সর্কা যাবদবৃশ্চিকদর্শনম্ ॥ ৩৫২
 ততো বৃশ্চিকসংপ্রাপ্তে দিরাশাঃ পিতরোগতাঃ ।
 পুনঃ স্বভবনং যাস্তি শাপং দত্তা স্মদারুণম্ ॥
 পুত্রং বা ভ্রাতৃরং বা পিতৃদোহিত্রং পৌত্রকং তথা ॥ ৩৫৩
 পিতৃকার্যে প্রসক্তা য়েতে যাস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৫৪
 যথা নিশ্চিন্ত্যদয়িঃ সর্ককাঠেষু তিষ্ঠতি ।
 তথা স দৃশ্যতে ধর্ম্ম্যাচ্ছ্রাদ্ধদানায় সংশয়ঃ ॥ ৩৫৫
 সর্কশাস্ত্রার্থগমনং সর্কতীর্থাংগাহনম্ ।
 সর্কযজ্ঞফলং বিন্দ্যাচ্ছ্রাদ্ধদানায় সংশয়ঃ ॥ ৩৫৬
 মহাপাতকসংযুক্তো যো যুক্তশোপপাতকৈঃ ।
 যনৈশ্চুক্তো যথা ভানুরাহমুক্তশ্চ চন্দ্রমাঃ ॥ ৩৫৭
 সর্কপাপবিনির্মুক্তঃ সর্কতাপং বিলম্বয়েৎ ।
 সর্কসৌখ্যং স্বয়ং প্রাপ্তঃ শ্রাদ্ধদানায় সংশয়ঃ ॥ ৩৫৮
 সর্কেষামেব দানানাং শ্রাদ্ধদানং বিশিষ্যতে ।
 মেকতুল্যে কৃতে পাপে শ্রাদ্ধদানং বিশোধনম্ ॥
 শ্রাদ্ধং কৃৎসাত্মভ্যো বৈ স্বর্গলোকেমহীয়তে ॥ ৩৫৯
 অমৃতং ব্রাহ্মণস্যায়ং ক্ষত্রিয়ায়ং পয়ঃ স্মৃতম্ ।
 বৈশ্বস্য চানমেবায়ং শূদ্রায়ং কবিরং ভবেৎ ॥ ৩৬০
 এতং সর্কং যয়া খমতং শ্রাদ্ধকালে সমুখিতে ॥
 বৈশ্বদেবে চ হোমে চ দেবতাভ্যর্চনে জপে ॥ ৩৬১
 অমৃতং তেন বিপ্রানমৃগযজুঃসামসংস্মৃতম্ ॥
 ব্যবহারানুপূর্ণং ধর্ম্মেণ বলিভিজিতম্ ।
 ক্ষত্রিয়ায়ং পয়ন্তেন বিশোহিনঃ পশুপালনাং ॥ ৩৬২
 দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্বঃ শূদ্রো নিষাদকঃ ।
 পশুশ্চৈচ্ছোহপি চাণ্ডালো বিপ্রাদশবিধাঃ স্মৃতাঃ ৩৬৩
 সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্ ।
 অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৩৬৪
 শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ ।
 নিরতোহহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥ ৩৬৫
 বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্কসঙ্গং পরিত্যজেৎ ।
 সাঙ্খ্যযোগবিচারস্তঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥ ৩৬৬
 অস্ত্রাহতাশ্চ ধনানঃ সংগ্রামে সর্কসংযুখে ।
 আরম্ভে নির্জিতা যেন সবিশ্রাঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥ ৩৬৭
 কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাক্ষ প্রতিপালকঃ ।
 বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্ব উচ্যতে ॥ ৩৬৮
 লাক্ষালবণসমিশ্রকুসুম ক্ষীরসপিধাম্ ।
 বিক্রেতা মধুমাংসানাং সবিশ্রাঃ শূদ্র উচ্যতে ॥ ৩৬৯

বিষ্ণু-সংহিতା ।



ভগবদ্‌বিষ্ণু প্রণীত ।



কলিকাতা

৩৪৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী-প্রিন্ট-মেশিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।



সন ১২৯৪ সাল ।

বিষ্ণু সংহিতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মবায়্যাং ব্যতীতারাং প্রবুদ্ধে পদ্মসম্ভবে ।
 বিষ্ণুঃ সিস্কৃভূতানি জ্ঞান্য ভূনিং জলান্নগাম্ ॥ ১
 জলক্রীড়াকচি শুভং কল্মাঙ্গিন্ যথা পূবা ।
 বাবাহমাস্তিতোকপনুজ্জহাব বহুক্রদাম্ ॥ ২
 বেদগাদো যগদংষ্ট্রঃ কৃত্তদন্তুশ্চিতিসুখঃ ।
 অগ্নিহিহ্নো দত্তরোমা ব্রহ্মধার্যো মহাতপাঃ ॥ ৩
 অহোবাবেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গ কৃতিভূষণঃ ।
 আজ্যনাসঃ শ্রবাতুণ্ডঃ সামবোধমহাস্বনঃ ॥ ৪
 ধর্মসত্যময়ঃ শ্রীমান্ ক্রমবিক্রমসংকৃতঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তময়ো বীরঃ পশুজাতুর্মহাবলঃ ॥ ৫
 উদ্যানবয়ো হোমসিঙ্গে বীজোযমিনহাফলঃ ।
 বেদ্যস্তরায়্য মন্ত্রক্ষিধিকৃতঃ সোমশোণিতঃ ॥ ৬
 বেদিক্কো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাদিবেগবান্ ।
 প্রাণংশকারো দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষাভিরদিতঃ ॥ ৭
 দক্ষিণাজ্জদয়ো যোগমহামন্ত্রময়ো মহান্ ।
 উপাকর্ষোষ্ঠরুচিরঃ প্রবর্ণ্যাবর্তভূষণঃ ॥ ৮
 নানাজ্ঞানোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ ।
 চারাপত্নীসহায়োহসৌ মণিশৃঙ্গইবোদিতঃ ॥ ৯
 মহীং সাগবপর্ণ্যস্তাং সশৈলবনকাননাম্ ।
 একার্ণবজলক্রষ্টামেকার্ণবগতঃ প্রভুঃ ॥ ১০
 দংষ্ট্রাগ্রেণ সমুদ্রত্যা লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 আদিদেবো মহাযোগী চকার জগতীং পুনঃ ॥ ১১
 এবং যজ্ঞববাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা ।
 উদ্ধৃতা পৃথিবী সর্গা রসাতলগতা পুরা ॥ ১২
 উদ্ধৃতা নিশ্চলে স্থানে স্থাপিতা চ তথা স্বকে ।
 যথাস্থানং বিভজ্যাপস্তকতা মধুহৃদনঃ ॥ ১৩
 সামদ্র্যশ্চ সমুদ্রেষু নাদেয়াশ্চ নদীষু চ ।
 পঞ্চলেষু চ পার্বত্যঃ সরঃ স চ সরোবরাঃ ॥ ১৪

পাতালসপ্তকং চক্রে লোকানাং সপ্তকং তথা ।
 স্বীপানামুদধীনাঞ্চ স্থানানি বিবিধানি চ ॥ ১৫
 স্থানগানাল্লোকপানান্দীশৈলবনস্পাতীনী ।
 পানীংসসপ্তদ্বন্দ্বজ্ঞানবেদান্ সাক্ষান্নুবাঙ্গরান্ ॥ ১৬
 পিশাচোবগগন্ধর্বগন্ধার্কসমানুযান্ ।
 পশুপক্ষিমৃগাদ্যাংশ্চ ভূতগ্রামং চতুর্দশম্ ।
 মেঘেজ্রচাপশস্পাদ্যান্ যজ্ঞাংশ্চ বিবিধান্তথা ॥ ১৭
 এবং বরাহো ভগবান্ কুস্তেদং সচরাচরম্ ।
 জগজ্জগাম লোকানামবিজ্ঞাতাং তদা গতিম্ ॥ ১৮
 অবিজ্ঞাতাং গতিং যাতে দেবদেবে জনাদিনে ।
 বহুধা চিস্তয়ামাস ক ধৃতিম্ভে ভবিষ্যতি ॥ ১৯
 পৃচ্ছামি কথং গন্তা স মে বক্ষ্যত্যসংশয়ম্ ।
 মদীয়াং বহতে চিস্তাং নিত্যমেব মহামুনিঃ ॥ ২০
 এবং সা নিশ্চয়ং কুত্বা দেবী জীকৃপধারিণী ।
 জগাম কথং দ্রষ্টুং দৃষ্টবাংস্তাঞ্চ কথং ॥ ২১
 নীলপঙ্কজপত্রাক্ষীং শরদেন্দুনিভাননাম্ ।
 অলিসজ্বালকাং শুভ্রাং শঙ্কুজীবধরাং শুভ্রাম্ ॥ ২২
 স্ক্রজং স্ক্রজদশনাং চারুনাগং নতক্রবম্ ।
 কঙ্ককণ্ঠীং সংহতোরুং পীনোকজবনস্তনীম্ ॥ ২৩
 বিরোজতুস্তনৌ যন্তাঃ সমৌ পীনৌ নিরন্তরৌ ।
 শক্রেভকুস্তসঙ্কাশৌ শতকুস্তসমদ্যতী ॥ ২৪
 মৃগালকোমলৌ বাহু করৌ কিশলয়োপনৌ ।
 রক্তস্তম্ভনিভাবুরু গৃচে শ্লিষ্টে চ জাহ্নবী ॥ ২৫
 জজ্ঞে বিরোনে স্রবনে পদাবতিমনোরমৌ ।
 জবনঞ্চ ঘনং মধ্যং যথা কেশরিণ্য শিশোঃ ॥ ২৬
 প্রভাবুতা নখাশ্লিষ্টা রূপং সর্বমনোহবম্ ।
 কুর্কীণাং বীক্ষিতৈরনিত্যং নীলোৎপলবৃতাংশ্চ ॥ ২৭
 কুর্কীণাং প্রভয়া দেবীং তথা বিতিমিরা দিশঃ ।

স্বস্থ্যগুণবসনাং বদ্রোহমবিভূষিতাম্ ॥ ২৮
 পদন্যাসৈর্গর্ভমতীং সপদ্মাগিব কুর্দতীম্ ।
 রূপগোবনসম্পন্নাং বিনীতবহুপস্থিতাম্ ।
 সনীপনাগতাং দৃষ্ট্ৱা পূজয়ানাস কশ্যপঃ ॥ ২৯
 উবাচ তাং বরাব্রোহে বিজ্ঞাতং হৃদগতং ময়া ।
 ধরে তব বিশালাক্ষি গচ্ছ দেবি জনাদিনম্ ।
 স তে বক্ষ্যত্যশেষেণ ভাবিনী তে যথা স্থিতিঃ ৩০
 ক্ষীরোদে বসতিতুস্ত ময়া জ্ঞাতা শুভাননে ।
 ধ্যানযোগেন চার্ষস্মি তজ্জ্ঞানং তৎপ্রসাদতঃ ৩১
 ইত্যেবমুক্তা সম্পূজ্য কশ্যপং বহুধা ততঃ ।
 প্রযনৌ কেশবং জুষ্টুং ক্ষীরোদমথ সাগরম্ ॥ ৩২
 সা দদর্শামুতনিধিং চন্দ্ররশ্মিমনোহরম্ ।
 পবনক্ষেপসংজাতবীচীশতসমাকুলম্ ॥ ৩৩
 হিমবচ্ছতসঙ্কাশং ভূগুণমিবাপরম্ ।
 বীচীহস্তৈশ্বৰ্যবলিতৈরাহরয়ানমিব ক্ষিতিম্ ॥ ৩৪
 তৈরেব শুভ্রতাং চক্রে বিদধানমিবানিশম্ ।
 অন্তরস্থেন হুরিণা বিগতশেষকন্মধম্ ।
 যস্মাত্তস্মাত্তু বিভ্রজং সুশুভ্রাং তহুমুজ্জিতাম্ ॥ ৩৫
 পাণ্ডরং খগমাগমামধোভুবনবর্তিনম্ ।
 ইন্দ্রনীলকড়াঢ্যাং বিপরীতমিবাস্বরম্ ॥ ৩৬
 ফলাবলীসমুদ্ভূতবনসজ্জসমচিতম্ ।
 নিম্মৌকমিব শেষাহিক্ষিত্তীর্ণং তমতীব হি ॥ ৩৭
 তং দৃষ্ট্ৱা তত্র মধ্যস্থং দদৃশু কেশবালয়ম্ ।
 অনির্দেশ্যপরীমাপমনির্দেশ্যদ্বিসংযুতম্ ॥ ৩৮
 শেবপর্য্যক্ষগং তস্মিন্ দদর্শ মধুহৃদনম্ ।
 শেষাহিকণরত্নাং শুক্লকিৰ্ণাভ্যামুখাশুজম্ ॥ ৩৯
 শশাঙ্কশতসঙ্কাশং স্বৰ্ঘ্যায়ুতসমপ্রভম্ ।
 পীতবাসসমক্ষোভ্যং সৰ্গরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৪০
 মুকুটোনার্কবর্ণেন কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ।
 সংবাহমানাজিষ্মুগং লক্ষ্ম্যা করতলেঃ শুভৈঃ ।
 শরীরধারিভিঃ শস্ত্রেঃ সেব্যমানং সমস্ততঃ ॥ ৪১
 তং দৃষ্ট্ৱা পুণ্ডরীকাকং ববন্দে মধুহৃদনম্ ।
 জাহ্নভ্যাগবনীং গম্বা বিজ্ঞাপয়তি চাপ্যথ ॥ ৪২
 উক্ত্বাহং ত্বয়া দেব
 রসাতলতলঙ্গতা ।
 যে স্থানে স্থাপিতা বিষ্ণো
 লোকানাং হিতকাময়া ॥ ৪৩
 তত্রাধুনা মে দেবেষ ক ধৃতির্লৈ ভবিষ্যতি ।
 এবমুক্তস্তদা দেব্যা দেবো বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪
 বর্ণাশ্রমাচাররতাঃ শাস্ত্রৈকতং পরায়ণাঃ ।

ত্বাং ধরে ধারয়িষ্যন্তি তেবাং স্তুত্বাং আহিতঃ ॥ ৪৫
 এবমুক্তা বহুসমতী দেবদেবমভাষত ।
 বর্ণানানাপ্রমাণাঞ্চ ধৰ্ম্মান্ বদ সনাতনান্ ।
 ত্রৈলোক্যং প্রোতুমিচ্ছামি ত্বং হি মনোপরাগতিঃ ॥ ৪৬
 ননস্তে দেব দেবেষ দেবারিবলহৃদন ।
 নারায়ণ জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধব ॥ ৪৭
 পদ্মনাভ জ্বীকেশ মহাবলপরাক্রম ।
 অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মপার দেব শাস্ত্রধর্দ্বিব ॥ ৪৮
 বরাহ ভীম গোবিন্দ পুরাণ পুঙ্কবোত্তম ।
 হিরণ্যকেশ বিশ্বাক্ষ যজ্ঞমূর্ত্তে নিরঞ্জন ॥
 ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ লোকেশ সলিলাস্তরশায়ক ।
 মন্ত্র মন্ত্রবহাচিন্ত্য বেদবেদান্সবিগ্রহ ॥ ৫০
 জগতোহস্য সমগ্রস্য সৃষ্টিসংহাবকারক ।
 সৰ্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মাঙ্গ ধর্ম্মমোনে বরপ্রদ ॥ ৫১
 বিশ্বক্সেনামুত ব্যোম মধুকৈটভহৃদন ।
 বৃহতাং বৃহৎপাঞ্জয়ে সৰ্ব সর্গাভয়প্রদ ॥ ৫২
 বরেণ্যানব জীমূতাব্যয় নিক্ষাণকারক ।
 আপ্যায়ন অপাংস্থান চৈতজ্ঞাধার নিষ্ক্রিয় ॥ ৫৩
 সপ্তশীর্ষাশ্বরগুণো পুরাণ পুঙ্কবোত্তম ।
 ক্রবাক্ষর স্বস্থক্ষেপ তত্ত্ববৎসল পাবন ॥ ৫৪
 জগতিঃ সৰ্বদেবানাং ত্বং গতিত্রক্ষাদিনাম্ ॥
 তথা বিদিতবেদ্যানাং গতিত্বং পুঙ্কবোত্তম ॥ ৫৫
 প্রপন্নাস্মি জগন্নাথ ক্রবং বাচস্পতিং প্রভূম্ ।
 সূত্রক্ষণ্যমাপষ্টং বসুগেগং বসুপ্রদম্ ॥ ৫৬
 মহাযোগবলোপেতং পুণ্ড্রিগভং ধৃতাক্ষিবম্ ।
 বাসুদেবং মহাত্মানং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্ ॥ ৫৭
 সুরাসুরগুরুং দেধং বিভূং ভূতমহেশ্বরম্ ।
 একবাহুং চতুর্লোহং জগৎকারণকারণম্ ॥ ৫৮
 ক্রহি মে ভগবন্ ধর্ম্মাংস্তাতুর্লগ্ন্যস্ত শাশ্বতান্ ।
 আশ্রমাচারসংযুক্তান্ সরহস্তান্ সসংগ্রহান্ ॥ ৫৯
 এবমুক্তস্ত দেবেষ পুনঃ ক্ষোণীমভাষত ।
 শৃণু দেবি ধরে ধর্ম্মাংস্তাতুর্লগ্ন্যস্ত শাশ্বতান্ ।
 আশ্রমাচারসংযুক্তান্ সরহস্তান্ সসংগ্রহান্ ॥ ৬০
 যে তু ত্বাং ধারয়িষ্যন্তি সন্তোষেবাং পরায়ণান্ ।
 নিষরা ভব বামোক কাঙ্কনেহস্মিন বরাসনে ॥ ৬১
 সুখাসীনো নিবোধ ত্বং ধর্ম্মান্নিগদতো মম ।
 শুপ্রবে বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ সুখাসীনো ধরা তদা ॥ ৬২
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দৈবোপঘাতান্ প্রশ্নয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ পরচক্রোপ-
ঘাতাংশ্চ শব্দনিত্যতয়া ॥ ৪৮ ॥ বেদেতিহাসধর্ম-
শাস্ত্রার্থকুণ্ডলং কুলীনমব্যঙ্গং তপস্বিনং পুরো-
হিতঞ্চ বরয়েৎ ॥ শুচীনলুকানবহিতাঞ্জলি-
সম্পন্নান্ সর্কার্থেণ চ সহায়ান্ ॥ ৪৯ ॥ স্বয়মেব
ব্যবহারান্ পশ্চেন্নিহিত্তির্ব্রাহ্মণৈঃ সাক্ষিন্ ॥ ৫০ ॥
ব্যবহারদর্শনে ব্রাহ্মণং বা নিমুজ্যাত ॥ ৫১ ॥ জন্ম-
কর্ম্মব্রতোপেতাংশ্চ রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ
মিত্রে চ যে সমাঃ কানকোদভয়নোভাদিভিঃ
কার্য্যার্থিভিরনাহার্য্যাঃ ॥ ৫২ ॥ রাজা চ সর্ক-
কার্য্যেণ সঞ্চংসরাধীনঃ স্ত্যং ॥ ৫৩ ॥ দেবব্রাহ্মণান্
সততমেব পূজয়েৎ ॥ ৫৪ ॥ বুদ্ধদেবী ভবেৎ ॥
যজ্ঞবাজী চ ॥ ৫৫ ॥ নচাশ্রু বিখ্যে ব্রাহ্মণঃ
ক্ষুধার্ভোহবসীদেৎ ॥ ৫৬ ॥ নচাশ্রোহপি সংকর্ম্ম-
নিরতঃ ॥ ৫৭ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভূবং প্রতিপাদ-
য়েৎ ॥ ৫৮ ॥ বেনাঞ্চ প্রতিপাদয়েত্তেয়াং স্ববং-
শ্রান্ অস্তরপ্রস্রাণং দানচ্ছেদোপবর্জনঞ্চ পটে ভান্ন-
পটে বা লিখিতং স্বমুদ্রাস্থিতঞ্চাগনিমূপ-
বিজ্ঞাপনার্থং দদ্যাৎ ॥ ৫৯ ॥ পরদভাঞ্চ ভূবং
নাপহরেৎ ॥ ৬০ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সর্কদানান্ প্রব-
জেৎ ॥ ৬১ ॥ সর্কতস্মায়ানং গোপায়েৎ ॥ ৬২ ॥
সুদর্শনশ্চ স্ত্যং ॥ বিঘ্নাগদমুদ্রধারী চ ॥ নাপরী-
ক্ষিতমূপযুজ্যাত ॥ ৬৩ ॥ স্মিতপূর্ক্সাভিভাবী
স্ত্যং ॥ ৬৪ ॥ বধেষ্যপি ন ক্রকুটীমাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥
অপরাধানুরূপঞ্চ দণ্ডদণ্ডোণু দাপয়েৎ ॥ ৬৬ ॥
সম্যাদগুপ্রণয়নং কুর্গ্যাৎ ॥ ৬৭ ॥ দ্বিতীয়মপরাধং
ন কহুচিং ক্ষমেত স্বধর্ম্মমপালয়ন্নাদণ্ডোনা-
মাস্তি রাজ্ঞঃ ॥

যত্র গ্রামো লোহিতাফলী দণ্ডশ্চবতি নির্ভয়ঃ ॥
প্রজাস্তত্র বিবর্দ্ধন্তে নেতা চেৎ সাধু পশুতি ॥ ৬৮ ॥
স্বরাষ্ট্রে ত্যাদদণ্ডঃ স্ত্যাদ্ভদ্রদণ্ডশ্চ শক্রবৃ ॥
সুহৃৎস্বজিগ্ধঃ স্নিগ্ধেব ব্রাহ্মণেণ ক্ষমাযিতঃ ॥ ৬৯ ॥
এবং বৃহত্তম নৃপতেঃ শিলোজ্ঞোহপি জীবতঃ ॥
বিস্তীর্ণ্যতে যশোলোকে তৈলবিন্দুরিবাস্তি ॥ ৭০ ॥
প্রজাস্থখে স্ত্রী রাজা তদুপে যশঃ হুংখিতঃ ॥
স কীর্তিগতোলোকেহস্মিন্ প্রত্যস্বর্গমহীয়তে ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

জালস্থার্কমরীচিগতং রজস্বসবেণুসংজ্ঞকম্ ॥ ১ ॥
তদষ্টকং লিঙ্গা ॥ ২ ॥ তত্রয়ং রাজস্বর্ষপঃ ॥ ৩ ॥
তত্রয়ং গোরস্বর্ষপঃ ॥ ৪ ॥ তংসটকং যবঃ ॥ ৫ ॥
তত্রয়ং কৃষ্ণলম্ ॥ ৬ ॥ তংপঞ্চকং মাষঃ ॥ ৭ ॥
তদ্দাদশকমক্ষাঙ্কিম্ ॥ ৮ ॥ অক্ষাঙ্কমেব সচতুর্শ্রাবকং
স্ববর্ণঃ ॥ ৯ ॥ চতুঃস্ববর্ণকোনিষ্কঃ ॥ ১০ ॥ দে
কৃষ্ণলে সূময়তে রূপ্যমাষকঃ ॥ ১১ ॥ তং ষোড়-
শকং ধরণম্ ॥ ১২ ॥ তান্নকারিকঃ কার্ষাপণঃ ॥ ১৩ ॥
পণানাং দে শতে সাক্ষি প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ ॥
মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রং দ্বৈব চোত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

অথ মহাপাতকিনো ব্রাহ্মণবর্জং সর্কে
বধ্যাঃ ॥ ১ ॥ ন শাবীষো ব্রাহ্মণশ্চ দণ্ডঃ ॥ ২ ॥
স্বদেশাদব্রাহ্মণং কৃত্যং বিবাসয়েৎ ॥ ৩ ॥
তশ্চ চ ব্রহ্মহত্যায়ানশিরস্বং পুরুষং ললাটে
কুর্গ্যাৎ ॥ ৪ ॥ সুবাসবজং সুবাপানে ॥ ৫ ॥
শ্বপদং ত্বয়ে ॥ ৬ ॥ ভগ্নং গুরুতজ্জগমনে ॥ ৭ ॥
অশ্রুপ্রাপি বধ্যকর্ম্মণি তিষ্ঠন্তং সমগ্রধনমক্ষতং
বিবাসয়েৎ ॥ ৮ ॥ কটশাসনকর্ত্তৃংস রাজা
হস্তাৎ ॥ ৯ ॥ কটলেপ্যাকাবাংশ্চ ॥ ১০ ॥ গবদাগি-
দপ্রসহ্যতস্বান স্ত্রীবালপুরুষবাতিনশ্চ ॥ ১১ ॥ যে
চ ধাত্তং দশভ্যঃ কৃন্তেভ্যোঃ পিকমপহবেয়ঃ ॥ ১২ ॥
ধর্ম্মময়ানাং শতাদভ্যপিকম্ ॥ ১৩ ॥ বে
চাকুলীনা বাজ্যমভিকাময়েয়ঃ ॥ ১৪ ॥ সেতু-
ভেদকাংশ্চ ॥ ১৫ ॥ প্রসজতস্মাবাণাঞ্চাবকাশ-
ভক্তপ্রদাংশ্চ ॥ ১৬ ॥ অশ্রু রাজশাস্ত্রে ॥ ১৭ ॥
স্মিয়নশক্রতর্জকং তদতিক্রমণীঞ্চ ॥ ১৮ ॥ হীন-
বর্ণোঃ পিকবর্ণশ্চ বেনাস্থেনোপবাধং কুর্গ্যাৎ
দেবাস্ত্র শাতয়েৎ ॥ ১৯ ॥ একাদনোপবেশী
কট্যাং কৃত্যাক্ষো নির্দীপ্যতঃ ॥ ২০ ॥ নিদ্রাব্যোষ্ঠিদ্বয়-
বিহীনঃ কার্য্যঃ ॥ ২১ ॥ অবশর্দ্ধয়িতা চ গুদ
হীনঃ ॥ ২২ ॥ আক্রোশয়িতা চ বিজিহ্বাঃ ॥ ২৩ ॥
দর্পেণ ধর্ম্মোপদেশকারিণো রাজা তপ্তমাসে-
চয়েৎ তৈলমাশ্রে ॥ ২৪ ॥ দ্রোহেণ চ নামজাতি-
গ্রহণে দশাঙ্গুলোহস্থ শঙ্কুনিখ্যেয়ঃ ॥ ২৫ ॥ শ্রুত

দেশজাতিকর্মণামগ্ণাবাদী কার্ষাপণশতদ্বয়ং
দণ্ডাঃ । ১৬ । কাণথজ্ঞাদীনাং তথাবাদ্যপি
কার্ষাপণদ্বয়ম্ । ২৭ । গুরুনাক্ষিপণ কার্ষাপণ
শতম্ । ২৮ । পরস্য পতনীয়াক্ষেপে ক্রতে
তুভনসাহসম্ । ২৯ । উপপাতকক্রেতে মধ্যমম্ । ৩০ ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধানাংক্ষেপে জ্ঞাপিগুণানাঞ্চ । ৩১ ।
গ্রাম দেশয়োঃ প্রথমসাহসম্ । ৩২ । গুরুতা-
মুক্তাক্ষেপে কার্ষাপণশতম্ । ৩৩ । মাতৃক্রে-
তে তুভনম্ । ৩৪ । সর্বণাক্রোশনে দ্বাদশপণান্
দণ্ডাঃ । ৩৫ । হীনবর্ণাক্রোশনে ষড়্ দণ্ডাঃ । ৩৬ ।
যথাকালমুদ্রমসর্বণাক্ষেপে তৎপ্রমাণোদগুঃ । ৩৭ ।
ত্রয়োবাকার্ষাপণাঃ । ৩৮ । গুরুবাক্যাভিধানে
ষেবমেব । ৩৯ । পারজায়ী সর্বণাগমনে তুভন-
সাহসং দণ্ডাঃ । ৪০ । হীনবর্ণাগমনে মধ্যমম্ । ৪১ ।
গোঁগমনে চ । ৪২ । অন্ত্যাগমনে বধ্যঃ । ৪৩ ।
পশুগমনে কার্ষাপণশতং দণ্ডাঃ । ৪৪ । দোষমনা-
থ্যায় কস্তাং প্রবচ্ছংস্ । ৪৫ । তঞ্চ বিত্ৰয়াং । ৪৬ ।
অর্জুনাং ছষ্টামিতি ক্রবন্মুদ্রমসাহসম্ । ৪৭ । গজা-
ক্খোষ্ট্রগোষাতী ত্বেককরপাদঃ কার্গাঃ । ৪৮ ।
বিনাংসবিক্রয়ী চ । ৪৯ । গ্রাম্যপশুঘাতী কার্ষা-
পণশতদণ্ডাঃ । ৫০ । পশুস্বামিনে তনুল্যং
দদ্যাং । ৫১ । আবণ্যপশুঘাতী পঞ্চাশতং
কার্ষাপণান্ । ৫২ । পক্ষিঘাতী মংস্যঘাতী চ
দশ কার্ষাপণান্ । ৫৩ । কীটোপঘাতী চ কার্ষা-
পণম্ । ৫৪ । ফলোপগমদ্রুমচ্ছেদী তুভনসাহ-
সম্ । ৫৫ । পুষ্পোপগমদ্রুমচ্ছেদী মধ্যমম্ । ৫৬ ।
বল্লীপুলতীচ্ছেদী কার্ষাপণশতম্ । ৫৭ । তৃণ-
চ্ছেদ্যেকম্ । ৫৮ । সর্বো চ তৎস্বামিনাং তত্বে-
পত্তিম্ । ৫৯ । হস্তেনাবগোবয়িতা দশকার্ষা-
পণান্ । ৬০ । গাদেন বিংশতিম্ । ৬১ । কাঠেন
প্রথমসাহসম্ । ৬২ । পাষাণেন মধ্যমম্ । ৬৩ ।
শস্ত্রেণোত্তমম্ । ৬৪ । পাদকেশাং শুককরলুপ্তেনে
দশপণান্ দণ্ডাঃ । ৬৫ । শোণিতেন বিনা
ছংখমুংপাদয়িতা দ্বাত্রিংশৎপণান্ । ৬৬ । সহ
শোণিতেন চতুঃষষ্টিম্ । ৬৭ । করপাদদন্তভঙ্গে
কর্ণনাসাবিকর্তনে মধ্যমম্ । ৬৮ । চেষ্টাভোজন-
বাগ্রোধে প্রহারদানে চ । ৬৯ । নেত্রকন্ধরা-
বাহুসন্ধ্যংসভঙ্গে চোত্তমম্ । ৭০ । উভয়নেত্র-
ভেদিনং রাজা বাবজীবং বন্ধনান্ বিমুঞ্জেৎ । ৭১ ।
তাদৃশমেব বা কুর্যাৎ । ৭২ । একং বহুনাং নিয়-

তাং প্রত্যেকমুত্তাদগুদ্বিগুণঃ । ৭৩ । উৎক্রোশস্ত-
মনভিবাবতাং তৎসমীপবর্তিনাং সংসবতাঞ্চ । ৭৪ ।
মধ্যে চ পুরুষপীড়াকরাতুচ্ছপানব্যয়ং দদ্যাৎ । ৭৫ ।
গ্রাম্যপশুপীড়াকরশ্চ । ৭৬ । গোহন্যোষ্ট্রগজাপ-
হাণ্যেকপাদকরঃ কার্গাঃ । ৭৭ । অজাব্যপহাণ্যেক-
কবশ্চ । ৭৮ । ধাত্তাপহাণ্যেকাদশগুণং দণ্ডাঃ । ৭৯ ।
শস্ত্রাপহাবী চ । ৮০ । স্ববর্ষজতবস্ত্রাণাং পঞ্চাশ-
তস্ত্রব্যধিকমপহরন্ বিকবঃ । ৮১ । তদূনমেকা-
দশগুণং দণ্ডাঃ । ৮২ । স্বব্রুকার্গাসংগোময়গুড়-
দক্ষিণীরতক্রতুলবণমুদ্রপ পক্ষিমংস দ্ব্যতৈল-
মাংস মধুদৈবদলবেগুময়য় নৌহৃদগুণানামপহর্তা
মূল্যত্রিগুণং দণ্ডাঃ । ৮৩ । পকান্নানাঞ্চ । ৮৪ ।
পুষ্পহরিতগুণাবল্লীলতাপর্ণানামপহরণে পঞ্চকুল-
লান্ । ৮৫ । শাকমূলফলানাঞ্চ । ৮৬ । রত্নাপহাণ্য-
ভ্রমসাহসম্ । ৮৭ । অল্পক্রভ্যাণাং মপহর্তা মূল্য-
সমম্ । ৮৮ । স্তেনাঃ সর্বমপহৃতং ধনিকস্ত
দাপ্যাঃ । ৮৯ । তত্তন্তোমামভিহিতদণ্ডপ্রয়োগঃ । ৯০ ।
যেষাং দেয়ঃ পহ্যন্তোমামপহাদায়ী কার্ষাপণানাং
পঞ্চবিংশতিং দণ্ডাঃ । ৯১ । আসনান্নাসনমদ-
দচ্চ । ৯২ । পূজাহমপূজয়ংস্ । ৯৩ । প্রোতিবেশ-
ত্রাক্ষিণে নিমন্ত্রণাতিক্রমে চ । ৯৪ । নিমন্ত্রয়িত্বা
ভোজনাদায়িনশ্চ । ৯৫ । নিমন্ত্রিতস্তথৈত্যান-
বানভুজ্ঞানঃ স্ববর্ষমায়িকং নিমন্ত্রয়িত্ব দ্বিগুণ-
মদ্রম্ । ৯৬ । অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণদ্বয়িতা বোড়শ-
স্ববর্ণান্ । ৯৭ । জাতাপহাবিণা শতম্ । ৯৮ । সুরয়া
বধ্যঃ । ৯৯ । ক্ষত্রিয়ং দ্বয়িতুত্তদ্রমপি । ১০০ ।
বৈশ্যম্ দ্বয়িতুত্তদ্রমপি । ১০১ । শূদ্রং দ্বয়িতুঃ
প্রথমসাহসম্ । ১০২ । কামুকারেণাস্পৃশ্যস্ত্রৈববিকং-
স্পৃশন্ বধ্যঃ । ১০৩ । রক্তপলাং শিকাবিত্তাভি-
য়েৎ । ১০৪ । পথ্যাদ্যানোদকসমীপেহস্তচিকারী
পণশতম্ । ১০৫ । তচ্চাপাস্ত্রাং । ১০৬ । গৃহভূক-
ভাত্যপভেতা মধ্যমসাহসং দণ্ডাঃ । ১০৭ । তঞ্চ
যোজয়েৎ । ১০৮ । গৃহেপীড়াকরং দ্রব্যং প্রক্ষি-
পন্ পণশতম্ । ১০৯ । সাধারণ্যাপলাপী চ । ১১০ ।
প্রোষিতস্ত্রাপ্রদাতা চ । ১১১ । পিতৃপুত্র-
চার্যবাজ্রজ্ঞানমতোস্ত্রাপতিতত্যাগী চ । ১১২ ।
নচ তান্ জহাৎ । ১১৩ । শূদ্রপ্রব্রজিতানাং
দৈবে পিত্রে ভোজকশ্চ । ১১৪ । অগোপ্য-
কন্মকারী চ । ১১৫ । সমুদ্রগৃহভেদকঃ । ১১৬ ।
অনিযুক্তঃ শপথকারী । ১১৭ । পশুনাং পুংস্তো-

পঘাতকারী চ। ১১৮। পিতাপুত্রবিরোধে তু
সাক্ষিণ্যং দশপণো দণ্ডঃ। ১১৯। যন্তয়ো-
শ্চান্তবঃ আদ্যেত্তেনসাহসম্। ১২০। তুলা-
মানকটিকম্ভূত। ১২১। তদকুটে কট-
বাদিনশ্চ। ১২২। দ্রব্যপাণং প্রতিক্রপবিক্রয়িকশ্চ
চ। ১২৩। সমুদ্রবনিজ্ঞাং পণ্যমনর্ঘেণাবক-
কৃতাম্। ১২৪। প্রত্যেকং বিক্রীণতাঞ্চ। ১২৫।
গৃহীতমূল্যং পণ্যং যঃ ক্রেতুর্নৈব দদ্যাত্তস্যাদৌ
সোদয়ং দাপ্যঃ। ১২৬। রাজ্ঞা চ পণশতং
দণ্ডঃ। ১২৭। ক্রীতমক্রীণতো বা হানিঃ সা
ক্রেতুরেব স্যাৎ। ১২৮। রাজবিনিমিদ্ধং
বিক্রীণতন্তদপহারঃ। ১২৯। তারিকঃ স্থলজং
শুল্কং গৃহস্থ দশ পণান্ দণ্ডঃ। ১৩০। ব্রহ্মচারি-
বানপ্রস্থভিক্ষুগুরুণীতীর্থান্ সারিণাং নাবিকঃ
শৌকিকঃ শুল্ককমাদানশ্চ। ১৩১। তচ্চ
তেষাং দদ্যাৎ। ১৩২। দ্যুতে কৃষ্ণদেবিনাং
করচ্ছেদঃ। ১৩৩। উপদিদেবিনাং সন্দং-
শচ্ছেদঃ। ১৩৪। গ্রহিভেদকানাং করচ্ছেদঃ। ১৩৫।
দিবা পশুনাং বৃদ্ধাভ্যপঘাতে পালে ত্বনায়তি
পালদোষঃ। ১৩৬। বিনষ্টপশুমূল্যঞ্চ স্বামিনে
দদ্যাৎ। ১৩৭। অনলুজ্ঞাতাং ছহন্ পক্ষবিশ্ৰুতি-
কার্ষণপণান্ দণ্ডঃ। ১৩৮। মহিষী চেক্ষত্ৰনাশং
কুর্যাদ্ভংপালকস্তষ্টৌ মার্কান্ দণ্ডঃ। ১৩৯।
অপালায়াঃ স্বামী। ১৪০। অশ্বত্বৃষ্টৌগদভৌ
বা। ১৪১। গোচেষ্টতদর্দম্। ১৪২। তদর্দম-
জাবিকম্। ১৪৩। ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টেষ্ণু দ্বিগু-
ণম্। ১৪৪। সর্ষত্র স্বামিনে বিনষ্টশস্ত্র-
মূল্যঞ্চ। ১৪৫। পথি গ্রামেবিবীতান্তে নদোষঃ। ১৪৬
অনাবৃতে চ। ১৪৭। অন্নকালম্। ১৪৮। উৎসৃষ্ট
বৃষভস্থতিকানাঞ্চ। ১৪৯। যন্তু ভ্রমবর্ণান্ দাস্যে
নিয়োজয়েত্তেত্তোত্তনসাহসোদণ্ডঃ। ১৫০। ত্যক্ত
প্রজ্যেয়ো রাজ্ঞোদাস্যং কুর্য্যাৎ। ১৫১। ভূতক-
শ্যাপূর্ণকালে ভূতিং ভাজন্ সকলমেব মূল্যং
দদ্যাৎ। ১৫২। রাজে চ পণশতং দদ্যাৎ। ১৫৩।
তদ্যোষণে যদিংশ্যোভ্যং স্বামিনে। অন্যত্র
দৈবোপঘাতাৎ। ১৫৪। স্বামী চেদ্বৃত্তকমপূর্ণ
কালে জহাদস্য সর্ষং মূল্যং দদ্যাৎ। ১৫৫।
পণশতঞ্চ রাজনি অন্যত্র ভূতকদোষাৎ। ১৫৬।
যঃ কন্যাং পুংসদব্রাহ্মণ্যদ্যে দদ্যাৎ স চৌর-
বজ্রাস্যঃ। বরদোষং বিনা। ১৫৭। নির্দোষাং

পরিত্যজন্ পত্নীঞ্চ। ১৫৮। অজ্ঞানানঃ
প্রকাশং যঃ পবদ্রব্যং ক্রীণীয়াত্তত্র তস্য-
দোষঃ। ১৫৯। দামী দ্রব্যমাণুয়াৎ। ১৬০।
যদ্যপ্রকাশং হীনমূল্যঞ্চ ক্রীণীয়াত্তদা ক্রেতা
বিক্রেতাচ চৌরবজ্রাস্যৌ। ১৬১। গণদ্রব্যাপ-
হন্তা বিবাস্যঃ। ১৬২। তংসম্বিদং বশচ লজ্জ-
য়েৎ। ১৬৩। নিক্ষেপাপহার্যার্থবৃদ্ধিসহিতং ধনং
ধনিকস্য দাপ্যঃ। ১৬৪। রাজ্ঞা চৌর-
বজ্রাস্যঃ। ১৬৫। যচ্চানিফিগ্নং নিফিগ্নমিতি
জ্ঞাৎ। ১৬৬। সীমাভেভারমুত্তমসাহসং দণ্ড-
য়িত্বা পুনঃ সীমাং লিপ্তবিতাং কারয়েৎ। ১৬৭।
জাতিভ্রংশকরস্যাভক্ষ্যস্য ভক্ষয়িত্তা বিবাস্যঃ
। ১৬৮। অভক্ষ্যস্যাবিক্রেয়স্য চ বিক্রী। ১৬৯।
দেবপ্রতিমাভেদকশ্চৌত্তমসাহসং দণ্ডীয়ঃ। ১৭০।
ভিষগুন্মিথ্যাচরণে ব্রহ্মেষ্ণু পুরুষেষ্ণু। ১৭১। মধ্য-
মেষ্ণু মধ্যমম্। ১৭২। তির্ঘকু প্রথমম্। ১৭৩।
প্রতিশতস্যাপ্রদায়ী তদ্রূপয়িত্তা প্রথমসাহসং
দণ্ডঃ। ১৭৪। কটসাক্ষিণ্যং সর্ষস্বাপহারঃ
কার্যঃ। ১৭৫। উৎকোচোপজীবিনাং সভ্যা-
নাঞ্চ। ১৭৬। গোচর্মমাত্রাধিকাং ভ্রমন্য
ত্ৰাধিকৃতাং তন্মাদানিশ্চৌচ্যান্যস্য যঃ প্রবচ্ছেৎ
স বধ্যঃ। ১৭৭। উনাঞ্চেৎ যোড়শ্রবর্ণান্
দণ্ডঃ। ১৭৮।

একোহস্ত্রীয়াদ্রঘং পন্নং নরঃ সঘং সরং ফলম্।
গোচর্মমাত্রা সা ক্ষেণীতৌকাবানদিবাহঃ। ১৭৯
যয়োনিক্ষিপ্তআধিতৌ বিবদেতাং যদা নরৌ।
যস্য ভুক্তিঃ কলং শস্যবলাং কাবং বিনাকৃতা। ১৮০
সাগমেন চ ভোগেন ভুক্তং সমাগ্দ্ভদা ভবেৎ।
আহর্তী লভতে তত্র নাপহার্যন্ত তং কচিং ॥ ১৮১

পিত্রা ভুক্তন্ত যদ্রব্যং

ভুক্ত্যাচারেণ ধম্মতঃ।

তস্মিন্ প্রেতে ন বাচ্যোহসৌ

ভুক্ত্যা প্রাপ্তং হি ভদ্য তৎ ॥ ১৮২

ত্রিভিরেব চ যা ভূতা পুরুষৈর্ভূতধারিণি।

লেখ্যভাবেহপি তাং তত্র চতুর্থঃ সমবাণুয়াৎ। ১৮৩

নথিনাং দংষ্ট্রপাঠেব শৃঙ্গিণ্যমাতায়িনান্।

হস্ত্যখানাং তথাশ্বেবাং বধেহস্তা ন দোষভাক্ ১৮৪

শুকং বা বালবৃকৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রতম্।

আততায়িনানাশস্তং হস্তাদেবাবিচারয়ন্ ॥ ১৮৫

নাততায়িবধে দোষো হস্তভবতি কশ্চন।

প্রকাশং বাহপ্রকাশং বা মন্যুত্তমম্যুমুচ্ছতি ॥১১০॥
উদাতাসিবিষাধিগ্ধ শাপোদ্যতকবং তথা ।
আগন্ধেধনং হস্তাবং পিশুনকৈব রাজস্মৃ ॥ ১১১ ॥
ভার্য্যাতিক্রমণকৈব বিদ্যাং সপ্তাত্তায়িনঃ ।
যশোবিদহরানজ্ঞানার্হদ্ব্যর্থপরকান্ ॥ ১১২ ॥
উদ্দেশ্যতস্তে কথিতো ধবে দণ্ডবিশিষ্টয়া ।
সন্দেহামপরাধানাং বিস্তরাদতিবিস্তবঃ ॥ ১১৩ ॥
অপরাধেষু চান্যেবু জ্ঞাত্বা জাতিং ধনং বয়ঃ ।
দণ্ডং প্রকল্পয়েজ্জাঃ সন্মদ্য ত্রাঙ্কণৈঃ সঃ ॥ ১১৪ ॥
দণ্ডং প্রমোচয়ন দণ্ড্যদ্বিগুণং দণ্ডমাবহেৎ ।
নিবৃত্তশাপাদগুণানাং দণ্ডকারী নরধমঃ ॥ ১১৫ ॥
যন্ত চৌরঃ পুরেনাশ্চিনাশ্চীণো ন দৃষ্টবাক্ ১১৬ ॥
ন সাহসিকদণ্ডো স বাজা শক্ললোকভাক্ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অথো ভ্রমণোভ্রমণাদন্থদন্তনং গৃহী-
য়াৎ ১। দ্বিকং ত্রিকং চতুর্দশং পঞ্চকং শতং
বর্ণানুক্রমেণ প্রতিমাসম্ ২। সর্কে বর্ণা বা
স্বপ্রতিপন্নং বুদ্ধিঃ দদ্যাৎ ৩। অকৃতানপি
বৎসরাতিক্রমেণ যথাবিভিতাম্ ৪। আবুপ-
ভোগেবুদ্ধ্যভাবঃ ৫। দৈবরাজ্যোপদাতাদৃতে
বিনষ্টমাপি ব্রহ্মণো দদ্যাৎ ৬। অন্তবুদ্ধৌ
প্রবিশ্চায়মপি ৭। ন স্থাবরমাবিসৃতে বচ-
নাৎ ৮। গহীতধনপ্রবেশার্থমেব যং স্থাবরং
দত্তং তদগৃহীতধনপ্রবেশে দদ্যাৎ ৯। দায়-
মানং প্রযুক্তমর্থমুত্তমং প্রকৃতস্ততঃ পবং ন
বর্জ্যতে ১০। ত্রিবণ্যস্ত পরা বুদ্ধিঃ দ্বিগুণা ১১।
ধান্যস্ত ত্রিগুণা ১২। বস্ত্রস্ত চতুর্গুণা ১৩।
রসস্তাষ্টগুণা ১৪। সন্ততিঃ স্ত্রীপশুনাং ১৫।
কিপূকাপাসহস্রচক্ষায়শেষেক্ষায়াণামক্ষয়া ১৬।
অন্তজ্ঞানাং দ্বিগুণা ১৭। প্রযুক্তমর্থং যথা-
কথঞ্চিৎ সাধয়ন রাজ্ঞো বাচ্যঃ স্ত্র্যাং ১৮। সাধ্য-
মানচেদ্রাজানমভিগচ্ছে ত্বংসমং দণ্ড্যঃ ১৯।
উত্তমবর্ণচেদ্রাজানমিমাংসদ্বিভাবিতোহধনবর্ণো রাজ্ঞে
ধনদশভাগসমিতং দণ্ডং দদ্যাৎ ২০। প্রাপ্তার্থ-
শেচোত্তমবর্ণো বিংশতিতমমংশম্ ২১। সর্দা-
পলাপোকদেশবিভাবিতোহপি সর্কং দদ্যাৎ
২২। তস্ত চ ভাবনান্তিস্তো ভবন্তি লিখিতং

সাক্ষিকঃ সময়ক্রিয়া চ ২৩। সমাক্ষিকমাণ্ডং
সমাক্ষিকমেব দদ্যাৎ ২৪। লিখিতার্থে-
প্রবিশ্চৈলিখিতং পাটয়েৎ ২৫। অসমগ্রদানে
লেখ্যাসম্মিধানে চোত্তমবর্ণঃ লিখিতং দদ্যাৎ
২৬। ধনগ্রাহিনি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বিদেশ-
সমাঃ প্রবসিতে বা তংপুত্রপৌত্রৈর্ধনং
দেয়ম্ ২৭। নাতঃ পরমনীপুভিঃ ২৮।
সপুত্রস্ত বাহপুত্রস্ত বা ঋক্থগ্রাহী ঋণং
দদ্যাৎ ২৯। নিধনস্ত স্ত্রীগ্রাহী ৩০। ন স্ত্রী
পতিপুত্রকৃতম্ ৩১। ন স্ত্রীকৃতং পতি-
পুত্রো ৩২। ন পিতা পুত্রকৃতম্ ৩৩। অবি-
ভক্তঃ কৃতমুণং যন্তিষ্ঠেৎ স দদ্যাৎ ৩৪।
পৈতৃকমুণমবিভক্তানাং ত্রাতৃণাঞ্চ ৩৫। বিভ-
ক্তাশ্চ দয়াতুরূপমংশম্ ৩৬। গোপশৌণ্ডিক-
শৈলুস্বরজকব্যাদস্ত্রীণাং পতিদদ্যাৎ ৩৭। বাক্-
প্রতিপন্নং কুটুম্বিনা দেয়ম্ ৩৮। কস্তচিৎ
কুটুম্বার্থে কৃতঞ্চ ৩৯।

যো গৃহীত্বা ঋণং সর্কং শোদাত্তামীতিসামকম্ ।
ন দদ্যন্নোভতঃ পশ্চাত্তথা বুদ্ধিমবাপুয়াৎ ৪০
দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতীভাব্যং বিধীয়তে ।
আদ্যো তু বিতথে দাপ্যাবিতবস্ত স্ত্রুতা অপি ৪১
বহবচেৎ প্রতিভূবো দদ্যন্তেহর্থঃ যথাকৃতম্ ।
অর্থোবিশেষিষিতেষু ধনিকচ্ছদন্তঃ ক্রিয়া ৪২
যমর্থং প্রতিভূদদ্যাক্নিকেনোপপীড়িতঃ ।
ঋণিকস্তং প্রতিভূবে দ্বিগুণং দাতুমর্হতি ৪৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ লেপ্যং ত্রিবিধম্ ১। রাজসাক্ষিকং
সমাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ ২। রাজাধিকরণে
তদ্বিগুণ-কায়তকৃতং তদধ্যক্ষ-করচিহ্নিতং
রাজসাক্ষিকম্ ৩। যত্র কচন যেন
কেনচিমিখিতং সাক্ষিভিঃ স্বহস্তচিহ্নিতংসমা-
ক্ষিকম্ ৪। স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকম্ ৫।
তদ্বলাংকারিতমপ্রমাণম্ ৬। উপধিকৃত্যশ্চ
সর্কএব ৭। দূষিতকর্ম্মদুঃসাক্ষিকিতং তৎ-
সমাক্ষিকমপি ৮। তাদৃগ্ধিধেন লিখিতঞ্চ ৯।
স্ত্রীবাণাস্তত্বমব্রোহ্মব্রহ্মীততাদিতকৃতঞ্চ ১০।

দেশাচার্যবিদ্বৎ ব্যাক্তবিকৃতনক্ষণমলুপ্তক্রমা-
ক্ষরং প্রমাণম্ ॥ ১১ ॥

বর্ষণে চ তৎকৃষ্টে চিহ্নৈঃ পত্নৈরেব চ বৃদ্ধিভিঃ ।
সন্দিগ্ধং সাধয়েন্নৈখ্যং তদ্বৃদ্ধিপ্রতিকূপিতৈঃ ॥ ১২ ॥
যত্রর্ণধনিকো বাপিমানক্ষী বা লেখকোহপিবা ।
দ্বিরতে তত্র তল্লৈখ্যং তৎস্বহৃদৈঃ প্রসাধয়েৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অথাসাক্ষিণঃ ॥ ১ ॥ ন রাজশ্রোত্রিয়প্রব্রজিত-
কিতবতস্করপরাদীনস্ত্রীবালমাহসিকাতিবৃদ্ধমন্তো-
ন্নভাভিশস্তপতিতক্ষুভৃষ্ণাভব্যসানিরাগন্ধাঃ ॥ ২ ॥
রিপুগ্নিবার্গসদ্বন্ধিবিকস্মদৃষ্টদোষমহার্যশ্চ । ৩ ॥
অনির্দিষ্টস্ত সাক্ষির্হে যশোচাপ্যেত্য ক্রয়ং ॥ ৪ ॥
একশাসাক্ষী ॥ ৫ ॥ স্তেয়সাহসবাদগুপাক্ষ্যসংগ্র-
হণেনু সাক্ষিণো ন পরীক্ষ্যঃ ॥ ৬ ॥ অথ সাক্ষিণঃ ॥ ৭ ॥
কুলজা বৃত্তবিভসম্পন্ন যজ্ঞানস্তপস্বিনঃ পুত্রিণো
ধর্মজ্ঞা অধীরাণাঃ সত্যবস্ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাশ্চ ॥ ৮ ॥
অভিহিতগুণসম্পন্ন উভয়াভ্যুন্নতএকোহপি ॥ ৯ ॥
দ্বয়োর্বিবদমানয়োর্গস্ত পূর্ববাদস্তস্ত সাক্ষিণঃ
প্রথ্যঃ ॥ ১০ ॥ আধর্গং কার্যবশাদবত্র পূর্বপক্ষস্ত
ভবেভত্র পতিবাদিনোহপি ॥ ১১ ॥ উদ্ভিষ্টসাক্ষিণি
মুতে দেশান্তরগতে বা তদভিহিতজ্ঞাতারঃ
প্রমাণম্ ॥ ১২ ॥ সমক্ষদর্শনাং সাক্ষী শ্রবণাদ্রা ॥ ১৩ ॥
সাক্ষিণশ্চ সত্যেন পূরস্তে ॥ ১৪ ॥ বর্ণিনাং যত্র
বধস্তত্রানুতেন ॥ ১৫ ॥ তংপাবনাং কুম্মাণ্ডীভি-
দ্বিজোহগ্নিং জুহুয়াৎ ॥ ১৬ ॥ শূদ্রএকাক্ষিকং গোদ-
শকস্ত গোদং দদ্যাৎ ॥ ১৭ ॥ স্ত্রাববিক্রতো
মুখবর্ণবিনাশেহসদ্বন্ধপ্রলাপে চ কুটসাক্ষিণং
বিদ্যাৎ ॥ ১৮ ॥ সাক্ষিণশ্চাহুয়াদিত্যোদয়ে কৃত-
শপথান্ পুচ্ছেৎ ॥ ১৯ ॥ ক্রহীতি ব্রাহ্মণং
পুচ্ছেৎ ॥ ২০ ॥ সত্যং ক্রহীতি রাজন্যম্ ॥ ২১ ॥
গোবীজকাঞ্চনৈর্লৈগ্ধম্ ॥ ২২ ॥ সর্পমহাপাতকৈকস্ত
শূদ্রম্ ॥ ২৩ ॥ সাক্ষিণশ্চ শ্রাবয়েৎ ॥ ২৪ ॥ যে
মহাপাতকিনো লোকা য চোপপাতকিনস্তে
কুটসাক্ষিণমপি ॥ ২৫ ॥ জননমরণান্তরে কৃত-
স্মৃকৃতহানিশ্চ ॥ ২৬ ॥ সত্যেনাদিত্যস্তপতি ॥ ২৭ ॥
সত্যেন ভাতি চন্দ্রম্যঃ ॥ ২৮ ॥ সত্যেন বাতি
পবনঃ ॥ ২৯ ॥ সত্যেন ভূর্ধারয়তি ॥ ৩০ ॥ সত্যে-

নাপতিষ্ঠন্তি ॥ ৩১ ॥ সত্যেনাগ্নিতিষ্ঠতি ॥ ৩২ ॥

থঞ্চ সত্যেন ॥ ৩৩ ॥ সত্যেন দেবাঃ ॥ ৩৪ ॥ সত্যেন
যজ্ঞাঃ ॥ ৩৫ ॥

অশ্বমেধসংক্রান্ত সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্ ।

অশ্বমেধসংক্রান্ত সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ ৩৬ ॥

জানন্তোহপি হি যেসাক্ষ্যেভুক্ষীভূতাউপাসতে ।

তে কুটসাক্ষিণাং পাতৈপ্তল্যা দণ্ডেন বাপ্যথ ।

এবং হি সাক্ষিণং পুচ্ছেদ্বর্ণানুক্রমতো নূপঃ ॥ ৩৭ ॥

যন্তোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাংসজ্জয়ীভবেৎ ।

অনুগ্ধাবাদিনো যন্ত ক্রবস্তস্ত পরাজয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

বহুত্বং প্রতিগৃহীয়াৎ সাক্ষির্দ্বৈধে নরাধিপঃ ।

সমেষু চ গুণোৎকৃষ্টান্গুণিদৈধেদ্বিজোত্তমান্ ॥ ৩৯ ॥

যস্মিন্গ্নিবিবাদে তু কুটসাক্ষ্যানুতং বদেৎ ।

তৎকার্যগ্ণিববর্তেত কৃতং চাপ্যকৃতং ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

অথ সময়ক্রিয়া ॥ ১ ॥ রাজদ্রোহসাহসেবু

যপাকামম্ ॥ ২ ॥ নিক্ষেপন্তেয়ৈষর্গপ্রমাণম্ ॥ ৩ ॥

সক্লেষেবর্গজ্ঞাতেষু মূল্যং কনকং কল্পয়েৎ ॥ ৪ ॥

তত্র কৃষ্ণলোনে শূদ্রং দ্বীকাকবং শাপয়েৎ ॥ ৫ ॥

দ্বিকৃষ্ণলোনে তিলকবম্ ॥ ৬ ॥ ত্রিকৃষ্ণলোনে

রক্তকরম্ ॥ ৭ ॥ চতুঃকৃষ্ণলোনে স্তবকরম্ ॥ ৮ ॥

পঞ্চকৃষ্ণলোনে সীতোক্ততমহীকরম্ ॥ ৯ ॥

স্ববর্ণাক্টোনে কোশো দেয়ঃ শূদ্রস্ত ॥ ১০ ॥ ততঃ

পবং যথাইং ধটাংগুদকবিবাণামগ্নতমম্ ॥ ১১ ॥

দ্বিগুণেহর্থে যথাভিহিতা সময়ক্রিয়া বৈশ্রস্ত ॥ ১২ ॥

ত্রিগুণে রাজন্তস্ত ॥ ১৩ ॥ কোশবর্জং চতুগুণে

ব্রাহ্মণস্ত ॥ ১৪ ॥ ন ব্রাহ্মণস্ত কোশং দদ্যাৎ

॥ ১৫ ॥ অন্ত্রাপাণিকালসময়নিবন্ধনক্রিয়াতঃ

৥ ১৬ ॥ কোশস্থানে ব্রাহ্মণং সীতোক্ততমহী-

করমেব ॥ ১৭ ॥ প্রাগুদৈষং স্বল্পেহপ্যর্থে

দিব্যানামগ্নতমমেব কারয়েৎ ॥ ১৮ ॥ সংস্ক

বিদিতং সচ্চরিত্রং ন মহত্যাথৈহপি ॥ ১৯ ॥

অভিবোক্তা বর্ভরৈচ্ছীর্ষম্ ॥ ২০ ॥ অভিযুক্তশ্চ

দিব্যং কুর্য্যৎ ॥ ২১ ॥ রাজদ্রোহসাহসেবু

বিনমপি শীর্ষবর্তনাং ॥ ২২ ॥ স্ত্রীব্রাহ্মণবিকলা-

সমর্গরোগিণাং তুলা দেয়া ॥ ২৩ ॥ সা চ ন

বাতি বারো ॥ ২৪ ॥ ন কুষ্ঠাসমর্থলোহকারা-

ণামগির্দেয়ঃ । ২৫ । শরদ্বীপায়োণ ১২৬ ।
ন কুষ্টিপৈত্তিকব্রাক্ষণানাং বিষং দেয়ম্ । ২৭ ।
প্রাবৃবি চ । ২৮ । ন শ্লেষব্যাধ্যাদিতানাং
ভীকৃণাং শ্বাসকাসিনামশুজীবিনাং চৌদিকম্ । ২৯
হেমস্তশিশিরয়োশ্চ । ৩০ । ন নাস্তিকেভ্যঃ
কোশোদেয়ঃ । ৩১ । ন দেশে ব্যাধিমরকোপ
সৃষ্টে চ । ৩২ ।
সটেলং স্নাতমায় স্নেহ্যোদহুয় উপোষিতম্ ।
কারয়েৎসবদিব্যানি দেবব্রাক্ষণসন্নিধৌ ॥ ৩৩
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

অথ ধটঃ । ১ । চতুর্হস্তোচ্ছিতো দ্বিহস্তা-
য়তঃ । ২ । তত্র সারবৃক্ষেদ্ববা পঞ্চহস্তায়তো-
ভয়তঃ শিক্যা তুলা । ৩ । তাং চ সর্বকার-
কাংস্তকারাণামন্ততমো বিভূয়াং । ৪ । তত্র
চৈকগ্নিশিক্যে পূক্বমারোপয়েদ্বিতীয়ে
প্রতিমানং শিলাদি । ৫ । প্রতিমানপুক্বো
সমুদ্যোতৌ স্ফুটিতৌ কৃত্বা পুক্বমবতারয়েৎ
। ৬ । ধটং চ সময়েন গৃহীয়াৎ । ৭ । তুলা
ধারং চ । ৮ ।
ব্রহ্মণ্যং যেন্মতা লোকা যেলোকাঃ কুটসাক্ষিণাম্ ।
তুলাধারস্ত ত লোকান্তলাং ধারয়তো মূষা ॥ ৯
ধর্মপথ্যায়বচনৈধট ইত্যভিধায় সে ।
স্বমেব ধট জানীবে ন বিজ্ঞানি নাহুবাঃ ॥ ১০
ব্যবহার্যভিশস্তোহয়ং মানুস্বন্ত্যতে স্বয়ি ।
তদেনং সংশয়াদস্মাক্ষ্মতস্তাতুনহঁসি ॥ ১১
তত্বারোপয়েচ্ছিক্যে ভূয় এবাথ তং নরম্ ।
তুনিতো যদি বন্ধিত ততঃ স ধম্মতঃ শুচিঃ ॥ ১২
শিক্যচ্ছেদাক্তভঙ্গেষু ভ্রূয়াব্রোপয়েন্নরম্ ।
এবং নিঃসংশয়ং জ্ঞানং যতো ভবতিনির্ণয়ঃ ॥ ১৩
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

অথাগিঃ । ১ । ষোড়শাঙ্গুলং তাবদন্তরং
মণ্ডলসপ্তকং কুর্বাৎ । ২ । ততঃ প্রায়ুখস্ত
প্রসারিতভুজদ্বয়স্য সপ্তাংখপত্রাণি করয়ো-
দ্দদ্যাৎ । ৩ । তানি চ করদ্বয়সহিতানি

স্বদ্বৈপ বেষ্টয়েৎ । ৪ । ততস্তত্রাধিবর্ণং লোহ-
পিণ্ডং গণ্ডাশংপসিকং সমংগ্রসেৎ । ৫ । তমানায়
নাতিদ্রুতং নাতিবিনশিতং মণ্ডনেষু পদগ্রাসং
কুস্পন্ ব্রজেৎ । ৬ । ততঃ সপ্তমং মণ্ডলমতীত্যা
ভূমৌ বোহপিণ্ডং জহ্যাৎ । ৭ ।
সো তন্তযোঃ কচিদগ্নস্তমশুদ্ধং বিনিদ্রিশেৎ ।
ন দগ্নঃ সর্লধা যন্ত স বিগুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৮
ভয়াদা পাতয়েদ্যন্ত দগ্নো বা ন বিভাব্যতে ।
পুনস্তং হারয়েন্নোহং সময়স্যাবিশোধনং ॥ ৯
কবৌ বিমুদিতজীহেৎসাদাদেব লক্ষয়েৎ ।
অভিমম্ব্যাস্যকরয়োর্বোহপিণ্ডং ততো গ্রসেৎ ॥ ১০
স্বমগ্নে সর্লভূতানামন্ত্যচবিদ সাক্ষিবৎ ।
স্বমেবগ্নে বিজানীবে ন বিজ্ঞানি মানবাঃ ॥ ১১
ব্যবহার্যভিশস্তোহয়ং মানুস্বঃ শুদ্ধমিচ্ছতি ।
তদেনং সংশয়াদস্মাক্ষ্মতস্তাতুনহঁসি ॥ ১২
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

অথোদকম্ । ১ । পঞ্চশৈবালছষ্টগাহম-
ংস্যগ্রলোকাদিবজ্জিতেন্তস্তসি । ২ । তত্রানভি-
ময়স্যাবাগদেবিগঃ পূক্বম্যান্যাস্য জাহুনী
গৃহীত্বাভিন্নিতগন্তঃ প্রবিশেৎ । ৩ । তৎসম-
কালং চ নাতিজুবৃহদ্বা ধনুবা পুক্বোহপরঃ
শরক্ষেপং কুর্বাৎ । ৪ । তং চাপরঃ পুক্বো
জবেন শরমানয়েৎ । ৫ ।
তন্মধ্যে যো ন দৃগ্ধেত স শুদ্ধঃ পরিকীর্তিতঃ ।
অগ্রথা স্ববিগুদ্ধঃ স্যাদেকোদ্যস্যপি দর্শনে ॥ ৬
স্বমন্তঃ সর্লভূতানামন্ত্যচবিদ সাক্ষিবৎ ।
স্বমেবান্তো বিজানীবে ন বিজ্ঞানি নাহুবাঃ ॥ ৭
ব্যবহার্যভিশস্তোহয়ং মানুস্বন্ত্যতে মজ্জতি ।
তদেনং সংশয়াদস্মাক্ষ্মতস্তাতুনহঁসি ॥ ৮
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ বিষম্ । ১ । বিধাগদেয়ানি সর্লধি
। ২ । ঋতে হিমচিলোদ্ধবাচ্ছায়াং । ৩ । তস্য
চ যবসপ্তকং স্ততপ্লুতমভিশস্তায় দদ্যাৎ । ৪ ।
বিষং বেগক্রমাণেতং স্নুধেন যদি জীর্ঘতে ।

বিষ্ণুঃ তমিতি জ্ঞান্য দিবসাস্তে বিসর্জয়েৎ ॥৫॥
 বিষদ্বাদ্বিষমদ্ব্যচ্চ কুব্জং ত্বং সর্পদেহিনাম্ ।
 ত্বমেব বিষ জ্ঞানীয়েন বিদুর্গানি মানুষ্যঃ ॥ ৬ ॥
 ব্যবচাবাভিশ্যন্তোহিৎ মানুষ্যঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি ।
 তদেনং সংশয়াদম্মাক্ষ্মত্বাং ত্বাহুর্মহিসি ॥ ৭ ॥
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

অথ কোশঃ । ১ । উগ্রান্দেবান্‌সমভার্য্য
 তন্ম্নানোদকাৎ প্রসুতিবরং পিবেৎ । ২ । ইদং
 ময়্য ন কৃতমিতি ব্যাধবন্দেবতাভিমুখঃ । ৩ ।
 যস্য পণ্ডেদ্বিস প্রাহাদ্বিসপ্রাহাদপ্যপি বা ।
 রোগোহগ্নিজ্ঞাতিমরণং বাজাতঙ্কমথাপি বা ॥৪॥
 তমশুদ্ধং বিজানীয়াঔষা শুদ্ধং বিপর্গয়ে ।
 দিব্যে চ শুদ্ধং পুরুষং সংদর্শ্যাক্ষ্মিকো নৃপঃ ॥৫॥
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥১৪॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ দ্বাদশ পুত্রা ভবন্তি । ১ । স্যে ক্ষেত্রে
 সংস্কৃত্য নৃপাদিতঃ স্বয়মৌবসঃ প্রথমঃ । ২ ।
 নিমুক্ত্যায়ং সপিণ্ডেনোত্তমবর্ণেন বোৎপাদিতঃ
 ক্ষেত্রজো দ্বিতীয়ঃ । ৩ । পুত্রিকাপুত্রস্ত তীয়ঃ
 । ৪ । যন্তস্তাঃ পুত্রঃ স মে পুত্রোভবেদिति যা
 পিত্রা দত্তা সা পুত্রিকা । ৫ । পুত্রিকাবিধিনা
 প্রতিপাদিতা পিতৃবিধিনা পুত্রিকৈব । ৬ ।
 পোনর্ভবচতুর্থঃ । ৭ । অক্ষতা ভূয়ঃসংস্কৃতা
 পুনর্ভূঃ । ৮ । ভূয়ঃসংস্কৃতা পিতৃপুত্রী । ৯ ।
 কানীনঃ পঞ্চমঃ । ১০ । পিতৃগৃহেহংসংস্কৃত্যৈ-
 বোৎপাদিতঃ । ১১ । স চ পানিগ্রাহকঃ । ১২ ।
 গৃহে চ গৃহোৎপন্নঃ ষষ্ঠঃ । ১৩ । যন্ত তন্নজন্ত-
 আসৌ । ১৪ । সহোঢ়ঃ সপ্তমঃ । ১৫ । গভীণী
 বা সংস্ক্রিয়তে তস্য্যাঃ পুত্রঃ । ১৬ । স চ
 পানিগ্রাহকঃ । ১৭ । দত্তকশাষ্টমঃ । ১৮ । স
 চ মাতাপিতৃভ্যাং যস্য দত্তঃ । ১৯ । ক্রীতশ্চ
 নবমঃ । ২০ । স চ যেন ক্রীতঃ । ২১ । স্বয়-
 মুপগতো দশমঃ । ২২ । স চ যস্যোপগতঃ । ২৩ ।
 অপবিক্ষেপকাদশঃ । ২৪ । পিত্রা মাত্রা চ
 পরিত্যক্তঃ । ২৫ । স চ যেন গৃহীতঃ । ২৬ ।

যত্র কচনোৎপাদিতশ্চ দ্বাদশঃ । ২৭ । এতেষাং
 পূর্নঃ শ্রেয়ান্ । ২৮ । স এব দায়হারঃ । ২৯ ।
 স চান্যান্‌বিভ্রয়াং । ৩০ । অনুতানং স্ববিভ্রান্ত-
 রূপেণ সংস্কাবং কুর্য্যাৎ । ৩১ । পতিতকীবা-
 চিকিৎস্যবোগবিকলাত্বভাগহারিণঃ । ৩২ ।
 ঋত্বেগ্রাহিভিস্তে তর্দব্যঃ । ৩৩ । তেষাঞ্চৌ-
 রসাঃ পুত্রা ভাগহারিণঃ । ৩৪ । নতু পতিতস্য
 পতনীরে কর্ণশ্চি কৃতে ত্বনন্তবোৎপন্নঃ । ৩৫ ।
 প্রতিবোমাস্ত্র দ্বীষু চোৎপন্নশ্চাভাগিনঃ । ৩৬ ।
 তৎপুত্রাঃ পৈতামহেহপ্যর্থো । ৩৭ । অংশ-
 গ্রাহিভিস্তে ভরণায়াঃ । ৩৮ । বশচার্থহরঃ স
 পিণ্ডদায়ী । ৩৯ । একোচানামপ্যেকম্য্যাঃ পুত্রঃ
 স দ্বীসাং পুত্র এব । ৪০ । ভ্রাতৃণামেকজাতা-
 ন্যাম্ । ৪১ । পুত্রঃ পিতৃবিভ্রান্তাভেহপি পিণ্ডং
 দদ্যাৎ । ৪২ ।
 পুত্রান্নো নরকাদবস্যাং পিতরং জায়তে সূতঃ ।
 তস্মাৎ পুত্রহিতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪৩ ॥
 ঋণমগ্নিন্‌ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ।
 পিতা পুত্রস্য ভ্রাতৃস্য পণ্ডেচ্ছেক্ষীভবতোমুখম্ ॥৪৪॥
 পুত্রেন লোকান্‌ জয়তি পৌত্রেনানন্ত্যমণ্ডতে ।
 অথ পুত্রস্য পৌত্রেন ত্রয়স্যাপ্রোতি পিষ্টপন্নঃ ॥৪৫॥
 পৌত্রদোহিত্রিয়োবৌকে বিশেষো নোপপদ্যতে ।
 দোহিত্রোহপিঅপুত্রং তং সন্তারয়তিপৌত্রবৎ ৪৬ ॥
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সমানবর্ণাস্থ পুত্রাঃ সর্বণা ভবন্তি । ১ ।
 অল্পলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ । ২ । পতিলোমাস্বার্য্য-
 বিগর্হিতাঃ । ৩ । তত্র বৈগ্ৰাপুত্রঃ শূদ্রেণা-
 যোগবঃ । ৪ । পুরুষমাগবৌ ক্ষত্রিয়পুত্রৌ
 বৈগ্ৰশূদ্রাভ্যাং । ৫ । চাণ্ডালবৈদেহকশ্চ
 ব্রাহ্মণপুত্রাঃ শূদ্রবিটক্ষত্রিয়ৈঃ । ৬ । সঙ্কর-
 সঙ্করাশ্চাসংখ্যেয়াঃ । ৭ । রক্ষাবতবর্ণমারোগ-
 বানাম্ । ৮ । ব্যাধতা পুরুষানাম্ । ৯ । শুভি-
 ক্রিয়া মাগধানাম্ । ১০ । বধ্যযাতিহং চাণ্ডালা-
 নাম্ । ১১ । স্ত্রীরক্ষা তজ্জীবনঞ্চ বৈদেহকা-
 নাম্ । ১২ । অশ্বসারণ্যং সূতানাম্ । ১৩ ।
 চাণ্ডালানাং বহির্গ্রামনিবসনং মৃতচেলধারণ-

মিতি বিশেষঃ । ১৪। সর্পেযাঞ্চ সুনানজাতি-
ভিদ্যাবধাঃ । ১৫। অপিত্তবিভক্তহরণঞ্চ । ১৬।
সন্ধবে জাতয়ন্তেতাঃ পিতৃনাতৃপ্রদর্শিতাঃ ।
প্রাক্ষমা বা প্রকাশা বা বেদিতব্যঃ সন্ধ্যভিঃ ১৭
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোহতৃপস্কৃতঃ ।
স্ত্রীবানাদ্যপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সন্ধিকাবণম্ ॥ ১৮
ইতি বৈষয়বে পশ্যাশ্বে বোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

পিতা চেৎ পুত্রান্ বিভজেত্তস্য স্বেচ্ছা
স্বয়মুপাভেত্তার্থে । ১। পৈতামহে স্বর্গে পিতৃ-
পুত্রয়োস্তল্যং স্মিতিম্ ॥ ২। পিতৃবিভক্তা
বিভাগানন্তরোৎপন্নস্য ভাগং দদ্যুঃ । ৩।
অপুত্রপনং পত্ন্যভিগামি । ৪। তদভাবে ছহিতৃ-
গামি । ৫। তদভাবে পিতৃগামি । ৬। তদ-
ভাবে মাতৃগামি । ৭। তদভাবে ভ্রাতৃ-
গামি । ৮। তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামি । ৯।
তদভাবে বন্ধুগামি । ১০। তদভাবে সকুল্য-
গামি । ১১। তদভাবে সহাধ্যায়িগামি । ১২।
তদভাবে ব্রাহ্মণদনবর্জং রাজগামি । ১৩।
ব্রাহ্মণার্থে ব্রাহ্মণানাম্ । ১৪। বানপ্রস্থবনমা-
চাণ্যোগ্রহীয়াং । ১৫। শিষ্যোবা । ১৬।

সংসৃষ্টনস্ত সংসৃষ্টী সৌদরস্ত তু সৌদরঃ ।

দদাদপহরেচ্চাংশং জাতস্ত চ সূতস্ত চ ॥ ১৭

পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃদত্তমধ্যগুণাগতম্ । আদি
বেদনিকং বন্ধনন্তং শুকনবাধেয়কমিতি ক্রীধ-
নম্ । ১৮। ব্রাহ্মাদিযু চতুর্নু বিবাহেধপ্রজা-
য়ামতীতায়্যং তদ্বর্জুঃ । ১৯। শেষেষু চ পিতা
হরেৎ । ২০। সর্পেষেব প্রস্থতায়্যং বন্ধনং
তদ্বহিতৃগামি । ২১।

পতৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কাবো পতো ভবেৎ ।

ন তং ভজেরন দাদাদা ভজমানাঃ পতন্তি তে ২২

অনেকপিতৃকাণাঞ্চ পিতৃতো ভাগকল্পনা ।

যস্ত যৎ পৈতৃকং রিক্থং স তদ্ব্যকীত নেতবঃ ॥ ২৩

ইতি বৈষয়বেষশাস্ত্রে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণস্ত চতুর্নু বর্ণেষু চেৎ পুত্রা ভবেয়ন্তে
পৈতৃকমুক্তং দশবা বিভজেয়ুঃ । ১। তত্র

ব্রাহ্মণীপুত্রচতুবোহংশানাদদ্যাৎ ॥ ২। ক্ষত্রিয়া-
পুত্রদ্বীন্ । ৩। দ্রাবংশৌ বৈশ্যাপুত্রঃ । ৪।
শূদ্রাপুত্রদ্বেকম্ । ৫। অথ চেচ্চ শূদ্রাপুত্রবর্জং ব্রাহ্ম-
ণস্ত পুত্রদ্বয়ং ভবেদ্ভদা তদ্ধনং নবধা বিভ-
জেয়ুঃ । ৬। বর্ণায়ুক্রমেণ চতুর্দ্বিভিভাগীকৃতানং-
শানাদদ্যাৎ । ৭। বৈশ্যার্জমপ্তধাকৃতং চতুর-
স্ত্রীনেকঞ্চাদদ্যাৎ । ৮। ক্ষত্রিয়বর্জং সপ্তধাকৃতং
চতুবো দ্বাবেকঞ্চ । ৯। ব্রাহ্মণবর্জং বড়ধাকৃতং
ত্রীন্ দ্বাবেকঞ্চ । ১০। ক্ষত্রিয়স্ত ক্ষত্রিয়াবৈশ্যা
শূদ্রাপুত্রদ্বয়মেব বিভাগঃ । ১১। অথ ব্রাহ্ম-
ণস্ত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ পুত্রৌ স্ম্যতাং তদা সপ্তধা-
কৃতান্নানাদ ব্রাহ্মণচতুরোহংশানাদদ্যাৎ । ১২।
ত্রীন্ বাজয়ুঃ । ১৩। অথ ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণবৈশ্যৌ
তদা বড়ধাবিত্তস্ত চতুরোহংশান্ ব্রাহ্মণ
আদদ্যাৎ । ১৪। দ্রাবংশৌ বৈশ্যঃ । ১৫।
অথ ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণশূদ্রৌ পুত্রৌ স্ম্যতাং তদ্ধনং
পঞ্চধা বিভজেয়াতাম্ । ১৬। চতুরোহংশান্ ব্রাহ্মণ-
স্বাদদ্যাৎ । ১৭। একং শূদ্রঃ । ১৮। অথ
ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়স্য বা ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ স্ম্যতাং
তদা তদ্ধনং পঞ্চধা বিভজেয়াতাম্ । ১৯।
ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়স্বাদদ্যাৎ । ২০। দ্রাবংশৌ
বৈশ্যঃ । ২১। অথ ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়স্য বা
ক্ষত্রিয়শূদ্রৌ পুত্রৌ স্ম্যতাং তদা তদ্ধনং চতুর্ধা
বিভজেয়াতাম্ । ২২। ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়স্বাদ-
দ্যাৎ । ২৩। একং শূদ্রঃ । ২৪। অথ ব্রাহ্মণস্ত
ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্ত বা বৈশ্যশূদ্রৌ পুত্রৌ স্ম্যতাং
তদা তদ্ধনং ত্রিধা বিভজেয়াতাম্ । ২৫।
দ্রাবংশৌ বৈশ্যস্বাদদ্যাৎ । ২৬। একং শূদ্রঃ । ২৭।
অথৈকপুত্রা ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যঃ সর্প-
হরাঃ । ২৮। ক্ষত্রিয়স্ত রাজস্ত বৈশ্যৌ । ২৯। বৈশ্যস্য
বৈশ্যঃ । ৩০। শূদ্রঃ শূদ্রস্য । ৩১। দ্বিজাতীনং
শূদ্রদ্বেকঃ পুত্রোহর্দ্ধহরঃ । ৩২। অপুত্রাশ্বপ্তস্য
বা গতিঃ সাত্বর্দ্ধিয়া দ্বিতীয়স্য । ৩৩।
মাতবঃ পুত্রভাগান্তদায়েণ ভাগধারণ্যঃ । ৩৪।
অনুচ্যুত ছত্চিত্রঃ । ৩৫। সমবর্ণাঃ পুত্রাঃ
সমানংশানাদদ্যাৎ । ৩৬। জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠমুজারং
দদ্যাৎ । ৩৭। যদি বৌ ব্রাহ্মণীপুত্রৌ স্ম্যতামেকঃ
শূদ্রাপুত্রস্তদা নবধাবিত্তস্তার্থস্ত ব্রাহ্মণী-
পুত্রাবন্তৌ ভাগানাদদ্যাতেকঃ শূদ্রাপুত্রঃ । ৩৮।
অথ শূদ্রাপুত্রাবন্তৌ স্ম্যতামেকো ব্রাহ্মণীপুত্র-

তদা যজ্ঞধাবিত্তসার্থস্য চতুরোহংশীন্ ব্রাহ্মণ-
 স্বাদদ্যাদদ্যাবংশৌ পূদাপুত্রৌ । ৩৯। অনেন
 ক্রমেণাশ্রজাপাংশকল্পনা ভবতি । ৪০।
 বিভক্তাঃ সহজীবন্তো বিভজেরন্ পুনাং দি ।
 সমত্ত্ব বিভাগঃ অষ্টৈষ্ছাষ্ট্যং তত্র ন বিদ্যতে ॥৪১
 অন্তপন্ন পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যজ্ঞপার্জয়েৎ ।
 স্বয়নীতিতন্ত্রং তন্মাকামো দাতুমহতি ॥ ৪২
 পৈতৃকন্ত যদা দ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্পুয়াং ।
 ন তং পুত্রৈর্ভজৈঃ সার্কনকামঃ স্বয়মর্জিতম্ ॥ ৪৩
 বস্ত্রং পত্নমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্তিয়ঃ ।
 যোগক্ষেমং প্রচারচ ন বিভাজ্যঞ্চ পুত্ৰকম্ ॥৪৪
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেহষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সত্যং দ্বিজং ন শূদ্রেণ নিহীরয়েৎ । ১। ন
 শূদ্রং দ্বিজেন । ২। পিতরং মাতরঞ্চ পূজা
 নিহীরয়েৎ । ৩। ন দ্বিজং পিতরমপি শূদ্রাঃ । ৪
 ব্রাহ্মণমনার্থং যে ব্রাহ্মণা নিহীরন্তি তে স্বর্গ-
 লোকভাজাঃ । ৫। নিহৃত্য চ বান্ধবং প্রেতং
 সংকৃত্যাপ্রদক্ষিণেন চিতামভিগম্যাপ্সুসবা-
 সসো নিমজ্জনং কুর্য্যৎ । ৬। প্রেতস্যোদক
 নির্মপণং কৃত্বৈকংপিওং কেশু দহ্যৎ । পবি-
 র্ভিতবাসস্য নিষপত্রাণি বিদগ্ধ দ্বার্যগানি
 দহ্যন্তঃ কৃদ্ধা গৃহং প্রবিশেয়ঃ । ৮। অক্ষতাং
 গগ্নৌ ক্ষিপেয়ঃ । ৯। চতুর্থো দিবসেহস্টি-
 ক্ষয়নং কুর্য্যৎ । ১০। তেবাক্ষ গঙ্গাস্তসি
 ক্ষেপঃ । ১১। যাবৎ-নশ্চ্যমন্তি পুরুষস্য
 জ্ঞাস্তসি তিষ্ঠতি তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোক
 বিতিষ্ঠতি । ১২। যাবদাশৌচং তাবৎ প্রেত-
 ত্যাদকং পিওমেকঞ্চ দহ্যৎ । ১৩। ক্রীত-
 ক্লাশনাচ ভবেয়ঃ । ১৪। অনাংশানাশচ
 ১৫। স্থণ্ডিলশায়িনশচ । ১৬। পৃথক্শায়ি-
 চ । ১৭। গ্রামানি ক্ষম্যাশৌচান্তে কৃতশ্র-
 ণ্মাণস্তিলককৈঃ সর্বগকৈরী স্নাতাঃ পরি-
 ষ্টতবাসসো গৃহং প্রবিশেয়ঃ । ১৮। তত্র
 স্তিং কৃদ্ধা ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনং কুর্য্যৎ । ১৯।
 বাঃ পরোক্ষদেবাঃ প্রত্যক্ষদেবা ব্রাহ্মণাঃ । ২০
 ক্ষণৈর্লোকা ধার্যন্তে । ২১।
 ক্ষণানাং প্রসাদেন দিবি তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ।
 ক্ষণাভিহিতংব্যাক্যং ননিথ্যাজায়তেক্টিং ॥২২

যদব্রাহ্মণাস্তিষ্ঠতমা বদন্তি
 তদেবতাঃ প্রত্যভিনন্দয়ন্তি ।
 তুষ্টেয়ু তুষ্টাঃ সততং ভবন্তি
 প্রত্যক্ষদেবেষু পরোক্ষদেবাঃ ॥ ২৩
 ছঃখানিতানাং মৃতবান্ধবানাং
 মাশ্বাসনং কুর্য্যাদীনসদাঃ ।
 বার্ক্যস্ত গৈভূমি তবাভিধাস্যে
 ব্যাক্যান্তং তানি মনোহিভবানে ॥ ২৪
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥১৯

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

যজ্ঞতুরায়ণং ওদহর্দ্দেবানাম্ । ১। দক্ষিণা-
 রণং রাত্রিঃ । ২। সম্বৎসরোহোবাত্রঃ । ৩।
 তন্ত্রিংশতা মাসঃ । ৪। মাসা দ্বাদশ বর্ষম্ । ৫।
 দ্বাদশবর্ষশতানি দিব্যানি কলিঙ্গম্ । ৬।
 দ্বিগুণানি দ্বাপরম্ । ৭। ত্রিগুণানি ত্রেতা । ৮।
 চতুগুণানি কৃতপদম্ । ৯। দ্বাদশবর্ষসহস্রাণি
 দিব্যানি চতুর্গম্ । ১০। চতুর্গণানামেক
 সপ্ততিশ্রয়ন্তরম্ । ১১। চতুর্দশগদশ্রয় কল্পঃ
 । ১২। স চ পিতামহস্যাহঃ । ১৩। তাবতী
 চাস্য রাত্রিঃ । ১৪। এবং বিধেনাচৌরাত্রেণ
 মাসবর্ষগণনয়া সর্বদৈবৈ ব্রহ্মণো বর্ষশতমায়ুঃ
 । ১৫। ব্রহ্মায়ুঃ চ পরিচ্ছিন্নঃ পৌকবো
 দিবসঃ । ১৬। তস্যাস্তে মহাকল্পঃ । ১৭।
 তাবতোব্যাস নিশা । ১৮। পৌকবাণামহো-
 রাত্রাণামতীতানাং সংখ্যাব নাশ্চি । ১৯।
 নচ ভবিয়াণাম্ । ২০। অনাদ্যন্তস্ব্যং কালস্য ॥২১
 এবমগ্নিনিরাবশ্বে কালে সততযায়িনি ।
 ন তদ্ব্যতং প্রপশ্যামি স্তিত্বস্য ভবেদ্বজ্রবা ॥২২
 গঙ্গায়াঃ সিকতাধারাতথা বর্ষতি বাসবে ।
 শক্যা গণয়িতুং লোকেনব্যতীতাপিতামহাঃ ॥ ২৩
 চতুদশ বিনশ্যন্তি কল্পে কল্পে সুরেশ্বরঃ ।
 সর্বলোক প্রধানাশ মনবশ চতুদশ ॥ ২৪
 বহুনীজ্রসহস্রাণি দৈত্যৈর্জনিয়তানি চ ।
 বিনষ্টানীহ কালেন নহুজ্জেষথ কা কথা ॥ ২৫
 রাজর্ষয়শচ বহবঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ ।
 দেবা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব কালেননিধনং গতঃ ॥ ২৬
 যে সমর্থা জগতাস্থিনৃষ্টিসংহারকারিণঃ ।
 তেহপি কালেন লীয়েন্তে কালোহি বলবন্তরঃ ॥২৭

আক্রম্যসর্বঃ কালেন পরলোকঞ্চ নীয়তে ।
 কল্পপাশবশো জন্মঃ কা তত্র পরিবেদনা ॥ ২৮
 জাতস্য চি ক্রবো মৃত্যুর্দ্ধবং জন্ম মৃত্যু চ ।
 অর্থে জুপরিহাণোহগ্নিমাতি শোকেষহারতা ॥ ২৯
 শোচন্তো নোপকুর্নতি
 মৃতস্যোহ জ্ঞান বতঃ ।
 অতো ন বোদিতব্যং চি
 ক্রিয়াঃ কাণ্যঃ সশক্তিঃ ॥ ৩০
 স্কৃতং ছুতঞ্চোভো সহায়ো বস্তু গচ্ছতঃ ।
 বান্ধবৈস্তস্য কিং কাণ্যং শোচন্তিরথবা ন বা ॥ ৩১
 বান্ধবানামশোচে তু স্ত্রিতং প্রেতো ন বিন্ধতি ।
 অতশ্চোতি তানেব পিওত্যয়প্রদায়িনঃ ॥ ৩২
 অন্মাক্ সপি গ্ৰীকবণং প্রেতো ভবতি সোমুতঃ ।
 প্রেতেনোকগতন্যায়ং সোদক্ষমুৎ প্রবচ্ছত ॥ ৩৩
 পিতৃলোকগতস্যায়ং শাক্চে বৃদ্ধে স্বপায়ম্ ।
 পিতৃলোকগতস্যায় তস্মাদ্ভ্রাতৃ প্রবচ্ছত ॥ ৩৪
 দেবদেব মাতনাস্তানে তিষ্ঠাপ্যনো ভগৈব চ ।
 মাতনো চ তথাপ্রাতি শ্রাদ্ধং দত্তং স্ববান্ধবৈঃ ৩৫
 প্রেতস্য শ্রাদ্ধকর্তৃশ্চ
 পুষ্টিঃ শাক্চে কৃতে ক্রবন্ ।
 তস্মাদ্ভ্রাতৃসদা কাণ্যং
 শোকং ত্যক্তা নিশ্চরকম্ ॥ ৩৬
 এতাবদেব কর্তব্যং সদা প্রেতশ্চ বন্ধুভিঃ ।
 নোপকর্গ্যায়নঃ শোকং প্রেতস্যায়নএব বা ॥ ৩৭
 দৃষ্টা লোকগনাক্রমং স্মিয়মাণঃ চ বান্ধবান্ ।
 ধর্ম্মমেকং সহায়ার্থং ববরধ্বং সদা নবাঃ ॥ ৩৮
 মৃতোহপি বান্ধবঃ শত্রো নাতৃগুপ্তং নরং মৃতম্ ।
 জয়াবর্জ্জং হি সর্বস্য বাম্যঃ পশ্য বিকথ্যতে ॥ ৩৯
 ধর্ম্মএকোহন্যাত্মনং বজ্র কটন গামিনম্ ।
 নবসারে নুনোকেহস্মিন্ ধর্ম্মংকৃত মা চিরম্ ৪০
 ঋকায়মদ্য কুবীত পূর্ণাহ্নে চাপবাহ্লিকম্ ।
 ন তিপ্রতীকৃতে মৃত্যুঃ কৃতংবাস্য নবাহ্নকৃতম্ ॥ ৪১
 ক্ষেত্রাপণগত্যসক্তমন্যত্র গতমানসম্ ।
 বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ৪২
 ন কাণ্যস্য শ্রিয়ঃ কচ্চিদ্বেদ্যশাস্য ন বিদ্যতে ।
 আয়বো কল্পপি ক্ষীণে প্রমহ হবতে জনম্ ॥ ৪৩
 নাপ্রাপ্তকালো স্মিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি ।
 কুশাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ ৪৪
 নোষবানি ন মন্যশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ ।
 আয়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া বাপি মানবম্ ॥ ৪৫

আগামিনমনর্থং হি প্রবিধানশতৈরপি ।
 ন নিবাবয়িতুং শক্যতত্র কা পরিবেদনা ॥ ৪৬
 যথা পৈতৃসম্বন্ধে বংশো বিন্ধতি নাতরম্ ।
 তথা পূর্বকৃতং কর্ম্ম কর্তব্যং বিন্ধতে ঐশ্বম্ ॥ ৪৭
 অব্যক্তাদীনী ভূতানি ব্যক্তমশ্মানি চাপ্যথ ।
 অব্যক্তনিধনাং তত্র কা পরিবেদনা ॥ ৪৮
 দেহিনোহস্মিন্ যথাদেহেকোমারংবোবনংজরা ।
 তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিবন্ত ন মুহতি ॥ ৪৯
 গৃহ্যতীহ যথা বস্ত্রং ত্যক্তা পূর্বপত্নীষবম্ ।
 গৃহ্যতোব্যং নবং দেহং দেহী কল্পনিবন্ধনম্ ॥ ৫০
 নৈনং ছিন্দন্তি শব্দানি নৈনং দহতি পাণকঃ ।
 নটেনং কেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি নাকতঃ ॥ ৫১
 অচ্ছেদ্যেহিয়নদাহোহিয়নচ্ছেদ্যোঃশোয্য এব চ ।
 নিত্যঃ সততগঃ শ্রাপ্তরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ৫২
 অব্যক্তোহিয়নচিহ্ন্যস্মিনবিকার্যোহয়মচ্যতে ।
 তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নাতশোচি তুমহং ॥ ৫৩
 ইতি বৈবৰ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে নিঃশোধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোধ্যায়ঃ ।

অথার্শোচব্যপগমে স্ম্যাতঃ স্প্রক্ষণিত-
 পানিপাদঃ স্বাচাত্ত্বেষংবিধান্ ব্রাহ্মণান্ যথা-
 শব্দুদস্ম্যান্ গন্ধমৌল্যবদ্বালঙ্কারাদিভিঃ পূজি-
 তান্ ভোজয়েৎ ১। একবস্ম্যানুচ্ছেতিকো-
 দিষ্টে ২। উচ্ছিষ্টসন্নিধাবেকেনেব তন্ময়
 গোত্রাভ্যাং পিওং নিরূপেৎ ৩। ভুক্তবৎসু
 ব্রাহ্মণেষু দক্ষিণাভিপূজিতেষু প্রেতনান-
 গোত্রাভ্যাং দত্তাক্ষযোদকশ্চতুরঙ্গুলপৃষ্ঠাতাব-
 দন্তবাস্তাবদধঃখাতা বিতৃত্যয়তান্তিপ্রঃ কর্ণঃ
 কুণ্ডাৎ ৪। কর্ণসমীপে চাপ্তিভ্রমুপসমাধায়
 পরিতীর্ষ্য তত্রৈকেকগ্নিরাহুতিব্রয়ং জুহুয়াৎ ৫।
 সোমায় পিতৃনতে স্বধা নমঃ ৬। অগ্নয়ে
 কস্যাবহনায় স্বধা নমঃ ৭। সনায়ান্নিরসে
 স্বধা নমঃ ৮। স্তনরদে চপ্রাণংপিওনির্দপণং
 কুণ্ডাৎ ৯। অন্নদগ্নিতনবুধ্যাতৈঃ কর্ণে ব্রয়ং
 পূবয়িত্বৈতদ্বিহতি জপেৎ ১০। এবংমৃতাহে
 প্রতিনাসং কুণ্ডাৎ ১১। সম্বৎসবাস্তে প্রেতায়
 তংপিহে তংপিতামহায় তংপ্রপিতামহায় চ
 ব্রহ্মণান্ দেবপূর্ণান্ ভোজয়েৎ ১১। অজ্ঞানো-
 করণমাবাহনং পাদ্যঞ্চ কুণ্ডাৎ ১৩। সংযজতু

স্বা পৃথিবীসমানী রহিত চ প্রেতপাদ্যপাত্রে পিতৃ
পাদ্যপাত্রদ্বয়ে যোগয়েৎ ৷ ১৪ ৷ উজিষ্টমর্নিধৌ
পিণ্ডচতুষ্টয়ং কুর্ঘ্যাৎ ৷ ১৫ ৷ ব্রাহ্মণাং ৬ স্বাচা-
স্তান্দ্রদক্ষিণাং ৮ প্রত্নজ্যাবিসংজ্ঞয়েৎ ৷ ১৬ ৷ ততঃ
প্রেতপিণ্ডং পাদ্যপাত্রদ্বৈতকবং পিণ্ডদ্বয়ে নিদ-
ধ্যাৎ ৷ ১৭ ৷ কর্ণবৃদ্ধরসম্মিকর্ষেহপ্যেবমেব ৷ ১৮ ৷
সপিণ্ডীকরণং মাসিকার্থবদ্বাদশাহং শ্রাদ্ধং
রুদ্রা ত্রয়োদশেহি বা কুর্ঘ্যাৎ ৷ ১৯ ৷ মন্ববর্জং
হি শূদ্রাণাং দ্বাদশেহি ৷ ২০ ৷ সশ্বৎসরভ্যন্তরে
দদ্যদ্বিনাসো ভবেত্তদা মাসিকার্থে দিনমেকং
বর্জয়েৎ ৷ ২১ ৷

সপিণ্ডীকরণং স্ত্রীণাং কার্ঘ্যমিবং তথা ভবেৎ ৷
যাবচ্ছাবং তথা কুর্ঘ্যাচ্ছাদ্ধস্ত প্রতিবৎসরম্ ॥ ২২ ॥
অর্ধাক্ সপিণ্ডীকরণং যজ্ঞ সশ্বৎসরাং কৃতম্ ৷
তস্তাপ্যায়ং সোদকুন্তং দদ্যাদধ্বং দ্বিজম্ননে ॥ ২৩ ॥
ইতি টৈকবে ধর্মশাস্ত্রে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণস্ত সপিণ্ডানাং জননমরণয়োদশাহ-
মার্শোচন্ ৷ ১ ৷ দ্বাদশাহং রাজস্রাজ্ঞ ৷ ৩ ৷ মাসং
শূদ্রস্ত ৷ ৪ ৷ সপিণ্ডতা চ পুরুষে সপ্তমে বিনি-
বর্ততে ৷ ৫ ৷ অশৌচে হোমদানপ্রতিগ্রহ-
স্বাধ্যায় নিবর্তন্তে ৷ ৬ ৷ নার্শৌচে কচ্ছতিদন-
মগ্নীয়াং ৷ ৭ ৷ ব্রাহ্মণাদীনামশৌচে যঃ সঙ্ক-
দেবান্নমশ্নাতি তজ্ঞ তাবদশৌচং যাবত্তেনাম্ ৷ ৮ ৷
অশৌচোপনমে প্রারম্ভিতং কুর্ঘ্যাৎ ৷ ৯ ৷ সর্বগ্জা-
শৌচে দ্বিজো ভুক্তো অবস্তীমান্যাত্মিময়-
স্ত্রিবর্মণং জপেণ্ডীর্ঘ্য গায়ত্র্যষ্টনহস্রং
জপেৎ ৷ ১০ ৷ ক্ষত্রিয়শৌচে ব্রাহ্মণেষ্টদে-
বোপোষিতঃ রুদ্রা শুধ্যতি ৷ ১১ ৷ টৈক্যশৌচে
রাজস্রাজ্ঞ ৷ ১২ ৷ বৈশ্যশৌচে ব্রাহ্মণস্ত্রিাত্রো-
পোষিতঃ ৷ ১৩ ৷ ব্রাহ্মণশৌচে রাজস্রাজ্ঞ
ক্ষত্রিয়শৌচে বৈশ্যঃ অবস্তীমান্যাত্ম গায়ত্রী-
শতপঞ্চকং জপেৎ ৷ ১৪ ৷ বৈশ্যশ্চ ব্রাহ্মণা-
শৌচে গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ ৷ ১৫ ৷ শূদ্রশৌচে
দ্বিজো ভুক্তো প্রাজাপত্যব্রতকরেৎ ৷ ১৬ ৷
শূদ্রশ্চ দ্বিজশৌচে স্নানমাত্ররেৎ ৷ ১৭ ৷ শূদ্রঃ
শূদ্রশৌচে স্নাতঃ পঞ্চগব্যং পিবেৎ ৷ ১৮ ৷
পত্নীনাং দাসানামান্নলোদ্যেন স্বামিনস্তল্যমা-

শৌচম্ ৷ ১৯ ৷ মৃতে স্নানিগান্ধীম্ ৷ ২০ ৷
হীনবর্ণানান্থিকবর্ণেনু সপিণ্ডেবৃত্তদাশৌচ্যগমে
ভুক্তি ৷ ২১ ৷ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়পিতৃদেহু সপিণ্ডেব
বড়ারাত্রিবাষ্ট্রৈকরাট্রেঃ ৷ ২২ ৷ ক্ষত্রিয়স্ত
বিটুশূদ্রয়োঃ ষড়্ভাত্রদিদ্বাত্রাত্যম্ ৷ ২৩ ৷ বৈশ্যস্ত
শূদ্রেবু বড়াত্রৈণ ৷ ২৪ ৷ মাসতুল্যরহোরাত্রৈ
গর্ভস্রাবে ৷ ২৫ ৷ জাতমৃতে মৃতজাতে বা কুলস্য
সদ্যঃশৌচম্ ৷ ২৬ ৷ অদন্তজাতে বালে প্রেতে
সদ্যএব ৷ ২৭ ৷ নান্যাপ্রিসংস্কারো নোদক-
ক্রিয়া ৷ ২৮ ৷ দন্তজাতে অকৃতচূড়ে স্বহো-
রাট্রেণ ৷ ২৯ ৷ কৃতচূড়ে অসংস্কৃতে ত্রিরা-
ট্রেণ ৷ ৩০ ৷ ততঃ পরং যথোক্তকালেন ৷ ৩১ ৷
স্ত্রীণাং বিবাহঃ সংস্রাবঃ ৷ ৩২ ৷ সংস্রাত্স
স্ত্রীষু নার্শৌচং ভবতি পিতৃগৃহে ৷ ৩৩ ৷ তৎ-
প্রসবমরণে চেৎ পিতৃগৃহে স্যাতাং তদৈক-
রাত্রং ত্রিরাট্রক ৷ ৩৪ ৷ জননার্শৌচমধ্যে যদ্য-
পরং জননার্শৌচং স্যাভদা পুনর্নার্শৌচব্যাপগমে
ভুক্তিঃ ৷ ৩৫ ৷ রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েন ৷ ৩৬ ৷
প্রভাতে দিনত্রয়েণ ৷ ৩৭ ৷ মরণশৌচমধ্যে
জ্ঞাতিমরণেহপ্যেবম্ ৷ ৩৮ ৷ শ্রদ্ধা দেশান্তরস্থো-
জননমরণে শেষেণ ভুক্ত্যং ৷ ৩৯ ৷ ব্যতীতে-
হর্শৌচে সশ্বৎসরস্তিত্ত্বকরাট্রেণ ৷ ৪০ ৷ ততঃ
পরং স্নানেন ৷ ৪১ ৷ আচাৰ্য্যে স্নাতামহে চ
ব্যতীতে ত্রিরাট্রেণ ৷ ৪২ ৷

অনোরসেনু পুত্রেনু জাতেনু চ মৃতেনু চ ।

পরপুত্রাস্থ ভাব্যাহ প্রত্নাস্থ মৃতাস্থ চ ॥ ৪৩ ॥

আচাৰ্য্যপত্নীপুত্রোপাধ্যায়নাতুল্যশ্চওরশ্চওর্য-
সহাধ্যায়িশিষ্যেবতীতেষ্কেকরাট্রেণ ৷ ৪৪ ৷ বদেশ-
রাজনি চ ৷ ৪৫ ৷ অসপিণ্ডে স্ববেদ্যানি মৃতে
চ ৷ ৪৬ ৷ ভৃগুনাশকাস্থসংগ্রামবিজ্ঞানপ্হ-
তানাং নার্শৌচম্ ৷ ৪৭ ৷ ন রাজাং রাজ-
কন্মপি ৷ ৪৮ ৷ ন ত্রিণাং ত্রতে ৷ ৪৯ ৷ ন
মত্রিণাং সত্রে ৷ ৫০ ৷ ন কাক্ণাং কাককন্মপি ৷ ৫১ ৷
ন রাজাজ্জাকারিণাং তদিচ্ছ্যা ৷ ৫২ ৷ ন
দেবপ্রতিষ্ঠাবিহারাঃ পূর্দসংস্কৃতয়োঃ ৷ ৫৩ ৷
ন দেশবিপ্লবে ৷ ৫৪ ৷ আপদ্যপি চ কঠা-
রাম্ ৷ ৫৫ ৷ আশ্রিত্যগ্নিনঃ পতিভাশ্চ নার্শৌ-
চোদকভাজঃ ৷ ৫৬ ৷ পতিভগ্য দানী মৃতে-
হি পাদাভ্যাং ঘটমপবর্জয়েৎ ৷ ৫৭ ৷ উরদ্ধন-
মৃতস্য যঃ পাশং ছিন্ধ্যাৎ স তপ্তকৃচ্ছ্রেণ

শুধ্যতি । ৫৮ । আয়বাতিনাং সংকল্পী চ । ৫৯ ।
তদশপাতকারী চ । ৬০ । সরদ্যৈব প্রেতস্য
বান্ধবৈঃ সহাশপাতং কৃৎস্না স্নানেন । ৬১ ।
অকৃতত্বস্থিসংগে যটেলস্নানেন । ৬২ । দ্বিজঃ
শুদ্রপ্রেতাভুগমনং কৃৎস্না স্নানমাচবেৎ । ৬৩ ।
দ্বিজপ্রেতস্যাপি কৃতং চ । ৬৪ ।
শুদ্রঃ প্রেতাভুগমনং কৃৎস্না স্নানমাচবেৎ । ৬৫ ।
চিত্তাশ্রমেবনে সর্পে বর্ণাঃ স্নানমাচবেৎ । ৬৬ ।
নৈখুনে জঃস্মগে কথিরোপগতকর্ণে বমনবিরে-
কয়োশ্চ । ৬৭ । শাশ্রুকশ্মণি কৃতং চ । ৬৮ ।
শবস্পৃশঞ্চ স্পৃষ্টা রজস্বলাচাণালযুপাংশ্চ । ৬৯ ।
ভক্ষ্যবর্জং পঞ্চনখশবং তদস্থি সন্নেহঞ্চ । ৭০ ।
সর্পেষেতেষু স্নানেষু পূর্বে বস্ত্রং নাপ্রাক্ষালিতং
বিভূয়াৎ । ৭১ । রজস্বলা চতুর্থেহস্থি স্নানা-
চ্ছুদ্ব্যতি । ৭২ । রজস্বলা হীনবর্ণাং রজস্বলাং
স্পৃষ্টা ন তাবদগ্নীয়াদগ্নবনং শুদ্ধা । ৭৩ ।
সবর্ণামধিকবর্ণাং বা স্পৃষ্টা স্নাত্বাশ্রীয়াৎ । ৭৪ ।
কৃৎস্না স্পৃষ্টা ভোজনাব্যয়নস্পৃঃ পীত্বা স্নাত্বা
নিজীব্য বাসঃ পরিবার্য রথানাক্রম্য মূত্র-
পুৰীষে কৃৎস্না পঞ্চনখাস্ত্রমেহং স্পৃষ্টা
চাচামেৎ । ৭৫ । চাণালৈচ্ছস্ত্যবশে চ । ৭৬ ।
নাভেরন্ত্যং প্রবাহু চ কারিকৈশ্চলৈঃ স্নরা-
ভিন্মদ্যৈর্যোগহতো মৃতোয়েন্তদঙ্গং প্রক্ষাল্য
শুধ্যতি । ৭৭ । অত্বোপহতো মৃতোয়েন্তদঙ্গং
প্রক্ষাল্য স্নানেন । ৭৮ । বক্তোপহতস্তৃণোষ্য
স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন । ৭৯ । দশনিক্তদোপহতশ্চ । ৮০
বসা শুক্রমস্থস্বজ্ঞামূত্রবিট্কার্ণবিগ্নবাঃ ।
শ্লেষ্মাশ্রুদুগ্ধিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃপাংমলাঃ । ৮১
গৌড়ী মাপ্তী চ পৈষ্টী চ বিজেরা ত্রিবিধা স্নরা ।
যথৈবৈকাতথাস্নানপাতব্যাদিজাতিভিঃ । ৮২
মাধুকৈমক্ষবং টাঙ্কং কোলং খার্ব্বপানসে ।
মৃদিকারসমাপ্তীকে নৈবেদ্যং নাবিকৈলজম্ । ৮৩
অমেধ্যানি দশৈতানি মদ্যানি ত্রাক্ষপশু চ ।
রাজহৃৎশবৈশ্চ স্পৃষ্টে তানি ন হব্যতঃ । ৮৪
গুরোঃ প্রেতস্ত শিশুস্ত পিতৃযেবং সমাচরন্ ।
প্রেতাহারৈঃ সমং তব্র দশরাশ্রোণ শুধ্যতি । ৮৫
আচাৰ্য্যং স্বমুপাধ্যায়ং পিতবং মাতবং শুক্লম্ ।
নিজত্যা তু ব্রতী প্রেতায় এতেন বিব্রজ্যতে । ৮৬
আদিষ্টী নোদকং কুখ্যাদাব্রতস্ত সমাপনাৎ ।

সমাশ্রে তুদকংকৃৎস্না ত্রিরাশ্রোণ বিস্তৃক্যতি । ৮৭
জানন্তপোহগ্নিবাহারোমুন্গনোবাধ্যুপাঞ্জনম্ ।
বায়ুঃ কশ্মার্কাকানো চ শুদ্ধিকর্তৃণি দেহিনাম্ । ৮৮
সর্পেবামেব শোণানামশোচং পরং স্মৃতম্ ।
দোহমে শুচিঃসহি শুচির্ন মৃদারিশুচিঃ শুচিঃ । ৮৯
ক্ষান্ত্যা শুদ্ধান্তি বিদ্যাংসো দামেনাকাব্যাকারিণঃ
প্রাক্ষদ্রপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ । ৯০
মৃতোয়েঃ শুদ্ধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুদ্ধ্যতি ।
রজসা স্ত্রী মনোহুষ্ঠা সংস্থাসেন দ্বিজোত্তমাঃ । ৯১
অগ্নিগাত্ৰাণি শুদ্ধান্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধ্যতি ।
বিদ্যাতপোভ্যাংভূতাস্মাবুদ্ধিক্ষাণেন শুদ্ধ্যতি । ৯২
এষ শৌচস্ত তে প্রোক্তঃ শারীরস্ত বিনির্গয়ঃ ।
নানাবিধানাং দ্রব্যগাণাং শুদ্ধেঃ শৃণু বিনির্গয়ম্ । ৯৩
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্ব্যবিশংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শারীরৈশ্চলৈঃ স্নরাভিন্মদ্যৈর্দার্ষী নহুপহতং
তদত্যস্তোপহতম্ । ১ অত্যস্তোপহতং সর্পং
লোহতাঙমগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং শুদ্র্যেৎ । ২ । মণি-
ময়সম্মনয়নজঞ্চ সপ্তরাশ্রং মহীনিথনে । ৩ ।
শৃঙ্গদস্ত্যস্থিময়ং তক্ষণেন । ৪ । দারবং মুগ্মরঞ্চ
জহাৎ । ৫ । অত্যস্তোপহতস্ত বস্ত্রস্ত বৎপ্রক্ষা-
লিতং সদ্বিরজ্যেত তচ্ছিন্দ্যাৎ । ৬ । সৌবর্ণরাজ
তাক্ষমণিময়ানাং নিলেপানাস্তিঃ শুদ্ধিঃ । ৭ ।
অশ্বময়ানাস্ত্যংসানাং গ্রাহ্যগাঞ্চ । ৮ । চরুক্ষক-
ক্ষবাণামৃক্ষেনাস্তসা । ৯ । বজ্রকশ্মণি বজ্রপাত্ৰাণাং
পাণিনা সংসার্জ্জনেম । ১০ । ক্ষয়শূর্ণশকট-
মুঘলোলুখলানাং প্রোক্ষণেন । ১১ । শয়নবান-
সনানাঞ্চ । ১২ । বহুনাঞ্চ । ১৩ । খাটাজিনরজ্জ-
তান্তবৈদলস্থত্রকার্পাস বাসসাঞ্চ । ১৪ । শাক-
মূলফলপুষ্পাণাঞ্চ । ১৫ । তৃণকাষ্ঠশুক্রপাশানাং
চ । ১৬ । এতেষাং প্রক্ষালনেম । ১৭ । অগ্না-
নাঞ্চ । ১৮ । উবৈঃ কোবেদ্যাবিকরোঃ । ১৯ ।
অরিষ্টকৈঃ কৃতপানাম্ । ২০ । শ্রীকটলৈঃ শুপট্টা-
নাম্ । ২১ । গোরদর্ঘ্যপৈঃ ক্ষোমাণাম্ । ২২ ।
শৃঙ্গাশ্রুদস্তময়ানাঞ্চ । ২৩ । পদ্মাক্ষির্মৃগ-
বোমিকানাম্ । ২৪ । তাত্ররীতিতৃণদীপসময়া-
নামল্লোদকেন । ২৫ । ভগ্ননা কাংস্তলো

হয়োঃ । ২৬ । তক্ষণেন দারবাণাম্ । ২৭ ।
 গোবালৈঃ ফলসম্ভবানাম্ । ২৮ । প্রোক্ষণেন
 সংহতানাম্ । ২৯ । উৎপবনেন দ্রবাণাম্ । ৩০
 শুভ্রাদানামিক্ষুবিকারিণাং প্রভূতানাং গৃহ
 নিহিতানাং বার্যায়িদানেন । ৩১ । সৰ্ব্ব
 লবণানাঞ্চ । ৩২ । পুনঃ পাকেন মুগ্ধানাম্
 । ৩৩ । দ্রব্যবৎকৃতশোচানাং দেবতার্জনাং
 ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনেন । ৩৪ । অসিদ্ধস্যায়স্য
 যাবন্মাত্রমুপহৃতং তন্মাত্রং পরিত্যজ্য শেষস্য
 কণ্ডনপ্রক্ষালনে কুৰ্য্যাৎ । ৩৫ । দ্রোণাত্যধিকং
 সিদ্ধমদ্রমুপহৃতং ন হুয্যতি । ৩৬ । তদ্যোপ-
 হতমাত্রমপ্যস্য গায়ত্র্যাভিমন্মিতং স্রবণান্তঃ
 প্রক্ষিপেৎ । বহুস্য প্রদর্শয়েদগ্নেঃ । ৩৭ ।
 পক্ষিজঙ্ঘং গবাস্ত্রাত্মবপদত্মবস্কৃতম্ ।
 দৃষিতং কেশকীটৈশ্চ মৃদং ক্ষেপেণ শুদ্ধ্যতি ॥ ৩৮
 যাবন্মাত্রপাত্যমেধ্যাক্তাপ্রাক্কো লেপশ্চ তৎকৃতঃ ।
 তাবন্মাত্রাধি দেহং স্যাৎ সৰ্পাস্থ দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥ ৩৯
 অজ্ঞাধং মৃগতো মেধ্যং ন গোনিরজা মলাঃ ।
 পস্থানশ্চ বিভক্ত্যস্তি সোমহুগ্যাঃ শুমাকটৈঃ ॥ ৪০
 রথ্যাকর্দমতোয়ানি স্পৃষ্টান্নাস্থাবায়সৈঃ ।
 মারুতেনৈব শুদ্ধ্যস্তি পক্ষেপকচিত্তানি চ ॥ ৪১
 প্রাণিনামগ্ন সর্পেষাং মৃত্তিরুত্তিঃ কাবয়েৎ ।
 অত্যন্তোপহতানাঞ্চ শৌচং নিত্যমতস্ক্রিতঃ ॥ ৪২
 ভূমিষ্ঠমৃদকং পুণ্যং বৈতস্যাং যত্র গোৰ্ভবেৎ ।
 অব্যাপ্তক্ষেদনেদ্যেন তব্ধদেব শিলাগতম্ ॥ ৪৩
 মৃতপঞ্চ নখাংকুপাদত্যন্তোপহতাত্তপা ।
 অপঃ স্নানক্বেৎসর্পাঃ শেবংবস্ত্রেণ শোধয়েৎ ॥ ৪৪
 বল্লিপ্রজ্ঞালনং কুৰ্য্যাৎ কৃপে পক্ষেপকাচিতে ।
 পঞ্চগব্যং ন্যাসেৎ পশ্চান্নবতোয়সমুদ্ভবে ॥ ৪৫
 জলাশয়েষথালৈষু স্থাববেব বস্কবে ! ।
 কৃপবং কথিতা শুদ্ধিঃ স্ফুটন্ত চ ন দূষণম্ ॥ ৪৬
 জীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্ ।
 অদৃষ্টমন্তির্নির্জিহ্বং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে ॥ ৪৭
 নিতাং শুদ্ধঃ কাকহস্তঃ পণ্যং যচ্চ প্রশসিতম্ ।
 ব্রাহ্মণান্তরিতং ভৈক্ষ্যমাকর্যঃ সৰ্পএব চ ॥ ৪৮
 নিত্যন্যাস্যং শুচি জীণাং শূন্যৈঃ ফলপাতনে ।
 প্রস্রবে চ শুচির্লংসঃ স্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥ ৪৯
 শ্চভিহৃতস্য যন্মাসং শুচি তৎ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 ক্রব্যান্তিহৃতস্যানৈশ্চাণান্যদৈশ্চদ্রব্যভিঃ ॥ ৫০
 উর্দ্ধং নাভেযানিধানিতানি মেধ্যানিনির্দিশেৎ

যান্যথস্থানমেধ্যানি দেহাচ্চৈবমলাশ্চ্যুতাঃ ॥ ৫১
 মক্ষিকা বিপদমশ্চায়া গোবর্জাশ্বমরীচয়ঃ ।
 বজ্রোহু বায়বশ্চ মাৰ্জারশ্চ সদা শুচিঃ ॥ ৫২
 নোচ্ছিষ্টং কুর্ন্তে মুখ্যাবিশ্রবোহস্পেতস্তিবাঃ ।
 ন শ্মশ্রুণি গতাশ্চায়াং ন দস্তান্তরবেষ্টিতম্ ॥ ৫৩
 স্পৃশস্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্ ।
 ভোমিকৈস্তেসমানোচ্ছয়ো নৈতরপ্রয়তোভবেৎ ॥ ৫৪
 উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহতঃ কথঞ্চন ।
 অনির্ধায়ৈব তদ্রব্যমাত্যন্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥ ৫৫
 মাৰ্জকোপাঞ্জনৈর্দেখ্য প্রোক্ষণেন চ পুণ্ড্রকম্ ।
 সংমাৰ্জনেনাঞ্জনেন সেকেনোন্মেষণেন চ ॥ ৫৬
 দাহেন চ ভূবঃ শুদ্ধির্কাসেনাপ্যপবা গবাম্ ।
 গাবঃপবিত্রং মঙ্গল্যং গোবৃলাকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫৭
 গাবো বিতনতে যজ্ঞং গাবঃ সৰ্পাবহুদনাঃ ॥
 গোমূত্রং গোময়ং সর্পিঃ ফলিবঃ দধি চ বোচনাৎ চ
 যজ্ঞেনেতং পরমং মঙ্গল্যং সাকদা গবাম্ ।
 শৃঙ্গোদকং গবাং পুণ্যং সৰ্পাবধিনিহুদনম্ ॥ ৫৯
 গবাং কণ্ডূয়নৈঃ সৰ্পকল্মষনাশনম্ ।
 গবাং গ্রাসপ্রদানেন স্বর্গলোকে মণীয়তে ॥ ৬০
 গবাং ত্রি তীর্থে বসতীহ গন্ধা
 গুপ্তিস্থতাসাং বজসি প্রবৃত্তা ।
 লক্ষ্মীঃ করীষে প্রণতো চ ধর্ম
 তাসাং প্রণামংসততপ কুৰ্য্যাৎ ॥ ৬১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণাঙ্কমণে চতশো
 ভার্গ্যা ভবন্তি । ১ । ত্রিসং ক্ষত্রিয়য়া । ২ ।
 দ্বৈ বৈশ্যয়া । ৩ । একা শূদ্রয়া । ৪ । তাসাং
 সর্বণবেদনে পাণিগ্রাহ্যঃ । ৫ । অসর্বণবেদনে
 শরঃ ক্ষত্রিয়কন্যয়া । ৬ । প্রত্যদো বৈশ্য-
 কন্যয়া । ৭ । বসনদশান্তঃ শূদ্রকন্যয়া । ৮ ।
 ন সগোত্রাঃ ন সমানার্ধপ্রবরাঃ ভার্গ্যাং
 বিন্দেত । ৯ । মাতৃত্বপঞ্চম্যং পুরুষাং পিতৃ-
 তচ্চাসপ্তম্যং । ১০ । নাকুলীনাম্ । ১১ । নচ
 ব্যাদিতাম্ । ১২ । নাধিকান্দীম্ । ১৩ । ন
 হীনান্দীম্ । ১৪ । নাতিকপিলাম্ । ১৫ । ন
 বাচাটাম্ । ১৬ । অথাষ্টৌ বিবাহা ভবন্তি । ১৭ ।

ব্রাহ্মো দৈব আৰ্ঘ্যঃ প্রাজাপত্যো গান্ধর্ব
আশ্বরো রাক্ষসঃ পৈশাচশ্চেতি । ১৮ । আহুয়
গুণবতে কন্যাদানং ব্রাহ্মঃ । ১৯ । যজ্ঞস্থধ্বজৈ
দৈবঃ । ২০ । গোমিথুনগ্রহণেনার্যঃ । ২১ ।
প্রার্থিতপ্রদানেন প্রাজাপত্যঃ । ২২ । দ্বয়োঃ
সকাময়োদ্যাতাপিতুরহিতো বোগো গান্ধর্বঃ । ২৩
ক্রয়েণাস্তরঃ । ২৪ । যুদ্ধহরণেন রাক্ষসঃ । ২৫ ।
সুপ্তপ্রমত্তাভিগমনাং পৈশাচঃ । ২৬ । এতে-
ষাদ্যশ্চত্বারো ধর্ম্যাঃ । ২৭ । গান্ধর্বৌহপি
রাজন্যানাম্ । ২৮ । ব্রাহ্মীপুত্রঃ পুরুষানেক-
বিংশতিঃ পুনীতে । ২৯ । দৈবীপুত্রশ্চতুর্দশ । ৩০
আষীপুত্রশ্চ সপ্ত । ৩১ । প্রাজাপত্যশ্চতুরঃ । ৩২ ।
ব্রাহ্মেণ বিবাহেন কন্যাং দদদ্রাক্ষলোকং
গময়তি । ৩৩ । দৈবেন স্বর্গম্ । ৩৪ । আর্যেণ
বৈষ্ণবম্ । ৩৫ । প্রাজাপত্যেন দেবলোকম্ । ৩৬ ।
গান্ধর্বেণ গান্ধর্বলোকং গচ্ছতি । ৩৭ । পিতা
পিতামহো মাতা মকুলো মাতামহো মাতা-
চেতি কন্যা প্রদাঃ । ৩৮ । পূর্ষাভাবে প্রকৃতিস্থঃ
পরঃ পবঃ । ৩৯ ।
ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্গ্যাং সয়স্ববম্ ।
ঋতুত্রয়ে ব্যতীতে তু প্রভবত্যায়নঃ সদা ॥ ৪০
পিতৃবেশানি বা কন্যা রজঃ প্রশ্যত্যসংস্কৃত ।
স কস্তা বৃষনী জ্ঞেয়া হরণস্তাং ন বিদ্ব্যতি ॥ ৪১
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ জীর্ণাং ধর্ম্যাঃ । ১ । ভর্তৃঃ সমানব্রত-
চারিণম্ । ২ । শ্রদ্ধাশ্রুতগুরুদেবতাতিথিপূজ-
নম্ । ৩ । অসংস্কৃতোপকরতা । ৪ । অমুক্ত-
হস্ততা । ৫ । সুগুপ্তভাঙতা । ৬ । মূলক্রিয়া-
শ্রনভিরতিঃ । ৭ । মঙ্গলাচারতৎপরতা । ৮ ।
ভর্তৃরি প্রবসিতেহপ্রতিকম্পক্রিয়া । ৯ । পর-
গৃহেধনভিগমনম্ । ১০ । দ্বারদেশগবাক্ষকেষ
নবস্থানম্ । ১১ । সর্বকর্মস্বতন্ত্রতা । ১২ ।
বালাযোবনবার্ককেষপি পিতৃভর্তৃপুত্রাদীনতা । ১৩
যতে ভর্তৃরি ব্রহ্মচর্য্যং তদবহারোহণং বা ॥ ১৪
নাস্তি জীর্ণাং পুথগযজ্ঞো ন ব্রতং নাপুণোষিতম্
পতিং গুপ্তযতে যত্নু তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৫

পত্যো জীবতি যা যোষিহুপবাসব্রতধরং ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্তৃনরকক্ষেপ গচ্ছতি ॥ ১৬
যতে ভর্তৃরি সাক্ষী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা ।
স্বর্গং গচ্ছতাপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৭
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সবর্ণাস্থ বহুভাষীস্থ বিদ্যমানাস্থ জ্যেষ্ঠয়া
সহ ধর্ম্যকার্য্যং কুর্গ্যাং । ১ । মিশ্রাস্থ চ কনিষ্ঠ-
য়াপি সমানবর্ণয়া । ২ । সমানবর্ণয়াঅভাবে
অনন্তরৈবাপদি চ । ৩ । নত্বেব দ্বিজঃ
শূদ্রয়া । ৪ ।
দ্বিজস্ত ভাষ্যা শূদ্রা তু ধর্ম্যার্থন ভবেৎ কচিং ।
রত্যাধমেব সা তস্ত রাগাক্রান্ত প্রকীর্তিতা ॥ ৫
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাহুদহস্তো দ্বিজাতয়ঃ ।
ক্লাশ্চেব নয়ন্ত্যাণ্ড সন্তানানাম শূদ্রতম্ ॥ ৬
দৈবপিত্র্যাতিথেষ্মানি তৎপ্রধানানি যস্ত তু ।
নামস্তি পিতৃদেবাস্ত নচ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥ ৭
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

গন্তুস্ত স্পষ্টতাক্রানে নিবেদকম্ । ১ ।
স্পন্দনাং পূবা পুংসবনম্ । ২ । যষ্টেহষ্টমে বা
মীনস্তোন্নয়নম্ । ৩ । জাতে চ দারকে জাত-
কম্ । ৪ । অশৌচব্যাপগনে নানবেশম্ । ৫ ।
নাঙ্গল্যাং ব্রাহ্মণস্ত । ৬ । বদ্যং ক্ষত্রিয়স্ত । ৭ ।
ধনোপেতং বৈশ্যস্ত । ৮ । জুগুপ্সিতং শূদ্রস্ত । ৯
চতুর্থে মাগ্ধাদিত্যদর্শনম্ । ১০ । যষ্টেহন্নপ্রাশ-
নম্ । ১১ । তৃতীয়েহন্নে চূড়াকরণম্ । ১২ ।
এতাএব ক্রিয়াঃ জীর্ণামমন্ত্রকাঃ । ১৩ । তাসাং
সমগ্রকো বিবাহঃ । ১৪ । গর্ভাষ্টমেহন্নে ব্রাহ্মণ-
সোপনয়নম্ । ১৫ । গর্ভৈকাদশে রাজ্ঞঃ । ১৬ ।
গর্ভদ্বাদশে বিশঃ । ১৭ । তেষাং মুগ্ধজ্যাববজ-
মযো মোগ্ধ্যাঃ । ১৮ । কার্পাসশণাবিকাহু-
পবীতানি বাসাংসি চ । ১৯ । মাংসেব্রাহ্মবা-
স্তানি চর্ম্মাণি । ২০ । পাশাশ্বপাদিরৌড়ুশ্বরা
দগাঃ । ২১ । কেশান্তললাটনাদেশতুল্যাঃ

১২২। সৰ্ব্ব এব বা । ২৩। অকুটিলাঃ সত্-
চশ্চ । ২৪। ভবদাদ্যং ভবদ্যং ভবদন্তু
ভৈক্ষচরণম্ ॥ ২৫।

আবোধশাদ্ভ্রাক্ষণশ্চ সাবিত্রী নাতিবর্ততে ।
আবোধিংশাং ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্ধিংশতেক্ষিংশঃ ॥ ২৬
অতউক্তং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ ।
সাবিত্রীপতিতা ত্রাত্যা ভবস্তার্যবিগহিতাঃ ॥ ২৭
যদ্যন্ত বিহিতং চক্ষু যৎসূত্রং বা চ মেখলা ।
যো দণ্ডো যচ্চ বসনং তত্তদন্ত ত্রতেষপি ॥ ২৮
মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্ ।
অপ্সু প্রাশ্ন বিনষ্টানি গৃহীতাত্মানি মন্ত্রবৎ ॥ ২৯
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ ব্রহ্মচারিণাং গুরুকুলবাসঃ । ১ ।
সক্যাদয়োপাসনম্ । ২। পূর্বাং সক্যাং জপে-
তিষ্ঠন পশ্চিমাঙ্গীনঃ । ৩। কালদ্বয়মভিষে-
কাগ্নিকর্মকরণম্ । ৪। অপ্সু দণ্ডবদ্বজ্জনম্ । ৫
আহুত্যাধয়নম্ । ৬। গুরোঃ প্রিয়হিতাচরণম্
। ৭। মেখলাদণ্ডাজিনোপবীতধারণম্ । ৮।
গুরুকুলবর্জং গুণবৎসু ভৈক্ষচরণম্ । ৯।
গুরুমুজ্ঞাতো ভৈক্ষাত্যবহরণম্ । ১০। শ্রাদ্ধ-
কৃতলবণগুরুপুণ্ড্রিষিতমৃত্যুগীতজীমধুমাংসাজ্ঞ-
নোচ্ছিষ্টপ্রাণিহিংস্রাঙ্গলীপরিবর্জনম্ । ১১।
অধঃ শয্যা । ১২। গুরোঃ পূর্বেস্থানং চরমং
সংবেশনম্ । ১৩। কৃতসঙ্কোপাসনশ্চ গুরু-
ভিবাদনং কুর্য্যাৎ । ১৪। তন্ত্ৰ চ ব্যত্যাস্তকরঃ
পাদাবুপস্পর্শেৎ । ১৫। দক্ষিণং দক্ষিণেনেতর-
মিতরেণ । ১৬। স্বধ্ব নামাত্মাভিবাদনাস্তে
ভোঃশব্দান্তং নিবেদয়েৎ । ১৭। তিষ্ঠন্নাসীনঃ
শয়ানো ভুজানঃ পরাশ্রুশ্চ নাস্যাভিভাবণং
কুর্য্যাৎ । ১৮। আসীনস্তস্থিতঃ কুর্যাদভিগচ্ছৎ
স্তগচ্ছতঃ । আগচ্ছতঃ প্রাত্যুদ্যম্য পশ্চাদ্ধাবৎ-
স্তধাবতঃ । ১৯। পরাশ্রুশস্যভিমুখঃ । ২০।
দূরতস্যাস্তিকমুপেত্য । ২১। শয়ানস্য প্রণম্য
। ২২। তস্য চ চক্ষুর্নিষ্যে ন যথেষ্টাসিনঃ
স্যাৎ । ২৩। নচাস্য কেবলং নাম ত্রয়াৎ ২৪
গতিচেষ্টাভাবিতাদিকং নাস্যাহকুর্য্যাৎ । ২৫।
যদ্যস্য নিন্দাপরীবাদৌ স্যাতাং ন তত্র

তিষ্ঠেৎ । ২৬। নাস্যেক্যাসনো ভবেৎ । ২৭।
স্বতে শিলাফলকনৌযানেভ্যাং । ২৮। গুরো-
গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বর্তেত । ২৯। অনি-
দ্বিষ্টো গুরুণ স্নানং গুরুভাবিদায়ৎ । ৩০।
বালে সমানবয়সি বাধ্যাপকে গুরুপুত্রে গুরু-
বদ্বর্তেত । ৩১। নাস্ত পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ । ৩২।
নোচ্ছিষ্টমন্নীয়াৎ । ৩৩। এবং বেদং বেদো
বেদান্ বা স্বীকুর্য্যাৎ । ৩৪। ততো বদা-
ঙ্গানি । ৩৫। যন্তনবীতবেদোহন্তত্র শ্রমং কুর্য্যা-
দসৌ সসন্তানঃ শূদ্রস্মেতি । ৩৬। মাতুরগ্রে
বিজননং দ্বিতীয়ং মোজীবন্ধনম্ । ৩৭। তত্রাস্য
মাতা সাবিত্রী ভবতি পিতা স্বাচার্য্যঃ । ৩৮।
এতেনৈব তেবাং দ্বিজম্ । ৩৯। প্রাজ-
মোজীবন্ধনাদ্বিজঃ শূদ্রসমো ভবতি । ৪০।
ব্রহ্মচারিণা মুণ্ডেন জটিলেন বা ভাব্যম্ । ৪১।
বেদস্বীকরণাদুচ্ছং গুরুমুজ্ঞাতস্তদ্বৈ বরং দত্তা
ন্নায়াৎ । ৪২। ততো গুরুকুলএববা জন্মনঃ শেষং
নয়েৎ । ৪৩। তত্রাচার্য্যে প্রেতে গুরুবদ-
গুরুপুত্রে বর্তেত । ৪৪। গুরুদারেষু সর্বণেষু
বা । ৪৫। তদভাবেহপি গুরুশ্রুতৈষ্টিকো ব্রহ্ম-
চারী স্যাৎ । ৪৬।

এবধরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যমভ্যসিতঃ ।

স গচ্ছত্মাতমং স্থানং ন চেহাজায়তে পুনঃ ॥ ৪৭
কামতো রেতসঃ সেকং ব্রতহস্য দ্বিজম্মনঃ ।
অতিক্রমং ব্রতস্যাহর্ধশ্রজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪৮
এতস্মিন্বেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দভাজিনম্ ।
সপ্তাগারং চরেত্তৈক্ষং স্বকর্ম পরিকীর্তয়ন ॥ ৪৯
তেভ্যো লন্ধেন ভৈক্ষণে বর্তয়ন্মেকালিকম্ ।
উপস্পৃশংস্ত্রিষণ্মন্ধেন স বিদুধ্যতি ॥ ৫০
স্বপ্নে সিত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ ।
স্বাহার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনঃস্মামিত্যুচং জপেৎ ॥ ৫১
অকুত্বা ভৈক্ষচরণমসমিধ্য চ পাবকম্ ।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিত্তত্ত্বকরেৎ ॥ ৫২
তক্ষেদভূদিয়াং সূর্য্যঃ শয়ানং কামকারতঃ ।
নিম্নোচ্চোপ্যবিজ্ঞানাজ্ঞপ্তপূর্ববসেদিনম্ ॥ ৫৩
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

যন্ত পনীয় ব্রতাদেশং কৃতা বেদমধ্যাপয়ে-
ত্তমার্চাধ্যং বিদ্যাং । ১ । যন্তে নং মূল্যোনাধ্যা-
পয়েত্তমুপাধ্যায়মেকদেশং বা । ২ । যো যস্য
যজ্ঞে কৰ্ম্মাণি কুর্য্যাত্তমুদ্বিজং বিদ্যাং । ৩ ।
নাপরীক্ষিতং যাজয়েৎ । ৪ । নাধ্যাপয়েৎ । ৫ ।
নোপনয়েৎ । ৬ ।

অধর্মেণ চ যঃ প্রাহ যশাধর্মেণ পৃচ্ছতি ।
তয়োরন্তরঃ প্রেতি বিদেবং বাধিগচ্ছতি ॥ ৭
ধৰ্ম্মার্থো যত্র ন স্মাতাং শুক্রবা বাপি তদ্বিধা ।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে ॥ ৮

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজ্ঞানম
গোপায় মা শেবধিস্তেহহমস্মি ।
অহমকায়ান্নজবেহ্যতায়
ন মাং ক্রয়া বীৰ্য্যবতী তথা শ্রাম্ ॥ ৯
যমেব বিদ্যাঃ শুচিমগ্রমন্তং
মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্ ।
যন্তে ন ক্রহেৎ কতমচ্চ নাহ
তস্মৈ মাং ক্রয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্ ॥ ১০

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে একোনত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রাবণ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা ক্ষুদ্দান্ধ্যাপা-
কৃত্যর্দ্ধপঞ্চমন্ মাসানবীৰ্য্যত । ১ । ততস্তেষা-
মুৎসর্গং বহিঃ কুর্য্যান্নপাকৃতানং । ২ । উৎস-
সর্গোপাকৰ্ম্মণোর্ম্মধ্যে বেদাধ্যায়নং কুর্য্যাৎ । ৩ ।
নাবীৰ্য্যতাহোরাত্র চতুর্দশ্যষ্টমীষু চ । ৪ । নত-
স্তরগ্রহস্তুতকে । ৫ । নেজ্রগ্র্যাণে । ৬ । ন বাতি
চওপবনে । ৭ । নাকালবর্ষবিদ্যুৎস্তনিতেষু । ৮ ।
ন ভূকম্পোকাপাতদিগ্ধাহেষু । ৯ । নাস্তঃশবে
গ্রামে । ১০ । ন শস্ত্রসংপাতে । ১১ । ন
শৃগালগর্দভনিহাদেষু । ১২ । ন বাদিত্রশব্দে ।
১৩ । ন শূদ্রপতিতয়েঃ সনীপে । ১৪ । ন
দেবভায়তনশ্মশানচতুপথরথ্যাহু । ১৫ । নোদ-
কাস্তঃ । ১৬ । ন পীঠোপহিতপাদঃ । ১৭ । ন
হস্ত্যেধোষ্ট্রনৌগোশানেষু । ১৮ । ন বাস্তঃ ।
১৯ । ন বিরিক্তঃ । ২০ । নাজীর্ণা । ২১ । ন
পঞ্চনথাস্ত্রাগমনে । ২২ । ন রাজপ্রোত্রি-

য়শোব্রাহ্মণব্যাসনে । ২৩ । নোপাকৰ্ম্মণি । ২৪ ।
নোৎসর্গে । ২৫ । ন সামক্ষনারুণযজুযী । ২৬ ।
নাপরব্রাহ্মণাধীত শরীত । ২৭ । অভিযুক্তো-
হপ্যনধ্যায়েষধ্যায়নং পরিহরেৎ । ২৮ । যস্মা-
দনধ্যায়নাধীতং নেহ নামুত্রং ফলদম্ । ২৯ ।
তদধ্যয়নেনাযুষঃ ক্ষয়ো শুক্লশিষ্যয়োশ্চ । ৩০ ।
তস্মাদনধ্যায়বর্জং গুরুণা ব্রহ্মলোককামেন
বিদ্যা সচ্ছিব্যক্ষেত্রেষু বপ্তব্যা । ৩১ । শিষ্যেণ
ব্রহ্মারজ্ঞাবসানয়োঃ শুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং
কার্য্যম্ । ৩২ । প্রণবশ্চ ব্যাহতব্যঃ । ৩৩ ।
তত্র চ যদুচোহধীতে তেনাস্যাজ্ঞেন পিতৃণাং
তৃপ্তির্ভবতি । ৩৪ । যদযজুর্ম্মি তেন মধুনা । ৩৫ ।
যৎসামানি তেন পয়সা । ৩৬ । যচ্চাথর্কণ-
স্তেন মাংসেন । ৩৭ । যৎপ্রাণেতিহাসবেদাক্ষ-
ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যধীতে তেনাস্থানে । ৩৮ । যশ্চ
বিদ্যামাসাদ্যাস্মিন্লোকে তস্মা জীবের সা তন্ত
পরলোকে ফলপ্রদা ভবেৎ । ৩৯ । যশ্চ বিদ্যয়া
যশঃ পরেযাং হস্তি । ৪০ । অননুজ্ঞাতশাস্ত্র-
স্মাদবীৰ্য্যানার বিদ্যামাদদ্যাৎ । ৪১ । তদাদা-
নমন্ত ব্রহ্মস্তেয়ং নরকার ভবতি । ৪২ ।

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যায়িকমেব বা ।
আদদীত যতো জ্ঞানং ন তং ক্রহেৎকদাচন ॥ ৪৩
উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোগ্রীযান্ ব্রহ্মদঃ পিতা ।
ব্রহ্ম জন্ম হি বিপ্রস্ত প্রেতা চেহ চ শাশ্বতম্ ॥ ৪৪
কামান্নাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ ।
সমুত্তিং তন্তুতাংবিদ্যাদ্যদযোনাবিহজায়তে ॥ ৪৫
আচার্য্যাস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদেদপারগঃ ।
উৎপাদয়তি সাবিজ্রাশা সত্যা সাজরামরা ॥ ৪৬
য আব্রুণোতাবিত্তিথেন কর্ণা
বহুঃখং কুর্দ্দন্নমৃতং সংপ্রযচ্ছন ।
ভং বৈ মন্যেৎ পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মৈ ন ক্রহেৎ কৃতমন্ত জানন্ ॥ ৪৭
ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে ত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০

একত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়ঃ পুরুষশ্রুতিগুরবো ভবন্তি । ১ । মাতা
পিতা আচার্য্যশ্চ । ২ । তেষাং নিত্যমেব
শুক্লবুধা ভবিতব্যম্ । ৩ । যতে ক্রযুক্তংকুর্য্যাৎ
। ৪ । তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ । ৫ ।

ন তৈরননুজ্ঞাতঃ কিঞ্চিদপি কুৰ্য্যাৎ । ৬ ।

এতএব ত্রয়ো বেদা এতএব ত্রয়ঃ সূত্রাঃ ।

এতএব ত্রয়ো লোকা এতএব ত্রয়োহধরঃ ॥ ৭

পিতাগার্হপত্যোহগ্নির্দক্ষিণা-

গ্নিস্মাতা গুরুরাহবনীযঃ ॥ ৮

সৰ্বে তস্মাদৃতা ধৰ্ম্মা যষ্টৈতে ত্রয় আদৃতাঃ ॥

অনাদৃতাস্তু যষ্টৈতে সৰ্বাস্তস্মাত্ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৯

ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্ ॥

গুরুশ্রদ্ধয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্রুতে ॥ ১০

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥১১

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাজর্জিক্শ্রৌত্রিগাধর্ম্মপ্রতিষেধুপাধ্যায়পি-
তৃব্যমাতাসহমাতুলশ্চগুরুজ্যেষ্ঠভ্রাতৃসমন্ধিনশ্চাচা-
র্যবৎ । ১ । পত্ন্য এতেবাং সৰ্বর্থাঃ । ২ ।
মাতৃষমা পিতৃষমা জ্যেষ্ঠা স্বসা চা । ৩ । শ্ৰুত্ব
পিতৃব্যমাতুলজিহ্বাং কনীয়সাং প্রতুয়ংথানমে-
বাভিবাদনম্ । ৪ । হীনবর্ণানাং গুরুপত্নীনাং
দূরদভিবাদনং ন পাদোপসংস্পর্শনম্ । ৫ ।
গুরুপত্নীনাং গাত্রোৎসাদনাজনকেশসংয-
মনপাদপ্রক্ষালনাদিনি ন কুৰ্য্যাৎ । ৬ । অসং-
স্কৃতাপি পরপত্নী ভগিনীতি বাচ্যা পুত্নীতি
মাতৈতি বা । ৭ । ন চ গুরুণাং স্মৃতিতি ক্রিয়াৎ ।
৮ । তদতিক্রমে নিরাহারো দিবসান্তে তং
প্রসাদ্যাদ্নীয়াৎ । ৯ । ন চ গুরুণা সহ বিগ্ৰহ কপাং
কুৰ্য্যাৎ । ১০ । নৈব চান্য পরীবাদম্ । ১১ ।
ন চানভিপ্রেতম্ । ১২ ।

গুরুপত্নী তু যুবতির্মুভিবাদেহ্য পাদয়োঃ ।

পূৰ্ণে বিংশতিবর্ষে চ গুণদোষৌ বিজানতা ॥ ১৩

কামন্ত গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভূবি ।

বিধিবদ্বন্দ্বনং কুৰ্য্যাদসাবহমিতি ক্রবন্ ॥ ১৪

বিপ্রোষ্য পাদগ্রণমম্বহঞ্চাভিবাদনম্ ।

গুরুদারেষু কুব্জীত সতাং ধৰ্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ১৫

বিভং বন্ধুর্জয়ঃ কৰ্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী ।

এতানি মানস্তানানি গরীয়ো যদ্বজ্জতরম্ ॥ ১৬ ।

ব্রাহ্মণং দশবর্ষঞ্চ শতবর্ষঞ্চ ভূমিপম্ ।

পিতাপুত্রৌ বিজানীয়াদব্রাহ্মণস্ততয়োঃ পিতা ১৭

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যেষ্ঠাং ক্ষত্রিয়শাস্ত্রবীৰ্য্যতঃ

বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাগমেব জন্মতঃ ॥ ১৮

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩২ ।

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ পুরুষস্য কামক্ৰোধলোভাখ্যং রিপু
ত্রয়ং স্তম্বোরং ভবতি । ১ । পরিগ্রহপ্রসঙ্গা-
দিশেষণ গৃহাশ্রমিণঃ । ২ । তেনায়মাক্রান্তো-
হতিপাতকমহাপাতকানুপাতকোপপাতকেষুপ্রব-
র্ততে । ৩ । জাতিভ্রংশকরেষু সংস্করীকব
ণেষপাত্তীকরণেষু চ । ৪ । মলাবহেযু প্রকীর্ণ-
কেষু চ । ৫ ।

ত্রিবিধং নরকসোদয়ং দ্বারং নাশননায়নম্ ।

কামঃক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৩

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মাতৃগমনং ছহিতৃগমনং স্নানাগমনমিত্যতি
পাতকানি । ১ ।

অতিপাতকিনদ্বৈতে প্রবিশেষুভ্ৰতাশনম্ ।

নহন্যানিঞ্চ তিস্তেবাং বিদ্যাতে হি কপঞ্চন ॥ ২

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৪

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মহত্যা সূরাপানং ব্রাহ্মণস্ববর্ণহরণং
গুরুদারগমনমিতি মহাপাতকানি । ১ । তৎ
সংযোগশ্চ । ২ । সধ্বংসরণে পততি পতিতেন
সহাচরন্ । ৩ । একযানভোজনশনশয়নৈঃ । ৪ ।
বোনশ্রোবমৌগসম্বন্ধাং সদ্যএব । ৫ ।

অশ্বমেধেন শুণ্ডেয়ুর্য়হাপাতকিনস্তিমে ।

পৃথিব্যাং সৰ্ব্বতীর্থানাং তথাঙ্গুরগণেন বা ॥ ৬

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৫

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

যাগস্থস্য ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্ত চ রজস্বলায়া-
শ্চান্তর্কষ্যশ্চাক্রিগোত্রাশ্চাবিজ্ঞাতস্ত গৰ্ভস্ত
শরণাগতস্ত চ ঘটনং ব্রহ্মহত্যাশমনীতি । ১ ।
কোটসাক্ষ্যং সূহৃদ্বৎ এতৌ সূরাপানসমৌ । ২ ।
ব্রাহ্মণস্ত ভূম্যপহরণং নিক্ষেপাপহরণংস্ববর্ণস্তেয়-
সমম্ । ৩ । পিতৃব্যমাতামহমাতুলশ্চগুরুনৃপ-

পত্ন্যভিগমনং গুরুদারগমনসমম্ ॥ ৪ ॥ পিতৃশস্য-
নাতৃশস্যগমনঞ্চ ॥ ৫ ॥ শ্রোত্রিয়র্ষিগুপাধ্যায়-
মিত্রপত্ন্যভিগমনঞ্চ ॥ ৬ ॥ স্বমুঃ সখ্যাঃ সগোত্রায়া
উত্তমবর্ণায়াঃ কুমার্যা অন্ত্যজায়া রজস্বীয়াঃ
শরণাগতয়াঃ প্রব্রজিতায়া নিক্শিপ্তায়াঃ ॥ ৭ ॥
অনুপাতকিনশ্চেতে মহাপাতকিনো যথা ।
অশ্বমেধেন শুধ্যন্তি তীর্থানুসরণেন বা ॥ ৮ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ষট্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অনৃতবচনমুৎকর্ষে ॥ ১ ॥ রাজগামি চ
পৈশুভম্ ॥ ২ ॥ গুরোশ্চালীকনির্লঙ্ঘ্যঃ ॥ ৩ ॥ বেদ-
নিন্দা ॥ ৪ ॥ অধীতন্ত চ তাগঃ ॥ ৫ ॥ অগ্নি-
মাতৃপিতৃহৃতদারাণাঞ্চ ॥ ৬ ॥ অভোজ্যান্নাত্ত্য-
ভক্ষণম্ ॥ ৭ ॥ পরস্বাপহরণম্ ॥ ৮ ॥ পরদারভি-
গমনম্ ॥ ৯ ॥ অযাজ্যযাজনম্ ॥ ১০ ॥ বিকর্ম
জীবনঞ্চ ॥ ১১ ॥ অসংপ্রতিগ্রহশ্চ ॥ ১২ ॥ ক্ষত্র-
বিটশূদ্রগোবধঃ ॥ ১৩ ॥ অবিক্রেয়বিক্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥
পরিবিত্তিতানুজেন জ্যেষ্ঠন্ত ॥ ১৫ ॥ পরি-
বেদনম্ ॥ ১৬ ॥ তন্ত চ কৃত্যাদানম্ ॥ ১৭ ॥
যাজনঞ্চ ॥ ১৮ ॥ ব্রাত্যতা ॥ ১৯ ॥ ভূতকাধ্যা-
পনম্ ॥ ২০ ॥ ভূতাকাধ্যয়নাদানম্ ॥ ২১ ॥ সর্বা-
করেধিকারঃ ॥ ২২ ॥ মহাবস্ত্রপ্রবর্তনম্ ॥ ২৩ ॥
ক্রমশ্চন্দ্রবল্লীলতোবদীনাং হিংসা ॥ ২৪ ॥ স্ত্রীজী-
ঘনম্ ॥ ২৫ ॥ অভিচারমূলককর্ম প্রবৃত্তিঃ ॥ ২৬ ॥
আগ্নার্থে ক্রিয়ারম্ভঃ ॥ ২৭ ॥ অনাহিতাগ্নিতা ॥ ২৮ ॥
দেববিপিতৃগণানামনপক্রিয়া ॥ ২৯ ॥ অস-
ছাত্রাভিগমনম্ ॥ ৩০ ॥ নাস্তিকতা ॥ ৩১ ॥
কুশীলবতা ॥ ৩২ ॥ মদ্যপস্ত্রীনিষেধম্ ॥ ৩৩ ॥
ইত্যুপপাতকানি ॥ ৩৪ ॥
উপপাতকিনশ্চেতে কুর্য়ুর্শাস্ত্রায়ণং নরাঃ ।
পরাকঞ্চ তথা কুর্য়ুর্ধজৈয়ুর্গোমথেন বা ॥ ৩৫ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণস্ত রজাকরণম্ ॥ ১ ॥ অশ্বেয়মদ্যয়ো-
ষ্মতিঃ ॥ ২ ॥ জৈক্ষ্মা ॥ ৩ ॥ পশুশু মৈথুনা-
চরণম্ ॥ ৪ ॥ পুংসি চ ॥ ৫ ॥ ইতি জাতিভ্রংশ-
রাপি ॥ ৬ ॥

জাতিভ্রংশকরণং কর্ম কৃত্বাশ্রুতমমিচ্ছয়া ।
কুর্য়্যাৎ সান্তপনং কচ্ছুং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া ॥ ৭ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

গ্রাম্যারণ্যানাং পশুনাং হিংসা সঙ্করীকরণম্ ॥ ১ ॥
সঙ্করীকরণং কৃত্বা মাসমস্রীত যাবকম্ ।
কচ্ছুতিকচ্ছুমথবা প্রায়শ্চিত্তং কারয়েৎ ॥ ২ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

নিম্নিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং কুনীদজীব
নমসভ্যভাষণং শূদ্রদেবনমিত্রাপাত্রীকরণম্ ॥ ১ ॥
অপাত্রীকরণং কৃত্বা তপ্তকচ্ছুং শুদ্র্যতি ।
শীতকচ্ছুং বা ভূয়ো মহাসান্তপনেন বা ॥ ২ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পক্ষিণাং জলচরাণাং জলজানাঞ্চ ঘাতনম্ ॥ ১ ॥
কুমিকীটানাঞ্চ ॥ ২ ॥ মদ্যান্নগতভোজনম্ ॥ ৩ ॥
ইতি মলাবহানি ॥ ৪ ॥
মলিনীকরণীয়েষু তপ্ত কচ্ছুং বিশোধনম্ ।
কচ্ছুতিকচ্ছুমথবা প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥ ৫ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

যদনুজং তৎপ্রকীর্তকম্ ॥ ১ ॥
প্রকীর্তপাতকে জাত্বা গুরুত্বমথ লাঘবম্ ।
প্রায়শ্চিত্তং বৃধঃ কুর্য়াদ্ ব্রাহ্মণানুতমঃ সদা ॥ ২ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ নরকাঃ ॥ ১ ॥ তামিস্রম্ ॥ ২ ॥ অন্ধ-
তামিস্রম্ ॥ ৩ ॥ রোরিবম্ ॥ ৪ ॥ মহারোরিবম্ ॥ ৫ ॥
কালস্থত্রম্ ॥ ৬ ॥ মহানরকম্ ॥ ৭ ॥ সংজীব-
নম্ ॥ ৮ ॥ অগ্নিঃ ॥ ৯ ॥ তপনম্ ॥ ১০ ॥ সপ্র

তাপনম্ । ১১ । সংঘাতকম্ । ১২ । কাকো-
লম্ । ১৩ । কণ্ডূলম্ । ১৪ । কুটীনম্ । ১৫ ।
পুতিমৃতিকম্ । ১৬ । লোহশঙ্কুঃ । ১৭ । ঋতী-
বম্ । ১৮ । বিষমপস্থানম্ । ১৯ । কণ্টক-
শাল্মলিঃ । ২০ । দীপনদী । ২১ । অসিপত্র-
বনম্ । ২২ । লোহচারকমিতি । ২৩ । এতে-
ষকৃতপ্রায়শ্চিত্তা অতিপাতকিনঃ পর্যায়ৈশ্চ কল্প-
পচ্যন্তে । ২৪ । মহাপাতকিনো মন্বন্ত-
রম্ । ২৫ । অনুপাতকিনশ্চ । ২৬ । উপপাত-
কিনশ্চতুর্গম্ । ২৭ । কৃতসঙ্করীকরণশ্চ
সম্বৎসরসহস্রম্ । ২৮ । কৃতজাতিব্রংশকর-
ণশ্চ । ২৯ । কৃতপাত্রীকরণশ্চ । ৩০ । কৃত-
মলিনীকরণশ্চ । ৩১ । প্রকীরণপাতকিনশ্চ
বহু বর্ষপুণ্যম্ । ৩২ ।
কৃতপাতকিনঃ সর্বে প্রাণত্যাগাদনন্তরম্ ।
যাযাং পস্থানমাসাদ্য হুঃখমশ্রিত্য দারুণম্ ॥ ৩৩
বমস্ত পুরুষৈর্ঘোরৈঃ ক্রব্যমাণা যতন্ততঃ ।
স্বকৃচ্ছোণান্নকারেণ নীয়মানাশ্চ তে যথা ॥ ৩৪
স্বভিঃ শৃগালৈঃ ক্রব্যাদৈঃ কাককঙ্কবকাদিভিঃ ।
অগ্নিতুণ্ডৈর্ভক্ষ্যমাণা ভূজৈর্ষু শিটকৈস্তথা ॥ ৩৫
অগ্নিনা দহ্যমানাশ্চ তুদ্যমানাশ্চ কণ্টকৈঃ ।
ক্রকটৈঃ পাট্যমানাশ্চ পীড়্যমানাশ্চ তৃষ্ণয়া ॥ ৩৬
স্বধ্বা ব্যথ্যমানাশ্চ ঘোরৈর্কষ্যগ্রগণৈস্তথা ।
পুয়শোণিতগন্ধেন মুচ্ছ্যমানাঃ পদে পদে ॥ ৩৭
পরান্নপানং লিপ্তস্তম্ভাড্যমানাশ্চ কিক্করৈঃ ।
কাককঙ্কবকাদীনাম্ ভীমানাম্ সদৃশাননৈঃ ॥ ৩৮
কচিংকাথ্যস্তি তৈলেনতাড্যন্তে মূষলৈঃ কচিং ।
আয়সীষ্ চ বট্যন্তে শিলাস্ চ তথা কচিং ॥ ৩৯
কচিষান্তমথান্নস্তি কচিং পুয়মশ্বক্ কচিং ।
কচিষিষ্ঠাং কচিমাংসং পুয়গন্ধি স্দারুণম্ ॥ ৪০
অন্ধকারেষু তিষ্ঠন্তি দারুণেষু তথা কচিং ।
কুমিভির্ভক্ষ্যমাণাশ্চ বহ্নিতুণ্ডৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ৪১
কচিচ্ছীতেন বাধ্যন্তে কচিষাংমেধামধ্যগাঃ ।
পরস্পরমথান্নস্তি কচিং প্রেতাঃ স্দারুণাঃ ॥ ৪২
কচিদুত্বেন তাড্যন্তে লঘ্যমানান্তথা কচিং ।
কচিংকিপ্যস্তিবাণৌষৈরুৎকৃত্যন্তেতথাকচিং ॥ ৪৩
কণ্ঠেষু দন্তপাশাশ্চ ভূজস্ফাভোগবেষ্টিতাঃ ।
পীড়্যমানান্তথা যত্নৈঃ ক্রব্যমাণাশ্চ জাহ্নভিঃ ॥ ৪৪
ভয়পৃষ্ঠশিরোগ্রীবাঃ স্তূটিকণ্ঠাঃ স্দারুণাঃ ।
কুটাগারপ্রমাণৈশ্চ শরীরৈর্ঘাতনাক্রমৈঃ ॥ ৪৫

এবং পাতকিনঃ পাপমহত্বয় স্নহঃখিতাঃ ।

তির্য্যগযোনৌপ্রপদ্যন্তেহুঃখানিবিবিধানি চ ॥ ৪৬

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রিচত্বারিং-

শত্ৰুমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

চতুশ্চত্বারিংশতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ পাপায়নাং নরকেষুভূতহুঃখানাং

তির্য্যগযোনয়োভবন্তি । ১ । অতিপাতকিনাং

পর্যায়ৈশ্চ সর্বাঃ স্থাবরযোনয়ঃ । ২ । মহা-

পাতকিনাঞ্চ কুমিযোনয়ঃ । ৩ । অনুপাতকিনাং

পক্ষিযোনয়ঃ । ৪ । উপপাতকিনাং জল-

জযোনয়ঃ । ৫ । কৃতজাতিব্রংশকরণাং জল-

চরযোনয়ঃ । ৬ । কৃতসঙ্করীকরণকর্মণাং

মৃগযোনয়ঃ । ৭ । কৃতপাত্রীকরণকর্মণাং

পত্নযোনয়ঃ । ৮ । কৃতমলিনীকরণকর্মণাং

মহুযোষ্পৃষ্ঠযোনয়ঃ । ৯ । প্রকীর্ণেষু প্রকীর্ণা

হিংস্রাঃ ক্রব্যাদা ভবন্তি । ১০ । অভোজ্যা-

ন্নাভক্ষ্যাশী কুমিঃ । ১১ । স্তেনঃ স্তেনঃ । ১২ ।

প্রকৃষ্টবস্ত্রাপহারী বিলেশয়ঃ । ১৩ । আখুর্দ্ধা-

ন্তহারী । ১৪ । হংসঃ কাংস্তাপহারী । ১৫ ।

জলং হৃষ্যতিপ্রবঃ । ১৬ । মধু দংশঃ । ১৭ ।

পয়ঃ কাকঃ । ১৮ । রসং স্বা । ১৯ । স্তবং

নকুলঃ । ২০ । মাসং গৃধ্রঃ । ২১ । বসং মদগুঃ

। ২২ । তৈলং তৈলপায়িকঃ । ২৩ । লবণং

বীচিবাক্ । ২৪ । দধি বলাক্ । ২৫ । কোশেয়ং

হৃষ্য ভবতি তিষ্ঠিত্রিঃ । ২৬ । ক্ষোমং দর্দুরঃ

। ২৭ । কার্পাসস্তাবং ক্রৌঞ্চঃ । ২৮ । গোধা

গাম্ । ২৯ । বাস্তদো গুডম্ । ৩০ । ছুচ্ছন্দরি-

গন্ধান্ । ৩১ । পত্রশাকং বহী । ৩২ । কৃতান্নং

স্বাষিৎ । ৩৩ । অকৃতান্নং শল্লকঃ । ৩৪ । অগ্নিং

বকঃ । ৩৫ । গৃহকার্য্যপস্করম্ । ৩৬ । রক্ত-

বাসাংসি জীবজীবকঃ । ৩৭ । গজং কৃষ্ণঃ । ৩৮ ।

অশ্বং ব্যাঘ্রঃ । ৩৯ । ফলং পুংপং বা মর্কটঃ । ৪০

ঋক্ষঃ স্রিয়ম্ । ৪১ । যানমুহুঃ । ৪২ । পশুনজঃ । ৪৩ ।

যদ্বা তদ্বা পরদ্রব্যমপস্কৃত্য বলায়রঃ ।

অবশ্যং যাতি তির্য্যক্ংজঙ্ঘাচৈবাহুতংহবিঃ ॥ ৪৪

স্রিয়োহপ্যেতেন কল্পেন হৃষ্য দোষমবাপুযুঃ ।

এতেষামেব জন্তুনাং ভাষ্যামুপযান্তি তাঃ ॥ ৪৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুশ্চ-

ত্বারিংশতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ নরকাহুতঃখানাং তিথ্যঙ্ক-
মুত্তীর্ণানাং মহুযোব্ লক্ষণানি ভবন্তি । ১ ।
কুষ্ঠাতিপাতকী । ২ । ব্রহ্মহা যক্ষী । ৩ । সুরাপঃ
শ্রাবদন্তকঃ । ৪ । সুবর্ণহারী কুনথঃ । ৫ । গুরু-
তল্লগো হৃশ্চক্ষা । ৬ । পুতিনাসঃ পিশুনঃ । ৭ ।
পুত্ৰিব্রজঃ সূচকঃ । ৮ । ধাতুচোরোহঙ্গহীনঃ । ৯ ।
মিশ্রচোরোহতিরিজ্ঞাপঃ । ১০ । অন্নাপহারক-
স্তামঘাবী । ১১ । বাগপহারকো মুকঃ । ১২ ।
বস্ত্রাপহারকঃ শ্বিত্রী । ১৩ । অশ্বাপহারকঃ
পশুঃ । ১৪ । দেবব্রাহ্মণাকোশকো মুকঃ । ১৫ ।
লোলজিহ্বো গরদঃ । ১৬ । উন্নাতোহয়িদঃ । ১৭
গুরুপ্রতিকুলোহপশ্মারী । ১৮ । গোম্রস্ককঃ । ১৯
দীপাপহারকশ্চ । ২০ । কাগশ্চ দীপনির্কাপকঃ
। ২১ । ত্রুপচামরদীপকবিক্রয়ী রজকঃ । ২২ ।
একশকবিক্রয়ী মৃগব্যাধঃ । ২৩ । কুণ্ডলী
ভগান্তঃ । ২৪ । ঘাণ্টিকঃ স্তেনঃ । ২৫ । বান্দু-
বিকো দ্রামরী । ২৬ । মিষ্টাশ্বেকাকী বাত-
শূলনী । ২৭ । সময়ভেষ্টা খষাটঃ । ২৮ ।
স্নীপদ্যবকাণী । ২৯ । পরবৃত্তিযো দরিদ্রঃ । ৩০
পরপীড়াকরো দীর্ঘরোগী । ৩১ ।
এবং কৰ্ম্মবিশেষণ জায়ন্তে লক্ষণাশ্রিতাঃ ।
রোগাশ্রিতাত্থাশ্রিত কুজখণ্ডৈকলোচনাঃ ॥ ৩২
বান্দনা বধিরা মুকা দুর্জলাশ্চ তথাপরে ।
তস্মাৎ সর্বং প্রযত্নেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ৩৩
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ

ষট্চত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ কুচ্ছাণি ভবন্তি । ১ । অ্যহং নান্দীয়াং
। ২ । প্রত্যহঞ্চ ত্রিষবণং স্নানমাচরেৎ । ৩ ।
ত্রিঃ প্রতিস্নানমপ্হ মজ্জনম্ । ৪ । ময়জ্জির-
ষমর্ষণং জপেৎ । ৫ । দিবাস্তিত্তিষ্ঠেৎ । ৬ ।
রাত্রাবাসীনঃ । ৭ । কৰ্ম্মণোহন্তে পয়স্বিনীং
দদ্যাৎ । ৮ । ইত্যষমর্ষণম্ । ৯ । অ্যহং সাং
অ্যহং প্রাতঃস্নানমব্যচিৎমন্নীয়াদেব প্রাজা-
পত্যঃ । ১০ । অ্যহমুখাঃ পিবদপদ্যাহমুখং
স্বতং অ্যহমুখং পয়স্বাহমুখং নান্দীয়াদেব তপ্তকুচ্ছাঃ
। ১১ । এষ এষ শীতৈঃ শীতকুচ্ছাঃ । ১২ ।
কুচ্ছাভিকুচ্ছাঃ পয়সা দিবসৈকবিংশতিকপপম্

। ১৩ । উদকসকুনাং মাসাত্যবহারেণোদক-
কুচ্ছাঃ । ১৪ । বিসাত্যবহারেণ মূলকুচ্ছাঃ । ১৫ ।
বিষাত্যবহারেণ শ্রীফলকুচ্ছাঃ । ১৬ । পদ্মাকৈর্কা
। ১৭ । নিরাহারস্ত হাদশাহেন পরাকঃ
। ১৮ । গোমূত্রগোময়কীরদধিসর্পিঃ কুশোদকা-
শ্বেকদিবসমন্নীয়াদ্বিতীয়মুপবসেদেতৎ সান্তপনম্
। ১৯ । গোমূত্রাদিভিঃ প্রত্যাহাত্যৈতমর্হা-
সান্তপনম্ । ২০ । অ্যাহাত্যৈতৎ সান্তপনম্
। ২১ । পিণ্ডাচামতক্রোদকসকুনাং উপবা-
সান্ত রিতেহত্যবহারস্তলাপুরুষঃ । ২২ । কুশ-
পলাশোড়ু স্বরপদ্মশঙ্খপুষ্পীবটব্রহ্মসুবর্চলাপত্রৈঃ
কথিতস্যাস্তসঃ প্রত্যেকং পানেন পণকুচ্ছাঃ । ২৩
কুচ্ছাণ্যেতানি সর্বাণি কুব্বীত কৃতপাবনঃ ।
নিত্যং ত্রিষবণস্যায়ী অধঃশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৪
স্নীশূদ্রপতিতান্যঞ্চ বর্জয়েচ্চাতিভাবণম্ ।
পবিত্রাণি জপেন্নিত্যং জুতয়াচ্চৈব শক্তিতঃ ॥ ২৫
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্চত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ চান্দ্রায়ণম্ । ১ । গ্রাসানবিকারান-
ন্দীয়াং । ২ । তাংশ্চন্দ্রকলাভিবুদ্ধৌ ক্রমেণ
বর্জয়েদ্বানো হ্রাসয়েদমাবান্তাং নান্দীয়াদেব
চান্দ্রায়ণো যবমধ্যঃ । ৩ । পিপীলিকামধ্যোবা-
। ৪ । যন্তামাবান্তা মধ্যে ভবতি স পিপীলিকা-
মধ্যঃ । ৫ । যন্ত পৌর্ণমাসী স যবমধ্যঃ । ৬ ।
অষ্টৌ গ্রাসান্ প্রতিদিবসং মাসমন্দীয়াং স
যতিচান্দ্রায়ণঃ । ৭ । সাং প্রাতঃচতুরশ্চতুরঃ
স শিশুচান্দ্রায়ণঃ । ৮ । যথা কথঞ্চিৎ যষ্টোদানাং
ত্রিশতীং মাসেনান্দীয়াং স সামান্ত-
চান্দ্রায়ণঃ ॥ ৯ ।
ব্রতমেতৎ পুরা ভূমি কৃষা সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ।
প্রাপ্তবন্তঃ পরং স্থানং ব্রহ্মা রুদ্রস্তথৈব চ ॥ ১০
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ

অষ্টচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ কৰ্ম্মভিরাশ্বকুতৈগুর্কমাত্মানং মন্তে-
তান্নার্থে প্রস্তুতিব্যবকং প্রপয়েৎ । ১ । ন
ততোহমৌ জুহুয়াৎ । ২ । ন চাত্র বলিকৰ্ম্ম । ৩ ।
অশুভং প্রপ্যমাণং শূতকাভিময়য়েৎ । ৪ । প্রপ্য-

মাণে রক্ষাং কুৰ্গ্যাং । ৫ । ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ
কবীনাং ঋষির্নিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাং শ্বেনো
গৃধ্রাণাং ঋষিতির্জনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি
রেভন্নিতি দর্ভান্ বধ্নাতি । ৬ । শূতঞ্চ তম-
শ্রীয়াং পাত্রে নিষিচ্য । ৭ । যে দেবা মনো-
জাতা মনোজুষঃ সূদক্ষা দক্ষপিতরঃ তে নঃ
পাত্ত তে নোহবন্ত তেভ্যোনমস্তেভাঃ স্বাহে-
ত্যান্নি জুহ্যাং । ৮ । অথাতাস্তো নভিমান-
ভেত । ৯ । স্নাতাঃ প্রীতা ভবত যুগ্মাপোহ-
স্মাকমুদরে যবাঃ । তা অমৃত্যমনমী বা অপক্ষা
অনাগসঃ সন্ত দেবীরমৃতা ঋতা বৃধ ইতি । ১০ ।
ত্রিরাত্রং মেধার্যী । ১১ । ষড়্রাত্রং পাপকং । ১২ ।
সপ্তরাত্রং পীত্বা মহাপাতকিনামমৃত্যুতমঃ পুন্যতি
। ১৩ । দ্বাদশরাত্রং পূর্বপুরুষকৃতমপি পাপং
নির্দহতি । ১৪ । মাসং পীত্বা সর্লপাপানি ।
১৫ । গোনিহারনুল্লানং যবানামেকবিংশতি-
রাত্রঞ্চ । ১৬ ।
যবোহসি ধাত্তরাজোহসি বারুণো মধুসংপ্লুতঃ ।
নির্গেদঃ সর্লপাপানাং পবিত্রমুবিভিঃ স্মৃতম্ ॥ ১৭
যুতমেব মধু যবা আপো বা অমৃতং যবাঃ ।
সর্ল পুনীত মে পাপং ঋমে কিঞ্চন ছন্তম্ ॥ ১৮
বাচা কৃতং কৰ্ম্মকৃতং মনসা চ বিচিন্তিতম্ ।
অলক্ষ্মীং কালকণীঞ্চ নাশয়স্ব যবা মম ॥ ১৯
শ্বশুকরাবলীচঞ্চ উচ্ছিষ্টোপহতঞ্চ যৎ ।
নাতাপিত্রোরশ্বশ্বাং পুনীশ্বঞ্চ যবা মম ॥ ২০
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ শূদ্রান্নং শ্রাদ্ধসূতকম্ ।
চোরস্তান্নং নবশ্রাদ্ধং পুনীশ্বঞ্চ যবা মম ॥ ২১
বালপূর্ত্তমদধ্মঞ্চ রাজদ্রাবকৃতঞ্চ যৎ ।
সুবর্ণৈস্তন্যমদ্রাত্যমবাজস্যা চ যাজনম্ ।
ব্রাহ্মণানাং পরীবাদং পুনীশ্বং চ যবা মম ॥ ২২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টচত্বারিং-
শতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

নার্গশীর্ষভকৈকাদশ্রামুপোষিতো দ্বাদশ্রাং
ভগবন্তঃ বাস্তবদেবমর্জয়েৎ । ১ । পুষ্পধূপান্ন-
লেপনদীপনৈবৈদ্যত্রাঙ্গণতর্পণৈশ্চ । ২ । ব্রত-
মেতৎ সস্বৎসুরং কৃত্বা পাপেভ্যঃ পুতো
ভবতি । ৩ । যাবজ্জীবং কৃত্বা শ্বেতবীপ-

মাপোতি । ৪ । উভয়পক্ষদ্বাদশীদেবং স্বর্গলোকং
প্রাপোতি । ৫ । যাবজ্জীবং কৃত্বা বিষ্ণো-
লৌকমাপোতি । ৬ । এবমেব পঞ্চদশীষপি । ৭ ।
ব্রহ্মভূতমমাবান্ত্রাং পৌর্ণমাসান্তথৈব চ ।
যোগভূতং পরিচরন্ কেশবং মহাদাগুয়াং ॥ ৮
দৃগ্গেতে সহিতো যন্ত্রাং দিবি চন্দ্রবৃহস্পতী ।
পৌর্ণমাসী তু মহতী প্রোক্তা সস্বৎসুরে তু সা ॥ ৯
তস্যাং দানোপবাসাদ্যমক্ষয়ং পরিকীর্জিতম্ ।
তথৈব দ্বাদশী শুক্লা যা শ্রাদ্ধবৎসংযুতা ॥ ১০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোন-

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

বনে পৰ্ণকুটীং কৃত্বা বসেৎ । ১ । ত্রিষবৎসরাং
। ২ । স্বকর্ম্ম চাচক্ষাণো গ্রামে ভৈক্ষ্যমাচবেৎ
। ৩ । তৃণশায়ী চ স্রাং । ৪ । এতন্মহাব্রতম্
। ৫ । ব্রাহ্মণং হত্বা দ্বাদশস্বৎসুরং কুৰ্গ্যাং । ৬ ।
যাগস্থং ক্ষত্রিয়ং বা । ৭ । গুরুর্নিগং রজস্বলাং
বা । ৮ । অত্রিগোত্রাং বা নারীম্ । ৯ । নিব্রং
বা । ১০ । নৃপতিবধে মহাব্রতমেব দ্বিগুণং
কুৰ্গ্যাং । ১১ । পাদোদ্যং ক্ষত্রিয়বধে । ১২ ।
অন্ধং বৈশ্যবধে । ১৩ । তদন্ধং শূদ্রবধে । ১৪ ।
সর্লৈষু শবশিরোপক্ষী স্রাং । ১৫ । সর্লৈষু
জীবৈষু ক্ষনী স্রাং । মাসমেকং ক্রতবাপনো
গবান্নগমনং কুৰ্গ্যাং । ১৬ । আনীনাশ্রানীত
। ১৭ । স্থিতাস্থ স্থিতঃ স্রাং । ১৮ । অব-
সন্নাক্ষোদ্ধরেৎ । ১৯ । ভয়েভ্যশ্চ রক্ষেৎ । ২০ ।
তাং শীতাদিত্রাণমকৃত্বা নান্ননং কুৰ্গ্যাং । ২১ ।
গোমূত্রেণ স্রায়াং । ২২ । গোরৈশ্চ বর্জ্যেৎ
। ২৩ । এতদেপ্রাত্রং গোবধে কুৰ্গ্যাং । ২৪ ।
গজং হত্বা পঞ্চ নীলান্ বৃষভান্ দদ্যাৎ । ২৫ ।
তুরগং বাসঃ । ২৬ । একহায়নমনডাহং ধরবধে
। ২৭ । মেঘাজবধে চ । ২৮ । সুবর্ণকৃষ্ণলমুদ্র-
বধে । ২৯ । স্থানং হত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ । ৩০ ।
হত্বা মূবকমার্জারনকুলমগ্নুকুণ্ডুভাজগরাণা-
মমৃতমুপোষিতঃ ক্রুরান্নং ভোজয়িত্বা লোহ-
দণ্ডং দক্ষিণাং দদ্যাৎ । ৩১ । গোদোলুকাক-
ষষবধে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ । ৩২ । হংস-
বকবলাকমদগুবানরশ্চেনভাসচক্রবাকানামমৃত-

মং হত্বা ত্রাণায় গাং দদ্যাৎ ॥ ৩৩ ॥ সপং হত্বা-
হত্বীকাঞ্চায়সীম ॥ ৩৪ ॥ যন্তং হত্বা পলাভার-
কম্ ॥ ৩৫ ॥ বরাহং হত্বা য়তকুন্তম্ ॥ ৩৬ ॥
তিত্তিরিং তিলজোণম্ ॥ ৩৭ ॥ শুকং দ্বিহায়নং
বৎসম্ ॥ ৩৮ ॥ ক্রোঞ্চং ত্রিহায়নম্ ॥ ৩৯ ॥ ক্রব্যা-
দমৃগবধে পয়স্বিনীং গাং দদ্যাৎ ॥ ৪০ ॥ অক্র-
বাদমৃগবধে বৎসতরীম্ ॥ ৪১ ॥ অতুক্রমৃগবধে
ত্রিরাত্রং পয়সা বর্তেত ॥ ৪২ ॥ পক্ষিবধে
নক্তাশী স্ত্রাং ॥ ৪৩ ॥ রূপমাবকং বা দদ্যাৎ
॥ ৪৪ ॥ হত্বা জলচরমুপবসেৎ ॥ ৪৫ ॥
অস্থ্যনতাং তু সন্ধানাং সহস্রস্ত্র প্রমাপণে ॥
পূর্ণে চানস্যানস্থ্যন্ত শূদ্রহত্যাত্ততকরং ॥ ৪৬
কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে ॥
অনস্থ্যং চৈব হিংসার্যাং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥ ৪৭
কলদানাস্ত বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমুকুশতম্ ॥
শূল্যবল্লীলতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীকৃশাম্ ॥ ৪৮
অন্নাদ্যজানাং সন্ধানাং রসজানাঞ্চ সর্গশঃ ॥
কলপুপ্পোদ্ভবানাঞ্চ য়তপ্রাশো বিশোধনম্ ॥ ৪৯
কুষ্ঠজানাংমোষধীনাং জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে ॥
প্রাণলন্তে তু গচ্ছেদ্যাং দিনমেকং পয়োব্রতঃ ॥ ৫০
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

স্বাপঃ সর্ষক যবজিতঃ কণাং বর্ষমদ্বীয়াৎ ॥
১ ॥ মলানাং মদ্যানাং চাত্ততমস্য প্রাশনে
চাক্রায়ণং কুর্গ্যাৎ ॥ ২ ॥ লগুনপলাধুগুঞ্জনে-
তদক্ষিবিড়রাহগ্রাম্যকুকুটবানরগোমাংভক্ষণে চ
॥ ৩ ॥ সর্পেষ্টেতেসু দ্বিজানাং প্রায়শ্চিত্তাস্তে
ভুয়ঃ সংস্কারঃ কুর্গ্যাৎ ॥ ৪ ॥ বপনমেখলাদণ্ড-
ভৈক্ষ্যচর্চ্যাব্রতানি পুনঃসংস্কারকর্ম্মণি বর্জনী-
য়ানি ॥ ৫ ॥ শকশক্লকগোধাখড়্গকৃষ্ণবর্জং
পঞ্চনথমাংশাশনে সপ্তরাত্রমুপবসেৎ ॥ ৬ ॥ গণ-
গণিকাস্তেনগায়নান্নানিভূত্বা সপ্তরাত্রং পয়সা
বর্তেত ॥ ৭ ॥ তক্ষকান্নং চর্ম্মকর্ত্তৃশ্চ ॥ ৮ ॥
বার্কু বিককদর্ঘাদীক্ষিতবন্ধনিগড়াভিশশ্রুণানাঞ্চ
॥ ৯ ॥ পুংচলীদান্তিকিচিসকলুক্ককক্রো-
প্রোচ্ছিষ্টভোজিনাঞ্চ ॥ ১০ ॥ অবীরাজীস্ববর্ণ-
কায়সপত্নপতিতানাঞ্চ ॥ ১১ ॥ পিশুনানুত-
বাদিক্ষিতধর্ম্মায়সবিক্রয়িণাঞ্চ ॥ ১২ ॥ শৈলু-

যতস্তবায়কৃত্তয়রজকাননাঞ্চ ॥ ১৩ ॥ কর্ম্মকারনিবাদ-
রসাবতারিষৈশস্ত্রবিক্রয়িণাঞ্চ ॥ ১৪ ॥ স্বজীবি-
শৌণ্ডিকতৈলিকচৈলনির্ণেজকাননাঞ্চ ॥ ১৫ ॥
রজস্বলাসহোপপতিবেশনাঞ্চ ॥ ১৬ ॥ ক্রপয়া-
বেক্ষিতমুদক্যাসংস্পৃষ্টং পল্লভিগাবলীচং শুনা
সংস্পৃষ্টং গবাত্রাতঞ্চ ॥ ১৭ ॥ কামতঃ পদা
স্পৃষ্টমবক্ষুতম্ ॥ ১৮ ॥ মত্তকৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ ॥ ১৯ ॥
নার্কিতং বৃণামাংসং চ ॥ ২০ ॥ পাতীনরোহিত-
রাজীবিসংহতশুল্লবর্জং সর্ষমংসামাংশাশনে
ত্রিরাত্রমুপসেৎ ॥ ২১ ॥ সর্ষজলজমাংশাশনে
চ ॥ ২২ ॥ অপঃ সুরাভাণ্ডাঃ পীত্বা সপ্তরাত্রং
শঙ্খপুষ্পীশুতম্পয়ঃ পিবেৎ ॥ ২৩ ॥ মদ্যভাণ্ড-
হাস্ত পঞ্চরাত্রম্ ॥ ২৪ ॥ সোমপঃ সুরাপাত্রা-
ত্রায়ান্ত্রগন্ধমুদকমগ্রজিরঘনর্ষণং জপ্ত্বা য়ত-
প্রাশনো ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ পরোষ্ট্রিকামাংশাশনে
চাক্রায়ণং কুর্গ্যাৎ ॥ ২৬ ॥ প্রোষ্ঠাভ্রাতং
হুনাং শুকমাংসঞ্চ ॥ ২৭ ॥ ক্রবাদমৃগপক্ষি-
মাংশাশনে তপ্তকুকুম্ ॥ ২৮ ॥ কলবিষ্ণপ্লব-
চক্রবাকহংসরজ্জুদালসারসদাত্যহশুকসারিকাবক-
বলাকাকোকিলগঞ্জরীটাশনে ত্রিরাত্রমুপব-
সেৎ ॥ ২৯ ॥ একশকোভয়দন্তাশনে চ ॥ ৩০ ॥
তিত্তিরিকপিঞ্জললাবকবক্তিকাময়ুরবর্জং সর্ষ-
পক্ষিমাংশাশনে চাহোরাত্রম্ ॥ ৩১ ॥ কীটাশনে
দিনমেকং ব্রহ্মস্ববর্চলাং পিবেৎ ॥ ৩২ ॥ শুনাং
মাংশাশনে চ ॥ ৩৩ ॥ চত্রাককবকাশনে সান্ত-
পনম্ ॥ ৩৪ ॥ ববগোপ্তমপয়োবিকারং স্নেহাক্তং
শুক্লং পাণ্ডবঞ্চ বর্জয়িত্বা পয়্যমিতং তং প্রা-
শ্তোপবসেৎ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মচর্য্যমধ্যপ্রভবীরোহি-
তাংচ বৃক্ষনির্গাসান্ ॥ ৩৬ ॥ শালুকুপথাকুসর-
সংযাবপায়সাপুপশকুলীদেবান্নানি হবীংষিচ ॥ ৩৭
গোহজামহিমীবর্জং সর্ষপয়াংসি চ ॥ ৩৮ ॥
অনির্দশাহানি তান্যপি ॥ ৩৯ ॥ স্যান্দিনী-
সন্ধিনীবিবৎসাক্ষীরঞ্চ ॥ ৪০ ॥ অমেধ্য ভূজশ্চ ॥ ৪১
দধিবর্জং কেবলানি চ শুভানি ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্ম-
চর্চ্যাশ্রমী শ্রান্নভোজনে প্রোজাপতাম্ ॥ ৪৩ ॥
দিনমেকং চোদকে বসেৎ ॥ ৪৪ ॥ মধুমাংশাশনে
প্রোজাপতাম্ ॥ ৪৫ ॥ বিড়ালকাকনকুলাখুচ্ছিষ্ট-
ভক্ষণেব্রহ্মস্ববর্চলাং পিবেৎ ॥ ৪৬ ॥ শোচ্ছিষ্টা-
শনে দিনমেকমুপোষিতঃ পঞ্চগব্যং পিবেৎ ॥ ৪৭
পঞ্চনথবিগ্নুপ্রাশনে সপ্তরাত্রম্ ॥ ৪৮ ॥ আম-

শ্রাদ্ধাশনে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্জেত ৷৪৯৷ ব্রাহ্মণঃ
শূদ্রোচ্ছিষ্টাশনে সপ্তরাত্রম্ ৷৫০৷ বৈশ্যো-
চ্ছিষ্টাশনে পঞ্চরাত্রম্ ৷৫১৷ রাজন্যোচ্ছিষ্টাশনে
ত্রিরাত্রম্ ৷৫২৷ ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টাশনে ত্বেকা-
হম্ ৷৫৩৷ রাজন্তঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টাশী পঞ্চরাত্রম্ ৷৫৪৷
বৈশ্যোচ্ছিষ্টাশী ত্রিরাত্রম্ ৷৫৫৷ বৈশ্যঃ
শূদ্রোচ্ছিষ্টাশী চ ৷৫৬৷ চাণ্ডালানং ভুক্ত্বা
ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ৷৫৭৷ সিদ্ধং ভুক্ত্বা পরাকঃ ৷৫৮৷
অসংস্কৃতান্ পশুশ্বশ্রুনাং দ্যাধিগ্রঃ কথঞ্চন ।
মনৈস্তস্ত সংস্কৃতানদ্যাচ্ছাখতং বিধিমাশ্রিতঃ ॥ ৫৯ ॥
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎ কৃষেহ মারণম্ ।
বৃধাপশুগ্নঃ প্রাপোতি প্রেত্য চেহ চ নিষ্কৃতিম্ ॥ ৬০ ॥
বজ্রার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।
বজ্রোহি ভূতৈস্য সর্কস্তত্ত্বাদ্যজ্ঞেববোধেবধঃ ॥ ৬১ ॥
ন তাদৃশং ভবত্যোনো মৃগং হস্তধনাধিনঃ ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃধামাংসানি খাদতঃ ॥ ৬২ ॥
ওষধ্যঃ পশবো ব্রহ্মান্তির্ধ্যাক্ষঃ পক্ষিণস্তথা ।
বজ্রার্থে নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপুবন্ত্যধিতীঃ পুনঃ ৬৩ ॥
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদেবতকর্মণি ।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নাশ্তত্রৈতি কথঞ্চন ॥ ৬৪ ॥
বজ্রার্থেই পশুং হিংসন্ বেদতর্থাধিবিদদ্বিজঃ ।
আত্মানঞ্চ পশুশ্চৈব গময়ত্যন্তমং গতিম্ ॥ ৬৫ ॥
গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্ন্যিবান্ দ্বিজঃ ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ ॥ ৬৬ ॥
বা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্থিংশচরাচরে ।
অহিংসামেবতাং বিদ্যাধেদ্যাক্ষম্মো হি নির্বভৌ ৬৭ ॥
যোহহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যস্মন্নুত্থেচ্ছয়া ।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কৃচিং স্বথমেধতে ॥ ৬৮ ॥
যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিণাং ন চিকীর্ষতি ।
স সর্কস্ত হিতপ্রোক্ষুঃ স্বথমত্যন্তমশ্নুতে ॥ ৬৯ ॥
বদ্ধ্যয়তি যৎকুরুতে রতিং বরাতি যত্র চ ।
তদবাপোতি যত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন ॥ ৭০ ॥
নাকুত্য়া প্রাণিণাং হিংসাং মাংসসুং পদ্যতে কৃচিং ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যন্তু স্মায়াংসং বিবর্জয়েৎ ॥ ৭১ ॥
সযুৎপত্তিক মাংসস্ত বধবন্ধো চ দেহিনাম্ ।
প্রসন্নীক্য নিবর্জেত সর্কমাংসস্ত ভক্ষণাৎ ॥ ৭২ ॥
ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্য পিশাচবৎ ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতিব্যাদিভিচ্চনপীড়্যতে ৭৩ ॥
অহুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী ।
সংস্কর্তা চোপহর্তা চ খাদকশ্চেতি বাতকাঃ ॥ ৭৪ ॥

স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্কয়িতুমিচ্ছতি ।
অনভ্যর্ক্যাপিতুন্দেবাংস্ততোহন্যোনাত্যপুণ্যকৃতং ৭৫ ॥
বর্ষে বর্ষেইথমেধেন যো যজ্ঞেত শতং সমাঃ ।
মাংসানি চ ন খাদেদবস্তস্ত পুণ্যফলং সমম্ ॥ ৭৬ ॥
ফলমূল্যশনৈর্দিব্যাসুত্নানানঞ্চ ভোজনৈঃ ।
ন তৎফলমবাপোতি যন্মাংসপরিবর্জনাৎ ॥ ৭৭ ॥
মাংস ভক্ষয়িতাহমুত্র যন্ত মাংসমিহাদ্যাহম্ ।
এতন্মাংসস্ত মাংসত্বং প্রবদন্তি মনৌষিণঃ ॥ ৭৮ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ৫১

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

স্ববর্ণস্তেয়রুদ্রাজ্ঞে কর্ম্মাচক্ষাণো মূল-
মর্পয়েৎ ৷ ১ ॥ বধাত্যাগাহ্য প্রয়তো ভবতি ৷ ২ ॥
মহাব্রতং দ্বাদশাঙ্গানি বা কুর্যাৎ ৷ ৩ ॥
নিষ্কেপাপহারী চ ৷ ৪ ॥ ধান্যধনাপহারী চ
কচ্ছুমকম্ ৷ ৫ ॥ মনুষ্যাক্রীকপক্ষেত্রবাপীনাং
পহরণে চাত্রায়ণম্ ৷ ৬ ॥ দ্রব্যাপাণমলসারাগাং
সান্তপনম্ ৷ ৭ ॥ ভক্ষ্যভোজ্যপানশব্যাসনপুপ-
মূলফলানাং পঞ্চগব্যাপানম্ ৷ ৮ ॥ তৃণকাষ্ঠদ্র-
মশুষ্কানুগুড়বল্লচর্ম্মামিষাণাং ত্রিরাত্রমুপসেৎ ৷ ৯ ॥
মণিমুক্তাপ্রবালতাম্ররজতায়ঃ কাংস্যানাং দ্বাদ-
শাহং কণানলীয়াৎ ৷ ১০ ॥ কার্পাসকীট-
জোর্ণাদ্যপহরণে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্জেত ৷ ১১ ॥
দ্বিশকৈকশফহরণে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ৷ ১২ ॥
পক্ষিগকৌষধিরজুবেদলানামপহরণে দিনমুপ-
বসেৎ ৷ ১৩ ॥
দৈবপাশতং দ্রব্যং ধনিকস্যাপ্যুপায়তঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কুর্যাৎ কন্ধ্যস্যাপনুত্তয়ে ১৪ ॥
যদৃশং পরেভ্য আদদ্যাৎ পুরুষস্ত নিরঙ্কুশঃ ।
তেন তেন বিহীনঃ স্যাদযত্র যত্রাভিজায়তে ১৫ ॥
জীবিতং ধর্ম্মকামো চ ধনে যন্মাংসং প্রতিষ্ঠিতো ।
তন্মাংসং সর্কপ্রযত্নেন ধনহিংসাং বিবর্জয়েৎ ১৬ ॥
প্রাণিহিংসাপরো যন্ত ধনহিংসাপরস্তথা ।
মহাহুঃখমবাপোতি ধনহিংসাপরস্তয়োঃ ১৭ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ৫২

ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

অধাগম্যাগমনে মহাব্রতবিধানেনাকং
চীরবাসা বনেপ্রাজাপত্যং কুর্যাৎ ৷ ১ ॥ পর-

দারগমনে চ। ২। গোত্রতং গোগমনে চ।
৩। পুংস্যাবানাবাকশেহপ্ত দিবা গোযানে
চ সবাসাঃ নানমাচরেৎ। ৪। চাণালীগমনে
তংসাম্যমবাগ্নুয়াৎ। ৫। অজ্ঞানতশ্চাত্রায়ণ-
দ্বয়ং কুর্য্যাৎ। ৬। পশুবোধ্যাগমনে প্রাজা-
পত্যম্। ৭। সৰুদুষ্টা ক্রী যৎ পুরুষস্য পর-
দারে তদ্ব্রতং কুর্য্যাৎ। ৮।
যৎকরোত্যেকরাত্রৈণ বৃষলীসেবনাদ্বিজঃ।
তদৈকভূগ্ জপনিত্যাং ত্রিভির্কর্ষৈর্ব্যাপেহতি ॥২০
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ।

যঃ পাণায়্যা যেন সহ সংযজ্যতে স তসৈব্য
প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ। ১। যুতপঞ্চনখাং কৃপা-
দত্যন্তোপহত্যাচোদকং পীড়া ব্রাহ্মণস্তিরাত্র-
মুপবসেৎ। ২। দ্ব্যহং রাজন্যঃ। ৩। একাহং
বৈশ্বঃ। ৪। শূদ্রো ন কৃত্বম্। ৫। সর্পে চাস্তে
ব্রতস্য পঞ্চগব্যং পিবেয়ঃ। ৬।
পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণস্ত সুরাং পিবেৎ।
উভৌ তৌ নরকং যাতো মহারোরবসংজিতম্ ॥৭
পর্মানারোগ্যবজ্জমৃতবগচ্ছন পত্নীং ত্রিরা-
ত্রমুপবসেৎ। ৮। কূটসাক্ষী ব্রহ্মহত্যা ব্রত-
ধরেৎ। ৯। অনুদকমূত্রপূরীকরণে সটেল-
স্নানং মহাব্যাহতিহোমশ্চ। ১০। স্বর্গাভ্যাদিত-
নিম্মুক্তঃ সটেলস্নাতঃ সাবিদ্র্যষ্টশতমাবর্তয়েৎ
। ১১। স্বশৃগালবিড়ব্রাহ্মণবানরবায়সপুংশ্চ-
লীভির্দষ্টঃ শ্রবন্তীমাসাদ্য বোড়শ প্রাণায়ামান্
কুর্য্যাৎ। ১২। বেদাধ্যুৎসাদী ত্রিষবপ্নাযধ্য-
শায়ী সশ্বংসরং সৰুদভৈক্ষ্যেণ বর্তেত। ১৩।
সমুৎকর্ষানুতে গুরোশ্চালীকনির্ভক্ষে তদা-
ক্ষেপণে চ মাসং পয়সা বর্তেত। ১৪।
নাস্তিকো নাস্তিকবৃত্তিঃ কৃত্যঃ কূটব্যব-
হারী ব্রাহ্মণবৃত্তিষ্টশ্চেতে সশ্বংসরং ভৈক্ষ্যেণ
বর্তেয়ম্। ১৫। পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ
পরিবিদ্যতে দাতা যাজকশ্চ চাত্রায়ণং
কুর্য্যাৎ। ১৬। প্রাণিভূপ্যাণ্যসোমবিক্রয়ী তপ্ত-
কচ্ছুঃ কুর্য্যাৎ। ১৭। আক্রৌষধিগন্ধপুষ্পফল-
মূলচন্দ্রবেদৈদলভূষকপালকেশভস্মাষ্টিগোরস-
পিণ্যাকতিলতৈলবিক্রয়ী প্রাজাপত্যম্। ১৮।

শ্লেষজতুমধ্বিষ্টিশত্ৰুপুণ্ড্রিসীসক্কলোহোহ-
ধরথঙ্গপাত্রবিক্রয়ী চাত্রায়ণং কুর্য্যাৎ। ১৯।
রক্তবস্ত্ররক্তরত্নগন্ধগুডমধুরসোণবিক্রয়ী ত্রিরাত্র-
মুপবসেৎ। ২০। মাংসলবণলাক্ষাক্ষীরবিক্রয়ী
চাত্রায়ণং কুর্য্যাৎ। ২১। তঞ্চ ভূয়শোপনয়েৎ
। ২২। উষ্ট্রেণ ধরেণ বা গম্মা নগ্নঃ স্নাত্বা
সুপ্তা ভুক্তা প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাৎ। ২৩।
জপিদ্ধা ক্রীণি সাবিদ্র্যাঃ সহস্রাণি সমাহিতঃ।
মাসংগোষ্টেপয়ঃ পীড়া ম্যচ্যতেহংসংপ্রতিগ্রহাৎ ॥২৪-
অযাজ্যযাজনং কৃত্বা পরেষামন্ত্যকর্ম চ।
অভিচারমহীনঞ্চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রব্যাপোহতি ॥ ২৫
যেথাং দ্বিজানাং সাবিদ্রী নানুচ্যেত যথাবিধি।
তাংচারয়িত্বা ত্রীনুকচ্ছানযথাবিধিপূনায়য়েৎ ॥২৬
প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষতি বিকর্মস্বাস্ত্র যে দ্বিজাঃ।
ব্রাহ্মণ্যচ্চ পরিত্যক্তোহ্যমপ্যেতদাদিশেৎ ॥২৭
যদগহিতেনার্জয়ন্তি কর্মণা ব্রাহ্মণা ধনম্।
তস্তোংসর্গেণ শুদ্ধান্তি জপোন তপসা তথা ॥২৮
বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্মণাং সমতিক্রমে।
স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্ ॥ ২৯
অবগৃহ্য চরেৎ কচ্ছুমতিকচ্ছুং নিপাতনে।
কচ্ছুতিকচ্ছুঃকুর্ষীতবিপ্রস্তোংপাদ্যশোণিতম্ ॥৩০
এনশ্চিভিরনির্গিতৈর্নানার্থং কঞ্চিং সমাচরেৎ।
কৃতনির্গেজনাং শৈতান জুগুপ্সেত ধর্মবিৎ ॥৩১
বাগ্নান্নাংশ্চ কৃতব্রাহ্মণশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্মতঃ।
শরণাগতহস্তংশ্চ ক্রীহস্তংশ্চ ন সংবসেৎ ॥ ৩২
অশীতির্বাৎসর্যং বাগ্নো বাপূনবোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তান্নমহন্তি ত্রিযো রোগিণ এব চ ॥ ৩৩
অনুক্রমিক্ততীনাঞ্চ পাপানামপহন্তয়ে।
শক্তিকাবেক্ষ্য পাপঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ ॥৩৪-

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুঃ-

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ।

অথ রহস্তপ্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি। ১। শ্রবন্তী-
মাসাদ্য স্নাতঃ প্রত্যহং বোড়শ প্রাণায়ামান্
কৃষ্টৈককালং হবিষ্যাপী মাসেন ব্রহ্মহা পূতো
ভবতি। ২। কর্মণোগহন্তে পয়স্বিনীং গাং
দদ্যাৎ। ৩। এতেনাধর্মর্ষণেন চ সুরাপঃ পূতো
ভবতি। ৪। গায়ত্রীদশসাহস্রজপেন স্ববর্ণ-

স্তেয়কৃত্যং । ৫ । ত্রিরাত্রোপোষিতঃ পুরুষশ্চ-
 জপহোমাত্যাং গুণতন্ত্রগঃ ॥ ৬ ॥
 যথাস্থমেধঃ ক্রতুরাট সৰ্পপাপপনোদনঃ ।
 তথাষমৰ্ষণং হুত্বং সৰ্পপাপপনোদনম্ ॥ ৭ ॥
 প্রাণায়মং দ্বিজঃ কুৰ্য্যাৎ সৰ্পপাপপনুত্তয়ে ।
 দহন্তে সৰ্পপাপানি প্রাণায়ামৈর্দ্বিজস্ত তু ॥ ৮ ॥
 সব্যাহুতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ ।
 ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ সউচ্যতে ॥ ৯ ॥
 অকারঞ্চাপুকারঞ্চ নকারঞ্চ প্রজাপতিঃ ।
 বেদত্রয়ান্নিরহুভূত্বং স্বরিতীতি চ ॥ ১০ ॥
 ত্রিভ্য এব চ বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদুহুৎ ।
 তদিত্যুঠোহুত্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ॥ ১১ ॥
 এতদক্ষরমেতাক্ষ জপন্ ব্যাহুতিপূৰ্ণিকাম্ ।
 সক্ষ্যমোর্ধ্বৈদেবিত্ববো বেদপুণেন যজ্ঞাতে ॥ ১২ ॥
 সহস্রকল্পদ্ব্যন্ত্য বহিরেতত্রিকং দ্বিজঃ ।
 মহতোহপোনসো মাসান্বচেবাহিবিমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥
 এতন্নরবিসংযুক্ত্য কালৈ চ ক্রিয়য়া স্বয়া ।
 বিপ্রক্ষত্রিয়বিড় জাতির্গহণাং যাতি সাধুযু ॥ ১৪ ॥
 ওঙ্কারপূৰ্ণিকান্তিস্রো মহাব্যাহুতয়োহব্যয়াঃ ।
 ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখম্ ॥ ১৫ ॥
 যোহধীতেহহুত্বজ্ঞেতাং ত্রীণি বর্ষণাতন্ত্রিতঃ ।
 স ব্রহ্ম পরমভ্যোতি বাযুভূতঃ খমুর্জিমান্ ॥ ১৬ ॥
 একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরমুপমঃ ।
 সাবিত্র্যাস্তপরনাস্তিমোনাং সত্যং বিশিষ্যতে ১৭
 ক্ষরন্তি সৰ্পবৈদিকো জুহোতিবজ্রতক্রিয়াঃ ।
 অক্ষরং তক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ ॥ ১৮ ॥
 বিধিবজ্রাজ্ঞপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভিগুণৈঃ ।
 উপাংশু শ্রাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥
 যে পাকবজ্রাশ্চত্বারো বিধিবজ্রসমধিতাঃ ।
 সৰ্ব্বে তে জপবজ্রস্ত কলাং নাইন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২০ ॥
 জপো নৈব তু সংসিধ্যোদব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।
 কুর্যাদগ্নমবা কুর্যাম্নৈত্রো ব্রাহ্মণউচ্যতে ॥ ২১ ॥
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথাৎ সর্ববেদপবিত্রাণি ভবন্তি । ১ ।
 যেষাং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ দ্বিজাতয়ঃ পাপেভ্যঃ
 পূয়ন্তে । ২ । অধনর্ষণম্ । ৩ । দেবকৃতম্ । ৪ । গুহ-
 বত্যঃ । ৫ । তরংসমনীয়ম্ । ৬ । কুয়াণ্ডাঃ । ৭ ।

পাবমাণ্ডাঃ । ৮ । জুগীসাবিজী । ৯ । অতী-
 যঙ্গাঃ । ১০ । পদস্তোভাঃ । ১১ । সামানি
 ব্যাহুতয়ঃ । ১২ । ভারুণানি । ১৩ । চক্র-
 সাম । ১৪ । পুরুষব্রতে সামনী । ১৫ । অগ্নি-
 জম্ । ১৬ । বাহস্পত্যম্ । ১৭ । গোহুত্বম্ । ১৮ ।
 আশ্বহুত্বম্ । ১৯ । সামনী চক্রহুত্ব চ । ২০ ।
 শতরুদ্রিয়ম্ । ২১ । অথর্কশিরঃ । ২২ । ত্রিস্র-
 পর্বম্ । ২৩ । মহাব্রতম্ । ২৪ । নারায়ণীয়ম্ । ২৫ ।
 পুরুষহুত্বম্ । ২৬ ।

ত্রীণ্যাজ্যাদোহানি রথস্তরঞ্চ

অগ্নিত্রতং বামদেবাং বৃহচ্চ ।

এতানি গীতানি পুনস্তি জন্তু

জাতিস্বরসং লভতে য ইচ্ছৎ ॥ ২৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ ত্যাজ্যাঃ । ১ । ব্রাত্যাঃ । ২ । পতিতাঃ । ৩ ।
 ত্রিপুরকং নারুতঃ পিতৃতশ্চাশ্রুকাঃ । ৪ । সৰ্প-
 এবাভোজ্যাশ্চাপ্রতিগ্রাহাঃ । ৫ । অপ্রতিগ্রাহে-
 ভ্যশ্চ প্রতিগ্রহপ্রসঙ্গং বর্জয়েৎ । ৬ । প্রতি
 গ্রাহেণ ব্রাহ্মণানাং ব্রাহ্ম্যং তেজঃ প্রণশ্রুতি । ৭ ।
 দ্রব্যপাণং বাহবিজ্ঞায় প্রতিগ্রহবিধিং যঃ প্রতি-
 গ্রহংকুর্য্যাৎ স দাত্রা সহ নিমজ্জতি । ৮ ।
 প্রতিগ্রহসমর্থশ্চ যঃ প্রতিগ্রহং বর্জয়েৎ স
 দাত্রলোকমাগ্নোতি । ৯ । এবেদকমূলকলাভয়া-
 মিবনধুশ্বাসনগৃহপুন্দ্রবিশীকাংচাত্ৰাদ্যাত্ম
 নিবৃদেৎ । ১০ ।
 আহুত্যাভ্যদ্যতাং ভিক্ষাং পুণ্ড্রাদনুচৌদিতাম্ ।
 গ্রাহাং প্রজাপতির্মেধেনে অপি ছদ্মতকর্মণঃ ॥ ১১ ॥
 নাম্নস্তি পিতরস্তস্ত দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ।
 নচ হবাং বহত্যগ্নির্গন্তানভাবমগচ্ছতে ॥ ১২ ॥
 গুরুন্ ভৃত্যানুজিহীষু বর্জিষ্যন্ পিতৃদেবতাঃ ।
 সর্বতঃ প্রতিগৃহীয়ান্নতু তপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ ॥ ১৩ ॥
 এতেষপি চ কার্যেযু সমর্থস্তং প্রতিগ্রহে ।
 নাদদ্যাং কুলটাঘটপতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ ॥ ১৪ ॥
 গুরুষু অভ্যতীতেষু বিনা বা তৈর্গৃহে বসন্ ।
 আয়নোরুত্তিমমিচ্ছন্ গৃহীয়াৎ সাধুতঃ সদা ॥ ১৫ ॥
 অন্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ দাসগোপালনাপিতাঃ ।
 এতেশুদ্রেষুভোজ্যান্নাশ্চাত্মানংনিবেদয়েৎ ॥ ১৬ ॥
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ গৃহাশ্রনিগঞ্জিবোধার্থে ভবতি । ১ ।
 শুক্লঃ শবলোহসিতশ্চ । ২ । শুক্লেনার্থেন
 বদৈহিকং কৰোতি তদেবত্বমাসাদয়তি । ৩ ।
 যচ্ছবলেন তন্মানুষ্যম্ । ৪ । যৎকৃষ্ণেন তত্তিথ্য-
 ক্তম্ । ৫ । স্ববৃত্ত্যুপার্জিতং সৰ্বং সৰ্বেষাং
 শুক্লম্ । ৬ । অনন্তরবৃত্ত্যুপাত্তং শবলম্ । ৭ ।
 অন্তরিতবৃত্ত্যুপাত্তঞ্চ কৃষ্ণম্ ॥ ৮
 ক্রমাগতং প্রীতিদায়ঃ প্রাপ্তঞ্চ সহ ভাষ্যায় ।
 অবিশেষেণ সৰ্বেষাং ধনং শুক্লং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৯
 উৎকোঃ শুক্লং প্রাপ্তমবিক্রেয়ঞ্চ বিক্রয়ৈঃ ।
 ক্রতোপকৰাদাপ্তঞ্চ শবলং সমুদাহৃতম্ ॥ ১০
 পার্থক্যদ্যুতলোযাপ্তপ্রতিক্রমকমাহসৈঃ ।
 ব্যায়েনোপার্জিতং যচ্চ তৎকৃষ্ণং সমুদাহৃতম্ ॥ ১১
 যথাবিধেন দ্রব্যেণ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ ।
 তথাবিধমবাপোতি স ফলং প্রেত্য চেহ চ ॥ ১২
 ইতি বৈষ্ণবেধশাস্ত্রে অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

একোনযষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥

গৃহাশ্রনী বৈবাক্যিকাগৌ পাকবজ্রান্
 কুর্যাৎ । ১ । সায়াং প্রাতঃস্নানিহোব্রম্ । ২ ।
 দেবতাভ্যোজুহুয়াৎ । ৩ । চন্দ্রাকস্মিকর্ষ-
 বিপ্রকর্ষয়োদিশ্পূর্ণমাসাভ্যাং যজ্ঞেত । ৪ ।
 প্রত্যয়সং পঙনা । ৫ । শরদগ্রীষ্ময়োঃ প্রা-
 য়ণেন । ৬ । ত্রীত্বিবরয়োঃ পাকে । ৭ ।
 ত্রৈবাপিকাভ্যপিকারঃ । ৮ । প্রত্যকং সোমেন । ৯ ।
 বিভাভাবে ইষ্টায় বৈধান্যায় । ১০ । শূদ্রানং
 যাগে পরিধরেৎ । ১১ । যজ্ঞার্থং ভিক্ষিতমবাপু-
 মর্থং সকলমেব বিতরেৎ । ১২ । সায়াং প্রাত-
 র্বেকধদেবং জুহুয়াৎ । ১৩ । ভিক্ষাং চ ভিক্ষবে
 দদ্যাৎ । ১৪ । অর্জিতভিক্ষাদানেন গোদান-
 ফলমবাপোতি । ১৫ । ভিক্ষুভাবে তন্মাত্রং
 গবাং দদ্যাৎ । ১৬ । বহৌ বা প্রক্ষিপেৎ । ১৭ ।
 ভুক্তেহপ্যগ্নে বিদ্যমানে ন ভিক্ষুকং প্রত্যা-
 চক্ষীত । ১৮ । কণ্ডনী পেষণী চূর্ণী কুন্তউপ-
 স্করইতি পঞ্চমুনা গৃহস্থস্য । ১৯ । তন্নিকৃতার্থঞ্চ
 ব্রহ্মদেবভূতপিতৃনরবজ্রান্ কুর্যাৎ । ২০ । স্বাধ্যায়ো
 ব্রহ্মযজ্ঞঃ । ২১ । হোমো দৈবঃ । ২২ । বলি-
 ভৌতঃ । ২৩ । পিতৃতর্পণং পিত্র্যঃ । ২৩ ।
 নৃবজ্রশ্রুতিথিপূজনম্ । ২৫ ।

দেবতাতিথিভূতান্যং পিতৃণামান্নস্বথা ।
 ন নিকপতিপঞ্চানামুচ্ছ্রু সন্ন স জীবতি ॥ ২৬
 ব্রহ্মচারী যতিভিক্ষুজীবন্তোতে গৃহাশ্রমাং ।
 তন্মাদভ্যাগতানেতান্ গৃহস্থো নাবমানয়েৎ ॥ ২৭
 গৃহস্থএব যজ্ঞতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ ।
 দদাতি চ গৃহস্থস্ত তন্মাজ্জ্যেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥ ২৮
 ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা ।
 আশাসতে কুটুবিভ্য তন্মাজ্জ্যেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥ ২৯
 ত্রিবর্গসেবাং সততান্নদানং
 স্মরার্চনং ব্রাহ্মণপূজনঞ্চ ।
 স্বাধ্যায়সেবাং পিতৃতর্পণঞ্চ
 কৃদ্য গৃহী শ্রুপদং প্রয়াতি ॥ ৩০
 ইতি বৈষ্ণবেধশাস্ত্রে একোনযষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥

যষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মে মুহুর্ভে উখার মুদ্রপূর্বীবাৎসর্গং
 কুর্যাৎ । ১ । দক্ষিণাভিমুখো দ্বাত্রিংশং দিব্য
 চোদশমুখং সন্ধ্যায়োচ্চ । ২ । নাপ্রজ্ঞাদিত্যায়
 ভূমৌ । ৩ । ন ফালকৃষ্টায়াম্ । ৪ । ন ছায়া
 যাম্ । ৫ । ন চোৎসরে । ৬ । ন শাদ্বলে । ৭ ।
 ন সমদেহে । ৮ । ন গর্ভে । ৯ । ন বর্ষাকৈ । ১০ ।
 ন পথি । ১১ । ন রথায়াম্ । ১২ । ন পরা-
 শুচৌ । ১৩ । নোদ্যানে । ১৪ । নোদ্যানোদ-
 কসমীপয়োঃ । ১৫ । নান্দ্বারে । ১৬ । ন ভ্রামনি । ১৭
 ন গোময়ে । ১৮ । ন গোব্রজে । ১৯ । নাকশে । ২০ ।
 নোদকে । ২১ । ন প্রতানিলানলেন্দ্রকল্পীশুরু-
 ব্রাহ্মণানাঞ্চ । ২২ । নৈবাবগুত্তিতিরীষঃ । ২৩ ।
 নোদ্রৈষ্টকাভিঃ পরিমূঢ়্য শুদং গৃহীতশিশু-
 শ্চোথায়ান্তিমুদ্রিষ্টোক্তভূতিগন্ধলপক্ষয়করং
 শৌচং কুর্যাৎ । ২৪ ।
 একা নিপে শুদে তিস্রস্তথৈকত্র করে দশ ।
 উভয়োঃ সপ্ত দাতব্য্য মুদস্তিস্রস্ত পাদয়োঃ ॥ ২৫
 এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং বিশুণং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
 ত্রিগুণঞ্চ বনস্থানাং যতীনাঞ্চ চতুগুণম্ ॥ ২৬
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে যষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

একযষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ পালাশং দম্ভধাবনং নাদ্যাৎ । ১ ।
 নৈব শ্লেয়াস্তকারিষ্টবিভীতকধবধবনজম্ । ২ ।

নচ বন্ধুকনিগুণীশিগুতিবিত্তুকজম্ । ৩।
 নচ কোবিদারশমীপীলুপিপ্পলেদুদগুগুজম্ ।
 ৪। ন পারিতদ্রকামিকামোচকশালীশগজম্
 ৫। ন মধুরম্ । ৬। নান্নম্ । ৭। নোন্ধি-
 শুকম্ । ৮। ন স্মৃষিরম্ । ৯। ন পুতিগন্ধি ।
 ১০। ন পিচ্ছিলম্ । ১১। ন দক্ষিণাপরাতি-
 মুখঃ । ১২। অদ্যাচ্চোদয়ুধঃ প্রায়ুধোবা । ১৩
 বটাসনাকথদিরকরজবদরসর্জনিঘারিমেদাপামা
 গমালতীককুভবিধানান্যতমম্ । ১৪। কষায়
 তিক্তং কটুকঞ্চ । ১৫।
 কনীন্যগ্রসমস্থোলাং সুরুজং ছাদশামূলম্ ।
 প্রাতঃস্থ্য চ যতবাগ্ ডক্ষয়েদন্তধাবনম্ ॥ ১৬
 প্রক্ষাল্য ভূত্বা তজ্জহাচ্ছৌচৌ দেশে প্রযত্নতঃ ।
 অমাবাস্যাং নটান্নীয়াদন্তকাঠং কদাচন ॥ ১৭
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ দ্বিজাতীনাং কনীনিকামূলে প্রাজা-
 পত্যং নাম তীর্থম্ । ১। অমৃষ্টমূলে ব্রাহ্মম্ । ২।
 অমূল্যাগ্রে দৈবম্ । ৩। তর্জনীমূলে পিতৃম্ । ৪।
 অনঙ্গুষ্ठाভিরফেনিলাভিনশূদ্রৈককরাবর্জিতা-
 ভিরক্ষারভিরস্তিঃ শুচৌ দেশে স্বাসীনোহস্ত-
 র্জনাঃ প্রায়ুধশোদয়ুধোবা তন্ননাঃ স্তমনাশ্চা-
 চামেং । ৫। ব্রাহ্মণ তীর্থেন ত্রিরাচামেং । ৬
 দ্বিঃপ্রমুজ্যাং । ৭। খাণ্ডস্তিমূর্দ্ধানং হৃদয়ং
 স্পৃশেং । ৮।
 হৃৎকণ্ঠতালুগাভিস্ত যথাসম্যং দ্বিজাতয়ঃ ।
 শুধ্যেরন্থী চ শূদ্রশ্চ সঙ্কুস্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥ ৯
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ যোগক্ষেমার্থমীশ্বরমুপগচ্ছেং । ১।
 নৈকোহক্ষানং প্রপদ্যত । ২। নাধাশ্বিকৈঃ
 সার্কম্ । ৩। ন বুধলৈঃ । ৪। ন দ্বিষভিঃ । ৫।
 নাতিগ্রহাষসি । ৬। নাতিসায়ম্ । ৭। ন
 সন্ধ্যায়োঃ । ৮। ন মধ্যাহ্নে । ৯। ন সন্নিহিত-
 পানীয়ম্ । ১০। নাতিভূর্ম্ । ১১। ন রাত্রে
 । ১২। ন সন্ততং ব্যালব্যাদিতৈর্দৈর্কাহনৈঃ ।
 ১৩। ন হীনদৈঃ । ১৪। ন দীনৈঃ । ১৫।
 ন গোষ্ঠিঃ । ১৬। নাদাষ্টেঃ । ১৭। যবসো-

দকেবাহনানামদহায়নঃ কৃত্ত্বাপনোদনে ন
 কুর্যাৎ । ১৮। ন চতুষ্পথমধিতিষ্ঠেৎ । ১৯।
 ন রাত্রে বৃক্ষমূলম্ । ২০। ন শূথালয়ম্ । ২১।
 ন তৃণম্ । ২২। ন পশুনাং বন্ধনাগারম্ । ২৩।
 ন কেশতুষ্যকপালাস্থিতশ্মাঙ্গারান্ । ২৪। ন
 কার্পাসাস্থি । ২৫। চতুষ্পথং প্রদক্ষিণীকুর্যাৎ
 । ২৬। দেবতাক্ষাৎ । ২৭। প্রজ্ঞাতাংশ্চ বন-
 স্পতীন্ । ২৮। অগ্নিব্রাহ্মণগণিকাপূর্ণকুস্তাদর্শ-
 ক্ষত্রধ্বজপতাকাশ্রীবৃক্ষবর্ধমাননন্দ্যাবর্তাংশ্চ । ২৯
 তালবৃন্তচামরাশ্বগজাজগোদধিকীরমধুসিদ্ধার্থ-
 কাংশ্চ । ৩০। বীণাচন্দনাযুধার্জগোময়পুষ্প-
 শাকগোরোচনার্দূষাং প্ররোহাংশ্চ । ৩১। উষ্ণী-
 ষালঙ্কারমণিকনকরজতবস্ত্রাসনযানামিমাংশ্চ ।
 ৩২। ভূস্বারোহুতোর্করারজুবৈককপশুকুমারী-
 মীন্যাংশ্চ দৃষ্ট্য়া প্রব্রাযাদিতি । ৩৩। অথ মন্তো-
 ন্তবাস্ত্রান্ দৃষ্ট্য়া নিবর্তেত । ৩৪। বাস্তবিরি-
 ক্তমুণ্ডিতমলিনবসনজটিলবামনাংশ্চ । ৩৫। কাষা-
 য়িপ্রব্রজিতমলিনাংশ্চ । ৩৬। তৈলগুণ্ডশুক-
 গোময়েন্ধনতৃণপলাশভস্মাঙ্গারাংশ্চ । ৩৭। লবণ-
 ক্লীবাসবনপুংসককার্পাসরজ্জুনিগড়মুক্তকেশাংশ্চ
 । ৩৮। বীণাচন্দনার্দশাকোক্ষীষালঙ্কারকুমারীঃ
 প্রস্থানকালেহভিনন্দয়েদিতি । ৩৯। দেবব্রাহ্মণ-
 গুরুব্রহ্মদীক্ষিতানাং ছায়াং নাক্রামেং । ৪০।
 নিষ্ঠুনবাস্তুরধিবিশ্মৃত্ত্বানোদকানি চ । ৪১।
 ন বৎসতন্ত্রীং লজ্জয়েৎ । ৪২। প্রবর্ষতি ন
 ধাবেৎ । ৪৩। ন বৃথা নদীং তরেৎ । ৪৪। ন
 দেবতাভাঃ পিতৃভ্যাশোদকমপ্রদায় । ৪৫। ন
 বাহুভ্যাম্ । ৪৬। ন ভিন্নয়া নাবা । ৪৭। ন
 কচ্ছ (কূল) মধিতিষ্ঠেৎ । ৪৮। ন কৃপমবলোকয়েৎ
 । ৪৯। ন লজ্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥

বৃদ্ধভারিন্ পন্নাতন্ত্রীরোগিবরচক্রিণাম্ ।
 পস্থা দেয়ো নৃপশ্বেনাং যাঃ স্নাতাশ্চ ভূপতেঃ ॥ ৫১
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

চতুষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

পরনিপানেষু ন স্নানমাচরেৎ । ১। আচরেৎ
 পঞ্চপিত্তাঙ্ক ত্যাপস্তথাপদি । ২। নাজীর্ণে । ৩।
 নচাতুরঃ । ৪। ন নয়ঃ । ৫। ন রাত্রে । ৬।
 রাহদর্শনবর্জম্ । ৭। ন সন্ধ্যায়োঃ । ৮। প্রাতঃ-

স্নায়াকৃৎকিরণগ্রস্তাং প্রাচীনবলোক্য স্নায়াং । ১৯ ।
 স্নাতঃ শিরো নাবধুনেৎ । ১০ । নাশ্বেভ্যস্তোয়-
 মুক্করেৎ । ১১ । ন তৈলবৎসংস্পৃশেৎ । ১২ ।
 নাপ্রক্ষালিতং পূৰ্ব্বস্থতং বসনং বিভ্রাৎ । ১৩ ।
 স্নাতঃ সোক্ষীবো ধোতবাসসী বিভ্রাৎ । ১৪ ।
 নল্লেক্ষাস্ত্যজপতিতৈঃ সহ সস্তাবণং কুর্যাৎ । ১৫ ।
 স্নায়াং প্রস্রবণদেবখাতসরোবরেষু । ১৬ । উক্ল-
 তাদভূমিষ্ঠমুদকং পুণ্যং স্থাবরাং প্রস্রবন্তস্নানাদেয়ং
 তস্মাদপি সাধুপরিগ্রহীতং সৰ্ব্বতএব গাঙ্গম্ । ১৭ ।
 মৃতোয়ৈঃ কৃতমলাপকর্ষোহপ্স্ন নিমজ্যাপো-
 হি ত্ৰৈতি তিস্তিহিরণ্যবর্ণাইতিচতস্তিহির-
 মাপঃ প্রবহতইতি চ তীর্থমতিময়ং । ১৮ ।
 ততোহপ্স্ন নিময়স্তিরযমর্ষণং জপেৎ । ১৯ ।
 তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদমিতি বা । ২০ । ক্রপদাং
 সাবিত্রীং বা । ২১ । যুজতে মনইত্যন্বাকং
 বা । ২২ । পুরুষস্কৃতং বা । ২৩ । স্নাতশার্চ-
 বাসা দেবপিতৃতর্পণমস্ত্যুৎ এব কুর্যাৎ । ২৪ ।
 পরিবর্তিতবাসাশ্চৈতীর্থমুত্তীর্ণ্য । ২৫ । অকুত্বা-
 দেবপিতৃতর্পণং স্নানশাটীং ন পীড়য়েৎ । ২৬ ।
 স্নাত্যচম্য বিধিবদুপস্পৃশেৎ । ২৭ । পুরুষস্ক্রে-
 ন প্রত্যচং পুরুষায় পুষ্পানি দদ্যাৎ । ২৮ ।
 উদকাকলিং পশ্যাৎ । ২৯ । আদাবেব দিব্যেন
 তীর্থেন দেবতানাং কুর্যাৎ । ৩০ । তদনন্তরং
 পিত্রোঃ পিতৃণাম্ । ৩১ । তত্রাদৌ স্ববংশানাং
 তর্পণং কুর্যাৎ । ৩২ । ততঃ সধ্বিক্কাবান্নানাম্ । ৩৩ ।
 ততঃ স্ফুদাম্ । ৩৪ । এবং নিত্যস্নায়ী স্তাৎ । ৩৫ ।
 স্নাত চ পবিত্রাণি যথাশক্তি জপেৎ । ৩৬ ।
 বিশ্রবতঃ সাবিত্রীং স্ববশ্রং জপেৎ । ৩৭ । পুরুষ-
 স্কৃতং । ৩৮ । নৈতাভ্যামধিকমস্তি ॥ ৩৯ ॥
 স্নাতোহধিকারী ভবতি দৈবে পিত্রো চ কৰ্ম্মণি ।
 পবিত্রাণাং তথা জপো দানে চ বিধিনোদিতো ॥ ৪০ ॥
 অলক্ষীঃ কালকর্ণী চ হুঃস্রগং হুবিচিস্তিতম্ ।
 অস্নাত্রেণাভিষিক্তশ্চ নশস্ত ইতিধারণা ॥ ৪১ ॥
 যাম্যং হি যাতনাহুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি ।
 নিত্যস্নানেন পুয়ন্তেষেহপিপাপকৃতো নরাঃ ॥ ৪২ ॥
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথাৎ : স্নাতঃ স্প্রক্ষালিতপানিপাদঃ
 স্নাতো দেবতাক্ষায়াং স্থলে বা তগবন্তমনাদি-

নিধনং বাসুদেবমভ্যর্চয়েৎ । ১ । অশ্বিনোঃ
 প্রাণস্তোতইতি জীবাদানং দত্তা যুজতে মনই-
 তান্বাকে নাবাহনং কুত্বা জাহুত্যাং পানিত্যাং
 শিরসা চ নমস্কারং কুর্যাৎ । ২ ।
 আপো হি ত্ৰৈতি তিস্তিহিরণ্যং নিবেদয়েৎ । ৩ ।
 হিরণ্যবর্ণাইতি চতস্তিঃ পাদ্যম্ । ৪ । শন্ন
 আপো ধন্যা ইত্যচমনীয়ম্ । ৫ । ইদমাপঃ
 প্রবহত ইতি স্নানীয়ম্ । ৬ । রথেষুক্ষেষু
 বৃষভরাজা ইত্যনুলেপনালঙ্কারো । ৭ । যবা
 সুবাসা ইতিবাসঃ । ৮ । পুষ্পাবতীরিতিপুষ্পম্ । ৯ ।
 ধুরসি ধূপমিতিধূপম্ । ১০ । তেজোহসি শুক্র-
 মিতিদীপম্ । ১১ । দধিক্রাবণ ইতিমধুপর্কঃ । ১২ ।
 হিরণ্যগর্ভ ইত্যষ্টাভিনৈবেদ্যম্ । ১৩ ।
 চামরং ব্যজনং মাত্রাং ছত্রং পানাসনে তথা ।
 সাবিত্রেণেবৈ তৎ সৰ্বং দেবায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৪ ॥
 এবমভ্যর্চ্য চ জপেৎ স্ত্রুং বৈ পৌরুষং ততঃ ।
 তেনৈব জুহুয়াদাজ্যং য ইচ্ছেৎশাস্বতং পদম্ ॥ ১৫ ॥
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ন নক্তং গৃহীতেনোদকেন দেবপিতৃক
 কুর্যাৎ । ১ । চন্দ্রমৃগমদাগুরুদারুকপূরকুঙ্কম-
 জাতীফলবর্জমুলেপনং ন দদ্যাৎ । ২ । ন
 বাসো নীলীরক্তম্ । ৩ । ন মণিস্রবণয়োঃ প্রীতি-
 রূপমলঙ্করণম্ । ৪ । নোগ্রগন্ধি । ৫ । নাগন্ধি । ৬ ।
 ন কণ্টকিজম্ । ৭ । কণ্টকিজমপি শুক্লং স্নগন্ধিকং
 দদ্যাৎ । ৮ । রক্তমপি কুঙ্কমং জলজঞ্চ দদ্যাৎ । ৯ ।
 ন ধূপার্থে জীবজাতম্ । ১০ । ন বৃততৈলং বিনা
 কিঞ্চন দীপার্থে । ১১ । নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে । ১২ ।
 ন ভক্ষ্যে অপ্যজামহিবীক্ষীরে । ১৩ । পঞ্চ-
 নথমংস্রবরাহমাংসানি চ । ১৪ ।
 প্রয়তশ্চ শুচিত্ত্বা সর্ষমেব নিবেদয়েৎ ।
 তন্মনাঃ স্মৃনা তৃদ্বা ত্বরাক্রোধবিবর্জিতঃ ॥ ১৫ ॥
 ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথায়াং পরিসমূহ পর্য্যুক্ষ্য পরিস্তীর্ণ্য
 পরিষিচ্য সৰ্বতঃ পাকাদগ্রমুদ্যতা জুহুয়াৎ । ১ ।
 বাসুদেবায় সর্ঘ্বণায় প্রহ্মায়ানিরুদ্যায়

যায় সত্যায়্যচ্যুতায় বাহুদেবায় । ২। অথায়
সোমায় মিত্রায় বরুণায় ইন্দ্রায়ৈজ্যৈশ্বিত্যে
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রজাপত্যে অহুমতৌ
ধনস্তরয়ে বাণ্ডোপত্যে অগ্নয়ে স্থিতিকৃত্যে । ৩।
ততোহন্নশেবেণ বলিনুগহরেৎ । ৪। ভক্ষ্যোপ-
ভক্ষ্যাতাম্ । ৫। অতিতঃ পূর্বেণাগ্নেঃ । ৬।
অস্থানামাসীতি ছলানামাসীতি নিতহ্নীনা-
মাসীতি চূপ্ণীকানামাসীতি সর্ষাসাম্ । ৭।
নন্দিনি স্বভগে স্তম্ভলি ভদ্রকালীতিস্বস্তি-
স্বতিপ্রদক্ষিণম্ । ৮। স্তৃণায়াং ক্রবায়াং শ্রিয়ৈ।
হিবণ্যকেষ্ঠে বনস্পতিভ্যশ্চ । ৯। ধর্ম্মাধর্ম্ময়ো-
র্দ্বাবে মৃতাবে চ । ১০। উদদানে বরুণায় । ১১।
বিষ্ণব ইত্যলুথলে । ১২। মকদ্ভ্যইতি দৃষদি ।
১৩। উপবিশরণে বৈশ্রবণায় বাধে ভূতে-
ভ্যশ্চ । ১৪। ইন্দ্রায়ৈন্দ্রপুত্রবেভ্য ইতিপূর্ন্যর্দে।
১৫। বনায় বনপুত্রবেভ্য ইতিদক্ষিণ্যর্দে। ১৬।
বরুণায় বরুণপুত্রবেভ্য ইতিপশ্চ্যর্দে। ১৭।
সোমায় সোমপুত্রবেভ্য ইত্যন্তর্যর্দে। ১৮।
ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুত্রবেভ্য ইতিমধ্যো। ১৯। উর্দ্ধ-
মাকশায় । ২০। দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্য ইতি-
স্বণ্ডিলে । ২১। নক্তধরেভ্য ইতি নক্তম্ । ২২।
ততো দক্ষিণাগ্নেযু দর্ভেযু পিত্রে পিতামহায়
প্রপিতামহায় মাত্রে পিতামহে প্রপিতামহে
স্বনামগোব্রাহ্মণ্য পিণ্ডনির্দপণং কুর্গ্যাৎ । ২৩।
পিণ্ডানঞ্চাল্ললেপনপুষ্কদৃপনৈবেদ্যাদি দদ্যাৎ ।
২৪। উদককলশনুপনিধায় স্বস্ত্যর্যনং বাচয়েৎ । ২৫।
শ্বকাক্ষপচানাং ভূবি নির্দপণেৎ । ২৬। ভিক্ষাঞ্চ
দদ্যাৎ । ২৭। অতিথিপূজনে চ পরং কলমধি-
তিষ্ঠেৎ । ২৮। সাগ্নমতিথিং প্রাপ্তং প্রবন্ধে
নার্হয়েৎ । ২৯। অনাশিতমতিথিং গৃহে ন
বাসয়েৎ । ৩০। যথা বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভূর্থথা
ক্ৰীণাং ভর্তা তথা গৃহস্থস্যতিথিঃ । ৩১।
তংপূজ্যাং স্বর্গমাপ্নোতি । ৩২।
অতিথির্ষস্য ভগ্নাশো গৃহাং প্রতিনিবর্ততে ।
ভগ্নাং স্কৃতমাদার ছরুতস্ত প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩
একরাত্রং হি নিবসন্নতিথিব্রাহ্মণঃ স্তুতঃ ।
অনিত্য হি স্থিতির্ষস্মাদ্ভাদতিথিকৃত্যতে ॥ ৩৪
নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাক্ষতিকং তথা ।
উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাত্তার্থা যত্রায়নোহপিবা ॥ ৩৫
যদি স্থিতিধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়ো গৃহমগতঃ ।

ভুক্তবৎস্ চ বিপ্রেষু কামং তমপিভোজয়েৎ ॥
বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেহতিথিধর্ম্মিণৌ
ভোজয়েৎ সহভৃত্যস্তাবানুশংস্যাংপ্রযোজয়ন্ ।
ইতরান্যপি সখ্যাদ্দীনং সংপ্রীত্যা গৃহমগতান্
প্রকৃতান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভাৰ্য্যয়া ॥
সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ রোগিণীং গুল্মিণীং তথা
অতিথিভোহগ্রএবৈতান্ভোজয়েদবিচারয়ন্ ।
অদ্বা যন্ত এতেভাঃ পুংস্ ভুক্তেহবিচক্ষ-
স ভৃগুনো ন জানাতিস্বগ্নৈরজ্জগ্ধিধনাস্তনঃ ॥ ৪
ভুক্তবৎস্ চ বিপ্রেষু ভৃত্যেবু স্বেষু টেব হি ।
ভৃঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টস্ত দম্পতী ॥ ৪১
দেবান্ পিতৃন মনুষ্যাংশ্চ ভৃত্যান্ গৃহাঞ্চ দেবং
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদগৃহস্তঃ শেবভৃগ্ভবেৎ ॥ ৪২
অথং স কেবলং ভুক্তে সঃ পচত্যাগ্কারণাং
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামনং বিধীয়তে ॥ ৪৩
স্বাধ্যায়েনাথিগোত্রাণ যজ্ঞেন তপসা তথা ।
নচাপ্রোতি গমী লোকান্ সগা স্তুতিপুতনাং
সারংপ্রোতস্তুতিথয়ে প্রদদ্যাদানোনোদকে ।
অন্নক্লেব যথাশক্ত্যা সংকৃত্য বিবিপূপকম্ ॥ ৪৪
প্রতিশ্রয়ং তথা শয্যাং পাদাভ্যঙ্গং সদীপকম্ ।
প্রত্যেকদানেনাপ্রোতি গোপ্রদানসমং কলম্ ॥ ৪৫
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্প্রতিতিমোহধ্যায়ঃ ॥

অক্ষয়তিমোহধ্যায়ঃ ।

চক্রাকোপরাগে নান্দ্রীয়াৎ । ১। স্নাত্বা মূক্ত-
রোরশ্রীয়াৎ । ২। অমুক্তরোরস্তংগতরোদ্ভূ-
স্নাত্বা চাপরেহি । ৩। ন গোব্রাহ্মণোপরাগে
হস্মীয়াৎ । ৪। ন রাজব্যাসনো । ৫। প্রবসি
তাগ্নিহোত্রী যদাগ্নিহোত্রং কৃতং মগ্নেত তদা-
শ্রীয়াৎ । ৬। যদা কৃতং মন্যেত বৈশ্বদেব-
মপি । ৭। পর্কণি চ যদা কৃতং মন্যেত
পর্ক । ৮। নান্দ্রীয়াচ্চাজীর্ণে । ৯। নার্করাত্রে
। ১০। ন মধ্যাহ্নে । ১১। ন সন্ধ্যায়োঃ । ১২
নার্কবাসাঃ । ১৩। নৈকবাসাঃ । ১৪। ন
নয়ঃ । ১৫। ন জলস্থঃ । ১৬। নোৎকুটকঃ
। ১৭। ন ভিন্নাসনগতঃ । ১৮। ন চ শয়ন-
গতঃ । ১৯। ন ভিন্নভাজনে । ২০। নোৎ-
সঙ্গে । ২১। ন ভূবি । ২২। ন পাণে । ২৩।
নবগঞ্চ যত্র দদ্যাৎ তদান্দ্রীয়াৎ । ২৪।

ন বালকান্নির্ভৎসয়েৎ । ২৫ । নৈকো মিষ্টম্ । ২৬
নোক্ত তস্মৈহম্ । ২৭ । ন দিবা ধানঃ । ২৮ ।
ন রাত্রৌ তিলসংযুক্তম্ । ২৯ । *ন দধি
সক্তম্ । ৩০ । ন কোবিদারবটপিপ্পলশাণ-
শাকম্ । ৩১ । নাদহা । ৩২ । নাহুয়া । ৩৩ ।
নানার্দ্রপাদঃ । ৩৪ । নানার্দ্রকরমুখশ্চ । ৩৫ ।
নোচ্ছিষ্টশ্চ স্মৃতমাদদ্যাৎ । ৩৬ । ন চন্দ্রার্ক-
তারকা নিরীক্ষেত । ৩৭ । ন মূর্দ্ধানং স্পৃশেৎ । ৩৮
ন ব্রহ্ম কীর্তয়েৎ । ৩৯ । প্রাঙ মুখোহগ্নীয়াৎ । ৪০
দক্ষিণামুখো বা । ৪১ । অভিপূজ্যাম্ । ৪২ ।
স্ময়নাঃ স্রগ্ধ্যহ্লিণ্ডঃ । ৪৩ । ন নিঃশেষকৃত-
স্যাৎ । ৪৪ । অগ্ন্যত্রদধিমধুসপিঃপয়ঃসকুপল-
মোদকেভ্যঃ । ৪৫ ।
নান্নীয়াস্তদ্বাধ্যা সার্কং নাকার্শে ন তথোখিতঃ ।
বহুনাং প্রেক্ষমাণানাং নৈকস্মিন্ বহুবস্তথা ॥ ৪৬
শৃংগারে বহিঃগৃহে দেবাংগারে কথঞ্চন ।
পিবেন্নাজলিনা ত্রোয়ং নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ ॥ ৪৭
ন তৃতীয়মথান্নীয়ান্নচাপথ্যং কথঞ্চন ।
নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রাতরারিতঃ ॥ ৪৮
ন ভাবহৃষ্টমন্নীয়ান্ন ভাণ্ডে ভাবদ্বিতে ।
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্য চৈবাবসকথিকাম্ ॥ ৪৯
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নাষ্টমীচতুর্দশীপঞ্চদশীশ্চ স্ত্রিয়মুপেয়াৎ । ১ ।
ন শ্রাকং ভুক্ত্বা । ২ । ন শ্রাকং দধ্বা । ৩ । নোপ-
নিমঞ্জিতঃ শ্রাকো । ৪ । (ন স্নান্য ন হুত্বা)
ন ব্রতী । ৫ । (নোপোষ্য ভুক্ত্বা বা) ন
দাক্ষিত্যঃ । ৬ । ন দেবায়তনশ্মশানশৃংগালয়েষু ।
৭ । ন বৃক্ষমূলেষু । ৮ । ন দিবা । ৯ । ন
সন্ধ্যায়োঃ । ১০ । ন মলিনাম্ । ১১ । ন মলিনঃ
১২ । নাভ্যক্তাম্ । ১৩ । নাভ্যক্তঃ । ১৪ ।
ন রোগার্ভাম্ । ১৫ । ন রোগার্ভঃ । ১৬ ।
ন হীনান্নাং নাধিকান্নাং তথৈব চ বয়োহধিকাম্ ।
নোপেয়াদগ্নিক্রীণীং নারীং দার্ষমাযুক্তিজীবিষুঃ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একোন-
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নার্দ্রপাদঃ স্বপ্যাৎ । ১ । নোত্তরাপরাব্ধ-
শিরাঃ । ২ । ন নয়ঃ । ৩ । নার্দ্রবংশে । ৪ ।
নাকার্শে । ৫ । ন পলাশশয়নো । ৬ । ন পঞ্চ-
দারুকৃতে । ৭ । ন গজভগ্নকৃতে । ৮ । ন
বিদ্যাদগ্নকৃতে । ৯ । ন ভিন্নে । ১০ । নাগ্নিপ্লুটে
। ১১ । ন ঘটাসিক্তদ্রুমক্ষে । ১২ । ন শ্মশান-
শৃংগালয়দেবতায়তনেষু । ১৩ । ন চপলমধ্যে
। ১৪ । ন নারীমধ্যে । ১৫ । ন ধাতুগোপ্তক-
হতশনমুরাণামুপরি । ১৬ ।
নোচ্ছিষ্টো ন দিবা স্বপ্যাৎ সন্ধ্যাবোর্ন ন তস্মিন
দেশে ন চাণ্ডো নো নার্দ্রে ন চ পর্ষতমস্তকে ॥ ১৭
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ ন কঞ্চনাবমন্তেত । ১ । ন চ হীন-
স্বাধিকান্নানুর্থান্ ধনহীনানবহসেৎ । ২ । ন
হীনান্ সেবেত । ৩ । স্বাধ্যায়বিরোধি কর্ম
নাচরেৎ । ৪ । বয়োহনুরূপং বেবং কুর্গ্যাৎ । ৫ ।
শ্রুতস্তাভিজনস্য কনস্য দেশস্য চ । ৬ ।
নোক্ততঃ । ৭ । নিত্যং শাস্ত্রাদ্যবেক্ষী স্যাৎ
। ৮ । সতি বিভবে ন জীর্ণমলবদ্বাসাঃ স্যাৎ ।
। ৯ । ন নাস্ত্রীত্যাভিভাষেত । ১০ । ন নির্গন্ধো-
গ্রগন্ধি রক্তঞ্চমালায়ং বিভূষ্যৎ । ১১ । বিভূষা-
জ্জলজং রক্তমপি । ১২ । যষ্টিকং বৈণবীম্ । ১৩
কমণ্ডলুঞ্চ সোদকম্ । ১৪ । কার্পাসমুপবীতম্ ।
১৫ । রৌশ্বে চ কুণ্ডলে । ১৬ । নাদিত্যমুদ্যস্ত-
মীক্ষেত । ১৭ । নাস্তং যাস্তম্ । ১৮ । ন বাসসা
তিরোহিতম্ । ১৯ । নচান্দ্রজলনধ্যগতম্ । ২০ ।
ন মধ্যাহ্নে । ২১ । ন ক্রুদ্ধস্য গুরোর্মুখম্
। ২২ । ন তৈলোদকয়োঃ স্বচ্ছান্নাম্ । ২৩ । ন
মলবত্যাদর্শে । ২৪ । ন পল্লীং ভোজনসময়ে ।
২৫ । ন স্ত্রিয়ং নগ্রাম্ । ২৬ । ন কঞ্চন মেহ-
মানম্ । ২৭ । ন চালানভষ্টকুঞ্জরম্ । ২৮ । ন চ
বিষমস্থোবৃষাদিযুদ্ধম্ । ২৯ । নোন্মত্তম্ । ৩০ ।
ন মত্তম্ । ৩১ । নামেধ্যমগ্নৌ প্রাক্ষিপেৎ । ৩২ ।
নাস্তক্ । ৩৩ । ন বিবম্ । ৩৪ । নাপ্শুপি
। ৩৫ । নাগ্নিঃ লজ্যয়েৎ । ৩৬ । ন পাদৌ

প্রতাপয়েৎ । ৩৭ । কুশৈশ্বেষু বা পরি-
মুজ্যাৎ । ৩৮ । ন কাংস্তভাজনে চার্পয়েৎ ।
৩৯ । ন পাদং পাদেন । ৪০ । ন ভুবমালি-
খেৎ । ৪১ । ন লোষ্ট্রমর্দ্যে স্রাৎ । ৪২ । ন
তৃণচ্ছেদী স্রাৎ । ৪৩ । ন দন্তৈর্নখলোমানি
চ্ছিন্দ্যাৎ । ৪৪ । দ্যুতং বর্জয়েৎ । ৪৫ । বাল-
তপসেবাঞ্চ । ৪৬ । বস্ত্রোপানহমাল্যোপবীতা-
শ্রুতধৃতানি ন ধারয়েৎ । ৪৭ । ন শূদ্রায় মতিং
দদ্যাৎ । ৪৮ । নোচ্ছিষ্টং হবিষী । ৪৯ । ন
তিলান্ । ৫০ । ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্মম্ । ৫১ ।
ন ব্রতম্ । ৫২ । ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং
শিরউদরঞ্চ কণ্ঠয়েৎ । ৫৩ । ন দধিস্থমনসী
প্রত্যাচক্ষীত । ৫৪ । নান্বনঃ স্রজমপকর্ষয়েৎ ।
৫৫ । সূপ্তং ন প্রবোধয়েৎ । ৫৬ । নোদক্যা-
মভিভাষেত । ৫৮ । ন স্নেচ্ছাস্ত্যজান্ । ৫৯ ।
অগ্নিদেবত্ৰাক্ষণসন্নিধৌ দক্ষিণম্ পাণিমুদ্র-
রেৎ । ৬০ । ন পরক্ষেত্রে চরস্তাং গামাচক্ষীত
। ৬১ । ন পিবস্তং বৎসকম্ । ৬২ । নোদ্র-
তান্ প্রহর্যয়েৎ । ৬৩ । ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ
। ৬৪ । নাধার্মিকজনাকীর্ণে । ৬৫ । ন সং-
সেদেদ্যহীনে । ৬৬ । নোপস্থষ্টে । ৬৭ । ন
চিরং পরুতে । ৬৮ । ন বৃথাচেষ্টাং কুর্যাৎ ।
৬৯ । ন নৃত্যগীতে । ৭০ । নাক্ষোটনকার্যম্
। ৭১ । নাস্ত্রীলং কীর্তয়েৎ । ৭২ । নানৃতম্ ।
৭৩ । নাপ্রিয়ম্ । ৭৪ । ন কক্ষিগ্নম্মণি
স্পৃশেৎ । ৭৫ । নাস্থানমবজানীয়াদীর্ঘমায়ু
জিজীবিষুঃ । ৭৬ । চিরং স্কন্ধোপাসনং কুর্যাৎ
। ৭৭ । ন সর্পশস্ত্রেঃ ক্রীড়েৎ । ৭৮ । অনি-
মিত্ততঃ খানি ন স্পৃশেৎ । ৭৯ । পরস্য
নগ্নং নোদ্বিজেৎ । ৮০ । শাস্যং শাসনার্থং
তাড়য়েৎ । ৮১ । তঞ্চ বেগুদলেন রজ্জ্বা বা
পৃষ্ঠে । ৮২ । দেবত্ৰাক্ষণশাস্ত্রমহায়নাং পরী-
বাদং পরিহরেৎ । ৮৩ । ধর্মবিক্রদ্ধো চার্ধ-
কামো । ৮৪ । লোকবিদ্বিষ্টঞ্চ ধর্মমপি । ৮৫ ।
পরুশ্চ শাস্তিহোমং কুর্যাৎ । ৮৬ । ন তৃণমপি
চ্ছিন্দ্যাৎ । ৮৭ । অলঙ্কৃতশ্চ তিষ্ঠেৎ । ৮৮ ।
এবমচারসেবী স্যাৎ । ৮৯ ।
ঋতিস্বত্বাদিতং সম্যকসামুচিতশ্চ নিবেদিতম্ ।
তমচারং নিবেবেত ধর্মকামো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৯০॥
আচারান্নততে চাযুরাচারাদীপ্নিতাং গতম্ ।

আচারান্ননমক্ষ্যমাচারান্নস্ত্যলক্ষণম্ ॥ ৯১
সর্বলক্ষণহীনোহপি যঃ সদাচারবান্নরঃ ।
শ্রদ্ধামোহনস্বয়ং শতং বর্ষাণি জীবতি ॥ ৯২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একসপ্ততি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

দমযমেন তিষ্ঠেৎ । ১ । দমশ্চেন্দ্রিয়াণাং
প্রকীর্তিতঃ । ২ । দান্তস্যায়ং লোকঃ পরশ্চ । ৩
নাদান্তস্য ক্রিয়া কাচিং সমুধ্যতি । ৪ ।
দমঃ পবিত্রং পরমং মঙ্গল্যং পরমং দমঃ ।
দমেন সর্বমাপ্নোতি যংকিঞ্চিন্ননসেচ্ছতি ॥ ৫
দশাঙ্গযুক্তেন রথেন যতি
মনোবশেনার্য্যপথানুবর্তিনা ।
তক্ষেদ্রথং নাপহরন্তি বাজিন
স্তথাগতং নাবজয়ন্তি শত্রবঃ ॥ ৬
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্কে
স শাস্তিমাশ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বিসপ্ততি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ শ্রাদ্ধপুস্ত্রঃ পূর্বেছাত্রাক্ষণানামস্তয়েৎ ।
১ । দ্বিতীয়েহহি গুরুপক্ষস্য পূর্বারে কৃষ্ণ-
পক্ষস্যাপরারে বিপ্রান্ স্নানাতান্ স্বাচান্তান্
যথাভূয়ো বিদ্যাক্রমেণ কুশোত্তরেষামনেষুপ-
বেশয়েৎ ২ । হো দৈবে প্রাযুক্তো জীংশ্চ পিত্রো
উদয়ুধান্ । ৩ । একৈকমুভয়ত্র বেতি । ৪ ।
আমশ্রাদ্ধেষু কাম্যেষু চ প্রথমপঞ্চকেনাগ্নিং
হত্বা । ৫ । পশুশ্রাদ্ধেষু মধ্যমপঞ্চকেন । ৬ ।
অমাবাস্যাস্তমপঞ্চকেন । ৭ । আগ্রহায়ণ্যা
উক্লং কৃষ্ণাষ্টকাস্তু চক্রমেণৈব প্রথমমধ্যমোত্তম-
পঞ্চকৈঃ । ৮ । অশ্বষ্টকাস্তু চ । ৯ । ততো-
ত্রাক্ষণান্নজাতঃ পিতৃনাবাহয়েৎ । ১০ । অপ-
যাস্তুশ্রা ইতি দ্বাভ্যাং তিলৈর্থাযুধানানাং

বিসর্জনং কৃৎ। এত পিতরঃ সর্কাং-
স্তানধ আ মে যেষতদঃ পিতরিত্যাবাহনং কৃৎ।
কুশতিলমিশ্রেণ্যগন্ধোদকেন যান্তিষ্ঠন্ত্যমৃত্য বা-
গ্গিতি যন্মেমাতৈতি চ পাদ্যং নির্কর্ত্য নিবে-
দ্যার্থং কৃৎ। নিবেদ্য চাহুসেপনং কৃৎ। কুশ-
তিলবস্ত্রপুষ্পালঙ্কারধূপদীপৈর্যথাশক্ত্যা বিপ্রান্
নমভ্যর্চ্য যতন্তুমন্নমাদায়াদিত্যারুদ্রাবসবইতি
বীক্ষ্যাগ্নৌ করবানীত্বাঙ্ক। তত্র বিটপ্রঃ কুর্শি-
ত্বাক্তে আহতিত্রয়ং দদ্যাৎ। ১১। যে মামকাঃ
পিতর এতদঃ পিতরোহয়ং যজ্ঞে ইতি চ হবি-
ব্রুমন্তঃ কৃৎ। যথোপপন্নেষু পাত্রেষু বিশেষাদ-
ন্বতময়েষ্বনং নমো বিশেষোহিত্যন্নমাদৌ
প্রাঙমুখ্যোনিবেদয়েৎ। ১২। পিত্রে পিতা-
হায় প্রপিতামহায় চ নামগোত্রাভ্যামুদঙ-
থুথেষু। ১৩। তদনংস্ব ব্রাহ্মণেষু যন্মে প্রকামা
মহোরাট্রেঘবঃ ক্রব্যাদিতি জপেৎ। ১৪।
ইতিহাসপুরাণধর্মশাস্ত্রানি চেতি। ১৫। উচ্ছিষ্ট-
দগ্নিধৌ দক্ষিণাগ্রেযু দর্ভেষু পৃথিবী দর্শি
রক্ষতেত্যেকং পিণ্ডং পিত্রে নিদধ্যাৎ। ১৬।
যন্তরীক্ষং দর্শি রক্ষতেতি দ্বিতীয়ং পিতা-
দহায়। ১৭। দৌর্দর্শি রক্ষতেতি তৃতীয়ং
প্রপিতামহায়। ১৮। যেহত্র পিতরঃ প্রোতা
ইতি বাসোদেয়ম্। ১৯। বীরানঃ পিতরো ধত্ত
ত্য়ন্নম্। ২০। অত্র পিতরো যাদয়ধ্বং যথা-
চাগমারুযায়ধ্বমিতি দর্ভমূলে করঘর্ষণম্। ২১।
ঈর্জং বহস্তীরিত্যনেন সোদকেন প্রদক্ষিণং
পিণ্ডানাং বিকরণং সেচনং কৃৎ। অর্ঘ্যাপ্পধূপা-
পনান্নাদিভক্ষ্যভোজ্যানি চ নিবেদয়েৎ। ২২
দকপাত্রং মধুযুততিলৈঃ সংযুক্তঞ্চ। ২৩।
জবংস্ব ব্রাহ্মণেষু তৃপ্তিমাগতেষু মা মেক্ষেষ্ঠে-
ন্নং সত্বনমভ্যক্ষ্যান্নবিকিরমুচ্ছিষ্টাংগতঃ কৃৎ।
গ্ণাভবন্তঃ সংপন্নমিতি পৃষ্টৌদয়ুখেজাচ-
নমাদৌ দহ। ততঃ প্রাঙ্মুখেযু দহ। ততশ্চ
মুপ্রোক্ষিতমিতি শ্রাদ্ধদেশং সংপ্রোক্ষ্য
ঈপাণিঃ সর্কং কুর্ধ্যাৎ। ২৪। ততঃ প্রাঙ্মুখা-
তোযন্মে রাম ইতি প্রদক্ষিণং কৃৎ। প্রত্যেত্য
যথাশক্তি দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চ্যাত্তিরমন্ত ভবন্ত
হ্যঙ্ক। তৈরুক্লোহভিরতাঃ স্নহিতি দেবাশ্চ
তরশ্চেত্যভিজপেৎ। ২৫। অক্ষব্যোদকঞ্চ
যগোত্রাভ্যাং দহ। বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়স্তামিতি

প্রাঙ্মুখেভ্যস্ততঃ প্রাঙ্গনিরিতং তন্মনাঃ স্রমনা
যাচেত। ২৬। দাতারো নো হভিবর্জস্ত্যবেদঃ
সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বছ
দেয়ঞ্চ নোহস্থিতি। ২৭। তথাস্থিত্তি ক্রয়ঃ। ২৮।
অন্নঞ্চ নো বহ ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচি-
তারশ্চ নঃ সন্ত মা চ যাচিস্য কঞ্চন। ২৯।
ইত্যেতাভ্যামাশিষঃ প্রতিগৃহ্। ৩০।
বাজেবাজে ইতি ততোব্রাহ্মণাংশ্চ বিসর্জয়েৎ।
পূজয়িত্বা যথান্যায়মহুত্রজ্যাভিবাধ্য চ॥ ৩১
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টকাস্ত্রদৈবগুরুংশাকমাংসাপুটৈঃ শ্রাদ্ধং
কৃৎ। যযষ্টকাস্ত্রষ্টকাবধৌ দৈবপূর্বমেব হব্য
মাত্রে পিতামহে প্রপিতামহে চ পূর্ববদ-
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাভিষ্ঠাত্যর্চ্যাহ-
ত্রজ্য বিসর্জয়েৎ। ১। ততঃ কবুঃ কুর্ধ্যাৎ
। ২। তন্মূলে প্রাঙদগমু্যপসমাধানং
কৃৎ। পিণ্ডনির্করণম্। ৩। কবুত্রয়মূলে
পুরুষাণাং কবুত্রয়মূলে জীগাম্। ৪।
পুরুষকবুত্রয়ং সান্নেনৈকিকেন পুরয়েৎ। ৫।
জীকবুত্রয়ং সান্নেন পরসা। ৬। দদ্রা মাংসেন
পরসা চ প্রত্যেকং কর্বুত্রয়ম্। ৭। পূরয়িত্বা
জপেদেতদন্তবস্ত্রোভবতীভোহিস্ত চাক্ষরম্॥ ৮॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

পিতরি জীবতি যঃ শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যাৎ স যেষাং
পিতা কুর্ধ্যাত্তেষাং কুর্ধ্যাৎ। ১। পিতরি
পিতামহে চ জীবতি যেষাং পিতামহঃ। ২।
পিতরি পিতামহে প্রপিতামহে চ জীবতি নৈব
কুর্ধ্যাৎ। ৩। যস্ত পিতা প্রেতঃ স্যৎ স পিত্রে
পিণ্ডং নিধায় প্রপিতামহাং পরং দ্বাভ্যাং
দদ্যাৎ। ৪। যস্ত পিতা পিতামহশ্চ প্রেতৌ
স্যাতাং স তাভ্যাং পিণ্ডৌ দহ। পিতামহপিতা-
মহায় দদ্যাৎ। ৫। যস্ত পিতামহঃ 'প্রেতঃ
স্যাৎ স তস্মৈ পিণ্ডং নিধায় প্রপিতামহাংপরং
দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ। ৬। যস্ত পিতা প্রপিতামহশ্চ

প্রোক্তো ভ্রাতাং স পিত্রে পিণ্ডং নিধায়
পিতামহাং পরং দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ ॥ ৭ ॥
মাতামহানামপ্যেবং শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
মদ্রোহেণ যথাশ্রাদ্ধং শেবাণাং মন্ত্রবর্জিতম্ ॥ ৮ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

অমাবান্ত্রান্ত্রিশ্রোহষ্টকান্ত্রিশ্রোহষ্টকা মাঘী
প্রোষ্টপদ্যুক্তং কৃষ্ণাভ্রয়োদশী ব্রীহিবপাকৌ
চেতি ॥ ১ ॥
এতাংস্ত্র শ্রাদ্ধকালান্ বৈনিত্যানাহ প্রজাপতিঃ ।
শ্রাদ্ধমেতেষু কুর্য্যেণোনরকং প্রতিপদ্যাতে ॥ ২ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

আদিত্যসংক্রমণম্ ॥ ১ ॥ বিষুবসয়ম্ ॥ ২ ॥
বিশেষণায়নসয়ম্ ॥ ৩ ॥ ব্যতীপাতঃ ॥ ৪ ॥
জন্মকর্ম ॥ ৫ ॥ অভ্যুদয়শ্চ ॥ ৬ ॥
এতাংস্ত্র শ্রাদ্ধকালান্ বৈ কাম্যানাহ প্রজাপতিঃ ।
শ্রাদ্ধমেতেষু যদন্তং তদানন্তায় করতে ॥ ৭ ॥
সন্ধ্যারাদ্র্যোর্ন কর্তব্যং শ্রাদ্ধং খলু বিচক্ষণৈঃ ।
তয়োরাপি চ কর্তব্যং যদি ভাদ্রাহদর্শনম্ ॥ ৮ ॥
রাহদর্শনদত্তং হি শ্রাদ্ধমাত্তজতারকম্ ।
গুণবৎ সর্বকামীয়ং পিতৃণামুপতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সততমাদিত্যোহহি শ্রাদ্ধং কুর্য্যন্নরোগ্য-
মাপ্নোতি ॥ ১ ॥ সৌভাগ্যং চাক্রে ॥ ২ ॥ সমর-
বিজয়ং কোজে ॥ ৩ ॥ সর্বান্ কামান্ বোধে ॥ ৪ ॥
বিদ্যামভীষ্টাং জৈবে ॥ ৫ ॥ ধনং শৌক্রে ॥ ৬ ॥
জীবিতং শটেনশ্চরে ॥ ৭ ॥ স্বর্গং কৃত্তিকাসু ॥ ৮ ॥
অপত্যং রোহিণীসু ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মবর্চস্তং সৌম্যে ॥ ১০ ॥
কর্মসিদ্ধিং রোদ্রে ॥ ১১ ॥ ভুবং পুনর্কসৌ ॥ ১২ ॥
পুষ্টিং পুণ্ড্যে ॥ ১৩ ॥ শ্রিয়ং সর্পে ॥ ১৪ ॥ সর্বান্
কামান্ পৈত্রো ॥ ১৫ ॥ সৌভাগ্যং ভাগ্যে ॥ ১৬ ॥
ধনমার্যমণে ॥ ১৭ ॥ জ্যোতির্প্রৈথ্যং হস্তে ॥ ১৮ ॥
রূপবতঃ স্ত্রতাং স্বাষ্ট্রে ॥ ১৯ ॥ বাণিজ্যসিদ্ধিং

স্বাত্তো ॥ ২০ ॥ কনকং বিশাখাসু ॥ ২১ ॥ মিত্রাণি
মৈত্রে ॥ ২২ ॥ রাজ্যং শাক্রে ॥ ২৩ ॥ কৃষিং
মূলে ॥ ২৪ ॥ সমুদ্রযানসিদ্ধিমাণ্যে ॥ ২৫ ॥ সর্বান্
কামান্ বৈশ্বদেবে ॥ ২৬ ॥ শ্রেষ্ঠ্যমভিজিতি ॥ ২৭ ॥
সর্বান্ কামান্ শ্রবণে ॥ ২৮ ॥ লবণং বাসবে ॥ ২৯ ॥
আরোগ্যং বারুণে ॥ ৩০ ॥ কুপ্যদ্রব্যমাজে ॥ ৩১ ॥
গৃহমাহিরয়ে ॥ ৩২ ॥ গাঃ পোষে ॥ ৩৩ ॥ তুরঙ্গ-
মাশ্বিনে ॥ ৩৪ ॥ জীবিতং যাম্যে ॥ ৩৫ ॥ গৃহং
সুরূপাঃ স্থিয়ঃ প্রতিপদি ॥ ৩৬ ॥ কণ্ঠ্যং বরদাং
দ্বিতীয়ায়াম্ ॥ ৩৭ ॥ সর্বান্ কামাংস্তৃতীয়ায়াম্ ॥ ৩৮ ॥
পশুংস্ততুর্থায়াম্ ॥ ৩৯ ॥ শ্রিয়ং (সুরূপান্ স্ত্রতান্)
পঞ্চমায়াম্ ॥ ৪০ ॥ দ্যুতবিষয়ং ষষ্ঠায়াম্ ॥ ৪১ ॥
কৃষিং সপ্তমায়াম্ ॥ ৪২ ॥ বাণিজ্যমষ্টমায়াম্ ॥ ৪৩ ॥
পশুদ্রব্যমায়াম্ ॥ ৪৪ ॥ বাজিনো দশমায়াম্ ॥ ৪৫ ॥
ব্রহ্মবর্চস্বিনে পুত্রানেকাদশায়াম্ ॥ ৪৬ ॥ আয়ু-
র্কসুরাজ্যায়ান্ (কনক রজতং) দ্বাদশায়াম্ ॥ ৪৭ ॥
সৌভাগ্যং ত্রয়োদশায়াম্ ॥ ৪৮ ॥ সর্বকামান্
পঞ্চদশায়াম্ ॥ ৪৯ ॥ শত্রুহতানাম্ শ্রাদ্ধকর্মসি-
চতুর্দশী শস্তা ॥ ৫০ ॥ অপি পিতৃগীতে গায়ে
ভবতঃ ॥ ৫১ ॥
অপি জায়েত সোহস্মাকং কুলে কশিচন্নরোত্তমঃ
প্রাবৃট্‌কালেহসিতেপক্ষেত্রয়োদশ্যাংসমাহিতঃ ।
মধুকটেন যঃ শ্রাদ্ধং পায়সেন সমাচরেৎ ।
কার্ত্তিকং সকলং মাংসং প্রাকৃচ্ছায়ে কুঞ্জরস্য চ ।
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

একোনাবীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ ন নক্তং গৃহীতেনোদকেন শ্রাদ্ধ-
কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥ কুশাভাবে কুশস্থানে কাশা-
দূর্লাভং বা দদ্যাৎ ॥ ২ ॥ বাসসোহর্থেকার্পাসোথ-
সূত্রম্ ॥ ৩ ॥ দশাং বিবর্জয়েদ্ যদ্যপ্যাহতবস্ত্রজ-
স্যৎ ॥ ৪ ॥ উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনী কণ্টকিজাতা-
রত্নানি চ পুষ্পাণি ॥ ৫ ॥ গুক্রানি স্ত্রগন্ধী-
কণ্টকিজাতান্যপি জলজানি রত্নান্যপি
দদ্যাৎ ॥ ৬ ॥ বসাং মেদঞ্চ দীপার্থে ন দদ্যাৎ ।
বৃত্তং টেলং বা দদ্যাৎ ॥ ৮ ॥ জীবজং সর্বং
পার্থে ন দদ্যাৎ ॥ ৯ ॥ মধুস্বতসংযুক্তং গুগ্গু-
লু দদ্যাৎ ॥ ১০ ॥ চন্দনকুঙ্কুমকপূরাণ্ডরূপদ্রব্য-
ন্যনুলেপনার্থে ॥ ১১ ॥ ন প্রত্যক্ষলবণং দদ্যাৎ ॥

হস্তেন চ যতযজ্ঞানাদি । ১৩ । তৈজসানি
পাত্ৰাণি দদ্যাৎ । ১৪ । বিশেষতো রাজতানি ১৫
থজাপাত্ৰাণি চ নিদধ্যাৎ । ১৬ । ষিগ্নলী-
মুকুন্দকভূত্ৰংশিগুসৰ্পপুত্ৰসাসৰ্জকম্বৰ্চলকুম্ভা-
ণ্ডালাবুৰ্ভাকুপালকোপাদকীতধূলীয়ককুম্ভ-
পিণ্ডালুকমহিষীক্ষীরাণি বৰ্জ্জয়েৎ । ১৭ । রাজ-
মাধমস্বরপৰ্য্যুষিতকৃতলবণানি চ । ১৮ । কোপং
পরিহরেৎ । ১৯ । নাশপাতয়েৎ । ২০ । ন ভূরাং
কুৰ্যাৎ । ২১ । যতাদিহানৈ তৈজসানি পাত্ৰাণি
থজাপাত্ৰাণি ফলপাত্ৰাণি চ প্রশস্তানি । ২২ ।
অত্র চ শ্লোকো ভবতি ॥ ২৩ ॥
সৌবর্ণরাজতাত্মাঞ্চ থজোনেড়ু স্বরেণ চ ।
দন্তমক্ষয়তাং যতি ফলপাত্রেণ চাপ্যথ ॥ ২৪ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে একোনাশী-
তিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

তিলৈত্রীস্থিযবৈষ্ণবৈসরস্তিমূলকৈলৈঃ শাকৈঃ
শামাকৈঃ প্রিয়ঙ্গুভিনীবটৈরমূলৈর্গোমুদৈশ্চ
মাসং জীয়েন্তে । ১ । দ্বৌ মার্সৌ মৎস্যমাংসেন
১২ । জীনাং হরিণেন । ৩ । চতুরশ্চৌরভ্রূণ । ৪ ।
পঞ্চ শাকুনেন । ৫ । ষট্ ছাগেন । ৬ । সপ্ত
বৌরবেণ । ৭ । অষ্টৌ পার্শ্বতেন । ৮ । নব
গবয়েন । ৯ । দশ মাহিষেণ । ১০ । একাদশ
কৌর্মেণ । ১১ । সপ্তসংসং গবোন্ পয়সা তদ্বি-
কারৈর্কা । ১২ । অত্র পিতৃগীতা গাথা
ভবতি ॥ ১৩ ॥

কালশাকং মহাশঙ্কং মাংসং বাজীগস্তু চ ।
বিষাণবর্জ্যা যথজ্ঞাতাংস্ত ভক্ষানহে সদা ॥ ১৪
ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮০

একাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নাগমাসনমারোপয়েৎ । ১ । ন পদা স্পৃশেৎ
১২ । নাবক্ষুতং কুৰ্যাৎ । ৩ । তিলৈঃ সৰ্ষপৈর্কা
যাতুধানান্ বিসৰ্জ্জয়েৎ । ৪ । সংবতে ন শ্রাদ্ধং
কুৰ্যাৎ । ৫ । ন রজস্বলাং পশ্বেৎ । ৬ । ন
শ্বানম্ । ৭ । ন বিড়ব্রাহ্ম । ৮ । ন গ্রাম্য

কুকুটম্ । ৯ । প্রবদ্ধাচ্ছান্ন মজস্য দর্শয়েৎ । ১০
অন্নীয়ু ব্রাহ্মণাশ্চ বাগ্যতাঃ । ১১ । ন বেষ্টিত
শিরসঃ । ১২ । ন সোপানংকাঃ । ১৩ । ন
পীঠোপহিতপাদাঃ । ১৪ । ন হীনাস্থাধিকাস্থাঃ
শ্রাদ্ধং পশ্বেয়ুঃ । ১৫ । ন শূদ্রাঃ । ১৬ । ন
পতিতাঃ । ১৭ । তৎকালং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণায়-
মতেন বা ভিক্ষুকং ভোজয়েৎ । ১৮ । হবি-
গুণান্নব্রূদিত্রা পৃষ্ঠাঃ । ১৯ ।

যাবদ্বৃষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদ্বৃষ্ণস্তিবাগ্যতাঃ ।
তাবদন্নস্তি পিতরো যাবন্নোক্তাহবিগুণাঃ ॥ ২০
সার্ববর্ণিকমন্নাদ্যং সংনীয়াগ্নাব্যবারণা ।
সমুৎসৃজেদুত্তরবত্যাংগতো বিকিরন ভূবি ॥ ২১
অসংস্কৃতপ্রবীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্ ।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদর্ভেযু বিকিরশ্চ বঃ ॥ ২২
উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিক্রান্তাশ্চৈব বা ।
দাসবর্ণস্ত তৎপিত্রে ভাগধেয়ং প্রচক্ৰতে ॥ ২৩
ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে একা-
শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

দ্বাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

দৈবে কৰ্ম্মণি ব্রাহ্মণং ন পরীক্ষেত । ১ । প্রয-
জ্যাং পিত্রে পরীক্ষেত । ২ । হীনাস্থাধিকাস্থান্
বিবৰ্জ্জয়েৎ । ৩ । বিকৰ্ম্মস্থাশ্চ । ৪ । বৈড়াল
ব্রতিকান্ । ৫ । বৃথালিঙ্গিনঃ । ৬ । নক্ষত্র-
জীবিনঃ । ৭ । দেবলকাশ্চ । ৮ । চিকিৎস-
সকান্ । ৯ । অনুতাপুত্ৰান্ । ১০ । তৎপুত্ৰান্
১১ । বহুযাজিনঃ । ১২ । গ্রামযাজিনঃ ।
১৩ । শূদ্রযাজিনঃ । ১৪ । অযাজ্যযাজিনঃ ।
১৫ । ব্রাত্যান্ । ১৬ । তদ্ব্যাজিনঃ । ১৭ ।
পৰ্শ্বকারান্ । ১৮ । স্বচকান্ । ১৯ । ভূত-
কাধ্যাপকান্ । ২০ । ভূতকাধ্যাপিতান্ । ২১ ।
শূদ্রান্নপুত্ৰান্ । ২২ । পতিতসংসর্গান্ । ২৩ ।
অনধীয়ানান্ । ২৪ । সঙ্কোপাসনভূতান্ । ২৫ ।
রাজসেবকান্ । ২৬ । নগ্নান্ । ২৭ । পিত্রা
বিবদমানান্ । ২৮ । পিতৃমাতৃগুরুগ্নিস্বাধ্যা-
য়ত্যাগিনশ্চেতি । ২৯ ।

ব্রাহ্মণাপদা হেতে কথিতাঃ পণ্ডিতদ্বন্দ্বকাঃ ।
এতান্ বিবৰ্জ্জয়েদ্বদ্বাদ্বাদ্বিকৰ্ম্মণি পণ্ডিতঃ ॥ ৩০

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশীতি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ত্ৰ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ পঙক্তিপাবনাঃ । ১। ত্ৰিণাটিকৈতঃ
১২। পঞ্চাশিঃ । ৩। জ্যেষ্ঠসামগঃ । ৪।
বেদপারগঃ । ৫। বেদাঙ্গস্যাপ্যেকস্য পারগঃ ।
৬। পুরাণেতিহাসব্যাকরণপারগঃ । ৭। ধর্ম-
শাস্ত্রস্যাপ্যেকস্য পারগঃ । ৮। তীর্থপূতঃ । ৯।
যজ্ঞপূতঃ । ১০। তপঃপূতঃ । ১১। সত্য-
পূতঃ । ১২। মন্ত্রপূতঃ । ১৩। গায়ত্রীজপ-
নিরতঃ । ১৪। ব্রহ্মদেয়াহ্নসন্তানঃ । ১৫। ত্রিস্ত-
পণঃ । ১৬। জামাতা । ১৭। দৌহিত্র-
শ্চেতি পাত্রম্ । ১৮। বিশেষণ চ যোগিনঃ
। ১৯। অত্র পিতৃগীতা গাথা ভবতি । ২০।
অপি সম্যাক্কুলেহ্মাকং ভোজয়েদ্বস্ত্বযোগিনম্ ।
বিপ্রং শ্রাদ্ধে প্রযত্নেন যেন তৃপ্যামহে বরম্ ॥২১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্ৰ্যশীতিতি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ন স্নেহবিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যৎ । ১। ন
গচ্ছেন্স্নেহবিষয়ম্ । ২।
পরমিতানেষণঃ পিতৃ তৎসাম্যমুপগচ্ছতীতি ॥ ৩
চাতুর্য্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ।
স স্নেহদেশো বিজ্ঞেয় আৰ্য্যার্থন্ততঃ পরঃ ॥ ৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুরশীতি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ পুঙ্করেশক্ষর্য শ্রাদ্ধম্ । ১। জপ্যহোম-
তপাংসি চ । ২। পুঙ্করে জ্ঞানমাত্রতঃ সর্ব-
পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি । ৩। এবমেব গয়া-
দীর্ঘে । ৪। অক্ষয়বটে । ৫। অমরকটক
পর্বতে । ৬। বরাহপর্বতে । ৭। যত্র কচন
নরশ্চদাতীরে । ৮। যমুনাতীরে । ৯। গঙ্গায়াং
বিশেষতঃ । ১০। কুশাবর্ষ্ঠে । ১১। বিন্দুকে
। ১২। নীলপর্বতে । ১৩। কনকলে । ১৪।
কুজাত্রে । ১৫। ভৃগুতৃঙ্গে । ১৬। কেদারে । ১৭।
মহালয়ে । ১৮। নড়িকায়াম্ । ১৯। স্নগ-
কায়াম্ । ২০। শাকভূম্যাম্ । ২১। কল্লতীর্থে । ২২।

মহাগঙ্গায়াম্ । ২৩। ত্রিহলিকাগ্রামে । ২৪।
কুমারধারায়াম্ । ২৫। প্রভাসে । ২৬। যত্র
কচন সরস্বত্যাং বিশেষতঃ । ২৭।

গঙ্গাহ্রদে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ।

সততং নৈমিষারণ্যে বারাণস্যাম্ বিশেষতঃ ॥২৮

অগস্ত্যাশ্রমে । ২৯। কণাশ্রমে । ৩০।

কৌশিক্যাং । ৩১। সরযুতীরে । ৩২। শোণস্ত

জ্যোতিষাশ্রম সঙ্গমে । ৩৩। ত্রীপর্বতে । ৩৪।

কালোদকে । ৩৫। উত্তরমানসে । ৩৬। বড়-

বায়াং । ৩৭। মতঙ্গবাধ্যাম্ । ৩৮। সপ্তার্ধে ।

৩৯। বিষ্ণুপদে । ৪০। স্বর্গমার্গপদে । ৪১।

গোদাবর্য্যাম্ । ৪২। গোমত্যাং । ৪৩। বেত্র-

বত্যাং । ৪৪। বিপাশায়াম্ । ৪৫। বিতস্তায়াম্

। ৪৬। শতক্রুতীরে । ৪৭। চন্দ্রভাগায়াম্ ।

৪৮। ঈরাবত্যাং । ৪৯। সিদ্ধোত্তীরে । ৫০।

দক্ষিণে পঞ্চনদে । ৫১। ঔসজে । ৫২। এব-

মাদিষথাজ্জেবু তীর্থেবু । ৫৩। সরিষরাহ্ন । ৫৪।

সর্কেষপি স্বভাবেবু । ৫৫। পুলিনেবু । ৫৬।

প্রস্তবণেবু । ৫৭। পর্বতে । ৫৮। নিকুঞ্জেষু

। ৫৯। বনেবু । ৬০। উপবনেবু । ৬১। গোময়ো-

পলিণ্ডেষু । ৬২। মনোজেষু । ৬৩। অত্র চ

পিতৃগীতা গাথা ভবতি ॥ ৬৪

কুলেহ্মাকংসজন্তঃসাদ্যোনোদদ্যাঞ্জলাঞ্জলীন্ ।

নদীষু বহতোয়াহ্ন শীতলাহ্ন বিশেষতঃ ॥ ৬৫

অপি জায়েত দোহ্মাকং কুলে কশ্চিন্নরোত্তমঃ ।

গয়াশীর্ষেবটে শ্রাদ্ধং যো নঃ কুর্য্যৎসমাহিতঃ ॥৬৬

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ ।

যজেত বাষ্মেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৬৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চাশীতি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ বৃষোৎসর্গঃ । ১। কাঙ্কিক্যামাষ্মজ্যাং
বা । ২। তত্রাদাবেববৃষভং পরীক্ষেত । ৩।
জীবহংসার্যাঃ পয়স্বিন্যাঃ পুত্রম্ । ৪। সর্ব-
লক্ষণোপেতম্ । ৫। নীলম্ । ৬। লোহিতং
বা মুখপুচ্ছপাদশৃঙ্গগুরুম্ । ৭। যুথস্যাচ্ছাদকম্
। ৮। ততো গবাং মধ্যে স্তসমিক্রময়িং পরি-
। ৯। তীর্থ্য পৌঞ্চচরুং পয়সা শ্রপয়িত্বা পূষা গা

অথেষু ন ইহ রতিরিত চ হুতা বৃষময়স্কার-
স্বক্ৰয়েৎ । ৯ । একস্মিন্ পার্শ্বে চক্রেণাপরস্মিন্
পার্শ্বে শূলেন । ১০ । অক্লিতঞ্চ হিরণ্যবর্ণা ইতি
চতস্ৰভিঃ শল্লোদেবীরিত চ স্নাপয়েৎ । ১১ ।
স্নাতমলঙ্কৃতং স্নাতালঙ্কৃত্যভিঃচতস্ৰভিঃসত-
রীভিঃ সার্কিমানীয় রুদ্রান্ পুরুষহস্তং কুশ্মা-
ণ্ডীশ্চ জপেৎ । ১২ । পিতা বৎসেতিবৃষভস্ত
দক্ষিণে কর্ণে পঠেৎ । ১৩ । ইমঞ্চ । ১৪ ।

বৃষোহি ভগবান্ ধর্মশ্চতুস্পাদঃ প্রকীর্তিতঃ ।
বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মে রক্ষতু সর্বতঃ ॥

এনং যুবানং পতিং বো দদাম্য-

নেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ ।

মা হাস্যহিপ্রজয়া মাতনুভি-

শ্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ ॥

বৃষং বৎসতরীযুক্তমৈশান্যাং কারয়েদিশি ।
হোতুর্কল্পয়গং দদ্যাৎ স্ববর্ণং কাংস্যমেব চ ॥ ১৭
অয়স্কারস্য দাতব্যং বেতনং মনসেপ্সিতম্ ।
ভোজনং বহুসপিঞ্চং ব্রাহ্মণাং চাভ্য ভোজয়েৎ ॥ ১৮
উৎসৃষ্টো বৃষভো যস্মিন্ পিবত্যথ জলাশয়ে ।
জলাশয়ং তৎসকলং পিতৃস্তস্যোপপতিষ্ঠতি ॥ ১৯
শৃঙ্গেগোল্লিখতে ভূমিং যত্র কূচন দর্পিতঃ ।
পিতৃণামন্নপানং তৎ প্রভূতমুপপতিষ্ঠতি ॥ ২০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাং কৃষ্ণমৃগাজিনং
স্ববর্ণশৃঙ্গং রোপ্যথুরং মোক্তিকসাসূলভূষিতং
কৃতা আবিকে বস্ত্রে চ প্রসারয়েৎ । ১ । তত-
স্তিলৈঃ প্রচ্ছাদিয়েৎ । ২ । স্ববর্ণনাভিঞ্চ কুর্যাৎ । ৩ ।
অহতেন বাসোবৃগেন প্রচ্ছাদিয়েৎ । ৪ । সর্ব-
গন্ধরত্নৈশ্চালঙ্কৃতং কুর্যাৎ । ৫ । চতস্ৰষু দিক্শু
চত্বারি তৈজসপাত্রাণি ক্ষীরদধিমধুযতপূর্ণানি
নিধারাহিতাশয়ে ব্রাহ্মণায়ালঙ্কৃতায় বাসো-
বৃগেন প্রচ্ছাদিতায় দদ্যাৎ । ৬ । যত্র চ গাথা
ভবন্তি । ৭ ।

যন্ত কৃষ্ণাজিনং দদ্যাৎ সখুরং শৃঙ্গসংযুতম্ ।

তিলৈঃ প্রচ্ছাদ্য বাসোভিঃ সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৮

সসমুদ্রগুহা তেন সশৈলবনকাননা ।

চতুরস্তা ভবেদন্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯

কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃতা হিরণ্যং মধুসর্পিষী ।
দদাতি যন্ত বিপ্রায় সর্বং তরতি দুষ্কৃতম্ ॥ ১০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ প্রহ্ময়মানা গোঃ পৃথিবী ভবতী । ১ ।

তামলঙ্কৃতাং ব্রাহ্মণায় দত্তা পৃথিবীদানফল-
মাপ্নোতি । ২ । অত্র চ গাথা ভবতি । ৩ ।

স বৎসারোমতুল্যানি যুগাহ্যভয়তোমুখীম্ ।

দত্তা স্বর্গমবাশ্রোতি শ্রদ্ধদানঃ সমাহিতঃ ॥ ৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ৮৮

একোনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

মাসঃ কার্তিকোহয়িদৈবতঃ । ১ । অগ্নিচ্চ
সর্বদেবানাং মুখম্ । ২ । তস্মাত্তু কার্তিকং
মাসং বহিঃস্রায়ী গায়ত্রীজপনিরতঃ সর্বদেব
হবিষাশী সষৎসরকৃতাং পাপাং পূতো
ভবতি । ৩ ।

কার্তিকং সকলং মাসং নিত্যস্রায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

জপন্ হবিষ্যভূগদাতা সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একোন-

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

মার্গশীর্ষগুরুপঞ্চদশ্যাং মৃগশিরঃসংযুক্তায়াং
চূর্ণিতলবণস্ত স্ববর্ণনাভিং প্রহ্মমেকং চচ্ছোদয়ে
ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ । ১ । অনেন কর্মণা
রূপসৌভাগ্যবানভিজায়তে । ২ । পৌষী চেৎ
পুষ্যযুক্তা স্নাত্তস্যং গৌরসর্ষপকঙ্কোদধিত-
শরীরো গব্যয়তপূর্ণকুন্তেনাভিষিক্তঃ সর্কৌষ-
ধিভিঃ সর্বগন্ধৈঃ সর্ববীজৈশ্চ স্নাতো যতেন
ভগবন্তং বাহুদেবং স্নাপয়িত্বা গন্ধপুষ্পধূপদীপ-
নৈবেদ্যাদিভিচ্ছাভ্যর্চ্য বৈষ্ণবৈঃ শাক্রের্কোহ-
প্পতৈশ্চ মন্ত্রৈঃ পাবকে হুতা সম্ভবর্গেন
যতেন ব্রাহ্মণান্ স্তুতি বাচয়েৎ । ৩ । বাসো-
যুগং কত্রৈ দদ্যাৎ । ৭ । অনেন কর্মণা
পুষ্যতে । ৫ । মায়ী মবায়ুতা চেত্তস্যং তিলৈঃ

শ্রাদ্ধং কৃৎস্না পূতো ভবতি । ৩ । ফাল্গুনী ফল্গু-
নীযুতা চেৎস্যাতস্য্যাং ব্রাহ্মণ্য স্তস্যংস্কৃতং
স্বাতীর্ণ্য শয়নং নিদেয় ভার্য্যাং মনোজ্ঞাং
রূপবতীং জবিণবতীঞ্চাপ্রোতি । ৭ । নার্য্যপি
ভর্তারম্ । ৮ । চৈত্রী চিত্রায়ুতা চেৎ স্যাভস্য্যাং
চিত্রবস্ত্র প্রদানেন সৌভাগ্যমাপ্রোতি । ৯ । বৈশাখী
বিশাখায়ুতা চেতস্য্যাং ব্রাহ্মণসপ্তকং ক্ষৌদ্র-
যুক্তৈস্তিলৈঃ সন্তপ্য ধর্ম্মরাজানং প্রীণয়িত্বা
পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি । ১০ । জ্যৈষ্ঠী জ্যেষ্ঠা-
যুতা চেতস্য্যাং ছত্রোপানহপ্রদানেন গবাধি-
পত্যং প্রাপ্রোতি । ১১ । আষাঢ়া মাঘাঢ়া-
যুক্তায়ামন্নপানদানেন তদেবাক্ষ্যমাপ্রোতি । ১২
শ্রাবণ্যং শ্রবণযুক্তায়াম্ জলধেনুং সান্নাং বাসো-
ঘৃগাচ্ছাদিতাং দত্ত্বা স্বর্গমাপ্রোতি । ১৩ । শ্রৌষ্ঠ-
পদায়ুক্তায়াম্ গোদানেন সর্বপাপবিনিমুক্তো-
ভবতি । ১৪ । আশ্বযুজ্যামশ্বিনীগতে চন্দ্রয়সি
য়তপূর্ণং ভাজনং স্রবণযুতং বিপ্রায় দত্ত্বা
দীপায়ির্ভবতি । ১৫ । কার্ত্তিকী কৃত্তিকাযুতা
চেতস্য্যাং সিতযুক্তাণমগ্নবর্ণং বা শশাক্কৌদুয়ে
সর্বশস্যরত্নগন্ধোপেতং দীপমধ্যে ব্রাহ্মণ্য দত্ত্বা
কান্তারভয়ং নশ্ততি । ১৬ । বৈশাখ শুক্লতৃতীয়ায়া-
মুপোষিতোহক্ষতৈর্কাষ্মদেবমভ্যর্চ্য তানেব হত্বা
দত্ত্বা চ সর্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি । ১৭ । যচ্চ
তস্মিন্হনি প্রযচ্ছতি তদক্ষ্যমাপ্রোতি । ১৮ । পৌ-
ষ্যাং সমতীতীয়াং কৃষ্ণপক্ষদ্বাদশ্যাং সোপবাস-
স্তিলৈঃ স্নাত্তিলৈদকং দত্ত্বা তিলৈর্কাষ্মদেব-
মভ্যর্চ্য তানেব হত্বা ভুক্ত্বা চ পাপেভ্যঃ পূতো
ভবতি । ১৯ । মাঘ্যাং সমতীতীয়াং কৃষ্ণদ্বাদশ্যাং
সোপবাসঃ শ্রবণং প্রাপ্য বাস্তুদেবাগ্রতোমহা-
বর্তিষ্ময়েন দীপদ্বয়ং দদ্যাৎ । ২০ । দক্ষিণপার্শ্বে
মহারজনরঞ্জন সমগ্ৰেণ বাসসা যততুলা মষ্টা-
ধিকং দত্ত্বা । ২১ । বামপার্শ্বে তিলতৈলতুলাং
সাপ্তিং দত্ত্বা শ্বেতেন সমগ্ৰেণ বাসসা । ২২ ।
এতৎকৃত্বা কৃতকৃত্যো যস্মিন্ রাষ্ট্রেহভিজায়তে
যস্মিন্ দেশে যস্মিন্ কুলে স তত্রোজ্জলো
ভবতি । ২৩ । অশ্বিনং সকলং মাসং ব্রাহ্মণেভ্যঃ
প্রত্যহং ঘৃতং প্রদদ্যাৎ যস্মিনৌ প্রীণয়িত্বা রূপ
ভাগ্ভবতি । ২৪ । তস্মিন্বেব মাসি প্রত্যহং
গোরসৈব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা রাজ্যভাগ্ভবতি
। ২৫ । প্রতিমাসং রেবতীযুতে চন্দ্রমসি

মধুযুতযুতং রেবতীপ্রীত্যে পরমানং ব্রাহ্মণান্
ভোজয়িত্বা রেবতীং প্রীণয়িত্বা রূপভাগ্ভবতি ।
। ২৬ । মাঘে মাসেহগ্নিং প্রত্যহং তিলৈর্হত্বা
সযুতং কুল্লাষং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দীপায়ি-
র্ভবতি । ২৭ । সর্বাসং চতুর্দশাং নদীজলে স্নাত্বা
ধর্ম্মরাজানং পূজয়িত্বা সর্বপাপেভ্যঃ পূতো
ভবতি । ২৮ ।

যদীচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্রস্বর্ঘ্যগ্রহোপগান্ ।
প্রাতঃস্নাত্বাভবেন্নিত্যং দ্বৌমাসৌমাঘফাল্গুনৌ ॥ ২৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯০

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ কৃপকর্ত্ত্বন্তং প্রবৃত্তে পানীয়ে হুক্তত-
ত্শ্রাদ্ধং বিনশ্ততি । ১ । তড়াগকুপ্তিত্যতুপ্তো
বারুণং লোকমশ্রুতে । ২ । জলপ্রদঃ সদা তুপ্তো
ভবতি । ৩ । বৃক্ষারোপয়িতুং বৃক্ষাঃ পরলোকে
পুত্রা ভবন্তি । ৪ । বৃক্ষপ্রদো বৃক্ষপ্রস্থনৈর্দেবান্
প্রীণয়ন্তি । ৫ । ফলৈশ্চাত্তিথীন । ৬ । ছায়য়া
চাভ্যাগতান্ । ৭ । দেবে বর্ষভূদকেন পিতৃন
। ৮ । সেতুং স্বর্গমাপ্রোতি । ৯ । দেবায়ত-
নকারুণ্যং দেবায়তনং করোতি তসৈব লোক-
মাপ্রোতি । ১০ । সুধাসিক্তং কৃৎস্না যশসা
বিরাজতে । ১১ । বিবিভং কৃৎস্না গন্ধর্ব্ব-
লোকমাপ্রোতি । ১২ । পুষ্পপ্রদানেন ত্রীমান্
ভবতি । ১৩ । অনুলেপনপ্রদানেন কীর্ত্তিমান্
ভবতি । ১৪ । দীপপ্রদানেন চক্ষুমান্ সর্ব-
ত্রোজ্জলশ্চ । ১৫ । অন্নপ্রদানেন বলবান্ । ১৬
(ধূপপ্রদানেনোদ্ধং গচ্ছতি ।) দেবনিম্মালাপন-
য়নাদগোপ্রদানফলমাপ্রোতি । ১৭ । দেবায়ত-
নমার্জনাভূতপূজাপনাদ ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টমার্জনাং
পাদাদিশোচাদকল্যপরিচরণাচ্চ । ১৮ ।
কুপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ ।
পুনঃসংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্ ॥ ১৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একনবতি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সৰ্গদানাদিকমভয়প্রদানম্ । ১ । তৎপ্রদা-
নেনাভীপ্সিতং লোকমাপ্নোতি । ২ । ভূমি-
প্রদানেন চ । ৩ । গোচক্ষ্মমাত্রামপি ভূবৎ
প্রদায় সৰ্গপাপেভ্যঃ পুতৌ ভবতি । ৪ ।
গোপ্রদানেন স্বৰ্গলোকমাপ্নোতি । ৫ । দশ-
ধেহুপ্রদো গোলোকান্ । ৬ । শতধেহুপ্রদো
ব্রহ্মলোকান্ । ৭ । স্তবর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং
মুক্তালাঙ্গুলাং কাংস্যোপদোহাং বজ্রোত্তরীয়াং
দহা ধেহুরোমসংখ্যানি বর্ষণি স্বৰ্গলোক-
মাপ্নোতি । ৮ । বিশেষতঃ কপিলাম্ । ৯ ।
দাস্তং ধুরন্ধরং দহা দশধেহুপ্রদো ভবতি । ১০ ।
অশ্বদঃ সূর্য্যালোকমাপ্নোতি । ১১ । বাসো-
দশজ্ঞসালোক্যম্ । ১২ । স্তবর্ণদানেনাগ্রিসালো-
ক্যম্ । ১৩ । রূপ্যপ্রদানেন রূপম্ । ১৪ ।
তৈজসানাং পাত্ৰাণাং প্রদানেন পাত্ৰং তবৎ
সৰ্গকামানাম্ । ১৫ । স্তমধুতৈলপ্রদানেনারো-
গ্যম্ । ১৬ । ঔষধপ্রদানেন চ । ১৭ । লবণপ্রদানেন চ
লাবণ্যম্ । ১৮ । ধান্যপ্রদানেন তৃপ্তিম্ । ১৯ ।
শস্যপ্রদানেন চ । ২০ । অন্নদঃ সৰ্গম্ । ২১ ।
ধাতুপ্রদানেন সৌভাগ্যম্ । ২২ । অকীৰ্ত্তিতা-
নামন্তেষাং দানাং স্বৰ্গমবাপ্নুয়াদিতি । তিল-
প্রদঃ প্রজামিষ্টাম্ । ২৩ । ইক্ষুপ্রদানেন
দীপ্তাগ্নিৰ্ভবতি । ২৪ । সংগ্রামে চ সৰ্গজয়-
মাপ্নোতি । ২৫ । আসনপ্রদানেন স্থানম্ । ২৬ ।
শয্যাপ্রদানেন ভাৰ্য্যাম্ । ২৭ । উপানং প্রদা-
নেনাশ্বতরীযুক্তং রথম্ । ২৮ । ছত্ৰপ্রদানেন স্বৰ্গম্
। ২৯ । তালবৃন্তচামরপ্রদানেনাশ্বহুখিত্বম্ । ৩০ ।
বাস্ত্রপ্রদানেন নগরাধিপত্যম্ । ৩১ ।
যদ্বদিত্তমং লোকে যচ্ছান্তি দয়িতং গৃহে ।
তত্তদগুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৩২

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে দিনবতি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

ত্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অব্রাহ্মণে দত্তং তত্ত্বমমেব পারলৌকিকম্
। ১ । দ্বিগুণং ব্রাহ্মণক্ৰবে । ২ । সহস্রগুণং
প্রাধীতে । ৩ । অনন্তং বেদপারগে । ৪ ।

পুরোহিতস্বায়ম্ এব পাত্ৰম্ । ৫ । স্বস্যা হুহিতা
জামাতরশ্চ পাত্ৰম্ । ৬ ।

ন বার্গপি প্রযচ্ছত বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজৈঃ ।
ন বকব্রতিকে পাপে নাবেদবিদি ধৰ্ম্মবিৎ ॥ ৭
ধৰ্ম্মধ্বজী সদালুঙ্কশ্ছাদিকো লোকদান্তিকঃ ।
বৈড়ালব্রতিকোজ্ঞেয়োহিংস্রঃ সূৰ্য্যভিসন্ধিকঃ ॥ ৮
অধোদৃষ্টির্নৈরুতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতপরোদ্বিজঃ ॥ ৯
যে বকব্রতিনো লোকে যে চ মার্জারলিঙ্গিনঃ ।
তে পতত্যক্রতামিষ্মে তেন পাপেন কর্ণগা ॥ ১০
ন ধৰ্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃচ্ছা ব্রতং চরেৎ ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুৰ্ব্বন জীশূদ্রদণ্ডনম্ ॥ ১১
প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গৃহতেব্রহ্মবাদিভিঃ ।
ছদ্মনাচরিতং যচ্চ তদৈব রক্ষাংসি গচ্ছতি ॥ ১২
অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষণে যো বৃত্তিমুপজীবতি ।
স লিঙ্গিনাংহরত্যেনস্তিৰ্য্যগৃণোনো প্রজায়তে ১৩
ন দানং যশসে দদ্যাদ্ভয়ান্নোপকারিণে ।
ন নৃত্যগীতশীলেভ্যো ধৰ্ম্মার্থমিতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৪

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে ত্বিনবতি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

গৃহী বলীপলিতদর্শনে বনাশ্রয়ো ভবেৎ । ১ ।
অপত্যস্য চাপত্যদর্শনে বা । ২ । পুত্রেষু
ভাৰ্য্যাং নিক্ষিপ্য তয়াহুগম্যমানো বা । ৩ ।
তত্রাপ্যগ্নীহুপচরেৎ । ৪ । অফালকৃষ্টেন পঞ্চ-
যজ্ঞান্নহাপয়েৎ । ৫ । স্বাধ্যায়ং চ ন জহাৎ ।
৬ । ব্রহ্মচর্য্যং পালয়েৎ । ৭ । চৰ্ম্মচীরবাসাঃ
স্যাৎ । ৮ । জটাম্ব্রশ্রলোমনখাংশ্চ বিভূয়াৎ ।
দ্বিষবগম্যায়ী স্যাৎ । ১০ । কপোতবৃত্তিদ্ভাস-
নিচয়ঃ সশ্বৎসরনিচয়ো বা । ১১ । সশ্বৎসর-
নিচয়ী পূৰ্ব্বনিচিতমাশ্বযুজ্যাং জহাৎ । ১২ ।
গ্রামাদাহত্যা বান্ধীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্ ।
পুটেনৈব পলাশেন পাণিনি শকলেন বা ॥ ১৩

ইতি বৈষ্ণবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে চতুর্নবতি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

বানপ্রস্থস্তপসা শরীরং শোষণেৎ ১। গ্রীষ্মে
পঞ্চতপাঃ স্যাৎ ২। আকাশশায়ী প্রাবৃষি ।
৩। অর্জবাসা হেমস্তে ৪। নক্তাশী স্যাৎ ৫।
একাস্তরদ্ব্যস্তরত্র্যস্তরশী বা স্যাৎ ৬।
পুষ্পাশী ৭। ফলাশী ৮। শাকাশী ৯।
পর্ণাশী ১০। মূলাশী ১১। যবাঃ পক্ষা-
স্তয়োৰ্ষা সৰুদগ্নীয়াৎ ১২। চান্দ্রায়ণৈর্কো
বর্ধেত ১৩। অশ্বকুটুঃ ১৪। দন্তোলুখ-
লিকোবা ১৫

তপোমূলমিদং সর্বং দৈবমাহুযজ্ঞং জগৎ ।
তপোমধ্যং তপোহিস্তঞ্চতপসা চ তথা ধৃতম্ ১৬
যদুশ্চরং যদুদ্রাপং যদুদ্রং যচ্চ হৃদ্রম্ ।
সর্বং তত্তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চনবতি-
তমোহধ্যায়ঃ ৥ ৯৫ ৥

ষষ্ঠনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথ ত্রিষাশ্রমেযু পঞ্চকষায়ঃ প্রোজাপত্য
মিষ্টিং কৃত্বা সর্বং বেদং দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রব্রজ্যা-
শ্রমী স্যাৎ ১। আয়ন্যগ্রীমারোপ্য ভিক্ষার্থং
গ্রামমিয়াৎ ২। সপ্তাগারিকং ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ ৩
অলাভে ন ব্যথেত ৪। ন ভিক্ষুকং ভিক্ষেত ৫।
ভুক্তবতি জনেহতীতে পাত্রসম্পাতে ভৈক্ষ্যমা-
দদ্যাৎ ৬। মৃগয়ে দারুপাত্রহলাবুপাত্র
বা ৭। তেবাঞ্চ তস্যান্তিঃ শুদ্ধিঃ স্যাৎ ৮।
অভিপূজিতলাভাহুর্জিহেত ৯। শৃগ্মাগারনিকে-
তনঃ শ্রাৎ ১০। বৃক্ষমূলনিকেতনো বা ১১।
ন গ্রামে দ্বিতীয়াং রাত্রিমাংসেৎ ১২। কোপী-
নাচ্ছাদনমাত্রমেব বসনমাদদ্যাৎ ১৩। দৃষ্টি-
পূতং শ্রুসৎ পাদম্ ১৪। বস্ত্রপূতং জলমা-
দদ্যাৎ ১৫। সত্যপূতং বেদেৎ ১৬। মনঃ-
পূতং সমাচরেৎ ১৭। মরণং নাভিকাম-
য়েৎ জীবিতঞ্চ ১৮। অতিবাৎসর্যতিক্ষেত ১৯
ন কঞ্চনাবমন্তেত ২০। নিরাশীঃ শ্রাৎ ২১।
নির্মম্কারঃ ২২।
বাত্তৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং তয়োঃপি চ চিন্তয়েৎ ২৩

প্রোজ্যামধারণাধ্যাননিত্যঃ শ্রাৎ ২৪।
সংসারত্যানিত্যতাং পশ্যেৎ ২৫। শরীরস্তা-
শুচিভাবম্ ২৬। জরয়া রূপবিপর্যায়ম্ ২৭।
শরীরমামসাগন্ধকব্যাদিভিষ্টোপতাপম্ ২৮।
সহজৈশ্চ ২৯। নিত্যাক্রকারে গর্ভে বসতিম্ ৩০।
মূত্রপূরীষমধ্যে চ ৩১। তত্র চ শীতোষ্ণদুঃখানু-
ভবনম্ ৩২। জন্মসময়ে যোনিস্কটনির্গম্য-
হাহুঃখানুভবনম্ ৩৩। বাল্যে মোহং গুরুপর-
বশ্রুতাম্ ৩৪। অধ্যয়নাদনেকক্লেশম্ ৩৫।
যৌবনে চ বিষয়প্রাপ্তবমাগেণ তদবাপ্তৌ
বিষয়সেবনান্নরকে পতনম্ ৩৬। অপ্ৰিয়ৈ-
র্কসতিং প্রিয়ৈশ্চ বিপ্রযোগম্ ৩৭। নরকেষু
চ হুমহদুঃখম্ ৩৮। সংসারসংসৃতৌ তিষ্ঠা-
গ্যোনিসু চ ৩৯। এবমস্মিন সততপাপিনি
সংসারে ন কিকিৎসুখম্ ৪০। যদপিকিঞ্চিদুঃখা-
পেক্ষয়া সুখসংজ্ঞং তদপ্যনিত্যম্ ৪১। তৎসে-
বাশক্তাবলভনে বা মহদুঃখম্ ৪২। শরীরং
চেদং সপ্তধাতুকং পশ্যেৎ ৪৩। বসারুধির-
সাংসাহ্মিমেদোমজ্জাশুক্কাশ্রুকম্ ৪৪। চন্দ্রা-
বনজম্ ৪৫। হৃগন্ধি চ ৪৬। মলায়তনম্ ৪৭।
সুখশতৈরপি বৃত্তং বিকারি ৪৮। প্রযত্না-
দ্ধৃতমপি বিনাশি ৪৯। কামকোষলোভ-
মোহমদমাৎসর্যস্থানম্ ৫০। পৃথিব্যাশ্বেজো-
বাযুকাশ্মকম্ ৫১। অস্থিশিরাধমন্নায়ু-
যুতম্ ৫২। রজস্বলম্ ৫৩। ষট্ ষটম্ ৫৪।
অস্থঃ ত্রিভিঃ শতৈঃ ষষ্ঠ্যধিকৈর্দার্যমাণম্ ৫৫।
তেষাং বিভাগঃ ৫৬। হৃন্মৈঃ সহ চতুষষ্টি-
র্দিশনাঃ ৫৭। বিংশতিনিধাঃ ৫৮। পাবি-
পাদশলাকাশ্চ ৫৯। ষষ্টিরঙ্গুলীনাং পর্বাণি ৬০।
দ্বৈ পাঞ্চ্যোঃ ৬১। চতুষ্টয়ং গুলকেষু ৬২।
চত্বারিঃ স্তোত্রোঃ ৬৩। চত্বারি জঙ্ঘয়োঃ ৬৪।
দ্বৈ দ্বৈ জাহ্নুকপোলয়োঃ ৬৫। দ্বৈ দ্বৈ অক্ষ-
তালুযকশ্রোণিকলকেষু ৬৬। ভগাস্থ্যকম্ ৬৮।
পৃষ্ঠাঙ্গি পঞ্চচত্বারিংশভাগম্ ৬৯। পঞ্চদশা-
ঙ্গীনি গ্রীবা ৭০। জত্রেকম্ ৭১। তথা
হনুঃ ৭২। তন্মূলে চ দ্বৈ ৭৩। দ্বৈ ললাটা-
ক্ষিগণ্ডে ৭৪। নাসা দ্ব্যনাষ্টিকা ৭৫।
অর্কুদৈঃ স্থালকৈশ্চ সার্কিং দ্বাসপুতিঃ
পার্শ্বকাঃ ৭৬। উরঃ সপ্তদশ ৭৭। দ্বৌ
শঙ্ককৌ ৭৮। চত্বারি কপালানি শির-

সশ্চেতি । ৭৯। শরীরেহযিহ্ন সপ্তশিরাশতানি । ৮০।
নব স্নায়ুশতানি । ৮১। ধমনীশতে ঘে । ৮২।
পঞ্চপেশীশতানি । ৮৩। ক্ষুদ্রধমনীনামেকো-
নত্রিংশলক্ষাণি নবশতানি ষট্ শৃঙ্গাশঙ্কমস্তাঃ । ৮৪।
লক্ষত্রয়ং শৃঙ্গকেশকূপানাম্ । ৮৫। সপ্তোত্তরং
মর্শশতম্ । ৮৬। সন্ধিস্ত্রে ঘে । ৮৭। চতুঃ-
পঞ্চাশদ্রোমকোটয়ঃ সপ্তষষ্টিশ লক্ষাণি । ৮৮।
নাভিরোজোগুদংগুত্রং শোণিতং শঙ্খকো মুদ্রা
কঠোহুদয়ক্ষেতি প্রাণায়তনানি । ৮৯। বাহ-
দরং জজ্বাদয়ং মধ্যং শীর্ষমিতি ষড়ঙ্গানি । ৯০।
বসা বপা অবহননং নাভিঃ ক্রোমা যকুং
প্লীহা ক্ষুদ্রায়ং বৃক্কো বন্তিঃ পুরীষা-
ধানমামাশয়োহুদয়ং স্থলায়ং গুদমুদরং গুদ-
কোষ্ঠম্ । ৯১। কনীনিকে অক্ষিৰুটে শঙ্কুলী
কর্ণো কণ্ঠপত্রকো গণ্ডো ক্রবো শঙ্খকো
দন্তবেষ্টাবোষ্ঠৌ ককুন্দরে বঙ্কর্ণো বৃষণো বৃক্কো
শ্লেষ্মজজ্বাতকো স্তনৌ উপজিহ্বা ফিচৌ বাহু
জভে উরু পিণ্ডিকে তালুদরং বন্তিশীৰ্ষৌ চিবুং
গলগুণ্ডিকে অবটুক্ষেত্যস্মিন্ শরীরকে স্থা-
নানি । ৯২। শব্দস্পর্শরূপগন্ধাচ্চ বিষয়াঃ ৯৩
নাসিকালোচনদ্বয়জিহ্বাশ্রোত্রমিতি বুদ্ধী-
জিহ্মাণি । ৯৪। হস্তৌ পাদৌ পায়ুপঙ্খং জিহ্মেতি
কর্ণেজিহ্মাণি । ৯৫। মনোবুদ্ধিরাস্মা চাব্যক্ত-
মিতীজিয়াতীতাঃ । ৯৬।
ইদং শরীরং বহ্নধে ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্যোবেত্তিতংপ্রাঃক্ষেত্রজমিতিতদ্বিদঃ ৯৮
ক্ষেত্রজমেব মাং বিদ্ধি সবক্ষেত্রেষু ভাবিনি ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিজ্ঞানং জ্ঞেয়ংনিত্যংমুমুকুণা ৯৮
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে বহ্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

উরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে করে করমি-
তরং ন্যস্য তালুস্থচলজিহ্বোদন্তৈর্দন্তানসংস্প-
শন্ স্বনাসিকাগ্রং পশ্যন্ দিশ্চানবলোকয়ন্
বিভীঃ প্রশান্তায়া চতুর্বিংশত্যা তঠৈর্কর্য্যতীতং
চিন্তয়েৎ । ১। নিত্যমতীজিয়মগুণং শব্দস্পর্শ-
রূপগন্ধাতীতং সর্বজ্ঞমতিস্থূলম্ । ২। সর্বগ-
মতিস্থূলম্ । ৩। সর্বভূতঃপাদিপাদং সর্বতো-
হক্ষিশিরোমুখং সর্বভূতঃসর্বৈজিয়শক্তিম্ । ৪।

এবং ধ্যয়েৎ । ৫। ধ্যাননিরতস্য চ সংবৎ-
সরেণ যোগাবির্ভাবো ভবতি । ৬। অথ নিরা-
কারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্ব্যং ন শক্যোতি তদা পৃথিব্য-
প্তেজোবায়ুকাশমনোবুদ্ধ্যাভ্যাবাক্তপুরুষাণাং
পূর্কং পূর্কং ধ্যাত্ত তত্র লক্ষলক্ষন্ততং পরিত্যজ্যা-
পরমপরং ধ্যয়েৎ । ৭। 'এবং পুরুষধ্যানমা-
রভেত । ৮। অত্রাপ্যসমর্থঃ স্বহৃদয়পদস্য-
বাঙমুখস্য মধ্যে দীপবৎ পুরুষং ধ্যয়েৎ । ৯।
তত্রাপ্যসমর্থোভগবন্তং বাহ্নদেবং কিরীটিনং
কুণ্ডলিনমহাদিনং শ্রীবৎসাকং বনমালাবিভূ-
ষিতোরঙ্গং সৌম্যরূপং চতুর্ভূজং শঙ্খচক্রগদা-
পদ্মধরং চরণমধ্যগতভূবং ধ্যয়েৎ । ১০। যজ্ঞা-
য়তি তদাপ্রোতি ধ্যানগুহম্ । ১১। তস্যাং সর্ব-
মেব করং তাক্তা অক্ষরমেব ধ্যয়েৎ । ১২।
নচ পুরুষং বিনা কিঞ্চিদপ্যক্ষরমস্তি । ১৩।
তং প্রাপ্য মুক্তোভবতি । ১৪।
পুরমাক্রম্য সকলং শেতে যস্মান্নাহাপ্রভুঃ ।
তস্যাং পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে তদ্বচিস্তকৈঃ ১৫
প্রাগ্রাত্মাপররাত্রেষু যোগী নিত্যমতস্তিতঃ ।
ধ্যয়াতে পুরুষং বিষ্ণুং নিগুণং পঞ্চবিংশকম্ ১৬
তদ্বাস্তানমগম্যঞ্চ সর্বতদ্বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভূতৈব নিগুণংগুণভোক্তৃ চ ১৭
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরণং চরমেব চ ।
স্থলস্থান্দদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থধাস্তিকে চ তৎ ১৮
অবিভক্তঞ্চ ভূতেন বিভক্তমিহ চ স্থিতম্ ।
ভূতভব্যভবজপং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ১৯
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানংজ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ২০
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ক্ষেত্রং সমাসতঃ ।
মন্তুক্তএতদ্বিজায় মন্তাষায়োপপদ্যতে ২১
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ইত্যেবমুক্তাবস্থমতী জাহ্নুভ্যাং শিরসা চ
নমস্কারং কৃদ্বোবাচ । ১। ভগবৎস্বংসমীপে
সততমেবং চত্বারি মহাভূতানিকৃতালয়াস্তা-
কাশঃ শঙ্খরূপী বায়ুশ্চক্ররূপী তেজশ্চ
গদারূপ্যস্তোহন্তোহরূপি অহমপ্যনেনৈব
রূপেণ ভগবৎপাদমধ্যপরিবর্তনী ভবিতু-

মিচ্ছামি । ২ । ইত্যেবমুক্তোভগবাংস্তথৈত্যা-
বাচ । ৩ । বসুধাপি লব্ধকামা তথা চক্রে
। ৪ । দেবদেবঞ্চ তুষ্টাব । ৫ । ওঁ নমস্তে-
। ৬ । দেবদেব । ৭ । বাসুদেব । ৮ । আদি-
দেব । ৯ । কামদেব । ১০ । কামপাল । ১১ ।
মহীপাল । ১২ । 'অনাদিমধ্যনির্ধন । ১৩ ।
প্রজাপতে । ১৪ । সূপ্রজাপতে । ১৫ । মহা-
প্রজাপতে । ১৬ । উর্জস্পতে । ১৭ । বাচ-
স্পতে । ১৮ । জগৎপতে । ১৯ । দিবস্পতে । ২০ ।
বনস্পতে । ২১ । পয়স্পতে । ২২ । পৃথিবী-
পতে । ২৩ । সলিলপতে । ২৪ । দিকপতে । ২৫ ।
মহৎপতে । ২৬ । মরুৎপতে । ২৭ । লক্ষ্মীপতে
। ২৮ । ব্রহ্মরূপ । ২৯ । ব্রাহ্মণপ্রিয় । ৩০ ।
সর্বগ । ৩১ । অচিন্ত্য । ৩২ । জ্ঞানগম্য । ৩৩ ।
পুরুহুত । ৩৪ । পুরুষ্ট ত । ৩৫ । ব্রহ্মণ্য । ৩৬ । ব্রহ্ম-
প্রিয় । ৩৭ । ব্রহ্মকায়িক । ৩৮ । মহাকায়িক । ৩৯ ।
মহারাজিক । ৪০ । চতুর্দ্বারাজিক । ৪১ । ভাস্বর
। ৪২ । মহাভাস্বর । ৪৩ । সপ্ত । ৪৪ । মহা-
ভাগ । ৪৫ । স্বর । ৪৬ । তুষিত । ৪৭ । মহা-
তুষিত । ৪৮ । প্রতর্দন । ৪৯ । পরিনির্মিত । ৫০ ।
অপরিনির্মিত । ৫১ । বশবর্তিন্ । ৫২ । যজ্ঞ । ৫৩ ।
মহাযজ্ঞ । ৫৪ । যজ্ঞযোগ । ৫৫ । যজ্ঞগম্য । ৫৬ ।
যজ্ঞনিধন । ৫৭ । অজিত । ৫৮ । বৈকুণ্ঠ । ৫৯ ।
অপার । ৬০ । পর । ৬১ । পুরাণ । ৬২ ।
লেখ্য । ৬৩ । প্রজাধর । ৬৪ । চিত্রশিখণ্ডধর
। ৬৫ । যজ্ঞভাগধর । ৬৬ । পুরোডাশধর । ৬৭ ।
বিশ্বেশ্বর । ৬৮ । বিশ্বধর । ৬৯ । শুচিশ্রবঃ । ৭০ ।
অচ্যুতার্চন । ৭১ । স্বতর্কিঃ । ৭২ । খণ্ড-
পরশো । ৭৩ । পদ্মনাভ । ৭৪ । পদ্মধর । ৭৫ ।
পদ্মধারাদর । ৭৬ । হৃষীকেশ । ৭৭ । একশৃঙ্গ
। ৭৮ । মহাবরাহ । ৭৯ । ক্রহিণ । ৮০ ।
অচ্যুত । ৮১ । অনন্ত । ৮২ । পুরুষ । ৮৩ ।
মহাপুরুষ । ৮৪ । কপিল । ৮৫ । সাংখ্যাচার্য্য
। ৮৬ । বিশ্বক্সেন । ৮৭ । ধর্ম্মাধর্ম্মদ । ৮৮ । ৮৯ ।
ধর্ম্মাঙ্গ । ৯০ । ধর্ম্মবস্তুপ্রদ । ৯১ । নরপ্রদ । ৯২ ।
বিক্ষো । ৯৩ । জিক্ষো । ৯৪ । সহিক্ষো । ৯৫ ।
কৃষ্ণ । ৯৬ । পুণ্ডরীকাক্ষ । ৯৭ । নারায়ণ । ৯৮ ।
পরায়ণ । ৯৯ । জগৎপরায়ণ । ১০০ । নমোনম
ইতি ॥ ১০১ ॥

স্বস্ত্য স্বৈবং প্রসন্নেন মনসা পৃথিবী তদা ।

উবাচ সমুখং দেবং লব্ধকামা বসুধরা ॥ ১০২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেহষ্টনবতি
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

দৃষ্ট্বা শ্রিয়ং দেবদেবস্য বিষ্ণো
গৃহীত পাদাং তপসা জলন্তীম্ ।
স্বতপ্তজাস্বনদচারুবর্ণাং
পশ্চত্ দেবীং বসুধাং প্রচুষ্ঠা ॥ ১
উন্নিতকোকনদচারুকরে বরেণ্যে
উন্নিতকোকনদনাভিগৃহীতপাদে ॥
উন্নিতকোকনদসদস্যদাস্বিতীতে
উন্নিতকোকনদমধ্যসমানবর্ণে ॥ ২
নীলাজনেত্রে তপনীয়বর্ণে
গুহ্যধরে রত্নবিভূষিতাঙ্গি ।
চন্দ্রাননে স্বর্ঘ্যসমানভাসে
মহাপ্রভাবে জগতঃপ্রধানে ॥ ৩
ত্বমেব নিদ্রা জগতঃপ্রধানা
লক্ষ্মীপ্ৰতিঃ শ্রীকীরতিজ্যয়া চ ।
কাস্তিঃপ্রভা কীর্তিরথো বিভূতিঃ
সরস্বতী বাগধা পাবনী চ ॥ ৪
স্বধা তিস্তিকা বসুধা প্রতিষ্ঠা
স্থিতিঃসুদীক্ষা চ তথা স্ননীতিঃ ।
খ্যাতির্কিশালা চ তথানস্বয়া
স্বাহা চ মেধা চ তথৈব বুদ্ধিঃ ॥ ৫
আক্রম্য সর্বাংস্তথা ত্রিলোকীং
তিষ্ঠত্যং দেববরোহসিতাক্ষি ।
তথা স্তিতা ত্বং বরদে তথাপি
পূচ্ছাম্যহং তে বসতিং বিভূত্যাঃ ॥ ৬
ইত্যেবমুক্তা বসুধাং বভাবে
লক্ষ্মীস্তদা দেববরাগ্রতস্থা ।
সদা স্থিতাহং মধুসূদনস্য
দেবস্য পার্শ্বে তপনীয়বর্ণে ॥ ৭
অস্যাঞ্জয়া যং মনসা স্মরামি
শ্রিয়াযুতং তং প্রবদন্তি সন্তঃ ।
সংস্মরণে বাপ্যথ তত্র চাহং
স্থিতা সদা তচ্ছৃণু লোকধাত্রি ॥ ৮
বসাম্যথার্ক্যে চ নিশাকরে চ
ভাগ্যগাঢ্যে গগনে বিমেষে ।

মেঘে তথালম্বপয়োধরে চ
শক্রায়ুধাচ্যে চ ভড়িংপ্রকাশে ॥ ৯
তথা স্তবর্ণে বিমলে চ ক্লপ্যে
রত্নেষু বস্ত্রেষমলেষু ভূমে ।
প্রাসাদমালাসু চ পাণ্ডুরাসু
দেবালয়েষু ধ্বজভূষিতেষু ॥ ১০
সদাঃ কৃতে চাপ্যথ গোময়ে চ
মন্তে গজেন্দ্রে তুরগে প্রহুষ্ঠে
বৃষে তথা দর্পসম্মিতে চ
বিপ্রে তথৈবধ্যনপ্রপন্নে ॥ ১১
সিংহাসনে চামলকে চ বিষ্ণে
চ্ছত্রে চ শাশ্বে চ তথৈব পদ্মে ।
দীপ্তে হতাশে বিমলে চ খড়্গে
আদর্শবিধে চ তথাস্থিতাহ্ম ॥ ১২
পূর্ণোদকুন্তেষু সচামরেষু
সভালবস্ত্রেষু বিভূষিতেষু ।
ভৃঙ্গারপাশ্রেষু মনোহরেষু
যুদিস্থিতাহঙ্ক নবোদ্ধত্যাম্ ॥ ১৩
ক্ষীরে তথা সর্পিষি শাঘলে চ
ক্লোদ্রে তথা দগ্নি পুরন্ধিগাত্রে ।
দেহে কুমার্যাশ্চ তথা সুরাণাং
তপস্বিনাং যজ্ঞহৃতাঙ্ক দেহে ॥ ১৪
শরে চ সংগ্রামবিনির্গতে চ
স্থিতোমূর্তে স্বর্গসদঃ প্রয়াতে ।
বেদধ্বনৌ বাপ্যথ শঙ্খশব্দে
স্বাহাস্থধাম্যামথ বাদ্যশব্দে ॥ ১৫
রাজাভিষেকে চ তথা বিবাহে
যজ্ঞে বরে স্নাতশিরস্তথাপি ।
পুন্শেষু শুক্রেষু চ পর্কতেষু
ফলেষু রম্যেষু সরিষাসু ॥ ১৬
সরঃসু পূর্ণেষু তথা জলেষু
সশাঙ্গলায়াং ভূবি পদ্মখণ্ডে ।
বনে চ বংসে চ শিশৌ প্রহুষ্ঠে
সাধৌ নরে ধর্মপরায়ণে চ ॥ ১৭
আচারসেবিত্রথ শাস্ত্রনিত্যে
বিনীতবেষে চ তথা স্তবেষে ।

সুগন্ধদাস্তে মলবর্জিতে চ
মৃষ্টাশনে চাতিথিপূজকে চ ॥ ১৮
ঋদারভূষ্টে নিরতে চ ধর্ম্মে
ধর্ম্মোৎকটে চাত্যশনান্নিরক্তে ।
সদা সপুন্শে চ স্নগন্ধিগাত্রে
স্নগন্ধলিপ্তে চ বিভূষিতে চ ॥ ১৯
সত্যে স্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে
ক্ষমার্জিতে ক্রোধবিবর্জিতে চ ।
স্বকার্য্যদক্ষে পরকার্য্যদক্ষে
কল্যাণচিত্তে চ সদাবিনীতে ॥ ২০
নারীষু নিত্যং স্ত্রবিভূষিতাসু
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু ।
অমুক্তহস্তাসু স্ত্রাস্থিতাসু
সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু ॥ ২১
সম্মুখবেশ্যাসু জিতেন্দ্রিয়াসু
কলিব্যাপেতাসু পথিস্থিতাসু ।
ধর্ম্মব্যপেক্ষাসু দয়াম্বিতাসু
হিতা সদাহং মধুসূদনে তু ॥ ২২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবনবতি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

শততমোহধ্যায়ঃ ।

ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং শ্রেষ্ঠং স্বয়ং দেবেন ভাবিতম্ ।
যে দ্বিজাধারম্মিষ্যস্তি তেষাং স্বর্গে গতিঃ পরা ॥ ১
ইদং পবিত্রং মঙ্গল্যং স্বর্গমায়ুষ্যমেব চ ।
জ্ঞানকৈব যশস্ত্বং চাধনসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ২
অধ্যৈতব্যং ধারণীয়ং শ্রাব্যং শ্রোতব্যমেব চ ।
শ্রাদ্ধেষু শ্রাবণীয়ং চ ভূতিকাটমর্নরৈঃ সদা ॥
ইদং রহস্তং পরমং কথিতং বহুধৈ ! তব ॥ ৩
ময়া প্রসম্নেয়ং জগদ্ধিতার্থং
সৌভাগ্যমেতৎ পরমং রহস্তম্ ।
ভূঃস্বপ্ননাশং বহুপুণ্যযুক্তং
শিবালয়ং শাস্ততধর্ম্মশাস্ত্রম্ ॥ ৪
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০

শ্রীভগবদ্বিস্তৃংসংহিতা সম্পূর্ণা ।

ହାରୀତ ସଂହିତା ।

ମହର୍ଷି ଭଗବଦ୍ ହାରୀତ ପ୍ରଣୀତା ।

କଳିକାତା

୭୫ । ୧ କଲୁଟୋଲାସ୍ଟ୍ରୀଟ ବଙ୍ଗବାସୀ ଶ୍ରୀମ-ମେସିନ ପ୍ରେସେ

ଶ୍ରୀବିହାରୀଲାଲ ସରକାର ଦ୍ଵାରା

ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

ସନ ୧୯୨୫ ମାସ ।

নির্ঘণ্টপত্রম্ ।

পত্রম্

পত্রম্

প্রথমাধ্যায়ঃ ।

তত্র মার্কণ্ডেয় সমীপে (অমরীষত রাজঃ)
বর্ণাশ্রম-ধর্ম-জিজ্ঞাসা, মার্কণ্ডেয়স্ত তত্শ্রুত
প্রসঙ্গেন, মুনিভিঃ সহ হারীতস্ত, পুরা-
তন সংবাদস্তোল্লেকঃ । ব্রহ্ম অশ্বকথনং
ব্রহ্মাণং প্রতি জগৎসৃষ্টার্থং বিষ্ণোরা-
দেশঃ ব্রাহ্মণ কর্ম কথনম্ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

তত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং সমাসতঃ ধর্ম
কীর্তনম্ ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।

তত্র ব্রহ্মচারি-বিধি-কথনং তত্র ব্রহ্ম-
চর্যাশ্রমে ব্যবহার্য্য-প্রতিষিদ্ধ-বস্ত্রূনাং
উল্লেখঃ । গুরুশ্রবণপ্রকারঃ ।

চতুর্থাধ্যায়ঃ ।

তত্র গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ কাল নির্ণয়ঃ,
বিবাহ ক্রম লক্ষণম্ দস্তকাষ্ঠানামুল্লেখঃ

১

ভেষাজ্ঞ পরিমাণ কথনং নিষিদ্ধ দিনে
দস্তকাষ্ঠং বিনা মুখ শুদ্ধি প্রকার কীর্তনং,
জ্ঞান বিধিঃ । আচমন বিধিঃ ত্রিবিধ জপ
লক্ষণম্ । অতিথ্য বিধিঃ; অনধ্যায় দিন
নির্ণয়ঃ ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।

৫

তত্র বানপ্রস্থ্যশ্রম কথনং বানপ্রস্থ্যনাং
কৃত্য নির্ণয়ঃ ।

২

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ।

৫

তত্র সন্ন্যাসাশ্রম কথনম্ সন্ন্যাসিনাং
আদেয় বস্ত্রুনি । তেষাং ভিক্ষা বিধিঃ
ভিক্ষা পাত্রনির্ণয়ঃ ভিক্ষানস্তরকর্তব্য
নির্দেশঃ ।

২

সপ্তমাধ্যায়ঃ ।

৬

তত্র যোগশাস্ত্র কথনং ধ্যান প্রকারঃ
যোগস্থত্ৰ ঐতিহ্যত্ব্যক্তকর্মবিরুদ্ধকর্ম-
চরণ নিষেধঃ । জ্ঞানকর্মণোঃ মোক্ষ
প্রাপ্তৌ সমানবলত্ব কথনম্ ।

৩

হারীত সংহিতা।

প্রথমোধ্যায়ঃ।

যে বর্ণাশ্রমধর্মস্থানে ভক্তাঃ কেশবং প্রতি।
ইতিপূর্বং ত্বয়া প্রোক্তং ভূত্ব বঃস্বর্গিজোত্তমাঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণঞ্চ ধর্ম্মান্নো জ্রিহ সত্তম।
যেন সন্তযাতে দেবো নারসিংহঃ সনাতনঃ ॥
মার্কণ্ডেয়ঃ।
অত্রাহং কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমমৃতমম্।
ঋষিভিঃ সহ সংবাদং হারীতস্ত মহাত্মনঃ ॥
হারীতঃ সর্বধর্ম্মজ্ঞমাসীনমিব পাবকম্।
প্রাপিত্যাক্রবন্ সর্বৈ মুনয়োধর্ম্মকাজিগঃ ॥
ভগবন্ সর্বধর্ম্মজ্ঞ সর্বধর্ম্মপ্রবর্তক।
বর্ণানামাশ্রমাণঞ্চ ধর্ম্মান্নোজ্রিহ ভার্গব ॥
সমাসাদ্যোগশাস্ত্রঞ্চ বিষ্ণুভক্তিকরং পরম্।
এতচ্চাচ্চ ভগবন্ জ্রিহ নঃ পরমো গুরুঃ ॥
হারীতস্তাহুবাচাথ তৈরেবং চোদিতো মুনিঃ।
শৃণুস্ত মুনয়ঃ সর্বৈ ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥
বর্ণানামাশ্রমাণঞ্চ যোগশাস্ত্রঞ্চ সত্তমাঃ।
সক্কার্য্য মুচ্যতে মর্ত্যো জন্মসংসারবন্ধনাং ॥
পুরা দেবো জগৎস্রষ্টা পরমাত্মা জলোপরি।
স্বৰূপ ভোগিপরিধাক্ষে শয়নে তু শ্রিয়া সহ ॥
তস্ত স্পৃশ্য নাত্তো তু মহৎ পদ্মমভূৎ কিল।
পদ্মমধ্যেহভবদ্ ব্রহ্মা বেদবেদাস্তভূষণঃ ॥
স চোক্তো দেবদেবেন জগৎ সৃজ পুনঃ পুনঃ।
সোহপি সৃষ্টা জগৎ সর্বঃ সদেবান্নরমানুষম্ ॥
যজ্ঞসিদ্ধার্থমনষান্ ব্রাহ্মণানুখতোহসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্লো বৈশ্বানপ্যুরুদেশতঃ ॥
শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্টা তেবাঈকবানুপূর্বশঃ।
যথা প্রোবাচ ভগবান্ ব্রহ্মযোনিঃ পিতামহঃ ॥
তদ্বচঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুত বিজসত্তমাঃ।
ধন্তঃ যশস্যামানুষ্যং স্বর্গ্যং মোক্ষফলপ্রদম্ ॥
ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণ্যৈনবয়ুং পরো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

তস্য ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি তদ্যোগ্যং দেশমেব চ ॥
কৃষ্ণসারো মৃগো যত্র স্বভাবেন প্রবর্ততে।
তস্মিন্দেবে বসেদ্ধর্ম্মঃ সিধ্যতি বিজসত্তমাঃ ॥
ষট্ কৰ্ম্মাণি নিজাত্মাহত্র ক্লিপস্য মহাত্মনঃ।
তৈরেব সততং যজ্ঞ বর্তয়েৎ স্তবমেধতে ॥
অধ্যাপনং চাধ্যয়নং যাজনং যজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি ষট্ কৰ্ম্মাণীতি চোচ্যতে ॥
অধ্যাপনঞ্চ ত্রিবিধং ধর্ম্মার্থমুত্থকারণাৎ।
শুশ্রূষাকরণশ্চেতি ত্রিবিধং পরিকীর্তিতম্ ॥
এবামন্ততমাতাবে ব্রূষাতারো ভবেদ্বিজঃ।
তত্র বিদ্যা ন দাতব্য্য পুরুষেণ হিতৈষিণা ॥
যোগ্যানধ্যাপয়েচ্ছিয়ানযোগ্যানপি বর্জয়েৎ।
বিদিতাং প্রতিগৃহীয়াদগ্গহে ধর্ম্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥
বেদকৈবভ্যাসেমিত্যং শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং তথা পাঠ্যং ব্রাহ্মণৈঃ শুদ্ধমানসৈঃ ॥
বেদবৎপঠিতব্যঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ দিব্য নিশি।
স্মৃতিহীনায় বিপ্রায় শ্রুতিহীনে তথৈব চ ॥
দানং ভোজনমন্তচ্চ দত্তং কুলবিনাশনম্।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠেদ্বিজঃ ॥
শ্রুতিস্মৃতি চ বিপ্রাণাং চক্ষুর্বা দেবনির্ম্মিতে।
কাণন্তত্ৰৈকম্বা হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্তিতঃ ॥
শুক্রশুশ্রূষণকৈব যথাশাস্ত্রমতশ্চিত্তিতঃ।
সায়ং প্রাতঃকপাসীত বিবাহাগ্নিং বিজোত্তমঃ ॥
স্বস্নাতস্ত প্রকুর্বাৎ বৈশ্বদেবং দিনে দিনে।
অতিথীনাগতাঙ্কিত্য পূজয়েদবিচারতঃ ॥
অন্তানভ্যাগতান্ বিপ্রাঃ পূজয়েচ্ছকিতো গৃহী।
স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারবিবর্জিতঃ ॥
কৃতহোমস্ত ভূজীত সায়ং প্রাতঃকদারধী।
সত্যবাদী জিতক্রোধো নাধর্ম্মে বর্তয়েন্নতিম্ ॥
স্বকর্ম্মণি চ সংপ্রাপ্তে অমাদার নিবর্ততে।

সত্যং হিতাং বদেদ্বাচং পরলোকহিতৈষিনীম্ ॥
 এষ ধর্মঃ সমুদ্ভিষ্টো ব্রাহ্মণস্য সমাসতঃ ।
 ধর্মমেব হি যঃ কুর্যাৎ স য়াতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥
 ইত্যেয ধর্মঃ কথিতো ময়ায়ং
 পৃষ্ঠো ভবন্তিস্বধিলাষহারী ।
 বদামি রাজ্যামপি চৈব ধর্মান্
 পৃথক্ পৃথগ্বেদধত বিপ্রবর্গ্যাঃ ॥
 ইতি হারীতে ধর্মশাস্ত্রে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ক্ষত্রাদীনাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ।
 যেষু প্রবৃত্তা বিধিনা সর্বে যন্তি পরাং গতিম্ ॥
 রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ।
 কুর্যাদধ্যয়নং সমাগ যজেন্দ্রযজ্ঞান্ যথাবিধি ॥
 দদ্যাদানং দ্বিজাতিভ্যো ধর্মবৃদ্ধিসময়িতঃ ।
 স্বভাধ্যানিরতো নিত্যং বড়্ভাগাইঃ সদা নৃপঃ ॥
 নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ ।
 দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরন্তথা ॥
 ধর্মেণ যজনং কার্য্যমধর্মপরিবর্জনম্ ।
 উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োহপ্যেবমাচরন্ ॥
 গৌরবাকং ক্রিবাণিজ্যং কুর্য্যদ্বৈদ্রো যথাবিধি
 দানং দেয়ং যথাসক্ত্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ॥
 দন্তমোহবিনিমু ক্তস্তথা বাগনস্বয়কঃ ।
 স্বদারনিরতো দান্তঃ পরদারবিবর্জিতঃ ॥
 ধনৈর্বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা যজ্ঞকালে তু যাজকান্ ।
 অপ্রভুত্বঞ্চ বর্জ্যেত ধর্মেদাদেহপাতনাং ॥
 যজ্ঞাধ্যয়নদানানি কুর্য্যান্নিত্যমতস্ক্রিতঃ ।
 পিতৃকার্য্যপরশ্চৈব নরসিংহাচর্য্যনাং ॥
 এতদৈত্য় ধর্মোহয়ং স্বধর্মমহুতিষ্ঠতি ।
 এতদাচরতে যোহি স স্বর্গী নাত্র সংশয়ঃ ॥
 বর্ণব্রহ্মস্য শুক্রাণ্যং কুর্য্যাদ্বৈদ্রঃ প্রযত্নতঃ ।
 দাসবদব্রাহ্মণানাঞ্চ বিশেষেণ সমাচরেন্ ॥
 অযাচিতপ্রদাতা চ কষ্টং বৃত্তার্থমাচরেন্ ।
 পাকযজ্ঞবিধানেন যজেন্দ্রেবমতস্ক্রিতঃ ॥
 শূদ্রাণামধিকং কুর্য্যাদর্চনং শ্রায়বন্তিনাম্ ।
 ধারণং জীর্ণবস্ত্রস্য বিপ্রস্যোচ্ছিষ্টভোজনম্ ।
 স্বদারেষু রতিশ্চৈব পরদারবিবর্জনম্ ॥
 ইথং কুর্য্যৎ সদা শূদ্রো মনোবাচারকর্ম্মভিঃ ।
 স্থানমৈত্য়মবাগ্নোতি নষ্টপাপঃ সুপুণ্ডরিক ॥

বর্ণেষু ধর্মী বিবিধা ময়োক্তা
 যথা তথা ব্রহ্মমুখেরিতাঃ পুরা ।
 শৃণুধর্মশাস্ত্রধর্মশাস্ত্রাণ্যং
 ময়োচ্যমানং ক্রমশো মুনীজ্ঞাঃ ॥
 ইতি হারীতে ধর্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

উপনীতো মাণবকো বসেদগুরুকুলেষু চ ।
 গুরোঃ কুলে প্রিয়ং কুর্য্যৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥
 ব্রহ্মচর্য্যমধ্যশয্যা তথা বহ্নে রূপাসনা ।
 উদকুস্তান্ গুরোদ দ্যাদগোপ্রাসক্ষেদনানি চ ।
 কুর্য্যাদধ্যয়নশ্চৈব ব্রহ্মচারী যথাবিধি ।
 বিধিং ত্যক্তা প্রকুর্য্যণো ন স্বাধ্যায়ফলং লভেৎ ॥
 যঃ কশ্চিৎ কুরুতে ধর্মং বিধিং হিষ্টা ছুরাস্তবান্
 ন তৎফলমবাগ্নোতি কুর্য্যণোহপি বিধিচ্যুতঃ ॥
 তস্মাদেদব্রতানীহ চরেন স্বাধ্যায়সিদ্ধয়ে ।
 শৌচাচারমশেষং তু শিক্ষয়েদগুরুসম্মিথো ॥
 অজিনং দণ্ডকাষ্ঠঞ্চ মেঘলাঞ্জেপবীতকম্ ।
 ধারয়েদগ্রমন্তশ্চ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥
 সায়াং প্রাতশ্চরৈতৈকং ভোজ্যার্থং সংযতে স্ত্রিয়ঃ ।
 আচম্য প্রযতো নিত্যং ন কুর্য্যাদস্তথাবনম্ ॥
 ছত্রঞ্জেপানহঞ্জেব গন্ধমালাদি বর্জয়েৎ ।
 নৃত্যগীতমথলাপং মৈথুনঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥
 হস্তাধারোহরণশ্চৈব সংত্যজেৎ সংযতে স্ত্রিয়ঃ ।
 সন্ধ্যোপান্তিং প্রকুর্য্যীত ব্রহ্মচারী ব্রতস্থিতঃ ॥
 অভিবাদ্য গুরোঃ পাদৌ সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানতঃ ।
 তথা যোগং প্রকুর্য্যীত মাতাপিত্রোশ্চ ভক্তিতঃ ॥
 এতেষু ত্রিষু নষ্টেষু নষ্টাঃ স্ত্র্যাঃ সর্কদেবতাঃ ।
 এতেষাং শাসনে তিষ্ঠেদব্রহ্মচারী বিমৎসরঃ ॥
 অধীত্য চ গুরো র্কোদান্ বৈদো বা বেদমেব বা ।
 গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ সংযমী গ্রামমাবসেন্ ॥
 যস্যৈতানি স্তুগুণানি জিহ্বোপহোদরং করঃ ।
 সংজ্ঞাসময়ং কৃষ্টা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যয়া ॥
 তস্মিন্বেব নয়েৎ কালমাচার্য্যো যাবদায়ুষ্ম ।
 তদভাবে চ তৎপুত্রো তজ্জিহ্বো বাথবা কুশে ॥
 ন বিবাহো ন সংজ্ঞাগো নৈষ্টিকস্য বিধীয়তে ॥
 ইমং যোবিধিমাহার্য্য ত্যজেন্দ্রেবমতস্ক্রিতঃ ।
 নেহ ভূয়োহপি জায়েত ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ ॥

মো ব্রহ্মচারী বিধিনা সমাহিত-
শরৎ পৃথিব্যাং শুকসেবনে রতঃ ।
সম্প্রাপ্য বিদ্যামতিতুল্লাভং শিবং
ফলঞ্চ তস্তাঃ স্নানভং তু বিন্ধতি ॥

ইতি হারীতে ধর্মশাস্ত্রে তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ শ্রুতশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।
অসমানার্থগোত্রাং হি কত্যাং সভাহুকাং শুভাম্ ॥
সর্ক্যবয়বসংপূর্ণাং সূর্যমুদ্রহেম্বরঃ ।
ব্রাহ্মণ বিধিনা কুর্যাৎ প্রশস্তেন দ্বিজোত্তমঃ ॥
তথাহে বহবঃ প্রোক্তা বিবাহা বর্ণধর্মতঃ ।
ঔপাসনঞ্চ বিধিবদাহত্য দ্বিজপুত্রবাঃ ॥
সায়ং প্রাতঃ জুহুয়াং সর্ক্যকালমতজিতঃ ।
স্নানং কার্যং ততোনিত্যং দস্তধাবনপূর্বকম্ ॥
উষাকালে সমুখায় কৃতশোচো যথাবিধি ।
মুখে পয়ুষ্মিতে নিত্যং ভবতাপ্রয়তো নরঃ ॥
তস্মাচ্ছুক্ষমথাদ্রং বাতক্ষয়েদস্তকাষ্টকম্ ।
করঞ্জং খাদিরং বাপি কদম্বং কুরবং তথা ॥
সপ্তপর্ণপ্রলিপর্ণীজঘনিষং তথৈব চ ।
অপামার্গঞ্চ বিবৃণাক্ষেণ্ডুশ্বরমেব চ ॥
এতে প্রশস্তাঃ কথিতা দস্তধাবনকর্মণি ।
দস্তকাষ্টস্য ভক্ষণং সমাদেন প্রকীর্তিতঃ ॥
সর্বৈঃ কটকিনঃ পুণ্যাঃ ক্ষীরিণশ্চ যশস্বিনঃ ।
অষ্টাঙ্গুলেন মানেন দস্তকাষ্টমিহোচ্যতে ।
প্রাদেশমাত্রমথবা তেন দস্তান্ বিশোধয়েৎ ॥
প্রতিপংপর্কষষ্টিষু নবম্যাষ্টকৈব সন্তমাঃ ।
দস্তানাং কাষ্টসংযোগাদহতাসপ্তমং কুলম্ ।
অভাবে দস্তকাষ্টানাং প্রতিষিদ্ধদিনেষু চ ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডু বৈশুধশুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥
স্নানমন্ত্রবদাচম্য পুনরাচমনং চরেৎ ।
মন্ত্রবৎ প্রোক্ষ্য চান্নানং প্রক্ষিপেদ্বদকাঞ্জলিম্
আদিত্যেন সহ প্রাতর্মদেহা নাম রাক্ষসাঃ ।
যুধ্যস্তি বরদানেন ব্রহ্মণোহব্যাক্তজন্মনঃ ॥

উদকাঞ্জলিনিঃক্ষেপা

গায়ত্র্যা চাভিমুখিতাঃ ।

নিম্নস্তি রাক্ষসান্ সর্ক্যান্

মন্দেহাথ্যান্ বিজেরিতাঃ ॥

ততঃ প্রয়াতি সবিতাব্রাহ্মণৈরভিরক্ষিতঃ ।
মরীচ্যাদৈর্মহাভাগৈঃ সনকাদৈশ্চ যোগিভিঃ ॥
তস্মাৎ লভ্যয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ ।
উল্লভয়তি যো মোহাং য যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥
সায়ং মন্ত্রবদাচম্য প্রোক্ষ্য সূর্যাস্ত্র চাঞ্জলিম্ ।
দক্ষা প্রদক্ষিণং কুর্যাজ্জলং স্পৃষ্ট্বা বিশুধ্যতি ॥
পূর্বাং সন্ধ্যাং সনকত্রামুগাসীত যথাবিধি ।
গায়ত্রীমভ্যসেত্তাবদ্যাবদ্যাবতীর্ণ্য ॥
উপাস্ত পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সাদিত্যাক্ষ যথাবিধি ।
গায়ত্রীমভ্যসেত্তাবদ্যাবদ্যাবতীর্ণ্য ॥
ততঃ চারবৎ প্রাপ্য কৃত্বা হোমং স্বয়ং বুধঃ ।
সক্ষিস্ত্য পোষ্যবর্গস্য ভরণার্থং বিচক্ষণঃ ॥
ততঃ শিষ্যহিতার্থায় স্বাধ্যায়ং কক্ষিদিচরেৎ
ঈশ্বরঈকৈব কার্যার্থমভিগচ্ছেদ্বিজোত্তমঃ ॥
কুশপুষ্পেদ্ধনাদীনি গতা দুর্বং সমাহরেৎ ।
ততো মাধ্যাহ্নিকং কুর্যাজ্জুহোতি দেশে মনোরমে ॥
বিধিং তস্ত প্রবক্ষ্যামি সমাসাং পাপনাশনম্ ।
স্নান্নাথেন বিধানেন মুচ্যতে সর্ক্যকলিবাং ।
স্নানার্থং মৃদমানীয় শুদ্ধাক্ষততিলৈঃ সহ ।
সুমনাশ্চ ততো গচ্ছেদ্বদীং শুদ্ধজলাদিকাম্ ॥
নদ্যাং তু বিদ্যমানায়াং ন স্নান্নাদন্ত্যবারিণি ।
ন স্নান্নাদন্ত্যোয়েষু বিদ্যমানে বহুদকে ॥
সরিদ্বরং নদীস্নানং প্রতিশ্রোতঃস্থিতশ্চরেৎ ।
তড়াগাদিষু তোয়েষু স্নান্নাচ্চ তদভাবেতঃ ॥
শুচিদেহং সমভ্যক্ষ্য স্থাপয়েৎ সকলাধরম্ ।
মৃতোয়েন স্বকং দেহং লিপ্শেৎ প্রক্ষাল্য যত্নতঃ ॥
স্নানাদিকঞ্চ সংপ্রাপ্য কুর্যাদাচমনং বুধঃ ।
সোহস্তর্জ্জলং প্রবিশ্ণু বাগ্ যতো নিয়মেন হি ।
হরিং সংস্মৃত্য মনসা মুজয়েচ্চোক্রমজ্জলে ॥
ততস্তীরং সমাসাদ্য আচম্যাপঃ সময়তঃ ।
প্রোক্ষয়েদ্বারুণৈর্মন্ত্রৈঃ পাবমানীভিরেব চ ॥
কুশাগ্রকৃততোয়েন প্রোক্ষ্যাস্নানং প্রযত্নতঃ ।
সোণাপৃথিবীতিমৃদগাত্রৈ ইদং বিষ্ণুবিতি দ্বিজাঃ ॥
ততো নারায়ণং দেবং সংস্মরেৎ প্রতিমজ্জনম্ ।
নিমজ্জ্যস্তর্জ্জলে সম্যক্ ক্রিয়তে চাষমর্ষণম্ ॥
স্নান্নাচ্চ ক্ষততিলৈস্তদ্বদেবর্ষিপিতৃভিঃ সহ ।
তর্পয়িত্বা জলং তস্মান্নিস্পীড়্য চ সমাহিতঃ ॥
জলতীরং সমাসাদ্য তত্র শুক্রে চ বাসদী ।
পরিধায়োত্তরীয়ঞ্চ কুর্য্যাৎ কেশান্ ধনয়েৎ ॥
ন রক্তমুষণং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে ।

মলাকং গন্ধহীনঞ্চ বর্জয়েদধ্বরং বৃধঃ ॥
 ততঃ প্রাকালয়েৎ পাদৌ মৃত্যোয়েন বিচক্ষণঃ ।
 দক্ষিণস্ত করং কৃৎস্না গৌকর্ণাকৃতিবৎ পুনঃ ॥
 ত্রিঃ পিবেদীক্ষিতং তোয়মায়াং বিঃপরিমার্জয়েৎ
 পাদৌ শিরস্ততোহুভূক্ষ্য ত্রিভিরাঙ্গমুপস্পৃশেৎ ॥
 অনুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুযী সমুপস্পৃশেৎ ।
 তথৈব পঞ্চভিমুর্দ্ধি স্পৃশেদেবং সমাহিতঃ ॥
 অনেন বিধিনাচম্য ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধমানসঃ ।
 কুর্কীত দর্ভপাণিত্বদুঃমুখঃ প্রাঙ মুখোহপি বা ॥
 প্রাণায়ামত্রয়ং ধীমান্ যথাশ্রায়মতক্ৰিতঃ ।
 জপযজ্ঞং ততঃ কুর্য্যাপায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥
 ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাৎসত্য তত্ত্বং নিবোধত ।
 বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধাকৃতিঃ ॥
 ত্রয়ণামপি যজ্ঞানাং শ্রেষ্ঠঃ স্যাচ্ছ্রুতরোত্তরঃ ॥
 যচ্ছ্রুতনীচোচ্চরিতৈঃ শব্দৈঃ স্পষ্টপদাক্ষরৈঃ ।
 মন্থমুচ্চারয়ন্ বাচা জপযজ্ঞস্ত বাচিকঃ ॥
 শনৈরুচ্চারয়ন্নন্তং কিঞ্চিদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ ।
 কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যং স্যাৎ স উপাংশুজপঃ স্মৃতঃ ॥
 ধিয়া পদাক্ষরশ্রেণ্যা অবর্ণমপদাক্ষরম্ ।
 শব্দার্থচিন্তনাভ্যাস্ত তচ্ছ্রুতং মানসং স্মৃতম্ ॥
 জপেন দেবতা নিত্যং স্তুষ্যমানা প্রসীদতি ।
 প্রসন্নো বিপুলান্ গোত্রান্ প্রাপ্নু বন্তি মনীষিণঃ ॥
 রাক্ষসাংশ পিশাচাংশ মহাসর্পাংশ ভীষণাঃ ।
 জপিতান্নোপসর্পন্তি দূরাদেব প্রযান্তি তে ॥
 চন্দ্র ঋষাদি বিজ্ঞায় জপেনান্নমতক্ৰিতঃ ।
 জপেদহরহর্জায়া গায়ত্রীং মনসা দ্বিজঃ ॥
 সহস্র-পরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্ ।
 গায়ত্রীং যো জপেদ্রিত্যং স ন পাপেন লিপ্যতে ॥
 অথ পুষ্পাঞ্জলিং কৃৎস্না ভামবে চোর্কিবাহকঃ ।
 উদ্যতঞ্চ জপেৎ সূত্রং তচ্ছ্রুতিরিত্যচাপরম্ ॥
 প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য নমস্কুর্যাদিবাকরম্ ।
 ততস্তীর্থেন দেবাদীনভিঃ সন্তপয়েদ্বিজঃ ॥
 স্নানবস্ত্রস্ত নিষ্পীড়্য পুনরাচমনং চরেৎ ।
 তদ্বস্ত্রজজনসোহ স্নানং দানং প্রকীর্ত্বিতম্ ॥
 দর্ভাদীনো দর্ভপাণিত্রক্ষযজ্ঞবিধানতঃ ।
 প্রাঙ মুখো ব্রহ্মযজ্ঞং তু কুর্য্যাক্ষাসমম্মিতঃ ।
 ততোহর্ঘ্যং ভানবে দদ্যাৎস্তিলপুষ্পাক্তাদিতম্ ॥
 উথায় মূর্ধপর্য্যন্তং হংসঃ শুচিসদিভ্যচা ॥
 ততো দেবং নমস্কৃত্য গৃহং গচ্ছেত্ততঃ পুনঃ ।
 বিধিনা পুরুষসূক্তস্য গৎস্যা বিষ্ণুং সমর্চয়েৎ ॥

বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাবলিকশ্ববিধানতঃ ।
 গোদোহমাত্রমাকাজ্জেরতিথিং প্রতি বৈ গৃহী ॥
 অদৃষ্টপূর্ব্বমজ্ঞাতমতিথিং প্রাপ্তমর্চয়েৎ ।
 স্বাগতাসনদানেন প্রত্যাখ্যানেন চানুনা ॥
 স্বাগতেনাগ্নয়ন্তষ্ঠা ভবন্তি গৃহমেধিনঃ ।
 আসনেন তু দত্তেন প্রীতো ভবতি দেবরাট্ ॥
 পাদশৌচেন পিতরঃ প্রীতিমায়ান্তি হুল্লাভম্ ।
 অন্নদানেন যুক্তেন তৃপ্যতে হি প্রজাপতিঃ ॥
 তস্মাদতিথয়ে কার্য্যং পূজনং গৃহমেধিনা ।
 ভক্ত্যা চ শক্তিতো নিত্যং বিষ্ণোরর্চাদনস্তরম্ ॥
 ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ পরিত্রাড়ব্রক্ষচারিণে ॥
 অকলিতান্নামুদৃত্য সব্যঞ্জনসমম্মিতাম্ ।
 অকূতে বৈশ্বদেবেহপি ভিক্ষৌ চ গৃহমাগতে ।
 উদৃত্য বৈশ্বদেবার্থং ভিক্ষাং দত্ত্বা বিসর্জয়েৎ ॥
 বৈশ্বদেবকৃতান্ দোষাজ্ঞো ভিক্ষুব্যপোহিতুম্ ।
 নহি ভিক্ষুকৃতান্ দোষান্ বৈশ্বদেবো ব্যপোহতি ॥
 তস্মাৎ প্রাপ্তায় যতয়ে ভিক্ষাং দদ্যাৎ সমাহিতঃ ।
 বিষ্ণুরেব যতিচ্ছারয়তি নিশ্চিত্য ভাবয়েৎ ॥
 স্রবাসিনীং কুমারীঞ্চ ভোজয়িত্বা নরানপি ।
 বালবৃদ্ধাংস্ততঃ শেষং স্বয়ং ভূঞ্জীত বা গৃহী ॥
 প্রাঙ মুখোদঙ মুখো বাপি মৌনী চ মিতভাষকঃ
 অন্নমাদৌ নমস্কৃত্য গ্রহঠেনাস্তরায়া ॥
 এবং প্রাণাহতিং কুর্য্যান্নয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 ততঃ স্বাহকরানঞ্চ ভূঞ্জীত স্রসমাহিতঃ ॥
 আচম্য দেবতামিষ্টাং সংস্মরন্নদুরং স্পৃশেৎ ।
 ইতিহাসপুরাণাভ্যাং কঞ্চিং কালং নয়েদবৃধঃ ॥
 ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত বহির্গত্যা বিধানতঃ ।
 কৃতহোমস্ত ভূঞ্জীত রাত্রৌ চাতিথিভোজনম্ ॥
 সায়ং প্রাতঃবিজাতীনামশনং শ্রুতিচোদিতম্ ।
 নাস্তুরাভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমোবিধিঃ ॥
 শিষ্যানধ্যাপয়েচ্চাপি অনধ্যায়ে বিসর্জয়েৎ ।
 স্তুত্যান্থিলান্শচাপি পুরাণোক্তানপি দ্বিজঃ ॥
 মহানবম্যাং দ্বাদশ্যাং ভরণায়মপি পরম্ ॥
 তথাক্ষয়তৃতীয়ায়াং শিষ্যান্ধ্যাপয়েদ্বিজঃ ।
 মাঘমাসে তু সপ্তম্যাং রথ্যাখ্যায়াং তু বর্জয়েৎ ॥
 অধ্যাপনং সমভ্যঞ্জন স্নানকালে চ বর্জয়েৎ ॥
 নীলমানং শবং দৃষ্টা মহীজ্ঞং বা দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ন পঠেদ্রুদিতং শ্রদ্ধা সন্ধ্যায়াং তু দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 দানানি চ প্রদেয়ানি গৃহস্থেন দ্বিজোত্তমাঃ ।
 হিরণ্যদানং গোদানং পৃথিবীদানমেব চ ॥

এবং ধর্মো গৃহস্থস্য সারভূত উদাহৃতঃ ।
 যএবং শ্রদ্ধয়া কুর্য্যাৎ স যতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥
 জ্ঞানোৎকর্ষশ্চ তত্ত্ব জ্ঞানারসিংহপ্রসাদতঃ ।
 তদ্বানুষ্টিমবাপ্নোতি ব্রাহ্মণো দ্বিজসম্ভ্রমঃ ॥
 এবং হি বিপ্রাঃ কথিতো ময়া
 বঃ সমাসতঃ শাস্ততধর্ম্মরাশিঃ ।
 গৃহী গৃহস্থস্ত সতোহি ধর্ম্মং
 কুর্স্বনু প্রযত্নাকুরিমতি যুক্তম্ ॥
 ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বানপ্রস্থস্ত সন্তমাঃ ।
 ধর্ম্মাশ্রমং মহাভাগাঃ কথ্যমানং নিবোধত ॥
 গৃহস্থঃ পুত্রপোত্তাদীন দৃষ্ট্বা পলিতমায়নঃ ।
 ভাৰ্য্যাং পুত্রেষু নিঃক্ষিপ্য সহ বা প্রবিশেদনম্ ॥
 নথরোমাণি চ তথা সিতগাত্রভৃগাদি চ ।
 ধারয়ন্ জুহ্বাদগ্নিং বনহোবিধিমাশ্রিতঃ ॥
 ধাতৈশ্চ বনসংভূতৈর্নীব্যারাদৈর্যনিন্দিতৈঃ ।
 শাকমূলফলৈর্করাপি কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ ॥
 ত্রিকালান্নানযুক্তস্ত কুর্য্যাত্তীর্থং তপস্তদা ।
 পক্ষান্তে বা সমন্নীয়ান্নাস্তে বা স্বপকঙ্ক ॥
 যথা চতুর্থকালে তু ভুঞ্জীয়াদষ্টমেহথবা ।
 যষ্ঠে চ কালেহপথবা বায়ুভক্ষোহথবা ভবেৎ ॥
 যর্ষে পঞ্চাশ্মিগদ্যাস্তত্থা বর্ষে নিরাশ্রয়ঃ ।
 হেমন্তে চ জলে স্থিত্বা নয়েৎ কলং তপশ্চরন্ ॥
 এবঞ্চ কুর্স্বতা যেন কৃতবুদ্ধির্থাক্রমম্ ।
 অগ্নিং স্বায়ন্তি কৃতা তু প্রব্রজেত্তুরাং দিশম্ ॥
 আদেহপাতং বনগো মৌনমাহ্বায় তাপসঃ ।
 অন্নভীজিহ্বং ব্রহ্ম ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
 তপোহি যঃ সেবতি বন্যবাসঃ
 সমাধিযুক্তঃ প্রযতান্তরায়া ।
 বিযুক্তপাপো বিমলঃ প্রশান্তঃ
 সযতি দিব্যং পুরুষং পূরণম্ ॥
 ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি চতুর্থাশ্রমমুত্তমম্ ।
 শ্রদ্ধয়া তদহুষ্ঠায় তিষ্ঠন্মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
 এবং বনাশ্রমে তিষ্ঠন্ পাতয়ংশৈব কিম্বিষম্ ।
 চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেৎ সংগ্রামবিধিনা দ্বিজঃ ॥
 দহ্বা পিতৃভ্যো দেবেভ্যো মাহুবেভ্যশ্চ যত্নতঃ ।
 দহ্বা শ্রাক্ষং পিতৃভ্যশ্চ মাহুবেভ্য স্তথাশ্বনঃ ॥
 ইষ্টিং বৈশ্বানরীং কৃতা প্রায়ুখোদমুখোহপি বা ।
 অগ্নিং স্বায়ন্তি সংরোপ্য অন্নবিৎ প্রব্রজেৎ পুনঃ ॥
 ততঃ প্রভৃতি পুত্রানো মেহালাপাদি বর্জয়েৎ ।
 বন্ধু নামভয়ং দদ্যাৎ সর্বকৃত্যভয়ং তথা ॥
 ত্রিদণ্ডং বৈণবং সম্যক্ সন্ততং সমপর্শকম্ ।
 বেষ্টিতং কৃষ্ণগোবালরজ্জুমুচুতরঙ্গুলম্ ॥
 শৌচার্থং মানসার্থঞ্চ মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্ ।
 কোপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কহ্মাং শীতনিবারিণীম্ ॥
 পাতকে চাপি গৃহীয়াৎ কুর্য্যান্নাত্ম সংগ্রহম্ ।
 এতানি তত্ত্ব লিঙ্গানি যত্তেঃ প্রোক্তানি সর্বদা ॥
 সংগৃহ্য কৃতসংগ্রাসো গহ্বা তীর্থমুত্তমম্ ।
 স্নাত্বাচম্য চ বিধিবদ্বস্তপ্তেন বারিণা ॥
 তপস্বিত্বা তু দেবাংশ্চ মন্ত্রবজ্রধ্বজং নমেৎ ।
 আশ্বনঃ প্রায়ুখো মৌনী প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ ॥
 গায়ত্রীঞ্চ যথাক্রি জুপ্ত্বা ধ্যায়েৎ পরংপদম্ ॥
 স্থিত্যর্থমায়নোনিত্যং ভিক্ষাটনমথাচরেৎ ।
 সায়ংকালে তু বিপ্রাণাং গৃহাণ্যভ্যবপদ্য তু ।
 সম্যগ্ যাচেচ্চ কবলং দক্ষিণেন করেণ বৈ ॥
 পাত্রং বামকরে স্থাপ্য দক্ষিণেন তু শেষয়েৎ ।
 যাবতানেন তৃপ্তিঃ স্নাত্বাবষ্টেকং সমাচরেৎ ॥
 ততোনিবৃত্য তৎপাত্রং সংস্থাপ্যাত্ত্রয়ং সংযমী ।
 চতুর্ভিরঙ্গুলৈশ্ছাদ্য গ্রাসমাত্রং সমাহিতঃ ॥
 সর্বব্যঞ্জনসংযুক্তং পৃথক্ পাত্রে নিবোধয়েৎ ।
 সূর্য্যাদিভূতদেবেভ্যো দহ্বা সংপ্রোক্ষ্য বারিণা ।
 ভুঞ্জীত পাত্রপুটকে পাত্রে বাবভ্যতো যতিঃ ॥
 বটকাশ্বথপর্ণেষু কুন্তীতৈন্দুকপাত্রকে ।
 কোবিদারকদধেষু ন ভুঞ্জীয়াৎ কদাচন ॥
 মলাক্কাঃ সর্ব উচ্যন্তে যতয়ঃ কাংশতোজিনঃ ॥
 কাংশভাণ্ডেষু যৎ পাকো গৃহস্থস্ত তথৈব চ ।
 কাংশতোজয়তঃসর্বং কিম্বিষংপ্রাপ্নুয়াত্তয়োঃ ॥
 ভুক্তা পাত্রে যতিনিত্যং কালয়েন্নম্নপূর্বকম্ ।
 ন দুষ্যতে চ তৎপাত্রং যজ্ঞেযু চমসাহিব ॥
 অথাচম্য নিদিধ্যাত্য উপতিষ্ঠেত ভাস্করম্ ।

জপধ্যানেতিহাসিচ্চ দিনশেষং নয়েদ্বধুঃ ॥
 কৃতসক্যাত্তো রাজিৎ নয়েদেবগৃহাদিষু ।
 হুংপুণ্ডরীকনিলয়ে ধ্যায়েদাঙ্গানমব্যয়ম্ ॥
 যদি ধর্মরতিঃ শান্তঃ সর্বভূতসমো বশী ।
 প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং যৎপ্রাপ্য নী নিবর্ততে ॥

ত্রিগুণভূতযোহি পৃথক্ সমাচরে-
 ক্ষুণ্ণৈঃ শনৈরন্তু বহিষ্কৃত্যধাঙ্কঃ ।
 সংমুচ্য সংসারসমন্তবন্ধনাং
 সযাতি বিষ্ণোরমৃতান্নানঃ পদম্ ॥
 ইতি হারীতে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কথিতং ধর্মলক্ষণম্ ।
 যেন স্বর্গাপবর্গাঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি বিজাতয়ঃ ॥
 যোগশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপাৎ সারমুক্তম্ ।
 যন্ত চ শ্রবণাদ্যন্তি মোক্ষকৈব মুমুক্ষবঃ ॥
 যোগাভ্যাসবলেনৈব নশ্যেয়ুঃ পাতকানি তু !
 তন্মাদযোগপরো ভূত্বা ধ্যায়ৈতিত্যং ক্রিয়াপরঃ ॥
 প্রাণায়ামেন বচনং প্রত্যাহারেণ চৈশ্রিয়ম্ ।
 ধারণাভির্কর্ষে কৃত্বা পূর্বেং হৃদ্বর্ষণং মনঃ ॥
 একাকারমনা মন্দং বৃদ্ধরূপমনাময়ম্ ।
 স্তম্ভাৎ স্তম্ভতরং ধ্যয়েৎ জগদাধারমুচ্যতে ॥
 আত্মানং বহিরন্তস্থং শুদ্ধচামীকরপ্রভম্ ।
 রহন্তেকান্তমাসীনো ধ্যায়েদামরণাস্তিকম্ ॥
 যৎসর্বপ্রাণি হৃদয়ং সর্বেষাঞ্চ হৃদি স্থিতম্ ।
 যচ্চ সর্বজ্ঞেনৈজ্ঞেয়ংসোহহমস্মীতি চিন্তয়েৎ ॥
 আত্মগাভিস্থং যাবত্তথোধ্যানমুদীরিতম্ ।
 ঐতিশ্চুত্যাদিকং ধর্মং তদ্বিরুদ্ধং ন চাচরেৎ ॥
 যথা রথোহশ্বহীনস্ত যথাষো রথিহীনকঃ ।

এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুতং ভৈরবজ্ঞং ভবেৎ ॥
 যথান্নং মধুসংযুক্তম্ মধুবায়েন সংযুতম্ ।
 উভাভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ
 তথৈব জ্ঞানকর্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাস্বতম্ ।
 বিদ্যাতেপোভ্যাং সম্পন্নোব্রাহ্মণোযোগতৎপরঃ ॥
 দেহদ্বয়ং বিহায়াশ্চ মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ ।
 ন তথা ক্ষীণদেহস্ত বিনাশো বিদ্যাতে কচিৎ ॥
 ময়া তে কথিতং সর্বৌ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
 সজ্জ্ঞপেপ দ্বিজশ্রেষ্ঠা ধর্মন্তেষাং সনাতনঃ ॥
 ঐশ্বর্যবৎ মুনয়ো ধর্মং স্বর্গমোক্ষফলপ্রদম্ ।
 প্রণম্য তমুযিং জগ্মুর্নৃদিতাঃ স্বং স্বমাশ্রমম্ ॥

মার্কণ্ডেয়ঃ ।

ধর্মশাস্ত্রমিদং সর্বং হারীতমুখনিঃসৃতম্ ।
 অধীত্য কুরুতে ধর্মং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
 ব্রাহ্মণস্য তু যৎ কর্ম কথিতং বাহজস্ত চ ।
 উরুজস্তাপি যৎ কর্ম কথিতং পাদজস্য চ ।
 অন্যথা বর্তমানস্ত সদাঃ পততি জাতিতঃ ॥
 যো যস্যাত্তিহিতো ধর্মঃ স তু তস্য তথৈব চ ।
 তন্মাৎ স্বধর্মং কুর্বাতি বিজো নিতামনাপদি ॥
 বর্ণাশ্রমচারো রাজেন্দ্র চত্বারশ্চাপি চাশ্রমাঃ ॥
 স্বধর্মং যে তু তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ।
 স্বধর্মণ যথা নৃণাং নারসিংহঃ প্রসীদতি ।
 ন ভূষ্যতি তথাগেন কর্মণা মধুহৃদনঃ ॥
 অতঃ কুর্বন্নিজং কর্ম যথাকালমতজিত্তিঃ ।
 সহস্রানীকদেবেশং নারসিংহঞ্চ সালয়ম্ ॥
 উৎপন্নবৈরাগ্যবলেন যোগী
 ধ্যয়েৎ পরং ব্রহ্ম সদা ক্রিয়াবান্ ।
 সত্যং সূত্রং রূপমনস্তমাদ্যং
 বিহায় দেহং পদমেতি বিষ্ণোঃ ॥
 ইতি হারীতে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

হারীত সংহিতা সম্পূর্ণা ।

যাজ্ঞବল্ক্য সংহিতা ।

ভগবদ্-যাজ্ঞবল্ক্য-মহর্ষি
প্রণীতা ।

কলিকাতা,

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী প্রিন্ট-সেসিন-প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১২৯৪ সাঙ্গ ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োহক্ৰবন্ ।
বর্ণাশ্রমভেদরাগাং নো ব্রুহি ধর্মানশেষতঃ ॥ ১
মিথিলাস্তুঃ স যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যানত্ৰাবীণু নীন্ ।
যস্মিন্ দেশে যুগং কৃষ্ণ স্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত ॥ ২
পূরাণভ্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্ত চ চতুর্দশ ॥ ৩
মম্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥ ৪
পরশরব্যাগশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ ।
শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥ ৫
দেশকাল উপায়েন দ্রব্যং শ্রদ্ধা সমন্বিতম্ ।
পাত্রে প্রদীয়তে যত্ত্বং সকলং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৬
ঋতিঃ স্মৃতিঃ সদ্ধাচারঃ স্বত্র চ প্রিয়মাশ্বনঃ ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং সূতম্ ॥ ৭
ইজ্যচারদমাংসাদানং স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ ।
অয়ন্ত পরমো ধর্ম্মোযদযোগেনান্নদর্শনম্ ॥ ৮
চত্বারো বেদধর্ম্মজ্ঞাঃ পষত্রেবিদ্যমেব বা ।
সাক্রতে যৎ স ধর্ম্মঃস্তাদেকো বাধ্যাত্মবিত্তমঃ ॥ ৯
ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রা বর্ণাশ্রাদ্যাদ্রয়ো দ্বিজাঃ ।
নিষেকাদি শ্রাণানাস্তান্তেষাং বৈমম্বতঃক্রিয়াঃ ॥ ১০
গর্ত্তাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাং পুরা ।
যষ্ঠেহষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম চ ॥ ১১
অহস্ত্রেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিজ্রমঃ ।
যষ্ঠেহষ্টপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্য যথাকুলম্ ॥ ১২
এবমেনঃ শমং যতি বীজগর্ত্ত সমুত্ত্ববম্ ।
তৃক্ষীমেতাঃ ক্রিয়াঃ স্ত্রীণাং বিবাহস্ত সমস্তকঃ ॥ ১৩
গর্ত্তাষ্টমেহষ্টমে বান্দে ব্রাহ্মণস্তোপনয়নম্ ।
রাজ্যমেবাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম্ ॥ ১৪
উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহতিপূর্ব্বকম্ ।
বেদমধ্যাপয়েদেনং শৌচাচারংশ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ১৫

দিবা সন্ধ্যাস্থ কর্ণস্থত্রকস্থত্র উদয়ুধঃ ।
কুর্য্যান্ন ত্রপূরীষে তু রাত্ৰৌ চেন্দক্ষিণাযুধঃ ॥ ১৬
গৃহীতশিম্বেচাখায় মৃত্তিরপ্যুক্ত তৈজস্কলৈঃ ।
গন্ধলেপক্ষয়করং কুর্য্যাচ্ছৌচমতন্ত্রিতঃ ॥ ১৭
অন্তর্জাহ্নুঃ শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদয়ুধঃ ।
প্রাণা ব্রাহ্মণে তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ॥ ১৮
কনিষ্ঠাদেশিতজুষ্ঠমূলান্যাগ্রং করস্ত চ ।
প্রজাপতি পিতৃব্রহ্মদেবতীর্থান্যহুক্রমাৎ ॥ ১৯
ত্রিঃপ্রাশ্নাপোদ্বিকনমুজ্যথান্যন্তিঃ সমুপস্পৃশেৎ ।
অস্তিস্ত প্রকৃতিহাভিহীনান্ভিঃ ফেনবৃদ্ধবৃদৈঃ ॥ ২০
হংকণ্ঠতালুগাভিস্ত যথা সংধ্যং দ্বিজাতয়ঃ ।
শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সঙ্কণ্ঠাভিরন্ততঃ ॥ ২১
স্নানমঙ্গৈবতৈশ্চৈশ্চৈ মার্জ্জনং প্রাণসং যমঃ ।
সূর্য্যস্ত চাপ্যুপস্থানং গায়ত্র্যাঃ প্রতাহং জপঃ ॥ ২২
গায়ত্রীং শিরসা সাক্ষিৎ জপেধ্যাহতিপূর্ব্বিকাম্ ।
প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং ত্রিরয়ং প্রাণসংযমঃ ॥ ২৩
প্রাণানায়ম্য সম্প্রোক্ষ্য ত্র্যচেনাস্তৈবতেন তু ।
জপরাগীত সাবিত্রীং প্রত্যগাতারকোদয়াৎ ॥ ২৪
সন্ধ্যাং প্রাক্ প্রাতরেবেহ তিষ্ঠে দাসূর্য্যদর্শনাৎ ॥
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যৎসন্ধ্যায়োরুভয়োরপি ॥ ২৫
ততোহভিবাদয়েদব্রহ্মানসাবহমিতিক্রবন্ ।
গুরুকৈবাপ্যুপাসীত স্বাধ্যায়ার্থং সমাহিতঃ ॥ ২৬
আহুতশ্চাপ্যধীযীত লঙ্ঘং চাষ্টম্ নিবেদয়েৎ ।
হিতং চাত্তাচরেন্নিত্যং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ২৭
কৃতজ্ঞাত্ৰোহিমেধাবিশুচিকল্যাণস্থচকাঃ ।
অধ্যাপ্য ধর্ম্মতঃ সাধুশক্তাপ্তজ্ঞানবিস্তদাঃ ॥ ২৮
দণ্ডাজিনোপবীতানি মেখলাষ্টেয ধারয়েৎ ।
ব্রাহ্মণেযু চরেড্ভৈক্ষমনিদ্যেধ্যাহুভৃত্যে ॥ ২৯
আদিমধ্যাবসানেযু ভবচ্ছকোপলক্ষিতা ।
ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বিশাং ভৈক্ষচর্য্যা যথাক্রমম্ ॥ ৩০

কৃত্যধিকার্যোভূজীত বাগ্ধতোওর্কমুজ্জয়া ।
 আপোশানক্রিয়া পূর্কং সৎকৃত্যমকুংসয়ন্ ॥৩১
 ব্রহ্মচর্যে স্থিতেনৈকমমদ্যাদ্যদ্যাপি ।
 ব্রাহ্মণঃ কামমগ্নীয়াচ্ছাঙ্গে ত্রতমপীড়য়ন্ ॥ ৩২
 মধুমাংসাজ্ঞনোচ্ছিষ্টপুত্ৰীপ্রাণিহিংসুনম্ ।
 ভাস্করালোকনান্নীর্গপরিবাদাংশ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৩৩
 স গুরুর্ধঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমশ্মৈ প্রবচ্ছতি ।
 উপনীয় দদবেদমাচার্যঃ স উদাহৃতঃ ॥ ৩৪
 একদেশমুপাধ্যায়ঞ্চিগ্ধজকুহুচ্যতে ।
 এতে মাতা যথাপূর্বেমেভ্যোমাতা গরীয়সী ॥ ৩৫
 প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্যং দ্বাদশাঙ্গানি পঞ্চ বা ।
 ঐহাঙ্গিকমিত্যেকৈ কেশান্তশ্চৈব যোড়শে ॥ ৩৬
 আ যোড়শাঙ্গাদ্বাবিংশাচ্চতুর্বিংশাচ্চ বৎসরাং ।
 ব্রহ্মকত্রবিশাং কালওপনায়নিকঃ পরঃ ॥ ৩৭
 অত উক্লং পরশ্বেতে সর্ধধর্ম্যং বহিষ্ঠতাঃ ।
 সাবিত্রীপতিতাত্রাত্যাত্রাত্যোমাদূতক্রতোঃ ॥৩৮
 মাতৃহৃদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মীঞ্জিবন্ধনাং ।
 ব্রাহ্মণকত্রিয়বিশন্তমাদেতে দ্বিজাঃ স্তুতাঃ ॥ ৩৯
 যজ্ঞানাং তপসাক্ষেব শুভানাং চৈব কর্মণাম্ ।
 বেদএব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥ ৪০
 মধুনা পয়সা চৈব স দেবাং তপ্যেদ্বিজঃ ।
 পিতৃশ্চ মধুসর্পিভ্যামুচোহধীতে তু যোহব্রহ্ম ৪১
 যজুঃবিশক্তিতোহধীতেযোহব্রহ্ম স ধৃতামুতৈঃ ।
 স্রীণাতি দেবানাজ্যে মধুনা চ পিতৃশ্চ ৪২
 স তু সোময়ুতৈর্দেবাং তপ্যেদ্যোহব্রহ্মং পঠেৎ ।
 সামানি তপ্তিঃ কুর্ধ্যাচ্চপিতৃণাং মধুসর্পিষা ॥ ৪৩
 মেদসা তপ্যেদেবানথর্কাস্ত্রিরসঃ পঠন্ ।
 পিতৃশ্চ মধুসর্পিভ্যামব্রহ্ম শক্তিতোদ্বিজঃ ॥ ৪৪
 বাকোবাক্যং পুরাণঞ্চ নারীশংসীশ্চ গাথিকাঃ ।
 ইতিহাসাংস্তথাবিদ্যাংযোহধীতেশক্তিতোহব্রহ্ম ৪৫
 মাংসকীরৌদনমধুতপ্যং স দিবৌকসাম্ ।
 করোতি তপ্তিঞ্চ তথা পিতৃণাং মধুসর্পিষা ॥ ৪৬
 তে তপ্তাতপ্যন্ত্যে নং সর্ষকাম ফলৈঃ শুভৈঃ ।
 যং যং ক্রতুমধীয়েত তস্ত তস্তাপ্নয়াৎ ফলম্ ৪৭
 ত্রির্ভুতপূর্ণ পৃথিবীদানশ্চ ফলমশ্নতে ।
 তপসশ্চ পরসোহ নিত্যং স্বাধ্যায়বান্ ব্রিজঃ ৪৮
 নৈষ্টিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসমিধৌ ।
 তদভাবেহ্যতনয়েপশ্মাংবৈশ্বানরেহপি বা ৪৯
 অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেশ্রিয়ঃ ।
 ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি নচেহ জায়তে পুনঃ ॥ ৫০

গুরুবে তু বরং দত্ত্বা দ্বায়ীত তদমুজ্জয়া ।
 বেদং ব্রতানি বা পারং নীহাপ্যভয়মেব বা ॥৫১
 অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্যোল্লঙ্ঘ্যং জিয়মুহুহেৎ ।
 অনন্তপূর্কিকাং কাস্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্ ॥ ৫২
 অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানাংগোব্রজাম্ ।
 পঞ্চমাং সপ্তমাদুর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতত্তথা ॥ ৫৩
 দশপুরুষবিখ্যাতাচ্ছোত্রিয়্যাণাং মহাকুলাং ।
 ক্ষীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষ সমম্বিতাং ॥ ৫৪
 এতৈবেব গুণৈযুক্তঃ সর্বণঃ শ্রোত্রিয়োবরঃ !
 যত্নাং পরীক্ষিতঃ পুংশ্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ ৫৫
 যত্ন্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ ।
 ন তন্ময় মতং যস্মাত্ত্রাত্না জায়তে স্বয়ম্ ॥ ৫৬
 তিশ্রোবর্ণানুপূর্কণং হে তত্থেখা যথাক্রমম্ ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং ভার্য্যাঃ স্বা শূদ্রজন্মনঃ ৫৭
 ব্রাহ্মো বিবাহ আহুয় দীযতে শত্ৰুলঙ্ঘতা ।
 তজ্জঃ পুনাত্যভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্ ॥ ৫৮
 যজ্ঞস্থায়ত্বিজে দৈবআদ্যায়ত্ব গোদ্বয়ম্ ।
 চতুর্দশ প্রথমজঃ পুনাত্যভরজশ্চ ষট্ ॥ ৫৯
 ইত্যুক্তা চরতাং ধর্ম্যং সহ যা দীযতেহর্থিনে ।
 স কায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃষট্ ষড়্ বংশানুসহায়না ৬০
 আত্মরোদ্রবিণাদানাদাকার্কঃ সময়স্মিধঃ ।
 রাগসৌযুদ্ধহরণাং পৈশাচঃ কথ্যাকাঙ্ক্ষাং ৬১
 পাণিগ্রাহঃ সর্ববর্গাং গৃহীয়াং ক্ষত্রিয়া শরম্ ।
 বৈশ্যো প্রতোদমাদদ্যাং দনেষুগ্রজন্মনঃ ॥ ৬২
 পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা ।
 কথ্য প্রদঃ পূর্কনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ৬৩
 অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ক্রণহত্যা মৃতাবৃতী ।
 গম্যন্তভাবে দাতৃণাং কথ্য কুর্ধ্যাৎ স্বয়ম্বয়ম্ ৬৪
 সক্রুৎ প্রদীযতে কথ্য হরং স্তাং চৌরদণ্ডভাক্ ।
 দত্তমপি হরং পূর্কাজ্জ্যেয়াংশ্চৌরদ্রোহজং ৬৫
 অনাখ্যায় দদদোষং দণ্ড্য উত্তমসাহসম্ ।
 অদুষ্টাঞ্চ ত্যজন্ কথ্যং দ্বয়শ্চ মৃষাশতম্ ৬৬
 অক্ষতা বা ক্ষতা চৈব পুনতুঃ সংস্কৃতা পুনঃ ।
 শৈবিরণী যা পতিং হিহ্মা সর্বণকামতঃ শ্রেয়েৎ ৬৭
 অপুত্রাং গুর্ধমুজ্জাতো দেবরঃ পুত্রকাময়া ।
 সপিণ্ডো বা সগোত্রো বা যুতাত্যক্ৰুতাবিয়াং ৬৮
 আগর্ভ সন্তবান্গচ্ছৎ পতিতদ্বন্যাভাবেৎ ।
 অনেন বিধিনা জাতঃ ক্ষেত্রজঃ স ভবেৎ স্তুতঃ ৬৯
 হতাধিকারং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্ ।
 পরিভৃতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্যতিচারিণীম্ ৭০

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরম্ ।
 পাবকঃ সর্ষেমেধ্যং মেধ্যাটৈ বোষিতোহুতঃ ॥ ৭১ ॥
 ব্যভিচারাদৃতো শুদ্ধিগর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে ।
 গর্ভভূবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে ॥ ৭২ ॥
 সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্তা বক্ষ্যার্থম্ব্যপ্রিয়ম্বদা ।
 জীপ্রশুচাধিবেত্তব্য পুরুষদ্বৈধী তথা ॥ ৭৩ ॥
 অধিবিদ্রা তু ভর্তব্য মহদেনোহুতথা ভবেৎ ।
 যত্রাহুকুণ্ডং দম্পত্যোজিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে ॥ ৭৪ ॥
 মৃত্যে জীবতি বা পত্যো বা নাশমুপগচ্ছতি ।
 সেহ কীর্তিমবাপোতি মোদতে চোময়া সহ ॥ ৭৫ ॥
 আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাং বীরহং প্রিয়বাদিনীম্ ।
 ত্যজন্ দাপ্যন্তু তীয়াংশমদ্রব্যো ভরণং স্ত্রিয়াঃ ॥ ৭৬ ॥
 জীতিভূবচঃ কার্যমেঘধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ ।
 অওক্ষেঃ সস্ত্রীতিক্ষেহি মহাপাতকদূষিতঃ ॥ ৭৭ ॥
 লোকানন্ত্যং দিবঃপ্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ ।
 যশান্তম্নাং স্ত্রিয়ঃ সেব্যাত্তব্রব্যাস্তুরক্ষিতাঃ ॥ ৭৮ ॥
 যোভুশর্তুনিশাঃ জীণাং তাহু যুগ্মাহু সংবিশেৎ ।
 ব্রহ্মচার্যেব পরীণাদ্যাশ্চ তত্রস্ত বর্জয়েৎ ॥ ৭৯ ॥
 এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ক্রমাং মধ্যমুলঞ্চ বর্জয়েৎ ।
 শতইন্দো সক্রুং পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ পুমান্ ॥ ৮০ ॥
 যথা কামী ভবেদ্বাপি জীণাং বরমহুস্বরন্ ।
 স্বদারনিরতৈশ্চ বস্ত্রিয়োরক্ষা যতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮১ ॥
 ভর্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশুরদেবরৈঃ ।
 বজ্রভিচ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যভূষণচ্ছাদনাশনৈঃ ॥ ৮২ ॥
 সংযতোপক্কা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরায়ুধী ।
 কুর্য্যাচ্ছুরায়োঃ পাদবন্দনং ভর্তৃতং পরা ॥ ৮৩ ॥
 জীড়ং শরীরসংস্কারং সমাজোঃ সবদর্শনম্ ।
 হান্তং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥ ৮৪ ॥
 রক্ষেৎ কণ্ঠাং পিতা বিদ্রাং পতিঃ পুত্রাস্তবর্জকে ।
 অভাবে জাতয়ন্তেবাংস্বাতন্ত্র্যং ন কচিৎ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৮৫ ॥
 পিতৃমাতৃহৃতভ্রাতৃশ্বশুরদেবাতুলৈঃ ।
 হীনান স্যাদ্বিনা ভর্ত্রা গৃহীণী ॥ তথা ভবেৎ ॥ ৮৬ ॥
 পতিপ্রিয়হিতে বৃত্তা স্বাচারা সংযতস্ত্রিয়া ।
 ইহ কীর্তি মবাপোতি প্রেতা চাহুপমং স্বখম্ ॥ ৮৭ ॥
 সত্যামন্তাং সর্বণাং ধর্ম্মকার্যং ন কারয়েৎ ।
 সর্বণাহু বিধৌ ধর্ম্মে ক্লেষ্টয়া ন বিনেতরাঃ ॥ ৮৮ ॥
 দাহয়িত্বাগ্নিহোত্রেণ স্ত্রিয়ং বৃত্তবতীং পতিঃ ।
 আহরেদ্বিধিবদারানদ্রীং চৈবাবিলম্বয়ন্ ॥ ৮৯ ॥
 সর্বণেভ্যঃ সর্বণাহু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ ।
 অনিন্দ্যেযু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ ॥ ৯০ ॥

বিপ্রান্নুর্দ্ধতিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ।
 অশ্রুতঃ শূদ্রাং নিষাদোজাতঃ পারশবোহপি বা ॥ ৯১ ॥
 বৈশ্যশূদ্রোজাতরাজতাম্রাহিষ্যোগ্রোহুতোহুতো
 বৈশ্যাত্ত করণঃ শূদ্রাং বিদ্রাশ্বেষবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২ ॥
 ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়াং স্মৃতো বৈশ্যাদ্বৈদেহকৃত্তথা ।
 শূদ্রাজাতস্ত চাণ্ডালঃ সর্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৯৩ ॥
 ক্ষত্রিয়া মাগধং বৈশ্যচ্ছূদ্রাং ক্ষতারমেব তু ।
 শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্য জনয়ামাস বৈ স্মৃতম্ ॥ ৯৪ ॥
 মাষিষ্যেণ করণ্যস্ত রথকারঃ প্রজায়তে ।
 অসংসন্তস্ত বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥ ৯৫ ॥
 জাত্যুৎকর্ষেয়ং জ্ঞেয়ং সপ্তমে পঞ্চমেহপি বা ।
 ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ববচোত্তরাদধমম্ ॥ ৯৬ ॥
 কর্ম্ম স্মার্তং বিবাহাগ্নৌ কুর্বীত প্রত্যহং গৃহী ।
 দায়কালকৃতেনাপি শ্রোতং বৈতানিকায়িষু ॥ ৯৭ ॥
 শরীরচিন্তাং নিরুত্যা কৃতশৌচবিধির্জিহ্বাঃ ।
 প্রাতঃসন্ধ্যায়ুপাসীত দন্তধাবনপূর্বকম্ ॥ ৯৮ ॥
 হস্তাগ্নীন্ সূর্য্যটদেবতান্ জপেদ্রবান্ সমাহিতঃ ।
 বেদার্থানধিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৯৯ ॥
 উপেয়াদীশ্বরকৈব যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে ।
 স্নাত্বা দেবান্ পিতৃং শৈবতর্পয়েদর্চ্চয়েত্তথা ॥ ১০০ ॥
 বেদার্থকপূরাণি সেতিহাসানি শক্তিতঃ ।
 জপযজ্ঞপ্রসিদ্ধার্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীজ্ঞপেৎ ॥ ১০১ ॥
 বলিকর্ম্মস্বধোহোমাদ্যামাতিবিসংক্রিয়াঃ ।
 ভূতপিত্রমরেক্ষমহুয্যাণাং মহামথাঃ ॥ ১০২ ॥
 দেবেভ্যশ্চ হুতাদমাচ্ছোষাত্ত বলিং হরেৎ ।
 অন্নং ভূদৌ শ্চাণ্ডালবায়সেভ্যশ্চ নিষ্কিপেৎ ॥ ১০৩ ॥
 অন্নং পিতৃমন্ত্রযোভ্যোদেয়মপ্যম্বহং জলম্ ।
 স্নাধ্যায়মম্বহং কুর্য্যাৎ ন পচেদন্নম্যম্বনে ॥ ১০৪ ॥
 বালাং স্ত্রবাসিনী বৃদ্ধ গুর্ভিগ্যা তুরকন্যকাঃ ।
 সন্তোজ্যাতিথিভূত্যাং চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনম্ ॥
 আপোশানেনো পরিষ্টাদদত্তাদন্নতা তথা ।
 অনন্নমমৃতকৈব কার্যমন্নং দ্বিজম্নান ॥ ১০৬ ॥
 অতিথিষ্মন বর্ণেভ্যো দেয়ং শত্ৰুহুপূর্বশঃ ।
 অপ্রণোদ্যোহতিথিঃ সায়মপিবাগ্ভূতগোদকৈঃ ॥ ১০৭ ॥
 সংকৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্য স ত্রয়ত্র চ ।
 ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে সথিসম্বন্ধিবান্ ॥ ১০৮ ॥
 মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ ।
 সংক্রিয়াঞ্চানং স্বাহ ভোজনং স্নতং বচঃ ॥ ১০৯ ॥
 প্রতিসম্বৎসরং স্বর্য্যাঃ স্নাতকাচার্য্যপার্শ্বিবাঃ ।
 প্রিয়ো বিবাহস্ত তথা যজ্ঞং প্রত্যাখ্যজঃ পুনঃ ॥ ১১০ ॥

অধ্বনীনোহতিথিজ্ঞেয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ ।
 মাত্ৰাবেতো গৃহস্থস্ত ব্রহ্মলোকমতীশ্রুতঃ ॥ ১১১
 পরপাকরুচিমাং শ্রাদ্ধানিষ্ঠা মন্ত্রণাদৃতে ।
 বাক্যপাণিপদচাপল্যং বর্জয়েচ্চাতিভোজনম্ ॥ ১১২
 অতিথিং শ্রোত্রিয়ং তৃপ্তমাসীমান্ত মনুজ্ঞেয়ং ।
 অহঃশেষং সহাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ১১৩
 উপাস্ত পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তদ্ব্যগ্নীং স্তানুপাস্ত চ ।
 ভূত্যৈঃ পরিত্রোতাভুক্তানাভিতৃপ্তোহথসংবিশেৎ ॥
 ব্রাহ্মে যুহুর্ভে উথায় চিত্তয়েদায়নোহিতম্ ।
 ধর্ম্মার্থকামান্ স্বকালেযথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥ ১১৫
 বিদ্যাকর্ষবয়োবদ্ধু বিটুর্দ্ব্যাগ্রা যথাক্রমম্ ।
 এতৈঃ প্রভূতৈঃ শ্রোত্রোহপিবার্দ্ধিকে মানমর্হতি ॥ ১১৬
 বৃদ্ধভারিনৃপন্নাতরীয়েগবিরচক্রিণাম্ ।
 পহাদেয়ো নৃপন্তেযাং মাগ্নঃ স্নাতস্ত ভূপতেঃ ॥ ১১৭
 ইজ্যাদ্যয়নদানানি বৈশ্তস্ত ক্রিয়য়ন্ত চ ।
 প্রতিগ্রহেহবিলাকবিশ্রেযাজনাধ্যাপনেতথা ॥ ১১৮
 প্রদানং ক্রিয়ৈরু কৰ্ম্ম প্রজানাং পরিপালনম্ ।
 কুদীদকৃষিবাণিজ্যং পাণ্ডপাল্যং বিশঃ স্বতম্ ॥ ১১৯
 শূদ্রস্ত দ্বিজশুশ্রূষা তয়াহজীবন্ বনিগ্ভবেৎ ।
 শিরস্কী বিবিধৈর্জীবদ্বিজাজিহিতমাচরন্ ॥ ১২০
 ভার্গ্যারতিঃ শুচিভূত্যভর্তা শ্রাক্রিয়্যারতঃ ।
 নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ ॥ ১২১
 অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচশ্চিদ্ভিন্নয়িগ্রহঃ ।
 দানং দয়া দমঃ কাস্তিঃ সর্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্ ॥ ১২২
 বয়োবুদ্ধার্থবায়েশশ্রুতাভিজ্ঞানকর্ম্মণাম্ ।
 আচরেৎ সদৃশীং বৃত্তিমজ্জিকামশঠাশ্রুতাং ॥ ১২৩
 ত্রৈবাধিকারিকান্নোযঃ স তু সোমং পিবেদ্বিজঃ ।
 প্রাক্ সোমিকীঃ ক্রিয়াঃ কুর্যাদবস্ত্রানং বায়িকং ভবেৎ
 প্রতিনম্বৎ সৱং সোমঃ পশুঃ প্রত্যয়নশ্রুতাং ।
 কর্তব্য্যাগ্রেণেষ্টিশ্চ চাতুর্দশান্তানি চৈব হি ॥ ১২৫
 এষামসম্ভবে কুর্যাদিষ্টিং বৈশ্বানরীং দ্বিজঃ ।
 হীনকল্লং ন কুরীত সতি ত্রব্যেহফল প্রদম্ ॥ ১২৬
 চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞকারপাঙ্ক শ্রুভিক্ষিতাৎ ।
 যজ্ঞার্থং লব্ধমদদন্তাসঃ কাকোহপিবা ভবেৎ ॥ ১২৭
 কুশ্ল কুন্তীধাত্তো বা ত্র্যেহিকোহংস্তুনোপি বা ।
 জীবেষাপিলিলোজ্ঞেন শ্রেয়ানেষাং পরঃ পরঃ ॥ ১২৮
 ন স্বাধ্যায় বিরোধার্থমীহেত ন যতন্ততঃ ।
 ন বিরুদ্ধ প্রসঙ্গেন সন্তোষী চ সদা ভবেৎ ॥ ১২৯
 রাজাস্তে বাসিযাজ্যোভ্যঃ সীদমিচ্ছেদনং কুধা ।
 দন্তিহৈতুক পাণ্ডবকবৃত্তীংশ্চ বর্জয়েৎ ॥ ১৩০

ওক্লাব্রধরো নীচ কেশখণ্ড নথঃ শুচিঃ ।
 ন ভার্গ্যাদর্শনেহস্ত্রীয়াইকবাসা ন সংস্থিতঃ ॥ ১৩১
 ন সংশয়ং প্রপদ্যেত নাকস্মাদপ্রিয়ং বদেৎ ।
 নাহিতং নানুতং চৈব ন স্তেনঃ স্তান্বাৰ্দ্ধিযুধিঃ ॥ ১৩২
 দাক্ষায়ণী ব্রহ্মসূত্রী বেণুমান্ সক্রমণ্ডলুঃ ।
 কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং দেবমুকোবিপ্রবনস্পতীন ॥ ১৩৩
 নতু মেহেন্নদীচ্ছান্নাবয়গোষ্ঠানুভয়ম্ ।
 ন প্রত্যর্কাগ্নিগোসোমসন্ধ্যাস্থ জী দ্বিজম্ননঃ ॥ ১৩৪
 নেক্ষেত্রকং ন নগ্নাং জ্ঞীং নচ সংস্পৃষ্টমথুনাং ।
 নচ মূত্রপূরীষং বা নাশুচীরাহুতারকাং ॥ ১৩৫
 অয়ং মে বজ্র ইত্যেবং সর্বমন্ত্রমুদীরয়ন্ ।
 বর্ষংস্বপ্রাবৃত্তাগচ্ছেৎ স্বপ্যাৎ প্রত্যক্শিরানচ ১৩৬
 ধীবনাস্কশ্চক্ৰনুত্রেরতাংশ্রুশ্রু ন নিঃক্ষিপেৎ ।
 পাদৌ প্রতাপয়েন্নামৌ নটেনমভিলজ্জয়েৎ ॥ ১৩৭
 জলং পিবেন্নাজলিনা শয়ানং ন প্রবেদিয়েৎ ।
 নাক্ষেঃ ক্রীড়ৈরধর্ম্মৈর্যৈর্দীর্ঘিতৈর্কীনসংবিশেৎ ১৩৮
 বিরুদ্ধং বর্জয়েৎ কৰ্ম্ম প্রেতধূমং নদীতরম্ ।
 কেশভস্ম তুষাঙ্গার কপালেষু চ সংস্থিতম্ ॥ ১৩৯
 নাচক্ষীত ধয়স্তীং গাং নাদারেণ বিশেৎ কচিং ।
 ন রাক্ষঃ প্রতিগৃহীয়াদ্রুজ্ঞোচ্ছাস্ত্রবর্ধিনঃ ॥ ১৪০
 প্রতিগ্রহে স্থনিচক্রিধ্বজিবেশা নরাধিপাঃ ।
 ছষ্টা দশগুণং পূর্বাং পূর্বাদেতে যথোত্তরম্ ॥ ১৪১
 অধ্যায়ানানুপাকর্ম্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণেন বা ।
 হস্তে নৌষধি ভাবেষু বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণশ্রুত ১৪২
 পৌষমাসস্ত রোহিণ্যমষ্টকায়ামথাপি বা ।
 জলাস্তে চন্দ্রদয়াং কুর্য্যাত্তৃৎসর্গবিধিং বহিঃ ॥ ১৪৩
 ত্র্যহং প্রেতেষ্বনধ্যায়ঃ শিষ্যদ্বিগুণকবদ্ধুয় ।
 উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে বশাথাশ্রোত্রিয়েমুতো ১৪৪
 সন্ধ্যাগর্জিতনির্ঘাত ভূকম্পোদ্ধানিপাতনে ।
 সমাপ্য বেদং দ্যুনিশমারণ্যকমধীত চ ॥ ১৪৫
 পঞ্চদশ্যাং চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং রাহুহৃতকে ।
 ঋতুসন্ধিসু ভূত্বা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥ ১৪৬
 পশুমণ্ডক নকুলমার্জারখাহি মুষিকৈঃ ।
 ক্রতেহস্তরে ত্ত্বহোরাত্রাংশ্রুপাতেতথোচ্ছয়ে ॥ ১৪৭
 ঋক্জোষ্টু গর্ভদোলুকসামবাগার্ভনিষ্মনে ।
 অমেধ্যশবশ্রুজান্ত্রাংশানপতিভাস্তিকৈঃ ॥ ১৪৮
 দেশেহশুচাবাস্তানি চ বিদ্যাংস্তুনিতসংপ্রবে ।
 ভূত্বার্দ্ধপাণিরস্তোহস্তরন্ধরাত্রৈহতিমারুতে ॥ ১৪৯
 পাণ্ডববর্ষে দিশাং দাহে সন্ধ্যানীহারভীতিষু ।
 ধাবন্তঃ পুতিগন্ধে চ শিষ্টে চ গৃহমাগতে ১৫০

ধরোষ্ট্রয়ানহস্ত্যস্থনৌ বৃক্ষে রিণরোহণে ।
 সপ্তত্রিংশদনধ্যায়ানেন্তাং কালিকানবিভূঃ ৫১
 দেবত্বিকৃত্যাতকাচ্যর্য্যাজ্ঞাং ছায়াং পল্লজিয়াঃ ।
 নাক্রামেজ্জবিন্মুত্রজীবনোদ্বর্তনাদি চ ॥ ১৫২
 বিপ্রাহি ক্ষত্রিয়ায়ানোনাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ।
 আমৃত্যোঃ শ্রিয়মাকাজ্জেন্নক্ষক্ষিম্মর্শগিম্পশেৎ ॥ ১৫৩
 দূরাচ্ছিত্তিবিম্বত্রপাদান্তাংসি সমুৎসৃজেৎ ।
 ক্রতিন্মৃত্যুদিতং সম্যক্ নিত্যমাচারমচরেৎ ॥ ১৫৪
 গোত্রাঙ্গণা নলান্নানিনোচ্ছিত্তানি পদা স্পৃশেৎ ।
 ন নিশ্চা ভাড়নেকুর্ধ্যাৎ স্তুতং শিষ্যকভাড়য়েৎ ১৫৫
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাঙ্কশং সমাচরেৎ ।
 অস্বর্ম্যং লোকবিসিষ্টং ধৰ্ম্মমপ্যাচরেন্নতু ॥ ১৫৬
 মাতৃ পিত্রতিথি জাতজামি সম্বন্ধিমাতুলৈঃ ।
 বৃদ্ধ বালাতুরাচাৰ্য্য বৈদ্যসংশ্রিতবান্ধবৈঃ ॥ ১৫৭
 ঋত্বিক্পুরোহিতাপত্য ভাৰ্যাদাস সনাভিভিঃ ।
 বিবাহং বৰ্জ্জয়িত্বা তু সৰ্ভান্নো কান্ জয়েদৃগৃহী ১৫৮
 পঞ্চপিণ্ডা নমুদ্য ত্য ন স্নায়াং পরবারিষু ।
 স্নায়াম্নদী দেবধাতগৰ্ভে প্রসবণেষু চ ॥ ১৫৯
 পরশয্যা সনোদ্যান গৃহয়ানানি বৰ্জ্জয়েৎ ।
 অদভ্যন্ত্রগ্নিহীনস্ত নান্নমদ্যাদনাপদি ॥ ১৬০
 কদর্ঘ্যবন্ধচোরাণাং ক্রীবরঙ্গাবতারিণাম্ ।
 বৈণাভিশস্তবান্ধু বিগণিকাগণদীক্ষিণাম্ ॥ ১৬১
 চিকিংসকাতুরক্ৰুদ্ধপুংসলীমণ্ডবিধিষাম্ ।
 কুরোগ্রপতিতব্রাত্যদ্যান্তিকোচ্ছিত্তভোজিনাম্ ॥
 অবীরাজীৰ্ণকরজীজিতগ্রামযাজিনাম্ ।
 শত্ৰুবিজয়িকৰ্ম্মারতুল্লাবায়স্বজীবিনাম্ ॥ ১৬৩
 নৃশংসরাজরজককৃত্তল্লবধজীবিনাম্ ।
 চৈলধাবসুরাজীবিসহোপপতিবেশনাম্ ॥ ১৬৪
 পিণ্ডনানুতিনোষ্টব তথা চাক্রিকবন্দিনাম্ ।
 এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িপুস্তথা ॥ ১৬৫
 অনর্জিতম্ বৃথামাংসং কেশ কীটসমথিতম্ ।
 গুৰুং পথ্যু যিতোচ্ছিত্তং স্বপুষ্টং পতিতেক্ষিতম্ ১৬৬
 উদক্যাস্পৃষ্টসংবৃষ্টং পর্যায়ানঞ্চ বৰ্জ্জয়েৎ ।
 গোজাতং শকুনোচ্ছিত্তং পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ ॥ ১৬৭
 শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রাক্ষীসীরিণঃ ।
 ভোজ্যান্নানাপিতোষ্টব যশ্যস্থানং নিবেদয়েৎ ॥
 অন্নং পথ্যু যিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং চিরসংস্থিতম্
 অন্নেহাঅপি গোধূমযবগোরস বিক্রিয়াঃ ॥ ১৬৯
 সন্ধিতনির্দিশাৎ বৎসগোঃ পয়ঃ পরিবৰ্জ্জয়েৎ ।
 ওষ্ট্রমৈকশফং জৈগ্নমারণ্যকমধাধিকম্ ॥ ১৬০

দেবতার্থং হবিঃ শিঞ্চং লোহিতান্ ত্রশচনাংস্তথা ।
 অমুপাকৃতমাংসানি বিভূজানি করকাণি চ ১৭১
 ক্রব্যাদ পক্ষিদাত্যুহ শুকপ্রত্যাটটিভান্ ।
 সারসৈকশফান্ হংসান সর্ভাংশ্চ গ্রামবাসিনঃ ॥
 কোষটিপ্লবচক্রাহবলাকাবিকবিকিরান্ ।
 বৃথাক্লবরসংযাবপায়সাপ্পশকুলীঃ ॥ ১৭৩ ॥
 কলবিক্ৰং সকাংকোলংকুররংরজ্জুদালকম্ ।
 জালপাদান্ খঞ্জরীটানজাতাংশ্চ মৃগশিহান্ ১৭৪
 চায়াংশ্চ রক্তপাদাংশ্চ সৌনং বল্লরমেব চ ।
 মৎস্তাংশ্চ কামতোজঙ্ঘা সোপবাসন্ত্যাহংবসেৎ
 পলাণ্ডুং বিভূরাহঞ্চক্রাতকং গ্রামকুকুটম্ ।
 লগুনং গজ্ঞনঞ্চৈব জঙ্ঘা চাক্রায়ণং চরেৎ ॥ ১৭৬
 ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনথাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশ্লকঃ ।
 শশশ্চ মৎস্তেষুপি হি সিংহতুওকরোহিতাঃ ১৭৭
 তথা পাঠীনরাজীবসশক্যশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ।
 অভঃ শৃগুত মাংসস্ত বিধিং ভক্ষণবৰ্জ্জনে ॥ ১৭৮
 প্রাণাত্যায়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকামর্য্য ।
 দেবানুপিতনসমভ্যাক্ষ্যাদনমাংসং ন দোষভাক্ষ ॥
 বসেৎ স নরকে ঘোরং দিনানি পণ্ডরোমতিঃ ।
 সম্মিতানিহুরাচারো যো হস্ত্যবিধিনাপশুন ॥ ১৮০
 সর্ভান্ কামানবাগ্নোতি বাজিমেষধফলং তথা ।
 গৃহেহপি নিবসনু বিপ্রো মুনির্মাংসস্যাবৰ্জ্জনাৎ ১৮১
 সৌবর্ণরাজতাজানামুর্জপাত্রগ্রহাশ্রনাম্ ।
 শাকরজ্জুমূলফলবাসৌবিদলচর্ম্মণাম্ ॥ ১৮২
 পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে ।
 চক্ৰক্ষুদ্রবসস্নেহপাত্রাগ্র্যে ন বারিণা ॥ ১৮৩
 ক্ষ্যশূর্ণাজিনধাত্রাণাং মুষলোদুখলানসাম্ ।
 প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ বহুনাং চৈব বাসসাম্ ১৮৪
 ভক্ষণং দাক্ষশ্চাস্ত্রাং গোবালৈঃ ফলসজ্জবাম্ ।
 মার্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পানিণা যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ১৮৫
 সৌবৈরুদক গোমুত্রৈঃ শুধ্যত্যাভিককৌশিকম্ ।
 সশ্রীকলৈরংগপট্টং সারিকৈঃ কৃতপুস্তথা ॥ ১৮৬
 সগোরসর্ষপৈঃ ক্ষোমং পুনঃপাকানুঘনীময়ম্ ।
 কারুহস্তঃ শুচিঃ পণ্যভৈক্ষং যোযিন্মুখস্তথা ॥ ১৮৭
 ভূগুজির্মার্জনাদাহং কালানোক্রমণাতথা ।
 সোকাহ্নেন্থনান্নে পাণ্ডুগৃহং মার্জনলেনপনাং ১৮৮
 গোব্রাতেষুহং তথা কীটমক্ষিকাকেশদুযিতৈঃ ।
 সলিলং ভক্ষ্য যুযারি প্রোক্ষেপ্তবাং বিভূজয়েৎ ১৮৯
 ত্রপুলীসকতাত্রাণাং ক্ষারান্নোদকবারিভিঃ ।

অমেধ্যাক্তস্য মৃত্যোদৈঃ শুদ্ধির্গন্ধাপকর্ষণাৎ ।
 বাক্ শতমম্বুনির্গতমজ্জাতঞ্চ সদা শুচি ॥ ১৯১
 শুচি গোতৃপ্তিকৃত্যেয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্ ।
 তথা মাংসং ঋচাণ্ডালক্রব্যাদিনিপাতিতম্ ১৯২
 রশ্মিরগ্নীরজশ্ছায়া ধৌরশ্চোবস্বধানিলীঃ ।
 বিপ্রযোমক্ষিকা স্পর্শেবৎসঃ প্রস্রবণে শুচিঃ ॥ ১৯৩
 অজাখং মুখতো মেধ্যং ন গৌর্য ন রজামলাঃ ।
 পহানশ্চ বিশুদ্ধান্তি সোমস্বর্ঘ্যাং শুমারুতৈঃ ॥ ১৯৪
 সুব্রজ বিপ্রযোমেধ্যান্তধাচমনবিন্দবঃ ।
 ক্ষুপ্র চাস্যগতং দন্তপকং মুক্তা ততঃ শুচিঃ ॥ ১৯৫
 ক্রাধা পীত্বা ক্রুতে স্থপ্তে ভুক্তে রথোপসর্পণে ।
 আচান্তঃ পুনরাচামেধ্যানৌবিপরিধায় চ ॥ ১৯৬
 রথ্যাকর্দমতোয়ানি স্পৃষ্টান্তান্ত্যাবায়সৈঃ ।
 মারুতেনৈব শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥ ১৯৭
 তপ্তপুষ্টিং হৃদয়জং ব্রহ্মা ব্রাহ্মণান্ বেদশুশ্রূষে ।
 তৃণ্যর্থং পিতৃদেবানাং ধর্ম্যসংরক্ষণায় চ ॥ ১৯৮
 সর্বস্য প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুত্যাধ্যয়নশালিনঃ ।
 তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শ্রেষ্ঠান্তেভ্যোহপ্যধ্যায়বিত্তমঃ
 ন বিদ্যা কেবলয়া তপসা বাপি পাত্ৰতা ।
 যত্র বৃত্তমিমে চোভে তচ্ছি পাত্ৰং প্রকীর্তিতম্ ২০০
 পৌতুলিগহিরণ্যাদি পাত্রে দত্তব্যমর্জিতম্ ।
 নাপাত্রে বিদুষ্য কিঞ্চিদাশ্বনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ২০১
 বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন নতু গ্রাহঃ প্রতিগ্রহঃ ।
 গৃহ্নন প্রদাতারমণোনয়তাস্থানমেব চ ॥ ২০২
 দাতব্যং প্রতাহং পাত্রে নিমিত্তেব বিশেষতঃ ।
 সচিত্তেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতঞ্চ শক্তিতঃ ॥ ২০৩
 হেমশৃঙ্গা শকৈরৌটপ্যঃ স্তনীলা বস্ত্রসংযুতা ।
 সকাংস্তপাত্রাদাতব্যাকীরিণী গোঃ সদক্ষিণা ॥ ২০৪
 দাতান্ত্যঃ স্বর্গমাপ্নোতিবৎসরাল্লৌমসম্মিতান্ ।
 কপিলা চেত্তারয়তি ভূয়শ্চাসপ্তমং কুলম্ ॥ ২০৫
 সবৎসারোম তুল্যানি যুগাহ্যভয়তোমুখীম্ !
 দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতিপূর্বেন বিধিনা দদৎ ॥ ২০৬
 বাবহৎসস্য পাদৌ ধৌ মুখং যোনৌ চ দৃশতে ।
 আবল্লৌঃপুথিবী জ্ঞেয়াবাবল্লভঃ ন মুঞ্চতি ॥ ২০৭
 বধা কথঞ্চিদ্রা গাং ধেহুং বাহুধেহুমেব বা ।
 অরোগামপরিষ্কীভাঃ দাতা স্বর্গে মহীয়তে ॥ ২০৮
 শ্রান্তসম্বাহনং রোগি পরিচর্য্য সুসার্কনম্ ।
 পানশৌচং বিজোচ্ছিষ্টমার্জনং গোপ্রদানবৎ ॥ ২০৯
 ভূমীপাশ্বান বজ্রান্তিলসপিঃ প্রতিভ্রূয়ান্ ।
 নৈবেশিকং স্বর্গধূর্যং দধা স্বর্গে মহীয়তে ॥ ২১০

গৃহধাত্যভয়োপানচ্ছ্রমাণ্যমুলেপনম্ ।
 যানবৃক্ষংপ্রিয়ংশয্যাং দধাত্যন্তঃস্থতীভবেৎ ॥ ২১১
 সর্বদানময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোহধিকং যতঃ ।
 তদদৎ সমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকগবিচ্যুতম্ ॥ ২১২
 প্রতিগ্রহসমর্থোহপি নাদত্তে বঃ প্রতিগ্রহম্ ।
 যেলোকাদানশীলানাংসতানংপ্রোতিপুঙ্কলান্ ॥ ২১৩
 কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্তাগন্ধাঃ পুষ্পাঃ তথিক্রিতিঃ
 মাংসংশযাসংসংধানাঃপ্রত্যাখ্যেয়ংনবারিচ ॥ ২১৪
 অযাচিতাঃ স্তবং গ্রাহমপি দ্রুতকর্মণঃ ।
 অত্র ব্রহ্মলোকপতিতেভ্য স্তথা দ্বিষঃ ॥ ২১৫
 দেবাতিথার্কনকৃতে গুরুভৃত্যাদিবৃত্তয়ে ।
 সর্বতঃ প্রতিগ্রহীদান্যবৃত্ত্যর্থমেব চ ॥ ২১৬
 অমাবান্তাষ্টকা বুদ্ধিঃ কক্ষপক্ষোহয়নদ্বয়ম্ ।
 দ্রব্যং ব্রাহ্মণসম্পত্তিবিষুবৎ স্বর্ঘ্যসংক্রমঃ ॥ ২১৭
 ব্যতীপাতো গজছায়া গ্রহণং চন্দ্রস্বর্ঘ্যয়োঃ ।
 শ্রাদ্ধংপ্রতিরুচিষ্টেচবশ্রাদ্ধকালঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২১৮
 অগ্ন্যাঃ সর্বেষু বেদেষু শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মবিদ্যুবা ।
 বেদার্থবিজ্যেষ্ঠাসামা ত্রিমধু স্ত্রিষ্পর্ণকঃ ॥ ২১৯
 ঋত্বিক্ স্বস্রীয়জামাতৃঘাজ্যখণ্ডরমাতৃলাঃ ।
 তৃণাটিকেত দৌহিত্র শিষ্যাসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥ ২২০
 কর্ম্মনিষ্ঠা স্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চায়িক্রচারিণাঃ ।
 পিতৃমাতৃগরাস্তেচ ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধসম্পদঃ ॥ ২২১
 যোগী হীনাতিরিক্তাঃ কাণঃ পৌনর্ভব স্তথা ।
 অবকীর্ণা কুণ্ডগোলৌ কুনথী শ্রাবদন্তকঃ ॥ ২২২
 ভূতকাধ্যাপকঃ ক্লীবঃ কচ্ছাদ্যভিশতকঃ ।
 মিত্রক্রুক পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী চ বিনিন্দকঃ ॥ ২২৩
 মাতাপিতৃ গুরুভাগী কুণ্ডলী বৃষল্যাজঃ ।
 পরপূর্বাপতিঃ স্তেনঃ কর্ম্মহুষ্ঠাশ্চ নিন্দিতাঃ ॥ ২২৪
 নিমন্ত্রয়ীত পূর্বেহ্যত্রীক্ষণান্যবান্ শুচিঃ ।
 তৈশ্চ্যাপিসংযতৈর্ভাব্যামনোবাক্যকর্ম্মভিঃ ২২৫
 অপরাহু সমভ্যর্চ্য স্বাগতেনাগতাংস্ত তান্ ।
 পবিত্রপানিরাচান্তানাসনেনশূপবেশয়েৎ ॥ ২২৬
 যুগ্মান্ দৈবে যথাসক্তি পিত্র্যেহুগ্মাংস্তথৈব চ ।
 পরিশ্রিতে শুচৌ দেশে দক্ষিণাপ্লবনেতথা ॥ ২২৭
 ধৌ দৈবে প্রাকৃত্রয়ঃপিত্রোউদগেটৈকমেব বা ।
 মাতামহানামপ্যেবং তস্তং বা বৈশ্বদেবিকম্ ॥ ২২৮
 পানিপ্রক্ষালনং দধা বিষ্টদ্ব্যর্থং কুশানপি ।
 আবাহয়েদমুজাতো বিধেদেবাস ইতুচা ॥ ২২৯
 যবৈরঘবকীর্য্যধা ভাজনে সপবিত্রকে ।
 শম্নোদেব্যাপরঃক্ষিপ্তৃ যবোহসীতিযবাংস্তথা ২৩০

যা দিব্যা ইতি মন্ত্ৰেণ হস্তেৰ্ব্বাং বিনিঃক্ষিপেৎ ।
 দ্বৌদ্বাদশং গন্ধমালাং ধূপং বাসঃ সনৌপকম্ ॥২৩১
 তথাচ্ছাদনদানঞ্চ করশৌচার্থমশু চ ।
 অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃণাম প্রদক্ষিণম্ ॥
 দ্বিগুণাংস্ত কুশান্ দত্ত্বা হ্যশস্ত্তেতৃচা পিতৃনং ৩২
 আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপেদায়াস্ত নন্ততঃ ।
 ববার্ধাস্ত তিলৈঃ কার্ধ্যাঃ কুর্ধ্যাদর্ঘ্যাদিপূর্ববৎ ২৩৩
 দর্ঘ্যাসংস্রবাং স্তেবাং পাত্রে কৃত্বা বিধানতঃ ।
 পিতৃত্যঃ স্থানমসীতিহুজ্ঞাপাত্রঃ করোত্যধঃ ॥২৩৪
 অগ্নৌ করিষ্যাদায পৃচ্ছত্যন্নং যতপ্লুতম্ ।
 কুরুষেত্যানুজ্ঞাতো হব্যার্থৌ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥ ২৩৫
 হৃতশেষং প্রদদ্যাভু ভাজনেষু সমাহিতঃ
 যথা লাভোপপন্নেষু রোপোষু তু বিশেষতঃ ॥২৩
 দত্ত্বানং পৃথিবী পার্শ্বমিতি পাত্ৰাভিমুদ্রণম্ ।
 কৃত্তেদং বিষ্ণুরিত্যগ্নে দ্বিজাস্তুঃ নিবেশয়েৎ ॥২৩৭
 সব্যাহুতিকং গায়ত্রীং মধুবাচা ইতি ত্র্যচম্ ।
 জপ্ত্বা যথাস্থংবাচ্যঃ ভূজীরং স্তেহপিবাগ্যতাঃ ২৩৮
 অন্নমিষ্টং হবিষ্যঞ্চ দদ্যাৎ প্রোধানোহত্বরঃ ।
 আতৃপ্তেস্ত পবিত্রাণি জপ্ত্বা পূর্বজপস্তথা ॥ ৩৯
 অন্নমাদায় তৃপ্তাঃ স্ব শেযং চৈবানুমন্ত চ ।
 তদন্নং বিকিরেদ্ভূমৌ দদ্যাচ্চাপঃ সক্রুৎসক্রুৎ ২৪০
 সর্কমন্নমুপাদায় সতিলং দক্ষিণামুখঃ ।
 উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডান্ প্রদদ্যাৎ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥২৪
 মাতামহানামপেযং দদ্যাচ্চামনং ততঃ ।
 স্বস্তি বাচ্যং ততঃ কুর্ধ্যাদক্ষযোদকমেব চ ॥২৪২
 দত্ত্বা তু দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদাহবেৎ ।
 বাচ্যতামিতানুজ্ঞাতঃ প্রকৃতোভ্যঃ স্বধোচ্যাতম্ ২৪৩
 জয়রস্ত্র স্বধেভ্যেবং ভূমৌ সিঞ্চেন্ততোজলম্ ।
 বিখেদেবাশ্চ প্রীয়স্তাং বিপ্রৈশ্চোক্তইদং জপেৎ ২৪৪
 দাতারো নোহভিবর্জিতাং বেদাঃ সন্ততির্যেব চ ।
 শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদহ দেয়ঞ্চ নোহস্থিতাঃ ২৪৫
 অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি ।
 যাচিতারশ্চ নঃ সন্ত স চ যাচিয় কঞ্চন ॥ ২৪৬
 ইত্যুক্তা তু প্রিয়া বাচঃ প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ।
 বাজে বাজে ইতি প্রীতঃ পিতৃপূর্বং বিসর্জয়ন্ত ২৪৭
 যন্নিং স্তে সংস্রবাঃ পূর্বমর্ঘ্যপাত্রে নিবেশিতাঃ ।
 পিতৃপাত্রং তদ্বদানং কৃত্বাবিণ্ডান্ বিসর্জয়েৎ ২৪৮
 প্রদক্ষিণমুদ্রজ্য ভূজীত পিতৃসেবিতম্ ।
 ব্রহ্মচারী ভবেত্তান্ত রজনীং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥২৪৯
 এবং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বৃদ্ধৌ নান্দীমুখান্ পিতৃন ।

যজ্ঞেত দধিকর্ককুমিশ্রান্ পিণ্ডান্ যবৈঃ ক্রিয়া ॥২৫০
 একোদ্বিষ্টং দৈবহীনমেকাধৌকপবিত্রকম্ ।
 আবাহনাত্মীকরণরহিতং হুপসব্যবৎ ॥ ২৫১
 উপতিষ্ঠতামিতাক্ষ্যস্থানে বিপ্রবিসর্জনে ।
 অভিরম্য ভামিতি বদেদক্লয়ুস্তেহভিরতাঃ ২৫২
 গন্ধোদকতিলৈর্যুক্তং কুর্ধ্যাৎ পাত্রচতুষ্টয়ম্ ।
 অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ ৩৫৪
 যে সমানাইতি দ্বাভ্যাং শেযং পূর্ববদাচরেৎ ।
 এতং সপিণ্ডীকরণমেকোদ্বিষ্টং জ্বিয়াঅপি ২৫৪
 অর্কাক্ সপিণ্ডীকরণং যন্ত সযৎসরাদ্ভবেৎ ।
 তন্ত্রাপ্যন্নং সোদকুন্তং দদ্যাৎ সযৎসরং যিজ্ঞে ২৫৫
 মৃতাহনি তু কর্তব্যং প্রতিমাসস্ত বৎসরম্ ।
 প্রতিসযৎসরকৈব আদ্যমেকাদশেহহনি ॥ ২৫৬
 পিণ্ডান্ত্রগোহজবিপ্রৈঃ প্রোভ্যাদদ্যাৎ দ্রুমৌজলেহপিবা ।
 প্রক্ষিপেৎ সৎস্রবিপ্রৈঃ যজ্ঞোচ্ছিষ্টং নমার্জয়েৎ ২৫৭
 হবিষ্যগ্নে ন বৈ মাংসং পায়সেন তু বৎসরম্ ।
 মাংসহরিণকোরভ্রশাকুনচ্ছাপার্থিতঃ ॥ ২৫৮
 ঐণরৌরববারহশাশৈশ্বাংসৈর্যথাক্রমম্ ।
 মাসবৃদ্ধা হি তৃপস্তি দৈতৈরিহ পিতামহাঃ ২৫৯
 খজ্জামিষং মহাশব্ধং মধু মুদ্রণমেব চ ।
 লোহামিষং মহাশব্ধকং মাংসং বাক্রীণসস্ত চ ২৬০
 যদদ্যতি গয়াস্থং সর্কমানস্ত্যমুচ্যতে ।
 তথা বর্ষাতয়োদশীং যথাস্থ চ ন সংশয়ঃ ॥ ২৬১
 কত্যাং কত্যাংবেদিনশ্চ পশুন মুখ্যান্ স্ততানপি ।
 দূতং কৃষিঞ্চ বাণিজ্যং দ্বিশকৈশ্চক্ষাংস্তথা ২৬২
 ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ পুত্রান স্বর্গরূপো সূকৃপ্যকে ।
 জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যং সর্ককামানাপ্রোতিশ্রাদ্ধদঃ সদা ২৬৩
 প্রতিপৎ প্রভৃতিষেতান বর্জয়িত্বা চতুর্দশীম্ ।
 শস্ত্বেণ তু হতা যে বৈ তেভ্যস্তত্র প্রদীয়তে ২৬৪
 স্বর্গং হুপত্যয়োজশ্চ শৌর্যং ক্ষেত্রং বলং তথা ।
 পুত্রান শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চ সৌভাগ্যং সমৃদ্ধিং মুখ্যতাতথা ২৬৫
 অরোগিত্বং যশোবীতশোকতাং পরমাং গতিম্ ২৬৬
 ধনং বিদ্যাং ভিষক্ সন্ধিং হুপ্যাংগা অপ্যজাবিকম্ ।
 অস্থানামুশ্চ বিবিধং যঃ শ্রাদ্ধং সম্প্রযচ্ছতি ২৬৭
 কৃত্তিকাদিত্যভরণস্তং স কামানাপুয়াদিমান্ ।
 আন্তিকঃ শ্রদ্ধাধানশ্চ ব্যাপেতমদুমংসরঃ ।
 শ্রীণমস্তি মহুবাণাং পিতৃন শ্রাদ্ধেন তর্পিতাঃ ২৬৮
 আয়ুঃ প্রজাধনং বিদ্যাং স্বর্গং যোক্ষঃ স্তথানি চ ।
 প্রযচ্ছতি তথা রাজ্যং প্রীতানুগাং পিতামহাঃ ২৭০
 বিনায়কঃ কর্মবিয়সিদ্ধার্থং বিনিয়োজিতঃ ।

গণনাধিপত্যে চ ক্রেপে ব্রহ্মণা তথা ॥ ২৭১
তেনোপস্থষ্টো যন্তস্ত লক্ষণানি নিবোধত ।
স্বপ্নেবাহাগতৈঃ ত্যর্থং জলং মুগ্ধাংশ্চ পশুতি ২৭২
ক্ৰাব্যবাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি ।
অস্ত্রৈর্গদৈভৈরকষ্ট্রৈঃ পর্হৈকত্রাবতিষ্ঠতে ॥ ২৭৩
ব্রজশ্চ তথান্নানং দ্রুততৈঃসুগতং পঠৈঃ ।
বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ ॥ ২৭৪
তেনোপস্থষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ ।
কুমারী নচ ভর্তারমপত্যং নচ গতিগী ॥ ২৭৫
আচার্য্যস্বং শ্রোত্রিয়শ্চ ন শিষ্যোহধ্যয়নং তথা ।
বণিগ্নাভং নচাপ্নোতি কৃষিক্ষেব কৃষীবলঃ ॥ ২৭৬
স্বপনং তস্ত কৰ্ত্তব্যং পুণ্যেহহি বিধিপূৰ্ণকম্ ।
গৌরসৰ্পকঙ্কেন সাজ্যোনোৎসাদিতস্ত চ ॥ ২৭৭
সর্কীয়ধৈঃ সর্গগন্ধৈঃ জলিশুরিসন্তথা ।
ভজ্যাসনোপবিষ্টস্ত স্ততিবাচ্য্য দ্বিজাঃ শুভাঃ ॥ ২৭৮
অশ্বহানাদগজহানাদম্নীকায় সঙ্গমাদ্ভাং ।
মুত্তিকারোচনায় গদানুগুণ্ডলুকাঙ্গু নিঃক্ষিপেৎ ॥
যা আহুতা একবর্গৈশ্চতুর্ভিঃ কলশৈর্জনাং ।
চন্দ্রপ্যানডুহে রক্তে স্বাপ্যং ভজ্যাসনং তথা ॥ ২৮০
সহস্রাশ্চ শতং ধারমুবিভিঃ পাবনং কৃতম্ ।
তেন স্তম্ভাভিধিকামি পাবমান্যঃ পুনস্ত তে ॥ ২৮১
গগনে বরুণো রাজা ভগং হৃদ্যে ব্রহ্মপতিঃ ।
ভগমব্রহ্ম বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ ॥ ২৮২
বতে কেশেযু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মুর্দ্ধনি ।
লগাটে কর্ণয়োঃকোরাপস্তদব্রহ্ম সর্কীনা ॥ ২৮৩
দ্বাতস্ত সার্ষপং ঠৈলং স্রবণোড়ম্বরেণ চ ।
কুহ্মায়মুর্দ্ধনি কুশান্ সবেদ্যন পরিগৃহ্য চ ॥ ২৮৪
মিতশ্চ সংমিতশ্চৈব তথা শালকটকটৌ ।
কুম্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহাসমম্বিতৈঃ ॥ ২৮৫
নামভির্কালমষ্টৈশ্চ নমস্কার সমম্বিতৈঃ ।
দদ্যাকটুপথে হৃদ্যে কুশানাস্তীর্ঘ্য সর্কতঃ ॥ ২৮৬
কৃতাকৃত্যন্তংগুলাংশ্চ পললোদনমেব চ ।
মৎস্তান্ পকান্ততৈবামান্ মাংসমেতাবদেবতু ॥ ২৮৭
পুষ্পং চিত্রং হৃগন্ধকং সুরাশ্চ ত্রিবিধামপি ।
মূলকং পুরিকাংপুপাংস্তথৈবৈরশিকাস্তাঃ শ্রজঃ ॥ ২৮৮
দধাম্নং পায়সকৈশ্চ শুড়পিষ্টং সমোদকম্ ।
এতান্ সর্কায়ুপাহাত্য ভূমৌ কৃত্বা স্তবতঃ শিরশ্চ ২৮৯
বিনায়কস্ত জননীমুপতিষ্ঠেত্ততোহম্বিকাম্ ।
কুর্কাসর্বপুপাংশ্চাপি দদ্যাকং পূর্ণমঞ্জলিম্ ॥ ২৯০
ক্লপংদেহি বশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহিমে ।

পূজান্ দেহিনংদেহিসর্কান্যাকাংক্ষদেহমে২১।
তত্তঃ শুক্রাধরথরঃ শুক্রগন্ধাহুললেননঃ ।
ব্রাহ্মণান্ জৈজয়েদ্দম্যাংস্বয়ং গুরোরপি ॥ ২২
এবং বিনায়কং পুঞ্জ্যং গ্রহাষ্টৈষ বিধানন্তঃ ।
কর্মণাং ফলমাপোতিশ্রিয়ঞ্চাপ্নোতাত্মনাম্ ॥২৩
আদিত্যস্ত সদা পূজ্যং তিলকং স্বামিনস্তথা ।
মহাগণপতেষ্টৈষ কূর্বন্ সিদ্ধিমবাগ্নুয়াৎ ॥ ২৪
শ্রীকান্ শক্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞ সমাচরেৎ ।
বৃষ্ঠায়ুঃ পৃষ্ঠিকামো বা তথৈবাভিচরণন্নীন ॥ ২৫
সূৰ্য্যঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতিঃ ।
জুহুঃশনৈশ্চরোরাহুঃকেতুশ্চেতিগ্রহাঃস্বতাঃ ॥২৬
তাত্রাকং ক্ষটিকাঙ্গুলচন্দনাং অর্ঘ্যকাঙ্ক্ষতো ।
রজতাদয়স্ সীসাং কাংস্ত্রাং কার্য্যগ্রহাঃক্রমাৎ
স্বৈর্সর্বৈর্কো পটে লেখ্য গঠৈকঙলেকৈথবা ।
যথাবর্ণং প্রদেয়ানি বাসাংসি কুম্ভমানি চ ॥ ২৮
গন্ধাশ বলয়শ্চৈষ ধূপোদেশ্যস্ত গুগ্লুঃ ।
কর্তব্য্য মন্ত্রবস্তুচ চরবঃ প্রতিদৈবতন্ ॥ ২৯
আকুণ্ডেন ইমং দেবা অগ্নিসূৰ্য্য দিবঃ ককুৎ ।
উদ্ব্যাস্থেতি চ স্ক্রুচোযশাসংধ্যং প্রার্থিতাঃ৩০
বৃহস্পতে অতি অদর্ঘ্যন্তথৈবারাৎ পরিশ্রুতঃ ।
শরোদৌবীতথাকাণ্ডৈকেতুংকুম্ভনিমাঃক্রমাৎ৩১
অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্থপার্গোহথ পিপ্পলঃ ।
উডম্বরঃ শমী দুর্কা কুশাশ সমিধঃ ক্রমাৎ ॥৩২
একেকস্য ষষ্টিশতমষ্টাবিশ্বেশতিরৈব বা !
হোতব্য্যামধুসর্পিভ্যাং দগ্না ক্ষীরৈল বা যুতা ॥৩৩
গুড়োদনং পায়সঞ্চ হবিষ্যং ক্ষীরবাষ্টিকম্ ।
দধোদনং হবিশ্চূর্ণং মাংসং চিত্তারমেব চ ॥৩৪
দদ্যাদ্ গ্রহক্রমাদেতদ্বিজ্জৈভ্যো ভোজনং বৃধঃ ।
শক্তিভো বা যথা লাভঃ সংকৃত্যাবিধিপূর্বকমৃ৩৫
ধেমুঃ শঙ্খ স্থধানড্যান্ হেম বাসোহরন্তথা ।
কুফা গোঁরারসচ্ছাগএতাবৈ দক্ষিণাঃ ক্রমাৎ৩৬
যশ বস্ত্র যদি ছঃস্থঃ স তং যত্নেন পূজয়েৎ ।
ব্রহ্মণৈষণং বরো দত্তঃ পূজিতাঃ পূজয়িষ্যথ ॥ ৩৭
গ্রহাধীন্য নরেন্দ্রাণা মুচ্ছায়াঃ পতনানি চ ।
ভাবাভাবৌ চ জগত্যন্তমাংপূজ্যতমাঃ স্বতাঃ৩৮
মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্যঃ কৃতজ্ঞা বুদ্ধসেবকঃ ।
বিনিতঃ স্তব্ধসম্পন্নঃ কুবীনঃ সত্যবাক্শুচিঃ ॥৩৯
অদীর্ঘপুত্রঃ স্তুতিমান্ক্ষুদ্রোহপক্সবস্তথা ।
ধার্ম্মিকেচ্ছব্যসনশ্চৈষপ্রাজ্ঞঃশুরো রহস্যবিৎ৪০
স্বরক্ত গোপ্তাধীক্ষিক্যাস দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ ।

নীতস্থ বার্তায়াং ত্রাঘ্যাষ্টেব নরাধিপঃ ॥৩১১
মদ্বিগ্নঃ প্রকুরীত প্রাজ্ঞানমৌলান্ হিরানুচীন ।
৩ঃ সার্কিং চিস্তয়েজ্ঞাভ্যাং বিপ্রাণাং ততঃ স্বয়ং ৩১২
রোহিতঞ্চ কুরীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্ ।
ওনীত্যাশ কুশলমথর্কাস্মিনসে তথা ॥ ৩১৩
প্রীতস্মার্তজিহ্বাহেতোর'গুয়াদৃষ্টিজন্তথা ।
জ্ঞাংশৈব প্রকুরীত বিধিবজ্জু রিদক্ষিণান ॥৩১৪
ভাগাংশ দদ্যাধিপ্রভ্যো বহুনি বিবিধানি চ ।
দক্ষমোহয়ং নিধীরাভ্যাং যদ্বিপ্রোপপাদিতম্ ৩১৫
দ্বন্দ্বমবায়ঐকৈব প্রায়শ্চিত্তৈরদৃষিতম্ ।
ধেঃ সকাশাধিপ্রাস্যাপ্তং শ্রেষ্ঠমিহোচ্যতে ৩১৬
ধর্মণালক্কমীহেত লক্কং যত্নে ন পালয়েৎ ।
পলিতং বর্দ্ধয়েন্নীতাবৃদ্ধং পাত্রেবু নিঃক্ষিপেৎ ৩১৭
দ্যাভুমিং নিবন্ধং বা কৃতা লেখ্যং কারয়েৎ ।
গামিভজ্জু ন পতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ ॥ ৩ ৮
টে বা তাত্রাং টে বা স্বমুজোপরিচিহ্নিতম্ ।
ভিলেখ্যাত্মনো বংশানান্মানঞ্চ মহীপতিঃ ॥ ৩১৯
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানাদ্ধেদোপবর্জনম্ ।
হন্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্ ॥৩২০
ম্যং পশব্যা মজীবাং জ্ঞানং দেশমাবসেৎ ।
ত্র হুগাণি কুরীত জনকোবানুগুণয়ে ॥ ৩২১
ত্র তত্র চ নিষাতানধ্যক্ষান কুশলানু শুচীন ।
কুর্যাদায়কর্ম্মাশ্বব্যায়কর্ম্ম য় চোদ্য তান্ ॥ ৩২২
পাতঃ পরতরো ধর্মো নৃপাণাং যত্নপার্কিতম্ ।
বৈপ্রভ্যো দীপ্যতে ত্রব্যঃ প্রজাভ্যাশ্চাতয়ং তথা ॥
আহবেবু বধ্যস্তে ভূম্যর্ক মপরাদুগাঃ ।
মকুটৈরাযুধৈর্ধাতী তে স্বর্গং যোগিনো যথা ৩২৪
দানি ক্রতুতুল্যানি ভগ্নেধবিনিবর্জিনাম্ ।
জ্ঞা স্কৃতমানান্তে হতানাং বিপলায়িনাম্ ॥৩২৫
চবাহং বাদিনং ক্রীবাং নিহেতিং পরসঙ্গতম্ ।
হস্তাধিনিবৃত্তঞ্চ যুদ্ধপ্রশ্লগ্গকাদিকম্ ॥ ৩২৬
তিরক্কঃ সদোখায় পশ্চাদায়ব্যয়ো স্বয়ম্ ।
ব্যবহারান্ততো দৃষ্টা দাত্তা ভূজীত কামতঃ ৩২৭
হিরণ্যং ব্যাপৃতানীতং ভাগুগারেবু নিক্ষিপেৎ ।
পশ্চোচ্চারাংস্ততো দূতান্ প্রেরয়েন্নদ্রিসংযুতঃ ৩২৮
ততঃ স্বৈরবিহারী শ্রাস্ত্রিভির্কী সমাগতঃ ।
বলানাং দর্শনং কৃতা সেনান্তা সহ চিস্তয়েৎ ৩২৯
দক্ষ্যামুপান্ত শূন্যাকার্যাং গূঢ়তাবিতম্ ।
গীতনৃত্যোক্ত ভূজীত পঠেৎ স্বাধ্যায়মেব চ ॥ ৩৩০
সংবিশেস্ত ঘাঘোষণে প্রতিবুদ্ধো ন্তথৈব চ ।

শাস্ত্রাণি চিস্তয়েবু ক্কা সর্ককর্তব্যতান্তথা ॥ ৩৩১
প্রেষয়েচ্চ ততশ্চারান্ স্বেবু চাশ্বেবু সাদরম্ ।
ঋত্বিকপুত্রোহিতাচাধ্যোরাশীভিরভিননিতঃ ॥৩৩২
দৃষ্টাজ্যোতিরিক্তো বৈদ্যানন্দদ্যাক্ষাং কাঞ্চনং মহীম্
নৈবেশিকানি চ তথা শ্রোত্রিয়াণাং গৃহাণি চ ৩৩৩
ব্রাহ্মণেবু ক্ষমী শ্লিষ্টেবজ্জিকঃ ক্রোধনোহরিবু ॥
শ্রাদ্ধাজ্ঞা ভূতাবর্গেযু প্রজাহু চ যথা পিতা ॥ ৩৩৪
পুণ্যাং যজ্ঞভাগমাদন্তে জ্ঞায়েন পরিপালয়ন্ ।
সর্কদানাদিকং যশ্যং প্রজানাং পরিপালনম্ ৩৩৫
চাটুতক্করজ্জু স্তমহাসাহসিকাদিভিঃ ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্কং কারয়েচ্চ বিশেষতঃ ॥
অরক্ক্যমাণাঃ কুর্ত্তি যং কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ প্রজাঃ
তস্মাক্ নৃপতে রক্কং যশ্যাদ্ গৃহাত্যাসো করান্ ৩৩৭
যে রাষ্ট্রাধিকৃতা স্তেবাং চারৈরজ্জু বা বিচেষ্টিতম্ ।
সাদ্ধন সম্পালয়েজ্ঞাজ্ঞা বিপরীতাংস্ত ঘাতয়েৎ ৩৩৮
উৎকোচজীবিনো ত্রব্যহীনান্ কৃতা প্রবাসয়েৎ ।
সম্মানদানসংকারৈঃ প্রোত্রিয়ান্ বাসয়েৎ সদা ॥
অজ্ঞায়েন নৃপো রাষ্ট্রাং স্বকোবাং যোহভিবর্দ্ধয়েৎ
সোহচিরাদিগতত্রীকো নাশমেতি সবাঙ্কবঃ ॥৩৩৯
প্রজাপীড়নসম্পাপসমুদভূতাহতাশনঃ ।
রাজঃকুলং প্রিয়ং প্রাণান্ নাদক্ক্য বিনিবর্ততে ॥
যএব ধর্মো নৃপতেঃ স্বরূপে পরিপালনে ।
তমেব ক্লম্মমাপ্রোতি পররাষ্ট্রং বশং নয়ন্ ॥ ৩৪২
যস্মিন দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ ।
তথৈব পরিপালোহসৌ যদা বশমুপাগতঃ ৩৪৩
মন্ত্রমূলং যতো রাজ্যমতো মন্ত্রং স্তরক্ষিতম্ ।
কুর্যাদ্ধবখাত্রে ন বিদুঃ কর্ম্মণামাকলোদয়াং ৩৪৪
অরিমিত্রমুদাসীনোহনস্তরুতং পরঃ পরঃ ।
ক্রমশো মণ্ডলং চিস্ত্যং সামাদিভিরনুক্রমে ॥৩৪৫
উপায়াঃ সাম দানঞ্চ ভেদো দণ্ডস্তথৈব ।
সম্যক্ প্রযুক্তাঃ সিধ্যৈরুদুগুণগতিকাগতিঃ ॥৩৪৬
সজ্জিক বিগ্রহং যানমাসনং সংশ্রয়ং তথা ।
দৈবীভাবং গুণানেতান্ যথাবৎ পরিকল্পয়েৎ ৩৪৭
যদা শস্ত্রগুণোপেতং পররাষ্ট্রং তদা ব্রজেৎ ।
পরশ হীন আত্মা চ দৃষ্টবাহনপুরুষঃ ॥ ৩৪৮
দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা ।
তত্র দৈবমতিব্যক্তং পৌরুষং পৌরুদেহিকম্ ৩৪৯
কেচিৎদৈবাং স্বভাবাক্ কালং পুরুষকারতঃ ।
সংযোগে কেচিদিচ্ছন্তি কলং কুশলবৃদ্ধয়ং ॥ ৩৫০
যথা হেতেন চক্রেণ ন রথং গতির্ভবেৎ ।

এবং পুরুষকারণে বিনা দৈবং নসিধ্যতি ॥ ৩৫১
 হিরণ্যভূমিলাভেভ্যো মিত্রলক্ষির্বরা যতঃ ।
 অতোযতেততং প্রাপ্তৌরক্ষং সত্যং সমাহিতঃ ৩৫২
 স্বাম্যমাভ্যো জনোহুগং কোবো দণ্ডন্তৈবচ ।
 মিত্রাণ্যেতাঃ প্রকৃতয়ো রাজ্যং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে ৩৫৩
 তদবাপ্য নৃপোদণ্ডং ছবু ভৈষু নিপাতয়েৎ ।
 ধর্মোহি দণ্ডরূপেণ ব্রহ্মণা নিশ্চিতঃ পুরা ॥ ৩৫৪
 স নেতুং জায়তোহশক্যো লুক্ণোক্তবৃদ্ধিনা ।
 সত্যসঙ্কোচা শুচিনা সুসহার্ষেন ধীমতা ॥ ৩৫৫
 বধাশাস্ত্রং প্রযুক্তঃ সন্ সদেবাসুরমামুষ্যম্ ।
 জগদানন্দয়েৎ সর্বমভূতং তু প্রকোপয়েৎ ৩৫৬
 অধর্মদণ্ডনং স্বর্গকীর্তিলোকবিনাশনম্ ।
 সম্যক্ চ দণ্ডনং রাজ্ঞঃ স্বর্গকীর্তি জয়াবহম্ ॥ ৩৫৭
 অপিত্রাতা হতোহজ্যোবান্ধুরো মাতুলোহপিবা ।
 নাদণ্ডো নামরাজোহস্তিধর্মাদিচলিতঃ স্বকাৎ ৩৫৮
 যোদণ্ড্যান্ দণ্ডয়েদ্রাজা সমাগ্যবধ্যাংশঘাতয়েৎ ।
 ইষ্টং জ্ঞাৎ ক্রতুভিগন্তেন সহস্রশতদক্ষিণৈঃ ॥ ৩৫৯
 ইতি সংচিন্ত্য নৃপতিঃ ক্রতুতুল্যফলং পৃথক্ ।
 ব্যবহারান্ স্বয়ংপশ্যেৎ সৈভ্যঃ পরিব্রতোহয়ম্ ৩৬০
 কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জানপদাংস্তথা ।
 স্বধর্মচলিতানুজ্ঞা বিনীয় স্বাপয়েৎ পথি ॥ ৩৬১
 জালপূর্য্যমরীচিস্থং ত্রসরেণুরজঃ স্তম্ভম্ ।
 তেহষ্টৌলিঙ্গাতুতান্ত্রো রাজস্বপউচ্যতে ৩৬২
 গৌরস্ত তে ত্রয়ঃ ষট্ তে যতো মধ্যস্ততে ত্রয়ঃ ।
 কৃষ্ণলঃ পঞ্চ তে মাস্তে স্তবর্ণস্ত যোড়শ ॥ ৩৬৩
 পলং স্তবর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চ বাপি প্রকীর্তিতম্ ।
 যে কৃষ্ণলে রূপ্যমাধোধরণং যোড়শৈব তে ৩৬৪
 শতমানস্ত দশভির্দ্বারৈঃ পলমেব চ ।
 নিকৃঃ স্তবর্ণাশ্চত্বারঃ কাষিকস্তাত্ত্রিকঃ পণঃ ৩৬৫
 সাক্ষীতিঃ পণসাহস্রী দণ্ডউত্তমসাহসঃ ।
 তদর্কঃ মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্কমধ্যমঃ স্তম্ভঃ ৩৬৬
 দ্বিপদস্তম্ভ বাঙ্গণ্ডো ধনদণ্ডো বদন্তথা ।
 যোজ্য্য ব্যস্তাঃ সমস্তা বা অপরাধবশাদিমে ৩৬৭
 জাস্থাপরাধং দেশঞ্চ কালং বলমথাপি ব' ।
 বয়ঃ কর্ম চ বিত্তঞ্চ দণ্ডং দণ্ডেযু পাতয়েৎ ৩৬৮

ইতি যাজ্ঞবল্কীয়ে ধর্মশাস্ত্রে আচারো
 নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিস্তিত্ত্রাক্ষণৈঃ সহ ।
 ধর্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জিতঃ ॥ ১
 শ্রুতধায়নসম্পন্নো ধর্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ ।
 রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্য্য রিপোমিত্রেচ যেসর্মাঃ ॥ ২
 অপশ্রুতা কার্য্যবশাদ্যব্যবহারান্ নৃপেণ তু ।
 সৈভ্যেঃ সহ নিযোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্বধর্মবিৎ ৩
 রাগান্নোভ্যাস্ত্রান্যাপি স্ত্যতপেতাদিকারিণঃ ।
 সভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড্যবিবাদাদ্বিগুণং দমম্ ॥ ৪
 স্ত্যচারব্যাপেতেন মার্গেণাধমিতঃ পটৈঃ ।
 আবেদয়তি চেদ্রাজে ব্যবহারপদং হি তৎ ৫
 প্রত্যর্থিনোহগ্রতো লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিনা ।
 সমামাসতদর্কান্নান্নাত্যা দিচিহ্নিতম্ ॥ ৬
 শ্রুতার্থস্তোত্রং লেখ্যং পূর্বাভেদকসন্নিধৌ ।
 ততোহর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিক্রান্তার্থসাধনম্ ।
 তংসিকৌ সিক্টিমাপোতি বিপরীতমতোহজ্ঞথা ।
 চতুষ্পাদ্যব্যবহারোহয়ং বিবাদেষু পদশিতঃ ৮
 অভিযোগমনিস্তীর্ণ্য নৈনং প্রাতিভিযোগয়েৎ ।
 অভিযুক্তঞ্চ মাত্তন নোক্তং বিপ্রকৃতং নয়েৎ ৯
 কুর্য্যৎ প্রত্যভিযোগঞ্চ কলহে সাহসেযু চ ।
 উভয়োঃ প্রতিভূগ্রাথঃ সমর্থঃ কার্য্যনির্ণয়ে ১০
 নিহবে ভাবিতো দদ্যাক্ষনং রাজ্ঞে চ তৎসমম্ ।
 মিথ্যাভিযোগী দ্বিগুণমভিযোগাক্ষনং হরেৎ ১১
 সাহসন্তেষু পার্শ্বাণোভিশায়াত্যয়ে স্ত্রিয়াম্ ।
 বিবাদয়েৎ সদ্যএব কালোহজ্ঞেচ্ছয়া স্তম্ভঃ ১২
 দেশাদেশান্তরং যতি স্বকণী পরিলেঢ়ি চ ।
 ললাটং স্ত্রিদ্ভ্যাতে যন্ত মুখং বৈবর্ণমেতি চ ১৩
 পরিণ্ডাৎ স্বলদ্যাক্যো বিরুদ্ধং বহু ভাষতে ।
 বাক্চক্ষুঃ পূজয়তি নো তথোষ্ঠৌ নিভূজ্যতাপি ১৪
 স্বভাষাদিকৃতিং গচ্ছন্ মনোবাক্যকর্ম্মভিঃ ।
 অভিযোগে চ সাক্ষ্যেবা হৃষ্টঃ সপরিকীর্তিতঃ ১৫
 সন্নিধার্থং স্বতন্ত্রী যঃ সাধয়েৎ ষষ্ঠ নিপাতয়েৎ ।
 নচাহতোবদেৎ কিঞ্চিদানোদণ্ড্য স স্তম্ভঃ ১৬
 সাক্ষিযুভয়তঃ সংস্র সাক্ষিণঃ পূর্ব্ববাদিনঃ ।
 পূর্ব্বপক্ষেহধরীভূতে ভবত্যন্তরবাদিনঃ ১৭
 সপণ্চেদ্বিবাদঃ স্তাত্ত্র হীনস্ত দাপয়েৎ ১৮
 দণ্ডঞ্চ সপণং রাজ্ঞে ধনিনে ধনমেব চ ১৮
 ছলং নিরস্ত ভূতেন ব্যবহারায়ৈষম্ পঃ ।
 ভূতমপ্যম্পত্তন্তং হীরতে ব্যবহারতঃ ১৯

নিহুতে লিখিতং নৈকমেদেশবিভাবিতঃ ।
 দাপ্যঃ সর্বং নৃপেণার্থং ন গ্রাহস্থনিবেদিতঃ ॥২০
 শ্রুত্যাবিরোধেত্যয়ন্ত বলবান্ ব্যবহারতঃ ।
 অর্থশাস্ত্রাত্ত্ব বলবদ্বশাজমিতি স্থিতিঃ ॥ ২১
 প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণ্যেতি কীর্তিতম্
 এবামন্তমাতাবে দিব্যান্ততমমুচ্যতে ॥ ২২
 সর্বেষথ বিবাদেবু বলবত্বান্তরা ক্রিয়া ।
 যাদৌ প্রতিগৃহে ক্রীতে পূর্বাভু বলবত্তরা ॥ ২৩
 পশ্রুতো ক্রবতো ভূমের্হানিবিবংশতিবার্থিকী ।
 গরেন ভূজ্যমানায়া ধনস্ত দশবার্থিকী ॥ ২৪
 আধিসীমোপনিঃক্ষেপজড়বালধনৈবিনা ।
 তথোপনিধিরাজক্ৰীশ্রোত্রিয়গাং ধনৈরপি ॥২৫
 আধ্যাদীনাং বিহর্তারং ধনিনে দাপয়দ্ধনম্ ।
 দণ্ডং তৎসমং রাজ্ঞে শক্ত্যপেক্ষা মথাপি বা ॥২৬
 আগমোহভ্যধিকো ভোগাধিনা পূর্বক্রমাগতাং
 আগমোহপিবলং নৈবভুক্তিস্তোকাপিযতনো ॥২৭
 আগমস্ত কৃতো যেন সোহভিভুক্তস্তমুদ্বরেৎ ।
 ন তৎস্বতন্তং স্তুতো বা ভুক্তিস্তত্র গরীয়সী ॥ ২৮
 যোহভিযুক্তঃ পরেতঃ স্যাৎস্য রিক্তী তমুদ্বরেৎ
 তত্র কারণং ভুক্তিরাগমেন বিনাক্রুতা ॥ ২৯
 আগমেন বিভুদ্ধেন ভোগো যাতি প্রমাণতাম্ ।
 অবিগুহ্যগমো ভোগঃ প্রমাণং নৈব গচ্ছতি ৩০
 নৃপেণাধিক্রুতাঃ পুংগাঃ শ্রেণয়োহথ কুলানি চ ।
 পূর্বং পূর্বং গুরু জ্ঞেয়ং ব্যবহারবিধৌ নৃণাম্ ৩১
 যলোপধিবিবিন্ৰুতান্ ব্যবহারান্নিবর্তয়েৎ ।
 দীনভুমন্তরাগারবহিঃ শক্রকৃতং স্তথা ॥ ৩২
 ভোক্তাভ্যর্থব্যসনিবালভীতাদি যোজিতঃ ।
 দসদ্বন্ধকৃতশ্চ ব্যবহারো ন সিধ্যতি ॥ ৩৩
 প্রণষ্ঠাধিগতং দেয়ং নৃপেণ ধনিনে ধনম্ ।
 বিভাবয়েন্ন চেন্নৈকন্তংসনং দণ্ডমহতি ॥ ৩৪
 আজালক্কা নিধিদদ্যাদিজ্যেভ্যোহর্কঃ দ্বিজঃ পুনঃ ।
 বদানশেষমাদ্যাত্ স সর্বস্য প্রভূর্বতঃ ॥ ৩৫
 তিরেণ নিধৌ লঙ্কে রাজা যষ্ঠাংশমাহরেৎ ।
 ধনিবেদিতবিজ্ঞাতো দাপ্যন্তং দণ্ডমেব চ ॥ ৩৬
 দয়ং চোরকৃতং ভ্রাব্যং রাজ্ঞা জানপদায় তু ।
 দদদন্ধি সমাপ্রোতি কিঞ্চিৎ যস্য তস্য তৎ ॥ ৩৭
 দশীতিভাগো বৃদ্ধিঃ স্যাম্যাসি মাসি সবন্ধকে ।
 প্রকমাচ্ছতং দ্বিচ্ছিত্ততুঃ পঞ্চকমন্তথা ॥ ৩৮
 গান্ধারগান্ত দশকং সামুদ্রাবিশকং শতম্ ।
 হার্কী স্বকৃতং বৃদ্ধিং সর্বং সর্কীহ জাতিবু ॥৩৯

সন্ততিস্ত পশুজীবাং রসস্যাষ্টগুণা পরা ।
 বস্ত্রধাতুহিরণ্যানাং চতুর্দ্বিগুণাঃ স্তুতাঃ ॥ ৪০
 প্রপন্নং সাধয়ন্নর্থং ন বাচ্যো নৃপতের্ভবেৎ ।
 সাধ্যমানো নৃপং গচ্ছন্ দণ্ডোদাপ্যন্ত তদ্ধনম্ ৪১
 গৃহীতাতু ক্রমাদৌপ্যোধিনিনা মধ্যমর্গিকঃ ।
 দদ্বা তু ব্রাহ্মণাটৈব নৃপতেস্তদনস্তরম্ ॥ ৪২
 রাজ্ঞাধমর্গিকোদাপ্যঃ সাধিতাদশকং শতম্ ।
 পঞ্চপঞ্চ শতং দাপ্যঃ প্রাপ্তার্থোহ্যুত্তমর্গিকঃ ॥ ৪৩
 হীনজাতিং পরিক্ষীণং মৃণার্থং কর্ষ কারয়েৎ ।
 ব্রাহ্মণস্ত পরিক্ষীণঃ শট্টৈর্দাপ্যো যথোদয়ম্ ॥ ৪৪
 দীরমানং ন গৃহীতি প্রযুক্তং যঃ স্বকং ধনম্ ।
 মধ্যস্থস্থাপিতং তৎস্যাদ্বর্জকৃতং ন ততঃ পরম্ ॥ ৪৫
 অবিভক্তৈঃ কুটুম্বার্থে যদ্বৃণঞ্চ কৃতং ভবেৎ ।
 দদ্যত্তদ্বৃণিনঃ প্রেতে প্রোষিতে বা কুটুম্বিনি ৪৬
 ন যোষিৎ পতিপুত্রাভ্যাং ন পুত্রেনকৃতং পিতা ।
 দদ্যাদৃতে কুটুম্বার্থান্ন পতিঃ ক্রীকৃতং তথা ॥ ৪৭
 সুরাকামদ্যুতকৃতং দণ্ডগুহ্যবশিষ্টকম্ ।
 বৃথাদানং তথৈবেহ প্রোক্তো দদ্যান্ন পৈতৃকম্ ॥ ৪৮
 গোপশৌণ্ডিকশৈলুষরজকব্যাদযোষিতাম্ ।
 ঋণং দদ্যাত্ পতিস্তেবাং যস্মাদব্রতন্তদাশ্রয়া ৪৯
 প্রতিপন্নং স্ত্রিয়া দেয়ং পত্যা বা সহ যৎ কৃতম্ ।
 স্বয়ং কৃতং বা যদুণং নাগুং ক্রী দাতুমহতি ॥ ৫০
 পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যসনাভিপ্লুতংহথবা
 পুত্রোপৌত্রৈঃ ঋণং দেয়ম্ নৈবে সাক্ষিতাবিতম্ ॥ ৫১
 ঋক্থগ্রাহ ঋণং দাপ্যো যোষিদগ্রাহন্তথৈবচ ।
 পুত্রোহনন্তাপ্রিত্ত্র্যং পুত্রহীনস্ত ঋক্থিনঃ ॥ ৫২
 ভ্রাতৃণামথ দম্পত্যোঃ পিতৃঃ পুত্রস্ত চৈব হি ।
 প্রাতিভাব্য মৃণং সাক্ষ্যমভিক্তে নতু স্ততম্ ॥ ৫৩
 দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতিভাব্যং বিধীয়তে ।
 আদ্যো তু বিতথে দাপ্যাবিতরস্ত স্তুতা অপি ৫৪
 দর্শনপ্রতিভূর্ভগ্ন মৃতঃ প্রাত্যয়িকোহপিবা ।
 ন তৎ পুত্রা ঋণং দদ্যদ্বর্জদানায় বে স্থিতাঃ ॥ ৫৫
 বহবঃ স্যাদি স্বাংশৈর্দদ্যাঃ প্রতিভূবো ধনম্ ।
 একচ্ছায়াশ্রিতেষু ধনিকস্ত যথাক্রুতি ॥ ৫৬
 প্রতিভূদ্যপিতো যত্ন প্রকাশং ধনিনোধনম্ ।
 দ্বিগুণং প্রতিদাতব্যমৃণিকৈস্তত্ত তদ্বরেৎ ॥ ৫৭
 সন্ততিঃ ক্রীপশুশ্বেব ধাতুং দ্বিগুণমেবচ ।
 বস্ত্রং চতুর্গুণং প্রোক্তং রসস্যাষ্টগুণস্তথা ॥ ৫৮
 আধিঃ প্রণশ্রেদ্বিগুণে ধনে যদি ন মেষ্যতে ।
 কালে কালকৃতং মন্ত্রেৎ ফলতোগোয়ান নশ্রুতি ৫৯

গোপ্যাধিভোগেনোরুদ্ধিঃ সোপকারেহথহাপিতে
নষ্টোদেয়োবিনষ্টশ্চ দেবরাজকৃতাদৃতে ॥ ৬০
আধেঃ বীকরণং সিদ্ধীরক্ষ্যমাণোহপ্যসারতাম্ ।
যাতশ্চেন্দ্রজ্ঞ আধেয়োধনভাষা ধনী ভবেৎ ॥ ৬১
চরিত্রবন্ধককৃতং সত্বক্যা দাপয়েদ্ধনম্ ।
সত্যস্বারকৃতং দ্রব্যং দ্বিগুণং প্রতিদাপয়েৎ ॥ ৬২
উপস্থিতস্ত মোক্তব্য্যাধিস্তেনোহত্থা ভবেৎ ।
এয়োজকেহসতি ধনং কুলে ভৃত্যাদিমাপ্নয়াৎ ॥ ৬৩
তৎকালকৃতমূলোবা তত্র তিষ্ঠেদবুদ্ধিকঃ ।
বিনা ধারণকাষাপি বিক্রীণীত স সাক্ষিকম্ ॥ ৬৪
যদা তু দ্বিগুণীভূতমৃগমাধৌ তদা খলু ।
মোচ্যাদ্বিস্তৃতং পশুং প্রবিষ্টে দ্বিগুণে ধনে ॥ ৬৫

ইতি ঋণাদানপ্রকরণম্ ।

বাসনস্থমনাখ্যায় হস্তেহস্তস্য যদর্পিতম্ ।
দ্রব্যং তদৌপনিধিকং প্রতিদেয়ং তথৈব তৎ ॥ ৬৬
ন দাপ্যোহপহৃতং তত্ত্ব রাজদৈবিকতদ্বরেঃ ।
ব্রহ্মশ্রেষ্ঠমার্গিতেহদন্তে দাপ্যোদগুঞ্চ তৎসমমৃগ্য
আজীবনং স্বেচ্ছয়া দণ্ডোদাপ্যন্তকাপি সোদয়ম্ ।
যাচিত্যাহিতস্তানিঃ ক্ষেপাদিষয়ং বিধিঃ ॥ ৬৮

ইতি নিঃক্ষেপাদিপ্রকরণম্ ।

তপস্বিনোদানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ ।
ধর্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনাযিতাঃ ॥ ৬৯
দ্রব্যরাঃ সাক্ষিগোজ্ঞেয়াঃ শ্রোতম্বার্তক্রিয়ারতাঃ ।
যথাজাতি বধাবর্ণঃ সর্পে সর্পেষু বা স্নাতাঃ ॥ ৭০
শ্রোত্রিয়ান্তাপসাবৃদ্ধাষে চ প্রব্রজিতাদয়ঃ ।
অসাক্ষিগণ্ডে বচনান্নাহেতুরুদাল্লভঃ ॥ ৭১
জীবুচ্ছবালকিতবমভোম্যস্তাভিশন্তকঃ ।
রদাবতারিপাণ্ডিত্যকুটুর্দ্বিকলেজিয়াঃ ॥ ৭২
পতিতাপ্তাশ্বসন্ধিসহায়রিপুতদ্বরাঃ ।
সাহসী দৃষ্টদোষশ্চ নিকূতাদ্যাস্ত সাক্ষিণঃ ॥ ৭৩
উভয়াহুমতঃ সাক্ষী ভবত্যেকোহপি ধর্মবিৎ ॥ ৭৪
সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েদ্বাদিপ্রতিবাদিসমীপগান্ ।
যে চ পাপকৃতং লোকা মহাপাতকিনাস্তথা ॥ ৭৫
অগ্নিদানঞ্চ যে লোকা যে চ জীবালঘাতিনাম্ ।
স তান্ সর্কান্ সমাপ্রোতিবঃ সাক্ষ্যমনুতং বদেৎ ॥ ৭৬
হৃকৃতং যবরা কিঞ্চিদ্ভ্রাস্তরশতৈঃ কৃতম্ ।
তৎসর্বং তস্ত জানীহি যং পরাজয়সে মূবা ॥ ৭৭

অক্রবন্ হি নরঃ সাক্ষ্যমৃগং স দশবন্ধকম্ ।
রাজাসর্বং প্রদাপ্যাত্মাৎষট্ চষারিংশকেহনি ৭৮
ন দদাতি চ যঃ সাক্ষ্যং জ্ঞানমপি নরাধমঃ ।
স কূটসাক্ষিণঃ পাপৈপশ্চল্যোদগে ন চৈব হি ॥ ৭৯
বৈধে বহুনাং বচনং সমেযু গুণিনাং তথা ।
গুণিবৈধে তু বচনং গ্রাহ্যং বে গুণবন্তমাঃ ॥ ৮০
যন্তোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাং সজয়ীভবেৎ
অন্তথাবাদিনো যন্ত দ্রব্যং তন্ত পরাজয়ঃ ॥ ৮১
উক্তেহপি সাক্ষিভিঃ সাক্ষ্যে যদ্যন্তে গুণবন্তমাঃ ।
দ্বিগুণা বাহুধা জয়ঃ কূটাঃ হ্রাঃ পূর্বসাক্ষিণঃ ॥ ৮২
পৃথক পৃথগদগুনীয়াঃ কূটকৃৎ সাক্ষিগন্তথা ।
বিবাদাদ্বিগুণং দ্রব্যং বিবাস্তো ব্রাহ্মণঃ স্নাতঃ ৮৩
যঃ সাক্ষ্যং শ্রাবিতোহন্তেভোনীহু তেতত্তমোবৃতঃ ।
স দাপ্যোহষ্টগুণং দণ্ডং ব্রাহ্মণস্ত বিবাসয়েৎ ॥ ৮৪
বর্ণিনাস্ত বধৌ যত্র তত্র সাক্ষ্যানুতং বদেৎ ।
তৎ পাবনায় নিকাপ্যশ্চক্ৰঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ ॥ ৮৫

ইতি সাক্ষিপ্রকরণম্ ।

যঃ কশিচদর্থো নিষাতঃ স্বরূচ্যা তু পরম্পরম্ ।
লেখ্যস্ত সাক্ষিমং কার্যং তস্মিন্ ধনিকপূর্বকম্ ৮৬
সমামাস্তদন্ধাহন্যমজতিস্বগোত্রকৈঃ ।
সব্রহ্মচারিকাস্ত্রীয়পিতৃনামাদিচিহ্নিতম্ ॥ ৮৭
সমাপ্তেহর্থো ঋণী নাম স্বহস্তেন নিবেশয়েৎ ।
মতং মেহমুকপুত্রস্ত যদ্রোপরিলেখিতম্ ॥ ৮৮
সাক্ষিগণ্ডে স্বহস্তেন পিতৃনামকপূর্বকম্ ।
অত্রাহমমুকঃ সাক্ষী লিখেম্বরিতি তে সমাঃ ॥ ৮৯
উভয়াভ্যর্থিতেনৈতন্ময়া হমুকবৃহন ।
লিখিতং হমুকেনেতি লেখকোহন্তেততো লিখেৎ ।
বিনাপি সাক্ষিভিলেখ্যং স্বহস্তলিখিতস্ত যৎ ।
তৎ প্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং বলোপধিকৃতাদৃতে ॥ ৯১
ঋণং লেখ্যকৃতং দেয়ং পূর্ববৈজ্ঞিভিরেব তু ।
আবিস্ত ভূজ্যতে তাবদ্যাবত্তম প্রদীয়তে ॥ ৯২
দেশান্তরেষু হুগে ধ্যে নষ্টোনমৃষ্টে হুগে তথা ।
ভিন্নে দদেহুৎথবাচ্ছিন্নে লেখ্যমন্তত্ত কারয়েৎ ॥ ৯৩
সন্দিগ্ধলেখ্যগুচ্ছিঃ শ্রাৎ স্বহস্তলিখিতাদিভিঃ ।
যুক্তিশ্রাণ্ডিক্রিচ্ছিন্নস্বধাগমহেভুভিঃ ॥ ৯৪
লেখ্যস্য পৃষ্ঠেহস্তিলিখেন্দ্রা দ্বা ধনং ঋণী ।
ধনী চোপগতং দদ্যাৎ স্বহস্তপরিচিহ্নিতম্ ॥ ৯৫
দত্ত্বং পাঠয়েদ্রাৎ গুচ্ছ্য বাস্তত্ত কারয়েৎ ।

সাক্ষিক ভবেদ্যবা তদাতব্যং সসাক্ষিকম্ ॥ ৯৬

ইতি লেখ্যপ্রকরণম্ ॥

তুলাগ্ৰ্যাপো বিষং কোবো দিব্যানীহ বিগুহ্যে ।
মহাভিযোগেষেতানি শীর্ষকস্বেভিযোক্তরি ৯৭
কচা বাহুতরঃ কুৰ্যাদিতরো বর্তয়েচ্ছিরঃ ।
বিনাপি শীর্ষকাং কুৰ্য্যাম্প্রজোহেহৎ পাতকে ৯৮
সচেলং স্নাতমাহুং হৃদ্যাদয় উপোষিতম্ ।
কারয়েৎ সর্ষদিব্যানি নৃপত্রাক্ষণসমিধৌ ॥ ৯৯
তুলা স্ত্রীবাণবুদ্ধাক্ষণজুত্রাক্ষণরোগিণাম্ ।
অগ্নিজলং বা শূদ্রস্ত যবাঃ সপ্ত বিষস্ত চ ॥ ১০০
নাসহস্রাক্ষরেৎ ফালং ন বিষং ন তুলাং তথা ।
নৃপার্থেদ্বিভাগে চ বহেয়ঃ ওচয়ঃ সদা ॥ ১০১
তুলাধারণবিধিত্তিবিযুক্তস্তলাশ্রিতঃ ।
প্রতিমানসমীভূতো রেখাং কৃত্বাবতারিতঃ ॥ ১০২
ঋং তুলে সত্যধানাসি পুরা দেববিনির্মিতা ।
তৎসত্যং বদ কল্যাণি সংস্রাম্মাং বিমোচয় ॥ ১০৩
যদ্যস্মি পাপকৃন্নাং ততো মাং ভ্রমধোনয় ।
গুহ্যচেষ্টাঙ্গময়োর্জং মাং তুলামিত্যভিমন্তয়েৎ ১০৪
করৌ বিমুদিতব্রীহেলক্ষ্মিহা ততোহস্তয়েৎ ।
সপ্তাশ্বস্ত পত্রানি তাবৎ স্বত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥ ১০৫
ঋমে সর্ষভূতানামস্তচরসি পাবক ।
সাক্ষিকং পুণ্যপাপেভ্যো ক্রহি সত্যং করে মম ॥
তন্ত্বেভ্যাক্তবতো লোহং পঞ্চাশং পলিকং সমম্ ।
অগ্নিবর্ণং হ্রসেৎপিণ্ডং হস্তরৌকুভয়োরপি ॥ ১০৭
স তমানায় সটপ্তং মণ্ডলানি শনৈত্রজ্ঞেৎ ।
ষোড়শাঙ্গুলকং ক্ষেয়ং মণ্ডলং তাবদস্তরম্ ॥ ১০৮
মুক্তাশ্লিৎ মুদিতব্রীহিরদধঃ শুদ্ধিমাণুয়াৎ ।
অস্তরা পতিতে পিণ্ডে সন্দেহে বা পুনর্হরেৎ ১০৯
সত্যেন মাভিরক্ষ ঋং বরুণেত্যভিশাপ্যকম্ ।
নাভিদগ্ধোদকস্তস্ত গৃহীত্বোজং জলং বিশেৎ ॥ ১১০
সমকালমিযুং ক্ষিপ্তমানীয়াস্তো জবী নরঃ ।
গতে তস্মিন্নিমগ্ধাং পশ্চোচ্চেক্ষুদ্বিমাণুয়াৎ ১১১
ঋং বিষ ব্রহ্মণঃ পুত্র সত্যধর্মে ব্যবস্থিতঃ ।
ত্রায়স্বান্নাদভীশাপাং সত্যেন ভবমেহমৃতম্ ॥ ১১২
এবমুক্তা বিষং শাকং ভক্ষয়েদ্ধিমশৈলজম্ ।
যস্য বেটৈর্ধ্বানী জীর্ঘ্যেস্তস্ত গুহ্যং বিনির্দিশেৎ ॥
দেবানুগ্রাণ সমভ্যর্জ্য তৎস্বানোদকমাহরেৎ ।
সংক্রাণ্য পায়য়েত্তস্মাক্ষলস্ত প্রস্থতিত্রয়ম্ ॥ ১১৪

অর্কাক্ চতুর্দশাহ্নো যস্য নো রাজদৈবিকম্ ।
ব্যসনং জায়তে ঘোরং স শুকঃ স্যামসংশয়ঃ ॥ ১১৫

ইতি দিব্যপ্রকরণম্ ॥

বিভাগক্ষেৎ পিতা কুৰ্য্যাংস্বৈচ্ছয়াবিভজ্ঞেংসুতান্
জ্যোষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেন সর্কে বা স্যুঃ সমাংশিনঃ
যদি কুৰ্য্যাৎ সমানংশান্ পত্ন্যঃ কার্যাঃ সমাংশিকাঃ
ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাংভত্রী বা স্বতরেণ বা ॥ ১১৭
শক্ৰশ্রানীহমানস্ত কিস্কিন্দবা পৃথক্ ক্রিয়া ।
ন্যূনাধিকবিভক্তানাং ধর্ম্যঃ পিতৃকৃতঃ স্তুতঃ ॥ ১১৮
বিভজের্ন সূতাঃ পিত্রোরুর্কমৃৎখমৃৎ সমম্ ।
মাতৃদুহিতরঃ শেষমৃগান্ত্যাত্য ঋতেহঘরঃ ॥ ১১৯
পিতৃদ্রব্যাবিরোধেন যদন্তং স্বয়মর্জিতম্ ।
মৈত্রমৌদাহিককৈবদ্যাদানানং ন তত্তবেৎ ॥ ১২০
ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং কৃতমভ্যজ্ঞের্তু যঃ ।
দায়াদেভ্যো ন তদদ্যাদিহায়াদা লক্ষমেব চ ॥ ১২১
যৎকিঞ্চিৎ পিতরিপ্রোতধনং জ্যোষ্ঠোহধিগচ্ছতি ।
ভাগো যবীসয়াং তত্র যদি বিদ্যামুপালিনঃ ॥ ১২২
সামান্তার্থসমুথানে বিভাগস্ত সমঃ স্তুতঃ ।
অনেকপিতৃকাণাস্ত পিতৃতো ভাগকল্পনা ॥ ১২৩
ভূধী পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা ।
তত্র স্ত্র্যাং সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্তচোভয়োঃ ॥ ১২৪
বিভক্তেষু স্তুতো জাতঃ সর্বার্থাং বিভাগভাক্ ।
দৃশ্যাদা তদ্বিভাগঃ স্ত্রাদায়ব্যয়বিশোধিতাৎ ॥ ১২৫
পিতৃভ্যাং যন্ত যদন্তং তন্তস্ত্রৈব ধনং ভবেৎ ।
পিতুরুর্জং বিভজতাং মাতাহপ্যাংশংসমংহরেৎ ১২৬
অসংস্কৃতান্ত সংস্কার্যা ত্রাতরঃ পূর্বসংস্কৃতেঃ ।
ভগিত্তশ্চ নিজাদংশাদক্যাংশস্ত তুরীয়কম্ ॥ ১২৭
চতুর্জিহ্ব্যেকভাগাঃ স্যুর্কর্ষণো ব্রাহ্মণাস্তজাঃ ।
ক্ষত্রজাস্ত্রিহোকভাগাবিড়্জাস্ত্র্যেকভাগিনঃ ১২৮
অন্তোত্তাপস্তং দ্রব্যং বিভক্তে যন্তু দৃশ্যতে ।
তৎপুনস্তে স্টমৈরংশৈর্বিভজের্নমিত্তি স্থিতিঃ ॥ ১২৯
অপুত্রোণ পরক্ষেত্রে নিয়োগেৎপাদিতঃ স্তুতঃ ।
উভযোরপ্যমাবৃক্থী পিণ্ডদাতা চ ধর্ম্যতঃ ॥ ১৩০
ঔরসোধর্ম্যপত্নীজন্তংসমঃ পুত্রিকাস্তুতঃ ।
ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্ত সগোত্রোণেত্রোণ বা ॥ ১৩১
গৃহে প্রচ্ছন্নউৎপন্নো গৃহজস্ত স্তুতোমতঃ ।
কানীনঃ কথকাজাতো মাতামহস্তুতোমতঃ ॥ ১৩২
অক্ষতায়্যং ক্ষতায়্যং বা জাতঃ পৌনর্ভবস্তথা ।

দদ্যান্নাতা পিতাবাংসপুত্রোদত্তকোভবেৎ ॥ ১৩৩
 ক্রীতস্ত ভাভ্যাং বিক্রীতঃ কৃত্রিমস্ত স্বয়ং কৃতঃ ।
 দত্তাত্মা তু স্বয়ং দত্তো গৰ্ভে বিদ্বঃ সহোদ্রজঃ ॥ ১৩৪
 উৎসৃষ্টো গৃহতে যস্ত সোহপবিক্রো ভবেৎসুতঃ ।
 পিণ্ডদোহং শহরৈশ্চবাং পূর্বাভাবে পরঃ পরঃ ১৩৫
 সজাতীয়েষ্যং প্রোক্তন্তনয়েষু ময়া বিধিঃ ।
 জাতোহপি দাত্তাঃ শূদ্রেণ কামতোহং শহরোভবেৎ ॥
 মূতে পিতরি কুয়ন্তং ভ্রাতরত্বকৃত্যগিনম্ ।
 অত্রাত্তো হরেৎ সৰ্বং হুহিতুণাং সূতাদূতে ॥ ১৩৭
 পত্নী হুহিতরৈশ্চ পিতরৌ ভ্রাতরন্তথা ।
 তৎ সূতো গোত্রজোবন্ধুঃ শিষ্যঃ সত্বক্চারিণঃ ১৩৮
 এষামভাবে পূৰ্ণস্ত ধনভাগুত্তরোত্তরঃ ।
 স্বৰ্ঘাতস্ত হপুত্রস্ত সৰ্ববর্ণেষ্যং বিধিঃ ॥ ১৩৯
 বানপ্রস্থতিব্রহ্মচারিপামৃক্ণভাগিনঃ ।
 ক্রমেণাচার্য্যসচ্ছিধ্যধর্মভ্রাত্রে কতীর্ধিনঃ ॥ ১৪০
 সংসৃষ্টিনস্ত সংসৃষ্টী সোদরস্ত তু সোদরঃ ।
 দদ্যাচ্চোপহরেদংশং জাতস্ত চ মৃতস্ত চ ॥ ১৪১
 অথোদর্ঘ্যস্ত সংসৃষ্টী নাথোদর্ঘো ধনং হরেৎ ।
 অসংসৃষ্ট্যপি চাদদ্যাৎ সংসৃষ্টো নাশ্চমাতৃজঃ ॥ ১৪২
 স্ত্রীবোহথ পতিতন্তজ্জঃ পত্নুঃ কৃত্বকো জড়ঃ ।
 অক্লোহচিকিৎসরোগাদ্যভর্তব্যঃ স্থানিরংশকাঃ ৩
 ঔরসাঃ ক্ষেত্রজান্তেষাং নির্দোষা ভাগহারিণঃ ।
 সূতাতৈশ্চবাং প্রভর্তব্যা যজ্ঞদৈবভূতানুকৃত্যঃ ॥ ১৪৪
 অপুত্রা যোষিততৈশ্চবাং ভর্তব্যা সাধুবৃত্তয়ঃ ।
 নির্লীক্সা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলান্তদৈব চ ॥ ১৪৫
 পিতৃমাতৃপতিভ্রাতৃদত্তমধ্যম্যুপাগতম্ ।
 অধিবেদনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৪৬
 বন্ধুদত্তং তথা গুরুমধাধেয়কমেব বা ।
 অতীতায়ামপ্রজসি বান্ধবাস্তদবাপু যুঃ ॥ ১৪৭
 অপ্রজঃ স্ত্রীধনং ভর্তৃত্বাদিষু চতুষ্পি ।
 হুহিতুণাং প্রসূতা চেৎ শেবেষু পিতৃগামিতং ॥ ১৪৮
 দত্তা কন্ঠাং হরন্ দণ্ডোহব্যয়ং দদ্যাচ্চ সোদরম্
 মৃতায়ং দত্তমাদদ্যাৎ পরিশোধোভয়বায়ম্ ॥ ১৪৯
 হুভিক্ষে ধর্মকার্যে চ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে ।
 গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা ন দ্বিগৈ দাতুমর্হতি ॥ ১৫০
 অধিবিন্নজিগৈ দদ্যাদাধিবেদনিকং সমম্ ।
 ন দত্তং স্ত্রীধনং যটৈয় দত্তে স্বর্ধ্বং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৫১
 বিভাগনিহবে জাতিবন্ধুসাক্ষ্যভিলেখিতৈঃ ।
 বিভাগভাবনা জ্ঞেয়াগৃহক্ষেত্রৈশ্চ যৌতকৈঃ ॥ ১৫২
 ইতি রিক্ণভাগ প্রকরণম্ ॥

সীমো বিবাদে ক্ষেত্রস্ত সামন্তাঃ স্ববিবাদয়ঃ ।
 গোপাঃ সীমাক্ষবাণ্যেষে সর্বে চ বনগোচরাঃ ॥ ১৫৩
 নয়েষুরেতে সীমানং স্থলাঙ্গারতুষজ্রটমঃ ।
 সেতুধ্মীকনিয়াস্থিটৈচত্যাঁদ্যকৃপলক্ষিতাম্ ॥ ১৫৪
 সামন্তা বা সমগ্রামাংশ্চ আরোহৌ দশাপি বা ।
 রক্তশ্রঘসনাঃ সীমাং নয়েযুঃ ক্ষিতিধারিণঃ ॥ ১৫৫
 অনূতে চ পৃথগ্গা রাজা মধ্যমসাহসম্ ।
 অভাবে জাতৃচিহ্নানাং রাজা সীমঃ প্রবর্তিতা ॥ ১৫৬
 আত্মায়তনগ্রামনিপানোদ্যানবৈশ্বজ্ঞ ।
 এষ এব বিধিক্ষেত্রো বর্ষাষু প্রবহাদিষু ॥ ১৫৭
 মর্যাদায়াং প্রভেদে তু সীমাতিক্রমণে তথা ।
 ক্ষেত্রস্ত হরণে দণ্ডা অধমোত্তমমধ্যমীঃ ॥ ১৫৮
 ন নিষেধ্যোহন্নবাধস্ত সেতুঃ কল্যাণকারকঃ ।
 পরভূমিং হরন্ কুপাঃ স্বল্পক্ষেত্রো বহুদকঃ ॥ ১৫৯
 স্বামিনে যোহনিবেদ্যবক্ষেত্রে সেতুঃ প্রবর্তয়েৎ
 উৎপন্নো স্বামিনো ভোগস্তদভাবে মহীপতেঃ ॥ ১৬০
 ফালাহতমপি ক্ষেত্রং যো ন কুর্ঘ্যাস্ত কারয়েৎ ।
 তং প্রদাপ্যঃ কৃষ্টকলং ক্ষেত্রমন্ত্রেন কারয়েৎ ॥ ১৬১

ইতি সীমাবিবাদ প্রকরণম্ ॥

মাযানঠৌ তু মহিবী শতযাতস্ত কারিণী ।
 দণ্ডনীয়্য তদর্কস্ত গোস্তদর্কমজাবিকম্ ॥ ১৬২
 ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টানাং যথোক্তাদ্বিগুণো দমঃ ।
 সমমোষাং বিবীতেহপি থরোষ্ট্রং মহিবীসমম্ ১
 যাবচ্ছস্যং বিনশেত্ত তাবৎ স্যাৎ ক্ষেত্রিণঃ কলম্
 গোপস্তাভ্যস্ত গোমী তু পূর্বোক্তং দণ্ডমর্হতি ১
 পথি গ্রামবিবীতাশ্চ ক্ষেত্রে দোষো ন বিদ্যতে
 অকামতঃ কামচারে চৌরবদগুমর্হতি ॥ ১৬৫
 মহোক্ষোৎসৃষ্টপশবঃ সূতিকাগস্তকাদয়ঃ ।
 পালো যেষাং তে মোচ্যাং দেবরাজপরিপ্লুতাঃ ১
 যথার্পিতান্ পশূন্ গোপাঃ সাযং প্রতাপয়েন্তথা
 প্রামদমৃতনষ্টাংশ্চ প্রদাপ্যঃ কৃতবেতনঃ ॥ ১৬৭
 পালদোষবিনাশে চ পালে দণ্ডো বিধীয়তে ।
 অর্দ্ধত্রয়োদশপণং স্বামিনো দ্রব্যমেব চ ॥ ১৬৮
 গ্রামেচ্ছয়া গো প্রচারো ভূমিরাজবশেন বা ।
 দ্বিজস্ত গৈধঃ পুশ্পাশি সর্বতঃ স্ববদাহরেৎ ॥ ১৬৯
 ধনুঃশতং পরীণাহো গ্রামক্ষেত্রান্তরং ভবেৎ ।
 বে শতে ককটস্ত স্ত্রানগরস্ত চতুঃশতম্ ॥ ১৭০
 ইতি স্বামিপালবিবাদ প্রকরণম্ ॥

স্বং ভূভেতাভ্যবিক্রীতং ক্রেতুর্দোষোহপ্রকাশিতঃ
হীনাজ্রহো হীনমূল্যে বোহীহনে চ তদ্বরঃ ॥ ১৭১
নষ্টাপকৃতমাসাদ্য হর্ভারং গ্রাহয়েন্নরম্ ।
দেশকালানিপত্তো চ গৃহীত্বা স্বয়মপ্যয়েৎ ॥ ১৭২
বিক্রেতুর্দর্শনাচ্ছৃদ্ধিঃ স্বামী দ্রব্যং নৃপো দমম্ ।
ক্রেতা-মূল্যমবাপ্নোতি তস্মাদ্ধনস্তত্ত্ব বিক্রয়ী ॥ ১৭৩
আগমনোপভোগেন নষ্টং ভাব্যমতোহস্থথা ।
পঞ্চবন্ধো দমস্তত্র রাজ্ঞে তেনাবিভাবিতে ॥ ১৭৪
হৃতং প্ৰগঠং যো দ্রব্যং পরহস্তাদবাপ্নুয়াৎ ।
অনিবেদ্য নৃপে দণ্ড্যঃ স তু যন্নবতিং পণান্ ॥ ১৭৫
শৌক্যিকৈঃ স্থানপালৈর্বা নষ্টাপকৃতমাস্ততম্ ।
অর্ধাক্ সপ্তংসরাং স্বামী হরেত পরতো নৃপঃ ১৭৬
পণানেকশফে দদ্যাক্ততুরঃ পঞ্চ মাতৃবে ।
মহিবোষ্ট্রগবাং ঘো ঘো পাদং পাদমক্ষাবিকৈ ১৭৭
ইত্যস্বামিবিক্রয়প্রকরণম্ ।

স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারস্থতাদৃতে ।
নাশ্বেয়ং সতি সর্বস্বং যচ্চাতৃশ্চৈব প্রতিক্রতম্ ॥ ১৭৮
প্রতিগ্রহঃ প্রকাশঃ স্ত্রাং স্থাবরস্ত বিশেষতঃ ।
দেয়ং প্রতিশ্রুতকৈব দত্তা নাপহরেৎ পুনঃ ॥ ১৭৯
ইতি দত্তাপ্রদানিকং নামপ্রকরণম্ ।

দশৈকপঞ্চসপ্তাহমাসত্র্যাহাদিমাংসিকম্ ।
বীজায়োবাহরত্বদ্বীদোহপুংসাং পরীক্ষণম্ ॥ ১৮০
অগ্নৌ স্তবর্ণমক্ষীণং রজতে দ্বিপলং শতে ।
অষ্টৌ ত্রপুণি সীসে চ তাত্রে পঞ্চদশায়সি ॥ ১৮১
শতে দশ পলা বুদ্ধিরোর্ণে কার্পাসসৌত্রিকৈ ।
মধ্যে পঞ্চপলা স্ত্রে স্ত্রে তু ত্রিপলা মতা ॥ ১৮২
কার্মিকৈ রোমবন্ধে চ ত্রিংশদাগক্ষয়ো মতঃ ।
ন ক্ষয়ো ন চ বুদ্ধিঃ স্যাৎ কোষেয়বন্ধলেষু চ ১৮৩
দেশং কালঞ্চ ভোগঞ্চ জ্ঞাত্বা নষ্টে বলাবলম্ ।
জব্যাগাং কুশলা জয়ুর্ধত্তদ্যাপ্যমসংশরম্ ॥ ১৮৪
ইতি ক্রীতামুশয়প্রকরণম্ ।

বলাদানীকৃতশৌচৈরবিক্রীতশ্যাপি মুচ্যতে ।
স্বামিপ্রাপপ্রদো ভক্তত্যাগাভিন্নিক্রয়াদপি ॥ ১৮৫
প্রজ্ঞাবাসিতো রাজ্ঞো দাসচ্যামরণান্তিকঃ ।
বর্ণানামানুলোম্যেন দাস্তং ন প্রতিলোমতঃ ॥ ১৮৬
কৃতশিল্লোহপি নিবসেৎ কৃতকালং ওরাগৃহৈ ।
অন্তে বাসী গুরুপ্রাপ্তোভোজনস্তৎকলপ্রদঃ ॥ ১৮৭

রাজ্ঞা কৃত্য পুরে স্থানং ব্রাহ্মণান্যাস্য তত্র তু ।
ত্রৈবিদ্যং বৃত্তিমদ্রজ্ঞানংস্বধর্মঃপাল্যতামিতি ॥ ১৮৮
মিজ্জধর্মাবিরোধেন যন্ত সামরিকো ভবেৎ ।
সৌহৃদিযথেন সংরক্ষ্যো ধর্মো রাজকৃতশ্চ যঃ ১৮৯
গণদ্রব্যং হরেদযন্ত সন্নিদং লজ্জয়েচ্চ যঃ ।
সর্বস্বহরণং কৃত্বা তং রাষ্ট্রাদিপ্রাধাসয়েৎ ॥ ১৯০
কর্তব্যং বচনং সর্কৈঃ সমূহহিতবাদিনাম্ ।
যন্তত্র বিপরীতঃ স্ত্রাং স দাপ্যঃ প্রথমং দমম্ ॥ ১৯১
সমূহকার্য আয়াতান কৃতকার্যান্ বিসর্জয়েৎ ।
স দানমানসংকারৈঃ পূজয়িত্বা মহীপতিঃ ॥ ১৯২
সমূহকার্যপ্রহিতো যন্নতেত তদপ্যয়েৎ ।
একাদশগুণং দাপ্যো যদ্যসৌ নার্পয়েৎ স্বয়ম্ ॥ ১৯৩
ধর্মজ্ঞাঃ শুচয়োহনুক্রা ভবেয়ুঃ কার্যচিন্তকাঃ ।
কর্তব্যং বচনং তেবাং সমূহহিতবাদিনাম্ ॥ ১৯৪
শ্রেণিনৈগমপাবণ্ডিগণানামশয়ং বিধিঃ ।
ভেদকৈবাং নৃপো রক্ষেৎ পূর্ববৃত্তিকপালয়েৎ ১৯৫

ইতি সন্নিদ্যতিক্রমপ্রকরণম্ ।

গৃহীতবেতনঃ কর্ম ত্যজন্ দ্বিগুণমাবহেৎ ।
অগৃহীতে সমং দাপ্যো ভূতৈরক্ষ্য উপস্বরঃ ॥ ১৯৬
দাপ্যন্ত দশমং ভাগং বাণিজ্যপশুশস্যতঃ ।
অনিশিত্য ভূতিং যন্ত কারয়েৎ স মহীক্ষিতা ১৯৭
দেশংকালঞ্চবোহতীয়াংলাভংকুর্য্যাক্ষবোহস্থথা ।
তত্রস্ত্রাংস্বামিনশ্ছন্দোহধিকংদেয়ংকৃতধিকৈ ১৯৮
যো যাবৎ কুরতে কর্ম তাবন্তত্র তু বেতনম্ ।
উত্তরোপ্যসাধ্যাক্ষেপে সাধ্যংকুর্য্যাদয়থাশ্রুতম্ ১৯৯
অরাজদৈবিকং নষ্টং ভাগং দাপ্যন্ত বাহকঃ ।
প্রস্থানবিস্রক্টেব প্রদাপ্যো দ্বিগুণং ভূতিম্ ২০০
প্রক্রান্তে সপ্তমং ভাগং চতুর্থং পথি সংত্যজন্ ।
ভূতিমর্দপথে সর্কৈঃপ্রদাপ্যন্ত্যাজকোহপি চ ২০১

ইতি বেতনাদানপ্রকরণম্ ।

গ্রহে শতিকবুদ্ধেস্ত সডিকঃ পঞ্চকং শতম্ ।
গৃহীয়াধূর্তিক তবাদিতরাদশকং শতম্ ॥ ২০২
স সম্যক্ পালিতোদদ্যাজ্ঞোভোগংযথাকৃতম্ ।
জিতমুদ্রগ্রাহয়েজ্ঞেত দদ্যাৎ সত্যং বচঃক্ষমী ২০৩
প্রাপ্তে নৃপতিনি ভাগে অসিদ্ধে ধূর্তমজ্জলে ।
জিতং সসভিকে স্থানে দাপয়েদস্থথা নতু ॥ ২০৪
ঋণারো ব্যবহারাগাং সাক্ষিণশ্চ ত এব হি ।

রাজাসচিহ্ননির্বাণ্যাক্ষৌপদেবিনঃ ॥ ২০৫ ॥
দ্যুতমেকমুখং কার্যং তদ্বরজ্ঞানকারণাং ।
এব এব বিক্ষিপ্তঃ প্রাণিদ্যুতে সমাহ্বয়ে ॥ ২০৬ ॥

ইতি দ্যুতসমাহ্বয়াধ্যায়ঃ প্রকরণম্ ।

সত্যাসত্যাত্মথাক্ষৌদ্রৈর্নানাদেজিয়রোগিণাম্ ।
ক্ষেপং কুরোতি চেদগুণ্যঃ পণানর্জিতয়োদশ ॥ ২০৭ ॥
অভিগন্তাস্মি ভগিনীং মাতরং বা তবেতি চ ।
শপন্তুং দাপয়েদ্রাজা পঞ্চবিংশতিকং দমম্ ॥ ২০৮ ॥
অকৌর্জিমেষ দ্বিগুণঃ পরজীযুতমেযু চ ।
দণ্ডপ্রণয়নং কার্যং বর্ণজাত্যুত্তরাধরৈঃ ॥ ২০৯ ॥
প্রাতিলোম্যাপবাদেষু দ্বিগুণাশ্চিগুণা দমাঃ ।
বর্ণানামাহুলোম্যেন তস্মাদকৌর্জিহানিতঃ ॥ ২১০ ॥
বাহুগ্রীবানেত্রসকুধিবিনাশে বাচিকে দমঃ ।
শত্ৰুস্তুদক্ষিকঃ পাদনাসার্ককরাদিষু ॥ ২১১ ॥
অশক্তস্ত বদন্তেবং দণ্ডনীয়ঃ পণান্ দশ ।
তথাশক্তঃপ্রতিভুবং দাপ্যঃ ক্ষেমায তস্য তু ॥ ২১২ ॥
পতনীয়ৈ কৃতে ক্ষেপে দণ্ডো মধ্যমসাহসঃ ।
উপপাতকযুক্তে তু দাপ্যঃ প্রথমসাহসম্ ॥ ২১৬ ॥
ত্রৈবিদ্যানুপদেবানাং ক্ষেপ উত্তমসাহসঃ ।
মধ্যমো জাতিপূর্ণানাং প্রথমো গ্রামদেশয়োঃ ॥ ২১৪ ॥
ইতি বাক্পারুষ্যপ্রকরণম্ ॥

অসাক্ষিকহতে চিহ্নযুক্তিভিশাগমেন চ ।
জষ্টবেয়া ব্যবহারস্ত কূটচিহ্নকৃতোভয়াং ॥ ২১৫ ॥
ভ্রমপঙ্করজঃস্পর্শে দণ্ডো দশপদঃ স্মৃতঃ ।
অমেধ্যপাঞ্চিনিষ্ঠ্যতস্পর্শনে দ্বিগুণগুণতঃ ॥ ২১৬ ॥
সমেধেবং পরজীযু দ্বিগুণস্তু তমেযু চ ।
হীনেষকদমো মোহমদাদিভিরদণ্ডনম্ ॥ ২১৭ ॥
বিপ্রপীড়াকরং চেদমঙ্গমব্রাহ্মণস্য তু ।
উদগূর্ণে প্রথমোদণ্ডঃসংস্পর্শে তু তদক্ষিকঃ ॥ ২১৮ ॥
উদগূর্ণে হস্তপাদে চ দশবিংশতিকো দমো ।
পরস্পরস্ত সর্বেষাং শস্ত্রে মধ্যমসাহসম্ ॥ ২১৯ ॥
পাদকেশাংগুণকরোহুজেনেযু পণান্ দশ ।
পীড়াকর্ষণাংগুণকবেষ্টপাদাধ্যাসে শতং দমঃ ॥ ২২০ ॥
শোণিতেন বিনা হুংখং কূর্লান্ কাষ্ঠাদিভিন্নরঃ ।
ষাট্রিংশ্তুতংপণান্দাপ্যোদ্বিগুণংদর্শনেহস্বজঃ ॥ ২২১ ॥
করণাদদতোভঙ্গে ক্ষেদনে কর্ণনাসয়োঃ ।
মধ্যে দণ্ডো ব্রণোন্তেদে মৃতকরহতে তথা ॥ ২২২ ॥

চেট্টাভোজনবাগ্রোধে নেত্রাদিপ্রতিভেদনে ।
কঙ্করাবাহসকথাঞ্চ ভঙ্গে মধ্যমসাহসঃ ॥ ২২৩ ॥
একং স্রুতাং বহুনাঞ্চ যথোক্তাদ্বিগুণো দমঃ ।
কলহাপকৃতং দেয়ং দণ্ডশ্চ দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ২২৪ ॥
হুংখমুৎপাদয়েদ্বস্ত স সমুখানজব্যয়ম্ ।
দাপ্যো দণ্ডশ্চ যোযস্মিন্ কলহেসমুদাহৃতঃ ॥ ২২৫ ॥
অভিঘাতে তথাক্ষেদে ভেদে কুড্যাবপাতনে ।
পণান্ দাপ্যং পঞ্চদশবিংশতিস্তদ্বয়ং তথা ॥ ২২৬ ॥
হুংখোৎপাদি গৃহে দ্রব্যং ক্ষিপন্ প্রাণহরস্তথা ।
ষোড়শাধ্যঃ পণান্ দাপ্যো দ্বিতীয়ো মধ্যমং দ্য
হুংখে চ শোণিতোৎপাদে শাখাঙ্গক্ষেদনে তথা
দণ্ড্যঃ ক্ষুদ্রপশুনাঞ্চ দ্বিপদপ্রভৃতিক্রমাৎ ॥ ২২৮ ॥
লিঙ্গস্য ক্ষেদনে মূর্তৌ মধ্যমো মূল্যমেব চ ।
মহাপশুনাংমেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণো দমঃ ॥ ২২৯ ॥
প্রোহিশাখিনাং শাখাঙ্গক্লস্কসর্কবিদারণে ।
উপজীব্যক্রমাণাঞ্চ বিংশতেদ্বিগুণোদমঃ ॥ ২৩০ ॥
চৈত্যাশ্মশানসীমান্ পুণ্যস্থানে সুরালয়ে ।
জাতক্রমাণাং দ্বিগুণো দমো বৃক্ষেহথ বিশ্রুতে
গুণ্ডগুচ্ছফলতাপ্রতানোষবিবীকধাম্ ।
পূর্নস্বতাদর্কদণ্ডঃ স্থানেষু ক্তেষু কর্তনে ॥ ২৩২ ॥
ইতি দণ্ডপারুষ্যপ্রকরণম্ ।

সামান্তদ্রব্যপ্রসভহরণং সাহসং স্মৃতম্ ।
তন্মূল্যাদ্বিগুণো দণ্ডো নিহবে তু চতুর্গুণঃ ॥ ২৩৩ ॥
যঃ সাহসং কারয়তি স দাপ্যো দ্বিগুণং দমম্ ।
যশ্চৈবমুক্তাহং দাতা কারয়েৎ স চতুর্গুণম্ ॥ ২৩৪ ॥
অর্ধ্যাক্রোশাতিক্রমকৃতদ্রাব্যার্থ্যপ্রহারদঃ ।
সন্দিষ্টস্যপ্রদাতা চ সমুদ্রগৃহভেদকৃতং ॥ ২৩৫ ॥
সামন্তকুলিকাদীনাংপকারস্য কারকঃ ।
পঞ্চাংশংপণিকো দণ্ড এবামিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২৩৬ ॥
স্বচ্ছন্দং বিধবাগামী বিকুণ্ঠেহুনাভিধাবকঃ ।
অকারণে চ বিকুণ্ঠাচণ্ডালশোভমানস্পৃশনং
শূদ্রঃ প্রব্রজিতানাঞ্চ দৈবে পিত্রে চ ভোজকঃ
অযুক্তঃ শপথংকূর্লস্বযোগ্যোহযোগ্যকর্মকৃতং ॥ ২৩৭ ॥
বৃষক্ষুদ্রপশুনাঞ্চ পুংস্বস্য প্রতিঘাতকৃতং ।
সাধারণস্যাপলাপী দাসীগর্ভবিনাশকৃতং ॥ ২৩৮ ॥
পিতৃপুত্রস্বভ্রাতৃদম্পত্যচাচার্যশিষ্যকাঃ ।
এবামপতিতাত্মোহস্ততাগী চ শতদণ্ডভাক্ ॥ ২৩৯ ॥
ইতি সাহসপ্রকরণম্ ।

বসানজীন্ পণান্ দণ্ডো নেককন্ত পরাংগুতম্ ।
বিক্রয়বক্রয়াদানযাচিতৈষু পণান্ দশ ॥ ২৪১
পিতাপুত্রবিরোধে তু সাক্ষিণং ত্রিপণো দমঃ ।
অন্তরে চ তরোর্থঃ স্ত্রীতস্তাপ্যষ্টগুণো দমঃ ২৪২
তুলাশালনমানানাং কূটকুলাগকন্ত চ ।
এভিষ্ঠ ব্যবহর্তা যঃ স দাপ্যো দণ্ডমুত্তমম্ ॥ ২৪৩
অকুটং কূটকং ক্রতে কুটং যশ্চাপ্যকুটকম্ ।
স নাগকপরীকী তু দাপ্য উত্তমসাহসম্ ॥ ২৪৪
ভিষক্তৃমিথ্যাচরন্ দাপ্যন্তিষ্ঠ্যকু প্রথমং দমম্ ।
মানুষে মধ্যমং রাজমানুষেষুভ্রমং দমম্ ॥ ২৪৫
অবক্র্যং যশ্চ বদ্রাতি বক্র্যং যশ্চ প্রমুঞ্চতি ।
অপ্রাপ্ত্যবহারঞ্চ স দাপ্যো দণ্ডমুত্তমম্ ॥ ২৪৬
মানেন তুলয়া বাপি ঘোহংশমষ্টমকং হরেৎ ।
দণ্ডং স দাপ্যো দ্বিশতং বুদ্ধোহানৌ চ কল্পিতম্ ২৪৭
ভেষজেন্নেহলবণগন্ধধাতুগুড়াদিষু ।
পণ্যেযু প্রক্ষিপন্ হীনংপণান্ দাপ্যন্তোড়শ ২৪৮
মৃচ্ছশ্রমণিস্ত্রীয়াঃ কাষ্ঠবন্ধলবাসসাম ।
অজ্ঞাতৌ জাতিকরণে বিক্রয়ান্তগুণো দমঃ ॥ ২৪৯
সমুদ্যপরিবর্তঞ্চ সারভাণ্ডঞ্চ কুদ্রিমম্ ।
আধানং বিক্রয়ং বাপি নয়তো দণ্ডকল্পনা ॥ ২৫০
ভিন্নে পণে ত্ পঞ্চাশং পণে ত্ শতমুচ্যতে ।
দ্বিপণে দ্বিশতো দণ্ডো মূল্যবুদ্ধৌ চ বুদ্ধিমান্ ২৫১
সমুদ্র কুর্তামর্থং সবাধং কারুশিল্পিনাম্ ।
অর্থতু ইাসং বুদ্ধিং বা জানতাং দম উত্তমঃ ॥ ২৫২
সমুদ্র বণিজ্যং পণ্যমনর্যোণোপকৃত্যম্ ।
বিক্রীণতাং বা বিহিতো দণ্ড উত্তমসাহসঃ ॥ ২৫৩
রাজনি স্থাপাতে যোহর্থঃপ্রত্যহং তেনবিক্রয়ঃ ।
ক্রয়ো বা নিঃস্রবস্তস্মাদ্বণিজ্যংলাভকৃৎ স্মৃতঃ ২৫৪
অদেশপণ্যে তু শতং বণিগৃহীত পঞ্চকম্ ।
দশকং পারদেষ্টে তু যঃ সদ্যঃ ক্রয়বিক্রয়ী ২৫৫
পণ্যস্তোপরি সংস্থাপ্য ব্যয়ং পণ্যসমুভ্রমম্ ।
অর্থোহমুগ্রহকৃৎ কার্ণিঃ ক্রেতৃর্সিক্ত তুরেব চ ২৫৬
গৃহীতমূল্যং যঃ পণ্যং ক্রেতুর্নৈব প্রযচ্ছতি ।
সোদয়ন্তস্তদাপ্যোহসৌদিগ্‌লাভাংবাদিগাগতে ॥
বিক্রীতমপি বিক্রয়ং পূর্বেক্রেতর্যগৃহীতি ।
শানিষেৎক্রেতৃদোষেণক্রেতুরেবহিসাভবেৎ ২৫৮
রাজদেবোপধাতেন পণ্যে দোষমুপাগতে ।
হানির্সিক্তক্রেতুরেবাসৌ যাচিতস্তপ্রযচ্ছতঃ ২৫৯
অন্তহন্তে চ বিক্রীতং দুষ্টং বাহুদষ্টবদ্ যদি ।
বিক্রীণীতেদমন্তজ মূল্যাতু দ্বিগুণো ভবেৎ ২৬০

কয়ং বুদ্ধিঞ্চ বণিজ্য পণ্যানামবিজ্ঞানতা ।
ক্রীড়ানাহুশয়ঃ কার্ধ্যঃ কুর্ত্বান্ বড় ভাগদণ্ডভাক্ ২৬১

ইতি বিক্রয়সম্প্রদানপ্রকরণম্ ।

সমবায়েন বণিজ্যং লাভার্থং কুর্ত্ব কুর্ত্বতাং ।
লাভালাভৌ যথাক্রব্যং যথাবাসম্বিদা কুর্তৌ ॥ ২৬২
প্রতিবিদ্ধমনাদিষ্টং প্রমাদাদঘচ্চ নাপিতম্ ।
স তদদ্যাদ্বিপ্লবাক্ত রক্ষিতাদশমাংশভাক্ ॥ ২৬৩
অর্থপ্রক্ষেপণাদ্বিশং ভাগং শুক্লং নূপো হরেৎ ।
ব্যাসিদ্ধংরাজযোগ্যঞ্চবিক্রীতংরাজগামিতং ২৬৪
মিথ্যা বদন্ পরীমাণং শুক্লস্থানাদপাসরন্ ।
দাপ্যন্তগুণং যশ্চ সব্যাজক্রয়বিক্রয়ী ॥ ২৬৫
তরিকঃ স্থলজং শুক্লং গুল্লন্ দাপ্যঃ পণান্ দশ ।
ব্রাহ্মণপ্রতিবেশ্তানামেতদ্যেবানিমন্ত্ৰণে ॥ ২৬৬
দেশান্তরগতে প্রেতে দ্রব্যং দায়াদবাক্ষ্যবাঃ ।
জাতয়ো বা হরেয়ুস্তদাগতাস্তৈর্সিন্ধা নূপঃ ২৬৭
জিক্শং তাজ্যেয়ুর্নির্ভামশকোহন্তেন কারয়েৎ ।
অনেন বিধিরাখ্যাত ঋত্বিকর্ষককর্ম্মিণাম্ ॥ ২৬৮

ইতি সমুদ্রসমুখানম্ ।

গ্রাহকৈর্গৃহীতে চৌরো লোপ্তেণাথ পদেন বা ।
পূর্বেকর্ম্মাপরাধী চ শুখা চাণ্ডালবাসকঃ ॥ ২৬৯
অন্ত্বেহপি শক্যা গ্রাহ্য জ্ঞাতিনামাদিনিহুতৈঃ ।
দ্যুতজ্ঞীপানসত্যঞ্চ শুক্লভিন্নমুখশ্রবাঃ ॥ ২৭০
পরদ্রব্যগৃহাণঞ্চ প্রচ্ছকা গূঢ়চারিণঃ ।
নিরায়্য ব্যয়বস্তশ্চ বিনষ্টদ্রব্যবিক্রয়ীঃ ॥ ২৭১
গৃহীতঃ শক্যা চৌর্যে নান্মানং চেদ্বিশোধয়েৎ ।
দাপয়িত্বা হতং দ্রব্যং চৌরদণ্ডেন দণ্ডয়েৎ ২৭২
চৌরং প্রাদাপ্যাপহন্তং বাৃত্যেদ্বিবিধৈর্কর্মেণৈঃ ।
সচিহ্নং ব্রাহ্মণং কৃত্বা স্বরাষ্ট্রবিপ্রবাসয়েৎ ॥ ২৭৩
বাতিতেহপহন্তে দোষো গ্রামভর্তৃননির্গতে ।
বিবীতভর্তৃন্তু পথি চৌরোদ্ধর্তৃরবীতকে ॥ ২৭৪
স্বসীম্নি দদ্যাদ্ গ্রামস্ত পদং বা যত্র গচ্ছতি ।
পঞ্চগ্রামী বহিঃক্রোশাদশগ্রাম্যথবা পুনঃ ॥ ২৭৫
বন্দিগ্রাহাংস্তথা বাজিকুঞ্জবাণাঞ্চ হারিণঃ ।
প্রসমুদ্রাতিনৈচব শূলমারোপয়েন্নরান্ ॥ ২৭৬
উৎক্ষেপকগ্রহিভেদৌ করসন্দংশহীনকৌ ।
কার্য্যৌ দ্বিতীয়াপরাধে করপাদৈকহীন কৌ ২৭৭
কুদ্রমধ্যমহা দ্রব্যহরণে সারভোদমঃ ।

দেশকালবয়ঃশক্তিঃ সংচিহ্ন্য দণ্ডকশ্মবি ॥ ১৭৮
ভক্তাবকাশাগম্যদকম্ভোপকরণব্যয়ান্ ।
দধা চৌরস্ত হস্তর্কা জানতো দম উত্তমঃ ॥ ২৭৯
শস্ত্রাবপাতে গৰ্ভস্ত পাতনে চৌত্তমো দমঃ ।
উত্তমো বাহধমো রাপি পুরুষস্ত্রীপ্রমাপণে ॥ ২৮০
বিপ্রহুতাং স্থিয়শ্চৈব পুরুষস্রীমগতিণীম্ ।
সেতুভেদকরীক্ষাপুষ্ শিলাং বন্ধাপ্রবেশয়েৎ ॥ ২৮১
বিষায়িদাং পতিগুরুনিজাপত্যপ্রমাপিণীম্ ।
বিকর্ণকরনাসৌজীং কৃষা গোতিঃ প্রমাপয়েৎ ॥ ২৮২
অবিজ্ঞাতহস্তস্তাণ্ড কলহং সূতবান্ধবাঃ ।
প্রষ্টব্য্য যোযিতশাস্ত্র পরপুংসি রতাঃ পৃথক্ ॥ ২৮৩
জীদ্রব্যবৃত্তিকামো বা কেন বায়ং গতঃ সহ ।
মৃত্যুদেশশমাসন্নং পৃচ্ছেদ্বাপি জনং শঠৈঃ ॥ ২৮৪
ক্ষেত্রবৈশ্বানগ্রামবিবীতখলদাহকাঃ ।
রাজপত্ন্যভিগামী চ দধ্বব্যাস্ত কটাগ্নিনা ॥ ২৮৫
ইতি শ্রেয়প্রকরণম্ ।

পুমান্ সংগ্রহণে গ্রাহঃ কেশাকেশি পরস্ত্রিয়াঃ ।
সর্বোব্যাকান্ জৈশ্চিষ্টৈঃ প্রতিপদৌষয়োস্তথা ॥ ২৮৬
নীবীতনপ্রাবরণসক্খিকেশাভিমর্শনম্ ।
আদেশকালসম্ভাষণং সঠৈকহৃদনৈব চ ॥ ২৮৭
জীনিষেধে শতং দদ্যাচ্ছিতস্ত দমং পুমান্ ।
প্রতিবেধে দ্বয়োদ্বিগো যথা সংগ্রহণে তথা ॥ ২৮৮
স্বজাতাবৃত্তমো দণ্ড আহুলোম্যে তু মধ্যমঃ ।
প্রাতিলোম্যেবধঃপুসঃস্ত্রীণাংনাসাদিকর্তনম্ ॥ ২৮৯
অলঙ্কৃতং হরন্ কথামুত্তমস্তথাধমম্ ।
দণ্ডং দদ্যাৎ সর্বণাস্থ প্রাতিলোম্যেবধঃস্বতঃ ॥ ২৯০
সকামাস্থলোম্যাহ ন দোষস্তথা দমঃ ।
দূষণে তু করচ্ছেদ উত্তমায়্যং বধস্তথা ॥ ২৯১
শতং স্ত্রীদূষণে দদ্যাদ্ দে তু মিথ্যাভিশংসনে ।
পশুন্ গচ্ছনশতং দাপোয়া হীনাংস্ত্রীংগাঞ্চমধ্যমম্ ॥
অবরুদ্ধাস্থ দাসীসু ভুক্তিযাস্থ তথৈব চ ।
গম্যাস্থপি পুমান্ দাপ্যঃপ্রকাশং পণিকন্দমম্ ॥
প্রসহ্য দান্তভিগমে দণ্ডো দশপণঃ সূতঃ ।
বহুনাং যদ্যক্যদাসৌ চতুর্বিংশতিকঃ পৃথক্ ॥ ২৯২
গৃহীতবেতনা বেণা নেচ্ছস্ত্রী দ্বিগুণং বহেৎ ।
অগৃহীতে সমং দাপ্যঃ পুমানপোষমেব চ ॥ ২৯৫
অবোনৌ গচ্ছতো যোষাং পুরুষং বাপি মোহতঃ
চতুর্বিংশতিকো দণ্ডস্তথা প্রত্নজিতাগমে ॥ ২৯৬

অস্ত্রাভিগমনে স্বক্য কুবন্ধেন প্রবাসয়েৎ ।
শূদ্রস্তথাস্ত্র এব শ্রাদ্ধস্ত্রাভ্যাগমে বধঃ ॥ ২৯৭
ইতি স্ত্রীসংগ্রহপ্রকরণম্ ॥

উনং বাপ্যধিকং বাপি লিখেদযোরাজশাসনম্ ।
পারদারিকচৌরং বা মুঞ্চতো দণ্ড উত্তমঃ ॥ ২৯৮
অভক্ষ্যেণ দ্বিগং দূষ্য দণ্ড্য উত্তমসাহসম্ ।
ক্ষত্রিয়ং মধ্যমং বৈশ্যং প্রথমং শূদ্রমর্দ্ধকম্ ॥ ২৯৯
কুটম্বর্ণধীবহারী বিমাংসস্ত চ বিক্রয়ী ।
ত্র্যঙ্গহীনস্ত কর্তব্যো দাপ্যশোভমসাহসম্ ॥ ৩০০
চতুষ্পাদকৃতো দোষো নাপৈহীতি প্রজন্নতঃ ।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু পাষণবাহুগুরুতত্তথা ॥ ৩০১
চ্ছিন্ননস্যেন যানেন তথা ভগ্নযুগাদিনা ।
গশ্চাচ্চৈবাপসরতা হিংসনেস্বাম্যাদোষভাক্ ॥ ৩০২
শক্যো হুমোক্ষয়ন্ স্বামী দংষ্ট্রিণাং শৃঙ্গিণাং তথা ।
প্রথমং সাহসং দদ্যাৎবিফুটে দ্বিগুণং ততঃ ॥ ৩০৩
জারং চৌরেত্যভিবদন্ দাপ্যঃ পঞ্চশতং দমম্ ।
উপজীব্যবনং মুঞ্চংস্তদেবাষ্টগুণকৃতম্ ॥ ২০৪
রাজোহনিষ্টপ্রবক্তারং তত্শ্রবাক্রোশকারিণম্ ।
তন্মদ্বস্ত চ ভেদারং জিহ্বাংছিন্না প্রবাসয়েৎ ॥ ৩০৫
মৃতাল্পলবধিক্রেতুণ্ডরোস্তাভ্যিরিত্তথা ।
রাজযানাসনারোচুর্দণ্ড উত্তমসাহসঃ ॥ ৩০৬
দিনেত্রভেদিনো রাজবিষ্টাদেশকৃতস্তথা ।
বিপ্রেষ্টেন চ শূদ্রস্য জীবনোহষ্টগতো দমঃ ॥ ৩০৭
হৃদৃষ্টাংস্ত পুনর্দৃষ্টা ব্যবহারানুপেণ তু ।
সভ্যাঃসজয়িনোদণ্ড্যবিবাদাদ্বিগুণং দমম্ ॥ ৩০৮
যোমন্যেতাজিতেহস্মীতি জ্ঞায়েনাপি পরাজিতঃ ।
তমায়্যস্তঃ পুনর্জিহ্বা দাপয়েদ্বিগুণং দমম্ ॥ ৩০৯
রাজাহুজ্ঞায়েন যো দণ্ডো গৃহীতোবরণায় তম্ ।
নিবেদ্যদদ্যাৎপ্রৈভ্যাঃস্বয়ংত্রিশদগুণকৃতম্ ॥ ৩১০
ইতি স্ত্রীযাজ্ঞবল্কীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

উনদ্বিবর্ষং নিখনেদ্য কুর্ধ্যাদ্ধদকং ততঃ ।
আ শ্মশানাদহুতজ্য ইতরো জাতিভিবৃতঃ ॥ ১
যমস্কৃতং যমীং গাথাং ক্লপস্তিলৌকিকাগ্নিনা ।
স দধ্বব্য উপেতশ্চেদাহিতায়াবৃত্তার্থবৎ ॥ ২
সপ্তমাদশমাবপি জাতমোহভ্রূপয়স্ত্যাপঃ ।
অপনঃ শোভচদময়নেন পিতৃদিশুখাঃ ॥ ৩

এবং মাতামহাচার্য্যে প্রভানামুদকক্রিয়া ।
 কামোদকং সখি প্রভাস্ত্র্যায়শ্চুর্নিত্বজাম্ ॥ ৪
 সক্রুং প্রসিক্কদ্যদকং নামগোত্রৈণ বাগ্ধতাঃ ।
 ন ব্রহ্মচারিণঃ কুর্বুর্নদকং পতিতান্তথা ॥ ৫
 পাণ্ডুনাশ্রিতা স্তেনা ভর্জয়াঃ কামগাদিকাঃ ।
 সুরাণ্য আশ্রয়্যাগিতো নাশোচোদকভাজনাঃ ৬
 কৃতোদকান্ সমুত্তীর্ণান্ মুদ্রশাঙ্কলসংস্থিতান্ ।
 স্নাতানপবদেয়স্তানিতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৭
 মাধুৰ্য্যে কদলীস্তম্ভানিঃ সাবৈ সারমার্গণম্ ॥
 যঃ করোতি স সংমুচো জলবৃন্দসমিজে ॥ ৮
 পঞ্চথা সমভূতঃ কায়ো যদি পঞ্চভুমাগতঃ ।
 কশ্মতিঃ স্বশরীরোথৈস্তত্ত্ব কা পরিবেদনা ॥ ৯
 গত্রী বজ্রমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ ।
 ফেনপ্রথ্যঃ কথং নাশং মর্ত্যলোকো ন যাত্তি ১০
 শ্লেয়াশ্চবাক্রবৈমুর্ভুং প্রেতো ভুঙক্তেবতোহবশঃ ।
 কতোনবোদিতব্যাক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ ১২
 ইতি সংশ্রুত্য গচ্ছ্যয়ুর্গৃহং বালপুংসরাঃ ।
 বিদগ্ধ নিম্বপুত্রাণি নিয়তাবারি বেষ্মনঃ ॥ ১২
 আচম্যাগ্নাদিসলিলং গোময়ং গৌরমর্ষণান্ ।
 প্রবিশেষুঃ সমাভ্যাস্ত দ্বাশ্মানি পদং শঠৈঃ ॥ ১৩
 প্রবেশনাদিকং কর্ষ্য প্রেতসংস্পর্শিনামপি ।
 ইচ্ছতাং তংক্ষণাচ্ছুন্ধিং পরেষাং স্নানসংযমাৎ ১৪
 আচার্য্যপিক্রপাধ্যায়ানিহিত্যপি ব্রতী ব্রতী ।
 স কটান্নং নচান্নীয়ান্নত ইহঃ সহ সংবসেৎ ॥ ১৫
 জীতলঙ্কাসনা ভূমৌ স্বপেষুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ।
 পিণ্ডগজাবৃত্তা দেয়ং প্রোক্তায়াং দিনত্রয়ম্ ॥ ১৬
 জগদেকাহমাকাশে স্থাপ্য ফীরক মুগ্ধয়ে ।
 বৈতানোপাদনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চ প্রতিদর্শনাৎ ১৭
 ত্রিরাহঃ দশরাহঃ বা শাবমশৌচমুচ্যতে ।
 উনবিবর্ষমুভয়োঃ স্তকং মাতুরেব হি ॥ ১৮
 পিত্রোস্ত স্তকং মাতুস্তদস্বগদর্শনাদ্ ধ্রুবম্ ।
 তদহর্ন প্রদুয্যেত পূর্বেবাং জন্মকারণাৎ ॥ ১৯
 অন্তরা জন্মগরণে শেষাহাতিবিভক্ত্যতি ।
 গর্ত্তস্থাবে মাসভূত্যানিশাঃ শুদ্ধেস্ত কাবণম্ ॥ ২০
 হতানাং নুপগোবিতপ্রবক্ষ্যন্ত্যবান্তিনাম্ ।
 প্রোষিতকালশেষঃ স্যাৎ পূর্বেদভৌদকং শুচিঃ ২১
 ক্ষলস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু ।
 ত্রিশদিনানি শূদ্রস্ত তদধ্বং ত্রায়বন্তিনঃ ॥ ২২
 আদন্তজন্মনঃ সদা আচুড়ানৈশিকী স্বতা ।
 ত্রিরাশ্রয়ব্রতা দেশাদশরাত্রমতঃ পরম্ ॥ ২৩

অহম্বদন্তকভাঙ্গ বালেবু চ বিশোধনম্ ।
 গুরুস্তেবাস্যানুচানমাতুলশ্রোত্রিয়েষু চ ॥ ২৪
 অনোরসেবু পুত্রেষু ভাৰ্য্যাস্বতগতান্ চ ।
 নিবাসরাজনি প্রেতে তদহঃ শুদ্ধিকারণম্ ॥ ২৫
 ব্রাহ্মণেনামুগন্তব্যো ন শূদ্রো ন দ্বিজঃ কচিৎ ।
 অমুগম্যাস্তসি স্নাত্তা স্পৃষ্টাণি স্মৃতভৃক্ শুচিঃ ২৬
 মহীপতীনাং নাশোচং হতানাং বিদ্যাতা তথা ।
 গোব্রাহ্মণার্থে সংগ্রামে যস্য চেচ্ছতি ভূমিপঃ ২৭
 ঋত্বিজাঃ দীক্ষিতানাঞ্চ যজ্ঞসং কর্ষ্য কুরুতাম্ ।
 সত্রিপ্রতিব্রহ্মচারিদাতৃব্রহ্মবিদাং তথা ॥ ২৮
 দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশবিল্পবে ।
 আপদ্যপি চ কষ্টায়াং সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ২৯
 উদক্যামোচিভিঃ স্নায়াং সংস্পৃষ্টৈস্তুরুপস্পৃশেৎ ।
 অবলিঙ্গানি জপেচ্চৈব সাবিত্রীং মনসা সক্রুৎ ৩০
 কালোহগ্নিঃ কর্ষ্য মূদ্রায়ুনোজ্ঞানং তপো জলম্ ।
 পশ্যাতাপো নিরাহারঃ সর্কেহমী শুদ্ধিহেতবঃ ৩১
 অকার্য্যকারিণাং দানং বেগো নদ্যাস্ত শুদ্ধিক্রুৎ ।
 শোধ্যস্ত মূচ্চ তোয়ঞ্চ সন্ন্যাসোবৈ বিজন্মানম্ ৩২
 তপোবেদবিদাং ক্ষান্তিক্রিহুয়াং বস্মণো জলম্ ।
 জপঃ প্রচ্ছন্নপানানাং মনসঃ সত্যমুচ্যতে ॥ ৩৩
 ভূতাস্বনস্তপো বিদ্যে বুদ্ধেজ্ঞানং বিশোধনম্ ।
 ক্ষেত্রজন্তুশ্চরজ্ঞানাদিশুদ্ধিঃ পরমা মতা ॥ ৩৪
 ইত্যশৌচপ্রকরণম্ ।

ক্ষাত্রৈণ কর্ষণা জীবৈদিশাং বাপ্যাপদি দ্বিজাঃ ।
 নিস্তীর্ণ্য তানথা স্নানং পাবয়িত্বা ত্র্যসেং পথি ৩৫
 ফলোপলক্ষ্যে মোদোমমহুয়াপূপবীকধঃ ।
 তিপোদনরসক্ষারান্ দক্ষি ক্ষীরং স্মৃত্য জলম্ ॥ ৩৬
 শস্ত্রাগবমধুচ্ছিষ্টমধুলাক্ষাণ্ড বর্হিষঃ ।
 মুচ্ছর্ষপুষ্পকুতপকেশতক্রবিষাক্ততীঃ ৩৭
 কোশেশনীলবর্ণমাংসৈককশক্ষীসকান্ ।
 শাকাজৌষধিপিণ্ডা কপণ্ডগন্ধাংস্তথৈব চ ৩৮
 বৈশুবৃত্ত্যপি জীবনো বিক্রীণীত কদাচন ।
 ধর্ম্মার্থঃ বিক্রয়ঃ নেয়াস্তিলাধ্যাত্মেন তৎসমাঃ ৩৯
 লাক্ষালবণমাংসানি পতনীয়ানি বিক্রয়ে ।
 গয়োদধি চ মদ্যঞ্চ হীনবর্ণকরাণি চ ৪০
 আপদ্যতঃ সম্পূর্ণহ্ন ভূজানো বা যতন্ততঃ ।
 নসিপ্যেতৈনসা বিপ্রোজ্ঞলনাক্ষসমো হি সঃ ৪১
 কৃষিঃ শিল্পং ভূতিক্ষিণ্ডা কুসীদঃ শকটং গিরিঃ ।
 সেবাহনুপং নৃপো ভৈক্ষমাংগতো জীবনানি তু ৪২

বুভুক্ষিতস্ত্রাহং স্থিত্বা ধাত্মমব্রাজ্ঞণাক্ষরেৎ ।
 প্রতিগৃহ্য তদাধ্যৈয়মভিযুক্তেন ধর্মতঃ ॥ ৪৩
 তস্য বৃত্তং কুলং শীলং শ্রুতমধ্যয়নং তপঃ ।
 জ্ঞাত্বা রাজা কুটুম্বঞ্চ ধর্ম্যাং বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৪
 ইত্যাশ্বপদ্য প্রকরণম্ ।

মৃতবিন্যস্তপন্নীকস্তয়া বাহুগতো বনম্ ।
 বানগ্রন্থোব্রজচারীসাগ্নিঃ সোপাসনো ব্রজেৎ ॥ ৪৫
 অফলকুণ্টেনায়ীংশ্চ পিতৃদেবাতিথীংস্তথা ।
 তৃত্যাস্ত তর্পয়েৎ অশ্বজটালোমভূদায়বান্ ॥ ৪৬
 অহো মাসস্য যগ্নাং বা তথা সংবৎসরস্য বা ।
 অর্থস্য সঞ্চয়ং কুর্যাৎ কৃতমাশ্বযুজে তাজেৎ ॥ ৪৭
 দান্তদ্বিবর্ণায়ী নিবৃত্তশ্চ প্রতিগ্রহাৎ ।
 স্বাধ্যায়বান্ দানশীলঃ সর্বসম্বহিতে রতঃ ॥ ৪৮
 দন্তোল্লখলিকঃ কাণপকাশী বাহুশ্চকুটকঃ ।
 শ্রোতঃশ্রীর্ভং ফলস্নেহৈঃ কর্মকুর্যাৎক্রিয়ান্তথা ৪৯
 চাক্ষায়ণৈনয়েৎফালং কুটুঙ্কুরী বর্তয়েৎসদা ।
 পক্ষে গতে বাপ্যন্নীয়ান্নাসে বাহনিন বা গতে ॥ ৫০
 স্বপ্যাদ্ভূমো গুচীরাত্রৌ দিবা সম্প্রপদৈনয়েৎ ।
 স্থানাসনবিহারৈরেকা যোগাভ্যাসেন বা তথা ॥ ৫১
 গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যাহ্নে বর্ষাস্থ হৃণ্ডিলেশয়ঃ ।
 আর্দ্রবাসন্ত্বে হেমন্তে শল্যু বাপি তপশ্চরেৎ ॥ ৫২
 যঃ কণ্টকৈর্কিত্ত্বদতি চন্দনৈর্গন্ধে লিপ্সতি ।
 অক্লদ্বোহপরিভূষ্টশ্চ সমস্তস্ত চ তস্ত চ ॥ ৫৩
 অগ্নীন বাপ্যাত্মসং কৃদ্ধা বৃক্ষবাসো মিতাশনঃ ।
 বানপ্রস্থগৃহেষেব যাত্রার্থং ভৈক্ষমাচরেৎ ॥ ৫৪
 গ্রামাদাহৃত্য বা গ্রামানষ্টৌ ভূজীত বাগবতঃ ।
 বায়ুভক্ষঃ প্রাণুদীচীং গৃচ্ছদাবয়্য সংক্ষয়াৎ ॥ ৫৫
 ইতি বানপ্রস্থ প্রকরণম্ ।

বনাদগৃহাদ্বা কুণ্ডেষ্টিং সার্ববেদদক্ষিণাম্ ।
 প্রাজ্ঞাপত্যং তদন্তে তানগ্রীনরোপ্য চান্মনি ॥ ৫৬
 অধীতবেদো জপক্লং পুত্রবানন্নদোহগ্নিমান্ ।
 শল্যু চ যজ্ঞকুর্যোক্ষে মনঃ কুর্যাণ্ড নাত্থথা ॥ ৫৭
 সর্বভূতহিতঃ শান্তদ্বিদগ্ধী সকমগুণঃ ।
 একারামঃ পুরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমশ্রয়েৎ ॥ ৫৮
 অপ্রমত্তশ্চরেত্তৈক্ষং সায়াহ্নে নাতিলক্ষিতঃ ।
 রহিতে ভিক্ষুকেগ্রামে যাত্রামাত্রমলোলূপঃ ॥ ৫৯
 যতিপ্রাজ্ঞানি-মুদেগুপার্শ্বলারুময়ানি চ ।
 সলিলৈঃ শুক্লিরেতেব্যাংগোবালৈশ্চাবর্ষণাৎ ॥ ৬০

সন্নিকৃধ্যশ্রিয়গ্রামং রাগধেবৌ বিহায় চ ।
 ভয়ং কৃদ্ধা চ ভূতানামমৃতী ভবতি দ্বিজঃ ॥ ৬১
 কর্তব্যশয়শুদ্ধিত্ত্ব ভিক্ষুকং বিশেষতঃ ।
 জ্ঞানোপভিনিমিত্তত্বাং স্বাতন্ত্র্যকরণায় চ ॥ ৬২
 অবৈক্ষ্যাগর্ভবাসাচ্চ কর্মজা গতয়ন্তথা ।
 আধেয়ৌ ব্যাধয়ঃ ক্লেশা জরারূপবিপর্যয়াঃ ॥ ৬৩
 ভবো জাতিসহস্রেষু প্রিয়প্রিয়বিপর্যয়ঃ ।
 ধ্যানযোগেন সম্প্রশ্রোৎস্বক্ষান্মান্মনি স্থিতঃ ॥ ৬৪
 নাশ্রমঃ কারণং ধর্মো ক্রিয়মাণো ভবেদ্বিজঃ সঃ ।
 অতো যদায়নোহপথ্যং পরস্ত ন তদাচরেৎ ॥ ৬৫
 সত্যমন্তোয়মক্ৰোধোদ্বীঃ শৌচং ধীর্হৃতির্দমঃ ।
 সংযতেজ্জিয়তা বিদ্যা ধর্মঃ সর্ব উদাহৃতঃ ॥ ৬৬
 ইতি যতিপ্রকরণম্ ।

নিঃসরন্তি যথা লোহপিণ্ডান্তপ্তাং ক্ষুল্লিকাকাঃ ।
 সকাশাদায়নশুদ্ধদায়ানঃ প্রভবন্তি হি ॥ ৬৭
 তত্রায়ী হি স্বয়ং কিঞ্চিকশ্মকিঞ্চিং স্বভাবতঃ ।
 করোতি কিঞ্চিদভ্যাসান্মধ্যমোভয়ান্ময়কম্ ॥ ৬৮
 নিমিত্তমক্ষরঃ কর্তা বোদ্ধা ব্রহ্ম গুণী বশী ।
 অজঃ শরীরগ্রহণাং স জাত ইতি কীর্ত্যতে ॥ ৬৯
 সর্গাদৌ সযথাকাশংবাযুং জ্যোতির্জলং মহীম্ ।
 স্বজতেকোত্তরগুণাংস্তথা দত্তেভবন্নপি ॥ ৭০
 আহত্যাগ্যায়তে স্বর্ঘ্যস্তান্মাদৃষ্টিরথোবাধিঃ ।
 তদন্নং রসকরণং গুক্রমুপগচ্ছতি ॥ ৭১
 স্ত্রীপুংসয়োস্ত সংযোগে বিগুণ্ডে গুরুশোণিতে ।
 পঞ্চধাতু স্বয়ং বর্ষ আদন্তে যুগপৎ প্রভূঃ ॥ ৭২
 ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণো জ্ঞানমায়ুঃ স্মৃৎসং ধৃতিঃ ।
 ধারণা প্রেরণং দ্বঃখমিচ্ছাংহংকার এব চ ॥ ৭৩
 প্রযত্ন আকৃতির্কণঃ স্বরধেবৌ ভবান্তবৌ ।
 তস্মৈতদায়জ্ঞং সর্বমনাদেৱাদিমিচ্ছতঃ ॥ ৭৪
 প্রপমে মাসি সংক্রেদভূতো ধাতুবিমুচ্ছিতঃ ।
 মাস্যর্বদুৎ দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়েহঙ্গৈজ্জিষ্মৈয়ুতঃ ৭৫
 আকাশান্নাবয়ং সৌন্দর্যশব্দং শ্রোত্রংবলান্দ্রিকম্ ।
 বায়োস্ত স্পর্শনং চেষ্ঠাং বাহনং রৌক্ষ্যমেব চ ॥ ৭৬
 পিত্তাত্ত্ব দর্শনং পক্তিমৌক্ষ্যং রূপং প্রকাশিতাম্
 রসাত্ত্ব রসনং শৈত্যং স্নেহং ক্লেদং সমাদিবম্ ॥ ৭৭
 ভূমেগন্ধং তথা ভ্রূপং গৌরবং মূর্তিমিব চ ।
 আত্মা গৃহ্নাত্যজঃ সর্বং তৃতীয়ে স্পন্দতে ততঃ ৭৮
 দোহদস্যাপ্রদানেন গর্ভো দোষমবাপ্নুয়ৎ ।
 বৈক্লব্যং মরণংবাপি তন্মাতৃকাধ্যৈশ্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ ৭৯

দৈর্ঘ্যং চতুর্থে স্বক্কাণাং পঞ্চমে শোণিতোত্তরঃ ।
 যষ্টে বলস্য বর্ণস্য নথরোমণাঞ্চ সম্ভবঃ ॥ ৮০
 মনশ্চৈতন্ত্যুক্তোহসৌ নাড়ীমায়শিরায়ুতঃ ।
 সপ্তমে চাষ্টমে চৈব অস্থ্যাসম্ভুতিমানপি ॥ ৮১
 পুনর্দ্বাত্রীং পুনর্গর্ভমোজন্তস্য প্রধাবতি ।
 অষ্টমে মাস্যতো গর্ভো জাতঃ প্রাণৈর্বিসৃজ্যতে ৮২
 নবমে দশমে বাপি প্রবলৈঃ স্মৃতিমাক্রতেঃ ।
 নঃসার্যতে বাণ ইব যত্রচ্ছিন্নেণ সজরঃ ॥ ৮৩
 তস্য বোতা শরীরানি যট্ভূতো ধারয়ন্তি চ ।
 যড়জানি তথাংস্থ্যঞ্চ সহ যষ্ট্যা শতব্রহ্ম ॥ ৮৪
 স্থালৈঃ সহ চতুঃষষ্টিদন্তাবৈ বিংশতিন্থাঃ ।
 পাণিপাদশলাকাশ তাসাং স্থানচতুষ্ঠয়ম্ ॥ ৮৫
 যষ্টাঙ্গুলীনাং যে পাণ্যোষ্ঠ লুফেবু চ চতুষ্ঠয়ম্ ।
 চত্বার্যত্রিকাষ্টানি জন্ময়োক্তাবদেব তু ॥ ৮৬
 যে যে জাহ্নকপোলোকফলকাংসসমুত্তবে ।
 অক্ষতালুকে শ্রোণীফলকে চ বিনির্দ্দেশে ॥ ৮৭
 ভগাহ্যেকং তথা পৃষ্ঠে চত্বারিংশচ পঞ্চ চ ।
 গ্রীবা পঞ্চদশাঙ্গিঃ স্যাজ্জৈব কৈকং তথা হস্তঃ ৮৮
 তন্মূলে যে ললাটাক্ষিগণ্ডে নাসা ঘনাস্থিকা ।
 পার্শ্বকাঃ স্থালকৈঃ সার্কিম্বর্দৈশ্চ দ্বিসপ্ততিদঃ ॥ ৮৯
 বো শঙ্ককৌ কপালানি চত্বারি শিরসন্তথা ।
 উরঃ সপ্তদশাষ্টানি পুরুষস্যাস্থিসংগ্রহঃ ॥ ৯০
 গন্ধরূপরস্পর্শকাস্চ বিষয়াঃ স্মৃতাঃ ।
 নাসিকা লোচনজিহ্বা বৃক্শ্রোত্রং চেজ্জিগণিচ ৯১
 হস্তৌ পায়ুরূপস্থচ বাক্পাদৌ চেতি পঞ্চ বৈ ।
 কর্ণেজ্জিগণি ছানীয়ায়নশ্চৈবোভয়ায়কম্ ॥ ৯২
 নাভিরোজোণ্ডং শুক্রং শোণিতং শঙ্ককৌ তথা ।
 মুর্দ্ধাসকণ্ঠদ্বয়ং প্রাণস্যাবতনানি তু ॥ ৯৩
 বপাবসাবহননং নাভিঃ ক্রোমবকুং গ্রিহা ।
 কুত্রাশ্চ বক্ককৌ বন্তিঃ পুরীষাধানমেব চ ॥ ৯৪
 আমাশয়োহথ হৃদয়ং স্থলাশ্চ গুদমেব চ ।
 উদরঞ্চ শুদৌ কোঠৌ বিস্তারোহয়মুদাহৃতঃ ॥ ৯৫
 কনীনিকে চাক্ষিকুটে শঙ্কলী কর্ণপত্রকৌ ।
 কর্ণৌ শঙ্কৌ ক্রবৌ দন্তবেষ্টাবোষ্ঠৌ ককুন্দরে ॥ ৯৬
 বজ্রণৌ বুধণৌ বুকৌ শ্লেষ্মজ্বাতজৌ স্তনৌ ।
 উপজিহ্বা ক্ষিপ্রৌ বাহু জজ্বাক্ষু চ পিণ্ডিকা ৯৭
 তালুদরং বন্তি শীর্ষং চিবুক্লে মালভণ্ডিকে ।
 অবট্টৈচবমেতানি স্থানাত্ত শরীরকে ॥ ৯৮
 অক্ষিকর্ণচতুষ্কঞ্চ পঞ্চস্তহৃদয়ানি চ ।
 নবজ্জিগণি তায়েব প্রাণতায়তনানি তু ॥ ৯৯

শিরাঃ শতানি সষ্টৈব নবদ্বায়ুশতানি চ ।
 ধমনীনাং শতে যে চ পেণী পঞ্চশতানি চ ॥ ১০০
 একোনত্রিশ্লক্ষাণি তথা নবশতানি চ ।
 যট্ পঞ্চাশচ জানীত শিরা ধমনিংসংজিতাঃ ॥ ১০১
 ত্রয়োলক্ষান্ত বিজ্ঞেয়াঃ শ্রুশ্রুৎকেশাঃ শরীরিণাম্ ।
 সপ্তোত্তরং মর্দনশতং দে চ সন্ধিস্থিতে তথা ॥ ১০২
 রোমণাং কোট্যশ্চ পঞ্চাশচতস্রঃ কোট্য এব চ ।
 সপ্তষষ্টিতথা লক্ষাঃ সার্কীঃ শ্বেদারনৈঃ সহ ॥ ১০৩
 বায়বীমৈবিগণ্যস্তে বিস্তৃতাঃ পরমাণবঃ ।
 যদ্যপ্যেকোহয়ুবেদেবাংভাবানাকৈবসংস্থিতম্ ।
 রসস্ত নব বিজ্ঞেয়া জলস্তাঞ্জলয়ো দশ ।
 সষ্টৈব তু পুরীষস্য রক্তস্যাত্তৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১০৪
 যট্ শ্লেষ্মা পঞ্চ পিত্তঞ্চ চত্বারো মুত্রমেব চ ।
 বসাত্তরোবৌতুমোদোমজ্জৈক্লোহর্কস্তমন্তকে ॥ ১০৬
 শ্লেষ্মোজসত্তাবদেব রেসত্তাবদেব তু ।
 ইত্যেতদস্থিরং বয়ং যস্য মোক্ষায় কৃত্যসৌ ॥ ১০৭
 দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়ানভিনিঃসৃতা ।
 হিতাহিতানামনাভ্যন্তাসাং মধ্যেশিশিপ্রভম্ ॥ ১০৮
 মণ্ডলং তন্ত মধ্যস্থ আত্মা দীপ ইবাচলঃ ।
 স জ্ঞেয়ন্তং বিদিস্থেহ পুনরায়তনে নতু ॥ ১০৯
 জ্ঞেয়ং চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্ ।
 যোগশাঙ্কমৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীপ্সতা ॥ ১১০
 অনন্তবিষয়ং কৃতা মনোবুদ্ধিস্থতীজ্রিয়ম্ ।
 ধোয়আত্মাতিতোযোহসৌহৃদয়েনৌপবৎ প্রভুঃ ১১১
 যথাবিধানেন পঠন সামগায়মবিচ্যুতম্ ।
 সাবধানস্তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১১২
 অপরাস্তকমুরোপাং মজকং প্রকরীত্বথা ।
 ঔবেগকং সরোবিন্দুমুত্তরং গীতকানি চ ॥ ১১৩
 ঋগ্গাথাপাণিকাদক্ষবিহিতাব্রহ্মগীতিকাঃ ।
 জ্ঞেয়মেতত্তদভ্যাসকরণাশ্রোকসংজিতম্ ॥ ১১৪
 বীণবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ ।
 তালজ্ঞশ্চ শ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিরুদ্ধতি ॥ ১১৫
 গীতজ্ঞো যদিগীতেন নাপ্রোতি পরমং পদম্ ।
 রুদ্রস্যামুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥ ১১৬
 অনাদিরাত্মা কথিতস্তস্যাদিস্ত শরীরকম্ ।
 আত্মনশ্চ জগৎ সর্বং জগতশ্চাত্মসম্ভবঃ ॥ ১১৭
 কথমেতদ্বিমুহ্যমঃসদেবাসুরমানবম্ ।
 জগদ্ব্যবস্থামায়া চ কথং তস্মিন্ বদস্ব নঃ ॥ ১১৮
 মোহজালমপাস্যেহ পুরুষো দৃষ্টতে হি যঃ ।
 সহস্রকরপন্নৈঃ সূর্য্যবর্জাঃ সহস্রকঃ ॥ ১১৯

স আত্মা চৈব যজ্ঞশ্চ বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ ।
 বিরাজঃ সোহয়জ্ঞপেণ যজ্ঞমুগচ্ছতি ॥ ১২০
 যো জ্বয়দেবতাভ্যাগসমুত্তো রস উত্তমঃ ।
 দেবান্ সন্ত্যপ্য স রসো যজমানং ফলেন চ ॥ ১২১
 সংযোজ্য বায়ুনা সোমং নীয়তে রশ্মিভিস্ততঃ ।
 ঋগ্‌যজুঃসামবিহিতং সৌরং ধ্যামোপনীয়তে ॥ ১২২
 স্বমণ্ডলাদসৌ স্বর্ধ্যঃ স্বজত্যমৃতমুত্তমম্ ।
 যজ্ঞস্য সর্বভূতানাংশনানশনায়নাম্ ॥ ১২৩
 তন্মাদিহ্নাং পুনর্ধ্বজঃ পুনরন্নং পুনঃ ক্রতুঃ ।
 এবমেতদনাদ্যন্তং চক্রং সম্প্রিবির্ভতে ॥ ১২৪
 অনাদিরাত্মা সমুত্তির্ষিদিতে নাস্তুরায়নঃ ।
 সমবাস্তী তু পুরুষো মোহেচ্ছাদেবকর্মজঃ ॥ ১২৫
 সহস্রাত্মা ময়া যো ব আদিদেব উদাহতঃ ।
 মুখবাহুরূপজ্জাঃ স্ম্যন্তস্ত বর্ণা যথাক্রমম্ ॥ ১২৬
 পৃথিবী পাদতন্তস্ত শিরসো দ্যৌরজায়ত ।
 নন্তঃপ্রাণাদিশঃশ্রোত্রাংস্পর্শাদায়ুর্ধাচ্ছিত্বী ১২৭
 মনসশ্চক্ষুশ্চ জাতশ্চক্ষুশ্চ দিবাকরঃ ।
 জঘনাদন্তরীক্ষশ্চ জগচ্চ সচরাচরম্ ॥ ১২৮
 যদ্যেবং স কথং ব্রহ্মন্ পাপযোনিষু জায়তে ।
 ঈশ্বরঃ স কথং ভাতৈবরনিষ্টৈঃ সংপ্রযজ্যতে ॥ ১২৯
 করণৈরবিতত্যাপি পূর্নজ্ঞানং কথঞ্চন ।
 বেতিসর্বগতাংকস্ম্যাসর্বগোহপি ন বেদনাম্ ১৩০
 অন্ত্যপক্ষিস্থাবরতাং মনোবাক্কায়কর্মজৈঃ ।
 দোষৈঃপ্রযাতিজীবোহয়ংভবংভবোনিশতেষু চ ১৩১
 অনন্তশ্চ যথাভাবাঃ শরীরেষু শরীরিণাম্ ।
 রূপাণ্যপি তথৈবেহ সর্বযোনিষু দেহিনাম্ ॥ ১৩২
 বিপাকঃ কর্মণাং প্রেত্য কেবাঞ্চিদিহ জায়তে ।
 ইহ চামুত্র বৈকেবাং ভাবন্তত্র প্রমোজনম্ ॥ ১৩৩
 পরজব্যাপ্যভিধায়াং স্তথা নিষ্টানি চিস্তয়ন্ ।
 বিতথাভিনিবেশী চ জায়ন্তেস্ত্যাস্থ যোনিষু ১৩৪
 পুরুষোহনৃতবাদী চ পিশুনঃ পুরুষস্তথা ।
 অনিবদ্ধপ্রলাপী চ মৃগপক্ষিষু জায়তে ॥ ১৩৫
 অদভাদাননিরন্তঃ পরদারোপসেবকঃ ।
 হিংসকণ্ঠাবিধানেন স্বাবরেষভিজায়তে ॥ ১৩৬
 আশ্রজঃ শোচবান্ দাস্তন্তপন্থী বিজিতেজ্রিয়ঃ ।
 ধর্মকৃৎবেদবিদ্যাংসি সাংহিকো দেবযোনিষু ১৩৭
 অসংকাররতোহধীরআরম্ভী বিষরী চ যঃ ।
 স রাজগোমহুষ্যেযু মৃতোজ্জন্মাবিগচ্ছতি ॥ ১৩৮
 নিজ্রালুঃ ক্রুরক্লুদ্বানোত্তিকোথ্যচকুস্তথা ।
 প্রমাদবান্ ভিন্নবৃত্তোভবেত্তির্ধ্যকৃ তামসঃ ॥ ১৩৯

রজসা তমসা চৈবং সমাবিষ্টৌভ্রময়িহ ।
 ভাতৈবরনিষ্টৈঃ সংযুক্তঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ১৪০
 মলিনোহি যথাদর্শোরূপালোকস্ত ন ক্রমঃ ।
 তথাহবিপক্করণ আত্মা জানন্ত ন ক্রমঃ ॥ ১৪১
 কটিকারো যথাহপকে মধুরঃ সন্ রসোহপি ন ।
 প্রাপ্যতে হ্যাত্মনি তথা নাপক্করণে জ্ঞতা ॥ ১৪২
 সর্বাশ্রয়াং নিজে দেহে দেহী বিদতি বেদনাম্ ।
 যোগীমুক্তশ্চ সর্বাংসংযোনচাপ্রোতিবেদনাম্ ১৪৩
 আকাশিমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ ।
 তদ্ব্যতিকোহপ্যনেকস্তজলাধারেস্থিবাংগুমান্ ১৪৪
 ব্রহ্মখানিলতেজাংসি জলং ভূশেতি ধাতবঃ ।
 ইমে লোকা এষ চাত্মা তন্মাজ্জ স চরাচরম্ ॥ ১৪৫
 মৃদুচক্রসংযোগাং কুন্তকারো যথা ঘটম্ ।
 করোতি তৃণমৃৎকাঠৈর্গৃহংবা গৃহকারকঃ ॥ ১৪৬
 হেমমাত্রমুপাদয় রূপাং বা হেমকারকঃ ।
 নিজ্রলালসমাবোগাংকোশংবাকোশকারকঃ ১৪৭
 কারণাশ্চৈবমাদায় তাস্থ তাস্থিহ যোনিষু ।
 স্বজত্যাশ্বানমাত্মা চ সমুয় করণানি চ ॥ ১৪৮
 মহাভূতানি সত্যানি যথায়্যাপি তথৈব হি ।
 কোহন্তথৈকেন নেত্রেণ দৃষ্টমন্তেন পশুতি ॥ ১৪৯
 বাচং বা কো বিজানাতিপুনঃসংশ্রুতাসংশ্রুতাম্
 অতীতার্থস্মৃতিঃ কন্ত কো বাস্পশ্চ কারকঃ ॥ ১৫০
 জাতিরূপবয়োরুতিবিদ্যা দিতিরহঙ্কতঃ ।
 শব্দাদিবিষয়োদ্যোগঃ কর্মণা মনসা গিরা ॥ ১৫১
 স সন্ধিধর্মমতিঃ কর্মফলমস্তি ন বেতি বা ।
 বিপ্লুতঃ সিন্ধুমাশ্বানমসিকোহপিহিমন্ততে ॥ ১৫২
 মম দারাঃ স্ততামাত্যা অহমেবামিতি স্থিতিঃ ।
 হিতাহিতেষু ভাবেষু বিপরীতমতিঃ সদা ॥ ১৫৩
 জেয়জে প্রকৃতৌ চৈব বিকারে বাহবিশেষবান্ ॥
 অনাশকানলাপাতজলপ্রপতনোদ্যমী ॥ ১৫৪
 এবং বৃত্তোহবিনীতাত্মা বিতথাভিনিবেশবান্ ।
 কর্মণা বেবমোহাত্যামিচ্ছয়া চৈব বধ্যতে ॥ ১৫৫
 আচার্যোপাসনং বেদশাস্ত্রার্থেযু বিবেকিতা ।
 তৎকর্মণামমুষ্ঠানং সঙ্গঃ সন্তিগিরঃ শুভাঃ ॥ ১৫৬
 স্ত্র্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্বভূতান্দর্শনম্ ।
 ত্র্যাগঃ পরিগ্রহণাক জীর্ণকায়ধারণম্ ॥ ১৫৭
 বিষয়েজ্রিয়সংরোধস্তজ্রালস্তবিবর্জনম্ ।
 শরীরপরিসংখ্যানং প্রবৃত্তিঘষণদর্শনম্ ॥ ১৫৮
 নীরজন্তমতা সর্বশুদ্ধিঃসংপূহতা শমঃ ।
 এতৈরূপায়ৈঃ সংশুদ্ধঃ সন্তুষ্টোহমৃতীভবেৎ ১৫৯

তত্ত্বমুত্তরুপস্থানাং সত্ত্বযোগাং পরিষ্করাং ।
 কর্মণাং সন্নিবর্তিতা সত্যং যোগঃ প্রবর্ততে ॥ ১৬০
 শরীরসংক্ষয়ে যন্ত মনঃ সত্ত্বমুত্তরুপস্থানং ।
 অবিপ্লুতমতেঃ সম্যক্ স জ্ঞাতিস্বরতামিমাং ॥ ১৬১
 যথা হি ভূরতো বর্ণৈর্কর্ণয়ত্যান্ননস্তত্ত্বম্ ।
 নানাক্রপাণি কুর্বাণস্তথাত্মা কর্মদাতনুঃ ॥ ১৬২
 কালকর্ম্মায়বীজানাং দৌষৈশ্চাত্ত্বতথৈব চ ।
 গর্তন্ত বৈরুতং দৃষ্টমঙ্গলীনাং জন্মতঃ ॥ ১৬৩
 অহঙ্কারেণ মনসা গত্যা কর্ম্মফলেণ চ ।
 শরীরেণ চ নাত্মায় মুক্তপূর্ব্বঃ কথঞ্চন ॥ ১৬৪
 বর্ত্ত্যধারস্ত্রেহযোগাদ যথা দীপন্ত সং স্ততিঃ ।
 বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টেবমকালে প্রাপসংক্ষয়ঃ ॥ ১৬৫
 অনন্তা রশ্ময়ন্ত দীপবদ যঃ স্থিতো হৃদি ।
 সিতাসিতাঃ কন্দলীনাঃ কপিতাঃ পীতলোহিতাঃ ॥
 উর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেবাং বো ভিত্তা হৃদ্যমণ্ডলম্ ।
 ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেনযাতি পরাং গতিম্ ॥ ১৬৬
 যদস্যাত্মদ্রবিশিতমুর্দ্ধমেব ব্যবস্থিতম্ ।
 তেন দেবশরীরানি সধামানি প্রপদ্যতে ॥ ১৬৮
 যেহনেকরূপাশ্চাধস্তাত্মায়োহস্য যুহু প্রভাঃ ।
 ইহ কর্ম্মোপভোগায়তৈঃ সংসরতিসৌহবশঃ ॥ ১৬৯
 বেদৈঃ শাস্ত্রৈঃ সবিজ্ঞানৈর্জন্মনা মরণেণ চ ।
 আত্মা গত্যা তথাগত্যা সহ্যোন হনুন্তেণ চ ॥ ১৭০
 শ্রেয়সা হুত্বঃখাত্ম্যং কর্ম্মভিচ্ শুভাশুভৈঃ ।
 নিমিত্তশকুনজ্ঞানগ্রহসংযোগজৈঃ দলৈঃ ॥ ১৭১
 তারানক্ষত্রসংঘটৈর্জাগরৈঃ স্বপ্নজৈরপি ।
 আকাশপবনজ্যোতির্জলভূতিমিত্তস্তথা ॥ ১৭২
 মহন্তরৈর্ঘৃগপ্রাপ্ত্যা মল্লোদগধিকলৈরপি ।
 বিভাষ্যানং বিদ্যমানং কারণং জগতস্তথা ॥ ১৭৩
 অহঙ্কারঃ স্ততির্থেদা বেষো বুদ্ধিঃ স্বপ্নঃ স্থতিঃ ।
 ইঞ্জিগাস্তরসংঘটরইচ্ছা ধারণজীবিতৈঃ ॥ ১৭৪
 স্বর্গঃ স্বপ্নশ্চ ভাবানাং প্রেরণং মনসো গতিঃ ।
 নিমেবশেচনো যত্ব আদানং পাঞ্চভৌতিকম্ ॥ ১৭৫
 যত এতানি দৃষ্টান্তে লিঙ্গানি পরমায়ানঃ ।
 তস্মাদন্তি পরো দেহাদাত্মা সর্ব্বেণ ঈশ্বরঃ ॥ ১৭৬
 বুদ্ধীজিয়াণি সাধানি মনঃ কর্ম্মেজিয়াণি চ ।
 অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পৃথিব্যাাদীনি চৈব হি ॥ ১৭৭
 অব্যাক্রমায়া ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রস্যাস্য নিগদ্যতে ।
 ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতঃ সন্নসন্ সদসচ্চ বঃ ॥ ১৭৮
 বুদ্ধৈরুৎপত্তিরব্যাক্রান্তোহহঙ্কারসম্ভবঃ ।
 তন্মাত্রাদীজহঙ্কারাদেকোত্তরগুণানি চ ॥ ১৭৯

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্বর্ণাঃ ।
 যো যস্মাদ্ভিঃ স্ততশ্চৈবাং স তস্মিন্বেব লীয়তে ॥ ১৮০
 যথাস্থানং স্তজত্যায়া তথা বঃ কথিতো ময়া ।
 বিপাকান্ত্রিকারানাং কর্ম্মণামীশ্বরোহপিসন্ ॥ ১৮১
 সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণান্তস্যৈব কীর্তিতাঃ ।
 রজস্তমোভ্যায়াবিষ্টশ্চক্রবদ্ ভ্রামাতে হি সমঃ ॥ ১৮২
 অনাদিরাদিমাংশ্চৈব স এব পুরুষঃ পরঃ ।
 লিঙ্গেন্দ্রিয়গ্রাহরূপঃ সবিহার উদাহৃতঃ ॥ ১৮৩
 পিতৃযানোহজবীথাশ্চ যদগত্যসা চাশ্বরম্ ।
 তেনাগ্নিহোত্রিণো যান্তি সর্গকামাদিবশ্রুতি ॥ ১৮৪
 যে চ দানপরঃ সম্যগষ্টাভিচ্ শুভৈর্ঘৃতাঃ ।
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ সত্যব্রতপরাযণাঃ ॥ ১৮৫
 তত্রাষ্টীশিতিসাহস্রা মুনয়ো গৃহমেধিনঃ ।
 পুনরাবর্তিনো বীজভূতা ধর্ম্মপ্রবর্তকাঃ ॥ ১৮৬
 সপ্তর্ধিণাগবীথ্যন্তর্দেবলোকসমাপ্রিতাঃ ।
 তাবন্ত এব মুনয়ঃ সর্কারন্তবিবর্জিতাঃ ॥ ১৮৭
 তপসা ব্রহ্মচর্যেণ সত্ত্বত্যাগেন মেধয়া ।
 তত্রৈব তাবতিষ্ঠন্তি যাবদাহুতসংপ্রবম্ ॥ ১৮৮
 যতো বেদাঃ পুরাণঞ্চ বিদ্যোপনিষদস্তথা ।
 শ্লোকাঃ স্ত্রাণিভাষ্যাণিযচ্চকিঞ্চন বাস্ময়ম্ ॥ ১৮৯
 বেদাহুবচনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যং তপো দমঃ ।
 শ্রদ্ধোপবাসঃ স্বাতন্ত্র্যমাশ্রণো জ্ঞানহেতবঃ ॥ ১৯০
 স হ্যাপ্রটমর্কিজিজীষাঃ সমন্তৈরেবমেব তু ।
 দ্রষ্টব্যস্থপ মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৯১
 য এনমেবং বিন্দন্তি যে চারণ্যকমাপ্রিতাঃ ।
 উপাসতে দ্বিজাঃ সত্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ ॥ ১৯২
 ক্রমাতে সম্ভবন্ত্যর্চিরহঃ স্তুরঃ তথোত্তরম্ ।
 অয়নং দেবলোকঞ্চ সুবিতারং সর্বৈছ্যতম্ ॥
 ততস্তানুপুরুষোহত্যেত্যা মানসো ব্রহ্মলোকিকান্
 করোতি পুনরুত্তিস্তেযামিহ ন বিদ্যতে ॥ ১৯৪
 যজ্ঞেন তপসা দানৈর্বে হি স্বর্গজিতো নরাঃ ।
 ধূমং নিশাং কৃষ্ণপক্ষং দক্ষিণায়নমেব চ ॥ ১৯৫
 পিতৃলোকং চক্ষ্রমসং বায়ুং বৃষ্টিং জগং মহীম্ ।
 ক্রমাতে সম্ভবন্তীহ পুনরেব ব্রহ্মজি চ ॥ ১৯৬
 এতদ্ যো ন বিজানতি মার্গদ্বিতয়মাত্মনাম্ ।
 দন্দশূকঃ পতঙ্গো বা ভবেৎকীটোহথবা কুমিঃ ॥ ১৯৭
 উরুশ্ছোভানচরণঃ সব্যো নাস্যোত্তরং করম্ ।
 উত্তানং কিকিছুদ্রাম্য মুখং বিষ্টতা চোরসা ॥ ১৯৮
 নিমীলিতাক্ষঃ সহস্রো দন্তৈর্দন্ত্যন্তসংশ্লিশ্নু ।
 তালুস্থচলজিহ্বশ্চ সংযুতাসাঃ হুনিচলঃ ॥ ১৯৯

সদ্বিরোধ্যস্ত্রিগ্রায়ং নাতীনীচাচ্ছিতাসনঃ ।
 ত্রিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রাণায়ামমুপক্রমেৎ ॥ ২০০
 ততোধ্যেয়ঃ স্থিতো যোহসৌদ্রদয়েদীপবৎ প্রভূঃ ।
 ধারয়েত্তত্র চান্নানং ধারণাং ধারয়ন্ বধঃ ॥ ২০১
 অস্তর্জানং স্থতিঃ কৃষ্ণির্দৃষ্টিঃ শ্রোত্রজ্ঞতা তথা ।
 নিজং শরীরমুৎসৃজ্য পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ২০২
 অর্থীনাং ছন্দভঃ সৃষ্টিবোধগসিক্কেস্ত লক্ষণম্ ।
 সিক্কে যোগে তাজ্ঞসেহমমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২০৩
 অথাবাধ্যাত্যসন্ বেদং স্তম্বকামো বনে বসন্ ।
 অবাচিতাশী মিতভূক্ পরাং সিদ্ধিমবাধুয়াৎ ২০৪
 জ্ঞায়াগতধনস্তত্ত্বজাননিষ্ঠোহতিথিপ্রিয়ঃ ।
 শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাহী চ গৃহস্থোহপি হি মুচ্যতে ২০৫
 ইত্যধ্যায়প্রকরণম্ ॥

মহাপাতকজ্ঞান ঘোরান্নরকান্ প্রাপ্য গর্হিতান্ ।
 কর্মক্ষয়ং প্রজায়ন্তে মহাপাতকিনস্বিহ ॥ ২০৬
 মুগম্বন্ধুরোষ্ট্রীণাং ব্রহ্মহা যোনিমুচ্ছতি ।
 ধরপুঙ্গলবেণানাং সুরাপো নাজ্ঞসংশয়ঃ ॥ ২০৭
 ক্রমিকীটপতঙ্গম্বং স্বর্ণহারী সমাপ্নয়াৎ ।
 তুণ্ডশূলগতাস্থক্ ক্রমশো গুরুতল্লগঃ ॥ ২০৮
 ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্রাবদন্তকঃ ।
 হেমহারী তু কুনখী হৃৎচন্দ্রা গুরুতল্লগঃ ॥ ২০৯
 যোযেন সংবসতোবাং স তর্জিহোহভিজায়তে ।
 অন্নহর্তাগয়ানী স্যান্ন কোবাগপহারকঃ ॥ ২১০
 ধান্যমিশ্রোহতিরিক্তাঙ্গঃ পিণ্ডনঃ পুতিনাসিকঃ ।
 তৈলদ্বৈতৈলপায়ী স্যাৎ পুতিবক্রস্ত হৃৎকঃ ॥ ২১১
 পরস্য যোষিতং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মস্বমপহন্ত্য চ ।
 অরণ্যে নির্জর্জনে ঘোরে ভবতি ব্রহ্মরক্ষসঃ ২১২
 হীনজাতো প্রজায়েত পরপত্ন্যপহারকঃ ।
 পত্নশাকংশিখীজ্ঞা গন্ধাংছুচ্ছদরিঃ শুভান ২১৩
 মুবিকো ধাত্তহারী স্যাদ্ধানমুদ্রিৎ ফলং কপিঃ ।
 জলং প্রবঃ পয়ঃ কাকো গৃহকারী হুপঙ্করম্ ২১৪
 মধু দংশঃ ফলং গৃহো গাং গোবাগ্নিং বকস্তথা ।
 খিপ্রী বস্ত্রং ষা রদন্ত চীরী লবণহারকঃ ॥ ২১৫
 প্রদর্শনার্থমেতন্ ময়োক্তং স্তেরকর্মণি ।
 জ্যেষ্ঠপ্রকারী হি যথা তথৈব প্রাণিজাতয়ঃ ২১৬
 যথাকর্মফলং প্রাপ্য তির্য্যক্ কালপর্ধ্যয়াৎ ।
 জায়ন্তে লক্ষণভ্রষ্টা দরিদ্রাঃ পুরুষাধমাঃ ২১৭
 ততো নিরুদযীভূতাঃ ক্লেমহতি বোগিনঃ ।
 জায়ন্তে বিদ্যারোপেতা ধনধাত্তসমধিতাঃ ২১৮

বিহিতজ্ঞানমুষ্ঠানান্নিস্কিতস্ত চ সেবনাৎ ।
 অনিগ্রহাচ্চেষ্ট্রিয়াণাং নরঃ পতনমুচ্ছতি ॥ ২১৯
 তস্মান্তেনেহ কর্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিদুদ্বয়ে ।
 এবমস্তান্তরাষ্ট্রা চ লোকট্টেব প্রানীদতি ॥ ২২০
 প্রায়শ্চিত্তমকুর্ক্সাণাং পাণেশু নিরতা নরাঃ ।
 অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ যাতিদারুণান্ ২২১
 তামিশ্রং গোহশঙ্কু মহানিরয়শাশ্বলী ।
 রোরবঃ কুট্রালং পুতিমৃত্তিকং কালস্থত্রকম্ ২২২
 সংঘাতং লোহিতোদধি সবিষং সম্প্রতাপনম্ ।
 মহানরককাঞ্চালং সংজীবনমহাপথম্ ২২৩
 অবীচিমদ্রতামিশ্রং কুন্তীপাকং তথৈব চ ।
 অসিপত্রবনৈকৈব তাপনৈকৈবশিকম্ ২২৪
 মহাপাতকজৈর্ঘোরৈরুপপাতকজৈস্তথা ।
 অযিতাযান্ত্যচরিত প্রায়শ্চিত্তা নরাধমাঃ ২২৫
 প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যোনোযদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ ।
 কামতোহব্যবহার্য্যস্ত বচনাদিহ জায়তে ২২৬
 ব্রহ্মহা মদাপঃ স্তেনোগুরুতল্লগ এব চ ।
 এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ ২২৭
 গুরুগামধ্যাক্ষিপো বেদনিদ্দা স্তদ্বধঃ ।
 ব্রহ্মহত্যাসমং স্তেরমধীতস্ত চ নাশনম্ ২২৮
 নিষিদ্ধভক্ষণং বৈষ্ণবমুৎকর্ষণং বতোহনৃতম্ ।
 রজস্বল্যামুখাস্বাদঃ সুরাপানসমানি তু ২২৯
 অশ্বরত্নমম্ব্যজ্ঞীভূতধেহুহরণং তথা ।
 নিঃক্ষেপস্ত চ সর্গং হি স্ববর্ণস্তেরস্মিতম্ ২৩০
 সখিভাধ্যাকুমারীষু স্বযোনিষস্ত্যাজ্ঞাশ্চ চ ।
 সগোত্রাস্ত্র স্ততন্ত্রীষু গুরুতল্লসমং স্ততম্ ২৩১
 পিতৃঃ স্বসারং মাতৃশ্চ মাতুলানীং স্নুযামপি ।
 মাতৃঃ সপত্নীং ভগিনীমাচার্য্যাতনয়াং তথা ২৩২
 আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গজংস্ত গুরুতল্লগঃ ।
 ছিত্বা লিঙ্গং বধস্তস্ত স কামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি ২৩৩
 গোবধো ভ্রাতৃত্যো স্তেরমুগানান্ধানপক্রিয়া ।
 অনাহিতাগ্নিতাহপ্যাবিক্রয়ঃ পরিবেদনম্ ২৩৪
 ভূতাদধ্যয়নাদানং ভূতকাধ্যাপনং তথা ।
 পারদার্য্যং পারিষিত্যং বার্ক্যুৎ লবণক্রিয়া ২৩৫
 জীপুজ্বিটুক্রবধো নিশ্চিতার্থোপজীবনম্ ।
 নাশ্তিক্যং ব্রতনোপশ্চমুতানানৈকৈব বিক্রয়ঃ ২৩৬
 ধাত্তরূপ্যপত্তস্তেরমবাজ্ঞানাক্ষাং বাজ্ঞনম্ ।
 গিতৃমাতৃগুরুত্যাগতড়াগারামবিক্রয়ঃ ২৩৭
 কন্যাসংদূষণৈকৈব পরিবেদকযাজনম্ ।
 কন্যাপ্রদানং তন্ত্ৰেব কোটিল্যং ব্রতলোপনম্ ২৩৮

আত্মার্থে চ ক্রিয়ান্নো মদ্যপদ্বীনিষেবণম্ ।
 স্বাধ্যায়্যিহুতত্যাগো বান্ধবত্যাগ এব চ ॥২৩৯
 ইন্দ্রনার্থং ক্রমচ্ছ্রদঃ জীহিংসৌষধজীবনম্ ।
 হিংসায়স্ববিধানঞ্চ ব্যসনান্যাস্ববিক্রয়ঃ ॥২৪০
 অসচ্ছাত্রাধিগমনমাকরেষধিকারিতা ।
 ভাৰ্য্যয়া বিক্রয়শ্চৈবামৈকৈকমুপপাতকম্ ॥২৪১
 শিরঃকপালী ধ্বজবান্ তিক্কাশী কর্ম বেদয়ন্ ।
 ব্রহ্মহা দ্বাদশান্বানি মিতভুক্ত শুদ্ধিমাণ্ণয়াং ॥২৪২
 ব্রাহ্মণস্য পরিজ্ঞাপাঙ্গবাং দ্বাদশকস্য বা ।
 তথ্যমেধাবত্ৰয়ান্নাবা শুদ্ধিমাণ্ণয়াং ॥২৪৩
 দীৰ্ঘতীত্ৰায়গ্রন্থং ব্রাহ্মণং গামথ্যপি বা ।
 দৃষ্টা পথি নিরাত্ত্বং কুর্হা বা ব্রহ্মহা শুচিঃ ॥২৪৪
 আনীর বিপ্রসর্কস্বং হতং যাতিত এব বা ।
 তন্নিমিত্তং ক্ষতং শত্ৰৈর্জীবনপি বিশুধ্যতি ॥২৪৫
 লোমভ্যঃস্নাহেত্যেবংহি লোম প্রভৃতি বৈতনম্ ।
 মজ্জানং জুহুয়াবাপি মট্টৈরেতির্গথাক্রমম্ ॥২৪৬
 সংগ্রামে বা হতো লক্ষ্যভূতঃ শুদ্ধিমবাণ্ণয়াং ।
 মৃতকল্পঃ প্রহারার্জো জীবনপি বিশুধ্যতি ॥২৪৭
 অরণ্যে নিয়তো জপ্তাভির্বে বেদস্য সংহিতাম্ ।
 মৃত্যুতে বা মিতাশীদ্য প্রতিশ্রোতঃসরস্বতীম্ ॥২৪৮
 পাণ্ড্রে ধনং বা পর্যাণ্ডং দদ্যাত্ত্বিমবাণ্ণয়াং ।
 আদাতুশ্চ বিশুদ্ধ্যর্মিষ্টৈবৈধানরী মৃত্যু ॥৩৪৯
 যাগস্থক্ৰবিড়্ঘাতী চরেদ্ব্রহ্মহনো ব্রতম্ ।
 গর্ভহা চ ২থাবর্ণং তথাব্রহ্মদীনিহৃদকঃ ॥২৫০
 চরেদ্ব্রতমহুতমপি যাতার্থক্ষেপে সমাগতঃ ।
 দ্বিগুণং সনন্থে তু ব্রাহ্মণে ব্রতমাদিশেৎ ॥২৫১
 সুরাশ্বমৃতগোমূত্রপয়সামগ্নিসন্নিভম্ ।
 সুরাপোহন্তমং পীত্বা মরণচ্ছুদ্ধিমুচ্ছৃতি ॥২৫২
 বালবান্ জটী বাপি ব্রহ্মহত্যাব্রতকরেৎ ।
 পিণ্ড্যকং বা কণাং বাপিভক্ষয়েন্নিসমানিশি ২৫৩
 অজ্ঞানাতু সুরাং পীত্বা রেতোবিণ্মূত্রমেব বা ।
 পুনঃসংস্কারমহস্তি ত্রয়ো বর্ণা বিজ্ঞাতয়ঃ ॥২৫৪
 পতিলোকং ন সা যাতিব্রাহ্মণী যা সুরাংপিবেৎ ।
 ইতৈব তু শুভো গৃহী শূকরী চাভিজায়তে ॥২৫৫
 এক্ষণস্বর্গহারী তু রাজে মুখলমর্পয়েৎ ।
 স্বকর্মধ্যাপয়ন্তেন হতোমুক্তোহপি বা শুচিঃ ২৫৬
 অনিবেদ্য নুপে শুধ্যৎ সুরাপব্রতমাচরন্ ।
 আত্মত্যাগং স্ববর্ণং বা দদ্যাদ্য বিপ্রতৃষ্টিক্ ॥২৫৭
 তপ্তেহয়ঃশয়নে সার্কীয়স্যা যোষিতা অপেৎ ।
 গৃহীত্বাৎকৃত্যবৃষণেনৈতৎ ত্যাগেৎ স্বজ্ঞেতুম্ ২৫৮

প্রাজ্ঞাপত্যং চরেৎ কচ্ছুং সমা বা গুরুতল্লগঃ ।
 চাক্ষায়ণং বা ত্রীমাসানভ্যাস্যন্ বেদসংহিতাম্ ২৫৯
 এভিস্তসংবেদসং যো বৈবৎসরংসোহপি তৎসমঃ ।
 কন্যাং সমুদ্রহেদেবাং সোপবাসামকিঞ্চনাম্ ২৬০
 চাক্ষায়ণং চক্লে সর্কানবকৃষ্টান্নিহন্য তু ।
 শূদ্রোহধিকারহীনোহপিকালেনানেন শুধ্যতি ২৬১
 মিথ্যাভিশংসিনোদোষো দ্বিগুণোহনৃতবাদিনঃ ।
 মিথ্যাভিশস্তপাঞ্চ সমাদত্তে মুষাবদন্ ২৬৩
 পঞ্চগব্যং পিবেদ্ গোয়ো মাসমানীত সংবতঃ ।
 গোষ্ঠেশযোগোহুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি ২৬৩
 কচ্ছুং চৈবাতি কচ্ছুং চরেদ্বাপি সমাহিতঃ ।
 দদ্যাজিরাত্রং বোপোষ্যবৃষভৈকাদশান্ত গাঃ ২৬৪
 উপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবকাঙ্ক্ষায়ণেন বা ।
 পয়সা বাপি মাসেন পরাক্ষেপাথবা পুনঃ ২৬৫
 ঋষভৈকসহস্রা গা দদ্যাৎ ক্ষত্রবধে পুমান্ ।
 ব্রহ্মহত্যাব্রতং বাপি বৎসরত্রিতয়ং চরেৎ ২৬৬
 বৈশ্বহাব্যং চরেদেতদদ্যাদৈকশতং গবাম্ ।
 যম্যাসান শূদ্রহা হেতদদ্যাক্লেদুর্দশপি বা ২৬৭
 হুবৃত্তা ব্রহ্মবিট্ কল্পশূত্রযোষাঃ প্রমাপ্য তু ।
 দ্বিতিং ধরুর্কল্লমহিঃ ক্রমাদদ্যাদিশুদ্ধয়ে ২৬৮
 অপ্রহুষ্ঠাঃ স্ত্রিয়ং হস্তা শূদ্রহত্যাব্রতকরেৎ ।
 অস্থিমতাং সহস্রঞ্চ তথানস্থিমতামনঃ ২৬৯
 মার্জ্জারগোধানকুলমণ্ডু কথপতত্রিণঃ ।
 হস্তাত্রাহংপিবেৎক্ষীরংকচ্ছুং বাপাদিকং চরেৎ ২৭০
 গজে নীলবৃষাঃ পঞ্চ শুকে বৎসো দ্বিহায়নঃ ।
 খরাজমেঘেষু বৃষো দেয়ঃক্রৌঞ্চো ত্রিহায়নঃ ২৭১
 হংসশ্চেনকপিকিব্যাঙ্কলস্থলশিখণ্ডিনঃ ।
 ভাসঞ্চ হস্তা দদ্যাদ্গামকুব্যাদস্ত বৎসিকাম্ ২৭২
 উরগেযায়সো দণ্ডঃ পণ্ডকে ত্রপুণীসকম্ ।
 কোলে দ্বতঘটো দেয় উষ্ট্রে গুগ্গা হয়েৎশুকম্ ।
 তিতিরো তু তিলদ্রোণং গজাদীনামশকু বন্ ।
 দানং দাতৃকরেৎ কচ্ছুমেকৈকস্য বিশুদ্ধয়ে ২৭৪
 ফলপুষ্পান্নরসজস্জস্বাঘাতে দ্ব্যতানম্ ।
 কিঞ্চিংসাস্ত্রিবধে দেয়ং প্রাণায়ামজ্ঞনস্থিকে ২৭৫
 বৃক্ষশুলভাবীকচ্ছদনে জপ্যমুক্শতম্ ।
 স্যাদোষধিবৃথাচ্ছদেক্ষারীশীগোহুগোদিনম্ ২৭৬
 পুংসলীবানরখটৈর্দর্দ্রশোচ্যাদিবিদ্যাসৈঃ ।
 প্রাণায়ামং জলে কুত্বা দ্ব্যতং শ্রান্ত বিশুধ্যতি ২৭৭
 যন্মহদ্যরেতইত্যাত্যং স্বপ্নং রেতোহুহুময়য়েৎ ।
 স্তনাস্তরংক্রবোধ্যং তেনানামিকয়াম্পৃশেৎ ২৭৮

নয়ি তেজ ইতি চ্ছায়াং স্বাং দৃষ্টাদ্ব্যগতাং জপেৎ
 সাবিজীমশ্চো দৃষ্টে চাপল্যেচানুতংপি চ ॥২৭৯
 অবকীর্ণী ভবেদ্ গম্বা ব্রহ্মচারী তু যোষিতম্ ।
 গর্দভং পঙমাগভ্য নৈঋত্যং স বিত্তধাতি ॥২৮০
 ভৈক্ষাগ্নিকার্যে ভুক্তা তু সপ্তরাশ্রমনাভূতঃ ।
 কামাবকীর্ণ ইত্যভ্যাং জুহুয়াদাহতিবয়ম্ ॥ ২৮১
 উপস্থানং ততঃ কুর্য্যাৎ সমাসিদ্ধত্বেনে ন তু ।
 মধুমাংশশনে কার্য্যঃ কৃচ্ছঃ শেষব্রতানি চ ॥২৮২
 প্রতিকুলং গুরোঃ কৃচ্ছা প্রসাদ্যৈব বিত্তধাতি ।
 কৃচ্ছত্রয়ং গুরুঃ কুর্য্যানব্রিরেত প্রহিতো যদি ॥২৮৩
 ক্রিয়মাণোপকারে তু মৃত্যুতে বিপ্রে ন পাতকম্ ।
 বিপাকে গোব্রবাণাঞ্চ ভেষজাগ্নিক্রিয়াসু চ ॥২৮৪
 মহাপাণোপপাপাভ্যাং বোহিভিশংসেনমৃষাপরম্
 অব্ভক্ষো মাসমাসীত সজাপী নিয়তেক্রিয়ঃ ॥২৮৫
 অভিশস্তো মৃষা কৃচ্ছং চরেদাশ্রমেষেব বা ।
 নির্বপেচ্চ পুরোভাশং বায়ব্যং পঙমেব বা ॥২৮৬
 অনিয়ুক্তো ভাতৃজায়াং গচ্ছংচাস্রায়ণঞ্চরেৎ ।
 ত্রিরাত্রান্তে যুতং প্রাশুগম্বোদক্যাংবিত্তধাতি ॥২৮৭
 জীন্ কৃচ্ছানাচরেদ্ ব্রাত্যযাজকোহভিচরন্নপি ।
 বেশপ্লাবী যবাক্ষং ত্যক্তা চ শরণাগতম্ ॥ ২৮৮
 গোষ্ঠে বসন্ ব্রহ্মচারী মাসমেকং পয়োব্রতঃ ।
 গায়ত্রীজপ্যনিরতো মুচ্যতেহসং প্রতিগ্রহাৎ ॥২৮৯
 প্রাণায়ামী জলে স্বাত্মা থরীথানোদ্রিধানগঃ ।
 নথঃ স্বাত্মা চ মুক্তা চ গম্বা চৈবং দিবাক্রিয়ম্ ২৯০
 গুরুং স্বং কৃত্য হংকৃত্য বিপ্রং নির্জিত্য বাদতঃ ।
 বন্ধা বা বাসসা ক্ষিপ্রংপ্রসাদ্যোপবসেদিনম্ ২৯১
 বিপ্রদণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছব্রতিকৃচ্ছো নিপাতনে ।
 কৃচ্ছাতিকৃচ্ছোহস্বপ্নাতে কৃচ্ছোভ্যন্তরশোণিতে ॥
 দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপং চাবেক্ষ্য যত্নতঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্যং শ্রাদ্ যজ্ঞ চোক্তা ন নিরুক্তিঃ
 দাসীকুন্তং বহির্গ্রামান্নিতয়েয়ুঃ স্ববান্ধবাঃ ।
 পতিতস্য বহিঃ কুর্যুঃ সর্ষকাব্যেযু চৈব তগ্ম ২৯৪
 চরিতব্রত আয়তে নিনয়ন্নবং ঘটম্ ।
 জুগুপসেদ্রম চাপেয়ং সংবসেয়ুশ্চ সর্ষশঃ ২৯৫
 পতিতানামেষ এব বিধিঃ স্ত্রীণাং থকীর্তিতঃ ।
 বাসো গৃহাস্তিকে দেয়ময়ং বাসঃ সরক্ষণম্ ২৯৬
 নীচাভিগমনং গর্ভপাতনং ভর্তৃহিংসনম্ ।
 বিশেষপতনীয়ানি স্ত্রীণামেতাংপি ধ্রুবম্ ২৯৭
 শরণাগতবাণস্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্নতু ।
 চীর্ণব্রতানপি সদা কৃতদ্রবহিতানিমান্ ২৯৮

ঘটপেবপজ্জিতে জ্ঞাতী মধ্যাহ্নোষবসং গবাম্ ।
 প্রদদ্যাৎ প্রথমংগোভিঃসংকৃতস্তহি সংক্রিয়াৎ ২৯৯
 বিখ্যাতদোষঃ কুর্বীত পর্যদোহয়মতং ব্রতম্ ।
 অনভিখ্যাতদোষন্ত রহস্তং ব্রতমাচরেৎ ৩০০
 ত্রিরাত্রোপোষিতো জপ্তা ব্রহ্মহা অঘমর্ষণম্ ।
 অন্তর্জলে বিত্তধ্যেত গাং দম্বা চ পয়স্বিনীম্ ৩০১
 লোমভ্যাং স্বাহেত্যথবা দিবসং মারুতাশনঃ ।
 জলে স্থিবাভিজুহুয়চ্ছাভ্যারিংশদ্ব্যতাহতীঃ ৩০২
 ত্রিরাত্রোপোষিতো ভুক্তা কুর্য্যাত্তিষ্মতং শুচিঃ
 সুরাপঃ স্বর্গহারী তু রুদ্রজাপী জলে স্থিতঃ ৩০৩
 সহস্রশীর্ষাজাপী তু মুচ্যতে গুরুতন্ত্রগঃ ।
 গোদেহীয়া কর্মণোহস্তান্তে পৃথগেভিঃপরস্বিনীতঃ
 প্রাণায়ামশতং কার্য্যং সর্ষপাণাস্তন্তয়ে ।
 উপপাতকজাতানামানদিষ্টে চৈব হি ৩০৫
 ওঙ্কারাভিষ্টে তং সোমসলিলং পাবনং পিবেৎ ।
 কৃচ্ছা তু রেতোবিধুঃপ্রাশনঞ্চ দ্বিজোত্তমঃ ৩০৬
 নিশায়াং বা দিবা বাপি যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ ।
 ত্রৈকাল্যসন্ধ্যাকরণান্তং সর্বং বিপ্রপ্রশ্যতি ৩০৭
 সুক্রিয়ারণ্যকজপো গায়ত্র্যাশ্চ বিশেষতঃ ।
 সর্ষপাংহরা হেতে কট্টৈকাদশিনী তথা ৩০৮
 যত্র যত্র চ সংকীর্ণমায়ানং মন্ততে দ্বিজঃ ।
 তত্র তত্র তিলৈর্হোমো গায়ত্র্যা বার্কচনপ্তা ৩০৯
 বেদাভ্যাসরতং ক্ষান্তং মহাবজ্রক্রিয়ারতম্ ।
 ন স্পৃশন্তীহ পাপানি মহাপাতকজ্ঞাশ্রপি ৩১০
 বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠনাত্রিংশতীত্বাপ্সু সূর্যাদৃক্ ।
 জপ্তা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুভেদ্যত্রব্রবধাদৃতে ৩১১
 ব্রহ্মচর্যাং দম্বা ক্ষান্তির্দানং সত্যমককত্বা ।
 অহিংসাতেন্মমাদুর্গ্যদমাশেতি যমঃ স্তুতাঃ ৩১২
 স্নানমোনোপবাসেজ্যাঋধায়াপশ্বনিগ্রহাঃ ।
 নিয়মাগুরুশুশ্রূষাশোচাক্রোধাপ্রমাদত্যাঃ ৩১৩
 গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্ ।
 জধু পুরেহুপবসেৎ কৃচ্ছংসান্তপনং৩১৪
 পৃথকসান্তপনদ্রব্যৈঃ বড়হঃ সোপবাসকঃ ।
 সপ্তাহেন তু কৃচ্ছোহয়ং মহাসান্তপনঃ স্তুতঃ ৩১৫
 পর্ণোড়্বররাজীববিষপত্রকুশোদকৈঃ ।
 প্রত্যেকং প্রত্যাহং পীতৈঃ পণকৃচ্ছ উদাহতঃ ৩১৬
 তপ্তক্ষীরম্বতানামেকৈকং প্রত্যাহং পিবেৎ ।
 একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছউদাহতঃ ৩১৭
 একভক্তেন নক্তেন তথৈবাঘাচিতেন চ ।
 উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছঃ প্রকীর্তিতঃ ৩১৮

যথাকথঞ্চিঞ্জিগুণঃ প্রাজাপত্যোহয়মুচ্যতে ।
 অয়মেবাতি কৃচ্ছ্রঃ শ্রাং পণিপূরান্নভোজনঃ ॥৩১২
 কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসানেকবিংশতিম্ ।
 দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৩২০
 পিণ্যাকাচামতক্রাশুশজুনাং প্রতিবাসরম্ ।
 একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যোহয়মুচ্যতে ॥৩২০
 এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকশ্চ যথাক্রমম্ ।
 তুলাপুরুষ ইত্যেষ জেষঃ পাঞ্চদশাহিকঃ ॥ ৩২২
 তিথিব্রহ্মা চরেৎ পিণ্ডানুগুকে শিখাওসম্মিতান্ ।
 একৈকং হ্রাসয়েৎ কৃষ্ণেপিণ্ডচাক্ষায়ণং চরন্ ॥৩২৩
 যথাকথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং চত্বারিংশচ্চতষষম্ ।
 মাসেনৈবোপভুক্তীত চাক্ষায়ণমথাপরম্ ॥ ৩২৪
 কুর্যাদিববর্ণস্বায়ী কৃচ্ছ্রঃ চাক্ষায়ণং তথা ।
 পবিত্রাণি জপেৎ পিণ্ডানুগায়ত্র্যাচাভিময়য়েৎ ॥৩২৫
 অনাদিষ্টেবু পাপেবু গুন্ধিশ্চাক্ষায়ণেন তু ।
 ধর্ম্মার্থং যশ্চরেদেতচ্চত্বৈতি স লোকতাম্ ॥৩২৬
 কৃচ্ছ্রকৃচ্ছ্রকামস্ত মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ।
 যথা গুরুকৃত্ত্বফলং প্রাপ্নোতি চ সমাহিতঃ ॥৩২৭

শ্রদ্ধেমানুষয়ো ধর্ম্মান্ যাঞ্জবক্যেন ভাবিতান্ ।
 ইদমুচুর্নহাথানং যোগীশ্রমমিভৌজসম্ ॥ ৩২৮
 য ইদং ধারয়িষ্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রমতশ্রিতাঃ ।
 ইহলোকে যশঃপ্রাপ্য তে যান্তস্তিত্রিপিষ্টপম্ ॥৩২৯
 বিদ্যার্থী প্রাপ্নুয়াদিদ্যাং ধনকামো ধনস্তথা ।
 আয়ুস্কামস্তথৈবায়ুঃ শ্রীকামো মহতীং শ্রিয়ম্ ॥৩৩০
 শ্লোকত্রয়মপি হৃন্মাদ্ যঃ শ্রাজে শ্রাবয়িষ্যতি ।
 পিতৃণাং তন্তু তৃপ্তিঃ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মা নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩১
 ব্রাহ্মণঃ পাত্রতাং যাতি ক্ষত্রিয়ে বিজয়ী ভবেৎ ।
 বৈশ্যোহপি ধান্যধনবানশ্চ শাস্ত্রস্যাধারণাৎ ॥৩৩২
 য ইদং শ্রাবয়েদ্বিত্রান্ দ্বিজান্ পর্কস্তু পর্কস্তু ।
 অশ্বমেধফলং তস্য তত্ত্ববানমুমত্ততাম্ ॥ ৩৩৩
 শ্রত্বৈতদ্যাজ্ঞবক্যোহপি শ্রীতাত্মা মুনিভাবিতম্ ।
 এবমস্থিতি হোবাচ নমস্কৃত্য স্বরত্নবে ॥ ৩৩৪
 ইতি যাঞ্জবকীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

সমাপ্তাচেষ্টং যাঞ্জবক্য সংহিতা ।

উশনঃ সংহিতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শৌনকাদ্যাশ্চ মুনয় উশনং ভার্গবং মুনীম্ ।
 নত্বা পপ্রচ্চুরখিলং ধর্মশাস্ত্রবিনির্গম্য ॥ ১
 ধর্মীণাং শৃণুতাং পূর্বমুশনা ধর্মতত্ত্ববিং ।
 ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং পাপনাশনম্ ॥ ২
 স্তমমাধিষ্ণুদো যুয়ং শৃণুধ্বজদতো মম ।
 ভার্গবং পিতরং নত্বা উশনং ধর্মমব্রবীং ॥ ৩
 কৃতোপনয়নো বেদানধারীত দ্বিজোত্তমঃ ।
 গর্ত্তীষ্টমে ব্যষ্টমে বা স্বহৃত্রোক্তবিধানতঃ ॥ ৪
 দণ্ডে চ মেখলাসূত্রে কৃষ্ণাজিনধরো মুনিঃ ।
 ভিক্ষাহারো গুরুহিতে বীক্ষমাণো গুরোম্মুখম্ ॥ ৫
 কার্পাসমুপবীতং সন্নিমিতং ব্রহ্মণা পুরা ।
 ব্রাহ্মণানাম্যাবিৎ সূত্রংকৌশিবাদাস্ত্রমেব বা ॥ ৬
 সদাপবীতী চৈব স্ত্রাং সদা বক্রশিখো দ্বিজঃ ।
 অগ্ন্যধা যৎকৃতং বাসঃ কার্পাসং বা কবায়কম্ ।
 তদেব পরিধানীয়ং গুরুমচ্ছিন্নমুত্তমম্ ॥ ৭
 উত্তরীয়ং সমাধ্যাতং বাসঃকৃষ্ণজিনং শুভম্ ।
 অভাবে ভব্যমজিনং রোরবং বা বিধীয়তে ॥ ৮
 উপবীতং বামবাহুসব্যবাহু সমন্বিতম্ ।
 উপবীতী ভবেন্নিত্যমিবীতং কর্ণলঙ্ঘনম্ ॥ ৯
 সব্যবাহুং সমুচ্ছৃত্য দক্ষিণেন ধৃতাং দ্বিজাঃ ।
 প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পিত্রে কশ্মপি ধারয়েৎ ॥ ১০
 অগ্ন্যাগারে গবাক্ষোষ্ঠে হোমে জপে তথৈব চ ।
 যাদ্যগ্ন্যভোজনে নিত্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ ॥ ১১
 উপাসনে গুরুণাঞ্চ সাক্ষ্যায়োকৃতভয়োরপি ।
 উপবীতী ভবেন্নিত্যং বিধিরেব সনাতনঃ ॥ ১২
 মোক্ষী জিব্রৎসমা ব্রহ্মা কাৰ্য্য বিপ্রস্য মেখলা ।
 মুজ্ঞাভাবে কুশানাং গ্রহিষ্টেনেকেন বা দ্বিভিঃ ॥ ১৩
 ধারয়েদেবপালানশৌ দণ্ডৌ কেশান্তর্গৌ দ্বিজঃ ।
 যজ্ঞাধ্যবৃক্ষজংবাথ সৌম্যং ব্রবণমেব চ ॥ ১৪

সায়ং প্রাতঃদ্বিজঃ সাক্ষ্যায়ুপাসীত সমাহিতঃ ।
 কামান্নোভাঙ্কয়ান্নোহাংকদান পতিতো ভবেৎ ॥ ১৫
 অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যৎসায়ং প্রাতঃ প্রমদ্বীঃ ।
 স্নাত্বা সস্তপয়েদেবানুবীন্ পিতৃগণাংস্তথা ॥ ১৬
 দেবাত্যাচার্য্যতঃ কুর্য্যৎ পুষ্পৈঃ পত্রৈঃ চানুভিঃ ।
 অভিবাদনশীলঃ স্যাম্মিত্যং বৃদ্ধেষ্ঠধর্মতঃ ॥ ১৭
 অসাবহন্তো নামেতি সম্যক্ প্রণতিপূর্বকম্ ।
 আয়ুরারোগ্যবান্ বিভং দ্রব্যাদ্যপরিবজিতঃ ॥ ১৮
 আয়ুমান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রাভিবাদনে
 অকারশ্চায়া নাম্নোহন্তে বাচ্যঃ পূর্বাঙ্করন্ততঃ ॥ ১৯
 যো ন বেত্ত্যভিবাদন্ত দ্বিজঃ প্রত্যভিবাদনম্ ।
 নাভিবাদ্যঃ স বিহুয়া যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ২০
 সবেয়ন পামণিনা কার্য্যং উপসংগ্রহণং গুরোঃ ।
 সবেয়ন সব্যঃ স্ত্রিষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণম্ ॥ ২১
 লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা ।
 আদদীত যতো জ্ঞানং তৎপূর্বমভিবাদয়েৎ ॥ ২২
 নোদকং ধারয়েদ্ ভৈক্ষুং পুষ্পাণি সমিধস্তথা ।
 এবং বিধানি চান্ধানি ন দেবার্থে বৃক্ষিণ ॥ ২৩
 ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়ঞ্চাপ্যনাময়ম্ ॥ ২৪
 বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ।
 উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈবমহীপতিঃ ॥ ২৫
 মাতুলশ্চশুশ্রুতমাতামহিপতিমহৌ ।
 বর্গজাশ্চ পিতৃব্যাশ্চ পত্নৈতে পিতরঃ স্ত্রুতাঃ ॥ ২৬
 মাতা যাতামহী গুর্ভা পিতৃমাতৃশ্বসাদয়ঃ ।
 স্বজঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা জাতব্যা গুরবঃস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৭
 ইত্যুক্তা গুরবঃ সর্গে মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ।
 অহুবর্তনমেতেষাং মনোবাঙ্কায়কশ্চিভিঃ ॥ ২৮
 গুরুং দৃষ্ট্বা সমুত্তিষ্টেদভিবাধ্য কৃতাজ্জলিঃ ।
 ন তৈরুপবসেৎসাক্ষং বিবাদেনার্থকারণং ॥ ২৯

জীবিতার্থমপি ধেবং গুরুভির্নৈব ভাষণম্ ।
 উদিতোহপি গুণৈবৈশ্বকৃৎবেদী পতত্যঃ ॥ ৩০
 গুণানামপি সর্গেযাং পূজাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ ।
 তেষামাদ্যাদ্বয়ঃ শ্রেষ্ঠান্তেষাং মাতা সূপুজিতা ॥ ৩১
 যো হি বাসয়তি দিবা যেন সন্ধ্যাপদিশাতে ।
 জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্তা চ পঞ্চ তে গুরুবস্তবা ॥ ৩২
 আত্মনঃ সর্বযত্নেন প্রাপত্যাগেন বা পুনঃ ।
 পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পঠ্যেতে ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৩৩
 বাবৎ পিতা চ মাতা চ দ্বাবেতৌ নিরীকারণম্ ।
 তাবৎ সর্বং পরিত্যজ্য পুত্রঃ স্ত্রীভ্যং পরায়ণঃ ।
 পিতা মাতা চ স্ত্রীভ্যৌ স্ত্রীভ্যাং পুত্রগুণৈর্ধমি ॥ ৩৪
 স পুত্রঃ সকলং কৰ্ম্ম প্রাপ্নুয়াতেন কৰ্ম্মণা ।
 নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি পিতৃসমো গুরুঃ ।
 তয়োঃ প্রত্যপকায়োহপি ন হি কশ্চন বিদ্যাতে ।
 তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্যাৎ কৰ্ম্মণা যনসা গিরা ।
 ন তাভ্যামনম্নজাতো ধর্ম্মমেকং সমাচরেৎ ॥ ৩৫
 বর্জয়িত্বা মুক্তিরূপং নিত্যনৈমিত্তিকং তথা ।
 ধর্ম্মসারঃ সমুদ্ভিষ্টঃ প্রত্যানন্দফলপ্রদঃ ॥ ৩৬
 সম্যগাচারবক্তারং বিশৃংষ্টদম্নজয়া ।
 শিষ্যোবিদ্যাকলং ভূঙক্তে প্রত্যচাপ্যদ্যতে দিবি৩৭
 যো ভ্রাতরং পিতৃসমং জ্যেষ্ঠং মৃঢ়োহবমজ্ঞতে ।
 তেন দোষণে সংপ্রত্য নিরুয়ং সংপ্রযচ্ছতি ॥ ৩৮
 পুংসাঞ্চাত্মনি বেবেণ পূজ্যো ভর্তা চ সমস্তঃ ।
 যানিদাতরিলোকেষু পকারোহপিগোরবম্ ৩৯
 যে নরাভর্ষণিগুণার্থং স্বানুপ্রাণান্ সমস্ত্যজন্তি হি ।
 তেষামেব পরান্ লোকানুবাচ ভগবান্ ভৃগুঃ ॥ ৪০
 মাতুল্যাংশ্চ পিতৃব্যংশ্চ ঋণানুধ্বিজান্ গুরুন ।
 অসাবয়নিতি ক্রয়াং প্রত্যুখায় যবীয়সঃ ॥ ৪১
 অবাচ্যোদীক্ষিতো নান্নাযবীয়ানপিযোভবেৎ ।
 ভোঃ শব্দপূর্ব্বকং চৈনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪২
 অভিবাদ্যাংশ্চ পূর্ব্বস্ত শিরসাবধষ্ম চ ।
 ব্রাহ্মণকজ্রিয়াদৈশ্চ শ্রীকামৈঃ সাদরং সদা ॥ ৪৩
 নাভিবাদ্যাস্ত বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ কথঞ্চন ।
 জ্ঞানকর্ম্মগুণোপেতা যদ্যপ্যেতে বহুক্রতাঃ ॥ ৪৪
 ব্রাহ্মণঃ সর্ববর্ণানাং স্বস্তি কুর্যাদিতি স্থিতিঃ ।
 সবর্ণেহপ্যসবর্ণানাং কার্য্যমেবাভিবাদনম্ ॥ ৪৫
 গুরুরগ্নির্জাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ ।
 গতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বস্ত্রীভ্যাং গুরুঃ ৪৬
 বিদ্যা কৰ্ম্ম কন্ধ্যা বন্ধুরিচ্ছং ভবতি বস্ত বৈ ।
 ঋগ্বেদানি পঞ্চাঙ্গং পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুণি চ ৪৭

পঞ্চানাম্ ত্রিষু বর্ণেষু ভবেত্তু গুণবান্ হি যঃ ।
 যত্র স্ত্রীংসোহত্র মানাহঃ ক্ষত্রৌহপি স ভবেদু যদি
 পিণ্ডাদেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ দ্বিগৈ রাজেহস্ত চকুবে
 বৃদ্ধায় ভাবহীনায় রোগিণে দুর্কলায় চ ॥ ৪৯
 ভিক্ষামাহত্যা শিষ্টানাং গৃহেভ্যঃ প্রযতোহিবহম্ ।
 নিবেদ্য গুরুবেহস্রীয়াধাগ্যতত্তদম্নজয়া ॥ ৫০
 ভবৎপূর্ব্বং চরেদৈকমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ ।
 ভগ্নদ্যাস্ত রাজ্ঞো বৈশস্ত ভবদ্বন্দ্বরম্ ॥ ৫১
 মাতরং বা স্বসারং বা মাতুলী ভগিনীং তথা ।
 ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা তু নৈনং বিমানয়েৎ
 সজাতীয়গ্রহেহেবং সর্ববর্ণিকমেব বা ।
 ভৈক্ষস্চাচরণং প্রোক্তং পতিতাদিষু বর্জিতম্ ৫৩
 বেদধজাদিহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু ।
 ব্রহ্মচারী চরেদৈকং গৃহস্থঃ প্রযতোহিবহম্ ॥ ৫৪
 গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন ত্রাতিকুলবন্ধুসু ।
 অভাবেহপ্যথ গেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জয়েৎ ।
 সর্বং বাপি চরেদ গ্রামং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে ।
 নিয়ম্য প্রযতো বাচং দিশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ৫৫
 সমাহত্যা তু তদৈকং যাবদর্থমিহাজয়া ।
 ভূঞ্জীত প্রযতো নিত্যং বাগ্যতো নান্ধমানসঃ ৫৬
 ভৈক্ষেণ বর্তয়ন্তিযাং কামনাশীর্ভবেদ ব্রতী ।
 ভৈক্ষেণ বৃত্তিনো যুক্তিরূপবাসসমা স্ততা ৫৭
 পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাদন্নমকুংসয়ন্ ।
 দৃষ্ট্বা জ্বল্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্বস্তঃ ৫৮
 অনারোগ্যমনাযুষ্যামস্বর্গ্যং কুংসভোজনম্ ।
 অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাক্তং পরিবর্জয়েৎ ৫৯
 প্রায়ুখোহন্নানি ভূঞ্জীত দক্ষিণামুখং এব বা ।
 নাদ্যাহদযুধো নিত্যং বিধিপূর্ব্বং সনাতনং ৬০
 প্রক্ষাল্য পানিপাদৌ চ ভূঞ্জানো দিগুপস্পর্শেৎ ।
 গুচোদেশেশমাসীনো ভূঙক্তাস্তে দিগুপস্পর্শেৎ ৬১
 মণ্ডপং পূর্ব্বতঃ কৃৎবা তত্র স্থাপ্যথ ভোজয়েৎ ।
 স্বপ্রাণাহতিপর্য্যস্তং মৌনমেবং বিধীয়তে ৬২
 ইত্যোশনসম্বৃত্তৌ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ভুক্তা পীত্বা চ স্নাত্বা চ তথা রথোপসর্পণে ।
 শুভাবলোকনো স্পৃষ্টা বাসো বিপরিধায় চ ১
 রেতোমূত্রপূরীষাণামুংসর্গোপাস্ত্রভাবণে ।
 তথা চাখ্যন্যরাস্তে কাসাধাণমে তথা ২

চত্বঃ বা ঋশানং বা সমাগম্য দ্বিজোক্তমঃ ।
 সন্ধ্যাক্ষয়ান্তর্যাম্নোস্তদ্বদাচ্যন্তে চাচমেৎ পুনঃ ॥ ৩
 চণ্ডালশ্লেচ্ছসম্ভাষে স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টভাষণে ।
 উচ্ছিষ্টং পুরুষং স্পৃষ্টে । ভোজ্যং বাপিতথাবিধম্ ॥ ৪
 অশ্রপাতে তথচামে অহিতস্ত তথৈব চ ।
 ভোজয়েৎ সন্ধ্যায়োঃ স্নাত্বা পীত্বা মূত্রপূরীষয়োঃ ॥ ৫
 আচ্যন্তোহপ্যাচমেৎ স্পৃষ্টে । সন্ধুৎ সন্ধুদখ্যতঃ ।
 অগ্নের্বাসমথালস্তে স্পৃষ্টে । প্রয়ত এব বা ॥ ৬
 নৃণামথাস্থনঃ স্পর্শে নীবীৰ্য বিপরিধায় চ ।
 উপস্পর্শেজ্জলং শুদ্ধং তৃণং বা ভূমিমেব বা ॥ ৭
 কোশান্যং চাশ্বনঃ স্পর্শে বাসস্যাং ক্ষালিতস্ত চ
 স্নানমুত্তরফেনাভিরহুষ্ঠাভিঃ সর্পশঃ ৮
 শীতে চ স্নানমাসীনং প্রায়ুধো বাপু্যদস্তুখঃ ।
 শিরঃ প্রাবৃত্য কর্ণং বা মুক্তকচ্ছশিখোহপি বা ॥ ৯
 অকৃতা পাদয়োঃ শৌচমাগস্তোহপ্যন্তুচির্ভবেৎ ।
 সোপানংকোজ্জলস্থোবানোক্ষৌবীবাচমেদৃ বৃধঃ ॥ ১০
 ন চৈব বর্ষধারাভিনং তিষ্ঠন্ন দ্ব্যতোদকৈঃ ।
 নৈকহতাপিতজলৈর্বিনা শূদ্রেণ বা পুনঃ ॥ ১১
 ন পাহুদাসনস্থো বা বহিজানুরথাপি বা ।
 ন জল্লর হসন্ প্রেক্ষমাণশ্চ গ্রহ্ন এব বা ।
 নাবীক্ষমাণান্তিরোক্ষান্তিরফেনাদথাপি বা ॥ ১২
 শূদ্রাণ্ডিকৈরমুদৈর্নক্ষারাত্তত্বেব চ ।
 ন চৈবাস্থলিভিঃ শব্দমকুর্জাশ্চমানসঃ ॥ ১৩
 ন বর্ণরসদুষ্ঠাভিনং চৈব প্রদরোদকৈঃ ।
 ন প্রাণিজনিভাভির্জানং বহিঃ কলমেব বা ॥ ১৪
 কল্যাভিঃ পুয়তে বিপ্রাঃ কণাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুচিঃ ।
 প্রাণিতাভিস্তথা বৈশ্যঃ স্ত্রীশূদ্রঃ স্পর্শনেন্ততঃ ॥ ১৫
 অশুষ্ঠমূলান্তরতো রেখায়াং ব্রহ্ম উচ্যতে ।
 অন্তরাশুষ্ঠদেশিভ্যোঃ পিতৃণাং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৬
 কনিষ্ঠৌ মূলতঃ পশ্চাৎ প্রাজাপত্যং প্রচক্ষতে ।
 অঙ্গুয়গ্রে দ্ব্যন্তঃ দৈবং তথৈবাব্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 মূলে স্যাৎদৈবমার্যং স্যাৎপ্রায়ঃ মধ্যতঃ স্তবম্ ॥ ১৭
 তদেবং সৌমিকং তীর্থমেতৎ জাত্বা ন মুহতি ।
 ব্রাহ্মণেন বা তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ।
 কায়েন বা দৈবতেন নতু পিত্রোণ বা দ্বিজাঃ ॥ ১৮
 িঃ প্রান্নীয়াদপঃ পূর্কং ব্রাহ্মণঃ প্রযতঃ স্তুতঃ ।
 সংব্রতাস্থষ্ঠমূলেন স্থং বৈ সমুপস্পৃশেৎ ॥ ১৯
 অশুষ্ঠানামিকাত্যাং তু স্পৃশেৎশ্রেয়ঃ ততঃ ।
 তজ্জন্তুশুষ্ঠযোগেন স্পৃশেৎসাপুটং ততঃ ॥ ২০
 কনিষ্ঠাশুষ্ঠযোগেন শ্রবণে সমুপস্পৃশেৎ ॥ ২১

সর্কাসামথ যোগেন হৃদয়ন্ত তলেন বা ॥ ২২
 সংস্পৃশেৎশিরস্তদ্বদস্তুষ্ঠেনাথবা দ্বয়ম্ ।
 ত্রিঃ প্রান্নীয়াদেবমেব প্রীতান্তেনান্যদেবতাঃ ॥ ২৩
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাশ্চ সম্ভবন্ত্যনুশ্রমঃ ।
 গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জনাং ॥ ২৪
 প্রবৎস্পর্শান্নোচনয়োঃ প্রীয়েতে শশিভাকরৌ ।
 নাসত্যৌ চৈব প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে ॥ ২৫
 কর্ণয়োঃ স্পৃষ্টয়োস্তদ্বৎ প্রীয়েতে চানলানিলৌ ।
 সংস্পৃষ্টে হৃদয়ে চাস্যাঃ প্রীয়েন্তে সর্কদেবতাঃ ॥ ২৬
 মূর্ধ্নি সংস্পর্শনাদেব প্রীতস্ত পুরুষো ভবেৎ ।
 নোচ্ছিষ্টং কুর্বতে মুখাবিপ্রযোগং নয়ন্তিয়াঃ ॥ ২৭
 অন্তবদন্তসলিলজিহ্বাস্পর্শে শুচির্ভবেৎ ।
 স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরম্ ॥ ২৮
 ভূমিগেতে সমাগ্নে যঃ ন ত্বৈরপ্রযতো ভবেৎ ।
 মধুপর্কে চ সোমে চ তাস্থন্য চ ভক্ষণে ॥ ২৯
 ফলমূলেক্ষুদণ্ডে চ ন দোষ উশনা ব্রবীৎ ।
 প্রচরংচান্নপানেষু যচ্ছিষ্টৌ ভবেদৃ বিজঃ ॥ ৩০
 ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্র ব্যাচাম্য গোক্ষয়েত্তু যৎ ।
 তৈজসং বৈ সমাদায় ভবেচ্ছেষ্যগাততঃ ॥ ৩১
 অনিধায় চ তদ্র ব্যাচাম্য শুচিতানিয়াৎ ।
 বস্ত্রাদীনাং বিকলভ্যাং স্পৃষ্টে চে দেবমেব হি ॥ ৩২
 আরভ্যাহুদকে রাহৌ চোরে বাপ্যাকণে পথি ।
 কৃতা মূত্রপূরীষং বা দ্রব্যাহন্তেন হৃষ্যতি ।
 নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মহুদ্রমুদযুথঃ ।
 অথ কুব্যাং শকুনমুজে রাহৌ চেক্ষিণ্যমুখঃ ॥ ৩৩
 অন্তর্ধায় মহীং কাঠৈঃ পঠৈর্গোষ্ঠিত্বং ন বা ।
 প্রতিষ্ঠানশিরাঃ কুর্যাৎ কচ্ছুরবিদর্জনে ॥ ৩৪
 ছায়াকূপনদীগোষ্ঠে চৈত্যাভ্যঃপথি ভক্ষত্ব ।
 অগ্নৌ চৈব ঋশানে চ বিশ্বজ্ঞে ন সমাচরেৎ ॥ ৩৫
 ন গোময়ে ন কুডো বা ন গোষ্ঠে নৈব শাশ্বলে ।
 ন তিষ্ঠন্ বা ন নিরাসা ন চ পর্ষতমস্তকে ॥ ৩৬
 ন জীর্দেবায়তনে ন বন্ধীকে কদাচন ।
 ন সসংহৃষু গর্ভেষু ন চ গচ্ছন্ সমাচরেৎ ।
 তুষান্নারকপালেষু রাজমাগে তথৈব চ ।
 ন ক্ষেত্রে ন বিনে চাপি ন তীর্থে চ চতুষ্পথে ॥ ৩৭
 নোদ্যানোপসর্গমপে বা নোষরে ন পরাশুচৌ ।
 ন সোপানংকপাদশ্চ ক্ষত্রী বর্ণান্তরীক্ষে ॥ ৩৮
 ন চৈবান্তিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণযোগ্যবাম্ ।
 ন দেবদেবালয়য়ো নীপামপি কদাচন ॥ ৩৯
 নদীজ্যোতীষি বীক্ষিত্তদ্বাধ্যাভিমুখোহপিবা ।

প্রত্যাদিত্যং প্রত্যানিলাং প্রতিসোমং তথৈব চ ॥ ৪০ ॥
 আদ্যত মৃতিকং কুর্ধ্যাং লেপগন্ধাপকর্ষণম্ ।
 কুর্ধ্যাদভক্ষিতং শোচং বিত্ত্বৈককৃৎতোদকৈঃ ॥ ৪১ ॥
 নাহরেনমৃতিকং বিপ্রঃ পাণ্ডুলাং নচ কৰ্দমাং ।
 ন মার্গারোষরাদেশ্যচ্ছৌচশিষ্টাংশ্বরস্য চ ॥ ৪২ ৪৩ ॥
 ন-দেবায়তনাং কুড্যাৎ গ্রামান্ন তু কদাচন ।
 উপস্পৃশেত্ততো নিত্যং পূর্কোক্তেন বিধানতঃ ॥ ৪৪ ॥
 তারব্যাহুতিগায়ত্র্যা বর্ণনামেরণৈঃ ক্রমাং ।
 তন্নস্মিতং পিবেদ্যন্ত মন্ত্রাচমনমীরিতম্ ॥ ৪৫ ॥
 গায়ত্র্যাচমনেনাথ ঋত্যাচমনমীরিতম্ ।
 ইত্যোশনসম্বৃতৌ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

এবং দেহাদিভির্বুক্তঃ শৌচাচারসমম্বিতঃ ।
 আকৃত্যধ্যয়নং কুর্ধ্যাক্ষীকমাণো গুরোর্মুখম্ ॥ ১ ॥
 নিত্যমুদ্যতপাশিচ সন্ধ্যাচারসমম্বিতঃ ।
 আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাতিমুখং গুরোঃ ॥ ২ ॥
 প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ ।
 আসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ন পরামুখঃ ॥ ৩ ॥
 নীচং শয্যাশনং চাস্য সর্বদা গুরুসন্নিধৌ ।
 গুরোস্ত চক্ষুর্নিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ ॥ ৪ ॥
 নোদাহয়েদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্ ।
 ন চৈবাস্যান্নকুর্কীত গতিভাষণচেষ্টিতম্ ॥ ৫ ॥
 গুরোরগ্ন পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ততে ।
 কণৌ তত্র পিবাভব্যোগস্তব্যং পরিতোহন্যতঃ ॥ ৬ ॥
 দূরস্থো নার্কয়েদেনন্ন ক্রুদ্ধো নাস্তিকে স্নিগ্ধাঃ ।
 ন চৈবাস্যোত্তরং ক্রয়ান্ন তেনাসীত সন্নিধৌ ॥ ৭ ॥
 উদকুস্তং কুশান্ পুষ্পং সন্নিধৌ প্যাহরেৎ সদা ।
 মাজ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বৈ সমাচরেৎ ॥ ৮ ॥
 নাস্য নিশ্চাল্যশয়নং পাঙ্ককোপানহাবপি ।
 আক্রামেদাসনং তন্তু ছায়ামপি কদাচন ॥ ৯ ॥
 দন্তকাষ্ঠাদিকং লব্ধ্বা ন চাস্য বিনিবেদয়েৎ ।
 অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যদ্বপ্রিযহিতে রতঃ ॥ ১০ ॥
 ন পানদৌ স্থাপয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন ।
 জৃস্তিতং হসিতং চৈব ক্ষবকং প্রাবরং তথা ॥ ১১ ॥
 বর্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যং নখক্ষাটনমেব চ ।
 যথাকালমধীরীত বাবন্ন বিমনা গুরুঃ ।
 আসনানদৌ গুরোঃ কুর্কে কলকে বা সমাহিতঃ ॥ ১২ ॥
 আসনে শয়নে পানে নচ তিষ্ঠেৎ কথঞ্চন ।

ধাবন্তমুচুধাবেত গচ্ছন্তমুগচ্ছতি ॥ ১৩ ॥
 গজোষ্ট্রয়ানপ্রাসাদপ্রন্তরেষু কটেষু চ ।
 আসীত গুরুণ সাক্ষং শিলাকলতলেষু চ ॥ ১৪ ॥
 জিতেজ্রয়ঃ স্যাৎ সততং বস্ত্রাধ্যাক্রোধনঃ শুচিঃ ।
 প্রযুক্তীত সদা বাচং মধুরাং হিতভাষিণীম্ ॥ ১৫ ॥
 গন্ধমাল্যে রসং কস্তাং স্নানপ্রাণিবিহিংসনম্ ।
 অভ্যঙ্গক্কাঙ্কনোপানচ্ছত্রধারণমেব চ ॥ ১৬ ॥
 কামং ক্রোধং ভয়ং নিদ্রাং গীতবাদিত্রনর্জনম্ ।
 দ্যুতং জনপরিবাদং স্ত্রীপ্রেক্ষাপানং তথা ॥ ১৭ ॥
 পরোপতাপপৈশুভ্যং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ।
 উদকুস্তং স্নমনসোগোশকুনমৃতিকং কুশান্ ॥ ১৮ ॥
 আহরেদ্যাবদস্থানি ভৈক্ষক্কাহারহচ্চরেৎ ।
 তথৈব লবণং সর্ষপং ভক্ষ্যং পর্য্যুষিতং নয়েৎ ॥ ১৯ ॥
 অনন্তদশী সততং ভবেদ্যাদিদিনঃস্পৃহঃ ।
 নাদর্শকৈব বীক্ষেত ন চরেদন্তুধাবনম্ ।
 একান্তমশুচিঃ স্ত্রীভিঃ শূদ্রাদ্যোরভিভাষণম্ ।
 গুরুচ্ছিষ্টং ভেষজার্থং ন প্রযুক্তীত কামতঃ ॥ ২০ ॥
 মলাপকর্ষণং স্নানম্নাচরেদ্ বৈ কদাচন ।
 নচাতিশৃষ্টৌ গুরুণ স্নান গুরুনভিবাদয়েৎ ॥ ২১ ॥
 বিদ্যাগুরুষেতদেব নিত্যবৃত্তিঃ স্বযোনিসু ।
 প্রতিষেধং স্ত্র বা ধর্মং হিংসং চোপদিশং স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥
 শ্রেয়ঃ সুরুকু বদ্যুত্তি নিত্যমেবং সমাচরেৎ ।
 গুরুপত্নীসু পুত্রেষু গুরোটৈশ্চ স্ববন্ধুযু ॥ ২৩ ॥
 বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মজ ।
 অধ্যাপয়ন্ গুরুমুতো গুরুবন্মানমহতি ॥ ২৪ ॥
 উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্নানং চোচ্ছিষ্টভোজনে ।
 ন কুর্ধ্যাদ্ গুরুপুস্ত্রস্ত পাদয়োঃ শৌচমেব চ ॥ ২৫ ॥
 গুরুবৎপ্রতিপূজ্যাস্ত সর্বগা গুরুযোষিতঃ ।
 অসবর্ণাস্ত সপূজ্যাঃ প্রত্যুখানাভিবাদনৈঃ ॥ ২৬ ॥
 অভ্যঙ্গনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ ।
 গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চপ্রশোধনম্ ॥ ২৭ ॥
 গুরুপত্নী চ যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ ।
 কুর্কীত বদনং ভূম্যামসাবহমিতি ক্রবন্ ॥ ২৮ ॥
 বিপ্রস্ত পাদগ্রহণমবহঞ্চাভিবাদনম্ ।
 গুরুদারেষু কুর্কীত সদা ধর্মমহুস্মন্ন ॥ ২৯ ॥
 মাতৃষসা মাতুলানী স্বশ্রুশাপি পিতৃষসা ।
 সপূজ্যা গুরুপত্নী চ সূমাস্তা গুরুভাৰ্য্যা ॥ ৩০ ॥
 ভ্রাতৃত্বাৰ্য্যোপসংগ্রাহা স্তাতিসম্বন্ধযোষিতঃ ।
 পিতৃভগিন্তা মাতৃশ্চ জারায়াক্ষ স্বসর্গিণী ॥ ৩১ ॥
 মাতৃবদ্রুতিমতিষ্ঠেদ্যাতা তেভ্যো গরীয়সী ।

- তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

এবমাতারসম্পন্নমাত্ত্ববস্তং সদাহিতম্ ॥৩২
 বেদং ধর্ম্যং পুরাণঞ্চ তথা তত্ত্বানি নিত্যশঃ ।
 সৎসংসারযিহে শিষ্যে গুরুজ্ঞানং বিনির্দ্দেশেৎ৩৩
 হরতে হৃদ্ধতং তন্ত্ৰ শিষ্যস্ত বৎসরে গুরুঃ ।
 আচার্য্যপুত্রঃশুশ্রূষু জ্ঞানদো ধার্মিকঃ শুচিঃ ॥৩৪
 আশুঃশক্তোহর্থদঃসাধুঃ বোধ্যাপ্য দশধর্ম্মতঃ ।
 কৃতজ্ঞশ্চ তথাহৈত্রোহী মেধাবী শুভকৃষ্ণঃ ॥ ৩৫
 প্রাপ্য বিপ্রোহ্যপ্যবিধিবৎষড়্ধ্যাপ্য বিজ্ঞোভূতৈমঃ
 এতেষু ব্রহ্মণো দানমজ্ঞান যথোদিতম্ ॥ ৩৬
 আচম্য সংযতো নিত্যমধীযীত উদযুধঃ ।
 উপসংগৃহ্য তৎপাদো বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥৩৭
 অধীষ ভো ইতি ক্রয়াৎ বিরামোহস্থিতিবাচয়েৎ
 প্রাক্কুশেষু সমাসীনঃ পবিত্রৈরবপাবিতঃ ॥ ৩৮
 প্রাণায়ামৈম স্তিভিঃ পূর্ব্বং তথ্যচোদ্ধারমহতি ।
 ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্যাদন্তে চ বিধিবদ্বিজঃ ॥ ৩৯
 কুর্যাদধ্যয়নং নিত্যং ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতস্থিতিঃ ।
 সর্পেণামেব ভূতানাং বেদশৃঙ্খলঃ সনাতনঃ ॥ ৪০
 অধীতে বিধিবস্তিত্যং ব্রহ্মণ্যাক্ষ্যবতেহস্তথা ।
 যোহধীযীতঋচো নিত্যংক্ষীরাহত্য স দেবতাঃ৪১
 প্রীণাতি তর্পয়ন্ত্যনং কাটমন্তুপ্তাঃ সতৈব হি ।
 যজুঃ যোহধীতে সততং দদ্যা প্রীণাতি দেবতাঃ৪২
 সামান্ত্রধীতে প্রীণাতি বৃতাহতিভিরহম্ ।
 অথর্কাক্ষিরসো নিত্যমধ্যাং প্রীণাতি দেবতা ॥৪৩
 ধর্ম্মানি পুরাণানি মীমাংসৈস্তুপ্যতে স্মরান্ ।
 অপাং সমীপে নিম্নতোনৈত্যকংবিধিমাশ্রিতঃ৪৪
 গায়ত্রীমপ্যধীযীত গম্ভারণ্যং সমাহিতঃ ।
 সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাপরাম্ ॥ ৪৫
 গায়ত্রীং বৈ অপেন্নিত্যংজপশ্চ ত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
 গায়ত্রীং চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া তুলয়ন্ প্রভুঃ ॥৪৬
 একতশ্চতুরো বেদান্ গায়ত্রীং চ তথৈকতঃ ।
 ওদ্ধারমাদিতঃ কৃতা ব্যাহতীত্বদনস্তরম্ ॥ ৪৭
 ততোহধীযীত একাগ্রং শ্রিয়া পরমায়িতঃ ।
 অধ্যাপয়েত একাগ্রং গায়ত্রীপরয়া থিয়া ॥ ৪৮
 প্রাকল্পে সমুৎপন্ন ভূত্বৈব স্বর্গনামতঃ ।
 মহাব্যাহৃতয়স্তিষ্যঃ সর্গাণ্ডত্বেবর্হণাঃ ॥ ৪৯
 প্রধানং পুরুষঃ কালো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
 সৎ রজস্তমস্তিষ্যঃ কামা ব্যাহতয়স্তরঃ ॥ ৫০
 ওদ্ধারত্বংপরং ব্রহ্ম গায়ত্রী স্তাভদক্ষরম্ ।
 এবং মদ্যো মহাবোগসাক্ষাৎসার উদাহৃতঃ ॥ ৫১
 যোহধীতেহস্তমানে তাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।

বিজ্ঞাবার্ষং ব্রহ্মচারী স যাতি পরমাক্তিম্ ॥ ৫২
 ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞানমুচ্যতে ।
 শ্রাবণস্ত তু মাসস্ত পৌর্ণমাস্তাং বিজ্ঞোভূতম্ ॥ ৫৩
 আষাঢ়্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা বেদোপক্রমণং স্মৃতম্
 উৎসৃজ্য গ্রামনগরং মাসদ্বিপ্রোহর্জপঞ্চমাম্ ॥৫৪
 অধীযীত শুচৌ দেশে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
 পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্যদ্বহিষ্কংসর্জনং দ্বিজাঃ ॥ ৫৫
 মাঘে বা মাসি সংক্রান্তে পূর্বাচ্ছে প্রথমেহহনি ।
 ছন্দাংস্ব্যর্জমধীযীত শু ক্রপক্ষে তু বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৫৬
 বেদান্তানি পুরাণং বা কৃষ্ণপক্ষে তু মানবঃ ।
 ইমান্নিত্যামনধ্যায়ানধীযানো বিসর্জয়েৎ ॥ ৫৭
 অধ্যাপনঞ্চ কুর্য্যণঃ অধ্যোধ্যন্নপি যততঃ ।
 কর্ণশ্বেবেহনিগে রাক্ষৌ দিবা পাংস্ত সমূহনে ॥ ৫৮
 বিহ্যৎস্তনিতবর্ষায় মহোদ্ধানঞ্চ পাতনে ।
 আকালিক মনধ্যায়মেতেতেষ প্রজ্ঞাপতিঃ ॥ ৫৯
 এতাংস্বভূদিতান্ বিদ্যাৎ যদাপ্রাহৃদ্ধতায়িষু ।
 তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনুতো চাত্র দর্শনে ॥ ৬০
 নির্ঘাতে বাথ চলনে জ্যোতিষাং চোপসর্পণে ।
 এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানুভাবপি ॥ ৬১
 প্রাহৃদ্ধতেষায়িষু চ বিহ্যৎস্তনিতনিশ্বনে ।
 সদ্যো হি স্যাদনধ্যায়মনুতো মুনিরব্রবীৎ ॥ ৬২
 নিত্যানধ্যায় এব স্যাদগ্রামেষু নগরেষু চ ।
 কর্ম্মনৈপুণ্যকামান্যৈ পুতিগন্ধে চ নিত্যশঃ ॥ ৬৩
 অন্ত্যানাং সঙ্গতে গ্রামে বৃষলস্ত চ সন্নিধৌ । *
 অনধ্যায়ো কল্যামানে সমবাসে জনস্ত চ ॥ ৬৪
 উদয়ে মধ্যরাক্ষৌ চ বিধুঃ ত্রে চ বিসর্জয়েৎ ।
 উচ্ছিষ্টশ্রাদ্ধভুক্ত চৈব মনসা ন বিচিস্তয়েৎ ॥ ৬৫
 প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্বিষ্টস্ত কেতনম্ ।
 ত্র্যহং কীর্ত্তয়েদব্রহ্ম রাজ্যো রাহোশ্চ স্তত্কে ॥ ৬৬
 যাবদেকাহুদ্বিষ্টস্ত লোপাগচ্ছত্ তিষ্ঠতি ।
 বিপ্রস্তবিহুযো দেহে তাবদব্রহ্ম ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৭
 শয়ানঃ প্রোচপাদশ্চ কৃতা বৈ বাবসক্খিকাম্ ।
 নাধীযীতামিষজ্ঞগন্ধা স্তত্কারাদ্যমেব চ ॥ ৬৮
 নীহারৈর্কণপশৈশ্চ সন্ধ্যায়োরুস্তয়োরপি ।
 অমাবাস্তাং চতুর্দশ্যং পৌর্ণমাসাষ্টমীষু চ ॥ ৭০
 উপাক্ষ্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং জপণং স্মৃতম্ ।
 অষ্টকান্চ কুলীত ঋষস্তাস্থ রাত্রিষু ॥ ৭০
 মার্গশীর্ষে তথা পৌর্বে মাঘে মাসে তথৈব চ ।
 তিলোহষ্টকাঃসমাখ্যাতাঃকৃষ্ণপক্ষে চ স্থরিতঃ৭১

* অন্তর্ভবত সবে গ্রামে ইতি বা পাঠঃ ।

শ্বেদাতকস্য চ্ছারারং শান্বেলধ্বকস্য চ ।
 কদাচিদপি নাথ্যেয়ং কোবিদারকপিথয়োঃ ॥ ৭২
 সমানবিদ্যেহুহুতে তথা সত্ৰকচারিণি ।
 আচার্যে সংস্থিতে বাপি ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্ ৭৩
 হিঙ্গেষেতেষু বিপ্রাণ্যং অনধ্যায়ঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
 হিংসন্তি রাক্ষসাশ্চে চ তদ্বাদেতান্ বিবর্জয়েৎ ॥ ৭৪
 নৈত্যকে নাস্ত্যানধ্যায়ঃ সন্ধ্যোপাসন এব চ ।
 উপাকর্ষণি কৰ্ম্মাস্তে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি ॥ ৭৫
 একর্কমথৈবকং বা যজুঃ সামাথবা পুনঃ ।
 অষ্টকায়াং অধীযীত মারুতে চাপি বাপদি ॥ ৭৬
 অনধ্যায়ো বিনাশে চ নেতিহাসপুরাণয়োঃ ।
 নধর্ম্মশাস্ত্রেষশ্চেষু পর্পণ্যোতানিবর্জয়েৎ ॥ ৭৭
 এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন কীর্তিতো ব্রহ্মচারিণঃ ।
 ব্রহ্মণাভিহিতঃ পূর্ব্বমুদীণাং ভাবিতাশ্চনাম্ ॥ ৭৮
 বোহশুত্র কুরুতে যজ্ঞমর্নধীত্য শ্রুতিং দ্বিজঃ ।
 স বৈ মুচ্যে নসম্ভাষ্যোবেদবাহোদ্বিজাতিভিঃ ৮১
 ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্টো বৈ বিজ্ঞোত্তমঃ ।
 পাঠমাত্ৰাবসানস্ত পক্ষে গোবির সীদতি ॥ ৮০
 বোহধীত্য বিধিবৎসং বেদাস্তং ন বিচারয়েৎ ।
 স সাধয়ঃ শূদ্রকল্লঃ স পাদ্যং ন প্রপদ্যতে ॥ ৮১
 যদি বা ত্র্যস্তিকং বাসং কর্ত্ত্বনিচ্ছতি বৈ গুরো ।
 যুক্তঃ পরিচরেদেনামাশরীরবিমোক্ষণাৎ ॥ ৮২
 গম্বা বনং বা বিধিবজ্জুহ্যস্মাত্বেদসম্ ।
 অধীযীত সদা নিত্যং ব্রহ্মবিদ্যাং সমাহিতঃ ॥ ৮৩
 সাবিত্রীং শতরুদ্রীং বেদানং চ বিশেষতঃ ।
 অভ্যাসেন সততং বেদং ভগ্নদানপরায়ণঃ ॥ ৮৪
 বেদং বেদো তথা বেদাঃ বেদাশ্চৈব চতুরো দ্বিজ ।
 অধীত্য বিধিগম্যর্থং ততঃ স্নায়াদ্ বিজ্ঞোত্তমঃ ৮৫
 বেদোদিতং স্বকং কৰ্ম্ম নিত্যং কুর্যাদতজ্জিতঃ ।
 অকুর্য্যণঃ পতত্যাশু নিরয়ানতিভীষণান্ ॥ ৮৬
 অভ্যাসেন প্রয়তো বেদং মহাযজ্ঞার হাপয়েৎ ।
 কুর্যাদ্ গৃহ্মণি কৰ্ম্মণি সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥ ৮৭
 নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্নানিত্যং যজ্ঞোপবীতকঃ ।
 সত্যবাদী জিতক্রোধো ব্রহ্মভূয়ায় কল্লতে ॥ ৮৮
 সন্ধ্যান্নানরতো নিত্যং ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ ।
 অনস্থয়ো যুহুর্দাস্তো গৃহস্থঃ প্রতিবর্ত্ততে ॥ ৮৯
 যঃ স্বয়ং নিয়তো তুহ্য ধর্ম্মপাঠং পঠেদ্বিজঃ ।
 অধ্যাপয়েচ্ছ্রাবয়েদ্ বা ব্রহ্মলোকে মহীরতে ॥ ৯০
 প্রাতঃকৃত্যং সুপাখ্যাত বৈশ্বদেবপূরঃসম্ ।
 মধ্যাহ্নে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ সম্যক্ ভূতান্ধতাবনঃ ৯১

প্রাযুথ স্তানি ভূজীত স্বধাতিমুখ এব বা ।
 আসীনস্থাসনে শুক্রে ভূমৌ পাদৌ নিধাপয়েৎ ৯২
 আয়ুধ্যং প্রাযুধো ভূক্তে যশস্তং দক্ষিণমুখঃ ।
 শ্রিয়ং প্রত্যযুধো ভূক্তে ক্লান্তং ভূক্তে উদমুখঃ ।
 পশ্যাৎ স ভোজনং কুর্য্যাৎ ভূমৌ বাতিরোধাপয়েৎ ৯৩
 উপবাসেন তত্ত্ব ল্যামিত্যেবমুশনাংব্রবীৎ ।
 উপনিপ্য গুরোদেশেপাদৌ প্রক্ষাল্য বৈ করৌ ৯৪
 আচাম্যোহক্রোধনোনকং পশ্যাত্ত্ব ভোজনং চরেৎ ।
 ইহ ব্যাহ্রতিভিক্ষুং পরিধায়োদকেন তু ॥ ৯৫
 পরিষেচনমন্ত্রেণ পরিষিচ্য ততঃ পরম্ ।
 চিত্রগুপ্তবলিং দত্ত্বা তদন্নং পরিষিচ্য চ ॥ ৯৬
 অমৃতোপত্তরুণমসীত্যাগোপশনক্রিয়াং চরেৎ ।
 স্বাহা প্রণবসংযুক্তং প্রাণায়ের্যাহতিং ততঃ ॥ ৯৭
 অপানায়াহতিং হুত্বা ব্যানায় তদনন্তরম্ ।
 উদানায় ততঃ কুর্য্যাৎ সমানায়ৈতি পঞ্চমম্ ॥ ৯৮
 বিজায় তবমেতেষাং জুহুয়াদান্ননি দ্বিজঃ ।
 শেষমন্নং যথাকামং ভূজীত ব্যঞ্জনৈর্মুতম্ ।
 ধাত্বা তন্নানসে দেবমাত্মনং বৈ প্রজাপতিম্ ৯৯
 অমৃতাপিধানমসীত্যাগপরিষ্ঠাদিঃ পিবেৎ ।
 আচান্তঃ পুনরাচামেদয়ং গৌরিতি মন্ত্রতঃ ॥ ১০০
 ত্রিপদাং বা ত্রিরাবৃত্য সর্কপাণপ্রণাশনম্ ।
 প্রাণানাং গ্রহিরসীত্যাগভেদে দয়ং ততঃ ॥ ১০১
 আচম্যাস্তুষ্ঠানীয় পাশাস্তুষ্ঠেদন দক্ষিণম্ ।
 নিঃশ্রাবয়েদন্তজলমূর্কহস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ১০২
 হুত্বাহুমন্ত্রণং কুর্য্যাৎ স্বধায়ামিতি মন্ত্রতঃ ।
 অধোক্ষেপে সমাত্মানং যো জপেদ্ ব্রহ্মণেতি চ ১০৩
 সর্কেবানমেব যাগানামাত্মযাগঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
 অথ শ্রাদ্ধমবাস্তাপ্রাপ্তং কার্যং বিজ্ঞোত্তমৈঃ ১০৪
 পিণ্ডায়াহার্যকং শ্রাদ্ধং ক্ষীণে রাজনি শশুতে ।
 অপরাহ্নে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তেনামিষেণ তু ॥ ১০৫
 প্রতিপৎ প্রভৃতিহুত্বাতিথয়ঃ কৃষ্ণপক্ষকে ।
 চতুর্দশীং বর্জয়িত্বা পঞ্চমীং হুত্তরোত্তরাম্ ॥ ১০৬
 অমাবস্যাষ্টকান্ত্রিঃ পৌর্ণমাসাদিষু ত্রিষু ।
 তিস্রশাপ্যষ্টকাঃ পূণ্যা মাসি পঞ্চদশী তথা ॥ ১০৭
 ত্রয়োদশী মঘা কৃষ্ণাবর্ষাসু চবিশবতঃ ।
 নৈকিত্তিকং তু কর্ত্তব্যং দিবসে চক্রহুত্বায়োঃ ১০৮
 বাণকানং চ মরণে নারকী স্যাত্ততোহহুত্বা ।
 কাম্যানি চৈব শ্রাদ্ধানি শস্যান্তে গ্রহণাদিষু ১০৯
 অন্নেন বিষুবে চৈব ব্যতীপাতে স্নানস্তকম্ ।
 সংক্রান্তানুকরণং শ্রাদ্ধং তথা স্নানদিনেষুপি ১১০

নক্ষত্রতিথিবাসেরু কার্যং কাম্যং বিশেষতঃ ।
 স্বর্ণং তু লভতে কৃষা কৃষিকার্যং বিজ্ঞোত্তমাঃ ১১১
 ত্র্যব্যাক্রাঙ্গসম্পত্তৌ ন কালং নিয়মং ততঃ ।
 কৰ্ম্মারম্ভেবু সৰ্ব্বেষু কুৰ্ঘ্যাৎকৃত্যদয়ং ততঃ ১১২
 পুত্রজন্মাদিষু শ্রাদ্ধং পার্শ্বং পার্শ্বং স্মৃতম্ ।
 অহস্তহনিনিত্যং স্যাত্ কাম্যো নৈমিত্তিকং পুনঃ ১১৩
 সন্নিকটমতিক্রম্য শ্রোত্রিয়ং যঃ প্রযচ্ছতি ।
 স তেন কৰ্ম্মণা পাপী দহত্যাশপ্তমং কুলম্ ১১৪
 যদি স্যাদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যাাদিভিঃ স্বয়ম্ ।
 তন্মৈ যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্যাগ্নি সন্নিধিম্ ১১৫
 অপূপঞ্চ হিরণ্যং চ গামম্বং পুথিবীং তিলান্ ।
 অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্মানো ভদ্রাভবতি কাষ্ঠবৎ ১১৬
 যাদমারোহণং কুৰ্ঘ্যাৎ ভর্তৃচিহ্নাং পতিব্রতা ।
 তন্ম তাহনিসংপ্রাপ্তে পৃথক্ পিণ্ডে নিযোজয়েৎ ১১৭
 ধৰ্ম্মপিণ্ডাদকং শ্রাদ্ধং পার্শ্বং নমসংজ্ঞকম্ ।
 অস্থিসঞ্চয়নং কৰ্ম্ম দশাহভবনং তথা ১১৮
 ঔৰ্দ্ধং দশাহমুৎকৰ্ণে শেষস্ত যদি বা ভবেৎ ।
 পিণ্ডাদকং নবশ্রাদ্ধং পুনঃ কার্ধ্যং যথাবিধি ১১৯
 যদ্যস্থিসঞ্চয়নং কৰ্ম্ম দশাহমুৎকৰ্ণাভক্ ভবেৎ ।
 নষ্টে বা পহতে হৃদীন দাহয়েদ্যদি বা পুনঃ ১২০
 কুৰ্ঘ্যাৎদহরহঃ শ্রাদ্ধং প্রমীতপিতৃকো দ্বিজঃ ।
 সাগ্নিকোহনগ্নিকো বাপি তীথে বৈশ্বশেষতঃ ১২১
 উভানং বা বিবৰ্ত্তং বা পিতৃপাত্রং যদা ভবেৎ ।
 অভোজ্যং তত্তবেদম্নং কুট্টৈঃ পিতৃগণৈশ্চ তৈঃ ১২২
 অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং তু যত্নবেৎ ।
 সৰ্ব্বমচ্ছিন্নমিত্যুক্তং ততো যত্নেন ভোজয়েৎ ১২৩
 একোদ্বিষ্টস্ত বিজ্ঞেয়ং বুদ্ধিশ্রাদ্ধং তু পার্শ্বগম্ ।
 এতৎপঞ্চবিধং শ্রাদ্ধং ভৃগুপুত্রেন স্থচিতম্ ১২৪
 যাত্রায়াং বৰ্ঠমাৰ্থ্যাং তৎপ্রযত্নেন পাবনম্ ।
 শুদ্ধয়ে সপ্তমং শ্রাদ্ধং ব্রহ্মণা পরীকীৰ্ত্তিতম্ ১২৫
 দৈবিকং চাষ্টমং শ্রাদ্ধং বৎ কৃষা মুচ্যতে ভয়াৎ ।
 সন্ধ্যারাত্রৌ ন কৰ্ত্তব্যমহোরাত্রমদর্শনাৎ ।
 দেশানন্ত বিশেষণে ভবেৎ পুণ্যমনস্তকম্ ১২৬
 গয়ায়ান্ধকম্বং শ্রাদ্ধং প্রয়াগে মরণাদিষু ।
 গায়ন্তি গাথাং তে সৰ্কে কীৰ্ত্তয়ন্তি মনীষিণঃ ১২৭
 এত্বা বহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণাঘিতাঃ ।
 তথাংতুসমবেতানাং যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ ১২৮
 গয়াং প্রাপ্যাহুর্বেদং যদি শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ।
 চাৰিত্যঃ পিতরন্তেন স যাতি পরমকৃতিম্ ১২৯
 রাহপৰ্শ্বতে চৈব গয়াং চৈব বিশেষতঃ ।

এবমাদিষুভীতেষু ত্র্যস্তি পিতরন্তরা ১৩০
 ত্রীহিভিঃ যদৈবশ্রীতৈরতিষ্ঠি লক্ষলেন বা ।
 শ্রামাকৈশ্চ তু বৈ শাকৈর্নীরৈশ্চ প্রিয়জুতিঃ ১৩১
 গোধূমৈশ্চ তিলৈশ্চ তৈলশ্রীতৈঃ প্রিয়য়তে পিতৃনু
 মুষ্ঠানু ফলরসানিহ্নু মুহুকানু সন্তদধিমানু ১৩২
 বিদ্যাধ্যাশ্চ করুণাশ্চ শ্রাদ্ধকালে প্রদাপয়েৎ ।
 লাজানু মধুযুতানু দদ্যাৎ দধাশকরয়া সহ ১৩৩
 দদ্যাৎ শ্রাদ্ধে প্রযত্নেন শৃঙ্গাং গজুটেকবৃকানু ।
 ঘোমাসৌমংশ্রমাংসেন ত্রিমাसानুহরিয়েন চ ১৩৪
 ঔরজ্ঞেণাথ চতুরঃ শাকুনেনৈব পঞ্চ তু ।
 যথাংসংশ্রাংগমাংসেন রৌরবেণ নষ্টে তু ১৩৫
 দশমাংসান্ত ত্র্যস্তি বরাহমহিষামিষৈঃ ।
 শশর্গকয়োর্যাসৈশ্চ শ্রামানেকাদশৈব তু ১৩৬
 সযৎসরন্ত গব্যেন পয়সা পায়সেন চ ।
 বাক্কুণ সস্যাংসেন তুষ্ণির্বা দশবার্ষিকী ১৩৭
 কালশাকং মহাশাকং খগলোহামিষং মধু ।
 অনস্তাশ্বেষ চ কল্পতে মূলান্তজানি সর্ষশঃ ১৩৮
 কৃষা লক্ষ্য। স্বয়ং বাথ মৃতানাহুত্যা বৈ দ্বিজঃ ।
 দদ্যাচ্ছাদ্ধে প্রযত্নেন দত্তস্যাক্ষয়মুচ্যতে ১৩৯
 পিপ্যলীক্ৰমুকং চৈব তথা চৈব মসুরকম্ ।
 কশ্মলালাবুবার্তাকানু মন্ত্রণং সারসং তথা ১৪০
 কুটঞ্চ ভক্তমূলঞ্চ তুষ্ণীক্যকমেব চ ।
 রাজমাংসং তথা ক্ষীরং মাহিষঞ্চ বিবৰ্জ্জয়েৎ ১৪১
 কোজ্রবানু কোবিদারাংশ্চ স্থলপাক্যামরীস্তথা ।
 বৰ্জ্জয়েৎ সৰ্ব্বযত্নেন শ্রাদ্ধকালে বিজ্ঞোত্তমঃ ১৪২

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

স্রাদ্ধা যথোক্তং সন্তপ্য পিতৃদেবানু স্বর্ষীংস্তথা ।
 পিণ্ডাৰ্হাৰ্হাৰ্হকং শ্রাদ্ধং কুৰ্ঘ্যাৎসোম্যমনাঃ শুচিঃ ১১
 পূৰ্ণমেব নিরীক্শেত ব্রাহ্মণাঘেদপারগানু ।
 তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানাং প্রদানে চাতিথিঃ স্বতঃ ১২
 যে সোমপাননিরতা ধৰ্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ ।
 ব্রতিনে নিয়মস্থান্ধ ঋতুকালান্তিগামিনঃ ৩
 পঞ্চাঙ্গিরপাধীযানো যজুর্বেদবিদোহপি চ ।
 বহবস্তু স্থপর্ণাশ্চ ত্রিমধুর্কীষা বা ভবেৎ ৪
 ত্রির্গাটিকৈত ছন্দো বৈজ্যেষ্ঠসামগোহপি বা ।
 অথর্ষশিরসোহধ্যোত রুজাধ্যায়ী বিশেষতঃ ৫
 অগ্নিহোত্রপরো বিদ্বানু পাপবিদ্ধ ভৃঙ্কবিৎ ।
 গুরুদেবাগ্নিপূজাসু প্রসক্তো জ্ঞানতৎপরঃ ৬

অহিসোপরতা নিত্যং অপ্রতিগ্রাহিত্বা ।
 সন্নিপো দাননিরতা ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিত্তিপাবনাঃ ॥ ৭
 অসমানপ্রবরণা অসগোত্রা স্তত্বে চ ।
 অসম্বন্ধশ্চ বিজ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণঃ পণ্ডিত্তিপাবনঃ ॥ ৮
 ভোজয়েদ্যোগিনিং পূৰ্ণং তবজ্ঞানরতং পরম্ ।
 অলাভে নৈষ্টিকং দাস্তমুপকূৰ্শ্বাণকং তু বা ॥ ৯
 তদলাভে গৃহস্থস্ত মুমুকুঃ সঙ্গবজ্জিতঃ ।
 সৰ্বলাভসাধকং বা গৃহস্থং মা বিভোজয়েৎ ॥ ১০
 প্রকৃতে গুণতবজ্ঞং যোহশ্রীতীহ যতিভবে ।
 পলং বেদবিদ্যাং তস্য সহস্রাদতিরিচ্যতে ॥ ১১
 তস্মাদ্যত্নেন যোগীশ্রমীশ্বরজ্ঞানতং পরম্ ।
 ভোজয়েদ্ব্যকবোযু অলাভাদিহ চ দ্বিজান্ ॥ ১২
 এষ বৈ প্রথমঃ কৰ্মঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ ।
 অমুকল স্বয়ং জ্ঞেয়ং স্তদা সত্তিরহুচ্ছিতঃ ॥ ১৩
 মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বশ্রেয়ং শ্বশুরং গুরুম্ ।
 দৌদ্রিকং বিবুধং সৰ্বমগ্নিকৰ্ম্মাংশ্চ ভোজয়েৎ ॥ ১৪
 ন শ্রীক্ৰোভাজয়েন্মিত্রাংশ্চনৈঃ কার্যোহ্যসা সংগ্রহঃ ।
 পৈশাচদক্ষিণাহীনৈর্কামূত্র ফলসম্পদঃ ॥ ১৫
 কামং শ্রীক্ৰেহর্জয়েন্মিত্রং নাভিক্রপমতিত্বরম্ ।
 দ্বিষতাং হি হবিভূক্তং ভবতি প্রেতা নিফলম্ ॥ ১৬
 তথাহুচেচ্ছবিদ্ভবা ন দাতা লভতে কলম্ ।
 যাবতো গ্রসতে পিণ্ডান্ হব্যকবোযু মদ্ববিং ॥ ১৭
 ততোহি গ্রসতে প্রেতা দীপ্তান্স্থলানধোমুখান্ ।
 অথ বিদ্যাভুকুন্বে হি যুক্তাশ্চ স বৃতাহথবা ॥ ১৮
 যত্রৈতে ভূজতে হব্যং তত্তবেদাশ্রয়ং দ্বিজাঃ ।
 যশ্চ বেদশ্চ বেদীচ বিচ্ছেদ্যেত ত্রিপুরম্ ॥ ১৯
 স বৈ হুত্রীক্ষণো জ্ঞেয়ঃ শ্রীক্ৰাদৌ ন কদাচন ।
 শূদ্রেপ্রেষোজ্ঞতো রাজ্ঞো বৃষলো গ্রামযাজকঃ ॥ ২০
 বধবক্ষোপজীবী চ যদেতে ব্রহ্মবন্ধবঃ ।
 দ্বা তু বেদানত্যর্থং পতিতান্নহুরবীৎ ॥ ২১
 বেদবিক্রম্নিশ্চৈতে শ্রীক্ৰাদিষু বিগহিতাঃ ।
 শ্রুতিবিক্রয়িণো যত্র পরপূৰ্ণাঃ সমুদ্রগাঃ ॥ ২২
 অসমানান্ বাজয়ন্তি পতিতান্তে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 অসংস্কৃতধাপকা যো ভূতকান্ পাঠয়ন্তি যে ॥ ২৩
 অধীরীত তথা বেদান্ ভূতকান্তে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 বৃদ্ধশ্রাবকনিগূঢ়াঃ পক্ষরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ২৪
 কাপালিকাঃ পাণ্ডপতাঃ পাণ্ডাশ্চৈব তরিধাঃ ।
 যজ্ঞান্ধি হবীংব্যেতে হ্রাস্থানস্ব তামসাঃ ॥ ২৫
 ন তন্ত সৰ্ববেৎ শ্রীক্ৰং প্রোত্যাপিহফলপ্রদাঃ ।
 অনাপ্রমী নো বিজঃ স্তানাপ্রমী স্তানিরর্থকঃ ॥ ২৬

মিথ্যাশ্রমী চ বিপ্রোহ্যবিজ্ঞেয়াঃ পণ্ডিত্তিদ্বকাঃ ।
 হুশ্রমী কুনৰী কৃষ্ণাধিচ চ শ্রাবদন্তকঃ ॥ ২৭
 কুরো বীজনকশ্চৈব স্তেনঃ স্ত্রীবোহথনান্তিকঃ ।
 মদ্যপীবনলী সন্তো বীরহা দিধিষুপতিঃ ॥ ২৮
 অগারদাহী কুণ্ডালী সোমবিক্রয়িণো দ্বিজাঃ ।
 পরিবেত্তা তথা হিংস্রঃ পরিবিত্তিনিরাঙ্কতিঃ ॥ ২৯
 পৌনর্ভবঃ কুসীদীচ তথা নক্ষত্রদর্শকঃ ।
 গীতবাদিত্রীশীলশ্চ ব্যাধিতঃ কাণএব চ ॥ ৩০
 হীনাক্ষচাতিরিজ্ঞানো হ্যবকীর্ণী তথৈব চ ।
 কল্যাজোহী কুণ্ডগোলী অভিশক্তোহথদেবলঃ ॥ ৩১
 মিত্রজকপিণ্ডনশ্চৈব নিত্যং নার্যা নিরুত্তনঃ ।
 মাতাপিতৃগুরুত্যাগী দারত্যাগী তথৈব চ ॥ ৩২
 অনপত্যঃ কূটসাক্ষী পাচকোরগঞ্জীবকঃ ।
 সমুদ্রযাত্রী কৃতহা রথ্যাসময়ভেদকঃ ॥ ৩৩
 বেদনিন্দারতশ্চৈব দেবনিন্দারত স্তথা ।
 দ্বিজনিন্দারতশ্চৈব তে বজ্জ্যাঃ শ্রীক্ৰকর্ম্ম ॥ ৩৪
 কৃতঘ্নঃ পিণ্ডনঃ কুরো নাতিকো বেদনিন্দকঃ ।
 মিত্রঘ্নঃ পারদার্থ্যশ্চ মিথ্যাপণ্ডিতদ্বকঃ ॥ ৩৫
 বহ্নাত্র কিমুক্তেন বিহিতান্তোব কুর্তেত ।
 নিশিতাশ্রাচরন্তে তে বজ্জ্যাঃ শ্রীক্ৰেপ্রযত্নতঃ ॥ ৩৬

ইতোশনসম্বতো চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

গোময়েনোদকৈঃ পূৰ্ণং শোধয়িত্বা সমাহিতঃ
 সন্নিপাত্য দ্বিজান্ সৰ্বান্ সাধুভিঃ সন্নিমন্তয়েৎ ॥
 শ্বো ভবিষ্যতি মে শ্রীক্ৰং পূৰ্ণেহ্যরভিবক্ষ্যতি ।
 অসম্ভবে পরেহ্যর্কা যথোক্তৈর্লক্ষণৈশ্চ ॥
 তন্ত তে পিতরঃ শ্রদ্ধা শ্রীক্ৰকাল উপস্থিতে ॥
 অন্যান্যমনসা ধ্যায়া সম্পত্তস্তি মনোজবাঃ ।
 ব্রাহ্মণান্তে সমায়াস্তি পিতরো হ্যস্তরিক্সগাঃ ॥
 বায়ুভূতাশ্চ তিষ্ঠন্তি ভূত্বা যান্তি পরাক্রতিম্ ।
 আমন্ত্রিতাশ্চ যে বিপ্রাঃ শ্রীক্ৰকাল উপস্থিতে ॥
 বসেরন্নিয়তাঃ সৰ্বে ব্রহ্মচর্য্যপরাযণাঃ ।
 অক্ৰোধনোহৃষরো যত্র সত্যবাদী সমাহিতঃ ॥
 তয়মৈথুনমধানং শ্রীক্ৰভূত্বজ্ঞয়েজ্ঞম্ ।
 আমন্ত্রিতো ব্রাহ্মণোবৈবোহন্যটৈমুকুতেকশম্ ॥
 আমন্ত্রয়িত্বা যো মোহাদন্যং বামন্তরেৎ বিজঃ ।
 স তস্মাবধিকঃ পাপী বিষ্ঠাকোটোহিজায়তে ॥
 শ্রীক্ৰে নিমন্ত্রিতো বিপ্রো মৈথুনং বোহধিগচ্ছতি

ব্রহ্মত্বমবাপ্নোতি তিৰ্য্যগ্বেদানিষু কায়তে ॥ ৮
নিমজ্জিতশ্চ বো বিপ্রো হৃদ্যানং যাতি হৃদ্যতিঃ ।
ভবন্তি পিতরন্তু তন্মাসং পাংস্তোজনাঃ ॥ ৯
নিমজ্জিতশ্চ বঃ শ্রোকে প্রকৃত্যাংকলং হিজঃ ।
ভবন্তি তন্তু তন্মাসং পিতরো মলভোজনাঃ ॥ ১০
তন্মাস্মিন্নিতঃ শ্রোকে নিয়তাত্মা ভবেদ্বিজঃ ।
অক্রোধনঃ শৌচপরঃ কৰ্ত্তা চৈব জিতেজিয়ঃ ॥ ১১
শোভতে দক্ষিণং গঙ্গা দিশং দৰ্ভাং সমাহিতঃ ।
সমুদ্রাহরেদ্বারি দক্ষিণাগ্রাংসুনির্মলাং ॥ ১২
দক্ষিণাপ্রবণং শ্লিষ্টং বিভক্তন্তুভলক্ষণম্ ।
গুচি দেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোলপয়েৎ ॥ ১৩
নদীতীরেষু তীরেষু স্বভূমৌ গিরিসাহস্র ।
বিবিক্তেষু চ তুষ্যন্তি দন্তেন পিতরন্তুথা ॥ ১৪
পরস্য ভূমিভাগে তু পিতৃণাং বৈ ন নির্ৰপেৎ ।
স্মিৎস্বাংস বিহজেতমোহাদ্যৎক্রিয়তেনরৈঃ ॥ ১৫
অটব্যঃ পৰ্শ্বতাঃ পূণ্যা স্তীৰ্ণাভ্যায়তনানি চ ।
সৰ্গাণ্যস্মিকান্তাহ্ননং হি তেষু পরিগ্রহঃ ॥ ১৬
তিলান্শাবকিরেত্তত্র সৰ্গতো বন্ধয়েদ্বিজঃ ।
অসুরোপহতং সৰ্গং তিলৈঃ শুষ্যত্যজেন বা ॥ ১৭
ততোহন্নং বহসংস্কারং নৈকব্যঞ্জনমব্যয়ম্ ।
চোষাৎ পেয়ং সমৃদ্ধং চ বথাসক্ত্যুপকল্পয়েৎ ॥ ১৮
ততো নিবৃত্তে মধ্যাহ্নে লুপ্তলোমনধান বিজ্ঞান্ ।
অভিগম্য যথামার্গং প্রযচ্ছেদস্তথাবনম্ ॥ ১৯
তৈলমভ্যঞ্জনং স্নানং স্নানীয়ং চ পৃথগ্ধিধম্ ।
পাঠৈরৌছরৈর্দেদ্যাদৈবদেবং তু পূৰ্ব্বকম্ ॥ ২০
তত্র স্নাত্বা নিবৃত্তেভ্যঃ প্রত্যখানকৃত্যঞ্জলিঃ ।
পাদ্যম্ভাচমনীয়ং চ সংপ্রযচ্ছেদ্যথাক্রমম্ ॥ ২১
যে চাত্র বিবদেদনং বৈ বিপ্রাঃ পূৰ্ব্বং নিমজ্জিতাঃ ।
প্রাশুখাত্মাসনাভ্যেযাং সদভোপহিতানি চ ॥ ২২
দক্ষিণাগ্রৈকদৰ্ভাণি প্রোক্ষিতানি তিলোদকৈঃ ।
তেষুপবেশয়েদেতান্ ব্রাহ্মণান্ দেবকল্পকান্ ॥ ২৩
আসাত্যামিতি সঙ্কল্য স্নাসীরন্তে পৃথক্ পৃথক্ ।
যৌ দৈবেপ্রাশুৰ্যৌ পিত্রেভ্যং চোদদ্বুখাত্মাং ॥ ২৪
একৈকং বা ভবেত্তত্র এবং মাতামহেহপি ।
সংক্রিয়াং দেশকালো চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদম্ ।
পঠেতাবিস্তরোহস্তি তন্মাত্নৈহেত বিস্তরম্ ॥ ২৫
অথবা ভোজয়েদেকম্ ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ।
প্রতিনীলাগ্নিসম্পন্নমলক্ষণবিবৰ্জিতম্ ॥ ২৬
ঐশতপাত্রৈ চারম্ভ সৰ্বস্বাং প্রযতাত্মনঃ ।
দেবভায়তনে চাষ্টৈ ত্রিলোকাং সম্প্রবর্ততে ॥ ২৭

প্রোক্তেদমৌ তদমন্ত মদ্যাক্ত ব্রহ্মচারিণে ।
ভিক্ষুকো ব্রহ্মচারী বা ভোজনার্থমুপহিতঃ ॥ ২৮
উপবিষ্টেযু বজ্রাক্ষে কামস্তমপি ভোজয়েৎ ।
অতিথি ব্রত নাপ্রাতি ন তচ্ছ্রাদ্ধং প্রকাশ্যতে ২৯
তস্যাং প্রযতাত্মীর্থেযু পূজ্যা অতিথয়ো দ্বিভৈঃ ।
অতীর্থ রমতে শ্রোকে ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০
কাকযোনিং ব্রহ্মজাত্যে নহা চৈব ন সংশয়ঃ ।
হীনাক্ষঃ পতিতঃ কৃষ্ণ বৰ্ণিকপুঙ্কসনাসিকঃ ॥ ৩১
কুকুটঃ শূকরখানো বৰ্জ্যাঃ শ্রোক্ষেযু দূরতঃ ।
বীভৎসমগুচিং স্নেহং ন স্পৃশেচ্চ রজস্বলাম্ ॥ ৩২
নীলকাষায়বসনং পাষাণ্ডাংস্বি ববৰ্জয়েৎ ।
যৎ তত্র ক্রিয়তে কৰ্ম্ম পৈতৃকং ব্রাহ্মণান্ প্রতি ৩৩
তৎসৰ্বমেব কৰ্ত্তব্যং বৈশ্বদেবন্ত পূজনম্ ।
যথোপবিষ্টান্ সৰ্গাংস্তানলক্ষ্যাদ্বিভূবণৈঃ ॥ ৩৪
যা দিব্যা ইতি মন্ত্ৰেণ হস্তেত্বৰ্য্যং বিনিষ্কিপেৎ ।
প্রদদ্যাদ্ গন্ধমালায়ানি ধূপাদীনি চ শক্তিতঃ ॥ ৩৫
অপসব্যং ততঃ কৃতা পিতৃণাং দক্ষিণামুখঃ ।
আবাহনং ততঃ কৃত্যাহ্নস্তম্ভেত্যাচা বৃধঃ ॥ ৩৬
আবাহ তদমুক্তাতো অপেদাদ্যন্ত ন স্ততঃ ।
শমোদেবদ্যদকংপাত্রৈতিলোহসীতিতিলান্স্তথা ॥ ৩৭
ক্ষিপ্ত্বা চার্য্যং তথা পূৰ্ব্বং দত্তা হস্তেযু বৈপুনঃ ।
সংস্রবাংশ্চ ততঃ সৰ্গান্ পাদীকৃত্যাংসমাহিতঃ ॥ ৩৮
পিতৃভিঃ সমমেতেন হৃদ্যপাত্রং নিধায় চ ।
অগ্নৌ করিষ্যেভ্যাদায় পৃচ্ছেদন্নং ঘৃতপ্লুতম্ ॥ ৩৯
কুরুষ্বেতি হনুজাতো জুহুয়াতুপবীতবৎ ।
যজোপবীতিনা হোমঃ কৰ্ত্তব্যং কুশপাণিনা ॥ ৪০
প্রাচীনাবীতকঃ পিত্র্যং বৈশ্বদেবং তু হোময়েৎ ।
দক্ষিণং পাতয়েচ্ছাহ্নং দেবান্ পরিচরংস্তদা ॥ ৪১
সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বধা নম ইতি ক্রবন্ ।
অগ্নয়ে কব্যাবাহনায় স্বধেতি জুহুয়াত্ততঃ ॥ ৪২
অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্ত পাণ্যবেবোপপাদয়েৎ ।
মহাদেবান্তিকে বাথ গোষ্ঠে বা স্তসমাহিতঃ ॥ ৪৩
ততস্তৈরভ্যমুক্তাতঃ কৃতা দেবপ্রদক্ষিণম্ ।
গোময়েনোপলিপ্যোব্য্যাংকৃত্যাংস্বস্তচৈবদেবম্ ॥ ৪৪
মণ্ডলং চতুরঙ্গং বা দক্ষিণং চোরমং শুভম্ ।
ত্রিফলিতেষুস্ত মধ্যং দৰ্ভৈর্গোকেন চৈব হি ॥ ৪৫
ততঃ সংস্কার্য তৎ স্থানে দৰ্ভান্ বৈ দক্ষিণাগ্রকান্
ত্রীন্ পিণ্ডান্নিৰ্গপেত্তত্র হবিঃশেযান্ সমাহিতঃ ৪৬
দাপ্যপিণ্ডাং স্ততস্তত্র নিমুক্ত্যাপ্তপত্নাগিনাম্ ।
তেষুদৰ্ভেষুচাম্য ত্রিরাবম্য শটনৈরহ্ন ॥ ৪৭

উদকং নিনয়েচ্ছেৎ শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ ।
 অবক্ষিপ্যাবহৃত্তান্ পিণ্ডান্ যথা সমাহিতঃ ॥৪৮
 অথ পিণ্ডাবশিষ্টাংশং বিধিনা ভোজয়েদ্ দ্বিজম্ ।
 ষড়পাক্ত নমস্কর্যাং পিতৃনু দেবাংশ্চ ধর্মবিৎ ॥৪৯
 প্রাক্তভোজনকালে তু দীপো যদি স্নিনশ্রুতি ।
 পুনরগ্নং ন ভোকৃত্যং ভুক্তা চান্নায়গ্নং চরেৎ ॥৫০
 মাযানপূপাশ্বিবিধানদ্যাং সরসপায়সম্ ।
 সুপশাকফলানিষ্টান্ পয়ো দধি ঘৃতং মধু ॥৫১
 অন্নক্ষেপ যথাকামং বিবিধস্তক্যেপয়কম্ ।
 বদ্যদিষ্টং দ্বিজেন্দ্রাণাং তত্ত্বং সর্বং নিবেদয়েৎ ॥৫২
 ধাত্যান্তিলাশ বিবিধাঃ শর্করা বিবিধা তথা ।
 উষ্ণমগ্নং দ্বিজাতিভ্যো দাতব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা ॥৫৩
 অত্র ফলমূলভ্যাং পানকেভ্য স্তত্বেষ চ ।
 নাক্ষণি পাতয়েজ্জাতু ন কুপ্যারানুতং বদেৎ ॥৫৪
 ন পাদেন স্পৃশেদগ্নং ন চৈনমবধূনয়েৎ ।
 ক্রোধেনৈব চ যদন্তং যদন্তং ত্বরয়া পুনঃ ॥৫৫
 বাতুধানা বিলুপ্তস্তি যচ্চ পাপোপপাদিতম্ ।
 শিষ্মগাত্রো ন তিষ্ঠেত সন্নিধৌ তু দ্বিজন্নানাম্ ॥৫৬
 ন চ পশ্চেত কাকাদীন পক্ষিগন্ত ন বারয়েৎ ।
 তক্ষণাঃ পিতর স্তত্র সমায়াস্তি বুভুংসবঃ ॥৫৭
 ন দদ্যাত্তত্র হস্তেন প্রত্যক্ষলবণং তথা ।
 নচায়সেন পাত্রেণ ন চৈবাপ্রক্ষয় পুনঃ ॥৫৮
 কাঞ্চনেন তু পাত্রেণ তথা দ্বৈত্বদ্বয়ং চ ।
 উত্তমাধিপতাং যতি ধ্বজেন তু বিশেষতঃ ॥৫৯
 পাত্রে তু যুগ্ময়ে যো বৈশ্রাক্ষেভোজয়তে পিতৃনু ।
 স যতি নরকং ঘোরং ভোক্তা চৈব পুরোধসঃ ॥৬০
 ন পঙক্ত্যা বিষমং দদ্যান্ন যচেত ন বাদয়েৎ ।
 যাচিতাদপি চান্নানং নরকং যতি ভীষণম্ ॥৬১
 ভূজীত বাগ্যতঃস্পৃষ্টঃ ন ক্রয়াং প্রকৃতানুগুণান্ ।
 তাবন্ধি পিতরোহস্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥৬২
 নাগ্রাসনোপবিষ্টস্ত ভূজীত প্রথমং দ্বিজঃ ।
 বহুনাং পশুতাংসোহৈজঃ পঙক্ত্যা হরতি কবিষম্ ॥৬৩
 ন কিক্ষিধ্বজ্যেৎ শ্রাক্ষে নিযুক্তস্ত দ্বিজোত্তমঃ ।
 ন মাংসং প্রতিষেধেত ন চান্নস্যায়ন্নীয়য়েৎ ॥৬৪
 যো নান্নাতি দ্বিজোমাংসং নিযুক্তঃ পিতৃকর্মণি ।
 স প্রেতা পশুতাং যতি সম্ভবানেকবিষম্ ॥৬৫
 স্বাধায়াং শ্রাবয়েদেবাং ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি ।
 ইতিহাসপুরাণানি শ্রাক্ষকল্পান্ সুশোভনান্ ॥৬৬
 ততোহন্যুৎসর্জেদভুক্তেষুগ্রোতাবিকির্নেভুবি ।
 পৃষ্টাঃ স্মৃতির্মিত্যেব তুস্তানচাময়েত্ততঃ ॥৬৭

আচান্নান্নজানীয়াদতি ভো রম্যতামিতি ।
 স্বধাশ্রুতি চ তৎ ক্রয়ত্রাক্ষণাত্তদনস্তরম্ ॥ ৬৮
 ততো ভুক্তবতাং তেষামগ্নশেষস্ত বেদয়েৎ ।
 যথা ক্রয়াত্তথা কুর্যাদগ্নজাতস্ত তৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৬৯
 পিত্রে স্মৃতির্মিত্যেববাচ্যং গোষ্ঠেষু স্নতম্ ।
 সম্পন্নমিত্যাভ্যাদয়ে বৈবেকচিত্তমিত্যপি ॥ ৭০
 বিহৃজ্য ত্রাক্ষণাংস্তান্ বৈদেবপূর্ষস্ত বাগ্যতঃ ।
 দক্ষিণাংশদিশমাক্ষণ্যাচতেহদোবরানুপিতৃনু ৭১
 দাতারো নোহভিবর্জস্তাং বেদাঃ সন্ততিরেষ চ ।
 শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যাগমদ্ব বহুদেয়ঞ্চনোহস্মিতি ৭২
 পিণ্ডাংশ্চভোজ্যংবিপ্রভোদ্যাদ্যাদগ্নোজদেহপিবা ।
 প্রক্ষিপেৎসংস্রবিপ্রেষুদ্বিজোচ্ছিষ্টংনমাজ্জয়েৎ ৭৩
 মধ্যমং তৎ ততঃ পিণ্ডং দদ্যাৎপত্ন্যে স্তত্বার্থকঃ ।
 প্রক্ষাল্যহস্তাবাচম্য জ্ঞাতিশেষেণ ভোজয়েৎ ৭৪
 জ্ঞাতিষপি চ তুষ্টেবু স্নান ভত্যান্ ভোজয়েত্ততঃ ।
 পশ্যাৎ স্বয়ং চ পত্নীভিঃ শেষমগ্নং সমাচরেৎ ৭৫
 নোদীক্ষেত তদুচ্ছিষ্টং যাবদ্রাস্তং গতোরবিঃ ।
 ব্রহ্মচর্যাং চরেতাস্ত দম্পতী রজনীং তু তাম্ ৭৬
 দত্তা শ্রাক্ষং ততো ভুক্তা সেবতে যন্ত মৈথুনম্ ।
 মহারোরবমাসাদ্য কীটযোনিং ব্রজেৎ পুনঃ ৭৭
 শুচিরক্রোধনঃ শাস্তঃ সত্যবাদী সমাহিতঃ ।
 স্বাধ্যায়ঞ্চ তথা ধ্যানংকর্তাভোক্তাবিবর্জয়েৎ ৭৮
 শ্রাক্ষং দত্তা পরং শ্রাক্ষং ভুক্ততে যে দ্বিজাতয়ঃ ।
 মহাপাতকিনা তুলা যান্তি তে নরকানু বহুন্ ৭৯
 এষ বোহভিহিতঃ সম্যক শ্রাক্ষকল্পঃ সনাতনঃ ।
 আমং নিবর্তয়ন্নিত্যমুদাসীনো ন তত্ত্বতঃ ৮০
 অনগ্নিরধ্বগো ব্যপি তত্বেষ ব্যসনান্বিতঃ ।
 আমশ্রাক্ষং দ্বিজঃ কুর্যাদ্ব বুধলজ স্তদেব হি ৮১
 আমশ্রাক্ষং দ্বিজঃ কুর্যাদ্বিধিজঃ শ্রদ্ধয়াশ্রিতঃ ।
 তেনাগ্নৌকরণংকুর্যাদ্বপিণ্ডাংস্তুরেবনির্কপেৎ ৮২
 যো হি তদ্বিধিনা কুর্যাদ্বাক্ষং সংযতমানসঃ ।
 ব্যপেতকল্পযো নিত্যং যাতাসৌ বৈষ্ণবঃপদম্ ৮৩
 তস্যাং সর্বং প্রযত্নেনশ্রাক্ষং কুর্যাদ্ব দ্বিজোত্তমঃ ।
 আরাধিতো ভবেদীশস্তেন সম্যক সনাতনঃ ৮৪
 অপি মূলফলৈরপি প্রকুর্যাদ্বিধিনো দ্বিজঃ ।
 তিলোদকৈকপ্তংপিত্তাপিতৃনু স্নাত্য দ্বিজোত্তমঃ ৮৫
 ন জীবৎপিতৃকো দদ্যাদ্বোদ্যাস্তং বা বিধীয়তে ।
 তেবাং চাপি সমাদদ্যাংস্তেবাং চৈকে প্রচক্ষতে ৮৬
 পিতা পিতামহচৈব তত্বেষ প্রপিতামহঃ ।
 যো যন্ত দ্বিত্যেত তস্মৈ দেয়ং নান্তত্ব তে ন তু ৮৭

ভোজয়েষাপি জীবন্তং যথাকামং তু ভক্তিতঃ ।
 ন জীবন্ত মতিক্রম্য দদাতি শ্রয়তে ঋতিঃ ॥ ৮৮
 দ্যামুদ্যায়ণকো দদ্যাদ্বীজহেতু স্তথাহি সঃ ।
 রিকুয়া ভাৰ্যয়া দদ্যাদ্বিযোগেণোপাদিতো যদি ৮৯
 অনিযুক্তঃ স্ততো যন্ত গুক্রতো জায়তে ত্বিহ ।
 প্রদদ্যাদ্বীজিনে পিণ্ডং ক্ষেত্রিণে তু তদগ্ৰথা ॥ ৯০
 দ্বৌপিণ্ডৌনিরূপেতাত্যাংক্ষেত্রিণেবীজিনেতথা ।
 কীর্তয়েদথ বৈকস্মিন্ বীজিনং ক্ষেত্রিণে ততঃ ॥ ৯১
 মৃতেষুহনি তু কর্তব্যমেকোদ্বিষ্টবিধানতঃ ।
 অশৌচস্থনিরীক্ষণঃ কাম্যং কাময়তে পুনঃ ॥ ৯২
 পূর্ন্যাহে চৈব কর্তব্যং শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ার্থিনা ।
 দৈবং তৎ সৰ্গমেবংস্তান্নবৈকাগ্যা বহিঃ ক্রিয়া ৯৩
 দর্ভাশ্চ পরিতঃস্থাপ্যাস্তদা সোভয়েদ্ দ্বিজান্ ।
 নান্দীমুখাশ্চ পিতরঃ প্রীয়স্তামিতি বাচয়েৎ ।
 মাতৃশ্রাদ্ধং তু পূৰ্ণং স্তাং পিতৃণাং তদনন্তরম্ ৯৪
 ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ।
 দৈবপূৰ্ণং প্রদদ্যাদ্ বৈ ন কুৰ্য্যাদপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৯৫
 প্রাযুক্তো নিরূপেৎ পিণ্ডানুপবীতী সমাহিতঃ ।
 স্বণ্ডিলেষু বিচিত্রেষু প্রতিমাসু দ্বিজাতিষু ॥ ৯৬
 পূঃপূঃপৈশ্চ নৈবেদ্যভূষণৈরপি পূজ্য চ ।
 পূজয়িত্বা মাতৃগণং কুৰ্য্যাদ্ভ্রাতৃকৃত্রয়ং বৃধঃ ॥ ৯৭
 অকৃত্বা মাতৃগাণঞ্চ যঃশ্রাদ্ধং পরিবেষয়েৎ ।
 তস্য ক্রোধসমাবিষ্টা হিংসানিচ্ছন্তি মাতরঃ ॥ ৯৮
 ইত্যোশনসম্বৃতৌ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যৌথোধ্যায়ঃ।

দশাহং প্রাক্তরশৌচং সপিণ্ডেবু বিপশ্চিতঃ ।
 মৃতেষুবাথ জাতেবু ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১
 নিত্যানি চৈব কৰ্ম্মাণি কাম্যানি চ বিশেষতঃ ।
 ন কুৰ্গাদহিতং কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ং মনসাপি চ ॥ ২
 উচিরক্ৰোধনশ্চন্যান্কালাহমৌভোজয়েদ্বিজান্ ।
 গুকারেন ফলৈর্কপি পিতরং জুহুয়াস্তথা ॥ ৩
 ন পুশ্চৈয়ুরিমানন্যো ন ভূতেভ্যঃ সমাচরেৎ ।
 স্তকে তু সপিণ্ডানাং সংস্পর্শো নৈব দ্রব্যতি ।
 স্তকে স্তকাক্ষেব বর্জয়িত্বা মৃতৌ পুনঃ ॥ ৪
 অধীয়ানস্তথা যজ্ঞা বেদবিচ্ছাহপি যো ভবেৎ ।
 চতুর্থে পঞ্চমে বাহ্নি সংস্পর্শঃ কথিতো বৃধৈঃ ॥ ৫
 পুশ্যন্তু সৰ্ব্বএবৈতে স্নানাতু দশমাহনি ॥ ৬
 দশাহং নিগুণং প্রোক্তমশৌচান্দানিগুণৈঃ ।

এবং দ্বিত্রিগুণৈশ্চক্রে চতুর্শৈকদিনে শুচি ॥ ৭
 দশাহাতু পুং সমাগধীরা ত জুহোতি চ ।
 চতুর্থে বস্ত্র সংস্পর্শো মনুহাং প্রজাপতিঃ ॥ ৮
 ক্রিয়াহীনস্ত মুখস্ত মহারোগিণ এব চ ।
 যে এবাং মরণস্তাহম্মরণান্তমশৌচকম্ ॥ ৯
 ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা ব্রাহ্মণানামশৌচকম্ ।
 প্রাক্সংস্কারাক্রিরাত্রং স্তাদশরাত্রমতঃপরম্ ॥ ১০
 জন্মদিবর্ষগে প্রেতে মাতাপিত্রোস্তদ্বিষ্যতে ।
 ত্রিরাত্রং শুচিস্থতো যদিহাত্যস্তনিগুণঃ ॥ ১১
 অদস্তজাতমরণে মাতাপিত্রোস্তদ্বিষ্যতে ।
 জাতদন্তে ত্রিরাত্রং স্তাদন্তঃ স্তাং যত্রনির্গয়ঃ ॥ ১২
 আদস্তজন্মানঃ সদ্যঃ আচৌলাদেকরাত্রকম্ ।
 ত্রিরাত্রমোপনয়নাদশরাত্রমুদাহৃতম্ ॥ ১৩
 জাতমাত্রস্ত বা তস্ত যদি স্নানমরণং পিতুঃ ।
 মাতৃশ্চ স্তকাকতিস্যাং পিতাহস্যপুশ্চ এব হি ॥ ১৪
 সদ্যঃ শৌচং সপিণ্ডানাং কর্তব্যং সোদরস্য তু ।
 উর্দ্ধং দশাহাদেকাহং সোদরো যদি নিগুণঃ ॥ ১৫
 অথোর্দ্ধং দস্তজন্ম স্যাং সপিণ্ডানামশৌচকম্ ।
 একরাত্রং নিগুণানাকৌলাদুর্দ্ধং ত্রিরাত্রকম্ ॥ ১৬
 আদস্তজাতমরণং সন্তবেদ্যাদি সন্তম্যঃ ।
 একরাত্রং সপিণ্ডানাং যদি চাত্যস্তনিগুণঃ ॥ ১৭
 ব্রতাদেশাং সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ পাততঃ ।
 গর্ভচ্যুতাবহোরাত্রং সপিণ্ডেত্যস্তনিগুণে ॥ ১৮
 যথেষ্টাচরণাদ্জাতৌ ত্রিরাত্রাদিতি নির্গয়ঃ ।
 স্তকে যদি স্তকশ্চ মরণে বা গতির্ভবেৎ ॥ ১৯
 শেষেণৈব ভবেচ্ছুদ্ধিরহঃ শেষে দ্বিরাত্রকম্ ।
 মরণেংপত্তিযোগে তু মরণেন সমাপ্যতে ॥ ২০
 অর্দ্ধবৃত্তিনাশৌচমুর্দ্ধমগ্ৰেণ শুদ্ধ্যতি ।
 দেশান্তরগতঃ শ্রদ্ধা স্তকং শাবমেব বা ॥ ২১
 তাবদপ্রযতোহস্যৈব যাবচ্ছেদ্যঃ সমাপ্যতে ।
 অতীতে স্তকেপ্রোক্তংসপিণ্ডানাংত্রিরাত্রকম্ ॥ ২২
 তথৈব মরণে স্নানমুর্দ্ধং সংসংসরাৎব্রতী ।
 বেদাংচ যদধীয়ানো ন ভবেৎ বৃত্তিকশিতঃ ॥ ২৩
 সদ্যঃ শৌচং ভবেত্তস্য সর্বাযশ্চ সর্বাদা ।
 স্ত্রীণামসংস্কৃতানাং প্রদানং পরতঃ পিতুঃ ॥ ২৪
 সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রং স্যাংসংস্কারোভ্যতু রৈবচ ।
 অহস্তদন্তকন্তানামগুণীচং মরণে স্মৃতম্ ॥ ২৫
 দ্বিবর্ষ জন্মমরণে সদ্যঃ শৌচমুদাহৃতম্ ।
 আদস্তাং সোদরঃ সদ্যআচৌলাদেকরাত্রকম্ ॥ ২৬
 আত্রতানাং ত্রিরাত্রং স্তাদশমত ততঃ পরম্ ।

মাতামহানাং মরণে ত্রিরাত্রং তাদশোচকম্ ॥২৭
 একোদরাণাং বিজ্ঞেয়ং স্তত্কে চৈতদেব হি ।
 পক্ষিণী যোনিসম্বন্ধে ব্রাহ্মবেষু তথৈব চ ॥ ২৮
 একরাত্রং সমুদ্ভিষ্টং গুরৌ সত্ৰক্ষচারিণি ।
 প্রেতে রাজনি সদ্যস্ত যন্ত আধ্বিষয়ে স্থিতঃ ॥২৯
 গৃহে মৃতাস্থ দণ্ডাস্থ কণ্ডকাস্থ ত্রাহং পিতৃঃ ।
 পরপূৰ্ণাস্থ ভার্ঘ্যাস্থ পুত্রেষু কুলজেষু চ ॥ ৩০
 ত্রিরাত্রং স্যাস্থখাচার্যে ভার্ঘ্যাস্থ প্রত্যগাস্থ চ ।
 আচার্যপুত্রপুত্রোক্তো অহোরাত্রমুদাহৃতম্ ॥ ৩১
 একরাত্রমুপাধ্যায়ৈ তথৈব শ্রোত্রিয়েষু চ ।
 একরাত্রং সপিণ্ডেষু স্বগৃহে সংস্থিতেষু চ ॥ ৩২
 ত্রিরাত্রং স্বশ্রমরণে স্বগৃহে চ তথৈব চ ।
 সদ্যঃ শৌচং সমুদ্ভিষ্টং সগোত্রে সংস্থিতেন্তি ॥৩৩
 তদ্ব্যং বিজ্ঞো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ ।
 বৈশ্বঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৩৪
 ক্ষত্রবিট্ শূদ্রদায়াদা যে স্যুর্কিপ্রস্ত সেবকাঃ ।
 তেষামশেষঃ বিপ্রস্ত দশাহং শুদ্ধিরিষ্যতে ॥৩৫
 রাজস্তবৈশ্বাবপেব্যং দ্বীনবর্ণাস্থ যোনিষু ।
 বড়্রাত্রং বা ত্রিরাত্রং বাহুপ্যেকরাত্রক্রমেণ হি ॥৩৬
 বৈশ্বক্ষত্রিয়বিপ্রাণাং শূদ্রৈশ্চাশৌচমেব তু ।
 অর্দ্ধমাসেহথ বড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং দ্বিজপূজবাঃ ॥৩৭
 শূদ্রক্ষত্রিয়বিপ্রাণাং শূদ্রেষাশৌচমিষ্যতে ।
 বড়্রাত্রং দ্বাদশাহচ বিপ্রাণাং বৈশ্বশূদ্রয়োঃ ॥৩৮
 অশৌচং ক্ষত্রিয়ে প্রোক্তং ক্রমেণ দ্বিজপূজবাঃ ।
 শূদ্রবিট্ ক্ষত্রিয়াণাস্ত ব্রাহ্মণে সংস্থিতে যদি ॥ ৩৯
 একরাত্রেণ শুদ্ধিঃ আদিত্যাহ কমলোত্তবঃ ।
 অসপিণ্ডং দ্বিজপ্রেতং বিপ্রো নিঃসৃত্য বন্ধুবৎ ॥৪০
 অশিষ্য চ সহোষিত্বা দশরাত্রেণ শুধ্যতি ।
 যদি নির্দহতি ক্ষিপ্রে প্রলোভ্যাক্রান্তমানসঃ ॥৪১
 দশাহেন দ্বিজঃ শুধ্যৎ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ ।
 অর্দ্ধমাসেন বৈশ্বশূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৪২
 বড়্রায়েণাথবা সপ্তত্রিরায়েণাথবা পুনঃ ।
 অনাথৈশ্চৈব নির্বন্ধুং ব্রাহ্মণং ধনবর্জিতম্ ॥ ৪৩
 দ্বাভ্য সপ্তাশু তু যুতং শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ।
 অপরশ্চৈংপরং বর্ণম্পরকোপরো যদি ॥ ৪৪
 একাহং ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধির্কৈশ্চৈতুস্তাং দ্যাহসতি ।
 শূদ্রেষু চ ত্রাহং প্রোক্তং প্রাণরোমশতং পুনঃ ॥৪৫
 অনস্থিসন্ধিতে শূদ্রে রৌতি চেৎ ব্রাহ্মণঃ স্বকৈঃ ।
 ত্রিরাত্রংস্তাত্ত্বাংশৌচমেকাহং ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ ॥৪৬
 অস্তথা চৈব স ক্রোতিব্রাহ্মণে দ্বানমেব চ ।

অনস্থিসন্ধিতে বিপ্রো ব্রাহ্মণো রৌতি চেত্তদা ॥৪৭
 দ্বানেনৈব ভবেচ্ছুদ্ধিঃ সচৈলেন ন সংশয়ঃ ।
 যতৈঃ সহায়ং কুর্ধ্যাক্ত বানাদীনী তু চৈব হি ॥৪৮
 ব্রাহ্মণে বাপরে বাপি দশাহেন বিশুধ্যতি ।
 য স্তেবায়মন্নম্নাতি স তু দেবোহপি কামভঃ ॥ ৪৯
 তদাশৌচনিবৃত্তেষু দ্বানং কৃত্বা বিশুধ্যতি ।
 বাবতদন্নম্নাতি হৃৎকিঞ্চাভিহতো নরঃ ।
 তাবস্ত্যাহ্যন্ত শুদ্ধিঃ ত্রাং প্রায়শ্চিত্তং ততশ্চরেৎ ॥৫০
 দাহাদ্যশৌচং কর্তব্যং দ্বিজানামগ্নিহোত্রিণাম্ ।
 সপিণ্ডানাং তু মরণে মরণাদিতরেষু চ ॥ ৫১
 সপিণ্ডতা চ পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ততে ।
 সমানোদকভাবস্ত জন্মনায়োরবেদনে ॥ ৫২
 পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।
 নেপভাজস্ত যশ্চাত্মা সপিণ্ড্যং সপ্তপৌরুষম্ ॥ ৫৩
 উক্তানৈশ্চৈব সপিণ্ড্যমাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ ।
 যে চৈকজাতা বহবো ভিন্নযোনয় এব চ ॥ ৫৪
 ভিন্নবর্ণাস্ত সপিণ্ড্যং ভবেস্তেবাং ত্রিপুরুষম্ ।
 কারবঃ শিল্লিনো বৈদ্যদানাদীদাসাত্তথৈব চ ॥ ৫৫
 রাজানো রাজভৃত্যশ্চ সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 দাতারো নিয়মী চৈব ব্রহ্মবিদব্রহ্মচারিণো ॥ ৫৬
 সত্রিণো ব্রতিনস্তাবৎ সদ্যঃ শৌচমুদাহৃতম্ ।
 রাজা চৈবাভিষিক্তশ্চ প্রাণসত্রিণ এব চ ॥ ৫৭
 যজ্ঞে বিবাহকালে চ দেববাগে তথৈব চ ।
 সদ্যঃ শৌচং সমাখ্যাতং হৃৎকিঞ্চৈবাপ্যুপজবে ॥৫৮
 বিবাহাপহতানাক্ষ বিদ্বাতা পার্থিবৈর্বিজৈঃ ।
 সদ্যঃ শৌচং সমাখ্যাতং সর্পাদিমরণেহপি চ ॥৫৯
 অগ্নিমেকপ্রপতনে বিঘোষাদ্রপাশনে ।
 গোত্রাক্ষণান্তে সন্ন্যস্তে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥৬০
 নৈষ্টিকানাং বনস্থানাং বতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
 নাসৌচংবিদ্যাতেসন্তিঃপতিতে চ তথা মৃতে ॥৬১

ইতি ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

পতিতানাং ন দাহঃ স্তান্নাস্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ ।
 ন চাশ্রপাতপিণ্ডে চকার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকংকর্চিৎ ॥ ১
 ব্যাপাদয়েত্তথাস্থানং স্বয়ং যোহগ্নিবিষাদিভিঃ ।
 সহিতং তন্ত নার্শৌচং নচাত্তদহকাদিকম্ ॥ ২
 অথ কশ্চৈৎপ্রমাদেন ত্রিয়তেহগ্নিবিষাদিভিঃ ।
 তত্শার্শৌচং বিধাতব্যং কার্য্যকৈবোদকাদিকম্ ॥৩

জাতে কুমারে তদহঃ আমং কুর্যাৎ প্রতিগ্রহম্ ।

রথযাত্রাগোবাসন্তিলারগুডুসর্পিষঃ ॥ ৪

ফলানীক্ষণ শাকঞ্চ লবণং কাঠমেব চ ।

ভোয়ং দধি দ্ব্যতঃ তৈলমৌষধং ক্ষীরমেব চ ॥ ৫

আশৌচিনো গৃহাৎ গ্রাহ্যং শুক্লদধৈবনিত্যশঃ ।

আহিতাগ্নিগ্রহণং দাতব্যং ত্রিভিরগ্নিভিঃ ॥ ৬

অনাহিতাগ্নিগ্রহণং লৌকিকেনৈতরৈর্দ্বিজৈঃ ।

দেহাভাবাৎ পলাশেন কৃদ্ধা প্রতিকৃতিং পুনঃ ॥ ৭

দাহঃ কার্যো যথাশ্রায়ং দপিতৈঃ শুক্লদধিভিঃ ।

সকুৎপ্রসিকেষুদকং নাম গোত্রৈঃ বাগ্ধতঃ ॥ ৮

দশাহং বান্ধবৈঃ সার্কং সর্কে চৈবার্জবাসসঃ ।

পিণ্ডং প্রতিদিনং দদ্যুঃ সায়ং প্রাতর্গথাবিধি ॥ ৯

প্রোত্য চ গৃহস্থানি চতুরো ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ।

দ্বিতীয়েহনি কর্তব্যং ক্ষুরকর্ম্ণ সবার্জবৈঃ ॥ ১০

সর্কৈরস্থানং সঞ্চয়নং জাতিরেব ভবেত্তথা ।

ত্রিপূর্ণং ভোজয়েদ্বিপ্রানযুগ্মান্ শুক্লান্ গুচীন ॥ ১১

পঞ্চমে নবমে চৈব তথৈবৈকাদশেহনি ।

অযুগ্মান্ভোজয়েদ্বিপ্রানবপ্রাক্ষং তু তদ্বিহুঃ ॥ ১২

একাদশেহি কুর্বাতি প্রেতমুদ্দিষ্টা ভাবতঃ ।

দ্বাদশে বাধ কর্তব্যমগ্নিদৈত্বথাহনি ॥ ১৩

একং পবিত্র মেঘং বা পিণ্ডমাত্রং তথৈব চ ।

এবং মৃতৈহি কর্তব্যং প্রতিমাসন্ত বৎসরম্ ॥ ১৪

সপিণ্ডীকরণং শ্রোত্বং পূর্ণং সঘৎসরে পুনঃ ।

কুর্যাৎচস্থানি পাত্রাণিপ্রোতাদীনান্দিজোত্তমাঃ ॥ ১৫

প্রোতার্থং পিতৃপাত্রেষু পাত্রমাসেচয়েত্ততঃ ।

যে সমান ইতি দ্ব্যভ্যাং পিণ্ডানপ্যে বমেব হি ॥ ১৬

সপিণ্ডীকরণশ্রাৎ দৈবপূর্ণং রীষীয়তে ।

পিতৃনাবাহয়েত্তত্র পুনঃ প্রোতঞ্চ নির্দিশেৎ ॥ ১৭

যে সপিণ্ডীকৃতাতঃ প্রোতা ন তেবাংস্তাংপৃথক্ক্রিয়া

যন্ত কুর্যাৎ পৃথক্ পিণ্ডং পিতৃহা দ্ব্যভিচার্যতে ॥ ১৮

মৃতে পিতরি বৈ পুত্রঃ পিণ্ডশব্দং সমাধিশেৎ ।

দদ্যাক্ষরং সোদকুন্তং প্রত্যহং প্রোতধর্মতঃ ॥ ১৯

পার্কণেন বিধানেন সাঘৎসরিকমিষ্যতে ।

প্রতিসঘৎসরং কার্য্যং বিধিরেব সনাতনঃ ॥ ২০

যাতাপিত্রোঃ স্তুতৈঃ কার্য্যং পিণ্ডনাদি কিঞ্চন

পন্নীকুর্যাৎ স্তুতাভাবে পত্ন্যভাবে তু সোদরঃ ॥ ২১

এব বঃ কথিতঃ সম্যক্ গৃহস্থানাং যথাবিধি ।

দ্বীপাঞ্চ ভর্কুভক্ষ্যা ধর্মো নান্ন ইহেব্যতে ॥ ২২

বঃ স্বধর্মপরো নিত্যমীশ্বর্যপিতমানসঃ ।

প্রাপোতি পরমং স্থানং যদ্বক্তং বেদসম্মিতম্ ॥ ২৩

অক্টমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মহা মদ্যাপঃ স্তেনো গুরুতমঃ এব চ ।

মহাপাতকিনশ্চেতে যঃ স তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥ ১

সঘৎসরেণ পততি সংসর্গং কুরুতে তু যঃ ।

যো হি শয্যাসনে নিত্যং বসুধৈবপতিতো ভবেৎ ২

যাজনং যোনিষদ্বক্ষ্যং তথৈবাম্যয়নং বিজঃ ।

কৃদ্ধা সদ্যঃ পতেৎ জ্ঞানাং সহভোজনমেব চ ॥ ৩

অবিজ্ঞানপি যো মোহাৎ কুর্যাদধ্যয়নং বিজঃ ।

সঘৎসরেণ পততি সহাধ্যয়নমেব চ ॥ ৪

ব্রহ্মহা দ্বাদশাঙ্গানি কুটীংকৃদ্ধা বনে বসেৎ ।

ভৈক্ষ্যং চান্নবিশুদ্ধার্থং কৃদ্ধা শবশিরোধর্মম্ ॥ ৫

ব্রহ্মণ্যবসথান্ সর্কান্ দেবাগারানি বর্জয়েৎ ।

বিনিম্য চ স্বমাদ্যানং ব্রাহ্মণঞ্চ স্বয়ং স্মরেৎ ॥ ৬

অসঙ্করাণি যোগ্যানি সপ্তাগারানি সংবিশেৎ ।

বিধূমে শনৈর্কনিত্যং ব্যাহারৈ ভুক্তবর্জিতে ॥ ৭

কুর্যাদনশনং বাদ্যং ভূগোঃ পতনমেব চ ।

জলন্তং বা বিশেষদগ্নিং জলং বা প্রবিশেৎ স্বয়ম্ ৮

ব্রাহ্মণার্থে গব্যার্থে বা সম্যক্ আশান্পরিত্যজেৎ ।

দীর্ঘমাময়িনং বিপ্রং কৃদ্ধা নাময়িনং তথা ॥ ৯

দস্য চান্নং স বিহুশে ব্রহ্মহত্যায় ব্যপোহতি ।

অশ্বমেধাবভৃতকে দ্বাদ্বা যঃ শুধ্যতি দ্বিজঃ ॥ ১০

সর্কস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ ।

ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্দৃষ্টো বা সেতুদর্শনম্ ॥ ১১

সুরাপস্ত সুরাং তপ্তমগ্নিবর্ণাং পিবেত্তদা ।

নির্দগ্ধকায়ঃ স তদা মুচ্যতে চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১২

গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা গোশক্লদ্রবমেব বা ।

পয়ো ঘৃতং জলং বাধ মুচ্যতে পাতকাত্ততঃ ॥ ১৩

জলার্জবাসাঃ প্রয়তো ধ্যায়া নারায়ণং হরিম্ ।

ব্রহ্মহত্যাভ্রতং চাথ চরৈত্তৎপাপশাস্তয়ে ॥ ১৪

স্বর্ণস্তেয়ী সক্রুদ্বিপ্রো রাজানমগ্নিম্য তু ।

স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ন্ জ্ঞান্যায় ভবান্নশাস্তিতি ॥ ১৫

গৃহীত্বা মুসলং রাজা সক্রুদ্ধন্যাতু তং স্বয়ম্ ।

স বৈ পাপাত্ততঃ স্তেনো ব্রাহ্মণস্তপসাথ বা ॥ ১৬

করেণাদায় মুসলং লগুড়ং বাথ যাতিনম্ ।

সঞ্চিত্যভ্রতস্তীক্ষ্ণমায়সং দণ্ডমেব চ ॥ ১৭

রাজা ন স্তেন মর্দীত মুক্তকেশেন ধাবতা ।

আচক্ষাণশ্চ তৎপাপমেব কক্ষ্যাপি শাধিমাম্ ॥ ১৮

শাসনাবাপি মোক্ষায়া ততঃ স্তেয়াধিমুচ্যতে ।

অশাসিত্বা চ তৎরাজাস্তেয়স্যাপ্রোতিকিষিষম্ ১৯

তপসা ক্রতমন্তস্য স্ববর্ণস্তেয়জং ফলম্ ।

চীরবাসা দ্বিজোহর্যো সঞ্চরেদব্রক্ষণো ব্রতম্ ॥২০
 দ্বাধ্বামেধাবভূতে পূতঃ স্যাদধ বা দ্বিজঃ ।
 প্রদদ্যাচ্চাথ বিপ্রৈভ্যাঃ স্বাত্মতুল্যং হিরণ্যকম্ ॥২১
 চরেদ্বা বৎসরং কৃৎস্নং ব্রক্ষচৰ্চপরায়ণঃ ।
 ব্রাক্ষণঃ স্বর্গহারী চ তৎপাপস্যাপমুত্তয়ে ॥২২
 গুরুভাৰ্য্যাং সমাকুহ ব্রাক্ষণঃ কামমোহিতঃ ।
 উপগূহেৎ স্ত্রিয়ং তপ্তাং কাম্যাং কালারসীকৃতাম্ ॥২৩
 স্বয়ং বা শিশ্নুবরণে উৎকৃত্যাদধবাজলো ।
 আতিষ্ঠদক্ষিণামাশামনিপাতমজ্জিকৃতঃ ॥২৪
 গুরুর্থে বহবঃ শুক্লৈ চরেদ্ বা ব্রক্ষণো ব্রতম্ ।
 শাৰ্ণাং কর্কটকোপেতাং পরিষজ্যাথ বৎসরে ॥২৫
 অধঃশরীত নিরতো মুচ্যতে গুরুতল্লগঃ ।
 কৃচ্ছ্রকাক্ষকরেদ্বিপ্রচীরবাসাঃ সমাহিতঃ ॥২৬
 অধমেধাবভূতকেমাস্তা মুচোদ্দ দ্বিজোত্তমঃ ।
 কালেহষ্টমে বা ভূজানো ব্রক্ষচারী সদাব্রতঃ ॥২৭
 স্থানাসনাদ্যং বিচরেদধনোহপ্যুপযজ্ঞতঃ ।
 অধঃশরী ত্রিভির্কর্ষেত্ততঃ শুধ্যত পাতকাং ॥২৮
 চাক্ষায়ণানি বা কুর্যাৎ পঞ্চ চত্বারি বা পুনঃ ।
 পতিতৈঃ সস্ত্রযুক্তানাময়ং গচ্ছতি নিষ্কৃতিম্ ।
 পতিতেন তু সংস্পর্শং লোভেন কুরুতে দ্বিজঃ ॥২৯
 স্কন্ধং পাপাপনোদার্থং তৈস্যব ব্রতমাচরেৎ ।
 তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্বাথ সঞ্চৎসরমতজ্জিতঃ ॥৩০
 বাধ্যাসিকেকহং সংসর্গে প্রায়শ্চিত্তাদ্ধিমাচরেৎ ।
 এভিঃ পুতৈরথো হস্তি মহাপাতকিনো মলম্ ॥৩১
 পুণ্যতীৰ্থাভিগমনাৎ পুথিব্যামথ নিষ্কৃতিঃ ।
 ব্রক্ষহত্যাং সুরাপানং শ্বেতং গুরুজনাগমম্ ॥৩২
 কৃদ্ধা চৈবং মহাপাপং ব্রাক্ষণঃ কামমোহিতঃ ।
 কুর্যাদনশনং বিপ্রঃ পুণ্যতীৰ্থে সমাহিতঃ ॥৩৩
 জলে বা প্রবেশেদগৌ ধ্যায়া দেবং কপদ্বিনম্ ।
 ন হত্বা নিষ্কৃতিদৃষ্টা মুনিভিঃ কশ্যবেদিভিঃ ॥৩৪
 ইত্যোশনশ্রুতৌ অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

গম্বা হুহিতরং বিপ্রং স্বসারং সা দ্রুণামপি ।
 প্রবিশেজ্জ্বলনং দীপ্তং মতিপূৰ্ণমিতি স্থিতিঃ ১
 মাতৃস্বয়াং মাতুলানীং তথৈব চ পিতৃস্বয়াম্ ।
 ভাগিনেয়ীং সমাকুহ কুর্যাৎ কৃচ্ছ্রাদিপূৰ্ণকম্ ॥২
 চাক্ষায়ণানি চত্বারি পঞ্চ বা স্তসমাহিতঃ ।
 পৈতৃষশ্বেয়ীং গম্বা তু স্বস্তিযাং মাতুরৈব চ ৩

মাতুলস্ত্রুত্যাং বাপি গম্বা চাক্ষায়ণং চরেৎ ।
 ভাৰ্য্যা সখীং সমাকুহ গম্বা শ্রানীং তথৈব চ ৪
 অহোরাত্রৌষিতো ভূত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ।
 উদক্যাগমনে বিপ্রজিরাভ্রেণ বিভূষ্যতি ॥৫
 ক্ষত্রীমৈথুনমাসাদ্য চরেচ্চাক্ষায়ণব্রতম্ ।
 পরাক্ষেণাথবা শুদ্ধিরিত্যাং ভগবানজঃ ।
 মণ্ডুকং নকুলং কাকং বিড়বরাহঞ্চ মুষিকম্ ॥৬
 শ্বানং হত্বা দ্বিজঃ কুর্যাৎ শোড়শাখ্যমহাব্রতম্ ।
 পয়ঃ পিবেত্রিরাব্রজ শ্বানং হত্বা ততস্ত্রিতঃ ॥৭
 মার্জারং চাণ নকুলং যোজনং বাহুবনো ব্রজেৎ
 কৃচ্ছ্রং দ্বাদশমাব্রজ কুর্যাদধববধে দ্বিজঃ ॥৮
 অথ কৃষ্ণায়সীং দদ্যাৎ সর্পং হত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।
 বলাকং রক্তবং চৈব মুষিকং কৃতলস্তকম্ ॥৯
 বরাহস্ত তিলজোৎসং তিলাটকৈব তিতিরিম্ ।
 শুকং দ্বিহায়নং বৎসং ক্রৌঞ্চং হত্বা ত্রিহায়নম্ ১০
 হত্বা হংসং বলাকঞ্চ বকটিভমেব চ ।
 বানরকৈব ভাসঞ্চ স্বয়ং বা ব্রাক্ষণায় গাম্ ॥১১
 ক্রব্যাদাংস্ত মৃগান্ হত্বা ধেমুং দদ্যাৎ পয়শ্বিনীম্
 অক্রব্যাদং বৎসতরমুট্টং হত্বা তু কৃষ্ণলম্ ॥১২
 জীবিতে চৈব তৃপ্তায় দদ্যাৎ স্ত্রিমতাং বধে ।
 অনন্তুটকৈব হিংসায় প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি ১৩
 ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনাদাহিকং শতম্ ।
 গুণ্ডাবরীলতানাক্ষ বীরুধাং ফলমেব চ ১৪
 পুষ্পাগমানাক্ষ তথা ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্ ।
 চাক্ষায়ণং পরাক্ষঞ্চ কুর্যাৎ হত্বা প্রমাদতঃ ॥১৫
 মতিপূৰ্ণং বধে চাত্মাঃ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ।
 মনুষ্যাণাক্ষ হবং স্ত্রীণাং কৃদ্ধা গ্রহস্ত চ ১৬
 বাণীকৃপজলানাক্ষ শুধ্যচ্চাক্ষায়ণেন তু ।
 জব্যাগামলসারাগাং শ্বেতং কৃদ্ধাহতবেশনম্ ॥১৭
 চরেৎ সান্তপপনং কৃচ্ছ্রং চরিত্বাত্মবিগুহয়ে ।
 ধাতাদিধনচৌর্যং চ পঞ্চগব্যবিশোধনম্ ১৮
 ভূগকর্ষক্রমাণাক্ষ পুষ্পাণাক্ষ বলস্ত চ ।
 চেলচন্দ্রামিষাণাক্ষ ত্রিরাত্রং শ্রাদভোজনম্ ১৯
 মণিপ্রবালরত্নানি স্ববর্ণরজস্তত্ ২০
 অয়ঃ কাংস্তোপলানাক্ষ দ্বাদশাহমভোজনম্ ২০
 এতদেব ব্রতং কুর্যাৎ দ্বিশকৈকশক্ষ্য চ ।
 পক্ষিণামোষধীনাঞ্চ হরেচ্চাপি ত্রাহং পয়ঃ ২১
 ন মাংসানাং হতানাতু দৈবে চাক্ষায়ণং চরেৎ ।
 উপোষ্য দ্বাদশাহং তু কুর্যাৎ গুহুং হ্যয়ং ঘৃতম্ ২২
 নকুলোলুকমাক্ষায়ঃ জঘ্নু সান্তপনং চরেৎ ।

ধানং জঙ্ঘাধ কৃচ্ছ্রেণ চ শুভক্ষেণ শুধ্যতি ॥ ২৩
 প্রকৃষ্যঠৈব সংস্কারং পূর্বেঠৈব বিধানতঃ ।
 শললঞ্চ বলকঞ্চংসংস্কারগুণং তথা ॥ ২৪
 চক্ষুবাকঞ্চ জঙ্ঘা চ বাদশাহমতোজনম্ ।
 কপোতংটিটিভং ভাসং শুকং সারসমেব চ ॥ ২৫
 জলোকং জালপাতঞ্চ জঙ্ঘা হেতদ্ব্রতঞ্চরেৎ ।
 শিশুমারং তথা মাষংমংস্যাংমাংসং তথৈব চ ॥ ২৬
 জঙ্ঘা চৈব বরাহঞ্চ এতদেব ব্রতঞ্চরেৎ ।
 কোকিলং চৈব মংসাদ্যমণ্ডকং ভুজগং তথা ॥ ২৭
 গোমূত্রযাবকাহারৈরক্ষ্যাদেনেকেন শুধ্যতি ।
 জলেচরাংশ্চ জলজান্যাতুধানবিপাতিতান্ ॥ ২৮
 রক্তপাদাংস্তথা জঙ্ঘা সপ্তাহং চৈতদাচরেৎ ।
 মৃতমাংসং বৃথা চৈবমাক্ষাৎ বা যথাকৃতম্ ॥ ২৯
 ভুক্তা না সঞ্চরেদেতত্তংপাপস্তাপহৃতয়ে ।
 কপোতং কুঞ্জরং শিগ্রুং কুকুটং রজকাং তথা ॥ ৩০
 প্রাজাত্যং চরেজঙ্ঘা তথা কুষ্ঠীরমেব চ ।
 পলাঙং লণ্ডনৈশ্চ ভুক্তা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩১
 বার্তাকুং তত্তুলীয়ং চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ।
 অশ্মাতকং তথোপেতং তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ৩২
 প্রাজাপত্যেন শুদ্ধিঃ শ্রাংশ্চকুভ্যাং শশভক্ষণে ।
 অলাবুং গৃঞ্জনং চৈবভুক্তাহপ্যেতদ্ ব্রতংচরেৎ ॥ ৩৩
 উদ্ব্বরঞ্চ কামেন তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ।
 বৃথা কুসরসংযাবং পায়সাহপুপশঙ্কলীন ॥ ৩৪
 ভুক্তা চৈবং ব্রতং তত্র ত্রিরাশ্রেণ বিশুদ্ধ্যতি ।
 পীত্বা ক্ষীরাণ্যপেয়ানি ব্রহ্মচারী বিশেষতঃ ॥ ৩৫
 গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্ধেন বিশুদ্ধ্যতি ।
 অনির্দোষায়া গোঃক্ষীরং মাছিংবাংস্কমেব চ ॥ ৩৬
 গৰ্ভিণ্যা বা বিবংসায়ঃ পীত্বা দুগ্ধমিহং চরেৎ ।
 এতেষাঞ্চ বিকারাণি পীত্বা মোহেন বা পুনঃ ॥ ৩৭
 গোমূত্রযাবকাহারো সপ্তরাশ্রেণ শুধ্যতি ।
 ভুক্তা চৈব নবশ্রাদ্ধং স্তত্কে মৃতকেহংবা । ৩৮
 চান্দ্রায়ণেন শুধ্যত ব্রাহ্মণস্ত সমাহিতঃ ।
 যন্ত যদ্ব্যবতে নিত্যং ন যন্তাগ্রং ন হীয়তে ॥ ৩৯
 চান্দ্রায়ণং চরেৎ সম্যক্ তস্তান্নপ্রাপনে দ্বিজঃ ।
 অভোজ্যানাস্ত সর্ষেবাং ভুক্তা চান্নমুপকৃতম্ ॥ ৪০
 অন্ত্যস্তাত্যয়িনোহরঞ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রমুদাহতম্ ।
 চাণ্ডালান্নংদ্বিজোভুক্তা সম্যক্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ৪১
 অজ্ঞানং প্রাশ্য বিগুহ্যং সুরাসংস্পর্শমেব চ ।
 পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪২
 জব্যাদানং পক্ষিণাঞ্চ শ্রাস্ত মূত্রপূরীযকম্ ।

মহাসান্তপনং কুর্য্যাত্তেবাং মোহাদ্ বিজাতয়ঃ ॥ ৪৩
 ভাসমণ্ডককুকুর বায়সে কৃচ্ছ্রমাচরেৎ ।
 প্রাজাপত্যেন শুধ্যতব্রাহ্মণঃ ক্রিষ্টভোজনাতঃ ॥ ৪৪
 ক্ষত্রিয় তপ্তকৃচ্ছ্রং শ্রাদ্ধং বৈশ্যাদৈশ্চ ত্রিকৃচ্ছ্রকম্ ।
 সুরাভোদগদকং বাপি পীত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৪৫
 গুনোচ্ছিষ্টং দ্বিজো ভুক্তা ত্রিরাশ্রেণ বিশুদ্ধ্যতি ।
 গোমূত্র যাবকাহারঃ পীতশেষঞ্চ বা পয়ঃ ॥ ৪৬
 অপো মূত্রপূরীষাদৈয় রূপেতাঃ প্রাশয়েদ্যদি ।
 তদা সান্তপনং কুর্য্যাদ্ ব্রতং কায়বিশোধনম্ ॥ ৪৭
 চাণ্ডালকুণ্ডভাণ্ডেযু যদজ্ঞানং পিবেজ্জলম্ ।
 চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং ব্রাহ্মণঃ পাপশোধনম্ ॥ ৪৮
 চাণ্ডালেন চ সংস্পৃষ্টং পীত্বা বারি দ্বিজোত্তমঃ ।
 ত্রিরাশ্রেণ বিশুদ্ধ্যত পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪৯
 মহাপাতকসংস্পর্শে ভুক্তা দ্বাভ্য দ্বিজোত্তমঃ ।
 বুদ্ধিপূর্ব্বস্ত মূঢ়ায়া তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥ ৫০
 অশুদ্ধ্যতিবিবাহে চ স মহাপাতকী ভবেৎ ।
 তস্ত পাতকিসংসর্গাৎপাতকিস্তমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১
 চতুর্লিংশতিকৃচ্ছ্রং স্যাৎ বিবাহে যত্নকৃত্য ।
 সংসর্গস্ত তদর্কং শ্রাং প্রায়শ্চিত্তং সূতেন হি ॥ ৫২
 দৃষ্টা মহাপাতকিনং চাণ্ডালং বা রজস্থলম্ ।
 প্রমাদাদভোজনং কৃত্বা ত্রিরাশ্রেণ বিশুদ্ধ্যতি ॥ ৫৩
 স্নানাদ্রৌ যদি ভুঞ্জীত অহোরাশ্রেণ শুধ্যতি ।
 বুদ্ধিপূর্ব্বং তু কৃচ্ছ্রেণ ভগবানাহ পদ্মজঃ ॥ ৫৪
 শুদ্ধং পূর্ষিতাদীনি পঞ্চাদি প্রতিদুর্বিষম্ ।
 ভুক্তোপবাসং কুর্বাতি চরেদ্বিপ্রঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৫
 অজ্ঞানাদ্ ভুক্তিশুদ্ধার্থং মজ্ঞানস্য বিশেষতঃ ।
 ভূত্যানং যজনং কৃত্বা পরেবামন্ত্রকর্ম্মণি ॥ ৫৬
 অভিচারমনর্হং চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ।
 ব্রাহ্মণাভিতহানঞ্চ কৃত্বা দাহাদিকং দ্বিজঃ ॥ ৫৭
 গোমূত্রযাবকাহারঃ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ।
 তৈলাভ্যক্তঃ প্রভাতে চ কুর্য্যান্মূত্রপূরীযকে ॥ ৫৮
 অহোরাশ্রেণ শুধ্যত শশ্রুকর্ম্মণি মৈথুনে ।
 একাহেতি বিবাহাগ্নিঃ পরিভাব্য দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫৯
 ত্রিরাশ্রেণ বিশুদ্ধ্যত ত্রিরাশ্রং ষড়হং পুনঃ ।
 দশাহে দ্বাদশাহে বা পরিহাস্ত প্রমাদতঃ ॥ ৬০
 কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং কুর্য্যাত্তংপাপস্তাপহৃতয়ে ।
 পতিতদ্রব্যমাদায় তদ্ব্যসর্গেণ শুধ্যতি ॥ ৬১
 চরেচ্চ বিধিনা কৃচ্ছ্রমিত্যাহ ভগবান্ শ্রুতঃ ।
 অনাশকনিবৃত্তা তু প্রতজ্যোপাসিতা তথা ॥ ৬২
 আচরেৎ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্দ্রায়ণানি চ ।

পশুশ্চ জাতকর্ষাদিসংস্কারৈঃ সংস্কৃতা বিজাঃ ॥৬৩
 শুদ্ধো য় তদ ব্রতং সম্যকচরয়ুধর্মদর্শিনঃ ॥৬৪
 অমুপাসিতসিদ্ধন্ত তং ব্যাপকবশেন চ ।
 অজস্রং সংযতমনা রাজৌ চেজ্রাজিমেব হি ॥৬৫
 অকৃত্বা সমিদাধানং শুচিঃ স্নাত্বা সন্মাহিতঃ ।
 গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্য জপং কৃত্বা বিণ্ডুধ্যতি ॥৬৬
 উপাসীত ন চেৎসন্ধাং গৃহস্থোহপি প্রমাদতঃ ।
 স্নাতকব্রতলৌল্যন্ত কৃত্বা চোপবসেদ্বিনম্ ॥৬৭
 সখং সরস্বত্রেৎ কচ্ছং মমুচ্ছন্দে বিজোত্তমঃ ।
 চাক্রায়ণং চরেদ্ বৃত্ত্যা গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥৬৮
 নাস্তিক্যাদাদি কুর্বাীত প্রাজাপত্যং চরেদ্বিজঃ ।
 দেবজ্যোহং গুরুজ্যোহং তপুর্কচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥৬৯
 উষ্ট্রযানং সমাকুহ খরযানঞ্চাকামতঃ ।
 ত্রিরাত্রৈণ বিণ্ডুকোত্ত নগ্নোন প্রবেশজ্জলম্ ॥৭০
 বর্ঠানকালমাসং বা সংহিতাজপমেব বা ।
 হোমাচ্চ শাকলায়িত্যমপত্যানং বিশোধনম্ ॥৭১
 নীলং রক্তং বসিষ্ঠা তু ব্রাহ্মণে বস্ত্রমেব হি ।
 অহোরাত্র্যোষিতঃ স্নাতঃ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৭২
 বেদধর্ম্মপুণ্যাশ্চ চণ্ডালস্ত চ ভাষণম্ ।
 চাক্রায়ণেন শুচিঃ স্যাম হস্তা তস্য নিকৃতিঃ ॥৭৩
 উষক্ণাদিনিহতং সংস্পৃশ্ত ব্রাহ্মণঃ কচিৎ ।
 চাক্রায়ণেন শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রাজাপত্যেন বাপুনঃ ॥৭৪
 উচ্ছিষ্টৌ যদি নাচাস্তশ্চণ্ডালদীন স্পৃশেদ্বিজঃ ।
 উচ্ছিষ্টস্তত্র কুর্বাীত প্রাজাপত্যং বিণ্ডুদ্বয়ে ॥৭৫
 চণ্ডালস্তকশবাংস্তথা নারীং রজস্বলম্ ।
 স্পৃষ্টা স্নায়াদিগুচ্ছার্থং তৎস্পৃষ্টান্ পতিতাংস্তথা ॥৭৬
 চণ্ডালস্তকশবৈঃ সংস্পৃষ্টং স্পর্শয়েদ্ যদি ।
 প্রমাদাৎ স্নাত আচম্য জপং কৃত্বা বিণ্ডুধ্যতি ॥৭৭
 অস্পৃষ্টস্পর্শনং কৃত্বা স্নাত্বা শুধ্যদ্বিজোত্তমঃ ।
 আচমেত বিণ্ডুকার্থং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥৭৮
 ভূজানস্য তু বিশ্রাম্য কদাচিৎ অবতে শুদম্ ।
 কৃত্বা শৌচং ততঃ স্নাত্বা উপোষ্যজ্জহাদ্ব্যতম ॥৭৯
 চণ্ডালস্ত শবং স্পৃষ্টা কচ্ছং কুর্যাদ্বিজোত্তমঃ ।
 বৃষ্টা নভস্থং নক্ষত্রমহোরাত্রৈণ শুধ্যতি ॥৮০
 সূরাং স্পৃষ্টা বিজঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামত্রয়ং শুচিঃ ।
 পলাতুং লণ্ডনং চৈব ব্রুতং প্রাশ্ত বিণ্ডুধ্যতি ॥৮১
 ব্রাহ্মণস্ত শুনা দষ্ট্যাহং সায়ে পরঃ পিবেৎ ।
 নাভেজ্জলস্য দষ্টস্য তদেব ত্রিওণং তবেৎ ॥৮২
 স্যাদেতজ্জিওণং বাহোর্ম্মি স্যাত্ত চতুওণম্ ।
 স্নাত্বা জপেতু গায়ত্রীং শতিন্দ্রৌ বিজোত্তমঃ ॥৮৩

পঞ্চমজানকৃত্বা তু বো ভুঙ্ক্রে প্রত্যহং গৃহী ।
 অনাতুরস্য নিধনং কচ্ছার্কেন বিণ্ডুধ্যতি ॥৮৪
 আহিতাথে রূপস্থানং যঃ কুর্য্যন্ত তু পর্শষি ।
 ঋতৌগচ্ছেৎনতর্থায্যায়ংসোহপি কচ্ছার্কমাচরেৎ ॥৮৫
 বিনাতিরঙ্গু বা কুর্য্যাচ্ছারীরং সন্নিবেশতু ।
 সচেলা জলমাপ্ত্য গামাগভ্য বিণ্ডুধ্যতি ॥৮৬
 গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্ত ত্রাহং চোপবসেদ্ গৃহী ।
 অমুগচ্ছেচ যঃ শূদ্রং প্রেতভূতং বিজোত্তমঃ ॥৮৭
 গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্ত জপং কুর্য্যাদীনীযু চ ।
 অকৃত্বা শপথং বিপ্রো বিপ্রস্ত বিধিসংযুতে ॥৮৮
 মূষৈব যাবকাসেন কুর্য্যাচ্চাক্রায়ণং ব্রতম্ ।
 পংক্তৌ বিষমদানঞ্চ কৃত্বা কচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥৮৯
 ছায়াং স্বপাকস্তাকুহ স্নাত্বা সস্ত্রাশিয়েদ্ব্যতম্ ।
 রন্ধেদাদিত্যমশুচিঃ দৃষ্টা যৌজস্রমেব চ ॥৯০
 মাহুঘাশি চ সংস্পৃষ্টা স্নানমেব বিণ্ডুধ্যতি ।
 কৃত্বাপাধ্যয়নং বিশ্রাশ্চরেদ্বিক্রিহুবৎসরম্ ॥৯১
 কৃত্যো ব্রাহ্মণগৃহে পঞ্চসখৎসরং ব্রতী ।
 হকারং ব্রাহ্মণস্যোক্তা ত্বকারন্ত গরীয়সঃ ॥৯২
 স্নাত্বাচম্য ততঃ শেবং প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ।
 তাড়য়িত্বা তুর্গেনৈব কর্ণে বদ্ধা চ বাসসা ॥৯৩
 বিবাদে পরিনির্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ।
 অবগূর্য্য চরেৎ কচ্ছমতিকচ্ছংনিপাতনে ॥৯৪
 কচ্ছতি কচ্ছংকুর্বাীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্ ।
 গুরোরাক্রোশনে চৈব কচ্ছংকুর্য্যাবিশোধনম্ ॥৯৫
 একরাত্রং দ্বিরাত্রং বা তৎপাপস্যাপহন্তরে ।
 দেবযীণামভিমুখং ধীবনাক্রোশনাক্রুতে ॥৯৬
 উলূকাদি জহুর্জিহ্বা দাতব্যঞ্চ হিরণ্যকম্ ।
 দেবোদ্যানেননযঃকুর্য্যান্মুত্রোচ্চারংশকুদ্বিজঃ ॥৯৭
 ছিন্দ্যাস্থিরন্ত শুদ্ধার্থং চরেচাক্রায়ণং ব্রতম্ ।
 দেবতায়তনে মূত্রং কৃত্বা দেহাদ্বিজোত্তমঃ ॥৯৮
 শিশ্রস্যোৎকৃন্তনং কৃত্বা চাক্রায়ণমথ্যচরেৎ ।
 দেবতানামুযীণাঞ্চ বেদানাক্ষেব কুৎসনম্ ॥৯৯
 কৃত্বা সম্যকপ্রকুর্বাীত প্রাজাপত্যং বিজোত্তমঃ ।
 তৈস্ত সস্তাবণং কৃত্বা স্নাত্বা দেবান্ সমর্চয়েৎ ॥১০০
 জী যদা বালভাবেন মহাপাপং কুরোতি হি ।
 প্রায়শ্চিত্তং ব্রতস্যাস্য পিত্রাতদব্রতচারিণীম্ ॥১০১
 উষহেদভিক্রপাস্তামথথা পতিতস্ত সঃ ।
 অপি রাজজ্ঞকবধে বার্ষিকব্রাহ্মণব্রতম্ ॥১০২
 তস্যাস্তে বৃষভৈকেন সহস্রং গোদানমাচরেৎ ।
 সর্কং হবা মাষমাত্রং দদ্যাৎ স্ববর্ণরজত-

তাব্রজপুসীসকাংস্যারসামন্তিরেবমুৎসাহুকাভি-
 ত্তেজসাক্ষোচ্ছিষ্টানাং উন্নয়নাদিঃ । প্রক্ষালনং
 কনকরজতমণিশঙ্খকুপলানাং বজ্রবিদলরজ্জু-
 চর্মণাঙ্কান্তিঃ শৌচমিতি ।
 অপি চণ্ডালবপচন্দ্ৰষ্টে বা বিণ্মুদ্রে এব চ ।
 ত্রিরাত্রৈব বিগুচ্ছিত্তিঃ স্যাভুক্তোচ্ছিষ্টঃ ষড়্ভাচরেৎ ১০৩
 পিতা পিতামহো যস্য অগ্রজো বাধ কস্যচিৎ ।
 তপোহ্নিহোজমস্ত্রেষু ন দোষঃ পরিদেবনে ॥ ১০৪
 অমাবান্ত্যায়াং যো ব্রহ্মাণং সমুদ্ভিত্তি পিতামহম্ ।
 ব্রাহ্মণীং জ্ঞীং সমভ্যর্জ্যমুচ্যতে সর্কপাতকৈঃ ॥ ১০৫
 অমাবাস্যাং তিথিং প্রাপ্য যমমারাদয়েত্তবম্ ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু সর্কপাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০৬
 কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহাদেবং তথা কৃষ্ণচতুর্দশীম্ ।
 সংপূজ্য ব্রাহ্মণমুথৈঃ সর্কপাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০৭
 জ্যৈষ্ঠমাসং তথা রাজৌ সোপহারং ত্রিলোচনম্ ।
 দৃষ্টে ব প্রথমে যামে মুচ্যতে সর্কপাতকৈঃ ॥ ১০৮
 সর্কজ দানগ্রহণে মুচ্যতে সোমযাগতঃ ।
 শান্ত্যা চ দক্ষিণাং গৃহ্নন্ হিরণ্যপ্রতিমামপি ॥ ১০৯
 অযুতে নৈব গায়ত্র্যা মুচ্যতে সর্কপাতকৈঃ ।
 সমাপ্তা উশনঃসংহিতা ॥



অঙ্গিরঃ সংহিতা ।

গৃহাশ্রমেষু ধর্মেষু বর্ণানামহুপূর্ব্বশঃ ।
 প্রায়শ্চিত্ত বিধিঃ দৃষ্টা । অঙ্গিরামুনিরব্রবীৎ ॥ ১
 অস্ত্রানামপি সিন্ধারং ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ ।
 চাক্রং কুঙ্কুং তদর্কস্ত ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বিদুঃ ॥ ২
 রজকশ্মকাকারশ্চ নটৌবকড় এব চ ।
 কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩
 অস্ত্রাজানাং গৃহে তোয়ং ভাণ্ডেপযু্যবিতঞ্চ যৎ ।
 প্রায়শ্চিত্তং যদা পীতং তদৈব হি সমাচরেৎ ॥ ৪
 চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু স্বজ্ঞানাং পিবতে যদি ।
 প্রায়শ্চিত্তং কথং তেষাং বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে ॥ ৫
 চরেৎ সাস্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যস্ত ভূমিপঃ ।
 তদর্কস্ত চরেদবৈশ্বঃ পাদং শূদ্রেষু দাপয়েৎ ॥ ৬
 অজ্ঞানাং পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণস্বস্ত্যজাতিষু ।
 অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৭
 বিপ্রো বিপ্রেন সংস্পৃষ্টে উচ্ছিষ্টেন কদাচন ।
 ঘাচাস্ত এব শুধ্যত অঙ্গিরামুনিরব্রবীৎ ॥ ৮
 ক্ষত্রিয়েণ যদা স্পৃষ্টে উচ্ছিষ্টেন কদাচন ।
 স্নানং জপ্যস্ত কুর্ক্বীত দিনস্তাৰ্দ্ধেন শুধ্যতি ॥ ৯
 বৈশ্বেন তু যদা স্পৃষ্টে শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ ।
 উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১০
 অহুচ্ছিষ্টেন সংস্পৃষ্টৌ স্নানং যেন বিধীয়তে ।
 তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টে প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥ ১১
 অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নীলী বস্ত্রস্ত বৈ বিধিम् ।
 জীবাং ক্রীড়ার্থসংযোগে শয়নীয়ৈ ন হব্যতি ॥ ১২
 পালনে বিক্রমে চৈব তদ্ব্যক্তৈরুপজীবনে ।
 পতিতস্ত ভবেদ্বিপ্রজিভিঃ কটৈল্লব্যপোহতি ॥ ১৩
 স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্ ।
 বৃথা তস্ত মহাবিজ্ঞা নীলীবস্ত্রস্ত ধারণাং ॥ ১৪
 নীলীরক্তং যদা বস্ত্রমজ্ঞানেন তু ধারণেৎ ।
 অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৫
 নীলীদারু যদা ভিক্ষাদ্ভ্রাত্মকং বৈ প্রমাদতঃ ।
 শোণিতং দৃগ্নতে যত্র দ্বিজশাস্ত্রায়ণকরেৎ ॥ ১৬
 নীলীব্রহ্মেণ পক্কত অন্নম্নাতি চেদ্বিজঃ ।

আহারবমনং কৃষ্ট্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৭
 ভক্ষন্ প্রমাদতোনীলীং দ্বিজাতিস্বসমাহিতঃ ।
 ত্রিষু বর্ণেষু সামাণ্ড্যং চাক্ষারণমিতি স্থিতম্ ॥ ১৮
 নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যদন্নমুপনীয়েতে ।
 নোপাভিষ্ঠতিদাতারং ভোক্তাভুঙ্ক্তেতুকিঞ্চিৎ ॥ ১৯
 নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যৎপাকে প্রপিতং ভবেৎ ।
 তেন ভুক্তেন বিপ্রাণাং দিনমেকমভোজনম্ ॥ ২০
 মূতে ভর্তরি বা নারী নীলীবস্ত্রং প্রধারয়েৎ ।
 ভর্তা তু নরকং যতি সা নারী তদনন্তরম্ ॥ ২১
 নীল্যা চোপহতে ক্ষেত্রে শস্ত্রং যন্তু প্ররোহতি ।
 অভোজ্যং তদ্বিজাতীনাং ভুক্ত্বা চাক্ষারণং চরেৎ ॥ ২২
 দেবঃ প্রাণ্যাং বুধ্যৎসর্গে যজ্ঞে দানে তথৈব চ
 অত্র স্নানং ন কর্তব্যং দূষিতা চ বহুক্ষরা ॥ ২৩
 বাপিতা যত্র নীলী স্নাতাবহুমাণ্ডচির্ভবেৎ ।
 যাবদ্দ্বাদশবর্ষাণি অতউৰ্দ্ধং শুচির্ভবেৎ ॥ ২৪
 ভোজনে চৈব পানে চ তথা চৌষধভৈবজৈঃ ।
 এবং ত্রিয়স্তে যা গাবঃ পাদমেকং সমাচরেৎ ॥ ২৫
 ঘণ্টাভরণদোষণে যত্র গোপিনিনীড়্যতে ।
 চরেদর্কং ব্রতং তেষাং ভূষণার্থং হি তৎ কৃতম্ ॥ ২৬
 দমনে দামনে রোধে অবঘাতে চ বৈকৃতে ।
 গবা প্রভবতা ষাঠৈঃ পাদোনং ব্রতমাচরেৎ ॥ ২৭
 অশুষ্ঠপর্কমাত্রস্ত বাতমাত্রঃ প্রমাণতঃ ।
 সপল্লবশ্চ সাগ্রশ্চ দণ্ডইত্যভিধীয়তে ॥ ২৮
 দণ্ডাহুক্রাদবদাঞ্চে ন পুংসা প্রহরস্ত মাম্ ।
 দ্বিগুণং গোত্রস্তং তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥ ২৯
 শৃঙ্গভঙ্গে স্বস্তিভঙ্গে চন্দ্রনির্ঘোচনে তথা ।
 দশরাত্রং চরেৎ কুঙ্কুং যাবৎ স্বস্থোভবেত্তদা ॥ ৩০
 গোমূত্রেণ চ সংশিষ্টং যাবৎকোপজায়তে ।
 এতদেব হিতং কুঙ্কুগিদ্মমাস্ত্রিভুং মতম্ ॥ ৩১
 অসমর্থস্ত বালস্ত পিতা বা যদি বা গুরুঃ ।
 যদুদ্ভিষ্ট চরেদ্যং গাং তস্ত ন বিদ্যতে ॥ ৩২
 অশীতিগন্ত বর্ষাণি বাণোবাণ্যনযোভুশঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তাৰ্দ্ধমহিষ্ঠি জ্বিয়ে রোগিণ এব চ ॥ ৩৩

মুচ্ছিতে পতিতে চাপি গবি যষ্টিপ্রহারিতে ।
 গায়ত্র্যষ্টসহস্রত্ব প্রারম্ভিতং বিশোধনম্ ॥ ৩৪
 দ্বাষা রজস্বলা চৈব চতুর্থহি বিণ্ড্যতি ।
 কুর্যাদ্রজসি নিবৃত্তেহনিবৃত্তে ন কথঞ্চন ॥ ৩৫
 রোগেণ যজ্ঞঃ স্রীণামত্যাং হি প্রবর্ততে ।
 অণ্ডচ্যুতা ন তেন স্ন্যক্তাসাং বৈকারিকং হিতং ॥ ৩৬
 সাধ্বাচার্য্য ন তাবৎ স্যাদ্রজে। যাবৎ প্রবর্ততে ।
 বৃত্তে রজসি গম্যা স্রী গৃহকর্ম্মণি চৈত্রিয়ে ॥ ৩৭
 প্রথমেহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাতিনী ।
 তৃতীয়ে রজস্বী প্রোক্তা চতুর্থেহনি শুধ্যতি ॥ ৩৮
 রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শুনা শূদ্রেণ চৈব হি ।
 উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩৯
 যাবতাষষ্ঠী স্যাতাং দম্পতী শয়নকৃতৌ ।
 শয়নাহুখিতা নারী শুচিঃ স্যাদশুচিঃ পূমান্ ॥ ৪০
 গভুষং পাদশৌচঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কাংস্যভাজনে ।
 ভয়না শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রময়েন শুধ্যতি ॥ ৪১
 রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি ।
 ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য যথাসমত্যাগ্তোপহতং শুচি ॥ ৪২
 গবাস্তাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি তু
 ভয়না দশভিঃ শুক্লৈঃ কাকেনোপহতেতথা ॥ ৪৩
 শৌচং দৌর্বর্গরূপ্যাণং বায়ুনাকৈন্দ্রশ্মিভিঃ ॥ ৪৪
 রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকঙ্কু ন দৃষ্যতি ।
 অস্তিমূর্দা চ তম্রাত্রে প্রক্ষাল্য চ বিণ্ড্যতি ॥ ৪৫
 ওক্ষমন্নবিপ্রস্য ভূক্তা সপ্তাহমুচ্ছতি ।
 অন্নং ব্যঞ্জনসংযুক্তমর্দ্ধমাসেন জীর্ঘ্যতি ॥ ৪৬
 পল্লোদধি চ মাসেন যথাসেন স্নতং তথা ।
 তৈলং সংবৎসরেণৈব কোষ্ঠে জীর্ঘ্যতিবা নবা ॥ ৪৭
 যো ভুক্তো হি চ শূদ্রাঃ মাসমেকং নিরস্তম্ ।
 ইহ জন্মনি শূদ্রেঃ মৃতঃ খা চাভিজায়তে ॥ ৪৮
 শূদ্রাঃ শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্ ।
 শূদ্রাজ্জানাগমঃ কশিচ্ছলন্তমপি পাতয়েৎ ॥ ৪৯
 অপ্রণামে তু শূদ্রেহপি স্তি যো বদতি বিজ্ঞঃ ।
 শূদ্রোহপি নরকং যাতিব্রাহ্মণোহপি তথৈব চ ॥ ৫০
 দশাহাচ্ছূধ্যতে বিপ্রোহাদিশাহেন ভূমিপঃ ।
 পাক্ষিকং বৈশ্র এবাহ শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি ॥ ৫১
 অগ্নিহোত্ৰী চ যো বিপ্রঃ শূদ্রেণ চৈবভোজয়েৎ ।
 পঞ্চ ভস্য প্রণশস্তি আত্মা বেদান্তরোহধরঃ ॥ ৫২
 শূদ্রেন তু ভুক্তেন গো বিক্রো জনয়েৎ স্নতান্ ।
 বস্যাঃ ভস্য তে পুত্রা অম্বাজ্জুং প্রবর্ততে ॥ ৫৩

শূদ্রেণ স্পৃষ্টমুচ্ছিতং প্রমাদাদপ্যপাণিনা ।
 তদ্বিক্রেতো ন দাতব্যমাপত্ত্বোহিব্রবীন্মুনিঃ ॥
 ব্রাহ্মণস্ত সদা ভুক্তো কত্রিয়স্য চ পরম্ ॥
 বৈশ্রেষ্ণাপংস্র ভুক্তীত ন শূদ্রেহপি কদাচন ॥ ৫৫
 ব্রাহ্মণাঃ দরিদ্রস্তং কত্রিয়ানে পশুস্তথা ।
 বৈশ্রামেন তু শূদ্রস্তং শূদ্রানে নরকং প্রবম্ ॥ ৫৬
 অমৃতং ব্রহ্মণস্তানং কত্রিয়ানং পয়ঃ স্নতম্ ।
 বৈশ্রান্ত চানমেবারং শূদ্রানং কথিরং প্রবম্ ॥ ৫৭
 দ্রুতং হি মহূষ্যাপানমন্নমশ্রিত্য তিষ্ঠতি ।
 যো বস্যাঃ সমম্নতি স তস্তানানি কিরিশম্ ॥
 স্নতকেষু যদা বিপ্রো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিঃ ।
 পিবেৎ পানীয়মজ্ঞানাত্তুক্তে ভক্তমথাপিবা ॥
 উত্তাৰ্য্যাত্ম্য উদকমবতীৰ্য্য উপস্পৃশেৎ ।
 এবং হি সমুদাচারী বরুণেনাভিমন্তিতঃ ॥ ৬০
 অধ্যগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ ।
 আহারে জপকালে চ পাত্ৰকানাং বিসর্জনম্ ॥ ৬১
 পাত্ৰকাসনমাক্রটোগেহাং পঞ্চগৃহং ব্রজেৎ ।
 ছেদয়েত্তত্ত পানৌ তু দার্শনিকঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৬২
 অগ্নিহোত্ৰী তপস্বী চ শ্রোত্রিয়া বেদপারগঃ ।
 এতে বৈ পাত্ৰকৈর্ঘ্যাস্তি শেবাদ্ভেদে তাদৃয়েৎ ॥
 জন্মপ্রভৃতিসংস্কারে চূড়ান্তে ভোজনং নবম্ ।
 অসপিণ্ডেন ভোক্তব্যং চূড়ান্তে বিশেষতঃ ॥ ৬৪
 যাচকানং নবপ্রাক্রমপি স্নতকভোজনম্ ।
 নারীপ্রথমগর্ভেষু ভুক্তা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৬৫
 অশ্বদত্তা তু বা কথ্য পুনরন্ত দীয়তে ।
 তস্যাস্তানং ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূতঃ প্রণীয়তে ॥ ৬৬
 পূর্ষশ্চ আবিতোষ্য গর্ভোযশ্চাপ্যসংস্কৃতঃ ।
 দ্বিতীয়ে গর্ভসংস্কারন্তেন শুদ্ধিক্রিয়ীয়তে ॥ ৬৭
 রাজানৈর্দর্শভিক্ষাসৈর্ঘ্যবতিষ্ঠতি শুক্লিণী ।
 তাবদ্রক্ষা বিধাতব্য পুনরন্তোবিধীয়তে ॥ ৬৮
 ভূশাসনমুদ্যয্য চ স্রী বিপ্রবর্জতে ।
 তস্যাস্তৈব ন ভোক্তব্যং বিজ্ঞেয়া কামচারিণী ॥
 অনপত্যা তু বা নারী নাস্ত্রীয়াত্তদগ্গেহেহপি বৈ ।
 অথ ভুক্তো যো মোহোহপুংস্রসংনরকং ব্রজেৎ ॥
 ত্রিষাধনস্ত যো মোহাহুপজীবন্তি বান্ধবাঃ ।
 ত্রিষা যাননিবাসাংসিতেপাপাযাত্যধোগতিম্ ॥
 রাজানং হরতে তেজঃ শূদ্রানং ব্রহ্মবর্জসম্ ।
 স্নতকেষু চঘোভুক্তো ভুক্তোপৃথিবী মলম্ ॥
 ভগবদ্বিরো-মহর্ষি-প্রণীতং ধর্ম্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্ ।

যম সংহিতা ।

অথাতো হ্যস্য ধর্মস্য প্রায়শ্চিত্তাভিধায়কম্ ।
 চতুর্নামপি বর্ণনানং ধর্মশাস্ত্রং প্রবর্ততে ॥ ১
 জলায়ুধকনভ্রষ্টাঃ প্রব্রজ্যানশনচ্যুতাঃ ।
 বিষপ্রপতনপ্রায়শস্ত্রাঘাতচ্যুতাশ্চ যে ॥ ২
 সর্কে তে প্রত্যবসিতাঃ সর্বলোকবহিকৃতাঃ ।
 চান্দ্রয়ণেন শুদ্ধ্যস্তি তপ্তকঙ্কুধয়েন বা ॥ ৩
 উভয়াবসিতাঃ পাপা যেন্গ্রাম্যবরণাচ্যুতাঃ ।
 ইন্দ্রয়েন শুদ্ধ্যস্তি দ্বা ধেনুং তথা বুধম্ ॥ ৪
 গোব্রাহ্মণহনং দধ্মু । মৃতমুধকনেন চ ।
 পাশস্তম্যোব ছিড়া তু তপ্তকঙ্কুং সমাচরেৎ ॥ ৫
 কুমিত্ত্বর্ণসম্ভূতৈশ্মিকাকাশোপঘাতিতঃ ।
 কচ্ছাঙ্কিং সম্প্রকুর্বাতি শক্ত্যা দদ্যাতু দক্ষিণাম্ ॥ ৬
 ব্রাহ্মণস্য মলদ্বারে পুয়শোণিতসম্ভবে ।
 কুমিত্ত্বর্ণেণ যোজীহোমেন স বিশুদ্ধ্যতি ॥ ৭
 যঃ ক্ষত্রিয়স্তথা বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চাপ্যহলোমজঃ ।
 জাভা ভুঙক্তে বিশেষেণ চরচ্চান্দ্রায়ণংব্রতম্ ॥ ৮
 কুকুটাণ্ডপ্রমাণস্ত গ্রাসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ ।
 অগ্ৰথাহারদোষেণ ন স তত্র বিশুদ্ধ্যতি ॥ ৯
 একৈকং বর্কয়েচ্ছুক্রেতুক্ষপক্ষে চ দ্বাসয়েৎ ।
 অমাবাস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণোবিধিঃ ॥ ১০
 সুরাশ্মদ্যপানেন গোমাংসক্লেপে কৃতে ।
 তপ্তকঙ্কুধরেদ্বিপ্রপতং পাপস্ত প্রণশ্বতি ॥ ১১
 প্রায়শ্চিত্তে হ্যপক্রান্তে কর্ত্তা যদি বিপদ্যতে ।
 পূতস্তদহরেবাপি ইহলোকে পরত্র চ ॥ ১২
 যাবদেকঃ পৃথগ্ভব্যঃ প্রায়শ্চিত্তে ন শুধ্যতি ।
 অপরান্তে ন চ স্পৃশ্যন্তেহপি সর্কেবিগর্হিতাঃ ॥ ১৩
 অভোজ্যাশ্চপ্রতিগ্রাহ্যাসংপাঠ্যা বিবাহিনঃ ।
 পুষ্পেহ্নস্ত্রতে চীর্ণে সর্কে তে ঋক্ণভাগিনঃ ॥ ১৪
 উনৈকাদশবর্ষস্ত পঞ্চবর্ষাং পরস্ত চ ।
 প্রায়শ্চিত্তকরেন্দ্রুতা পিতা বাহোহপিবাধ্ববঃ ॥ ১৫
 অতোবালতরস্তাপি নাপরাধো ন পাতকম্ ।
 রাহদণ্ডো ন তস্তান্তি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ১৬

অশীতির্ষাশ্র বর্ষাণি বালবাণ্যনবোড়শঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তাধর্মহন্তি ত্রিয়োরোগিণ এব চ ॥ ১৭
 অন্তংগতো যদা সূর্য্যশ্চাণ্ডালরজকন্ত্রিয়ঃ ।
 সংস্পৃষ্টান্ত তদা কৈশিৎ প্রায়শ্চিত্তংকথন্তবেৎ ॥ ১৮
 জাতরূপং সূবর্ণঞ্চ দিবানীতং চ যজ্ঞলম্ ।
 তেন স্নাত্বা চ পীত্বা চ সর্কে তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯
 দাসনাপিতগোপালকূলমিত্রাধর্মদীরিণঃ ।
 এতে শূদ্রেযু ভোজ্যানা যশ্চান্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ২০
 অন্নং শূদ্রস্য ভোজ্যং বা যে ভুঞ্জন্ত্যবুধা নরাঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তং তথা প্রাপ্তং চরচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ॥ ২১
 প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কথ্যং ন প্রযচ্ছতি ।
 মাসি মাসি রজন্তস্যাঃ পিতাপিবতি শোণিতম্ ২২
 মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈব চ ।
 ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কথ্যং রজন্তলম্ ॥ ২৩
 যস্তাং বিবাহয়েৎ কথ্যং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ ।
 অসংভাব্যো হুপাঙক্তেয়ঃসবিপ্রো বৃষলীপতিঃ ২৪
 বন্ধা তু বৃষলী জেয়া বৃষলী তু মৃতপ্রজাঃ ।
 শূদ্রী তু বৃষলী জেয়া কুমারী তু রজন্তলা ॥ ২৫
 যৎ করোত্যেকরাত্রৈঃ বৃষলীসেবনাদ্বিজঃ ।
 তদৈককৃৎ জপন্নিত্যং ত্রিভির্কর্ষৈর্ব্যপোহতি ২৬
 স্ববুধং যা পরিত্যজ্যাত্মবুধেণ বৃহস্পতিঃ ।
 বৃষলী সা তু বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ ২৭
 বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশাসোপহন্তস্য চ ।
 তস্তাক্ষৈব প্রসূতস্ত নিষ্কৃতির্নৈব বিদ্যতে ২৮
 শ্বিত্রকৃষ্ণী তথা চৈব কুনবী আবদন্তকঃ ।
 রোগী হীনতিরিক্তাঙ্গঃ পিতৃনোমংসরত্থা ২৯
 হৃর্ভগোহি তথা বচঃ পাণ্ডু বৈদনিদ্বকঃ ।
 হৈতুকঃ শূদ্রযাজী চ অযাজ্যানাঞ্চ যাজকঃ ৩০
 নিত্যং প্রতিগ্রহে লুকোঘাটকৌবিঘ্নায়কঃ ।
 শ্যাবদন্তোহথ বৈদশ্য অসদালাপকন্তথা ৩১
 এতে প্রাচে চ দানে চ বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ৩২
 ততোদেবলকশ্চৈব ভূতকোবেদবিক্রী ।

এতে বর্জ্য্যঃ প্রযত্নেন এতন্ভাষতিব্রবীং ॥ ৩৩
 এতান্নিযোজয়েদ্যন্ত হব্যে কবো চ কক্ষণি ।
 নিরাশাঃ পিতরন্তস্ত যান্তি দেবামহর্ষিভিঃ ॥ ৩৪
 অগ্রে মাহিষিকং দৃষ্ট্ৱা মধ্যে তু বৃষণীপতিম্ ।
 অন্তে বার্কুষিকং দৃষ্ট্ৱা নিরাশাঃ পিতরোগতাঃ ৩৫
 মহিবীতুচ্যতে ভাৰ্য্যা যা চৈব ব্যভিচারিণী ।
 তান্ দোষান্ ক্ষমতে যন্ত সটৈ মাহিষিকঃস্বতঃ ৩৬
 সমাৰ্ঘ্যন্ত সমুদ্রত্যা মহাৰ্ঘ্যং যঃ প্রযচ্ছতি ।
 স বৈ বার্কুষিকোনাম ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতঃ ॥ ৩৭
 যাবদ্বক্ষ্যং ভবতান্নং যাবদ্বজ্জন্তি বাগ্ যতাঃ ।
 অন্নস্তি পিতরন্তাবদ্যাবরোক্তা হবির্গুণাঃ ॥ ৩৮
 হবির্গুণা ন বক্তব্য্যাঃ পিতরোযত্র তর্পিতাঃ ।
 পিতৃভি স্তুপ্তিঠৈঃ পশ্চাৎকৃত্যংশোভনংহবিঃ ৩৯
 যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকবোষু মন্বরিং ।
 ভাবতোগ্রসতে পিওর্ন শরীরে ব্রহ্মণঃ পিতা ৪০
 উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ ।
 উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুক্যতি ॥ ৪১
 অমুচ্ছিষ্টেন সংস্পৃষ্টে ন্নানমাত্রং বিধীয়তে ।
 তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ৪২
 যাবদ্বিপ্রা নপূজ্যন্তে সন্তোজানহিরণ্যকৈঃ ।
 তাবচ্চীর্ণব্রতজ্ঞাপি তৎপাপং ন প্রপুত্রতি ॥ ৪৩
 যদেত্তিতং কাকবলাকচিঠৈ-
 রমেধ্যলিপ্তংভূতবেচ্ছধীরম্ ।
 গাত্রে মুখে চ প্রবিশেচ সম্যক্
 ন্নানেন লেপোপহন্ত্য শুদ্ধিঃ ॥ ৪৪
 উৰ্দ্ধং নাভেঃ করৌ মুক্তা যদঙ্গমুপহন্ততে ।
 উৰ্দ্ধং ন্নানমধঃশোচং তন্মাত্রেনৈব শুক্যতি ॥ ৪৫
 অভক্ষ্যাণামগেষ্যনামলোহানাক্ষ ভক্ষণে ।
 রেতোমূত্রপুরীষাণাং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥ ৪৬
 পদোদুগ্ধরবিষাশ্চ কুশাশ্বপলাশকাঃ ।
 এতেষামুদকং পীত্বা যদ্বাত্রেনৈব শুক্যতি ॥ ৪৭
 যঃ প্রত্যবসিতোবিপ্রঃ প্রব্রজ্যগ্নিনিরাপদি ।
 অনাহিতাগ্নিকর্ন্তেত গৃহিত্বঞ্চ চিকীর্ষতি ॥ ৪৮
 আচরেজ্ঞাপি কৃচ্ছ্রাণি চরেচ্ছান্নায়গানি চ ।
 জাতকন্দাদিভিঃ প্রোক্তৈঃ পুনঃ সংস্কারমহঁতি-৪৯
 তুলিকা উপধানানি পুষ্পং রক্তাশ্বরাণি চ ।
 শোষয়িত্বা প্রতীপেন প্রোক্ষয়িত্বা শুচির্ভবেৎ ৫০
 দেশং কানং তথান্নানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনম্ ।
 উপপত্তিমবস্থাক্ষ জাত্বা ধর্মং সমাচরেৎ ॥ ৫১
 রথ্যাকর্দমতোদ্যানি নাবায়সতৃণানি চ ।

মাক্তার্কণেণ শুধ্যন্তি পক্ষেষ্টকচিতানি চ ॥ ৫২
 আতুরে ন্নানসম্প্রাপ্তে দশকৃৎকোহনাহুরঃ ।
 ন্নাত্বা ন্নাত্বা স্পৃশেত্তন্ত ততঃ শুধ্যতে আতুরঃ ॥ ৫৩
 রজকশ্মককারশ্চ নটোবরুড় এব চ ।
 কৈবর্তমেদভিন্নাশ্চ সপ্তৈতে চাস্ত্যজাঃ স্বতাঃ ॥ ৫৪
 এযাং গত্বা তু ঘোষাং বৈ তপ্তকৃচ্ছং সমাচরেৎ ৫৫
 জ্ঞীণাং রজস্বলানাস্ত স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি যদা ভবেৎ ।
 প্রায়শ্চিত্তং কথং তাসাং বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে ॥ ৫৬
 স্পৃষ্টা রজস্বলাঃ যান্ত সগোত্রাঞ্চ সতর্ভকাম্ ।
 কামাদকামতো বাপি ন্নাত্বা কালেন শুধ্যতি ॥ ৫৭
 স্পৃষ্টা রজস্বলাভোগ্যং ব্রাহ্মণী শূদ্রজা তথা ।
 কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতে পূর্বা শূদ্রা পাদেন শুধ্যতি ৫৮
 স্পৃষ্টা রজস্বলাভোগ্যং ক্ষত্রিয়া শূদ্রজা তথা ।
 পাদহীনং চরেৎ পূর্বা পাদান্নিত তথোত্তরা ॥ ৫৯
 স্পৃষ্টা রজস্বলাভোগ্যং বৈশ্যজা শূদ্রজা তথা ।
 কৃচ্ছ্রপাদং চরেৎ পূর্বা তদর্কন্ত তথোত্তরা ॥ ৬০
 স্পৃষ্টা রজস্বলা চৈব স্বাজলষুকরানভৈঃ ।
 তাবন্তিষ্ঠেন্নিরাহারা ন্নাত্বা কালেন শুধ্যতি ॥ ৬১
 স্পৃষ্টা রজস্বলা কৈশিচিচাণ্ডালৈররজস্বলা ।
 প্রাজাপত্যেন কৃচ্ছ্রেণ প্রাণারামশতেন চ ॥ ৬২
 বিপ্রঃ স্পৃষ্টোনিশাংগাঞ্চ উদক্যা পবিতেন চ ।
 দিবানীতেন তোয়েন ন্নাপয়েচ্ছায়িসন্নিধৌ ॥ ৬৩
 দিবাক্ষরশ্মিসংস্পৃষ্টং রাত্রৌ নক্ষত্ররশ্মিভিঃ ।
 সক্ষোভয়োশ্চ সক্ষায়াঃ পবিত্রং সর্ষদা জলম্ ৬৪
 অপঃ করনধস্পৃষ্টাঃ পিবেদাচমনে দ্বিজঃ ।
 সুরাং পিবতি স্রব্যকং যমন্ত বচনং যথা ॥ ৬৫
 খাতবাণ্যোস্তথা কূপে পাবাণৈঃ শস্ত্রঘাতনৈঃ ।
 যষ্ট্যা তু ঘাতনে চৈব মৃৎপিণ্ডে গোকুলেন চ ৬৬
 রোধেন বন্ধনে চৈব স্থাপিতে পুঙ্কলে তথা ।
 কাষ্ঠে বনস্পত্যৌ রোধসঙ্কটে রজ্জুবস্ত্রয়োঃ ॥ ৬৭
 এতত্তে কথিতং সর্গং প্রমাদস্থানমুত্তমম্ ।
 যত্র যত্র মৃত্যু গাবঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ৬৮
 দারুণা ঘাতনে কৃচ্ছ্রেণ পাবাণৈর্গিণ্ডণং ভবেৎ ।
 অর্দ্ধকৃচ্ছ্রস্ত খাতে ত্রাং পাদকৃচ্ছ্রস্ত পাদপে ৬৯
 শস্ত্রঘাতে ত্রিকৃচ্ছ্রাণি যষ্টিঘাতে দ্বয়ং চরেৎ ৭০
 কৃচ্ছ্রেণ বস্ত্রঘাতেহপি গোম্মচেতি বিশুদ্ধ্যতি ।
 ঘোবর্তয়তি গোমধ্যে নদীকান্তারমস্তিকৈ ॥ ৭১
 রোমাণি প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে শ্রজ্ঞ বাপয়েৎ ।
 তৃতীয়ে তু শিখা ধার্যা চতুর্থে সশিখং বপেৎ
 ন জ্ঞীণাং বপনং কুর্ধ্যাৎ নচ সা গামহুস্ত্রজ্ঞেং ।

নচরাজীবসেনগোষ্ঠেনকুৰ্যাদবৈদিকীং শ্রুতিম্ ৭৩
সৰ্কান্ কেশান্ সমুদৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিধ্বয়ম্ ।
এবমেব তু নারীণাং শিরসো বপনং শ্রুতম্ ॥ ৭৪
মৃতকেন তু জাতেন উভয়োঃ সূতকং ভবেৎ ।
পাতকেন তু লিপ্তেন নাস্ত সূতকিতা ভবেৎ ॥ ৭৫
চত্বারি খলু কৰ্ম্মাণি সন্ধ্যাকালে বিবৰ্জয়েৎ ।

আহারং মৈথুনং নিদ্রাং স্বাধ্যায়ঞ্চ চতুর্থকম্ ॥ ৭৬
আহারাজ্জায়তে ব্যাধিঃ কুরগৰ্ভশ্চ মৈথুনে ।
নিদ্রা শ্রিয়ো নিবৰ্ত্তন্তে স্বাধ্যায়ে মরণং ধ্রুবম্ ৭৭
অজ্ঞানাতু দ্বিজশ্রেষ্ঠ বর্ণানাং হিতকাম্যয়া ।
ময়া প্রোক্তমিদং শাস্ত্রং সাবধানোহবধারয় ॥ ৭৮

ইতি যমপ্রোক্তং ধৰ্ম্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্ ।



আপস্তম্ব সংহিতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

আপস্তম্বং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিনির্গম্ ।
 দুহিতানাং হিতার্থায় বর্ণানামমুপূরুশঃ ॥ ১
 পরেবাং পরিবাদেযু নিবৃত্তমুখিসত্তমম্ ।
 বিবিক্তদেশ আসীনমাস্ত্রবিদ্যাপরায়ণম্ ॥ ২
 অনন্তমনসং শাস্তং সত্বহং যোগবিত্তমম্ ।
 আপস্তম্বমুখিং সর্কে সমেত্য মুনয়োহক্ৰবন্ ॥ ৩
 ভগবন্ মানবাঃ সর্কে অসন্মার্গেস্থিতা যদা ।
 চরৈয়ুর্কর্ম্মার্থ্যাণাং তেষাং ক্রহি বিনিষ্কৃতিম্ ॥ ৪
 যতোহবশ্যং গৃহস্থেন গবাদিপরিপালনম্ ।
 কৃষিকর্ম্মাদি চাপংস্ব দ্বিজামন্ত্রণমেব ব ॥ ৫
 দেয়ঞ্চানাত্কেহবশ্যং বিপ্রাদীনানঞ্চ ভেষজম্ ।
 বালানাং স্তনপানাদিকার্থ্যঞ্চ পরিপালনম্ ॥ ৬
 এবং কৃতে কথঞ্চিং স্ত্রাং প্রমাদো যদ্যকামতঃ ।
 গবাদীনানং ততোহস্মাকংভগবন্ক্রহিনিষ্কৃতিম্ ॥ ৭
 এবমুক্তঃ ক্ষণং ধ্যাভা প্রণিপাতাদধোমুখঃ ।
 দৃষ্ট্ৱা ঋষীমুবাচেদমাপস্তম্বঃ সুনশ্চিতম্ ॥ ৮
 বালানাং স্তনপানাদিকার্য্যোদোষো ন বিদ্যতে ।
 বিপত্তাবপি বিপ্রাণামামন্ত্রণচিকিৎসনে ॥ ৯
 গবাদীনানং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং কৃজাদিযু ।
 কেচিদার্জুন দোষোহত্র দেহধারণভেষজে ॥ ১০
 ঔষধং লবণকৈব স্নেহপুষ্ট্যয়ভোজনম্ ।
 প্রাণিনাং প্রাণবৃত্ত্যর্থংপ্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ১১
 অতিরিক্তং ন দাতব্যং কালে স্বল্পস্ত দাপয়েৎ ।
 অতিরিক্তে বিপন্নানাং কৃষ্ণমেব বিধীয়তে ॥ ১২
 ত্র্যহং নিরশনাং পাদঃ পাদশাযাচিতং ত্র্যহম্ ।
 পাদঃ সায়ংত্র্যহংপাদঃ প্রত্যর্ভোজ্যংতথাত্র্যহম্ ॥ ১৩
 প্রাতঃ সায়ং দিনাক্ষিঞ্চ পাদোনঃসায়বর্জিতম্ ॥ ১৪
 প্রাতঃ পাদং চরেচ্ছূদ্রঃ সায়ং বৈশ্যশ্চ দাপয়েৎ ।
 অবাচিতস্ত রাজশ্চে ত্রিরাত্রং ব্রাহ্মণশ্চ চ ॥ ১৫
 পা দমেকং চরেদ্রোণে দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে চরেৎ ।

যোজনে পাদহীনঞ্চ চরেৎ সর্কং নিপাতনে ॥ ১৬
 ঘণ্টাভরণদোষণে গোস্ত যত্র বিপদ্যতে ।
 চরেদর্কব্রতং তত্র ভূষণার্থং কৃতং হি তৎ ॥ ১৭
 দমনে বা নিরোধে বা সংঘাতে চৈব যোজনে ।
 স্তম্ভশৃঙ্খলপাশৈশ্চ মৃতে পাদোনমাচরেৎ ॥ ১৮
 পাষাণৈর্লণ্ডড়ৈর্কপি শস্ত্রেণাগ্নেন বা বলাং ।
 নিপাতয়ন্তি যে গাস্ত তেষাং সর্কং বিধীয়তে ॥ ১৯
 প্রাজাপত্যং চরেদ্বিপ্রাঃ পাদোনং কত্রিয়শ্চরেৎ ।
 কৃচ্ছাক্ষিত্ত চরেদৈশ্চঃ পাদং শূদ্রশ্চ দাপয়েৎ ॥ ২০
 দ্বৌ মাসৌদাপয়েষ্বংসংদ্বৌমাসৌদ্যোস্তনেইহুহেৎ
 দ্বৌ মাসাবেকবেলায়াং শেষকালে যথাক্রটি ॥ ২১
 দমতামর্কমাগেন গোস্ত যত্র বিপদ্যতে ।
 সশিখং বপনং কৃভা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥ ২২
 হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং জীবিতার্থিনাম্ ।
 চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ জিবাংসিনাম্ ॥ ২৩
 অতিবাহতিদোহাভ্যাং নাসিকাতদনে তথা ।
 নদীপর্কতসংরোধে মৃতে পাদোনমাচরেৎ ॥ ২৪
 ন নারিকেলবালাভ্যাং ন যুজেন ন চর্ম্মণা ।
 অভির্গাস্ত ন বদ্রীয়াদ্রব্ধা পরবশোভবেৎ ॥ ২৫
 কুশৈঃ কাশৈশ্চ বদ্রীয়াদ্রব্ধভং দক্ষিণামুখম্ ।
 পাদলগ্নাদিদোষেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ২৬
 ব্যাপন্নানাং বহুনাভ রোধেন বন্ধনেহপি চ ।
 ভিষজমিথোপচারে চ দ্বিগুণং গোব্রতঞ্চরেৎ ॥ ২৭
 শৃঙ্গভস্মেহস্থিভস্মে চ লালুলশ্চ চ কুর্ন্তনে ।
 সপ্তরাত্রং পিবেদহুংসং যাবৎস্বস্তা পুনর্ভবেৎ ॥ ২৮
 গোমূত্রেন তু সংমিশ্রং যাবৎ ভক্ষয়েদ্বিহঃ ।
 এতদ্বিমিশ্রিতং চৈবমুক্তফোশনসা স্বয়ম্ ॥ ২৯
 দেবজোপায়াং বিহারেষু কুপেষ্যত্নেনেযু চ ।
 এষু গোযু বিপদেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৩০
 একা পাদাতু বহুভির্দোষাধ্যাপাদিতা কচিৎ ।

পাদং পাদন্ত হত্যাশাস্ত্রেয়ন্তে পৃথক পৃথক ॥৩১
 যন্ত্রণে গোশ্চিকিংসার্থে মূঢ়গর্ভবিমোচনে ।
 যত্নে কৃতে বিপশ্চিৎসৎপ্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যাতে ॥৩২
 সরোম প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে অশ্রুকর্ত্ত নম্ ।
 তৃতীয়ে তু শিখা ধর্ম্যা সশিখন্ত নিপাতনে ॥৩৩
 সর্কান কেশান সমুদ্ভূত্যা ছেদয়েদঙ্গুলিধ্বয়ম্ ।
 এবমেব তু নারীণাং শিরসো মুণ্ডনং স্বতম্ ॥৩৪
 ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

কারহস্তগতং পুণ্যং যচ্চ গ্রামাধিনিঃস্বতম্ ।
 জীবালবৃদ্ধাচরিতং প্রত্যক্ষাদৃষ্টমেব চ ॥ ১
 প্রপান্নরোগ্যেযু জলেহথ নীরে
 দ্রোণ্যাং জলং যচ্চ বিনিঃস্বতং ভবেৎ ।
 ঋপাকচাণ্ডালপরিগ্রহেষু
 পীত্বা জলং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ ॥ ২
 ন হব্যেং সন্ততা ধারা বাতোদ্ধৃতাশ্চ রেণবঃ ।
 স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বাল্যশ্চ ন হব্যস্তি কদাচন ॥ ৩
 আত্মশয্যা চ বস্ত্রঞ্চ জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ ।
 আত্মনঃ শুচিতরৈতানি পরেবামণ্ডলীনি তু ॥ ৪
 অষ্টৈশ্চ খানিতাঃ কৃপাতড়াধানি তথৈব চ ।
 এষু স্নাত্বা চ পীত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৫
 উচ্ছিষ্টমণ্ডচিৎসঞ্চ যচ্চ বিষ্টাহুলেপনম্ ।
 সর্কং শুধ্যতি তোয়েন ততোয়ং কেন শুধ্যতি ॥ ৬
 সূর্য্যরশ্মিনিপাতেন মারুতস্পর্শনেন চ ।
 গবাং মূত্রপূরীষেণ ততোয়ং তেন শুধ্যতি ॥ ৭
 অস্থিচন্দ্রাদিযুক্তস্ত ধরাষোষ্ঠৌপদূষিতম্ ।
 উদ্ধরেদ্বদকং সর্কং শোধনং পরিমার্জনম্ ॥ ৮
 কূপো মূত্রপূরীষেণ জীবনেনাপি দূষিতঃ ।
 ঋশুগালখরোট্টৈশ্চ জব্যাদৈশ্চ জুগুপ্সিতঃ ॥ ৯
 উদ্ধৃতৈব চ ততোয়ং সপ্ত পিণ্ডান্ সমুদ্ধরেৎ ।
 পঞ্চগব্যং মৃদা পূতং কূপে তচ্ছোধনং স্বতম্ ॥ ১০
 বাপীকূপতড়াগানাং দূষিতানাঞ্চ শোধনম্ ।
 কুস্তানাং শতমুদ্ভূত্যা পঞ্চগব্যং ততঃ ক্রিপেৎ ॥ ১১
 বশ্চ কৃপাং পিবতোয়ং ব্রাহ্মণঃ শবদূষিতাৎ ।
 কথং তত্র বিগুহ্বিঃ শ্রাদ্ধিতি য়ে সংশয়োভবেৎ ॥ ১২
 অক্লিন্নোপাভ্যস্তেন শবেন পরিদূষিতে ।
 পীত্বা কূপে হুহোরাত্রং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৩
 ক্রীমে ভিন্নে শবে চৈব তদ্রহং যদি তৎ পিবেৎ ।

শুদ্ধিশ্চাজ্জায়ণং তস্ত তপ্তকুচ্ছু মথাপিবা ॥ ১৪
 ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অস্ত্যাজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্যশ্চ বৈশ্বানি ।
 সমাগ্ জ্ঞাত্বা তু কালেন দ্বিজাঃ কুর্ত্তন্ত্যমুগ্রহম্ ১
 চান্দ্রায়ণং পরাকোবা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্ ।
 প্রাক্রাপত্যস্ত শূদ্রস্ত শেষং তদমুসারতঃ ॥ ২
 যৈভুক্তং তত্র পকান্নং কুচ্ছুং তেবাং প্রদাপয়েৎ ।
 তেষামপি চ যৈভুক্তং কুচ্ছুপাদং প্রদাপয়েৎ ॥ ৩
 কূপৈকপানৈহু ষ্টান্যং স্পর্শনেন শবদূষিণাম্ ।
 তেষামেকোপবাসেন পঞ্চগব্যেন শোধনম্ ॥ ৪
 বালোব্রহ্মন্তথা রোগী গর্ভিণী বাপি পীড়িতা ।
 তেবাং নক্তং প্রদাতব্যং বালানাং গ্রহরহস্যম্ ॥ ৫
 অশীতিগন্ত বর্ষাণি বালোবাপ্যনযোড়শঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তান্নমহীন্তি স্ত্রিয়োব্যাধিতএব চ ॥ ৬
 ন্যূনৈকাদশবর্ষস্ত পঞ্চবর্ষাধিকস্ত চ ।
 চরেদগুরুঃ স্ত্রহ্বাপি প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ৭
 অথবা ক্রিয়মাণেষু যোষামর্তিঃ প্রদৃশতে ।
 শেষসম্পাদনাকুচ্ছির্পিতিন্ ভবেদব্যথা ৮
 ক্ষুধা ব্যাধিতকার্যনাং প্রাণোষেবাঃ বিপদ্যতে ।
 যেন রক্ষন্তি ভক্তেন তেবাং তংকিষিৎ ভবেৎ ৯
 পূর্ণেহপি কালনিয়মে ন শুদ্ধির্ব্রাহ্মণৈর্কিনা ।
 অপূর্ণেহপি কালেষু শোধয়ন্তি বিজ্ঞাতমঃ ॥ ১০
 সমাপ্তমিতি নো বাচ্যং ত্রিযু বর্ণেষু কহিচিং ।
 বিপ্রসম্পাদনং কার্যমুৎপাদে প্রাণসংশয়ে ॥ ১১
 সম্পাদয়ন্তি যদিপ্রাঃ স্নানতীর্থং ফলঞ্চ তৎ ।
 সম্যক কর্ত্তুরপায়ং শ্রাদ্ধ তী চ ফলমাপ্নুয়াৎ ১২
 ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

চাণ্ডালকূপভাণ্ডেযু যোহজ্ঞানাং পিবতে জলম্ ।
 প্রায়শ্চিত্তং কথং তস্ত বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে ॥ ১
 চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাক্রাপত্যস্ত ভূমিপঃ ।
 তদর্কস্ত চরেদৈস্তঃ পাদং শূদ্রস্ত দাপয়েৎ ॥ ৩
 ভুক্তোচ্ছিষ্টদ্বন্যাস্ত্যশাণ্ডালৈঃ ঋপচেন বা ।
 প্রমাণ্যং স্পর্শনং গচ্ছেত্তত্র কৃধ্যাবিশোধনম্ ।
 গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্ত ঋপদাং বা শতং ঋপেৎ ।

জপং ত্রিরাত্রমক্ষণং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪
চাণ্ডালেন যদা স্পৃষ্টো বিগ্নুত্রে চ কৃতে দ্বিজঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং ত্রিরাত্রং স্পৃষ্টো ভুক্তো দ্বিজঃ ।
পানমৈখুনসম্পর্কে তথা মূত্রপূরীষয়োঃ ।
সম্পর্কং যদি গচ্ছেতু উদক্যা চাস্ত্যজৈস্তথা ॥ ৬
এতৈরেব যদা স্পৃষ্টঃ প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥
ভোজনে চ ত্রিরাত্রং স্পৃষ্টো পানে তু ত্র্যহমেব চ
মৈখুনে পাদকঙ্কুঃ স্তাতপা মূত্রপূরীষয়োঃ ।
দিনমেকং তথা মূত্রে পূরীষে তু দিনত্রয়ম্ ॥ ৮
একাহং তত্র নির্দিষ্টং দন্তধাবনভক্ষণে ॥ ৯
বৃক্ষাক্রতে তু চাণ্ডালে দ্বিজস্তত্রৈব তিষ্ঠতি ।
ফলানি ভক্ষয়েত্তস্মৈ কথং শুদ্ধিং বিনির্দিশেৎ ॥ ১০
ব্রাহ্মণান্ সমল্লজ্ঞাপ্য সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ ।
একরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১১
যেন কেনচিৎক্ষিষ্টঃ অমেধ্যঃ স্পৃশতে দ্বিজঃ ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১২
ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

চাণ্ডালেন যদা স্পৃষ্টো দ্বিজবর্ণঃ কদাচন ।
অনভ্যাক্য পিবতোয়ং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ১
ব্রাহ্মণস্ত ত্রিরাত্রং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি
ক্ষত্রিয়স্ত ত্রিরাত্রং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ২
চতুর্থস্ত তু বর্ণস্ত প্রায়শ্চিত্তং ন বৈ ভবেৎ ।
ব্রতং নাস্তিতপোনাস্তিহোমোদৈব চ বিদ্যতে ৩
পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং তস্মৈ মন্ত্রবিবর্জনাৎ ।
ধ্যাপয়িত্বা দ্বিজানাস্ত শূদ্রোদানেন শুধ্যতি ॥ ৪
ব্রাহ্মণস্ত যদোচ্ছিষ্টং স্নাত্যজ্ঞানতোদ্বিজঃ ।
অহোরাত্রস্ত গায়ত্র্যা জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥ ৫
উচ্ছিষ্টং বৈশ্বজ্ঞাতীনাং ভূক্তোক্তোক্তানাং দ্বিজো যদি ।
শঙ্খপুষ্পীপয়ঃ পীড়্য ত্রিরাত্রং পিব শুধ্যতি ॥ ৬
ব্রাহ্মণ্য সহ বোহন্নীয়াৎক্ষিষ্টং বা কদাচন ।
ন তত্র দোষং মন্যন্তে নিত্যমেব মনীষিণঃ ॥ ৭
উচ্ছিষ্টমিতরজ্ঞীণামন্নীয়ং পিবতেহপি বা ।
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধিঃ স্নাত্তগবানদ্বিরা ব্রবীৎ ১০
অস্ত্যানাং ভুক্তশেষস্ত ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ ।
চাক্ষায়ণং তদকার্ধং ব্রহ্মকলত্রবিধাং বিধিঃ ॥ ৯
বিগ্নুত্রভক্ষণে বিশ্রুতগুরুক্লুং সমাচরেৎ ।
যকাকোচ্ছিষ্টভোগে চ প্রাজাপত্যবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥

উচ্ছিষ্টঃ স্পৃশতে বিপ্রো যদি কশ্চিদকামতঃ ।
শুনঃ কুকটশৃঙ্গাংশ্চ মদ্যভ্যাগুং তথৈব চ ॥ ১১
পক্ষিগাধিষ্ঠিতং যচ্চ যদমেধ্যং কদাচন ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১২
বৈশ্রবন চ যদি স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন ।
স্নানং জপঞ্চ ত্রৈকাল্যং দিনস্তান্ত্রে বিশুধ্যতি ১৩
বিপ্রো বিপ্রং সঙ্গম্য উচ্ছিষ্টেন কদাচন ।
সম্বাচম্য বিশুদ্ধং স্যাৎপাপস্তম্বোহব্রবীন্মুনিঃ ॥ ১৪
ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নীলীবজ্রস্য যো বিধিঃ ।
জ্ঞীণাং ক্রীড়ার্থসন্তোগে শয়নীয়েন দৃশ্যতি ১
পালনে বিক্রয়ে চৈব তদ্বৃত্তেকপজীবনে ।
পতিতস্ত ভবেদ্বিপ্রঃ স্ত্রিভঃ কুটুম্বিকশুধ্যতি ২
স্নানং দানং তপোহোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতপর্ণম্ ।
পঞ্চযজ্ঞা বৃথা তস্য নীলীবজ্রস্য ধারণাৎ ৩
নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং ব্রাহ্মণোহনেক্ষু ধারয়েৎ ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ৪
রোমকূটপর্শদা গচ্ছেদ্রসো নীল্যাস্ত কহিচিৎ ।
পতিতস্ত ভবেদ্বিপ্রঃ স্ত্রিভঃ কুটুম্বিকশুধ্যতি ৫
নীলীদাকৃ যদা ভিল্লদাদ্রাক্ষণ্য শরীরকম্ ।
শোণিতং দৃশ্যতে তত্র দ্বিজস্তাক্ষায়ণং চরেৎ ৬
নীলীমধ্যে যদা গচ্ছেৎ প্রমাদাদ্ ব্রাহ্মণঃ কচিৎ ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ৭
নীলীরক্তেন বস্ত্রেন যদন্নহুণীয়তে ।
অভোজ্যং তদ্বিজাতীনাং ভুক্ত্য চাক্ষায়ণকরেৎ ৮
ভক্ষয়েদ্ যশ্চ নীলীস্তপ্রমাদাদ্ ব্রাহ্মণঃ কচিৎ ।
চাক্ষায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যাৎপাপস্তম্বোহব্রবীন্মুনিঃ ৯
যাবত্যাং বাপি তা নীলী তাবতী চাপ্তচিহ্নহী ।
প্রমাণং স্বাদশাকানি অত উর্দ্ধং শুচিভবেৎ ১০
ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

স্নানং রজস্বলাস্মৈ চতুর্থেহহনি শস্যতে ।
বৃত্তে রজসি গম্য জ্ঞী নানিবৃত্তে কথঞ্চন ১
রোগেণ যজ্ঞঃ জ্ঞীণমত্যাং হি প্রবর্ততে ।
অগ্ন্যস্ত ন তেনেহ তাস্যৈ বৈকারিকং হিতং ২

সাক্ষাচারান সা তাবজ্জো যাবৎ প্রবর্ততে ।
 বুভে রজসি সাক্ষী স্যাদগ্নহকর্ম্মণি চৈজ্জিয়ে ॥ ৩
 প্রথমেহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী ।
 তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থোহনি শুধ্যতি ॥ ৪
 অস্ত্রাজ্ঞাতিস্বপাকেন সংস্পৃষ্টা বৈ রজস্বলা ।
 অহানি তাত্ততিকম্য প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫
 ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাৎ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্ ।
 নিশাং প্রাপ্যতূতাং যোনিং প্রজাকারঞ্চকারয়েৎ ॥ ৬
 রজস্বলাং ত্যজ্যেৎ স্পৃষ্টাং শুনা চ স্বপচেন চ ।
 ত্রিরাত্রোপোষিতা ভূষা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৭
 প্রথমেহনি ষড়্রাত্ৰং দ্বিতীয়ে তু ত্র্যহস্তথা ।
 তৃতীয়ে চোপবাসস্ত চতুর্থো বহির্দর্শনাৎ ॥ ৮
 বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতে তথা ।
 রজস্বলা ভবেৎ কৃত্য সংস্কারস্ত কথং ভবেৎ ॥ ৯
 নাপরিদ্যা তদা কৃত্যমষ্টৈর্কৈরেল্লরলকৃত্যম্ ।
 পুনঃ প্রত্যাহতিং হুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ১০
 রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা প্রবকুছুটাবয়সৈঃ ।
 সা ত্রিরাত্রোপবাসেন পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১১
 উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টা কদাচিৎ স্ত্রী রজস্বলা ।
 কুঙ্কেণ শুধ্যতে বিপ্রস্তথা দানেন শুধ্যতি ॥ ১২
 একশাখাসমাক্রতা চাণ্ডালী বা রজস্বলা ।
 স্নানগ্ণেন সমং তত্র সবাগাঃ স্নানমচরেৎ ॥ ১৩
 রজস্বলায়াঃ সংস্পর্শঃ কথঞ্চিজ্জায়তে শুনা ।
 রজোদিনান্তু যচ্ছেষস্তদুপোষ্য বিশুধ্যতি ॥ ১৪
 অশক্তা চেপবাসে তু স্নানং পশ্চাৎ সমাচরেৎ ।
 তত্রাপ্যশক্তা চৈকেন পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ ॥ ১৫
 উচ্ছিষ্টস্ত যদা বিপ্রঃ স্পৃশেদ্যদ্যং রজস্বলাম্ ।
 মদ্যং স্পৃষ্টা চরেৎ কুঙ্কং তদর্কস্ত রজস্বলাম্ ॥ ১৬
 উদক্যাং স্তৃতিকং বিপ্র-উচ্ছিষ্টঃ স্পৃশতে যদি ।
 কুঙ্কার্কস্ত চরেদ্বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥ ১৭
 চাণ্ডালৈঃ স্বপচৈর্কাপি আত্রেয়ী স্পৃশতে যদি ।
 শেষোহাৎ ফালকৃষ্টেন পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৮
 উদক্যা ব্রাহ্মণী শূদ্রামুদক্যাং স্পৃশতে যদি ।
 অহোরাত্রোষিতা ভূষা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৯
 এবঞ্চ ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং ব্রাহ্মণী চেদ্রজস্বলাম্ ।
 সচেলপ্লবনং কুত্বা দিগন্তান্তে যুতং পিবেৎ ॥ ২০
 স্ববর্ণেষু তু নারীণাং সদ্যঃ স্নানং বিধীয়তে ।
 এবমেব বিওক্তিঃ স্ত্রীদাপত্তবোধোহবীশ্বনুনিঃ ॥ ২১
 ইত্যাপত্তস্বীয়ৈ ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

ভগ্ননা শুধ্যতে কাংস্তং সুরমা যন্ন লিপ্যতে ।
 সুরাবিগ্নং ত্রয়ং স্পৃষ্টং শুধ্যতে তাপলেথনৈঃ ॥ ১
 গবাস্তাতানি কাংস্তানি শুদ্ধোচ্ছিষ্টানি যানি তু ।
 দশভিঃ ক্ষাটৈঃ শুধ্যন্তি স্বকাকোপহতানি চ ॥ ২
 শৌচং স্ববর্ণনারীণাং বায়ুস্বর্ঘ্যেন্দ্রশ্মিভিঃ ॥ ৩
 রৈতঃ স্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকস্ত প্রছ্যতি ।
 অস্তিমূর্ধা চ তন্মাত্রং প্রক্ষাল্য চ বিশুধ্যতি ॥ ৪
 শুদ্ধমন্নমবিপ্রস্ত পঞ্চরাত্রোণ জীর্ঘ্যতি ।
 অন্নং ব্যাক্ষণসংযুক্তমর্দ্ধমাসেন জীর্ঘ্যতি ॥ ৫
 পয়স্ত দধি মাসেন যগ্নাসেন যুতং তথা ॥
 সস্বৎসরেণ তৈলস্ত কোষ্ঠে জীর্ঘ্যতি বা নবা ॥ ৬
 ভূগ্নতে যে তু শূদ্রাঃ সাসমেকং নিরস্তরম্ ।
 ইহ জঘনি শূদ্রস্তং জায়ন্তে তে যুতাঃ শুনি ॥ ৭
 শূদ্রাঃ শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণৈব সহাসনম্ ।
 শূদ্রাং জ্ঞানাগমঃ কঞ্চিজ্জলস্তমপি পাতয়েৎ ॥ ৮
 আহিতায়িস্ত যোবিপ্রঃ শূদ্রান্নান নিবর্ততে ।
 তথা তস্ত প্রণশ্ন্তি আত্মা ব্রহ্ম ত্রয়োহময়ঃ ॥ ৯
 শূদ্রায়েন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোহবিগচ্ছতি ।
 যগ্নানং তস্ত তে পুত্রা অন্নাক্ষুত্রস্য সন্তবঃ ॥ ১০
 শূদ্রায়েনোদরস্থেন যঃ কশ্চিনত্রিয়েতে দ্বিজঃ ।
 স ভবেচ্ছকরো গ্রামেয়ামৃতঃ স্বা বাথ জায়তে ॥ ১১
 ব্রাহ্মণস্য সদা ভুক্তো ক্ষত্রিয়স্য তু পর্কণি ।
 বৈশ্যস্য যজ্ঞদীক্ষায়াং শূদ্রস্য ন কদাচন ॥ ১২
 অমৃতং ব্রাহ্মণ্যন্নং ক্ষত্রিয়স্য পয়ঃ স্নাতম্ ।
 বৈশ্যস্যাপ্যন্নমেবাম্নং শূদ্রস্য কুধিরং স্নাতম্ ॥ ১৩
 বৈশ্বদেবেন হোমেন দেবতাভ্যর্চনৈর্জ্ঞপৈঃ ।
 অমৃতং তেন বিপ্রান্নমৃগযজুঃসামসংস্কৃতম্ ॥ ১৪
 ব্যবহারাহুরূপেণ ধর্ম্মেণ চ্ছলবর্জিতম্ ।
 ক্ষত্রিয়স্য পয়স্তেন ভূতানাং ষষ্ঠ পালনম্ ॥ ১৫
 স্বকর্ম্মণা চ বৃষভৈরহস্য ত্যাগ্যশ্রুতিতঃ ।
 ধলঘজ্ঞাতিখিৎসেন বৈশ্যারস্তেন সংস্কৃতম্ ॥ ১৬
 অজ্ঞানতিমিরাক্ষস্য মদ্যপানরতস্য চ ।
 কুধিরং তেন শূদ্রাঃ বিধিমন্নবিবর্জিতম্ ॥ ১৭
 আমায়াং মধু যুতং ধান্যঃ ক্ষীরং তথৈব চ ।
 গুড়ং তক্রং সমং গ্রাহ্যং নিবৃত্তেনাপি শূদ্রতঃ ॥ ১৮
 শাকং মাংসং মৃগালানি তুষ্ণকঃ শক্তবস্ত্রিণাঃ ।
 রসাঃ ফলানি পিণ্ড্যকং প্রতিগ্রাহ্য হি সর্বতঃ ॥ ১৯
 আপৎকাল তু বিপ্রোণ ভূতং শূদ্রগৃহে যদি ।
 মনস্তাপেন শুধ্যত ক্রপদাং বা শতং ক্রপেৎ ॥ ২০

দ্রব্যপাণিচ্চ শূদ্রেণ স্পৃষ্টোচ্ছিষ্টেন কৰ্হিচিং ।
তদ্বিজ্ঞেন নভোক্তব্যমাপত্ত্বোহত্রবীন্মুনিঃ ॥২১

ইতাপত্ত্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রেহষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

ভুগ্নানন্ত তু বিপ্রস্ত কদাচিং অবতে ওদম্ ।
উচ্ছিষ্টদ্যাওচেষ্টস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥ ১
পূর্নং শৌচস্ত নিবর্ত্য ততঃ পশ্চাৎপশ্পশেৎ ।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ২
অশিষা সর্কমেবান্নমকৃষ্মা শৌচমায়নঃ ।
মোহাভুক্তা ত্রিরাত্রস্ত যবান্ পীত্বা বিণ্ডুযতি ॥ ৩
প্রস্থতং যবশস্যেন পলমেকস্ত সপিষা ।
পলানি পঞ্চ গোমূত্রং নাতিরিক্তবদাশয়েৎ ॥ ৪
অপেহানামপেয়ানামভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণে ।
রেতোমূত্রপূরীষাণাং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥ ৫
পদ্মোদ্বহরবিষাচ্চ কুশাখপলাশকঃ ।
এতেষামৃদকং পীত্বা বাতুদ্রেণ বিণ্ডুযতি ॥ ৬
যে প্রত্যবসিতা বিপ্রাঃ প্রজ্ঞায়াঞ্জিলাদিবু ।
অনাশকনিবৃত্তাচ্চ গৃহস্থং চিকীৰ্ষতঃ ॥ ৭
চরয়ুদ্রীণি কুজ্জাণি ত্রীণি চান্দ্ৰায়ণানি বা ।
জাতকর্ণাদিভিঃ সর্কৈঃ পুনঃ সংস্কারভাগিনঃ ।
তেবাং সাস্তপনং কুজ্জং চান্দ্ৰায়ণমথাপিবা ॥ ৮
যদেষ্টিতং কাকবলাকচিঠৈ-
রমেধ্যলিপ্তঞ্চ ভবেচ্ছরীরম্ ।
শ্রোত্রে মুখেচ প্রবিশেচ্চ সম্যক্
স্থানেন লেপোপহত্য শুদ্ধিঃ ৯
উর্দ্ধং নাভেঃ করৌ মুক্তা যদঙ্গমুপহন্ততে ।
উর্দ্ধং স্থানমধঃ শৌচং মার্জনেনৈব শুধ্যতি ॥ ১০
উপানহাবমেধ্যং বা যস্য সংস্পৃশতে মুখম্ ।
মৃত্তিকাকোষধনং স্থানং পঞ্চগব্যং বিশোধনম্ ॥ ১১
দশাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো জন্মস্থানৌ স্বযোনিবু ।
ষড়্ভিত্তিভিন্নৈথেকেন ক্ষত্রবিট্শূদ্রয়োনিবু ॥ ১২
উপনীতং যদা ভুগ্নং ভোক্তারং সমুপস্থিতম্ ।
অপীতবৎ সমুৎসৃষ্টং ন দদ্যাত্নৈব হোময়েৎ ॥ ১৩
অগ্নে ভোজনসম্পন্নে মক্ষিকাকেশদৃষিতে ।
অনন্তরং স্পৃশেদাপত্ত্বাক্সং ভক্ষ্যন স্পৃশেৎ ॥ ১৪
ওক্ষমাংসময়ং চাম্ভং শূদ্রাণং বাপ্যকামিতঃ ।
ভুক্তা কুজ্জংচরেবিশ্রোজ্ঞানাং কুজ্জত্রয়ং চরেৎ ॥ ১৫
অভুক্তে মুক্ততে যচ্চ ভুগ্নং যশ্চাপি মুচ্যতে ।

ভোক্তাচভোজকটৈবপঙ্ক্ত্যাগচ্ছতিহৃক্ তম্ ॥১৬
যচ্চ ভুক্তোক্তে তু ভুক্তং বা হৃষ্টং বাপি বিশেষতঃ ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৭
উদকে চোদকস্থস্ত স্থলস্থচ্চ স্থলে শুচিঃ ।
পাদৌ স্থাপ্যোভয়ত্রৈব আচংভোয়াময়তঃ শুচিঃ ॥১৮
উত্তীর্ণ্যচম্য উদকাদবতীর্ণ্য উপস্পৃশেৎ ।
এবস্ত শ্রেয়সা যুক্তো বরুণেনাভিপূজ্যতে ॥ ১৯
অধ্যাগারে গবাং গোষ্ঠে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ ।
স্বাধ্যায়ে ভোজনে চৈব পাছকানাংবিসর্জনম্ ॥২০
জন্মপ্রভৃতিসংস্কারে শ্মশানান্তে চ ভোজনম্ ।
অসপিষ্টৈর্গনৈর্কর্তব্যং চূড়াকার্যে বিশেষতঃ ॥ ২১
যাজকাম্ভং নবশ্রাদ্ধং সগ্রহে চৈব ভোজনম্ ।
স্ত্রীণাং প্রথমগর্ভে চ ভুক্ত্বা চান্দ্ৰায়ণং চরেৎ ॥ ২২
ব্রহ্মোদনে চ শ্রাদ্ধে চ সৌমস্তোম্রয়নে তথা ।
অন্নশ্রাদ্ধে মৃতশ্রাদ্ধে ভুক্ত্বা চান্দ্ৰায়ণং চরেৎ ॥২৩
অপ্রজাতা তু নারী স্যাম্নান্নীয়াদেব তদগ্ৰহে ।
অথ ভুক্ত্বা মোহাদ্ যঃ পুয়সং নরকং ব্রজেৎ ॥২৪
অন্নেনাপি হি শুক্লেন পিতা কন্যাং দদাতি যঃ ।
যৌরবে বহুবর্ষাণি পুরীষং মূত্রমগ্নুতে ॥ ২৫
স্ত্রীধনানি চ যে মোহাদ্ধপজীবন্তি বান্ধবাঃ ।
স্বর্ণং যানানি বস্ত্রাণি তে পাণ্যাস্ত্যাদ্যোগতিম্ ॥২৬
রাজ্যং তেজস্বাদ্যন্তে শূদ্রাণং ব্রহ্মবর্চসম্ ।
অসংস্কৃতস্ত যোভুক্তোক্তে স ভুক্তোক্তে পৃথিবীমলম্ ॥২৭
মৃতকে মৃতকে চৈব গৃহীতে শশিভাস্বরে ।
হস্তিচ্ছায়ান্ত যোভুক্তোক্তেগাপঃসপুরুষো ভবেৎ ॥২৮
পুনর্ভূঃ পুনরিত্য চ রেতোধা কামচারিণী ।
আসাং প্রথমগর্ভেবু ভুক্ত্বা চান্দ্ৰায়ণং চরেৎ ॥ ২৯
মাতৃগ্নশ্চ পিতৃগ্নশ্চ ব্রহ্মহো গুরুতমগ্নঃ ।
বিশেষান্ত্রকমেতেয়াং ভুক্ত্বা চান্দ্ৰায়ণং চরেৎ ॥৩০
রজকব্যাদশৈলুষবেগুচর্মোপজীবিনাম্ ।
ভুক্তৈর্বাং ব্রাহ্মণচাম্ভং শুদ্ধিঃ চান্দ্ৰায়ণেন তু ॥৩১
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩২
ব্রাহ্মণস্ত সদাকাণং শূদ্রে প্রেষণকারিণঃ ।
ক্রমাবন্নং প্রদাতব্যং যথৈব স্বা তথৈব সঃ ॥ ৩৩
অনুদকেষ্বরণ্যে চৌরব্যাত্মাকুলে পথি ।
কৃষা মূত্রং পুরীষঞ্চ দ্রব্যাহস্তঃ কথং শুচিঃ ॥ ৩৪
ভূমাবন্নং প্রতিষ্ঠাপ্য কৃষা শৌচং যথার্থতঃ ।
উৎসঙ্গে গৃহ পকায়মুপস্পৃশ্য ততঃ শুচিঃ ॥ ৩৫
মুদ্রোচ্চারং দ্বিজঃ কৃষা অকৃষা শৌচমায়নঃ ।

মোহাকুজ্ঞা ত্রিরাত্রস্ত গব্যং পীত্বা বিমুখ্যতি ॥ ৩৬ ॥
 উদক্যং যদি গচ্ছতু ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ ।
 চান্দ্রায়ণেন শুধ্যত ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ ॥ ৩৭ ॥
 ভুক্তোচ্ছিষ্টম্নাচাস্তশ্চাণ্ডালৈঃ খুপচেন বা ।
 প্রমাদাদ্ যদি সংস্পৃষ্টো ব্রাহ্মণো জ্ঞানহর্ষলঃ ৩৮
 নাস্তা ত্রিববনং নিত্যং ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ ।
 স ত্রিরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩৯ ॥
 চণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টো যশাপঃ পিবতি দ্বিজঃ ।
 অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা ত্রিববনেন শুধ্যতি ॥ ৪০ ॥
 সায়াং প্রাতঃস্বহোরাহং পানং কৃচ্ছত তং বিহুঃ ।
 সায়াং প্রাতস্তথৈবৈকং দিনম্বয়মযাচিতম্ ॥ ৪১ ॥
 দিনম্বয়ঞ্চ নারীয়াং কচ্ছার্কিং তদ্বিধীয়তে ।
 প্রায়শ্চিত্তং লবু হেতুন্ন্যায়েষু তু যথার্থতঃ ॥ ৪২ ॥
 কৃষ্ণাজিনতিলাগ্রাণী হস্ত্যখানাঞ্চ বিক্রয়ী ।
 প্রেতনির্ধাতকশ্চৈব ন ভূয়ঃ পুরুষোভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
 ইত্যাপত্তম্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

আচাস্তোহপ্যণ্ডচিত্তাবদ্ যাবদ্যোদ্ধি যতেজগম্ ।
 উদ্ধতেহপ্যণ্ডচিত্তাবদ্ যাবদুদ্ভূমিন লিপ্যতে ॥ ১ ॥
 ভূমাবপি চ লিপ্তায়াং তাবৎ সাদণ্ডিচিঃ পুমান্ ।
 আসনানুপিতস্তস্মাদ্ যাবন্নাক্রমতে মহীম্ ॥ ২ ॥
 ন যমং যমমিত্যাহরাত্মা বৈ যম উচ্যতে ।
 আত্মা সংযমিতো যেন তং যমঃ কিং করিষ্যতি ৩
 ন তথাসিত্থা তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা হ্রদিষ্ঠিতঃ ।
 যথা ক্রোধোহি জন্তুনাং শরীরস্থো বিনাশকঃ ॥ ৪ ॥
 ক্ষমা গুণোহি জন্তুনাং হানিমুত্রসুখপ্রদঃ ।
 একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে ।
 যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মত্বতে জনঃ ॥ ৫ ॥

ন শক্তিশাস্ত্রাভিরতস্ত মোক্ষো
 ন চৈব রম্যাবসথপ্রিয়স্ত ।
 ন ভোজনান্চ্ছাদনতং পরস্ত
 একান্তশীলস্ত দৃঢ়ব্রতস্ত ॥ ৬ ॥
 মোক্ষো ভবেৎ প্রীতিনিবর্তকস্ত
 অধ্যায়যোগৈককরতস্য সম্যক্ ।
 মোক্ষো ভবেন্নিত্যমহিংসকস্য
 স্বাধ্যায়যোগাগতমানসস্ত ॥ ৭ ॥
 ক্রোধযুক্তো যদ্ যজতে যজ্ঞহোতি যদর্কতি ।
 সর্কং হরতি তত্তস্য আমকুন্ডইবোদকম্ ॥ ৮ ॥
 অপমানান্তপোবুদ্ধিঃ সম্মানান্তপসঃ ক্ষয়ঃ ।
 অর্চিতঃ পূজিতো বিপ্রো দুহ্মা গৌরবদীদতিঃ
 আপ্যায়তে যথা ধেমুস্তৃণৈরমৃতসম্ভবৈঃ ।
 এবং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ পুণ্যৈরাপ্যায়তে দ্বিজঃ ॥ ১০ ॥
 মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরজব্যাপি লোষ্ট্রবৎ ।
 আত্মবৎ সর্কভূতানি যঃ পশুতি স পশুতি ॥ ১১ ॥
 রজকব্যাদশৈলুষবৎ চক্ষুশ্চোপজীবিনাম্ ।
 যোভুঙক্তেভক্তমেতেষাং প্রাজাপত্যং বিশোধনম্
 অগম্যগমনং কৃত্বা অভক্ষ্য চ ভক্ষণম্ ।
 শুদ্ধিং চান্দ্রায়ণং কৃত্বা অথবোক্তং তথৈব চ ॥ ১৩ ॥
 অগ্নিহোত্রং ত্যজ্জেদ যন্ত স নরোবীরহা ভবেৎ ।
 তস্য শুদ্ধির্বিধাতব্যো নাস্তা চান্দ্রায়ণাদৃতে ॥ ১৪ ॥
 বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরামৃতহৃতকে ।
 সদঃ শুদ্ধিং বিজানীয়াৎ পূর্ক্সংসঙ্কলিতং চরেৎ ॥ ১৫ ॥
 দেবজ্ঞোপায়াং বিবাহেষু যজ্ঞেষু প্রততেষু চ ।
 কল্লিতং সিদ্ধমহ্নাদাৎ নাশোচং যতহৃতকে ॥ ১৬ ॥
 ইত্যাপত্তম্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

সম্বর্ত্ত সংহিতা ।

সম্বর্ত্তমেকমাসীনমাস্যবিদ্যাপরায়ণম্ ।
 ঋষয়স্তু সমাগম্য পপ্রচ্ছদ্র্যকাজ্জিগঃ ॥ ১
 ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামঃ শ্রেয়স্কৰ্ম্ম দ্বিজোত্তম ।
 যথাবদ্র্ম্মমাচক্ষু গুভাগুভবিবেচনম্ ॥ ২
 বামদেবাদয়ঃ সৰ্কে তমপূচ্ছন্ মহোৎসবম্ ।
 তানব্রবীন্মুনীন্ সৰ্গান্ প্রীতাত্মা শ্রয়তামিতি ॥ ৩
 স্বভাবাদ যত্র বিচরেৎ কৃষ্ণসারঃ সদা যুগঃ ।
 ধৰ্ম্মাদেশঃ স বিজ্ঞেয়ো'দ্বিজানাং ধৰ্ম্মসাধনম্ ॥ ৪
 উপনীতঃ সদা বিপ্রো গুরোস্ত হিতমাচরেৎ ।
 স্রগ্গন্ধমধুমাংসানি ব্রহ্মচারী বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥ ৫
 সন্ধ্যাং প্রাতঃ সনস্কত্রামুপাসীত যথাবিধি ।
 সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামব্ধান্তমিতভাস্করে ॥ ৬
 তিষ্ঠন্ পূৰ্ণাং জপং কুর্যাদব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
 আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাংজপংকুর্যাদতজ্জিতঃ ॥ ৭
 অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাম্নোবাবী তদনন্তরম্ ।
 ততোহধীযীত বেদস্ত বীক্ষমাণো গুরোন্মুখম্ ॥ ৮
 এণবং প্রাক্ প্রযুজীত ব্যাহতিস্তদনন্তরম্ ।
 গায়ত্রীঞ্চাহপূৰ্বেণ ততোবেদং সুমারভেৎ ॥ ৯
 হস্তৌ স্নসংযতৌ কার্ঘ্যৌ জাহৃত্যামুপরিস্থিতৌ ।
 গুরোরনুমতং কুর্য্যাৎ পঠন্নাত্মমতিভবেৎ ॥ ১০
 সায়াং প্রাতস্ত ভিক্ষেত ব্রহ্মচারী সদা ব্রতী ।
 নিবেদ্যগুরবেহন্নীয়াংপ্রান্থখোবাগ্ৰতঃশুচিঃ ॥ ১১
 সায়াং প্রাতঃদ্বিজাতীনামশনং শ্রুতিচোদিতম্ ।
 নাস্তরা ভোজনং কুর্যাদগ্নিহোত্রসনো বিধিঃ ॥ ১২
 আচম্যৈব তু ভুক্তীত ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেদব্ধিজঃ ।
 অনাচাস্তস্তযোহন্নীয়াংপ্রায়শ্চিত্তীয়তে তু সঃ ॥
 অনাচাস্তঃ পিবেদব্ধস্ত যোহপিবা ভক্ষয়েদব্ধিজঃ ।
 গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্ত জপং কৃৎবা বিগুধ্যতি ॥ ৪
 অরুচ্যা পাদশৌচস্ত তিষ্ঠন্ মুকুশিখোহপিবা ।
 বিনা যজ্ঞোপবীতেন আচাস্তোহপ্য শুচিবিজঃ ॥ ২৫
 আচামেদ ব্রাহ্মতীর্থেন সোপবীতী হৃদমুখঃ ।
 উপবীতীবিধ্বোনিত্যংপ্রান্থখোবাগ্ৰতঃশুচিঃ ১৬

জলে জলস্থ আচামেৎ স্থলাচাস্তোবহিঃ শুচিঃ ।
 বহিরস্তস্থ আচাস্ত এবং শুক্টিমবাগ্ৰুয়াৎ ॥ ১৭
 আমনিবন্ধনাদ্ধস্তৌ পাদাবস্তির্বিশোধয়েৎ ॥ ১৮
 অশব্দাভিরহুষ্ফাভিঃ স্ববর্ণরসগন্ধিভিঃ ।
 হৃদগতাভিরফেনাভিজ্জিহ্বচতুর্দান্তিরাচমেৎ ।
 পরিমৃজ্য দ্বিরাশ্রস্ত দ্বাদশাঙ্গানি চ স্পৃশেৎ ॥ ১৯
 স্নাত্বা পীত্বা তথা ভুক্ত্বা স্পৃষ্ট্বা চৈব দ্বিজোত্তমাঃ ।
 অনেন বিধিনা বিপ্রজাচাস্তঃ শুচিতানিয়াৎ ॥ ২০
 শূদ্রঃ শুধ্যতি হস্তেন বৈশ্ণো দন্তেনু বারিভিঃ ।
 কণ্ঠাগতেঃ ক্ষত্রিয়স্ত আচাস্তঃ শুচিতা মিয়াৎ ॥ ২১
 আসনারূঢ়পাদশ্চ কৃতাবসক্থিকস্তথা ।
 আরূঢ়পাদকো বাপি ন শুধ্যতি কদাচন ॥ ২২
 উপাসীত ন চেৎ সন্ধ্যামগ্নিকার্য্যং নবা কৃতম্ ।
 গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্ত জপেৎ স্নাত্বা সনাহিতঃ ॥ ২৩
 স্ততকান্নং নবশ্রাদ্ধং মাসিকান্নং তর্থেব চ ।
 ব্রহ্মচারী তু যোহন্নীয়াজিরাভেগৈব শুধ্যতি ॥ ২৪
 ব্রহ্মচারী তু যো গচ্ছেৎ দ্বিয়ং কামপ্রপীড়িতঃ ।
 প্রাজাপত্যং চরেৎ কচ্ছনথৈবকং স্ন্যস্তিতঃ ॥ ২৫
 ব্রহ্মচারী তু যোহন্নীয়াগ্নমধুমাংসং কথঞ্চন ।
 প্রাজাপত্যস্ত কৃত্বাসৌ মৌজীহোমেনশুধ্যতি ॥ ২৬
 নির্ৰূপেচ্চ পুরোডাশং ব্রহ্মচারী চ পৰ্জিণি ।
 মন্থেঃ শাকলহোমাতৈস্তরয়াবাজ্যঞ্চ হোময়েৎ ॥ ২৭
 ব্রহ্মচারী তু যঃ স্বন্ধেৎ কামতঃ শুক্রমায়নঃ ।
 অবকীর্ণী ব্রতং কুর্য্যাৎ স্নাত্বা শুধ্যেদকামতঃ ॥ ২৭
 ভিক্ষাটনমতঃ কৃৎবা স্বহো হোকাশ্বনঃ শ্রুতিঃ ।
 অন্নাত্মা চৈব যোভুক্তংক্রেণ্যয়ত্র্যষ্টপতংজপেৎ ॥ ২৯
 শূদ্রহস্তেন যোহন্নীয়াংপানীয়ং বা পিবেৎ কচিৎ ।
 অহোরাত্রোঘিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩০
 শুকপয়ু'ঘিতোজিষ্টং ভুক্ত্বাং কেশদূষিতম্ ।
 অহোরাত্রোঘিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩১
 শূদ্রাণাং ভাজনে ভুক্ত্বা ভুক্ত্বা বা ভিন্নভাজনে ।
 অহোরাত্রোঘিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩২

দিবা অপতি যঃ স্বহো ব্রহ্মচারী কথঞ্চন ।
 স্নাত্বা সূৰ্য্যং সমভ্যর্জ্য গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ ॥৩৩
 এষ ধর্মঃ সমাখ্যাতঃ প্রথমোশ্রমবাসিনাম্ ।
 এবং সংবর্ত্তমানস্ত প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৩৪
 অথ বিজ্ঞোহত্যহুজ্ঞাতঃ সর্বগং স্ত্রিয়মুদহেৎ ।
 কুলে মহতি সজুতাং লক্ষণৈশ্চ সমম্বিতাম্ ।
 ব্রাহ্মণৈব বিবাহেন শীলরূপগুণাবিতাম্ ॥ ৩৫
 পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ কুর্যাদহরহর্বিজঃ ।
 ম হাপয়েৎ কচিদ্বিপ্রঃ শ্রেয়স্কাং কদাচন ॥৩৬
 হানিং তস্য তু কুর্বীত সদা মরণক্লম্বনোঃ ॥ ৩৭
 বিপ্রো দশাহমাসীত দানাদ্যয়নবজ্জিতঃ ।
 ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশৈব তু ।
 শূদ্রঃ শুধ্যতি মাসেন সম্বৰ্ত্তবচনং যথা ॥ ৩৮
 প্রেতস্ত তু জলং দেয়ং স্নাত্বা চ গোত্রজৈর্জহিঃ ।
 প্রথমেহহি তৃতীয়ে চ সপ্তমে নবমে তথা ॥ ৩৯
 চতুর্থে সঞ্চয়ং কুর্য্যাৎ সর্পৈশ্চ গোত্রজৈঃ সহ ।
 ততঃ সঞ্চয়নাদুর্জমক্ষম্পর্শো বিধীয়তে ॥ ৪০
 চতুর্থেহহনি বিপ্রস্ত যষ্ঠে বৈ ক্ষত্রিয়স্য চ ।
 ঋষ্টমে দশমে চৈব স্পর্শঃ স্যাদৈশ্চশূদ্রয়োঃ ॥ ৪১
 জাতস্যাপি বিধিদ্দৃষ্টে এষ এব মনীষিভিঃ ।
 দশরাত্রেণ শুধ্যস্তি বৈশ্বদেববিবজ্জিতাঃ ॥ ৪২
 পুত্রে জাতে পিতুঃ স্নানঞ্চ সচেলস্ত বিধীয়তে ।
 মাতা শুধ্যোদশাহেন স্নাতস্য স্পর্শনং পিতুঃ ॥৪৩
 হোমস্তত্র তু কর্তব্যঃ শুক্লেনে ফলেন চ ।
 পঞ্চযজ্ঞবিধানস্ত ন কার্যং মৃত্যুজন্মনোঃ ॥ ৪৪
 দশাহন্ত পরং সমাগ্ বিপ্রোহধীরীত ধর্মবিৎ ।
 স্নানঞ্চ বিধিনা দেয়মুভাস্তকরং শুভম্ ॥ ৪৫
 যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে ।
 তত্তদগুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৪৬
 নানাবিধানি ত্র্যযানি ধাতানি স্ববহুনি চ ।
 সমুদ্রজানি রত্নানি নরো বিগতকল্মষঃ ।
 দ্বা বিপ্রায় মহতে প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্ ॥৪৭
 গন্ধমাত্তরং মালাং য প্রযচ্ছতি ধর্মবিৎ ।
 স স্নগন্ধঃ সদা হৃষ্টো যত্র তত্রোপজায়তে ॥ ৪৮
 শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় ত্বর্ধিনে চ বিশেষতঃ ।
 যদানং দীয়তে উক্ত্য তত্তবেত্তু মহৎ ফলম্ ॥৪৯
 অহুয় শীলসম্পন্নং প্রেতমাভিজনেন চ ।
 উচির্বিপ্রং মহাপ্রাজ্ঞো হব্যকবোযু পূজয়েৎ ॥৫০
 নানাবিধানি ত্র্যযানি রসবস্তীপসিতানি চ ।
 শ্রেয়স্কামেদেয়ানি স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৫১

বজ্রদাতা স্ববেশঃ স্যাদ্রোপ্যদো রূপমেব হি ।
 হিরণ্যদো মহচ্চারণ ভেত্তেজশ্চ মানবঃ ॥ ৫২
 ভূতান্নপ্রদানেন সর্বকামানবাশ্রয়াৎ ।
 দীর্ঘমায়ুশ্চ লভতে স্বখী চৈব তথা ভবেৎ ॥ ৫৩
 ধাতোদকপ্রদায়ী চ সর্পিদঃ স্বমশ্রুতে ।
 অলঙ্কৃত্য স্তলকারং দত্ত্বা প্রাপ্নোতি তৎফলম্ ॥
 ফলমূলানি বিপ্রায় শাকানি বিবিধানি চ ।
 সুরভীণি চ পুষ্পাণি দ্বা প্রাজঃস জায়তে ॥ ৫৪
 তাশূলং চৈব যো দদ্যাদ্ভ্রাক্ষণেভ্যোবিচক্ষণঃ ।
 মেধাবী হুভগঃ প্রাজ্ঞো দর্শনীশ্চ জায়তে ॥ ৫৫
 পাছুকোপানহৌ ছত্রং শয়নাশাসনানি চ ।
 বিবিধানি চ যানানি দ্বা দিব্যগতির্ভবেৎ ॥ ৫৬
 দদ্যাচ্চ শিশিরে ত্বগ্নিং বহুকাষ্ঠং প্রবস্ত্রতঃ ।
 কাম্যাদিদীপ্তিং প্রাজ্ঞস্বরূপসৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
 ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিণাং রোগশাস্তয়ে ।
 দ্বা স্নাদ্রোগরহিতঃ স্বখী দীর্ঘায়ুরেব চ ॥ ৫৭
 ইক্ষনানি চ বোদদ্যাদ্বিপ্রোভ্যঃ শিশিরাগমে ।
 নিত্যং জয়তি সংগ্রামে শ্রিয়া যুক্তস্ত দীপ্যতে ॥
 অলঙ্কৃত্য তু যঃ কত্যাং বরায় সদৃশায় বৈ ।
 ব্রাহ্মীয়েণ বিবাহেন দদ্যাত্তাত্ত্ব স্পৃজিতাম্ ॥ ৫৮
 স কত্যায়াঃ প্রদানেন শ্রেয়ো বিদ্বতি পুঙ্কলম্ ।
 সাধুবাৎ লভেৎসক্তিঃ কীর্তিং প্রাপ্নোতি পুঙ্কলাম্ ॥
 জ্যোতিষ্টোমাদিসত্রাণাং শতং শতগুণীকৃতম্ ।
 প্রাপ্নোতি পুরুষো দ্বা হোমমন্ত্রৈস্ত সৎকৃতাম্ ॥
 অলঙ্কৃত্য পিতা কত্যাং ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ ।
 দ্বা স্বর্গমবাশ্রোতি পূজিতস্ত সুরাদিযু ॥ ৬৪ ৥
 রোমদর্শনসংপ্রাপ্তে সোমো ভুঙক্তেহথ কল্কং
 রজোদৃষ্ট্য তু গন্ধকঃ কুচৌ দৃষ্ট্য তু পাবকঃ ॥৬৫
 অষ্টবর্ষা ভবেদগোবী নববর্ষা তু রোহিণী ।
 দশবর্ষা ভবেৎ কত্যা অতউল্লং রজস্বলা ॥ ৬৬
 মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠোজাতা তথৈব চ ।
 ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্য কত্যাং রজস্বলাম্ ॥
 তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কত্যাং যাবন্নর্জুমতী ভবেৎ ।
 বিবাহোহষ্টমবর্ষায়াঃ কত্যায়াস্ত প্রশস্ততে ॥ ৬৭
 তৈলমাস্তরণং প্রাজঃ পাদান্ত্রাণং দদাতি যঃ ।
 প্রহৃষ্টমানসো লোকে স্বখী চৈব সদা ভবেৎ ॥
 অনভূহৌ চ যো দদ্যাৎ কীলসীরেণ সংযুতৌ
 অলঙ্কৃত্য যথাসক্ত্য ধূর্জহৌ শুভলক্ষণৌ ॥ ৭০
 সর্বপাপবিমুক্তায়া সর্বকামসমম্বিতঃ ।
 বর্ষাণি বসতি স্বর্গে রোমসংখ্যা প্রমাণতঃ ॥ ৭১

ধর্মুৎ যোষিজে দদ্যাদলকৃত্য পয়স্বিনীম্ ।
 কাংস্তব্রাদিভিত্তিকৃত্য স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৭২
 হুঁমিঃ শত্ৰুবতীঃ শ্রেষ্ঠাঃ ব্রাহ্মণে বেদপারগে ।
 ৥৭৩ দদ্যাদ্ভিপ্রসূতাঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৭৩
 অগ্নেরপত্যঃ প্রথমঃ সুবর্ণঃ
 ভূর্লেক্ষবী সূর্যাসুতাশ্চ গাবঃ ।
 লোকাব্রয়ন্তেন ভবন্তি দত্তাঃ
 যঃ কাঞ্চনং গাঞ্চ মহীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ৭৪
 পাবন্তি শত্ৰুমূল্যানি আরোপ্যাণি চ সর্কশঃ ।
 ব্রহ্মবন্তি বর্ষাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৭৫
 র্বেষামেব দানানামেকজন্মাহুগংফলম্ ।
 ষ্টিকক্ষিতগৌরীধাঃ সপ্তজন্মাহুগং ফলম্ ॥ ৭৬
 যা দদাতি স্বর্গরৌটপ্যাহেমশ্শীমরোগিণীম্ ।
 তৎসং বাসনা বীতাং সুশীলাঙ্গাং পয়স্বিনীম্ ৭৭
 ভ্রাতা বাবন্তি রোমাণি সৎসংমায়াং দিবং গতঃ ।
 গাবর্ষসহস্রাণি স নরো ব্রহ্মণোহস্তিকে ॥ ৭৮
 যা দদাতি বলীবর্দমুক্তেন বিধিনা শুভম্ ।
 বব্যঙ্গং গোপ্রদানেন ফলাদশগুণং ফলম্ ॥ ৭৯
 মদতৃপ্তিমতুলাং বিভূষ্য সর্ববস্তুযু ।
 মদদঃ সুখমাপোতি সুতৃপ্তঃ সর্ববস্তুযু ॥ ৮০
 র্বেষামেব দানানামন্নদানং পরং স্মৃতম্ ।
 র্বেষামেব জন্তুনাং যতন্তজীবিতং ফলম্ ॥ ৮১
 সাদান্নাং প্রজাঃ সর্বাঃ কল্লেকল্লেন্থজং প্রভুঃ ।
 সাদান্নাং পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥৮২
 সাদান্নাং পরং দানং বিদ্যাতে ন হি কঞ্চন ।
 সাদাত্তানি জায়ন্তে জীবন্তি চ ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩
 ত্রিকোণং গৌশকৃদ্ধর্ভাহুপবীতং যথোত্তরম্ ।
 বা গুণাগ্র্যবিপ্রায় কুলে মহতি জায়তে ॥ ৮৪
 বাসঞ্চ যো দদ্যাদিন্ত্রধাবনমেব চ ।
 ত্রিগন্ধসমায়ুক্তো বাক্পটুঃ স সদা ভবেৎ ॥৮৫
 দশৌচস্ত বোদদ্যাত্তথাচ গুদলিঙ্গয়োঃ ।
 ঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রায় শুদ্ধবুদ্ধিঃ সদা ভবেৎ ॥ ৮৬
 ঃ পথ্যমাহারঃ স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্ ।
 ঃ প্রযচ্ছতি রোগিত্যঃ সর্বব্যাবিধিবর্জিতঃ ॥৮৭
 ত্রিমিহুসস্টৈব লবণং ব্যঞ্জনানি চ ।
 রত্নিণি চ পানানি দদ্যাত্তসুখী ভবেৎ ॥ ৮৮
 নৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যক পুণ্যমেতদুদাহৃতম্ ।
 দাদানেন পুণ্যেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৮৯
 সোত্তান্নপ্রদা বিপ্রাঃ সোত্তান্নপ্রতিপূজকাঃ ।
 সোত্তান্ন প্রতিগৃহ্ণন্তি অন্নবন্তি তরজি চ ॥ ৯০

দানান্তেতানি দেহানি স্থানানি চ বিশেষতঃ ।
 দীনাকুরূপণাদিত্যঃ শ্রেয়স্কায়েন ধীমতা ॥ ৯১
 ব্রহ্মচারিযতিভাশ্চ বপনং যন্ত কারয়েৎ ।
 নথকশ্মাদিকটৈব চক্ষুমান্ জায়তে নরঃ ॥ ৯২
 দেবাগারে দ্বিজাঙ্গীনাং দীপং দদ্যাক্ততুপথে ।
 মেধাবিজ্ঞানসম্পন্নচক্ষুমান্ জায়তে নরঃ ॥ ৯৩
 নিত্যো নৈমিত্তিকেকামোতিগান্ দ্বাতৃশক্তিতঃ ।
 প্রজাবান্ পশুমাংসৈশ্চ বনবান্ জায়তে নরঃ ৯৪
 যো দদাত্যর্থিতোবিপ্রৈঃ যন্তং সংপ্রতিপাদিতো ।
 তৃণকাষ্ঠাদিকটৈব গোপ্রদানসমং ভবেৎ ॥ ৯৫
 কৃত্বা গাহুণি কশ্মাণি স্বভাধ্যাপোষণে নরঃ ।
 ঋতুকালান্তিগামোস্তাং প্রাপ্নোতি পরমাংগতিম্ ॥৯৬
 উষিষ্টৈবং গৃহে বিপ্রোদ্বিষ্টীয়াদাশ্রমং পরম্ ।
 বলীপলিতসংযুক্তস্তৃতীয়স্ত সমাশ্রয়েৎ ॥ ৯৭
 গচ্ছেদেবং বনং প্রাঙ্কঃ স্বভাধ্যাং সহচারিণীম্ ।
 গৃহীত্বা চাঘিহোত্রঞ্চ হোমং তত্র ন হাপয়েৎ ॥৯৮
 কুর্ধ্যাক্ষেব পুরোডাশং বনৈশ্চৈধৈধ্যার্থাবিধি ।
 ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাক্ষাঞ্চলফলানি চ ॥ ৯৯
 কুর্ধ্যাদধ্যয়নং নিত্যমগ্নিহোত্রপারায়ণং ।
 ইষ্টিং পার্শ্বায়ণীয়াঞ্চ প্রকুর্ধ্যাৎ প্রতিপর্কস্ব ॥ ১০০
 উষিষ্টৈবং বনে সম্যগ্ধিবিজ্ঞঃ সর্ববস্তুযু ।
 চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেকুতহোমোজিতেজস্রয়ঃ ॥ ১০১
 অগ্নিমান্বনি সংস্থাপ্য দ্বিজঃ প্রব্রজিতোভবেৎ ।
 বেদাভ্যাসরতো নিত্যমান্ববিদ্যাপারায়ণঃ ॥ ১০২
 অষ্টৌ ভিক্ষাঃ সমাদায় স মুনিঃ সপ্ত পঞ্চ বা ।
 অস্তিঃ প্রক্ষাল্য তৎসর্গং ভূজীতচ সমাহিতঃ ॥১০৩
 অরণ্যে নিরুজেন বিপ্রঃ পুনরাসীত ভুক্তবান্ ।
 একাকী চিস্তয়ন্নিত্যং মনোব্যাকায়সংযতঃ ॥ ১০৪
 মৃত্যুঞ্চ নাভিনন্দেত জীবিতং বা কথঞ্চন ।
 কালমেব প্রতীক্ষেত যাবতায়ুঃ সমাপ্যতে ॥১০৫
 সংসেব্য চাশ্রমানেতান্ জিতক্রোধোজিতেজস্রয়ঃ ।
 ব্রহ্মলোকমবাগ্নোতি বেদশাস্ত্রার্থবিদ্বিজঃ ॥ ১০৬
 আশ্রমেযু চ সর্কেযু ভ্যক্তঃ প্রাসঙ্গিকোবিধিঃ ।
 অথাভিবক্ষ্যে পাপানাম্ প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি ॥১০৭
 ব্রহ্ময়শ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতরগণঃ ।
 মহাপাতকিনেষ্টে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥ ১০৮
 ব্রহ্ময়শ্চ বনং গচ্ছেৎ কৃষ্ণবাসজটা ধ্বজী ।
 বস্ত্রান্তেব ফলাভ্যন্নং সর্ককামবিবর্জিতঃ ॥ ১০৯
 ভিক্ষার্থী চ চরেন্দ্রগ্রামং বৈজৈর্ধনি ন জীবতি ।
 চাতুর্কণ্যং চরেন্দ্রেকং খট্টাদীসংযতঃ পূমান্ ॥১১০

গত্বা চাক্ষায়ণং কুর্য্যাতথা চৰ্ম্মোপজীবনীম্ ॥১৫১
 ক্ষত্রিয়মথ বৈশ্যং বা গচ্ছেদ্ব্যং কামমোহিতঃ ।
 তস্ত সাস্তপনং কচ্ছুং তবৎপাপাপনোদকম্ ॥১৫২
 শূদ্রীং তু ব্রাহ্মণোগত্বা মাসং মাসার্দ্ধমেব বা ।
 গোমূত্রাবাকাহারো মাসার্দেন বিণ্ডধ্যতি ॥ ১৫৩
 বিপ্রস্ত ব্রাহ্মণীং গত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ।
 ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়োগত্বা তদেব ব্রতমাচরেৎ ॥ ১৫৪
 নবোগোগমনং কৃত্বা কুর্য্যাক্ষায়ণং ব্রতম্ ॥১৫৫
 গুরোহু হিতরং গত্বা স্বসারং পিতুরেব চ ।
 তস্তা দুহিতরকৈব চরেচ্চাক্ষায়ণং ব্রতম্ ॥ ১৫৬
 মাতুলানীং সনাভিঞ্চ মাতুলস্যাশ্রয়াজং স্নুযাম্ ।
 এতা গত্বা স্ত্রিয়োমোহাং পরাক্ষেণবিণ্ডধ্যতি ॥১৫৭
 পিতৃব্যদারগমনে ভ্রাতৃভাৰ্য্যাগমে তথা ।
 গুৰুতল্পব্রতং কুর্য্যাত্সাত্যা নিষ্কৃতির্নচ ॥ ১৫৮
 পিতৃদারাঃ সমাকুত্ব মাতৃবর্জং নরাধমঃ ।
 ভগিনীং মাতুলসুতাং স্বসারং চাত্মমাতৃজাম্ ।
 এতাস্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ো গত্বা তপ্তকচ্ছুং সমাচরেৎ ॥১৫৯
 মাতরং যোহধিগচ্ছেক সুতাং বা পুত্রবাধমঃ ।
 ভগিনীঞ্চ নিজাং গত্বা নিষ্কৃতির্নো বিধীয়তে ॥১৬০
 কুমারীগমনে চৈব ব্রতমেতং সমাদিশেৎ ।
 পশুবৈশ্ণাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে ॥১৬১
 সখিভাৰ্য্যাং কুমারীঞ্চ স্বজং বা শ্যালিকাং তথা ।
 নিয়মস্থ্যং ব্রতস্থ্যঞ্চ যোহভিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং বিজঃ ।
 স্কুর্য্যাং প্রাকৃতং কচ্ছুং ধেমুং দদ্যাৎ পরস্বিনীম্ ॥১৬২
 রজস্বলাঞ্চ যোগচ্ছেক্ষতিগীং পতিতাস্থতা ।
 তস্য পাপবিণ্ডধ্যর্থমতিকচ্ছুং বিধীয়তে ॥ ১৬৩
 বৈশ্যঞ্চ ব্রাহ্মণোগত্বা কচ্ছুমেকং সমাচরেৎ ।
 এবং শুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা সম্বৰ্ত্তস্য বচোবথা ॥ ১৬৪
 ব্রাহ্মণোব্রাহ্মণীং গত্বা কচ্ছুংগৈকেন শুধ্যতি ॥১৬৫
 কথঞ্চিদব্রাহ্মণীং গত্বা ক্ষত্রিয়েবৈশ্যএব চ ।
 গোমূত্রাবাকাহারী মাসেনৈকেন শুধ্যতি : ১৬৬
 ব্রাহ্মণী শূদ্রসম্পর্কে কথঞ্চিৎ সমুপাগতে ।
 কচ্ছুং চাক্ষায়ণং কুর্য্যাত্ পাবনং পরমং স্বতম্ ॥১৬৭
 চাণ্ডালং পুৰুষকৈব স্বপাকং পতितঃ তথা ।
 এতান্ শ্রেষ্ঠস্ত্রিয়ো গত্বা কুর্য্যাক্ষায়ণব্রতম্ ॥১৬৮
 মতঃপরঞ্চ দুষ্টানাম্ নিষ্কৃতিং শ্রোতুমহর্থ ।
 সম্যস্য হৃদ্যতি : কশ্চিদপত্যার্থং স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ
 স্কুর্য্যাং কচ্ছুনশ্রান্তঃ স্বর্গাস্তদনন্তরম্ ॥ ১৬৯
 বিষাণিশ্চামশবলাভে বামেবং বিনির্দেশেৎ ।
 স্ত্রীণাং তথাঞ্চ চরণে গহ্বাভিগমনেনু চ ।

পততেষু তথৈতেষু প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্বতঃ ॥১৭০
 নৃণাং বিপ্রতিপত্তৌ চ পাবনঃ প্রেতরাড়িহ ॥১৭১
 গোভির্বিপ্রহতে চৈব তথা চৈবান্ধঘাতিনি ।
 নাক্ষপ্রপাতনং কার্য্যং সন্তিঃশ্রেয়োহমুকাক্ষিত্তিঃ ॥
 এষামন্যতমং প্রেতং যো বহেত্তদহেতবে ।
 তথোদকক্রিয়াং কৃত্বা চরেচ্চাক্ষায়ণব্রতম্ ॥ ১৭৩
 তচ্ছবং কেবলং স্পৃষ্টা বস্ত্রং বা কেবলং যদি ।
 পূর্কং কচ্ছাপহারী স্যাদেকাহক্ষপণং তথা ॥ ১৭৪
 মহাপাতকিনাকৈব তথা চৈবান্ধঘাতিনাম্ ।
 উদকং পিণ্ডদানঞ্চ শ্রাদ্ধং চৈব তু যং কৃতম্ ।
 নোপতিষ্ঠতি তং সর্বং রাক্ষসৈর্সিদ্ধপ্রলুপ্যতে ॥১৭৫
 চাণ্ডালৈস্ত হতা যো চ জলদংষ্ট্রী সরীসৃপৈঃ ।
 শ্রাদ্ধমেঘাং ন কর্তব্যং ব্রহ্মদণ্ডহতাশ্চ যো ॥ ১৭৭
 কৃত্বা মূত্রং পুরীষং বা ভূকোচ্ছিষ্টতথা বিজঃ ।
 ঋদিপ্পৃষ্টো জপেদেব্যাঃ সহস্রং স্নানপূর্বকম্ ॥১৭৭
 চাণ্ডালং পতিতং স্পৃষ্টা শবমন্ত্যজমেব চ ।
 উদক্যাং স্তৃতিকানারীংসবাসাঃ স্নানমাচরেৎ ॥১৭৮
 অস্পৃশ্যং সংস্পৃশেদ্যস্ত স্নানং তেন বিধীয়তে ।
 উর্দ্ধমাসন্নং প্রোক্তং দ্রব্যণাং প্রোক্ষণং তথা ॥১৭৯
 চাণ্ডালাদ্যস্ত সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টাশ্চ বিজোত্তমঃ ।
 গোমূত্রাবাকাহারঃ বড়্রাজেণ বিণ্ডধ্যতি ॥ ১৮০
 শুনা পুষ্পবতী স্পৃষ্টা পুষ্পবত্যাশ্রয়া তথা ।
 শেবাশ্রয়ানুপবসেৎ স্নাতা শুধ্যেদ্যতশনাং ॥১৮১
 চাণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীত্বা কৃপগতং জলম্ ॥
 গোমূত্রাবাকাহারস্ত্রিরাশ্রেণ বিণ্ডধ্যতি ॥ ১৮২
 অন্ত্যজৈঃ স্বীকৃতে তীর্থৈ তড়াগেষু নদীষু চ ।
 শুধ্যতে পঞ্চগব্যেন পীত্বা তোয়মকামতঃ ॥ ১৮৩
 সূরাঘটপ্রপাতোয়ং পীত্বাকৃশজলং তথা ।
 অহোরাত্রোষিতোভূত্বাপঞ্চগব্যং পিবেদ্বিজঃ ॥১৮৪
 কূপে বিগ্নদ্রুসংস্পৃষ্টে প্রাশ্য চাপো বিজাতয়ঃ ।
 ত্রিরাশ্রেণ বিণ্ডধ্যস্তি কুস্তে শাস্তপনং স্বতম্ ॥১৮৫
 বাপীকৃপতড়াগানাং দূষিতানাং বিশোধনম্ ।
 অপাং ঘটশতোদ্ধারঃ পঞ্চগব্যঞ্চ নিষ্কপেৎ ॥১৮৬
 আবিতৈকশফোষ্ট্রীণাং ক্ষীরংপ্রাশ্য বিজোত্তমঃ ।
 তস্য শুদ্ধিবিধানায় ত্রিবাহুং যাবকং পিবেৎ ॥১৮৭
 স্ত্রীক্ষীরমাজিকং পীত্বা সন্ধিগ্রন্থৈশ্চ বণ্ডোঃ পয়ঃ ।
 তস্য শুদ্ধিস্ত্রিরাশ্রেণ বিড়্ভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণে ১৮৮
 বিগ্নভক্ষণে চৈব প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ।
 ঋকাকোচ্ছিষ্টগোচ্ছিষ্টভক্ষণে তু ত্র্যহঃ বিজঃ ॥১৮৯
 বিড়ালমূষিকোচ্ছিষ্টে পঞ্চপব্যং পিবেদ্বিজঃ ।

শ্রুদোচ্ছিষ্টং তথা ভুক্ত্যভিরাগ্রে শৈব শুধ্যতি ১৯০
 পলাগুলগুনং জম্বু। তথৈব গ্রামকুকটম্ ।
 ছত্রাকং বিড়বরাহঞ্চ চরেচ্চাক্ষায়ণং বিজঃ ১৯১
 মানবঃ শ্বখরোষ্ট্রাণাং কপেৰ্গোমায়ুক্কয়োঃ ।
 প্রাশ্ত মূত্রং পুরীষং বা চরেচ্চাক্ষায়ণব্রতম্ ১৯২
 অন্নং পয়ূৰ্বিতং ভুক্ত্য। কেশকীটৈরুপকৃতম্ ।
 পতিতৈঃ প্রেক্ষিতং বাপি পঞ্চগব্যং পিবেদবিজঃ ১৯৩
 অন্ত্যজাতাজনে ভুক্ত্য। হৃদকাতাজনেহপি বা ।
 গোমূত্রযাবকাহারী মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ১৯৪
 গোমাংসং মাছুযকৈব শুনোহস্তাং সমাহিতম্ ।
 অভক্ষ্যমেতৎ সৰ্ব্বভুত্ৰ। চাক্ষায়ণং চরেৎ ১৯৫
 চাণ্ডালস্য করে বিপ্রঃ শ্বপাকে পুরুসেহপি বা ।
 গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ১৯৬
 পতিতেন হুস্পর্কে মাসং মাসার্দ্ধমেব বা ।
 গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ১৯৭
 যত্র যত্র চ সন্ধীর্ণমাত্মানং মন্যতে বিজঃ ।
 তত্র কার্য্যভিত্তিহোমো গায়ত্র্যা বর্ত্তনং তথা ১৯৮
 এব এব ময়া প্রোক্তঃ প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ শুভঃ ।
 অনাশিষ্টেষু পাপেষু প্রায়শ্চিত্তং তথোচ্যতে ১৯৯
 দানৈর্হোমৈর্জপৈর্নিত্যং প্রাণায়ামৈর্বিজোত্তমঃ ।
 পাতকেভ্যঃ প্রমুচ্যেত বেদাভ্যাসাম্ সংশয়ঃ ২০০
 হুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ ।
 নাশয়ন্ত্যাপাণানি হস্তজন্মকৃতাত্তপি ২০১
 তিলধেহুঞ্চ যো দদ্যাৎ সংযতায় বিজ্ঞাননে ।
 ব্রহ্মহত্যাাদিভিঃ পাপৈশ্চ মুচ্যেত নাত্র সংশয়ঃ ২০২
 মাঘমাসে তু সংপ্রাপ্তে পৌর্ণমাস্তামুপাষিতঃ ।
 ব্রাহ্মণেভ্যস্তিলান্ দদ্বা সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত ২০৩
 উপবাসী নরো ভূষা পৌর্ণমাস্যঞ্চ কাস্তিকৈ ।
 হিরণ্যং বজ্রমন্নং বা দদ্বা মুচ্যেত দুষ্কৃতৈঃ ২০৪
 অমাবাস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিঞ্চ বিশেষতঃ ।
 এতাস্থাঃ প্রশস্তান্তিথ্যো ভাহুবরন্তথৈব চ ২০৫
 অত্র দ্বানং জপো হোমো ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্
 উপবাসন্তথা দানমৈকৈকং পাবয়েরন্নম্ ২০৬
 দ্বাতঃ শুচির্যোতবাসাঃ শুদ্ধান্না বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 সাধিকং ভাবমাপ্রিত্য দানং দদ্যাৎ চক্ষুঃ ২০৭
 সপ্তব্যাহতিভির্হোমো দ্বিভৈঃ কার্ণো হিতাত্তিভিঃ
 উপপাতকসিদ্ধার্থং সহস্রপরিসংখ্যয়া ২০৮

মহাপাতকসংযুক্তো লক্ষ্যহোমং সদা বিজঃ ।
 মুচ্যতে সৰ্ব্বপাপেভ্যোগায়ত্র্যাষ্টৈশ্চ জপনাম্ ২০৯
 অত্যসেচ্চ মহাপুণ্যং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।
 গন্ধারণো নদীতীরে সৰ্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে ২১০
 দ্বাদ্বা চ বিধিবদ্ভক্ত প্রাণানারম্য বাগ্ভবতঃ ।
 প্রাণায়ামৈশ্চিত্তিঃ পূতো গায়ত্রীভক্তপেদ্বিজঃ ২১১
 অক্লিন্নবাসাঃ স্থলগঃ শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ।
 পবিত্রপাণিরাচাক্তো গায়ত্র্যা জপমারভেৎ ২১২
 ঐশ্বিকামুয়িকং লোকে পাপং সৰ্বং বিশেষতঃ ।
 পঞ্চরাত্রেণ গায়ত্রীং জপমানো ব্যাপোহতি ২১৩
 গায়ত্র্যাশ্চ পরং নাস্তি শোধনং পাপকৰ্ম্মণাম্ ২১৪
 মহাব্যাহতিসংযুক্তাং প্রাণায়ামেন সংযুতাম্ ।
 গায়ত্রীং প্রজপন্ বিপ্রঃ সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত ২১৫
 ব্রহ্মচারী মিতাহারঃ সৰ্ব্বভূতহিতে রতঃ ।
 গায়ত্র্যা লক্ষজপেন সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত ২১৬
 অযাজ্যযাজনং কৃতা ভুক্ত্য। চান্নং বিগর্হিতম্ ।
 গায়ত্র্যাষ্টসহস্রস্ত জপ্যং কৃষা বিমুচ্যেত ২১৭
 অহন্ত্রহনি যোহবীতে গায়ত্রীং বৈ বিজোত্তমঃ ।
 মাসেন মুচ্যেত পাপাহরণঃ কঙ্কুকাৎ যথা ২১৮
 গায়ত্রীং যঃ সদা বিপ্রো জপতে নিয়তঃ শুচিঃ ।
 স যাতি পরমং স্থানং বায়ুভূতঃ খমুর্গিমান্ ২১৯
 প্রণবেণ তু সংযুক্তা ব্যাহতীঃ সপ্ত নিত্যশঃ ।
 গায়ত্রীং শিরসা সার্কিৎ মনসা ত্রিঃপঠেদ্বিজঃ ২২০
 নিগৃহচাত্মনঃ প্রাণান্ প্রাণায়ামো বিধীয়তে ।
 প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্ধ্যান্নিত্যমেব সমাহিতঃ ২২১
 মানসং বাচিকং পাপং কাস্মৈনৈব তু যৎ কৃতম্ ।
 তৎ সৰ্বং নশ্তে তুৰ্ণং প্রাণায়ামত্রয়ে কৃতে ২২২
 ঋগ্বেদমভ্যাসেদ্যন্ত যজুঃশাখামথাপি বা ।
 সামানি সরহস্তানি সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত ২২৩
 পাবমানীং তথা কুংলংপৌরুষং শূক্ৰমেব চ ।
 জপ্ত্য। পাপৈঃ প্রমুচ্যেত পিতৃঞ্চ মধুচ্ছন্দসম্ ২২৪
 মণ্ডলং ব্রাহ্মণং রুদ্রহস্তোক্তাশ্চ বৃহৎকথাঃ ।
 বামদেব্যং বৃহৎসামজপ্ত্য। পাপৈঃ প্রমুচ্যেত ২২৫
 চাক্ষায়ণস্ত সৰ্বেষাং পাপানাং পাবনং পরম্ ।
 কৃষা শুদ্ধিমবাপোতি পরমং স্থানমেব চ ২২৬
 ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যং সম্বর্ত্তেন তু ভাবিতম্ ।
 অধীত্য ব্রাহ্মণো গচ্ছেদব্রহ্মণঃ সদাশাস্তম্ ২২৭

ভগবৎসম্বৰ্ত্তমহর্ষিপ্রণীতা স্মৃতিঃ সমাপ্তা ।

কাত্যায়ন সংহিতা ।

প্রথম খণ্ডঃ ।

অথাতো গোভিলোকানামন্যেযাং চৈব কৰ্মণাম্ ।
অস্পষ্টানাং বিধিং সমগদশ্যিষ্যে প্রদীপবৎ ॥ ১
ত্রিবৃদ্ধকৃতং কার্যং তদ্ব্যয়মধোবৃতম্ ।
ত্রিবৃদ্ধকোপবীতং স্তাত্তৈকো গ্রহিরিষ্যতে ॥ ২
পৃষ্ঠবংশে চ নাভ্যাং চ ধৃতং যদিহতে কটিম্ ।
তর্কাযমুপবীতং স্যাদাতোলম্বং নচোচ্ছিতম্ ॥ ৩
সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন চ ।
বিশিখো ব্যপতাতশ্চ যৎ করোতি ন তৎ স্কৃতম্ ॥ ৪
ত্রিঃপ্রাশ্রাপো বিক্ৰনমুজ্য মুখমেতান্যপস্পৃশেৎ ।
আস্যানাসাক্ষিকর্ণাংশ্চনাভিবন্ধঃ শিরোহংসকান্ ॥ ৫
সংহতাভিহৃত্যঙ্গলিভিরাস্যেবমুপস্পৃশেৎ ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিত্বা জাগং চৈবমুপস্পৃশেৎ ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃ শ্রোত্রং পুনঃপুনঃ ॥ ৬
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্গাভিঃ হৃদয়ং তু তলেন বৈ ।
সর্বাভিস্ত শিরঃ পঞ্চাঙ্গাচ্ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥ ৭
যত্রোপদিশতে কৰ্ম কৰ্ত্তব্যং ন তৃচ্যতে ।
দক্ষিণস্তত্র বিজ্ঞেয়ঃ কৰ্মণাং পারগঃ করঃ ॥ ৮
যত্র দিগ্‌নিয়মো ন স্যাজ্জপহোমাদিকৰ্ম্মস্ব ।
তিব্রস্তত্র দিশঃপ্রোক্তাঐক্সীসোম্যাপরাজিতাঃ ॥ ৯
তিষ্ঠন্নাসীনঃ প্রহো বা নিয়মো যত্র নেদৃশঃ ।
তদাসীনেন কৰ্ত্তব্যং ন প্রহ্ষেণ ন তিষ্ঠতা ॥ ১০
গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া ।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ ॥ ১১
ধৃতিঃ পুষ্টিস্তথা তৃষ্টিরাঙ্গদেবতয়া সহ ।
গণেশেনাধিকা হেতাবৃদ্ধো পূজ্যাশ্চতুর্দশ ॥ ১২
কৰ্ম্মাদিষু তু সর্বেষু মাতরঃ সগণাধিপাঃ ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পূজিতাঃ পূজয়ন্তি তাঃ ॥ ১৩
প্রতিমাস্ চ শুভ্রাস্ লিখিতা বা পটাদিষু ।
অপিবাক্তপুঞ্জেষু নৈবেদ্যেচ পৃথগিধৈঃ ॥ ১৪
কুড্যালমাং বনোদ্ধারং সপ্তধারং যতেন তু ।

কারয়েৎ পঞ্চধারং বানাতিনীচাং নচোচ্ছিতাম্ ॥ ১৫
আয়ুষ্যাগি চ শাস্ত্যর্থং জপ্তা তত্র সমাহিতাঃ ।
যড়্ভ্যাং পিতৃভ্যাশ্চতুর্দশভক্ত্যা শ্রাদ্ধমুপক্রেমেৎ ॥ ১৬
অনিষ্টা তু পিতৃং ছ্যাদ্ধেন কুর্য্যাৎ কৰ্ম্মবৈদিকম্ ।
তত্রাপি মাতরঃ পূর্বাং পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৭
বসিষ্ঠোক্তো বিধিঃ কুৎসোদ্ভবোহত্র নিরামিষঃ ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বিশেষ ইহ যো ভবেৎ ॥ ১৮

ইতি প্রথম খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় খণ্ডঃ ।

প্রাতরামস্তিতান্ ত্রিপ্রান্ যুগ্মানুভয়তস্তথা ।
উপবেশ্য কুশান্ দদ্যাদুজ্জৈব হি পাণিনা ॥ ১
হরিতা যজ্ঞিয়া দর্ভাঃ পীতকাঃ পাকযজ্ঞিয়াঃ ।
সমুলাঃ পিতৃদেবত্যাঃ কন্ধ্যা বৈশ্বদেবিকাঃ ॥ ২
হরিতা বৈ সপিজলাঃ শুকাঃ দ্বিধাঃ সমাহিতাঃ ।
রত্নিযাত্রাঃ প্রমাণেন পিতৃতীর্থেন সংসৃত্তাঃ ॥ ৩
পিণ্ডার্থং যে স্তৃতা দর্ভাশ্চতুর্গাং তথৈব চ ।
যুতৈঃ কৃতৈঃ চ বিধুঃ ক্রেত্যাংগস্তেষাং বিধীয়তে ॥ ৪
দক্ষিণং পাতয়েজ্জাহু দেবান্ পরিচরন্ সদা ।
পাতয়েদিতরজ্জাহু পিতৃন্ পরিচরন্পি ॥ ৫
নিপাতো নহি সবাস্য জাহুনো বিদ্যাতে কচিৎ ।
সদা পবিচরেন্তক্ত্যা পিতৃনপাত্র দেববৎ ॥ ৬
পিতৃভ্যা ইতি দৈত্বৈষ উপবেশ্য কুশেবু তান্ ।
গোত্রনামভিরামস্ত্য পিতৃনর্থং প্রদাপয়েৎ ॥ ৭
নাত্রাপসব্যকরণং ন পিত্র্যঃ তীর্থেমিষ্যতে ।
পাত্রাণাং পুরণাদীনি দৈবেনৈব হি কারয়েৎ ॥ ৮
জ্যোষ্ঠোত্তরকরান্ যুগ্মান্ করাগ্রাণপবিজ্ঞান্ ।
কৃষার্থ্যং সংপ্রদাতব্যং নৈকেকত্ৰায় দীয়তে ॥ ৯

অনন্তর্গতিং সাগ্রং কৌশলং বিদগমেব চ ।
 প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কৃত্তিৎ ॥১০
 এতদেব হি পিজ্জল্যা লক্ষণং সমুদাহিতম্ ।
 আজ্ঞোৎপবনাধং যৎদপ্যোতাবদেব তু ॥ ১১
 এতৎ প্রমাণমেবৈক কোশীমেবার্জুনংজরীম্ ।
 শুদ্ধাং বা শীর্ণকুম্ভাঃ পিজ্জলীঃ পরিস্কতে ॥ ১২
 পিত্ত্যমস্ত্রাহু জবণ আত্মালঙ্ঘ্যধমেক্ষণে ।
 অধোবাহুসদুঃসর্গে গ্রহাসেহনৃতভাষণে ॥ ১৩
 মার্জারমধুস্পর্শ আকুটে কোষসম্ভবে ।
 নিমিত্তেষু সর্বত্র কস্য কুর্ষন্নপঃ স্পৃশেৎ ॥ ১৭
 ইতি দ্বিতীয় খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় খণ্ডঃ ।

অক্রিয়া ত্রিবিধা প্রোক্তা বিদ্বিত্তিঃ কর্মকারিণাম্ ।
 অক্রিয়া চ পরোক্তা চ তৃতীয়া চাযথাক্রিয়া ॥ ১
 স্বশাখাশ্রয়মুৎস্রজ্য পরশাখাপ্রয়ঞ্চ যঃ ।
 কঠমিকৃতি দুঃখেণা মোহং তত্ত্ব চেষ্টিতম্ ॥ ২
 যন্নান্নাতং স্বশাখায়াং পরোক্তমবিরোধি চ ।
 বিদ্বত্তিতদুৎস্রয়মগ্নিঃ প্রোক্তা দক্ষবৎ ॥ ৩
 প্রবৃত্তমত্থা কুর্যাদুর্ঘদ্য মোহাৎ কথঞ্চন ।
 যতন্তদজথাভূতং তত এব সমাপয়েৎ ॥ ৪
 সমাপ্তে যদি জানীয়ায়ৈতৎপর্যথাকৃতম্ ।
 তাবদেব পুনঃ কুর্য্যান্নাবৃত্তিঃ সর্বকস্য ॥ ৫
 প্রধানত্বাক্রিয়া যত্র সাক্ষং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ ।
 তদন্তত্বাক্রিয়ায়াক্ নাবৃত্তিনেব তৎক্রিয়া ॥ ৬
 মধুমক্ষিতিবস্ত্রত্র ত্রির্জপোহশিহ্ননিচ্ছতাম্ ।
 গায়ত্র্যানন্তরং সৌহৃত মধুমস্ত্রাববর্জিতঃ ॥ ৭
 নচান্নংসু জপেনত্র কদাচিত্ত পিত্তঃ হিতাম্ ।
 অত্র এব জপঃ কা যঃ সোমসামাদিকঃ শুভঃ ॥ ৮
 বস্ত্রত্র প্রকরোহস্ত্র তিলবদ্ যববত্তথা ।
 উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ সৌহৃত জপেষু বিপরীতকঃ ॥ ৯
 সম্পন্নমিতি তৃপ্তাঃ স্ প্রস্থানে বিবীয়তে ।
 সুসম্পন্নমিতি প্রোক্তে শেষমন্নং নিবেদয়েৎ ॥ ১০
 আগ্রেঘেষধ দর্ভেবু আদ্যমায়স্ত্র্য পূর্ববৎ ।
 অপঃ ক্ষিপেদু লদেদেশেবনেনিক্ষেপ্ত পাত্রভঃ ॥ ১১
 দ্বিতীয়ঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ মধ্যদেশাগ্রদেশয়োঃ ।
 মাতামহপ্রভৃতিংস্ত্রীনেতবামের্ণ বামতঃ ॥ ১২
 সর্বমাদন্নমুক্ত্য বাজ্ঞেনৈকপসিচ্য চ ।
 সংযোজ্য যবকর্কছুদধিভিঃ প্রায়ুষন্ততঃ ॥ ১৩

অবনেনজনবৎ পিণ্ডান্ দয়াবিষপ্রমাণকান্ ।
 তৎপাত্রাকালেননাথ পুনরপ্যাবনেনজয়েৎ ॥ ১৬

ইতি তৃতীয় খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ খণ্ডঃ ।

উত্তরোত্তরদ্বানেন পিণ্ডান্মুত্তরোত্তরঃ ।
 ভবেদধন্যাদধরাণামধরশ্রাক্কক্ষণি ॥ ১
 তস্মাক্ষাক্ষেবু সর্কেবু বুদ্ধিমৎস্বিতরেবু চ ।
 মূলমধ্যাগ্রদেশেষু ঐষৎসক্তাংচ নির্বপেৎ ॥ ২
 গন্ধাদীনিঃক্ষিপেতু ক্ষীং তত আচাময়েদ্বিজান্ ।
 অত্রত্ৰাপাষ এব স্যাদববাদিরহিতো বিধিঃ ॥ ৩
 দক্ষিণাপ্লবনে দেশে দক্ষিণাভিমুখস্ত চ ।
 দক্ষিণাগ্রেবু দর্ভেবু এবোহত্ৰ বিধিঃ স্তবতঃ ॥ ৪
 অথাগ্রভূমিমাসিক্ষেৎ সুসংপ্রোক্ষিতমস্থিতি ।
 শিবা আপঃ সস্থিতি চ যুগ্মানেবোদকেন চ ॥ ৫
 সৌম্যনস্থস্থিতি চ পুষ্পাদানমনস্তরম্ ।
 অক্ষতঞ্চারিষ্টং চান্তিত্যাক্তান্ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৬
 অক্ষব্যোদকদানং তু অর্যাদানবদিদ্যতে ।
 বষ্ট্যেব নিত্যং তৎ কুর্য্যান চতুর্থ্যা কলাচন ॥ ৭
 অর্যোহক্ষব্যোদকে চৈব পিণ্ডানেনবনেনজনে ।
 তস্মস্ত তু নিবৃত্তিঃ স্ত্র্যং স্বধাবাচন এব চ ॥ ৮
 প্রার্থনাসু প্রতিপ্রোক্তে সর্কাস্থেবদ্বিজোক্তমৈঃ ।
 পবিত্রানাহিতান্ পিণ্ডান্ সিক্ষেদুস্তানপাত্রকং ॥ ৯
 যুগ্মানেব স্ত্রি বাচ্যমষ্টাগ্রগ্রহং সদা ।
 কৃষ্ণা ধূম্রা বিপথ্য প্রণম্যাহুর্জজ্ঞততঃ ॥ ১০
 এবঃ শ্রাক্ষবিধিঃ কুংস উক্তঃ সংক্ষেপতো ময়া ।
 যে বিদ্বন্তি ন মুহন্তি শ্রাক্ষকর্মসু তে কচিৎ ॥ ১১
 ইদং শাক্ষঞ্চ শুষ্কঞ্চ পরিসংখ্যানমেব চ ।
 বসিষ্ঠোক্তঞ্চ যৌ বেদে স শ্রাক্ষং বেদে নেতরঃ ॥ ১২

ইতি চতুর্থ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম খণ্ডঃ ।

অসকৃতানি কর্ম্মাণি ক্রিয়েন্ন কর্ম্মকারিভিঃ ।
 প্রতিপ্রয়োগং নৈতাঃ স্ত্র্যাম্মতরঃ শ্রাক্ষমেব চ ॥ ১
 আপানে হোময়েষ্টেব বৈষদেবে তথৈব চ ।
 বলিঞ্চন্দ্রি দর্শে চ পৌর্ণমাসে তথৈব চ ॥ ২
 নবংজে চ বজ্রজাবনস্ত্যেব মনীষিণঃ ।
 একমেব ভবেচ্ছাক্ষমেতেষু ন পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩

নাষ্টকাহ্ন ভবেচ্ছাঙ্কং ন শ্রাঙ্কে শ্রাঙ্কমিষ্যতে ।
ন সোহ্যস্ত্যজাতকর্ম প্রোষিতাগতকর্মহ্ন ॥ ১
বিবাহাদিঃ কর্মগণো য উক্তো
গর্ভাধানং শুক্রম যস্ত চাত্তে ।
বিবাহাদাবেকমেবাত্র কুর্ধ্যাচ্ছাঙ্কং
শ্রাঙ্কংনাদৌ কর্মণঃ কর্মণঃ স্ত্যং ॥ ৫
প্রদোষে শ্রাঙ্কমেকংস্ত্রাদোহানিক্রাম প্রবেশয়োঃ ।
ন শ্রাঙ্কং যজ্ঞাতে কর্ত্ব্যং প্রথমে পুষ্টিকর্মণি ॥ ৬
হলাভিঃযাগা দম্ব তৃষট্শ কুর্ধ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ।
প্রতিপ্রয়োগমণ্যেবানাদাবেকন্ত কারয়েৎ ॥ ৭
বৃঃপত্রকুদ্রপশুদ্রত্যর্থং পরিবিত্ততোঃ ।
স্বর্ঘ্যোন্মোঃ কর্মণী যেতু তয়োঃ শ্রাঙ্কংনবিদ্যতে ॥ ৮
ন দশাগ্রস্থিকে চৈব বিববদষ্টকর্মণি ।
কুমিদষ্টচিকিৎসাঃ নৈব শেষেষু বিদ্যতে ॥ ৯
গণশঃ ক্রিয়মাণেষু মীতভাঃ পূজনং সক্রং ।
সক্বেদেব ভবেচ্ছাঙ্কমাদৌ ন বৃথগাদিষু ॥ ১০
যত্র যত্র ভবেচ্ছাঙ্কং তত্র তত্র চ মাতরঃ ।
প্রাসঙ্গিকমিদং প্রোক্তমতঃ প্রকৃতমুচ্যতে ॥ ১১

যষ্ঠ খণ্ডঃ ।

আধানকালো যে প্রোক্তস্তথা যশ্চাগ্নিযোনয়ঃ ।
তদাপ্রয়োহগ্নিমান্যাদি মর্নিগ্রজো যদি ॥ ১
দ্বারাদিগমনাধানে যঃ কুর্গাদগ্রজাগ্নিমঃ ।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবস্তিত পূর্জজঃ ॥ ২
পরিবিত্তিপরিবেত্তারো নরকং গচ্ছতো ধ্রুবম্ ।
অপিতীর্ণপ্রারশ্চিত্তো পাদোনফলভাগিনো ॥ ৩
দেশান্তরস্থক্ৰীটৈবকবৃথগানসহোদবান্ ।
বেশ্যভিসক্ৰপতিতশূদ্রতুল্যাতিরোগিণঃ ॥ ৪
জড়মূকান্ধবধিরকুজবাননকুণ্ডকান্ ।
আতৃচ্ছানভাগ্যাংশু কৃষিসক্তান্ স্ত্য চ ॥ ৫
ধনবুদ্ধিপ্রসক্তাংশু কামতঃ কারিণস্তথা ।
কুলটোমস্তটোরংশু পরিবিন্দয় দ্ব্যতি ॥ ৬
ধনং কৃষিকং রাজসেবকং কর্ষকস্তথা ।
প্রোষিতক প্রভীক্কেত বর্ষদ্রয়মপি স্ববন্ ॥ ৭
প্রোষিতং যদ্যশুপানন্দম দূরং সমাচরেৎ ।
আগতে তু পুনস্তান্ন পাদং তচ্ছুক্রে চরেৎ ॥ ৮
গন্ধে প্রাগ্গতারাশু প্রয়াণে দ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
চতুস্কপা যোদীচী তস্তা এতদ্রবোত্তরম্ ॥ ৯
উদগ্গতারাঃ সংগরাঃ শেবাঃ প্রাদেশমাজিকাঃ
পশুপশুজ্ঞঃস্ত্যক্তা কুশেনৈব সমুল্লিখৎ ॥ ১০

মানক্রিয়ারাধুক্ৰামমুক্তে মানকর্তৃণি ।
মানকুদ্যজ্ঞমানঃ স্ত্রাষিহ্বামেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১১
পুণ্যমেবাদধীতাগ্নিঃ স হি সর্কৈঃ প্রশস্ততে ।
অনর্কু কত্বং যস্তত্র কাঠৈম্যন্তরীয়েতে শমম্ ॥ ১২
যস্ত দত্তা ত্বেৎ কত্বা বাচী সত্যেন কেনচিৎ ।
সোহস্ত্যাং সমিধমাধাত্মাদধীতৈব নান্তথা ॥ ১৩
অনুচৈব তু সা কত্বা পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি ।
ন তথা ব্রতলোপোহস্ততেনৈবাত্মাংসমুহহৎ ॥ ১৪
অথ চেম লভেতাত্মাং যচমানোহপি কত্বকাম্ ।
তমগ্নিমান্যসাং কত্বা ক্ষিপ্রং স্ত্রাহন্তরাশ্রমী ॥ ১৫

সপ্তম খণ্ডঃ ।

অশ্বথো যঃ শমীগর্ভঃ প্রশস্তোবর্কীসমুত্তবঃ ।
তস্ত্র যা প্রায়ুখী শাখা লৌহীচী বার্কগাণিবা ॥ ১
অরণিস্তম্ময়ী প্রোক্তা তন্মযোবোত্তরারণিঃ ।
সারবদ্ধারবচ্চত্রমোবিলী চ প্রশস্ততে ॥ ২
সংস্কৃতমূলো যঃ শম্যাঃ স শমীগর্ভ উচ্যতে ।
অলাভে স্ত্রশমীগর্ভাহুক্রেদবিলম্বিতঃ ॥ ৩
চতুর্লিংগতিরঙ্গুষ্ঠদৈর্ঘ্যং বড়পি পার্শ্ববিন্ ।
চত্বার উজ্জয়ে মানমরণ্যোঃ পরিকীর্তিতম্ ॥ ৪
অষ্টাঙ্গুলঃ প্রমহঃ স্ত্রাক্তত্রং স্ত্রাদ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
ওবিলী দ্বাদশৈব সঙ্গদেতম্মহনবস্ত্রকম্ ॥ ৫
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলমানন্ত যত্র যত্রোপদিষ্টতে ।
তত্র তত্র বৃহৎপর্কগ্রস্থিতির্মিথুয়াং সদা ॥ ৬
গোবালৈঃ শগসংমিশ্রৈস্ত্রিবৃত্তমলায়কম্ ।
ব্যামপ্রমাণং নেত্রং স্ত্রাং প্রমথ্যন্তেন পাবকঃ ॥ ৭
মূর্দ্ধাঙ্গিকর্ণবস্ত্রাণি কন্ধরা চাপি পঞ্চমী ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাণ্যেতানি দ্ব্যঙ্গুষ্ঠং বন্ধ উচ্যতে ॥ ৮
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং জদয়ং ত্র্যঙ্গুষ্ঠমদয়ং স্ত্রতম্ ।
একান্গুষ্ঠা কটিজৈঃ বা দ্বৌ বস্তির্বৌ চ শুদ্ধকম্ ॥ ৯
উরু জঙ্ঘে চ পাদৌ চ চতুর্ভ্যো কৈর্ঘ্যাক্রমম্ ।
অরণ্যবয়বাহেতে যাজিকৈঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১০
যতদৃগুহমিতি প্রোক্তং দেবযোনিস্ত্র সোচ্যস্তে ।
অস্যাং যো জায়তে বহিঃ স কল্যাণকৃচ্ছ্যতে ১১
অন্তেষু যে তু মথুস্তি তে রোগ ভয় মাণুযুঃ ।
প্রথমে মধুনে ত্বেব নিয়মো নৌত্তরেষু চ ॥ ১২
উত্তরারণিনিশ্পন্নঃ প্রমহঃ সর্কদা ত্বেৎ ।
যোনিসন্ধরদোষে যজ্ঞাতে স্ত্রজ্ঞমহুহৎ ॥ ১৩
অর্জী সত্তবিরো চৈব যুগাঙ্গী পাতিতা তথা ।
ন হিতা বজমানানামরণিশোত্তরারণিঃ ॥ ১৪

অষ্টম খণ্ডঃ ।

পরিধায়াহতং বাসঃ প্রাবৃত্য চ যথাবিধি ।
 বিভ্রাৎ প্রাশ্বোৎ যন্তমাবৃত্য বক্ষ্যমাণয়া ॥ ১
 চত্বৰ্ণে প্রমহ্যগ্রং গাঢ়ং কৃত্বা বিচক্ষণঃ ।
 কৃষ্ণোত্তরাগ্রামরপিং তদ্বৃদ্ধমুপনিয়সেৎ ॥ ২
 চত্বাধেঃ কীলকাগ্রহা মোৰিলীমুদগগ্রকাম্ ।
 বিষ্টভাঙ্কারয়েদ্বজ্রং নিক্ষম্পং প্রবতঃ শুচিঃ ॥ ৩
 ত্রিক্ষেপ্ত্যাথ নেত্রেণ চত্বং পল্ল্যা হতাং শুকাঃ ।
 পূৰ্ণংমথস্ত্যরপ্যাস্ত্যাঃপ্রাচ্যাধেঃস্তাদ্যথাচ্যুতিঃ ॥ ৪
 নৈকরাপি বিনা কার্যমাধানং ভাৰ্য্যা দ্বিজৈঃ ।
 অকৃতং তদ্বিজানীয়াং সর্কাসাচারভক্তি যৎ ॥ ৫
 বর্ণজ্যৈষ্ঠ্যেন বহীতিঃ সৰ্বণাভিষ্ জন্মতঃ ।
 কার্যমগ্নিচ্যুতেরাতিঃ সাক্ষীভিমর্থনং পুনঃ ।
 নাত্র শূদ্রীং প্রযজীত ন দ্রোহদেবকারিণীম্ ।
 নচৈবাব্রতস্ত্যং নাত্রপুংসা চ সহ সঙ্গতাম্ ॥ ৬
 ততঃ শকুতরা পশ্চাদাসামভূতরাপিবা ।
 উপেতানাং বাজ্রতমা মথৈদগ্নিং নিকামতঃ ॥ ৮
 জাতস্য লক্ষণং কৃত্বা তং প্রণীয় সমিধ্য চ ।
 আধায় সমিধং চৈব ব্রহ্মাণং চোপবেশয়েৎ ॥ ৯
 ততঃ পূৰ্ণহুতিং হত্বা সৰ্ম্মময়সমমিতাম্ ।
 গাং দদ্যাদ্বজ্রবাস্তন্তে ব্রহ্মণে বাসসী তথা ॥ ১০
 হোমপাত্রমনাদেশে দ্রবজ্রব্যে ঋবঃ স্মৃতঃ ।
 পানিরেবেতরস্মিঃ অচৈবাজ্র তু হয়তে ॥ ১১
 ধাদিরো বাধ পালানো দ্বিবিভক্তিঃ ঋবঃস্মৃতঃ ।
 ঋগাহমাত্রা বিজ্ঞেয়া বৃতন্ত প্রগ্রহন্তয়োঃ ॥ ১২
 ঋবাগ্রে জ্ঞানবৎ খাতং দ্ব্যষ্টম্ পরিমণ্ডলম্ ।
 জুহ্বাঃশরাববৎ খাতং সনিকীহংষডঙ্গুলং কুর্য্যাৎ ১৩
 তেবাংপ্রাক্শঃকুঠৈঃ কার্য্যঃসম্ভাগোজুহুযতা ।
 প্রোতাপনঞ্চ লিপ্তানং প্রাক্শল্যোক্ষেণ বারিণা ॥ ১৪
 প্রাক্শং প্রাক্শমুদগগ্ধে রুদগগ্রং সমীপতঃ ।
 তন্তুথাসাদয়েদ্বজ্রং যদযথা বিনিযুজ্যতে ॥ ১৫
 আজ্যং হব্যমনাদেশে জুহোতিষু বিধীয়তে ।
 মন্ত্রস্ত দেবতায়াশ্চ প্রজাপতিরিতি স্থিতিঃ ॥ ১৬
 নাস্তুষ্ঠাদধিকা গ্রাহ্য সন্নিং স্থলতয়া কচিং ।
 ন বিযুক্তা দ্বচা চৈব ন সকাটা ন পাটিতা ॥ ১৭
 প্রোদেশাশাধিকা নো ন তথা স্যাৎশিশাধিকা ।
 ন সপর্ণা ন নিকৰীৰ্যা হোমেষু চ বিজানতা ॥ ১৮
 প্রোদেশশব্দমিধ্যসা প্রমাণং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 এবংবিধাঃ স্ত্র্যরেবেহ সমিধঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ॥ ১৯
 সমিধোহষ্টাদশৈশ্চ প্রবতন্তি মনীষিণঃ ।

দর্শে চ পৌর্ণমাসে চ ক্রিয়াস্বস্ত্যন্ত বিংশতিঃ ॥ ২০
 সমিদাদিষু হোমেষু মন্ত্রদৈবতবর্জিতা ।
 পুরস্তাচোপরিষ্ঠাচ্চ হীক্শনার্থং সমিধবেৎ ॥ ২১
 ইধোহপ্যোদ্যর্থমাতাৰ্যোহবিরাভুতিষু স্মৃতঃ ।
 যত্র চান্ত নিবৃতিঃ স্তান্তং স্পষ্টীকরবাণ্যহম্ ॥ ২২
 অক্সহোমসমিধস্ত্রসোব্যস্ত্যাথোষু কৰ্ম্মসু ।
 যেবাং চৈতদ্রূপাকং তেযু তৎসদৃশেষু চ ॥ ২৩
 অক্ষতঙ্গাদিবিপদি জলহোমাদিকৰ্ম্মণি ।
 সোমাহুতিষু সর্কাস্ত্র নৈতেষিষু বিধীয়তে ॥ ২৪

নবম খণ্ডঃ

সূর্যোহন্তশৈলমপ্রাপ্তে ষট্ ত্রিংশতিঃ সদাকুলৈঃ ।
 প্রোজ্জকরণমগ্নীনাং প্রোতভাসাঞ্চ দর্শনাৎ ॥ ১
 হস্তাদূর্জং রবির্বাণনিগিরিং হিষা ন গচ্ছতি ।
 তাবন্ধোমবিধিঃপুণ্যো নাভ্যেতুদিতহোমিনাম্ ॥ ২
 যাবৎ সমাগ্নং ভাব্যন্তে নভস্পৃশাণি সৰ্ব্বতঃ ।
 ন চ লৌহিত্যমাপৈতি তাবৎ সায়ঞ্চ হয়তে ॥ ৩
 রজোনীহারধূমাক্রবক্ষাগ্রান্তুরিতে রবো ।
 সক্ষ্যামুদিশ্র জুহ্বাকুতমস্য ন লুপ্যতে ॥ ৪
 ন কুর্যাৎ ক্ষিপ্রোহোমেযু দ্বিজঃ পরিসমূহনম্ ।
 বরুণাক্ষণং ন জপেৎ প্রবদঞ্চ বিবৰ্জয়েৎ ॥ ৫
 পূর্য্যক্ষণঞ্চ সর্কত্র কর্তব্যমদিতৈবিতি ।
 অন্তে চ বাগদেব্যস্ত গানং কুর্যাদ্চত্বিধা ॥ ৬
 অহোমকেষপি ভবেদ্যথোক্তং চন্দ্রদর্শনম্ ।
 বামদেব্যং গণেশস্তে বলাস্তে বৈশ্বদেবিকে ॥ ৭
 বাহুধন্তরগাংনানি ন তেযু স্তরণং ভবেৎ ।
 এককার্য্যার্থসাধ্যত্বাৎ পরিধীনপি বৰ্জ্জয়েৎ ॥ ৮
 বহিঃ পূর্য্যক্ষণং চৈব বামদেব্যজপস্তথা ।
 ক্রত্বাহুতিষু সর্কাস্ত্র ত্রিকমেতন্ম বিদ্যতে ॥ ৯
 হবিষ্যেযু যবামৃথ্যাস্তদমু ব্রীহয়ঃ স্মৃত্যঃ ।
 মাষকোজ্রবগোরাদিসর্কালভেদৈ পি বৰ্জ্জয়েৎ ॥ ১০
 পাণ্যাহুতিষা দশপৰ্শপরিকা
 কংসাদিনা চেৎ ঋবমাত্রপাবকা ।
 দৈবেন তীর্থেন চ হয়তে হবিঃ
 স্বস্মারিণি স্বর্জিষি তচ্চ পাবকে ॥ ১১
 ঘোহনর্জিষি জুহোত্য্যগৌ ব্যঙ্গারিণি চ মানবঃ ।
 মন্দাঘিরামরাবী চ দ্রব্রজ্জ চ স জায়তে ॥ ১২
 তস্মাৎ সমিধে হোতব্যং নাসমিধে কদাচন ।
 আরোগ্যমিচ্ছত্যুশ্চ শ্রিয়মাত্যস্তিকীপ্সরাম্ ॥ ১৩

হোতব্যে চ হুতে চৈব পানিশ্পর্শাদ্যাকৃতিঃ ।
ন কুর্যাদগ্নিধমনং কুর্য্যাদা ব্যজনাদিনা ॥ ১৪
মুখেণৈকে ধমন্ত্যগ্নিং মথাদ্বোবোধ্যজায়ত ।
নাগ্নিং মুখেণেনতি চ যল্লৌকিকে যোজয়ন্তি তৎ ১৫
ইতি নবম খণ্ডঃ ॥ ৯ ॥

দশম খণ্ডঃ ।

যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নানাদনাতুরঃ ।
দন্তান্ প্রক্ষাল্য নদ্যাদৌ গৃহে চেতদমন্ত্রবৎ ॥ ১
নারদাহ্যজ্ঞবান্কে যদষ্টাঙ্গু লমপাতিতম্ ।
সম্বচং দন্তকাষ্ঠং স্নাত্তদগ্ৰেণ প্রধাবয়েৎ ॥ ২
উখায় নেত্রে প্রক্ষাল্য ওচিভূত্বা সমাহিতঃ ।
পরিক্রপ্য চ মন্থেণ ভক্ষয়েদন্তধাবনম্ ॥ ৩
আয়ুর্জলং যশোবর্জং প্রজ্ঞাঃ পশুন বহুনি চ ।
ব্রহ্মপ্রক্ষাঞ্চ মেধাঞ্চ স্মরণেহি বনস্পতে ॥ ৪
যব্যবয়ং শ্রাবণাদি সর্কান্দ্যো রজস্বলাঃ ।
তান্ন স্নানং ন কুর্য্যত বর্জয়িত্বা সমুদ্রগাঃ ॥ ৫
ধনুঃসহস্রাণ্যষ্টৌ তু গতির্ধাসাং ন বিদ্যতে ।
ন তা নদীশব্ধবহা গর্তীস্তাঃ পরিকীর্ণিতাঃ ॥ ৬
উপাকর্ষণি চোৎসর্গে প্রেতস্নানে তথৈব চ ।
চক্ষুর্যোগ্যগ্রহে চৈব রজোদৌষ্যো ন বিদ্যতে ॥ ৭
বেদাংশ্চান্দ্যাসি সর্কণি ব্রহ্মাদ্যাসি দিবৌকসঃ ।
জলাধিনোহথ পিতরো মরীচাদ্যাস্তত্বর্ধয়ঃ ॥ ৮
উপাকর্ষণি চোৎসর্গে স্নানার্থং ব্রহ্মবাদিনঃ ।
বিযাস্তনমুগচ্ছন্তি সন্তুষ্টাঃ স্বশরীরিণঃ ॥ ৯
সমাগমস্ত যত্রৈবাং তত্র হত্যাদয়োমলাঃ ।
নুনং সর্পে ক্ষয়ং যান্তি কিমুতৈকং নদীরজঃ ॥ ১০
ঋষীণাং সিচ্যমানানামস্তুরালং সমাপ্রিতঃ ।
সংপিবেদ যঃ শরীরেণ পর্যমুজ্জলচ্ছটাঃ ॥ ১১
বিদ্যাদীন ব্রাহ্মণঃ কামান্ বরাদীন কন্যাকাঞ্চবন্
আমুগ্নিকান্যপি স্খান্যাপুয়াং স ন সংশয়ঃ ॥ ১২
অশুচ্যচুচিনা দন্তমামমস্তর্জলাদিনা ।
অনির্গতদশাহাস্ত প্রেতা রক্ষাসি ভুঞ্জতে ॥ ১৩
স্বধূন্যন্তঃসমানি স্নাত্যঃ সর্কণ্যস্তাংসি তূতলে ।
কুপস্থান্যপি সৌমার্গগ্রহণে নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ১৪
ইতি দশম খণ্ডঃ ॥ ১০ ॥

ইতি কশ্মপ্রদীপপরিশিষ্টে কাত্যায়ন-
বিরচিত্তে প্রথমঃ প্রপাঠকঃ ।

একাদশ খণ্ডঃ ।

অত উক্লং প্রবক্ষ্যামি সন্ধ্যোপাসনকং বিধিম্ ।
অনর্হঃ কশ্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ ॥ ১
সব্যে পাদৌ কুশান্ কৃষ্ট্য কুর্য্যাদাচমনক্রিয়াম্ ।
কৃষ্টাঃ প্রচরণীয়াঃ স্নাত্যঃ কুশা দীর্ঘাস্ত বর্হিবঃ ॥ ২
দর্ভাঃ পবিত্রমিত্যুক্তমতঃ সন্ধ্যাদিকশ্মণি ।
সব্যঃ সোপগ্রহঃ কার্গেয়া দক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ ॥ ৩
রক্ষয়েদ্বারিণাশ্বানং পরিক্রিপ্য সমস্ততঃ ।
শিরসো মার্জ্জনং কুর্য্যাকুশৈঃ সোদকবিন্দুতিঃ ॥ ৪
প্রণবো ভূত্বংসশ্চ সাবিদী চ তৃতীয়কা ।
অন্ধৈবত্যাং ত্র্যচক্রেব চতুর্থমিতি মার্জ্জনম্ ॥ ৫
ভুরাদ্যাস্তিষ্ম এবৈতা মহাব্যাক্ততয়োহব্যয়াঃ ।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং গায়ত্রী চ শিরস্তথা ॥ ৬
আপজ্যোতীরসোম্যতং ব্রহ্মভূত্বং স্বরিতিশিরঃ ।
প্রতীপ্রতীকং প্রণবমুচ্চারয়েদন্তে চ শিরসঃ ॥ ৭
এতা এতাং সহানেন তথৈতির্দিশিভিঃ সহ ।
ত্রির্জপেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ৮
করেণোক্ত্য সলিলং স্রাণমাসজ্য তত্র চ ।
জপেদনায়তাস্তুরী ত্রিঃ সত্বশব্দমর্ষণম্ ॥ ৯
উখায়াকং প্রতিপ্রোহেহিত্রিকোঞ্জলিনাস্তসঃ ।
উচ্চিহ্নমুগ্ধয়েনাথ চোপতিষ্ঠেদনস্তরম্ ॥ ১০
সন্ধ্যাষয়েদেপ্যপস্মানমেতদাত্তর্জনীরিণঃ ।
মধ্যে স্তব্ধ উপর্য্যস্ত বিভ্রাড়াবীক্ষ্য জপেৎ ॥ ১১
তদসংস্কৃতপাঞ্চিকী একপাদার্দ্ধপাদপি ।
কুর্য্যাকুশাং কৃতাজলীকীপি উক্লবাহরথাপি বা ॥ ১২
যত্র স্নাত্য কৃচ্ছ্রভূত্বং শ্রেয়সোহপি মনীরিণঃ ।
ভূত্বং ক্রবতে তত্র কৃচ্ছ্রাঙ্কয়ো হব্যপ্যতে ॥ ১৩
নিষ্ঠেহুদয়নাং পূর্বাং মধ্যমামপি শক্তিতঃ ।
আনীতোড়ু লগ্নাচ্ছাত্যাসন্ধ্যাং পূর্বাং ত্রিকং জপনু
এতং সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যত্র তিষ্ঠতি ।
যস্ত নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ১৫
সন্ধ্যালোপাচ্চ চকিতঃ স্নানলীলশ্চ যঃ সদা ।
তং দোষানোপসর্পন্তি গুরুশ্রমস্তমিবোরগাঃ ॥ ১৬
বেদমাসিত আরভ্য শক্তিতোহহরহর্জপেৎ ।
উপতিষ্ঠেত্ততো ব্রহ্মং সর্ক্যাদা বৈদিকাজপাৎ ॥ ১৭

দ্বাদশ খণ্ডঃ ।

অথা ত্তত্পর্ণয়েদেবান্ সতিলাভিঃ পিতৃনপি ।
নমোহস্ত তত্পর্ণাভীতিআদ্যাবোমিতি চ ব্রবন ॥

ব্রহ্মাণং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং বেদান্
দেবাংস্কলাংস্ববীন্ পুরাণানাচার্য্যান্ গন্ধৰ্ব্বা-
নিভরাসাং সংবৎসরং সাবরবৎসেবীরঙ্গসরসো
দেবাহুগাঙ্গাগান্ সাগরান্ পৰ্বতান্ সরিতো
দ্বিব্যান্ মহুযানিতরান্ মহুযান্ যক্ষান্ রক্ষাংসি
হুপর্ণান্ গিলাচান্ পৃথিবীমোবধীঃ পশূন্ বনস্প-
তীন্ ভূতগ্রামং চতুর্ধিমিত্যুপবীত্যথপ্রাচীনা-
বীজী যমং যমপুরুষান্ কবাবড়নলং সোমং
কমমর্থমগমগিষাতান্ সোমপীধান্ বর্হিষদোহথ
হান্ পিতৃন্ সন্ধুং সন্ধুন্মাতামহাংশ্চেতি প্রাতি-
পুরুষমভ্যসোজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃশ্চ পিতৃব্য মাতৃলাংশ্চ
পিতৃবংশমাতৃবংশৌ যে চাত্রে মত উদকমহন্তি
তাংস্তপস্বীমীত্যয়মবসানাজলিরথ শ্লোকাঃ ॥ ২

ছায়াং যথেষ্টেচ্ছয়দাতপতঃ

পরঃ পিপাসুঃকুণ্ডিতোহলমন্নম্ ।

বালো জনিত্রীং জননী চ বালং

যোষিৎ পুমাংসংপুরুষশ্চযোবাম্ ॥ ৩

তথা সর্বাণি ভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ।
বিপ্রোহুদকমিচ্ছন্তি সর্বাভূদয়কৃদ্ধ সঃ ॥ ৪
তস্মাৎ সদৈব কর্তব্যমকুর্স্মাহতেনসী ।
যজ্ঞাতে ব্রাহ্মণঃ কুর্স্বিখমেতবিভর্ষি হি ॥ ৫
অন্নস্বাদ্বোমকালস্য বহুভ্যাং স্নানকর্মণঃ ।
প্রাতর্ন তদুভ্যাং স্নানং হোমলোপো হি গহিতঃ ॥ ৬

ইতি দ্বাদশ খণ্ডঃ ॥

ত্রয়োদশ খণ্ডঃ ।

পঞ্চানামথ সত্রাণাং সহতামুচ্যতে বিধিঃ ।
যৈরিষ্টা সততং বিপ্রঃ প্রাপ্নুয়াৎ সদাশাস্তম্ ॥ ১
দেবভূতপিতৃব্রহ্মমহুযাণামহুজ্ঞমাং ।
মহাসত্রাণি জানীয়াত এবৈহ মহামথাঃ ॥ ২
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ ।
হোমো দৈবোবলিভৌ তৌনুযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ৩
প্রাকং বা পিতৃযজ্ঞঃ স্যাৎ পিত্র্যো বলিরথাপি বা
বশ্চ ঋতিজয়ঃ প্রোক্তো ব্রহ্মযজ্ঞঃ সর্বোচ্যতে ॥ ৪
স চার্কাক্ তর্পণাৎ কার্য্যঃ পশ্চাদ্বা প্রাতরাহতেঃ
বৈশ্বদেবাবসানে বা নাভ্যজ্ঞতা নিমিত্তকাং ॥ ৫
অন্তেকমাশয়েদ্বিপ্রং পিতৃযজ্ঞার্থসিদ্ধয়ে ।
অদৈবনান্তিচেন্ত্রোভোক্তোভোজ্যমথাপি বা ॥ ৬
অপুত্র্য ত্য যথাসক্ত্যা কিকিধন্নং যথাবিধি ।
পিতৃভ্যোহথ মহুযোভ্যো দদ্যাদহরহবিজঃ ॥ ৭

পিতৃত্য ইদমিত্যুকা স্বধাকারমুদীরয়েৎ ।
হস্তকারং মহুযোভ্যন্তদর্শে নিনয়েদপঃ ॥ ৮
মুনিভিরিসনমুত্বেংবিপাণাংমর্ত্যবাসিসাংনিভ্যম্
অহনি চ তপা তমসিত্যাং সাক্ষি প্রথমযাগান্তঃ ॥ ৯
সায়ং প্রাতঃকৈশ্বদেবঃ কর্তব্যো বলিকর্ম চ ।
অনন্ততাপি সততমগ্রথা কিদ্বিধী ভবেৎ ॥ ১০
অমুয়ে নম ইতোবাং বলিদানং বিধীয়তে ।
বলিদানপ্রদানার্থং নমস্কারঃ কৃতো যতঃ ॥ ১১
স্বাহাকারঘট্টকারনমস্কারা দিবোকসাম্ ।
স্বধাকারঃ পিতৃণাঞ্চ হস্তকারো নৃণাং কৃতঃ ॥ ১২
স্বধাকারেণ নিনয়েৎ পিত্র্যো বলিমতঃ সদা ।
তদধ্যোকে নমস্কারং কুরুতে নেতি গোতমঃ ॥ ১৩
নাবরাক্ষ্যাবলয়োভবন্তিমহামার্ক্যপ্রবণপ্রমাণাং ।
একত্র চৈদবিকৃষ্টা ভবন্তীতরেতরসংস্তাশ্চ ॥ ১৪
ইতি ত্রয়োদশ খণ্ডঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ খণ্ডঃ

অপ তদ্বিত্যাসোবৃদ্ধিপাণিবোস্তরাংশ্চতু-
রোবলীম্নিদধ্যাং পৃথিব্যৈ বায়বে বিশ্বেভ্যো
দেবেভ্যঃ প্রজাপত্য ইতি সব্যত এতেষামে-
কৈকমন্ত্য ওঘধিবনস্পতিভ্য আকাশায়
কামায়েতোতেষামপি মন্থব ইজায় বাহুক্রে
ব্রহ্মণ ইতোতেষামপি রক্ষোজনেভ্য ইতি
সর্কেষাং দক্ষিণতঃ পিতৃত্য ইতি চতুর্দশ নিত্য
আশস্ত প্রভৃতয়ঃ কাম্যাঃ সর্কেষামুত্তরতোহন্তিঃ
পরিষেকঃ পিণ্ডবজ পশ্চিমা প্রতিপতিঃ ॥ ১ ॥
ন স্যাতাং কাম্যসর্মাণ্ডে জুহোতি বলিকর্মণী ।
পূর্বে নিত্যবিশেষোক্তং জুহোতি বলিকর্মণোঃ ২
কামমন্ত্য ভবেয়াতাং ন তু মধ্যে কদাচন ।
নৈকস্মিন্ কাম্যনি ততে কাম্যাত্তায়তে যতঃ ৩
অগ্ন্যাঙ্গিগোতমাদ্যন্তো গোমঃ শাকলঃ এব চ ।
অনাহিতাঘ্নেয়পোষ যজ্ঞাতে বলিভিঃ সহ ॥ ৪
স্পৃষ্টাপো বীক্ষমাণোহস্মি কৃতাজলিপুটস্ততঃ ।
বামদেবযজ্ঞপাং পূর্বে প্রায়েদজবিগোদয়ম্ ৫
আরোগ্যমায়ুরৈশ্বর্যাং ধীর্ধৃতিং শং বলং যশঃ ।
ওজো বর্জঃ পশূন্ বীর্থাং ব্রহ্ম ব্রহ্মণ্যমেব চ ৬
সৌভাগ্যং কাম্যসিদ্ধিক কুলজৈষ্ঠ্যং স্বকর্তৃত্যম্ ।
সর্কমেতৎ সর্কসাক্ষিন্ ত্রিবিগোদরিরীহিণঃ ৭
ন ব্রহ্মযজ্ঞাদধিকোহন্তি যজ্ঞো
ন তৎপ্রদানাৎ পরমন্তি দানম্ ।

সর্বোত্তমস্তাঃ ক্রতবঃ সন্নান-

নাস্তো দৃষ্টঃ কৈশিদিনস্য দিকস্য ॥ ৮

ঋচঃ পঠন্ মধুপয়ঃ কল্যাভিস্তপ্যেৎ স্তরান্ ।

যতামুতোষকল্যাভির্জজ্ঞ্যাপি পঠন্ সদা ॥ ৯

সামান্তাপি পঠন্ সোমযজ্ঞকল্যাভিরম্বহম্ ।

মেষঃ কল্যাভিরপিচ আধর্ক্যাক্সিরসঃ পঠন্ ॥ ১০

মাংসকীরৌদনমধুকল্যাভিস্তপ্যেৎ পঠন্ ।

বাকোবাক্যং পুরাণানি ইতিহাসানি চাষহম্ ॥ ১১

ঋণাদীনামন্ততমমেতেষাং শক্তিতোষহম্ ।

পঠন্ মধ্বাজ্যকল্যাভিঃ পিতৃনপি চ তপ্যেৎ ॥ ১২

তে তৃপ্তান্তর্পয়ন্ত্যনং জীবন্তং প্রোতমেব চ ।

কামচারী চ ভবতি সর্বেষু হ্রসদগা ॥ ১৩

জুর্জপ্যোনো ন তং স্পৃশেৎ পংক্তিধৈবপূনাতি সঃ

যং যং ক্রতুঞ্চ পঠতি ফলভাজন্ত তন্ত চ ॥ ১৪

বহুপূর্ণা বহুমতী ত্রির্দীনফলমাপ্নয়াৎ ।

ব্রহ্মযজ্ঞাদপি ব্রহ্ম দানমেবাতিরচ্যাতে ॥ ১৫

পঞ্চদশ খণ্ডঃ ।

ব্রহ্মণো দক্ষিণা দেয়া যত্র যা পরিকীর্তিতা ।

কর্ম্মান্তেহমুচ্যমানাপি পূর্বপাত্রাদিকা ভবেৎ ॥ ১

যাবতা বভভোক্তু তৃপ্তিঃ পূর্ণেন বিদ্যাতে ।

নাবরাক্ষ্যমতঃ কুর্যাৎ পূর্বপাত্রমিতি স্তিতিঃ ॥ ২

বিদধ্যাক্ষৌদ্রমজ্ঞশ্চৈকক্ষিণাঙ্গিহরো ভবেৎ ।

স্বয়ঞ্চ ছভ্রং কুর্যাদন্ত্যৈ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৩

কুলভিজমধীর্য়ানং সন্নিরুটং তথা গুরুম্ ।

নাতিক্রমেৎসদা দিৎসন্থ ইচ্ছেদায়নোহিতম্ ॥

অহমন্তৈ দদামীতি এবমাত্যাব্য দীয়তে ।

নৈতাব পৃষ্টা দদন্তঃ পাত্রেহপি ফলমন্তি হি ॥ ৫

দুরহাভ্যামপি হাভ্যাং প্রাদায় মনসা বরম্ ।

ইতরেভ্যন্ততো দেয়াদেব দানবিধিঃ পরঃ ॥ ৬

সন্নিরুটমধীর্য়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ ।

যদ্নদাতি তমুল্লজ্য ততন্ত্যেয়েন যজ্ঞাতে ॥ ৭

যন্ত শ্বেক গৃহে মূর্খে দৃবৃশ্চ গুণাবিতঃ ।

গুণাবিতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ ॥ ৮

ব্রহ্মণাভিক্রমো নাস্তি বিপে বেদবর্জজ্ঞিতে ।

অগস্তমগ্নিমুৎসজ্ঞান হি ভগ্ননি হুয়তে ॥ ৯

আজ্যস্থানী চ কর্তব্যো তৈজসব্রব্যাসম্ভবা ।

মহীময়ী বা কর্তব্যো সর্গাশ্বাভ্যাংহতীষু চ ॥ ১০

আজ্যস্থাল্যাঃ প্রমাণং তু যথাকামন্ত বারয়েৎ ।

অদৃঢ়ামব্রণাং ভক্ষ্যমাজ্যস্থালীং প্রচকতে ॥ ১১

তির্য্যগুর্দ্ধং সমিমাভ্রা দৃঢ়া নাতিবহুমুখী ।

মুম্বাঘোড়ঘরী বাপি চরুস্থানী প্রশস্ততে ॥ ১২

স্বশাধোকঃ প্রোতধিনো হৃদক্লোহকঠিনঃ শুভঃ ।

নচাতিশিখিলঃ পাচো ন চরুচারসস্তথা ॥ ১৩

ইথ্যজাতীর্যমিমাধ্ব প্রমাণং যেক্ষণং ভবেৎ ।

বৃত্তং চানুষ্ঠপৃথুগ্রমবদানক্রিয়াক্ষমম্ ॥ ১৪

এসৈব দর্কী যন্তত্র বিশেষন্তমহং ক্রবে ।

দর্কী দ্বাজলপৃথুগ্রা তরীয়ো নন্তমেক্ষণম্ ॥ ১৫

মুঘলোল্লগ্ধে বাক্ষে স্নায়তে স্নৃঢ়ে তথা ।

ইচ্ছা প্রমাণে ভবতঃ শূর্ণং বৈর্ববদেব চ ॥ ১৬

দক্ষিণং বামতো বাহুমাভ্যভিমুখমেব চ ।

করং কবচা কুবরীত করণেজ্ঞকক্ষণঃ ॥ ১৭

কৃত্যগ্ভ্যভিমূর্খো পানী স্থস্থানহো স্তস্যংযতো ।

প্রদক্ষিণং তথাসীনঃ কুর্যাৎ পরিসমূহনম্ ॥ ১৮

বাহুমাভ্রাঃ পরিধয় ঋতবঃ সত্বচোহব্রণাঃ ।

ত্রয়ো ভনন্তি শীর্ণগ্রা একেযান্ত চতুর্দিশম্ ॥ ১৯

পাণগ্রাবভিতঃ পশ্চাচ্চদ্রগ্রমথবাপরম্ ।

ভাসেৎ পরিধিমন্ত্বেচ্চদ্রগ্রঃ স পূর্বতঃ ॥ ২০

যথোক্তবস্ত্রসম্পাত্তৌ গ্রাহ্যং তদমুকারি যৎ ।

যবানামিব গোধূমা ব্রীহীণামিব শালয়ঃ ॥ ২১

ষোড়শ খণ্ডঃ ।

পিণ্ডাষাংহার্যকং শ্রাঙ্কং ক্ষীণে রাজনি শস্যতে ।

বাসরস্য তৃতীয়ংশে নাস্তিস্ক্যাসমীপতঃ ॥ ১

যদা চতুর্দশীয়াং তুরীয়মমুপূরয়েৎ ।

অমাবাস্যা ক্ষীর্ণমাণা তদৈব শ্রাদ্ধমিযাতে ॥ ২

যজ্ঞন্তং যদহন্তেব দর্শনং নৈতি চক্ষমাঃ ।

আনয়্যাপেক্ষ্যা জ্যেষ্ঠে ক্ষীণে রাজনি চেতাপি ॥ ৩

যচ্ছোভং দৃশ্যমানৈহপি তচ্চতুর্দশ্যাপেক্ষ্যা ।

অমাবান্ত্রাং প্রতীক্ষেত তদন্তে বাপি নির্কপেৎ ॥ ৪

অষ্টমেংশে চতুর্দশ্যাঃ ক্ষীণো ভবতি চক্ষমাঃ ।

অমাবান্ত্রাষ্টমাংশে চ পুনঃ কিল ভবেদগুঃ ॥ ৫

আগ্রহায়ণ্যমাবান্ত্রা তথা চৈত্বষ্ঠন্তা য় ভবেৎ ।

বিশেষমাভ্যাং ব্রবতে চৈচ্চারণবদো জনাঃ ॥ ৬

অত্রেন্দ্ররাদেয় প্রহরেবতিষ্ঠতে

চতুর্ভাগো ন কলাবিশিষ্টঃ ।

তদন্ত এব ক্ষয়ম্ভেতি কুৎস

মেবং ভ্যোতিশ্চক্রবিদো বদন্তি ॥ ৭

যন্নিরুকে চানষ্টেকশ্চ যব্যঃ

স্তম্বিস্তৃতীয়য়া পরিদৃষ্টোনোপজায়তে ।

এবং চারং চন্দ্রমসোবিদিত্বা

ক্ষীণেতশ্চিন্নপরাহুে চ দদ্যাৎ ॥ ৮

সমিশ্রা যা চতুর্দশ্যা অমাবান্তা ভবেৎ কচিং ।
 ঋক্শিতাং তাংবিদুঃ কেচিদ্গতাক্ষামিতি চাপরে২
 বর্দ্ধমানামমাবাস্যাং লভেচ্চন্দপরেহইনি ।
 যামাংস্ত্রীনধিকান্ বাপি পিতৃযজ্ঞন্ততো ভবেৎ ॥ ১০
 পক্ষাদাবেব কুর্কীত সদা পক্ষাদিকং চক্ৰম্ ।
 পূর্কান্ এব কুর্কস্তি বিদ্ধেহপাত্রে মনীষিণঃ ॥ ১১
 ক্ষপিতুঃ পিতৃকৃত্যেযু হৃদিকারো ন বিদ্যতে ।
 ন জীবন্তমতক্রম্য কিক্ষিদ্দাদ্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥ ১২
 পিতামহে ত্রিযতি চ পিতুঃ প্রেত্যস্যা নির্সপেৎ ।
 পিতৃন্তস্য চ বৃত্তস্য জীবেচ্ছেৎ প্রপিতামহঃ ॥ ১৩
 পিতুঃ পিতুঃ পিতৃশ্চৈব তত্তাপি পিতুরেব চ ।
 কুর্ধ্যাৎ পিণ্ডব্রহ্মং বস্যা সংস্থিতঃ প্রপিতামহঃ ॥ ১৪
 জীবন্তমতি দদ্যাদা প্রেত্যায়ান্নোদকে দ্বিজঃ ।
 পিতুঃ পিতৃভ্যো বাদদ্যাৎ স্বপিতে ত্যংরা শ্রুতিঃ ॥ ১৫
 পিতামহঃ পিতুঃ পশ্চাৎ পঞ্চমং যদি গচ্ছতি ।
 পৌত্রোৎপৈকাদশাহাদি কর্তব্যং শ্রাদ্ধবোড়শম্ ॥ ১৬
 নৈতৎ পৌত্রোৎপৈককর্তব্যং পুত্রবাংশেৎ পিতামহঃ ।
 পিতুঃ সপিণ্ডনং কৃত্বা কুর্ধ্যান্নাসাহুমানিকম্ ॥ ১৭
 অসংস্কৃতৌনসংস্কার্যোপূর্বো পৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ ।
 পিতরং তন্ন সংস্কৃয়াদিতি কাত্যায়নোহব্রবীৎ ॥ ১৮
 পাপিষ্ঠমতি শুক্লেণ শুক্লং পাপীকৃতাপি বা ।
 পিতামহেন পিতরং সংস্কৃয়াদিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯
 ব্রাহ্মণাদিতিহতে তাতে পতিতে সঙ্গবর্জিতে ।
 ব্যংক্রমাচ্চ মৃতে দেয়ং যেভ্য এব দদাত্যাসৌ ॥ ২০
 মাতুঃ সপিণ্ডীকরণং পিতামহা সহোদিতম্ ।
 যথোক্তেনৈব কল্লেন পুত্রিকায়ান চৈৎ সূতঃ ॥ ২১
 ন যোষিত্বাঃ পৃথগ্ দদ্যাদযশানদিনাদৃতে ।
 স্বভূতপিণ্ডমাত্রাভ্যক্তপ্তিরাসাং যতঃস্বতা ॥ ২২
 মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্সপেৎ পুত্রিকাস্বতঃ ।
 দ্বিত্যরস্ত পিতৃন্তস্যাতৃত্তীয়স্ত পিতুঃ পিতুঃ ॥ ২৩
 ইতি বোড়শ খণ্ডঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ খণ্ডঃ ।

পুরতো যায়নঃ কুর্ধ্যঃ সা পূর্কী পরিকীর্ত্যতে ।
 মধ্যমা দক্ষিণেনাস্যাঃ দক্ষিণত উত্তমা ॥ ১
 বাবুবিদিত্তমুণ্যাস্তাভাঃ কায়াঃ সাক্ষীস্তুাস্তাভাঃ ।
 তীক্ষ্ণাস্তা যবমণ্ডাচ মধ্যং নাব ইবেৎকিরেৎ ॥ ২

শক্লুশ্চ খাদিরঃ কার্যো রজতেন বিভূষিতঃ ।

শক্লুশ্চৈবোপবেষশ্চ বাদশাক্লুল ইযাতে ॥ ৩

অগ্ন্যাশাট্রৈঃ কুশৈঃ কাণ্ড্যং কৰ্ণাংস্তরণংধনৈঃ ।

দক্ষিণাস্তং তদগ্রেস্ত পিতৃযজ্ঞে পরিস্তরেৎ ॥ ৪

স্বগরং স্বরভি জ্ঞেয়ং চন্দ্রনাদি বিলেপনম্ ।

সৌবীরাজনমিত্যুক্তং পিঞ্জলীনাং যদজ্ঞনম্ ॥ ৫

স্বস্তরে সর্কমাসাদ্য যথাবহুপযুক্ত্যতে ।

দেব পূর্কং ততঃ শ্রাদ্ধ মদ্বরঃ শুচিরারভেৎ ॥ ৬

আসনাদ্যকর্পযন্তং বসিষ্ঠেন যথেরিতম্ ।

কৃত্বা কৰ্ম্মাথ পাত্রেবু উত্তং দদ্যাভিলোদকম্ ॥ ৭

তৃক্ষীং পৃথগপো দত্বা মস্ত্রেণ তু তিলোদকম্ ।

গন্ধোদকঞ্চ দাতব্যং সনিকর্ষক্রমেণ তু ॥ ৮

আহুত্রেণ তু পাত্রেণ যন্ত দদ্যাভিলোদকম্ ।

পিতরন্তস্যান্নান্নস্তি দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ৯

হুণাণচ ক্রনিপন্নমাহুং মৃগয়ং সূতম্ ।

তদেব হস্তবটিতং স্বাগাদি দৈবিকং ভবেৎ ॥ ১০

গন্ধান্ ব্রাহ্মণসং কৃত্বা পুশ্পাণ্যতুতবানি চ ।

ধূপকৈবাহুপূর্কং হৃদ্যো কুর্ধ্যাদনস্তরম্ ॥ ১১

অগ্নৌ করণহোমশ্চ কর্তব্য উপবীতিনা ।

প্রায়ুর্ধ্বেনবদেবেভ্যোজুহোতীতিশ্রুতিঃশ্রুতেঃ ॥ ১২

অপসব্যোন বা কার্যো দক্ষিণাভিমুখেন চ ।

নিরুপা হবিরস্তম্মা অঙ্ঘ্র্যে ন হি হুয়তে ॥ ১৩

স্বাহা কুর্ধ্যান্নচাত্রাস্তে নচৈব জুহ্যাদ্বিঃ ।

স্বাহাকারেণ হত্বাগ্নৌ পশ্চান্নব্রহ্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৪

পিত্রে যঃ পংক্তিমূর্দ্ধন্তস্ত পাপাবনয়মান্ ।

হত্বা মদ্ববদন্তেযাং তৃক্ষীং পাত্রেযু নিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৫

নোজুর্ধ্যাকোমমজ্ঞাণাং পৃথগাদিষু কৃত্রিৎ ।

অন্তেযাঞ্চাবিকুণ্টানাং কালেনাচমনাদিনা ॥ ১৬

সব্যেন পাণিনেতেযং যদত্র সমুদীরিতম্ ।

পরিগ্রহণমাত্রস্তং সব্যস্তাদিশতি ব্রতম্ ॥ ১৭

পিঞ্জল্যাদ্যভিসংগৃহ্য দক্ষিণেনেতরাৎ করাৎ ।

অহারভ্য চ সব্যেন কুর্ধ্যাহ্নেন্নেখনাদিকম্ ॥ ১৮

যাবদর্থমুপাদায় হবিষোহর্ভকমর্ভকম্ ।

চরুণা সহ সন্নীর পিণ্ডান্ দাতুমুপক্রমেৎ ॥ ১৯

পিতৃকৃত্তরকর্ষণে মধ্যমে মধ্যমস্ত তু ।

দক্ষিণে তৎপিতৃশ্চৈবপিণ্ডান্ পূর্কগ্নিনির্সপেৎ ॥ ২০

বামমাবর্তনং কেচিদ্ধদগস্তং প্রচক্লেতে ।

সর্কং গোতমশাণ্ডিল্যো শাণ্ডিল্যায়ন এব চ ॥ ২১

আবৃত্ত্য প্রাণমাযমা পিতৃন্ দ্যায়ন্ যথার্থতঃ ।

জপংস্তেনৈব চাতৃত্য ততঃ প্রাণং প্রমোচয়েৎ ॥ ২২

শাকঞ্চ ফাল্গুনায়ৈম্যং স্বয়ং পদ্মাসি বা পচেৎ ।
বহু শাকানিকোণোমঃ কার্ণোহপূপাষ্টকায়তঃ ॥২০
আষ্টেকাং মধ্যগায়ামিতি গোভিলগোতমো ।
বার্ধৈকখণ্ডিশসর্কাকোতসোমেনেহষ্টকায়তঃ ॥২৪
স্থানীপাকং পশুস্থানে কুর্ধ্যাদ্বেদ্যাহুকম্মিতম্ ।
প্রপয়েত্তং সবৎসায়ান্তরুণ্যাগোঃ পরশ্রুতম্ ॥২৫

অষ্টাদশ খণ্ডঃ ।

সায়মাদি প্রাতঃসময়ে কৰ্ম প্রচক্ষতে ।
দশান্তং পৌৰ্ণমাসাদ্যনেকমেব মনীষিণঃ ॥ ১
উৰ্দ্ধং পূর্ণাহতেদর্শঃ পৌৰ্ণমাসোহপি বাগ্রিমঃ ।
ব আয়াতি স হোতব্যঃ স এবাদিরিতি দ্রুতিঃ ॥২
উৰ্দ্ধং পূর্ণাহতে: কুৰ্ধ্যাং সায়ং হোমাদনস্তরম্ ।
বৈশ্বেদেবন্ত পাকান্তে বলিকৰ্মসমব্রিতম্ ॥ ৩
ব্রাহ্মণাণ্ড ভোজয়েৎ পশ্চাদ্ভিক্রপান্ স্বশক্তিতঃ ।
যজমানন্তে গোহ্মীয়াসিদ্ধিতি কাত্যায়নোহব্রবীৎ ॥৪
বৈবাহিকেহগ্নৌ কুরীত সায়ং প্রাতঃসময়ে তজ্জাতঃ ।
চতুর্থীকৰ্ম কুৰ্ব্বৈতদেতচ্ছাট্যায়নেন্দ্রুতম্ ॥ ৫
উৰ্দ্ধং পূর্ণাহতে: প্রাতঃসময়ে তাং সায়মাহতিম্ ।
প্রাতঃসময়েদেব স্ত্রীদেব এবোত্তরো বিধিঃ ॥ ৬
পৌৰ্ণমাসাত্যয়ে হব্যং হোতা বা যদহর্ভবেৎ ।
তদহর্ভুহ্মাদেবমমাবাস্যাত্যয়েহপি চ ॥ ৭
অহুয়মানেহনশ্নংশ্চে স্নয়েৎ কাশং সমাহিতঃ ।
সম্পন্নো তু যথা তত্র হুয়তে তদ্বিহোচ্যতে ॥ ৮
আহুতা: পরিসংখ্যায় পাতে কুহ্মাহতী: সফ্রং ।
ময়্রেণ বিধিবদ্ধু স্বাধিকমেবাংপরো অপি ॥ ৯
যত্র ব্যাহতিভিহোমঃ প্রায়শ্চিত্তান্ত্রকো ভবেৎ ।
চতুস্তত্র বিজ্ঞেয়া: জীপাণিগ্রহণে যথা ॥ ১০
অপিবাঞ্জাতমিভ্যেবা প্রাজাপত্যাপিবাহতি: ।
হোতব্যো বিধিকল্লোহয়ং প্রায়শ্চিত্তবিধি:স্মৃত: ॥১১
যদ্যগ্নিরগ্নিনাশ্চেন সন্তবেদাহিত: কচিৎ ।
অগ্নয়ে বিবিচয় ইতি জুহুয়াগ্না স্নতাহতিম্ ॥ ১২
অগ্নয়েহপ্ৰস্তুমতে চৈব জুহুয়াগ্নৈহুয়তেন চেৎ ।
অগ্নয়ে শুচয়ে চৈব জুহুয়াগ্নৈহুয়তেন ॥ ১৩
গৃহদাহাগ্নিনাশ্চ যন্তব্যঃ স্নামবাং দ্বিভৈ: ।
দাবাগ্নিনা চ সংসর্গে হুয়ং যদি তপ্যতে ॥ ১৪
বিভূতো যদি সংস্রজ্যেৎ সংস্রষ্টমুপশাময়েৎ ।
অসংস্রষ্টং জাগরয়েদিগ্নিশ্চৈবমুত্তবান্ ॥ ১৫
ন শ্বেহগ্নাবন্তহোমঃস্থানুযুক্তেকাং সমিদাহতম্ ।
স্বগভসংক্রিয়াখাংচ যাবদ্রানৌ প্রজায়তে ॥ ১৬

অগ্নিস্ত নামধেয়াদৌ হোমে সর্কজ লৌকিকঃ ।
ন হি পিত্রা সমানীতঃ পুত্রস্ত ভবতি কচিৎ ॥ ১৭
যজ্ঞাধাবন্তহোমঃ স্যাৎ স বৈশ্বানরদৈবতম্ ।
চক্রং নিরুপ্য জুহুয়াং প্রায়শ্চিত্তং তু তস্য তৎ ॥১৮
পরোগ্নৌ হুতৈ দ্বার্থং পরস্যাগ্নৌ হুতে স্বয়ম্ ।
পিতৃযজ্ঞাত্যয়ে চৈব বৈশ্বদেবদ্বয়স্য চ ॥ ১৯
অনিষ্টো নবধজেন নবান প্রাশনে তথা ।
ভোজনে পতিতারস্য চক্রেঈশ্বানরো ভবেৎ ॥২০
স্পিতৃত্য: পিতা দদ্যাৎ স্ততসংস্কারকর্মম্ ।
পিণ্ডানোরহনাদেবং তস্যাভাবে তু তৎক্রমাৎ ২১
ভূতপ্রবাচনে পত্নী যদ্যস্মিহিতা ভবেৎ ।
রজোরোগাদিনা তত্র কথং কুর্যন্তি যাজ্ঞিকা: ২২
মহানসেহয়ং যা কুৰ্ধ্যাং সবর্ণাং তাং প্রবাচয়েৎ ।
প্রণবায়পি বা কুৰ্ধ্যাং কাত্যায়নবচো যথা ॥ ২৩
যজ্ঞবাস্তানি মুষ্ট্যাঞ্চ তথৈ দর্ভবটৌ তথা ।
দর্ভসংখ্যা ন বিহিতা বিষ্টরাত্তরপেৰু চ ॥ ২৪

ইতি অষ্টাদশ খণ্ডঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশ খণ্ডঃ ।

নিঃক্ষিপ্যায়িং স্বদারৈব পরিকল্প্যাস্বিকং তথা ।
প্রবসেৎ কার্ণ্যবান্ বিপ্রো বধৈবনচিরং কচিৎ ॥১
মনসা নৈত্যকং কৰ্ম প্রবসন্নপ্যতস্ত্রিতঃ ।
উপবিষ্ট শুচি: সর্কং যথাকালমহুজ্জবেৎ ॥ ২
পত্ন্যা চাপ্যবিয়োগিতা শুক্রযোহগ্নিক্সিনীতয়া ।
সৌভাগ্যবিভাবৈবধ্যকাময়া ভর্তৃভৃতয়া ॥ ৩
যা বা স্ত্রীদৌহিত্যসামাজ্যাসম্পাদিনী প্রিয়া ।
দক্ষা প্রিয়দা শুদ্ধা তামুত্র বিনিয়োজয়েৎ ॥ ৪
দিনদ্বয়েণ না কৰ্ম যথা জ্যৈষ্ঠং স্বশক্তিতঃ ।
বিভজ্য সহ বা কুৰ্ধ্যর্থধাজ্ঞানঞ্চ শাস্তবৎ ॥ ৫
জীবাংসৌভাগ্যতোজ্যৈষ্ঠংবিদ্যায়ৈববিজ্ঞানম্ ।
নহি প্যত্যা ন তপসাত্তীতুয্যতিযোষিতাম্ ॥৬
ভর্তৃরাদেশবর্জিতা যথোমা বহুভির্ভৈ: ।
অগ্নিশ্চৈতাবিতোহমুত্রসাজীসৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
বিনয়াবনতাপি জী ভর্তৃর্ধা হর্ভগা ভবেৎ ।
অমুত্রোমাগ্নিভর্তৃপামবজ্ঞাতি: কুতা তয়া ॥ ৮
শ্রোত্রিয়ং স্তবগাংগাঞ্চ অগ্নিমগ্নিচিতি: তথা ।
প্রাতরুখায় য: পঠেদাপত্য: স প্রমুচ্যতে ॥ ৯
পাপিষ্ঠং হুতগানস্ত্যং নগ্নমুংকৃত্যনাসকম্ ।
প্রাতরুখায় য: পঠেৎ স কলরুপদুজ্যতে ॥ ১০

পতিমুল্লভ্যা মোহাৎ জী কিংনকিংনরকং ব্রজেৎ ।
 কৃচ্ছান্নমুখ্যাতাং প্রাপ্যকিংকিংদুঃখং ন বিলন্তি ॥১১
 পতিশুশ্রুবৈব জী কান্ লোকান্ সমশ্নুতে ।
 দিবঃ পুনরিহায়াতা স্বধানামমুখির্ভবেৎ ॥ ১২
 সদারোহত্যান্ পুন্দরান্ কথঞ্চিৎ কারণান্তরাৎ ।
 য ইচ্ছেদগম্যমানকর্তৃং কহোমোহস্তুবিধীয়তে ॥১৩
 স্বেহয়াবেব ভবেচ্ছোমো লৌকিকে ন কদাচন ।
 নহাহিতাণ্যেঃস্বং কশ্চনৌকিকেহমৌবিধীয়তে ॥১৪
 বড়াহতিকমশ্চেন জুহুয়াদৃক্ষবদর্শনাৎ ।
 ন হ্যায়নোহর্থং স্যাভাবদ্যাবন্ন পরিণীয়তে ॥১৫
 পুরস্তাৎ ঐবিকল্পং যৎ প্রারশ্চিত্তমুদাহৃতম্ ।
 তৎ বড়াহতিকং শিষ্টৈষ্টব্রজবিত্তিঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥১৬
 ইতি একোনবিংশ খণ্ডঃ ॥ ১২ ॥

ইতি কাত্যায়নবিরচিতো কৰ্ম্মপ্রদীপে
 বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ ॥

বিংশ খণ্ডঃ ।

অসমকৃত্ত দম্পত্যোহৌতব্যাং নৰিগাদিনা ।
 যোরপ্যসমক্ং হি ভবেচ্ছ তমনর্থকম্ ॥ ১
 বিহায়াগ্নিং সভাৰ্য্যশ্চেৎ সীমামুল্লভ্যা গচ্ছতি ।
 হোমকালাতয়ে তস্তা পুনরাধানমিধ্যতে ॥ ২
 অরণ্যোঃ ক্ষয়নাশাগ্নিদাহেহগ্নিং সমাহিতঃ ।
 পালয়েদুপশান্তেহগ্নিন্ পুনরাধানমিধ্যতে ॥ ৩
 জ্যেষ্ঠা চেষহভাৰ্য্যস্ত অতিচারেণ গচ্ছতি ।
 পুনরাধানমষ্টৈক ইচ্ছন্তি ন তু গোতমঃ ॥ ৪
 দাহয়িত্বাগ্নিভিভাৰ্য্যং সপ্তশীং পূৰ্ণসংস্থিতাম্ ।
 পাত্রেচ্চাখাগ্নিমাধধ্যাক্ত কৃতদারোহবিলম্বিতঃ ॥ ৫
 এবংবস্তাং সবর্ণাং জীং দ্বিজাতিঃ পূৰ্ণমারিণীম্ ।
 দাহয়িত্বাগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞপাত্রেচ্চ ধৰ্ম্মবিৎ ॥ ৬
 দ্বিতীয়াষ্টৈক যঃ পত্নীং দঃ দৈবতানিকাগ্নিভিঃ ।
 জীবন্ত্যাং প্রথমায়াস্ত ব্রহ্ময়েন সমং হি তৎ ॥ ৭
 যুতায়ান্ত দ্বিতীয়ায়াং যোহগ্নিহোত্রে সযুৎসুজ্ঞেৎ ।
 ব্রহ্মোজ্ঞঃসংভিজানীরাধ্বণকামাংসযুৎসুজ্ঞেৎ ॥ ৮
 যুতায়ামপিভাৰ্য্যয়াবৈদিকাগ্নিং নহি ত্যজ্ঞেৎ ।
 উপাধিনাপি তৎ কৰ্ম্ম ব্যবজ্জীবং সমাপশেৎ ॥ ৯
 রামোহপি কৃত্বা সৌবর্ণাঃসীতাঃ পত্নীঃষশ্বিনীম্ ।
 জ্ঞেৎ যষ্টৈকর্কষ্বিধৈঃ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ ॥ ১০
 যো দহেদগ্নিহোত্রেণ স্বেন-ভাৰ্য্যং কথঞ্চন ।
 সা জী সম্পদ্যতে তেন ভাৰ্য্যাবাস্তুপূনান্ভবেৎ ॥১১

ভাৰ্য্যা মরণমাপন্না দেশান্তরগতাপি বা ।
 অধিকারী তবেৎ পুত্রোমহাপাতকিনিষিজে ॥১২
 মাত্ৰা চেন্দ্রিয়তে পূৰ্ণং ভাৰ্য্যাপতিবিমানিতা ।
 ত্রীণি জন্মানি সা পুংস্বৎ পুরুষঃ জীষ্মমহতি ॥ ১৩
 পূৰ্ণৈব যোনিঃ পূৰ্ণাবুৎ পুনরাধানকৰ্ম্মণি ।
 বিশেষোহহম্ভাগ্যুপহানমাজ্যাহতাষ্টকং তথা ॥১৪
 কৃচ্ছা ব্যাহতিহোমাস্তমুপতিষ্ঠেত পাবকম্ ।
 অধ্যায়ঃ কেবলাগ্নেয়ঃ কন্তেজামিরমানসঃ ॥ ১৫
 অগ্নিমীড়ে অগ্ন আয়াহগ্ন আয়াহি বীতয়ে ।
 তিশ্রোহগ্নিজ্যোতিরিভায়াংদূতমগ্নে মৃড়েতিচ ॥১৬
 ইত্যষ্টাবাহতীর্হা যথাবিধাহুপূৰ্ণশঃ ।
 পূর্ণাহত্যা দিকং সৰ্ম্মমগ্নং পূৰ্ণবদাঃরেৎ ॥ ১৭
 অরণ্যোরন্নমপ্যকং যাবতিষ্ঠতি পূৰ্ণয়োঃ ।
 ন তাবৎ পুনরাধানমন্তারণ্যোবিধীয়তে ॥ ১৮
 বিনষ্টং ক্রক্ ক্রবংন্যজ্ঞং প্রত্যক্স্থলমদর্শিষি ।
 প্রত্যগ্গ্ৰহণ মুখলং গ্রহরেজ্জাতবেদসি ॥ ১৯

একবিংশ খণ্ডঃ ।

স্বয়ং হোমাসমর্থস্ত সমীপমুপসর্পণম্ ।
 তত্রাপ্যসকৃত্য সত্যঃ শয়নাকোপবেশনম্ ॥ ১
 হত্যায়াং সায়মাহৃত্যাং হুৰ্ললশ্চেদগ্ৰহী ভবেৎ ।
 প্রাতঃহোমশুভৈব শ্রাজ্জীবেছেচ্ছঃ পুনর্নবা ॥ ২
 হুৰ্ললং স্নাপয়িত্বা তু শুভ্রচৈলাভিসংবৃতম্ ।
 দক্ষিণশিখরং ভূমৌ বহিঃপ্রত্যং নিবেশয়েৎ ॥ ৩
 যুতেনাভা ক্রমাপ্রাভা সব্রহ্মমুপবীতিনম্ ।
 চন্দ্রনোক্ষিতসকাকং স্তম্বনোভির্জিভূষিতম্ ॥ ৪
 হিরণ্যশকলাগ্নস্তা ক্ৰিপ্তা ছিদ্বেদ্ব সপ্তস্থ ।
 মুখেদ্বখাগ্নি ধাতয়েনং নিহ্নিরেয়ুঃ স্তুতাদয়ঃ ॥ ৫
 আম্রপাত্রেহন্নমাদায় প্রেতমগ্নিপূঃসরম্ ।
 একোহমুগ্ছেতস্তাক্ষীর্কর্কং পথ্যংসজ্ঞেদ্বি ॥ ৬
 অর্দ্ধমাদহনং প্রাপ্ত আসীনো দাক্ষিণমুখঃ ।
 সব্যাং জায়াচ্য শনকৈকঃ সতিলাং পিণ্ডদানবৎ ॥ ৭
 অথ পুত্রাদিরপ্ন ত্য কুৰ্য্যাদাকুরুচয়ং মহৎ ।
 ভূপ্রদেশে শুভৌ দেশে পশ্চাচ্চিভাদিলক্ণে ॥ ৮
 তত্রোত্তানং নিপাত্যনং দক্ষিণশিরসঃ মুখে ।
 আজ্যপূর্ণং ক্রুৎ দধ্যাদক্ষিণাগ্রাং নসি ক্রবম্ ॥ ৯
 পাদয়োঃস্বধরাং প্রাজীমরগীমুরসীতরাম্ ।
 পার্শ্বয়োঃ পূর্ণচমসে সব্যদক্ষিণয়োঃ ক্রমাৎ ॥ ১০
 মুখলেন সহ হুত্বজমন্তরকৌরুদুধলম্ ।
 চত্রৌবীলীকমষ্টৈবমনজ্ঞনয়নোবিভীঃ ॥ ১১

অপসবোন কুশৈত্বাগযতঃ পিতৃদিশুখঃ ।
অবাগ্নিঃ সবাভ্যবকো দদ্যাদক্ষিণতঃ শনৈঃ ॥১২
অস্বাস্ত্রমধিজাতোহসি তদয়ং জায়তাং পুনঃ ।
অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি যজুরীরয়ন্ ॥ ১৩
এবং গৃহপতির্দধুঃ
সর্বং তরতি দ্রুততম ।
যঠশনং দাহয়েৎ সোহপি
প্রজ্ঞাং প্রাপ্নোতানিন্দিতাম্ ॥ ১৪
যথা স্বায়ুধধৃক্ পাশো হরণ্যাত্তপি নির্ভয়ঃ ।
অতিক্রম্যাহ্নোহভীষ্টং স্থানমিষ্টকানিন্দতি ॥১৫
এবমেকোহগ্নিমান্ যজ্ঞপাত্রায়ুধবিভূষিতঃ ।
লোকানজ্ঞানতিক্রম্য এবং ব্রহ্মৈববিন্দতি ॥ ১৬

দ্বাবিংশ খণ্ডঃ ।

অথানবেক্ষমেতাপঃ সর্বং এব শব্দশ্চ ।
ব্রাহ্মা সটেলমাচম্য দহ্যরস্কোদকং স্থলে ॥ ১
গোরনামাহুবাশস্তে তর্পরামীত্যানস্তরম্ ।
ক্ষিপ্যাগ্রান্ কশান্ কৃষা সতিলস্ত পৃথক্ পৃথক্ ॥২
এবংকৃতোদকান্ সম্যকসর্সান্ শাদ্বলসংস্থিতান্ ।
আরুত্যা পুনবাচাস্তান্ বদেযুতেহনুযায়িনঃ ॥ ৩
মা শোকং কুরুতানিত্যে সর্সয়িন্ প্রাণধর্মণি ।
ধর্মং কুরুত যত্নেন যো বঃ সহ গমিষ্যতি ॥ ৪
দাহযো কদলীস্তন্তে নিঃসারে সারমার্গণম্ ।
যঃ করোতি স সমুচ্যো জলবুদ্বুদসম্মিতে ॥ ৫
দ্বী বহুমতী নাশয়দধির্দেবতানি চ ।
কনপ্রথ্যঃ কপং নাশং মর্ত্যলোকো ন যাত্ততি ॥৬
ঋধা সম্বৃতঃ কারো যদি পঞ্চদমাগতঃ ।
ঋতিঃ শ্ববীরোঽন্থস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৭
গর্সেক্ষ্যাস্তা নিচর্যঃ পতনাস্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ ।
ংযোগ বিপ্রয়োগাস্তা মরণাস্তং হি জীবিতম্ ॥ ৮
স্রাক্ষবাক্ষবৈষ্মক্যং প্রেতো ভুঙ্জ্যতেহবশঃ ।
মতো ন রোদিতব্যংহি ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥৯
যযুক্তা ব্রহ্মযুক্তে গহানবুপুরঃসরাঃ ।
নাগ্নিপার্শ্বনাভ্যাটনঃ ওধ্যয়ুরিতরে কঠৈঃ ॥১০

ত্রয়োবিংশ খণ্ডঃ ।

বৈমবাহিতাশস্ত্র পাত্রন্যাসাদিকং ভবেৎ ।
ক্ষাজিনাদিকশত্র বিশেষঃ স্বরচোদিতঃ ॥ ১
বৈশমরপেহহীনি হ্রাক্ত্যভ্যাজ্য পর্ণিবা ।
বৈষ্পর্জ্যাজ্য পাত্রভ্যাসাদি পূর্ববৎ ॥ ২

অস্থামলাভে পর্ণানি সকলান্যুক্তয়াবৃত্তা ।
ভর্জয়েদগ্নিসংখ্যানি ততঃ প্রভৃতি স্ততকম্ ॥ ৩
মহাপাতকসংযুক্তো দৈবাৎ ভাদগ্নিমান্ যদি ।
পুত্রাদিঃ পালয়েদগ্নিং যুক্ত আদোষসংক্ষমাৎ ॥৪
প্রায়শ্চিত্তং ন কুর্শ্যাদয়ঃ কুর্সন্ বা স্মিন্নতে যদি ।
গৃহং নির্কাপয়েচ্ছৌতমপ্শ্বস্তেৎ সপরিচ্ছদম্ ॥৫
সাদয়েদ্রুতয়ং বাপ্পু হৃদোহগ্নিরভবদ্ব্যতঃ ।
পাত্রাণি দদ্যাধিপ্রায় দহেদগ্নে বা বা ক্ষিপেৎ ॥৬
অনঘৈবাবৃত্তা নারী দধুবা বা ব্যবস্থিতা ।
অগ্নিপ্রদানমহ্নোহস্যা ন প্রয়োজ্য ইতি স্থিতিঃ ॥৭
অগ্নিনেব দহেভ্যাগ্যাং সতরা পতিতা ন চেৎ ।
তদ্ব্তরেণ পাত্রাণি দাহয়েৎ পৃথগন্তিকে ॥ ৮
অপরেদ্ব্যস্তৃতীয়ে বা অস্থ্যং সঞ্চয়নং ভবেৎ ।
যন্তত্র বিধিরাদিষ্ট ঋষিভিঃ সেচ্ছধুনোচ্যতে ॥ ৯
স্নানাস্তং পূর্ববৎ কৃষা গবেয়ন পয়সা ততঃ ।
সিঞ্চেদস্থানি সর্সাপি প্রাচীনাবীতভাভয়ন ॥১০
শমীপলাশশাখাভ্যামৃত্যুস্ত্যক্ত্য ভক্ষনঃ ।
আজ্যোনাভ্যাজ্য গবেয়ন সেচয়েদগ্নকবারিণা ॥১১
মৃতপাত্রসংপুটং কৃষা স্ত্রেণ পরিবেষ্ট্য চ ।
যত্রং খাড়া শুচো ভূমৌ নিধনেদক্ষিণামুখঃ ॥১২
পূর্বয়িত্বাবটং পক্ষপিওশৈবালসংযুতম্ ।
দন্তোপরি সমং শেষং কুর্গ্যাং পূর্কাহুর্কর্ণণা ॥১৩
এবনেবাগহীতাগ্নেঃ প্রেতস্ত্রি বিধিরিষ্যতে ।
ত্রীণামিবাগ্নিদানং স্তাদাথাতোহহুতমুচ্যতে ॥১৪

ইতি ত্রয়োবিংশ খণ্ডঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ খণ্ডঃ ।

স্ততকে কর্মণাং ত্যাগঃ সঙ্গসদীনাম্ বিধীয়তে ।
হোমঃশ্রোতেতুর্কর্তব্যঃ শুক্লোন্নোপিবাক্ষলৈঃ ॥১
অকৃতং হাবয়েৎ স্মার্তে তদভাবে কৃতাকৃতম্ ।
কৃতং বা হাবয়েদগ্নমহারস্ত্রবিধানতঃ ॥ ২
কৃতমোদনশত্ৰুদি তণ্ডুলাদি কৃতাকৃতম্ ।
ব্রীহাদি চাকৃতং প্রোক্তমিতি হব্যঃ ত্রিধা বৃধৈঃ ॥৩
স্ততকে চ প্রবাসেযু চাশকৌ শ্রাদ্ধভোজনেন ।
এবমাদিতিমিবেষু হাবয়েদিতি'বোজয়েৎ ॥৪
ন ত্যজেৎ স্ততকে কর্মত্রক্ষচারী স্বকং কচিৎ ।
ন দীক্ষণ্যাং পরং যজে ন কচ্ছাদি তপশ্চরন ॥৫
পিতৃর্ধ্যাপি মৃতে নৈষাঃ দোষো ভবতি'কর্হিচৎ ।
আশৌচং কর্মণোহন্তে স্ত্রাজ্যং বা এক্ষারিণঃ ॥৬

শ্রাদ্ধমগ্নিমতঃ কার্যং দাহাদেকাদশেহনি ।
 প্রত্যাস্কিকত্ব কর্বীত প্রমীতাহনি সৰ্বদা ॥ ৭
 দ্বাদশ প্রতিমাতানি আদ্যং বাগ্নাসিকৈ তথা ।
 সপিণ্ডীকরণকৈব এতদৈ শ্রাদ্ধবোড়শম ॥ ৮
 একাহেন তু বাগ্নাসা যদা স্মৃতিপি বা ত্রিভিঃ ।
 ন্যূনাঃ সৰ্বৎসরশ্চৈব স্তাতাং বাগ্নাসিকৈ তদা ৯
 যানি পঞ্চদশাদ্যানি অপুত্রস্তেত্তরাণি তু
 একস্মিন্নহি দেয়ানি সপুত্রস্তেব সৰ্বদা ॥ ১০
 ন যোযায়াঃ পতির্দদ্যাদপুত্রায় অপি কচিৎ ।
 ন পুত্রস্য পিতা দদ্যান্নানুজন্ত তথাগ্রজঃ ॥ ১১
 একাদশেহহি নির্বৃত্য অর্ধাঙ্গদর্শাদ্ যথাবিধি ।
 প্রকুর্বাতিগ্নমানপুত্রোমাতাপিত্রোঃসপিণ্ডিতাম্ ॥
 সপিণ্ডীকরণদুর্দ্ধং ন দদ্যাৎ প্রতিমাসিকম্ ।
 একোদ্বিষ্টেন বিধিনা দদ্যাদিতাহ গৌতমঃ ১৩
 কসু সমন্বিতঃ মুক্তা যথাদ্যং শ্রাদ্ধবোড়শম্ ।
 প্রত্যাস্কিককর্ণেষুপিণ্ডঃসূত্ৰাঃ বড়িতিস্তিতিঃ ১৪
 অর্ঘ্যেহকব্যোদকে চৈব পিণ্ডদানেহবনেজনে ।
 তদন্ত তু নিবৃত্তিঃ স্তাতং স্বধাবাচন এব চ ॥ ১৫
 ব্রহ্মদণ্ডাদিয়ুক্তানাং যেষাং নাস্ত্যগ্নিসংক্রিয়া ।
 শ্রাদ্ধাদিসংক্রিয়াভাজো ন ভবন্তীহ তে কচিৎ ১৬

ইতি চতুর্বিংশ খণ্ডঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ খণ্ডঃ ।

মন্ত্রান্নায়েহগ্ন ইত্যেতৎ পঞ্চকং লাঘবার্থিভিঃ ।
 পঠ্যতে তৎপ্রয়োগে স্তান্নান্নাগমেব বিংশতিঃ ॥ ১
 অগ্নেঃ স্থানে বায়ুচন্দ্রসূর্য্যাবহবদ্য চ ।
 সমস্ত পঞ্চমীস্থত্রে চতুশ্চতুরিতিশ্রুতেঃ ॥ ২
 প্রথমে পঞ্চকে পানী লক্ষ্মীরিতি পদং ভবেৎ ।
 অপি পঞ্চম্ মন্ত্রেবু ইতি যজ্ঞবিদৌ বিদুঃ ॥ ৩
 দ্বিতীয়ে তু পতিয়ী স্তাদপুত্রতি তৃতীয়কে ।
 চতুর্থে ঋপসব্যোতি ইদমাহতিবিংশকম্ ॥ ৪
 ঋতিহোমে ন প্রযুক্ত্যাঙ্গোনাগ্নমন্ত্ৰ তথাষ্টম্ ।
 চতুর্থ্যামগ্ন্য ইত্যেতল্লোনাগ্নমন্ত্ৰ হি হয়তে ॥ ৫
 লতাঃপল্লবো গৃঢ়ঃ গুল্মেতি পরিকীর্ত্যতে ।
 পতিব্রতা ব্রতবতী ব্রহ্মবদ্রুতথাহ্রতঃ ॥ ৬
 শলাটু নীলমিড্ডাকং গ্রন্থঃ শুবক উচ্যতে ।
 কপুষ্কিকাভিতঃ কেশ মুর্দ্ধি পশ্চাৎ কপুচ্ছলম্ ॥ ৭
 শাৰিচ্ছলাকা শলী তথা বীরতরঃ শরঃ ।
 তিলতুলসম্পাকঃ কুবরঃ সোহভিধীয়তে ॥ ৮

নামধেয়ে যুনিবহুপিশাচাবহবৎ সদা ।
 যক্ষাশ্চ পিতরো দেবা যষ্টব্যান্তিথিদেবতাঃ ॥ ৯
 আগ্নেয়ান্নোহগ্ন সর্পাদ্যে বিশাখাদ্যে তথৈব চ ।
 আষাঢ়াদ্যে ধনিষ্ঠাদ্যে অশ্বিনাদ্যে তথৈব চ ১১
 যম্মাত্তেতানি বহবদৃক্ষাণাং জুহুয়াৎ সদা ।
 যম্মদ্বয়ং দ্বিবচ্ছেষমবশিষ্টান্তিথৈকবৎ ॥ ১২
 দেবতাস্বপি হুয়ন্তে বহবৎ সার্কপিত্তয়ঃ ।
 দেবাশ্চ বসবশ্চৈব দ্বিবদেবান্তিনৌ সদা ॥ ১৩
 ব্রহ্মচারী সমাদিষ্টো গুরুণা ব্রতকর্মণি ।
 বাচনোমিতি বা ক্রয়াৎতথৈবানুপালয়েৎ ১৪
 সশিখং বপনং কার্যমন্নানাদব্রহ্মচারিণা ।
 আশরীরবিমোক্ষায় ব্রহ্মচর্য্যং ন চেত্তবেৎ ॥ ১৫
 ন গাত্রোৎসাদনং কুর্ধ্যাদনাপদি কদাচন ।
 জলক্ৰীড়ামল্কারানু ব্রতী নপু ইবাঙ্গবেৎ ॥ ১৬
 দেবতানাং বিপর্য্যাসে জুহোতিষু কথং ভবেৎ
 সর্গং প্রায়শ্চিত্তং হত্যা ক্রমেণ জুহুয়াৎ পুনঃ ॥ ১৭
 সংস্কারা অতিপত্যেয়ান্ স্বকালোচ্চৈঃ কথঞ্চন ।
 হত্বৈতদেব কর্তব্যং যে তুপনয়নাদধঃ ॥ ১৮
 অনিষ্টা নবযজ্ঞেন নবান্নং যোন্ত্যাকামতঃ ।
 বৈশ্বানরশ্চক্ৰন্তু প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ১৯

ষড়্ বিংশ খণ্ডঃ ।

চক্ৰঃ সময়নীয়ো যন্তথা গোযজ্ঞকর্মণি ।
 বুধভোতসর্জনে চৈব অশ্বযজ্ঞে তথৈব চ ॥ ১
 শ্রাবণাং বা প্রদোষে যঃ কুর্ধ্যারন্তে তথৈব চ ।
 কথমেতেষু নির্ধাপাঃ কথকৈব জুহোতমঃ ॥ ২
 দেবতা সন্ধ্যা গ্রাহা নির্ধাপান্ত পৃথক্ পৃথক্
 তুষীং দ্বিরেব গহীয়াঙ্কোমশ্চাপি পৃথক্ পৃথক্ ।
 যাবতী হোমনিবৃত্তির্ভবেদা যত্র কীর্তিতা ।
 শেষঃ চৈব ভবেৎ কিঞ্চিৎবাস্তুং নির্ধাপেচ্চয়
 চরৌ সমনীয়ৌ তু পিতৃযজ্ঞে চরৌ তথা ।
 হোতব্যং মেক্ষণেনাত্ত উপস্তীর্ণাভিধারিতম্ ।
 কালঃ কাভ্যায়নেনোক্তো বিধিশ্চৈব সমাস্ত
 বৃষোৎসর্গে যতো নোহত্রগোভিলেনতুভাষিত
 পারিভাষিক এব স্তাৎ কালোগোবাজিযজ্ঞে
 অন্ত্রমাহুপদেশান্তু স্বস্তরারোহণত চ ॥ ৭
 অথবা মার্গপালোহহি কালো গোযজ্ঞকর্মণঃ
 নারাজনেহহি বাগ্নাঃ পিতৃ যজ্ঞান্তরে বিধিঃ
 শরদ্রসন্তয়োঃ কেম্বিবজ্ঞং প্রচক্ষতে ।
 ধাত্তপাকবশাদগ্নে শ্রামকোবানিনঃ স্তুতঃ ॥ ৮

অশ্বযুজ্যাং তথা কৃষ্যাং বাজিকর্মণি বাজিকার্যঃ ।
যজ্ঞার্থতত্ত্ববেত্তারো হোমমেবং প্রচক্ষতে ॥ ১০
দে পঞ্চ বে ক্রমেণৈতা হবিরাহুতয়ঃ স্মৃতাঃ ।
শেবাআজ্যেনহোতব্যাহিতিকাত্যায়নোহব্রবীৎ ১১
পয়োদধাজ্যাসংযুক্তং তৎ পৃষাতকমুচ্যতে ।
দধ্যেকে তত্পাসাদ্য কর্তব্যঃ পায়সশ্চরুঃ ॥ ১২
ব্রীহয়ঃ শালয়ো মুলা গোধূম্যঃ সর্বপাস্তিলাঃ ।
যবশেচাষধয়ঃ সপ্ত বিপদং যন্তি ধারিতাঃ ॥ ১৩
সংস্কারাঃ পুরুষেষুতে স্মর্যন্তে গোতমাদিভিঃ ।
অতোহষ্টকাদয়ঃ কার্য্যাসঃ সর্বেকালক্রমাদিতাঃ ॥ ১৪
সকৃদপাঠ্যকাদীনি কৃষ্যাং কর্ম্মণি যো দ্বিজঃ ।
স পংক্তিপাবনোভূতালোকানুপ্রৈতিযুতশ্চ্যুতঃ ১৫
একাহমপি কর্ম্মহোষোহগ্নিওক্ষয়কঃ শুচিঃ ।
নয়তাত্র তদেবাশ্র শতাংসং দিবি জায়তে ॥ ১৬
যজ্ঞায়াগ্নিমাশ্র দেবাদীন্মৈভিরিষ্টবান্ ।
নিরাকর্ত্তামরাণীনাসং বিজ্ঞেয়ো নিরাকৃতিঃ ১৭
ইতি ষষ্ঠবিংশ খণ্ডঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ খণ্ডঃ ।

যজ্ঞাঙ্কং কর্ম্মণামার্দো যা চান্তে দক্ষিণা ভবেৎ ।
অমাবান্ত্যং দ্বিতীয়ং যদযাহার্য্যং তত্চ্যতে ॥ ১
একসাধ্যেষ্ববহিঃসু ন শ্রাৎ পরিসমূহনম্ ।
নোদগাসাদনৈঞ্চব ক্ষিপ্রহোমা হি তে মতাঃ ১২
অভাবে ব্রীহিবয়োদ্বিধা বা পয়সাপি বা ।
তদভাবে যবায়া বা জুহুয়াহুদকেন বা ॥ ৩
রোজন্ত রাক্ষসং পিত্র্যমাতুরং চাভিচারিকম্ ।
উক্তা মন্ত্রং স্পৃশেদাপ আলভ্যাগ্নানমেব চ ॥ ৪
যজ্ঞনীয়েহস্তু সোমশ্চেদ্বারুণ্যাং দিশি দৃশতে ।
তত্র ব্যাহতিভিহুত্বা দণ্ডং দদ্যাংদ্বিজাতয়ে ॥ ৫
লবণং মধু মাংসঞ্চ ক্ষারংশো যেন হুয়তে ।
উপবাসেন ভূজীত নোরুরাভৌ ন কিঞ্চন ॥ ৬
যকাল সায়মাহুত্যা অপ্রাপ্তো হোতৃহব্যয়োঃ ।
প্রাক্প্রাতরাহুতঃ কালঃ প্রায়শ্চিত্তেন্দ্রেভেসতি ৭
প্রাকসায়মাহুতঃ প্রাতঃহোমকাণানতিক্রমঃ ।
প্রাকপোর্ণমাসাদর্শস্ত প্রাগদর্শাদিতরশ্চ তু ৮
বৈশ্বদেবে ভূতিক্রান্তে অহোরাত্রমভোজনম্ ।
প্রায়শ্চিত্তমধো হুত্বা পুনঃ সন্তমুয়াদ্ব্রতম্ ৯
হোমহুত্যাভ্যয়ে দর্শপোর্ণমাসাত্যয়ে তথা ।
পুনরেবাগ্নিমাদধ্যাদিতি ভাগবশাসনম্ ১০

অনুচো মাণবো জ্ঞেয় এণঃ কৃষ্ণমৃগঃ স্মৃতঃ ।
কুরুগেীরমৃগঃ প্রোক্তস্তম্বলঃ শৌণ উচ্যতে ১১
কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্ত দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ ।
ললাটসংমিতো রাজ্ঞঃ শ্রাত্ত্ব নাসান্তিকোবিশঃ ১২
ঋজবন্তে তু সর্বে স্মরত্যাঃ সৌম্যদর্শনাঃ ।
অমুবেগকরা নৃণাং সন্তুচোহনগ্নিদূষিতাঃ ১৩
গৌর্বিশিষ্টতয়া বিপ্রৈর্কৈর্দেহপি নিগদ্যতে ।
ন ততোহগ্ন্যধরং যজ্ঞাত্তস্মাদগৌর্ধর উচ্যতে ১৪
যেষাং ব্রতানামস্ত্রেবু দক্ষিণা ন বিধীয়তে ।
বরস্তত্র ভবেদানমপি বাছাদয়ৈদৃগুরুম্ ১৫
অস্থানোচ্ছাসবিচ্ছেদবোষণাধ্যাপনাদিকম্ ।
প্রমাদিকং শ্রুতোযং শ্রাদ্ধাত্যায়ামত্বকারি তৎ ১৬
প্রত্যঙ্গং যজ্ঞপাক্কম্ সোৎসর্গং বিধিবদ্বিজৈঃ ।
ক্রিয়তে ছন্দসাং তেন পুনরাপ্যায়নং ভবেৎ ১৭
অযাতযামৈশ্ছন্দোভিৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে দ্বিভৈঃ ।
ক্ৰীড়মানমপি সদা তন্তেষাং সিন্ধিকারকম্ ১৮
গায়ত্রীঞ্চ সগায়ত্রাং বার্হপত্যমিতি ত্রিকম্ ।
শিষ্যোভ্যোন্য চ্য বিধিবহুপূর্হুযান্ততঃ শ্রুতিম্ ১৯
ছন্দসামেকবিংশানং সংহত্যাং যথাক্রমম্ ।
তচ্ছন্দস্বাভিরেবগতিরাদ্যাভির্হোমইযাতে ২০
পর্কভিষ্টেচব গানেষু ব্রাহ্মণেষু স্তবাদিভিঃ ।
অঙ্গেন্ চক্ষামস্ত্রেষু ইতি ষষ্টিজুহোতয়ঃ ২১

অষ্টাবিংশ খণ্ডঃ ।

অক্ষতান্ত যবাঃ প্রোক্তা ভূষ্টাধানা ভবন্তি তে ।
ভূষ্টান্ত ব্রীহয়ো লাজা ঘটোঃ স্বাণ্ডিক উচ্যতে ১১
নাধীর্ঘীত রহস্তানি সোস্তরাণি বিচক্ষণঃ ।
নচোপনিষদশ্চৈব যথাসান্ দক্ষিণায়নান্ ২
উপাকৃত্যোদগয়নে ততোহধীর্ঘীত ধর্ম্মবিদ্ ।
উৎসর্গশ্চৈবৈবাংতৈষ্যাং প্রোষ্টপদেহপিবা ৩
অজাতব্যঞ্জনা লোমী ন তয়া সহ সংবিশেৎ ।
অযুগুঃ কাকবক্ষ্যায়াজাতা তাং ন বিবাহয়েৎ ৪
সংস্কৃতপদবিজ্ঞাসস্ত্রিপদঃ প্রক্রমঃ স্মৃতঃ ।
স্মার্ত্তে কর্ম্মণি সর্বত্র শ্রোতে স্বধ্বর্য়ুগোদিতঃ ৫
যত্যাং দিশি বলিং দদ্যাভ্যামেবাভিমুখো বলিম্ ।
প্রবণাকর্ম্মণি ভবেদ্যঞ্চ কর্ম্ম ন সর্বদা ৬
বলিশেষশ্চ হবনমগ্নিপ্রণয়নস্তথা ।
প্রভ্যহং ন ভবেথাভ্যামূল্যুকৃত্ত ভবেৎ সদা ৭
পৃষাতকপ্রেষণয়োনবশ্চ হবিবস্তথা ।
শিষ্টস্ত প্রাশনে মন্ত্রস্তত্র সর্বেহধিকারিণঃ ৮

ব্রাহ্মণানামসান্নিধ্যে স্বয়মেব পূবাতকম্ ।
 অব্যেক্ষকবিষঃ শেষং নবযজ্ঞেহপি ভক্ষয়েৎ ॥ ৯
 স্কণা বদরীশাখা কলবতাভিধীয়তে ।
 ঘনাবিকতশঙ্খাঃ স্মৃতা ভাতশিলাস্ত তাঃ ॥ ১০
 নষ্টো বিনষ্টো মণিকঃ শিলানান্দ্রে তথৈব চ ।
 তদেবাহৃত্য সংস্কার্যো নাপেক্ষেদাগ্রাহয়গীম্ ॥ ১১
 শ্রবণাকর্ষ লুপ্তক্ষেৎ কথঞ্চিং স্ততকাদিনা ।
 আগ্রাহয়ণিকং কুর্যাদ্বলিবর্জমশেষতঃ ॥ ১২
 উর্দ্ধং হস্তরশ্মী স্ত্রীয়াসমর্কমথাপি বা ।
 সপ্তরাত্রং ত্রিরাত্রং বা একাং বা সদ্য এব বা ॥ ১৩
 নোঙ্কং মন্ত্রপ্রয়োগঃ স্ত্রীয়াগ্যাগারং নিয়ম্যতে ।
 নাহতান্তরগঠৈব ন পার্শ্বকাপি দক্ষিণম্ ॥ ১৪
 দূঢ়শ্চ দাগ্রাহয়ণ্যমাবৃত্তাবপি কৰ্ম্মণঃ ।
 কুন্তৌ মন্ত্রবদাদিক্ষেৎ প্রতিকুন্তমুচং পঠেৎ ॥ ১৫
 অন্নানং যো বিধাতঃ স্ত্রাং স বাধোবহুভিঃস্মৃতঃ
 প্রাণসম্মিতং ইত্যাদি বাসিষ্ঠং বাধিতং যথা ॥ ১৬
 বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাম্ ।
 তুল্য প্রমাণকথেষু তু ত্যায় এবং প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৭
 ত্রৈয়ম্বকং করতলমপ্পাপমণ্ডকাঃ স্মৃতাঃ ।
 পালাশা গোলকশ্চৈব লোহচূর্ণঞ্চ চীবরম্ ॥ ১৮
 শ্মশ্রুনাশিকাগ্রৈঃ কচিদালোকয়ন্নপি ।
 অহুমন্ত্রগীয়ং সৰ্ব্বত্র সতৈবমন্ত্রমুদয়ৎ ॥ ১৯

ইতি অষ্টাবিংশ খণ্ডঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ খণ্ডঃ ।

কালনং দৰ্ভকূর্চেন সৰ্ব্বত্র স্রোতসাং পশোঃ ।
 তুষ্টীমিচ্ছাক্রমেণ স্যাৎপার্থে পার্ণদারুণী ॥ ১
 সপ্ত তাবনমুর্দ্ধস্থানি তথা স্তনচতুষ্টয়ম্ ।
 নাভিঃ শ্রোণিরপানঞ্চ গোস্ত্রোতাংসি চতুর্দশ ॥ ২
 ক্ষুরোমাংসাবদানার্থঃ কুংস্রা স্টিষ্টে কদাবৃত্তা ।
 বপামাদায় জুহুয়াত্তত্র মন্ত্রং সমাপয়েৎ ॥ ৩
 হুজ্জিহ্বা ক্রোড়মস্থীনি যকৃদ্ভকৌ গুদং স্তনাঃ ।
 শ্রোণিঙ্গঙ্গসটাপার্শ্বং পঞ্চঙ্গানি প্রাক্ষতে ॥ ৪

একাদশানামঙ্গানামবদানানি সম্যগ্ৰা ।
 পার্শ্বস্য বৃক্সকৃশ্যোচ্চ দ্বিত্বাদাহচ্চতুর্দশ ॥ ৫
 চরিতার্থা শ্রুতিঃ কার্য্যা যন্মাদপ্যতু কল্পনঃ ।
 অতোহষ্টচেন হোমঃ স্যাচ্ছাগপক্ষে চরাবপি ॥ ৬
 অবদানানি যাবন্তি ক্রিয়েরন্ অন্তরেপশোঃ ।
 তাবতঃ পায়সান্ পিণ্ডান্ পঞ্চভাবেহপি কারয়েৎ
 উহনব্যজ্ঞনার্থন্ত পঞ্চভাবেহপি পায়সম্ ।
 সজবং শ্রপয়েত্তদ্বদষষ্টকোহপি কশ্মপি ॥ ৮
 প্রাধাতুং পিণ্ডদানস্য কেচিদাহর্মণীবিণঃ ।
 গয়াদৌ পিণ্ডমাত্রস্য দীপ্যমানত্বদর্শনাৎ ॥ ৯
 ভোজনস্য প্রধানত্বং বদন্ত্যন্ত্রে মহর্ষয়ঃ ।
 ব্রাহ্মণস্য পরীক্ষায়াং মহাবত্ন প্রদর্শনাৎ ॥ ১০
 আমপ্রাক্ষবিধানস্য বিনা পিঠৈঃ ক্রিয়াবিধিঃ ।
 তদানন্ত্যাপ্যনধ্যায়বিধানশ্রবণাদপি ॥ ১১
 বিশ্বম্মতমুপাদায় মমাপ্যেতদ্ধৃদি স্থিতম্ ।
 প্রাধাতুমুত্তর্যোর্মাত্ত্রায়েদেব সমুচ্চয়ঃ ॥ ১২
 প্রাচীনাবীতিনা কার্য্যং পিত্র্যেবুপ্রোক্ষণংপশোঃ
 দক্ষিণোদাসনাস্তঞ্চ চরোনির্কপণাদিকম্ ॥ ১৩
 সন্নয়শ্চাবদানানাং প্রধানার্থো ন হোতরঃ ।
 প্রধানং হবনশ্চৈব শেষং প্রকৃতিবজ্জবেৎ ॥ ১৪
 দ্বীপমুন্নতমাধ্যাতুং শালা চৈবেষ্টকা স্মৃতা ।
 কীলিনং সজলং প্রোক্তং দূরথাতোদকো ময়ঃ
 দ্বারগবাক্ষন্তষ্টৈঃ কৰ্দমভিত্যন্তকোণবেষ্টৈশ্চ ।
 নেষ্টং বাস্তদ্বারং বিদ্ধমনাক্রান্তমার্ঘ্যৈশ্চ ॥ ১৬
 বশস্রমাবিতি ত্রীহীক্শংখশ্চৈতি যবাংস্তথা ।
 অসাবিত্যত্র নামোক্তা জুহুয়াং ক্রিপ্রহোমবৎ ॥
 সাক্ষতং স্মনোযুক্তমুদকং দধিসংযুতম্ ।
 অর্ঘ্যং দধিনধুভ্যঞ্চ মধুপর্কো বিধীয়তে ॥ ১৭
 কাঃপোতৈনবাহ্নীয়ায়স্যা ননয়েদর্ঘ্যমঞ্জলৌ ।
 কাঃস্যাপিধানংকাংস্যস্বং মধুপর্কং সমর্পয়েৎ ॥ ১৯

ইতি একোনত্রিংশ খণ্ডঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি কাত্যায়নবিরচিতৈ কৰ্ম্মপ্রদীপে
 তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ ।

বৃহস্পতি সংহিতা ।

ইষ্টা ক্রতুশতং রাজা সমাপ্তবরদক্ষিণম্ ।
 মঘবান্ বায়িদাং শ্রেষ্ঠং পৰ্যাপ্তবৃহস্পতিম্ ॥ ১ ৥
 ভগবন্ কেন দানেন সৰ্বতঃ সুখমেধতে ।
 যদন্তং বন্মহার্ষং চ তন্মে জহি মহাতপঃ ॥ ২ ৥
 এবমিজ্ঞেণ পৃষ্ঠোহসৌ দেবদেবপুরোহিতঃ ।
 বাচস্পতিশ্বহাপ্রাক্ষো বৃহস্পতিরুবাচ হ ॥ ৩ ৥
 সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং চ বাসব ।
 এতং প্রযচ্ছমানস্ত সৰ্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪ ৥
 সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং মণিরত্নং চ বাসব ।
 সৰ্বমেব ভবেদন্তং বস্তুধাং যঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৫ ৥
 ফলারুণ্ডাং মহীং দত্তা সবীজাং শস্যশালিনীম্ ।
 যাবৎ সূর্য্যকরা লোকান্তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৬ ৥
 যদিকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং পুরুষো বৃত্তিকার্ষিতঃ
 অপি গোচৰ্ম্মমাত্রেন ভূমিদানেন শুধ্যতি ॥ ৭ ৥
 দশংস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদণ্ডানি বর্জনম্ ।
 দশ তান্যেব বিস্তারো গোচৰ্ম্মে তন্মহাকলম্ ॥ ৮ ৥
 দ্বাবং গোদহস্রং চ যত্র তিষ্ঠত্যতঃ্ক্রতম্ ।
 দ্বালবৎ প্রস্থতানাং তদগোচৰ্ম্ম ইতি স্বতম্ ॥ ৯ ৥
 বিপ্রায় দদ্যাক্ষ গুণাবিতায়
 তপোবিক্রায় জিতেজ্রিয়ায় ।
 যাবন্মহী তিষ্ঠতি সাগরাস্তা
 তাবৎ কলং তস্ত ভবেদনন্তম্ ॥ ১০ ৥
 ষা বীজানি রোহস্তি প্রকীর্ত্তানি মহীতলে ।
 এবং কামাঃ প্ররোহস্তি ভূমিদানসমার্কজতাঃ ॥ ১১ ৥
 ষাঙ্গু পতিতঃ সদ্য স্তৈলবিন্দুঃ প্রসর্পতি ।
 এবং ভূমিকৃতং দানং শস্যে শস্যে প্ররোহতি ॥ ১২ ৥
 দদ্যঃ স্থখিনো নিত্যং বস্ত্রদৈশ্চৈব রূপবান্ ॥ ১৩ ৥
 িনরঃ সৰ্বদো ভূপো দদাতি বস্তুকরাম্ ।
 ষা গোভরতে বৎসংস্কারমুৎসৃজ্য ক্ষীরিণী ॥ ১৪ ৥
 এবং দত্তা সহস্রাক্ষ ভূমিভরতি ভূমিদম্ ।
 ষাং ভজাসনং ছত্রং চরত্বাবরবারণাঃ ॥ ১৫ ৥
 ইমিদানন্ত পুণ্যানি ফলং স্বর্গঃ পুরন্দর
 ষাদিত্যো বরুণো বহির্ভ্রাক্সোমো হতাশনঃ ॥ ১৬ ৥

শূলপাণিশ্চ ভগবানজিনন্দতি ভূমিদম্ ।
 আক্ষেপ্যস্তি পিতরঃ প্রহর্ষস্তি পিতামহাঃ ॥ ১৭ ৥
 ভূমিদাতা কুলে জাঃ সন জাতা ভবিষ্যতি ।
 ত্রীণ্যাহরতিদানানি গাঃ পৃথী সরস্বতী ॥ ১৮ ৥
 তারয়স্তি হি দাতারং সর্কান্ পাপাদয়ং শয়ম্ ।
 প্রাবৃতা বস্ত্রদা যাস্তি নগ্না যাস্তি ত্ববস্ত্রদাঃ ॥ ১৯ ৥
 তৃপ্তা যাস্ত্যগ্নিদাতারঃ ক্ষুধিতা যাস্ত্যনন্নদাঃ ।
 কাংক্ষস্তি পিতবঃসর্কে নরকাত্তয়তীরবঃ ॥ ২০ ৥
 গয়াং যো যাস্ততি পুত্রঃ সনঃ ত্রাতা ভবিষ্যতি ।
 এষ্টব্য্য বহবঃ পুত্রাঃ বন্যোকোহপি গয়াং ব্রজেৎ ২১ ৥
 যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষম্ সৃজেৎ ।
 লোহিতো যন্ত বর্ণেন পৃচ্ছাগ্রে যন্ত পাণ্ডুরঃ ॥ ২২ ৥
 শ্বেতঃ খুরবিষাণভ্যাং স নীলো বৃষ উ্যতে ।
 নীলঃ পাণ্ডুরলাঙ্গুলস্তনমুদ্বরতে ত্ যঃ ॥ ২৩ ৥
 যষ্টীর্ষসহস্রানি পিতরন্তেন তর্পিতাঃ ।
 যচ্চ শৃঙ্গগতস্পঙ্কং কুলস্তিষ্ঠতি চোক্ত তম্ ॥ ২৪ ৥
 পিতরন্তস্য গচ্ছস্তি সোমলোকং মহাহ্রতিম্ ।
 পৃথীযদোদিনীপস্য নৃগস্ত নহস্য চ ॥ ২৫ ৥
 অশ্বেষাঞ্চ নবেজ্ঞাণাং পুনরগ্না ভবিষ্যতি ।
 বহুভির্ষসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ ॥ ২৬ ৥
 যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্ ।
 যন্ত ব্রহ্মণঃ ক্রীড়ো বা যন্ত বৈ পিতৃঘাতকঃ ॥ ২৭ ৥
 গবাং শতসংস্রাণাং হস্তা ভবতি হ্রুতো ।
 স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেচ্চ বস্তুকরাম্ ॥ ২৮ ৥
 স্ববিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ।
 আক্ষেপ্তা বাহুমস্তা চ তমেব নবকং ব্রজেৎ ২৯ ৥
 ভূমিদো ভূমিহন্তা চ নাপরং পুণ্যাপায়োঃ ।
 উক্সাবাবতিষ্ঠেত যাবদা ভূতনংপ্রবম্ ॥ ৩০ ৥
 অগ্নেরপত্যং প্রথমং হিরণ্যং
 ভূতৈক্ষণী সূর্য্যস্তুতগাবাঃ ।
 লোকান্তয়ন্তেন ভবন্তি দত্তা
 যঃ কাকনজাঞ্চ মহীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ৩১ ৥
 বড়শীতি সহস্রাণাং যো জনানাং বস্তুকরাম্ ।

স্বতো দত্তা তু সৰ্বত্র সৰ্বকামপ্রদায়িনী ॥ ৩২
 ভূমিঃ যঃ প্রতিগহ্নতি ভূমিঃ যন্ত প্রযচ্ছতি ।
 উভৌ তৌ পুণ্যকৰ্ম্মাণৌ নিয়তং স্বৰ্গগামিনৌ ॥ ৩৩
 সৰ্বেষামেব দানানাম্ একজন্মানুগং ফলম্ ॥ ৩৪
 হাটকক্ষিতগৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলম্ ॥ ৩৪
 যোনহিংস্তাদহং হ্যাম্মা ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ।
 তন্ত দেহাদিখুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কদাচন ॥ ৩৫
 অত্যায়েম হতা ভূমির্থে ন রৈরপরহিতা ।
 হরতো হারয়ন্তশ্চ হন্যন্তে সপ্তমঙ্গলম্ ॥ ৩৬
 হরতে হরয়েদ্যন্ত মন্দবুদ্ধিস্ততোবৃতঃ ।
 স বধ্যো বারুণৈঃ পাশৈস্তিৰ্গণ্যোনিষু জায়তে ৩৭
 অশ্রুতিঃ পতিতৈস্তেযাং দানানামপকীৰ্ত্তনম্ ।
 ব্রাহ্মণস্য হতে ক্ষেত্রে হতস্ত্রিপুরং কুলম্ ॥ ৩৮
 বাপীকৃপসহশ্ৰেণ অশ্বমেধশতেন চ ।
 গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহৰ্ত্তা ন শুধ্যতি ॥ ৩৯
 গামেকাং স্বৰ্গমেকং বা ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গলম্ ।
 কন্ধররকমায়াতি বাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ৪০
 অর্দ্ধাঙ্গুলস্য সীমায়্য হরণেন প্রণশ্যতি ।
 গোবীথীং গ্রামরথ্যাঞ্চ শ্মশানং গোপিতং তথা ৪১
 সম্পীড়্য নরকং বাতি বাবদাভূতসংপ্রবম্ ।
 উবরে নির্জলে স্থানে প্রত্যং শস্যং বিসর্জয়েৎ ৪২
 জলাধারশ্চ কৰ্ত্তব্যো ব্যাসস্য বচনং যথা ।
 পঞ্চকল্পা নূতে হস্তি দশ হস্তি গবা নূতে ॥ ৪৩
 শতমখা নূতে হস্তি সহস্রং পুরুষা নূতে ।
 হস্তি জাতা ন জাতাশ্চ হিরণ্যার্থে নূতং বদেৎ ৪৪
 সৰ্বং ভূম্যা নূতে হস্তি শস্য ভূম্যনূতং বদী ।
 ব্রহ্মেশ্বমারতিং কুর্যাৎ প্রাণৈঃ কৰ্ণপট্টৈরপি ॥ ৪৫
 অনৌষধমন্তেষজাং বিষমে তক্ষণাহলম্ ।
 ন বিষং বিষমিত্যাহঃ ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে ॥ ৪৬
 বিষমেকাকিনং হস্তি ব্রহ্মস্বং পূজ্যপোজকম্ ।
 গোহবংশাশ্চতুর্গং চ বিষঞ্চ অরয়েন্নরম্ ॥ ৪৭
 ব্রহ্মস্বং ত্রিষু লোকেষু কঃ পুমান্ জয় যিয্যতি ।
 মহ্যপ্রহরণা বিপ্রা রাজানঃ শত্ৰুপাণয়ঃ ॥ ৪৮
 শত্ৰুমেকাকিনং হস্তি বিপ্রমহ্যঃ কুলক্ষয়ম্ ।
 মহ্যপ্রহরণা বিপ্রা শত্ৰুপ্রহরণো হরিঃ ॥ ৪৯
 চক্রাভীভ্রতরো মহ্যাস্ত্রাস্বাধিপ্রং ন কোপয়েৎ ॥
 অগ্নিদগ্নাঃ প্ররোহন্তি স্ব্যাদগ্নাতৈব চ ॥ ৫০
 মহ্যদগ্নস্য বিপ্রাণামঙ্গুরো ন প্ররোহতি ।
 অগ্নিদহতি তেজসা স্ব্যো দহতি রশ্মিভিঃ ॥ ৫১
 রাজা দহতি দণ্ডেন বিপ্রো দহতি মহ্যনা ।

ব্রহ্মস্বেন তু যং সৌম্যেনেবস্বেন তু যা রতিঃ ৫২
 তদ্ধনং কুলনাশায় ভবতাস্বাবিনাশকম্ ।
 ব্রহ্মস্বং ব্রহ্মহত্যা চ দরিদ্রস্য চ যৎধনম্ ॥ ৫৩
 গুরুমিত্রহিরণ্যে চ স্বৰ্গস্থমপি পীড়য়েৎ ।
 ব্রহ্মস্বেন তু যচ্ছিত্রং তচ্ছিত্রং ন প্ররোহতি ৫৪
 প্রচ্ছাদয়তি তচ্ছিত্রমন্ত্রত তু বিসর্পতি ।
 ব্রহ্মস্বেন তু পুষ্ঠানি সাধনানি বলানি চ ৫৫
 সংগ্রামে ভানি লীয়েন্তে সিকতাস্থ যথোদকম্ ।
 শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় দরিদ্রায় চ বাসব ৫৬
 সন্তুষ্টায় বিনীতায় সৰ্বভূতহিতায় চ ।
 বেদাত্যাসন্তপোজানিমিত্রিয়াণাং চ সংঘমঃ ৫৭
 ঈদৃশায় স্বরশ্ৰেষ্ঠ যদন্তং হি তদক্ষয়ম্ ।
 আমপাত্রে যথাত্তন্তং ক্ষীরং দধি দ্বিতং মধু ৫৮
 বিনশ্বেৎপাত্রদৌর্লভ্যাত্তচ্চ পাত্রং বিনশ্চতি ।
 এবং গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ বস্ত্রমগ্নং মহীং তিলান্ ৫৯
 অবিদ্বান্ প্রতিগহ্নতি ভক্ষ্যভবতি কাষ্ঠবৎ ।
 যন্ত চৈব গৃহে মূৰ্খো দূরে চাপি বহুশ্রুতঃ ৬০
 বহুশ্রুতায় দাতব্যং নাস্তি মূৰ্খে ব্যতিক্রমঃ ।
 কুলং তারয়তে ধীরঃ সপ্ত সপ্ত চ বাসব ৬১
 যন্তটাকং নবং কুর্যাৎ পুরাণং বাপি ধানয়েৎ ।
 স সৰ্বং কুলমুদ্যত্য স্বৰ্গে লোকে মহীয়তে ৬২
 বাপীকৃপতভাগানি উদ্যানোপবনানি চ ।
 পুনঃ সংস্কারকৰ্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্ ৬৩
 নিদাঘকালে পানীয়ং যন্ত তিষ্ঠতি বাসব ।
 স দুৰ্গং বিষমং ক্লেশ্বনং কদাচিদবাগ্নুয়াৎ ৬৪
 একাহং তু স্থিতে তোয়ং পৃথিব্যাং রাজসত্তম
 কুলানি তারয়েন্তন্ত সপ্ত সপ্ত পরাণ্যপি ৬৫
 দীপালোকপ্রদানেন বপুস্থান্ স ভবেন্নরঃ ।
 প্রোক্ষণীয়প্রদানেন স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিস্মতি ৬৬
 কুতাপি পান্যকৰ্ম্মাণি যো দদ্যাৎদগ্নমর্থিনে ।
 ব্রাহ্মণায় বিশেষেণ ন স পাপেন লিপ্যতে ৬৭
 ভূমির্গাব স্তথা দার্যঃ প্রসহ্য হ্রিয়েতে যদা ।
 নচাবেদয়তে যন্ত তমাহব্রহ্মঘাতকম্ ৬৮
 নিবেদিতস্ত রাজা বৈ ব্রাহ্মণৈর্গ্নহ্যপীড়িতঃ ।
 তং ন তারয়তে যন্ত তমাহব্রহ্মঘাতকম্ ৬৯
 উপস্থিতে বিবাহে চ যজ্ঞে দানে চ বাসব ।
 মোঘাচ্ছলতি বিঘ্নং যঃ সমৃত্যোজায়তেকুনিঃ ৭০
 ধনং ফলতি দামেন জীবিতং জীবরক্ষণং ।
 ক্লগ্নৈর্মথ্যমারোগ্য মহিংসাকলমঙ্গু তে ৭১
 কলমূলান্নানং পুজ্যং স্বৰ্গং যন্তেন লভ্যতে ।

প্রায়োপবেশনাজ্যং সৰ্বজ্ঞ স্বধমমুতে ॥ ৭২
 গবাদ্যশক্রদীক্ষায়াঃ স্বর্গগামী তৃণাশনঃ ।
 স্ত্রিয় স্ত্রিষবণমায়ী বায়ুং পীত্বা ক্রতুং লভেৎ ॥ ৭৩
 নিত্যান্নায়ী ভবেদর্কঃ সন্ধ্যে যে চ জপন্ দ্বিজঃ
 ন তৎসাধয়তে রাজ্যং নাকপৃষ্ট মনাশকে ॥ ৭৪
 অগ্নিপ্রবেশে নিয়তং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।
 রত্নানাং প্রতিসংহারেণশূন্য পুত্রাংশ্চ বিদতি ॥ ৭৫
 নাকে চিরং স বসতে উপবাসী চ যো ভবেৎ ।
 সততং চৈকশায়ী যঃ স লভেদীপ্তিত্যজতিম্ ॥ ৭৬

বীরাসনং বীরশয্যাং বীরস্থানমুপাশ্রিতঃ ।
 অক্ষয়্যাতস্য লোকাঃ স্ন্যঃ সৰ্বকামগম্যন্তথা ॥ ৭৭
 উপবাসঞ্চ দীক্ষাঞ্চ অভিব্যেকঞ্চ বাসব ।
 কুত্বা দ্বাদশবর্ষাণি বীরস্থানাদ্বিশিষ্যতে ॥ ৭৮
 অধীত্য সৰ্বঐবদান্ বৈসন্ধ্যো হুঃখাৎ প্রমুচ্যতে ।
 পাবনং চরতে ধর্ম্যং স্বর্গে লোকে মহীয়তে ॥ ৭৯
 বৃহস্পতিমতং পুণ্যং যে পঠন্তি দ্বিজাতয়ঃ ।
 চত্বারি তেষাং বর্জস্তে আয়ুর্বিদ্যাযশোবলম্ ॥ ৮০

বৃহস্পতিপ্রণীতং ধর্মশাস্ত্রং সম্পূর্ণম্ ।

পরশর সংহিতা ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

অথাতোহিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনাগয়ে ।
 ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্নয়ঃ পুরা ॥ ১ ॥
 মাহুবাণং হিতং ধর্মং বর্তমানে কলৌ যুগে ।
 শোচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত ॥ ২ ॥
 তচ্ছ ত্বা ঋষিবাক্যন্ত সমিদ্ধাধ্যাক্ষস্মিভঃ ।
 প্রত্যাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ ॥ ৩ ॥
 নচাহং সর্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্মং বদামাহম্ ।
 অশ্বংপিঠৈব প্রষ্টব্য ইতিব্যাঃ স্মতোহ বদং ॥ ৪ ॥
 তংস্তে ঋষয়ঃ সর্বৈ ধর্মতদ্বার্যকাক্ষিকঃ ।
 ঋষিঃ ব্যাসঃ পুত্রকৃত্য গতা বদরিকাশ্রমে ॥ ৫ ॥
 নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং কলপুপোপশোভিতম্ ।
 নদীপ্রসবণাকীর্ণং পুণ্যতীর্থৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৬ ॥
 যুগপক্ষিগণাচাঞ্চ দেবতায়তন্যবৃতম্ ।
 বক্ষগন্ধর্বসিনৈকৈশ্চ নৃত্যগীতসমাকুলম্ ॥ ৭ ॥
 তস্মিন্মৃগভাষ্যে শক্তিপুত্রং পরাশরম্ ।
 স্মৃদাসীনং মহাত্মানং মুনিমুখ্যগণাবৃতম্ ॥ ৮ ॥
 কৃতাজ্জলিপুটৌভূষা ব্যাসস্ত ঋষিভিঃ সহ ।
 প্রদক্ষিণাভিবাটৈশ্চ স্তুতিভিঃ সুমপূজয়ং ॥ ৯ ॥
 অথ সন্তুষ্টমনসা পরাশর মহামুনিঃ ।
 আহ স্বাগতং ক্রহীতাসীনো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১০ ॥
 ব্যাসঃ স্বাগতং যে চ ঋষয়শ্চ সমস্ততঃ ।
 কুশলং কুশলেভ্যক্তা ব্যাসঃ পৃচ্ছতাতঃ পরম্ ॥ ১১ ॥
 যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাচ্চ ভক্তবৎসল ।
 ধর্মং কথম্ মে তাত অমুগ্রাহো হং তব ॥ ১২ ॥
 শ্রুতামে মানবা ধর্ম্য বাসিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা
 গার্গেয়া গোতমাতৈশ্চ তথা চৌশনসাঃস্মৃতাঃ ১৩
 অত্রৈবিকোশ্চ সাধুর্ভা দাক্ষা আগ্নিরাস্তথা ।
 শাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃত্যশ্চ যে ॥ ১৪ ॥
 কাত্যায়নকৃত্যশ্চৈব প্রাচেতসকৃত্যশ্চ যে ।
 আপস্তম্বকৃত্য ধর্ম্য শাখ্যস্ত লিখিতস্ত চ ॥ ১৫ ॥
 শ্রুতাহেতুভবপ্রাক্তাঃ শ্রোতার্থাস্তেন বিদ্বতাঃ ।

অশ্বিন্মহন্তরে ধর্ম্যঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥ ১৬ ॥
 সর্বৈ ধর্ম্যঃ কৃতে জাতাঃ সর্বৈ নষ্টাঃ কলৌযুগে
 চাতুর্লব্যাসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥ ১৭ ॥
 ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ ।
 ধর্ম্যস্ত নির্ণয়ং প্রাহ স্বক্সং স্থলঞ্চ বিস্তরং ॥ ১৮ ॥
 শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যেহং শৃণুত্ব ঋষয়স্তথা ।
 কল্পে কল্পে ক্ষয়োংগতো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥
 শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারো নির্ণেতব্যশ্চ সর্বদা ।
 ন কচিৎশেদকর্তা চ বেদশ্রুতী চ তুমুখঃ ।
 তথৈব ধর্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরাস্তবে ॥ ২০ ॥
 অন্তঃকৃতযুগে ধর্ম্যাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে ।
 অগ্রে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপালুসারতঃ ॥ ২১ ॥
 তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে ।
 দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুচ্যদানৈকং কলৌ যুগে ॥ ২২ ॥
 কৃতে তু মানবো ধর্ম্যস্ত্রেতায়াং গোতমঃ স্মৃতঃ ।
 দ্বাপরে শাক্ষলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥
 তাজ্জৈদেবঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসজ্জং ।
 দ্বাপবে কুলমেককন্ত কর্তারঞ্চ কলৌ যুগে ॥ ২৪ ॥
 কৃতে সম্ভাষণং পাণ্ডং ত্রেতায়াধৈব দর্শনং ।
 দ্বাপবে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্মণা ॥ ২৫ ॥
 কৃতে তু তৎক্ষণাচ্ছাপস্ত্রেতায়াং দশভিদ্ধিনৈঃ ।
 দ্বাপরে মাদমাত্রেণ কলৌ সম্বৎসরেণ তু ॥ ২৬ ॥
 অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতায়াহুয় দীযতে ।
 দ্বাপরে যাচমানায় দেবয়া দীযতে কলৌ ॥ ২৭ ॥
 অভিগম্যোত্তমং দানমাহুতৈকৈব মধ্যমম্ ।
 অধমং যাচমানং স্রাং সেবাদানঞ্চ নিফলং ॥ ২৮ ॥
 কৃতে চাহুগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াংমাংসসংস্থিতাঃ ।
 দ্বাপরে রুধিরং বাবৎ কলাব্রাদিযুগস্থিতাঃ ॥ ২৯ ॥
 ধর্ম্যো জিতো হবর্ম্যেণ জিতঃ সংযোহনুতেন চ ।
 জিতা ভূতৈস্ত রাজানঃস্ত্রীভিষ্ঠপুরুষা জিতাঃ ৩০
 সৌদন্তি চাঘিহোজ্ঞানি গুরুপুত্রা প্রণশ্রুতি ।

কুমার্যশ্চ প্রস্থস্তে তস্মিন্ কলিয়ুগে সদা ॥ ৩১
 যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মান্ত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ ।
 তেষাং নিন্দা ন কর্তব্যামুদ্বন্ধপাহি তে দ্বিজাঃ ৩২
 যুগে যুগে চ সামর্থ্যং শেষঃ মুনিবিভাষিতম্ ।
 পরাশরেন চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং প্রধীয়তে ॥ ৩৩
 অহমদ্যৈব তদ্বর্ষমহুস্মত্য ত্রবীমি বঃ ।
 চাতুর্ধ্ব্য সমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুত্রবাঃ ॥ ৩৪
 পরাশরমতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
 চিন্তিতং ব্রাহ্মণার্থ্যং ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥ ৩৫
 চতুর্ধ্ব্যমপি বর্ণনামাচারো ধর্ম্মপালকঃ ।
 আচারব্রহ্মদেহানাং ভবেকর্ম্মঃ পরাস্মথঃ ॥ ৩৬
 ঘটকর্ম্মভিরতো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ ।
 হতশেষস্ত ভুঞ্জানোব্রাহ্মণোনাবসীদতি ॥ ৩৭
 সন্ধ্যা স্নানং জপোহোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চনম্ ।
 বৈশ্বদেবতাতিথেরঞ্চ ঘটকর্ম্মাণি দিনে দিনে ॥ ৩৮
 প্রিয়োবা যদিবা ঘেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিতএব বা ।
 বৈশ্বদেবে তু সং প্রাপ্তঃসৌহৃতিধিঃস্বর্গসংক্রমঃ ॥ ৩৯
 দুরাক্তানং পথিশ্রান্তং বৈশ্বদেবে উপস্থিতম্ ।
 অতিথিং তং বিজানীয়ান্নতিথিঃপূর্ব্বমাগতঃ ॥ ৪০
 ন পৃচ্ছেকোত্রচরণং ন স্বাধ্যায়ত্রতানি চ ।
 হৃদয়ং করয়েত্তস্মিন্ সর্ব্বদেবময়ো হি সঃ ॥ ৪১
 নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাম্প্রদিকং তথা ।
 অনিত্যং স্থাগতো যস্মাদ্ভ্যাদতিথিরুচ্যতে ॥ ৪২
 অপূর্ব্বঃ সূত্রভী বিপ্রো অপূর্ব্বো বাতিথিসুতথা ।
 বেদাভ্যাসরতোনিত্যং ত্রয়োহপূর্ব্বাদিনেদিনে ॥ ৪৩
 বৈশ্বদেবে তু সং প্রাপ্তে ভিক্ষুকে গৃহমাগতে ।
 উক্ত্য বৈশ্বদেবার্থং ভিক্ষাং দদ্যাবিসর্জয়েৎ ॥ ৪৪
 যতী চ ব্রহ্মচারী চ পক্কানস্বামিনাবুভৌ ।
 তয়োন্নমদদ্য চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৪৫ ॥
 যতিহস্তে জলং দদ্যাদৈষ্টকং দদ্যাৎ পুনর্জলম্ ।
 তদৈষ্টকং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমং ॥ ৪৬
 বৈশ্বদেবকৃতান্ দোষান্ শক্তোভিক্ষূর্ব্যপোহিতুম্ ।
 নহি ভিক্ষুতান্ দোষান্ বৈশ্বদেবো বা পোহতি ॥ ৪৭
 অকৃত্বা বৈশ্বদেবস্ত ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ ।
 সর্ব্বে তে নিফলাজ্ঞেয়াঃ পতন্তিনরকেণ্ডচৌ ॥ ৪৮
 শিরোবেষ্টস্ত যো ভুঙ্ক্তেযো ভুঙ্ক্তে দক্ষিণামুখঃ ।
 বামপাদে ঋং তস্য তথৈব বৃক্ষাংসি ভুঞ্জতে ॥ ৪৯
 যতয়ে কাঞ্চনং দদ্য তাদ্ধূলং ব্রহ্মচারিণে ।
 চৌরভোহ্যপত্যয়ং দদ্যাদাতাপিনরকং ব্রজেৎ ॥ ৫০
 পাপো বা যদি চাপ্তালো বিপ্রঃ পিতৃষাতকঃ ।

বৈশ্বদেবেতু সং প্রাপ্তঃসৌহৃতিধিঃস্বর্গসংক্রমঃ ॥ ৫১
 অতিথিঞ্চ ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে ।
 পিতরস্তস্ত নান্নস্তি দশবর্ষশতানি চ ॥ ৫২ ॥
 ন প্রসজ্যাতিগো বিপ্রো হৃতিথিং বেদাপরগম্ ।
 অদদন্নমাত্রস্ত ভুক্ত্বা ভুঙ্ক্তে তু কিম্বিম্ ॥ ৫৩
 ব্রাহ্মণস্ত মুখং ক্ষেত্রং নিরুদকমণ্ডিকম্ ।
 বাপয়েৎ সর্ব্ববীজানি সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকা ॥ ৫৪
 স্রক্ষেত্রে বাপয়েদ্বীজং স্রপুত্রে দাপয়েদ্বনং ।
 স্রক্ষেত্রে চ স্রপুত্রে চ যং ক্ষিপ্তং নৈব নশ্তি ॥ ৫৫
 অন্তা হনদ্বীযানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ ।
 তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ ॥ ৫৬
 ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রচণ্ডবৎ ।
 বিজিত্য পরদৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ॥ ৫৭
 ন শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা ব্রহ্মপাল্লিখিতাপি যা ।
 খজোনাক্রমাভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বস্ত্রধরা ॥ ৫৮
 পুষ্পং পুষ্পং বিচিস্ময়ামূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ ।
 মালাকারিবোদ্যানে ন তথান্ধারকাবকঃ ॥ ৫৯
 লোহকর্ম্ম তপা রত্নং গবাক্ষ প্রতিপালনম্ ।
 বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্ববৃত্তিকদাহতা ॥ ৬০ ॥
 শূদ্রাণাং দ্বিজশুশ্রূষা পরো ধর্ম্মঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 অত্রথা কুরুতে কিঞ্চিৎকৃতবেত্তস্য নিফলম্ ॥ ৬১ ॥
 লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং স্ততং পয়ঃ ।
 ন চাযোচ্ছূদ্রজাতীনাং কুর্যাৎ সর্ব্বস্ত বিক্রয়ম্ ॥ ৬২
 অবিক্রেয়ং মদ্যমাংসমভক্ষ্য চ ভক্ষণং ।
 অগম্যাগমনকৈব শূদ্রোহপি নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬৩
 কপিলাক্ষীরপানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ ।
 বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রস্ত নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৬৪
 ইতি পরাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে ।
 ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্ধ্ব্যপ্রমাগতম্ ॥ ১
 সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং ভূয়ঃপরশর্গ্যপ্রচো দিতঃ ।
 ঘটকর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ২
 হলমষ্টগবং ধর্ম্মং যড়গবং মধ্যমং স্ততম্ ।
 চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং বুধবাতিনাম্ ॥ ৩
 ক্ষুধিতং তৃষিতং প্রান্তং বলীবদং ন যোজয়েৎ ।
 হীনাক্ষং ব্যাধিতং ক্লীবং বুধং বিপ্রো ন বাহয়েৎ
 স্বয়াক্ষং নীলক্লং দৃপ্তং বুধতং যণ্ডবর্জিতম্ ।

বাহয়েদ্বিবসত্ত্বাঙ্কং পশ্যাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৫
 জপ্যং দেবার্চনং হোমং স্বাধ্যায়ঞ্চৈবমভ্যাসেৎ ।
 একবিত্রিচতুর্দশান্ ভোজয়েৎ স্নাতকান্ বিজঃ ৬
 স্বয়ংকুষ্ঠে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জিতৈঃ ।
 নিরুপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৭
 তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধাতুতঃ সমাঃ ।
 বিপ্রসৈবংবিধা বৃত্তিতৃণকাষ্ঠাদি বিক্রয়ঃ ॥ ৮
 সঘংসরণ যৎপাপং যৎস্যাঘাতী সমাপ্রুয়াৎ ।
 অমোমুখেন কার্ষ্টেন তদৈকাহেন লাম্বলী ॥ ৯
 পাশকো মৎসঘাতী চ ব্যাধঃ শাকুনিকস্তথা ।
 অদাতা কর্ককশ্চৈব পৃষ্ঠৈতে সমভাগিনঃ ॥ ১০
 কণ্ডনী পেয়গী চূরী উদকুন্তোহথ মার্জনী ।
 পঞ্চ শূনা গৃহস্থস্ত অহস্তহনি বর্ততে ॥ ১১
 বৃক্ষান্ ছিন্না মহীং তিহা হস্তা তু মৃগকীটকান্ ।
 কর্ককঃ খলু যজ্ঞেন সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১২
 যোন দদ্যাদ্ভিজাতিভো রাশিমূল মুপাগতঃ ।
 স শৌরঃ সচ পাপিষ্ঠো ব্রহ্মব্রতং বিনিদিশেৎ ১৩
 রাজ্ঞে দত্তা তুঘড় ভাগং দেবানাকৈকবিশংকঃ ।
 বিপ্রাণাং ত্রিশকং ভাগং কৃষিকর্তা ন লিপ্যতে ১৪
 ক্ষত্রিয়োহপি কৃষিকৃত্ত্বা দ্বিজান্দেবাংশ্চপূজয়েৎ
 বৈশ্বঃ শূদ্রঃ সদা কুর্গ্যাৎ কৃষিবাপিজ্যশিল্পকান্ ১৫
 বিকর্ষ্য কূর্পতে শূদ্রা দ্বিজসেবা বিবর্জিতাঃ ।
 ভবন্ত্যন্নায়ুষন্তে বৈ পাতন্তি নরেকেষু চ ।
 চতুর্গামপি বর্ণানামেব ধন্যঃ সনাতনঃ ॥ ১৬
 ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অতঃ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা ।
 দিনত্রয়েণ শুধ্যস্তি ব্রাহ্মণাঃ প্রেতসূতকে ॥ ১
 ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্বঃ পঞ্চদশাহকৈঃ ।
 শূদ্রঃ শুধ্যতি মাসেন পরাশরবচো যথা ॥ ২
 উপাসনে তু বিপ্রাণামঙ্গুদ্বিষ্ম জায়তে ।
 ব্রাহ্মণানাং প্রস্থতো তু দেহস্পর্শো বিধীয়তে ৩
 আতে বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ ।
 বৈশ্বঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ৪
 একাহাচ্ছূধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নি দেব সমন্বিতঃ ।
 অহাং কেবল বেদন্তি বিহীনো দশভির্দিনৈঃ ৫
 জয়কর্ম্ম পরিত্রয়ঃ সঙ্কোপাসন বর্জিতঃ ।
 নামধারক বিপ্রস্ত দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥ ৬

একপিঙাস্ত দায়াদাঃ পুণ্যদার নিকেতনাঃ ।
 জন্মস্তপি বিপত্তৌ চ ভবেত্তেষাঞ্চ সূতকম্ ॥ ৭
 উভয়ত্র দশাহনি কুলস্তাঙ্গং ন ভুঞ্জতে ।
 দানং প্রতিগ্রাহো হোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ততে ৮
 প্রাপ্নোতি সূতকং গোত্রে চতুর্থ পুরুষেণ তু ।
 দায়াদিচ্ছেদমাপ্নোতি পঞ্চমো বাস্বৎশজঃ ৯
 চতুর্থো দশরাত্রং স্যাৎ বল্লিশা পুংসি পঞ্চমে ।
 যষ্ঠে চতুরহাচ্ছুদ্বিঃ সপ্তমে তু দিনত্রয়ম্ ১০
 পঞ্চভিঃ পুরুষৈষুক্তা অশ্রাদ্ধৈয়াঃ সগোত্রিণঃ ।
 ততঃষট্ পুরুষাদ্যাশ্চ শ্রাদ্ধে ভোজ্যাঃ সগোত্রিণঃ ১১
 ভূখণ্মি মরণে চৈব দেশান্তর মৃতে তথা ।
 বালে প্রেতে চ সন্ন্যাসে সদ্যঃশৌচংবিধীয়তে ১২
 দশরাত্রেষ্বতীতেষু ত্রিরাাত্রাচ্ছুদ্ধিরিয্যতে ।
 ততঃ সঘংসরাদুর্দ্ধং সচলং স্নানমাচরেৎ ১৩
 দেশান্তরমৃতঃ কশ্চিৎ সগোত্রঃ শ্রয়তে যদি
 ন ত্রিরাাত্রমহোরাাত্রং সদ্যঃ স্নাত্বা বিশুধ্যতি ১৪
 আ ত্রিপক্ষাত্রিরাাত্রং স্যাদাব্যাসাচ্চ পক্ষিণী ।
 অহঃ সঘংসরাদুর্দ্ধা সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ১৫
 অজাতদস্তা যে বালা যেচ গর্ত্তাঘ্নিনঃসূতাঃ ।
 ন তেষামগ্নিসংস্কারো নাসৌচং নোদকক্রিয়া ১৬
 যদি গর্ত্তৌ বিপদ্যেত স্রবতে বাপি যোষিতাম্ ।
 যাবন্ন্যাসং স্থিতো গর্ত্তৌ দিনংতাবৎ স সূতকঃ ১৭
 আ চতুর্থাভবেৎ স্রবঃপাতঃ পঞ্চম যষ্টয়োঃ ।
 অত উর্দ্ধং প্রস্থতিঃ স্যাদশাহং সূতকং ভবেৎ ১৮
 প্রস্থতিকালে সম্প্রাপ্তে গ্নসবে যদি যোষিতাম্ ।
 জীবাগত্যো তু গোত্রস্য মৃতে মাতৃশু সূতকঃ ১৯
 রাত্রাবেব সমুৎপন্নে মৃতে রজসি সূতকে ।
 পূর্বমেব দিনং গ্রাহ্যং যাবন্নোদয়তে রবিঃ ২০
 দন্তজাতেহুজাতে চক্ষুতচূড়ে চ সংস্থিতে ।
 অগ্নিসংস্কারণং তেষাং ত্রিরাাত্রং সূতকং ভবেৎ ২১
 আ দন্তজননাং সদ্য আ চূড়াং নৈশিকী সূতা ।
 ত্রিরাাত্রমা ব্রতান্তেবাং দশরাত্রমতঃ পরম্ ২২
 গর্ত্তে যদি বিপত্তিঃ স্যাদশাহং সূতকং ভবেৎ ।
 জীবন্ জাতো যদি প্রেতঃ সদ্য এব বিশুধ্যতি ২৩
 জীবাং চূড়াম আদানাং সংক্রমাতদধঃক্রমাৎ ।
 সদ্যঃ শৌচমথৈকাহং ত্রিরহঃ পিতৃবক্ষু ২৪
 ব্রহ্মচারী গৃহে যেষাং হুয়তে চ হস্তাশনে ।
 সম্পর্কং ন চ কুর্কশ্চি নতেবাং সূতকং ভবেৎ ২৫
 সম্পর্কাদহুযাতেবিপ্রোহান্যোদোবোহস্তিব্রাহ্মণে
 সম্পর্কেষু নিবৃত্তস্ত ন প্রেতং নৈব সূতকম্ ২৬

শিল্পিনঃ কারুকা বৈদ্যা দাসী দাসাশচনাপিতাঃ ।
 শ্রোত্রিয়াশ্চৈবরাজানঃসদ্যঃশৌচাঃপ্রকীর্তিতাঃ২৭
 সত্রতী মন্ত্রপুত্ৰ আহিতাশিষ্ট যো দ্বিজঃ ।
 রাজশ্চ সূতকং নাস্তি যস্য চেষ্টতি পার্থিবঃ ॥২৮
 উদ্যাতো নিধনে দানে ক্ষান্তৌবিপ্রানিমত্তিতঃ ।
 তদেব ঋষিভির্দৃষ্টং যথাকালেন শুধ্যতি ॥২৯
 প্রসবে গৃহমেধী তু ন কুৰ্য্যাৎ সত্বঃ যদি ।
 দশাহচ্ছূধ্যতে মাতা অবগাহপিতা শুচিঃ ॥৩০
 সর্কেযাং শাবদাশৌচং মাতাত্রিদির্দশাহিকম্ ।
 সূতকং মাতুরেব স্তাত্ৰপশুশ্চ পিতা শুচিঃ ॥৩১
 যদি পত্ন্যাং প্রসূতায়্য সম্পর্কং কুরুতে দ্বিজঃ ।
 সূতকন্তু ভবেত্তস্ত যদি বিপ্রঃ যজ্ঞবিতং ॥৩২
 সম্পর্কাক্ষায়তেদোযোনাত্তোদোবোহস্তি ব্রাহ্মণে ।
 তস্যাং সর্ক প্রযত্নেন সম্পূর্ণং বর্জয়েদ্বিজঃ ॥৩৩
 বিবাহোৎসবযজ্ঞেযু স্তস্তরা মৃতসূতকে ।
 পূর্বসঙ্কল্পিতং জব্যং দীয়মানং ন হুযতি । ৩৪
 অন্তরা তু দশাহস্ত পুনর্ধারণ জ্ঞানি ।
 তাবৎ স্যাদশুচিরিপ্রো যাবত্তৎস্যাদনির্দিশম্ ॥৩৫
 ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানং বন্দিগোগ্রহণে তথা ।
 আহবেষু বিপন্নানামেকমাত্রস্ত সূতকম্ ॥৩৬
 ষাণ্মিষৌ পুরুষৌ লোকৈ স্বর্ধ্যমণ্ডনভেদকৌ ।
 পরিব্রাড়াযোগবৃক্ষশ্চ রণে চাত্তিমুখে হতঃ ॥৩৭
 যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ।
 অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্রীবং নভাবতে৩৮
 জিতেন লভতে লক্ষ্যং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ ।
 ক্ষণবিশ্বংসিকেষু মুগ্ধিন্ কা চিন্তা মরণে রণে ॥৩৯
 যন্তু ভগ্নেষু সৈন্যসু বিজ্রবৎস সমস্ততঃ ।
 পরিত্রাতা যদা গচ্ছন্ত স চতুর্ভুজলং লভেৎ ॥৪০
 যন্তু চ্ছেদকতং গাত্রং শরশ্চ্যুষ্টিমুদগৈঃ ।
 দেবকন্যাশ্চ তং বীরং গায়ন্তি রময়ন্তি চ ॥৪১
 বরাঙ্গনাসহস্রাণি শুরমাযোধনে হতম্ ।
 নাগকন্যাশ্চ ধাবন্তি সম ভর্তা ভবেদিতি ॥৪২
 ললাটদেশাশ্রুধিরং হি যস্য
 তপ্তস্য জন্তোঃ প্রবিশেক্ত বক্তে ।
 তং সোমপানেন হি তস্য তুল্যম্
 সংগ্রামযজ্ঞ বিধিবজ্ঞ দৃষ্টম্ ॥৪৩
 যং যজ্ঞসংঘেষ্তপসা চ বিদ্যায়
 স্বর্গৈষিণো যাত্র যথৈব বিপ্রাঃ ।
 তথৈব বাস্তেযং হি তত্র বীরাঃ
 প্রাণান্ সূহৃদ্বেন পরিত্যজন্তঃ ॥৪৪

অনাথং ব্রাহ্মণং প্রেতং হে বহস্তি দ্বিজাতয়ঃ ।
 পদে পদে যজ্ঞকলমাহুপূর্কীর্ততি তে ॥৪৫
 অসগোত্রমবকুঞ্চ প্রেতীভূতঞ্চ ব্রাহ্মণম্ ।
 নীচা চ দাহয়িত্বা চ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥৪৬
 ন তেষামণ্ডলং কিঞ্চিদ্বিক্রান্যং শুভকর্মণি ।
 জলাবগাহনান্তেষাং শুদ্ধিঃ স্মৃতিরিতীরিতা ॥৪৭
 অনুগম্যেচ্ছয়া প্রেতং জ্ঞাতিমজ্ঞাতিমেষ বা ।
 স্নাত্বা চৈব তু স্পৃষ্টাশ্চ যত্নতঃ প্রাশু বিশুধ্যতি ॥৪৮
 ক্ষত্রিয়ং সূতমজ্ঞানান্ ব্রাহ্মণো যোহনুগচ্ছতি ।
 একাহমণ্ডচিহ্না পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৪৯
 শবঞ্চ বৈশ্বমজ্ঞানান্ ব্রাহ্মণো যোহনুগচ্ছতি ।
 কুদাশৌচং দ্বিরাশ্রয়ং প্রাণায়ামান্ ষড়্ভাচরেন ॥৫০
 প্রেতীভূতন্ত যঃ শূদ্রং ব্রাহ্মণো জ্ঞানহর্ষলঃ ।
 নরস্তমনুগচ্ছত জিরাত্রমণ্ডচিহ্নবেৎ ৫১
 জিরাত্রে তু ততঃ পূর্ণে নদীং গম্বা সমুদ্রগাম্ ।
 প্রাণায়ামশতং কুদা যত্নতঃ প্রাশু বিশুধ্যতি ॥৫২
 বিনির্কর্তব্যং যদা শূদ্রা উদকাস্তমুপস্থিতাঃ ।
 দ্বিজৈস্তদানুগম্য ইতি ধর্মবিদো বিহুঃ ॥৫৩
 তস্মাদ্বিজো মৃতং শূদ্রং ন স্পর্শেৎ চ দাহয়েৎ ।
 দৃষ্টে স্বর্গ্যাবলোকেন শুদ্ধিরেবা পুরাতনী ॥৫৪
 ইতি পারাশরে ধর্মশাস্ত্রে তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥৩৭

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

অতিমানদতিক্রোধাৎ রেহাষা যদি বা ভয়াৎ ।
 উদ্বীল্য জী পুমান্ বা গতিরেষা বিদীয়তে ॥১
 পূষশোণিতসম্পূর্ণে অক্কে তমসি মজ্জতি ।
 যষ্টিং বর্ধনহস্তাণি নরকং প্রতিপদ্যতে ॥২
 নাশৌচং নোদকং নাগ্নিং নাক্রপাতঞ্চ কারয়েৎ ।
 বোঢ়ারোহগ্নি প্রদাতরো পাশচ্ছেদকরাত্থা ॥৩
 তপ্তকুঙ্কেণ শুধ্যন্তীত্যেবানহ প্রজ্ঞাপতিঃ ।
 গোভির্হিতং তথোদকং ব্রাহ্মণেন তু বাতিতম্ ॥৪
 সংস্পৃশ্যন্ত যৈ বিপ্রা বোঢ়ারশ্চায়িদাশ্চ যৈ ।
 অস্ত্রেহপি বায়ুগস্তারঃ পাশচ্ছেদকরাস্থ যৈ ॥৫
 তপ্তকুঙ্কেণ শুধ্যন্তি কুর্ঘ্যব্রাহ্মণভোজনম্ ।
 অনডুংসহিতাং গাঞ্চ দহ্যর্কিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥৬
 জ্রাহ্মুঞ্চ পিবেদাপজ্রাহ্মুঞ্চ পয়ঃ পিবেৎ ।
 জ্রাহ্মুঞ্চ স্তুতং পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনজয়ম্ ॥৭
 যো বৈ সমাচরেদ্বিপ্রঃ পতিতাদিদ্ধকামতঃ ॥৮
 মাসাদ্ধিৎ মাসমেকং বা মাসদ্বয়মথাপি বা ।

অস্বাৰ্জমকমেকং বা তদুৎকৃষ্টং চৈব তৎসমঃ ॥ ৯
 ত্রিরাত্রং প্রথমে পক্ষে বিতীয়ে কুছুমাচরেৎ ।
 তৃতীয়ে চৈব পক্ষেতু কুছুং সান্তপনং চরেৎ ॥ ১০
 চতুর্থে দশরাত্রং স্ত্রীং পরাকঃ পঞ্চমে মতঃ ।
 কুর্য্যাক্ষাত্রায়ণং যষ্ঠে সপ্তমে দ্বৈন্দবদ্বয়ম্ ॥ ১১
 শুধ্যর্থমষ্টমে চৈব ষষ্ঠাসাৎ কুছুমাচরেৎ ।
 পক্ষসংখ্যাশ্রমাণেন সুবর্ণাশ্চপি দক্ষিণা ॥ ১২
 ঋতুস্মাতা তু যা নারী ত্তর্জারং নোপসর্পতি ।
 সা মৃত্যু নরকং যাপিতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩
 ঋতৌ স্মাতাত্ত যোভার্য্যাসংস্লিধৌ নোপগচ্ছতি ।
 যোরায়ং জগহতায়ং যুক্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪
 অদুষ্টাপতিতাং ভাৰ্য্যাং যৌবনেযঃ পরিত্যজেৎ ।
 সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যক পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫
 দরিদ্রং ব্যাধিতং মূৰ্খং ত্তর্জারং যা ন মমুতে ।
 সা মৃত্যু জায়তে ব্যালী বৈধব্যক পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬
 ওষধাতাহতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি ।
 ক্ষেত্রী তন্নভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্হতি ॥ ১৭
 তদং পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ যৌ স্ত্রীত্বকুণ্ডগোলকৌ ।
 পতৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্তান্মৃতেভর্ত্তরিগোলকঃ ॥ ১৮
 ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ স্ততঃ ।
 দদ্যাম্মাতা পিতা বাপি সপুত্রোদককোভবেৎ ॥ ১৯
 পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যথা চ পরিবিদ্যতে ।
 সর্কে তে নরকং যাপিতি দাতৃযাজকপক্ষমাঃ ॥ ২০
 দারায়িহোত্র সংযোগং যঃ কুর্য্যাদগ্রজে সতি ।
 পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্ত পূর্ব্বজঃ ॥ ২১
 যৌ কুরুৌ পরিবিত্তেস্ত কস্তায়াঃ কুছু এবচ ।
 কুছুতিকুরুৌ দাতৃশ্চ হোতা চাক্ষাত্রায়ণকরেৎ ॥ ২২
 কুজ্বামনবণ্ডেযু গলগদেযু জড়েষু চ ।
 জাতাক্ষে বধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ২৩
 পিতৃব্যপুত্রঃ সাপত্যঃ পরনারীস্তুতস্তথা ।
 দারায়িহোত্রসংযোগে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ২৪
 জ্যেষ্ঠৌ ভ্রাতৃযদিত্তিষ্ঠেদাধানং নৈবচিস্তয়েৎ ।
 অহুজাতস্ত কুরৌ শব্দন্ত বচনং যথা ॥ ২৫
 নষ্টে মৃতে প্রস্তুজিতে স্ত্রীবে চ পতিতেপতৌ ।
 পক্ষসাপংসু মারীণাং পতিরস্তৌ বিধীয়তে ॥ ২৬
 মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ত্ত্রকচর্ঘ্যে ব্যবস্থিতা ।
 সা মৃত্যু লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৭
 তিস্রঃ কোট্যর্ককোটা চ যানি রোমাণি মানবে ।
 তাবৎ কাণং বসেৎ স্বর্গং ত্তর্জারং বাহুগচ্ছতি ॥ ২৮
 ব্যালগ্রাহী যথা বালং বিলাসুহরতে বলাং ।

এবমুক্ত্য ত্তর্জারং ত্তেনৈব সহ নোমতে ॥ ২৯
 ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ঋক্কাভ্যাম্ শৃগালদৈর্ঘ্যদি দষ্টস্ত ব্রাহ্মণঃ ।
 স্মাতা জপেত গায়ত্রীং পবিত্রাং বেদমাতরম্ ॥ ১
 গবাং শৃক্লোদকে স্মাতো মহানদ্যাস্ত সন্ময়ে ।
 সমুদ্র দর্শনাঙ্গাপি শুনা দষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥ ২
 বেদবিদ্যাত্রতস্মাতঃ শুনা দষ্টস্ত ব্রাহ্মণঃ ।
 স হিরণ্যোদকে স্মাতা স্মৃতং প্রাশু বিশুধ্যতি ॥ ৩
 সব্রতস্ত শুনা দষ্টস্ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ ।
 স্মৃতং কুশোদকং পীত্বা ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৪
 অব্রতঃ সব্রতোবাপি শুনা দুষ্টৌ ভবেদ্বিজঃ ।
 প্রণিপত্য ভবেৎ পূতোর্কিটৈপ্রশানুরীক্ষিতঃ ॥ ৫
 শুনাঙ্গাতাবলীচুস্ত নৈধে বিলিখতস্ত চ ।
 অস্তিঃ প্রক্ষালনাকুচ্ছিরয়িনা চোপচুলনম্ ॥ ৬
 শুনা চ ব্রাহ্মণী দষ্টা জম্বুকেন বৃকেণ বা ।
 উদিতং সোময়নকত্রং দুষ্টা সদ্যঃ শুচির্ভবেৎ ॥ ৭
 কৃষ্ণপক্ষে যদা সোমো ন দৃশ্যেত কদাচন ।
 যাং দিশং ব্রজতে সোমস্তাঃ দিশকাবলোকয়েৎ ॥ ৮
 অসদব্রাহ্মণকে গ্রামে শুনা দষ্টস্ত ব্রাহ্মণঃ ।
 বৃষং প্রদক্ষিণীকৃত্য সদ্যঃ স্নানাদিশুধ্যতি ॥ ৯
 চাণ্ডালেন ঋণাকেন গোভিক্রিটৈগ্রহতো যদি ।
 আহিতাগ্নিমৃতোবিপ্রোবিবেণাগ্নাহতো যদি ॥ ১০
 দহেত্ত্বং ব্রাহ্মণং বিপ্রোলোকায়ৌ মম্ববজ্জিতম্ ।
 স্পৃষ্টা চোহ চ দম্বা চ সপিশেযু চ সর্ব্বথা ॥ ১১
 প্রাজাপত্যং চবেৎ পশ্চাদিপ্রাণামমুশাসনাং ।
 দম্বাস্থীন পুনর্গচ্ছ ক্রীদেয়ঃ প্রক্ষালয়েৎ বিজঃ ॥ ১২
 পুনর্দহেৎ স্বকাগ্নৌ তন্নত্রেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 আহিতাগ্নিবিজঃ কশিৎ প্রবসনকালচোদিতঃ ॥ ১৩
 দেহনাশমুপ্রাপ্তস্তস্তাগ্নিকর্ত্ততে গৃহে ।
 শ্রোতাগ্নিহোত্রসংস্কারঃ শ্রয়তামুবিদম্ভাঃ ॥ ১৪
 কৃষ্ণাজিনং সমাস্তীৰ্য্য কুশেচ পুরুষাকৃতিম্ ।
 যট্ট শতানি শতং চৈব পলাশানাক্ষ বৃক্ষকম্ ॥ ১৫
 চত্বারিংশচ্ছিরে দদ্যাৎ যষ্টিংকুঠে বিনির্দিশেৎ ।
 বাহুভ্যাক শতং দদ্যাদম্বুলীষু দশৈর্ষ তু ॥ ১৬
 শতকোরসি সংদদ্যাত্রিংশদষ্টৈবোদরে স্তসেৎ ।
 অষ্টৌ বৃষয়োদিদ্যাত্ পক্ষ মেচ্রে চ বিস্তসেৎ ॥ ১৭
 একবিংশতিমুকৃত্যং জাহুজন্মে চ বিংশতিম্ ।

পাদাঙ্গুল্যোঃ শতর্দ্বিধং প্রাপি চ তথা ত্রসং ॥ ১৮
 শম্যাং শিশ্নে বিনিঃকিপ্য অরণীং বুধণে তথা ।
 জুহুং দক্ষিণহস্তেন বামহস্তে তথোপসং ॥ ১৯
 কর্ণে চোদুখলং দদ্যাৎ পৃষ্ঠে চ মুঘলং ততঃ ।
 নিকিপ্যোরসি দৃশদং ততুলাজ্যতিলামুখে ॥ ২০
 শ্রোত্রে চ প্রোক্ষণীং দদ্যাদাজ্যস্থালীঞ্চ চক্ষুযোঃ
 কর্ণে নেত্রে মুখে ভ্রাণে হিরণ্যশকলং কিপেৎ ॥ ২১
 অগ্নিহোত্রোপকরণং গাত্রো শেষং প্রবিভূসেৎ ।
 রসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি চ ঘৃতাভিত্তীঃ ॥ ২২
 দদ্যাৎ পুত্রোৎপত্তা ভ্রাতা জ্যেষ্ঠে বাপি স্বধর্ম্মিণঃ ।
 যথা দহন সংস্কারতথা কার্যং বিচক্ষণৈঃ ॥ ২৩
 ক্ষুদ্রশস্ত্র বিধিং কুর্যাদ্ভুক্তলোকে গতিক্রবম্ ।
 যে দহন্তি দ্বিজান্তান্ত তে যান্তি পরমাংগতিম্ ॥ ২৪
 অতথা কুরুতে কিঞ্চিদান্যবুদ্ধি প্রবোধিতাঃ ।
 ভবন্ত্যন্নায়ুষতে বৈ পতন্তি নরকে ধ্রুবম্ ॥ ২৫
 ঈতি পরাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রাণিহত্যাস্ত নিবৃত্তিতম্ ।
 পরাশরেন পূর্বোক্তং মন্বথংপি চ বিস্তুতাম্ ॥ ১
 হংস সারস ক্রৌঞ্চাংশ্চ চক্রবাকং সুরুটম্ ।
 জালপাদাংশ্চ শরভমহোরাত্রৈণ শুধ্যতি ॥ ২
 বলাকাটিট্ঠিভানাঞ্চ শুকপরাবতাদিনাম্ ।
 আটিনাঞ্চ বকানাঞ্চ শুধ্যতে নলভোজনানাং ॥ ৩
 ভাস কাক কপোতানাং সারীতিতিরিষাতকঃ ।
 অন্তর্জলে উভে সন্ধ্যে প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥ ৪
 গৃধ্রশ্চেন শিখিগ্রাহচাবোলুকনিপাতনে ।
 অপকাসী দিনং তিষ্ঠেজ্জিকালং মারুতাননঃ ॥ ৫
 বহুগীচটকানাঞ্চ কোকিলখঞ্জরীটকান্ ।
 লাবকারুপাদাংশ্চ শুধ্যন্তে নলভোজনানাং ॥ ৬
 কারণুবচকোরাণাং পিজলাকুরস্য চ ।
 তারবাজনিহতাচ শুধ্যতে শিবপূজনাং ॥ ৭
 ভেকুণ্ড শ্চেনভাসঞ্চ পারাবত কপিঞ্জলান্ ।
 পক্ষিণামেব সর্কেষামহোরাত্রৈণ শুধ্যতি ॥ ৮
 হৃদা নকুলমাজ্জার সর্পাঙ্গগরডুগুভান্ ।
 কুশরং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ লৌহদণ্ডঞ্চ দক্ষিণাম্ ॥ ৯
 শরকীশকাগোধামং সাক্ষাৎপিপাতনে ।
 বৃন্তাকফলভোক্তা চ হোহোরাত্রৈণ শুধ্যতি ॥ ১০
 বৃকজম্বকঞ্চাণাং তুরক পাঞ্চ যাতনে ।

তিলপ্রস্থং দ্বিজৈঃ দদ্যাৎষাযুক্তকো দিনত্রয়ম্ ॥ ১১
 গজগবয়তুরঙ্গাণাং মহিষোষ্ট্রনিপাতনে ।
 শুধ্যতে সপ্তরাত্রৈণ বিশ্রাণাং তর্পণেন চ ॥ ১২
 মৃগং ককং বরাহঞ্চ অজ্ঞানাদবস্ত্র যাতয়েৎ ।
 অকালকষ্টমস্মীয়াদহোরাত্রৈণ শুধ্যতি ॥ ১৩
 এবং চতুষ্পদানাঞ্চ সর্কেষাং বনচারিণাম্ ।
 অহোরাত্রৈষিত্তিষ্ঠেজ্জপন বৈজাতবেদসম্ ॥ ১৪
 শিল্পিনং কারুকং শূদ্রং স্ত্রিয়ং বা যন্ত্রযাতয়েৎ ।
 প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্যাদ্ভুক্তলোকে দক্ষিণাং ॥ ১৫
 বৈশ্যং বা ক্ষত্রিয়ংবাপি নির্দোষমভিযাতয়েৎ ।
 সোহতিকৃচ্ছদ্বয়ং কুর্যাদ্দোষাং শদক্ষিণাং দদেৎ ॥ ১৬
 বৈশাং শূদ্রং ক্রিয়াসক্কেং বিকলস্থং দ্বিজোত্তমম্ ।
 হৃদা চান্নায়ণং কুর্যাদ্দদ্যাং দোষাং শদক্ষিণাম্ ॥ ১৭
 ক্ষত্রিয়েণাপি বৈশ্যো ন শূদ্রেণৈবেতরেণ বা ।
 চণ্ডালবধসং প্রাপ্তঃ কৃচ্ছাদেন বিশুধ্যতি ॥ ১৮
 চোরঃ স্বপাকচাণ্ডালাবিশ্রেষণপি হতা যদি ।
 অহোরাত্রৈষপবাসেন প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥ ১৯
 স্বপাকং বাপি চাণ্ডালং বিপ্রঃ সংভাষতে যদি ।
 দ্বিজসম্ভাষণং কুর্যাদ্দায়ত্রীং বা সুরুজপেৎ ॥ ২০
 চাণ্ডালৈঃ সহ সুপ্তস্ত ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ ।
 চাণ্ডালৈকপথস্বত্বা গায়ত্রী অরণাচ্ছুচিঃ ॥ ২১
 চাণ্ডাল দর্শনে নৈব আদিত্যমবলোকয়েৎ ।
 চাণ্ডালস্পর্শেন চৈব সচেলং নানমাচরেৎ ॥ ২২
 চাণ্ডালখাতবাপীষুপীষ্মা সলিলমগ্রজঃ ।
 অজ্ঞানান্ধৈব নক্তেন হোহোরাত্রৈণ শুধ্যতি ॥ ২৩
 চাণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীষ্মা কুপগতং জলম্ ।
 গোমূত্র যাবত্কাহারে ত্রিরাত্রাচ্ছুক্ক্ষিপ্যুপুয়াৎ ॥ ২৪
 চাণ্ডালদোকভাণ্ডে তু অজ্ঞানং পিবতে জলম্ ।
 তৎক্ষণাৎ কিপতে বস্ত্র প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥ ২৫
 যদি ন কিপতে তোয়ং শরীরে যন্ত জীযতি ।
 প্রাজাপত্যং ন দাতব্যং কৃচ্ছদং সান্তপনঞ্চরেৎ ।
 চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যস্ত ক্ষত্রিয়ঃ ।
 তদর্কস্ত চরেদৈশ্চ পাদং শূদ্রস্ত দাপয়েৎ ॥ ২৬
 ভাণ্ডমন্ত্যজানান্ত জলং দধি পয়ঃ পিবেৎ ।
 ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রেণৈব প্রমাদতঃ ॥ ২৭
 ব্রহ্মকর্চোপবাসেন দ্বিজাতীনাং নিবৃত্তিঃ ।
 শূদ্রস্ত চোপবাসেন তথা দানেন শক্তিতঃ ॥ ২৮
 ব্রাহ্মণো জ্ঞানতো ভূতক্কে চাণ্ডালায়ঃ কষাচন ।
 গোমূত্র যাবত্কাহারাদশরাত্রৈণ শুধ্যতি ॥ ২৯
 এতৈকং প্রাসমস্মীয়াদোষায়ুযাবত্কা চ ।

দশাহং নিয়মস্তত্র তত্র বিনির্দেশেৎ ॥৩০
অবিজ্ঞাতশ্চ চাণ্ডালঃ সন্তিষ্ঠেত্তস্য বৈশ্মনি ।
বিজ্ঞাতে তূপসংন্যস্ত দ্বিজাঃ কুর্কস্ত্যহুগ্রহম্ ॥৩১
ঋষিবক্তাচ্ছ্রুতা ধর্ম্মাজ্ঞায়ন্তে বেদপাবনাঃ ।
পতন্তমুদ্বরেয়ন্তে ধর্ম্মজ্ঞ পাপসঙ্কটায়ং ॥৩২
দগ্না চ সর্পিষা চৈব ক্ষীর গোমূত্রযাবকং ।
ভূজীত সহ সর্কৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যামবগাহনম্ ॥৩৩
ত্র্যহং ভূজীত দগ্না চ ত্র্যহং ভূজীত সর্পিষা ।
ত্র্যহং ক্ষীরেণ ভূজীত একৈকেন দিনত্রয়ম্ ॥৩৪
ভাবহৃষ্টং ন ভূজীয়াদজিষ্টং ক্রমিদৃষিতম্ ।
ত্রিপলং দধিহৃদ্ধস্ত পলমেককল্প সর্পিষঃ ॥৩৫
ভক্ষনা তু ভবেচ্ছুক্লিকৃভয়োস্তাব্রকাংস্ত্রয়োঃ ।
জলশোভেন বজ্রাণাং পরিত্যাগেন যুগ্ময়ম্ ॥৩৬
কুম্ভজগুড়কার্পাস লবণং তৈলসর্পিষী ।
দ্বারে কৃদ্ধা তু ধাত্যানি গৃহে দদ্যাকুতাশনম্ ॥৩৭
এবং শুক্লস্ততঃ পশ্চাৎ কুর্বাদব্রাহ্মণভোজনম্ ।
ত্রিশংগং গা বুধকৈকং দদ্যাদ্বিপ্রৈশ্চ দক্ষিণাম্ ॥৩৮
পূনর্লপনয়া তেন হোম জপেন শুধ্যতি ।
আধারেণ চ বিপ্রাণাং ভূমিদোষো নবিদ্যতে ॥৩৯
রজকী চর্ম্মকারী চ লুক্ককস্য চ পৃক্কসী ।
চাতুর্কর্ণ্যগৃহে যন্ত হজ্ঞানাদধিতিষ্ঠতি ॥৪০
জাহ্না তু নিষ্কৃতিং কুর্ধ্যাৎ পূর্কোক্তসাদ্ধিকমেব চ ।
গৃহদাহং ন কুর্কীতাপত্যং সর্কঞ্চ কারয়েৎ ॥৪১
গৃহস্যভ্যন্তরে গচ্ছেচ্চাণ্ডালো যস্য কস্যচিৎ ।
তস্মাদ্গাহারিনিঃসৃত্য গৃহভাণ্ডানি বর্জয়েৎ ॥৪২
রসপূর্ণস্ত যন্তাণ্ডং ন ত্যজেচ্চ কদাচন ।
গোরসেন তু সংমিশ্রজ্জলৈঃ প্রোক্ষেৎসমস্ততঃ ॥৪৩
ব্রাহ্মণস্য ব্রণ দ্বারে পুষ্যশোণিতসম্ভবে ।
ক্রমিকং পদ্যতে যস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥৪৪
গবাং মূত্রপূরীষেণ দগ্না ক্ষীরেণ সর্পিষা ।
ত্র্যহং স্নাত্বা চ পীত্বা চ ক্রমিহৃষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥৪৫
কত্রিয়োহপি স্রবণস্য পঞ্চমাবান্ প্রদাপয়েৎ ।
গোদক্ষিণাস্ত বৈশ্বস্যাপ্যুপবাসং বিনির্দেশেৎ ॥৪৬
পূজ্যাণাং নোপবাসঃ স্যাকুত্রো দানেন শুধ্যতি ।
ব্রাহ্মণাস্ত নমস্ত্য পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৪৭
অচ্ছিন্নমিতি যদ্যক্যং যজন্তি ক্রিতিদেবতাঃ ।
প্রণম্য শিরসা ধার্য্যমগ্নিষ্টোম ফলং হি তৎ ॥৪৮
ব্যাধিব্যাসনিনিশ্রান্তে হৃষ্টকৈশ্চ ডামরে তথা ।
উপবাসো ব্রতো হোমো দ্বিজসম্পাদিতানি বা ৫০
অথবা ব্রহ্মণাস্তথাঃ যঃ কুর্কস্ত্যহুগ্রহম্ ।

সর্কধর্ম্মমবাপ্নোতি দ্বিজৈঃ সধর্কিতাপিষা ॥ ৫১
হর্কলেনহুগ্রহঃ কার্য্যস্তথা বৈ বালবৃক্কম্নোঃ ।
অতোহতথা ভবেদোষস্তস্মাদহুগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২
স্নেহাদ্বা যদি বা লোভান্ত্যাদজ্ঞানতোহপি বা ॥
কুর্কস্ত্যহুগ্রহঃ যে বৈ তৎপাপং তেযু গচ্ছতি ॥৫৩
শরীরস্যাত্যয়ে প্রাপ্তে বদন্তি নিয়মস্ত য়ে ।
মহৎ কার্য্যোপরোধেন ন স্বস্থস্য কদাচন ॥ ৫৪
স্বস্থস্য মৃত্যুঃ কুর্কস্তি নিয়মস্ত বদন্তি য়ে ।
তে তস্য বিয়কর্তারঃ পতন্তি নরকেহ শুচৌ ॥ ৫৫
স এব নিয়মন্ত্যাজ্যো ব্রাহ্মণং যোহবমস্ততে ।
যুথা তস্যোপবাসঃ স্যাম্ স পুণ্যেন যুজ্যতে ॥ ৫৬
স এব নিয়মো গ্রাহ্যো যংযং কোহপি বদেদ্বিজঃ ।
কুর্ধ্যাদ্যক্যং দ্বিজানাঞ্চ অকুর্কন্ ব্রহ্মহা ভবেৎ ৫৭
উপবাসো ব্রতকৈব স্নানং তীর্থং জপস্তপঃ ।
বিতৈপ্রঃ সম্পাদিতং যস্য সম্পন্নং তস্য তত্ত্ববেৎ ৫৮
ব্রতচ্ছিন্নং তপশ্ছিন্নং যচ্ছিন্নং যজ্ঞকর্ম্মণি ।
সর্কং ভবতি নিশ্ছিন্নং ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্ ৫৯
ব্রাহ্মণা জন্মং তীর্থং নির্জনং সর্ককামদম্ ।
তেষাং বাক্যোদকে নৈব শুধ্যন্তিমলিনা জনাঃ ৬০
ব্রাহ্মণা যানিভাষন্তে ভাষন্তে তানি দেবতাঃ ।
সর্কদেবময়া বিপ্রা ন তদ্বচনমতথা ৬১
অন্নাদ্যো কীটসংযুক্তক মক্ষিকা কীটদৃষিতে ।
অন্তরা সংস্পৃশেচাপতদন্নং ভক্ষনা স্পৃশেৎ ৬২
ভূজানো হি যদা বিপ্রঃপাদং হস্তেন সংস্পৃশেৎ ।
উচ্ছিষ্টংহিসবৈষুঙে ক্লেবোভুঙে ক্লেমুক্তভাজনে ৬৩
পাছকাহো ন ভূজীত পর্য্যক্লেসংস্থিতোহপি বা ।
শুনা চাণ্ডালদৃষ্টো বা ভোজনং পরিবর্জয়েৎ ৬৪
গকাগ্নঞ্চ নিষিদ্ধং যং অন্নশুদ্ধিস্তথৈব চ ।
যথা পরাশরেণোক্তং তথৈবাহং বদামি বঃ ৬৫
মিতং জোগাঢ় কস্ত্রাণং কাকস্থানোপধাতিতম্ ।
কেনৈতচ্ছূয্যতেচান্নং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ৬৬
কাকস্থানাবলীচন্ত জোগাণ্নং ন পরিত্যজেৎ ।
বেদবেদাঙ্গবিদিতৈপ্রধর্ম্মশাস্ত্রানুপালকৈঃ ৬৭
প্রহ্মো দ্বাত্রিংশতিজোগঃ স্মৃকোদ্বিপ্রহ্মমাঢ়কঃ ।
ততো জোগাঢ়কস্যাম্শ্রুতিস্মৃতিবিদো বিদ্বঃ ৬৮
কাকস্থানাবলীচং তু গবাভ্রাতং ধুরেণ বা ।
স্বল্পমন্নং ত্যজেদ্বিত্রিঃ শুক্লজ্জৈঃ পাঢ়কে ভবেৎ ৬৯
অন্নম্যোক্ত্য তন্মাত্রং যচ্চ নোপহতং ভবেৎ ।
স্রবণোদকমভুক্ষ্য হতাশেনৈব তাপয়েৎ ৭০
হতাশনেন সংস্পৃষ্টং স্রবণসিলেন চ ।

বিপ্রাণাং ব্রহ্মবোধেণ ভোজ্যং ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৭১ ॥

ইতি পায়শরৈর্দধ্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথাতো দ্রব্যসংস্কৃতিঃ পরাশরবচো যথা ।
দারবাণাস্ত পাত্ৰাণাং তৎক্ষণাচ্ছুক্খিরিযাতে ॥ ১ ॥
মার্জ্জনাৎ দ্ব্যজ্ঞ পাক্যণাং পাণিনি যজ্ঞকন্ধ্যনি ।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥ ২ ॥
চক্ষুণাং চ ক্রবাণাঞ্চ শুদ্ধিরক্ষেন বারিণা ।
ভক্ষ্যনা শুধ্যতে কাংসাং তাশ্রমেন শুধ্যতি ॥ ৩ ॥
রজসা শুধ্যতে নারী বিকলং যান গচ্ছতি ।
নদী বেগেন শুধ্যতে লেপো যদি ন দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥
বাণীকপ্ততড়াগেষু দূষিতেষু কথঞ্চন ।
উদ্ধৃত্য বৈ ঘটশতং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৫ ॥
অষ্টবর্ষা ভবেদ্যৌরী নববর্ষা তু রোহিণী ।
দশবর্ষা ভবেৎ কঠা অত উদ্ধং রজস্বলা ॥ ৬ ॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কঠাং ন প্রযচ্ছতি ।
মাসি মাসি রজস্ততাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ ।
ত্রয়ন্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কঠাং রজস্বলাম্ ॥ ৮ ॥
যন্তাং সমুদ্রহেৎ কঠাং ব্রাহ্মণেহজ্ঞানমোহিতঃ ।
অসন্ত্যঘোহুপাঙক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥ ৯ ॥
যঃ করোত্যেক রাশ্রেণ বৃষলীসবনং দ্বিজঃ ।
স ভৈক্ষভুগ্জপ্নিত্যং ত্রিভিবৈর্ধিকি শুধ্যতি ॥ ১০ ॥
অন্তং গতে যদা হৃদ্যে চাণ্ডালং পতিতং ত্রিয়ম্ ।
স্মৃতিকাম্ স্পৃশতৈশ্চৈব কথং শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ১১ ॥
জাতবেদং সূর্যঞ্চ সোমমার্গং বিলোকা চ ।
ব্রাহ্মণানুগতশ্চৈব জ্ঞানং কৃৎস্না বিশুধ্যতি ॥ ১২ ॥
স্পৃষ্টা রজস্বলাতোত্ত্বং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী তথা ।
ভাবতিষ্ঠেন্নিরাখরা ত্রিরাশ্রেণৈব শুধ্যতি ॥ ১৩ ॥
স্পৃষ্টা রজস্বলাতোত্ত্বং ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া তথা ।
অর্ধকচ্ছুং চরেৎ পূর্বা পাদমেকমনস্তরা ॥ ১৪ ॥
স্পৃষ্টা রজস্বলাতোত্ত্বং ব্রাহ্মণী বৈশ্যজা তথা ।
পাদানং চৈব পূর্বায়াঃ পরায়াঃ কচ্ছুপাদকম্ ॥ ১৫ ॥
স্পৃষ্টা রজস্বলাতোত্ত্বং ব্রাহ্মণী শূদ্রজা তথা ।
কচ্ছুং শুধ্যতে পূর্বা শূদ্রা দানেন শুধ্যতি ॥ ১৬ ॥
স্নাতা রজস্বলা যাতু চতুর্থেহনি শুধ্যতি ।
কুর্ঘ্যাজ্জোনিবৃদ্ধো তু দৈবপিত্রাদিকর্ম্ম চ ॥ ১৭ ॥
রোগেণ যজ্ঞঃ স্রীণামবহন্ত প্রবর্ততে ।

মা শুচিঃ সা ততস্তেন তৎস্মাৎ কালিকং মতম্ ॥ ১৮ ॥
প্রথমেহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী ।
তৃতীয়ে রজস্বী প্রোক্তা চতুর্থেহনি শুধ্যতি ॥ ১৯ ॥
আতুরে জ্ঞান উৎপন্নং দশকৃৎস্নো হনাতুরঃ ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনং ততঃ শুধ্যৎ স আতুরঃ ॥ ২০ ॥
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ২১ ॥
অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেণ স্পর্শে জ্ঞানং বিধীয়তে ।
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃষ্টঃ প্রোজাপত্যং সমাচরেৎ ॥ ২২ ॥
ভক্ষ্যনা শুধ্যতে কাংসাং সুরয়া যন্ন লিপ্যতে ।
সুরমাত্রেণ সংস্পৃষ্টঃ শুধ্যতে হৃদ্যপলেপনৈঃ ॥ ২৩ ॥
গবা স্নাতানি কাংস্থানি শ্বকাকোপহতানি চ ।
শুভাস্তিদশভিঃ ক্ষারৈঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ ॥ ২৪ ॥
গণ্ডুষং পাদশৌচঞ্চ কৃৎস্না বৈকাংস্থভাজনে ।
যথাসান ভূবি নিক্ষিপ্য উদ্ধৃত্য পুনরাহরেৎ ॥ ২৫ ॥
আয়সেষ্ণপমারেণ সীসজ্ঞাশ্চৈব বিশোধনম্ ।
দন্তমস্থি তথাশৃঙ্গং রৌপ্যং সৌবর্ণভাজনম্ ॥ ২৬ ॥
মনিপাষণশাস্ত্রাণি এতান্ প্রক্ষালয়েজ্জলৈঃ ।
পাষণে তু পুনরুষ্টিরেষা শুদ্ধি রদাহতা ॥ ২৭ ॥
মৃদ্ধাশুদহনাচ্ছুদ্ধির্দ্বাভাণাং মার্জ্জনাদপি ॥ ২৮ ॥
অস্তিত্ব প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধাত্ববাসসাম্ ।
প্রক্ষালনেন জ্ঞানানম্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ২৯ ॥
বেণুবন্ধলচীরাণাং ক্ষৌমকার্পাসবাসসাম্ ।
ঔর্ণাণাং নেত্রপট্টানাং জলাক্ষৌচং বিধীয়তে ॥ ৩০ ॥
তুলিকাচ্যুপধানানি পীতরক্তাষবাণি চ ।
পোয়স্মিয়ার্ক তাপেন প্রোক্ষয়িত্বা শুচিভবেৎ ॥ ৩১ ॥
মূত্রোপস্কবহুর্পাণাং শাণ্ডা ফলচর্ম্মণাম্ ।
ভৃগুকাষ্ঠাদিরক্ষুনা মুদক প্রোক্ষণং মতম্ ॥ ৩২ ॥
মার্জ্জারমিকাকাটপতঙ্গকুমিদ্দুরাঃ ।
মেধ্যামেধ্যং স্পৃশস্তোত্র নোচ্ছিষ্টান্ মনুরব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥
ভূমং স্পৃষ্টং গতং তোয়ং যশ্যাপ্যতোহুবিপ্রমঃ ।
ভূকোচ্ছিষ্টং তথান্নেহং নোচ্ছিষ্টং মনুরব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥
তাস্মৈলক্ষ্মণে চৈব ভুক্তেন্নেহান্নলপেন ।
মধুপর্কে চ সোমে চ নোচ্ছিষ্টং মনুরব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥
রথাকর্ম্মতোয়ানি নাবঃ পশাস্তৃণানি চ ।
মরুতাকর্ণে শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিত্তানি চ ॥ ৩৬ ॥
অজুষ্ঠাঃ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধুতাশ্চ রেণবঃ ।
স্নিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ ন হৃদ্যন্তি কদাচন ॥ ৩৭ ॥
স্মৃতে নিজীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথান্নতে ।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাবে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥ ৩৮ ॥

অগ্নিরাপশ্চ বোদাশ্চ সোমস্বর্ঘ্যানিলাস্তথা ।
এতেসর্সেহপিবিপ্রাণাংশ্রোত্রেতিষ্ঠিতদক্ষিণে ৩৯
প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ।
বিপ্রস্ত দক্ষিণে কর্ণে সান্নিধ্যং মহুঃস্রবীং ৪০
দেশভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যাধিবু ব্যসনেষপি ।
রক্ষেদেব স্বদেহাদি পশ্চাক্ষ্মং সমাচরেৎ ৪১
যেন কেন চ ধর্ম্যেণ মূহনা দারুণেন চ ।
উদ্ধরেদীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ ৪২
আপংকালেতু সম্প্রাপ্তে শোচাচারং নচিস্তয়েৎ ।
স্বয়ং সমুদ্বরেৎ পশ্চাৎসংস্হাধর্ম্মং সমাচরেৎ ৪৩
ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

গবাং বন্ধনযোক্তে তু ভবেন্ম ত্যরকামতঃ ।
অকামাং কৃতপাপস্ত প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ১১
বেদবেদাঙ্গবিহুবাং ধর্ম্মশাস্ত্রং বিজানতাম্ ।
স্বধর্ম্মরত বিপ্রাণাং স্বকং পাপং নিবেদয়েৎ ২
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি উপস্থানস্ত লক্ষণম্ ।
উপস্থিতো হি জ্ঞায়েন ব্রতাদেশনমর্হতি ৩
সদ্যোহিঃসংশয়ে পাপে ন ভুঞ্জীতাত্তপস্থিতঃ ।
ভুঞ্জানো বর্ধয়েৎ পাপং পর্ষদং যত্র ন বিদ্যাতে ৪
সংশয়ে তু ন ভোকৃত্যং যাবৎ কার্গ্যাবিনিশ্চয়ঃ ।
প্রমাদশ্চ ন কর্তব্যো যথৈবাসংশয়স্তথা ৫
কৃত্বা পাপং ন গৃহেত গৃহ্যমানং বিবদ্বতে ।
স্বয়ং বাথ প্রভূতং বা ধর্ম্মবিদ্রোহো নিবেদয়েৎ ৬
তে হি পাপেকৃতেবেদ্যা হস্তারশ্চৈব পাপানাম্ ।
ব্যাধিতস্ত যথা বৈদ্যা বুদ্ধিমন্তো রুজাপহাঃ ৭
প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নো হীমান্ সত্যপরায়ণঃ ।
মুহুরাজ্বসম্পন্নঃ শুদ্ধিঃ গচ্ছেত মানবঃ ৮
সচেলং বাগবতঃ স্নাত্বা ক্লিন্নবাসাঃ সমাহিতঃ ।
ক্ষত্ৰিয়ো বাথ বৈশ্রো বা ততঃ পর্ষদমাত্রজেৎ ৯
উপস্থায় ততঃ শীত্মমার্জিতান্ ধরণীং তজেৎ ১০
গাত্রৈশ্চ শিরসা চৈব নচ ক্షিঞ্জুদাহরেৎ ১১
সাবিত্র্যাক্ষাপিগায়ত্র্যাঃ সক্ষ্যোপান্তাগ্নিকার্য্যয়োঃ
অজ্ঞানাং কৃষিকর্তারো ব্রাহ্মণা নামধারকাঃ ১২
অব্রতানামসম্ভাণাং জ্ঞাতিমাত্রেপজীবিনাম্ ।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষদং ন বিদ্যাতে ১২
বহুদন্তি তমোমূঢ়া মূর্খা ধর্ম্মতদ্বিদাঃ ।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্ত রথিগচ্ছতি ১৩

অজ্ঞাতা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং দদাতি যঃ ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পুতঃকিষিৎ পরিষদুজ্জৈঃ ১৪
চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি যৎ ত্রয়ুর্সেদপারগাঃ ।
স ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরৈস্ত সহস্রশঃ ১৫
প্রমাণ মার্গই মার্গস্তো যৎ ধর্ম্মং প্রবদন্তি বৈ ।
তেষামুদ্বিজতে পাপং সন্তুতগুণবাদিনাম্ ১৬
যথাস্থানি স্থিতং তোয়ং মরুতাকর্ণগুণ্ডধ্যতি ।
এবং পরিষদাদেশাশ্রয়েদেব দুষ্কৃতম্ ১৭
নৈব গচ্ছতি কর্তারং নৈব গচ্ছতি পর্ষদম্ ।
মারুতাকাদিদিসংযোগাৎপাপংনশ্রুতিতোয়বৎ ১৮
অনাহিতায়য়ো যেষন্তে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ।
পঞ্চত্রয়ো বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ পরিষৎসা প্রকীর্তিতা ১৯
মুনীনামাথবিদ্যানাং বিজ্ঞানাং যজ্ঞযাজিনাম্ ।
বেদব্রতেষু স্নাতানামেকোহপি পরিষত্তবেৎ ২০
পঞ্চ পূর্ষং ময়া প্রোক্তান্তেষাঞ্চৈব অসন্তবে ।
স্বরুতিপরিভূতা বে পরিষৎ সা প্রকীর্তিতা ২১
অত উর্দ্ধস্ত বে বাপ্রাঃ কেবলং নামধারকাঃ ।
পরিষদং ন তেষাং বৈ সহস্রগুণিতেষপি ২২
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ ।
ব্রাহ্মণাশ্বনধীয়ানত্রয়ন্তে নামধারকাঃ ২৩
গ্রামস্থানং যথা গৃহং যথা কূপস্ত নির্জলঃ ।
যথা হতমনয়ো চ অময়ো ব্রাহ্মণস্তথা ২৪
যথা যন্তোহফলং স্ত্রীষু যথা গৌরুযরাফলা ।
যথাচাক্ষেহফলংদানংতথাবিপ্রোহন্যচোহফলঃ ২৫
চিত্তং কশ্ম যথানেকৈরঙ্গৈরক্ষ্মীলাতে শটনৈঃ ।
ব্রাহ্মণ্যমপিতদ্বংশাসংস্কারৈর্কিবিপূর্নকৈঃ ২৬
প্রায়শ্চিত্তং প্রযচ্ছন্তি যে বিজ্ঞা নামধারকাঃ ।
তে বিজ্ঞাঃ পাপকক্ষ্মাণাং সমেতানরকং যতুঃ ।
যে পঠন্তি বিজ্ঞা বেদং পঞ্চ যজ্ঞরতাশ্চ যে ।
ত্রৈলোক্যাং ধারন্ত্যেতে পঞ্চেন্দ্রিয় রতাশ্রয়াঃ ২৮
সম্প্রণীতঃ শ্রমানেষু দীপ্তোহগ্নিঃ সর্গভক্ষকঃ ।
তথৈব জ্ঞানবান্ বিপ্রাঃ সর্গ ভক্ষন্চ দৈবতম্ ২৯
অমেধ্যানি চ সর্গাণি প্রক্ষিপ্যন্ত্যদেক যথা ।
তথৈব কিষিৎ সর্গং প্রক্ষেপ্যন্ত্যবিজেহমমে ৩০
গায়ত্রী রহিতো বিপ্রাঃ শূদ্রাদপ্যন্তির্ভবেৎ ।
গায়ত্রীত্রকৃতজ্ঞাঃ সংপূজ্যন্তে দ্বিজোত্তমাঃ ৩১
হঃশীলোহপিবিজ্ঞঃপূজ্যোনাশূদ্রোবিজিতেজস্রিঃ ।
কঃ পরিত্যজ্য হৃষ্টাঙ্গাং দুহেচ্ছীলবতীং থরীম্ ৩২
ধর্ম্মশাস্ত্ররথাক্রত বেদথজ্ঞায়াং বিজ্ঞাঃ ।
ক্রীড়ার্থমপি যদ্রয়ুঃ স ধর্ম্মঃ পরমঃ স্তুতঃ ৩৩

চাতুর্বেদ্যোহবিকল্পী চ অঙ্গবিক্রমপাঠকঃ ।
 প্রপঞ্চাপ্রমিণো মুখ্যাঃ পরিষৎ স্যাদ্ধর্শাবরাঃ ॥৩৪
 রাজ্ঞাঞ্চানুমতে চৈব প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজো বদেৎ ।
 স্নয়মেব ন বক্তব্যং প্রায়শ্চিত্তস্য নিকৃতিঃ ॥ ৩৫
 ব্রাহ্মণাংশ্চ ব্যতিক্রম্য রাজা যৎ কৰ্ত্তুমিচ্ছতি ।
 তৎপাপং শতধা ভূত্বা রাজ্ঞনমুপগচ্ছতি ॥ ৩৬
 প্রায়শ্চিত্তং সদা দদ্যাদেব তায়তনাগ্রতঃ ।
 আত্মানং পাবয়েৎ পশ্চাক্ষপনং বৈবেদমাতরং ॥৩৭
 সশিখং বপনং কৃৎবা ত্রিসন্ধ্যমবগাহনম্ ।
 গবাং গোষ্ঠে বসেজ্যাক্রো দিবা তাতঃ সমুত্তরে ৩৮
 উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভূশম্ ।
 ন কুর্কীতায়নস্ত্রাণং গোরুরুত্বা শূলিতঃ ॥ ৩৯
 আয়নো যদি বান্যোবাংগৃহে ক্ষেত্রেহথবাথলে ।
 ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তীকৈব বৎসকম্ ॥৪০
 পিবন্তীষু পিবেত্যায়ং সশিশন্তীষু সংবিশেৎ ।
 পতিতং পক্ষ্মধাং বা সৰ্ব্বপ্রাণৈঃ সমুদ্বরেৎ ॥৪১
 ব্রাহ্মণার্থে গবার্ধে বা যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ।
 মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদৈর্যোগোপ্তা গোব্রাহ্মণশ্চ ॥৪২
 গোবধস্তানুরূপেণ প্রাজাপত্যং বিনিদ্ধিশেৎ ।
 প্রাজাপত্যং যৎ কৃচ্ছং বিভজে ত্তকতুর্কিধম্ ॥৪৩
 একাহমেকভক্তাশী একাং ন ক্ত ভোজনঃ ।
 অযাচিতাশ্চেকনহরেকাহং মারুতাশনঃ ॥ ৪৪
 দিনদ্বয়ং চৈকভক্তোহুদ্বিদিনং ন ক্ত ভোজনঃ ।
 দিনদ্বয়মবাচী ত্র্যাদ্বিদিনং মারুতাশনঃ ॥ ৪৫
 ত্রিদিনকৈকভক্তাশী ত্রিদিনং ন ক্ত ভোজনঃ ।
 দিনত্রয়মবাচী ত্র্যাদ্বিদিনং মারুতাশনঃ ॥ ৪৬
 চতুরহস্কৈকভক্তাশী চতুরহং ন ক্ত ভোজনঃ ।
 চতুর্দিনমবাচী ত্র্যাক্তুরহং মারুতাশনঃ ॥ ৪৭
 প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চার্যে কুর্য্যাব্রাহ্মণভোজনম্ ।
 বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাত্ পবিত্রাণি জপেদ্বিজঃ ॥৪৮
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাত্ত গোমঃশুক্লো ন সংশয়ঃ ৪৯
 ইতি পরাশয়ে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮

নবমোহধ্যায়ঃ ।

গবাং সংরক্ষণার্থায় ন হুবেয়জ্যোধবন্ধয়োঃ ।
 তদ্বধন্ত ন তং বিদ্যাৎ কামাকামকৃত্ত্বথা ॥ ১
 অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ স্থলো বা বাহুমাত্রঃ প্রমাণতঃ ।
 আর্জস্ত.সপলাশ্চ দণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥ ২
 দণ্ডাদুর্দ্ধং বদন্তেন প্রহরেদ্বা নিপাতয়েৎ ।

প্রায়শ্চিত্তং চরেৎ প্রো ক্তং দ্বিগুণং গোব্রতঞ্চরেৎ ॥৩
 রোধবন্ধনযোক্তানি বাতনঞ্চ চতুর্কিধম্ ।
 একপাদঞ্চরেজ্যোধে দ্বিপাদং বন্ধনে চরেৎ ॥ ৪
 যোক্তেযু পাদহীনং ত্র্যাক্ষরেৎ সৰ্বং নিপাতনে ।
 গোচরে চ গৃহে বাপি দুর্গেষুপি সমেষপি ॥ ৫
 নদীষুপি সমুদ্রেষু খাতেহপ্যথ দরীমুখে ।
 দধ্মদেশে স্থিতাঃ গাবন্তস্তন্যাক্রোধ উচ্যতে ॥ ৬
 যোক্তুডামকডোরৈশ্চ ঘটকরণভূষণৈঃ ।
 গৃহে বাপি বনে বাপি বন্ধা ত্র্যাক্ষমূর্তা যদি ॥৭
 তদেব বন্ধনং বিদ্যাৎ কামাকামকৃত্ত্বথা যৎ ।
 মূলেথে শকটে পংক্তৌ ভারেবাণীড়িতোনরৈঃ ॥৮
 গোপতিমূর্ত্যুমাগোতি যোক্তো ভবতি তদ্বধঃ ।
 মন্তঃ প্রমত্তঃ উন্নতশ্চেতনো বাপ্যচেতনঃ ॥ ৯
 কামাকামকৃত্ত্বক্রোধো দণ্ডেইহজ্যাদথোপলৈঃ ।
 প্রহতা বা মূতা বাপি তন্নি নেতুনিপাতনে ॥ ১০
 মুচ্ছিতঃ পতিতো বাপি দণ্ডেনাভিহতঃ স তু ।
 উষিতস্ত যদা গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশৈব বা ॥ ১১
 গ্রাসং বা যদি গৃহীয়াত্তোয়ং বাপি পিবেদ্বধি ।
 পূর্কব্যাদ্যুপস্থষ্টশ্চৈৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যাতে ॥১২
 পিণ্ডেহ পাদমেকস্ত দ্বৌ পাদৌ গর্ত্তসম্মিতে ।
 পাদোনং ব্রতমুদ্ভিষ্টং হত্বা গর্ত্তমচেতনম্ ॥ ১৩
 পাদেদ্বয়মবপনং দ্বিপাদে অশ্রগোহপি চ ।
 ত্রিপাদে তু শিখাবর্জং সশিখস্ত নিপাতনে ॥ ১৪
 পাদে বয়যুগলেকৈব দ্বিপাদে কাংস্তভোজনম্ ।
 পাদোনে গো বৃষংদদ্যাক্ততুর্থেগোদ্বয়ংস্থতম্ ॥১৫
 নিপ্লসসর্গগাত্রস্ত দৃশ্যতে বা সচেতনম্ ।
 অঙ্গ প্রত্যঙ্গসম্প্নে দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ ॥১৬
 পাষাণেনৈব দণ্ডেন গাবো যেনাভিবাতিতাতঃ ।
 শূলভঙ্গে চরেৎ পাদং দ্বৌ পাদৌ তেন বাতনে ॥১৭
 লাস্থলে কচ্ছ পাদস্ত দ্বৌ পাদাবস্থিভঞ্জনে ।
 ত্রিপাদেকৈব কর্ণে তু চরেৎ সৰ্বং নিপাতনে ॥১৮
 শূলভঙ্গেহস্থিভঙ্গে চ কটিভঙ্গে তথৈব চ ।
 যদি জীবতি বগ্নাসান্ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যাতে ॥১৯
 ব্রণভঙ্গে চ কর্তব্যঃ স্নেহাভ্যঙ্গস্ত পাণিনি ।
 যবসম্পাণহর্ষব্যো যাবদুদ্বলো ভবেৎ ॥ ২০
 যাবৎ সম্পূর্ণসর্কাস্তাবন্তং পোষয়েন্নরঃ ।
 গোরূপং ব্রাহ্মণস্তাগ্রে নমস্তুত্যা বিবর্জয়েৎ ॥২১
 যদ্যাসম্পূর্ণসর্কাস্তো হীনদেহো ভবেত্তদা ।
 গোঘাতকস্ত তস্তাঙ্কং প্রায়শ্চিত্তং বিনিদ্ধিশেৎ ২২
 কাঠলৌহিকপাণৈঃ শস্ত্রৈগৈবোদ্ধতো বলাং ।

ব্যাপাদয়তি যো গান্ধ তস্ত শুদ্ধিঃ।বিনির্দ্দেশেৎ ২৩
 চরেৎ সান্তপনং কাঠে প্রাজাপত্যঙ্ক লোষ্ট্রকে ।
 তপ্তকৃষ্ণস্ত পাবাণে শব্দে চৈবাতিকৃষ্ণকম্ ॥ ২৪
 পঞ্চ সান্তপনে গাবঃ প্রজাপত্যে তথা ত্রয়ঃ ।
 তপ্তকৃষ্ণে ভবন্ত্যষ্টাবতিকৃষ্ণে ত্রয়োদশঃ ॥ ২৫
 প্রমাণে প্রাণভূতাং দদ্যাত্ত্বং প্রতিক্রপকম্ ।
 তন্ত্রানুরূপং মূল্যং বা দদ্যাদিত্য ত্রবীষয়ঃ ॥ ২৬
 অস্ত্রাক্রানলক্ষ্যভ্যাং বাহনে দোহনে তথা ।
 সায়ং সংযমনার্থন্ত ন দুযোদ্রোহবন্ধয়োঃ ॥ ২৭
 অতিদাহেহতিবাহে চ নাসিকাত্তেদনে তথা ।
 নদীপর্কস্তসফারে প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ২৮
 অতিদাহে চরেৎ পাদংঘোপাদৌ বাহনেচরেৎ ।
 নাসিকে পাদহীনস্ত চরেৎ সর্কং নিপাতনে ॥ ২৯
 দহনাচ্চ বিপদ্যেত অবদ্ধো বাপি যন্তিতঃ ।
 উক্তং পরাশরেণৈব হেতুপাদং যথাবিধি ॥ ৩০
 যোধবন্ধনযোক্তৃক্ ভারঃ গ্রহরণস্তথা ।
 হুর্গ প্রেরণযোক্তৃক্ নিমিত্তানি বধন্ত যট্ ॥ ৩১
 বন্ধপাশ সুগুণ্ডাক্ষো ত্রিয়তে যদি গোপণ্ডঃ ।
 ভবনে তস্ত নাশস্ত্র পাণে কৃচ্ছ্রাঙ্কিমহতি ॥ ৩২
 ন নারিকেণৈর্নচ শাণবালৈ-
 নচাপি মোষ্ট্রৈর্নচ বন্ধশৃঙ্খলৈঃ ।
 এতৈস্ত গাবো ন নিবন্ধনীয়ঃ-
 বন্ধান্ত তিষ্ঠেৎ পরশুং গৃহীত্বা । ৩৩
 কূশৈঃ কাশৈশ্চ বয়ীয়াকোপাণ্ডং দক্ষিণামুখম্ ।
 শাপ লগ্নায়দন্ধেযু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৩৪
 যদি তত্র ভবেৎ কাণ্ডং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ।
 জপিত্বা পাবনীং দেবীং মুচ্যতে তত্র কিম্বিবাং ৩৫
 প্রেরয়ন্ কূপবাপীযু বৃক্ষচ্ছেদেষু পাতয়ন্ ।
 গবশনেষু বিক্রীণং স্ততঃ প্রাপোতি গোবধম্ ৩৬
 আরাধিতস্ত যঃ কশ্চিদ্ভিন্নকক্ষো যদা ভবেৎ ।
 প্রবণং হৃদয়ং ভিন্নং মগ্নো বা কূপসঙ্কটে ॥ ৩৭
 কূপাহংক্রমণে চৈব ভগ্নো বা গ্রীবপাদয়োঃ ।
 স এব ত্রিয়তে তত্র ত্রীন্ পাদাংস্ত সমাচরেৎ ॥ ৩৮
 কূপধাতে তটীবন্ধে নদীবন্ধে প্রপাশ্চ চ ।
 পানীয়েষু বিপন্নানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৩৯
 কূপধাতে তটীধাতে দীর্ঘধাতে তথৈবচ ।
 অশ্বেষু ধর্মপাতেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪০
 বেষ্মদ্বারে নিবাসেযু যো নরঃ খাতমিচ্ছতি ।
 স্বকার্যগৃহধাতেষু প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ৪১
 নিশি বন্ধনিরুদ্ধেযু সর্পব্যাহ্নহতেষু চ ।

অগ্নিবিছ্যদ্বিপন্নানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪২
 গ্রামধাতে শরোষেন বেষ্মবন্ধনিপাতনে ।
 অতিবৃষ্টিহতানাঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪৩
 সংগ্রামে গ্রহতানাঞ্চ যে দন্ধা বেষ্মকেষু চ ।
 দাবাগ্নি গ্রামধাতে বা প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪৪
 যন্তিতা গৌশিকিংসার্থং মুঢ়গর্ভবিমোচনে ।
 যন্তে ক্রতে বিপদ্যেত প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪৫
 ব্যাপন্নানাং বহুনাঞ্চ বন্ধনে রোধেনহপি বা ।
 ভিষগ্মিথ্যাপচারে চ প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ৪৬
 গোব্রূষণাং বিপত্তৌ চ যাবন্তঃ শ্রেক্ষকা জনাঃ ।
 ন বারয়ন্তিতাং তেবাংসর্সেবাংপাতকং ভবেৎ ৪৭
 একো হতো যৈবহুভিঃ সমেতৈ-
 র্ন জ্জায়তে যন্ত হতোহতিধানাং ।
 দিব্যেন তেষামুপলভ্য হস্তা
 নিবর্তনীয়ো নৃপসম্মিষ্টকৈঃ ॥ ৪৮
 একা চেবহুভিঃ কাপি দৈবাব্যাপাদিতা ভবেৎ ।
 পাদং পাদঞ্চ হত্যাশ্চরেযুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৯
 হতেষু রুধিরং দৃশ্যং ব্যাধিগ্রস্তঃ কৃশো ভবেৎ ।
 নানা ভবতি দৃষ্টেযু এবমেষেবণং ভবেৎ ॥ ৫০
 মমূনা চৈবমেকেন সর্কশাস্ত্রাণি জ্ঞানতা ।
 প্রায়শ্চিত্তস্ত তেনোক্তং গোযু চাত্তায়ণং চরেৎ ৫১
 কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ ।
 দ্বিগুণে ব্রত আদিত্তে দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ ॥ ৫২
 রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ ।
 অকৃত্বা বপনং তস্ত প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ৫৩
 যন্ত ন দ্বিগুণং দানং কেশশ্চ পরিরক্ষিতঃ ।
 তংপাপং তস্ত তিষ্ঠেত বক্তা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫৪
 যৎ কক্ষিৎ ক্রিয়তে পাশাং সর্ক কেশেষু তষ্ঠতি
 সর্কান কেশান সমুদ্ভূত্যাংছেদয়েদঙ্গুলিধরং ॥ ৫৫
 এবং নারীকুমারীণাং শিরসো মুণ্ডনং শ্রুতম্ ।
 ন স্ত্রিয়াঃ কেশবপনং ন দূরে শয়নাশনম্ ॥ ৫৬
 ন চ গোষ্ঠে বসেজাত্রৌ ন দিবা গা অহুত্রজেৎ ।
 নদীযু সন্ধমে চৈব অরণ্যেষু বিশেষতঃ ॥ ৫৭
 ন স্ত্রীণামজিনং বাসো ব্রতমেবং সমাচরেৎ ।
 ত্রিসন্ধাং স্নানমিত্যুক্তং সুরাণামর্চনং তথা ॥ ৫৮
 বন্ধুমধ্যে ব্রতং তাঙ্গাং কৃচ্ছ্রাঙ্কীজ্ঞায়াদিকম্ ।
 গৃহেষু নিয়তং তিষ্ঠেচ্ছ্রুচিমিয়ম মাচরেৎ ॥ ৫৯
 ইহ যো গোবধং কৃত্বা প্রজ্ঞাদয়িতুমিচ্ছতি ।
 স যাতি নরকং ঘোরং কালশ্রমশংসশ্রম ৬০
 বিমুক্তো নরকান্তস্মার্ত্যলোকে প্রজায়তে ।

ক্লীবো হুঃখী চ ক্লী চ সপ্ত জন্মানি বৈনরঃ ॥৬১
তস্যাং প্রকাশয়েৎ পাপং স্বধর্মং সততং চরেৎ ।
ক্লীবানভৃত্যগোবিপ্রেষতিকোপং বিবর্জয়েৎ ॥৬২
ইতি পরাশরে ধর্মশাস্ত্রে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯

দশমোহধ্যায়ঃ ।

চাতুর্ধর্গ্যস্ত সর্বত্র হীরং প্রোক্তা তু নিষ্কৃতিঃ ।
অগম্যাগমনে চৈব শুকৌ চাস্ত্রায়ণকরেৎ ॥ ১
একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্রে চ বর্ধয়েৎ ।
অমবস্তাঃ ন ভুঞ্জীত এষ চাস্ত্রায়ণো বিধিঃ ॥ ২
কুঙ্কটাত্তপ্রমাণস্ত গ্রাসঞ্চ পরিকরয়েৎ ।
অত্রথা ভাবহৃষ্টস্ত ন ধর্মো নৈব শুধ্যতি ॥ ৩
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্ধ্যাদ্ব্রাক্ষণভোজনম্ ।
গোদয়ং বজ্রগুণঞ্চ দদ্যাচ্ছিক্ণিঃপ্রেমু দক্ষিণাম্ ॥ ৪
চাণ্ডালীঞ্চ ঋপাকীঞ্চ হতিগচ্ছতি যো দ্বিজঃ ।
ত্রিরাত্রমুপবাসী স্তাদ্বিপ্রাণামমুশাসনাং ॥ ৫
সশিখং বপনং কুর্ধ্যাং প্রাজাপত্যত্রয়ধরেৎ ।
ব্রহ্মকূর্চং ততঃ কৃদ্বা কুর্ধ্যাদ্ব্রাক্ষণ তর্পণম্ ॥ ৬
গায়ত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং দদ্যাদ্যোমিথুনদ্বয়ম্ ।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছিক্ণিমপ্রোত্য সংশয়ম্ ॥ ৭
ক্ষত্রিয়শ্চাপি বৈশ্বো বা ছাণ্ডালীংগচ্ছতো যদি ।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্ধ্যাদদ্যাদ্যোমিথুনস্তথা ॥ ৮
ঋপাকীমথ চাণ্ডালীং শূদ্রো বৈ যদি গচ্ছতি ।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছং দদ্যাদ্যোমিথুনস্তথা ।
মাতরং যদি গচ্ছতে ভগিনীং পুত্রিকাং তথা ।
এতাস্ত মোহতো গদ্বা ত্রীন্ কৃচ্ছাংস্তসমাচরেৎ ॥ ৯
চাস্ত্রায়ণত্রয়ং কুর্ধ্যাচ্ছিক্ণিচ্ছেদেন শুধ্যতি ।
মাতৃস্বগমে চৈব আত্মভেদ নিদর্শনম্ ॥ ১১
অজ্ঞানাত্মস্ত যো গচ্ছেৎ কুর্ধ্যাচ্চাস্ত্রায়ণদ্বয়ম্ ।
দশগোমিথুনং দদ্যাচ্ছিক্ণিঃ পরাশরোহব্রবীৎ ॥ ১২
পিতৃদারান্ সমাক্রুয়া মাতুরাণ্যঞ্চ ভ্রাতৃজাম্ ।
শুরুপত্নীং মূষাকৈব ভ্রাতৃভাৰ্যাং তথৈব চ ॥ ১৩
তুলানীং সগোত্রাঞ্চ প্রাজাপত্যত্রয়ধরেৎ ।
গোদয়ং দক্ষিণাং দদ্বা শুধ্যতে নারদসংশয়ঃ ॥ ১৪
পণ্ডবেশাদিগমনে মহিষ্যষ্টীকপীতথা ।
ধরীঞ্চ শূকরীং গদ্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥ ১৫
গোগামী চ ত্রিরাত্রৈণ গামেকং ব্রাক্ষণে দদৎ ।
মহিষ্যষ্টীধরীধামী ঘোহোত্রায়েণ শুধ্যতি ॥ ১৬
ডামরে সমরে বাপি হুর্ভিক্ষে বা জনকয়ে ।

বন্দিগ্রাহেভ্যার্তে বা সদা স্বজীং নিরীকয়েৎ ॥ ১৭
চাণ্ডালৈঃ চহ সম্পর্কং যা নারী কুরুতে ততঃ ।
বিপ্রান্ দশবরান্ গদ্বা স্বকংদোষং প্রকাশয়েৎ ॥ ১৮
আকণ্ঠসম্মিতে কূপে গোময়দ্রাক্ষণকর্দমে ।
তত্র স্থিত্বা নিরাহারা ত্তেকরাত্রৈণ নিষ্কমেৎ ॥ ১৯
সশিখং বপনং কৃদ্বা ভুঞ্জীয়াদ্ব্যাবকৌদনম্ ।
ত্রিরাত্রমুপবাসিত্বং ছেকরাত্রং জলে বসেৎ ॥ ২০
শঙ্খপুষ্পলতামূলং পত্রঞ্চ কুম্ভমং ফলম্ ।
সুবর্ণং পঞ্চগব্যঞ্চ কাথয়িত্বা পিবেজ্জলম্ ॥ ২১
একভক্তং চরেৎ পশ্চ্যাৎ বাবং পুষ্পবতী ভবেৎ ।
ত্রতং চরতি যদ্ব্যবহাৎ সংবসতে বহিঃ ॥ ২২
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্ধ্যাদ্ব্রাক্ষণভোজনম্ ।
গোদয়ং দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছিক্ণিঃপরাশরোহব্রবীৎ ॥ ২৩
চাতুর্ধর্গ্য নারীণাং কৃচ্ছং চাস্ত্রায়ণত্রয়ম্ ।
যথাভূমিগুপ্তানারী তস্মাত্তাং ন তু দূষয়েৎ ॥ ২৪
বন্দিগ্রাহণং বা ভুক্ত্বা হস্তা বন্ধা বলান্তয়াৎ ।
কৃদ্বা সাস্তপনং কৃচ্ছং শুধ্যৎ পরাশরোহব্রবীৎ ॥ ২৫
সকুঙ্কটাত্ত তু যা নারী নেচ্ছন্তী পাপকর্ম্মভিঃ ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যত যতু প্রবশণেন তু ॥ ২৬
পতত্যর্দ্ধং শরীরস্ত যস্য ভাগ্যা সুরাং পিবেৎ ।
পতিতর্দ্ধশরীরস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥ ২৭
গায়ত্রীং জপমানস্ত কৃচ্ছং সাস্তপনং চরেৎ ॥ ২৮
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্ ।
একরাত্রপবাসশ্চ কৃচ্ছং সাস্তপনং স্মৃতম্ ॥ ২৯
জারৈণ জনয়েদগর্ভং গর্ভে ত্যক্তে মৃতে পতৌ ।
তাং ত্যজেন্দপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীম্ ।
ব্রাক্ষণী তু বদা গচ্ছেৎ পরপুংসা সমম্বিতা ।
সা তু নষ্টা বিনিদ্রিষ্টা ন তস্যাগমনং পুনঃ ॥ ৩১
কামান্মোহাদ্ব্যদাগচ্ছন্ত্যক্তাবন্ধুনস্ততান্ পতিম্ ।
সা তু নষ্টা পরে লোকে মানুষ্যেষু বিশেষতঃ ॥ ৩২
দশমে তু দিনে প্রাপ্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ।
দশাহং ন ত্যজেন্দারী ত্যজেন্দষ্টক্ৰতা তথা ॥ ৩৩
ভর্তা চৈব চরেৎ কৃচ্ছং কৃচ্ছাৰ্দ্ধং চৈব বাক্ষবাঃ ।
তেষাং ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ অহোরাত্রৈণ শুধ্যতি ॥ ৩৪
ব্রাক্ষণং তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা বিবর্জিতা ।
গদ্বা পুংসাং শতং বাতি ত্যজেন্দ্যস্তগোত্রিণঃ ॥ ৩৫
পুংসো যদি গৃহং গচ্ছন্তদগচ্ছং গৃহং ভবেৎ ।
পিতৃমাতৃগৃহং যচ্চ জারসৌব তু তদগৃহম্ ॥ ৩৬
উল্লিখ্য তদগৃহং পশ্চ্যাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ।
ত্যজেন্দ্যগ্ন্যত্রাণি বজ্রং কাঠঞ্চ শোধয়েৎ ॥ ৩৭

সস্তানানুশোধয়েৎ সৰ্বানুপোকেশশ্চকলোত্তবান্
তাত্রাপি পঞ্চগব্যেন কাঃ স্যানি দশ ভবন্তিঃ ॥৩৮
প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্বিপ্রো ব্রাহ্মণরূপপাদিতম্ ।
গোধনং দক্ষিণং দদ্যাৎ প্রাজাপত্যং সনাচরেৎ ৩৯
ইতরেষামহোরাত্রং পঞ্চগব্যেন শোধনম্ ।
সপুত্রঃ সহভৃত্যশ্চ কুর্যাদব্রাহ্মণভোজনম্ ॥৪০
আকাশং বায়ুরগ্নিশ্চ মেধ্যং ভূমিগতং জলম্ ।
ন ভূব্যস্তীহ দৰ্ভাশ্চ যজ্ঞেষু চমসাতথা ॥ ৪১
উপবাসৈস্ত্রৈতৈঃ পূৰ্ণৈঃ স্নান সন্ধ্যার্কনাদিভিঃ ।
জটৈর্হোমস্তথা দানৈঃ শুধ্যতে ব্রাহ্মণাঃ সদা ॥৪২
ইতি পারাশরে ধর্মশাস্ত্রে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

অমেধ্যরেতো গোমাংসং চাণ্ডালান্নমথাপি বা ।
যদি ভুক্তস্ত বিপ্রেন কৃষ্ণং চাক্ষয়গধরেৎ ॥ ১
তথৈব ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যস্তদর্কিত সমাচরেৎ ।
শূদ্রোহপ্যেবং যদা ভুক্তো প্রাজাপত্যং সনাচরেৎ ॥২
পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রহ্মকূর্চ্চং পিবেদ্বিজঃ ।
একদ্বিত্রিচতুর্গাশ দদাদ্বিপ্রাদন্নক্রমাৎ ॥ ৩
শূদ্রাংসং স্ততঃ স্যাদন্নং অভোজ্য স্যান্নমেব চ ।
শক্তিং প্রতিষিদ্ধান্নং পূর্বোচ্ছিষ্টং তথৈব চ ॥ ৪
যদি ভুক্তস্ত বিপ্রেন অজ্ঞানাদাপদাপি বা ।
জাত্বা সনাচরেৎ কৃষ্ণং ব্রহ্মকূর্চ্চং পাবনম্ ॥ ৫
গ্যালৈর্নকুলমার্জাতৈরন্নমুচ্ছিষ্টং যদা ।
তিলদর্ভোদকৈঃ প্রোক্ষ্য শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬
শূদ্রোহপ্যভোজ্যং ভুক্তান্নং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ।
ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যশ্চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ॥ ৭
একপংক্ত্যুপবিষ্টানাং বিপ্রাণাং সহ ভোজনে ।
যদ্যেকোহপি ত্যজ্যেৎ পাত্রাংশেষমন্নং ন ভোজয়েৎ
সাহাব্দা লোভতত্ত্বত্রং পংক্তাবুচ্ছিষ্টভোজনে ।
প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্বিপ্রঃ কৃষ্ণং সাস্তপনস্তথা ॥ ৯
গীষ্মেতলনুন্নবৃক্ষাকফলগুণ্ণনম্ ।
পলাশঃ বৃক্ষনির্গাসং দেবস্বং করকপি চ ॥ ১০
ঔষ্ট্রী ক্ষীরমবিক্ষীরমজ্ঞানাদুজ্ঞতে দ্বিজঃ ।
ত্রিযজ্ঞমুপবাসী স্যাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১১
গুণ্ডং ভক্ষয়িত্বা চ মুখিকমাংসমেব চ ।
জাত্বা বিপ্রস্বহোরাত্রং যাবকারেন শুধ্যতি ॥ ১২
ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বাক্সিরাবস্তোচচিত্তো ।
চাপুহেযু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকবোযু নিত্যশঃ ॥১৩

যুতং তৈলং তথা ক্ষীরং গুড়ং তৈলেন পাচিতম্ ।
গজাননদতে বিপ্রোভূজীয়াচ্ছূদ্রভোজনম্ ॥ ১৪
অজ্ঞানাদুজ্ঞতে বিপ্রাঃ স্ততঃ স্ততঃ স্ততঃ পিবা ।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তেষাং বর্ষে বর্ষে বিনির্দেশেৎ ১৫
গায়ত্র্যাষ্টসহস্রেশ গুণ্ডং স্যাচ্ছূদ্রস্ততঃ ।
বৈশ্যো পঞ্চসহস্রেশ ত্রিসহস্রেশ ক্ষত্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
ব্রাহ্মণস্য যদা ভুক্তো প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ।
অথবা বামদেব্যেন সান্না তৈকেন শুধ্যতি ॥ ১৭ ॥
গুণ্ডান্নং গোরসং স্নেহং শূদ্রবেশ্মন আগতম্ ।
পকং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্নুভবত্ববীৎ ॥১৮
আপং কালে তু বিপ্রেন ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি ।
মনস্তাপেন শুধ্যত ক্রপদাং বা শতং জপেৎ ॥১৯
দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রাক্ষীদীপিতঃ ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নং যচ্চান্নান্নিষেদয়েৎ ॥২০
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সন্ততঃ ।
সংস্কৃতস্ত ভবেদ্যসৌ হসংস্কারৈস্ত নাপিতঃ ॥২১
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্ত যঃ স্ততঃ ।
সগোপালহিতিক্সেয়োভোজ্যবিপ্রৈর্নসংশয়ঃ ॥২২
বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ ।
আক্ষিকঃ সতুবিজ্ঞেয়োভোজ্যবিপ্রৈর্নসংশয়ঃ ॥২৩
ভাণ্ডস্থিতমভোজ্যেযু জলং দধি যুতং পয়ঃ ।
অকামতস্তথো ভুক্তো গায়ত্রিশ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥২৪
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো যাপ্যুপসর্পতি ।
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন যথাবর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৫ ॥
শূদ্রাণাং নোপবাসং স্যাচ্ছূদ্রো দানেন শুধ্যতি ।
ব্রহ্মকূর্চ্চনহোরাত্রং স্বপাকমপি শোধয়েৎ ॥ ২৬
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্ ।
নির্দিষ্টং পঞ্চগব্যস্ত পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ২৭
গোমূত্রং কৃষ্ণবর্ণায়াঃ ত্বেতন্নো গোময়ং হরেৎ ।
পয়শ্চ তাত্রবর্ণায়া রক্তায়া দধি চোচ্যতে ॥ ২৮
কপিলায় যুতং গ্রাহং সর্ষং কাপিলমেব বা ।
গোমূত্রস্য পলং দদ্যাদন্নস্ত্রিপলমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥
আজ্যৈক্য পলং দদ্যাদন্নস্ত্রিধিক্ত গোময়ম্ ।
ক্ষীরং সপ্তপলং দদ্যাৎ পলমেকং কুশোদকম্ ॥ ৩০
গায়ত্র্যাগ্ৰহ গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ ।
আপ্যায়শ্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রবৌতি বৈদধি ৩১
তেজোমি গুক্রমিত্যজ্যং দেবসত্যাকুশোদকম্ ।
পঞ্চগব্যমুচ্য পূতং স্থাপয়েদগ্নিসন্নিধৌ ॥ ৩২ ॥
আপোহিষ্ঠেতি চালেভ্য মানন্তোকে ত ময়য়েৎ
সপ্তাবরাস্ত যো দৰ্ভা অচ্ছিন্নাগ্রাঃ গুক্রদ্বিঃ ॥৩৩

এতিক্ষুত্যা হোতব্যং পঞ্চগব্যং যথাবিধি ।
 ইরাবতী ইদং বিষ্ণুমানস্তোকেচ শংবতী ॥ ৩৪
 এতিক্ষুত্যা হোতব্যং হতশেষং স্বয়ং পিবেৎ ।
 আলোড়্য প্রণবেনৈব নিশ্বাখা প্রণবেন তু ॥ ৩৫
 উক্ত্যা প্রণবেনৈব পিবেচ্চ প্রণবেন তু ।
 বহুগৃহিতং পাপং দেহে তিষ্ঠতি দেহিনাম্ ॥ ৩৬
 ব্রহ্মকুর্তো দেহেৎ সৰ্বং যথৈবাগ্নিরিবেক্ষনম্ ।
 পিবতঃ পতিতং তোয়ং ভাজনে মূষনিঃসৃতম্ ৩৭
 অপেয়ং তদ্বিজানীয়াত্তুক্তা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥
 কূপে চ পতিতং দৃষ্টে । শশ্পানো চ মৰ্কটম্ ॥ ৩৮
 অস্থি চৰ্ম্মাদি পতিতং পীত্বামেধা অপো দিজঃ ।
 নারস্ত কূপে কাকঞ্চ বিড়রাহথরোষ্ট্রকম্ ।
 গাবয়ং সৌপ্রতীকঞ্চ ময়ুরং খড়গকং তথা ॥ ৩৯
 বৈয়াঘ্রমাকং সৈবহং বা কূপং যদি মজ্জতি ॥ ৪০
 তড়াগস্যথ দুষ্টদাঁ পীতং শ্রাদ্ধকং যদি ।
 প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ পুংসঃ ক্রমেণৈগতেন সৰ্বশঃ ॥ ৪১
 বিপ্রঃ শুধ্যোজিবায়েণ ক্ষত্রিয়স্ত দিনদ্বয়াং ।
 একাহেন তু বৈশ্বস্ত শূদ্রো নক্তেন শুধ্যতি ॥ ৪২
 পরপাকনিবৃত্তস্য পরপাকরতস্য চ ।
 অপচস্য চ ভুক্তারং দ্বিজশাস্ত্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ৪৩
 অপচস্য চ যদানেন দাতৃশাস্ত্রা কুতঃ কলম্ ।
 দাতা প্রতিগ্রহীতা চ যৌ তৌ নিরয়গামিনৌ ৪৪
 গৃহীত্বাগ্নিং সমারোপ্য পঞ্চ যজ্ঞান বর্তয়েৎ ।
 পরপাকনিবৃত্তোহর্ষো মুনিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪৫
 পঞ্চযজ্ঞং স্বয়ং কৃৎবা পরায়েনোপজীবতি ।
 সততং প্রাতরুথায় পরপাকরতো হি সঃ ॥ ৪৬
 গৃহস্থধর্ম্মার্থো বিপ্রো দদাতি পরিবর্জিতঃ ।
 ঋষিভির্ধর্ম্মতত্ত্বৈজরঞ্চঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪৭
 ধুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাশ্বেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ ।
 তেষাংনিন্দা ন কর্তব্য্যা যুগরূপা হি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৪৮
 হুঙ্কারং ব্রাহ্মণশ্চোক্তা ব্রাহ্মণঞ্চ গরীয়সঃ ।
 স্নাত্বা তিষ্ঠন্নহঃশেষমভিবাদ্য প্রসাদয়েৎ ॥ ৪৯
 তাড়য়িত্বা ভূগেনাপি কণ্ঠে বাবহ্য বাসসা ।
 বিবাদেনাপি নিজ্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥ ৫০
 অবগুণ্ধ্য স্বহোরাগ্নং ত্রিরাগ্নং ক্ষতিপাতনে ।
 অতিক্রুদ্ধঞ্চ রুধিরে ক্রুদ্ধ মস্তরশোণিতে ॥ ৫১
 নবাহমতিক্রুদ্ধস্যাপ্য পাশিপূরান্নভোজনম্ ।
 ত্রিরাহ্মণ্যুপবাসঃ শ্রাদ্ধতিক্রুদ্ধঃ স উচ্যতে ॥ ৫২
 সর্ষেণামেব পাপানাং সন্ধরে সমুপস্থিতে ।
 শতসাহস্রমন্ত্যহা গায়ত্রী শোধনং পরম্ ॥ ৫৩

স্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

দুঃস্বপ্নং যদি পশ্যেত বাস্তু বা কুরকর্ম্মণি ।
 মৈথুনে প্রেতধূমে চ স্নানমেব বিধীয়তে ১১
 অজ্ঞানাং প্রাশ্রবিধুত্রং সুরাং বা পিবতে যদি ।
 পুনঃসংস্কারমহস্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২
 অজিনং মেধনা দণ্ডো তৈক্কচর্যা ব্রতানি চ ।
 নিবর্ত্তস্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কারকর্ম্মণি ৩
 স্ত্রীশূদ্রস্ত তু শুদ্ধার্থং প্রাজাপত্যং বিধীয়তে ।
 পঞ্চগব্যং ততঃ কৃতা স্নাত্বা পীত্বা বিশুধ্যতি ৪
 জলাগ্নিপতনে চৈব প্রব্রজ্যানাশকেষু চ ।
 প্রত্যবসিতমেতেবাং কথং শুদ্ধির্বিধীয়তে ৫
 প্রজাপত্যরয়েনাপি তীর্থার্ভাগমনেন চ ।
 বুধৈকাদশদানেন বর্ণাঃ শুধ্যন্তি তে ত্রয়ঃ ৬
 ব্রাহ্মণস্ত প্রবক্ষ্যামি বনং গহ্বা চতুশ্চম্ ।
 সশিখং বপনং কৃৎবা প্রজাপত্যত্রয়ঞ্চরেৎ ৭
 গোবয়ং দক্ষিণং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ স্বায়ত্ত্ববোধব্রবীৎ ।
 মুচ্যতে তেন পাপেন ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি ৮
 স্নানানি পঞ্চ পুণ্যানি কীর্ত্তিতানি মনোষিভিঃ ।
 আগ্নেয়ং বারুণং ব্রাহ্মণং বায়ব্যাং দিব্যমেব চ ৯
 আগ্নেয়ং ভক্ষ্যন স্নানমবগাহ তু বারুণম্ ।
 আপোহিষ্ঠেতি স্বং ব্রাহ্মণং বায়ব্যাংরজসা স্মৃতম্ ১০
 যত্নু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্ব্যমুচ্যতে ।
 তত্র স্নানেতু গঙ্গারায় স্নাতো ভবতি মানবঃ ১১
 স্নানার্থং বিপ্রমায়াজং দেবাঃ পত্নগণৈঃ সহ ।
 গড়ুভূতাহি গচ্ছন্তি ত্ব্যর্ভাঃ সলিলার্থিনঃ ১২
 নিরাশাস্ত্রে নিবর্ত্তস্তে বস্ত্রনিপীড়নে কৃতে ।
 তস্মান পীড়য়েৎ বস্ত্রমকৃৎবা পিতৃতর্পণম্ ১৩
 বিধুনোতি হি যঃ কেশান্ স্নাতঃ প্রস্রবতোদ্বিজাঃ ।
 আচামেদ্বা জলস্থোহপি স বাহ্যং পিতৃদৈবতৈঃ ১৪
 শিরঃ প্রাবর্ত্তকং বন্ধা মুক্তকচ্ছশিখোহপি বা ।
 বিনা যজোপবীতেন আচামেদ্ব্যপ্যশুচির্ভবেৎ ১৫
 জলে স্থলস্থো নাচামেজ্জগৃহ্ষৎ বহিঃস্থলে ।
 উভে স্পৃষ্টে । সমাচান্ত উভয়ং শুচির্ভবেৎ ১৬
 স্নাত্বা পীত্বা কৃতে স্পৃষ্টে ভুক্তে রথ্যোপসর্পণে ।
 আচান্তঃ পুনরাচামেদ্বাসো বিপরিধায় চ ১৭
 কৃতে নিজীবনে চৈব দস্তোচ্ছিষ্টে তথানুতে ।
 পতিতানাঞ্চ সম্ভাবে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ১৮
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সৌম্যঃ সূর্য্যোহনিলগুধা ।
 তে সর্ষে হপি তিষ্ঠন্তি কর্ণে বিপ্রস্ত দক্ষিণে ১৯
 দিবাকরকরেঃ পুংস্ত দিবান্নানং প্রশস্যতে ।

অপ্রশস্তং নিশি স্নানং রাহোরন্ত্র দর্শনাং ॥২০
 মরুতো বাসবো রুদ্রা আদিত্যাশ্চাদিদেবতাঃ ।
 সর্কে সোমে বিলীয়ন্তে তস্মাৎ স্নানন্ততদগ্রহে ॥২১
 ধলযজ্ঞে বিবাহে চ সংক্রান্তৌ গ্রহণেযু চ ।
 শর্ষপাং দানমেতেষু নাভ্যত্রোতি বিনিশ্চয়ঃ ॥২২
 পুত্রজন্মান যজ্ঞে চ তথা চাত্যকর্ষণি ।
 রাহোঁচ দর্শনে দানং প্রশস্তং নাভ্যথ নিশি ॥২৩
 মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া মধ্যাহ্ন গ্রহরহস্যম্ ।
 প্রদোষপশ্চিমৌ যামৌ দিনবৎ স্নানমাচরেৎ ॥২৪
 চৈত্যবৃক্ষশ্চিতিশ্চ চণ্ডালঃ সোমবিক্রয়ী ।
 এতাস্তব্রাহ্মণঃ স্পৃষ্টা সাবাসী জলমাবিশেৎ ॥২৫
 অস্থিসঞ্চয়নাং পূর্বে রুদিত্বা স্নানমাচরেৎ ।
 অন্তর্দর্শাহে বিপ্রস্ত পূর্ষমাচমনং ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
 সর্গং গঙ্গাসমং তোয়ং রাজগন্তে দিবাকরে ।
 সোমগ্রহে তথৈবোক্তং স্নানদানাদিকর্ষসু ॥২৭॥
 কুশপুতন্ত মংসানং কুশেনোপস্পৃশেদ্বিজঃ ।
 কুশেনোক্ত ততোয়ং যৎ সোমপানসমং স্তুতম্ ॥২৮
 অধিকার্য্য পরিভ্রষ্টাঃ স্ক্বেক্যাপানবর্জিতাঃ ।
 বেদকৈবানধীমানাঃ সর্কে তে বৃষলাঃ স্তুতাঃ ২৯
 অস্নাদবৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ।
 অথোতব্যোহুপ্যকদেদোযদিসর্গং ন শকাতে৩০
 শূদ্রান্নবসপুষ্ঠস্যাপ্যধীমানস্য নিত্যশঃ ।
 জপতো জুহ্বতো বাপি গতিরুক্তান বিদ্যাতে ॥
 শূদ্রানঃ শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ তু সহাসনম্ ।
 শূদ্রজ্ঞানাগমশ্চাপি জলস্তমপি পাতয়েৎ ॥৩১
 মৃত্যুতকপুষ্ঠাক্ষৌ দ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে ।
 অহং তানবিজ্ঞানামিকাং কাংগোমিংগমিষ্যতি৩২
 গধো দ্বাদশ জন্মানি দশ জন্মানি শূকরঃ ।
 যথোনৌ সপ্ত জন্ম স্যাৎ ইত্যেবং মহুরব্রবীৎ ॥৩৩
 দক্ষিণার্থস্ত নো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াক্রবিঃ ।
 ব্রাহ্মণস্ত ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্ত ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
 মৌনব্রতং সমাশ্রিত্য আসীনো ন বদেদ্বিজঃ ।
 ভূজানো হি বদেদ্যন্ত তদন্নং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩৫ ॥
 অর্কে ভুক্তে তুষো বিপ্রতস্মিন্ পাত্রেজলংপিবৎ ।
 হস্তং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানকোপঘাতয়েৎ ॥৩৬
 ভাজনেষু চ তিষ্ঠৎসু স্ততি কুর্ত্তি য়ে দ্বিজাঃ ।
 ন দেবান্তৃপ্তিমাশ্চি নিরাশাঃ পিতরন্তথা ॥ ৩৭ ॥
 গহস্থস্ত বদ যুক্তো ধর্ম্মমেবামৃচিস্তয়েৎ ।
 পোষ্যধর্ম্মার্থসিদ্ধার্থং ভায়বর্ত্তী স্ববুদ্ধিমান্ ॥ ৩৮ ॥
 আয়োপার্জিতবিস্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণম্ ।

অত্মায়েন তু যো জীবৎ সর্গকর্ম্মবহিঃকৃতঃ ॥ ৩৯ ॥
 অগ্নিচিং কপিলো সত্ৰী রাজা তিস্কর্ম্মহোদধিঃ ।
 দৃষ্টমাত্রং পুনস্তোত্রে তস্মাৎ পশ্চেন্ন নিত্যশঃ ॥৪০
 অরণিঃ কৃষ্ণমাজ্জারকন্দনং স্নমণিং স্তুতম্ ।
 তিলান্ কৃষ্ণাজিমং ছাগং গৃগৈচৈতানি রক্ষয়েৎ ৪১
 গবাং শতং সৈকবৃষং যত্র তিষ্ঠত্য যজ্ঞিতম্ ।
 তৎক্ষেত্রং দশগুণিতং গোচর্ম্ম পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৪২
 ব্রহ্মহত্যাদিভির্শর্ত্তো মনো বাক্যকর্ম্মজৈঃ ।
 এতদ্বোচর্ম্মদ্বাদেন মূচ্যতে সর্গকিঞ্চিৎ ॥ ৪৩ ॥
 কুটুম্বিনে দরিদ্রায় শ্রোত্রিয়াব বিশেষতঃ ।
 যদ্বানং দীরতে ভৈষ্যে তদাযুর্দ্বিকারকম্ ॥ ৪৪ ॥
 আষোড়শদিনাদর্কাৎ স্নানমেব রজস্বলা ।
 অত উর্দ্ধং ত্রিরাত্রং স্যাৎশ্রুশনা মুনিরব্রবীৎ ॥ ৪৫ ॥
 বুগং যুগদ্বয়কৈব ত্রিযুগঞ্চ চতুর্যুগম্ ।
 চাণ্ডালস্তুতিকোদক্যাপতিতানামধঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৬ ॥
 ততঃ সন্নিধিমাং ত্রেণ সচেলং স্নানমাচরেৎ ।
 নাস্তাবলোকয়েৎ সূর্য্যমজ্ঞানং স্পৃশতে যদি ॥ ৪৭ ॥
 বাপীকৃপতড়াগেযু ব্রাহ্মণো জ্ঞানচূর্ণলঃ ।
 তোয়ং পিবতি বক্তৃণশ্চোনৌ জায়তে ক্রবম্ ॥৪৮
 বস্ত্র ক্রুদ্ধঃ পুমান্ ভার্গ্যাং প্রতিজ্ঞায়াপ্যগম্যতাম্ ।
 পুনরিচ্ছতি তাং গন্তং বিপ্রমভ্যু তু শ্রাবয়েৎ ॥৪৯
 শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধস্তনোভ্রাত্ত্যা স্ক্বেপিপাসাতয়াদিতঃ ।
 দানং পুণ্যমকুন্ত্য চ প্রায়শ্চিত্তং দিনত্রয়ম্ ॥ ৫০ ॥
 উপস্পৃশেত্ত্রিবিধং মহান্যাস্যপঙ্গমে ।
 চীর্ণান্তে চৈব গাং দদ্যাদ্ভ্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্রজঃ ।
 ছরাচারস্য বিপ্রস্য নিষিদ্ধাচরণস্য চ ।
 অন্নং ভুক্তা দ্বিজঃ কুর্য্যাদিনমেকমভোজনম্ ॥ ৫১ ॥
 সদাচারস্ত বিপ্রস্ত তথা বেদান্তবাদিনঃ ।
 ভুক্তানং মূচ্যতে পাপপাদহোত্রাত্তস্ত বৈ নরঃ ॥৫২
 উদ্ধোচ্ছিষ্টমধোচ্ছিষ্টমস্তুরীক্ষমুত্তৌ তথা ।
 কচ্ছু ত্রয়ং প্রকুর্ব্বীত অশৌচমরণে তথা ॥ ৫৩ ॥
 কচ্ছু দেব্যযুক্তকৈব প্রাণায়াম শতত্রয়ম্ ।
 পুণ্যতীর্থে নাত্র শিরঃ স্নানং দ্বাদশগং ধ্যয়া ॥ ৫৪ ॥
 দ্বিযোজনং তীর্থ যাত্রা কচ্ছু মেবং প্রকল্পিতম্ ।
 গহস্থঃ কামতঃ কুর্য্যাজেতসঃ সেচনং ভূবি ।
 সহস্রস্ত্র জপেদেব্যাং প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ সহ ॥৫৫
 চাতুর্কোদ্যোপগমস্ত্রিবিধবৃক্ষঘাতকে ।
 সমুদ্রসেতুগমন প্রায়শ্চিত্তং বিনিদিশেৎ ॥ ৫৬ ॥
 সেতুবন্ধপথে ভিক্ষাং চাতুর্ধর্যাং সমাচরেৎ ।
 বর্জয়িত্বা বিকর্ম্মহাস্ত্রোপানদ্বিবর্জিতঃ ॥ ৫৭ ॥

অহং হ্রতকর্মা বৈ মহাপাতককারকঃ ।
 গৃহহারেষু তিষ্ঠামি ভিক্ষার্থী ব্রহ্মবাতকঃ ॥৬০
 গোকুলেষু বসেচ্চৈব গ্রামেষু নগরেষু চ ।
 তথা বনেষু তীর্থেষু নদী প্রস্রবণেষু চ ॥ ৬১
 এতেষু খ্যাপয়ন্নৈঃ পুণ্যং গন্তা ত্ব সাগরম্ ।
 দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥ ৬২
 রামচন্দ্রসমাদিষ্টং নলসঞ্চয়মক্ষিতম্ ।
 সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্ত ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৬৩
 যজ্ঞেত বাস্বমেধেন রাজা ত্ব পৃথিবীপতিঃ ।
 পুনঃ প্রত্যগ্যতো বেষ্ম বাসার্থমুপসর্পতি ॥ ৬৪
 সপুত্রঃ সহ ভৃত্যৈশ্চ কুর্য্যাব্রাহ্মণভোজনম্ ।
 গাটৈশ্চৈবকশতং দদ্যাচ্চাতুর্কোদোষু দক্ষিণাম্ ॥৬৫
 ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ব্রহ্মহা ত্ব বিমুচ্যতে ।
 লবনস্থ্যং স্ত্রিয়ং হস্তা ব্রহ্মহত্যাভ্রতং চরেৎ ॥ ৬৬
 মদ্যপশ্চ বিজঃ কুর্য্যন্নদীংগতা সমুদ্রগাম্ ।

চাক্ষায়ণে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ৬৭
 অনডুংসংহিতাং গাঞ্চ দদ্যাতিপ্রৈষু দক্ষিণাম্ ॥৬৮
 অপহৃত্য স্তবর্ণস্ত ব্রাহ্মণস্ত ততঃ স্বয়ম্ ।
 গচ্ছেন্মুখলমাদায় রাজাভ্যাসং বধায় ত্ব ॥ ৬৯
 ততঃ শুদ্ধিমবাগ্নোতি রাজাসৌ মুক্ত এব চ ।
 কামকারকৃতং যৎ স্ত্রান্নাভ্যথা বধমর্হতি ॥ ৭০
 আসনাদয়নাদ্যানাং সন্ত্যজাং সহভোজনাং ।
 সংক্রামস্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাস্তসি ॥৭১
 চাক্ষায়ণং যাবকঞ্চ তুলাপুরুষ এব চ ।
 গবাক্ষৈবামুগমনং সর্লপাপ প্রণাশনম্ ॥ ৭২
 এতং পারাশরং শাস্ত্রং শ্লোকানাম্ শতপঞ্চকম্ ।
 দ্বিনবত্যা সমায়ুক্তং ধর্মশাস্ত্রস্য সংগ্রহঃ ॥ ৭৩
 যথাধ্যয়নকর্ম্মণি ধর্মশাস্ত্রমিদং তথা ।
 অধ্যৈতব্যং প্রযত্নেন নিয়তং স্বর্গগামিনা ॥ ৭৪
 ইতি পারাশরে ধর্মশাস্ত্রে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥১২॥

সমাপ্তেয়ং পরাশর সংহিতা।

ব্যাস সংহিতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

বারাণস্তাং স্মৃধাসীনং বেদব্যাসং তপোনিধিম্ ।
পপ্রচ্ছন্নম্নমোহভ্যেতা ধর্মান্ বর্ণব্যবস্থিতান্ ॥ ১
স পৃষ্টঃ স্মৃতিমান্ স্তম্বা স্মৃতিং বেদার্থগভিতাম্
উবাচাথ প্রসঙ্গায়ান্ মুনয়ঃ শ্রয়তা মিতি ॥ ২
যত্র যত্র স্বভাবেন ক্লেশসারোমৃগঃ সদা ।
চরতে তত্র বেদোক্তোদ্বোধোভবিতুমহিতি ॥ ৩
ঋতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে ।
তত্র শ্রোতং প্রমাণস্ত তয়োদ্বৈধে স্মৃতিররা ॥ ৪
ব্রাহ্মণকৃত্রিয় বিশস্ত্রয়োবর্ণাধিজাতয়ঃ ।
ঋতিস্মৃতিপুরাণোক্তধর্মযোগ্যাস্ত নেতরে ॥ ৫
শ্রোত্রোবর্ণচতুর্থোহপি বর্ণব্রাহ্মণমহিতি ।
বেদমন্ত্রস্বধাস্তাহাবষ্টকারাদিভির্কিনা ॥ ৬
বিপ্রবদ্বিপ্রবিদ্বান্ ক্ষত্রবিদ্বান্ বিপ্রবৎ ।
জাতকর্মাণি কুর্বীত ভতঃ শ্রোতান্ শূদ্রবৎ ॥ ৭
বৈশ্যান্ বিপ্রক্ষত্রাত্যাতঃ ততঃ শ্রোতান্ শূদ্রবৎ ।
অধমাত্তমমাত্ত জাতঃ শ্রোতধর্মঃ স্মৃতঃ ॥ ৮
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশচাণ্ডালোদ্বর্ষবর্জিতঃ ।
কুমারীসম্ভবশ্চেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥ ৯
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশচাণ্ডালজিবিধঃ স্মৃতঃ ।
বর্দ্ধকোনাপিতোগোপঅশাপঃ কুস্তকারকঃ ॥ ১০
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকার কুটুধিনঃ ।
বরটোমেদচণ্ডালদাসস্বপচকোলকাঃ ॥ ১১
এতেহস্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা মেচাচে চ পবশনাঃ ।
এথাং সম্ভাবণাং হানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্ ॥ ১২
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমস্তোজাতকর্ম চ ।
নামক্ৰিয়ানিক্রমণেহরশনং বপনক্রিয়া ॥ ১৩
কর্ণবেধোত্রতাদেশো, বেদারস্তক্রিয়াবিধিঃ ।
কেশান্তঃ স্নানমুদাহোবিবাহাশ্লিপিগ্রহঃ ॥ ১৪

ত্রৈতাগ্নিসংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ।
নবৈতাঃ কর্ণবেধাস্তামন্ত্রবর্জং ক্রিয়াঃ দ্বিয়াঃ ॥ ১৫
বিবাহোমন্ত্রতত্তস্যাঃ শূদ্রসঙ্গমস্ততোদশ ।
গর্ভাধানং প্রথমতস্তুতীয়ে মাসি পুংসবঃ ॥ ১৬
সীমস্তোজাষ্টমে মাসি জাতে জাতক্রিয়া ভবেৎ ।
একাদশেহহি নামার্কস্তোক্ষা মাসি চতুর্থকে ॥ ১৭
যষ্ঠে মাস্যাম্রমমীয়াক্ত্ভাকর্ম কুলোচিতম্ ।
কৃতচূড়ে চ বালে চ কর্ণবেধোবিধীয়তে ॥ ১৮
বিপ্রোগর্ভাষ্টমে বর্ষে ক্ষত্রএকাদশে তথা ।
ষাদশে বৈশ্যজাতিস্ত ব্রতোপনয়মহিতি ॥ ১৯
তস্য প্রাপ্তব্রতস্যায়ং কালঃ স্যাংদ্বিগুণাধিকঃ ।
বেদব্রতচ্যুতোত্রাত্যঃ স ব্রাত্যন্তোমমহিতি ॥ ২০
দেজন্মনী দ্বিজাতীনাং মাতুঃ স্যাৎ প্রথমং তয়োঃ
দ্বিতীয়ং ছন্দসাং মাতৃগৃহগাধিবদগুরোঃ ॥ ২১
এবং দ্বিজাতিমাপনোবিমুক্তোবান্যাদোষতঃ ।
ঋতিস্মৃতিপুরাণানাং ভবেদধ্যয়নক্ষমঃ ॥ ২২
উপনীতো গুরুকূলে বসেৎ নত্যাং সমাহিতঃ ।
বিভ্রয়াকণ্ডকোপানোপবীতাজিনমেখলাঃ ॥ ২৩
পুণ্যেহহি গুরুমুজাতঃ কৃতমন্ত্রাহতিক্রিয়ঃ ।
স্বস্বোক্তারঞ্চ গায়ত্রীমারভেদেদমাদিতঃ ॥ ২৪
শৌচাচারবিচারার্থং ধর্মশাস্ত্রমপি দ্বিজঃ ।
পঠেত গুরুতঃ সম্যক্ কর্ম তদিষ্টমাচরেৎ ॥ ২৫
ততোহভিবাধ্য স্থবিরান্ গুরুঋণে সমাপ্রশেৎ ।
স্বাধ্যায়ার্থং তদা যন্তঃ সর্কদা হিতমাচরেৎ ॥ ২৬
নাপক্ষিপেহপিভাষেত ন ব্রহ্মজ্ঞাভিতোহপিবা ।
বিশেষমণ পৈশুভ্যং, হিংসনকার্কবীক্ষণম্ ॥ ২৭
তোর্ধত্রিকানুতোস্মাদপরিবাদানলভ্যক্রিয়াম্ ।
অঙ্গনোষষ্ঠনাদর্শপ্রথিলেপনবোষিতঃ ॥ ২৮

বৃষাটনমসন্তোষঃ ব্রহ্মচারী বিবৰ্জয়েৎ ।
 ঈষচ্চলিতমধ্যাহ্নেহুজ্ঞাতোত্তরপাং স্বয়ং ॥ ২৯
 অবোলুপশ্চরেদৈকং ত্রিভুং ত্রুত্বুতিবুঃ ।
 সদ্যোভিকারমাদায় বিতবতুপ্পশ্বেৎ ॥ ৩০
 কৃতমাধ্যাহ্নিকোহুদীয়াদহুজ্ঞাতেজ্ঞাবিধি ।
 নাদ্যাদেকানমুচ্ছিষ্টং ভুক্তা চাচামিতামিমাং ॥ ৩১
 নান্যন্তিক্তিতমাদদাদাপন্নোজ্রবিধাদিকম্ ।
 অনিন্যামগ্নিতঃ প্রাক্চৈপ্ত্যোহুদ্যাদগুরুচোদিতঃ ৩২
 একান্ন মপ্যবিবোধে ব্রতানাং প্রথমাপ্রমী ।
 ভুক্তা গুরুমুপাদীত কৃদ্বা সন্ধুক্ষাদিকম্ ॥ ৩৩
 সমিধোহুগ্ৰাবাদধীত ততঃ পরিচরেদগুরুম্ ।
 শরীত গুরুত্বজ্ঞাতঃ প্রহ্লক প্রথমং গুরোঃ ॥ ৩৪
 এবমহমভ্যাসী ব্রহ্মচারী ব্রতঞ্চরেৎ ।
 হিতোপবাদঃ প্রিয়বাক্ সমাগুর্ধর্থসংধকঃ ॥ ৩৫
 নিত্যমারাদয়েদেনমাসমাপ্তেঃ ক্রতিগ্রহাৎ ।
 অনেন বিধিনাধীতবেদমহ্নোহিজঃ নয়ৎ ॥ ৩৬
 শাপাহুগ্ৰহসামর্থ্যমুবাণঞ্চ সলোকতাম্ ।
 পন্নোহুস্তাত্যাংমুভিঃসাইজ্যঃ প্রীগন্তিদেবতাঃ ৩৭
 তস্মাদহরহর্কেদমনম্যায়মুতে পঠেৎ ।
 বদজং তদনধ্যায়ে গুরোর্ধর্চনমাচরৎ ॥ ৩৮
 ব্যতিক্রমাদসম্পূর্ণমনহংকৃতিরচরেৎ ।
 পরজ্ঞে চ তদ্বৃক্ষ অনধীতমপি দ্বিজম্ ।
 বন্তু পনয়নাদেতদামুতোত্র তমাচরেৎ ॥ ৩৯
 স নৈষ্টিকোব্রহ্মচারী ব্রহ্মসায়জ্যমাপ্নয়াৎ ।
 উপকুর্য্যগকোযস্ত দ্বিজঃ বডিংশবাবিকঃ ॥ ৪০
 কেশান্তকর্ণণা তত্র যথোক্তচিত্রিতব্রতঃ ।
 সমাপ্য বেদান্বেদো বাবেদ বাপ্রসভং দ্বিজঃ ৪১
 দ্বারীত গুরুত্বজ্ঞাতঃ প্রবৃত্তোদিতদক্ষিণঃ ॥ ৪২
 ইতি শ্রীবেদব্যাসীরেধর্মশাস্ত্রে প্রথমোহুধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োহুধ্যায়ঃ ।

এবংজাতকতাং প্রাপ্তোদ্বিতীরাশ্রমকাজ্জয়া ।
 প্রতীক্কেত বিবাহার্মমনিদ্যায়সম্ভবাম্ ॥ ১
 অরোগাভুতবংশোখামভুতানান্দুভিতাম্ ।
 সর্বণামসমানাধীমমাতৃপিতৃগোত্রজাম্ ॥ ২
 অনন্তপুত্রিকং লঘীং শুভলক্ষণসংযুজাম্ ।
 ধৃত্যধোবসনাং গোত্রীং বিখ্যাতদলপুরুষাম্ ॥ ৩
 ধ্যাতনায়ম্ পুত্রবন্তঃ সমাজসম্রতঃ সত্যঃ ।
 নাতুমিচ্ছোহুহিতরং প্রাপ্য ধর্ষণে চোষহেৎ ॥ ৪

ব্রাহ্মোহুহবিধানেন তদভাবে পরোবিধিঃ ।
 দাতবৈব্যা সদুক্ষায় বয়োবিদ্যাবয়বাদিভিঃ ॥ ৫
 পিতৃভুং পিতৃজাতৃভু পিতৃব্যজ্ঞাতামাতৃভু ।
 পূর্বাভাবে পরোদদ্যাতং সর্বাভাবে স্বয়ং ব্রহ্মেৎ ৬
 যদি সা দাতবৈকল্যাদ্রজঃ পশ্বেৎ কুমারিকা ।
 জনহত্যাশ্চ যাবত্যাঃ পতিতঃ স্তান্তদ প্রদঃ ॥ ৭
 তুভ্যং দাত্রামাহমিতি গ্রহীষ্যামীতি যন্তয়োঃ ।
 কৃদ্বা সময়মতোজ্ঞং ভজতে ন স দণ্ডভাক্ ॥ ৮
 ত্যজ্রহুত্যাং দণ্ডাঃ স্তাদ্বয়ংশাপাদুভিতাম্ ।
 উচ্যয়াং হি সর্বণায়ামজ্ঞাংবা কামমুদহেৎ ৯
 তস্যামুংপাদিতঃ পুত্রো ন সর্বণং গ্রহীয়তে ১০
 উদহেৎ কজ্রিয়াং বিপ্রো বৈজ্ঞাঞ্চ কজ্রিয়োবিশাশু
 সতু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিরাধমঃ পূর্ববর্ণজাম্ ॥ ১১
 নানাবর্ণাশ্চ ভার্গ্যায় সর্বণা সহচারিণী ।
 ধর্ম্যা ধর্ম্যেবু ধর্ম্মীষ্ঠা জ্যোষ্ঠা তস্য সজ্ঞাতিবু ॥ ১২
 পাটিতোহং দ্বিজাঃ পূর্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা ।
 পত্যয়োহর্কেন চার্কেন পত্যোহুত্বব্রিতি শ্রুতিঃ ১৩
 যাবন বিন্দতে জায়াং তাবদর্কো ভবেৎ পুমান্ ।
 নার্কং প্রজায়তে সর্কং প্রজায়েতেতাপি শ্রুতিঃ ১৪
 গুর্যো তা ভুক্তিবর্গস্য বোচুং নাশ্চেন শক্যতে ।
 যতন্ততোহংহং ভুক্তা স্বংশোবিভ্র্যচ্চ তাম্ ॥ ১৫
 কৃতদাবোহগ্নিপাক্কীভ্যাং কৃতবেশ্মা গহং বসেৎ ।
 স্বকৃত্যং বিস্তমাসাদ্য বৈতানায়িং ন হাপ্ষেৎ ১৬
 স্মার্তঃ বৈবাহিকে বহৌ শ্রোতং বৈতানিকাগ্নি
 কর্ম্ম কুর্যাৎ প্রতিদিনং বিধিবৎ শ্রীতিপূর্বতঃ ১৭
 সম্যগ্ধর্ম্মার্থকামেবু দম্পতিভ্যামহনিশম্ ।
 একচিত্ততয়া ভাব্যং সমানব্রতবৃত্তিতঃ ১৮
 ন পৃথগ্দিদ্যতে জীবাং ত্রিবর্গবিধিসাধনম্ ।
 ভাবতো হুতিদেশাশ্চ ইতি শাস্ত্রবিধিঃ পরঃ ১৯
 পত্যাঃ পূর্বং সমুখায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ ।
 উখাপ্য শয়নাদ্যানি কৃদ্বা বেগ্যবিশোধনম্ ২০
 মার্জনৈর্নেপনৈঃ প্রাপ্য সায়িশালং স্বমঙ্গনম্ ।
 শোধয়েদগ্নিকার্ব্যাণি স্নিগ্ধান্ন্যাক্ষেন বারিণা ২১
 প্রোক্ষণ্যৈরিতি তাভেব যথাস্থানং প্রকল্পয়েৎ ।
 দম্পত্যাণি সর্বাণি ন কদাচিৎশিযোজয়েৎ ২২
 শোধয়িত্বা তু পাত্রাণি পূরয়িত্বা তু ধারয়েৎ ।
 মহানসন্ত পাত্রাণি বহিঃ প্রক্ষাল্য সর্ষধা ২৩
 মুস্তিশ্চ শোধয়েচ্চূর্নীং তত্রায়িং বিস্তসেততঃ ।
 বৃষা নিযোগপাত্রাণি রসাংশ জলিণানি চ ২৪
 কৃতপূর্বারুকার্যা চ স্বগুরুনতিবাদয়েৎ ।

ভাষ্যং ভূতপিতৃভ্যাং বা ভাত্মাতুলনাব্যবহায়ে ॥ ২৫ ॥
 বজ্রানকাররত্নানি প্রসক্তান্তেব ধারয়েৎ ।
 মনোবাকর্ষতিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্তিনী ॥ ২৬ ॥
 ছায়েবাহুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকম্পহ ।
 দাসীবারিষ্টকাণ্যেযু ভাষ্যা ভর্তৃঃ সদা ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
 ততোহন্নসাধনং কৃত্বা পতরে বিনিবেদ্য তৎ ।
 বৈশ্বদেবকুটৈতরৈর্ভোজনীয়ান্শচ ভোজয়েৎ ॥ ২৮ ॥
 পতিভৈকতদনুজ্ঞাতঃ শিষ্টমদ্যাদ্যমান্বনা ।
 ভুক্ত্বা নয়েদহঃ শেঘমায়ব্যয়বিত্তস্তয়া ॥ ২৯ ॥
 পুনঃ সায়ং পুনঃ প্রাতর্গৃহভুক্তিং বিধায় চ ॥ ৩০ ॥
 কৃতান্তসাধনা সাক্ষী সূত্ৰং ভোজয়েৎ পতিম্ ।
 নতিতৃপ্ত্যা স্বপ্নং ভুক্ত্বা গৃহনীতিং বিধায় চ ॥ ৩১ ॥
 আতীর্থ্য সাধুশয়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিম্ ।
 সুপ্তে পতৌ তদভ্যাसे স্পেত্তদগতমানসা ।
 অনগ্না চাপ্রমত্তা চ নিকামা চ জিতেন্দ্রিয়া ॥ ৩২ ॥
 নৌচ্চৈরর্দেহে পুরুষং ন বহুন্ পত্যুপ্রিয়ম্ ।
 ন কেনচিৎ বিবেদেচ্চ অপ্রাপবিলাপিনী ॥ ৩৩ ॥
 নচাতিব্যয়শীলা স্তান্ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী ।
 প্রমাদোন্নাদরোষেবা বন্ধনক্কাতিমানিতাম্ ॥ ৩৪ ॥
 পৈণ্ডুলহিংসাবিশেষমহাঙ্কারধূর্ত্ততাঃ ।
 নাতিক্যাসহসন্তেয়দন্তান্ সাক্ষী বিবর্জয়েৎ ॥ ৩৫ ॥
 এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতম্ ।
 বশঃ শমিহ যাতে্যেব পরত্র চ সলোকতাম্ ॥ ৩৬ ॥
 যোষিতো নিত্যকর্ম্মোক্ত্যনৈমিত্তিকমথোচ্যতে ।
 রজোদর্শনতোদোষাৎ সর্বমেব পরিত্যজেৎ ॥ ৩৭ ॥
 সর্পৈরলক্ষিতা শীত্ৰং লজ্জিতাত্তর্গহে বসেৎ ।
 একাধরাবৃত্তা দীনা স্নানানগকারবর্জিতা ॥ ৩৮ ॥
 মৌনিজ্জধোমুখী চক্ষুঃপাণিপ্তিরচক্ষুলা ।
 অন্নীয়ং কেবলং তক্তং নক্তং মৃগয়ভাজনে ॥ ৩৯ ॥
 স্বহৃদেমাংপ্রমত্তা ক্ষপেদেবমহত্রয়ম্ ।
 সায়ীত চ ত্রিরাত্রান্তে সটেলমুদিতং রবেী ॥ ৪০ ॥
 বিলোকা ভর্তৃর্দেহনং শুদ্ধা ভবতি ধর্ম্মতঃ ।
 কৃতশোচা পুনঃ কর্ম্ম পূর্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ৪১ ॥
 রজোদর্শনতো যাঃ সুরাত্রয়ঃ ষোড়শত্ববঃ ।
 ততঃ পুংবীজমক্লিষ্টং শুদ্ধে ক্ষেত্রে প্ররেহতি ॥ ৪২ ॥
 চতুশ্চাদিমা স্ত্রীতীঃ পর্কবচ্চ বিবর্জয়েৎ ।
 গচ্ছোদ্যগম্যসু স্ত্রীতীষু পৌক্ষিপিত্তকর্কাকমান্ ॥ ৪৩ ॥
 প্রচ্ছাদিতাসিত্যপথে পুনঃ গচ্ছেৎ সর্বোষিতঃ ।
 কামালকৃৎপ্রাপ্তোতি পুত্রং পুঞ্জিতলক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥
 গৃহকালেহিগম্যেবং ব্রহ্মচর্যে ব্যবহিষতঃ ।

গচ্ছন্নপি যথাকামং ন দুঃস্থঃ স্যাদনন্যকৃৎ ॥ ৪৫ ॥
 ভ্রূণহত্যামবাগ্নোতি যতো ভাষ্যাপরাধমুখঃ ।
 সাত্ত্বাপ্যাহনাতোগর্ভাত্যাজ্যভবতিপাপিনী ॥ ৪৬ ॥
 মহাপাতকদুঃখা চ পতিগর্ভবিনাশিনী ।
 সদব্রতচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্য পততি ধর্ম্মতঃ ॥ ৪৭ ॥
 মহাপাতকদুঃখোহপি নাপ্রতীক্যন্তুয়া পতিঃ ।
 অশুদ্ধেঃ ক্ষম্মা দূরং স্থিতান্নামনুচিন্তয়া ॥ ৪৮ ॥
 ব্যাভিচারেণ দুষ্টানাং পতীনাং দর্শনাদুতে ।
 ধিক্কৃত্যাম্মাবচ্যাম্মাত্ত্র্য বাসয়েৎ পতিঃ ॥ ৪৯ ॥
 পুনস্তা মার্ত্তবদ্যতাং পূর্ববদ্যাবহারয়েৎ ।
 ধূর্ত্তাঞ্চ ধর্ম্মকামম্মীমপুত্রাং দীর্ঘরোগিণীম্ ॥ ৫০ ॥
 সুদুঃখং বাসনাসক্তামহিতানুধিবাসয়েৎ ।
 অধিবিদ্যামপি বিভূঃ স্ত্রীপাশ সমতামিষাং ॥ ৫১ ॥
 বিবর্ণা দীনবদনা দেহসংস্কারবর্জিতা ।
 পতিব্রতা নিরাহারা শোচ্যতে প্রোষিতেপতৌ ॥ ৫২ ॥
 মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ত্রাক্ষণী বহির্মাণিশেৎ ।
 জীবন্তী চেত্যক্তকেশা তপসা শোধয়েৎপুং ॥ ৫৩ ॥
 সর্কাবস্থাসু নারীণাং ন যুক্তং স্যাদক্ষণম্ ।
 তদেবানুক্রমাৎ কার্যং পিতৃভর্তৃভৃতাদিভিঃ ॥ ৫৪ ॥
 জাতাঃ সুরক্ষিতা যা য়ে পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকাঃ ।
 য়ে যজন্তি পিতৃন্ যজ্ঞমৌক্ষপ্রাণ্ণিমহোদয়ে ॥ ৫৫ ॥
 দাহয়েদবিলম্বেন ভাষ্যাক্ষাত্র ব্রজেত সা ॥ ৫৬ ॥

ইতি ত্রিবেদব্যানীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে
 দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যমিতি কর্ম্ম ত্রিধা মতম্
 ত্রিবিধং তচ্চ বক্ষ্যামি গৃহস্থস্যাবধারণ্যতাম্ ॥ ১ ॥
 যামিত্তাঃ পশ্চিমেষামে ত্যক্তনিন্দোহরিং সরেৎ ॥
 আলোকা মঙ্গলভব্যং কর্ম্মবশুকমাচরেৎ ॥ ২ ॥
 কৃতশোচোনিবেষায়াংদন্তান্ প্রাকাল্য কারিণা ।
 স্নাত্বোপাস্য দ্বিজঃ সন্ধ্যাদেবাদীং টেচব তর্পয়েৎ ॥
 বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রাণি ইতিহাসানি চাত্যসেৎ ॥
 অধ্যাপয়েচ্চ সচ্ছিব্যান্ সচ্ছিপ্রাংচ দ্বিজোত্তমঃ ॥
 অলকং প্রাপয়েন্নক্সা ক্ষণমাত্রং সমাপয়েৎ ॥
 সমর্থোহি সমর্থেন নাবিজাতঃ কচিৎসেৎ ॥ ৫ ॥
 সন্নিংরসি বাপীষু গর্ত্তপ্রসবগাদিসু ।
 সায়ীত যাবচ্ছৃত্য পক্ষ পিত্তানি কারিণা ॥ ৬ ॥
 তীর্থভাবেহ্যপ্যাক্ষ্যাবান্নাতোষৈঃ সমাক্ষেপেৎ ॥

গৃহাদনগতস্তত্র বাবদধরপীড়নম্ ॥ ৭ ॥
 জ্ঞানমদৈবতৈঃ কুর্যাৎ পাবনৈশ্চাপি সার্কনম্ ।
 মন্ত্রৈঃ প্রাণাংজিয়ারম্যসৌতৈশ্চাক্ষং বিলোক্যৈব
 তিষ্ঠন্ স্থিযা তু গায়ত্রীং ততঃ স্বাধ্যায়মারভেৎ ॥ ৮ ॥
 ঋচাঞ্চ যজুর্বাং সাম্যামথর্কস্মিনসামপি ॥ ৯ ॥
 ইতিহাসপুরাণানাং বেদোপনিষদাং বিজ্ঞঃ ।
 শক্ত্যা সমাক্ পঠেদ্বিত্যমন্ত্রমপ্যাসমাগনাং ॥ ১০ ॥
 স যজ্ঞদানতপসামখিলং কলমাপ্নুয়াৎ ।
 তন্মাদহরর্ষেদং ধিক্রোহধীরীত বাগযতঃ ॥ ১১ ॥
 ধর্মশাস্ত্রেতিহাসাদি সর্ষেবাঃ শক্তিতঃ পঠেৎ ।
 কৃতস্বাধ্যায়ঃ প্রথমং তর্পয়েচ্চাথ দেবতাঃ ॥ ১২ ॥
 জায়া চ দক্ষিণং দর্ভৈঃ প্রাগট্রৈঃসরবৈবস্তিলৈঃ ।
 একৈকাজ্জলিনানেন প্রকৃতিহোপবীতকঃ ॥ ১৩ ॥
 সমজ্যহুধরো ব্রহ্মহুত্বহার উদযুগ্ধঃ ।
 তির্ঘ্যাপঠেৎ বামট্রৈর্গ্যবৈস্তিলবিমিশ্রিতৈঃ ॥ ১৪ ॥
 অস্তোভিরুত্তরক্টিপৈঃ কনিষ্ঠামূলনির্গতৈঃ ।
 দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামঞ্জলিভ্যাংমহুয্যাংতর্পয়েত্ততঃ ॥ ১৫ ॥
 দক্ষিণাভিমুখঃ সবাং জায়া চ দ্বিগুণৈঃ কুশৈঃ ।
 তিলৈর্জলৈশ্চ দেশিজা মূলদর্ভাধিনিঃস্রুতৈঃ ॥ ১৬ ॥
 দক্ষিণাং সোপবীতঃ স্ত্রাৎক্রমেণাজ্জলিত্তিভিঃ
 সত্তর্পয়েদ্ব্যপিতুংস্তৎপর্য্যন্ত পিতৃন স্বকান্ ॥ ১৭ ॥
 মাতৃমাতামহাংস্তত্ত্বজীনেবহি ত্তিত্তিভিঃ ।
 মাতাংহাশ্চ যেহপাশ্চোগোজিগোদাহবজিতাঃ ॥ ১৮ ॥
 তানেকাজ্জলিনানেন তর্পয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 অসংস্কৃতগ্রমীতা যে প্রেতসংস্কারবজিতাঃ ॥ ১৯ ॥
 বজ্রনিশ্পীড়নাস্তোভিস্তেবামাণ্যায়নস্তবেৎ ।
 অতর্পিতেষু পিতৃষু বজ্রং নিশ্পীড়য়েচ্চ যঃ ॥ ২০ ॥
 নিরাশাঃ পিতরস্তত্ত্ব ভবন্তি সুরমাহুতৈঃ ।
 পয়োদর্ভস্বধাকারগোত্রনামতিলৈর্ভবেৎ ॥ ২১ ॥
 স্ত্রদত্তং তৎপুনস্তেবামেকেনাপি বুধা বিনা ।
 অস্ত্রচিত্তেন যদক্ষং যদত্তং বিধিবজ্রিতম্ ॥ ২২ ॥
 অনাসনস্থিতেনাপি তজ্জলং রুধিরায়তে ।
 এবং সস্তপিতাঃ কাটমস্তপকাংস্তপন্নস্তি চ ॥ ২৩ ॥
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিত্যমিজীবরুণনামভিঃ ।
 পুষ্করৈল্কিতৈর্মন্ত্রৈর্জলমদ্বোক্তদেবতাঃ ॥ ২৪ ॥
 উপহার রবেঃ কাষ্ঠাং পূজয়িষ্য চ দেবতাঃ ।
 ব্রহ্মাণীক্ৰোধাণী জীববিষ্ণুনামহুতাংহাসাম্ ॥ ২৫ ॥
 অগাং যতেতিঃসংস্কার নমস্কারৈঃ অনামভিঃ ।
 কৃতা যুগং সম্যলভ্যঃদানমেবং সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥
 জ্ঞাত্যঃপ্রতিভ্য তন্নমাংসদেহে হত্যাশনে ॥ ২৭ ॥

পাকবজাংচ চতুরোবিদধ্যাধিবিবজ্রজঃ ॥ ২৮ ॥
 অনাহিতাবসথ্যায়িরাদারায়ং স্ততঃপুতম্ ।
 শাকগেন বিধানেন জুহুরান্নৌকিকেনলে ॥ ২৯ ॥
 ব্যস্তাভিব্যাক্তাভিষ্ক সমস্তাভিস্ততঃ পরম্ ।
 যড়ভির্দেবকৃতভেতি মন্ত্রবত্তির্ঘধাক্রমম্ ॥ ৩০ ॥
 প্রাজাপত্যঃ স্থিষ্টকৃতং হুত্বৈবং স্বাদশাহতীঃ ।
 ওঙ্কারপূর্ব্বঃ স্বাহাস্তস্ত্যাগঃ স্থিষ্টবিধানতঃ ॥ ৩১ ॥
 ভূবি দর্ভান্ সমাতীর্গ্য বলিকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥
 বিখেভ্যোদেবেভ্যাইতি সর্কেভ্যোভূতভ্যাবচতঃ ॥
 ভূতানাং পতয়ে চেতি নমস্কারেণ শাস্ত্রবিৎ ॥
 দদ্যদ্বলিত্রয়ধাগ্রে পিতৃভ্যাশ্চ স্বধা নমঃ ॥ ৩২ ॥
 পাত্রনির্বেজনং বারিবারব্যং দিশি নিক্ষিপেৎ ॥
 উদ্ধৃতা বোড়শগ্রাসমাত্রমন্নং স্তুতাক্রিতম্ ॥ ৩৩ ॥
 ইদমন্নং মনুষ্যেভ্যো হস্তেভ্যাক্তা সমুৎসরেৎ ॥
 গোত্রনামস্বধাকারৈঃ পিতৃভ্যাশ্চাপি শক্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥
 যড়ভ্যোহন্নমন্নং দদ্যাৎ পিতৃস্বজবিধানতঃ ।
 বেদাদীনাং পঠেৎ কক্ষি দল্লং ব্রহ্মমথাস্ত্রে ॥ ৩৫ ॥
 ততোহস্তদল্লমাদায় নির্গত্য ভবনাবহিঃ ।
 কাকেভ্যাঃ স্বপচেভ্যাশ্চ প্রক্ষিপেদগ্রাসমেব চ ॥ ৩৬ ॥
 উপবিশ্ত গৃহদারি তিষ্ঠেদ্যাবদুহুতকম্ ।
 অপ্রমুক্তোতিথিং লিপ্সুর্ভাবওঙ্কঃ প্রতীক্ষকঃ ॥ ৩৭ ॥
 আগত্য দূরতঃ শাস্ত্রং তত্ত্ব কামক্ষিণনম্ ।
 দৃষ্ট্বা সংযুগ্মভোক্তা সংকৃত্য প্রস্রাবর্জিতৈঃ ॥ ৩৮ ॥
 পাদধাবনসন্মানাভ্যাজনাদিভিরর্জিতঃ ।
 ত্রিদিবংপ্রাপয়েৎসদ্যোযজ্ঞভ্যাদিকোহতিথিঃ ॥ ৩৯ ॥
 কালাগতোহতিথির্দৃষ্টবেদপারো গৃহাগতঃ ।
 দ্বাবেতৌ পূজিতৌ স্বর্গং নয়তোহধ্বপূজিতৌ ।
 বিবাহস্নাতকস্নাত্যাদ্যার্ঘ্যহুত্বদ্বিজঃ ॥ ৪০ ॥
 অর্ঘ্যা ভবন্তি ধর্ম্মেণ প্রতিবর্ষং গৃহাগতাঃ ।
 গৃহাগতায় সংকৃত্য শ্রোত্রিয়ার যথাবিধি ॥ ৪১ ॥
 ভক্ত্যোপকল্পয়েদেকং মহাভাগং বিসর্জয়েৎ ॥
 বিসর্জয়েদহুত্বজ্য স্তুতপুশ্রোত্রিয়াতিথীন ।
 মিত্রমাতুলসম্বন্ধিবাক্তবান্ সমুপাগতান্ ॥ ৪২ ॥
 ভোজয়েদগৃহিণোভিক্ষাং সংকৃত্যভিক্ষুকোহইতি
 স্বাধর্ম্মমন্ত্রস্বাহা দদদগচ্ছত্যধোগতিম্ ॥ ৪৩ ॥
 গর্ভিণ্যাতুরভূত্যাষু বালবৃদ্ধাতুরাদিষু ।
 বৃদ্ধকিতেষু ভূজানো গৃহস্থোহস্মাতি কিম্বিষম্ ৪৪ ॥
 নাদ্যাদগৃধোর পাকাদ্যং কলাচিদনির্ম্মিততঃ ।
 নিমন্তিতোহপিনিশ্চয়নপ্রত্যগ্যথানংধিক্রোহইতি
 শূজাতিশস্ত্রবাহুযবাগ্ন্যহুত্বকৃতকরাঃ ॥ ৪৫ ॥

কুরুপবিত্রব্রোহ্ম বধবন্ধনকীৰ্ত্তনঃ ॥ ৪৫
 শৈলবনৌত্তিকোন্নতভ্রাতৃত্রাতৃচূতাঃ ।
 নয়নান্তিকনিলজ্জ পিণ্ডনব্যসনাযিতাঃ ॥ ৪৬
 কদম্বজীজিতানার্যপরবাদন্তা নরাঃ ।
 অনীশাঃ কীর্ত্তিমন্তোহপি রাজদেববহারকাঃ ॥ ৪৭
 শয়নাসনসংসর্গবৃত্তকর্ম্মাদিযুঁষিতাঃ ।
 অশ্রদ্ধানাঃ পতিতা ভ্রষ্টাচারাদয়শ্চ যে ॥ ৪৮
 অভোজ্যানাঃ স্যুরান্নাদো যন্ত যঃ স্ত্যংস তৎসমঃ
 নাপিতাশ্রয়মিত্রাকর্ষীনিরণো দাসগোপকাঃ ॥ ৪৯
 শূদ্রাণামপ্যমীষান্ত ভুক্ত্যুন্নং নৈব হৃষ্যতি ।
 ধর্ম্মেণাত্তোক্তভোজ্যানা বিজ্ঞাস্ত বিদিতাশ্রয়াঃ ॥ ৫০
 শ্বয়ন্তোপাঞ্জিতং মেধ্য মাকরস্বমাক্ষিকম্ ।
 অশ্বলীচমগোস্ত্রাতমশ্লষ্টং শূদ্রবায়সৈঃ ॥ ৫১
 অহুচ্ছিষ্টমসংহৃষ্টমপয়ুঁষিতমেব চ ।
 অন্নানবাহুন্নাদ্যাদ্যং নিত্যং স্ত্যংস্কৃতম্ ॥ ৫২
 কুশরা পুংসংযাবপায়সং শঙ্কুলীতি চ ।
 নার্মীয়াব্রাহ্মণোমাংসমনিযুক্তঃ কথঞ্চন ॥ ৫৩
 ক্রোতা শ্রোত্রে নিযুক্তো বা অনন্নং পততি দ্বিজঃ
 মুগয়োপাঞ্জিতং মাংসমভ্যচ্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৫৪
 ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশোনিং তৎক্রীড়া বৈশ্যোহপি ধর্ম্মতঃ
 বিজোজ্জঙ্ঘু । বৃথামাংসং হত্যাযবিধিনা পশুং ॥ ৫৫
 নিরয়েষক্ষয়ং বাসমাপ্রোত্যাচক্ষতরকম্ ।
 সর্গান্ কাশ্রান্ সমাসাদ্য ফলমশ্বমথশ্চ চ ॥ ৫৬
 যুনিসাম্য মবাপোতি গৃহস্থোহপি বিজোক্তমঃ ।
 দ্বিজভোজ্যানি গব্যানি মাষিযাণিপয়্যাংসি চ ৫৭
 নির্দশাসন্ধিসম্বন্ধিবৎসবস্তিপয়াংসি চ ।
 গলাপুথৈতবৃত্তাকরকমূলকমেব চ ॥ ৫৮
 গৃঞ্জনারুণবৃকাস্তৃগজতুর্গর্ভ ফলানি চ । ৫৯
 অকালকুন্ডমাদীনি দ্বিজোজ্জগৃহ্ষেৎস্বয়ং চরেৎ ॥ ৬০
 বাগ্দুৰ্ব্বিতমবিজ্ঞাতমত্মপীড়িতকার্য্যণি ।
 বৃত্তেভ্যোহন্নমদবা চ তদন্নং গৃহিণোদহেৎ ॥ ৬১
 হৈমরাজতকাংশেষু পাত্রেষদ্যাং সদা গৃহী ।
 উদভাবে সাধুগন্ধলোধুকমলভাস্চ চ ॥ ৬২
 গলাশপদ্রপদ্রেষু গৃহস্থোভোক্তুমর্হতি ।
 বন্ধচারী যতিশ্চৈব শ্রেয়োযজ্ঞোক্তুমর্হতি ॥ ৬৩
 অভ্যক্ষ্যায়ং নমস্কারেভুঁ বিদদ্যাশলিত্রয়ম্ ।
 ভূপতয়ে ভুবঃ পতয়ে ভূতানাং পতয়ে তথা ॥ ৬৪
 অণঃ প্রোক্ত ভক্ত্যং পশ্চাৎ পক্ষপ্রাণাহতিক্রম্যৎ ।
 বাহ্যকারেণ হৃদ্ব্যবচ্ছেদমদ্যাধ্বাদ্বধম্ ॥ ৬৫
 অনন্তচিত্তৈর্ভুক্তিভ্যঃ বাগ্যতোহন্নমকুংসয়ন ।

আত্মপ্তেরম মন্ত্রীয়াদক্ষঃ পাত্ৰযুৎসুজ্ঞেৎ ॥ ৬৬
 উচ্ছিষ্টময়ুজ্য ত্য গ্রাসমেকং ভূবি ক্ষিপেৎ ।
 আচ্যুতঃ সাধুসন্ধেন সবিদ্যাপঠনেন চ ॥ ৬৭
 বৃত্তবৃত্তকথাভিঞ্চ শেবাহমভিবাহয়েৎ ।
 সায়ংসন্ধ্যামুগামীত হৃদ্যাগ্নিঃ ভূত্যসংযুতঃ ॥ ৬৮
 আপোশানক্রিয়াপূর্ব্বমন্নীয়াদবহং দ্বিজঃ ।
 সায়মপ্যতিথিঃ পূজ্যোহোমকালাগতোহনিশম্ ৬৯
 শ্রদ্ধয়া শক্তিতোনিত্যং শ্রুতং হত্যাশপুঞ্জিতঃ ।
 নাতিতৃপ্তউপশ্লুত প্রাকাল্য চরণো ভূতিঃ ॥ ৭০
 অপ্রত্যগুত্তরশিরাঃ শরীত শয়নে শুভে ।
 শক্তিমাশুদিতেকালেন্নানংসন্ধ্যাং ন হাপয়েৎ ॥ ৭১
 ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোখায় চিন্তয়েক্তিতমান্ননঃ ।
 শক্তিমান্ মতিমান্ নিত্যং বৃত্তমেতৎসমাচরেৎ ৭২
 ইতি বেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃত্তীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

ইতি ব্যাসকৃতং শাস্ত্রং ধর্ম্মসারসমুচ্চয়ম্ ।
 আশ্রমে যানি পুণ্যানিমোক্ষধর্ম্মাশ্রিতানি চ ॥ ১
 গৃহাশ্রম্যং পরোধর্ম্মোনাতি নাতি পুনঃ পুনঃ ।
 সর্ব্বতীর্থফলং তস্ত যথোক্তং যন্ত পালয়েৎ ॥ ২
 গুরুভক্তোভূত্যাণৌ ব্রূয়ান্নম্নস্বয়কঃ ।
 নিত্যজাপী চ হোমী চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ৩
 স্বদারে যন্ত সন্তোষঃ পরদারনিবর্ত্তনম্ ।
 অপবাদোহপি নো যন্ত তন্ত তীর্থফলং গৃহে ॥ ৪
 পরদারান্ পরদ্রব্যং হরতে যো দিনে দিনে ।
 সর্ব্বতীর্থান্তিবেকেণ পাপং তন্ত ন নশ্ততি ॥ ৫
 গৃহেষু সবনীয়েষু সর্ব্বতীর্থফলং ততঃ ।
 অন্নদন্ত জয়ো ভাগাঃ কৰ্ত্তা ভাগেন লিপ্যতে ॥ ৬
 প্রতিশ্রয়ং পাদশৌচং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তপ্পম্ ।
 ন পাপং সংস্পৃশেতস্য বলিভিক্ষাং দদাতি যঃ ৭
 পাদোদকং পানদ্রব্যং দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্ ।
 যোদদাতি ব্রাহ্মণেভ্যো নোপসর্পতি তং যমঃ ৮
 বিপ্রপাদোদকক্রিয়া যাবতিষ্ঠতি মেদিনী ।
 তাবৎ পুঙ্করপাদ্রেষু পিবন্তি পিতরোহমৃতম্ ৯
 যৎফলং কপিলাদানে কার্ত্তিকক্ৰাৎ জ্যেষ্ঠপুঙ্করে ।
 তৎফলং শ্বয়ঃ শ্রেষ্ঠা বিপ্রাণাং পাদশৌচেন ১০
 স্বাগতেনায়মঃ প্রীতা আসনেন শতক্রতুঃ ।
 পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রোক্তপতিঃ ১১
 মাতাপিত্রোঃ পরং তীর্থং গঙ্গা গাবো বিশেষতঃ

ব্রাহ্মণাং পরমং তীর্থং ন তৃত্বং ন ভবিষ্যতি ॥১২
ইন্দ্রিয়ানি বশীকৃত্য গৃহএব বসেন্নরঃ ।
তত্র তত্র কৃষ্ণক্রেত্রং নৈমিষং পুরুষাণি চ ॥ ১৩
গন্ধারকং কৈদারং সন্নিহত্য তথৈব চ ।
এতানি সৰ্বতীর্থানি কৃত্বা পাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৪
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ চাতুৰ্বর্ণস্য ভো বিজ্ঞাঃ ।
দানধৰ্মং প্রবক্ষ্যামি যথা ব্যাসেন জ্ঞাপিতম্ ॥১৫
যদদাতি বিশিষ্টেষ্টো যচ্চান্নাতি দিনে দিনে ।
তচ্চ বিভ্রমহং মন্যে শ্বেষং কস্যান্তিরক্ষতি ॥ ১৬
যদদাতি যদদাতি তদেব ধনিনো ধনম্ ।
অজ্ঞে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ১৭
কিং ধনেন করিষ্যন্তি দেহিনোহপি গতায়ুযঃ ।
বৰ্দ্ধয়িতুমিচ্ছন্তুচ্ছরীরমশাপভম্ ॥
অশাৰ্ভতানি গাত্ৰানি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ ।
নিভ্যং সন্নিহিতোমৃদ্যঃ কৰ্ত্তব্যো ধৰ্মসংগ্রহঃ ॥১৯
যদি নাম ন ধৰ্মায় ন কামায় ন কীর্তয়ে ।
যং পরিত্যজ্য গন্তব্যং তন্মনঃ কিং ন দীয়তে ॥২০
জীবন্তি জীবিতে বস্ত্র বিপ্রা মিত্রানি বান্ধবাঃ ।
জীবন্ত্যং নকলং তস্য আদ্যার্থে কো ন জীবতি ২১
পশুবোহপি হি জীবন্তি কেবলায়োদরন্তরাঃ ।
কিং কারেন সৃগুপ্তেন বলিনা চিরজীবিনঃ ॥ ২২
গ্রাসাদৰ্কমপি গ্রাসমর্ষিতম্ কিং ন দীয়তে ।
ইচ্ছাস্থলপোবিভবঃ কপা কস্য ভবিষ্যতি ॥ ২৩
অদাতা পুংসস্তাপী ধনং সংতাজ্য গচ্ছতি ।
দাতারং কৃপণং মন্যে মৃতোপ্যর্থং ন মুকুতি ॥ ২৪
প্রাণনাশস্ত কৰ্ত্তব্যো যঃ কৃতার্থো ন সোহবৃত্তঃ ।
অকৃতার্থস্ত যো মৃদ্যঃ প্রাপ্তঃ ধরসমোহি সঃ ॥২৫
অনাহুতেবু বদন্তঃ যচ্চ স্তম্ভমবাচিতম্ ।
ভবিষ্যতি যুগস্যাস্ত স্তম্ভাস্তো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬
মৃতবৎসা যথা গোষ্ঠে কৃষ্ণা লোভেন দ্রুহতে ।
পরস্পরস্য দানানি লোকযাত্রা ন ধৰ্মতঃ ॥ ২৭
অদৃষ্টে চাণ্ডালে দানং ভোক্তা চৈব ন দৃশ্যতে ।
পুনরাগমনং নাতি তত্র দানমনস্তকম্ ॥ ২৮
মাতাপিতৃবু যদদ্যাদ্ভাতৃবু স্বগুরেবু চ ।
জার্যং ততোবু বদদ্যাদ্ সোহনন্তঃ স্বর্গলংক্রমঃ ॥২৯
পিতৃঃ শতগুণং দানং সহস্রং মাতৃকৃত্যতে ।
ভগিন্যাং শতদাহস্রং নোদরে দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৩০
অহন্যহনি দাতব্যং ব্রাহ্মণেবু মুনীশ্বরাঃ ।
অগণিষ্যতি যং পাত্রং তংপাত্রং তদগ্নিষ্যতি ৩১
কিঞ্চিদেবদরং পাত্রং কিঞ্চিদং পাত্রং তপোদরম্ ॥

পাত্ৰাণামুত্তমং পাত্রং শূদ্রায় বস্য নোদরে ॥ ৩২
যস্য চৈব গৃহে মূৰ্খো দূরে চাপি শুণাশিতঃ ।
শুণাশিতার দাতব্যং নাতি মূৰ্খো ব্যতিক্রমঃ ॥৩৩
দেবদ্রব্যবিনাশেন ব্রহ্মবহরগেন চ ।
কুলাজ্ঞকুলভ্যাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাতি বিপ্রে বেদবিবজ্জিতে ।
জগন্তনয়িমুৎসৃজ্য নহি ভক্ষ্যনি হুয়তে ॥ ৩৫
সমিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ ।
ভোক্তেন চৈব দানে চ হস্তান্নিপুরুষং কুলম্ ॥৩৬
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চন্দ্রময়ো মৃগঃ ।
যশ্চ বিপ্রোহনধীয়ানস্ত্রয়ন্তে নামধারকাঃ ॥ ৩৭
গ্রামস্থানং যথা শূন্তং যথা কুপশ্চ নির্জলঃ ।
যশ্চ বিপ্রোহনধীয়ানস্ত্রয়ন্তে নামধারকাঃ ৩৮
ব্রাহ্মণেবু চ বদন্তঃ যচ্চ বৈশ্বানরে হৃতম্ ।
তন্মনং ধনমাখ্যাতং ধনং শ্বেষং নিরর্থকম্ ॥ ৩৯
সমমব্রাহ্মণে দানং বিশুণং ব্রাহ্মণকৃত্বেব ।
সহস্রগুণমচার্যে হনন্তঃ বেদপারগে ॥ ৪০
ব্রহ্মবীজসমুৎপন্নো ময়সংস্কারবজ্জিতঃ ।
জ্ঞাতিমাত্ৰোপজীবী চ স ভবেদব্রাহ্মণঃ সমঃ ॥৪১
গৰ্ভাবানাদিতিস্থিতৈর্দেবোদোপনয়নেন চ ।
নাধ্যাপয়তি নাবীতে স ভবেদব্রাহ্মণকৃত্বেব ॥ ৪২
অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ বেদমধ্যাপয়েচ্চ যঃ ।
সকলং সরহস্যঞ্চ তমচার্যং প্রচক্রেত ॥ ৪৩
ইষ্টীতিঃ পশুবৈক্লব চাতুৰ্ব্যস্তৈস্তথৈব চ ।
অগ্নিষ্টোমাদিতিস্থিতৈর্দেবোদোপনয়নেন চ ৪৪
মীমাংসতে চ যোবেদান্ধবজ্জিতৈঃ সনিতরৈঃ ।
ইতিহাসপুরাণানি স ভবেদেবদরপারগঃ ॥ ৪৫
ব্রাহ্মণাণাং জীবন্তি নাগোবর্ণঃ কথঞ্চন ।
ঐদৃকপথম্ দ্বৈত কোহজ্ঞস্তং ভাক্তমুৎসহেৎ ॥৪৬
ব্রাহ্মণঃ স ভবেদৈব দেবানামপি দেবতম্ ।
প্রত্যক্টেব লোকস্য ব্রহ্মতেজোহি কারণম্ ॥৪৭
ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্রেত্রং নিকরুরকটিকম্ ।
বাগয়েতত্র বীজানিসা কৃষিঃ সার্ককামিকী ॥ ৪৮
স্বক্রেত্রে বাগয়েবীজং সুপাত্রে দাপয়েচ্ছনম্ ।
স্বক্রেত্রে চ সুপাত্রে চ ক্ষিপ্তং নৈব বিদুয্যতি ৪৯
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো ব্রাহ্মণে গৃহমাগতে ।
ক্রীড়ন্তোষধয়ঃ সৰ্গা বাসায়াম্ পরমাং গতিমা ৫০
নষ্টেশোচে ব্রতভ্রষ্টেবিপ্রে বেদবিবজ্জিতে ।
দীয়মানং কদভ্যরং তদ্যবৈ হুত্বং কৃতম্ ॥ ৫১
বেদপূৰ্ণমুখং বিপ্রং হুত্বকমপি ভোজয়েৎ ।

নচ মূৰ্খং নিরাহারং ষড়্ভূতমুপবাসিনম্ ॥ ৫২
 যানি যস্য পবিত্রাণি কুলো তিষ্ঠন্তিতো বিজ্ঞাঃ ।
 তানি তন্তু প্রযোজ্যানি ন শরীরানি দেহিনাম্ ॥ ৫৩
 যন্ত দেহে সদাশ্রুতি হব্যানি ত্রিদিবোকসঃ ।
 কব্যানি চৈব পিতরঃ কিস্তৃতমধিকং ততঃ ॥ ৫৪
 যদুত্তরে বেদবিহিপ্রঃ স্বকৰ্ম্মনিরতঃ শুচিঃ ।
 দাতুঃ ফলমসম্প্রীতং প্রতিজ্ঞয় তদক্ষয়ম্ ॥ ৫৫
 হস্তাশ্বরথযানানি কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ ।
 অহং নেচ্ছামি মুনয়ঃ কস্যৈতাতাঃ শস্যসম্পদঃ ॥ ৫৬
 বেদলাঙ্গলকুঠৈষু দ্বিজশ্রেষ্ঠেষু সংস্ৰু চ ।
 যৎপুরা পাতিতং বীজং তন্তৈতাতাঃ শস্তসম্পদঃ ॥ ৫৭
 শতেনু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ ॥ ৫৮
 বক্তা শতসহস্রেষু দাতা ভংগতি বা নবা ।
 ন রণে বিজয়াচ্ছুরোহধ্যয়নায় চ পণ্ডিতঃ ॥ ৫৯
 ন বক্তা বাক্পটুশ্চেন ন দাতা চার্ষদ্বানতঃ ।
 ইঞ্জিয়াণাং ভয়ে শূরো ধৰ্ম্মং চরতি পণ্ডিতঃ ॥ ৬০
 হিতপ্রিয়োক্তিভির্লুপ্তা দাতা সম্মানদানতঃ ॥ ৬১
 যদ্যেকপঙক্ত্যাং বিষমং দদাতি
 স্নেহান্তয়াদি যদি বার্থহেতোঃ ।
 বেদেষু দৃষ্টং ঋষিভিঃ গীতম্
 তদব্রহ্মহত্যাং মুনয়োবদন্তি ॥ ৬২
 উষরে বাপিতং বীজং ভিন্নভাণ্ডেষু গোহৃদম্ ।
 হতং ভগ্নানি হব্যঞ্চ মূৰ্খে দানমশাখতম্ ॥ ৬৩

মৃত্যুতকপুটোদোষিভঃ শূদ্রানভোজনে ।
 অহমেবং ন জানামি কাংবোনিং স গমিষ্যতি ॥ ৬৪
 শূদ্রান্নেনাদন্নরশ্চেন যদি কশ্চিন্মদ্রিয়েত যঃ ।
 স ভবেৎ শূকরো নুনং তন্ত বা জায়তে কুলম্ ॥ ৬৫
 গৃধ্রো ষাদশ জন্মানি সপ্ত জন্মানি শূকরঃ ।
 শানশ্চ সপ্ত জন্মানি ইত্যেবং মনুস্ববীং ।
 অমৃতং ব্রাহ্মণ্যেনে দারিদ্র্যং ক্ষত্রিয়স্ত চ ॥ ৬৬
 বৈশ্যানেন তু শূদ্রাঃ শূদ্রান্নান্নরকং ব্রজেৎ ।
 যশ্চ ভূক্তেহপ শূদ্রাঃ মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥ ৬৭
 ইহ জন্মানি শূদ্রাঃ মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে ।
 যন্ত শূদ্রা পচেন্নিত্যং শূদ্রা বা গৃহমেধিনী ॥ ৬৮
 বর্জিতঃ পিতৃদেবৈশ্চ রোরবং যাতি স দ্বিজঃ ।
 তাণ্ডসন্ধরসন্ধীর্ণা নানাসন্ধরসন্ধরাঃ ।
 যোনিসন্ধরসন্ধীর্ণা নিরয়ং যান্তি মানবাঃ ॥ ৬৯
 পণ্ডক্তিভেদী বৃথাপাকী নিত্যং ব্রাহ্মণনিম্নকঃ ॥ ৭০
 আদেশী বেদবিক্রেতা পটুতেব্রহ্মবাতকাঃ ॥ ৭১
 ইদং ব্যাসমতং নিত্যমধ্যতব্যং প্রযত্নতঃ ।
 এতচ্ছ্রুতাচারবৃত্তঃ পতনং নৈব বিদ্যতে ॥ ৭২

ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সমাপ্তেয়ং ব্যাস সংহিতা ।

শঙ্খ সংহিতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য সৃষ্টিসংহারকারিণে ।
 চাতুর্ভূজ্য হিতার্থায় শঙ্খঃ শাস্ত্রমথাকরোং ॥ ১
 যজ্ঞনং যাজ্ঞনং দানং তথৈবাব্যাপনক্রিয়াম্ ।
 প্রতিগ্রহক্ষাধ্যয়নং বিপ্রঃ কৰ্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ২
 দানমধ্যয়নকৈব যজ্ঞনঞ্চ যথাবিধি ।
 কলিয়ন্ত তু বৈশ্রস্ত কৰ্ম্মেদং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৩
 কলিয়ন্ত বিশেষণ প্রজ্ঞানাং পরিপালনম্ ।
 কৃষিগোয়ক্ষবাণিজ্যং বৈশ্রস্ত পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪
 শূদ্রস্ত বিজ্ঞশুশ্রাষা সৰ্ব্বশিল্পানি চাপ্যথ ।
 কমা সত্যং দমঃ শৌচং সৰ্ব্বেষামবিশেষতঃ ॥ ৫
 ব্রাহ্মণাঃ কলিয়া বৈশ্রস্তয়োবর্ণা বিজাতয়ঃ ।
 তেবাঃ জন্ম বিতীয়ন্ত বিজ্ঞেয়ং যোজিবদ্ধনম্ ॥ ৬
 আচার্য্যস্ত পিতা প্রোক্তঃ সাবিত্রীজ্ঞননী তথা ।
 ব্রহ্মক্ষত্রবিশাকৈব যোজিবদ্ধনজন্মনি ॥ ৭
 বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাবদ্বিজ্ঞেয়াস্ত বিচক্ষণৈঃ ।
 যাবদেদে ন জায়ন্তে দ্বিজা জ্ঞেয়াস্ত তৎপরম্ ॥ ৮
 ইতি শঙ্খীয়ে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

গৰ্ভস্ত স্পৃষ্টতাজ্ঞানে নিষেকঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 ততস্ত স্পন্দনাং কার্য্যং সৰ্বনস্ত বিচক্ষণৈঃ ॥ ১
 অশোচে তু ব্যক্তিক্রান্তে নামকৰ্ম্ম বিধীয়তে ।
 নামধেয়ঞ্চ কৰ্ত্তব্যং বর্ণানঞ্চ সমাক্ষরম্ ।
 মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্তোক্তং কলিয়ন্ত বলায়িতম্ ॥ ২
 বৈশ্রস্ত ধনসংযুক্তং শূদ্রস্ত তু জুগুপ্সিতম্ ।
 শর্যাস্তং ব্রাহ্মণস্তোক্তং বর্ণ্যাস্তং কলিয়ন্ত তু ॥ ৩
 ধনাস্তং চৈব বৈশ্রস্ত দাসাস্তং বাস্তজন্মনঃ ।
 চতুৰ্থে মাসি কৰ্ত্তব্যমাদিত্যস্ত প্রদর্শনম্ ॥ ৪
 যতঃপ্রদর্শনং মাসি চূড়া কার্য্যং যথাকুলম্ ।
 গৰ্ভাষ্টমেতদ্বৈ কৰ্ত্তব্যং ব্রাহ্মণজ্ঞোপনায়নম্ ॥ ৫

গৰ্ভাদেকাদশে রাজোগৰ্ভাতু ষাদশে বিশঃ ।
 ষোড়শাশস্ত্র বিপ্রস্ত বাবিশং কলিয়ন্ত তু ॥ ৬
 বিশংতিঃ সচতুকা চ বৈশ্রস্ত পরিকীৰ্ত্তিতা ।
 নাভিভাষেত সাবিত্রীমত উৰ্দ্ধং নিবৰ্ত্তয়েৎ ॥ ৭
 বিজ্ঞাতব্যান্ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ ।
 সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যাঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিস্কৃতাঃ ॥ ৮
 যোজিবদ্ধোদ্বিজানান্ত ক্রমামোজী প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 মার্গবৈয়াঘ্রবাণ্ডানি চৰ্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৯
 পৰ্ণপিল্ললবিধানাং ক্রমাদৃগাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 কর্ণকেশললাটেস্ত তুলায়াঃ প্রোক্তাঃ ক্রমেণতু ॥ ১০
 অবক্রাঃ সত্ৰচঃ সৰ্বে নাগ্নিদগ্ধাতুতৈব চ ।
 যজ্ঞোপবীতং কাপাস্কোমোর্ণানাং যথাক্রমম্ ॥ ১১
 আদিমধ্যাবসানেষু ভবচ্ছোপলক্ষিতম্ ।
 ভৈক্ষস্ত চরণং প্রোক্তং বর্ণানামমুপূৰ্ণশঃ ॥ ১২
 ইতি শঙ্খীয়ে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং বেদমন্মৈ প্রযচ্ছতি ।
 ভূতকাধ্যাপকো যন্ত উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥ ১
 প্রযতঃ কল্যামুখায় স্নাতো হতহতাশনঃ ।
 কুর্কীত প্রযতোভূত্যা গুরুণামভিবাদনম্ ॥ ২
 অমুক্তাতশ্চ গুরুণা ততোহধ্যয়নমাচরেৎ ।
 কৃত্বা ব্রহ্মজলিং পশুন্ গুরোরীদনমানতঃ ॥ ৩
 ব্রহ্মবসানে শ্রীরস্তে প্রণবঞ্চ প্রকীৰ্ত্তয়েৎ ।
 অনধ্যায়ৈবধ্যয়নং বৰ্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নতঃ ॥ ৪
 চতুর্দশীং পঞ্চদশীমষ্টমীং রাহুহৃতকম্ ।
 উদ্যাপাতং মহীকম্পমশৌচং গ্রামবিপ্লবম্ ॥ ৫
 ইন্দ্র প্রয়াগং সুরতং ঘনসংবাতনিস্বনম্ ।
 বাদ্যকোলাহলং দুষ্টমনধ্যায়ং বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥ ৬
 নাধীয়াতাভিযুক্তোহপি প্রযত্নায় চ বেগতঃ ।

দেবায়তনবন্দীকশ্মশানশিবসন্নিধৌ ।
 ভৈরবচর্যাস্তথা কুর্ধ্যাদব্রাহ্মণেবু যথাবিধি ।
 গুরুণা চাভ্যুজাতঃ প্রানীয়াৎ প্রামুখ্যং শুচিঃ ।
 হিতং প্রিয়ং গুরোঃ কুর্ধ্যাদহঙ্কারবিবর্জিতঃ ॥ ৭ ॥
 উপাস্য পশ্চিমাং সূর্য্যং পূজয়িত্ব হতাশনম্ ।
 অভিবাদ্য গুরুং পশ্চাদ্গুরোর্ধ্বচরনকৃত্বৈব ॥ ৮ ॥
 গুরোঃ পূৰ্ণং সমুত্তিষ্ঠেচ্ছরীত চরমং তথা ।
 মধুমাংসাজনং শ্রাদ্ধং গীতং নৃত্যঞ্চ বজ্রয়েৎ ॥ ৯ ॥
 হিংসাপবাদবাদাংশ্চ স্ত্রীলীলাশ্চ বিশেষতঃ ।
 মেখলামজিনং দণ্ডং ধারয়েচ্চ প্রযততঃ ।
 অধঃশায়ী ভবেন্নিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ১০ ॥
 এবং কৃত্যন্ত কুরীত বেনসীকরণং বুধঃ ।
 গুরুবে চ ধনং দত্ত্বা স্নান্যচ্চ তদনন্তরম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শব্দীয়ে ধর্মশাস্ত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

বিদেত বিধিবস্ত্রাধ্যামসমানার্থগোব্রজাম্ ।
 মাতৃতঃ পক্ষমীকপি পিতৃতত্বং সপ্তমীম্ ॥ ১ ॥
 ব্রাহ্মদৈব তুথৈবার্ঘ্যঃ প্রাজাপত্যতথাস্থরঃ ।
 গাক্কর্কো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ২ ॥
 এতে ধর্মাস্ত চত্বারঃ পূৰ্ণং বিপ্রৈঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 গাক্কর্কোরাক্ষসশ্চৈব কত্রিয়স্ত প্রশস্ততঃ ॥ ৩ ॥
 অপ্রার্থিতঃ প্রযত্নেন ব্রাহ্মন্ত পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 যজ্ঞেবু ঋত্বিজে দৈব আদ্যার্যন্ত গোময়ম্ ॥ ৪ ॥
 প্রার্থিতাপ্রদানেন প্রাজাপত্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 আহুরোজ্রবিধানানাপ্রাক্কর্কঃ সমস্মান্থিথঃ ॥ ৫ ॥
 রাক্ষসো যুদ্ধহরণং পৈশাচঃ কণ্ডাকাঙ্ক্ষলাৎ ।
 তিস্রস্ত্র ভার্গ্যা বিপ্রস্ত দে ভার্ঘ্যে কত্রিয়স্ত তু ॥ ৬ ॥
 ঐশেব ভার্গ্যা বৈশ্বস্ত তথা শূদ্রস্ত কীৰ্ত্তিতা ।
 ব্রাহ্মণী কত্রিয়া বৈশ্বা ব্রাহ্মণস্ত প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৭ ॥
 কত্রিয়া চৈব বৈশ্বা চ কত্রিয়স্ত বিদীরতে ।
 বৈশ্বেব ভার্গ্যা বৈশ্বস্ত শূদ্রা শূদ্রস্ত কীৰ্ত্তিতা ॥ ৮ ॥
 আপদ্যপি ন কর্তব্য শূদ্রা ভার্গ্যা বিজন্মনা ।
 অস্ত্রাং তস্ত প্রস্তুতস্ত নিকৃতিনং বিদীরতে ॥ ৯ ॥
 তপস্বী যজ্ঞনীলশ্চ সূৰ্য্যধর্মভূতাস্থরঃ ।
 এবং শূদ্রমাপ্নোতি শূদ্রশ্রাদ্ধে ত্রয়োদশে ॥ ১০ ॥
 নীরতে তু সপিগুহং বেবাং শ্রাদ্ধং কুলোপভম্ ।
 সর্কে শূদ্রশ্রাদ্ধায়ান্তি যদি স্বর্গজিত্যন্ততে ॥ ১১ ॥
 সপিণ্ডীকরণং কাৰ্য্যং কুলজন্ত তথা এবং ॥

শ্রাদ্ধং দ্বাদশকং কৃত্বা শ্রাদ্ধে প্রাপ্তে ত্রয়োদশে ১১
 সপিণ্ডীকরণং নার্বং নচ শূদ্রস্তথাহতি ।
 তন্মাৎ সর্বপ্রযজ্ঞেন শূদ্রাভার্গ্যাং বিবর্জয়েৎ ॥ ১২ ॥
 পানিগ্রাহ্যঃ সর্বর্ণাশ্চ গৃহীনাং কত্রিয়া শরম্ ।
 বৈশ্বা প্রতোদমাদমদ্যাদৈবদনে তু বিজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥
 সা ভার্গ্যা বা বহেদগ্নিং সা ভার্গ্যা বা পতিব্রতা ।
 সা ভার্গ্যা বা পতিপ্রাণা সা ভার্গ্যা বা প্রজাবতী ১৪
 লালনীয়া সদা ভার্গ্যা তাড়নীয়া তথৈব চ ।
 লাক্ষিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী ত্রীভবতি নাত্থবা ১৫
 ইতি শব্দীয়ে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমুনা গৃহস্থস্ত চূরী পেয়গুপস্করঃ ।
 কণ্ডনৌ চোদকুন্তশ্চ তস্ত পাপস্ত শাস্তয়ে ॥ ১ ॥
 পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ গৃহী নিত্যং ন হাপয়েৎ ।
 পঞ্চযজ্ঞবিধানেন তং পাপং তস্ত নশ্রুতি ॥ ২ ॥
 দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথৈব চ ।
 ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩ ॥
 হোমো দৈবোবলিভৌ তঃ পিত্র্যঃ পিতৃক্রিয়াস্তুতঃ
 স্বাব্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥ ৪ ॥
 বানপ্রস্থোব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব তথা বিজ্ঞঃ ।
 গৃহস্থস্ত প্রসাদেন জীবন্ত্যেতে যথাবিধি ॥ ৫ ॥
 গৃহস্থএব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ ।
 দাতা চৈব গৃহস্থঃ স্ত্রীতন্মাচ্ছ্রোতা গৃহাশ্রমী ॥ ৬ ॥
 যথা ভর্তা প্রভুঃ স্ত্রীণাং বর্ণনাং ব্রাহ্মণোযথা ।
 অতিথিত্বদেবাস্ত গৃহস্থস্ত প্রভুঃ স্তুতঃ ॥ ৭ ॥
 ন ত্রৈতনোপবাসেন ধর্ম্মেণ বিবিধেন চ ।
 নারী স্বর্গম্বাপ্নোতি প্রাপ্নোতি পতিপূজনাৎ ॥ ৮ ॥
 ন স্নানেন ন হোমেন নৈবান্নিপরিহর্ষণাৎ ।
 ব্রহ্মচারী দিবং যাতি স যাতি গুরুপূজনাৎ ॥ ৯ ॥
 নাগিওশ্রবণা কাস্ত্যাস্নানেন বিবিধেন চ ।
 বানপ্রস্থোদিবং যাতি যথা ভোজনবর্জনাৎ ॥ ১০ ॥
 ন ভৈকেন চ মোনেন শূদ্রাগারাস্ত্রয়েণ চ ।
 যোগী সিক্তিম্বাপ্নোতি যথা মৈথুনবর্জনাৎ ॥ ১১ ॥
 ন যজ্ঞেদক্ষিণাতিশ্চ বহিঃশ্রবণা ন চ ।
 গৃহী স্বর্গম্বাপ্নোতি যথা চাতিথিপূজনাৎ ॥ ১২ ॥
 তন্মাৎ সর্বপ্রযজ্ঞেন গৃহেহোহতিথিবিধাগতম্ ।
 আহারশয়নার্থেন বিধিবৎ পরিপূজয়েৎ ॥ ১৩ ॥
 সায়ং প্রাতশ্চ দুহুদাদমিহোজ্ঞং যথাবিধি ।

দর্শক পৌৰ্ব্বাস্যে জুহুয়তি তথাবিধি ॥ ১৪
যতৈকক্সি পশুবৈকশ চাতুর্থাভৈত্তথৈব চ ।
ত্রৈবাধিকাবিকারেন পিবেৎ সোমমতজ্জিতঃ ॥ ১৫
ইতিং বৈশ্বানরীং কুৰ্য্যাক্ষথা চান্নধনোবিজঃ ।
ন তিক্তেত ধনং শূদ্রাং সর্কং দদ্যদভীপ্তিতম্ ১৬
বৃন্তিস্ত ন তাজ্জৈবিশ্বানৃবিজং পূৰ্ণমেব তু ।
কর্মণা জন্মনা শুদ্ধং বিদ্যাং পাত্ৰং বলীততম্ ১৭
এতৈরেব শুণৈশ্চৈব ধর্মাজ্জিতধনং তথা ।
যজ্ঞয়েন্তু সদা বিপ্রো গ্রাহন্তস্মাৎ প্রতিগ্রহঃ ১৮
ইতি শম্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

গৃহস্থস্ত বদা পশ্বেবলীপলিতমায়নঃ ।
অপত্যন্যোব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ১
পুত্রেষু দারারিঃক্ষিপ্য তয়া বাহুগতো বনে ।
অগ্নীহুপচরেন্নিত্যং বজ্রমাহারমাহরেৎ ॥ ২
যদাহারো ভবেত্তেন পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ।
তেনৈব পূজয়েন্নিত্যমতিথিং সমুপাগতম্ ৩
গ্রামাদাহত্য চান্নীয়াদন্তৌ গ্রাসান্ সমাহিতঃ ।
স্বাধ্যায়ঞ্চ সদা কুৰ্য্যাজ্জটায় বিজ্ঞাতথা ৪
তপসা শোষয়েন্নিত্যং স্বকষ্টেব কলেবরম্ ।
আর্জবাসান্ত হেমস্তে গ্রীষ্মে পঞ্চতপাতথা ৫
প্রাবৃষ্যাকাশশায়ী স্যারক্তাশী চ সদা ভবেৎ ।
চতুর্থকালিকোবা স্যাৎ স্যাচ্চ ষষ্ঠক এব চ ৬
কুজৈরপি নয়ৎ কালং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ পালয়েৎ ।
এবং নীড়া বনে কালং যিজোত্রাক্রাশ্রমী ভবেৎ ৭
ইতি শম্বীয়ে ধর্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

কৃষ্ণেষ্টিং বিধিরং পশ্যাৎ সর্কবেদসদক্ষিণম্ ।
আয়জ্ঞগ্নীন্ সমারোপ্য যিকোত্রাক্রাশ্রমী ভবেৎ ১
বিধুমে নাস্তমুখলং ব্যঞ্চারে ভুক্তবজ্জনে ।
অতীতে পাদসম্পাতে নিত্যংভিক্ষাং যতিশ্চরেৎ ২
ন ব্যপেত তথালভে যথালব্ধেন বর্জয়েৎ ।
ন পাচরেত্তথৈবান্নং নান্নীয়াৎ কস্যচিদগৃহে ৩
মুগ্ধমাল্যবৃণাভি যতীনাস্ত বিনির্দিশেৎ !
তেষাং সমাজ্জনাচ্ছিরতিষ্টেব প্রকীর্তিতা ৪
কোপীনাচ্ছাদনং বাসো বিজ্ঞানসংশয়ন ।

শূভাগায়নিকৈতঃ স্যাদ্বজ্র সারং গৃহোমুনিঃ ৫
দৃষ্টিপূতং ন্যাসেৎ পাদং বজ্রপূতং জলং পিবেৎ ।
সত্যপূতং বশদহ্যকাং মনঃপূতং সমাচরেৎ ৬
চন্দ্রনৈর্কিপ্যতেজঃ বা ভক্ষ্যচৈবৈর্বিগর্হিতৈঃ ।
কল্যাণমপ্যকল্যাণং তয়োরেব ন সংশ্রয়েৎ ৭
সর্কভূতহিতো মৈত্রঃ সমলোষ্ট্রীগ্রকাঞ্চনঃ ।
ধ্যানযোগরতোনিত্যং ভিক্ষুর্ধ্যায়াং পরাংগতিম্ ৮
জন্মনা যন্ত নির্কিণ্ণো মন্যতে চ তথৈব চ ।
আধিভিবিয়াধিভৈশ্চৈব তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ৯
অভিচিৎসং শরীরস্য প্রিয়স্য চ বিপর্য্যয়ঃ ।
গর্ভবাসে চ বসতিস্তস্মান্মুচ্যেত নান্ধবা ১০
জগদেতন্নিরাক্রম্য নতু সারমনর্থকম্ ।
ভোক্তব্যমিতি নির্কিণ্ণো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ১১
প্রাণায়ামৈর্দেহেন্দোষান্ ধারণাভিচ্ছ কিঞ্চিৎ ।
প্রত্যাহারৈরসংস্কান্ধ্যানেনানীশ্বরান্গুণান্ ১২
সব্যাহুতিং সপ্রণবায় গায়ত্রীং শিরসা সহ ।
ত্রিঃপঠেদায়ত্তপ্রাণং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ১৩
মনসঃ সংযমন্তজ্জৈকধারণেতি নিগদাতে ।
সংহারশ্চেন্দ্রিয়ণাঞ্চ প্রত্যাহারঃ প্রকীর্তিতঃ ১৪
হৃদয়স্থস্য যোগেন দেবদেবস্য দর্শনম্ ।
ধ্যানংপ্রোক্তং প্রবক্ষ্যামিসর্কস্মান্ধ্যোগতঃশুভম্ ১৫
হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্কা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
হৃদি জ্যোতীংযি ভূয়শ্চ হৃদি সর্কং প্রতিষ্ঠিতম্ ১৬
অদেহমরণি কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্ ।
ধ্যাননির্মল্যনাভ্যন্ত বিষ্ণুংপশ্যেদহৃদি স্থিতম্ ১৭
হৃদ্যর্কশ্চজ্জমাঃ সূর্য্যঃ সোমো মধ্যো হত্যাশনঃ ।
তেজোমধ্যোস্থিতং তং তদমধ্যোস্থিতোহচ্যুতঃ ১৮
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাশ্রাস্য জস্তোদ্রিহিতো গুহায়াম্ ।
তেজোময়ং পশ্যতি বীতশোকো-
ধাতুঃ প্রসাদান্নহিমানমায়নঃ ১৯
বাস্তদেবন্তমোহন্ধানাং প্রত্যাক্ষো নৈব জায়তে ।
অজানপটসংবীতৈরিত্রিষ্টৈর্কিষয়েপশুভিঃ ২০
এষ বৈ পুরুষোবিষ্ণুর্ভাভাক্তঃ সনাতনঃ ।
এষ ধাতা বিধাতা চ পুরাণোনিফলঃ শিবঃ ২১
বিদেহমতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরমাত্মং ।
মত্শ্রবীদিশা ন বিভেত্তি মৃত্যো-
নাত্তঃ পদ্যবিদ্যোভেদয়নার ২২
পৃথিব্যাপস্তথা তেজোবায়ুকাশমেষ চ ।

পঞ্চম্যানি বিজানীয়াহাভূতানি পণ্ডিতঃ ॥২০
চক্ষুঃ শ্রোত্রে স্পর্শনঞ্চ রসনা জ্ঞাপয়েৎ চ ।
বুদ্ধীজ্ঞিরাণি জানীয়াৎ পঞ্চম্যানি শরীরকে ॥২৪
শব্দো রূপং তথা স্পর্শো রসো গন্ধস্তথৈব চ ।
ইজ্জিহ্বান্ বিজানীয়াৎ পঞ্চৈব বিষয়ান্ বুধঃ ॥২৫
হস্তো পাদাবুপস্থঞ্চ জিহ্বা পায়ুস্তথৈব চ ।
কর্ণেজ্জিরাণি পঞ্চৈব নিত্যং সতি শরীরকে ॥২৬
মনোবুদ্ধিস্তথৈবান্না ব্যক্তাব্যক্তং তথৈব চ ।
ইজ্জিয়েভ্যঃ পরাগীহ চক্ষুরি প্রবরাণি চ ॥ ২৭
তথায়ানং তদ্ব্যতীতঃ পুরুষং পঞ্চবিংশকম্ ।
তত্ত্ব জ্ঞাতা বিমুচ্যন্তে যে জনাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ ॥ ২৮
ইদন্ত পরমং শুদ্ধমেতদক্ষরমুত্তমম্ ।
অশঙ্কমরসস্পর্শমরূপং গন্ধবর্জিতম্ ॥ ২৯
নিহুঃখমহুঃখং শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।
বিজ্ঞানসারবিধস্ত মনঃপ্রগ্রহবন্ধনঃ ॥ ৩০
সৌহৃদনঃ পারম্যাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।
বালাগ্রশতশো ভাগঃ কল্পিতস্ত সহস্রধা ॥ ৩১
তস্যাপি শতশো ভাগাজীব্যঃ হুস্ত উদাহৃতঃ ॥৩২
মহন্তঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ ।
পুরুষান্নপরংকিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥৩৩
এষ সর্বৈষু ভূতেষু তিষ্ঠত্যবিরলঃ সদা ।
দৃগুতে ভগ্নয়া বৃক্ষা হুস্তয়া হুস্তদর্শিতঃ ॥ ৩৪
ইতি শব্দীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

ক্রিয়ান্নানং প্রবক্ষ্যামি যথাববিধিপূর্বকম্ ।
মুত্তিরক্তিঞ্চ কর্তব্যং শৌচমাদৌ যথাবিধি ॥ ১
জলে নিমজ্জ্য উন্নজ্য উপস্পৃশ্য যথাবিধি ।
তীর্থস্নাবাহনং কুখ্যাৎ তৎপ্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ২
প্রপদ্য বরণং দেবমস্তাস্যং পাতমর্জিতম্ ।
যাচেত দেহি মে তীর্থং সর্বপাপাপহন্তয়ে ॥ ৩
তীর্থমাবাহয়িষ্যামি সর্বাধিনিহুদনম্ ।
সাগ্রিধ্যামস্মিন্ তীয়ে চ ক্রিয়তাং মদমুগ্রহাৎ ॥ ৪
কুজাং প্রপদ্য বরদান্ সর্কানপ্পু সদন্তথা ।
সর্কানপ্পু সদন্তৈব প্রপদ্যে প্রযতঃ স্থিতঃ ॥ ৫
দেবমংগুসদং বহ্নিং প্রপদ্যাবিনিহুদনম্ ।
আপঃ পূণ্যঃ পবিত্রাশ্চ প্রপদ্যে শরণং তথা ॥ ৬
কুজশ্চাগ্নিচ সর্পশ্চ বরুণদ্বাপ এষ চ ।
শময়দ্যাক্ত মে পাপং মাঞ্চ রক্তস্ত সর্বশঃ ॥ ৭

হিরণ্যবর্ণেতি তিস্তিভিজ্জগতীতি চতসৃতিঃ ।
শমোদেবীতি তথা শমজাপ স্তথৈব চ ॥ ৮
ইদমাপঃ প্রবহতে দ্রুতঞ্চ সমুদীরয়েৎ ।
এবং সম্মার্জনং কৃৎস্না জলস্বার্থঞ্চ দেবতাঃ ॥ ৯
অশ্বমর্ষণস্থতঞ্চ প্রপঠেৎ প্রযতঃ সদা ।
ছন্দোহমৃষ্টপু চ তসৈব ঋষিষ্টৈবাস্বমর্ষণঃ ॥ ১০
দেবতা ভাববৃত্তঞ্চ পাপক্ষয়ে প্রকীর্তিতঃ ॥ ১১
ততোহন্তসি নিমগ্নঃ স্যাচ্চিঃপঠেদশ্বমর্ষণম্ ।
প্রপদ্যামুর্দ্ধনি তথা মহাবাহ্যতিভিজ্জলম্ ॥ ১২
যথাস্থমেধঃ ক্রতুরাট সর্বপাপাপনোদনঃ ।
তথাস্বমর্ষণং স্থতং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৩
অনেন বিধিনা স্নাত্বা স্নাতবান্ ধৌতবাসসা ।
পরিবর্জিতবাসান্ত তীর্থনামানি সংজপেৎ ॥ ১৪
উদকস্যাপ্রদানান্ত স্নানশাটান্ ন পীড়য়েৎ ।
অনেন বিধিনা স্নাত্তীর্থস্য ফলমশ্নতে ॥ ১৫
ইতি শব্দীয়ে ধর্মশাস্ত্রে ষষ্ঠমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শুভামাচমনক্রিয়াম্ ।
কায়ং কনিষ্ঠিকামূলে তীর্থমুত্তং করন্ত তু ॥ ১
অমৃষ্টমূলে চ তথা প্রোজাপত্যং প্রকীর্তিতম্ ।
অমৃষ্টাগ্রে স্মৃতং দৈবং পিত্র্যং তর্জনিমূলকম্ ॥ ২
প্রোজাপত্যেন তীর্থেন ত্রিঃ প্রানীয়াজ্জলং বিষ্ণুঃ
দ্বিঃপ্রমুখ্য মুখং পশ্চাদ্ভিঃ খং সমুপস্পৃশেৎ ॥ ৩
হৃৎপাতিঃ পূর্যতে বিপ্রঃ কর্তৃগাভিঞ্চ ভূমিপঃ ।
তালুগাভিতথা বৈশ্বঃ শূদ্রঃ সৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥ ৪
অন্তর্জায়ুঃ শুচৌ দেশে প্রোজমুখঃ স্নসমাহিতঃ ।
উদগুমুখোহপি প্রযতোদিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ৫
অভিঃ সমুদুর্ভাতিস্ত হীন্যতিঃ ফেনবৃষুদৈঃ ।
বহ্নিনা চাপ্যদধ্ভাভিরঙ্গুলীভিরুপস্পৃশেৎ ॥ ৬
তর্জন্তুষ্ঠযোগেন স্পৃশেৎপ্রেমদ্বয়ং ততঃ ।
অমৃষ্টানামিকাভ্যন্ত প্রবণৌ সমুপস্পৃশেৎ ॥ ৭
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেৎ স্বকৃৎস্নং ততঃ ।
সর্কাদামেব যোগেন নাভিঞ্চ হৃদয়ং ততঃ ॥ ৮
সংস্পৃশেত্তু তথা মূর্ধ্না যথাচাচমনে বিধিঃ ॥ ৯
ত্রিঃ প্রানীয়াদ্যদন্তস্ত্রীত্যন্তেনান্ত দেবতাঃ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবন্তীত্যমুগুপ্তমঃ ॥ ১০
গন্ধা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জনাৎ ।
নাসত্যাদৌ প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে ॥ ১১

সৃষ্টে লোচনযুগে চ প্রীরেতে শশিতাকরৌ ।
কর্ণযুগে তথা সৃষ্টে প্রীরেতে অনিলানলৌ ॥ ১২
ব্রহ্মরোঃ স্পর্শনাদন্ত প্রীরেতে সর্ষদেবতাঃ ।
মূৰ্দ্ধন্ত স্পর্শনাদন্ত প্রীতন্ত পুরুষো ভবেৎ ॥ ১৩
বিনা যজ্ঞোপবীতেন তথা মুক্তশিখোহপি বা ।
অপ্রকালিতপাদন্ত আচাতোহপ্যণ্ডচির্ভবেৎ ॥ ১৪
বহির্জাম্বুকপশ্চাত্ত একহস্তাপির্ভৈর্জলৈঃ ।
সমলাতিস্তথামিশ্চ নৈব শুদ্ধিমবাণ্ণয়াৎ ॥ ১৫
আচম্য চ পুরা প্রোক্তং তীর্থসংমার্জনং তুতঃ ।
উপশ্চত ততঃ পশ্চাদ্ময়োগানেন ধর্মতঃ ॥ ১৬
অস্তশ্চরসি তুতন্ত গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ ।
স্বংযজ্ঞস্বং বযট্কারআপোজ্যোতীরসোহমৃতম্ ১৭
আচম্য চ ততঃ পশ্চাদ্দিত্যাতিমুখোজলম্ ।
উহত্যং জাতবেদসং ময়্যেণ প্রকিপেত্ততঃ ॥ ১৮
এব এব বিধিঃ প্রোক্তঃ সন্ধ্যায়াম্ দ্বিজাতিবু ।
পূর্বাং সন্ধ্যাং তপংস্তিষ্ঠেদাসীনঃ পশ্চিমাং তথা ১৯
ততোজপেং পবিত্রাণি পবিত্রান্ বাণ শক্তিতঃ ।
ঋগ্যো দীর্ঘসন্ধ্যাদীর্ঘমায়ুরবাণ্যুযুঃ ॥ ২০
ইতি শব্দীয়ে ধর্মশাস্ত্রে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

সর্ষবেদপবিত্রাণি সংপ্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ।
যেবাং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ পুষ্পেস্তে মানবাঃ সদা ॥ ১
অঘমর্ষণং দেবব্রতং শুদ্ধবতাস্ত্ৰ যৎসদা ।
কুশাণ্ডাঃ পাবমাস্ত্ৰশ্চ সর্ষসাবিত্র্যএব চ ॥ ২
অভীষ্টকুপদা চৈব স্তোমানি ব্যাহতিস্তথা ।
ভাকুণানি চ সামানি গায়ত্র্যা বৈ বৃতং তথা ॥ ৩
পুরুষব্রতঞ্চ ভাষঞ্চ তথা সোমব্রতানি চ ।
অবিজ্ঞং বাহ্পত্যঞ্চ বাক্শুক্শ্চ মনুতং তথা ॥ ৪
শতরুদ্রীমথর্কশিরাজ্জিহ্বপর্ণাং মহাব্রতম্ ।
গোহুত্ৰমথহুত্ৰঞ্চ ইন্দ্রহুত্ৰঞ্চ সামনী ॥ ৫
ত্রীণি পুষ্পাঙ্গদেহানি রথস্ত-
রঞ্চাগ্নি ব্রতং বামদেব্যঞ্চ ।
এতানি গীতানি পুনস্তি জহুন্ ।
জাতিস্মরস্বং লভতে যদীচ্ছেৎ ॥ ৬
ইতি শব্দীয়ে ধর্মশাস্ত্রে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

ইতি বেদপবিত্রাণ্যভিহিতানি
এত্যাঃ সাবিত্রী বিশিষ্যতে ।
নাস্ত্যঘমর্ষণাং পরমং তজ্জলেন
ব্যাহতিভিঃ পরম্ হোমঃ ॥ ১
ন সাবিত্র্যাঃ পরং জপ্যং । কুশব্রহ্মমা-
সীনঃ কুশোত্তরীয়ঃ কুশপাণিঃ প্রোযুখঃ সূর্য্যাস্তি
মুখো বাক্শমালামাদায় দেবতাধ্যায়ী তজ্জপং
কুর্ধ্যাৎ । স্ববর্ণমণিমুক্তাফটিকপদ্মপত্রবীজাঙ্কা-
গামস্ততমেনাঙ্কমালাং কুর্ধ্যাৎ । ধ্যায়ন্ বাম
হস্তোপরিব্যাগগণয়েৎ । আদৌ দেবতামার্বং
ছন্দশ্চ স্মরেৎ । ততঃ সপ্রণবব্যাহতিকামাদা-
বস্তে চ শিরসা গায়ত্রীমাবর্তয়েৎ তথাস্তাঃ
সবিতা ঋষির্কিষামিত্রো গায়ত্রীছন্দঃ । প্রণ-
বাদ্যা ভূভূবঃ স্বর্ষহর্জন স্তপঃ সত্যমিতি
ব্যাহতয়ঃ । আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম-
ভূভূবঃ স্বরোম্ ॥ ২
সব্যাহতিকং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ ।
যে জপস্তি সদা তেবাং ন ভয়ং বিদ্যতেকচিৎ ॥ ৩
দশজপ্তা তু সা দেবী দিনপাণপ্রণাশিনী ।
শতং জপ্তা তথা সা তু সর্ষকঅশ্বনাশিনী ॥ ৪
সহস্রং জপ্তা সা নুগাং পাতকেভ্যাঃ সমুজ্জরেৎ ।
স্বর্ণস্তেয়ী কৃতয়শ্চ ব্রহ্মহা গুরুতলগঃ ॥ ৫
সূরাপশ্চ বিভধ্যোত লক্ষজপ্তেন সর্ষদা ।
প্রাণায়ামব্রতং কুহ্মানকালে সমাহিতঃ ॥ ৬
অহোরাত্রকৃত্যং পাপান্তংক্ষণাদেব শুধ্যতি ।
সব্যাহতিকাঃ সপ্রণবাঃপ্রাণায়ামাস্ত্ৰবোড়শ ॥ ৭
অপি জপহণং মাসাং পুনস্ত্যহরহঃ কৃত্যঃ ।
ততা দেবী বিশেষেণ সর্ষকামপ্রদায়িনী ।
সর্ষপাপক্ষয়করী বনহুতকুবৎসলা ।
শক্তিকামস্ত জুহ্বাঙ্গায়ত্রীমযুতৈঃ শুচিঃ ॥ ৮
হর্তু কামোহপমৃত্যুঞ্চ যুতেন জুহ্বাতথা ।
ত্রীকামস্ত তথা পট্টেবিটৈঃ কাঞ্চনকামতঃ ॥ ৯
ব্রহ্মবর্কসকামস্ত জুহ্বাং পূর্ষবতথা ।
যুতশুক্লেতিগৈর্কহৌ হত্ব তু হুসমাহিতঃ ॥ ১০
গায়ত্র্যযুতহোমাতু সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।
পাপায়া লক্ষহোমেন পাতকেভ্যাঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১
ব্রহ্মলোকমবাপোতি প্রোযুখাং কামমীক্ষিতম্ ।
গায়ত্রী চৈব জননী গায়ত্রী পাপনাশিনী ॥ ১২

গায়ত্রীস্ত পয়ঃ নাস্তি দ্বিবি চেহ চ পাবনম্ ।
 হস্তপ্রাপপ্রবা দেবী পততাং নরকার্ণবে ॥ ১০
 তস্মাত্তামভ্যসমিত্যং ব্রাহ্মণোনিয়তঃ শুচিঃ ।
 গায়ত্রীজপানিয়তো হব্যকব্যেবু ভোজয়েৎ ।
 তস্মিন্ন তিষ্ঠতে পাপমুন্নিদ্রুবিব ভাস্করে ॥ ১৪
 জপেনৈব তু সংসিধোদুব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।
 কুর্জ্যাদগ্নবৎ কুর্ধ্যাক্ষৈত্রোব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ১৫
 উপাংগুঃ স্ফাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ।
 নৌচ্চৈর্জপ্যং বৃধঃ কুর্ধ্যাং সাবিদ্র্যাস্তবিশেষতঃ ॥ ১৬
 সাবিদ্রীজপানিরতঃ স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ ।
 সাবিদ্রীজপানিরতো মোক্ষোপায়ঞ্চ বিদতি ॥ ১৭
 তস্মাৎ সর্গপ্রযত্নেন স্নাতঃ প্রযতমানসঃ ।
 গায়ত্রীঞ্চ জপেত্তুত্যা সর্গপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ১৮
 ইতি শব্দীয়ে ধর্মশাস্ত্রে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

স্নাতঃ কৃতজপস্তদম্ প্রায়ুষ্টো দিব্যেন
 তীর্থেন দেবাহুদকেন তর্পয়েৎ । প্রত্যহং পুরুষ
 স্মৃতেনোদকাজলীন্ দদ্যাৎ পুষ্পাজলীন্ ভক্ত্যা ।
 অথ কৃতাপসব্যো দক্ষিণামুখোহস্তর্জ্যাতঃ
 পিত্র্যেণ পিতৃণাং শ্রাদ্ধপ্রকার মূদকং দদ্যাৎ ।
 পিত্রে পিতামহায় পিতৃশাস্ত্রে সপ্তমাং পুরুষাং
 পিতৃপক্ষে যাবতাং নাম জানীয়াৎ । পিতৃপক্ষী-
 য়াণাং ত্রয়াণাং দহ্য মাতৃপক্ষীয়াণাং গুরুণাং
 সম্বন্ধিবান্ধবানাঞ্চ কৃত্বা সুহৃদাং কুর্ধ্যাৎ ।
 ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ।
 বিনা রোপ্যস্ববর্ণেন বিনা তাম্রতিলেন চ ।
 বিনা দর্ভেণ মঠৈশ্চ ধিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে ॥ ১
 সৌবর্ণরাজতাত্মাঞ্চ খঞ্জোনে ভূষয়েৎ বা ।
 দত্তমক্ষরতাং যাতি পিতৃগন্ত তিলোদকম্ ॥ ২
 কুর্ধ্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমদ্রাদ্যোনোদকেন বা ।
 পরোমূলফলৈর্কাপি পিতৃণাং প্রীতিমাবহন্ ॥ ৩
 স্নাতস্ত তর্পণং কৃত্বা পিতৃগন্ত তিলাস্তদা ।
 পিতৃবজ্রমবাপ্নোতি প্রীণন্তি পিতরন্তথা ॥ ৪
 ইতি শব্দীয়ে ধর্মশাস্ত্রে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণায় পরীক্ষ্যত মৈবে কর্মশি ধর্মবিৎ ।
 পিত্র্যো কর্মশি সংপ্রাপ্তে স্মৃতমার্গঃ পরীক্ষণম্ ॥ ১

ব্রাহ্মণা যে বিকর্ম্যণো বৈভালব্রতিকাঃ শঠাঃ ।
 হীনাক্সা অতিরিক্তাক্সা ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিত্তিদ্বকাঃ ॥
 গুরুণাং প্রতিবলাশ্চ তথায়ুংপাতিনশ্চ যে ।
 গুরুণাং ত্যাগিনশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিত্তিদ্বকাঃ ॥
 অনধ্যায়েষধীয়ানাঃ শৌচাচারবিবর্জিতাঃ ।
 শূদ্রান্নরসংপৃষ্টা ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিত্তিদ্বকাঃ ॥ ৪
 যড়স্ববেদবেত্তারো বহুচট্টৈব স্বামগাঃ ।
 তৃণাচিকेतঃ পঞ্চায়িব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিত্তিপাবনাঃ ॥
 ব্রহ্মদেয়াহুসস্তান ব্রহ্মদেয়াপ্রদায়কাঃ ।
 ব্রহ্মদেয়া পতির্ঘশ্চ ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিত্তিপাবনাঃ ॥ ৬
 ঋগ্য়জুঃপারগো যশ্চ সায়ানং যশ্চাপি পারগঃ ।
 অথর্ক্যঙ্গিরসোহধ্যোতাব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিত্তিপাবনাঃ ৭
 নিত্যং যোগরতোবিদ্বান্ সমলোষ্ট্রাশ্চকাঞ্চনঃ ।
 ধ্যানশীলো যতির্বিদ্বান্ ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিত্তিপাবনাঃ ৮
 ঘোঁদৈবেপ্রায়ুষ্টোত্রীংশপিত্র্যেচোদযুধাভ্যন্তথা ।
 ভোজয়েদ্বিবিদ্বান্ বিপ্রান্টনৈককমুত যত্র বা ॥ ৯
 ভোজয়েদথবাপ্যেকং ব্রাহ্মণং পণ্ডিত্তিপাবনম্ ।
 দেশেকৃত্বাতুনেবেদ্যাংপশ্চাৎকৌতুতংকিপেৎ ॥ ১০
 উচ্ছিষ্টসম্মিধৌ কার্গ্যাং পিণ্ডনির্দপণং বৃধৈঃ ।
 অভাবে চ তথা কার্গ্যমগ্নিকার্গ্যাং যথাবিধি ॥ ১১
 শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু যত্নেন তয়া ক্রোধবিবর্জিতঃ ।
 উষ্ণমন্নং দ্বিজাতিত্যঃ শ্রদ্ধয়া বিনিবেদয়েৎ ॥ ১২
 ভোজয়েদ্বিবিদ্বান্ বিপ্রান্ গুরুমালায়ুলেপনৈঃ ।
 পণ্ডিত্তিবিদ্যায়নোগেহে ভোজ্যং বা ভক্ষ্যমেব বা
 অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং পিণ্ডমুলে কথঞ্চন ॥ ১৩
 উগ্রগন্ধাঙ্গগন্ধানি চৈতাব্রুকভবানি চ ।
 পুষ্পানি বর্জনীয়ানি তথা পরীতজানি চ ।
 ত্রয়োদ্ব্যতানি দেয়ানি রক্তাঙ্গপি বিশেষতঃ ॥ ১৪
 উর্গাহুত্রং প্রদাতব্যং কার্পাসমথবা নবম্ ।
 দশা বিবর্জয়েৎ প্রোজ্ঞো যদানাহতবয়স্জাঃ ॥ ১৫
 যুতেন দীপো দাতব্যস্তিলটিলেন বা পুনঃ ॥
 ধূপার্থং গুগুণ্ডলং দদ্যাৎ স্মৃতযুক্তং মধুকটম্ ।
 চন্দ্রনঞ্চ তথা দদ্যাৎ যৎ কুঙ্কমং শুভম্ ॥ ১৭
 তত্রাকং শরশিখঞ্চ পলঞ্চ সপকং তথা ।
 কুম্মাণ্ডালবাব্ধাক্কোকোবিদ্যারংশ্চ বর্জয়েৎ ॥ ১৮
 পিপ্পলীং মরিচকৈব তথাবৈ পিণ্ডমূলকম্ ।
 কৃতঞ্চ লবণকৈব বংশাগন্ত বিবর্জয়েৎ ॥ ১৯
 রাজমাসান্ মন্সরাংশ্চ প্রোবনকোরমুকান্ ।
 লোহিতান্ বৃক্ষনির্ঘাসান্ ব্রহ্মকর্মণি বর্জয়েৎ ॥ ২০
 আত্ৰাতলবলীমূলমূলকান্ বহিষ্যতিমান্ ॥

স কোবিদার্থ্যসংকল্পরাজেন মধুনা সদা ॥ ২১ ॥
 শক্নু শরীরয়া সর্দিং দদাচ্ছাক্তে প্রযত্নতঃ ।
 পায়সাদিতিকৃষ্ণৈশ্চ ভোজয়িত্বা তথা দ্বিজান্ ॥ ২২ ॥
 তক্তা প্রণম্য আচাৰ্য্যান্ তথা বৈদত্তদক্ষিণান্ ॥ ২৩ ॥
 অভিবাধ্য প্রসন্নাত্মা অমৃতজ্য বিসর্জয়েৎ ।
 নিমন্ত্রিতস্ত যঃ শ্রাদ্ধে মৈথুনং সেবতে দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥
 শ্রাদ্ধং ভুক্ত্য চ দধা চ যুক্তঃ স্যান্নহতেনসা ।
 কালশাকং মহাশকং মাংসং বা শকুনস্য চ ॥ ২৫ ॥
 ধনমাংসং তথানন্ত্যং যমঃ প্রোবাচ ধর্ম্মবিৎ ।
 ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

যদদাতি গয়াক্ষেত্রে প্রভাবে পুরুষেহপি চ ।
 প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে সর্বমানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ১ ॥
 গঙ্গাযমুনয়োত্তীরে তীর্থে বামরকটকে ।
 নর্ম্মদায়াং গয়াতীরে সর্বমানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ২ ॥
 বারণস্যং কুরুক্ষেত্রে ভৃগুভূঙ্গ মহালয়ে ।
 সপ্তারণ্যেহসিকুপে চ যত্তদক্ষয়মুচ্যতে ॥ ৩ ॥
 স্লেচ্ছদেশে তথা রাওৌ সন্ধ্যায়োশ বিশেষতঃ ।
 ন শ্রাদ্ধমাচরেৎ প্রাজ্ঞো স্লেচ্ছদেশে নচ ব্রজং ॥ ৪ ॥
 হস্তিচ্ছায়াস্বর্ঘ্যমিতচক্রার্দ্ধে রাহুদর্শনে ।
 বিবৃবত্যয়নে চৈব সর্বমানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ৫ ॥
 প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়ঃ মধ্যাযুক্তা ত্রয়োদশী ।
 প্রাপ্য শ্রাদ্ধস্ত কর্তব্যং মধুনা পায়সেন চ ॥ ৬ ॥
 প্রজাঃ পুষ্টিং তথা স্বর্গমারোগ্যঞ্চ ধনং তথা ।
 নৃণাং প্রাপ্য সদা প্রীতিং প্রযচ্ছন্তি পিতামহাঃ ॥ ৭ ॥
 ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

জননে মরণে চৈব সপিণ্ডানাং বিজ্ঞোক্তমাঃ ।
 ত্রাহাচ্ছুক্ক্ষিমবাপ্রোতি বোহয়িবেশমম্বিতঃ ॥ ১ ॥
 সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ততে ।
 জননে মরণে বিপ্রো দশাহেন বিদ্যুদতি ॥ ২ ॥
 ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পক্ষেণ শুধ্যতি ।
 মাসেন তু তথা শূদ্রঃ শুদ্ধিমাপ্রোতি নাস্তরা ॥ ৩ ॥
 রাজিভির্দ্বাসতুল্যাভির্গর্ভজ্ঞাবে বিদ্যুদতি ।
 অজাতদন্তবালে তু সন্ধ্যাশৌচং বিধীয়তে ॥ ৪ ॥
 অহোরাত্রান্তথা শুদ্ধির্কালে স্কৃততদুৎকৃৎ ।

তথৈবানুপনীতে তু ত্রাহাচ্ছুক্ক্ষিম মানবাঃ ॥ ৫ ॥
 মৃতানাং কতকানান্ত তথৈব শূদ্রজন্মনঃ ।
 অনুচত্বার্যাঃ শূদ্রস্ত বোড়শাহংসরাং পরম্ ॥ ৬ ॥
 যুত্যাং সমবগচ্ছন্তু মাংসং তস্যাপি বান্ধবাঃ ।
 শুদ্ধিং সমবগচ্ছন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭ ॥
 পিতৃবেদ্বিনি কন্যা যা রজঃ পশুতাসংস্কৃতা ।
 তস্যাং মৃত্যোঃ নার্শৌচং কদাচিদপি শাম্যতি ॥ ৮ ॥
 হীনবর্ণাদযদা নারী প্রমাদাৎ প্রসবং ব্রজেৎ ।
 প্রসবে মরণে তজ্জমশৌচং নোপশাম্যতি ॥ ৯ ॥
 সমানং খবশৌচস্ত প্রথমে তু সমাপয়েৎ ॥
 অসমানং দ্বিতীয়েন ধর্ম্মরাজবচোবধা ॥ ১০ ॥
 দেশান্তরগতঃ শ্রদ্ধা সত্বানাং মরণোক্তবো ।
 যচ্ছেষং দশরাত্র্য তাবদেবাণ্ডচির্ভবেৎ ॥ ১১ ॥
 অতীতে দশরাত্রে তু তাবদেবগুচির্ভবেৎ ।
 তথা সপ্তসরেহতীতে স্নানএব বিদ্যুদতি ॥ ১২ ॥
 অনৌরসেহু পুত্রেহু ভার্গ্যাশ্বনাগতাস্থ চ ।
 পরপূর্নাস্থ চ স্ত্রীযু ত্রাহাচ্ছুক্কিরিহ্যতে ॥ ১৩ ॥
 মাতামহে ব্যতীতে তু আচার্য্যে চ তথা মৃতৈ ।
 গৃহে মৃতাস্থ দস্তাস্থ কন্যাস্থ চ ত্রাহং তথা ॥ ১৪ ॥
 বিনষ্টে রাজনি তথা জাতে দৌহিত্রকে গৃহে ।
 আচার্য্যপত্নীপুত্রেহু দিবসেন চ মাতুলে ॥ ১৫ ॥
 মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিঃ শিষ্যস্তি ঋক্ষবেহু চ ।
 সত্রক্ষচারিণি তথা অনুজনে তথা মৃতৈ ॥ ১৬ ॥
 একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা ষড়্ভাত্রং সামমেব চ ।
 শূদ্রাঃ সপিণ্ডবর্ণানামশৌচং ক্রমতঃ স্মৃতম্ ॥ ১৭ ॥
 সপিণ্ডে ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধিঃ ষড়্ভাত্রং ব্রাহ্মণস্য চ ।
 বর্ণানাং পরিশিষ্টানাং দ্বাদশেহস্থিবিনির্দেশেৎ ॥ ১৮ ॥
 সপিণ্ডে ব্রাহ্মণা বর্ণাঃ সর্ব এবাবিশেষতঃ ।
 দশরাত্রেণ শুধ্যয়ুরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ ॥ ১৯ ॥
 ভৃগুপিতৃনাস্তোভিমুতানামাস্তবাতিনাম্ ।
 পতিতানামশৌচঞ্চ শত্রুবিদ্যাক্ততাং যে ॥ ২০ ॥
 যতো ব্রতী ব্রক্ষচারী স্থপকারঃ দীক্ষিতঃ ।
 নার্শৌচভাজঃ কথিতা রাজাজ্জাকারিণশ্চ যে ॥ ২১ ॥
 যস্ত ভৃগুজ্ঞে পরাশৌচেবগীসৌহপ্যগুচির্ভবেৎ ।
 অমুষ্য শুকৌ শুদ্ধিঃ ততাপ্যুক্তা মনীষিভিঃ ॥ ২২ ॥
 পরাশৌচে নরো ভূক্তা ক্রমিযথৌনো প্রজায়তে ।
 ভূক্তান্নং ম্রিয়তে যন্ত তন্ত জাতৌ প্রজায়তে ॥ ২৩ ॥
 দানং প্রতীগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃকর্ম্ম চ ।
 প্রেতপিতৃক্ৰিয়াবর্জ্যমশৌচং বিনিবর্ততে ॥ ২৪ ॥
 ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

মুগ্ধয়ং ভাজনং সর্ষং পুনঃ পাকেন ওধ্যতি ।
 মলৈমু'ত্রৈঃ পুরীষৈর্বা জীবনৈঃ পুষ্যশোণিতৈঃ ॥ ১ ॥
 সংস্পৃষ্টং নৈব ওধ্যত পুনঃ পাকেন মুগ্ধয়ম্ ।
 এতৈরেব যদি স্পৃষ্টং তাম্রসৌবর্ণ্যরঞ্জিতম্ ॥ ২ ॥
 ওধ্যতাবর্তিতং পশ্চাদন্তথা কেবলান্তথা ।
 অম্লোদকেন তাম্রস্য সীসস্য ত্রপুণস্তথা ॥ ৩ ॥
 ক্ষারেণ শুদ্ধিঃ কাংস্তস্তলৌহস্তাপিবিনির্দিশেৎ ॥
 মুক্তামণিপ্রবালানাং শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥ ৪ ॥
 অজ্ঞানাং চৈব ভাণানাং সর্ষস্তান্ময়স্ত চ ।
 শাকমূলকলানাঞ্চ বিদলানাং তথৈব চ ॥ ৫ ॥
 মার্জনাৎষজ্ঞপাত্রাণাং পানিণা যজ্ঞকর্মণি ।
 উষ্ণান্তথা শুদ্ধিঃ সেকশানাং বিনির্দিশেৎ ॥ ৬ ॥
 শয্যানাপণানান্ত স্থ্যস্ত কিরণৈস্তথা ।
 শুদ্ধিস্ত প্রোক্ষণাদ্বজ্ঞে করকেক্ষনয়োস্তথা ॥ ৭ ॥
 মার্জনাৎদেমনাং শুদ্ধিঃ ক্ষিতেঃ শোধস্ততৎক্ষণাৎ ॥
 সংমার্জনেন ত্রোয়েন বাসসাং শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৮ ॥
 বহুনাং পোক্ষণাচ্ছুদ্ধিদ্ধাত্মানীনাং বিনির্দিশেৎ ।
 প্রোক্ষণাৎ সংহতানাঞ্চ কাষ্ঠানাকৈব তক্ষণাঞ্চ ॥ ৯ ॥
 সিদ্ধার্থকানাং কপ্পেন শৃঙ্গদন্তময়স্ত চ ।
 গোবাতৈঃ ফলপত্রাণামস্থ্যং শৃঙ্গবত্যাং তথা ॥ ১০ ॥
 নির্ধাসনাং শুভ্রানাঞ্চ লবণানাং তথৈব চ ।
 কুহুমস্থানানাঞ্চ উর্ণাকার্পাসয়োস্তথা ॥ ১১ ॥
 প্রোক্ষণাৎ কথিতা শুদ্ধিবিতিয়াহ ভগবান্ বম্ ।
 ভূমিষ্ঠমুদকং শুদ্ধং তথা শুচি শিলাগতম্ ॥ ১২ ॥
 বর্ণগন্ধরসৈহৃষ্টৈর্ষজ্ঞিতানাং তথা ভবেৎ ।
 শুদ্ধং নদীগতং ত্রোয়ং সর্ষদেব স্থথাকরম্ ॥ ১৩ ॥
 শুদ্ধং প্রসারিতং পণ্যং শুদ্ধাশ্বাদদঘো মুখে ।
 মুখবর্জিত্ত গোঃ শুদ্ধা মীর্জারশ্চাপ্রশমে শুচিঃ ॥ ১৪ ॥
 শয্যা ভাষ্যা শিশুর্ষজ্ঞমুপবীতং কমণ্ডলুঃ ।
 আয়নঃ কথিতং শুদ্ধং ন তচ্ছুদ্ধং পরস্ত চ ॥ ১৫ ॥
 নারীগণৈকৈব বৎসানাং শকুনীনাং শুনাং মুখম্ ।
 রাত্রৌ প্রসরণে বৃক্ষং মৃগয়ায়াং সর্ষা শুচি ॥ ১৬ ॥
 শুদ্ধা ভর্তৃশূচ্যেত্বেহি স্মাতা নারী রজস্বলা ।
 দৈবে কর্মণি পিত্যে চ পক্ষমেহঁনি শুধ্যতি ॥ ১৭ ॥
 রণ্যাকন্দনোঃ রন জীবনাদ্যেন বাপ্যথ ।
 নাভেজ্জল্ধ নরঃ স্পৃষ্টঃ সদাঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥ ১৮ ॥
 কুলা মূবপুত্রীষঞ্চ লেপগন্ধাপহস্তথা ।
 উদ্ধৃতনাস্তলা স্নানং মূলা চৈব সমাচরেৎ ॥ ১৯ ॥
 মেহনে মৃত্তিকাঃ সপ্ত নিজে বে চ প্রকীর্ণিতৈ ।

একস্মিন্ বিংশতিহন্তে দ্বয়োদ্যোশ্চতুর্দশ ॥ ২০ ॥
 তিস্রস্ত মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃষা তু নবশোধনম্ ।
 তিস্রস্ত পাদয়োদ্যোঃ শৌচকামস্য সর্ষদা ॥ ২১ ॥
 শৌচমেতদগৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
 দ্বিগুণঞ্চ বনস্থানাং যতীনাং দ্বিগুণং তথা ॥ ২২ ॥
 মৃত্তিকা চ বিনির্দিষ্টা ত্রিপর্ক পূর্য্যতে যয়া ॥ ২৩ ॥
 ইতি শব্দীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

নিত্যং ত্রিষবণ্ময়ী কৃষা পর্ণকুটীং বনে ।
 অধঃশায়ী জটাদারী পর্ণমূলফলাশনঃ ॥ ১ ॥
 গ্রামং বিশেষত ভিক্ষার্থং স্বকর্ম্ম পরিকীর্ত্তয়ন্ ।
 একং কালং সমাহ্বায় বর্ষে চ দ্বাদশে গতে ॥ ২ ॥
 কৃষ্ণস্তেয়ী সুরাপারী ব্রহ্মহা গুরুতরগণঃ ।
 ব্রতেনৈতেন ওধ্যস্তি মহাপাতকিনশ্চ যে ॥ ৩ ॥
 যাগস্থং ক্ষত্রিয়ং হত্যা বৈশ্যং হত্যা তু যাজকম্ ।
 এতদেব ব্রতং কুর্ঘ্যাদাশ্রমং বিনির্দুষকঃ ॥ ৪ ॥
 কূটসাক্ষ্যং তথৈবাত্মা নিক্ষেপঞ্চ প্রহৃত্য চ ।
 এতদেব ব্রতং কুর্ঘ্যাক্কল্যা চ শরণাগতম্ ॥ ৫ ॥
 আহিতাঘিঃ স্ত্রিয়ং হত্যা মিত্রং হত্যা তথৈব চ ।
 হত্যা গর্ভমবিজাতমেতদেব ব্রতঞ্চরেৎ ॥ ৬ ॥
 ব্রতস্থঞ্চ দ্বিজং হত্যা পার্শ্ববঞ্চাকৃত্যশ্রমম্ ।
 এতদেব ব্রতং কুর্ঘ্যাদ্বিগুণঞ্চ বিওদ্ধয়েৎ ॥ ৭ ॥
 ক্ষত্রিয়স্য তু পাদানং তদন্ধং বৈশ্যাতনে ।
 অন্ধমেব সদা কুর্ঘ্যাত্ত্রৈবধে পুরুষস্তথা ॥ ৮ ॥
 পাদস্ত শূদ্রহত্যায়ামুদক্যাগমনে তথা ।
 গোবধে চ তথা কুর্ঘ্যাত্ত পরদারগতস্তথা ॥ ৯ ॥
 পশুন্ হত্যা তথা গ্রাম্যান্ মানসং কুর্ঘ্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
 আরণ্যানাং বধে চৈব তদন্ধস্ত বিদীয়তে ॥ ১০ ॥
 হত্যা দ্বিজং তথা সর্পং জলেশয়বিশেষয়ো ।
 সপ্তরাত্রং তথা কুর্ঘ্যাত্তব্রতস্ত ব্রাহ্মণস্তথা ॥ ১১ ॥
 অনস্তান্ত শতং হত্যা সাহুং দশশতং তথা ।
 ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্ঘ্যাত্ত পূর্ণং সপ্তসরং তথা ॥ ১২ ॥
 গম্য যস্য চ বর্ণস্য বৃত্তিচ্ছেদং সমাচরেৎ ।
 তস্য তস্য বধপোক্তং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ১৩ ॥
 অপরিত্য তু বর্ণনাং ভুবনেন প্রমাদতঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তমপ্য প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যহমতঞ্চরেৎ ॥ ১৪ ॥
 গোহজ্ঞাপহরণে সীসানাং রজস্তস্য চ ।
 জলাপহরণে চৈব কুর্ঘ্যাত্ত সপ্তসরং ব্রতম্ ॥ ১৫ ॥

তিলানাং ধাত্ববজ্রাণাং শজ্জাণামামিষস্য চ ।
 সম্বৎসরান্নং কুর্বাতি ব্রতমেতৎ সমাহিতঃ ॥ ১৬
 ভূগকাঠে চ তজ্রাণাং রসানামপহারকঃ ।
 মাসমেকং ব্রতং কুৰ্য্যাদ্ভক্ষানাং সর্পিষাস্তথা ॥ ১৭
 লবণানাং শুড়ানীঞ্চ মূলানাং কুশ্মস্য চ ।
 মাসান্নি ব্রতং কুৰ্য্যাদেতদেব সমাহিতঃ ॥ ১৮
 লৌহানাং বৈদলানাঞ্চ সূত্রাণাং চৰ্ম্মণাং তথা ।
 একরাত্রং ব্রতং কুৰ্য্যাদ্ভদ্রদেব সমাহিতঃ ॥ ১৯
 ভূক্তা পলাঞ্জুং লসনং মদ্যঞ্চ করকানি চ ।
 নারং মলং তথা মাংসং বিড়ুরাং খরং তথা ॥ ২০
 গোধেরকুঞ্জরোষ্ট্রঞ্চ সর্পং পঞ্চনখং তথা ।
 ক্রব্যাদং কুকুটং গ্রাম্যংকুৰ্য্যাদ্ সম্বৎসরং ব্রতম্ ২১
 ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাশ্বেতে গোবাকচ্ছপশুস্রকাঃ ।
 সপ্তশ শশকটৈশ্চ তান্ হত্বা তু চরেদব্রতম্ ॥ ২২
 হংসং মগুরকং কাকং কাকোলং খঞ্জরীটকম্ ।
 মংস্যাদাংশ্চ তথামংস্যান্ বলাকাভকসারিকাঃ ২৩
 চক্রবাকং প্লবং কোকং মণ্ডুকং ভূজগন্তথা ।
 মাদমেতদব্রতং কুৰ্য্যাদ্ভাচ কাথ্যা বিচারণা ॥ ২৪
 রাজীবান্ সিংহতৃণাংশ্চ শকুলাংশ্চ তথৈব চ ।
 পাণীনরোহিতৌ ভক্ষ্যামংস্যেযু পরিকীৰ্ত্তিতৌ ২৫
 জলেচরাংশ্চ জলজান্ মুখপাদান্ সুবিকিরান্ ।
 রক্তপাদান্ জালপাদান্ সপ্তাহং ব্রতমাচরেৎ ॥ ২৬
 তিত্তিরিঞ্চ ময়ূরঞ্চ লাবকঞ্চ কপিঞ্জরম্ ।
 বান্ধৱং বর্জকঞ্চ ভক্ষ্যানাহ যমঃ সদা ॥ ২৭
 ভূক্তা চৈবোভয়দন্তং তথৈকশফদষ্ট্রণং ।
 তথা ভূক্তা তু মাসংবৈ মাসান্নি ব্রতমাচরেৎ ২৮
 স্বয়ংমৃতং বৃথামাংসং নাহিষং বাজমেব চ ।
 গোশ্চ ক্ষীরং বিবংসায়্য মহিষ্যাশ্চ তথা পয়ঃ ২৯
 সন্ধিগ্ৰমেধ্যং ভক্ষিষ্য পশুস্ত ব্রতমাচরেৎ ।
 ক্ষীরানি যাত্ৰভক্ষ্যানি তদ্বিকারশনে বৃধঃ ॥ ৩০
 সপ্তরাত্রং ব্রতং কুৰ্য্যাদ্যদেতৎ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 লোহিতান্ বৃক্ষনিষাদান্ ব্রণানাং প্রভবাংস্তথা ৩১
 কেবলানি তথান্নানি তথা পশুযুগিতঞ্চ যৎ ।
 শুড়পঞ্চং তথা ভূক্তা ত্রিরাত্র ব্রতী ভবেৎ ৥ ৩২
 দধিতক্তঞ্চ শুক্রেযু যচ্চাত্তদারসম্ভবম্ ।
 শুড়যুক্তং ভক্ষয়িত্বা ত ৩৩ নিদ্যমিতি শ্রুতিঃ ৥ ৩৩
 যবগোধূমজং সত্যং বিকারাঃ পয়সাঞ্চ যে ।
 রাজবাহঞ্চ কুলাঞ্চ ভৈক্ষং পশুযুগিতং ভবেৎ ৩৪
 সর্জাপঞ্চমাংসঞ্চ সর্জং যত্নেন বর্জয়েৎ ।
 পশ্বৎসরং ব্রতং কুৰ্য্যাদ্ প্রাট্রেতান্ জ্ঞানতত্ত্বা ৩৫

শূদ্রাঃ প্রাক্ষণোভূক্তা তথা রজাবতারিণঃ ।
 বন্ধস্ত চৈব চৌরস্তাবীরাস্তচ তথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৬
 কৰ্ম্মকারস্ত বেণস্ত কীর্ত্ত পতিতস্ত চ ।
 কুশ্কারস্ত তুষ্ণস্ত তথা বান্দু বিকৃত্ত চ ॥ ৩৭
 কদৰ্য্যস্য নৃশংসস্য বেশ্যায়ঃ কিতবস্য চ ।
 গণারং ভূমিপালারমহর্ষৈবাজ্ঞীবিনঃ ॥ ৩৮
 সৌনপারং হৃতিকারং ভূক্তা মাসং ব্রতঞ্চরেৎ ।
 শূদ্রস্য সততং ভূক্তা যথাসান্ ব্রতমাচরেৎ ৩৯
 বৈশ্যস্য চ তথা জ্ঞীণং মাসমেকং ব্রতঞ্চরেৎ ।
 ক্ষত্রিয়স্য তথা ভূক্তা দ্বৌ মাসৌ চ ব্রতঞ্চরেৎ ৪০
 ব্রাহ্মণস্য তথা ভূক্তা মাসমেকং সমাচরেৎ ।
 অপঃ স্রাবাজনহাঃ পীত্বা পক্ষং ব্রতী ভবেৎ ৪১
 শূদ্রোচ্ছিষ্টাশনে মাসং পক্ষমেকং তথা বিশ্ণুঃ ।
 ক্ষত্রিয়স্য তু সপ্তাহং ব্রাহ্মণস্য তথা দিনম্ ৪২
 অথাক্ষত্রাশনে বিদ্বান্ মাসমেকং ব্রতী ভবেৎ ।
 পরিবিভিঃ পরিবেস্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে ॥ ৪৩
 ব্রতং সম্বৎসরং কুৰ্য্যাদ্ভাচ্যাজ্ঞপঞ্চমঃ ।
 শুনোচ্ছিষ্টং তথা ভূক্তা মাসমেকং ব্রতীভবেৎ ৪৪
 দূষিতঃ কেশকীটৈশ্চ মুষিকানকুণেন চ ।
 মক্ষিকামশকেনাপি ত্রিরাত্র ব্রতী ভবেৎ ৪৫
 বৃথাকুশরসংযাবপায়দ্যুপপশুকুলীঃ ।
 ভূক্তা ত্রিবাচ কুর্বাতি ব্রতমেতৎ সমাহিতঃ ৪৬
 নীল্যা চৈব ক্ষতো বিগঃ শুনা দষ্টস্তথৈব চ ।
 ত্রিরাত্র ব্রতং কুৰ্য্যাদ্ পুংসলীদর্শনক্ষতঃ ৪৭
 পাদপ্রতাপনং বহৌ ক্ষিপ্তা বহৌ তথাপ্যং ৪৮
 কুশৈঃ প্রমুগ্য পাদৌ চ দিনমেকং ব্রতঞ্চরেৎ ৪৯
 ক্ষত্রিয়স্ত রণে হত্বা পৃষ্ঠঃ প্রাণপরায়ণম্ ।
 সম্বৎসরব্রতং কুৰ্য্যাদ্ভিষ্মা পিপ্প্যালপাদপম্ ৫০
 দিব্য চ মৈথুনং কৃষা স্নাত্বা দষ্টজলে তথা ।
 নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং দৃষ্টা দিনমেকং ব্রতী ভবেৎ ৫১
 ক্ষিপ্তায়াবশুচি জব্যং তদ্বদস্তি মানবঃ ।
 মাসমেকং ব্রতং কুৰ্য্যাদ্ভক্ষণং তথা গুরুম্ ৫২
 তথা বিশেষজং পীত্বা পানায়ং ব্রাহ্মণস্তথা ।
 ত্রিরাত্র ব্রতং কুৰ্য্যাদ্ভাচ্যাজ্ঞেন বা পুনঃ ৫৩
 একপঙক্ত্যুপবিষ্টেযু বিষমং যঃ প্রবচ্ছতি ।
 স চ তাবদমৌ পক্ষং প্রকুৰ্য্যাদ্ভক্ষণে ব্রতম্ ৫৪
 ধারয়িত্বা তুলাঠৈব বিষমং বণিজস্তথা ।
 স্রাবলবণপাঠেযু ভূক্তা ক্ষীরং ব্রতঞ্চরেৎ ৫৫
 বিক্রীয় পাণিনা সধ্যং তিলানি চ তথাচরেৎ ।
 স্বাকারং ব্রাহ্মণস্যোক্তা স্বাকারঞ্চ গরীয়সঃ ৫৬

দিনমেকঃ ব্রতং কুর্য্যাৎ প্রযতঃ স্তসমাহিতঃ ॥৫৬
 প্রেতস্য প্রেতকার্য্যাণি কৃৎষা বৈ ধনহারকঃ ।
 বর্ণানাং যদব্রতং প্রোক্তং তদব্রতং প্রব্রতন্তরৈঃ ॥৫৭
 কৃৎষা পাপং ন গৃহেত গুহ্যমানং হি বর্জিতে ।
 কৃৎষা পাপং বৃধঃ কুর্য্যাৎ পর্বদাতুমৰ্জং ব্রতম্ ॥৫৮
 হিৎসা চ ঋপদাকীর্ণে বহু ব্যাধমুগে বনে ।
 ন ব্রাহ্মণোব্রতং কুর্য্যাৎ প্রাণবোধভয়াৎ সদা ॥৫৯
 সতোহি জীবতোজীবঃ সর্বপাপমাপাহতি ।
 ব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রেত্তথা দানৈরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ ৬০
 শরীরং ধর্মসর্বস্বং রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ ।
 শরীরাচ্চাবতে ধর্মঃ পর্যতাং সলিলং যথা ॥ ৬১
 আলোক্য সর্বশাস্ত্রাণি সমেত্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
 প্রায়শ্চিত্তং বিজ্ঞো দদ্যাৎ স্বেচ্ছয়া ন কদাচন ॥৬২
 ইতি শঙ্খীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

তাহং ত্রিষবর্ণমানে প্রকুর্যাদবমর্ষণম্ ।
 নিমজ্য নক্তং সরিতি ন ভুঞ্জীত দিনত্রয়ম্ ॥ ১
 বীরাসনং সদা তিষ্ঠেদপাকং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্ ।
 অষমর্ষণমিত্যেতৎ কৃতং সর্বাধনাশনম্ ॥ ২
 ত্র্যহং সাং ত্র্যহং প্রাক্তস্ত্র্যহমদাদ্যচিতিম্ ।
 পরং ত্র্যহং নাম্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ ব্রতম্ ॥৩
 ত্র্যহমুঞ্চং পিবেদাপস্ত্র্যহমুঞ্চং যতং পিবেৎ ।

ত্র্যহমুঞ্চং পয়ং পীত্বা বায়ুভক্ষী দিনত্রয়ম্ ॥ ৪
 তপ্তকৃচ্ছং বিজানীয়াৎ তদব্রতং সদা ব্রতম্ ।
 দ্বাদশেনোৎপাসেন পরাকঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৫
 বিধিনোদকসিদ্ধানি সমন্নীয়াৎ প্রযত্নতঃ ।
 শত্ৰুন্ হি সোদকান্ মাংসং কৃচ্ছং বারুণমুচ্যতো ৬
 বিধৈরামলকৈর্বাপি কপিথৈরথবা শুভৈঃ ।
 মাসেন লোকেহতিকৃচ্ছঃ কথ্যতে দ্বিজসত্তমৈঃ ৭
 গোমুত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্ ।
 একরাত্রোপবাসস্ত কৃচ্ছং সান্তপনং স্মৃতম্ ॥ ৮
 ত্রৈতস্ত ত্র্যহমধ্যান্তৈশ্চ হাসান্তপনং স্মৃতম্ ।
 পাদদ্বয়ং তথা ত্যক্ত্বা শত্ৰুনাং পরিবাসনাং ।
 উপবাসান্তরাত্ৰ্যাসাত্ত্বলাপুরুষ উচ্যতে ॥ ৯
 গোপুরীষাশনো ভূত্বা মাংসং নিত্যং সমাহিতঃ ।
 ব্রতস্ত বার্কিকং কুর্য্যাৎ সর্বপাপাপহৃত্তয়ে ॥১০
 গ্রাসং চন্দ্রকলাবৃক্ষ্যা প্রাগ্নীয়াৎ স্মৃতম্ সদা ।
 হ্রাসয়ন্ত কলাহানৌ ব্রতং চান্দ্ৰায়ণং স্মৃতম্ ॥১১
 মন্ত্র বিদ্বান্ জপেত্তষ্ঠ্যা জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ ।
 অয়ং বিধিস্ত বিজ্ঞেয়ঃ সূধীভির্বিমলান্বভিঃ ।
 পাপাশ্বনস্ত পাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিজ্ঞারবা ১২
 শঙ্খপ্রোক্তমিদং শাস্ত্রং যোহধীতে প্রযতঃ সূধীঃ ।
 সর্বপাপবিনিমুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৩
 ইতি শঙ্খীয়ে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

লিখিত সংহিতা ।

ইষ্টাপূর্তে কৰ্তব্যে ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ ।
 ইষ্টেন লভতে স্বৰ্গং পূৰ্ত্তে মোক্ষমবাগ্নুয়াং ॥ ১
 একাহমপি কৰ্তব্যং ভূমিষ্টমুদকং শুভম্ ।
 কুলানি তারয়েৎ সপ্ত যত্র গোবিত্ত্বী ভবেৎ ॥ ২
 ভূমিদানেন যে লোকা গোদানেন চ কীৰ্ত্তিতাঃ ।
 তন্নোকান্ প্রাপ্নুয়ান্নত্যাঃ পাদপানাং প্ররোপণে ॥ ৩
 বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ ।
 পতিতান্যুদ্ধরেদ্বস্ত স পূৰ্ত্ত ফলমশ্নুতে ॥ ৪
 অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদান্যৈকৈব পালনম্ ।
 আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥ ৫
 ইষ্টাপূৰ্ত্তে দ্বিজানীনাং সামাজ্যোৎসাহ্যতে ।
 অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূৰ্ত্তে ধৰ্ম্মে ন বৈদিকে ॥ ৬
 যাবদস্থি মনুষ্যস্ত গন্ধাতোয়েবু তিষ্ঠতি ।
 তাবদৰ্থং সহস্রানি স্বৰ্গলোকে মীহীয়তে ॥ ৭
 দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ জলে দদ্যাচ্ছলাঞ্জলিম্ ।
 অসংস্কৃতমৃতানাঞ্চ স্থলে দদ্যাচ্ছলাঞ্জলিম্ ॥ ৮
 একাদশাহে প্রেতস্ত যস্ত চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ ।
 মূচ্যতে প্রেতলোকাত পিতৃলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯
 এতয়া বহবঃ পুত্রা যদ্যাপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ ।
 বজ্রত বাস্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ১০
 বরাগস্তাং প্রবিষ্টস্ত কদাচিন্নিক্রমেদ্বদ ।
 হসন্তি তস্ত ভূতানি অগ্নোত্তং করতাভূতৈঃ ॥ ১১
 গয়াশিরে তু যৎকিঞ্চিন্নায়া পিওন্ত নির্ৰূপেৎ ।
 নরকহোদিবঃ যাতি স্বৰ্গস্থো মোক্ষমাগ্নুয়াং ॥ ১২
 আশ্বিনোবা পরস্তাপি গয়াক্ষেত্রে যতন্ততঃ ।
 বদ্রায়া পাতয়েৎ পিওং তনয়েদব্রতক শাশ্বতম্ ॥ ১৩
 লোহিতো যন্ত বর্ণেন শঙ্খবর্ণধ্বজতথা ।
 লাম্বলশিরসোচ্চৈব স বৈ নীলবৃষঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
 নবব্রাহ্মণং ত্রিপক্ষে চ দ্বাদশেষেব মাসিকম্ ।
 বদ্রাণো চাশ্বিকৈকৈব ব্রাহ্মণোত্তানি ষোড়শ ॥ ১৫
 যন্তৈতানি ন কুৰ্ব্বীত একোদ্বিষ্টানি ষোড়শ ।
 পিশাচৈঃ স্থিরং তস্ত দৈতৈঃ ব্রাহ্মণশ্চৈতরপি ॥ ১৬

সপিণ্ডীকরণাদুৰ্দ্ধং প্রতিসম্বৎসরং দ্বিজঃ ।
 মাতাপিত্রোঃ পৃথক্কুর্যাদেকোদ্বিষ্টং যতেহহনি ১৭
 বর্ষে বর্ষে তু কৰ্তব্যং মাতাপিত্রোস্ত সন্ততম্ ।
 অদৈবং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধং পিওমেকস্তনির্বপেৎ ॥ ১৮
 সংক্রান্তাবপরাগে চ পর্ণগ্যপি মহালয়ে ।
 নির্ৰূপাশ্ব ত্রয়ঃ পিণ্ডা একতন্ত কয়েহনি ॥ ১৯
 একোদ্বিষ্টং পরিত্যজ্য পার্ৰ্ণগং বুকুতে দ্বিজঃ ।
 গুরুতং তদ্বিজানীনাং স নাম পিতৃঘাতকঃ ॥ ২০
 অমাবস্তাং কয়োবস্ত ব্রতপক্ষেহথবা যদি ।
 সপিণ্ডীকরণাদুৰ্দ্ধং ততোক্তঃ পার্ৰ্ণগোবিধিঃ ॥ ২১
 ত্রিদণ্ডগ্রহণাদেব প্রেতস্থং নৈব জায়তে ।
 অহন্তেকামশে প্রাপ্তে পার্ৰ্ণগন্ত বিধীয়তে ॥ ২২
 যস্ত সম্বৎসরাদর্কাক্ সপিণ্ডীকরণং স্মৃতম্ ।
 প্রত্যহং তৎসোদকুস্তং দদ্যাৎ সম্বৎসরং দ্বিজঃ ॥ ২৩
 পত্যা চৈকেন কৰ্তব্যং সপিণ্ডীকরণং ত্রিযাঃ ।
 পিতামহাপি তন্তস্মিন্ সত্যেবন্ত কয়েহহনি ॥ ২৪
 তস্তাং সত্যাপ্রকৰ্তব্যং তস্তাঃ স্বপ্তে তি নিশ্চিতম্ ২৫
 বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চ তুর্থেহহনি সাত্ত্রিযু ।
 একম্বং সা গতা ভর্তুঃ পিওং গোত্রে চ সূতকে ২৬
 স্বগোত্রাদ্বশ্রুতে নারী টিরাহাং সপ্ততে পদে ।
 ভর্তৃগোত্রেণ কৰ্তব্যং দানং পিণ্ডোদকক্রিয়া ২৭
 দ্বিমাতুঃ পিণ্ডদানন্ত পিণ্ডে পিণ্ডে দ্বিনামতঃ ।
 বদ্রাং দেদ্রাস্ত্রয়ঃ পিণ্ডা এবং সাতা ন মুহুতি ২৮
 অথ চেদ্রাস্ত্রবিংযুক্তঃ শারীরৈঃ পঙ্কতিদ্বয়ৈঃ ।
 অদোষস্তঃ যমঃ গ্রাহ পঙ্কতিপাবনএব সঃ ২৯
 অগ্নৌ করণশেষন্ত পিতৃপাত্রৈ প্রদাপয়েৎ ।
 প্রতিপাদ্য পিতৃণাঞ্চ ন দদ্যাৎদৈবদেবিকে ৩০
 অনগ্নিকো যবা বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধং কয়োতি পার্ৰ্ণগম্ ।
 তত্র মাতামহানাঞ্চ কৰ্তব্যমভয়ং সদা ৩১
 অপুত্রা যে মৃত্যুঃ কেচিৎপুরুষাবা ত্রিযোহপিযা ।
 তেভ্যএব প্রমাতব্যমেকোদ্বিষ্টং ন পার্ৰ্ণগম্ ৩২
 যস্মিন্ রাশিগতে স্বর্ঘ্যে বিপত্তিঃ শ্রাদ্ধিকম্মনঃ ।

তস্মিন্‌হনি কর্তব্যং দানং পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥ ৩৩
 বর্ষবৃদ্ধ্যভিষেকাদি কর্তব্যং মহিষেন তু ।
 অধিমাংসে তু পূর্বেং শ্রাদ্ধাঙ্কং সধংসরাদপি ॥ ৩৪
 সএব হেরোদ্বিষ্টেভ্যং বেন কেন তু কর্মণা ।
 অভিধানান্তরং কার্যং তত্রৈবাহঃ কৃত্বা ভবেৎ ॥ ৩৫
 শালাগ্নী পচতে অন্নং লৌকিকেনাপি নিত্যশঃ ।
 যস্মিন্‌সেব পচেদন্নং তস্মিন্‌ হোমো বিধীয়তে ॥ ৩৬
 বৈদিকে লৌকিকে বাপি নিত্যং হুত্বা হৃতগ্নিতঃ ।
 বৈদিকে স্বর্গমাংসোত্তোলৌকিকে হস্তি কিশিষম্ ৩৭
 অগ্নৌ ব্যাজ্জতিভিঃ পূর্বেং হুত্বা মঠেস্থ শাকটৈঃ ।
 সংবিভাগন্তু ভূতভ্যন্ততোহগ্নীয়াদনস্মিন্মান্ ॥ ৩৮
 উচ্চেযণন্ত নোস্তিঠেদ্বাবধি প্রবিসর্জনম্ ।
 ততোগৃহবনিং কুর্যাদিতি ধর্মোব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৯
 দর্ভাঃ কৃষ্ণাজিনং মন্ত্রাত্মাঞ্চল বিশেষতঃ ।
 নৈতে নির্যাসাত্যাং যান্তিযোজ্যবাস্তে পুনঃ পুনঃ ৪০
 পানমাচমনং কুর্য্যাৎ কুশপাণিঃ সদা দ্বিজঃ ।
 ভূক্তা নোচ্ছিষ্টেভ্যং যাতি এষ এষ বিধিঃ সদা ॥ ৪১
 পান আচমনে চৈব তর্পণে দৈবিকে সদা ।
 কুশহস্তো ন দ্ব্যেত যথা পাণিস্তথা কুশঃ ॥ ৪২
 বামপাণৌ কুশান কৃত্বা দক্ষিণেন উপস্পৃশেৎ ।
 বিনাচমন্তি যে মূতা কবিরেণাচমন্তি তে ॥ ৪৩
 নীবীমধ্যেযু যে দর্ভাক্ষত্বৈরুযে কৃত্যঃ ।
 পবিত্রাংস্তান্ বিত্রানীয়াদগ্নৌ ক'রত্বথা কুশাঃ ৪৪
 পিণ্ডে কৃতান্ত যেষে দর্ভা যৈঃ কৃত্যং পিতৃতর্পণম্ ।
 মূত্রোচ্ছিষ্টপূবীষঞ্চ তেষাং ত্যাগোবিধীয়তে ॥ ৪৫
 দৈবপূঙ্গন্ত যজ্ঞান্নমদৈবঞ্চাপি যন্তবেৎ ।
 ব্রহ্মচারী ভবেৎত্র কুর্যাজ্জাতন্ত পৈতৃকম্ ॥ ৪৬
 মাতৃ শ্রাদ্ধন্ত পূর্বেং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং তদনন্তরম্ ।
 ততোমা দানহানানঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ ৪৭
 ক্রতুর্দক্ষোবহুঃ সত্যঃ কালকামৌ ধুবিলোচনৌ ।
 পুরুষবান্দ্রবাশ্চ বিশ্বেদেবাঃ প্রকীর্জিতাঃ ॥ ৪৮
 আগচ্ছন্ত মহাত্মাগাবিশ্বেদেবামহাবলাঃ ।
 যে যএ বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানাভবন্ত তে ॥ ৪৯
 ইষ্টশ্রাদ্ধে ক্রতুর্দক্ষোবহুঃ সত্যঞ্চ দৈবিকে ।
 কালঃ কামে হৃগ্যকার্যেষু অম্বরে ধুরিলোচনৌ ।
 পুরুষবান্দ্রবাশ্চ পার্শ্বেষু নিষোজয়েৎ ॥ ৫০
 যত্নাস্ত ন ভবেদ্রাতা ন বিজ্ঞায়তে বা পিতা ।
 নোপযচ্ছেত ভাং প্রাজঃ পুত্রকাকর্ম্মশঙ্কয়া ॥ ৫১
 অত্রাতৃকাং প্রত্নাত্মনি তৃত্যং কত্মামলকৃত্যম্ ।
 অত্যাং যোজ্যতে পুত্রঃ সমেপুত্রোভবিষ্যতি ॥ ৫২

মাতৃ প্রথমতঃ পিণ্ডঃ নির্কপেৎ পুত্রিকাহৃতঃ ।
 দ্বিতীয়ন্ত পিতৃত্তান্ত তীয়ন্ত পিতৃঃ পিতৃঃ ॥ ৫৩
 মৃগায়েযু চ পাতেষু শ্রাদ্ধে যো ভোজয়েৎ পিতৃন ।
 অন্নদাতা পুর্বোদাশ্চ ভোক্তা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫৪
 অলাভে মৃগায় দদাদিহুজাতন্ত তৈবিজৈঃ ।
 যুতেন প্রোক্ষণং কার্যং মৃদঃ পাত্রং পবিত্রকম্ ॥ ৫৫
 শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যন্তু ভূজীত জিহ্বনঃ ।
 পতন্তি পিতরন্তস্ত লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৫৬
 শ্রাদ্ধং দত্বা চ ভুক্ত্বা চ অধ্বানং যোহধিগচ্ছতি ।
 ভবন্তি পিতরন্তস্ত তন্মাসং পাণ্ডোভোজনঃ ॥ ৫৭
 পুনর্ভোজনমধ্বানং ভার্যায়ননৈশ্বনম্ ।
 দানং প্রতিগ্রহং হোমং শ্রাদ্ধং কৃত্বাষ্টবজ্জয়েৎ ॥ ৫৮
 অগ্নবগামী ভবেদগ্নঃ পুনর্ভোক্তা চ বায়সঃ ।
 কর্ম্মকৃচ্ছায়তে দাসঃ স্ত্রীগমনে চ শূকরঃ ॥ ৫৯
 দশকৃত্বঃ পিবেদাপঃ সাবিত্র্যা চাভিমুদ্রিতাঃ ।
 ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত শুধ্যত তদনন্তরম্ ॥ ৬০
 আত্মবাসান্ত যৎ কুর্যাদ্বিহীজ্য চ যৎ কৃতম্ ।
 সর্বে তন্নিফলং কার্যাজ্ঞপহোম প্রতিগ্রহম্ ॥ ৬১
 চান্দ্রায়ণং নবশ্রাদ্ধে পরাকো মাসিকে তথা ।
 পক্ষত্রয়ে তু কৃচ্ছ্রং শ্রাদ্ধং যগ্নাসে কৃচ্ছ্রমেব চ ॥ ৬২
 উনাক্ষিকে ত্রিরাত্রং শ্রাদ্ধেদাহঃ পুনরাশ্বিকে ।
 শাবে মাসন্ত মুক্তা বা পাদকৃচ্ছ্রং বিবীয়তে ॥ ৬৩
 সর্পবি গ্রহতানঞ্চ শৃঙ্গিনঃ স্ত্রীসরীসৃপৈঃ ।
 আয়নন্ত্যাগিনাকৈবশ্রাদ্ধমেবাং ন কারয়েৎ ॥ ৬৪
 গোভির্হিতং তথোদকং ব্রাহ্মণেন তু যাতিতম্ ।
 তং স্পৃশন্তি চ যে বিপ্রা গোজাত্যাশ্চ ভবন্তি তে ৬৫
 অগ্নিদাতা তথা চাগ্নেঃ পাশ্ছেদকরাশ্চ যে ।
 তপ্তকৃচ্ছ্রণ শুধ্যন্তি মন্ত্রাং প্রজাপতিঃ ॥ ৬৬
 ত্র্যাহমুঞ্চং পিবেদাপস্ত্রাহমুঞ্চং পয়ঃ পিবেৎ ।
 ত্র্যাহমুঞ্চং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষে দিনত্রয়ম্ ॥ ৬৭
 গোভূহিরণ্যহরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্রগৃহস্ত চ ।
 যমুদ্বিশ্র ত্যজ্যেৎ প্রাণাংস্তমাহব্রহ্মবাতকম্ ॥ ৬৮
 উদ্যতাঃ সহ ধাবন্তে যদ্যোকোদধর্ম্মবাতকঃ ।
 সর্বেতে শুদ্ধিমুচ্ছন্তি সএকোব্রহ্মবাতকঃ ॥ ৬৯
 পতিতানং যদা ভুক্ত্বা ভুক্ত্বা চাণ্ডালবেশম্ ।
 স মাদার্কং চরোরি মাসং কামকৃতেন তু ॥ ৭০
 যোগেন পতিতে নৈব স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে ।
 তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টে প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ৭১
 ব্রহ্মহা চ সুরাপায়ী স্তেয়ী চ গুরুভ্রমণঃ ।
 মহান্তি পাতকাত্মাহন্তং সংসর্গা চ পঞ্চমঃ ॥ ৭২

দেহায়া যদিবা লোভাভ্যাদজ্ঞানতোহপিবা ।
 কুরুত্ব্যমুগ্রহং যে চ তৎপাপং তেবু গচ্ছতি ॥৭৩
 উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টোব্রাহ্মণস্ত কদাচন ।
 তৎক্ষণাৎ কুরুতে স্নানমাচমনে শুচির্ভবেৎ ॥ ৭৪
 কুল্লবামনযণ্ডেবু গদগদেবু জড়ৈবু চ ।
 জাত্যন্ধে বধিরে মুকে ন-দোষঃ পরিবেদনে ॥৭৫
 ক্লীবে দেশান্তরস্থে চ পতিতে ব্রজিতেহপিবা ।
 যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে ॥৭৬
 পূরণে কুপবাপিনাং বৃক্ষচ্ছেদনপাতনে । *
 বিক্রীণীত গজক্ষাখং গোবধস্তস্ত নির্দিশেৎ ॥ ৭৭
 পাদেহংরোমবপনং দ্বিপাদে আশ্রু কেবলম্ ।
 তৃতীয়ে তু শিখাবর্জং চতুর্থতু শিখাবঃ ॥ ৭৮
 চাণ্ডালোদকসংস্পর্শে স্নানং যেন বিধীয়তে ।
 তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৭৯
 চাণ্ডালঘটভাণ্ডস্থং যন্তোয়ং পিবতে দ্বিজঃ ।
 তৎক্ষণাৎ ক্ষিপতে যন্ত প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ৮০
 যদি নোৎক্ষিপ্যতে তোয়ঃশরীরেতস্ত জীগ্যতি ।
 প্রাজাপত্যং ন দাতব্যং কজ্জুং সাস্তপনংচবেৎ ॥৮১
 চরেৎ সাস্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যন্ত ক্ষত্রিয়ঃ ।
 তদর্কস্ত চরেদৈশ্বঃ পাদং শূদ্রে তু দাপয়েৎ ॥৮২

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শুনা শূকরবার্যসৈঃ ।
 উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৮৩
 অজ্ঞানতঃ স্নাতমাত্রমানাতোস্ত বিশেষতঃ ।
 অতউক্লং ত্রিরাত্রং স্নাতদ্বী রস্পর্শনে মতম্ ॥৮৪
 বালশৈব দশাহে তু পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি ।
 সদ্য এব বিশুধ্যত নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥৮৫
 শাবস্থতক উৎপন্নে স্থতকস্ত সদা ভবেৎ ।
 শাবেন শুধ্যতে স্থতির্ন-স্থতিঃ শাবশৌধিনা ॥৮৬
 যষ্টেন শুদ্ধতৈকাহং পঞ্চমে দ্ব্যহমেব তু ।
 চতুর্থে সপ্তরাত্রং স্ত্রীলিপুংসে দশমেহহনি ॥ ৮৭
 মরণারক্ষমাশৌচং সংযোগোয়স্ত নাগ্নিভিঃ ।
 আদাহান্তস্ত বিজ্ঞেয়ং যন্ত বৈতানিকোবিধিঃ ॥৮৮
 আমমাংসং দ্ব্যতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসন্তবাঃ ।
 অহ্নভাণ্ডস্থিতাহ্নেতে নিষ্কৃন্তাঃ শুচয়ঃ স্থতাঃ ॥৮৯
 মার্জনীরজসাসক্তে স্নানবস্ত্রঘটোদকে ।
 নবাস্তদসি তথা চৈব হস্তি গুণ্যং দিবাকৃতম্ ॥৯০
 দিবা কপিখাছায়ায়াং রাত্রৌ দধিষু শকুযু ।
 ধাত্রীফলেষু সর্পত্র অলক্ষ্মীকসতে সদা । ৯১
 যত্র যত্র চ সংকীর্ণমাত্মানং মত্নতে দ্বিজঃ ।
 তত্র তত্র তিলৈর্হোমং গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ ॥৯২

ইতি শ্রীমহর্ষিলিখিতপ্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্ ।

দক্ষ সংহিতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

সর্বধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ববেদবিদাং বরঃ ।
 পারগঃ সর্ববিদ্যানাং দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ১ ॥
 উৎপত্তিঃ প্রলয়ক্লেব স্থিতিঃ সংহারএব চ ।
 আত্মা চাত্মনি তিষ্ঠেত আত্মা ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ ॥ ২ ॥
 ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোবতিত্থবা ।
 এতেষাত্ত্ব হিতার্থায় দক্ষঃ শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥ ৩ ॥
 জাতমাত্রঃ পিতৃত্যবদ্যাবনষ্টৌ সমা বয়ঃ ।
 সহি গর্ভসমোজ্জয়োব্যক্তিমানপ্রদর্শিতঃ ॥ ৪ ॥
 ভক্ষ্যাতক্ষ্যে তথা পেয়ে বাচ্যাবাচ্যে তথানুতে ।
 তস্মিন্কাপে ন দোষোহস্মি স যাবন্নোপনীযতে ॥ ৫ ॥
 উপনীতস্ত দোষোহস্মি ক্রিয়মানৈবগহিতৈঃ ।
 অপ্রাপ্তব্যবহাবোহসৌ যাবৎ যোড়শবার্ষিকঃ ॥ ৬ ॥
 স্বীকরোতি যদা বেদং চরয়েৎ দ্বত্রতানি চ ।
 ব্রহ্মচারী ভবেত্তাবদূর্দ্ধং অতো ভবেদগৃহী ॥ ৭ ॥
 দ্বিবিধোব্রহ্মচারী তু স্বতঃ শাস্ত্রে মনীষিতঃ ।
 উপকূর্গাণকৃষাদ্যোদ্বিতীয়োনেষ্টিকঃ স্বতঃ ॥ ৮ ॥
 যোগহাশ্রমমাস্ত্রায় ব্রহ্মচারী ভবেৎ পুনঃ ।
 ন যতিন বনস্থশ্চ সর্বাশ্রমবিবর্জিতঃ ॥ ৯ ॥
 অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।
 আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সং ॥ ১০ ॥
 জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চ রতস্ত্ব যঃ ।
 নসৌ তৎকলমাপ্নোতি কূর্গাণোহপ্যাপ্রমাচ্ছ্যতঃ ।
 ত্রয়াণামানুলোম্যংহি প্রাতিগোম্যং বিদ্যতে ১১ ॥
 প্রাতিগোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃতমঃ ।
 মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥
 গৃহস্থোদেবযজ্ঞাটোনধলোয়া বনাশ্রিতঃ ।
 ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩ ॥
 যতৈতলক্ষণং নাস্তি প্রামিচ্ছিতী নচাপ্রমী ।
 উক্ত কথং ক্রমোনোক্তো ন কালোমুনিভিঃ স্বতঃ ।
 দ্বিধানাত্ত্ব হিতার্থায় দক্ষস্ত্ব স্বয়মব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
 ইতি দাক্ষে ধর্মশাস্ত্রে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

প্রাতরুথায় কর্তব্যং যদ্বিচ্ছেন দিনে দিনে ।
 তৎ সর্গং সংপ্রবক্ষ্যামি দ্বিজানামুপকারকম্ ॥ ১ ॥
 উদয়াস্তময়ং যাবন্ন বিপ্রাঃ কণিকোভবেৎ ।
 নিত্যযুঁমিত্তিকৈশ্মুক্তৈঃ কামৈশ্চাত্তৈঃগহিতৈঃ ॥ ২ ॥
 যঃ স্বকর্ম পরিত্যজ্য যদন্তং কুরুতে দ্বিজঃ ।
 লজ্জানাদৃশদিবামোহাৎ স তেন পতিতোভবেৎ ৩ ॥
 দিবসস্তাদ্যভাগে তু কৃত্যং তস্তোপদিষ্টতে ।
 দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ চতুর্থে পঞ্চমে তথা ॥ ৪ ॥
 ষষ্ঠে চ সপ্তমেচৈব অষ্টমে চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 বিভাগেদেব যৎকর্ম তৎপ্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৫ ॥
 উষঃকালে তু সংপ্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্থবৎ ।
 ততঃ স্নানং প্রকুর্বীতাদস্ত্যাবনপূর্ষকম্ ॥ ৬ ॥
 অত্যস্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিত্রসমম্বিতঃ ।
 শ্রবতোষ দিব্যারাজৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্ ॥ ৭ ॥
 ক্রিদ্ধ্যস্তি হি প্রমুপ্তস্ত ইন্দ্রিয়ানি শ্রবন্তি চ ।
 অঙ্গানি সমতাং যাস্তি উত্তমাশ্রয়ৈঃ সহ ॥ ৮ ॥
 নানাস্থেদসমাকীর্ণঃ শরনাদুখিতঃ পুমান্ ।
 অস্নাত্বা না চরৎ কর্ম জপহোমাদি তিঞ্চন ॥ ৯ ॥
 প্রাতরুথায় যোবিপ্রাঃ প্রাতঃস্নায়ী ভবেৎ সদা ।
 সমস্তজন্মজং পাপং ত্রিভির্কর্ষেইক্ষ্যপোহতি ॥ ১০ ॥
 উবশ্যযসি যৎ স্নানং সক্ষ্যায়ামুদতে রবৌ ।
 প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১১ ॥
 প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ ১২ ॥
 সর্গমহতি পুতায়্য প্রাতঃস্নায়ী অপানিকম্ ॥ ১২ ॥
 স্নানাদনস্তরং ভাবহুপস্পর্শনমুচ্যতে ।
 অনেন তু বিধানেন আচ্যুতঃ শুচিতা মিয়্যৎ ॥ ১৩ ॥
 প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌচত্রিঃপিবেদমুঁবীকিতম্ ।
 সংবৃত্যাস্ত্রমুগ্ধেন দ্বিঃ প্রমুজ্যাত্তোযুধম্ ॥ ১৪ ॥
 সংহত্যা তিস্রাভঃ পূর্ষমাশ্রমেবমুপশুশ্ৰেৎ ।
 ততঃ পাদৌ সমভ্যক্ষ্য অঙ্গানি সমুপশুশ্ৰেৎ ॥ ১৫ ॥

অজুষ্ঠেন প্রদেশিত্বা ভ্রাপং পশ্চাদনন্তরম্ ।
 অজুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃপ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ॥১৬
 কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়া নান্তি চন্দ্রয়ঞ্চ তলেন বৈ ।
 সর্ক্যভিঙ্গ শিরঃ পশ্চাদ্বাহু চাশ্রয়ে সংস্পৃশেৎ ॥১৭
 সন্ধায়াঞ্চ প্রভাতে চ মধ্যাহ্নে চ কৃতঃ পুনঃ ।
 সন্ধ্যাং নোপাসতে যন্ত ব্রাহ্মণোহি বিশেষতঃ ॥১৮
 স জীবয়েব শূদ্রঃ স্তান্ন তঃ স্বা চৈব জায়তে ।
 সন্ধ্যাহোমোহং শুচিনিত্যমনহঃ সর্ক্যমহ ॥ ১৯
 যদন্তং কুরুতে কৰ্ম ন তন্ত ফলমশ্নতে ॥ ২০
 সন্ধ্যাকন্ধ্যাবসানে তু স্বয়ং হোমোবিধীয়তে ।
 স্বয়ংহোমে ফলং যন্তু তদন্তেন ন জায়তে ॥ ২১
 ঋত্বিকপুত্রো গুরুভ্রাতাভাগিনেয়োহথ বিটুতিঃ ।
 এভিরেব চ তং যন্তু তদন্তং স্বয়মেবহ ॥ ২২
 দেবকাৰ্য্যং ততঃ কৃত্বা শুকলমঙ্গলীকরণম্ ।
 দেবকাৰ্য্যনি পূৰ্ব্বাহ্নে মনুষ্যপাঞ্চ মধ্যমে ॥ ২৩
 পিতৃণামপরাহ্নে চ কাৰ্য্যাণ্যেভানি যত্নতঃ ।
 পৌৰ্ব্বাহ্নিকজন্তু যং কৰ্ম যদিত তং সায়মচবেৎ ॥২৪
 ন তন্ত ফলমাপ্নোতি বক্ষ্যাত্তীতৈমথুনং যথা ।
 দিবসস্তাদ্যভাগে তু সৰ্বমেতদ্বিধীয়তে ॥ ২৫
 দ্বিতীয়ে চ তথাভাগে বেদাভ্যাসোবিধীয়তে ।
 বেদাভ্যাসোহি বিপ্রাণাং পরমং তপউচ্যতে ॥২৬
 ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ যদুভয়সহিতস্ত সঃ ।
 বেদস্বীকরণং পূৰ্ব্বং বিচারোহভ্যাসনং জপঃ ॥২৭
 ততোদানঞ্চ শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসোতিগক্ষণা ।
 সমিংপুপকুশাদীনাং স কালঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ২৮
 তৃতীয়ে চৈব ভাগে তু পোষ্যবর্গার্থসাধনম্ ।
 পিতা মাতা গুরুভ্রাতা প্রজাদীনাঃ সমাপ্রিতাঃ ॥২৯
 অভ্যাগতোহতিথিচ্চাত্ত্বঃ পোষ্যবর্গউদাহৃতঃ ।
 জাতীর্বক্ষুজনঃ ক্ষণিতথ্যনাথঃ সমাপ্রিতঃ ॥ ৩০
 অগ্নেহপাধনযুক্তাশ্চ পোষ্যবর্গউদাহৃতঃ ।
 ভরণং পোষ্যবর্গন্ত প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্ ॥ ৩১
 নরকং পীডনে চাস্য তস্মাদবত্থেন তং ভরেৎ ।
 সাংসৃতোতিকমগ্নাদাং কর্তব্যস্ত বিশেষতঃ ।
 জ্ঞানবিদ্যাঃ প্রদাতব্যমগ্ন্য নরকং ব্রজ্যেৎ ॥ ৩২
 স জীবতি যএবৈকোবহভিষোপজীব্যতে ।
 জীযন্তোমৃতকাস্চাত্ত্বো য অস্বাস্তরয়ো নরাঃ ।
 বহ্মার্থে জীব্যতে কণিষ্ঠে কুটুস্থার্থেতথা পঠৈঃ ॥৩৩
 আত্মার্থেহন্তো ন শক্যোতিষোদরেণাপিহুর্ধ্বতঃ ।
 দীনানাথবিশিষ্টেভ্যোদাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৩৪
 অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ ।

যদদাতি বিশিষ্টেভ্যো যজ্ঞুহোতি দিনেদিনে ॥৩৫
 তন্তু বিত্তমহং যন্তে শেষং কস্তাপি রক্ষতি ।
 চতুর্থে চ তথা ভাগে স্তানার্থং মৃদমাহরেৎ ॥ ৩৬
 তিনপুপকুশাদীনান্নানকাহ্নিমে জলে ।
 নিত্যাংনৈমিত্তিকং কাৰ্য্যং ত্রিবিধং স্তানমুচ্যতে ॥৩৭
 তেষাং মধ্যে তু যদিত্যং তং পুনর্ভিধ্যতে ত্রিধা ।
 মলাপহরণং পশ্চাম্নয়বন্তু জগে স্তুতম্ ॥ ৩৮
 সন্ধ্যান্নান্নমুভাভ্যাঞ্চ স্তানভেদাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 মার্জনং জলমধ্যে তু প্রণায়ামোযতন্ততঃ ॥ ৩৯
 উপস্থানং ততঃ পশ্চাৎ সাবিত্র্যা জপউচ্যতে ।
 সবিতা দেবতা যন্তা মুখমগ্নিস্থিতিশাস্তিঃ ॥ ৪০
 বিশ্বামিত্রঋষিচ্ছন্দোগায়ন্ত্রী সা বিশব্যতে ।
 পঞ্চমে চ তথাভাগে সন্ধিভাগোষণাহিতঃ ॥ ৪১
 পিতৃদেবমনুষ্যানাং কীটানাঞ্চোপদিধ্যতে ।
 দেবৈশ্চৈব মনুষ্যৈশ্চতিথিগণভিষোপজীব্যতোঃ ॥
 গৃহস্থঃ প্রত্যহং যন্তান্ত্র্যাজ্যোক্তাশ্রমী গৃহী ।
 ত্রয়াণামাশ্রমাণাঞ্চ গৃহস্থো যোনিকচাতে ॥ ৪৩
 তেনৈব সীদমানেন সীদন্তীহেতরে ঋয়ঃ ।
 মূলপ্রাণো ভবেৎ স্বন্দঃ স্বদাক্ষাথাঃ সপন্নবাঃ ॥৪৪
 মূলেনৈব বিনশেন সৰ্বমেতদিনশ্রুতি ।
 তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন রক্ষিতব্যো গৃহাশ্রমী ॥ ৪৫
 রাজা চাট্টজিহ্বিতঃ পুজ্যো মাননীয়শ্চ সর্কদা ।
 গৃহস্থোহপি ক্রিয়ায়ুক্তো ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী ॥৪৬
 নচৈব পুত্রদাবেণ স্বকৰ্ম্ম পরিবর্জিতঃ ।
 অস্বাস্তা চাপ্যহুত্বা চাগ্ন্যন্তু হৃদগ্না চ মানবঃ ॥ ৪৭
 দেবাদীনী মূগী ভূত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে ।
 একএব হি ভূক্ত্বৈহরমপরোহেন্নৈন ভূজ্যতে ॥৪৮
 ন ভূজ্যতেসএবৈকোযোভূক্ত্বৈহরমসসাক্ষিণা ।
 বিভাগনীলো যোনিত্যং ক্ষমায়ুক্তোদয়াপরঃ ॥৪৯
 দেবতাতিথিভক্তশ্চ গৃহস্থঃ সতু ধান্মিকঃ ।
 দয়া লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা যোগঃ কৃতজ্ঞতা ॥৫০
 এতে যন্ত গুণাঃ সন্তি স গৃহী মুখ্যউচ্যতে ।
 সন্ধিভাগং ততঃ কৃত্বা গৃহস্থঃ শেষভূগ্ভবেৎ ॥
 ভুক্ত্বা তু স্বধমাস্থায় তদগ্ন্যং পরিণাময়েৎ ॥
 ইতিহাসপুরাণাদ্যোঃ বর্ধঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ ॥ ৫২
 অষ্টমে লোকযাত্রা তু বহিঃসন্ধ্যা ততঃ পুনঃ ।
 হোমো ভোজনকর্ষণেব যচ্চাত্ত্বদগৃহকৃত্যকম্ ॥ ৫২
 কৃত্বা চৈবং ততঃ পশ্চাৎ স্বাধ্যায়ংকিঞ্চিদাহরেৎ ।
 প্রদোষপশ্চিমোযামৌ বেদাভ্যাসেনতোনয়েৎ ॥৫৩
 যামযয় শ্রম্যানোহি ব্রহ্মভূমায় কলতে ।

নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপত্তস্তি যথা যথা ॥ ৫৪ ॥
তথা তথৈব কাম্যাণি ন কালস্ত বিদীয়তে ।
অগ্নিরেব প্রযজ্ঞানো হুগ্নিরেব তু লীয়তে ॥ ৫৫ ॥
তস্যাং সৰ্ব প্রযজ্ঞেন কর্তব্যং সুখমিচ্ছতা ।
সৰ্বত্র মধ্যমো যামো হুতশেষং হবিষ্যৎ ॥ ৫৬ ॥
ভুজ্ঞানশ্চ শয়নশ্চ ব্রাহ্মণো নাবসেদতি ॥ ৫৭ ॥
ইতি দাক্ষে ধর্মশাস্ত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সুখা নবগৃহস্থস্ত শস্যমি নবৈব তু ।
তথৈব নব কৰ্ম্মাণি বিকৰ্ম্মাণি তথা নব ॥ ১ ॥
প্রচ্ছন্নানি নবাশ্রানি প্রকাশ্যানি তথা নব ।
সকলানি নবাশ্রানি নিষ্কলানি নবৈব তু ॥ ২ ॥
অদেয়ানি নবাশ্রানি বস্ত্রজাতানি সৰ্বদা ।
নবকা নব নির্দিষ্টা গৃহস্থেগ্নিতিকারকাঃ ॥ ৩ ॥
সুধাবস্ত্রানি বক্ষ্যামি বিশিষ্টে গৃহমাগতে ।
মনশ্চক্ষুঃখং বাৎসৌম্যং দদ্যাকুতুষ্টয়ম্ ॥ ৪ ॥
অভ্যুত্থানমিহাগচ্ছ পৃচ্ছালাপপ্রিয়ান্বিতঃ ।
উপাসন মনুজ্ঞান্য কার্গ্যাণ্যোতানি যত্নতঃ ॥ ৫ ॥
ঈষদানানি চাত্তানি ভূমিরাপসৃণানি চ ।
পাদশৌচং তথাভাস্মপ্রায়ঃ শঙ্কনস্থথা ॥ ৬ ॥
কিঞ্চিচ্চায়ং যথাশক্তি নাত্তানশ্চন্দ্ৰং গৃহে বসেৎ ।
বৃজ্ঞং চার্ঘ্যেন দেয়ং যেতাশ্রপি সদা গৃহে ॥ ৭ ॥
সক্যান্নানং জপোহোমঃ স্নানযোগো দেবতাক্ষনম্ ।
বৈশ্বদেবঃ তথাতিথ্যমুদ্র তথাপি শক্তিভঃ ॥ ৮ ॥
পিতৃদেবমহুয্যাণং দীনানাপতপুশ্বিনাম্ ।
মাতাপিতৃগুরুণাঞ্চ সংশ্রিতাগোযথার্থতঃ ॥ ৯ ॥
এতানি নব কৰ্ম্মাণি বিকৰ্ম্মাণি তথা পুনঃ ।
অনৃতং পারদার্য্যঞ্চ তথাভক্ষ্যস্ত ভক্ষণম্ ॥ ১০ ॥
অগম্যাগমনাপেয়পানং স্তেয়ঞ্চ হিংসনম্ ।
অশ্রৌতকৰ্ম্মাচারবণং মিত্রধর্ম্মবহিষ্কৃতম্ ॥ ১১ ॥
নবৈতানি বিকৰ্ম্মাণি তানি সৰ্ব্বাণি বর্জয়েৎ ।
আবৃক্ষিতং গৃহচ্ছিজং মত্তমৈখুনভেষজম্ ॥ ১২ ॥
উপোদানাবমানো চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ ।
প্রাণোগ্যমুপশ্লিষ্ট দানাদ্যয়নবিক্রয়াঃ ॥ ১৩ ॥
কৃত্যদানং বুধোৎসর্গো রহঃপাপমকুৎসনম্ ।
প্রকাশ্যানি নবৈতানি গৃহস্থপ্রমিগন্তথা ॥ ১৪ ॥
মাতাপিতৃগুরু মিত্রে বিনীতে চোপকারিণি ।
দীনানাপবিশিষ্টেভ্যোদত্তস্ত সফলং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

ধূর্তে বন্ধিনি মন্দে চ কৃষ্টৈর্দেয় ক্রিতবে শর্তে ।
চাটুচারণচৌরেভ্যোদত্তং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ১৬ ॥
সামাগ্র্যং যাচিতং ত্র্যাস আধির্দার্য্যশ্চ তন্জনম্ ।
ক্রমায়াতঞ্চ নিষ্কপঃ সর্বস্বকাগ্রে সতি ॥ ১৭ ॥
আপৎস্বপিন দুঃয়ানি নব বস্ত্রানি সর্ষদা ।
যো দদাতি স মুচ্যাত্তা প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥ ১৮ ॥
নবনবকবে ব্রাহ্মণস্থানপরং নরম্ ।
ইহ লোকে পরে চ শ্রীঃ সর্গান্তঞ্চ ন মুঞ্চতি ॥ ১৯ ॥
যথৈবাত্মা পরতত্ত্বদ্রষ্টব্যঃ সুখমিচ্ছতা ।
সুখভূঃখানি তুগ্যানি যথায়ানি তথা পবে ॥ ২০ ॥
সুখং বা যদি বা দুঃখং যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পরে ।
ততস্তত্ত্ব পুনঃ পশ্যৎ সৰ্বমায়ানি জায়তে ॥ ২১ ॥
ন ক্রেশেন বিনা জব্যং জব্যহীনে কৃতঃ ক্রিয়া ।
ক্রিয়াহীনে ন ধর্ম্মঃ শ্রান্ত্যহীনে কৃতঃ সুখম্ ॥ ২২ ॥
সুখং বাঞ্ছন্তি সর্ষেহি তচ্চ ধর্ম্মসমুত্তবম্ ।
ভস্যাক্ষয়ঃ সদা কার্গ্যঃ সর্ববর্ণৈঃ প্রযুক্ততঃ ॥ ২৩ ॥
শ্রায়াগতেন দ্রব্যোণ কর্তব্যং পারলৌকিকম্ ।
দানঞ্চ বিধিনা দেয়ং কালে পাত্রে গুণান্বিতে ॥ ২৪ ॥
সমদ্বিগুণসাহস্রমানস্ত্যঞ্চ যথাক্রমম্ ।
দানে ফলবিশেষঃ শ্রাদ্ধিংসায়ং তাবদেব তু ॥ ২৫ ॥
সমমাত্রাক্ষণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণক্ৰবে ।
সহস্রগুণমাত্রার্গ্যে ত্বনস্তং দেদপারগে ॥ ২৬ ॥
বিধিহীনে তথা পাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্ ।
ন কেবলং তদিনশ্রেষ্ণেবন্যস্ত ন শ্রুতি ॥ ২৭ ॥
ব্যসনপতিকাবায় কুটুধার্ষ্যং যাচেত ।
এবমবিধ্য দাতব্যমত্ৰথা ন ফলং ভবেৎ ॥ ২৮ ॥
মাতাপিতৃবিহীনস্ত সংস্কারোবহনাদিভিঃ ।
যঃ স্থাপয়তি তস্যোহ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ২৯ ॥
ন তচ্ছ্রেণোহর্গ্যহোহেণ নৈয়িষ্টোমেন লভাতে ।
যচ্ছ্রেয়ঃ প্রাপ্যতে পুংসা বিপ্রৈঃ স্থাপিতেন তু ॥ ৩০ ॥
যদ্বদিতমং লোকে যচ্চাপি দদিতং গৃহে ।
তত্ত্বদুগ্ধবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৩১ ॥

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পত্নীমূলং গৃহং পুংসাঃ যদি চ্ছন্দোহস্থবর্ত্তিনী ।
গৃহপ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশাহুগা ॥ ১ ॥
তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নতে ।
প্রাকাম্যে বর্ত্তমানা তু শ্বেহারতু নিবারিতা ॥ ২ ॥

অবস্থা সা ভবেৎ পশ্চাদ্ভাষা ব্যাধিকপেক্ষিতঃ ।
 অমূল্য নবাগৃহ্ণা দক্ষা সাধনী প্রিয়ম্বদা ॥ ৩
 আশ্বগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মাতৃবী ॥ ৪
 অমূলকলত্রায় স্তন্য স্বর্গইহেবহি ।
 প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
 ঋগৈহপি ছলভং হ্যেতদমুরাগঃ পরম্পরম্ ।
 রক্তএকো বিরক্তোহস্তম্মাং কষ্টতরং হু কিম্ ॥ ৬
 গৃহবাসঃ স্বার্থায় পত্নীমূলং গৃহে স্বধম্ ।
 সা পত্নী যা বিনীতা স্তাচ্চিভক্তা বশবর্তিনী ॥ ৭
 হুঃখা হুঃখা সদা বিদ্যা চিত্তভেদঃ পরম্পরম্ ।
 প্রতিকূলকলত্রস্ত দ্বিদারস্ত বিশেষতঃ ॥ ৮
 যোষিৎ সর্বা জলোকৈব ভূষণচ্ছাদনাশনৈঃ ।
 সূতৃত্যপি কৃত্য নিত্যং পুরুষং হৃৎকর্ষতি ॥ ৯
 জলোকী রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী ।
 ইতরা তু ধনং বিভৎ মাংসংবীর্যং বলং স্বধম্ ॥ ১০
 সশব্দা বালভাবে তু যৌবনে বিমুখী ভবেৎ ।
 তৃত্যবয়স্যাতে পশ্চাদ্ভবচ্ছাবে স্বকং পতিম্ ॥ ১১
 অমূল্য নবাগৃহ্ণা দক্ষা সাধনী পতিব্রতা ।
 এভিরেব শুণৈযুক্তা শ্রীরেব জ্ঞী ন সংশয়ঃ ॥ ১২
 বা কষ্টমনসা নিত্যং স্থানমানবিচক্ষণা ।
 ভর্তৃঃ প্রীতিকরী নিত্যং সা ভাগ্যা হীতরাজরা ॥ ১৩
 শিষ্যোভাগ্যা শিগুর্ভ্রাতৃপুত্রোদাসঃ সমাপ্রিতঃ ।
 যস্যেত্যানি বিনাতানি তস্যালোকহিগোরবম্ ॥ ১৪
 প্রথম ধর্মপত্নী চ বিতীয়া রতিবন্ধিনী ।
 কৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপজায়তে ॥ ১৫
 ধর্মপত্নী সমাখ্যাতা নির্দোষা যদি সা ভবেৎ ।
 দোষে সতি ন দোষঃ স্তাদ্ভা ভাগ্যাগুণাবিতা ॥ ১৬
 অদৃষ্টপতিভ্যাং ভাগ্যাং যৌবনেবঃ পরিতাজেৎ ।
 স জীবনান্তে জীৱক বন্য্যত্বক সমাপ্রয়াৎ ॥ ১৭
 মরিত্বং ব্যাধিতং চৈব ভর্তারং যাবমনাতে ।
 শুনী গৃহী চ মকরী জায়তে সা পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮
 মৃতে ভর্তারি বা নারী সমারোহেচ্ছ ত্শনম্ ।
 সা ভবেত্তু শুভাচার স্বর্গলোকং মহীয়তে ॥ ১৯
 ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাহুচ্ছরতে বিলাৎ ।
 তথা সা পতিমুচ্ছৃত্য চেনৈব সহ মোদতে ॥ ২০
 তেষাং জাতাত্তপত্যানি চাণ্ডালৈঃ সহবাসয়েৎ ২১
 ইতি দাক্ষে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

উক্তং শৌচমশৌচক কার্যং তাত্কাং মনোবিত্তিঃ
 বিশেষার্থং তয়োঃ কিল্বিষক্যামি হিতকাম্যায় ॥ ১
 শৌচে বস্ত্রঃ সদাকাব্যঃ শৌচমূলোদিতঃ স্মৃতঃ ।
 শৌচাচারবিহীনস্ত সমস্তানিফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২
 শৌচক দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাত্মান্তরত্বাৎ ।
 মুজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবভুক্তিস্তথা ॥ ৩
 অশৌচাক্ষি বয়ং বাহ্যং তস্মাদাত্মান্তরং বয়ম্ ।
 উভাভ্যাক শুচির্ষজ্ঞ স শুচিনেতরঃ শুচিঃ ॥ ৪
 একা পিঙ্গে শুদে তিজ্রোদশ বামকরে তথা ।
 উভয়োঃ সপ্ত দাতব্য্য মুদন্তিষজ্ঞ পাদয়োঃ ॥ ৫
 গৃহস্থশৌচমাখ্যাতং ত্রিষজ্ঞেব্ যথাক্রমম্ ।
 দ্বিগুণং ত্রিগুণৈকং চতুর্থং চতুগুণম্ ॥ ৬
 অর্দ্ধ প্রস্থতিমাত্রস্ত প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা ।
 দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ তদর্দ্ধং পরিকীর্ণিতা ॥ ৭
 লিঙ্গেহপ্যত্র সমাখ্যাতা ত্রিপর্কী পূর্বাতে যয়া ।
 এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৮
 ত্রিগুণস্ত বনস্থানাং যতীনাঞ্চ চতুগুণম্ ।
 দাতব্যমুদকস্তাবনমুদভাবোযথা ভবেৎ ॥ ৯
 মৃদা জলেন শুদ্ধিঃ স্তারক্বেশো ন ধনব্যয়ঃ ।
 যন্ত শৌচেহপিশৈথিল্যং চিত্তং তত্তপরীক্ষিতম্ ॥ ১০
 অন্তদেব দিবালৌচং রাত্রাবন্যদ্বিধীয়তে ।
 অন্যদাপংস্থ বিপ্রাণামন্যদেব অনাপদি ॥ ১১
 দিবোদিতস্ত শৌচস্য রাত্রাবর্দ্ধং বিধীয়তে ।
 তদর্দ্ধং মাতুরসাহস্ররায়ামর্দ্ধং মধ্বনি ॥ ১২
 নৃনাধিকং ন কৃতব্যং শৌচে শুদ্ধিমভীক্ষতা ।
 প্রায়শ্চিত্তে ন যজ্ঞোক্ত বিহিতা তক্রমে কৃতে ॥ ১৩
 ইতি দাক্ষে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সূতকস্ত প্রবক্ষ্যামি জন্মসূত্রাসমুদ্রবম্ ।
 যাবজ্জীবং তৃতীয়স্ত যথাবদনুপূর্কশঃ ॥ ১
 সদ্যঃ শৌচং তথৈকাগোষিতচতুরহস্তথা ।
 দশাহোরাদশাহং পক্ষোদাসপ্তথৈব চ ॥ ২
 মরণান্তং তথা চানাদশপক্ষস্ত সূতকে ।
 উপন্যস্তক্রমেণৈব বক্ষ্যামাহমশেষতঃ ॥ ৩
 গ্রস্তার্থতোবিজ্ঞানাতি বেদমতৈঃ সমধিষ্ঠম্ ।
 সকলং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাৎসর্য সূতকী ॥ ৪
 রাধর্ষিদীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা ।

ক্রুতিনাং সত্রিণাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৫
 একাহন্ত সমাখ্যাতো যোহগ্নিবেদসমবিতঃ ।
 হীনে হীনতরেষ্টেব দ্বিজিচ্চতুরহন্তথা ॥ ৬
 জাতিবিশ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ ।
 নৈশ্চঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৭
 অন্নাদ্য চাপ্যহন্তা চ ভুঙ্ক্তেহদ্বা চ যঃ পুনঃ ।
 এবদ্বিষস্য সর্বস্য স্তবকং সমুদাহৃতম্ ॥ ৮
 বাধিতস্য কদর্ব্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্বদা ।
 ক্রিয়াহীনস্য মূর্থস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৯
 বাসনাসকুচিতস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ ।
 প্রদ্ধাত্যাগবিহীনস্য ভক্ষ্যন্তঃ স্তবকং ভবেৎ ॥ ১০
 ন স্তবকং কদাচিৎ স্তাদ্যাবজ্জীবন্ত স্তবকম্ ।
 এবং গুণবিশেষেণ স্তবকং সমুদাহৃতম্ ॥ ১১
 স্তবকে স্তবকে চৈব তথাচ স্তবস্তবকে ।
 এতংসংহতশৌচানাং স্তবশৌচেন শুধ্যতি ॥ ১২
 গানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ততে ।
 শাহাত্ম পরং শৌচংবিশ্রোহর্হতি চ ধর্মবিৎ ॥ ১৩
 গানঞ্চ বিধিনা দেয়ং অন্তান্তারকং হি তৎ ।
 স্তবকান্তে মৃতো যন্ত স্তবকান্তে চ স্তবকম্ ॥ ১৪
 এতংসংহতশৌচানাং পূর্বাশৌচেন শুধ্যতি ।
 ঐতর্য্য দশাহানি কুলস্নানং ন ভূজাতে ॥ ১৫
 চতুর্থেহহনি কর্তব্যমস্থি সঞ্চয়নং দ্বিজৈঃ ।
 ততঃ সঞ্চয়নাদুর্দ্ধমঙ্গলশৌবিধীয়তে ॥ ১৬
 বর্ণানামানুলোম্যেন জীণামেকোযদা পতিঃ ।
 দশবটব্রাহ্মেকাহঃ প্রসবে স্তবকং ভবেৎ ॥ ১৭
 যজ্ঞকাণে বিবাহে চ দেশভঙ্গে তথৈব চ ।
 হুয়মানে তথাগ্নৌ চ নাশৌচং স্তবস্তবকে ॥ ১৮
 স্তবকালে ত্বিদং সর্বমশৌচং পরিকীর্তিতম্ ।
 আপদাতস্ত সর্বস্ত স্তবকে নতু স্তবকম্ ॥ ১৯
 ইতি দাক্ষে ধর্মশাস্ত্রে বঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

লোকো বশীকৃতো যেন যেনচাত্মা বশীকৃতঃ ।
 ইন্দ্রিয়র্থে জিতো যেন তং যোগং প্রত্নবীমাহম্ ১
 আশ্রয়ামন্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারস্ত ধারণা ।
 তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চষড়্ভোগো যোগউচ্যতে ॥ ২
 নাগর্য্যসেবনাদ্যোগো নানেকগ্রন্থচিন্ত্যবাৎ ।
 বৈতৈর্বাঈজন্তপোভিচ্চ ন যোগঃ কন্তচিত্তবেৎ ৩
 নচ পথ্যাদিনাদ্যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ ।

নচ শাস্ত্রাতিরিক্তেন শৌচেন স ভবেৎ কচিৎ ॥ ৪
 ন মোনময়কুহকৈরনেকৈঃ স্কৃতৈস্তথা ।
 লোকয়াত্রাবিস্কৃত্য যোগো ভবতি কন্তচিৎ ॥ ৫
 অভিযোগান্তথাভ্যাসান্তিম্নিবেব তু নিশ্চয়াৎ ।
 পুনঃ পুনশ্চ মিরেদাদ্যোগঃ সিধ্যতি নাশ্রুথা ॥ ৬
 আশ্রুচিন্তাবিনোদেন শৌচক্ৰীড়নকেন চ ।
 সর্বভূতসমচ্ছেদন যোগঃ সিধ্যতি নাশ্রুথা ॥ ৭
 যশ্চাত্মনি রতোনিত্যমাত্মক্ৰীড়ন্তথৈব চ ।
 আশ্রুনিষ্ঠশ্চ সততমাত্মন্তেব সত্তাবতঃ ॥ ৮
 রতশ্চৈব স্বয়ং তুঃ সন্তুষ্টো নাশ্রমণসঃ ।
 আশ্রুন্তেব স্তূষ্টোহসৌ যোগন্তস্ত প্রাসিধ্যতি ॥ ৯
 স্তূষ্টোহপি যোগযুক্তঃ স্ত্রাজ্ঞাগ্রচ্চাপি বিশেষতঃ ।
 ঈদৃক্চেষ্টঃ স্তবতঃ শ্রেষ্ঠো গরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম্ ১০
 য আশ্রব্যতিরেকেন দ্বিতীয়ং নৈব পশ্যতি ।
 ব্রহ্মীভূয় সএবং হি দক্ষপক্ষউদাহৃতঃ ॥ ১১
 বিষয়াসক্তচিত্তোহি যতির্মোক্ষং ন বিদতি ।
 যত্নেন বিষয়াসক্তিং তন্মাদ্যোগী বিবজ্জয়েৎ ॥ ১২
 বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগং কেচিদ্ভোগং বদন্তি হি ।
 অধর্মো ধর্মরূপেণ গৃহীতস্তৈরপণ্ডিতৈঃ ॥ ১৩
 মনসশ্চাত্মনশ্চৈব সংযোগঞ্চ তথাপরে ।
 উক্তানামধিকা হেতে কেবলং যোগবক্ষিতাঃ ॥ ১৪
 বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজং পরমাত্মনি ।
 একীকৃত্য বিমুচ্যতে যোগোহয়ং মুখ্যউচ্যতে ১৫
 কথায়মোহবিক্ষেপলজ্জাশঙ্কাদিচেতসঃ ।
 ব্যাপারান্ত সমাখ্যাতাত্মানু জিহ্বাবশমনয়ং ॥ ১৬
 কুট্টৈষঃ পঞ্চস্তিগ্রীটম্যৈঃ ষষ্ঠস্তত্র মহত্তরঃ ।
 দেবাসুরনহৃদ্যোজ স জেতুং নৈব শক্যতে ॥ ১৭
 বলেন পররাষ্ট্রাণি গৃহ্নু শূরস্ত নোচ্যতে ।
 জিতো যেনেন্দ্রিয়গ্রামঃ স শূরঃ কথ্যতে বৃধৈঃ ১৮
 বহিমুখানি সর্বাণি কৃত্বা চান্তিমুখানি বৈ ।
 সর্কলৈবেন্দ্রিয়গ্রামং মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ ১৯
 সর্বভাববিনিমুক্তঃ ক্ষেত্রজং ব্রহ্মণি তুসেৎ ।
 এতচ্ছ্যানঞ্চ যোগশ্চ শেবাঃ স্যগ্রহৃবিস্তারঃ ২০
 ত্যক্তা বিষয়ভোগাংশ্চ মনেনিচ্চলতাং গতম্ ।
 আশ্রশক্তিস্বরূপেণ সমাধিঃ পরিকীর্তিতাঃ ২১
 চতুর্ণাং সন্নিকর্ষণে পদং যত্নদশাখতম্ ।
 দ্বয়োস্ত সন্নিকর্ষণে স্নানং ঋবমক্ষয়ম্ ২২
 যদ্যন্তি সর্বলোকস্য তদন্তীতি বিকথ্যতে ।
 কথ্যমানং তথাত্মসা হৃদয়ে নাবতিষ্ঠতে ২৩
 স্বমেষদ্যং হি তদ্ব্রহ্ম কুমারীমৈধুনং বধা ।

অযোগী নৈব জানাতি জাতাকোহি যথা ঘটম্ ॥২৪॥
 নিত্যভ্যাসনশীলস্য স্নসংবেদ্যং হি তত্তবেৎ ।
 তৎস্বপ্নাদনির্দেশ্যং পরং ব্রহ্ম সমাতনম্ ॥ ২৫ ॥
 বুদ্ধভ্যন্তরং ভাবং মনসালোচনং যথা ।
 মত্ততে জী চ মুখশ্চ তদেব বহু মত্ততে ॥ ২৬ ॥
 সঙ্ঘোংকটাঃ সুরাশাপি বিষয়েণ বশীকৃতাঃ ।
 প্রমাদিভিঃ ক্ষুদ্রসংস্কার্যমুভৈরত্র কা কথা ॥ ২৭ ॥
 তস্মাত্তাক্ষকযায়েণ কর্তব্যং দণ্ডধাবণম্ ।
 ইতরস্ত ন শক্নোতি বিব্রয়ৈরভিভূয়তে ॥ ২৮ ॥
 ন স্থিরং ক্ষণমপ্যেকমুদকং হি যথোন্মিভিঃ ।
 বাতাহতং তথা চিত্তং তস্মাত্তস্য ন বিশ্বসেৎ ॥২৯॥
 ত্রিদণ্ডব্যপদেশেন জীবন্তি বহবো নরাঃ ।
 যোহি ব্রহ্ম ন জানাতি ন ত্রিদণ্ডার্থেব সং ॥৩০॥
 ব্রহ্মচর্য্যং সদা রক্ষেন্তথা মৈথুনং পৃথক্ ।
 স্রবণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাবণম্ ॥৩১॥
 সঙ্কল্পোহধাবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ ।
 এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীরিণঃ ॥ ৩২ ॥
 ন ধ্যাতব্যং ন বলব্যং ন কর্তব্যং কদাচন ।
 এতৈঃ সর্কৈঃ স্নসম্পন্নো যতির্ভবতি নেতরঃ ॥৩৩॥
 পারিত্রজ্যং গৃহীত্বা চ যোগার্থে নাবতিষ্ঠত ।
 স্বপদেনাক্ষয়িত্বা তং রাজা শীঘ্রং প্রবাসয়েৎ ॥৩৪॥
 একোভিক্ষুর্গোধোক্তস্ত দৌ চৈব মিথুনং স্মৃতম্ ।
 ত্রয়ো গ্রামস্তথা প্যাতিউর্দ্ধস্ত নগরায়তে ॥ ৩৫ ॥
 নগরং হি ন কর্তব্যং গ্রামোবা মিথুনং তথা ।
 এতন্ত্রয়ং প্রকুর্য্যঃ স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতে যতিঃ ॥ ৩৬ ॥
 রাজবার্ত্তাদি তেষাং ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরম্ ।
 স্নেহপেশুন্যমাংসগাং সন্নির্বাদসংশয়ম্ ॥ ৩৭ ॥
 লাভপূজানিমিত্তং হি ব্যাখ্যানং শিষ্যসংগ্রহঃ ।
 এতে চ'ন্যে চ বহবঃ প্রপঞ্চাঃ কৃতপশ্বিনাম্ ॥৩৮॥
 ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তগীলতা ।
 ভিক্ষোচ্ছাদারি কন্ধ্যাপি পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥৩৯॥

তপোজপৈঃ ক্লীভূতোব্যাদিতোহবসথাবহঃ ।
 বুদ্ধোগ্রহগৃহীতশ্চ যশাচ্ছৌখিকলেশ্বর্য্যঃ ॥ ৪০ ॥
 নীরজশ্চ যুবা চৈব ভিক্ষুনাবসথাবহঃ ।
 স দ্বয়তি তৎস্থানং বুধান্ পীড়যতীতি চ ॥ ৪১ ॥
 নীরজশ্চ যুবা চৈব ব্রহ্মচর্য্যাদিনশ্চতি ।
 ব্রহ্মচর্য্যাদিনশ্চ কুলকৈব তু নাশয়েৎ ॥ ৪২ ॥
 বসনাবসথে ভিক্ষুর্মৈথুনং যদি সেবতে ।
 তস্যাবসথনাথস্য মূল্যাপি নিকৃন্ততি ॥ ৪৩ ॥
 আশ্রমে তু যতির্যস্য মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ ।
 কিন্তুস্যাগ্নে ন ধর্মেণ কৃতকৃত্যোহভিজায়তে ॥ ৪৪ ॥
 সমিতঃ যদগৃহস্থে ন পাপমামুরণান্তিকম্ ।
 স নির্দহতি তং সর্ব্বমেকরাত্রোহিততোতিঃ ॥ ৪৫ ॥
 যোগাশ্রমপরিশ্রান্তং যন্ত ভোজয়তে যতিম্ ।
 নিখিলং ভোজিতং তেনৈরগোকাংসচরাত্রয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
 যস্মিন্ দেশে বসেদযোগী ধ্যানযোগরিচক্ষণঃ ॥ ৪৭ ॥
 সোহপিদেশো ভবেৎ পূতঃকিপুনস্তস্যাবাক্ষ্যঃ ॥ ৪৮ ॥
 দ্বৈতকৈব তথা দ্বৈতং বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ ।
 ন দ্বৈতানাং চাদ্বৈতমিত্যো তৎ পরমার্থিকম্ ॥ ৪৯ ॥
 নাহং নৈবাগ্নসম্বন্ধো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতঃ ।
 ঐন্দ্রিয়ামবস্থায়ামবাপ্যং পরমং পদম্ ॥ ৪৯ ॥
 বৈতপক্ষাঃ সন্মাতা যেনৈবৈতং তু ব্যবস্থিতাঃ ।
 অদ্বৈতিনাং প্রবক্ষ্যামি যথাধর্ম্মঃ স্থনিশ্চিতঃ ॥ ৫০ ॥
 তত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যদি পশুতি ।
 ততঃ শাস্ত্রাণ্যবীক্যন্তে ক্ষয়ন্তে গ্রন্থসংখ্যাঃ ॥ ৫১ ॥
 দক্ষশাস্ত্রং যথা প্রোক্তমশেষাশ্রমমুক্তমম্ ।
 অধীযন্তে তু য়ে বিপ্রান্তে যান্ত্যনরলোকতাম্ ॥ ৫২ ॥
 ইদন্ত যঃ পঠেত্তত্য়া শৃণুয়াদবগোহপিবা ।
 স পুত্রপৌত্রপশুমান্ কীর্ত্তিঞ্চ সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩ ॥
 শ্রাবয়িত্বা ত্বিদং শাস্ত্রং শ্রাক্ষক্যাংগেহপিবাশ্রিজঃ ।
 অক্ষয়ং ভবতি শ্রাক্ষং পিতৃভ্যাশ্চোপজায়তে ॥ ৫৪ ॥
 ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সমাপ্তা চেয়ং দক্ষসংহিতা ।

গৌতমসংহিতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

বেদো ধর্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলৈ দৃষ্টৌ
ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাং ন তু দৃষ্টৌহর্থো
বরদৌর্বল্যাতুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ । উপ-
নয়নং ব্রাহ্মণস্যাষ্টমে নবমে পঞ্চমে বা কাম্যং
গর্ভাদিঃ সন্ধ্যা বর্ষাণ্যন্তত্বিতীয়ং জন্ম । তদ্
যন্মাং স আচার্য্যো বেদাহুবচনাচ্চ । একাদশ-
দ্বাদশয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ । আবোধাদ্-
ব্রাহ্মণতাপতিতা সাবিত্রী দ্বাবিংশতেরাজত্বস্ত
ধবায় বৈশস্ত । মৌজীজ্যামৌকীসৌত্র্যো
মেথলাঃ ক্রমেণ কৃষ্ণকুরুবন্তাজিনানি বাসাংসি
শাণকৌমটীরকুতপাঃ সর্কেষাং কাপাসিকা-
কুতম্ । কাষায়মপ্যেকৈ । বার্কং ব্রাহ্মণস্ত
মার্জিষ্ঠহারিদ্বে ইতরয়োঃ বৈবপালাশৌ ব্রাহ্ম-
ণস্ত দণ্ডাবখথপৈলবৌ শেষে যজ্ঞিয়া বা সর্কে-
ষামপীরিতা যুগচক্রাঃ সবহলা (সংশকা) মুর্ধ-
ললটনাসাঐগ্রমাণাঃ । মুণ্ডজটিলশিখাজটাশ্চ ।
জব্যহস্ত উচ্ছিষ্টোহনিধায়াচামেদ্রব্যগুচ্ছিঃ
পরিমার্জনপ্রদাহতক্ষণনির্গেজনানি তৈজস-
মাস্তিকদারবতাস্তবানাং তৈজসবহুপলমণিশঙ্খ-
গুতীনাং দারুণদস্থিভূম্যোরাবপনঞ্চ ভূমে-
শ্চেলবজ্রজ্জ্ববিদলচর্মণ্যমুৎসর্গোবাত্যস্তোপহতা-
নাম । প্রাযুক্ত উদযুক্তো বা শৌচমারভেৎ ।
উচৌ দেশ আসীনো দক্ষিণং বাহুং জাহন্তরা
কৃষা যজ্ঞোপবীত্যামণিবন্ধনাং পাণী প্রক্ষাল্য
বাগবতোজ্জদম্পশশ্চিহ্নতুর্দ্বাপআচামেদ্বিঃ প্রম-
জ্যাং পাদৌ চাত্ত্যাক্ষেং ধানি চোপস্পৃশেজ্জীর্বা-
ণানি মুর্ধনি চ দদ্যাৎ । স্বপ্তা ভুক্তা কৃষা
চ পুনঃ । দন্তগ্রিষ্টেহু দন্তবদন্তজ জিহ্বা-
তিম্বর্ণাৎ । প্রাক্চ্যুতেরিত্যেকৈ । চ্যুতেষা-

স্রাববদ্বিধ্যামিগিরয়েব ওচ্ছুচিঃ । ন মুখ্যা-
বিপ্রং উচ্ছিষ্টং কুরুস্তি তাশ্চেন্দ্রোনিপতস্তি ।
লেপগন্ধাপকর্ষণে শৌচমমেধ্যস্ত । তদন্তিঃ
পূর্বে মুদা চ মূত্রপুত্রীষরেতোবিস্রংসনাত্ম-
বহারসংযোগেষু চ যত্র চার্য্যো বিদধ্যাৎ ।
পাণিনি সব্যমুপসংগৃহ্যাহুষ্ঠমধীহি ভো ইত্যা-
মন্ত্রয়েত গুরুঃ । তত্র চক্ষুর্মনঃপ্রাণোপস্পর্শনং
দর্ভৈঃ প্রাণারামাস্ত্রয়ঃ পঞ্চদশমাত্রাঃ প্রাক্তনে-
দ্বাসনঞ্চ ওঁ পূর্বা ব্যাজ্তয়ঃ পঞ্চসপ্তাভ্যাঃ ।
গুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং প্রাতঃক্কাহুবচনে-
চাদ্যস্ত্রয়োহরমুজাত উপবিশেৎ । প্রাযুক্তো দক্ষি-
ণতঃ শিষ্য উদযুক্তো বা সাবিত্রীক্কাহুবচনমা-
দিতো ব্রহ্মণ আধানে ওঁ কারতাহন্তপ্রাণি ।
অস্তুরাগমনে পুনরুপসদনং শ্বনকুলসর্পমণ্ডুক-
মাজ্জারাগাং ত্রাহমুপবাসোবিপ্রবাসশ্চ প্রাণা-
য়ামা যতপ্রাশনঞ্চৈতরেযাম্ । শশানাধ্যয়েন
চৈবচৈবম্ ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

প্রাণপনয়নাং কামচারবাদভক্ষোহহুতো-
হব্রহ্মচারীযথোপপাদমূত্রপুত্রীষোভবতিনাত্চাম-
নকল্পো বিদ্যাতেহজ্ঞাপ্রমার্জনপ্রধানাবো-
ক্ষণেভ্যো নতজপস্পর্শনশৌচনক্বেবেনমগ্নিহব-
নবলিহরণমোনিযুক্ত্যাম ব্রহ্মাজিহ্বাহারয়েদন্তজ
যধানিনয়নাৎ । উপনয়নাদিনিয়মঃ । উক্তং
ব্রহ্মচর্য্যমধীক্ষনভৈক্ষকরণে সত্যবচনমপ্যমুপ-

স্পর্শনম্ । একে গোদানানি । বহিঃ সন্ধ্যার্থ-
 কাতিষ্ঠেৎ পূৰ্ণমাসীতোত্তরাং সন্ধ্যোক্তিব্যা-
 জ্যোতিষোদর্শনাধাগবতঃ । নদিত্যেকৈত-
 বজ্জয়েদধুমাংসং পুরুমাংসবিবাহাদ্ভাজনাত্তজ্ঞনবা-
 নোপানচ্ছজ্জকামক্ৰোধলোভমোহবাধ্যবাদনস্থান-
 দন্তধাবনহর্ষনৃত্যং গীতগরিবাদভয়ানি গুরুদর্শনে
 কর্ণ প্রাবৃত্তাবশক্খিকায়াত্রয়গদপ্রসারণানি
 নিষ্ঠীবিতহসিতবিজৃম্বিতাকোটানি দ্বীপ্রে-
 গালস্তনে মৈথুনশকায়াং দ্যুতং হীনবর্ণসেবাম-
 দভাদানং হিংসাম্ আচার্যাতংপুত্রজ্ঞাদীকিত-
 ন্যামানি শুক্লং বাচং মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ ।
 অথঃশয্যাশায়ী পূর্বোচ্চারী জঘন্তসংঘেহী বাধ্য-
 হুদরসংঘতঃ । নাথগোত্রে গুরোঃ সমানতো-
 দিদ্ধিশেৎ । অর্জিতে শ্রেয়সি চৈবম্ । শয্যা-
 সন্মহানানি বিহার প্রতিশ্রবণমভিক্রমণং বচনা-
 দৃষ্টেনাথঃস্থানাসনস্তিথ্যা তৎসেবায়াম্ । গুরু-
 দর্শনে চোত্তিষ্ঠেৎ গচ্ছন্তমহুভজ্ঞেৎ কর্ণ বিজ্ঞা-
 প্যাখ্যায়াহুতাদ্যায়ী যুক্তঃ প্রিয়হিতয়োত্তভাধ্য-
 পুজ্যেহু চৈবম্ । নোচ্ছিষ্টাশনস্বপনপ্রসাধন-
 পাদপ্রক্ষালনোন্নদনোপসংগ্রহণানি । বিপ্রো-
 যোপসংগ্রহণং গুরুভাধ্যাণং তংপুত্রস্ত চ ।
 নৈকে যুবতীনাং । ব্যবহারপ্রাপ্তেন সার্ক-
 বশিকং ভৈক্ষচরণমভিশস্তপতিতবজ্জম্ । আদি-
 মধ্যান্তেবু ভবচ্ছবঃ প্রযোজ্যো বর্ণানুপূর্ণণ ।
 আচার্য্যজ্ঞাতিগুরুস্বৈষলাভেহুতজ । তেবাং
 পূর্বং পরিহরবিবেদ্য গুরবেহুজ্ঞাতো ভূজীত ।
 অসমিধৌ তত্তাধ্যাপুত্রসব্রহ্মচারিসন্ত্যঃ । বাগবত-
 ত্তপ্যরলোদুপ্যমানঃ সন্নিধয়োদকং স্পৃশেৎ ।
 শিষ্যশিষ্টিবধেনাশক্তো রজ্জুবেণুবিদলাভ্যাং
 তহুত্যাংমজেন যন্ রাজ্ঞা শাস্তঃ । দাদশবর্ষাণ্যে-
 কৈকবেদে ব্রহ্মচর্য্যং চরয়েৎ প্রতিদ্বাদশবর্ষেবু
 গ্রহণান্তং বা । বিদ্যাশস্তে গুরুরর্থেন নিমন্ত্যঃ ।
 ততঃ কৃতানুজ্ঞানন্ত জ্ঞানম্ । আচার্য্যঃ শ্রেষ্ঠো-
 গুরুণং মাতৈত্যোকে মাতৈত্যোকে ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥২॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ততাপ্রমবিকল্পমেকৈ ব্রবতে ব্রহ্মচারী
 গৃহস্থো ভিক্ষুর্দেহানস ইতি তেবাং গৃহস্থো

যোনিরপ্রজনস্বাদিতরেবাম্ । তত্রোক্তং ব্রহ্ম-
 চারিণ আচার্য্যাদীনস্বমাত্রং গুরোঃ কর্ণশেবণ-
 মপেৎ । তত্রোক্তং তদীপত্যবৃত্তিতদভাবে বুদ্ধে
 সব্রহ্মচারিণ্যমৌ বা । এবংবুস্তো ব্রহ্মলোকমবা-
 প্তোতি জিতেজিয়ঃ । উত্তরেবাষ্টেতদবিবোধী
 অনিচয়ো ভিক্ষুরজ্জ্বরেতা প্রবশীলো বর্ষানু
 ভিক্ষার্থী গ্রামমিয়ানং । জঘন্তমনিবৃত্তকরেনং ।
 নিবৃত্তাশীর্কচক্ষুঃকর্ণসংঘতঃ । কৌপীনা-
 ছন্দনার্থং বাসো বিভূষাং । প্রহীণমেকৈ
 নির্বেজনবিপ্রযুক্তম্ । ওষধিবনস্পতীনামক-
 মুপাদদীত । ন বিতীয়ামুপহর্ত্তং রাত্রিঃ গ্রামে
 বসেৎ । মুণ্ডঃ শিখী বা বজ্জয়েজ্জীববধম্ ।
 সমো ভূতেষু হিংসামুগ্রহরোরনারন্তী । বৈধা-
 নসো বনে মূলফলাশী তপঃশীলঃ শ্রাবণ-
 কেনামিমাধার্যগ্রাম্যভোজী দেবপিতৃমহুবৃ-
 ত্তবিপূজকঃ সর্কাত্তিথিঃ প্রতিষিদ্ধবজ্জং ভৈক্ষ-
 মপ্যপযুজীত ন ফালকৃষ্টমধিতিষ্ঠেৎ গ্রামঞ্চ ন
 প্রবিশেজ্জটিলশ্চীরাজিনবাসা নাতিশয়ভূজীত ।
 একাশ্রম্যং স্বাচার্য্যঃ প্রত্যক্ষবিধানাকর্গাহহু
 গার্হস্থ্যত ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥৩॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

গৃহস্থঃ সদৃশীং ভাৰ্য্যাং বিন্ধেতানন্তপূর্বো
 যবীয়সীম্ । অসমানপ্রবরৈরর্কিবাহ উর্দ্ধং সপ-
 মাং পিতৃবন্ধুভ্যো বীজিনশ্চ মাতৃবন্ধুভ্যঃ গণ-
 মাং । ব্রাহ্মো বিদ্যাচারিত্রবন্ধুশীলসম্পন্ন
 দদ্যাদাচ্ছাদ্যালকুতাং । (১) সংযোগমন্তঃ প্রাজা-
 পত্যে সহধর্মকরতামিতি । (২) আর্ষে গোদি-
 থুনং কতাবতে দদ্যাং । (৩) অন্তর্কৈদ্যাহিজ্ঞানঃ
 দৈবঃ । (৪) অলঙ্কৃত্যেচ্ছন্ত্যাস্বয়ং সংযোগো গারু-
 র্ধঃ বিত্তেনানতিজীমতাসান্নরঃ । (৫) প্রসহা-
 দানাত্মকসঃ । (৬) অসংবিজ্ঞানোপসন্মদ্যং
 পৈশাচঃ । (৭) চন্দ্রারো ধর্ম্যঃ প্রথমাঃ বড়ি-
 ত্যোকে । অনুলোমানস্তরৈকান্তরযন্তরাস্ত্র জা-
 তাঃ সর্বণাষটোগ্রনিষাদমৌর্যস্তপারশবাঃ । প্রতি-
 লোমাস্ত্র হুতদ্যগধারোগবন্ধুত্বৈবেদৈকচাণ-
 গাঃ । ব্রাহ্মণ্যজ্ঞানং পুত্রান্ বর্ণেভ্য আহ-
 পূর্ব্যং ব্রাহ্মণহুতমাগধাণ্ডালান্ তেভ্য এব

কজ্জিয়া মুদ্রাবসিক্তকজ্জিরবীবরপুরুশান্ তেভ্য-
এব বৈভ্য। ভুজ্জকঠকমাহিযাবৈভ্যবৈদেহান্
তেভ্য এব পারশববনকরণমুদ্রান্ শূদ্রে-
তোকে। বর্ণান্তরগমনমুৎকৰাপকৰীত্যাং সপ্ত-
মেণ পঞ্চমেণ চাচার্য্যাঃ। স্ত্যস্তরজাতা-
নাঞ্চ প্রতিলোমাস্ত ধৰ্ম্মহীনাঃ শূদ্রায়াঞ্চ অস-
মানায়াঞ্চ শূদ্রাং পতিতবৃত্তিরত্যাঃ পাপিষ্ঠঃ।
পুনস্তি সাধবঃ প্রজ্ঞাস্তিপৌরবানাবাদশ দৈবা-
দশৈব প্রাজাপত্যাদশপূৰ্ণান্ দশাবরানান্ধানঞ্চ
ব্রাহ্মীপুত্রাঃ ব্রাহ্মীপুত্রাঃ।

ইতি গৌতমীয়ে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥৪॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ঋতাবুপয়াং সৰ্ব্বত্র বা প্রতিষিদ্ধবৰ্জম্।
দেবপিতৃমহুযভূতর্ষিপূজকো নিত্যস্বাধ্যায়ঃ।
পিতৃত্যশ্চান্দকদানং যথোৎসাহমন্ত্রজ্ঞাধ্যাদি-
রগ্নিদানাদির্কী। তস্মিন্ গ্রহাণি দেবপিতৃ-
মহুযযজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়শ্চ। বলিকর্ম্মাণাবগ্নি-
ধ্বন্তরিরিষ্মেদেবঃ প্রজাপতিঃ স্থিষ্টিকৃদিত্তি
হোমঃ। দিগ্দ্দেবভাত্যশ্চ যথাসং যারেবু
মরুভ্যো গ্রহদেবভাত্যঃ প্রবিষ্ট ব্রহ্মণে মধ্যো
অন্ত্য উদকুন্তে আকাশায়ৈত্যন্তরিক্ষে নক্তকরে-
ভ্যশ্চ সায়ম্। স্ততিবাচ্য ভিক্ষাদানপ্রশ্পূৰ্ণস্ত
দদাতিবু চৈবংধর্ম্মেবু। সমগ্নিগুণসাহজান-
ন্ত্যানি ফলাস্তব্রাহ্মণব্রাহ্মণশ্রোত্রিয়বেদপার-
গেভ্যঃ। গুরুধর্ম্মনিবেশোবধার্থবৃত্তিকীণযক্ষ্য-
মাণাধ্যয়নাধ্বসংযোগবৈখজিতেযু ভব্যসংবি-
ভাগোবহির্কৈদি ভিক্ষমাণেবু কৃতান্নমিতরেবু।
প্রতিশ্রুতাপ্যধর্ম্মসংযুক্তায় ন দদ্যাং। কুঙ্ক-
হঠেভীভার্তলুকুণালহবিরমুচমভোন্নস্তবাক্যান্নন-
ভাত্তপাতকানি। ভোজয়েৎ পূৰ্ণমতিধি-
কুমারব্যাধিতগভিনীস্বাসিনীহবিরান্ জঘ-
ত্যাং। আচার্য্যাপিতৃপত্নীনাং নিবেদ্য বচন-
ক্রিয়া ঋষিগাচার্য্যশ্চগুপিতব্যমাতুলানামুপহা-
নে যধুপকঃ সঘৎসরে পুনঃ পুজিত্যযজ্ঞবিবা-
হয়োরর্কী রাজ্ঞশ্চ শ্রোত্রিয়স্ত। অশ্রোত্রিয়-
জ্ঞানেনোদকে শ্রোত্রিয়স্ত তু পাদ্যমর্থ্যমন্নবিশে-
ষাং প্রকারৈরন্নিত্যং বা সংস্কারবিশিষ্টং
মধ্যতোহন্নদানমদৈবদ্যস্যাদুর্বৃত্তে বিপরীতে তু

ভূগোদকভূমিঃ স্বাগতমন্ততঃ পূজ্যানিত্যশূচ-
শব্যাদিনাবসথান্নব্রজ্যোপাসনানি সপ্তশ্রেয়-
সোঃ সমাজ্ঞমশৌহিণি হীনে অসমানগ্রামোহ-
তিথিরেকাত্রিকোহধিবৃক্ষস্বর্ঘ্যোগস্বারী কুশগা-
নাময়্যারোগ্যাপান্নপ্রদোৎসং শূদ্রস্যাত্রাঙ্গণতা-
নতিথিরব্রাহ্মণো যজ্ঞে সংবৃত্তশ্চৈভোজনন্ত
কজ্জিয়স্যোক্তিঃ ব্রাহ্মণেভ্যোহন্যান্ ভূত্যাঃ
সহানুশংসার্থমানুশংসার্থম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥৫॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

পাদোপসংগ্রহণং গুরুসমবায়ৈহহম্।
অভিগম্য তু বিপ্রোষ্য, মাতৃপিতৃভক্ষুনাং
পূৰ্ণজানাং বিদ্যাগুরুণাং তন্তদগুরুণাঞ্চ সন্নি-
পাতে পরস্ত। নাম প্রোচ্যাহমন্নমিত্যভি-
বাদোহজ্ঞসমবায়ৈ স্ত্রীপুংযোগেহভিবাদতোহ-
নিয়মমেকে নাবিপ্ৰোষ্য স্ত্রীণামমাতৃপিতৃব্য-
ভাৰ্য্যান্তগিনীনাং নোপসংগ্রহণংভাতৃভাৰ্য্যণাং
শূচ্যশ্চ। ঋষিক্ষতরপিতৃব্যমাতুলানাস্ত ববী-
রসাং প্রত্যাখানমনভিবাদ্যাত্তথান্যঃ পূৰ্ণঃ
পৌরোহিত্যিকাবরঃ, শূদ্রোহ্যপ্যত্যসমেনা-
বরোহ্যপ্যঃ শূদ্রেণ নাম চাস্য বর্জয়েজ্ঞাজ্ঞা-
জপঃ প্রেষ্যো ভোভবন্নিত বরস্যঃ সমানেহহনি
জাতো দশবর্ষবৃদ্ধঃ পৌরঃ পঞ্চতিঃ কলাভরঃ
শ্রোত্রিয়শ্চারণজিভিঃ রাজন্যো বৈশ্যকর্ম্ম
বিদ্যাহীনৌকীকৃতস্য প্রাক্ ক্রমাৎ। বিস্ত-
বন্ধুকর্ম্মজাতিবিদ্যাবয়ংসি ঋন্যানি পর-
বলীয়াংসি শ্রুতস্ত সর্কেভ্যোগরীষন্তুলভাঙ্কর্ম্মস্য
শ্রুতশ্চ। চক্রিদশমীহান্নগ্রোহাধ্বনাতকরাজভ্যঃ
পথোদানং রাজ্ঞা তু শ্রোত্রিয়ায় শ্রোত্রিয়ায়।

ইতি গৌতমীয়ে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥৬॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

আপংকরো ব্রাহ্মণস্যাত্রাঙ্গণাবিদ্যোপযো-
গোহহগমনং গুরুসমবায়ৈহহম্।
জনাধ্যাপনপ্রতিগ্রহীঃ সর্কেষাং পূৰ্ণঃ পূৰ্ণো
গুরুদলাভে ক্ষত্রবৃত্তিত্তরলাভে বৈশ্যবৃত্তিঃ।
তস্যাপণ্যং গন্ধরসকৃতান্নিত্তলশাণকৌমাজি-
নানি রক্তনির্বিষ্টে বাসসী ক্ষীরঞ্চ সবিকারং

মূলকলপ্পোষধমধুমাংসতৃণোদকাপথ্যানি পশ-
বশ্চ হিংসাসংযোগে পুরুষবশাকুমারীহেতবশ্চ
নিত্যং ভূমিত্রীহিবাক্যাবশ্যং খবতধেবনডুহ-
শ্চৈকে । বিনিময়স্ত রসানং রসৈঃ পশুনাঞ্চ
ন লবণাকৃতান্নম্নোত্তিলানাঞ্চ ম্নমেনামেন তু
পরস্য সংপ্রত্যর্থে সর্ষধাতুর্ত্তিরশক্তাবশুজেন
তদপোকে ঔণসংশয়ে তদ্বর্ষসঙ্করোহভক্ষ্য-
নিয়মস্ত ঔণসংশয়ে স্ত্রীক্ষণোহপি শত্রুমানদীত
রাজন্যো বৈশ্যকর্ম বৈশ্যকর্ম ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥৭॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

যৌলোকে ধৃতব্রতৌ রাজা ব্রাহ্মণশ্চ
ষড়্ভ্রতন্তরোচ্চতুর্বিধন্য মহষ্যজাতস্যাস্তঃ
সংজ্ঞানাকুলনপতনসর্পণানামায়তং জীবনং
ঐহিকরক্ষণমসংকরা ধর্মঃ । স এষ বহুভ্রতো
ভবতি লোকবেদবেদাঙ্গবিদ্যাকোবাক্যোতি-
হাসপুত্রাণকুলশ্রুদপেক্ষতবৃত্তিচ্ছারিংশতা সং-
স্কারৈঃ সংস্কৃতজিহ্ব কর্মধাভিরতঃ যট্শ বাসা-
ময়চারিকেষতি বিনীতঃ ষড়্ভিঃ পরিহার্য্যো
রাজা বধ্যশ্চাবধ্যশ্চান্ড্যশ্চাবহিকার্য্যশ্চাপরি-
বাদ্যশ্চাপরিহার্য্যশ্চৈজি । গর্ত্তাধানপুংসবন-
সীমন্তোরয়নজাতকর্মণাম্যকরণাংশ্রাশনচৌড়ো-
পনয়নং চত্বারি বেদজ্ঞতানুস্মানং সহধর্মচারিণী-
সংযোগঃপঞ্চানং যজ্ঞানামমুহুর্ভানং দেবপিতৃমহু-
ব্যভূতব্রহ্মণামেতেবাঞ্চাষ্টকাপার্ষ্ণশ্রদ্ধশ্রাবণ্যা-
গ্রহায়ণীচৈত্র্যাব্যুজীতি সপ্ত পাকযজ্ঞসংস্থা
অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসাবগ্রয়ংচাতুর্ম্মা-
ন্তনিরুতপগুবক্ষসোত্রমগীতি সপ্ত হবির্যজ্ঞ-
সংস্থা অগ্নিষ্টোমোহত্যগ্নিষ্টোম উক্থঃ ষোড়শি
বাজপেয়োহতিরাত্রোহেণ্ডোর্ম্ম ইতি সপ্ত সোম-
সংস্থা ইত্যেতে চত্বারিংশং সংস্কারাঃ । অথা-
ষ্টাব্যগুণাঃসদা সর্ষভুতেষু কাক্তিরনস্থ্য শৌচ-
মনারাসোমজলমকার্পণ্যমপুহেতি যট্শ্রুতে ন
চত্বারিংশং সংস্কারা নবাষ্টাব্যগুণা ন স
ব্রহ্মণঃ সাংখ্যং সালোক্যং চ গচ্ছতি । যন্ত
তু খলু 'সংস্কারাণ্যমেকদেশোহপ্যষ্টাব্যগুণা
অথ স ব্রহ্মণঃ সাংখ্যং সালোক্যং গচ্ছতি
গচ্ছতি ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

স বিধিপূর্য্যং স্বাক্ষা ভাধ্যামভিগম্য যথো-
ক্তান গৃহস্থধর্ম্মান ঔষজ্ঞান ইমানি ত্র্যাত্তম-
কর্ষেৎ দ্বিত্যকো নিত্যং গুচিঃ স্তৃগন্ধঃ স্নানশীলঃ
সতি বিত্তবে ন জীর্ণমলবাসাঃ স্তান রক্তম-
লবদগ্ধতং বা বাসো বিভূয়ান স্তম্বপানহৌ
নিবিক্তমশক্তৌ ন ক্রতুশ্চক্ষরকম্মারামিমপশ্চ
যুগপদ্ধারয়েন্নাজলিনা পিবের তিষ্ঠন্নুজ্যো-
দকেনাচামেন স্ত্রীজ্যোত্যেকপাণ্যাবজিতেন ন
বাযুধিবিপ্রাদিত্যাপৌ দেবতাগাশ্চ এতিপত্ন
বা মুত্রপূরীষামেধ্যাত্ম্যাস্যেত্নৈব দেবতাঃ এতি
পানৌ ঐসারয়েন্ন পর্ণলোষ্ট্রাশ্চিহ্নমুত্রপূরীষাপ-
কর্ষণং কুর্য্যান ভক্ষ্যকেশতুষকপালান্ত্রিতিষ্টের
য়েচ্ছাত্ত্যধাশ্মিকৈঃ সহ সম্ভাবেত সম্ভাযা
পুণ্যকৃতো মনসা ধ্যারেদব্রাহ্মণেন বা সহ সম্ভা-
বেত । অধেহুং ধেহুতব্যোতি ত্রায়দভজ
ভদ্রমিতি কপালং ভগালমিতি মণিধনুরিতীজ-
ধমুঃ । গাং ধয়ন্তীং পরত্নৈ নচক্ষীত নচৈনাং
বারয়েন্ন মিথুনীভূত্বা শৌচং এতি বিলম্বেত নচ
তস্মিন শয়নে স্বাধ্যায়মধীযীত নচাপরায়-
মধীত্য পুনঃ এতিসম্বিশেষাকল্পং নারীমভি-
ময়েন্ন রজস্বলাং নচৈনাং শ্লিষ্যেন্ন কন্ডামগ্নি-
মুখোপধমনবিগৃহ্যবাদবহির্গন্ধমাল্যধারণপানীয়-
সাবলেখনভার্গ্যাসহভোজনাজন্ত্যবেক্ষণকুদারপ্র-
বেশনপাদদাবনাসলিঙ্গস্থভোজননদীবাহুতরপ-
ক্ষবিষমারোগবরোহণপ্রাণব্যবস্থানানি চ
বর্জয়েন্ন সলিঙ্গাং নাবমধিরোহেৎ সর্ব্বতএবা-
ত্নানং গোপায়েন্ন প্রাবৃত্য শিরোহহনি পর্য্যট্টেৎ
প্রাবৃত্য তু রাজৌ মূত্রোচ্চারে চ ন ভূমাবনস্ত-
ক্ল্যান নারাকাবসথাম ভক্ষকরীষকুটচ্ছায়াপথি-
কাম্যেযু উতে মুত্রপূরীষে দিবা কুর্য্যাদ্ধনুঃ
সন্ধ্যারোশ্চ রাজৌ তু দক্ষিণামুখঃ পালান্যাসনং
পাত্তকে দম্ভধাবনমিতি বর্জয়েৎ । সোপাণং
কচ্চাশান্যাসনশয়নাভিবাদননস্কারান বর্জয়েৎ ।
ন পূর্ষীহুমধ্যানিনাপরাহ্মানকলান কুর্য্যাদ্ধ
যথাক্তি ধর্ম্মার্থকামেভ্যন্তেষু চ ধর্ম্মোত্তরঃ
স্তান্ননরাং পরবোধিতমীক্ষেত নপদ্যাসনমাকর্ষে
শিরোদরপানিপাদবাকুচকচ্চাপলানি কুর্য্যাদ্ধে
দনভেদনবিলিখনবিমর্দনাবক্ষোটনানি নাক-
স্যাৎকুর্য্যাদ্ধোপরিবংসতন্ত্রীং গচ্ছন্নকুলক্লঃ

সাম্বজ্ঞমবৃত্তোগক্ষেদর্শনায় তু কামং ন
ভক্ষ্যাতুংসক্রে ভক্ষয়েন্ন রাজৌ প্রেযাদ্ভ্য-
মুদ্র তন্মহাবিলপনপিত্যকমধিতপ্রভৃতীনি চান্ত
বীর্ধ্যাণি নান্নীয়াং সাহুং প্রাতঃস্বপ্নমভি-
পূজিতমনিন্দন ভূজীত ন কদাচিত্ত্রাজৌ নমঃ
স্বপেং দ্বায়াহা যচ্চাত্তবস্তো বৃদ্ধাঃ সম্যগ্নিনীতা
দন্তলোভমোহবিযুক্তা বেদবিদ আচক্রেতে তং
সমাচরেৎ যোগক্ষেমার্থমীশ্বরমধিগচ্ছেদ্রাজ-
মত্ৰা দেবগুৰুধাৰ্ম্মিকেষাঃ প্রভুতৈধোদ-
কষবকুশমালোপনিব্রজমগম্যার্জুনভূষিষ্ঠমনল-
সমুদ্রং ধাৰ্ম্মিকাদিষ্টিতং নিকেতনমাবসিতুং
যতেত প্রশস্তমঙ্গল্যদেবতায়তনচতুষ্পাদীন
প্রদক্ষিণমাবর্তেত । মনসা বা তৎসমগ্রমাচার-
মহুপালয়েদাপংকল্পঃ । সত্যধর্ম্মা আৰ্য্যবৃত্তাঃ
সিষ্টাধ্যাপকশোচসিষ্টাঃ ঐতিনিরতাঃ শ্রান্নিতা-
মহিংস্রো মৃদুঃদৃঢ়কারী দমদানশীল এবমাচারো
মাতাপিতরৌ পূর্বাংপরাং সদ্বদ্বান্ হুরিতেভ্যো
মোক্শিয়ান্ স্নাতকঃ শব্দ্রু ক্ললোকান চ্যবতে
ন চ্যবতে ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোহধ্যায়ঃ ॥৯॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

বিজ্ঞাতীনাংমধ্যয়নমিজ্যা দানং ব্রাহ্মণশ্রা-
ধিকাঃ প্রবচনবাজনপ্রতিগ্রহাঃ পূর্বেষু
নিয়মস্বাচার্য্যজ্ঞাতিপ্রিয়গুরুধনবিদ্যাভিনিময়েষু
ব্রহ্মণঃ সম্পদানমত্ৰা যথোক্তাং কৃষিবাণিজ্যে
চাষয়ং কৃতে কুসীদঞ্চ । রাজোহধিকং ব্রহ্মণং
সর্বভূতানাং জ্ঞায্যদগুহং বিভ্র্যাৎ ব্রাহ্মণান্
শ্রোত্রিয়ান্ নিকুংসাহাংশ্চাব্রাহ্মণানকরাং
শোপকুর্ক্সাংশ্চ যোগশ্চ বিজয়ে ভয়ে বিশে-
ষেণ চর্যা চ রথধনুর্ভ্যাং সংগ্রামে সংহানমনি-
বৃত্তিশ্চ ন দোষো হিংসায়ামাহবেহমত্ৰা ব্যাখ-
সারথ্যায়ুধকৃতাজলিপ্রকীর্ণকেশপরাযুধোপবিষ্টে-
হলবৃক্ষান্নদত্তগোব্রাহ্মণবাণিভ্যঃ ক্ষত্রিয়শ্চে-
দন্তস্তমুজীবৈশ্বদ্রবৃত্তিঃ শ্রাৎ জ্ঞেতা লভেত সাং-
গ্রামিকং বিত্তং বাহনন্ত রাজ্ঞ উদ্ধারশাপৃথগ-
জয়েহমত্ৰা যথার্থং ভাজয়েজ্ঞা রাজ্ঞে বলি-
দানং কবিকৈদর্শনমষ্টমং বঠং বা পত্নহিরণ্যরো-
মণ্যকে পক্ষীশক্তাগং বিংশতিভাগঃ শুভঃ

পণ্যে মূলফলপুশ্পৌষধমধুমাংসতৃণেদ্বন্দ্বানান্য
বঠং তদ্রক্ষণধর্ম্মিষ্ঠাশ্বেষু তু নিত্যযুক্তঃ শ্রাদ্ধি-
কেন বৃত্তিঃ শিল্লিনো মাসি মাস্তকৈকং কর্ম্ম
কুয়্যরেতেনাশ্রোপজীবিনো ব্যাধ্যাতা নৌচ-
ক্রীবন্তশ্চ ভক্তং তেভ্যো দদ্যাৎ পণ্যং বণি-
গুভিরধাপচয়ে ন দেয়ং প্রানষ্টমস্বামিকমধি-
গম্য রাজ্ঞে প্রকুয়ুর্ক্খিথাপ্য সৎসরং রাজ্ঞো
রক্ষ্যমূর্ক্ষমধিগন্তশ্চতুর্থং রাজ্ঞঃ শেষঃ স্বামী
ঋক্থক্রেয়সম্বিতাপগরিগ্রহাধিগমেষু ব্রাহ্মণশ্রা-
ধিকং লক্ণং ক্ষত্রিয়শ্চ বিজিতং নিক্ষিষ্টং
বৈশ্যশূদ্রয়োনিধ্যাধিগমো রাজধনং ন ব্রাহ্মণ-
শ্রাভিক্রপশ্রাব্রাহ্মণো ব্যাধ্যাতঃ বঠং লভেত-
ত্যেকে চৌরহৃতমুপজিত্য যথাস্থানং গময়েৎ
কোশারী দদ্যাজ্ঞক্যং বালধনমাব্যবহারপ্রাপ-
ণাং সমাবৃত্তেরী । বৈশ্যশ্রাধিকং কৃষিবণিকৃ-
পাণ্ডপাল্যকুসীদম্ । শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ এক-
জাতিস্তুশ্রাপি সত্যমক্ৰোধঃ শৌচমাচমনার্থে
পানিপানপ্রক্ষালণমেবৈকে শ্রাদ্ধকর্ম্ম ভূত্যভরণং
স্বদারবৃত্তিঃ পরিচর্যা চোত্তরেযাং তেভ্যো
বৃত্তিঃ লিপ্তেত জীর্ণাশু পানচ্ছত্রবাসঃকুর্ক্সাশু-
চ্ছিষ্টাশনং শিরবৃত্তিশ্চ যক্ষায়ামপ্রিতো ভর্তব্য-
স্তেন ক্ষীণোহপি তেন চোত্তরস্তদর্থোহস্ত
নিচয়ঃ শ্রাদ্ধজ্ঞাতোহস্ত নমস্কারো মন্ত্রঃ পাক-
যজ্ঞঃ স্বয়ং যজ্ঞেতেত্যেকে । সর্বে চোত্ত-
রোত্তরং পরিচরেয়ুর্বার্য্যানার্গ্যরোক্ষ্যতিক্রমে
কর্ম্মণঃ সাম্যং সাম্যম্ ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

রাজা সর্বশ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণবর্জ্জং সাধুকারী
শ্রাৎ সাধুবাদী ত্রয্যামারীক্ষিকাধ্যাভিবিনীতঃ
তুচির্জিতেন্দ্রিয়ো গুণবৎসহায়োহপায়সম্পন্নঃসমঃ
প্রজাহু শ্রাদ্ধিতৎসাং কুর্ক্সীত তমুপর্ঘ্যাসীন-
মধস্থউপাসীরগ্নে ব্রাহ্মণেভ্যন্তেহপ্যেনং মন্ত্ৰে-
রন বর্ণানাপ্রমাংশ্চ জ্ঞায়তোহভিরক্কেজনত-
শৈনান্ স্বধর্ম্মে স্থাপয়েদ্বর্গ্যহো হংসভাগ-
তবতীতি বিজায়তে ব্রাহ্মণঞ্চ পুরোধতীত
বিদ্যাভিজ্ঞনবাঞ্ছাপ্রবরঃশীলসম্পন্ন জ্ঞানবৃত্তঃ
তপস্বিনঃ তৎপ্রযুক্তঃ কর্ম্মাণি কুর্ক্সীত ব্রহ্ম-

এসুতং হি ক্ষত্রযুধ্যতে ন ব্যথত ইতি চ বিজ্ঞা-
য়তে যানি চ দৈবোৎপাতচিহ্নকাঃ প্রবুজ্ঞা-
জ্ঞাদিয়েত তদধীনমপি হেতুকে যোগক্ষেমং
প্রতিজ্ঞানতে শান্তিপুণ্যাহস্বত্যরনায়ুয্যমজল-
সংযুক্তাভ্যুদয়িকানি বিধেবিধাং সঞ্চলনম-
ভিচারদ্বিব্যাহিসংযুক্তানি চ শালাধৌ কুর্যাদ-
বথোক্ত মুষ্টিকোহস্তানি তন্ত ব্যবহারো বেদো
ধর্মশাস্ত্রাণ্যাম্যপবেদাঃ পুরাণং দেশজাতিকুল-
ধর্মশাস্ত্রায়ৈরবিরুদ্ধাঃ প্রমাণং কৃষিবণিকৃপাণ্ডু-
পাল্যকুসীদকারবঃ শ্বে শ্বে বর্ণে তেভ্যো যথা-
ধিকারমর্থান্ প্রত্যবহৃত্য ধর্মব্যবস্থা ত্রায়াদি-
গমে তর্কোহভ্যুপায়ন্তেনাভ্যু যথাস্থানং
গময়েদ্বিপ্রতিপত্তৌ ত্রয়ীবিদ্যাবুদ্ধেভ্যঃ প্রত্যব-
হৃত্য নিষ্ঠাং গময়েদথাহাস্ত নিঃশ্রেয়সং ভবতি
ব্রহ্মক্ষত্রেরং সশ্রবৃত্তং দেবপিতৃমহুয্যান্ ধারয়-
তীতি বিজ্ঞায়তে দণ্ডো দমনাদিত্যাহন্তেনাদা-
স্তান্ দময়েদ্ব্যপ্রমাশ্চ স্বকর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম-
ফলমহুভূয় ততঃ শেবেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুল-
রূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তস্বধেদসো জন্ম প্রতি-
পদ্যন্তে বিদ্যাধো বিপরীতানশ্চিতি তানাচার্যো-
পদেশো দণ্ডশ্চ পালয়তে তস্মাজ্জাচার্য্যাব-
নিন্দ্যাবনিন্দ্যো।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে একাদশোহধ্যায়ঃ॥১১

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।

শুদ্রোবিজাতীনভিসন্ধ্যাভিহত্য চ বাগদণ্ড-
পাক্ষ্যাত্ম্যামকং মোচ্যো যেনোপহস্তাদাধ্য-
জ্ঞ্যতিগমনে লিকোদ্ধারঃস্বহরণঞ্চ গোপ্তা চেদ-
ধোহধিকোহথাহাস্ত বেদমুপশৃণুতত্ত্বপুজতৃত্যং
প্রৌত্রপ্রতিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে
শরীরভেদ আসনশয়নবাকৃপথিবু সমপ্রাপ্ত-
দণ্ডাঃ শতম্। ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণ্যকোশে দণ্ড-
পাক্ষ্যে বিগুণমধ্যর্দ্ধং বৈশ্যো ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়ে
পঞ্চাশত্তদর্দ্ধং বৈশ্যে ন শূদ্রে ক্ক্ষিণং ব্রাহ্মণ-
রাজন্তবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যাবষ্টাপাভ্যাং ত্তেয়কিবিবং
শূদ্রস্ত বিগুণশতরানীতরেবাং প্রতিবর্ণং বিজু-
যোহতিক্রমে দণ্ডকুয়ং ফলহরিতথাজ্ঞাশা-
নানে পঞ্চকুলময়ং পশুপীড়িতে ষামিদোবঃ
পালসংযুক্তে তু তস্মিন্ পথি কেদ্রেহনারুতে

পালক্ষেত্রিকরোঃ পঞ্চ মাষা গবি ষড়্ভু-
ধরেহস্বমহিব্যোদর্শাজাবিযু যৌ যৌ সর্গ-
বিনাশে শতং শিষ্টাকরণে প্রতিবিদ্ধসেবায়ঞ্চ
নিজ্যং চেলপিণ্ডাযুর্দ্ধং স্বহরণঞ্চ গোহধ্যার্ধে তৃণ-
মেধান্ বীকৃষনস্পতীনাঞ্চ পুষ্পাণি স্ববাদাদদীত
কলানি চাপরিবৃত্তানাম্। কুসীদবুদ্ধিধর্ম্যা বিং-
শতিঃ পঞ্চমাষকী মাসং নাতিসাধৎসরীমেকৈ
চিরস্থানে বৈগুণ্যং প্রয়োগস্ত মুক্তাধিন বর্দ্ধতে
দিংসুতোহবরুদ্ধস্ত চ চক্রকালবুদ্ধিঃ কারিতা-
কারিকশিখাধিতোগাশ্চ কুসীদং পশুপজলো-
মক্ষেত্রশতবাহুযুনাতিপঞ্চগুণমজ্ঞাপোগুণদনং
দশবর্ষভূতং পটৈঃ সন্নিধৌ ভোক্তুরশ্রোত্রিয়-
প্রব্রজিতরাজন্তধর্মপুরুষৈঃ পণ্ডভূমিস্ত্রীগামন-
তিভোগঞ্চকথতাজি ঋণং প্রতিকূর্যুঃ প্রাতি-
ভাব্যবণিকৃৎকমদ্যদ্যুতদণ্ডান্ পুত্রানধ্যাতবে-
য়ুনিধ্যান্নাদিযাচিতাবজ্রীতাধেয়া নষ্টাঃ সর্গা ন
নিক্খিতা ন পুরুষাপরাধেন ত্তেনঃ প্রকীর্ত্তকশো
মুঘলী রাজানমিয়াং কর্ম্মচাক্ষণঃ পুতো বধমো-
ক্ষাত্ম্যময়নেনরী রাজা ন শারীরো ব্রাহ্মণদণ্ডঃ
কর্ম্মবিয়োগবিখ্যাপনবিবাসনাক্করণস্তপ্রবৃত্তো
প্রারশ্চিন্তী স চৌরসমঃ সচিবো মতিপূর্বে
প্রতিগ্রহীতাপাধ্যর্মসংযুক্তে পুরুষশত্য়পরাধা-
বদ্ধবিজ্ঞানাদণ্ডনিয়োগোহমুজ্ঞানং বা বেদবিং-
সমবায়বচনাং বেদবিংসমবায়বচনাং।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ॥১২

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

বিপ্রতিপত্তৌ সাক্ষিণি মিথ্যাসত্যব্যবস্থা
বহবঃ সুরনিষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মস্ত্র প্রাত্যয়িকারাজ্ঞাঞ্চ
নিষ্ঠীত্যানভিতাপাশ্চাত্তরস্মিন্নপি শূদ্রাব্রাহ্মণ-
ব্রাহ্মণ বচনাদমুরোধ্যোহনিবন্ধাশ্চেন্নাসমবেতা
পৃষ্টাঃ প্রজয়ুবচনে চ দোষিণঃ স্ত্র্যঃ স্বর্গঃ
সত্যবচনে বিপর্য্যয়ে নরকঃ। অনির্বন্ধেপি
বক্তব্যং পীড়াক্রুতে নিবন্ধঃ প্রমত্তোক্তে চ
সাক্ষিসত্যব্রাহ্মণকর্ষু দোষো ধর্ম্মতত্ত্বপীড়ায়ঃ
শপথেনৈকে সত্যকর্ম্মণা তদেবব্রাহ্মণসং-
সদি ত্রাহব্রাহ্মণানাং ক্ষুদ্রপশুনুতে সাক্ষী দশ
হস্তি গোহংসপুরুষভূমিযু দশগুণোত্তরান্ সর্গং
বা ভূমৌ হরণে নরকো ভূমিরক্ষু মৈথুনং

যোগে চ পশুবন্ধুসর্গিবর্গোবয়স্কহিরণ্যধান-
ব্রহ্ম যানেষ্মবসিধমবচনে বাপ্যো দধ্যশ্চ
সাকী নান্তবচনে দোষো জীবনক্ষেত্ৰদধীনং
নতু পাণীয়াসো জীবনং রাজা প্রাডুবিবাকো
ব্রাহ্মণোবা শাস্ত্রবিৎ প্রাডুবিবাকো মধ্যোত্তবেৎ
স্বৎসরং প্রতীক্ষেত প্রতিভায়াং ধেনুতুহলী-
প্রজনসংযুক্তেষু শীঘ্রমাতারিকে চ সর্বধর্মে-
ভ্যো গরীয়ঃ প্রাডুবিবাকে সত্যবচনং সত্য-
বচনম্ ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥১৩

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

শাবমার্শোচঃ দশরাজমনুস্মিগ্নীকিতব্রহ্ম-
চারিণাং সপিণ্ডানামেকাদশরাত্রং কত্রিয়শ্চ
ষাৎদশরাত্রং বৈশ্যতর্ক্যমাসমেকং মাসং শূদ্রশ্চ
তক্ষেদন্তঃপুনরাপতেত্তক্ষেষণে শুভ্যয়ন্ রাত্রি-
শেষে দ্বাভ্যাং প্রভাতে তিস্তিগোব্রাহ্মণহতা-
নামবক্ষ্য রাজকোষাধিক যুদ্ধে প্রায়োনানশক-
শজ্ঞায়িবিবোধকোদ্বন্ধনপ্রপতনৈশ্চেক্ষতাং পি-
ণ্ডনিবৃত্তিঃ সপ্তমে পঞ্চমে বা জনেনহপ্যেবং
মাতাপিত্রোস্তম্বাভূর্কা গর্ভমাসসমা রাত্রিঃ
কংসেন গর্ভস্ত জাহং বা শুদ্ধা চোর্কঃ দশম্যাঃ
পক্ষিণ্যসপিণ্ডোবানিসম্বন্ধে সহাধ্যায়িনি চ স
ব্রহ্মচারিণ্যেকাহং শ্রোত্রিয়েচোপসম্পন্নৈ প্রেতো-
পম্পর্শনে দশরাত্রমার্শোচমভিসন্ধায় চেহুজং
বৈশ্বশূদ্রয়োরাষ্ট্রবীর্কী পূর্বয়োশ্চ জাহং বাচাধ্য-
তৎপুত্রজীবাধ্যশিষ্যো চৈবমবরশ্চেষর্ণঃ পূর্বং
বর্ণমুপস্পৃশেৎ পূর্বো বাবরং তত্র শাবোক্ত-
মার্শোচঃ পতিতচণ্ডালহৃতিকোদক্যাপস্পৃষ্টি-
চংস্পৃষ্ট্যপম্পর্শনে সচেলোদকোপম্পর্শনাচ্ছূ-
ক্ষবাহুগমে চ ত্তনশ্চ যদুপহতাদিত্যেকে
উদকদানং সপিণ্ডেঃ কৃতচূড়স্ত তৎপ্রীণাঞ্চান-
তিভোগ একেহপ্রদত্তানামধঃশয্যাসনিনো
ব্রহ্মচারিণঃ সর্কে ন মার্কয়েরয় মাসং
চক্রেবুরাপ্রদানং প্রথমভূতীয়পঞ্চমসপ্তম-
বমেষ্বকক্সিয়া বাবসাক ভাগঃ অক্যো
জ্যানিঃ দত্তমজ্জমি মাতাপিতৃভ্যাং তুকাং
ভাজ ১ বাবদেপশাকরিতপ্রভিক্রিতাপিণ্ডানাং

সদ্যঃশোচং রাজাঞ্চ কার্যবিরোধাদব্রাহ্মণস্ত চ
স্বাধ্যায়ানিবৃত্তার্থং স্বাধ্যায়ানিবৃত্তার্থম্ ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥১৪

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ শ্রাক্ষমাবস্যায়াং পিতৃত্যো দদ্যাৎ
পঞ্চমীপ্রভৃতি বাপরপক্ষস্য যথাশ্রাক্ষঃ সর্কায়িন্
বা জব্যদেশব্রাহ্মণসন্নিধানেন বা কালনিয়মঃ
শ্রুতিতঃ প্রকর্ষেদ্ গুণসংস্কারবিধিরনন্ত নবা-
বরান ভোজয়েদম্বো যথোৎসাহং বা ব্রাহ্ম-
ণান্ শ্রোত্রিয়ান্ বাগ্গুপবয়ঃশীলসম্পন্নান্ যুব-
ভ্যো দানং প্রথমমেকে পিতৃবরচ্যুতেন মিত্র-
কর্ম কুর্যাৎ পুত্রাভাবে সপিণ্ডা মাতৃসপিণ্ডাঃ
শিষ্যাশ্চ দহ্যন্তদভাবে ঋত্বিগাচার্যো তিল-
মাসত্রীহিববোধকদানৈর্মাসং পিতরঃ গ্রীণস্তি
মৎসহরিণরুশকশকৃৎবরাহমেষমাংসৈঃ সষৎ-
সরাগি গব্যপয়ঃপারসৈর্বাদশ বর্ষাণি বাজী-
ণসেন মাংসেন কালশী কচ্ছাগলোহধুগ-
মাংসৈর্মধুমিষ্টেশ্চানন্ত্যম্ । ন ভোজয়েৎ
স্তেনরীষপতিতনাতিক তদবৃত্তিবীরহাদ্রেদিধি-
যুদিধিযুপতিত্বীগ্রামযাজকাজপালোৎসৃষ্টায়িমদ্য-
পকুচরকুটসাক্ষিপ্রতিহারিকামুপপতিগন্ত চ
কুণ্ডালী সোমবিজয়গারমাহী গরদাবকীর্গি-
গণপ্রব্যাগম্যাগামি হিংসপরিবিত্তপরিবেত্-
পর্যাচ্ছতপর্যাধাতৃত্যাত্ত্বহুর্কলাঃ কুণ্ডিশাব-
দন্তঃ শ্বিত্রিপোনর্ভবকিতবাজপ্রব্যপ্রাতিকপক-
শূদ্রাপতিনিরাকৃতিকিলাসী কুসীদী বগিক্-
শিরোপজীবিজয়াবাদিত্রতাল নৃত্যগীতলীলান্
পিত্রা চাকামেন বিভক্তান্ শিষ্যাংশ্চকে
সগোত্রাংশ্চ । ভোজয়েদ্বুৎ ত্রিত্যো গুণবন্তম্ ।
সদ্যঃশ্রাক্ষী শূদ্রতল্লগন্তংপূরীষে মাসং নয়তি
পিতৃংস্তদ্বাত্তদহত্রকচারী স্থাৎ ষটচণ্ডালপতিতা-
বেক্ষণে ছত্ৰং তস্যাং পরিশ্রুতে দদ্যাত্তিলৈর্কা
কিরেৎ পত্নিক্রিপাবনো বা শময়েৎপত্নিক্রি-
পাবনাঃ বড়কবিজ্ঞোষ্ঠামিকক্রিণাচিকেক্ত্রিমধু
জিহ্বপর্ণঃ পঞ্চায়িঃ দ্রাতকোময়ব্রাহ্মণবিজ্ঞম্বো
ব্রহ্মদেয়ায়সংধান ইতি ১ ববিঃ চৈবৎ
হুর্কলাদীন্ শ্রাভ এবেকে শ্রাক্ষ এবেকে ।
ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥১৫

যোড়শোহধ্যায়ঃ ।

অবগাদি বার্ষিকং প্রোষ্ঠপদীং বোপা-
কৃত্যধীরীত জ্ঞানাত্তরুপকমমাসান্ পঞ্চদক্ষি-
ণায়নং বা ব্রহ্মচাৰ্য্যং স্তম্ভলোমা ন মাংসং
ভূজীত দ্বৈমাত্তো, বা নিয়মী নাকীরীত বায়ো
দিবা পাণ্ডহরে কর্ণপ্রাবিণি নক্তং বাগভেরী-
মুদঙ্গজ্ঞানার্থকেষু চ ঋশ্ণাগলগর্দভসংহ্রাদে
লোহিতেজ্রধনুর্নীরহরেষভদর্শনে চপত্তো মূত্রিত
উচ্চারিতে নিশাসক্যোদকেষু বর্ষতি চৈকে
বজ্রীকসস্তানমাচাৰ্য্যপরিবেষণে জ্যোতিষোশ্চ
ভীতো যানস্থঃ শয়ানঃ প্রোচপাদঃ শশান-
গ্রামান্তমহাপথার্শোচেষু পুতিগকাস্তঃশব-
দিবাকীর্তিশ্রুদগ্নিধানে স্তকে চোদগারে
ঋগ্‌যজুৰ্ঋ সামশক্বে যাবদাকালিকা নির্ঘাত-
ভূমিকম্পরাহদর্শনোক্তনয়িত্ব বর্ষবিহ্যতঃ প্রাচ-
কৃত্যগ্নিধনুভৌ বিহ্যতি নক্তৃপাররাত্রাং
ত্রিতাগাদিগ্রবন্তৌ সর্বম্ । উক্য বিহ্যৎসমে-
ত্যেকোবাং । স্তনয়িত্বরূপরাহুপি প্রদোষে
সর্বং নক্তমর্দরাত্রাদহশ্চৎ সন্ধ্যোতির্বিষ-
য়ে চ রাজি প্রেতে বিপ্রোষ্য চান্যোন্যোন
সহ সঙ্কলোপাহিতবেদনমাপ্তিচ্ছদি শ্রাদ্ধমহুয্য-
যজ্ঞভোজনেষহোরাত্রমমশাস্যায়াক্ষ দ্যহং বা
কার্ত্তিকী ফাল্গুন্যাঘাঢ়ী পৌর্ণমাসী তিস্রোহ-
ষ্টকাত্রিরাত্রমন্ত্যামেকে অভিতো বার্ষিকং সর্কে
বর্ষবিহ্যৎস্তনয়িত্ব সন্নিপাতে প্রত্ননিরুদ্ধিং ভো-
জনাত্তৎসবে প্রাধীতস্য চ নিশায়াং চতুর্ন্যুহুতং
নিত্যমেকে নগরে মানসমপ্যুচি শ্রাদ্ধিনামা-
কালিকমকৃত্যশ্রাদ্ধিকসংযোগে চ প্রতিবিদ্যঞ্চ
যাবৎ অরন্তি প্রতিবিদ্যঞ্চ যাবৎ অরন্তি ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে
যোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

প্রশস্তানাং স্বকর্মসু দ্বিতীতীনাং ব্রাহ্মণো
ভূজীত প্রতিগৃহীরাচৈকোদক্যবসমূলকগমধ-
ভরাভ্যাগ্যতশ্চায়াসমযানপন্নোদধিধানাশকরিপ্রি-
রত্নশ্রদ্ধাংশীকানাং প্রণোধ্যানি সর্কেবাং পিতৃ-
দেবগুরুভ্যতরণে চান্যভ্যন্তিকেন্নাত্তরণে শূত্রং

পশুপালকেকর্ষককুলসদতকারপিতৃপরিচারকা
ভোজ্যায়্য ববিষ্ চাশ্রমী নিত্যমভোজ্যং
কেশকীটাবপন্নং রজস্বলাকুট্টশকুনিপনোপহতং
জগন্নপ্রেক্ষিতং গবোপজ্ঞাতং ভাবহুতং গুরুং
কেবলমদধি পুনঃসিক্তং পর্য্যুষিতমশাকভক্ষ্য-
স্নেহমাংস মধুহ্যং স্তম্ভপুংসল্যভিশস্তানপদেশ্য-
দণ্ডিকতক্ষকদর্ঘ্যনকনিকচিকিৎসক মৃগযুবাযু-
চ্ছিষ্টভোজিগণবিষিধাণামপাণ্ডক্ত্যানাং প্রাগ্
হুর্ললদ্রব্যাশ্রমমনোথানব্যপেতানি সমাস-
মাত্যাং বিষমসমে পূজাস্তরানর্চিতঞ্চ গোশ্চ
ক্ষীরমনির্দশায়াঃ স্তকে চাজামহিষ্যাশ্চ
নিত্যমাবিকমপেয়মোষ্টমৈকশফঞ্চ স্যন্দিনীযম-
স্মক্খিনীনাঞ্চ যাশ্চব্যপেতবৎসাঃ পঞ্চনখাশ্চ-
শল্যকশশখাবিড় গোদাখজ্ঞাকছপা উভয়তোদং-
কেশলোমৈকশফকলবিকল্পবচজাবকহংসাঃ কা-
কককৃগ্‌প্রশোনা জলজা রক্তপাদতুণ্ডা গ্রাম্যকুকুট-
শুকরৌ বেঘনভূহৌ চাপন্নদাবসন্নবৃথামাসানি
কিসলয়ক্যাকুলস্তননির্ঘাসলোহিত ব্রশচনাশনি-
চিদারুবকবলাকটিটিভমাক্তাতুনক্তৃপরা অভ-
ক্ষ্যাঃ । ভক্ষ্যাঃ প্রত্না বিকিরা জালপাদা
মংস্যাস্চাবিকৃতা বধ্যাশ্চ ধর্মার্থে ব্যালহতা দৃষ্টে-
দোষবাক্ প্রশস্তান্যভ্যাক্যোপযুক্তীতোপযুক্তীত ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

অষটক্সা ধর্ম্মে জী নাতিচরন্তর্তারং বাক্-
চক্ষুঃকর্ম্মসংযতা পতিরপতালিপ্সুর্দেবব্রাদ্‌গুরু-
প্রসূতা নর্ত্তমতীয়াং পিণ্ডগোত্রাশ্বিসম্বন্ধিতো
যোনিমাত্রাঘা নাদেবরাহিত্যেকে নাতিদ্বিতীয়ঃ
জনয়িতুরপত্যং সমদ্যাদন্ত্র জীবতশ্চ ক্ষেত্রে
পরমাত্তন্ত হমোরী রক্ষণান্তর্ভূত্রেব নষ্টে ভর্ত্তরি
বাড় বার্ষিকং জগৎ ক্রমমণেহভিগমনং প্রব-
জিতে তু নিবৃত্তিঃ প্রসদাত্ত্ব হাদশবর্ষাণি
ব্রাহ্মণস্ত বিদ্যাসম্বন্ধে ভ্রাতরি চৈবং জ্যায়সি
যবীমান্ কল্যাণপথমেব যতিত্যেকে ত্রীন
কুমাৰ্য্ভূতনভীতা স্বয়ং যজ্ঞোভানিনিভেনোং-
স্বক্য পিতৃ্যানলকান্ প্রাদানং প্রাগ্‌ভোরপ্রব-

ছন্ দোষী প্রাধান্যসঃ প্রতিপত্তেরিত্যেক
দ্রব্যাদানং বিবাহসিদ্ধার্থং ধর্মতত্ত্বসংযোগে চ
শূদ্রাদন্ত্যাপি শূদ্রাবহুপশৌহীনকর্মণঃ শত-
গোরনাসিতাথেঃ সহস্রগোশ্চ সোমপাং সপ্ত-
মীক্ষাভুক্তা নিচরায়াপ্যহীনকর্মভ্যা আচক্ষীত
রাজ্ঞা পৃষ্টন্তেন হি ভর্তব্যঃ শ্রুতশীলসম্পন্নশ্চ-
ত্বর্মতত্ত্বপীড়ায়ং তত্কারণে দোষো দোষঃ ।
ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ১৮

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

উক্তো বর্ণধর্মশাস্ত্রমধর্মশাস্ত্রাৎ ধর্ময়ং পুরুষো
যেন কর্মণা লিপ্যতে তৎতদযাজ্যযাজনমভক্ষ্য-
ভক্ষণমবদ্যবদনং শিষ্টশ্রাক্রিয়া প্রতিবিদ্ধ-
সেবনমিতি চ তত্র প্রায়শ্চিত্তং কুর্গ্যন্ন কুর্গ্যা-
দিতি মীমাংসন্তে ন কুর্গ্যাদিত্যাহনহি কর্ম
ক্ষীয়ত ইতি কুর্গ্যাদিত্যপরে পুনস্তোমেনেষ্টা
পুনঃ সর্বনমাস্তাতীতি বিজায়তে ত্রাত্যন্তোমে-
নেষ্টা তত্রতি সর্বং পাপানং তত্রতি ব্রহ্মহত্যাং
যোহুৎসেধেন যজতেহগ্নিষ্টু তাতিশ্রুমানং
যাজয়েদিতি চ । তত্ত্ব নিষ্করণানি জপস্তপো
হোম উপবাসো দানমুপনিষদো বৈদ্যাস্তাঃ সর্ব-
ছন্দঃসু সংহিতা মধুত্বঘর্মর্ষণমখর্কশিরৌকদ্রাঃ
পুরুষহৃত্তং রাজনরৌহিণে সামনী বৃহদ্রথস্তরে
পুরুষগতির্মহানায়ো মহাটবরাজং মহাদিবা-
কীর্ত্যং জ্যেষ্ঠসান্নামত্তমঘবিষ্যবমানং কুয়া-
ণানি পাবমানাঃ সাবিদ্রী চেতি পাবনানি ।
পয়োত্রততা শাকভক্ষতা ফলভক্ষতা প্রস্তুতযা-
বকো হিরণ্যপ্রাশনং স্ততপ্রাশনং সোমপান-
মিতি চ মেধ্যানি । সর্বৈ শিলোচ্চয়াঃ
সর্বাঃ শ্রবন্ত্যঃ পুণ্যাহুদাস্তীর্থানি ঋষি-
নিবাসগোষ্ঠপরিষ্কন্দা ইতি দেশাঃ । ব্রহ্ম-
চর্যং সত্যবচনং সর্বনেষু দকোপস্পর্শনমার্ত্তবজ্র-
তাধঃশাস্তিতানাশক ইতি তপাংসি । হিরণ্যং
গৌর্যাসোহংখো ভূমিস্তিলা বৃত্তময়মিতি দেয়ানি ।
সযংসরঃ বগ্নাসাশ্চদ্বারদ্বয়ো বাবেকশ্চতুর্কিংশ-
ত্যহো দ্বাদশাহঃ ষড়্ভহস্ত্যাহোহোরাত্র ইতি
কাল্য । এতান্যেবানাদেশে বিকল্পে ম ক্রিরে-
বন্ । এনঃসু শুক্লবু শুক্লগ্নি লঘুবু লঘ্বনি কৃষ্ণা-
তিকৃষ্ণ চাত্ত্বারগ্নমিতি সর্বপ্রায়শ্চিত্তং সর্ব-
প্রায়শ্চিত্তম্ ।

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ চতুঃষষ্টিবৃ বাতনাস্থানেষু হুঃধান্যশু-
ভ্রম তত্রোমানি লক্ষণানি ভবন্তি ব্রহ্মহর্ষকৃষ্ণী
সুরাপঃ শ্রাবদন্তো গুরুতরগঃ পদ্মকঃ স্বর্ণহারী
কুনখী খিট্রী বজ্রাপহারী হিরণ্যহারী দর্দুরী
তেজোহপহারী মণ্ডলী স্নেহাপহারী ক্ষয়ী তথা
জীর্ণবান্নাপহারী জ্ঞানাপহারী মুকঃ প্রতিহস্তা
গুরোরপস্মারী গোত্রো জাত্যকঃ পিতুনঃ পুতি-
নাসঃ পুতিবক্লস্ত হৃচকঃ শূদ্রোপাধ্যায়ঃ ঋপাক-
জপুদীসচামরবিক্রয়ী মদ্যপ একশফবিক্রয়ী
মৃগব্যাদঃ কুণ্ডলী ভূতকটেশলিকো বা
নক্ষত্রী চার্কদী নাস্তিকো রঙ্গোপজীব্যভক্ষ্যভক্ষী
গণ্ডরী ব্রহ্মপুরুষতত্ত্বরাগং দেশিকঃ পিণ্ডিতঃ
যশো মহাপথিকো গণ্ডিকশ্চণ্ডালী পুরুনী পোষ-
বকীর্ণা মধ্যমেহী ধর্মপত্নীযু স্নানৈথুনপ্রবর্তকঃ
ধ্বাটসগোত্রসময়স্বস্তিগামী পিতৃমাতৃভগিনী-
দ্র্যভিগাম্যাবীজিতস্তেবাং কুজকুষ্ঠমণ্ডব্যাদিত-
ব্যাস্তদরিজ্ঞানায়ুবোহন্নবুদ্ধয়শ্চপণ্ডশৈলুয তত্ত্বর-
পরপুরুষপ্রেষ্যপরকর্মকরাঃ খষাটচক্রাঙ্গসর্গাঃ
ক্রুরকর্মণঃ ক্রমশ্চাস্ত্যাস্ত্যোপগদ্যস্তে তস্যাং
কর্তব্যমেবেহ প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধৈর্লক্ষণৈর্জায়ন্তে
ধর্মস্য ধারণাদিতি ধর্মশ্রু ধারণাদিতি ।
ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে বিংশোহধ্যায়ঃ ২০

একবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

তাজেং পিতরং রাজঘাতকং শূদ্রঘাতকং
বেদবিপ্লাবকং ভ্রণহনং যশাস্ত্যাবসারিভিঃ সহ
সংবসেদস্ত্যাবসারিভা বা তত্ত্ব বিদ্যাগুরুন্
যোনিসম্বন্ধাংশ্চ সন্নিপাত্য সর্বাধ্যাদকাদীনি
প্রোতকর্মাণি কুয্যুঃ পাত্ৰকাত্ত বিপর্যন্তেয়ম্ ।
দাসঃ কর্মকরোবাবকরাদমেধ্যপাজমানীয় দাসী
ঘটান্ প্ররিয়ত্বা দক্ষিণামুখঃ পদা বিপর্যন্তেদ-
মন্নদকং করোমীতি নামগ্রাহন্তং সর্বোহ্যাল-
ভেরন্ প্রাচীনাবীতিনো মুক্তশিখাবিদ্যাগুরবো
যোনিসম্বন্ধাশ্চ বীক্রেয়সপ উপস্পৃশ্য গ্রামং
প্রবিশন্তি । অত উক্লং তেন সন্ত্যাব্য তিষ্ঠে-
দেকরাত্র জপন্ সাবিদ্রীমজ্ঞানপূর্যং জ্ঞান-
পূর্যক্বেং ত্রিরাত্রম্ । যন্ত প্রায়শ্চিত্তেন শুভো-

ভস্মিন শুদ্ধে শাতকৃত্তময়ং পাত্রং পুণ্য
তমাকুর্নানং প্রবৃত্তিত্যত্রবতীভ্যো বা ত এনমপ
উপস্পর্শয়েয়ুঃ । অথার্ষম তৎপাত্রং দদ্যাত্ত্ব
সম্প্রতিগৃহ জপেচ্ছাত্তা দ্যোঃ শান্তা পৃথিবী
শান্তং শিবমন্তরিক্ণং যো রোচনুত্তমিহ গৃহা-
নীত্যেতৈতর্কজুতিঃ পাবমানীভিত্তরংসমনীভিঃ
কুয়াটৌশাক্যং জুহুয়াস্তিরণ্যং ব্রাহ্মণ্য বা
দদ্যাকামাচার্য্যায় । যন্ত তু প্রাণান্তিকং
প্রায়শ্চিত্তং স যুতঃ শুভোত্তম সর্গাণ্যদকাবীনি
প্রৈতকর্মাণি কুর্য়্যত্রেতদেব শাস্ত্যদকং সর্বেষু-
পপাতকেষু সর্বেষুপপাতকেষু ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে একবিংশতি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মহত্বরাপগুরুতন্নগমাচুপিতৃযানিসম্বন্ধ-
গন্তেননান্তিকনিব্ধিতকর্মাভ্যাসিপতিতাত্যাগ্যপ
তিতত্যাগিনঃ পতিতাঃ পাতকসংযোজকাশ
তৈশ্চাক্ষং সমাচরন্ । বিজাতিকর্মভ্যোহানিঃ
পতনং পরত্র চাসিক্তিত্যমেক নরকং ত্রীণি
প্রথমাত্মনির্দেশ্যানি মনুর্ক জীষগুরুতন্নগঃ পত-
তীত্যেকে জগহনি । হীনবর্ণসেবায়াক্ষ জী
পততি কোটসাক্ষং রাজগামিপেগুনং গুরোর-
নুভাভিশংসনং মহাপাতকসমানি অপাংস্ত্যা-
নাং প্রাগুর্হর্ষলাসোহাস্তব্রজোজ্যাতমন্ত্রকদব-
কীর্ষিপতিতনাবিত্রীকেষুপপাতকং যাজনাধ্যা-
পনাদৃষ্টিগাচার্যো পতনীয়সেবায়াক্ষ হেয়াব-
ন্তত্র হানাং পততি তন্ত চ প্রতিগ্রহীতেত্যেকে
ন কহিচ্চিন্মাতাপিত্রোরবুত্তির্দায়ন্ত ন ভজেরন্
ব্রাহ্মণাভিশংসনে দোবন্তাবান্ দ্বিরনেনসি
হর্ষলহিংসারামপি মোচনে শক্তশ্চেৎ । অতি-
কুখ্যাবগোরণং ব্রাহ্মণস্য বর্ষতমমর্গ্যং নিখাতে
সহস্রং লোহিতদর্পনে বাবতন্তং প্রকল্য পাংশুন
সংগৃহীয়াৎ সংগৃহীয়াৎ ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে দ্বাবিংশতি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

প্রায়শ্চিত্তমর্থো সজিত্রক্ষয়স্তিরবচ্ছাদি-
তস্য লক্ষ্যং বা স্যাজ্জন্যো শত্রুভ্যত্ম । খট্টাক-
কপালপাণিক্সা দ্বাদশসম্বৎসরান্ ব্রহ্মচারী
ভৈক্ষ্য গ্রামং প্রবিশেৎ স্বকর্মাচক্ষাণঃ পথে-
পক্রামেৎ সংদর্শনাদার্য্যস্য নানাসনাভ্যাং
বিহরন্ সর্বনেষুদকোপস্পর্শী শুধ্যেৎ প্রাণলাভে
বা তদ্বিমিশ্তে ব্রাহ্মণস্য ত্রব্যাপচয়ে বা ত্র্যবরং
প্রতি রাজোহশ্বমেধাবভূথে বাস্তবজ্ঞেহপ্যগ্নি-
ষ্টদন্তশোচ্যংস্বষ্টশ্চেদব্রাহ্মণবধে । হত্বাপি আত্রে-
য্যাটৌবং গর্ভে চাবিচ্ছাতে বা । ব্রাহ্মণস্ত
রাজন্তবধে ষড়্ বার্ষিকং প্রাকৃতং ব্রহ্মচর্য্যং
ঋষভৈকসহস্রাশ্চ গা দদ্যাৎ । বৈশ্বে ত্রৈবার্ষিকং
ঋষভৈকশতাশ্চ গা দদ্যাৎ । শূদ্রে সপ্তৎসরং
ঋষভৈকদশাশ্চ গা দদ্যাদনায়েষ্যাটৌবং
গাঞ্চ । বৈশ্রবন্মণ্ড কনকুলকাকবিবদহরম্বিকাশ ।
হিংসাস্থ চাশ্বিত্যং সহস্রং হৃদ্বানশ্বিত্যামন-
ডুস্তারে চ । অপি বাশ্বিত্যমেকৈকস্মিন
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদদ্যাৎ । যন্তে চ পলালভারঃ
সীসমায়শ্চ বরাহে যুতঘটঃ সর্পে লৌহদণ্ডে
ব্রহ্মবদ্ধাঞ্চললনায়াং জীবোবৈশিকেন কিঞ্চি-
ত্তন্মাত্রধনলাভবধেযু পৃথগ্বর্ষাপি হে পরদারে
ত্রীণি শ্রোত্রিয়স্ত্র ত্রব্যলাভে চোৎসর্গে যথা-
স্থানং বা গময়েৎ প্রতিসিদ্ধমন্ত্রসংযোগে সহস্র-
বাক্ চেদধ্যুৎসাদিনিরাকৃত্যুপপাতকেষু চৈব
জী চাতিচারিণী শুণ্ডা পিণ্ড তু লভেত অমা-
হুবীষু গোবর্জ্জং জীকৃত্যে কুয়াটৌবৃত্তহোমো
বৃত্তহোমঃ ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে ত্রয়োবিংশতি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

স্বরাপত্রব্রাহ্মণস্ত্রোক্ষামাসিকেষুঃ স্বরামাত্রে
যুতঃ শুভোদমত্যা পানে পরোহুতমুসকং বায়ুং
প্রতি ত্র্যহং তণ্ডানি দক্কন্ততোহুতং সংহার্য ।
মুক্তপুত্রীবরেকসাক প্রাপ্তেন ঋগমোহুত্বরাণাক-
দন্ত গ্রাম্যকুটুকররোশ গন্ধারোণে স্বরাপস্য
প্রাণায়ামো যুতজ্ঞানক পূর্বেশ্চ ন(হু)ষ্টস্য ।

তলে লোহশরনে ঔরতরগঃ শরীত যুর্ন বা
জলকীং শ্লিষ্যেন্নিঃ বা সবুধমুংকৃত্যাজলা-
বাহার দক্ষিণাঐতীং ব্রজেনজিক্রমাশরীরনিপা-
তানুতঃ শুধ্যত । সখীসখোনিঃসগোজানিবা
ভাব্যাস্ত্র মুখায়াং গবি চ তলসমোহবকর
ইত্যেকৈ ষষ্ঠিরাদয়েজ্ঞানিহীনবর্ণগমনে জিয়ং
প্রকাশং পুমানং খাদিরেদ্বধোক্তং বা
গদভেনাবকীর্ণা নিখতিং চতুপথে যজতে
তস্যাগ্নিনমূর্জবালং পরিধায় লোহিতপাত্রঃ
সপ্ত গৃহান্ ভৈক্ষকরং কৰ্ম্মাচক্ষণঃ সন্ম-
সরণে শুধ্যৎ । রেতস্কন্দনে ভয়ে রোগে
স্বপ্নেহরীকনৈভক্ষচরণানি সপ্তরাত্রং কৃত্যাজ্য-
হোমঃ সাত্তিসন্ধেৰ্কা রেতস্যাভ্যাং স্বর্ঘ্যা-
ভ্যাদিতে ব্রহ্মচারী তিষ্ঠেদহরহভূজানোহিত্য-
ন্তমিতে চ রাত্রিং জপন্ সাবিত্রীমন্ত্ৰিৎ দৃষ্টা-
দিত্যমীক্ষেত প্রাণারামং কৃত্বাহভোজ্যভোজন-
হমেধ্যপ্রাশনে বা নিম্পুরীষীভাবস্তিরাজাবরম-
ভোজনং সপ্তরাত্রং বা স্বয়ং শীর্ণান্যুপযুজানঃ
কলাশনতিক্রামন্ প্রাক্ পঞ্চনখেভ্যাহর্দিনোদ্যত-
প্রাশনকাক্রোশানুভহিংসাস্ত্র ত্রিরাত্রং পরমস্তপঃ
সত্যবাক্যে চেদ্বারুণীপাবমানীভিহোমোবিবাহ-
মৈথুননিষীদ্যসংযোগেষদোষরেকেকেন্তং নতু
ধনু গুৰ্জরেষু বতঃ সপ্ত পুরুষানিতশ্চ পরতশ্চ
হস্তি মনসাপি গুরোরনুভং বদন্নরেষপ্যর্থ-
বস্ত্যাবসারিণীগমনে কচ্ছুরোহমত্যা দাদশ-
রাত্রমুক্ষ্যাগমনে ত্রিরাত্রং ত্রিরাত্রম্ ।

ইতি গোতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্বিংশতি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

রহস্তং প্রায়শ্চিত্তমবিখ্যাতদোষত চতুঃ চং
তরং সমলীত্যপুত্ৰ জপেদপ্রতিগ্রাহং প্রতি-
জিয়কন্ প্রতিগৃহ বাহভোজ্যং বৃহক্ষমাণঃ
পৃথিবীমাবপেদুভ্যস্তরারমণ উদকোপস্পর্শনাকু-
ষ্মিকৈ জীৰু পরোক্তো বা দশরাত্রং যুতেন
বিভীরমতিতুজীৰুং দিবাদিষেকততকোজল-
ক্লিন্নবাসাঃ শোমাসি নখানি কুচং যাসং
শোণিষং ঋষুশ্লিষ্যকান্নমিতিহোম আত্মনো
মুখে কৃত্যমরুতক কুহোরীতরুতঃ । সর্কেবা-

মেতং প্রায়শ্চিত্তং জনহত্যায়াঃ । অথাত্ত
উক্তোনিয়মোহংগে স্বং পারয়েতি মহাব্যাহতি-
তিজু হুয়াং কুশাটৈশ্চাজ্যং তদ্রত এব বা
ব্রহ্মহত্যাত্মরূপানন্তেয়গুরুতলেষু প্রাণায়ামৈঃ
মাতোহমর্ষণং জপেং সমমখমেধাবভূধেন
সাবিত্রীং বা সহস্রকৃষ্ণ আবর্তয়ন্ পুনীতেঠৈ-
বাত্মানমন্তর্জালে বাযমর্ষণং ত্রিরাবর্তয়ন্
পাপেভ্যো মুচ্যতে মুচ্যতে ।

ইতি গোতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

তদাহঃ কতিধাবকীর্ণা প্রবিশতীতি মরুতঃ
প্রাণেনেন্দ্রং বলেন বৃহস্পতিং ব্রহ্মবর্কসেনাশ্বি-
মেবেতরেণ সর্কেণেতিসোহমাভ্যাস্যায়ানিশ্রু-
মুপসমাধায় প্রায়শ্চিত্তাজ্যাহতীজু হোতি কামা-
বকীর্ণোহম্যবকীর্ণোহম্মি কামকামায় স্বাহা
কামাভিহুঙ্কোহম্ম্যভিহুঙ্কোহম্মি কামকামায়
স্বাহেতি সমিধমাধারান্নপৃক্ষ্য যজ্বান্ন কৃত্যো-
পস্থায় পশ্মাসিকৃষ্টিভ্যেতয়্য ত্রিরূপতিষ্ঠেত ত্রয়
ইমে লোকা এষাং লোকানামতিজিত্য অস্তি-
ক্রান্ত্য ইত্যেতদেবৈক্ষবাং কৰ্ম্মাধিকৃত্যায়োঃ
পুত ইব স্তাং স ইখং জুহ্বাদিখমম্মম্ময়বরো
দক্ষিণেতি । প্রায়শ্চিত্তমবিশেষবাদনার্জবপশুন-
প্রতিষিদ্ধাচারানাদ্যপ্রাশনেষু । শ্রোয়াক্ষ রেতঃ
সিন্ধুা যোনৌ চ দোষবতি কৰ্ম্মধ্যতিসন্ধি-
পূর্বেষবিলম্বাভিরপ উপস্পৃশেদ্বারুণীভিরনৈকৈ
পবিত্রৈঃ প্রতিষিদ্ধবাণ্ডম্নসম্মোরপচারে ব্যাহ-
তয়ঃ সংখ্যাতাঃ পঞ্চ সর্কাস্বপো বাচামদহশ্চ
আদিত্যশ্চ পুনাতু স্বাহেতি প্রাতঃ রাত্রিশ্চ
মা বরুণশ্চ পুনাস্তিতি সায়মষ্ঠৌ বা সমিধ-
মাদধ্যাদেবকৃতভ্যেতি হৃদৈবং সর্কাস্বাদেনসো-
মুচ্যতে মুচ্যতে ।

ইতি গোতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে ষড়্বিংশতি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ কচ্ছান্ ব্যাখ্যান্যামো হবিষ্যান্
প্রাতরাশান্ ভুক্তা তিলো রাজীর্নান্নাদ্যাদ্যপঃ

ব্রাহ্ম নক্তং ভূজীত অথাপরং ব্রাহ্ম ন
কঞ্চন বাচেনথাপরং ব্রাহ্মপবসেত্তিষ্ঠেদহনি
রাত্রাবাসীত ক্ষিপ্ৰকামঃ সত্যং বদেদনার্থৈর্ন
সন্তাবেত রোরবর্যোধাজিনে নিত্যং প্রযুক্তীতা-
ম্ সননমুদকোপস্পর্শনমাপোহিষ্ঠেতি তিস্তিভিঃ
পবিত্রবতীভির্দ্বার্কস্বয়ং হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ
পাবকা ইত্যষ্ঠাভিঃ। অখোদকতর্পণং ও নমো
হমায় মোহমায় সংহমায় ধুষতে তাপসায় পুন-
র্কসবে নমো নমো মৌজ্যায়োদ্যায় বহুবিন্দায়
সর্ববিন্দায় নমোনমঃ পারায় সুপারায় মহাপা-
রায় পারয়িস্তবে নমো নমো রুদ্রায় পতুপতয়ে
মহতে দেবায় ত্র্যম্বকায়ৈকচরাধিপতয়ে হরায়
শর্করেশানায়োদ্যায় বজ্রিণে যুধিণে কপদ্দিনে
নমো নমঃ সূর্য্যাদিত্যায় নমো নমো নীলগ্রী-
বায় শিতিকণ্ঠায় নমো নমঃ কৃষ্ণায় পিঙ্গলায়
নমো নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বৃদ্ধায়েশ্বায় হরি-
কেশায়োদ্ধিরেতসে নমো নমঃ সত্যায় পাবকায়
পাবকবর্ণায় কামায় কামরূপিণে নমো নমো
দীপ্তায় দীপ্তরূপিণে নমো নমস্তীক্ষ্ণরূপিণে
নমোনমঃ সৌম্যায় সুপুরুষায় মহাপুরুষায়
মধ্যমপুরুষায়োত্তমপুরুষায় ব্রহ্মচারিণে নমো
নমঃশ্রললাটায় কৃন্তিবাসসে পিনাকহস্তায়
নমো নম ইতি। এতদেবাদিত্যোপস্থানমেতা
এবাজ্যাহতয়ো দ্বাদশরাত্রান্তে চকং অগ্নি-
ত্বৈতাভ্যো দেবতাভ্যো জুহ্বাদগ্নয়ে স্বাহা
সোমায় স্বাহারীষোমাত্যামিত্রায়ভ্যামিত্রায়
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মণে প্রজাপত্যে অগ্নয়ে
স্বিষ্টিকৃত ইতি। ততো ব্রহ্মণতর্পণম্। এতে-
নৈবাতিকুছুে ব্যাখ্যাতো যাবৎ সুরুদাদদদীত
তাবদশীয়াদব্ভকস্বতীয়ঃ স কুছুতিকুছুঃ।
প্রথমং চরিত্বা শুচিঃ পূতঃ কৰ্ম্মণ্যো ভবতি
দ্বিতীয়ং চরিত্বা যৎকিঞ্চিদগ্নমহাপাতকেভ্যঃ
পাপং কুরুতে তস্মাৎ প্রমুচ্যতে তৃতীয়ং চরিত্বা
সর্বসাদেনসো মুচ্যতে অষ্টেতাংদ্রীন্ কুছুান্
চরিত্বা সর্বেষু বেদেষু জাতো ভবতি সর্বৈ-
র্দেবৈর্জাতো ভবতি যশ্চৈবং বেদ যশ্চৈবং
বেদ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তবিংশতি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ।

অথাচশাস্ত্রায়ণং তন্তোক্তো বিধিঃ কুছুে
বপনং ব্রতঞ্চরং ষোড়শাং পৌর্ণমাসীমুপ-
বসেদাপ্যায়স্ব সন্তে পয়াংসি নবোনব ইতি
চৈতাভিত্তর্পণমাক্ষ্যাহোমোহবিষশাস্ত্রমুদগমুপহা-
নং চন্দ্রমসোবদেবা দেবহেলনমিতি চত-
স্তুভিরাগ্নাং জুহ্বাদেবকৃতস্তেতি চান্তে সমি-
ক্তিরোং ভূত্বঃ স্বতপঃ সত্যং যশঃ শ্রীরূপং
গিরোজন্তেজঃ পুরুষো ধর্মঃ শিবঃ শিব ইতো-
তৈগ্রা সাহুমন্ত্রণং প্রতিমন্ত্রণ মনসা নমঃ স্বাহেতি
বা সর্বগ্রাসপ্রমাণমাস্ত্রাবিকারেণ চক্ৰৈর্ভক-
শক্ত কণযাবকশাকপয়োদধিঘৃতমূলফলোদকানি
হবীংস্ব্যতরোরতরং প্রশস্তানি পৌর্ণমাস্ত্রাং
পঞ্চদশ গ্রাসান্ ভূক্তৈকপাচয়েন পরপক্ষ-
মশ্রীয়াদমাবাস্ত্রায়ুপোষ্যকোপচয়েন পূর্ব-
পক্ষং বিপরীতমেকেষাম্। এষ চাস্ত্রায়ণো-
মাসো মাসমেতমাপ্ত। বিপাপো বিপাপা সর্ব-
মেনো হস্তি দ্বিতীয়মাপ্ত। দশপূর্বান্ দশাবরা-
নান্নানৈকৈকবিশং পঙক্তীশ পুন্যতি সঘৎসরং
চাপ্ত। চন্দ্রমসঃ সলোকতামাপ্নোতি সলোকতা-
মাপ্নোতি।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্মশাস্ত্রে ষষ্ঠাবিংশতি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিত্রিংশতমোহধ্যায়ঃ।

উদ্ধং পিতৃঃ পুত্রা ঋক্ণং ভজেরন্বিত্তে
রজসি মাতৃজীবতি চেচ্ছতি সর্বংবা পূর্বজন্তে-
তরান্ বিভ্রায়ং। পূর্ববদ্বিভাগে তু ধর্মবৃদ্ধি-
বিংশতিভাগো জ্যেষ্ঠস্ত মিথুনমুভয়তোদদ্যুক্তো
রথো গোবৃষঃ কাণথোরকুটবণ্ডামধ্যমস্যানেক-
শ্চদবিধাভ্রায়নী গৃহমনোযুক্তং চতুদ্দপাঠৈ-
কৈকং যবীয়সঃ সমক্ষেতরং সর্বং দ্ব্যংশী বা
পূর্বজঃ স্তাদেকৈকমিতরেবামেকৈকং বা ধন-
কপং কাম্যং পূর্বঃ পূর্বো লভেত দশতঃ পশু-
নাং নৈকশফঃ নৈকশফানাং বৃষভোহধিকো
জ্যেষ্ঠস্য বৃষভবোড়শা জ্যেষ্ঠিনেয়স্য সমং বা
জ্যেষ্ঠিনেয়েন যবীয়সাং প্রতিমাত্ত বা স্ববর্গে
তাগবিশেষঃ। পিতোংস্বজ্ঞে পুত্রিকামন-
পত্যোহয়িং প্রজাপতিক্ষেষ্ট্রীমদধর্মপত্যমিতি

সংবাদ্যাভিসন্ধিমাভ্যাং পুত্রিকৈত্যেকেষাং তৎ-
সংশয়ান্নোপযচ্ছেদজ্ঞাত্বাম্ । পিণ্ডগোত্রধ্বি-
স্বক্কা ঋক্খং ভজেরন্ জী চানপত্যস্য বীজং বা
লিপ্তেত দেবরবত্যন্ততো জাতমভাগম্ । জীধনং
হুহিতৃণামপ্রতানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ ভগিনীভক্খং
সোদধ্যাণামুর্ক্খং মাতুঃ পূর্ক্খৈককে । সংসৃষ্ট-
বিভাগঃ প্রেতানাং জ্যেষ্ঠস্য সংসৃষ্টিনি প্রেতে
অসংসৃষ্টী ঋক্খতাক্ বিতক্কজঃ পিত্র্যমেব । স্বম-
জ্জিতং বৈদ্যোহট্টবৈদ্যোভ্যাঃ কামং ভজেরন্ । পুত্রা
ঔরসকেত্রজদত্তকৃত্রিমগুণোৎপন্নাপবিদ্ধা ঋক্খ-
ভাজঃকানীনসহোঢ়পৌনর্ভবপুত্রিকাপুত্রস্বয়নকত-
ক্রীতা গোত্রভাজশচতুর্থাংশভাগিনশ্চৌরসাদ্যভা-
বে ব্রাহ্মণস্য রাজত্বাপুত্রো জ্যেষ্ঠো গুণসম্পন্ন-
জ্ঞগ্যাংশতাক্ জ্যেষ্ঠাংশহীনমত্৷ রাজত্বাবৈশা-
পুত্রসমবায়ৈ স যথা ব্রাহ্মণীপুত্রো কত্রিয়াচেৎ
শূদ্রাপুত্রোহপ্যনপত্যস্ত গুজ্জবুচ্চরভেত বৃত্তি-

মূলমন্ত্বেবাসবিধিনা সর্বণাপুত্রোহপ্যন্তায়বৃত্তো
ন লভেতৈতকেবাং শ্রোত্রিয়া ব্রাহ্মণস্যানপত্যস্য
ঋক্খং ভজেরন্ রাজত্বেরবাং জড়কীবো ভক্ত-
ব্যাবপত্যং জড়স্য ভাগার্হং শূদ্রাপুত্রবৎ প্রতি-
লোমাস্থদকযোগক্ষেমকৃতান্নেধবিভাগঃ জীষু চ
সংযুক্তাশ্বনাজ্ঞাতে দশাবরৈঃ শিষ্টৈরুহবতির-
নুতৈঃ প্রশস্তং কার্যম্ । চত্বারশচতুর্গাং পারগা
বেদানাং প্রাগুক্তনাজ্জয় আজ্জমিণঃ পৃথক্ধর্মবিদ-
জ্জয় এতান্ দশাবরান্ পরিবদিত্যাচকন্তে অস-
ন্তবেহেতেষামশ্রোত্রিয়ো বেদবিচ্ছিন্নোবিপ্রতি-
পজ্ঞৌ যদাহ যতোহয়মপ্রভবোভূতানাং হিংসা-
রূগ্রহযোগেযু ধর্ম্মিণাং বিশেষেণ স্বর্গং লোকং
ধর্ম্মবিদাপ্নোতি জ্ঞানান্তিনিবেশাভ্যামিতি
ধর্ম্মৌ ধর্ম্মঃ ।

ইতি গোতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোন-

দ্বিংশতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সমাপ্তা চেয়ং গোতমসংহিতা ।

শাতাতপসংহিতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

প্রায়শ্চিত্তবিহীনানাং মহাপাতকিনাং নৃণাম্ ।
 নরকান্তে ভবেজ্জন্ম চিহ্নাক্তিশরীরিণাম্ ॥ ১
 প্রতিজন্ম ভবেত্রেবাং চিহ্নং তৎপাপস্থতিতম্ ।
 প্রায়শ্চিত্তে কৃতে যাতি পশাতাপবতাং পুনঃ ॥ ২
 মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মনি জায়তে ।
 উপপাপোক্তবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্ভবম্ ॥ ৩
 হৃৎকর্ণজা নৃণাং রোগা যান্তি চোপক্রমৈঃ শমম্
 জটৈঃ সুরার্কটৈর্নহৌমৈর্দাতৈর্নস্তেবাংশমোভবেৎ ৪
 পূর্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্ত পরিকরে ।
 বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্ত অপ্যাদিভিঃ শমঃ ॥ ৫
 কৃষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষা চ প্রমেহো ঐহীণী তথা ।
 মূত্রকৃচ্ছাস্রীকাশা অতীসারভগন্দরৌ ॥ ৬
 হৃষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোহন্ধিনাশনম্ ।
 ইত্যেবমাদ্যো রোগা মহাপাপোক্তবাঃ সূতাঃ ॥ ৭
 জলোদরং যক্ষ্মং স্রীহা শূলরোগস্ত্রণানি চ ।
 খাসাকীর্ণজরচ্ছদিভ্রমমেহগলগ্রহাঃ ॥ ৮
 রক্তাবৃদ্ধিসপাদ্যা উপপাপোক্তবা গদাঃ ।
 দণ্ডাপতানকশ্চিৎপ্রপুংকল্পবিচর্চিতকাঃ ॥ ৯
 বলীকপুণ্ডরীকাদ্যা রোগাঃ পাপসমুদ্ভবাঃ ।
 অর্শআদ্যা নৃণাং রোগা অতিপাপোক্তবন্তি হি ॥ ১০
 অস্ত্রে চ বহবো রোগা জায়ন্তে বর্ষসংসারঃ ।
 উচ্যন্তে চ নিদানানিপ্রায়শ্চিত্তানি বৈ ক্রমাৎ ১১
 মহাপাপেষু সর্বং স্ত্রাং তদধর্মুপপাতকে ।
 দদ্যাৎ পাপেষু যষ্ঠাংশং কল্যাং ব্যাধিবলাবলম্ ১২
 অথ সাধারণভেষু গোদানাদিষু কথ্যতে ।
 গোদানে বৎসযুক্তা গোঁঃ স্ত্রীলা চ পরশ্বিনী ১৩
 বুঘদানে শুভোহনডান্ গুরাঘরসকাঞ্চনং ।
 নিবর্তনানি কুদানে দশ দদ্যাদ্বিজাতরে ॥ ১৪
 শশহস্তে দণ্ডে দ্বিংশদণ্ডং নিবর্তনম্ ।

দশ তাত্বেব গোচর্ম দত্তা স্বর্গে মহীরতে ॥ ১৫
 স্ত্রবর্ণশতনিকন্ত তদধর্মাদিপ্রমাণতঃ ।
 অশ্বদানে মূহু স্কন্ধমখং সোপাঙ্গকরং দিশেৎ ॥ ১৬
 মহিবীং মাহিবে দানে দদ্যাৎ স্বর্ণায়ুধাষিতাম্ ।
 দদ্যাদ্গজং মহাদানে স্ত্রবর্ণকলসংযুতম্ ॥ ১৭
 লক্ষসংখ্যাইহং পুশ্পং প্রদদ্যাৎদেবতার্কিনে ।
 দদ্যাদ্ধিকসহস্রায় মিঠাম্নং দ্বিজভোজনে ॥ ১৮
 রুদ্রং জপেন্নকপুটৈঃ পূজয়িত্বা চ ত্র্যম্বকম্ ।
 একাদশ জপেন্দ্রদান্ দশাংশং শুণ্ডলৈশ্চ তৈঃ ১৯
 তত্কাভিষেচনং কুর্ঘ্যান্মৈত্রেয়স্বরূপদৈবতৈঃ ।
 শাস্তিকে গণশাস্তিঞ্চ গ্রহশাস্তিকপূর্বকম্ ॥ ২০
 ধাতদানে শুভং ধাতুং ধারীযষ্টিমিতং স্ত্রুতম্ ।
 বস্ত্রদানে পটুবস্ত্রধ্বং কর্পূরসংযুতম্ ॥ ২১
 দশপঞ্চাষ্টচত্বর উপবেশ্য দ্বিজান্ শুভান্ ।
 বিধায় বৈষ্ণবীং পূজ্যং সঙ্কর্য নিজকাম্যয়া ২২
 ধেনুং দদ্যাদ্ধিজাতিত্যো দক্ষিণাঞ্চাপিস্কিতঃ ।
 অলঙ্কৃত্য যথাশক্তি বস্ত্রাঙ্করদৈর্বিজান্ ॥ ২৩
 যাচেদগুপ্তমাগেণ প্রায়শ্চিত্তং যথোদিতম্ ।
 তেষামনুজয়া কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি ॥ ২৪
 পুনস্তান্ পরিপূর্ণার্থানর্জয়েদ্বিধিবদ্বিজান্ ।
 সন্তুষ্ঠী ব্রাহ্মণা দদ্যাহরুজাং ব্রতকারিণে ॥ ২৫
 অপচ্ছিত্রং তপশ্ছিত্রং বচ্ছিত্রং বজ্রকর্মণি ।
 সর্বং ভবতি নিশ্চিহ্নং যন্ত চেচ্ছন্তি ব্রাহ্মণাঃ ২৬
 ব্রাহ্মণা যানি ভাবন্তে মত্তন্তে তানি দেবতাঃ ।
 সর্বদেবমন্ময় বিপ্রা ন তব্ধচমত্তথা ॥ ২৭
 উপবাসো ব্রতকৈব মানং তীর্থফলং তপঃ ।
 বিপ্রৈঃ সম্পাদিতং সর্বং সম্পন্নং তস্ততৎফলম্ ২৮
 সম্পন্নমিতি যদাক্যং বদন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ ।
 প্রণম্য শিরসা ধার্যমগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ২৯

ব্রাহ্মণা জন্মং তীর্থং নির্জলং সার্সকামিকম্ ।
 তেবাং বাক্যাদ্যেকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ ৩০
 তেভ্যোহিমুক্ত্যামতিপ্রাপ্য প্রাপ্ত্ব চ তথাশিষ্যঃ ।
 ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ শত্ৰুতা ভুক্তীত সহ বন্ধুতিঃ ৩১

ইতি শাতাতপীয়ে কৰ্মবিপাক্রে সাধারণ-
 বিধিঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মহা নরকস্তান্ত্রে পাণ্ডুকুঞ্জী প্রজায়তে ।
 প্রায়শ্চিত্তং প্রকুর্বীত স তৎপাতকশাস্তয়ে ॥ ১
 চত্বারঃ কলসাঃ কার্য্যাঃ পঞ্চরত্নসমম্বিতাঃ ।
 পঞ্চপল্লবসংযুক্তাঃ সিতবস্ত্রেণ সংযুতাঃ ২
 অশ্বস্থানাদিমুদ্রুক্তান্তীর্থোদ
 কষায়পঞ্চকোপেতা নানারিধফলাবিতাঃ ৩
 সর্কৌষধিসমায়ুক্তাঃ স্থাপ্যাঃ প্রতিদিশং দ্বিষ্টৈঃ ।
 রৌপ্যমষ্টমলং পদ্মং মধ্যকুস্তোপরি স্থাপ্য ৪
 তন্তোপরি স্তম্বেদেবং ব্রহ্মাণঞ্চ চতুষ্পৃথক্ ।
 পলাকীক্ৰম্ণমাণেন স্তবর্ণেন বিনির্মিতম্ ৫
 অর্চেৎ পুরুষহৃৎকেন ত্রিকালং প্রতিবাসরম্ ।
 যজমানঃ শুভৈর্গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ পৈর্ষথাবিধি ৬
 পূর্বাদিকুন্তেভু ততো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচারিণঃ ।
 পঠেয়ুঃ স্বশবেদ্যাস্তে ঋগেদপ্রভৃতীন্ শতৈঃ ৭
 দশাংশেন ততো হোমো গ্রহশান্তিপুরঃসরম্ ।
 মধ্যকুন্তেবিধাতব্যো যতাতৈকস্তিলহেমতিঃ ৮
 দ্বাদশাহমিদং কৰ্ম সমাপ্য দ্বিজপুত্রবঃ ।
 তত্র পীঠে যজমানমতিষিঞ্জেদযথাবিধি ৯
 ততোদদ্যাদযথাশক্তি গোভূহেমতিলাদিকম্ ।
 ব্রাহ্মণেভ্যস্তথা দেয়মচাৰ্য্যায় নিবেদয়েৎ ১০
 আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিধে দেবা মরুদগণাঃ ।
 ঐতীজঃ সর্গে ব্যাপোহস্ত মম পাপং স্মদারুণম্ ১১
 ইতুদীর্ঘ্য মুহুর্ভক্ত্যা তমাচার্য্যং ক্ষমাপয়েৎ ।
 এবং বিধানে বিহিতে শ্বেতকুঞ্জী বিশুধ্যতি ১২
 কুঞ্জী গোবধকাৰী শ্রামরকাস্তেহস্ত নিষ্কৃতিঃ ।
 স্থাপয়েদঘটমেকম্ পূর্কৌতুভ্রব্যাসংযুতম্ ১৩
 রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গং রক্তপুষ্পাঘরাধিতম্ ।
 রক্তকুন্তং তু তং কৃৎবা স্থাপয়েদক্ষিণাং দিশম্ ১৪
 তাম্রপাত্রং ন্যাসেৎ তত্র তিলচূর্ণেন পুরিতম্ ।
 তন্তোপরি ন্যাসেদেবং হেমনিষ্কময়ং যমম্ ১৫

যজ্ঞেৎ পুরুষহৃৎকেন পাপং মে শাম্যতামিতি ।
 সামপারায়ণং কুর্য্যাৎ কলসে তত্র সামবিত ১৬
 দশাংশং সর্কৌষধী পাবমাত্রভিষেচনৈ ।
 বিহিতে ধর্মরাজানমাচাৰ্য্যায় নিবেদয়েৎ ১৭
 যমোহপি মহিষাক্রোড়ে দণ্ডপাণির্ভয়াবহঃ ।
 দক্ষিণাশাপতির্দেবো মম পাপং ব্যাপোহতু ১৮
 ইতুদীর্ঘ্য বিসৃজ্যেদ্যং মাসং সন্তুজিমাচরেৎ ।
 ব্রহ্মগোবধমোরোবা প্রায়শ্চিত্তেন নিষ্কৃতিঃ ১৯
 পিতৃহা চেতনাহীনো মাতৃহান্নঃ প্রজায়তে ।
 নরকান্তে প্রকুর্বীত প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি ২০
 প্রাজাপত্যানি কুর্বীত ত্রিংশচ্চৈব বিধানতঃ ।
 ব্রতান্তে কারয়েদ্রাবং সৌবর্ণপলসম্বিতাম্ ২১
 কুন্তং রৌপ্যময়শ্চৈব তাম্রপাত্রাণি পূর্ববৎ ।
 নিষ্কৃতম্ হ কৰ্তব্যো দেবঃ শ্রীবৎসলাঞ্জন ২২
 পট্টবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য পূজয়েৎ তৎ বিধানতঃ ।
 নাবৎ দ্বিজায় তাং দদ্যাৎ সর্কৌপক্ষরসংযুতাম্ ২৩
 বাসুদেব জগদ্রাথ সর্কভূতাস্ত্রয়স্থিত ।
 পাতকার্ণবমগ্নং মাং তারয় এণতাক্ষিৎ ২৪
 ইতুদীর্ঘ্য প্রণম্যত্র ব্রাহ্মণায় বিসর্জয়েৎ ।
 অন্তেভ্যোহপিযথাশক্তিবিপ্রৈভ্যোদক্ষিণাদদয়েৎ
 যস্যযাতী তু বধিরো নরকান্তে প্রজায়তে ।
 মুকো ভ্রাতৃবধে চৈব তত্শয়ং নিষ্কৃতিঃ স্মৃতা ২৫
 সোহপি পাপবিশুদ্ধার্থং চরেন্দ্রাজায়ত্রতম্ ।
 ব্রতান্তে পুত্ৰকং দদ্যাৎ স্তবর্ণকলসংযুতম্ ২৬
 ইমং ময়ং সমুচ্চাৰ্য্য ব্রাহ্মণীং তাং বিসর্জয়েৎ ।
 সরস্বতি জগন্মাতঃ শব্দব্রহ্মাধিদেবতে ২৮
 দুর্ধর্মকরণাং পাপাং পাহি মাং পরমেশ্বরী ।
 বালঘাতী চ পুরুষো মৃতবৎসঃ প্রজায়তে ২৯
 ব্রাহ্মণোদ্বাহনশ্চৈব কৰ্তব্যং তেন শুদ্ধয়ে ।
 শ্রবণং হরিবংশস্ত কৰ্তব্যঞ্চ যথাবিধি ৩০
 মহারুজ্জপশ্চৈব কারয়েচ্চ যথাবিধি ।
 যড়ৈকাদশৈ রুদ্রৈ রুদ্রঃ সমভিধীয়তে ৩১
 রুদ্রৈশ্চতৈকাদশভির্ষাহরুদ্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 একাদভিরেতৈস্ত অতিক্রান্ত কথ্যতে ৩২
 জুহ্বাচ্চ দশাংশেন দুর্করায়ুতসংখ্যয়া ।
 একাদশ স্বনিকাঃ প্রদাতব্যাঃ সন্দক্ষিণাঃ ৩৩
 পলাশ্চেকাদশ তথা দদ্যাৎদ্বিজায়সারতঃ ।
 অন্তেভ্যোহপিযথাশক্তিবিপ্রৈভ্যোদক্ষিণাদিনেৎ
 ন্নাপয়েদম্পতী পশ্চাদ্যন্তৈর্করুণদৈবতৈঃ ।
 আচাৰ্য্যায় এনেদ্যানি বজ্রালঙ্করণানি চ ৩৫

গোত্রহা পুরুষঃ কুজী নির্মাংশশোণজায়তে ।
 স চ পাপবিমুক্ত্যর্থং প্রাজাপত্যশতকরেৎ ॥ ৩৬
 ব্রতান্তে সৈমিনীঃ দ্বাশা শৃণুদধ তায়তম্ ।
 স্ত্রীহস্তা চাতিসর্গী ভাদরখান্ রোগয়েদধঃ ॥ ৩৭
 দদ্যাক শর্করাধেহুং ভোজয়েত শতং বিজান্ ।
 রাজহা ক্ষরোগী ভাদেবা তত্র চ নিষ্কৃতিঃ ॥ ৩৮
 গোত্ৰহিরণ্যমিষ্টায়জলবস্ত্রপ্রদানতঃ ।
 দ্বতধেহুপ্রদানেন তিলধেহুপ্রদানতঃ ॥ ৩৯
 ইত্যাদিনা ক্রমেণৈব ক্ষরোগঃ প্রশাম্যতি ।
 রক্তার্কী বৈশ্বহস্তা জায়তে স চ মানবঃ ॥ ৪০
 প্রাজাপত্যানি চত্বারি সপ্ত ধাত্বানি চোৎসজেৎ
 দণ্ডাপতানকমৃতঃ শূদ্রহস্তা ভবেন্নরঃ ॥ ৪১
 প্রাজাপত্যং সক্রীড়ৈব দদ্যাদেহুং সদক্ষিণাম্ ।
 কারুণাঞ্চ বধে চৈব রক্তভাবঃ প্রজায়তে ॥ ৪২
 তেন তৎপাপবিমুক্ত্যর্থং দাতব্যো বৃষভঃ সিতঃ ।
 সর্ষকার্যেবসিদ্ধার্থো গজঘাতী ভবেন্নরঃ ॥ ৪৩
 প্রাসাদং কারয়িত্বা তু গণেশপ্রতিমাং স্তসেৎ ।
 গণনাথস্ত মন্ত্রং তু মন্ত্রী লক্ষমিতং জপেৎ ॥ ৪৪
 কূলখশাটকঃ পৃষ্টপক্ষ গণশাস্তিপুংসরম্ ।
 উষ্ট্রে বিনিহতে চৈব জায়তে বিকৃতকরঃ ॥ ৪৫
 স তৎপাপবিমুক্ত্যর্থং দদ্যাৎ রুপ্যং রক্তং ফলম্ ।
 অশ্বে বিনিহতে চৈব বক্রতুণ্ডঃ প্রজায়তে ॥ ৪৬
 শতং পলানি দদ্যাক চন্দনান্তবহুস্তয়ে ।
 মহিষীঘাতেন চৈব রক্তগুণ্ডাঃ প্রজায়তে ॥ ৪৭
 ধরে বিনিহতে চৈব খররোমা প্রজায়তে ।
 নিক্রিয়স্ত্র প্রকৃতিং সম্প্রদদ্যাদ্ধিরগ্নায়ীম্ ॥ ৪৮
 তরকো নিহতে চৈব জায়তে কেকরেক্ষণঃ ।
 দদ্যাত্রিক্রময়ীং ধেহুং স তৎপাতকশাস্তয়ে ॥ ৪৯
 শূক্রে নিহতে চৈব দন্তরো জায়তে নরঃ ।
 স দদ্যাক্ত বিমুক্ত্যর্থং দ্বতকুন্তং সদক্ষিণম্ ॥ ৫০
 হরিণে নিহতে ধ্বজঃ শৃগালে তু বিপাদকঃ ।
 অশ্বন্তেন প্রদাতব্যঃ সৌবর্ণপলনির্মিতঃ ॥ ৫১
 অজাভিঘাতেন চৈব অধিকারঃ প্রজায়তে ।
 অজা তেন প্রদাতব্যো বিচিত্রবস্ত্রসংযুতা ॥ ৫২
 উরজে নিহতে চৈব পাণ্ডুরোগঃ প্রজায়তে ।
 কন্ত্রিকা পলং দদ্যাদব্রাহ্মণায় বিমুক্ত্যরেৎ ॥ ৫৩
 মাক্কীয়ে নিহতে চৈব পীতপাণিঃ প্রজায়তে ।
 পারাবতং স সৌবর্ণং প্রদদ্যাদ্রিকমাত্রকম্ ॥ ৫৪
 ওকশারিকুরোধন্তে নরঃ খলিতবাগ্ ভবেৎ ।
 সজ্জাপ্তকং দদ্যাৎ স বিপ্রায় সদক্ষিণম্ ॥ ৫৫

বকঘাতী দীর্ঘনসো দদ্যাক্ষাং ধবলপ্রভাম্ ।
 কাকঘাতী কর্ণহীনো দদ্যাক্ষামসিতপ্রভাম্ ॥ ৫৬
 হিংসায়্যং নিকৃতিয়িং ব্রাহ্মণে সমুদাহৃত্য ।
 তদর্দ্ধাঙ্গপ্রমাণেন ক্ষত্রিয়াদিষুক্রমাৎ ॥ ৫৭
 ইতি শাতাতপীয়ে কর্মবিপাকো হিংসাপ্রায়-
 শ্চিত্তবিধিনাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সুরাপঃ শ্রাবদন্তঃ শ্রাৎ প্রাজাপত্যান্তরস্তথা ।
 শর্করায়াজ্ঞাঃ সপ্ত দদ্যাৎ পাপবিমুক্ত্যরেৎ ॥ ১
 জপিষ্বা তু মহারুদ্রং দশাংশং জুহুরাতিগৈঃ ।
 ততোহভিষেকঃ কর্তব্যো মৈত্রেয়স্বরূপদৈবভৈঃ ॥ ২
 দদ্যাপো রক্তপিত্তী শ্রাৎ স দদ্যাৎ সর্পিষোষটম্ ।
 মধুনোহর্দ্ধঘটকৈব সহিরণ্যং বিমুক্ত্যরেৎ ॥ ৩
 অভক্ষ্যভক্ষণে চৈব জায়তে ক্রমিকোদরঃ ।
 যথাবন্তেন শুদ্ধার্থমুপোষ্যং ভীষণঞ্চকম্ ॥ ৪
 উদক্যাবীক্ষিতং ভূক্তা জায়তে ক্রমিলোদরঃ ।
 গোমূত্রযাবকাহারজিরায়েণৈব শুধ্যতি ॥ ৫
 ভূক্তা চাম্পূশ্চ সংস্পৃষ্টং জায়তে ক্রমিলোদরঃ ।
 জিরাত্রং সমুপোষ্যাথ স তৎপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬
 পরান্নবিক্রমণাদজীর্ণমভিজায়তে ।
 লক্ষহোমং স কুবর্জীত প্রারশ্চিত্তং যথাবিধি ॥ ৭
 মন্দোদরায়ির্ভবতি সতি ত্রয়ো কদম্বদঃ ।
 প্রাজাপত্যত্রয়ং কুর্যাক্তোজয়েত শতং বিজান্ ॥ ৮
 বিষদঃ শ্রাহ্মদিরোগী দদ্যাদশপন্নসিনীঃ ।
 মার্গহা পানরোগী শ্রাৎ সোহখানং সমাচরেৎ ॥ ৯
 পিশুনো নরকশ্রান্তে জায়তে শ্বাসকাণবান্ ।
 দ্বতং তেন প্রদাতব্যং সহস্রপলসম্মিতম্ ॥ ১০
 ধূর্তোহপস্মাররোগী শ্রাৎ স তৎপাপবিমুক্ত্যরেৎ ।
 ত্রক্ষকূর্ময়ীং ধেহুং দদ্যাক্ষাঞ্চ সদক্ষিণাম্ ॥ ১১
 শূলী পরোপতাপেন জায়তে তৎপ্রমোচনে ।
 সোহন্নদানং প্রকুর্যীত তথা রুদ্রং অপেন্নরঃ ॥ ১২
 দাবাগ্নিদায়কটৈব রক্তাভিসারবান্ ভবেৎ ।
 তেনোদপানং কর্তব্যং রোপীগীষতৃণা রটঃ ॥ ১৩
 সুরালয়ে জলে বাপি শকুনমুদ্রং কুরোতি যঃ ।
 গুদরোগো ভবেত্ততঃ পাপরূপঃ স্ফারকঃ ॥ ১৪
 মাসং সুরার্কনেতৈব গোদানবিতয়েন তু ।
 প্রাজাপত্যেন চৈকেন শাম্যন্তি গুদজা রক্তাঃ ॥ ১৫

গৰ্ভপাতনজা রোগা বহুংগীহজলোদয়াঃ ।
 তেবাং প্রশমনার্থ্য প্রারম্ভিতমিদং সূতম্ ॥ ১৬
 এতেষু দদ্যাদ্বিপ্রায় জলধেহুং বিধানতঃ ।
 সুবর্ণরূপ্যতাত্রাণাঃ পলজয়সমমিতাম্ ॥ ১৭
 প্রতিমাতনকারী চ অপ্রতিষ্ঠঃ প্রজায়তে ।
 সংবৎসরজয়ং নিক্কেদন্থং প্রতিবাসয়ম্ ॥ ১৮
 উষাহয়েন্তদন্থং স্বর্গছোক্তবিধানতঃ ।
 তত্র সংস্থাপয়েদেবং বিস্মরাজং সুপুঞ্জিতম্ ॥ ১৯
 দৃষ্টবাদী খণ্ডিতঃ ত্র্যংস বৈ দদ্যাদ্বিজাতয়ে ।
 রূপাং-পলবয়ং হুহুং ষট্‌বয়সমমিতম্ ॥ ২০
 ধরীটঃ পরনিলাবানু ধেহুং দদ্যাং সকাঞ্চনাম্ ।
 পরোপহাসকৃৎ কাণঃসগাংদদ্যাং সমোক্তিকাম্ ॥ ২১
 সভায়াং পক্ষপাতী চ জায়তে পক্ষযাতবান্ ।
 নিক্কেদয়মিতং হেম স দদ্যাং সত্যবর্তিনাম্ ॥ ২২
 ইতি শাততপীয়ে কৰ্ম্মবিপাকে প্রকীর্ণপ্রায়-
 শ্চিত্তং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

কুলয়ো নরকভ্যস্তে জায়তে বিপ্রহেমহুং ।
 স তু স্বর্ণশতং দদ্যাং কৃষা চাক্ষারজয়ম্ ॥ ১
 ঔড়ুম্বরী তাম্রচৌরো নরকভ্যস্তে প্রজায়তে ।
 প্রোজাপত্যং স কৃষাত্র তাত্রং পলশতং দিশেৎ ॥ ২
 কাংস্তহারী চ ভবতি পুণ্ডরীকসমমিতঃ ।
 কাংস্তং পলশতং দদ্যাদলকৃত্য বিজাতয়ে ॥ ৩
 রীতিহুং পিজলাকঃ তাদ্ধপোষ্য হরিবাসয়ম্ ।
 রীতিং পলশতং দদ্যাদলকৃত্য বিজং সূতম্ ॥ ৪
 সুতাহারী চ পুরুষো জায়তে পিজমূৰ্দ্ধজঃ ।
 সুকাকলশতং দদ্যাদ্ধপোষ্য স বিধানতঃ ॥ ৫
 ত্রপুহারী চ পুরুষো জায়তে নেত্ররোগবান্ ।
 উপোষ্য দিবসং সোহপি দদ্যাং পলশতত্রপু ॥ ৬
 সীসহারী চ পুরুষো জায়তে শীর্ষরোগবান্ ।
 উপোষ্য দিবসং দদ্যাদ্ধুতধেহুং বিধানতঃ ॥ ৭
 হুহুহারী চ পুরুষো জায়তে বহুসূতকঃ ।
 স দদ্যাদ্ধুতধেহুং ত্রাঙ্কায় বধাবিবি ॥ ৮
 দধিচৌর্যেণ পুরুষো জায়তে মদরানু বভঃ ।
 দধিধেহুঃ প্রদাতব্যো তেন বিপ্রায় ভুজয়ে ॥ ৯
 সমুচৌরস্ত পুরুষো জায়তে নেত্ররোগবান্ ।
 স দদ্যাদ্ধুতধেহুং সমুপোষ্য বিজাতয়ে ॥ ১০
 ইকোক্ষিকহারী চ ভবেদুদরগুণয়ান্ ।

গুড়ধেহুঃ প্রদাতব্যো তেন তদোবশান্তয়ে ॥
 লোহহারী চ পুরুষঃ কৰ্ম্মরাদঃ প্রজায়তে ।
 লোহং পলশতং দদ্যাদ্ধপোষ্য স তু বাসয়ম্ ॥ ১২
 ভৈলচৌরস্ত পুরুষো ভবেৎ কণ্ডুদিলীড়িতঃ ।
 উপোষ্য স তু বিপ্রায় দদ্যাদ্ভৈলশট্‌বয়ম্ ॥ ১৩
 আমাশহরণাকৈব দন্তহীনঃ প্রজায়তে ।
 স দদ্যাদ্বিশিনো হেমনিক্কেদয়বিসিগ্ৰিতো ॥ ১৪
 পকামহরণাকৈব জিহবারোগঃ প্রজায়তে ।
 গায়ত্র্যাঃ স অপেনকং দশাংশং জুহুরাতিভৈঃ ॥ ১৫
 ফলহারী চ পুরুষো জায়তে ত্রিণিতাজুলিঃ ।
 নানাকলানামযুতং স দদ্যাক বিজয়নে ॥ ১৬
 তাহু লহরণাকৈব খেতোষ্ঠঃ সম্প্রজায়তে ।
 সদক্ষিণং প্রদদ্যাক বিক্রমস্য দ্বয়ং বরম্ ॥ ১৭
 শাকহারী চ পুরুষো জায়তে নীললোচনঃ ।
 ত্রাঙ্কায় প্রদদ্যাদ্ধৈ মহানীলমণিদ্বয়ম্ ॥ ১৮
 কন্দমূলস্ত হরণাকু সুপাণিঃ প্রজায়তে ।
 দেবভায়তনং কার্য্যমুদ্যানং তেন শক্তিতঃ ॥ ১৯
 নৌগক্ষিকস্ত হরণাদ্ধুগন্ধাকঃ প্রজায়তে ।
 স লক্ষমেকং পদ্মানাং জুহুরাজাতবেদসি ॥ ২০
 দাকহারী চ পুরুষঃ শ্মিরপাণিঃ প্রজায়তে ।
 স দদ্যাদ্বিহবে শুক্লো কাম্বীরজপলবয়ম্ ॥ ২১
 বিদ্যাপুতকহারী চ কিল মুকঃ প্রজায়তে ।
 জায়েতিহাসং দদ্যাং স ত্রাঙ্কায় সদক্ষিণম্ ॥ ২২
 বস্ত্রহারী ভবেৎ কুঞ্জী সম্পদদ্যাং প্রজাপতিম্ ।
 হেমনিক্কেদয়িতকৈব বস্ত্রযুগং বিজাতয়ে ॥ ২৩
 উর্গাহারী লোমশঃ ত্র্যংস দদ্যাং কণ্ঠদ্বারিতম্ ।
 স্বর্ণনিক্কেদয়িতং হেমবলিং দদ্যাদ্বিজাতয়ে ॥ ২৪
 পট্টহুতস্ত হরণামিলোমা জায়তে নরঃ ।
 তেন ধেহুঃ প্রদাতব্যো বিগুহ্যর্থং বিজয়নে ॥ ২৫
 ঔষধতাপহরণে স্বর্ঘ্যাবর্তঃ প্রজায়তে ।
 স্বর্ঘ্যার্থ্যার্থঃ প্রদাতব্যো মাসং দেয়ঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥ ২৬
 রক্তবস্ত্রপ্রবালাদিহারী তাজ্জবাতবান্ ।
 সবস্ত্রাং মহিবীং দদ্যাদ্ধিরগিসমমিতাম্ ॥ ২৭
 বিপ্ররম্মাপহারী চাপ্যনপত্যঃ প্রজায়তে ।
 তেন কার্ঘ্যং বিগুহ্যর্থং মহাকুজকপাদিকম্ ॥ ২৮
 সূতবৎসোদ্রিতঃ সর্কো বিশিষ্টস্ত বিধীয়তে ।
 দশাংশহোমঃ কর্তব্যঃ পদ্মাদেন বধাবিবি ॥ ২৯
 দেবস্ত হরণাকৈব জায়তে বিবিধো জরঃ ।
 জরো মহাজরশ্চৈব রৌদ্রো বৈষ্ণব এব চ ॥ ৩০
 জয়ে রৌদ্রে অপেৎ কর্ণে মহাজরং মহাজরে ।

অতিরোজ্ঞং জপোজ্যোজ্জৈবৈকবে তদ্বৎ জপেৎ ৩১
নানাবিধজব্যচৌরো জায়তে গ্রহণীয়তঃ ।
তেনামোদকবজ্রাণি হেম দেবক শক্তিভঃ ৩২
ইতি শাতাতপীরে কৰ্মবিপাকৈ তেরপ্রায়-
শ্চিন্তং নাম চতুর্ধোহ্যায়ঃ ৩৩

পঞ্চমোহ্যায়ঃ ।

মাতৃগামী ভবেদ্বষজ লিঙ্গং তত্ত্ব বিনশ্চতি ।
চাণ্ডালীগমনে চৈব হীনকোষঃ প্রজায়তে ৩৪
তত্ত্ব প্রতিক্রিয়াং কৰ্ত্ত্ব্যং কুন্তমুত্তরতো ভূসেৎ ।
কৃষ্ণবজ্রসমাচ্ছন্নং কৃষ্ণমালাবিভূষিতম্ ৩৫
তন্তোপরি ন্যাসেদেবং কাংশপায়ে ধনেশ্বরম্ ।
স্ববর্ণনিকষট্টকেন নিশ্চিতং নরবাহনম্ ৩৬
যজ্ঞে পুরুষহৃৎকেন ধনমং বিশ্বরূপিণম্ ।
অধর্কবেদবিহিপ্ৰো হৃদধর্ষণং সমাচরেৎ ৩৭
স্ববর্ণপুজিকাং কৃত্বা নিরুবিংশতিসম্ভায়া ।
দদ্যাচ্চিপ্রায় সম্পূজ্য নিম্পাপোহহমিতি ক্রবন্ ৩৮
নিৰীশামধিপো দেবঃ শঙ্করস্ত প্রিয়ঃ সখা ।
সোম্যাশাধিপতিঃ শ্রীমাম্ মম পাপং ব্যপোহতু ৩৯
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য আচাৰ্য্যায় বধাবিধি ।
দদ্যাদেবং হীনকোষে লিঙ্গনাশে বিতুচ্ছরেৎ ৪০
গুরুজ্যাতিগমনাগ্ন্যকুন্তঃ প্রজায়তে ।
তেনাপি নিরুতিঃ কার্য্যা শাস্ত্রবৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ৪১
স্বাপরেৎ কুন্তমেকস্ত পশ্চিমায়াং শুভে দিনে ।
নীলবজ্রসমাচ্ছন্নং নীলমালাবিভূষিতম্ ৪২
তন্তোপরি ন্যাসেদেবং তাত্রাপায়ে প্রচেতসম্ ।
স্ববর্ণনিকষট্টকেন নিশ্চিতং যাদসাম্পতিম্ ৪৩
যজ্ঞে পুরুষহৃৎকেন বরুণং বিশ্বরূপিণম্ ।
সামবিদ্রাক্ষণস্তত্র সামবেদং সমাচরেৎ ৪৪
স্ববর্ণপুজিকাং কৃত্বা নিরুবিংশতিসম্ভায়া ।
দদ্যাচ্চিপ্রায় সম্পূজ্য নিম্পাপোহহমিতি ক্রবন্ ৪৫
যাদসামধিপো দেবো বিশ্বেশ্বামপি পাবনঃ ।
সংস্কারাকৌ কৰ্ম্মধারো বরুণঃ পাবনোহস্ত্র মে ৪৬
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য আচাৰ্য্যায় বধাবিধি ।
দদ্যাদেবং লিঙ্গত্যাগে মূৰ্ছকুন্তঃ প্রজায়তে ৪৭
বহুভাগমানে চৈব বহুকুন্তঃ প্রজায়তে ।
ভগিনীগমনে চৈব পিতৃকুন্তঃ প্রজায়তে ৪৮
তত্ত্ব প্রতিক্রিয়াং কৰ্ত্ত্ব্যং পুরুষঃ কলসং ভূসেৎ ।
কৃষ্ণবজ্রসমাচ্ছন্নং পীতমালাবিভূষিতম্ ৪৯

তন্তোপরি ভূসেৎ স্বর্ণপায়ে দেবং সুরেশ্বরম্ ।
স্ববর্ণনিকষট্টকেন নিশ্চিতং বজ্রধারিণম্ ৫০
যজ্ঞে পুরুষহৃৎকেন বাসবং বিশ্বরূপিণম্ ।
বজ্রকৌরুং তত্র সামং যজ্ঞেদক সমাচরেৎ ৫১
স্ববর্ণপুজিকাং কৃত্বা স্ববর্ণদশকেন তু ।
দদ্যাচ্চিপ্রায় সম্পূজ্য নিম্পাপোহহমিতি ক্রবন্ ৫২
দেবানামধিপো দেবো বজ্রী বিষ্ণুনিকेतনঃ ।
শতবজ্রঃ সহস্রাক্ষঃ পাপং মম নিরুন্ততু ৫৩
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য আচাৰ্য্যায় বধাবিধি ।
দদ্যাদেবং সহস্রাক্ষঃ স পাপপ্ৰাপ্তমুত্তরেৎ ৫৪
চাতুৰ্ভাৰ্য্যাভিগমনাদপ্লবংকুন্তঃ প্রজায়তে ।
স্ববর্ণগমনে চৈব কৃষ্ণকুন্তঃ প্রজায়তে ৫৫
তেন কার্য্যং বিতুচ্ছার্থং প্রাপ্তকুন্তাধিমেবহি ।
হৃদাংশহোমঃ সৰ্ব্বজ্ঞ ভূজ্যকৈঃ ক্রিয়তেতি কৈ ৫৬
যদগম্যাভিগমনাজ্জায়তে ক্রবমুত্তরম্ ।
কৃত্বা লোহময়ীং ধেনুং তিলধ্বজীপ্রদগতঃ ৫৭
কাপাসিতারসংযুক্তাং কাংশপোহাসংবৎসিকাম্ ।
দদ্যাচ্চিপ্রায় বিধিবদিতং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ৫৮
সুরভী বৈষ্ণবী মাতা মম পাপং ব্যপোহতু ।
তপস্বিনীসঙ্গমানে জায়তে চান্দ্রীগদঃ ৫৯
সতু পাপবিতুচ্ছার্থং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ।
দদ্যাদ্ বিপ্রায় বিধেবে মধুধেনুং যথোদিতম্ ৬০
তিলজ্যোশতং চৈব হিরণ্যেন সমধিতম্ ।
পিতৃষজ্জ্যাতিগমনাদক্ষিণাংশত্রী ভবেৎ ।
তেনাপিনিরুতিঃ কার্য্যা অজ্ঞানেনানশক্তিভঃ ৬১
মাতুলাত্যক্ত গমনে পৃষ্ঠকুন্তঃ প্রজায়তে ।
কৃষ্ণাজিনপ্রদানে প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ৬২
মাতৃষজ্জ্যাতিগমানে বান্ধবে ভ্রগবান্ ভবেৎ ।
তেনাপি নিরুতিঃ কার্য্যা সম্যগ্ভ্যাসপ্রদান ৬৩
মৃতভাৰ্য্যাভিগমানে মৃতভাৰ্য্যঃ প্রজায়তে ।
তৎপাতকবিতুচ্ছার্থং বিষ্ণুমকং বিবাহয়েৎ ৬৪
সগোত্রজ্ঞীপ্রসঙ্গেন জায়তে চ ভগন্দরঃ ।
তেনাপি নিরুতিঃ কার্য্যা মহিবীদানবজ্রতঃ ৬৫
তপস্বিনীপ্রসঙ্গেন প্রমেহী জায়তে নরঃ ।
মাসংক্রান্তপঃ কার্য্যো দদ্যাচ্ছত্ৰো চ কাঞ্চনম্ ৬৬
দীক্ষিতজ্ঞীপ্রসঙ্গেন জায়তে চৈব কুন্তকুন্ত ।
স পাতকবিতুচ্ছার্থং প্রাজাপত্যধরকরেৎ ৬৭
বজ্রতিজ্ঞায়গমনে জায়তে হৃদয়ত্রী ।
তৎপাপস্য বিতুচ্ছার্থং প্রাজাপত্যধরকরেৎ ৬৮
পণ্ডবানৌ চ গমনে মূৰ্ছাঘাতঃ প্রজায়তে ।

তিলপাত্রব্রতৈব দদ্যাদান্বিতোক্তয়ে ॥ ৩৬
 অথযোনৌ চ গমনাদ্ভুততত্ত্বঃ প্রজায়তে ।
 সহস্রকমলদ্বানং মাসং কুৰ্য্যাৎ শিবস্ত চ ॥ ৩৭
 এতে দোষা নরাণাং স্ত্রীসংস্কারে ন সংশয়ঃ ।
 স্ত্রীণামপি তবন্ত্যেতে তত্ত্বং পুরুষসংস্কারঃ ॥ ৩৮
 ইতি শাতাতপীয়ে কৰ্ম্মবিপার্কঃ অগম্যাগমন-
 প্রায়শ্চিত্তং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অবশুকরশৃঙ্গাক্রিয়াশিক্ষকটেন চ ।
 ভৃগুশিলাক্লম্পাদ্ধবিবোধবন্ধনজৈম্বৃতাঃ ॥ ১
 ব্যাভ্রাহিগজকৃপালচৌরবৈরিরুকাহতাঃ ।
 কাঠশল্যমৃত্যু বৈ চ শৌচসংস্কারবর্জিতাঃ ॥ ২
 বিহচিকারকবলদবাতীসারতো মৃত্যুঃ ।
 সাক্ষিকাদিগ্রহৈর্জ্ঞাতা বিদ্যাংপাতহতাস্থ বৈ ॥ ৩
 অম্পৃষ্ঠা অপবিদ্রাশ পতিতাঃ পূত্রবর্জিতাঃ ।
 পঞ্চত্রিংশৎপ্রকারৈশ্চ নাপ্রবৃন্তি গতিং মৃত্যুঃ ॥ ৪
 পিত্রাদ্যাস্তাঃ পিতৃভাজঃ স্ত্র্যস্ত্রয়ো লেপভূজস্তথা ।
 ততো নানীমুখাঃ প্রোক্তাজ্ঞরোহপ্যশ্রমুখাজ্ঞয়ঃ ॥ ৫
 দ্বাদশৈতে পিতৃগণান্তর্গিতাঃ সন্ততিপ্রদাঃ ।
 গতিহীনাঃ স্ত্রীতাদীনাং সন্ততিং নাশয়ন্তি তে ॥ ৬
 দশ ব্যাভ্রাদিনিহতা গর্ভং বিয়ন্ত্যসী ক্রমাৎ ।
 দ্বাদশাজ্ঞাদিনিহতা আকর্ষন্তি চ বালকম্ ॥ ৭
 বিবাদিনিহতা স্ত্রী দশস্থ দ্বাদশষপি ।
 বর্ধৈকবালকং কুৰ্যাদনপত্যোহনপত্যাত্ম ॥ ৮
 ব্যাঘ্রেন হস্ততে জন্তুঃ কুমারীগমনেন চ ।
 বিষদষ্টৈব সর্পেন গজেন নৃপহুষ্ঠকৃৎ ॥ ৯
 রাজা রাজকুমারসচৌরেন পশুহিংসকঃ ।
 বৈরিণা মিত্রস্তেনী চ স্বৈকবৃত্তিরূপেণ তু ॥ ১০
 গুরুঘাতী চ শয্যায়ানং মৎসরী শৌচবর্জিতঃ ।
 জ্যোহী সংস্কাররহিতঃ শুমা নিক্ষেপহারকঃ ॥ ১১
 নরো বিহস্ততেহরণ্যে শূকরেন চ পাশিকঃ ।
 কুমিতিঃ কৃতবাসাশ্চ কুমিণা চ নিরুস্তনঃ ॥ ১২
 শূদিণা শঙ্করজ্যোহী শঙ্কটেন চ সূচকঃ ।
 ভৃগুণা মেদিনীচৌরো বহিনা বজ্রহানিকৃৎ ॥ ১৩
 দধেন দক্ষিণাচৌরঃ শত্রুণে ক্ষতিনিধকঃ ।
 অশ্বনা বিজনিশাক্ষিণে কুমতিপ্রবঃ ॥ ১৪
 উদ্বন্ধনেন হিংস্রাঃ ভাৎ সেতুভেদো জলেন তু ।

ক্রমেণ রাজসন্তিদ্বাদশীসারেণ লৌহকৃৎ ॥ ১৫
 সাক্ষিকাদিগ্রহৈঃ স্ত্রিরতে সর্পকর্ষাক্ষারকঃ ।
 অনধ্যারেহপ্যবীক্ষানো স্ত্রিরতে বিদ্যুতা তথা ॥ ১৬
 অম্পৃষ্ঠস্পর্শসদী চ বাস্তম্যপ্রিত্য শাস্ত্রহৎ ।
 পতিতো মদবিজ্ঞেতাংনপত্যো বিজব্রজকৃৎ ॥ ১৭
 অথ তেবাং ক্রমেণৈব প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ।
 কারয়ৈয়িকমাত্রস্ত পুরুষং প্রোতরূপিণম্ ॥ ১৮
 চতুভূজং দণ্ডহস্তং মহিষাসনসংস্থিতম্ ।
 পিট্টঃ কৃষ্ণতিলৈঃ কুৰ্য্যাৎ পিণ্ডং প্রহপ্রমাণতঃ ॥ ১৯
 মধ্যাজ্যশর্করায়ুক্তং স্বর্ণকুণ্ডলসংযুতম্ ।
 অকালমূলং কলসং পঞ্চপল্লবসংযুতম্ ॥ ২০
 কৃষ্ণবস্ত্রসমাক্ষরং সর্বৌষধিসমম্বিতম্ ।
 তন্ত্রোপরিমিতসেদবৎ পাত্রং ধাতুফলৈশ্চ যুতম্ ॥ ২১
 সপ্তধান্যংসু সফলং তত্র তৎ সফলং হ্রসেৎ ॥
 কুস্তোপরি চ বিস্তৃত পূজয়েৎ প্রোতরূপিণম্ ॥ ২২
 কুৰ্য্যাৎ পুরুষহৃৎকেন প্রত্যহং দ্ব্যতর্পণম্ ।
 ষড়ঙ্গং অপেক্ষজং কলসে তত্র বেনবিৎ ॥ ২৩
 যমহৃৎকেন কুবীত যমপূজাদিকং তথা ।
 গায়ত্র্যাষ্টৈব কর্তব্যো অপঃ স্বায়বিতুঙ্কয়ে ॥ ২৪
 গৃহশাস্তিকপূরুঞ্চ দ্রুশাংশং জুহুয়াতিলাঃ ।
 অজ্ঞাতনামগোত্রায় প্রোতায় সতিলোদকম্ ॥ ২৫
 প্রদদ্যাৎ পিতৃভূতীর্ধেন পিণ্ডং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ।
 ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধুসর্পিঃসমম্বিতম্ ॥ ২৬
 দদামি তস্মৈ প্রোতায় যঃ পীড়াস্ত কুরুতে মম ।
 সজলান্ কৃষ্ণকলসাস্তিলপাত্রসমম্বিতান্ ॥ ২৭
 দ্বাদশ প্রোতমুদিত দদ্যাদেদেকং বিষ্ণবে ।
 ততোহভিষেকোদ্যোচ্যে দম্পতীকলসোদকৈঃ ২৮
 শুচির্করায়ুধধরো মন্ত্রৈর্করুণদৈবভৈঃ ।
 যজমানস্ততো দদ্যাদ্যোচ্যায় সদক্ষিণাম্ ॥ ২৯
 ততো নারায়ণবলিঃ কর্তব্যঃ শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ ।
 এব সাধারণবিধিরগতীনাংমুদ্যতঃ ॥ ৩০
 বিশেষস্ত পুনর্জ্যেয়ো ব্যাভ্রাদিনিহতেষপি ।
 ব্যাঘ্রেন নিহতে প্রোতে পরকস্তাংবিবাহয়েৎ ॥ ৩১
 সর্পমংশে নাগবলির্দৈয়ঃ সর্বৈষু কাঞ্চনম্ ।
 চতুর্নিকমিতং হেমং গজং দদ্যাদ্যদৈর্জহতে ॥ ৩২
 রাজা বিনিহতে দদ্যাদ পুরুষস্ত হিরণ্যম্ ।
 চৌরেন নিহতে ধেমুং বৈরিণা নিহতে বৃষম্ ॥ ৩৩
 বৃকেণ নিহতে দদ্যাদবধ্যশক্তি চ কাঞ্চনম্ ।
 শয্যায়ুতে প্রোতব্যো শয্যা ভূতীসমম্বিতা ॥ ৩৪
 নিকর্মত্রয়বর্ণস্ত বিজ্ঞানা সমম্বিতা ।

শৌচহীনমুতে চৈব বিনিবৃৎস্বৰ্গজং হরিম্ ॥ ৩৫
সংস্কারহীনে চ মুতে কুমারঞ্চ বিবাহয়েৎ ।
ওনা হতে চ নিক্ষেপং স্থাপয়েন্নিকশক্তিঃ ॥ ৩৬
শূক্রেণ হতে দদ্যাদ্ভিষং দক্ষিণাধিতম্ ।
কৃমিশিচ্চ মুতে দদ্যাদগোধূমায়ং বিজাতয়ে ॥ ৩৭
শুজিণা চ হতে দদ্যাদবৃষভং বজ্রসংযুতম্ ।
শকটেন মুতে দদ্যাদশ্বং সোপস্করাধিতম্ ॥ ৩৮
ভৃগুপাতে মুতে চৈব প্রদদ্যাক্ষতপৰ্কতম্ ।
অগ্নিনা নিহতে দদ্যাদ্ধূপানহং অশক্তিঃ ॥ ৩৯
দবেণ নিহতে চৈব কৰ্ত্তব্য সাদনে সভা ।
শস্ত্রেণ নিহতে দদ্যাদ্ভিষীং দক্ষিণাধিতাম্ ॥ ৪০
অশ্বিনা নিহতে দদ্যাৎ সবৎসাং গাং পয়স্বিনীম্ ।
বিষেণ চ মুতে দদ্যাদ্ভেদিনীং ক্ষেত্রসংযুতাম্ ॥ ৪১
উদ্বন্ধনমুতে চাপি প্রদদ্যাদগাং পয়স্বিনীম্ ।
মুতে জলেন বরুণং হৈমং দদ্যাদ্ভিনিক্কম্ ॥ ৪২
বৃক্ষং বৃক্ষহতে দদ্যাৎ সৌবর্ণং স্বৰ্ণসংযুতম্ ।
অতীসারমুতে লক্ষং সাবিভ্র্যাঃ সংহতোজপেৎ ৪৩
সাক্ষিভ্যামুতে চৈব জপেক্ষতং যথোচিতম্ ।

বিদ্যাপাতেন নিহতে বিদ্যাদানং সমাচরেৎ ॥ ৪৪
অম্পর্শে চ মুতে কার্যং বেদপারায়ণং তথা ।
সচ্ছান্দ্রপুস্তকং দদ্যাদ্ভাস্তমাপ্রিত্য সংস্থিতে ॥ ৪৫
পাতিতোনু মুতে কুর্ধ্যাৎ প্রাজাপত্যানি বোড়শ
মুতে চাপত্যরহিতে কৃচ্ছাণাং নবভিকারেৎ ॥ ৪৬
নিক্কত্রয়মিতস্বৰ্গং দদ্যাদশ্বং হরায়তে ।
কপিনা নিহতে দদ্যাৎ কপিং কনকনির্মিতম্ ৪৭
বিশুচিকামুতে স্বাহ ভোজয়েচ্চ শতং বিজান্ !
তিলধেয়ঃ প্রদাতব্য কৰ্ঠেয়মকবলে মুতে ॥ ৪৮
কেশরোগমুতে চাপি অষ্টৌ কৃচ্ছান্ সমাচরেৎ ।
এবং কৃতে বিধানেন বিদধ্যাদৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ৪৯
ততঃ প্রেতস্বনিমু ক্তাঃ পিতরন্তর্পিতান্তথা ।
দহ্যঃ পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ ভ্রাতৃরোগ্যসম্পদঃ ॥ ৫০
ইতিশাতপপ্রোক্তোবিপাকঃ কৰ্ম্মণাময়ম্ ।
শিষ্যায় শরভঙ্গায় বিনয়াৎ পরিপৃচ্ছতে ॥ ৫১
ইতি শাতাতপীয়ে কৰ্ম্মবিপাকে অগতিপ্রার-
শ্চিত্তং নাম বঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সমাপ্তা চেয়ং শাতাতপসংহিতা ।

বসিষ্ঠসংহিতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অধাতঃ পুরুষনিঃশ্রেয়সার্থং ধর্মজিজ্ঞাসা ।
জান্মা চাতুর্ভিষ্টন্ ধার্মিকঃ প্রশস্ততমো ভবতি ।
লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্মঃ । তদলাভে
শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্ । দক্ষিণেন হিমবত উত্ত-
রেণ বিক্ষ্যত্বে যে ধর্মো যে চাচারান্তে সর্বে
প্রত্যোভব্যা নবন্তে প্রতিলোমকল্পধর্ম্যঃ । এত-
দার্য্যাবর্তমিত্যাচকতে । গঙ্গাযমুনয়োরন্তরা-
প্যেকৈ । যাবদ্বা কৃষ্ণযুগো বিচরতি তাবদ্-
ব্রহ্মবর্চসমিতি । অথাপি ভারবিনো নিদানে
গাধামুদাহরতি ।

পশ্চাৎ সিদ্ধবিহারিণী স্বর্গ্যস্তোদয়নঃ পুরা ।
যাবৎ কৃষ্ণোহভিধাবতি তাবদৈ ব্রহ্মবর্চসম্ ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধা যং জয়দুর্ধ্বং ধর্মবিদো জনাঃ ।
পবনে পাবনে চৈব স ধর্মো নাত্র সংশয় ইতি ।
দেশধর্ম্যজাতিধর্মকুলধর্ম্যনি শুভ্যভাবা-
ত্রবীজহঃ । স্বর্গ্যাত্ম্যাদিতঃ স্বর্গ্যভিনিমুক্তঃ
কুনখী স্তাবদন্তঃ পরিব্রিষ্টঃ পরিবেস্তা অগ্রে-
দিধিযুর্দিধিযু পতিবীজহা ব্রহ্ম ইত্যেত এন-
বিনঃ । পঞ্চ মহাপাতকাত্ম্যচকতে গুরুতরং
হরাপানং জপহত্যং ব্রাহ্মণহরণং পতিত-
সংপ্রয়োগক ব্রাহ্মণ বা যৌনেন বা ।

অথাপ্যুদাহরতি ।
সংবৎসরেণ পতিতি পতিতেন মহাচরন্ ।
যাজ্ঞান্যাগ্নানাদ্যৌনাদরপানাসনাবপি ।

অথাপ্যুদাহরতি ।
বিদ্যাবিনাশে পুনরভ্যুপেতি
জাতিপ্রাণাশে বিহ সর্জনামঃ ।
কুলাপদেষ্টেন হরোহপি পূজ্য-
তন্মাং কুলীনাং জিরমুদাহতি । ইতি

ত্রয়ো বর্ণা ব্রাহ্মণস্ত বশে বর্তেয়ন্ তেবাং
ব্রাহ্মণো ধর্মং যদ্রজ্যাত্ত্রাজা চাতুর্ভিষ্টেৎ ।
রাজা তু ধর্মোহানুশাসন্ বর্ষং বর্ষং ধনস্ত
হরেদন্তত্র ব্রাহ্মণাং । ইষ্টাপূর্তস্য তু বর্ষমংশং
ভজতি । ইতিহ ব্রাহ্মণো বেদমাধ্যম্য করোতি
ব্রাহ্মণ আপদ উদ্ধরতি তন্মাদব্রাহ্মণোহনাদ্যঃ
সোমোহস্ত রাজা ভবতীতাহ প্রেত্য চাতু-
দরিকমিতিহ বিজ্ঞায়তে ॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণকশ্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ ।
ত্রয়োবর্ণা বিজাতয়ো ব্রাহ্মণকশ্রিয়বৈশ্যঃ । তেবাং
মাতুরগ্রেহধিজননং বিতীয়ং যোজিবন্ধনে ।
ভজ্যস্য মাতা সাবিজী পিতা স্বাচার্য্য উচ্যতে ।
বেদপ্রদানাং পিতৃত্যাগাধ্যম্যচকতে ।

অথাপ্যুদাহরতি ।
যয়মিহ বৈ পুরুষস্য রেতো ব্রাহ্মণস্যোক্ষং
নাভেরক্ষাটীনং মল্লেক্ । তদ্বদুর্কং নাভেস্তেনা-
স্যানোরসী প্রজা জায়তে বহুপনয়তি যং
সাপুত্রোতি । অথ যদ্বাটীনং নাভেস্তে-
নাস্যোরসী প্রজা জায়তে জনস্তাং জনয়তি
তন্মাল্লোকজিরমবুচানমপুত্রোহসীতি ন বদ-
ন্তীতি হারীতাঃ ।

অথাপ্যুদাহরতি ।
নবস্য বিদ্যতে কর্ম কিকিদামোজিবন্ধনাং ।
বৃত্ত্য শূদ্রমোজেরো বাবদেদেন জায়তে । ইতি

অন্ত্রোদকর্ষস্থাপিতৃসংযুক্ত্যঃ ।

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম

গোপায় মাং শেবধিত্তেহমস্মি ।

অস্থয়কার্যানুজবেহতায়

ন মাং ক্রয়া বীৰ্য্যবতী তথা স্যাম্ ।

য আবুগোত্যবিতথেন কৰ্ম্মণা

বহুঃখং কুৰ্ণংঋতবে সংপ্রযচ্ছন ।

তস্মন্তেত পিতরং মাতরঞ্চ

তস্মৈ ন ক্রহেৎ কতমচ্চ নাহম্ ।

অধ্যাপিতা যে গুরুং নাজিয়ন্তে

বিপ্রা বাচা মনসা কৰ্ম্মণা বা ।

যথৈব তে ন গুরোরভোজনীয়া-

স্তথৈব তায় যুক্তি শ্রুতং তৎ ॥

যমেব বিদ্যাচ্ছুতিমগ্রমন্তং

মেধাবিনং ব্রহ্মচর্যোপপন্নম্ ।

যদ্বৈতক্রহেৎ কতমচ্চ নাহং

তস্মৈ মাং ক্রয়ারিষিণায় ব্রহ্মন । ইতি ।

দহত্যগ্নির্ধ্বা কক্ষং ব্রহ্ম বক্ষমনাবৃতম্ ।

ন ব্রহ্ম তস্মৈ প্রক্ৰয়াচ্ছক্যামানমকৃত্তাইতি ॥

বটকর্ষাপি ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনংযজনং
বাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি । জীপি রাজত্ৰ-
স্যাদ্যয়নং যজনং দানং শাস্ত্রেণ চ প্রজাপালনং
স্বধর্ম্মভেন জীবৎ । এতান্তেব জীপি বৈশ্বস্য
কুবিবাণিজ্যাপাণ্ডপাল্যকুসৌদধ । এতেষাং পরি-
চর্য্যা শূদ্রস্য । অনিয়ত । বৃত্তিরনিয়তকেশবেশাঃ
সর্কেষাং মুক্তশিখাবর্জম্ । অজীবতঃ স্বধর্ম্মে-
ণান্যতরামপাণ্ডয়সীং বৃত্তিমাতিষ্ঠেরন্ন তু
কদাচিত্বে পাণ্ডয়সীম্ । * বৈশ্বজীবিকামাহার
পণ্যেন জীবতোহস্ম লবণমপণ্যং পাষাণ-
কোপক্কোমাজিনানি চ তাস্তবঞ্চ শ্রুতং সর্কঞ্চ
কৃতায়ং পুষ্পমূলফলানি চ গন্ধরসা উদককৌষ-
ধীনাং রসঃ সোমশ্চ শস্ত্রং বিষং মাংসঞ্চ
ক্ষীরং সবিকারং অপস্নপুষ্টিতু সীলঞ্চ ।

অথাপ্যদাহরন্তি ।

সদ্যঃ পততি মাংসেন শাক্কয়া লবণেন চ ।

অ্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥

গ্রাম্যপশুনামেকশকাঃ কেশিনশ্চ সর্কে
চারুগাঃশবো বরাংসি দংষ্ট্রিণশ্চ । ধাত্তানাং
তিলানাংহঃ ।

অথাপ্যদাহরন্তি ।

ভোজনাত্যজ্ঞানাদান্দবদন্যং কুরুতে তিলৈঃ ।

কুমিভূতঃ স বিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ।

কামং বা স্বয়ং কুৰ্য্যোংপাদ্য তিলান্ বিক্রীণীরন

অন্ত্রজ ধাত্তবিক্রয়াৎ । রসারসৈঃ সমভো-

হানতো বা নিমাতব্য নত্বেব লবণং রসৈস্তিল-

ততুলপকায়ং বিদ্যামহুযাশ্চ বিহিতাঃ । পরি-

বর্তকেন ব্রাহ্মণরাজন্তো বার্ক্ণিষায়ং নামদ্যতাং ।

অথাপ্যদাহরন্তি ।

সমর্থঃ ধাত্তমুক্ত্য মহার্থং যং প্রযচ্ছতি ।

স বৈ বার্ক্ণিষিকো নাম ব্রহ্মবাদিসু গহিতঃ ॥

বুদ্ধিঞ্চ ক্রণহত্যাঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ন ।

অতিষ্ঠদক্রণহাকোট্যাংবার্ক্ণিষিন্যকুপপাতহা ইতি

কামং বা পরিলুপ্তকৃত্যয় পাণ্ডয়সৈ দদ্যাৎ

বিগুণং হিরণ্যং ত্রিগুণং ধাত্তং ধাত্তেনৈব রসা

ব্যাখ্যাতাঃ পুষ্পমূলফলানি চ । তুলাধৃতমষ্ট-

গুণম্ ।

অথাপ্যদাহরন্তি ।

রাজাহুমতভাবেন জব্যবুদ্ধিঞ্চ বিনাশয়েৎ ।

পুনরাজাভিবেকেণ জব্যবুদ্ধিঞ্চ বর্জয়েৎ ॥

ধিকং ত্রিকং চতুর্ধ্বঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং স্বতম্ ।

মাসস্ত বুদ্ধিঞ্চ গৃহীয়াদ্বর্ণানামহুপূর্কশঃ ।

বসিষ্ঠবচনপ্রোক্তাং বুদ্ধিঞ্চ বার্ক্ণিষিকে শৃণু ॥

পঞ্চমাষাংস্ত্রিংশত্যা এবং ধর্ম্মো ন হীয়ত ইতি

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অশ্রোত্রিয়ানহুবাকা অনধরঃ শূদ্রধর্ম্মাণো
ভবন্তি । নানুগব্রাহ্মণোভবতি । মানবকায়
শ্লোকমুদাহরন্তি ।

যোহনবীত্য দ্বিজোবেদমন্ত্রজ কুরুতে শ্রমম্ ।

স জীবনৈবশূদ্রধর্ম্মাঃ গচ্ছতি সাধরঃ ॥

ন বণিক্ ন কুলীদলীবী । যে চ শূদ্রেপ্রবেগং
কুরুন্তি । ন স্তেনো ন চিকিৎসকঃ ।

অজ্ঞতা হনবীর্য্যানি যত্র তৈশ্চক্ষুরা দ্বিজাঃ ।

তং গ্রামং যত্তরেজাজা চৌরভক্তপ্রমো হি সঃ ।

চত্বারোহপি ত্রয়োবাণি যং ত্রয়ুর্কৌদধারগাঃ ।

স ধর্ম্মইতিবিজ্ঞেয়ো নেতরেষাং সইন্দ্রশঃ ॥

অব্রতানামমজ্ঞাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্ ।

দহত্রিশঃ সমেতানাং পৰ্ব্বত্বং নৈব বিদ্যতে ॥
 বহুদন্ত্যন্তৰ্ধা ভূত্বা মূৰ্খা ধৰ্ম্মমতিবিশঃ ।
 তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৃবহু গচ্ছতি ॥
 শ্রোত্রিয়ান্নৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি নিত্যশঃ ।
 শ্রোত্রিয়ান্ন দত্তানি তৃপ্তিং নান্নাস্তি দেবতাঃ ॥
 ঐশ্চ চৈব গৃহে মূৰ্খো দুরে চৈব বহুশ্রুতঃ ।
 হুশ্রুতায় দাতব্যং নাস্তি মূৰ্খে ব্যতিক্রমঃ ॥
 ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপ্রৈ বেদবিবজ্জিতে ।
 ব্রহ্মস্তুমস্মিৎস্বজ্ঞানং নহি তস্মিন হুয়তে ॥
 ঐশ্চ কঠময়ো হস্তী যশ্চ চৰ্ম্মময়ো মৃগঃ ।
 ঐশ্চ বিপ্রোহনশ্চান্নস্বয়ন্তে নামধারকাঃ ॥
 বহুভোজ্যানি চান্নানি মূৰ্খা রাষ্ট্রেবু ভুঞ্জতে ।
 চন্দ্রং নাশমায়াতি মহাধা জায়তে ভয়ম্ ॥

অপ্রজ্ঞায়মানবৃত্তং যোহধিগচ্ছেদ্রাজা তদ্ব-
 রেণ অধিগন্তে বটমংশং প্রদায় । ব্রাহ্মণশ্চৈ-
 ধিগচ্ছেৎ বটকর্ণম্ বর্তমানো ন রাজা
 রেৎ । আততায়িনং হবা নাত্র আগমিছোঃ
 ক্ৰিৎ কিম্বিমাহঃ । বড়বিধানাততায়িনঃ ।
 যথাপুদ্যাহরন্তি ।
 মরিদো গরবশ্চৈব শত্রুপাণির্দানপহঃ ।
 ক্ষত্রদারহরশ্চৈব বড়তে আততায়িনঃ ॥
 দাততায়িনমারান্তমপি বেদান্তপারগম্ ।
 ইবাংসন্তং জিবাংসীয়াং তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥
 যথায্যিনং কুলেজাতং যো হতাদাততায়িনম্ ।
 তেন জগৎ স আন্যাত্তম্যমুচ্ছতি ॥

ত্রিাচিকৈতঃপঞ্চাশিত্তিস্পর্গদান্ চতুর্থেধা
 বাজসনেয়ী ষড়্ভবিদ্ ব্রহ্মদেয়াহুসন্তানশ্চনো-
 গা জ্যেষ্ঠসামগো মন্ত্রব্রাহ্মণবিৎ যশ্চ ধর্ম্মানধীতে
 ঐশ্চ চ পূর্ব্বমাতৃপিতৃবংশঃ শ্রোত্রিয়ো বিজ্ঞা-
 তে বিধাংসঃ দাতকাশ্চৈতি পঙক্তিপাবনাঃ ।
 গাভূর্ব্বিদ্যো বিকল্পী চ অজবিকল্পপাঠকঃ ।
 ঐশ্চমহাজ্ঞানোমুখ্য পরিবৎ শ্রাদ্ধাবরা ॥

উপনীয় তু যঃ ক্লৃপং বেদমধ্যাপয়েৎ
 ঐ আচার্য্যো যত্বকদেবং স উপাধ্যায়ো যশ্চ
 বোদানি । আশ্রিত্রাণে বর্ষসংস্কারে বা ব্রাহ্মণ-
 বৈশৌ শত্রুমানদীয়াতাম্ । ক্ষত্রিয়স্ত তু তন্মি-
 ত্যমেব ব্রহ্মণাধিকারঃ । শ্রোতাদধ্যায়ীনাং
 একাল্য পাদৌ পাণী চামণিবন্ধনাং । অকুষ্ঠ-
 ম্যভোত্তরভৌ রেধা ব্রাহ্মণ তীর্থং তেন ত্রিরা-
 চামেদশক্যং । বিঃপরিমুক্তাং ধাত্তিঃ

সংস্পৃশেৎ মুদ্রিত্তপো নিনয়েৎ । সযো চ
 পাণৌ ব্রহ্মতিষ্ঠন্ শয়ানঃ প্রণতো বা নাচা-
 মেৎ । স্বদয়ঙ্গমাভিরদ্বিরবুদুদাভিরকেনাভি-
 ব্রাহ্মণঃ কঠগাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুচিঃ । বৈশ্রো-
 হতিঃ প্রাশিত্তাভিঃ স্ত্রী শূত্রৌ স্পৃষ্টাভিরেব
 চ । পুত্রধারাপি যাগান্তপর্ণানি স্যঃ । ন
 বর্ণগন্ধরসহৃষ্টাভিঃ । যাশ্চ স্যরত্তাগমাঃ । ন
 মুখ্যা বিপ্রযউচ্ছিষ্টং কুর্কস্ত্যানকল্পিষ্টাঃ । স্পৃষ্টা
 ভুক্তা পীত্বা স্বাধা বাচাস্তঃ পুনরাচামেৎ ।
 বাসশ্চ পরিধায় চোষ্ঠৌ সংস্পৃশ্য যাব-
 লোমকৌ । ন অশ্রংগতালোপঃ দন্তবদন্তসন্তেযু
 যচ্চাস্তমুখে ভবেদাচাস্ততাবশিষ্টং স্মাগিগির-
 মেব তচ্ছুচিঃ ।

পরানধাচামরতঃ পাদৌ বা বিপ্রযো গতঃ ।
 ভূম্যাত্তাস্তময়াঃপ্রোক্তাত্তাভিনৌচ্ছিষ্টভাগভবেৎ
 প্রচরন্নভাবহার্য্যেযু উচ্ছিষ্টং যদি সংস্পৃশেৎ ।
 ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য তদব্রব্যমাচাস্তঃ প্রচরেৎ পুনঃ ॥
 যদ্যস্মীমাংস্যং আতত্তদন্তিস্তং সংস্পৃশেৎ ।
 স্বহতাশ্চ মৃগা বস্তা যাতিতকং যগৈঃ পলম্ ॥
 বালৈরহুপবিত্তান্তঃ স্ত্রীভিরাচরিতকং যৎ ।
 পরিসংখ্যায় তান্ সর্ব্বান্ শুচীনাং প্রজাপতিঃ ॥
 প্রসারিতকং যৎপণ্যং যে দোষাঃ স্ত্রীমুখেযু চ ।
 মশকৈর্ম্মক্ষিকাভিঃচ বিনীনো নোপহন্ততে ॥
 ক্ষিত্তিহাশ্চৈব বা আপো গবাং স্ত্রীতিকরাশ্রয়াঃ ।
 পরিসংখ্যায় তান্ সর্ব্বান্ শুচীনাংপ্রজাপতিরিত্তি
 লেপগন্ধাপকর্ষণং শৌচমমধ্যলিপ্তস্তান্তি-
 মূদা চ । তৈজসমুগ্নয়দারবাত্তবান্যং তস্ম-
 পরিমার্জনপ্রদাহতকর্ণনির্গেজনানি । তৈজস-
 বহুপলমণীনাং মণিবজ্জন্তুতীনাং দারুবদন্তাং
 রজ্জুবিদলচর্ম্মণাং চৈলবচ্ছৌচম্ । গোবালৈঃ
 ফলচমসানাং গোরসর্ব্বপকডেন কৌমজানাম্ ।
 ভূম্যাস্ত্ৰ সংমার্জনপ্রোক্ষণোগলেপনেন্নেথ-
 নৈর্ঘথাস্থানে দোষবিশেষাং প্রাজাপত্যমু-
 পৈতি । অথাপুদ্যাহরন্তি ।

ধননাদহনাধর্বাণোভিরাক্রমণ্যমপি ।
 চতুর্ভিঃ শুধ্যতে ভূমিঃ, পঞ্চমাজ্জোপলেপনাং ॥
 রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি ।
 ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্তং তাত্ত্রময়েন শুধ্যতি ॥
 মট্টমু ত্রৈঃ পুরীষৈর্কা স্নেহপুদ্যশ্রশোণিতৈঃ ।
 সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যতে পুনঃ পাকেন মুগ্ধম্ ॥

অস্তিগীর্জাণি ও ধ্যতি মনঃ সত্যেন ওধ্যতি ।
 বিদ্যাভ্যাসপাভ্যাং তৃত্যস্মা বুদ্ধিকর্মেণ ওধ্যতি ॥
 অস্তিরেব কাকনং পুরৈত্তবা বজ্রতম ।
 অস্থলিকনিষ্ঠিকামুলে নৈবং শীর্ষম্ । অস্থ-
 ল্যাগ্রে মাহুবম্ । পাণিমধ্যাঙ্গাদেবম্ । এদে-
 শিক্ককূটরোরস্তরা পিত্র্যম্ । রোচন্ত ইতি
 সারং ঐতরশনাজ্জতিপুত্রয়েৎ । স্বদিতমিতি-
 পিত্র্যেব । সম্পন্নমিত্যাত্মদয়িকৈব ।

ইতি বাসিন্ঠে ধর্মশাস্ত্রে তৃতীরোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

প্রকৃতিবিশিষ্টঃ চাতুর্লক্ষ্যঃ সংস্কারবিশে-
 ষাচ্চ । ব্রাহ্মণোহন্ত মুখ্যমাসীদ্বাহুরাজন্তঃ কৃতঃ
 উরু তদন্ত যুবেন্তঃ পত্যাং শূদ্রোহজায়তেতি ।
 গায়ত্র্যা হিন্সা ব্রাহ্মণমন্ত্রজং ত্রিষ্টুভা রাজন্তং
 জগত্যা বৈব্রতং ন কেনচিচ্ছন্দসী শূদ্রমিত্য-
 সংস্কার্যো বিজায়তে । ত্রিষেব নিবাসঃ স্তাং
 সর্কেষাং সত্যমক্ৰোধোদানমহিংসা প্রজননঞ্চ ।
 পিতৃদেবতাভিধিপুত্রায়াং পণ্ডঃ হিংস্তাং ।
 মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্মণি ।
 অত্রৈব চ পণ্ডং হিংস্তারাজ্ঞেত্যত্রবীষম্ ॥
 নাকৃত্য আগ্নিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে কচিং
 নচ আগ্নিবধঃ স্বর্গ্যত্নমাদ্যবাগে বধোহবধঃ ॥

অথাপি ব্রাহ্মণ্যর রাজন্তায় বা অভ্যাগতায়
 বা মহোক্ষ বা মহাভ্যং বা পচেদেবমস্তাতিথ্যং
 কুর্কন্তীতি । উদকক্রিয়ামশৌচক দিবর্ষাং
 প্রভৃতি মৃতউত্তরং যুগ্যং । দন্তজননাদিত্যেক-
 শরীরমগ্নিনা সংযোজ্যানবেক্ষমাণা অপোহন্ত্য-
 বরন্তি ।
 তত্তত্তজ্ঞা এব সমব্যাস্তরাত্যাং পাণিভ্যাংমুক-
 ক্রিয়াং কুর্কন্তি । অমৃগা দক্ষিণামুখাঃ ।
 পিতৃগাং বা এবা দিগবা দক্ষিণা । গৃহান্
 ব্রজিষা বস্তরে ত্রাহমবমুদ্রাঙ্গীসীদন্ । অশকৌ
 জীতোৎপূরেন বস্ত্রেন ।
 দশাহং মরণশৌচং সপ্তিওষু বিধীয়তে ।

মরণং প্রভৃতি দিবসঙ্গণনা । সপ্তিওষা
 সপ্তপূর্বং বিজায়তে । অপ্রভান্যং ত্রিগাং
 ত্রিপূর্বং ত্রিদিনং বিজায়তে । প্রভাসাদিতরে
 কুর্কীয়ন্ । তাক্রে তেবাং জনবেধোষমেব

নিগুণাং তদ্বিমিচ্ছতাং মাতাপিত্রোর্বীজনিহি
 ত্বাং । অথাপুদাহরন্তি ।

নাশৌচং হৃতকে পুংসঃ সংসর্গক্ষেপগচ্ছতি ।
 রজন্তজাওচি জেয়ং বচ পুংসি ন বিদ্যতে ।
 ব্রাহ্মণো দশরাজেণ পঞ্চদশ-রাজেণ ভূমিপঃ ।
 বিংশতিরাজেণ বৈভঃ শূদ্রোমাসেন ওধ্যতি ।
 অশৌচে বজ্র শূদ্রস্ত হৃতকে বাণি ভুক্তবান্ ।
 স গচ্ছেন্নরকং ধোরং তিষ্ঠ্যগ্বেবানিহু জায়তে ।
 অনির্দিশাহে পকায়ং নিরোগাদবন্ত ভুক্তবান্ ।
 কুমিহুত্বা স দেহান্তে তবিন্যামুপজীবতি ॥

দাদশমাসান্ দাদশার্দ্ধমাসান্ বা অনন্ন
 সংহিতামধীরানঃ পুস্তোভবতীতি বিজায়তে ।
 উনবিবর্ষে প্রেতে গর্ভপতনে বা সপিণ্ডানাং
 ত্রিরাত্রমশৌচং সদ্যঃশৌচমিতি গোতমঃ ।
 দেশান্তরহে প্রেতে উর্কং দশাহাচ্চৈকরাত্র-
 মশৌচম্ । আহিত্যগ্নিসেৎ প্রবসন্ ত্রিযতে
 পুনঃসংস্কারং কৃত্বা শববচ্ছৌচ মিতি গোতমঃ ।
 যুগযতিশ্মশানরজস্বগাহৃতিকাত্তীহুপ্পশুসগ্নি
 অত্ম্যপেরাদপঃ ।

ইতি বাসিন্ঠে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অনন্তত্বা জী পূর্বপ্রধানা অনগ্নিরহুদকা
 চ অন্তমিতি বিজায়তে ।

অথাপুদাহরন্তি ।

পিতা রক্ষতি কোমারে ভর্তা রক্ষতি ধোবনে ।
 পুত্রাশ্চ স্ববিরে ভাবে ন জী স্বাভিহ্যমর্হতি ॥
 তত্বা ভর্ত রতিচার উর্কঃ প্রারশ্চিন্দরহন্তেহু ।
 মাসি মাসি রজো দ্বাসাং হুত্বাত্তপকর্ষতি ॥

ত্রিরাত্রং রজস্বলাহুচির্জবতি সানাজা
 নাপুত্রস্বায়াং অশঃশরীত দিবা ন স্বপ্যাং নাগি
 স্পশেৎ ন রজুং প্রযজ্যেৎ ন দন্তান্ ধাবয়েৎ ন
 মাংসমরীয়াং ন গ্রহান্ মিরীকেতনং হসেৎ ন
 কিকিলাচরৎ মারিগিমা জগং পিবেৎ ন ধর্ষেৎ
 ন লোহিতারসেন বা । বিজায়তে হীজগ্নি
 শীর্ষাং বাহুং বক্ষা পাণবনা গৃহীতো মজত
 ইতি । তৎ সর্গাণি তৃতীত্ব্যক্রোশনং জগৎ
 জগৎ জগৎহরন্তি । স ত্রিষ উপাধাবৎ । মসৌ
 মে ব্রহ্মহত্যারৈ তৃতীরং তাপং গৃহীতেতি গবে

বসুবাচ। তা অত্রবন্ কিং মোহমুদিতি।
সোহব্রবীষরং বৃণীশ্বসিতি। তা অত্রবন্নতো
প্রজ্ঞাং বিদ্যামহ ইতি কামং মা বিজানীমো-
হন্তবাম ইতি যথেক্ষয়া আগ্রসবকাণাং পুরু-
ষেণ সহ মৈথুনভাবেন সন্তবান্ ইতি চৈবো-
হ্যাকং বরন্তথেক্ষেণোকাত্তাঃ প্রতিজগৃহতু-
তীয়ং জগহত্যায়াঃ। সৈবা জগহত্যা মাসি
মাত্তাৰ্ভিৰ্ভবতি। তন্মাত্রজন্মলারং নান্দ্রীয়াং।
অতঃ জগহত্যায়া এবৈতজপং প্রতিমাত্তাক্তে
ককৃকমিবা। তদাহব্রহ্মবাণিনঃ। অজনা-
ভজ্ঞনমেবাত্তা ন প্রতিগ্রাহং তচ্চি ত্রিরোহর-
মিতি তন্মাত্রসাত্তজ্ঞ নচ মত্বন্তে আচার্যাস্য
যোবিভ ইতি। সেরমুপবাতি।
উদক্যাস্যসতে তেবাং যে চ কচিদিনময়ঃ।
গৃহস্থাঃ শ্রোত্রিয়াঃ পাণ্ডাঃ সৰ্কেতে শূদ্রধর্মিণঃ।
ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চমোহাধ্যায়ঃ।

যতীহাধ্যায়ঃ ।

আচারঃ পরমোদর্ঘঃ সৰ্কেবামিতি নিশ্চয়ঃ।
হীনাচারপরীতাত্মা শ্রেত্য চেহ বিনশতি।
নৈনং তপাংসি ন ব্রহ্ম নাগিহোত্রং ন দক্ষিণা।
হীনাচারপ্রিতং ব্রহ্মে তারয়তি কথঞ্চন।
আচারহীনং ন পুনস্তি বেদা
যদ্যপ্যবীতাঃ সহ যড়্ভিরদৈঃ।
হৃদ্যাংসেনং মৃত্যুকালে ত্যজতি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ।
আচারহীনস্ত তু ব্রাহ্মণস্ত
বেদাঃ যজ্ঞকা অখিলাঃ সপক্ষাঃ।
কাং ঐতিমুখাপরিতুং সমর্থ-
অকৃত্য যানাইব দর্শনীয়াঃ।
নৈনং হৃদ্যাংসি বৃজিনাভারয়তি
মারাবিনং মাররা বর্তমানম্।
তত্রাক্ষরে স্মরণবীরমাদে
পুন্যতি তদ্ব্রহ্ম যথাবসিষ্টম্।
হর্যাকরো বি পুরুষো লোকে ভবতি নিমিত্তঃ।
হংভাগী চ সততং ব্যাধিতোহমায়ুরেব চ।
আচারঃ কলতে ধর্মশাস্ত্রোঃ কলতে ধনম্।
আচারঃ স্মরণমোতি আচারো হস্তলক্ষণম্।
সর্বলক্ষণহীনোহপি যঃ সর্গাচারবায়রঃ।

ঐন্দ্রবানোহনহরশ শতং বর্বাণি জীবতি।
আহারনিহারবিহারবোণাঃ
সুসংযুতা ধর্মবিদা তু কার্যাঃ।
বাগ্ধৃদ্ধিবীর্গ্যাণি তপস্তথৈব
ধনায়ুর্বা গুণতমে চ কার্যে।
উভে মূত্রপূরীষে তু দিবা কুর্যাহনমুখঃ।
রাত্রৌ কুর্যাদক্ষিণে তু এবং হায়ূর্ন রিচ্যতে।
প্রত্যগ্নিঃ প্রতি সূর্য্যক প্রতি গাং প্রতি চ বিজম্
প্রতি সোমোদকং স্ক্য্যাং প্রজ্ঞা নশ্রুতি মেহতঃ।
ন নদ্যাং মেহনং কার্য্যং ন পথি ন চ তন্নয়ি।
ন গোময়ে নবা কুঠে নোপে ক্ষেত্রে ন শাষলে।
ছায়ামক্ষকারে বা রাজাবহনি বা বিজঃ।
যথাস্থমুখং কুর্য্যং প্রাণবাহন্তয়েষু চ।
উদ্ধৃতাভিরক্তিঃ কার্য্যং কুর্য্যাদমানমহুত্ তাভিরপি
আহরেন্নৃতিকাং বিপ্রাঃ কূলাং সসিকতাং তথা
অন্তর্জলে দেবগৃহে বসীকে মুখিকহলে।
কৃতশৌচাবশিষ্টে চ ন গ্রাহাঃ পঞ্চ মৃত্তিকাঃ।
একা লিকে করে তিস্র উভাত্যাং বে তু মৃত্তিকে
পঞ্চাপানে দশৈকদ্বিরুভয়োঃ সপ্ত মৃত্তিকাঃ।
এতচ্ছৌচং গৃহস্থস্য বিশুণং ব্রহ্মচারিণ্যং।
বানপ্রস্থস্য ত্রিগুণং বতীশ্রান্ত চতুঃগুণম্।
অষ্টৌ গ্রামা মুনের্ভক্তং বানপ্রস্থস্য বোড়শ।
ষাতিংশতং গৃহস্থস্য অমিতং ব্রহ্মচারিণ্যং।
অনডান্ ব্রহ্মচারী চ আহিতামিচ্চ তে ব্রহ্মঃ।
ভূজানা এব সিধ্যন্তি নৈবাং সিদ্ধিরনন্ততাম্।
তপোদানোপহারেষু ব্রতেষু নিরমেষু চ।
ইজ্যাদায়নধর্মেষু যো নাসক্তঃ স নিক্রিয়ঃ।
যোগন্তপো দমো দানং সত্যং শৌচং দয়া শ্রুতম্।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদব্রাহ্মণলক্ষণম্।
সর্বত্র দান্তাঃ শ্রুতপূর্ণকর্ণা
জিতেশ্রিয়াঃ প্রানিবধে নিবৃত্তাঃ।
প্রতিগ্রহে শঙ্কচিতাগ্রহস্তা
শেত্ৰব্রাহ্মণাত্তারিতুং সমর্থ্যঃ।
অস্থলকঃ পিণ্ডনটশ্চ কৃতয়ো দীর্ঘরোষকঃ।
চন্দ্রারঃ কক্ষচাণ্ডালা জন্মতশ্চাপি পঞ্চমঃ।
দীর্ঘবৈরমস্থ্যাক অসত্যং ব্রহ্মস্বপণম্।
পৈণ্ডন্তং নির্দয়ক কানীয়াঙ্ক জলক্ষণম্।
কিকিষেদময়ঃ পাত্রং কিকিঃ পাত্রং তপোময়ম্।
পাত্রাণামপি তৎপাত্রং শূদ্রায় বস্ত নোদরে।
শূদ্রায়নপুত্রোহপি স্বর্গানোহপি নিত্যশঃ।

জুহ্বিষ্যপি যজিষ্যপি গতিমূৰ্দ্ধাং ন বিস্মতি ॥
শূদ্রানেনোদরস্থেন যঃ কশ্চিন্ ত্রিযতে দ্বিজঃ ।
স ভবেচ্ছুরো গ্রাম্যস্তত্ব বা জায়তে কুলে ॥
শূদ্রানেন তু ভুঙ্তেন মৈথুনং যৌহধিগচ্ছতি ।
যত্নানং তত্ব তে গুত্রা নচ স্বর্গাহকো ভবেৎ ॥

স্বাধ্যায়াত্যং যোনিমিত্রং প্রশান্তং

চৈতন্ত্বং পাপভীরুং বহুজ্ঞস্ ।

জীমুক্তানং ধার্মিকং গোশরণ্যং

ব্রতৈঃ কান্তং তাদৃশং পাত্রমাহঃ ॥

আমপাত্রে যথা ত্বত্তং কীরং দধি স্ততং মধু ।
বিনশ্চেৎ পাত্রদৌৰ্লল্যাত্তচ্চ পাত্রং রসাস্চ তে ॥
এবং গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ বস্ত্রমখং মহীং তিলান্ ।

অবিধান্ প্রতিগৃহ্ণানো ভস্মীভবতি দারুবৎ ॥

নাকং নথঞ্চ বাদিত্রং কুৰ্য্যৎ । ন বাপো-
হঞ্জলিনা পিবেৎ । ন পানেন পানিবা বা-
রাজানমপি হস্তাং ন জলেন জলম্ । নেষ্ট-
কান্তিঃ ফলানি পাত্রেয়ং ন ফলেন ফলম্ । ন
ককপুটকো ভবেৎ । ন মেচ্ছভাষাং শিক্তেত ।

অখাপ্যদাহরস্ফি ।

ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো ভবেৎ ।
ন চাক্ষুচপলো বিপ্র ইতি শিষ্টস্ত গোচরঃ ॥
পারম্পর্যাগতো যেষাং বেদঃ সপরিবৃংহণঃ ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ স্ত্রীতি প্রত্যক্ষহেতবঃ ॥
যন্ন সন্তং নচাসন্তং নাক্ষতং ন বহুশ্রুতম্ ।
ন স্তব্ধং ন হৃৎতং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণ ইতি
ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে বঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

চক্ষুর আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরি-
ব্রাজকাঃ । তেষাং বেদমধীত্য বেদো বা
বেদান্ বা অবিনীর্ণব্রহ্মচার্যোহপনিষদেপু মা-
সেৎ । ব্রহ্মচার্যাচাৰ্য্যং পরিচরেদাশ্রমীরবি-
মোক্ষাং । আচাৰ্য্যে প্রমীতেহংগিং পরিচরেৎ ।
বিজ্ঞায়তে হি চাহবায়িরিচাৰ্য্য ইতি । সংবত-
বাক্ চতুর্থবর্ষাষ্টমকালভোজী তৈক্ষমাচরেৎ ।
গুরুধীনো জটিলঃ শিখাজটো বা গুরুং গচ্ছন্ত-
মহগচ্ছদালীনকাহুতিষ্ঠেৎ শরানকালীন উপ-
বসেনাহুত্যাচারী সর্গতৈক্ষং নিবেদ্য তদহুজ্জয়া
ভূজীত । ষষ্ঠাশ্রমদ্বন্দ্বপ্রকালনাত্যজ্ঞানবজ্জী

তিষ্ঠেদহনি রাজ্যবাসীত । ত্রিঃ কৃষোহুত্যা-
য়াদপঃ ।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষো গুরুণাহুজাতঃ
ব্রাহ্মা অসমানাধার্ম্যশ্চৈতৈমথুনং স্ববীরসী
সদৃশীং ভাৰ্য্যাং বিদেৎ । পঞ্চমীং মাতৃবন্ধুভ্যঃ
সপ্তমীং পিতৃবন্ধুভ্যঃ । বৈবাহময়িমিক্যায়ঃ ।
সায়মাগতমতিথিং নাবরুক্ষ্যাত্ । নাস্যানমন্
গৃহে বসেৎ ।

যস্য নান্নাতি বাসার্থী ব্রাহ্মণো গৃহমাগতঃ ।
স্বকৃতং তস্য যৎ কিঞ্চিৎ সর্বমাদায় গচ্ছতি ॥
একরাত্রস্ত নিবসন্নতিথিব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
অনিত্যং হি স্থিতিযশ্মাত্মাদতিথিক্রিয়াতে ।
নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাক্তিকং তথা ।
কালে প্রাপ্তে অকালেবানাস্যানমন্গৃহেবসেৎ ।

শ্রদ্ধাশীলোহস্পৃহয়ানুঃ অলমগ্ন্যাধেয়ঃ
নানাহিতাঘিঃ স্যাদলঞ্চ সোমপানায় নাসো-
মযাজী স্যাত্ । উক্তঃ স্বাধ্যায়ে প্রজননে
যজ্ঞে চ গৃহেষভ্যাগতং প্রত্যাখ্যানাসনশয়ন-
বাক্ষনুতাভির্মানয়েৎ । যথাশক্তি চান্নেন
সর্গভুতানি ।

গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ ।
চতুর্মাশ্রমাপাঙ্ক গৃহস্থস্ত বিশিষ্যতে ॥
যথা নদীনদাঃ সর্গে সমুদ্রে যান্তি সংস্থিতম্ ।
এবমাশ্রমিণঃ সর্গে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতম্ ॥
যথা মাতরমাপ্রিত্য সর্গে জীবন্তি জন্তবঃ ।
এবং গৃহস্থমাপ্রিত্য সর্গে জীবন্তি ভিক্ষুকাঃ ।

নিতোদকী নিত্যবজ্রোপবীতী
নিত্যস্বাধ্যারী পুতিতামবজী ।
খতো গচ্ছন্ বিধিবচ্ছুর
ম ব্রাহ্মণস্ত্যবতে ব্রহ্মলোকাদিষ্টি ॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

বানপ্রস্থোজটিলচীরাভিনবাসা গ্রামঞ্চ ন
প্রবিশেৎ । ন কালকষ্টমবিধিষ্ঠেৎ । অকষ্ট

দুৰ্গলং সন্ধিযীজ । উৰ্দ্ধরেতাঃ কমাশয়ঃ ।
দুৰ্গলভৈকেণাশ্রমাগতমতিথিমৰ্জয়েৎ । দদ্যা-
দেব ন প্রতিগৃহীয়াৎ । ত্রিবৰণমুদকমুপশ্পশেৎ ।
প্রাবণকেনাশ্রিমাধায়াহিতাশিঃ স্যাদুদকমূলিক
টঙ্কং বড়ভো । মাসেভ্যোহনয়িরনিকेतঃ ।
দদ্যাদেবপিতৃমহুযোভ্যঃ । স গচ্ছেৎ স্বর্গমান-
ভ্যম্ ॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

পরিব্রাজকঃ সর্বভূতায়দক্ষিণাং দত্তা
শ্রীতিং ।

অথাপ্যদাহরন্তি ।

ভয়ং সর্বভূতেভ্যো দত্তা চরতি যো দ্বিজঃ ।
দ্যপি সর্বভূতেভ্যো ন ভয়ং জাতু বিদ্যাতে ॥
ভয়ং সর্বভূতেভ্যো দত্তা বভূবি বর্ততে ।
স্তি জাতানজাতাংশ্চ প্রতিগৃহীতি যস্য চ ॥
ভূতসং সর্বকর্মাণি বেদমেকং ন সংভূতসং ।
দদম্নাসত্যঃ শূদ্রস্তম্মাদেবং ন সংভূতসং ॥
কাকরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরস্তপঃ ।
পবাসাং পরং ভৈক্ষং দদ্যা দানাবিশিষ্যতে ॥
মুণ্ডোহমমস্তপরিগ্রহঃ সপ্তাগার্যসঙ্কলি-
নি চরেত্তৈক্ষং বিধুমে সন্নময়লে একশাটী-
রিবতোহজিনেন বা গোপ্রলুপ্তৈর্গর্ভৈর্কেষ্টি-
গীরঃ স্থণ্ডিলশায্যনিত্যাং বসতিঃ বসেৎ
মাষ্ট্রে দেবগৃহে শূভাগারে বৃক্ষমূলে বা মনসা
নিমগ্নীয়ানঃ । অরণ্যনিত্যো ন গ্রাম্যপশূনাং
দর্পনে বিহরেৎ ॥

অথাপ্যদাহরন্তি ।

অরণ্যনিত্যস্য জিতেন্দ্রিয়স্য
সর্বেন্দ্রিয়প্রীতিনিবর্তকস্য ।
অধ্যায়চিন্তাগতমানসস্য
জবা হনাবৃত্তিকপেককস্য ॥
কাকলিঙ্কোহব্যক্তাচারোহম্মত্ত উন্নতবেশঃ ।

অথাপ্যদাহরন্তি ।

ন শঙ্কশাস্ত্রাভিরতস্য মোক্ষো
নচাপি লোকে গ্রহণে রতস্য ।
ন ভোজনাক্ষাদিনতংপরস্য
নচাপি রম্যাবলম্বপ্রিয়স্য ॥

নচোৎপাতনিমিত্তাত্যাং ন নক্ষত্রাণবিদ্যয়া ।
অশুশাসনবাদাত্যাং ভিক্ষাং লিপ্তেত কহিচিং ॥
অশান্তে ন বিবাদী স্যান্নান্তে চৈব ন হর্ষয়েৎ ।
প্রাণমাজিকমাত্রঃ স্যান্নাত্তাসক্ত্যবিনির্গতঃ ॥
ন কুট্যাং নৌদকে সন্ধে ন চৈলে ন জিপুস্করে ।
নাগারে নাসনে নাষ্ট্রে বস্য বৈ মোক্ষবিত্তমঃ ॥

ব্রাহ্মণকূলে বা বনভেত্তকুঞ্জীত সায়ং মধু-
মাংসসর্পির্জঙ্ঘম্ । যতীন্ সাধুন্ বা গৃহস্থান্
সায়ং প্রাতশ্চ ভূপেয়ং । গ্রামে বা বসেদ-
জিক্ষোহশরণোহসকল্লকঃ । নচেন্দ্রিয়সংযোগং
কুরীত কেনচিং । উপেক্ষকঃ সর্বভূতানাং
হিংসামুগ্রহপরিহারেণ । পৈশুন্যমংসরাতি-
মানাহকারপ্রদানার্জবাত্তবপবুগর্হাদন্তলোভ-
মোহকোথাশ্রয়াবিবর্জনংসর্কপ্রমিণাং ধর্মিষ্ঠো
যজ্ঞোপবীত্যাদকমঙলুহস্তঃ শুচির্ব্রাহ্মণো বৃষ-
লান্নপানবর্জী ন হীয়তে ব্রহ্মলোকাং
ব্রহ্মলোকাং ॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

ষট্ কর্মা গৃহদেবতাত্যো বলিং হরেৎ ।
শ্রোত্রিয়ান্নন্নং দত্তা ব্রহ্মচারিণে বানস্তরং পিতৃ-
ভ্যো দদ্যাত্ততোহতিথিং ভোজয়েৎ শ্রেষ্ঠায়া-
দমামুপূর্যেণ স্বগৃহাণাং কুমারবালবৃদ্ধতরুণ-
প্রভৃতিংস্ততোহপরান্ গৃহান্ ষষ্ঠাঙালপতিত-
বায়সেভ্যো ভূমৌ মিরূপেৎ শূদ্রেভ্য উচ্ছিষ্টং বা
দদ্যাচ্ছেষং যতী ভূঞ্জীত সর্কোপযোগেন পুনঃ-
পাকো যদি নিরুক্তে বৈশ্বদেবেহতিথিরাগচ্ছে-
বিশেষেণাস্মা অন্নং কারয়েষিজায়তেহহি বৈশ্বা-
নরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহম্ । তন্মাদ-
পযানমস্তত্র বর্ষাভ্যন্তাং হি শাস্তিজনাবিস্তিরিতি
তং ভোজয়িত্বোপাসীতাসীমাত্তাদমুত্রেদমুজ্জা-
তাবা । পরপক্ষউর্জং চতুর্থাং পিতৃভ্যোদদ্যাৎ
পূর্বেছ্যব্রাহ্মণান্ সংনিপাত্য যতীন্ গৃহস্থান্
সাধুন্ বা পরিণত বয়সোহবিকর্ষহান্ শ্রোত্রি-
য়ান্ শিব্যানস্তেবাসিনঃ শিব্যানপি গুণ-
বতোভোজয়েদ্বিলগ্ন গুরুবিগৃহিষ্ঠাবদন্তকুষ্টিহুনথি
বর্জম্ ।

অথাপ্যদাহরন্তি ।

অথ চেদ্রববিদ্যুক্তঃ শারীরৈঃ পংক্তিদ্বলৈঃ ।

অদ্ব্যন্তঃ যমঃ শ্রাহ পংক্তিপাবন এব-সঃ ।
 শ্রাহেনোবাসনীযানি উচ্ছিষ্টাভ্যাহিনক্ষরাঃ ।
 ধো গভতি হি বা ধারাতাঃ পবন্ত্যকৃতোদকাঃ ।
 উচ্ছিষ্টেন প্রপৃষ্ঠান্তে বাবরাত্তমিতো রবিঃ ।
 কীরধারাত্ততো বাঁস্ত্যক্ষরাঃ সক্ষরতাগিনঃ ।
 প্রাকসংস্কারপ্রমীতানঃ প্রবেশনমিতি স্রুতিঃ ।
 ভাগয়েয়ং মনুঃ শ্রাহ উচ্ছিষ্টোচ্ছবেণ উত্তে ॥
 উচ্ছবেণ তুমিগতং বিকিরেরেণসোদকম্ ।
 অহুপ্রোত্তেবু বিশ্বজ্ঞেয়প্রজানানামনামুধাম্ ॥
 উত্তরোঃ শাখয়ৌমু কং পিতৃভ্যোহয়ংনিবেদিতম্ ।
 তদন্তরং প্রতীকন্তে হুয়া চুঠেচেনসঃ ॥
 তস্মাদশুভহস্তেন কুর্যাদন্নমুপাগতম্ ।
 ভোজনং বা সমাগত্য তিষ্ঠতোচ্ছবেণ উত্তে ॥
 দৌ নৈবে পিতৃভ্যো দ্রোনৈকৈকমুভয়ত্র বা ।
 ভোজয়েৎ স্তনমুচ্ছোপি ন প্রসজ্যেত বিস্তরে ॥
 সংক্রিয়াৎ দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণ-সম্পদেঃ ।
 পঠৈকতান্ বিস্তরো হস্তি তস্মান্তং পরিবর্জয়েৎ ।
 অপিবা ভোজয়েদেকং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ।
 শুভলীলোপসম্পন্নং সর্গলক্ষণবর্জিতম্ ॥
 বদ্যেকং ভোজয়েজ্জাহ্নে দৈবং তত্র কথং ভবেৎ ।
 অন্নং পাতে সমুভ্য ত্য সর্গস্য প্রকৃতস্য তু ॥
 দেবতারতনে কৃষা তঁতঃ শ্রাহং প্রবর্ততে ।
 প্রোণ্যদযৌ তদন্নত দদ্যাৎ ব্রাহ্মচারিণে ।
 যাবজ্জুহুং ভবত্যন্নং যাবদগ্নস্তি বাগ্ যতাঃ ।
 তাবচ্চ পিতরোহগ্নস্তি যাবন্নোক্তা হবিগুণাঃ ॥
 হবিগুণা ন বক্তব্যঃ পিতরো ভাবতর্পিতাঃ ।
 পিতৃভিত্তিপিতৈঃ পশ্চাৎকৃত্যং শোভনং হবিঃ ॥
 নিমুক্তস্ত যদা শ্রাহে দৈবে তস্ত সনুংস্বজ্ঞেৎ ।
 যাবন্তি পশুরোমাণি ভাবন্নরকমুচ্ছতি ॥
 জীণি শ্রাহে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপন্তিলাঃ ।
 জীণি চান্নং প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমহুয়ায় ॥
 দিবসস্যাষ্টমে ভাগে মল্লীভবতি ভাস্করঃ ।
 স কালঃ কুতপো নাম পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥
 শ্রাহং দধা চ ভুক্তা চ মৈথুনং বোহবিগচ্ছতি ।
 ভবন্তি পিতরন্তস্য তস্মাসং যেতসো ভুজঃ ॥
 বতন্ততো জায়তে চ দধা ভুক্তা চ পৈতৃকম্ ।
 ন স বিদ্যামবাপ্রোতি ক্রীণায়ুশ্চৈব জায়তে ॥
 পিতা পিতামহশ্চৈব তদৈব প্রপিতামহঃ ।
 উপাসতে স্তুতং জাতং লক্ষ্য ইব পিঙ্গলম্ ॥
 সধুমানৈশ্চ পঠৈশ্চ পরমা পারসেন বা ।

অথনো দান্ততি শ্রাহং বর্ষাহ চ মঘাহ চ ॥
 সন্তানবর্জনং পুত্রং তৃপ্যন্তং পিতৃকর্মণি ॥
 দেবব্রাহ্মণসম্পন্নমভিনন্দতি পূর্বজাঃ ॥
 নন্দন্তি পিতরন্তস্ত হৃষ্টৈরিব কর্ণকাঃ ।
 বর্ণাশ্রাহো দদাত্যন্নং পিতরন্তেনপুত্রিণঃ ॥

শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণ্যোশ্চাষ্টকার্য্য পিতৃভ্যো
 দদ্যাৎদ্রব্যাদেশব্রাহ্মণসম্মিধানৈ বা কালনিয়
 মোহবশম্ । যো ব্রাহ্মণোহগ্নিমানবীত দধ
 পূর্ণমাসাগ্রয়েণৈষ্টাচুর্ন্যাতপশুং নৈশ্চ বজতে ।
 নৈয়মিকং হেতুদৃশং সংস্কৃতঞ্চ বিজ্ঞায়তে হি
 ত্রিভিঞ্চ পৈকর্ণবান্ ব্রাহ্মণো প্রায়তে যজ্ঞেন
 দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রবিতাঃ ।
 ইত্যেব বা অনুণো যজ্ঞা যঃ পুত্রী ব্রহ্মচর্য্য
 বানিতি গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়ীত গর্ভৈক-
 দশেষু রাজত্বং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্বম্ । পালশে
 দশৌ বৈবো বা ব্রাহ্মণস্ত নৈয়প্রোধঃ কত্রিয
 বা ঔড়ুষরো বা বৈশ্বস্ত । কৃষ্ণাজিনমুত্তরীয়া
 ব্রাহ্মণস্ত রোরবং কত্রিযস্ত গব্যং বস্তাজিনং
 বৈশ্বস্ত । শুক্রমাহতং বাসো ব্রাহ্মণস্ত মারিষ্
 কত্রিযস্ত হারিঙ্গং কোশেয়ং বৈশ্বস্ত সর্ষেবা
 বা ভাস্তবমরুতম্ । ভবৎপূর্বাং ব্রাহ্মণো ভিক্স
 যাচেত ভবদ্বাধ্যাং রাজত্বো ভবদন্ত্যাং বৈশ্বস্ত ।
 আ যোড়শাব্রাহ্মণস্তানতীতঃ কাল আবারি-
 শাং কত্রিযস্তাচুর্ন্যাতপশুং বৈশ্বস্তাত উর্ক
 পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি । নৈনানুপনয়েন্ন
 ধ্যাপয়েন্ন বাজয়েন্নৈতিবিবাহয়েয়ুঃ । পতিত
 সাবিত্রীকউদ্ধালকব্রতকরেন ॥

দৌ মাসৌ যাবকেন বর্জয়েন্মাসং মাক্ষিক-
 গাষ্টরাজং যুতেন যড়াশ্রমযাচিতং ত্রিরাশ্রম
 ভক্ষোহহোরাশ্রমেবোপবসেৎ । অশ্রমেধাবতু
 গচ্ছেদব্রাহ্মণতোমেন বা যজ্ঞেৎ ।
 ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥১১

ষাদশোহধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ দাতকব্রতানি । স ন কত্রি
 যাচেতাত্তন্তং রাজাত্তেবাসিত্যঃ কৃধাপরীত
 কিক্রিদেব যাচেত কৃতমকৃতং বা ক্ষেত্রং গা
 জাবিকং সন্ততং হিরণ্যং শান্ত্রমন্নং বা ন
 দাতকঃ কৃধাবরীদেবিত্যুপদেশো ন নর্যা

সহস্রাং সংবিশেষে রজস্বল্যায়মযোগ্যায়াম্ । ন
কুলং কুলং ভাষ্যং সন্তীঃ বিততাং নাতিক্রমে-
দ্যোদ্যন্তমাদিত্যং পশ্চেন্নাদিত্যং তপস্তং নাত্যং
মুত্রপূরীবে কুর্ধ্যায় নিষ্কীবেৎ পরিবেষ্টিতশিরা
ভূমিমবজ্জিরৈত্বপৈরঙ্করায় মুত্রপূরীবে কুর্ধ্যাদ্-
দম্বুধশ্চাহনি নক্তং দক্ষিণামুখঃ সন্ধ্যামাসী-
তোত্তরামুদাহরন্তি ।

রাতকানান্ত নিত্যং ভাদন্তর্যাসত্ত্বোত্তরম্ ।
বজ্রোপবীতে য়ে বষ্টিঃ সোদকচ্চ কমণ্ডলুঃ ।
অপ্পূপাণে চ কার্তে চ কথিতং পাবকং শুচি ।
তদ্বাহুদকপাণিত্যাং পরিমুক্ত্যাং কমণ্ডলুম্ ॥
পর্যায়িকরণং হেতুসমূহাহ প্রজ্ঞাপতিঃ ।
কৃত্যচাবজ্ঞকার্য্যাপি আচামেচ্ছোচবিস্তত ইতি ॥

প্রাণুধোহরানি ভূজীত তুক্ষীং সাক্ষুঠং
কুপগ্রাসং গ্রসেত ন চ মুখশব্দং কুর্ধ্যাদুকুলা-
তিগামী ত্যাং পরবর্জ্যং স্বদারে বা । তীর্থমুপে-
য়াং ।

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

বস্ত্রপানিগৃহীতারা আন্তে কুর্কীত মৈথুনম্ ।
ভবতি পিতরস্তত্ত্ব তদ্ব্যাসঃ রেতসো ভূজঃ ।
বা ভাদনতিচারেণ রতিসাধন্যাসংশ্রিতা ॥

অপিচ পাবকোহপি জ্ঞায়তে । অদ্য
যো বা বিজ্ঞানিষ্ঠমাণাঃ পতিভিঃ সহ শয়ন্ত ইতি
জ্ঞানিষ্ঠদন্তোবরঃ । উন্ন বৃক্ষমারোহেয়ং কুপ-
যবমোহের্নাথিং মুক্খনোপধমেম্মাথিং ব্রাহ্মণং
গন্তরেণ ব্যাপেয়ান্নাথোত্রাঙ্গণরোরমুজ্ঞাপ্য
য়া । ভার্ঘ্যায় সহ নান্নীয়াদবীর্ঘ্যবদপত্যং
তবজীতি বাক্সনেনরকে বিজ্ঞায়তে । নেত্র-
হির্নান্নাঃ নিবিশেষমপিধহুরিতি জ্ঞায়ং । পালাশ-
মাসনপাত্ৰকে দন্তধাবনমিতি বর্জ্যয়েৎ ।
নেত্রসঙ্গে ভক্ষয়েদংঘো ন ভূজীত বৈণবং দণ্ডং
শিরয়েজ্জকুণ্ডলে চ । ন বহির্মালং ধারয়ে-
ন্নজ্ঞ কল্পমব্য্যাঃ সত্যাসমবায়ান্শচ বর্জ্যয়েৎ ।

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

প্রামাণ্যক বেদানানার্বাণাকৈব দর্শনম্ ।
ব্যবহা চ সর্কর এতদ্বাশনমাস্তনইতি ॥
নানাহুতো বজ্রং পঙ্কেদ্ব যদি ব্রহ্মদধিবৃক্ষ-
ণ্যমক্ষানং ন প্রতিপদ্যেত নাবক সাংশ-
ইকীম্ । বাহুভ্যাং ন নদীতরেহুখ্যাপরয়জ্জ-
ন

মধীভ্য ন পুনঃ প্রতिसংবিশেৎ । প্রাজাপত্যে
মুহূর্তে ব্রাহ্মণঃ স্ননিয়মানহুতিষ্ঠেদिति ।

ইতি বাসিষ্ঠে ঋশশাস্ত্রে দ্বাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

অধাতঃ স্বাধ্যায়শোপাকর্ম প্রাবণ্যাং
পৌর্ণমাস্ত্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বায়িমুপসমাধায়
কৃত্যধানো জুহোতি দেবেভ্যশ্চক্ষোভ্যশ্চতি ।
ব্রাহ্মণান্ স্ততিবাচ্য দধি প্রাশ্য তত উপাণ্ড
কুর্কীত অর্ধপঞ্চমাসানর্ধবটানত উর্ধ্বং শুক্ল-
পক্ষেষ্বীয়ীত । কামন্ত বেদাদানি । তজ্জা-
নধ্যায়ঃ সন্ধ্যান্তমিতে হ্যন্তজ্ঞ শবে দিবা-
কীর্ত্যে নগরেষু কামং গোমল্লপশুয্যবিত্তে পরি-
লিখিতে বা শ্মশানান্তে শয়নন্ত শ্রাদ্ধিকন্ত ।
মানবঞ্চত্র শ্লোকমুদাহরন্তি ।

ফলাভ্যাপত্তিলান্ ভক্ষ্যমথাজ্জ্বাদিকং তবেৎ ।
প্রতিগৃহ্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাত্যাব্রাহ্মণাঃ স্ততিইতি

ধাবতঃ পুতিগন্ধিগ্রন্থতেরিতবৃক্ষমাক্রুত
নাবি সেনাশ্লক ভুক্তা চার্ষবাণে বাগশব্দে চতু-
র্দিশ্যামবাস্তায়ামষ্টগ্যামষ্টকায় প্রসারিত-
পাদোপহন্তোপাশ্রিতন্ত শুক্লসমীপে মিথুন-
ব্যপেতায়্যং বাদসা মিথুনব্যপেতেনানি-
মুক্তে । ন গ্রামান্তে ছুদিওন্ত মুদ্রিততোচ্চরি-
তন্ত বজ্রবাঞ্চ সামশব্দে বাকীর্ণে নির্ধাতভুমৌ
চ । ন চজ্জস্বর্ঘ্যোপরাগেযু দিগুনাদপর্তুতনাদ-
কল্পপ্রধাতেষু পলকধিরপাণ্ডবর্ষেযাকালিকম্ ।
উদ্ধাবিহ্যৎসজ্যোতিষমপর্ষ্যকালিকং বা ।
আচার্যে চ প্রেতে ত্রিরাত্রমাচার্য্যপুত্রশিষ্য-
ভার্ঘ্যাস্বহোরাজম্ । ঋত্বিগ্বেধানিসষক্কেবু চ ।
গুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং কার্য্যং ঋত্বিক্শব্দর-
পিতৃব্যমাতুলানবরবয়সঃ প্রত্যাখ্যাত্তিবেদদ্
যে চৈব পাদগ্রাহ্যস্তেবাং ভার্ঘ্য গুরোশ্চ মাতা-
পিতরৌ যো বিদ্যাদতিবন্দিতুমহমরন্তোইতি-
জ্ঞায়দ্ বশ্চ ন বিদ্যাং প্রত্যভিবাৎ নীতি-
বয়েৎ । পতিতঃ পিতা পরিত্যক্তো মাতা তু
পুত্রং ন পততি ।

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

উপাধ্যায়াদশার্চ্যাং আচার্য্যাণাং শতং পিতা ।
পিতৃর্দশশতং মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥

ভাৰ্য্যা: পুত্ৰাশ্চ শিষ্যাশ্চ সংস্পৃষ্টা: পাপকৰ্ম্মভি:
পরিভাষ্যপরিভাষ্যা:পতিতোবোহজ্ঞথাভবেৎ ॥

ঋত্বিগাচাৰ্য্যাবাজকানধ্যাপকৌ হোমাবজ্ঞ
হানাং পতিতো নাত্তত্র পতিতো ভবতীত্যাহ-
রজ্ঞত্র স্ত্রিয়া: সাহি পরগমিতা তত্ত্বিন্নামক্ষা-
মুপেয়াং ।

ওরোগুরৌ সন্নিসিহিতে গুরুবদ্ভুত্তিরিষ্যতে ।

গুরুবৎগুরুপুত্রস্ত বৰ্জিতব্যমিতিক্রতি: ॥

শাস্ত্রং বস্ত্রং তথানানি প্রতিগ্রাহাণি ব্রাহ্ম-
ণস্ত । বিদ্যা বিভং বয়: সধ্বক: কৰ্ম্ম চ মাতং
পূৰ্ব্ব: পূৰ্ব্বৌ গরীয়ান্ । স্থবিরবালাতুরভারি-
কচক্রবতাং পশ্চা: সমাগমে পরস্মৈ দেবৌ রাজ-
স্নাতকরো: সমাগমে রাজ্ঞা স্নাতকায় দেয়:
সৰ্বৈরেব বা উচ্যতমায় । তৃণভূম্যধ্যাদকবাক্-
স্থনৃতানস্থয়া: সপ্ত গৃহে নোচ্ছিন্যন্তে কদাচ-
নেতি ।

ইতি বাসিষ্ঠে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে অর্যোদশোহধ্যায়: ॥১৩

চতুর্দশোহধ্যায়: ।

অধাতো ভোজ্যভোজ্যঞ্চ বৰ্ণবিধ্যাম: ।

চিকিৎসকমৃগযুগ্মংশলীদণ্ডিকন্তেনাভিশস্তযচ্চ-
পতিতানামভোজ্যং কদর্থ্যেক্ষিতবদ্ধাতুরসো-
মবিক্রিয়িতক্ষকরজকশৌণ্ডিকশ্চকবান্ধ্বিকচৰ্ম্মা-
বকৃতানাং শূদ্রস্ত চাযজ্ঞশ্রেণযজ্ঞে যশোপ-
পতিং মন্ততে যশ্চ গৃহীততচ্ছতৃশ্চ বধার্হং
নোপহন্ত্যাং কৌ বন্ধুমোকৌ ইতি চাভিজুশ্রেং
গণায়ং গণিকায়মধ্যাহ্নাহরন্তি ।

নাম্নস্তি স্বপতেদেবা নাম্নস্তি বৃষলীপতে: ।

ভাৰ্য্যাজিতস্ত নাম্নস্তি যস্ত চোপপতিগৃহে ইতি ॥

এধোদকসবৎসকুশলাভূদন্তপানাবসথসফ-
রিপ্রিয়ন্তুরজমধুমাংসানি নৈতেষাং প্রতি-
গৃহীয়াদধ্যাদ্যাহরন্তি ।

গুরুৰ্ধদারমুজ্জিহীৰ্ষসচিধ্যন্ দেবভাতিবীন্ ।

সৰ্বত: প্রতিগৃহীয়ায়ত্ব তৃপ্যৎ স্বয়ং ভত ইতি ॥

ন মৃগয়োরিষুচারিণ: পরিবৰ্জকময়ং বিজা-
য়তে হগন্ত্যো বৰ্ষসাহস্রিকে সত্রে মৃগয়াঞ্চকার
ভতাসংস্ত রসময়া: পুরোডাশা মৃগপক্ষিণাং
প্রশস্তানামপি হরং প্রোজাপত্যাহ্নোকাহ্নাহ-
রন্তি ।

উদ্যতামাজ্ঞতাং ভিক্ষাং পুরস্তানপ্রচোদিতাম্ ।

ভোজ্যাং প্রোজাপতির্ধেনে অপি দ্রুতকারিণ: ॥

শ্রদ্ধধারিনেৰ্ভোক্তব্যং চৌরজ্ঞাপি বিশেষত: ।

নষ্টেব বহধা তস্ত যাবানপুত্ৰতা ভবেৎ ॥

ন ভস্ত পিতরোহমুস্তি দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ।

ন চ হব্যং বহত্যাগ্নিগ্নতামত্যবমুন্ততে ॥

চিকিৎসকস্ত মৃগয়ো: শল্যহস্তস্ত পানিন: ।

যদ্যুত্ব কুলটায়াম্ উদ্যতাপি ন গৃহত ইতি ॥

উচ্ছিন্নমণ্ডরোরভোজ্যাং স্বমুচ্ছিন্নমুচ্ছিন্নো-

পহতঞ্চ । যদশনং কেশকীটোপহতঞ্চ ।

কামস্ত কেশকীটাহ্নুত্যাগ্নি: প্রোজ্য ভস্মনাব-

কীৰ্য্য বাচা চ প্রশস্তমুপমুজীতাণি হরম্ ।

প্রোজাপত্যাহ্নোকাহ্নাহরন্তি ।

ত্ৰীণি দেবা: পবিত্ৰাণি ব্রাহ্মণানামকরয়ন্ ।

অদৃষ্টমভির্নির্গিতং যচ্চ বাচা প্রশস্ততে ॥

দেবজ্যোধ্যাং বিবাহেষু যজ্ঞেষু একুতেষু চ ।

কার্কে: স্বভিষ্ঠ সংস্পৃষ্টময়ং ভন্ন বিসর্জয়েৎ ॥

তস্মাতদন্নমুচ্ছৃত্য শেষং সংস্কারমহতি ।

ত্রবাণাং প্লাবনেনৈব ঘনান্যং ক্ষয়ণেন তু ॥

পাকেন স্বধমংস্পৃষ্টং শুচিত্রেব হি তত্ত্ববেৎ ।

অন্নং পশুযুগ্মিতং ভাবহুষ্টং হ্নেধং পুন:

সিদ্ধমামমুজীশপকঞ্চ কামস্ত দধ্যাদ্যুতেন

চাভিচারিতমুপমুজীতাণি হরম্ । প্রোজা-

পত্যাহ্নোকাহ্নাহরন্তি ।

হস্তদস্তান্ত যে মেহা লবণং ব্যঞ্জনানি চ ।

মাতারংনোপতিষ্ঠন্তেভোক্তাভূক্তোক্তেচকিবিধমিতি

লণ্ডনপলাধুকেমুকগুঞ্জনশ্চোক্তবৃক্ষনির্ধা-

লোহিতাশ্রনাপথকাকাবলীচশ্চোচ্ছিন্নভোজ-

নেষু কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ ইতরেংপশুজ মধুবাং-

ফলবিকৰ্বেষগ্রাম্যপথবিধয়: সন্ধিনীকীরমব-

সাকীরং গোমহিষ্যজাতরোমানির্দ্রসাহানাম-

নামস্ত্যাং নাব্যদকমপুপধানাকরন্তশত্ৰুচরক-

তৈলপায়সশাকানিলগুতানি বৰ্জয়েৎপ্রজাশ-

কীরযবপিঠবীরান্ । স্বাভিচ্ছিন্নকশকছপ-

গোথা: পঞ্চনথা নাভক্ষ্যা: অমৃষ্টা: পশুনাম-

জ্যোদতশ্চ মংস্যানাং বা 'বেহগব্বশিশুমার-

নজ্জকুলীয়া বিকৃতরূপা: সপঞ্জীবাশ্চ গো-

গব্রশলভাশ্চাহ্নুদিত্যধা ধেবনডাহৌ মেঘৌ

বাজসনেবনে । খণ্ডে চু বিবলশ্চগ্রাম্যাক্ষ-

চ শকুনানাঞ্চ বিণ্ডবিবিকিরজালপাধা: ক-

উষাহকালে রতিসংগ্রহযোগে
প্রাণাত্যয়ে সৰ্ব্বধনাপহারে ।
বিপ্রস্ত চার্ধে অনুভং বদেয়ঃ
পকান্ভাতাহরপাতকানি ॥
বজনস্ত অর্থে যদিবার্হহতোঃ ।
পক্ষাভরেণৈব বদন্তি কার্য্যম্ ।
বৈশম্বারং স্বকুলানপূর্নান্
স্বগস্থিতান্ তানপি পাতয়ন্ত্যপি ॥

ইতি বসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে বোধশোধধ্যায়ঃ ॥১৬

সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

ঋণমশ্বিন্ সন্নয়তি অমৃতস্বক গচ্ছতি ।
পিতৃ পুত্রস্ত জাতস্ত পথোক্ত জীবতো মুখম্ ।
অনন্তাঃ পুত্রিণাং লোকা নাপুত্রস্ত লোকো-
হুতীতি শ্রয়তে প্রজাঃ সন্তপুত্রিণ ইত্যপি-
শাপঃ । প্রজাভিরণেঘমুতত্বমস্তামিত্যপি নিয়মো
ভবতি ।
পুত্রেন লোকান্ জয়তি পৌত্রেনাশ্রয়মশ্রুতে ।
অথ পুত্রস্ত পৌত্রেন ব্রহ্মতাপ্রোতি পিষ্টপমিতি ॥
ক্ষেত্রিণঃ পুত্রো জনয়িতুঃ পুত্র ইতি বিব-
দন্তে । তত্রোত্তরপাণ্যুকাংহরন্তি ।
যদ্যন্তো গোবৃ বৃষভো বৎসান্ জনয়তে স্ততান্ ।
গোমিনামেব তে বৎসামোঘং শ্রলনমোক্শমমিতি
অগ্রমন্তা রক্ষস্ত বৈনং মা চক্ষেত্রে পরে
বীজানি বাসো জনয়িতুঃ পুত্রো ভবতি ।
সম্পরারোগমোঘং রেতোহকুরুত তত্ত্বমেতমিতি ।
বহুনামেকজাতানামেকপুত্রং পুত্রবাররঃ ।
সর্কে তে তেন পুত্রেন গুত্রবস্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥
বহুনীং বাশশ শ্বেব পুত্রাঃ প্রাগদৃষ্টাঃ
স্বয়মুৎপাদিতঃ স্বক্ষেত্রে সংরতারাং প্রথমঃ
তদনাভে নিবৃত্তারাং ক্ষেত্রকো দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ
পুত্রিকা বিজারতে অজাতকা পুংসঃ পিতৃ-
নভ্যোতি প্রতিষ্ঠানং গচ্ছতি পুত্রত্বম্ । শ্লোকঃ ।
অজাতকাং প্রজাতামি তুভ্যং কস্তামগচ্ছতাম্ ।
অজাতং যো জারতে পুত্রাঃ স মে পুত্রোভবেদिति ॥
পৌনর্ভবত্বার্থং পুনর্ভুঃ কৌমারং ভর্তা-
রমংহজ্যাতৈঃ সহ চরিশা তন্তৈব কুটুম্বমা-
শ্রয়তি সা পুত্রত্বং ভবতি । বা চ কৌমারং পতিত-
স্বয়ন্তং বা ভর্তারমুৎপাদ্যাতং পতিং বিক্ৰতে

মুতে বা সা পুনর্ভুভবতি । কানীনঃ পক্ষমো
বা পিতৃগৃহেহসংস্কৃত্য কানাহুৎপাদয়েন্মাতা-
মহস্ত পুত্রো ভবতীত্যাহঃ ।

অথাপুদাহরন্তি ।

অপ্রজা হুহিতা বস্ত পুত্রং বিক্ৰতি তুল্যতঃ ।
পুত্রী মাতামহন্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেক্ষনমিতি ।

গুঢ়ে চ গুঢ়োৎপন্নঃ বঠ ইত্যেতে দায়াদা
বাধবান্ভাতারো মহতো ভ্রমাদিত্যাহঃ । অথা-
দায়াদিস্তজ্ঞ সহোত্র এব প্রথমো বা গতিগী
সংস্কৃ যতে তস্তাং জাতঃ সহোত্রঃ পুত্রো ভবতি ।
দহকো দ্বিতীয়ো যং মাতাপিতরৌ দদ্যাভাম্ ।
ক্রীতত্বতীন্নতচ্ছুনঃশেফেন ব্যাধ্যাতং হরি-
শ্চত্রো হ বৈ রাজা সোহকীর্গর্তস্ত সোপবৎসৈঃ
পুত্রং বিক্রায় স্বয়ং ক্রীতবান্ । স্বয়মুপাগত-
শচতুর্থঃ তচ্ছুনঃশেফেন ব্যাধ্যাতং শুন-
শেফো হ বৈ যুগে নিযুক্তো দেবতাস্ত্যস্ত্যবত্তেহ
দেবতাঃ পাশং বিযুমুচুত্বম্বিজ উচুত্বমৈবায়ং
পুত্রোহস্থিতি তানাহ ন সম্পাদে তে সম্পাদরা-
মান্নরেব এব যং কাময়েত তস্ত পুত্রোহস্থিতি
তন্তেহ বিশ্বামিত্রোহোতাসীৎ তস্ত পুত্রম্বিমায় ।
অপবিদ্ধঃ পক্ষমো যং মাতাপিতৃত্যামপাতং
প্রতিগৃহীয়াৎ । শূদ্রাপুত্র এব বঠো ভবতী-
ত্যাহরিতেতেহদায়াদা বাধবাঃ । অথাপুদা-
হরন্তি । বস্ত পূর্কোবাং বর্ণানং ন কশিক্কা-
রাদঃ শ্রাদেতে তস্তাপহরন্তি । অথ মাতৃগাং
দায়বিভাগো ব্যংশং জ্যেষ্ঠো হরেক্ষপাশন্য
চাহুসদৃশমজাবণো গৃহক কনিষ্ঠস্য কাষ্ঠংগাং
যবসং গৃহোপকরণানি চ মধ্যমস্য মাতুঃ পারি-
ণেয়ং দ্বিরো বিভজেরন্ । যদি ব্রাহ্মণস্য
ব্রাহ্মণীকজিরাবৈশ্যাহ পুত্রাঃ স্ত্রীভ্যাংশং ব্রাহ্মণ্যঃ
পুত্রো হরৎ ব্যংশং রাজস্ত্রীয়াঃ পুত্রঃ সম-
মিতরে বিভজেরন্তেন টৈবাং স্বয়মুৎপাদিতঃ
স্যাৎ ব্যংশমেব হরেক্ষভোক্তপ্রমাত্তরগতাঃ
কৌবোদ্রভগতিতাক্ত ভরণম্ । কৌবোদ্রভগানং
প্রোতপত্নী বদ্রাসং ব্রতচারিণ্যক্ষারনবং
কুজানা শরীতোর্দ্ধং ষড়্ভ্যো মাসেভাঃ স্নাত্বা
ব্রাহ্মক পত্যো দত্তা বিদ্যাকর্ণতকবোনিসংকান্
সদ্রিপাত্য পিতা ভ্রাতা বা নিয়োগং কারয়েৎ
তপসং বোদ্রভবিনশাং ব্যাধিতাং বা নিবৃত্ত্যাৎ
জ্যায়সীমপি বোধশববাং সঠেদাম্বাবিনী

স্যাৎ প্রাপ্যপত্যে মুহুর্তে পানিগ্রহণমরপ-
চারোহস্তায় সংস্থাপ্য বাক্ষ্যকব্যাকপাক-
ব্যাকি গ্রামসিদ্ধাননানলেপনেহু আগ্ৰাবিনী
স্যাৎনিযুক্তায়ুৎপন্ন উৎপাদনিতুঃ পুত্রো ভব-
তীত্যাহঃ স্যাচ্ছিন্নিয়োগিনো দৃষ্টো লোভান্নাস্তি
নিরোগঃ । প্রোশ্চিত্তং বাপ্যপনিযুক্ত্যানি-
ত্যোকে । কুমার্য্যুতমতী ক্রিবর্ধাণ্যুপানী-
তোক্তং জিত্যঃ বর্ধেভ্যঃ পতিং বিন্দেত ল্যুম্ ।

অথাপ্যদাহরন্তি ।

পিতুঃ প্রদানাত্ বদা হি পূরুঃ
কন্তা বয়ো যঃ সমতীত্য দীরতে ।
সাহিত্তি দাতারমপীকমাধা
কালান্তিরক্তা গুরুদক্ষিণে চ ॥
প্রযচ্ছন্নয়িকায় কতাম্ ঋতুকালভয়াৎ পিতা ।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমুচ্ছতি ॥
বাবচকন্তামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুলায়ঃ সকাংমামতিব্যচ্যামানাম্ ।
জ্ঞানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবানঃ ॥

অন্তিরীচা চ দন্তায়াং শ্রিমেতাধো বরো যদি ।
ন চ মন্তোপনীতা ভ্রাতৃ কুমারী পিতুরেব সা ॥
বাবচেন্নাক্তা কন্তা মন্ত্রেয়দি ন সংস্কৃতা ।
অন্তেষ বিধিবদ্ভেরা বধা কন্তা তত্বেব সা ॥
পানিগ্রহে যুতে বালা কেবলং মঙ্গলংস্কৃতা ।
সচ স্বকৃত্যোনিঃ ভ্রাতৃ পুনঃ সংস্কারমহ তীতি ।
প্রোষিতগম্বী পঞ্চবর্ষা প্রেরসেদব্যাকামা
বধা প্রোক্তত্বে এরঞ্চ বস্ত্রিতব্যং ভ্রাতৃ এবং পঞ্চ
বাক্ষ্যী প্রোক্তাতা চত্বারি রাজক্যা প্রোক্তাতা ত্রীনি
বৈশ্বা প্রোক্তাতা হে শূদ্রা প্রোক্তাতা অত উক্তং
সমানোদকপিঞ্জলমুদ্রিগোজ্ঞায়াং পূরুঃ পূরুঃ
গরীমন্ ন ধলু কুলীনে বিদ্যমানেন পরগামি
ভ্রাতৃ পূর্বেবায়ং রণায় ন কচ্চিদারায়ঃ
ভ্রাতৃ সন্ধিগোঃ পুত্রস্বামীয়া বা তত্বে ধনং বিভ-
জেরংভেরামগরুত আচাধ্যাত্তেবাসিনো হরে-
য়াভ্যং তত্তোরগতে রাজা হরেৎ ন তু ব্রাহ্মণত
রাজা হরেৎ ব্রাহ্মণত বিবং ধোরম্ ।
ন বিবং বিবয়িত্যাহ ব্রাহ্মণং বিবমুচ্যতে ।
বিবয়েকাসিনং হস্তি ব্রাহ্মণং পুত্রগোত্রকমিতি ॥
ত্রৈবিধ্যমুখ্যঃ নং প্রযচ্ছন্নয়িকি ।
ইতি বাসিনে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥১৭

অকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুত্রো ব্রাহ্মণ্যমুৎপন্নশাঙালো ভবতীত্যাহঃ
রাজক্যায়ঃ বৈশ্বারামভ্যাবসারী । বৈশ্বেন
ব্রাহ্মণ্যমুৎপন্নো রামকো ভবতি ইত্যাহঃ
রাজক্যায়ঃ পূরুঃ রাজতেন ব্রাহ্মণ্যমুৎপন্নঃ
যতোভবতীত্যাহঃ ।

অথাপ্যদাহরন্তি ।

ছিন্নোৎপন্নাত্মকে কেচিৎ প্রাতিলোম্যগুণাশ্রিতাঃ
গুণাচারপরিশ্রুতাং কর্ম্মভিত্তান্ বিজানীয়ুরিতি ॥
একান্তরথ্যস্তরথ্যস্তরথ্যকাতা ব্রাহ্মণকত্রি-
বৈশ্বৈরবচ্ছিন্না নিবান্ ভবন্তি । শূদ্রায়াং
পারশবঃ পারশবঃ জীবনেন শবো ভবতীত্যাহঃ
শব ইতি যুত্যাধা । এতচ্ছাবং যচ্ছব্রতমা-
চ্ছব্রসমীপে তু নাথোভবাম্ ।

অথাপি যমগীতান্ শ্লোকানুদাহরন্তি ।
অশানমেতৎ প্রত্যক্ষং যে শূদ্রাঃ পাপচারিণঃ ।
তন্মচ্ছব্রসমীপে চ নাথোভবায়ং কদাচন ॥
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যামোচ্ছিতং ন হবিকৃতম্ ।
নচাত্মোপদিশেদ্ব্যর্থং নচাত্ম ব্রতমাদিশেৎ ॥
যশাত্মোপদিশেদ্ব্যর্থং বশাত্ম ব্রতমাদিশেৎ ॥
সোহসংবৃত্তং তমোঘোরং সহতেন প্রপদ্যত ইতি ॥
ত্রণধারে ক্রমিষ্যন্ত সন্তবেত কদাচন ।
প্রাজাপত্যেন তথোতহিরণ্যং গোষ্ঠীসোমকিণেতি
নাগিচিৎ পরমুপেয়াং কৃষ্ণবর্ণায়াঃ স-
মার্য্য ইব ন ধর্ম্ম্যেতি ।

ইতি বাসিনে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্শোহধ্যায়ঃ ॥১৮

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ধর্ম্মো রাজঃ পালনং কৃতান্যাত্তিষ্ঠাত্তানান্য
সিদ্ধিঃ । ভরকারণং হপালনং বৈ এতৎসুত-
মাহবিধায়সন্তান্যাপ্যাহ্বানেনমিত্তেহু । পুরো-
হিতে দদ্যাদ্ বিজায়তে ব্রাহ্মণঃ পুরোহিতে
রাষ্ট্রং দধতিতি । তত্বে ভ্রমপালনরক্ষা-
র্থ্যাক । দেশধর্ম্মকান্তিধর্ম্মকুলধর্ম্মঃ সর্বান
বৈতানহুপ্রবিশ্ত রাজা চতুরো বর্ণান্ স্বধর্ম্ম-
হাপয়েৎ তেধধর্ম্মপরেহু কৃত্ত্ব দেশকলধর্ম্ম-
ধর্ম্মবর্ণোবিদ্যাকানবিশবৈকদিশেৎ । আগমা-
দৃষ্টাত্তায়াং পুশ্কলোপগান্যদেয়ানি হিংস্যাৎ ।

কর্ণকরণার্থকোপহত্যাগাহং য্যং গাঞ্চ মানো-
 দ্মানে রক্ষিতে তাতাং অধিষ্ঠানান্নো নীহারসার্থা-
 নামস্মার মূল্যমাত্রং নৈহারিকং তান্নাহামহং-
 ত্রাং সৎমানয়েদবাহবাহনীরষিগুণকারিণী ত্রাং
 প্রত্যেকং প্রয়াস্তঃ প্রুমান্ । শতং বা রাজ্যং
 বা তদেতদপর্য্যঃ স্ত্রিয়ঃ কুরাঠৌ মানাধার-
 মধ্যমাঃ পাদঃ কার্ষাপণস্ত নিরুক্তোহস্তয়ো মানা-
 করঃ শ্রোত্রিয়ো রাজপুমানথ ঐবজিতবালবৃহ-
 ত্ত্বগপ্রদাতা প্রাগামিকাঃ কুমার্যোমৃতাপত্যাস-
 বাহত্যাযুক্তরং শতগুণং দদ্যদ্রীক্ষকবনশৈ-
 লোপমাক্ষা নিরুরাঃ স্যন্তহুপজীবিনো বা দহ্যঃ
 ঐতিমাসমুদ্বাহকরৈদ্বাগময়েজ্ঞানি চ প্রেতে
 দহ্যাং । প্রাসজিকং তেন মাতৃরস্বির্বাধ্যাতা
 রাজমহিষাঃ পিতৃব্যমাতুল্যং লজাপিতৃবান্
 রাজা বিভ্রাং তদ্যামিতাদংশস্ত স্যঃ তদ্বক্-
 শান্তাংশ রাজপত্ন্যো প্রাসচ্ছাদনং লভেতন্ ।
 অনিচ্ছন্তো বা প্রব্রজেতন্ ক্রীবোন্নতাংশং
 বাপি ।

মানবঃ শ্লোকমুদাহরন্তি ।

न रिक्तकार्यापणमस्ति शुद्धः

ন শিল্পবৃত্তো ন শিশো ন ধর্ম্ম ।

ন ভৈরবৃত্তৌ ন স্বত্বাবশেষে

ন শ্রোত্রিয়ে প্রব্রজিতে ন যজ্ঞে ইতি ।

স্তেনাভিশস্তৃষ্টশস্ত্ধারিসহোত্রব্রহ্মব্য-
পবিষ্টেষেকেষাঃ দণ্ডোৎসর্গে রাজৈকরাত্রমূপ-
বসেৎ ত্রিরাত্রং পুরোহিতঃ কঙ্কমদণ্ডাদুণে
পুরোহিতস্তিরাত্রং বা ।

अथाप्यादाहरन्ति ।

স্বদানে ক্রপণা মাষ্টি পদো ভাৰ্গ্যাপচাৰিণি ।
 স্বরৌ শিষ্যস্ত বাজ্যশ্চ স্তেনো রাজ্ঞি কিৰিষম্ ॥
 স্বাজ্ঞিষ্ম তদশস্ত কৃষা পাণ্যনি মানবাঃ ।
 নিৰ্মলাঃ স্বৰ্গম্যাস্তি সন্তঃ স্বকৃতিনোবধা ॥
 এনোরাজানমুহুতা পুণ্ড্রস্বস্ত্যং স কিৰিষম্ ।
 তন্মেঘ বাতরজায়া রাজ্ঞশ্ৰেণ হৃষ্যতীতি ॥
 রাজ্ঞামন্তেযু কাৰ্য্যেবু সন্ধ্যাঃ শোচং বিধীয়তে ।
 তথা তাত্ত্বি নিত্যানি কাল একাক্ষরানুগমিতি ॥

यमगीतधात्र न्नोकमुदाहरन्ति ।

নাজদোষোহস্তি সাক্ষাৎবৈ ত্রিতিনাংনচ মস্ত্রিণাম
 ঐশ্বহানমুপাঙ্গীনা ব্রহ্মভূতা হি তে সদেতি ।
 ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে একোনবিংশোধ্যায়ঃ ॥

विंशोऽध्यायः ।

অনতিসঙ্কীর্ণে প্রাশ্চিতম-

পরোধে সবিকৃত্তেহ্যোকে ।

গুরুব্রাহ্মণ্যবতাং শান্তা রাজা শান্তা হুরাশ্বনাং ।
 ইহ প্রচ্ছন্নপাপানাং শান্তা বৈবস্বতো যমইতি ।

তত্র চ স্বর্ঘ্যাভ্যাদন্বিতঃ সন্নহস্তিষ্ঠেৎ সাবি-
ক্রীঞ্চ ভূপেদেবং স্বর্ঘ্যাভিনিমুক্তৌ রাত্রাবাসীত।
কুনখী শ্রাবদন্তস্ত কচ্ছুঃ দ্বাদশরাত্রঞ্চরিত্বা পুন-
নির্কিংশেৎ। অথ দিধিবৃপতিঃ কচ্ছুঃ দ্বাদশ-
রাত্রঞ্চরিত্বা নির্কিংশেৎ। তটৈঞ্চবোপযচ্ছেদি-
ধিবৃপতিঃ কচ্ছুতিকচ্ছুর্দৌ চরিত্বা নির্কিংশেৎ।
চরণমহরহস্তঞ্চক্যামৌ এক্ষয়ঃ কচ্ছুঃ দ্বাদশরাত্র-
ঞ্চরিত্বা পুনরুপনীতো বেদমাচার্যাং। গুরু-
তল্লগঃ সর্ববর্ণং শিশ্নুমুৎকৃত্যাগ্নলাবাধায় দক্ষি-
ণামুখো গচ্ছেৎ যত্রৈব প্রতিহত্যাং তত্র তিষ্ঠেদা-
গ্নলয়ান্নিকালকো বা স্মৃতাক্রান্তপ্তাং স্বর্শিঃ পরি-
ষ্কেন্নয়রাগ্নমুক্তৌ ভবতীতি বিজায়তে। আচা-
র্যাপুত্রশিষ্যার্থার্যাস্ত চৈবং যোনিষু চ গুৰী-
সখীঃ গুরুসখীঞ্চ গত্বা কচ্ছুকাং চণ্ডেৎ। এত-
দেব চাণ্ডালপতিভারভোজনেন্মু ততঃ পুনরুপ-
নয়নং বপনাদীনাস্ত নিবৃত্তিঃ।

মানবজাতি শ্লোকমুদাহরন্তি ।

বপনং মেখলা দণ্ডে। ভৈরবচর্যা। ব্রতানি চ।

निवर्तन्ते द्विजातीनाः पुनः संस्कारकर्माणि ॥

মদ্যপানে ক্রীৰব্যবহারেষ্ চৈবম্ । মদ্য-
ভাণ্ডে হিতা আপো যদি কশিদ্দিজোৎসবিং ।
পদ্মোদ্ভূতব্রবিবর্ণলাশানাশুদকং পীত্বা ত্রিরাত্রৈ-
ণৈব শুধ্যতি । অভ্যাসে সুরয়া অধিবর্ণাং তাং
বিক্রং পিবেৎ । জগহনক বক্ষ্যামো ব্রাহ্মণং হবা
জগহা ভবত্যবিজাতক গৰ্ভম্ । অবিজাতা হি
গৰ্ভাঃ পুংমাংসো ভবন্তি তন্মাংসং পুংসুত্যা জুহুয়াৎ
লোমানি মৃত্যোজু'হোমি লোমভিস্মৃত্যং বাসয়
ইতি প্রথমাং স্বচং মৃত্যো জু'হোমি স্বচা মৃত্যুং
বাসয় ইতি দ্বিতীয়াং গোহিতং মৃত্যোজু'হোমি
গোহিতেন মৃত্যুং বাসয় ইতি তৃতীয়াং
স্বচং মৃত্যোজু'হোমি তাবতি মৃত্যুং বাসয়
ইতি চতুর্থীং মাংসানি মৃত্যোজু'হোমি
মাংসৈস্মৃত্যুং বাসয় ইতি পঞ্চমীং মেদেন
মৃত্যোজু'হোমি মেদসা মৃত্যুং বাসয় ইতি
ষষ্ঠীং অহীনি মৃত্যোজু'হোমি অস্থিভিস্মৃত্যুং

বাসয় ইতি সপ্তমীং মজ্জানং মৃতোজুহোমি
মজ্জাতিমৃত্যুং বাসয় ইতি অষ্টমীং রাজার্থে
ব্রাহ্মণার্থে বা গ্রামেহিভিমুখমাখ্যানং বাতয়েৎ
ত্রিরঞ্জিতো বাপরাক্ষঃ পুতো ভবতীতি বিজ্ঞা-
য়তে । দ্বিরুক্তং কৃতঃ কনীরো ভবতীতি ।

তদপ্যুদাহরন্তি ।

পতিতং পতিতং ত্যক্তা চোরং চৌরেতি বা
পুনঃ বচসা তুল্যদোষঃ আন্থিথ্যাদিদোষতাং
ব্রহ্মদিত্তি এবং রাজত্বং হস্তাষ্টৌ বর্ষাণি চুরেৎ
বড়বৈশ্বাং জীণি শূদ্রং ব্রাহ্মণীকাত্রেয়ীং
হস্তা সর্বনগতো চ রাজত্ববৈশ্বো চাত্রেয়ীং
বক্ষ্যামো রজত্বলামুত্থাতামাত্রেয়ীমাহঃ ।
অত্রেত্যেবামপত্যং ভবতীতি চাত্রেয়ী ।
রাজত্বহিংসায়ং বৈশ্বহিংসায়ং শূদ্রং হস্তা
সংবৎসরম্ । ব্রাহ্মণত্ববর্ণহরণং প্রকীর্য
কেশান্ রাজানমভিধাবেৎ স্তেনোহস্মি ভোঃ
শাস্ত্র ভাবানিতি তস্মৈ রাজোহুহরং শত্ৰুং দদ্যাম্
তেনাখ্যানং প্রমাপয়েন্নরণং পুতো ভবতীতি
বিজ্ঞায়তে । নিকালকো বা স্তুতাকো গোময়গি-
না পাদপ্রভৃত্যখ্যানমভিদাহয়েন্নরণং পুতো
ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

পুরাকালং প্রমীতানামানাকবিধিকর্মণাম্ ।
পুনরাপন্নদেহানামঙ্গং ভবতি তচ্ছৃণু ॥
স্তেনঃ কুনখী ভবতি শ্বিত্রী ভবতি ব্রহ্মহা ।
স্বরাপঃ শ্রাবদন্তস্ত দুষ্টাশ্চ গুরুতল্লগ ইতি ॥

পতিতৈঃ সম্প্রযোগে চ ব্রাহ্মণে বা যৌনেন
বা তেজ্যঃ স্রকাশান্মাত্রা উপলব্ধাস্তাসাং পরি-
ত্যাগতৈস্তচ্চ ন সংবদেদ্বদীতীং দিশং গত্বাহনন্ন

সংহিতাধ্যয়নমধীযানঃ পুতো ভবতীতি বিজ্ঞা-
য়তে ।

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

শরীরপাতনাচ্চৈব তপসাধ্যয়নেন চ ।

মুচ্যতে পাপকৃৎ পাপাদানান্চাপি প্রমুচ্যতে ॥

ইতি বিজ্ঞায়তে ।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥২০॥

একবিশোহধ্যায়ঃ ।

শূদ্রশ্চেদ্ ব্রাহ্মণীমভিগচ্ছেদ্বীরণেবৈষ্টয়িত্বা
শূদ্রমগ্নৌ প্রাশ্তেদব্রাহ্মণ্যাঃ শিরসি বাপনং কার-
য়িত্বা সর্পিষাভ্যাজ্য নখাং ধরমারোপ্য মহাপথ-
মহুব্রাজয়েৎ পুতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে । বৈশ্ব-
শ্চেদ্ ব্রাহ্মণীমভিগচ্ছেদ্বীরোহিতদর্ভেবৈষ্টয়িত্বা
বৈশ্বমগ্নৌ প্রাশ্তেদব্রাহ্মণ্যাঃ শিরসি বাপনং কার-
য়িত্বা সর্পিষাভ্যাজ্য নখাং গোরথমারোপ্য মহা-
পথমনুসংব্রাজয়েৎ পুতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।
রাজত্বশ্চেদ্ ব্রাহ্মণীমভিগচ্ছেদ্বীরগর্ভেবৈষ্টয়িত্বা
রাজত্বমগ্নৌ প্রাশ্তেদব্রাহ্মণ্যাঃ শিরোবাপনং
কারয়িত্বা সর্পিষাভ্যাজ্য নখাং রক্তধরমারোপ্য
মহাপথমনুসংব্রাজয়েৎ । এবং বৈশ্যো রাজত্বায়াং
শূদ্রশ্চ রাজত্বাবৈশ্যায়োহর্ষনসা ভূতুরতিচারে
ত্রিরাত্রং যাবকং ক্ষীরং ভূজানার্থঃ শয়ানা
ত্রিরাত্রমপসু নিম্নগায়াঃ সাবিদ্র্যষ্টপতেন
শিরোভিকীর্জা জুহুয়াং পুতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।
ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে একবিশোহধ্যায়ঃ ॥২১॥

সমাপ্তা চেয়ং বসিষ্ঠসংহিতা ।

অত্রিসংহিতা ।



বঙ্গানুবাদ ।



কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী প্রিন্টিং প্রেস

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।



সন ১২১৪ সাল ।

অত্রিসংহিতা ।

বঙ্গানুবাদ ।

অগ্নিহোত্র হোমাস্তে নিশ্চিত মনে উপবিষ্ট, বৈদিকপ্রধান, সৰ্বশাস্ত্রপারদর্শী, ঋষিপূজ্য মহর্ষি অত্রিকে প্রণাম করিয়া ঋষিগণ বলিলেন, হে ভগবন্! যাহা করিলে ত্রৈলোক্য কুশলে থাকিতে পারে, সেই ধর্ম আশ্রয় করিও। ১।২। অত্রি বলিলেন, হে বেদশাস্ত্রমন্মজ্ঞ ঋষিগণ! তোমরা যে সন্দিক্ত অর্থাৎ ছর্নিশ্চেয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বখাদৃষ্ট ও বখাশ্রুত (অর্থাৎ নিজের পর্যালোচনা ও গুরুপদেশ অনুসারে) তৎসমস্তই বলিব। ৩। মহর্ষি অত্রি সৰ্বভীর্থে জলে আচমন, সকল দেবতাকে প্রণাম, ও সকল যুক্ত জপ করিয়া, সৰ্বশাস্ত্র-সম্মত, সমস্ত পাপ ও সংশয়ের বিনাশক, চতুর্ধর্মের সনাতন ধর্মশাস্ত্র ব্যক্ত করিলেন। ৪। এ জগতে যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে পাপাচারী বা যাহারা ধর্মের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারাও এই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইবে। ৬। অতএব ইহা বেদজগৎগণের যত্ন-পূর্বক পাঠ্য এবং ধর্ম অনুসারে সচ্চরিত্র শিষ্যদিগের নিকটও বক্তব্য। ৭। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ-গণ,—অসদ্বংশীয়, অসচ্চরিত্র, মূর্থ, শূদ্র, এবং ধলস্বভাব দ্বিজ, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে শাস্ত্র শিক্ষা দিবে না। ৮। যদি গুরু, শিষ্যকে একটী মাত্র অক্ষরও শিখাইয়া থাকেন, তথাপি, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ঐ শিষ্য ঋণ-মুক্ত হইতে পারে। ৯। একাক্ষর-শিক্ষক গুরুকেও যে ব্যক্তি সম্মানিত না করে, সে শতবার কুহুর-জন্ম ভোগ করিয়া অবশেষে

চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১০। যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়া সেই গর্বে অত্যাশ্র শাস্ত্রের উপদেশ অগ্রাহ করে, সে একবিংশতিরার পশুজন্ম প্রাপ্ত হয়। ১১। যে সকল মনুষ্য নিজ নিজ আচার পালনে সম্পূর্ণ তৎপর, অর্থাৎ কখনই অপথে পদার্পণ করে নাই, তাহারা দূরবর্তী হইলেও লোকের প্রীতি-ভাজন হয়। ১২।

ব্রাহ্মণের ছয়টি কার্য্য। তাহার মধ্যে যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন, এই তিনটি তপস্যা; আর, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন, এই তিনটি জীবিকা। ১৩। ক্ষত্রিয়ের পাঁচটি কার্য্য। তাহার মধ্যে যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন, এই তিনটি তপস্যা; আর, অস্ত্রব্যবহার ও প্রাণি-রক্ষা এই দুইটি জীবিকা। ১৪। বৈশ্যেরও যজ্ঞ দান ও অধ্যয়ন,—এই তিনটি তপস্যা; আর বার্তা, অর্থাৎ ক্রয়, বাণিজ্য গোরক্ষা ও কুদীদ, এই চারিটি জীবিকা। শূদ্রের দ্বিজ-সেবাই তপস্যা এবং শিল্পকার্য্য জীবিকা। ১৫। আমি এই ধর্ম বলিলাম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবিধ এই ধর্মের অনুগামী হইয়া থাকিলে, ইহকালে বহুমান প্রাপ্ত হইয়া পরকালে সঙ্গতি লাভ করে। ১৬। যাহারা পূর্বোক্ত নিজ নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম আশ্রয় করে, নরপতি তাহাদিগকে শাস্তিদান করিয়া স্বর্গভাগী করেন। ১৭। স্বধর্মে থাকিলে শূদ্রও স্বর্গলাভ করে। পরধর্ম, হৃদয়ী পরত্নীর ন্যায় সর্বতোভাবে ত্যজ্য। ১৮। জপ হোম প্রভৃতি দ্বিজোচিত কর্ম-নিরত

শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন ; কারণ, জলধারা যেরূপ অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জগৎহীনত্বের শূদ্র, সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে । ১৯ ।

প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, অবিক্ষেয়বিক্রয়, বা যাজন এই চারি কর্ম করিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পতিত হয় । ২০ । ব্রাহ্মণ মাংস, লাক্ষা (গালা), লবণ বিক্রয় করিলে সদ্য পতিত হয়, ও ছন্ধ বিক্রয় করিলে, তিন দিনে শূদ্রবৎ হয় । ২১ । ব্রত ও অধ্যয়ন শূন্য, ব্রাহ্মণ যে গ্রামে ভিক্ষা লাভ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পায় ; রাজা, সেই চৌরপালক-গ্রাম-বাসীদিগকে বধ-দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন । ২২ । যে রাজ্যে পণ্ডিত-ভোগ্য বস্তু মূর্খে ভোগ করে, সেখানে অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন মহা ভয় উপস্থিত হয় । ২৩ । যে রাজ্যে রাজা বেদজ্ঞ ও সর্বশাস্ত্রবিদ্যার ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করেন, সেখানে স্রবৃষ্টি হইয়া থাকে । ২৪ ।

স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতাল এই তিন লোক ; ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য, ও ভৈক্ষব এই চারি আশ্রম ; দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আইবনীয় এই তিন অগ্নি ; এই সমস্তের রক্ষার জন্ত বিধাতা ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন । ২৫ । যে সকল দ্বিজ মৌন অবলম্বন করিয়া প্রাতঃ ও সায়াংকালে সন্ধ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সহস্র দিব্য বৎসর স্বর্গলোকে পূজিত হইবেন । ২৬ । যে রাজা, চতুর্দশের উক্ত ধর্ম্ম পর্যালোচনা করিয়া, তাহাদের গুণ দোষ বিচার করেন, তিনি রাজত্বের দৃঢ়তা, কোষের উপচয়, শশ ও স্বর্গ লাভ করেন । ২৭ । ছুষ্ঠের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়ানুসারে ধন-সঞ্চয়, বিচারার্থীদের উপর অপক্ষপাতিতা এবং সর্বতোভাবে রাজ্যরক্ষণ করা, এই পাঁচটা রাজাদিগের বজ্র বলিয়া কথিত হয় । ২৮ । রাজগণ প্রজাপালন করিয়া যাদৃশ পুণ্য লাভ করেন, ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ পুণ্যলাভ করেন না । ২৯ । অকৃত্রিম জলাশয় না পাইলে ব্রহ্ম বা সরোবরে স্নান করিবে ; পরকীয় জলা-

শয় হইলে চারিটা পক্ষপাণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্নান করিবে । ৩০ । (১) বগা (২) গুরু (৩) রক্ত (৪) মজ্জা (৫) মূত্র (৬) বিষ্ঠা (৭) কর্ণের মল (খোল) (৮) নথ (৯) শ্লেষ্মা (১০) অস্থি (১১) চক্ষুর মল (১২) বর্ষ এই দ্বাদশটা মহুষ্যদিগের মল । ৩১ । তাহার মধ্যে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রথম ছয়টির শুদ্ধি এবং কেবল জলদ্বারা শেষ ছয়টির শুদ্ধি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন । ৩২ । শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস অনস্থ্যা, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া ব্রাহ্মণের লক্ষণ । ৩৩ । গুণিব্যক্তির গুণের অপলাপ না করা এবং অন্যের গুণের প্রশংসা না করা এবং অন্যের দোষ দেখিয়া উপহাস করা, ইহার নাম অনস্থ্যা । ৩৪ । অভক্ষ্য বর্জন, সংসংসর্গ এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য আচারপালনের নাম শৌচ । ৩৫ । প্রশস্ত কর্মের আচরণ ও অপ্ৰশস্ত কর্মের বিবর্জন, ইহাতেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ মঙ্গল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ৩৬ । শুভকার্য্যই হউক, আব শুভকার্য্যই হউক, যাহা দ্বারা শরীর ধানিয়ুক্ত হয়, তাহা আত্যন্তিক ভাবে করিবে না ; তাহার নাম অনায়াস । ৩৭ । আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যের মধ্য যখন যাহা ঘুটিবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া এবং পর-স্রীতে অভিলাষ না করার নাম অস্পৃহা । ৩৮ । অপর কোন ব্যক্তি বাহ বা মানসিক দুঃখ উপর করিলে, তাহার উপর ক্রোধ বা প্রতিহিংসা না করার নাম দম । ৩৯ । অন্ন আয় হইলেও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ প্রতিদিন অক্ষুণ্ণ চিত্তে অন্যকে দিবে, তাহার নাম দান । ৪০ । পরের প্রতি, এবং মাতৃবন্ধু পিতৃবন্ধু ও আয়-বন্ধু প্রভৃতি চিরাগত বন্ধুর প্রতি, সদ্য যাহার সহিত মিত্রতা হইয়াছে, তাহার প্রতি, এবং ঘেষের পাত্র, বা নিজের শত্রু, এই সকলের প্রতি আশ্রয় ব্যবহার করার নাম দয়া । ৪১ । যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হইয়াও এই সকল লক্ষণে বিভূষিত, তিনি উত্তম স্থান লাভ করেন এবং তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না । ৪২ । অগ্নিহোত্র, তপস্তা, সত্যপরতা, বেদোজ্ঞা প্রতিপালন, অতিথিসংস্কার, ও বৈশ-

দেব ইহাদিগের নাম ইষ্ট ১৪৩। বাণী কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় উৎসর্গ, দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও আরাম (উপবন) উৎসর্গের নাম পূর্ত ১৪৪। ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপূর্বক ইষ্ট ও পূর্ত করিবে। ইষ্ট দ্বারা স্বর্গ ও পূর্ত দ্বারা মোক্ষ লাভ হইবে। ১৪৫। এই ইষ্ট ও পূর্ত-কাণ্ডে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য অধিকার। শূদ্র পূর্তকাণ্ডে অধিকারী বটে, কিন্তু তদন্তর্গত বৈদিক কৰ্ম্ম আপনি করিবে না। ১৪৬। সর্ষদা যম সেবন করিবে; নিয়মাতুষ্ঠান যথাকালে করিলেই হইল, সর্ষদা করিতে হইবে না, এবং যম পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়ম করিলে পতিত হয়। ১৪৭। অজুরতা, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, অহিংসা, দান, সরলতা, প্রীতি, প্রসন্নতা, মধুরতা ও যুহতা এই দশটির নাম যম। ১৪৮। শৌচ, যজ্ঞাতুষ্ঠান, তপস্বী, দান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ, অবৈধ রতিত্যাগ, ব্রত, মোন, উপবাস ও স্নান এই দশটি নিয়ম। ১৪৯। কুশময় প্রতিমূর্তি তীর্থজলে নিমজ্জিত করিবে। তাহাতে যাহার উদ্দেশ্য ঐ কুশ-প্রতিমূর্তি নিমজ্জিত হইবে, তিনি অষ্টভাগ পুণ্য লাভ করিবেন। ১৫০। মাতা, পিতা, জাতা, স্নান, বা গুরু ইহার মধ্যে যাহার পুণ্য কামনা করিয়া স্নান করিবে, তিনি স্নান জনিত দ্বাদশাংশ ফল লাভ করিবেন। ১৫১। অপুত্রব্যক্তি পুত্রের প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে; যেহেতু শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য পুত্র ব্যতিরেকে হয় না। ১৫২। পিতা যদি ভূমিষ্ঠ জীবৎ পুত্রের মুখ দেখেন, তাহা হইলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করেন। ১৫৩। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেই লোক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং সেই দিনই শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু ঐ পুত্র নরক হইতে ত্রাণ করে। ১৫৪। বহুপুত্র কামনা করা উচিত, কেননা যদি তাহার মধ্যে কোন পুত্র গয়া গমন, কেহ বা অশ্বমেধযজ্ঞ, কেহ বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে। ১৫৫। * নরক-

ভীক পিতৃগণ “যে সন্তান গয়া গমন করিবে সে আমাদিগের উদ্ধার কর্তা হইবে” বিবেচনা করিয়া তাদৃশ পুত্রের কামনা করিয়া থাকেন। ১৫৬। কল্প নদীতে স্নান করিয়া, এবং গয়া-স্রের মস্তকে পাদবিষ্কাশ-পূর্বক অবস্থিত গদাধরদেবকে দর্শন করিয়া, লোক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতেও মুক্ত হয়। ১৫৭। যে ব্যক্তি মহানদীতে (গঙ্গা প্রভৃতিতে) আচমন করিয়া, দেব ও পিতৃ তর্পণ করে, সে নিত্যপদ লাভ এবং বংশের উদ্ধার করে। ১৫৮। পবিত্র-ভোজ্য-রহিত শঙ্খাযুক্ত স্থানে প্রাণ রক্ষার্থ, যাহাতে শৌচ সন্দেহ আছে, এমত দ্রব্য ভোজন করিলে, তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৫৯। তিন দিন ভিক্ষালব্ধ অক্ষারলবণ, তেজস্কর ব্রাহ্মী বৃক্ষের নির্গদ বা শঙ্খপুষ্পী ছন্ধের সহিত খাইবে। ১৬০। *

যদি কোন দিগ না জানিয়া মদ্যভাণ্ড হইতে জলপান করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কয় দিন কি কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার পাপ মোচন হইবে? ১৬১। পলাশপত্র, বিবপত্র, কুশ, পদ্মপত্র, উডুধরপত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথজলটুকুমাত্র তিন দিন পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৬২। যিনি অনবধানতাবশতঃ একবার মাত্র সায়াংকালে বা প্রাতঃকালে সন্ধ্যা না করিবেন, তিনি পর দিন স্নানান্তে একাগ্র-চিত্তে সহস্র গায়ত্রী জপ করিবেন। ১৬৩। শোকাফল হইয়া বা অতিশয় পরিশ্রম করিয়া স্নানাত্মক করিতে অক্ষম হইলে ভক্তি পূর্বক “ব্রহ্মকর্চ্ছ” ও যৎকিঞ্চিদান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ১৬৪। সর্পদষ্ট ব্যক্তি গোশৃঙ্গ জলে বা মহানদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া বা সমুদ্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ১৬৫। বৃক, কুকুর বা শৃগাল কর্তৃক দষ্ট ব্রাহ্মণ, স্তবর্ণশোধিত জলের সহিত দ্ব্যত ভোজন করিলে শুচি হইবে। ১৬৬। (কিন্তু) ব্রাহ্মণী ঐ সকল ঋণপদ কর্তৃক দষ্ট হইলে গ্রহনক্ষত্র দেখিয়া

* নীলবৃষ লক্ষণ—যাহার পুচ্ছাগ্র, খুর, এবং শৃঙ্গ গুরুত্ব ও অল্প অবয়বের রঙ্গ লাল, তাহাকে “নীলবৃষ” কহে।

* “ব্রহ্মহুর্জলাম” এইপাঠ থাকিলে তাহার অর্থ পীতবর্ণ, স্বর্ঘ্যবর্ত বৃক্ষের পত্র।

তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবে। ৬৭। তৃতী ব্যক্তি কুক্কুর দষ্ট হইলে তিন দিন উপবাস করিবে ও দ্ব্যুতসিদ্ধ যাবক (বাউ) ভোজন করতঃ ত্রুত সমাপ্তি করিবে। ৬৮। মোহ, অনবধানতা, বা লোভ বশতঃ ত্রুতভঙ্গ করিলে তিন দিন উপবাসাস্তে শুদ্ধ হইবে এবং পুনর্বার ত্রুত গ্রহণ করিবে। ৬৯। যদি কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ কোন ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করে তাহা হইলে দুই দিন গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭০। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিলে তিন দিন গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭১। অভোজ্যান্ন, স্ত্রী-শূদ্রোচ্ছিষ্ট বা অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিলে সাত দিনযবমণ্ড পান করিবে। ৭২। কুক্কুর-স্পৃষ্ট ব্যক্তি স্নান করিবে ও কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট খাইলে ষাণ্মাসিক ত্রুত করিবে। ৭৩। অত্যাশ্রয় অসংস্পৃশ্য জাতি স্পর্শে স্নান ও তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজনে ষাণ্মাসিক ত্রুত করিবে। ৭৪। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা মূত্র বা স্ত্রী স্পৃষ্ট দ্রব্য খাইলে পুনঃ সংস্কার —(পুন-রূপনয়ন) ভাগী হইবে। ৭৫। দ্বিজগণের পুনঃ সংস্কারের সময় মন্তক মুণ্ডন, মেথলা ধারণ, দণ্ডগ্রহণ, ভিক্ষাচরণ ও ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে না। ৭৬। গৃহমধ্যে শব থাকিলে তদুদ্ভূত গৃহের শুদ্ধি বলিব;—তত্রতা মৃগায়ভাণ্ড ও সিদ্ধান্ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৭। সেই সকল দ্রব্য গৃহ হইতে অপসৃত করিয়া গোময় দ্বারা লেপ দিবে, পরে ছাগ দ্বারা আশ্রাত করাইবে। ৭৮। ব্রাহ্মমন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ গৃহের অপবিত্রতা দূর করতঃ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্য ও কুশ-স্পৃষ্ট জলসেক করিলে, উক্ত গৃহ শুদ্ধ হইবে কোন সন্দেহ নাই। ৭৯। রাজা বা অস্ত্রাজ বা স্বপচ ব্যক্তি কোন দ্বিজকে বলপূর্ব্বক বিচালিত (সংপথচ্যুত অভক্ষ্য ভক্ষণাদি দ্বারা অসংপথে প্রবর্ত্তিত), করিলে ঐ দ্বিজ প্রাজাপত্য ত্রয় করিয়া পুনঃ সংস্কার করিবে। ৮০। কুক্কুর স্পর্শ করিলে স্নান করিবে এবং অকৃতমান কুক্কুরস্পৃষ্ট ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে যত্নপূর্ব্বক ত্রুত করিবে। ৮১। ইহার পর অশৌচের বিষয় বলিব, তাহার পর প্রায়শ্চিত্তের

কথা বলিব। ৮২। সায়িক এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ একদিনে শুদ্ধ হয়; কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তিন দিনে, আর অগ্নিবেদ-রহিত ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হয়। ৮৩। শাস্ত্রানুসারে ত্রুত-ধারী, আহিতাগ্নি ও রাজা, এবং ব্রাহ্মণ বাহ্য অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করেন, এই সকল ব্যক্তির স্বয়ং কৰ্ম্মে অশৌচ হইবে না। ৮৪। ব্রাহ্মণ দশ দিনের পর, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনের পর, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনের পর ও শূদ্র এক মাসের পর শুদ্ধ হয়। ৮৫। এক বংশোৎপন্ন হইয়া আপনা হইতে অল্পক্ৰমে সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ড, ইহাদিগেরই পিণ্ড বা লেপ-দান ও তর্পণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মরণাশৌচ ও তাহার অনুগামী, অর্থাৎ সপিণ্ড দিগের হইবে। ৮৬। কিন্তু জননাশৌচে চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দশ রাত্রি, পঞ্চমে ছয় দিন, ষষ্ঠে তিন দিন, সপ্তমে দুই দিন, অষ্টমে এক দিন, ও নবমে দুই প্রহর অশৌচ; দশম পুরুষ মাত্র স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। ৮৭। ৮৮। জনন মরণে হীনবর্ণা দাসী ও অমূল্যলোমী পত্নীদিগের স্বামীর সদৃশ অশৌচ হইবে; স্বামী মরিলে, যে বংশে তাহার জন্মিয়াছিল, তদনুরূপ অশৌচ হইবে। ৮৯। শবস্পৃষ্ট তৃতীয় (অর্থাৎ শবস্পৃষ্টকে যে স্পর্শ করে তাহাকে যে স্পর্শ করে সেই ব্যক্তি) বস্ত্রান্তর গ্রহণ না করিয়াই অবগাহন করিবে এবং শবস্পৃষ্ট চতুর্থ (অর্থাৎ শবস্পৃষ্ট তৃতীয় স্পর্শী) সাত বাটীতে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, ইহা শাববিধি (পরম্পরা শবস্পর্শীর শৌচ বিধি) বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৯০। সপত্নীপুত্রের জন্ম বা মৃত্যু হইলে একদা পরিণীত একান্নবর্জী অমবর্ণা মাতৃগণের স্বামীর সমান (স্বামী, বর্গা-সারে) অশৌচ হইবে; কিন্তু সকলে বিভক্ত হইলে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিণীতা হইলে স্বস্ববর্ণানুসারে অশৌচ হইবে। ৯১। উষ্ট্র বা মেঘীর দ্বন্দ্ব, অশৌচান্ন, স্বপকারের (রাঁধুনি ব্রাহ্মণের) অন্ন, শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। ৯২। যে মনুষ্য অধর্ম্ম উদ্দেশ্য করিয়া (অর্থাৎ সন্ধ্যাদি করিতে হইবে না ভাবিয়া) অশৌচান্ন ভোজন করে সে তিন দিবস উপবাস করিয়া একদিন জলে অবস্থান

করিবে । ৯৩। সাগ্নিক ব্যাক্ত অশৌচে মহা-
যজ্ঞ (কাম্য যজ্ঞ) করিবে না । কিন্তু শুদ্ধান বা
কুলদ্বারা নিত্য হোম করিবে । ৯৪। জন্মের
পর দশ দিনের মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে
সদ্যশৌচ হইবে ; তাহার জননাশৌচ আর
থাকিবে না এবং মরণাশৌচও হইবে না । ৯৫।
চুড়কর্ম্ম হইয়া গেলে বালক, নাম ও স্বধাপদ
উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে পারিবে । ৯৬।
ব্রহ্মচারী বা যতি সদ্যঃ শৌচভোগী। পূর্ব্ব-
সংকল্পিত মন্ত্রজপে ও ত্রুতে, ও যাজ্ঞিকদিগের
যজ্ঞে এবং যে বিবাহে বুদ্ধিশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সম্পন্ন
হইয়াছে, সেই বিবাহে (বিবাহপদসংস্কার
মাত্রের উপলক্ষক) সদ্যঃ শৌচ হইবে । ৯৭।
মধ্যে অশৌচ হইলেও বিবাহ, উৎসব
ও যজ্ঞে কোন দোষ হইবে না, যদি অশৌচ
হইবার পূর্ব্বক এসকল কার্যের আরম্ভ
হইয়া থাকে । ইহা অত্রি বলিয়াছেন । ৯৮।
গন্তুমত বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যে অশৌচ হয়,
তাহাতে স্মৃতিকা স্পর্শ না করিলে শুদ্ধ
আচমনের দ্বারা ব্রাহ্মণের অঙ্গাঙ্গ্যতাজনক
অশৌচ যাইবে । ৯৯। ক্ষত্রিয় পঞ্চম দিনে, বৈশ্য
সপ্তম দিনে, এবং শূদ্র দশম দিনে, স্পৃশ্য
হইবে, ইহা পণ্ডিতদিগের জ্ঞাতব্য এবং শূদ্রের
জনন মরণে যেরূপ, মৃত-জন্মেও সেইরূপ এক
মাস অশৌচ (ইহার দ্বারা অন্যবর্ণত্রয়েরও
পূর্ণাশৌচ জানিবে) । ১০০। ১০১। (১) চির-
বোগী, অসচ্চরিত্র, সর্বদা গ্নণগ্রস্ত, ধর্ম্মকার্য-
বর্জিত মূর্থ, অতিশয় স্নেহ, ব্যাসনে আসক্ত-
চিত্ত, চিরপরাধীন এবং স্বাধ্যায়ব্রহ্মচর্য্যবিহীন
ব্যক্তির সর্বদা অশৌচ । ১০২। ১০৩। পরিবিভির
প্রারম্ভিত ছই প্রজাপতা ; পরিবেত্ব-পরিণীতা
কণ্ডার এক প্রজাপতা ; কণ্ঠাদাতার কুচ্ছাতি-
কুচ্ছ ; পরিবেত্তার সাস্তপন । ১০৪। জ্যেষ্ঠ-
ভ্রাতা—কুজ, বামন, খজ্জ, জনসমাজে নিন্দিত,
বেদাধ্যয়নে অসমর্থ, জন্মাক, জন্মবধির বা
মুক হইলে পরিবেদনে অর্থাৎ কনিষ্ঠের বিবাহে
দোষ হইবে না । ১০৫। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্রীষ,

দেশান্তরস্থ, পতিত, প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী),
যোগশাস্ত্রবৃত্ত, (যোগাভ্যাস করিতে দৃঢ় ইচ্ছা
থাকায় বিবাহে অনিচ্ছুক), হইলে পরিবেদনে
দোষ হইবে না । ১০৬। যে ব্যক্তির পিতা
পিতামহ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অগ্নিহোত্রাধিকারী
হয়েন নাই, পরে ঐ ব্যক্তি (প্রারম্ভিত করিয়া)
অগ্নি গ্রহণ করিলে পরিবেদন দোষে দোষী
হইবে না । ১০৭। জ্যেষ্ঠের স্ত্রীবিয়োগের
পর পুনর্বিবাহ না হইলেও কনিষ্ঠ বিবাহে
অধিকারী, এবং ঐ জ্যেষ্ঠ দেশান্তরস্থ বা পাপী
হইলে কনিষ্ঠ অগ্নিহোত্রে অধিকারী । ১০৮।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমীপেই বর্তমান আছে, (এবং
উক্ত কোনরূপ দোষে দোষী নহে) অথচ
অগ্ন্যধান করিতেছেন ; সেস্থলে জ্যেষ্ঠের অনু-
মতি লইয়া কনিষ্ঠ অগ্ন্যধান করিবে ইহা
শ্রুতবাক্য । ১০৯। অগ্নি, বেদ, বা তপস্যা এই
সকল কারণে জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বক গহীত হইলেও
কনিষ্ঠকে পরিবেদন দোষে দুষিত করিতে
পারিবে না এবং অনুমতি ব্যতিরেকে কনিষ্ঠ
আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না । ১১০। যাহা
শ্রুতি স্মৃতি কথিত নিত্য, বা নৈমিত্তিক
কার্য্য, এবং যাহা স্বর্গজলক কাম্য কর্ম্ম, তাহার
অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম সংঘ্য করিবে । ১১১।
শুরু প্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র খাইবে ;
ঐ দিন হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক
এক গ্রাস আহার বাড়াইবে অর্থাৎ পূর্ণিমা
পর্য্যন্ত তিথি সংখ্যানুসারে গ্রাস সংখ্যা
হইবে, এবং কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন
এক এক গ্রাস কমাইবে ও অমাবস্যাতে
উপবাস করিবে, ইহা হইলেই চান্দ্রায়ণ ব্রত
করা হইল । পূর্ণাচার্য্যগণ এই চান্দ্রায়ণ
ব্রতকে মহাপাতকনাশক বলিয়াছেন । ১১২।
বেদাভ্যাসরত, ক্ষমাশীল, মহাযজ্ঞাভ্যাসী
ব্যক্তিকে ব্রহ্মহত্যাদিজনিত পাপও স্পর্শ
করিতে পারে না । ১১৩। বায়ুভোজী হইয়া
দিবসে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত*ও রাত্রিতে জলে
অবস্থান করত সশস্ত্র গায়ত্রী জপ করিবে ;
তাহা দ্বারা ব্রহ্মবধ ব্যতিরিক্ত সকল পাপ নষ্ট
হইবে । ১১৪। পদ্মপত্র, উডুধরপত্র, বিষপত্র,
কৃশ এবং অশ্বখপত্র, পলাশপত্র সিদ্ধ করিয়া

(১) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইবার পূর্ব্বক কনিষ্ঠের
বিবাহ হইলে ঐ কনিষ্ঠের "পরিবেত্তা" এবং ঐ জ্যেষ্ঠের
"পরিবিভি" সংজ্ঞা হয় ।

তাহার জল পান “পর্ণকুচ্ছ” নামে কথিত হয় ১১৫। গব্য ছগ্ন, গব্য দধি, গোমূত্র, গোময়, এবং গব্য দ্ব্যত এই পঞ্চগব্য পান করিয়া পরদিন নিরম্ব উপবাস করিবে ইহা। “সাস্তপন” ব্রত। ১১৬। কথিত পঞ্চগব্যের এক একটা এক এক দিন, (কোন দিন ছগ্ন মাত্র, কোন দিন দধি মাত্র, ইত্যাদি) এইরূপ পাঁচ দিন, এবং এক দিন মিশ্রিত সকল পঞ্চগব্য পান করিবে; এই ছয় দিনের পর সপ্তম দিনে উপবাস করিবে; এই ব্রত “মহাসান্তপন” বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১৭। তিন দিন সায়াংকালে তিন দিন প্রাতঃকালে এবং তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবে; ইহার পর তিন দিন উপবাস করিবে; (এই দ্বাদশ দিন সার্থ্যব্রত) “প্রাজাপত্য” নামে কথিত হইয়াছে। ১১৮। এই ব্রতে সায়াংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস অযাচিত তিন দিবসে চতুর্দশগ্রাস পাইবে; পরের তিন দিন উপবাস করিবে। ১১৯। প্রাজাপত্য ব্রতের মত তিনদিন রাত্রিতে, তিনদিন দিবসে ও তিনদিন অযাচিত দ্রব্য ভোজন করিবে, কিন্তু এই নয়দিনে এক এক গ্রাস মাত্র ভোজন। পরে তিন দিন উপবাস। ইহার নাম “অতিকুচ্ছ”। ১২০। সকলের জ্ঞান উচিত যে, এই প্রায়শ্চিত্তভঙ্গভূত শরীর-শোধক ভোজন-গ্রাস কুকুটীও পরিমিত হইবে। কিসা নাহার মুখে স্বচ্ছন্দে যেরূপ গ্রাস প্রবিষ্ট হয়, তাহার পক্ষে সেইরূপ গ্রাস বিধেয়। ১২১। তিন দিন ছয়পল পরিমিত উষ্ণ-জল, তিন দিন ত্রিগল পরিমিত উষ্ণদুগ্ধ, এবং তিন দিন একপল পরিমিত উষ্ণয়ত পান করিয়া, তিন দিন বায়ুভুক হইয়া থাকিলে “তপ্তকুচ্ছ” নামক ব্রত অল্পষ্ঠিত হয়। ১২২। ১২৩। তিন দিন ত্রিগল দধি, তিন দিন ত্রিগল ক্ষীর এবং তিন দিন একপল পরিমিত স্নাত পান করিবে; আর তিন দিন বায়ুভুক হইবে; ইহাকেই “বৈদিককুচ্ছ” ব্রত কহে। ১২৪। ১২৫। এক দিন একবার মাত্র ভোজন; একদিন রাত্রিতে অযাচিত ভোজন এবং একদিন উপবাস দ্বারা “পাদকুচ্ছ” ব্রত হয়। ১২৬। এক-

বিংশতি দিন ছগ্ন মাত্র পান করিয়া থাকিলে “কুচ্ছাতিকুচ্ছ” ব্রত; এবং দ্বাদশ দিন উপবাস করিলে “পরাক” ব্রত কহে। ১২৭। চার দিন প্রত্যহ পিত্তাক (খোল), দধি, শকু (ছাত্ত) এই কয় দ্রব্যের একএক গ্রাস ভোজন ও এক দিন উপবাস, এই ব্রত “সৌম্যকুচ্ছ” নামে কথিত হয়। ১২৮। এই পাঁচটা কার্যের মধ্যে যথাক্রমে তিন দিন করিয়া এক একটা কার্যের আরম্ভ করিলে পঞ্চদশ দিন সাধা যে ব্রত হয়, তাহা “ওলাপুকষ” নামে জ্ঞাতব্য। ১২৯। দহ্যমানী কপিলা গাভীর ধাবোক্ষ ছগ্ন পান ব্যাসকৃত কুচ্ছ; ইহা চাণ্ডালকেও শুদ্ধ কবে। ১৩০। (দিবসে অনাহারে থাকিয়া, রাত্রিতে ভোজনের নাম নক্তব্রত। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান হয় নাই, তাহার প্রায়শ্চিত্ত “চাক্ষায়ণ” ইহা কথিত হইয়াছে। ১৩১। তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বিগুণ দক্ষিণা দিয়া অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিলে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়েন, পূর্বোক্ত কুচ্ছ করিলে তাদৃশ ফলই প্রাপ্ত হইয়েন। ১৩২। বেদান্তাস্তম্ভের ক্ষমাশীল লোক ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে এবং তত্পদিশিষ্ট শৌচ ও আচাৰ পালন করিলে গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভ করে। ১৩৩। দ্বিজাতি সকলের ধর্ম এই উক্ত হইল। স্ত্রীশূদ্দিগের পাতিতাজনক কার্যের বিবরণ বলিতেছি; হে মহর্ষিগণ শ্রবণ কর। ১৩৪। জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মনঃসংযম, দেবতারাদন এই ছয়টা কার্য স্ত্রীশূদ্দের পাতিতাজনক। ১৩৫। যে নারী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস করিয়া ব্রত করে, সে নারী স্বামীর আয়ুঃপ্রদ করে ও নরকে গমন করে। ১৩৬। নারী তীর্থস্থান অভিলାষিনী হইলে স্বামী, শিব বা বিষ্ণুর পাদোদক পান করিবে; ইহাতে পরম স্থান লাভ করিবে। ১৩৭। স্বামীর জীবিতাবস্থায় বা মৃত অবস্থায় স্ত্রী বামাস্ত্রী; আর পুরুষ দক্ষিণ দিক্ ভাগী। কিন্তু শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ ও বিবাহ সময়ে স্ত্রী দক্ষিণ দিকে থাকিবে। ১৩৮। চন্দ্র, গুরুকর্ষণ ও অঙ্গিরা ইহারা স্ত্রীদিগকে শুচিতা দান করিয়াছেন এবং অগ্নি সর্বশুচিতা দান করিয়াছেন। অতএব স্ত্রী সর্ব-

দাই পবিত্র । ১৩৯। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলে ব্রাহ্মণ হয় ; সংস্কার (উপনয়ন) হইলে উহাকে দ্বিজ বলা গিয়া থাকে ; বিদ্যা দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ হয় এবং উক্ত জন্ম, সংস্কার ও বিদ্যা এই তিন দ্বারা “শ্রোত্রিয়” পদবাচ্য হয় । ১৪০। যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, ও তাহার উপদেশমতে কার্য্য করে, তাহাকে “বেদবিৎ” বলা যায় । তাহার বাক্য পবিত্রতাজনক । ১৪১। বেদবিৎ একজনও ব্রাহ্মণ যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, শত সহস্র অজ্ঞ ব্যক্তি যাঁহা করে, তাঁহা ধর্ম্ম নহে । ১৪২। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ জপ হোমাদি দ্বারা অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান হইয়েন, আর জলসেকে যেরূপ অগ্নির তেজোনাশ হয়, প্রতিগ্রহ দ্বারা তাঁহারাও সেইরূপ হীন-তেজ হইয়েন । ১৪৩। যেমন প্রবল বায়ু আকাশ-সঞ্চারী মেঘসকলকে বিদূরিত করে, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ সেই প্রতিগ্রহজনিত দোষরাশিকে প্রাণায়াম দ্বারা বিদূরিত করেন । ১৪৪। যদি ব্রাহ্মণ, ভোজনাগ্নিতে আচমন করিয়া আর্দ্র হস্তে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার লক্ষ্মী, বল, যশঃ, তেজঃ এবং আয়ুঃ হ্রাস হয় । ১৪৫। যে ব্যক্তি ভোজনগৃহে বা আসনে অবস্থিত হইয়া উপ-স্পর্শ (কুলকুচা) করে, তাহার অন্ন অভোজ্য ; ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয় । ১৪৬। যে ব্যক্তি আপনার অধিষ্ঠিত আসনে পাত্র রাখিয়া সেই পাত্রের জলে আচমন করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না ; ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয় । ১৪৭। বেদ হইতে উৎকৃষ্ট শাস্ত্র নাই, মাতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু নাই, ইহলোকে ও পরলোকে দান অপেক্ষা উত্তম বন্ধু নাই ; কিন্তু অসংপাত্রে প্রদত্ত দ্রব্য সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দান্য করে । ১৪৮। লৌহময় পাত্রে যে হব্য (দেবদেয়) কব্য (পিতৃদেয়) অন্ন প্রদত্ত হয়, তাহা দেবগণ বা পিতৃগণ গ্রহণ করেন না ; ভোক্তামনুষ্যের পক্ষেও সেই অন্ন বিষ্ঠাবৎ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং গাতা নরক-গামী হন । ১৪৯। বিচক্ষণ ব্যক্তি অশ্রুপাত্রে স্থাপিত অন্নও বামহস্ত বা লৌহ-পাত্রদ্বারা কদাচ পরিবেশন করিবে না । ১৫০।

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তি-উদ্দেশ্যে মৃগায় পাত্রে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন, সেই অন্ন-দাতা এবং ঐ ভোক্তা উভয়েই নরকগামী হইবেন । ১৫১। অশ্রুপাত্রের নিত্য অভাব হইলে, ঐ সকল শ্রদ্ধাঙ্গী ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে মৃগায় পাত্রেও দিতে পারিবে ; কেন না শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-গণের সত্য মিথ্যা সকল বাক্যই প্রামাণিক । ১৫২। সূর্য্যময়, লৌহময়, তাম্রময়, কাংস্তময় বা রৌপ্যময় পাত্রে করিয়া ভিক্ষা দান করিলে, দাতার ধর্ম্ম হয় না এবং ঐ ভিক্ষালব্ধব্য-ভোজী ভিক্ষু পাপ ভোজন করে । ১৫৩। ভিক্ষুগণ কখনই, এমন কি বিপৎকালেও, কাংস্তপাত্রে ভোজন করিবে না, কেন না যতিগণের বৃক্ষপত্রে ও গৃহস্থগণের কাংস্তপাত্রে ভোজন নিয়ম সিদ্ধ । ১৫৪। কাংস্তপাত্রের যে অপবিত্রতা, এবং গৃহস্থের যে পাপ, কাংস্তপাত্রে আহাব কবিলে ভিক্ষু সেই দুয়ের অধিকারী হয় । ১৫৫। এ বিষয়ে (কেহ) বলিয়া থাকেন। সূর্য্য, আয়স, লৌহ, তাম্র কাংস্ত এবং রৌপ্যময় পাত্রে ভোজন করিলে ভিক্ষু দোষী হয় না ; কিন্তু ঐ সকল পাত্র গ্রহণ করিলে দোষী হয় । ১৫৬। যতি হস্তে জলপ্রদানপূর্ব্বক ভিক্ষা দিয়া পুনর্বার জল দিলে সেই ভিক্ষা মেকতুল্য, এবং ঐ জল সমুদ্র তুল্য হয় । ১৫৭। যতি, স্নেহ-গৃহ হইতেও মাধুকরীবৃন্তি অবলম্বন করিবে, (অর্থাৎ নানা স্থান হইতে আহারোপযুক্ত অন্ন সংগ্রহ করিবে) কিন্তু বৃহস্পতির গৃহেও একান্ন (একমাত্র স্থান হইতে সংগৃহীত অন্ন) খাইবে না । ১৫৮। যে গৃহস্থ হইয়া আপৎকাল ব্যতিরেকে (ইচ্ছা-পূর্ব্বক) সিদ্ধান্ন ভিক্ষা করে, সে দশদিন রাত্রে বজ্র ও তিন দিন শুদ্ধ জলপান করিবে । ১৫৯। গোমূত্রমিশ্রিত স্ততপক যাবক “বজ্র” নামে অভিহিত,—ইহা ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন । ১৬০। ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরু-প্রতি-পালক, পথিক ও দরিদ্র,—এই ছয়জনকে ভিক্ষু কহে । ১৬১। ছয়মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী স্ত্রীতে, এবং বালকের দন্তজননের পর (বালকের ছয় মাস বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে), জাতাপত্য স্ত্রীতে, উপগত হইতে পারে ; ইহা বিহিত ধর্ম্ম । ১৬২।

প্রথম ব্রহ্মহত্যা, দ্বিতীয় বিমাতৃগমন, তৃতীয় সুরাপান, চতুর্থ (অশীতি রতিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক সুরবর্ণ—) স্তেয়, পঞ্চম এই সকল পাপিগণের সহিত গুরুতর সংসর্গ—ইহা মহাপাতক । ১৬৪ । এই সকল পাপ হইতে শুদ্ধ হইবার জন্য যথাক্রমে তিন বৎসর ব্রত আচরণ করিবে; তাহাতে অকামকৃত-ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে । ১৬৫ । ব্রহ্মহত্যা-পাপের অধিপাপ ক্ষত্রিয় হত্যায়, ষষ্ঠভাগৈক ভাগ বৈশ্য হত্যায় এবং দ্বাদশভাগৈকভাগ শূদ্র হত্যায় । ১৬৬ । তিনমাস নক্ত-ব্রত, ভূমিতে শয়ন ও কৃচ্ছাদ (৩০ প্রজাপত্য) করিলে স্ত্রী-হস্তা শুদ্ধ হইবে । ১৬৭ । রজক, শৈলুষ (নাটকাদিতে সাজিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে), বেণু-কর্শোপজীবী (ডোম) ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে । ১৬৮ । সকল অন্ত্যজা গমনে, তাহাদিগের দ্রব্য ভোজনে, ও সম্প্রবেশনে (একত্র শয়নে) পরাক্রান্ত দ্বারা শুদ্ধ হইবে—ইহা শুগবান্ অত্রি বলিয়াছেন । ১৬৯ । ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল-ভাণ্ডস্থিত জল পান করিলে ৩৭ দিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক আহার করিয়া থাকিবে । ১৭০ । ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজ বা রজ-স্বলা স্পৃষ্ট পক্কান ভোজন করিলে; প্রাজাপত্য করিবে । ১৭১ । চাণ্ডালান-ভোজী চতুর্দশবর্ষের বক্ষ্যমাণ প্রকারে শুদ্ধি যথা;— ব্রাহ্মণ, চান্দ্রায়ণ; ক্ষত্রিয় সান্তপন; বৈশ্য, ষড়্রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য ভোজন; এবং শূদ্র ত্রিরাত্র-ব্রত করিয়া বৎসিকিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে । ১৭২ । ১৭৩ । ব্রাহ্মণ, বৃক্ষে উঠিয়া ফল খাইতেছে, এমন সময়ে যদি চাণ্ডাল সেই বৃক্ষের মূল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে । ১৭৪ । ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিক্রমে ঐ ব্রাহ্মণ সবস্ত্র (বস্ত্রান্তর গ্রহণ না করিয়া) হইয়া স্নান এবং ঘৃত ভোজনপূর্বক একদিন নক্ত-ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে । ১৭৫ । চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষে আকূট হইয়া তাহার ফল ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে । ১৭৬ । ঐ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদিগের অনু-

মতিক্রমে সবস্ত্র হইয়া স্নান ও একদিন কেবল পঞ্চগব্য পান করিবে এবং একদিন উপবাসী হইবে, তাহাতে শুদ্ধ হইবে । ১৭৭ । ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল এক শাখায় আকূট হইয়া ঐ শাখাস্থ ফল ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে । ১৭৮ । ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে । ১৭৯ । স্নেচ্ছস্ত্রীতে উপগত হইলে সান্তপন করিলে শুদ্ধ হইবে এবং স্নেচ্ছোপভুক্ত ভার্ঘ্যার সহিত ব্যবহার করিলে সবস্ত্র-স্নান, ঘৃতভোজন ও চতুর্দশকৃত করিলে শুদ্ধ হইবে । ১৮০ । ১৮১ । অন্য ব্যক্তি কর্তৃক অপত্যের নিমিত্ত সংগ্রহীত নারীতে গমন করিলে নদী জলদ্বারা স্নান এবং ঘৃতপ্রাশন করিয়া শুচি হইবে । ১৮২ । চাণ্ডাল, স্নেচ্ছ, খণ্ড, কপালব্রতধারী,--অজ্ঞানতঃ ইহাদিগের স্ত্রীগমন করিলে পরাক্রান্তান্নষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইবে । ১৮৩ । যদি স্নানপূর্বক ঐ সকল স্ত্রীগমন করে বা গমন দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ উপভোজ্য পুরুষ, ঐ স্ত্রীর সমজাতি হইবে, সেই পুরুষই সেই স্ত্রীর সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । ১৮৪ । দ্বিজ, তেল বা ঘৃত মাখিয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ বা চাণ্ডাল স্পর্শ করিলে পঞ্চগব্য পানপূর্বক অহোরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে । ১৮৫ । কেশ কীট নখ স্নায়ু এবং অস্থি-কণ্টক স্পর্শ করিলে নদীজলে স্নান ও ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে । ১৮৬ । মংস্যাশ্বি, শৃগা নাশি, নখ, শুক্রি (ঝিলুক), কপদিকা (কড়ি) স্পর্শ করিলে স্নান ও সুরবর্ণ-শোধিত উষ্ণ-ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে । ১৮৭ । গোবুল (গোয়াল) কন্দুশালা (ভর্জুন পাত্র) তৈলঘর ও ইক্ষুঘর (শুড় নিস্পাদক) স্ত্রীলোক ও রোগীর শোচাশোচ বিচাণ্য নহে অর্থাৎ এ সকল সর্সদাই শুচি । ১৮৮ । স্ত্রী, উপপতি করিলেও ছুটা হইবেনা, ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত হিংসাদি দ্বারা ছুট হইবেন না, জল বিষ্ঠামূত্রস্পর্শেও ছুট হইবে না, অগ্নি অপবিত্র দ্রব্য দগ্ধ করিলেও অপবিত্র হইবে না । ১৮৯ । প্রথমেই নারীগণকে চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, বহি প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ ভোগ করেন,

পরে মনুষ্যাগণ, তাহারা কোনরূপ মানসাদি সামান্য পাপে ছুট হইতে পারে না । ১৯০ । অসবর্ণ (উত্তমবর্ণ) পুরুষ কোন জীৱ গৰ্ভ করিলে সেই গতিণী নারী যাবৎ প্রসব না করে, তাবৎ অন্তঃস্থ থাকিবে । প্রসবের পর সেই নারী ঋতুমতী বিগুহ্ব কাঞ্চনের তায় শুদ্ধ হইবে । ১৯১ । ১৯২ । জীৱ সম্পূর্ণ অমত সত্ত্ব, যদি কেহ বঞ্চনা, বল, বা চৌর্য্যপূৰ্ণক উপগত হয়, তাহা হইলে ঐ অছটা জীকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে । যেহেতু ঐ কার্য্যে জীৱ ইচ্ছা ছিল না ; পরে ঋতুকাল উপস্থিত হইলে ঐ জীৱ সহিত সংসর্গ করিতে পারিবে (তাহার পূৰ্ণে করিবে না) কেননা ঋতুকাল উপস্থিত হইলে জীৱাল শুদ্ধ হয় । * । ১৯৩ । ১৯৪ । রজক, চন্দ্রকার, নট (নাটক দ্বারা করিয়া জীবিকানির্বাহকারী) বকড, কৈবর্ত, মেদ ও ভিন্ন এই সাতটী জাতিকে অন্ত্যাজ কহে । ১৯৫ । জ্ঞানপূৰ্ণক ইহাদিগের জীৱগমন, অন্ন ভোজন বা প্রতিগ্রহ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃচ্ছাদ (এক বৎসর একাদিক্রমে প্রজাপত্য ব্রত ৩০ প্রজাপত্য) করিতে হইবে ; অজ্ঞানপূৰ্ণক করিলে চন্দ্রায়ণদ্বয় । ১৯৬ । যে নারী একবার মাত্র স্নেচ্ছ বা (তাহার তুল্য) পাপিষ্ঠ (চাণ্ডালাদি বা অতিপাতকী প্রভৃতি) কর্তৃক উপভুক্ত হইয়াছে, সে প্রাজাপত্য ব্রতভুষ্ঠান ও রজনির্গমদ্বারা শুদ্ধ হইবে । ১৯৭ । যে নারী বলপূৰ্ণক দ্বারা অথবা অস্ত্রের বাক্যে বঞ্চিতা হইয়া সক্রুং (একবার মাত্র) উপভুক্ত হয়, সে প্রাজাপত্য ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে । ১৯৮ । দীর্ঘকাল-ব্যাপী তপস্তারত জীলোকের রজঃ হইলে কখনই ব্রত ভঙ্গ হইবে না । ১৯৯ । দ্বিজ, মদ্য সুরাপ্পৃষ্ট কুস্তের জল পান করিলে কৃচ্ছপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃত (পুনরুপনীত) হইবে । ২০০ । অন্ত্যজের বহু পুষ্প-ফল-শোভিত বৃক্ষ থাকিলে সেই সকল বৃক্ষের পুষ্প এবং ফল সকলের উপভোগ্য । ২০১ । চাণ্ডালপৃষ্ট জল পান করিলে ব্রাহ্মণ, “কৃচ্ছপাদ” অহুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ

* ১৮৯ + ৯৯ বছরের কালাদি ভেদে মীমাংসা করিতে হইবে ।

হইবে, ইহা আপত্ত্ব মূনি বলিয়াছেন । ২০২ । স্নেহা, চন্দ্রপাছকা, বিষ্ঠা, মূত্র, রজঃ, শোণিত, বা মদ্যকর্টুক দূষিত রূপের জল পান করিলে, ক্রীড়া প্রায়শ্চিত্ত হইবে । ২০৩ । ব্রাহ্মণ—তিন দিন, ক্ষত্রিয়—দুই দিন, এবং বৈশ্য—এক দিন, উপবাস ও শূদ্ৰ—অনন্ত ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে । ২০৪ । সদা বমনস্পর্শে সবস্ত্র স্নান, পূৰ্ণদিনের বমনস্পর্শে এক দিন ও অধিক দিনের বমনস্পর্শে তিন দিন উপবাস, ব্রাহ্মণের কর্তব্য । ২০৫ । মস্তক সুরালিপ্ত হইলে দশ দিন, কণ্ঠ সুরালিপ্ত হইলে ছয় দিন, উরু সুরালিপ্ত হইলে তিন দিন ও পাদ সুরালিপ্ত হইলে এক দিন, উপবাস করিবে । ২০৬ । এতলে কেহ বলেন, ব্রাহ্মণ, সুরা-ভিন্ন (অন্ন-বিকার পৈপ্পী, মাধ্বী, গোড়ী এই ত্রিবিধ সুরা, প্রথমটী মূষা, দ্বিতীয় দুইটী গোণ) মদ্য (পানাসাদি একাদশবিধ) প্রমাদতঃ পান করিলে দশদিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে । ২০৭ । যে ব্রাহ্মণ, মদ্যপ (অসক্রুং মদ্যপান কর্তা বা সক্রুং সুরাপান কর্তা) বা নিষাদের অন্ন ভোজন করে, দেবগণ তাহার প্রদত্ত হব্য ভোজন বা জল পান করেন না । ২০৮ । জীলোক সহমরণ বা অহুমরণ করিতে গিয়া চিতা হইতে পতিত হইলে বা রোগদ্বারা রজোহীন হইলে “প্রাজাপত্য” ব্রত করিয়া এবং দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে । ২০৯ । যে সকল নির্দিত ব্রাহ্মণ প্রতজ্যা-গ্রহণ, মরণ সঙ্কল্পপূৰ্ণক অগ্নি-প্রবেশ, বা জল প্রবেশ করে অথচ উহাতে বিনষ্ট না হইয়া পুনর্বার গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা তিন প্রাজাপত্য চান্দ্রায়ণ এবং জাতকর্ম প্রভৃতি সমুদয় সংস্কারভাগী হইবে । ২১০ । ২১১ । ব্রহ্মদণ্ড (ব্রহ্মশাপাদি) দ্বারা বিনষ্ট হইলে তাহার অশোচ হইবে না, তাহার উদ্দেশে, জলাদিদান, বা অশ্রুত্যাগ, কর্তব্য নহে ; তাহার গুণ বর্ণন কি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ছুঃখ করা, বা “কটধারণ” (শয্যাস্তর পরিত্যাগপূৰ্ণক মাত্র কটে শয়ন) বিধেয় নহে । ২১২ । যদি কেহ ঐ ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক স্নেহবশতঃ বা তাহার (ক্ষমতাসালী

পুত্রাদিব) ভয়ে বা বিনয়ে এই সকল নিষিদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে গোমূত্রসিদ্ধ যাবক আহারই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত । ২১৩। শৌচ স্মৃতি বর্জিত (যাহার শৌচা-শৌচ বিষয়ক জ্ঞান নাই) বৃদ্ধ-টিকিৎসাদি নিষেধ করিয়া, উচ্চ দেশ হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ, অনশন, বা জলপ্রবেশ দ্বারা আশ্ব-ঘাতী হইলে, পুত্রাদির তিন দিন মাত্র অশৌচ হইবে; দ্বিতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয় (গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিবার জন্য চিতা হইতে অস্থি-সংগ্রহ), তৃতীয় দিনে উদক দান ও চতুর্থ দিনে তাহার শ্রাদ্ধ করিবে। ২১৪। ২১৫। যাহার গৃহে অন্ততঃ একটীও সবৎসা গাভী নাই, তাহার কিরূপে মঙ্গল হইবে ও পাপ, হুঃখ বা অমঙ্গলের নাশ হইবে ॥ ২১৬ ॥ দোহন বাহনের আতিশয্য, রজুদানার্থ নাসিকা বেধ, নদীতে, পর্বতে বা অর্ধবেধ বোধে গোর মৃত্যু হইলে, সাক্ষাৎ গোবধ প্রায়শ্চিত্তের পাদোদন প্রায়শ্চিত্ত করিবে ॥ ২১৭ ॥ ধর্ম্মিষ্ঠগণ আটটা বৃষ দ্বারা হল চালন করেন; ছয়টা বৃষ দ্বারা চালনও সমাজগৃহিত নহে। নির্দয় ব্যক্তির চারটা বৃষ দ্বারা হলচালনা করে আর যাহারা দুইটি বৃষদ্বারা হলচালনা করে, তাহারা ত গোহত্যাকারী। ২১৮। বৃষদ্বয়বাহিত হল এক প্রহর পর্য্যন্ত, বৃষ চতুষ্টয়বাহিত হল মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, ষড়বৃষ বাহিত হল তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত, অষ্টবৃষবাহিত হয় সম্পূর্ণ এক দিন চালিত করিতে পারিবে। ২১৯। * কাষ্ঠ লোষ্ট্র বা শিলা দ্বারা গোহত্যা করিলে “সান্তপন” ব্রত, মৃত্তিকা দ্বারা করিলে, “প্রজাপত্য” লৌহদণ্ড দ্বারা করিলে “অতি-কৃচ্ছ্র” করিবে। ২২০। প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং একটা সবৃষগাভী পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবে। ২২১। শরভ (অষ্টচরণ মৃগবিশেষ), উষ্ট্র, অশ্ব,

হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র বা গর্দভ হত্যা করিলে শূদ্রবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২২২। মাক্ষার, গোধা, নকুল, ভেক বা পক্ষী বধ করিলে তিন দিন হুঙ্কপান বা পাদকৃচ্ছ্র করিবে। ২২৩। চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট-বিষ্ঠা-মূত্র-সংস্পৃষ্ট, বা নিজেব উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২২৪। বাপী, কূপ, তড়াগ বা কৃত্রিম বনজলাশয় দূষিত, শবদি সংস্পৃষ্ট হইলে, ঐ দূষিত জলাশয় হইতে এক-শত কুন্ত জল তুলিয়া লইয়া পঞ্চগব্য প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে। ২২৫। কুস্তাদিস্থিত জল, অস্থি, চর্ম্ম, গর্দভ, বা কুকুরাদি স্পর্শে দূষিত হইলে সমস্ত জল ফেলিয়া দিয়া তত্তৎ পাত্রের মাক্ষার দ্বারা শুদ্ধি। ২২৬। গোদোহনপাত্র এবং চন্দ্রপুট (মোশক) স্থিত জল, যন্ত্র (জলাদি উত্তোলন পাত্র) আকর (দ্রব্যনিষ্পাদক যন্ত্র “বানি” প্রভৃতি) কাক ও শিল্পীর হস্ত স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধদিগের আচরণ এবং যাহার অন্ত্রচিহ্ন প্রত্যক্ষীকৃত হয় নাই, তাহাও শুচি। ২২৭। নগররোধ সময়ে, দুর্গম প্রদেশে, শিবির মধ্যে, গৃহদাহ উপস্থিত হইলে, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে বা মহোৎসব সময়ে দোষা-দোষ বিচার অকর্তব্য। ২২৮। পান-গৃহ, অরণ্যস্থ অবিজাত-জলাশয়, জলোত্তোলনের ঘট, অবিজাত কূপ, এবং দোণীর (স্নানপাত্র বিশেষ) জল এবং খজ্রাদিকোষ হইতে নির্গত জল বা স্বপাক চাণ্ডালাদি নীচ জাতি স্পৃষ্ট জল পান করিলে (পূর্ব দিন উপবাস করিয়া) পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ২২৯। বীর্ঘ্য-বিষ্ঠা বা মূত্র-স্পৃষ্ট কূপজল পান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস এবং ঐরূপে দূষিত কুন্তজল পান করিলে “সান্তপন” করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৩০। কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্বক গলিত-প্রায় বা সম্পূর্ণরূপে গলিত শব স্পর্শে দূষিত জল পান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। ২৩১। ব্রাহ্মণ—উষ্ট্রী, গর্দভী বা মালুবী হুঙ্ক পান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। ২৩২। ব্রাহ্মণ—উচ্ছিষ্ট অবস্থায় প্রতিলোমজাত-চাণ্ডালাদি কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে পঞ্চগব্য পান পূর্বক পঞ্চরাত্র

* পূর্ব শ্লোকে চারিটা ও দুইটা বৃষ দ্বারা হল চালনা নিশ্চিত হইয়াছে অথচ এখানে একরূপ বিধানও করিলেন সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এইরূপ স্বল্পকাল চারিটা বা দুইটা বৃষ দ্বারা হল চালনা নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু সমস্ত দিন হল চালনা নিষিদ্ধ।

উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৩৩। গোতৃপ্তি-জনক জল অবিকৃত জল, ভূমি বা চন্দ্রভাণ্ড-স্থিত জল, যন্তোদ্ধৃত জল ও ধারা জল পবিত্র। ২৩৪। চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট হইলে স্নান করিবে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় (অজ্ঞানতঃ) স্পৃষ্ট হইলে ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৩৫। (সুরাভিন্ন) আকরজ (যন্ত্র-নিষ্পন্ন) বস্তু, কখনই অশুচি নহে; কারণ সুরাকর (সুরায়ন্ত্র) ভিন্ন সকল স্মাকরই শুদ্ধ। ২৩৬। যব চণক (ছোলা), খজুর ও কর্পূর ভ্রষ্টই (বিতুষীকৃত) হউক আর অভ্রষ্টই হউক (সকল সময়েই) পবিত্র অজ্ঞাত দ্রব্য ভাল করিয়া বিতুষীকৃত হইলে শুদ্ধ। ২৩৭। স্ত্রীলোকের আচরিত কার্যে শৌচাশৌচ বিচার নাই, অর্থাৎ পবিত্র, আকাশাবলম্বী জলধারা ও বায়ু-উত্থাপিত ধূলি, সর্সদা পবিত্র। ২৩৮। পরস্পর সংলগ্ন রাশীকৃত দ্রব্যের মধ্যে, একটা দ্রব্য অশুচি হইলে, তাহাই অশুচি বলিয়া গ্রাহ্য হইবে; অজ্ঞাতুলি অশুচি হইবে না। ২৩৯। অসংসৃষ্ট ভাবে, (যথানিয়মে) এক-পুংক্তি-ভোজিগণের মধ্যে যদি একজনও নীলী (নীলরঙ্গ) ধারণ কবে, তাহা হইলে তৎপুংক্তিস্থ যাবতীয় ব্যক্তিই অশুচি বলিয়া গণ্য হইবে। ২৪০। যাহার বস্ত্রে বা ক্ষোম সূত্রে নীলীরঙ্গ দেখা যাইবে (অর্থাৎ যে নীলীধারী হইবে), সেই ব্যক্তি ত্রিরাত্রি ও অপরে এক এক দিন করিয়া উপবাস করিবে। ২৪১। (ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন) হে ভগবন! হে তপোধন! সূর্য্যাস্তমিত হইলে ব্যত্রিকালে অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে কিরূপে শুদ্ধ হওয়া যায়, তাহা বলুন। ২৪২। অত্রি বলিলেন, ব্যত্রিকালে দিবা-নীতি জল স্পর্শ করিলে, শব-স্পর্শ-ভিন্ন সকল অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত দোষ হইতে শুদ্ধ হইবে। ২৪৩। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই, দেশকাল, বয়স, শক্তি ও পাপের বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিয়া দেখিবেন। ২৪৪। দেবযাত্রা (দেবদর্শনার্থ গমন), বিবাহ যজ্ঞ এবং সকল উৎসব সময়ে স্পর্শদোষ নাই। ২৪৫। আরনাগ (কাঁজি) দ্বন্দ্ব, খই প্রভৃতি, দধি

শকু, মেহপক (পকঁতেল বা তৈলাদি দ্বারা পক), ও তরু (ঘোল) শূদ্রকৃত হইলেও (তাহা ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণাদির) দোষ হইবে না। ২৪৬। আর্দ্রমাংস (অপক মাংস) ঘৃত, তৈল এবং কলজাত তৈল (ইন্দ্রদী-তৈলাদি), চাণ্ডালাদি ইতর জাতির ভাণ্ডে থাকিলেও তাহা হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র শুচি হইবে। ২৪৭। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রস্পৃষ্ট জলপান করিলে, স্নানান্তে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক এক দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৪৮। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ মহাপাতকী হইলে অগ্নিপাত্রাদি জলে নিষ্ক্ষেপ করিয়া পরে অগ্নিগ্রহণ করিবে। ২৪৯। যে ব্যক্তি বিবাহ না করিয়া গৃহস্থভাবে থাকে, তাহাব অন্ত অভক্ষ্য; কারণ তাহার পাক নিষ্ফল বলিয়া কথিত আছে (দেবপিতৃগণ তাহার অন্ত ভোজন করেন না বলিয়া “তাহার পাক নিষ্ফল”)। ২৫০। দ্বিজ, ঐ বৃথাপাক ব্যক্তির অন্ত ভোজন করিলে জলে নিমগ্ন হইয়া তিনবার প্রাণায়াম ও ঘৃত ভোজনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৫১। পঞ্চমুনাঙ্গনিত পাপনাশেব জন্ম বৈদিক (সাগ্নিকদিগের অভিমুখিত অগ্নি), লৌকিক (পাকাদি উদ্দেশে প্রজালিত অগ্নি), ছত্বোচ্ছিষ্ট (নিত্য হোমাস্তে ঐ কৃত্যহতি অগ্নি), জল বা ক্ষিতিতে (স্থণ্ডিল্যে) বৈশ্বদেব করিবে *। ২৫২। কনিষ্ঠ সদগুণসম্পন্ন ও জ্যেষ্ঠ দোষী হইলে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পুত্রেরই বিবাহ করিবে এবং গৃহ সম্মত অগ্নি গ্রহণ করিবে (সাগ্নিক হইবে)। ২৫৩। কিন্তু নির্দোষ জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে, কনিষ্ঠ প্রথমে অগ্নিগ্রহণ করিলে, প্রতিদিন ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইবে। ২৫৪। মহাপাতকী স্পর্শ করিলে, অরুত-স্নান মহাপাতকিস্পৃষ্ট ব্যক্তির অন্ত ভোজন করিলে, স্নান করিবে। ২৫৫। পতিত ব্যক্তির সহিত, একপক্ষ বা এক মাস সংসর্গ করিলে, একপক্ষ গোমুত্রসিদ্ধ যাবক

* আখা, খন, নোড়া, শিল, উদ্ভল, পূর্ণবস্ত্র এই পাচটা জিনিষের নাম স্নান, ইহাতে যে জীবন্তি সাহ্য সেই পাপের নাশ জন্ম অজ্ঞাত ঋষিগণের মতে পঞ্চযজ্ঞ বিহিত আছে। বৈশ্বদেব পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত।

আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৫৬। পতিতের
অন্ন জ্ঞানপূরক একবার ভোজন করিলে
প্রাজাপত্যার্দ্ধ এবং অজ্ঞানপূরক ভোজন
করিলে সান্ত্বনন ব্রত করিবে। ২৫৭। শাতা-
তপ মুনি বলেন, পতিতার, বা চাণ্ডাল গৃহে,
ভোজন করিলে মাসার্দ্ধ জলপান করিয়া
থাকিবে। ২৫৮। গো ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিহত,
এবং পতিত কাকের অগ্নিদ্বারা সংকার হইবে
না, ইহা শাঙ্খের উক্তি। ২৫৯। যে দ্বিজ কাম-
মোহিত হইয়া চাণ্ডালী গমন করে, সে প্রাজা-
পত্য রীতিক্রমে তিনটা ব্রত করিলে শুদ্ধ
হইবে। ২৬০। ব্রাহ্মণ পতিতের নিকট প্রতি-
গ্রহ, বা তাহার অন্ন ভোজন করিলে, প্রতি
গৃহীত ধন পরিত্যাগ ও ভূক্ত অন্ন উল্লীর্ণ
করিয়া অতিক্রম করিবে। ২৬১। চাণ্ডালাদি
অন্ত্যজাতির হস্ত হইতে শবোপরি পতিত কাষ্ঠ
লোষ্ট্র ও তৃণ এবং ঐ জাতির হস্তদ্বষ্ট উচ্ছিষ্ট
স্পর্শ করিবে না (যদি করে তবে) এক দিন
উপবাস করিবে। ২৬২। ভোজন করিতে
করিতে চাণ্ডাল, পতিত, মৈত্ৰ, মদ্য পাত্র,
এবং রজস্বলা স্পর্শ করিলে আর ভোজন
করিবে না। ২৬৩। অন্ন পরিত্যাগ পূরক
স্নান করিয়া তদ্বিবসে আর ভোজন করিবে না
এবং ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি ক্রমে তিন দিন
উপবাস করিবে, তাহার পরদিন যত্নেব সহিত
যাবক ভোজন করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিবে। ২৬৪
ভোজন করিতে করিতে বায়স বা কুক্কট স্পর্শ
করিলে, তিন দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে;
ভোজনাগ্রে উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিলে, এক
দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৬৫।
নৈষ্টিক ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া, অর্থাৎ প্রব্রজ্যা
অবলম্বন করিয়া, তাহা হইতে স্থলিত হইলে,
মাস ব্যাপী চান্দ্রায়ণ করিবে, ইহা শাতাতপ
বলেন। ২৬৬। পশুতে বা বেষ্ণায় রত হইলে
প্রাজাপত্য এবং গো গমন করিলে মধুকথিত
চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ২৬৭। গোব্যতিরিক্ত-
অমানুষীজীতে, রজস্বলাতে, 'অযোনি অর্থাৎ
পুরুষ বা নপুংসকে, বা জলে রেতঃ সেক
করিলে সান্ত্বনন ব্রত করিবে। ২৬৮। রজস্বলা,
হৃতিকা বা অন্ত্যজা স্পর্শ করিলে ত্রিবার

উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে, ইহা পুরাতন
বিধি। ২৬৯। যে রজস্বলা ও অন্ত্যজাব
সহিত সংসর্গ করে, সেব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তার্থ
এবং প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্বে স্নান করিবে
॥ ২৭০ ॥ প্রস্রাবত্যাগ কালে উহাদিগের স্পর্শ
হইলে একদিন, বিষ্ঠাত্যাগ বা জলপান কালে
স্পর্শ হইলে তিনদিন ও মৈথুন কালে স্পর্শে
পাঁচ দিন বা সাতদিন। উপবাস, ভোজন
কালে স্পর্শে প্রাজাপত্য, এবং দন্ত ধাবন কালে
স্পর্শ হইলে একদিন উপবাস করিবে ইহাই
শৌচ বিধিক্রমে নির্দিষ্ট হইল। ২৭১। ২৭২।
রজস্বলা স্ত্রী, কুক্কর, চাণ্ডাল—বা কাক কর্তৃক
স্পৃষ্ট হইলে ঐ স্পর্শ দিন হইতে চতুর্থদিন
যাবৎ সংখ্যক দিন হইবে স্নানান্তে পঞ্চম
দিন হইতে তাবৎ সংখ্যকদিন নিরাহারা হইয়া
শুদ্ধি লাভ করিবে। ২৭৩। রজস্বলা স্ত্রী
উষ্ট্র, জম্বুক, বা শূকর কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে
পাচদিন উপবাস ও পঞ্চগব্য পান করিয়া
শুদ্ধ হইবে। ২৭৪। রজস্বলা ব্রাহ্মণী রজ-
স্বলা ব্রাহ্মণী কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, একরাত্র
উপবাস পূরক পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইবে। ২৭৫।
রজস্বলা ক্ষত্রিয়ী রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্তৃক স্পৃষ্ট
হইলে ঐ ব্রাহ্মণী ত্রিবার উপবাস পূরক
(পঞ্চগব্য পান করিয়া) শুদ্ধ হইবে; ইহা
ব্যাসবাক্য। ২৭৬। রজস্বলা বৈশ্যকন্তা বজ-
স্বলা ব্রাহ্মণী কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে ঐ ব্রাহ্মণী
চারদিন উপবাস পূরক পঞ্চগব্য পান করিয়া
শুদ্ধ হইবে। ২৭৭। রজস্বলা শূদ্রা রজস্বলা
ব্রাহ্মণী কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে ঐ ব্রাহ্মণী ছয়দিন
উপবাস পূরক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ
হইবে। ব্রাহ্মণী জ্ঞানপূরক স্পর্শ করিলে
এই নিয়ম। ২৭৮। ব্রাহ্মণী অজ্ঞান পূরক
ঐ সকলকে স্পর্শ করিলে উহার অর্দ্ধ প্রায়-
শ্চিত্ত হইবে। এইরূপে চতুর্ধার—স্পর্শেরি
প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল। ২৭৯। শঙ্খ বলেন,
ব্রাহ্মণ, ভোজন বা প্রস্রাব করিবার সময়ে,
কোন উচ্ছিষ্ট যুক্ত ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে,
স্নান, ঐরূপ ক্ষত্রিয় কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে জপ
হোম, ঐরূপ বৈশ্য কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে নক্তব্রত,
এবং ঐরূপ শূদ্র কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে উপবাস

করিবে। ২৮০। ২৮১। চন্দ্র্যকার, রজক, বেণু-
জীবী (ডোম), কৈবর্ত, এবং শৈলুঘ ইহা-
দিগকে অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিলে পবিত্র
থাকিলেও আচমন করিবে। ২৮২। ব্রাহ্মণ—
ইহাদিগের (জ্ঞানতঃ) স্পর্শে একদিন জল
পান এবং আবার উচ্ছিষ্টবৃত্ত এই সকল
ব্যক্তির স্পর্শে, ত্রিরাত্র উপবাসপূর্বক যত
ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৮৩। যে ব্রাহ্মণ
মুপাক (অন্ত্যাবসায়ী) জাতিব ছায়া স্পর্শ
করেন, তিনি স্নানান্তে যত ভোজন করিয়া শুদ্ধ
হইবেন। ২৮৪। কোন দ্বিজের কোন অপবাদ
হইলে, ঐ অপবাদগ্রস্ত, ব্যক্তি—অরণ্যে,
ব্রহ্মহত্য প্রারম্ভিত, মাসোপবাস কিম্বা
চান্দ্রায়ণ করিবে। ২৮৫। মিথ্যা (অর্থাৎ কাহারও
বিখ্যাগ্র কাহারও অবিখ্যাগ্র অপবাদ হইলে)
অন্যহত্য ব্রত করিবে, অথবা দ্বাদশদিন
অপবানের দ্বারা পবাক ব্রত অহুষ্ঠান করিয়া
শুদ্ধ হইবে। ২৮৬। শষ্ঠ-ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে
শুদ্ধ হত্যাব প্রায়শ্চিত্ত, মণ্ডণ (মাগিক ও
বেদাধ্যায়ী) ব্রাহ্মণ—নিমণ্ডণ (নিবধি ও মূর্ণ)
ব্রাহ্মণকে মারিলে, পবাক ব্রত করিবে। ২৮৭।
অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত উপাপাতকী ব্রাহ্মণের
নাহাদি কর্ত্তা, দুই প্রাজাপত্য করিবে। ২৮৮।
দ্বিজ, ভোজন করিবার সময়ে, স্নেহপূর্বক অগ্নি
দ্বিজ কর্ত্তক স্পৃষ্ট হইয়া ঐ অগ্নি ভোজন করিলে,
তিন দিন নক্তব্রত, অস্নেহপূর্বক স্পৃষ্ট হইয়া
আহার করিলে তিন দিন উপবাস করিবে।
২৮৯। বিড়াল, কাক, কুক্কুর, বা নকুলের
উচ্ছিষ্ট বা কেশকীট-দূষিত অগ্নি ভোজন
করিলে তেজস্কর ব্রাহ্মী-শাকের ক্কাথ পান
করিবে। ২৯০। ব্রাহ্মণ উষ্ট্রবানে (উটের
গাড়ীতে) বা ধরবানে (গাভার গাড়ীতে) ইচ্ছা-
পূর্বক আরোহণ, বা উলঙ্গ হইয়া স্নান করিলে,
প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৯১। যথাক্রমে,
আকৃষ্ট-স্তুতি এবং রেচিত নিশ্বাস হইয়া
ব্যাহতি (ভূঃ ইত্যাদি প্রণব) এবং মন্তক
(আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদিমন্ত্র) যুক্ত গায়ত্রী
তিন বার পাঠ করিবে তাহাকে প্রাণায়াম কহে।
২৯২। পঞ্চগব্য গোময়ের—বিগুণ গোমূত্র,
চতুর্গুণ স্কৃত, দুগ্ধ এবং দধি অষ্ট গুণ। ২৯৩।

পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র এবং সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ
উভয়েই তুল্য পাপী, এই দুই ব্যক্তি চিরদিন
নরকে বাস করে। ২৯৪। যে সকল অজ্ঞা,
গো এবং মহিষী অপবিত্র (বিষ্ঠাদি) ভোজন
করে, তাহাদিগের দুগ্ধ হব্যো (দেবোদ্দেশ্য
দেয় দ্রব্যো) এবং কব্যো (পিতৃ-উদ্দেশ্য দেয়
দ্রব্য) লাগাইবে না। ২৯৫। যাহাদিগের গোময়দ্বারা
লেপ দিবে না। ২৯৬। যাহাদিগের স্তন কম
বা অধিক এবং যাহাবা অগ্নের স্তন ন্যূন
করে, তাহাদিগের (গাভীপ্রসূতির) দুগ্ধ হোতব্য
(দেবোদ্দেশ্যে দেয়) নহে; (হত) দেবো-
দ্দেশ্যে দত্ত) হতনোও উহা অহতই হইবে
(দেওরা না দেওনা তুল্য হইবে)। ২৯৭।
ব্রাহ্মোদন (আবদ্যাদানাস্ত কৰ্ম্মবিশেষ), এবং
সোম যোগে অর্থাৎ এই দুই কৰ্ম্মের ভোজ্য,
সীমন্তোন্নয়ন ও জাত-কন্ধ্যাঙ্গ-শ্রাদ্ধ এবং নব-
শ্রাদ্ধ অর্থাৎ নবায়মিশ্রিত শ্রাদ্ধান্ন, ভোজন
করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। ২৯৭। ক্ষত্রিয়ের
অগ্নি-তেজঃ এবং শূদ্রান্ন—ব্রাহ্মণ্য নষ্ট করে
(স্কৃতবাৎ আভোজ্য); যে ব্যক্তি স্বীয় কন্ধ্যাব অগ্নি
ভোজন করবে, সে পৃথিবীর মূল ভোজন করবে,
(কন্ধ্যাব অগ্নি এবং মূল উভয়ই তুল্য)। ২৯৮।
কন্ধ্যাব সন্তানাদি না জন্মিলে, পিতা তাহার
গৃহে ভোজন করিবে না, যদি স্নেহের খাতির
অগ্নি ভোজন করে, তাহা হইলে সে পুত্র নরকে
গমন করে। (এই দুই বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন
হইল; যে দোহিত্র কি দোহিত্রী জন্মিলে,
জামাতৃ গৃহে, এবং দোহিত্রাদি জন্মিবার
পূর্বে ও পরে আপন গৃহে, কন্ধ্যার হস্তে
থাইতে কোন বাধা নাই)। ২৯৯। চতুর্বেদা-
ধ্যায়ী, সর্লশাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণ)—রাজার
ভবনে ভোজন করিলে (রাজান্ন ভোজন
করিলে), বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।
৩০০। যে ব্রাহ্মণ, বিশেষ আঁপংকাল
ব্যতীত, নবশ্রাদ্ধ (মরণদিন হইতে চতুর্থ পঞ্চম
নবম ও একাদশ দিনে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ) ত্রিপক্ষ
শ্রাদ্ধ; বাধ্যাবিক, মাসিক, এবং অদ্বিক
(আদ্বিক ও পুনরাদ্বিক) শ্রাদ্ধে ভোজন করে;
তাহার পিতৃগণ—স্বর্গচ্যুত হয়েন অর্থাৎ নরক-
গামী হয়েন। ৩০১। নবশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে

চাক্ষায়ণ ; মাসিকে ভোজন করিলে, পরাক ;
 ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, অতিকৃচ্ছ ;
 ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, প্রাজাপত্য ;
 আঙ্গিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে পাদকৃচ্ছ এবং
 পুনরাঙ্গিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে একদিন
 উপবাস করিতে হইবে । ৩০২। যে ব্রাহ্মণ—
 ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া মাসশ্রাদ্ধে (প্রেতের) পর্ক —
 (অমাবস্তা) শ্রাদ্ধে, দ্বাদশাহ শ্রাদ্ধ, (কুলাচার-
 অনুসারে বা বিশিষ্ট গণনা দ্বারা অয়ুরভাব
 নির্ণীত হইলে, দ্বাদশ দিনে অর্থাৎ শ্রাদ্ধপরদিনে
 কর্তব্য সপিণ্ডী করণাস্ত্রকার্য্যের নাম দ্বাদশাহ
 শ্রাদ্ধ) ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে, এবং অকশ্রাদ্ধে (প্রতিবর্ষ
 কর্তব্য শ্রাদ্ধে) পাত্নীয় আসনে আসীন
 হইবেন, তাঁহার পিতৃলোকগণ, ব্রহ্মলোকে
 গমন করিলেও পতিত হইবেন (তথা হইতে
 চ্যুত হইয়া নরকগামী হইবেন) । ৩০৩।
 একাদশাহ কর্তব্য শ্রাদ্ধে (অজ্ঞানতঃ
 ফল জল) ভোজন করিলে, একদিন এবং
 সঞ্চয়নে (অর্থাৎ বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া যে অন্ন
 ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা, কিম্বা যাহা হইতে
 অল্প লোককে পরিবেশন করিতেছে, সেই
 পাত্রের অন্ন) ভোজনে তিন দিন উপবাস
 করিয়া “কুয়াণ্ড” মন্ত্রদ্বারা স্মৃতাহতি দিবে । ৩০৪
 যে (সমর্থ) ব্যক্তির গৃহে, পক্ষের মধ্যে,
 (অন্ততঃ) মাসের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন না করে,
 অর্থাৎ ব্রাহ্মণভোজ না হয়, দ্বিজ তাহার অন্ন
 ভোজন করিলে চাক্ষায়ণ করিবে । ৩০৫।
 যে গৃহ বেদের পবিত্র ধ্বনিদ্বারা মুখরিত,
 গাভীশোভিত, কিম্বা বালকযুক্ত নহে ; সে
 গৃহ শ্মশান-তুল্য । ৩০৬। যেখানে বহু লোক
 হাস্য পরিহাস কালেও, অধর্ম্ম ব্যতিরেকে
 (অর্থাৎ ধর্ম্ম কথা) বলে ; ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকি-
 লেও সেই দেশ অতীব ধর্ম্মপূর্ণ ; স্মৃত্যং পবি-
 ত্রতা-জনক । ৩০৭। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ
 হীন-বর্ণকে (আপনাই হইতে অধম জাতিকে)
 অভিষেক করে, সে স্নান ও স্মৃত-ভোজন
 করিয়া শুদ্ধ হইবে । ৩০৮। দ্বিজ, স্নান-
 সমুৎপন্ন (তৈলাভ্যঙ্গ, ক্ষৌরকর্মাদি দ্বারা
 অবশ্য কর্তব্য) হইলে, (স্নান না করিয়া)
 যদি পান ভোজন করে ; তাহা হইলে (পরদিন)

স্নানান্তে একাগ্রচিত্তে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রীজপ
 করিবে । ৩০৯। অঙ্গুলিদ্বারা দস্তধাবন, প্রত্যক্ষ
 (অল্প দ্রব্যের সহিত অমিশ্রিত) লবণ
 ভোজন, মৃত্তিকা ভোজন, এবং গোমাংস
 ভক্ষণ, এই চারিটা কার্য্য সমান (অর্থাৎ উক্ত
 তিনটা কার্য্য গোমাংস ভক্ষণের তুল্য) । ৩১০।
 দিবসে, কপিথ চ্ছায়াতে অবস্থান, রাত্রিতে
 দধি ভোজন, শমীবৃক্ষ তলে অবস্থান, এবং
 কার্পাস বৃক্ষের শাখা দ্বারা দস্তধাবন করিলে,
 বিষুও শ্রীভ্রষ্ট হয়েন । ৩১১। সূর্য্য (উদয়াদি
 সময়ে দৃষ্ট সূর্য্য) এবং বায়ু (শ্মশানাগত-
 বায়ু) নখাগ্রস্পৃষ্ট জল, স্নানবজ্রস্পৃষ্ট-ঘটজল,
 সম্মার্জ্জনী-ধূলি ও কেশ-নিঃসৃত-জল অর্থাৎ
 ইহাদিগের যথাযোগ্য ব্যবহার, দিনকৃত পুণ্য
 নাশ করে । ৩১২। (কিন্তু) যে ব্যক্তি দেব-
 মন্দিরোদ্ভব সম্মার্জ্জনী-ধূলি এবং দেবমন্দির-
 স্থিত কেশ-নিঃসৃত জল দ্বারা আবৃত হইয়াছে,
 সে গঙ্গাজল দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে (দেব-
 মন্দিরোদ্ভব-ধূলি এবং দেবমন্দির স্থিত কেশ-
 জলও গঙ্গাজলের তুল্য) । ৩১৩। বস্মীক-
 (উই)-সমুত, ইন্দুর গর্তস্থ, জলমধ্যস্থিত,
 শ্মশানস্থ, বৃক্ষমূলস্থ, দেবমন্দিরস্থ, এবং বৃষ-
 খনিত-স্থানস্থিত এই সপ্তবিধ মৃত্তিকা, মঙ্গলার্থে
 পণ্ডিতগণের সর্বদা অগ্রাহ্য । ৩১৪। বিষ্ঠা-
 ত্যাগ সময়ে, মৈথুনাস্তে, প্রস্রাব, হোম এবং
 দস্তধাবন সময়ে, পবিত্র স্থান হইতে কর্কব
 (কাঁকর) ও প্রস্রবগুরহিত মৃত্তিকা গ্রহণ
 করিবে । ৩১৫। স্নান, ভোজন ও উপাসনা
 সময়ে, মৌনাবলম্বন করিবে ; যে ব্যক্তি প্রতি-
 দিন মৌনাবলম্বন করিয়া ভোজন করে, সে
 বহুসহস্র কোটি যুগ স্বর্গে আদৃত হয় । ৩১৬।
 প্রোটপাদ (আসনে পদদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক উত্ত-
 রীয়াদি বেঠেন দ্বারা কাটি এবং জজ্ঞাদ্বয়ের
 বন্ধন কর্তা) হইয়া স্নান, দান, জপ, হোম,
 ভোজন, দেবপূজা, স্বাধ্যায় এবং পিতৃতর্পণ
 করিবে না । ৩১৭। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে
 নিপাতিত করিয়া সর্বস্ব ও দান করে, তাহার
 সে সকল (দানজনিত ফল) নষ্ট এবং ভ্রূণ-
 হত্যার পাপ হয় । ৩১৮। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, বিবাহ,
 সংক্রান্তি, এবং পঙ্কীয় প্রসব (সন্তান

জন্ম) সময়ে কৰ্তব্য-দান নৈমিত্তিক স্মৃতিরূপে ইহা রাখিতেও প্রশস্ত। ৩১৯। যে ব্যক্তি ক্ষোমস্বত্র কার্পাসস্বত্র পটুস্বত্র নিশ্চিত যজ্ঞোপবীত দান করে, সে বস্ত্রদানের ফল লাভ করে। ৩২০। স্মৃতপূর্ণ উত্তম কাংশ্র পাত্র ভক্তিপূর্বক যথাবিধি দিবে, তাহা হইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ৩২১। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধকালে উত্তম পাটুকা দান করে, সে অশ্র (অসং) পথাবলম্বী হইলেও, অন্নদান ফল লাভ করিবে। ৩২২। যে ব্যক্তি সমাহিত (ভক্তি ও একাগ্রতায়ুক্ত) হইয়া, তৈল পূর্ণ পাত্র দান করে, সেই মনুষ্য নিশ্চয় স্বর্গে গমন করে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩২৩। হুতিক্রম সময়ে অন্নদাতা, স্নাতিক্রম সময়ে স্নানদাতা, এবং অরণ্যে (জলশূন্য ভূগর্ভ বনে) জল দাতা ব্যক্তি, স্বর্গলোকে আদৃত হয়। ৩২৪। গাভী যতক্ষণ অর্দ্ধ প্রসূতা, (অর্থাৎ সন্তান সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই) ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ গাভী পৃথিবী বলিয়া স্মৃত হয়। যে ব্যক্তি একপ গাভী দান করে, সে পৃথিবী দানের ফলভাগী হইবে। ৩২৫। যে প্রতিদিন গোগ্রাস প্রদান করে, তাহার (ঐ গোগ্রাস দান দ্বারাই) অগ্নিতে হোম, পিতৃতর্পণ, এবং দেবপূজা, নিষ্পন্ন হইবে। ৩২৬। বস্ত্র দান করিলে জন্মাবধি-স্বোপার্জিত, মাতৃক (জননী হইতে প্রাপ্ত), এবং পৈতৃক (জনক হইতে প্রাপ্ত), যে পাপ তৎ সমুদায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। ৩২৭। যিনি সকল উপদ্রব (উপকরণ) যুক্ত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম দান করেন, তিনি একশত একজন পূর্বপুরুষকে বা বংশকে নরক হইতে উদ্ধার করেন। ৩২৮। আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি, এবং ভগবান্ মহাদেব, ইহারা ভূমিদাতার অভিনন্দন করেন। ৩২৯। ভূমিদাতা, শতবর্ষ স্বর্গভোগ করিলে সপ্তর্ষি-মণ্ডল পর্যন্ত উন্নত বালুকারাশির কণামাত্র নষ্ট হয়, স্মৃতিরূপে ঐ পুণ্যভোগের ক্ষয় নাই; কল্যাদাতা, রোগীর প্রাণদাতাও এইরূপ ফলভাগী (ভূমিদান, কল্যাদান ও রোগী ব্যক্তির প্রাণদান) এই তিনটি, ফল (মহাফল) জমক দান। ৩৩০। ৩৩১। বিদ্যাদান—সকল

দান হইতে উৎকৃষ্ট, ইহা পুত্রাদি আত্মীয় ব্যক্তিকে, এবং উদারপ্রকৃতি ব্রাহ্মণকে দিবে, সকাম হইয়া দিলে—স্বর্গ ও নিষ্কাম হইয়া দিলে—মোক্ষ লাভ হয়। ৩৩২। যদি নিজের বিশেষ মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে বেদ ও অশ্রাদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পিতৃমাতৃভক্ত, ঋতু-কালে নিজদার রত, এবং উত্তম স্বভাব চরিত্র সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই দান করা উচিত। ৩৩৩। ৩৩৪। বিদ্যান্ ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া, অপ-রকে দান করা উচিত নহে, এবং আমি এরূপ কাণ্ড কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। ৩৩৫। ইহার পর ইহা বলিব—যাহারা, শ্রাদ্ধ কার্যের ব্রাহ্মণ, (পাত্রীয় ব্রাহ্মণ) হইতে পারে, যাহাদিগকে দান করিলে, পিতৃলোকের অক্ষয় (চিরস্বর্গ বাস), এবং যাহাদিগকে দান করা নিষ্ফল। ৩৩৬। যাহারা অঙ্গ হীন, রোগী, বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, ও সর্বদা মিথ্যাবাদী; তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করা-ইবে না। ৩৩৭। হিংসক, কপটচাচরী, আশ্র-গোপন-পূর্বক-বেদাভ্যাস-কারী, সেবাজীবী, কপিল-বর্ণ, কাণ, শ্বিত্রীরোগী (কুঞ্জী প্রভৃতি), দ্রুশর্মা (অনাবৃত-লিঙ্গ) শীর্ণকেশ (যাহার কাঁকড়া চুল), পাণ্ডুরোগী, বৃথা-জটাদারী, ভারবাহী, ক্রুদ্ধ-স্বভাব, বিভার্য, এবং বৃষলী- * পতিকের শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। ৩৩৮। ৩৩৯। যে ব্যক্তি ভেদকারী (পরস্পরের বন্ধুত্ব নাশক), অনেকের পীড়াজনক, অঙ্গহীন, বা অধিকান্ত হইবে; তাহাকেও অপনীয় (দূরীকৃত) করিবে; (শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না)। ৩৪০। বহু-ভোজী, দীন-মুখ (গোণ্ডা মুখো), মৎসরী;—ইহাদিগকে পাত্রীয়দান বা ধনাদি দান করিবে না। ৩৪১। যদি কেহ পক্তি-দুষক অর্থাৎ অঙ্গহীনতাদি শারীরিক-দোষ-যুক্ত কিন্তু বিশেষ বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ হয়েন; যম—তাহাকে অচুপ্ত (নিদোষ) কহিয়াছেন; (প্রত্যুত) তিনিই পংক্তিকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ৩৪২। ঋতি এবং স্মৃতিই ব্রাহ্মণদিগের দুইটি চক্ষু; একহীন (ঋতিস্মৃতির মধ্যে এক বিবয়ে অনভিজ্ঞ) হইলে, কাণ এবং

* শূদ্রা, বক্ষ্য, মৃতবৎসী, এবং কল্যাকালে ঋতুমতীর নাম বৃষলী

দুই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে, অন্ধ বলিয়া কীর্তিত হয়। ৩৪৩। বাহার—শান্তি স্মৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা, এবং সদংশীয়তা নাই, সেই অন্ধাধমকে ; শ্রাদ্ধে অন্ন দিবে না ; ইহা অত্রি বলিয়াছেন। ৩৪৪। অতএব, বেদ এবং ধর্ম-শাস্ত্রের দ্বারা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, —কেবল বেদ দ্বারা নহে; ভগবান্ অত্রি ইহা বলিয়াছেন। ৩৪৫। যিনি যোগজনিত-দিব্য-দর্শন প্রভাবে পাদাগ্র-নিষ্ক্ষেপ (সংপণে বিচরণ) কবেন এবং লোক ব্যবহার জ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, বেদ ও পুরাণোক্ত বিধিনিবেদ দর্শন করেন ; তিনিই উত্তম দৃষ্টশালী এবং সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। ৩৪৬। সর্বদা শ্রুতিস্মৃতিপরিচয়, ব্রতী, (নিয়মী) এবং সদংশজ্ঞাত। তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে পিতৃলোক চিব স্বর্গ-বাসী হয়েন। ৩৪৭। এবম্বিধ ব্রাহ্মণ যে সময়ে দীপ্তভোজ্যঃ (বস্কদ্মাদিত্য রূপী) পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ-উদ্দেশে গদত্ত্ব অর্থে গ্রাম ভোজন কবেন, (পূর্বে) ঐ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, নরকে থাকিলেও (সেই সময়ে) নরক-মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করেন। ৩৪৮। এই জন্ত শ্রাদ্ধকালে বহুপূর্বক ব্রাহ্মণের বিচার কবিবে। ৩৪৯। যে মৃত-পিতৃক দ্বিজ প্রতি মাসে জন্মাবসায় শ্রাদ্ধ না কবে, সে প্রাণশিষ্ট হইয়া ৩৫০। যে গন্তব্য সূর্য্য কন্যাগত হইলে অর্থাৎ (আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষ-দিতে) শ্রাদ্ধ না কবে, তাহার—ধন, পুত্র এবং বংশ পিতৃগণের ছঃখজনিত নিশ্বাসে বিনষ্ট হয়। ৩৫১। সূর্য্য কন্যাগত হইলে, পিতৃ-গণ সদংশধরকে প্রাপ্ত করেন, (তাঁহাব নিকট শ্রাদ্ধ পাইবার আশায় পৃথিবীতে আগমন করেন) বৃশ্চিক দর্শন (সূর্য্যেব বৃশ্চিক রাশিতে গমন অর্থাৎ দীপাবলিতা অমাবাস্তা) পর্য্যন্ত সমস্ত প্রেতপুত্রী (যমনগরী) শূণ্য থাকে। ৩৫২। তাহার পর সূর্য্য বৃশ্চিক-গত হইলে (দীপা-বলিতা অমাবাস্তা দিনে)—পিতৃগণ, নিবাপ (শ্রাদ্ধ না পাইলে) পুত্র; পৌত্র, দৌহিত্র বা ভ্রাতাকে (অর্থাৎ যে শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে) তাহাকে দারুণ অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করেন। ৩৫৩। বাহার পিতৃকার্য্যপরিচয়, তাহার

সদগতিলাভ করে। ৩৫৪। যেরূপ সকল কাষ্ঠেই স্বক্করূপে অবস্থিত বহি, সংঘর্ষণ দ্বারা উপলব্ধ হয়, সেইরূপ (নানা কার্য্যে স্বক্করূপে অবস্থিত) ধর্ম শ্রাদ্ধদান দ্বারা স্পষ্ট জ্ঞাত হয় সন্দেহ নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অব্যক্তভাবে অবস্থিত অগ্নি, সংঘর্ষণ ব্যতীত শত চেষ্টাতেও দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ শ্রাদ্ধদান ব্যতীত ধর্ম-স্বরূপ জ্ঞান হয় না। ৩৫৫। শ্রাদ্ধ কবিলে, সর্বশাস্ত্র জ্ঞান, সকল পুণ্যজলে স্নান এবং সকল বজ্রাঘাতানুবল লাভ কবে, সন্দেহ নাই। ৩৫৬। যেমন দিবাকর মেঘ হইতে, ও চন্দ্র বাহুব গ্রাম হইতে মুক্ত হয়েন, সেইরূপ শ্রাদ্ধদান-প্রভাবে মহাপাতকী ব্যক্তিগণও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব তপ (ছঃখ) অতিক্রম ও সর্ব সুখ লাভ কবে, সন্দেহ নাই। ৩৫৭। ৩৫৮। সকলদানের মধ্যে শ্রাদ্ধদানই প্রশস্ত (কেননা) শ্রাদ্ধদান, মেরুতুল্য (শুকতব) পাপেব ও (প্রায়শ্চিত্ত) শুদ্ধিজনক, এবং মনুষ্য শ্রাদ্ধ করিলে, স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। ৩৫৯। শ্রাদ্ধকাল, বৈশ্বদেব, হোম, দেবপূজা, এবং জপে (স্তুতিদিপাঠে), ব্রাহ্মণ প্রদত্ত অন্ন—অমৃত, (অমৃতবৎ তৃপ্তিজনক), —ক্ষত্রিয়-দত্ত অন্ন—জল, (জলবৎ তৃপ্তিজনক), বৈশ্য-দত্ত অন্ন—অন্নমণ্ড, (স্বাদুত্ব তৃপ্তিজনক), শূদ্র-প্রদত্ত অন্ন—কপিপ, (কপিরবৎ অভক্ষ্য হইবে), এই সকল আদি বলিলাম ; তাৎপর্য্য এই যে তিন বর্গ সিদ্ধার দ্বারা কার্য্য করিবে, শূদ্র আমান দ্বারা। ৩৬০। ৩৬১। যেহেতুক বিপ্রাণ—ঋগ্-ষজুঃ সাম মন্ত্রদ্বারা শোভিত, সেইজন্ত উহা অমৃত, ক্ষত্রিয়ান—বিদ্যারাজগত—ধর্ম এবং ধর্মকব দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া উহা ছক্ক, বৈশ্যান পশুপালন দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া অন্নমাত্র। ৩৬২। দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু এবং স্নেহ এই দশবিধ (দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত) ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র নির্দিষ্ট। ৩৬৩। যিনি, প্রতিদিন, সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথি-সেবা, এবং বৈশ্বদেব করেন, তাহাকে “দেব” ব্রাহ্মণ কহে (এই সকল-কর্ম-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ,

দেব সংজ্ঞক) । ৩৬৪ । শাক পত্র-ফল-মূল-
ভোজী বনবাসী এবং নিত্য-শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ
“মুনি” বলিয়া কীর্তিত হইয়েন । ৩৬৫ । যিনি,
প্রত্যহ বেদান্ত পাঠী, সৰ্ব্ব সঙ্গত্যাগী,
সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জ্ঞানে তৎপর,
সেই ব্রাহ্মণ “দ্বিজ” নামে অভিহিত হইয়েন ।
৩৬৬ । যিনি সমরস্থলে সৰ্ব্ব সমক্ষে আরম্ভ
মনয়েই ধ্বিনিগকে, অস্ত্রদ্বারা আহত
ও পরাজিত করেন সেই ব্রাহ্মণের “ক্ষত্র”
সংজ্ঞা । ৩৬৭ । কৃষি-কার্য্যের গো-প্রতি-
পালক এবং বাণিজ্যতৎপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য
বলিয়া উক্ত হইয়েন । ৩৬৮ ।—যে লাফা, লবণ,
কম্বুজ, ছত্র, রত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে,
সেই ব্রাহ্মণ “শূদ্র” বলিয়া নির্দিষ্ট । ৩৬৯ ।
চৌব, তক্ষব (বলপূরক পরধনাপহারী)
শুক (কুপারামর্শদাতা) দংশক (কটুভাবী)
এবং সর্পদা মৎস্য মাংসলোভী ব্রাহ্মণ “নিমাদ”
বলিয়া কথিত । ৩৭০ । যে, ব্রহ্ম (বেদ
এবং পরমায়া) তত্ত্ব কিছুই জানে না ।
সপত কেবল যজ্ঞোপবীতের বলেই অতিশয়
গর্বে প্রকাশ করে, এই পাণ্ডে সেই ব্রাহ্মণ
“পশু” বলিয়া খ্যাত । ৩৭১ । যে নিঃশঙ্কভাবে,
পাণ্ডের ভয় না করিয়া) কপ, তড়াগ, সরোবর
এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন)
কষ্ট করে, তত্ত্ব স্থলের (ব্যবহার বন্ধ
করে) সেই ব্রাহ্মণ “শ্লেচ্ছ” বলিয়া কথিত হয় ।
৩৭২ । ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমি-
তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ, সর্বধর্ম্ম, (সত্যবাদিতা
প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দয়-
ব্রাহ্মণ “চাণ্ডাল” বলিয়া গণ্য । ৩৭৩ ।
(এই স্থলে একটা সচরাচর ঘটনা লিখিত-
ছেন) । বেদ অধ্যয়নে কিছু জ্ঞান না
জন্মিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহা
নিফল হইলে পুরাণপাঠী, এবং পূর্ববৎ
তাৎহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, কৃষিকর্মে
রত হয়, তাহাতেও বিফলমনোরথ হইলে,
ভাগবত (ভগু-বৈষ্ণব) ধর্ম্ম অবলম্বন করে ।
৩৭৪ । জ্যোতির্বিজ্ঞ (ধন গ্রহণ করিয়া গ্রহ-
নক্ষত্রের ফলাফল নির্ণয়কারী,) অর্থর্ষবেদী,
শুকবৎ পুরাণপাঠক (অর্থ বোধ না করিয়া

যাহারা পুরাণ আবৃত্তি করে), ইহাদিগকে শ্রাদ্ধ
বজ্র এবং মহাদানে (বিশেষ বচন ব্যতি-
রেকে) কদাপি বরণ করিবে না । ৩৭৫ ।
ইহাদিগকে বরণ করিলে, পিতৃশ্রাদ্ধ—অশুভ
জনক দান ও বজ্র নিফল হয়, এই জ্ঞাত
ঐ সকল ব্যক্তি পরিত্যজ্য । ৩৭৬ । অজাজীবী,
চিত্রকর, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, নক্ষত্র পাঠক,
(নক্ষত্রজীবী), এই চতুর্বিধ বিপ্র বৃহস্পতি
তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে । ৩৭৭ ।
মাগধ (মগধ দেশীয়), মধুর (তোষামোদকারী),
কপটাচারী, কুটব্যবহারী কামল (লোভী),
এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত
হইলেও পূজনীয় নহে । ৩৭৮ । শুক্লকীট স্ত্রী, শাস্ত্র
সম্মত পত্নী নহে, স্তত্রাং তাহাতে উৎপাদিত
পুত্রগণ, পিতৃ পিতৃবিকারী নহে । ৩৭৯ ।
দ্বিজ অষ্টশল্যাগত (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গে শল্যাবিক্ত)
হইয়াও অঞ্জলি-পুটে জল পান করিলে,
ঐ জল পান সুরাপান ও গোমাংস ভক্ষণের
তুল্য । ৩৮০ । উদ্ধজস্ব (জজ্ঞা উদ্ধ করিয়া
অবস্থিত) ব্রাহ্মণের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিলে
যাবৎ গঙ্গা স্নান না করে তাবৎ চাণ্ডালরূপে
(অর্থাৎ অশুচি অবস্থায়) থাকিবে । ৩৮১ । দীপ,
শব্দ্য এবং আসনের ছায়া, কাপাস শাখার
দন্তপাবন-কাষ্ঠ এবং অজা-রেণু (ছাগীশ্বরোদ্ধৃত-
পলি) স্পর্শ ইন্দ্রকেও শ্রীভ্রষ্ট করে । ৩৮২ ।
গৃহে স্নান অপেক্ষা, কপস্নানে দশগুণ অধিক,
কপস্নান অপেক্ষা, নদী তটে (নদী হইতে
উদ্ধৃত জলদ্বারা) স্নানে দশগুণ অধিক, তট
স্নান অপেক্ষা, নদীতে স্নানে দশগুণ অধিক,
এবং গঙ্গাস্নানে অসংখ্য গুণ্য হয় । ৩৮৩ ।
ব্রাহ্মণের স্রোতোজল, ক্ষত্রিয়ের সরোবর
জল, বৈশ্যের বাপীকূপ জল, শূদ্রের ভাণ্ডজল
সাধারণতঃ স্নানের উপযোগী, কিম্বা এই বচনে
বর্ণানুসারে ঐ সকল জলের পার্থক্য নির্ণয়
দ্বারা বুঝা যাইতেছে; স্রোতো জল সর্বোৎ-
কৃষ্ট; সরোবর জল তাহা হইতে অপকৃষ্ট, বাপী
কূপজল, তাহা হইতে অপকৃষ্ট, ভাণ্ডজল সর্বাপ-
কৃষ্ট । ৩৮৪ । নিপাত হইলে; এক বৎসর—
তীর্থ-স্নান, মহাদান, মৃত মহাশুরু-ভিন্ন
অপরের তিলতর্পণ, এবং আরও যাহা

কিছু কান্দ্য ক'ম আছে, তাহা করিবে না ।
 ৩৮৫ । (এই মহাশুদ্ধির নিপাত বৎসরে)
 গঙ্গা, গয়া, অমাবস্তা এবং মৃত্যু নিমিত্তক
 শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ এবং মঘাশ্রাদ্ধ করিবে, অল্প
 শ্রাদ্ধ সকল পরিত্যাগ করিবে । ৩৮৬ । * ঘৃত,
 তৈল, ছন্ধ, এবং দধি, এই চারিটী বস্তু আজ্য
 সংস্থান; স্মৃতরাং হত হইলেও পরিত্যাজ্য নহে ।
 ৩৮৭ । ঋষিগণ স্বয়ং মহর্ষি অত্রির কথিত এই

* এই ব্যবস্থা সর্বসাধারণ নহে ।

এই ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সেই সকল ধর্ম্মপরায়ণ
 (ঋষিগণ), মহাত্মা (অত্রিকে) ইহা বলিয়া
 দিগেন । ৩৮৮ । যাঁহারা, আলস্য পরিত্য
 পূর্বক এই ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণ করিবেন (অর্থাৎ
 ইহার মর্ম্মগ্রহ করিবেন) তাঁহারা, ইহলোকে
 যশলাভ করিয়া অন্তে স্বর্গধামে গমন করিবেন
 । ৩৮৯ । (ইহা পাঠ করিলে) বিদ্যার্থী,
 বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আয়ুঃপ্রার্থী আয়ুঃ, ও
 দৌন্দর্য্যভিলাষী অতিশয় দৌন্দর্য্য, লাভ
 করিবেন । ৩৯০ ।

অত্রিসংহিতা সম্পূর্ণ ।

বিষ্ণু-সংহিতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

ব্রহ্ম-রজনী-অবদানে* ভগবান্ পদ্মধোনি
জাগবিত হইলে বিষ্ণু সর্বভূত সৃজন করিতে
অভিলাষী হইলেন । পৃথিবী জলমগ্না আছেন
জানিয়া পূর্ব পূর্ব কল্পাদির জায় এবারও
তিনি জল ক্রৌড়াপটু শুভ বরাহ-মূর্তি অবলম্বন
করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিলেন । তাহার তৎ-
কালে ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারিবেদ,—
চরণ—চকুষ্ঠয়; যুগ, দ্ব্যষ্টা অর্থাৎ বহিভূত
বিশালদন্ত; যজ্ঞ সকল,—দন্তসমূহ, চিতি,—
মুখমণ্ডল; অগ্নি,—জিহ্বা; দর্ভ,—রোম;
বেদার্থ,—মস্তক; অহোরাত্র,—চকুষ্ঠয়; বেদ
অর্থাৎ দ্বিগুণিত দর্ভমুক্তি,—কর্ণধর; ঐ দর্ভ
মুষ্টির অগ্রভাগ,—কর্ণভূষণ; স্বতধারা,—
নাসিকা বংশ; স্রব অর্থাৎ বজ্রীয় পাত
বিশেষ,—মুণ্ডের অগ্রভাগ; সামগান,—ঘর্ষের
শব্দ; প্রায়শ্চিত্ত,—বিশাল নাসিকা বিবর;
বজ্রীয় পশু,—জাতু; উপাশা,—অস্ত্র, হোম,—
লিঙ্গ বীজ এবং ওষধি,—বুহুৎ অণ্ডকোষ;
প্রায়শ্চাত্তগত বেদি,—অস্ত্রাস্ত্রা; সোমরস,—
শোণিত; মহাবেদি,—রক্ত; দেবোদ্দেশে
দেয় বস্তু,—গাত্রীয় গন্ধ; হব্য কব্যাদি,—
বেগ, প্রায়শ্চল অর্থাৎ বজ্রীয় গৃহবিশেষ,—
ধরীর; দক্ষিণা,—চিত্ত, উপাকর্ষ,—ওষ্ঠাধর;
প্রবর্ণ্যাবর্ত অর্থাৎ বর্ণজলপ্রবাহ,—ভূষণ;
নানাবিধচ্ছন্দ,—গমনপথ; এবং গোপলীয়
উপনিবন্ সকল,—বসিবার স্থান হইয়া-

ছিল । আর তিনি মহাতপাঃ দিব্য, সাক্ষাৎ
ধর্ম ও সত্য-স্বরূপ, হুঁশ্রী, গমনাগমনে
সকলের নিকটই পূজিত, মহাকায়, ক্ষিদ্
রূপে পরিণত মন্ত সকল দ্বারা বৈষ্ণবোক্ত
দীপ্তিশালী, নানাবিধ দীক্ষা-সমম্বিত, সমাধি
এবং মহামন্ত স্বরূপী ও মহত্ব সম্পন্ন
এবং একমাগ ছায়াই তাহার পত্নীবৎ সহায়
হইয়াছিল । সেই মণিময় পরম শিখর সদৃশ
আদিদেব মহাবোধী প্রভু আবিভূত হইয়া দিগ্
দিগন্তপ্লাবী একভূত মহাসমুদ্র জলে নিপতিত
গিরি-বন-রাশি সম্বিত সঙ্গাগর ধরামণ্ডলকে,
স্বয়ং সেই সমুদ্রজলে প্রবেশ করিয়া দংষ্ট্রা
দ্বারা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; এবং পুনর্বার
জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন । এইরূপে পূর্ব-
কালে ত্রিভুবন-হিতাভিলাষী ভগবান্ বিষ্ণু
যজ্ঞবরাহ রূপ ধারণ করিয়া পাতালতল প্রবিষ্ট
সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া তাহার স্বকীয়
স্থির স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং
সমুদ্রের জল সমুদ্রে, নদীর জল নদীতে,
পর্বলের জল পর্বলে, সরোবরের জল সরোবরে,
এইরূপে পৃথিবীপ্লাবী জলরাশিকে, নিজ নিজ
স্থানে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন । সপ্ত-
পাতাল, সপ্তলোক, দ্বীপ ও সমুদ্রের বিবিধ
স্থান, তত্তৎস্থানপাল, লোকপাল, নদী, পরমত,
বনস্পতি, ধর্মবেতা-সংপর্ষি, সাক-বেদ, সুরাসুর,
শিশাচ, সর্প, বক, রাক্ষস, মাতৃষ, পশুপক্ষা,
মৃগাশি নানাবিধ প্রাণী, চতুর্বিধ অর্থাৎ
অয়ায়ুজ, দণ্ডক, বেদক, উত্তীক্ষ এই চারি
প্রকার প্রাণিবর্গ, মেঘ, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি

* নানাদিগের একবর্ষ বৈশ একদিন; সেইরূপ বৈশ
হই সত্ত্ব বর্ষ এক ব্রহ্ম-রাত্রি ।

এবং অত্যাশ্চর্য্য বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপে বরাহমুর্তিধারী ভগবান্, স্বাবরজস্রম ময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া সর্বলোকের অবদিত স্থানে গমন করিলেন। দেবদেব জনার্দন, অবদিত স্থানে গমন করিলে, পৃথিবী চিন্তা করতে লাগিলেন; “আমার অবস্থিতির উপায় কি হইবে? কণ্ঠপের নিকট গিয়া জ্ঞানসা করি, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই বলিয়া দিবেন। কেন না, সেই মহামুনি নিরন্তরই আমার বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন।”

সেই পৃথিবীদেবী, এই নিশ্চয় করিয়া রমণী-রূপ ধারণ পূর্ব্বক, কণ্ঠপকে দর্শন করিতে যাইলেন এবং কণ্ঠপ ও তাঁহাকে আসিতে দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয়, নীলকমলপত্রের স্তায় মনোহর; মুখমণ্ডল, শারদশস্যধরের স্তায় প্রীতি প্রদ; মলকরাজি, ভ্রমর সমূহবৎ কক্ষবর্ণ; বর্ণ শুক্ল; ওষ্ঠাধর, বজ্রজীব-কুম্ম সদ্দশ রক্ত বর্ণ; স্বভাব নির্ম্মল; ভ্রুগুণ, অতি সূচাক এবং আনত; দশনপংক্তি—স্বস্ত; নাসিকা—মুন্দর; কর্ণ, কণ্ঠদশ সূক্ষ্ম; উরুদ্বয় পরস্পর মিলিত; বিশাল জঘন স্থল-অতীব পীন; স্তনদ্বয় ঐরাবত কুন্তের স্তায় বিশাল, সুবর্ণ প্রভ, সমবৃদ্ধ ও ঘনপীবর; বাহুদ্বয় মৃণালের স্তায় কোমল; করহলয়ুগল কিশায় সদ্দশ; উরুদ্বয় সুবর্ণগুস্তবৎ; জাহ্নব গুত এবং সংশ্লিষ্ট; জঙ্ঘাদ্বয়, বোম-শূত্র; এবং স্তব্ধ; চরণদ্বয়, অতিশয় মনোরম। জঘনস্থল দৃঢ়; মধ্যভাগ, সিংহ-শিশুমধ্যবৎ ক্ষীণ; নখনিকর প্রভাযুক্ত এবং তাম্রবর্ণ; অধিক কি? তাঁহার রূপ সকলের মনোহর হইয়াছিল। তাঁহার পরিধানে হৃদয়-সুত্র-প্রথিত গুরুবস্ত্র, অঙ্গ উত্তমোত্তম বস্ত্রালঙ্কার, তাঁহার নিরন্তর দৃষ্টিপাতে দিয়াগুণ যেন নীলকমলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। দেহপ্রভা, দিগ্‌বিদগ্‌বস্থিত অন্ধকার দূরে পলায়ন করিতেছে। এবং প্রতি পদক্ষেপে, স্তম্ভিকার কমলরাশি প্রস্ফুটিত হইতেছে। ক্রমে সেইরূপ যৌবন-সম্পন্ন রমণী-রূপা পৃথিবী বিনয় সহকারে কণ্ঠপের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কণ্ঠপও তাঁহাকে সমুখে উপস্থিত দেখিয়া বিশেষরূপে আশ্বর্য্য করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন;—হে বহুকরে! আমি তোমার মনোগত অতিপ্রায় জানিতে পারি-

রাছি। হে দেবি! তুমি জনার্দনের নিকট গমন কর, বৈরূপে তোমার অবস্থিতির উপায় হইবে, তাহা তিনি তেমোকে বিশেষরূপে বলিয়া দিবেন। হে চাক্ষুশি! এক্ষণে তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রে আছেন, ইহা আমি ধ্যান-প্রভাবে বিদিত আছি। আমার ধ্যান করিয়া জানিবার ক্ষমতাও তাঁহার প্রসাদেই হইয়াছে।

অনন্তর পৃথিবী “আচ্ছা” বলিয়া এবং কণ্ঠপের বন্ধনা করিয়া বিষ্ণুদর্শন-মানসে ক্ষীরোদ-সাগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অমল-চন্দ্রিকা-বিধৌত, বায়ুবেগ-সমুখিত উত্তাল তরঙ্গ-নিকর-সঙ্কুল, শত-হিমালয়-পরিমিত অপব ভূমণ্ডলবৎ প্রভীতমান, সুধাসমুদ্র দেবিতে পাইলেন। ঐ সমুদ্র যেন চঞ্চল তরঙ্গরূপ হস্ত প্রসারণে তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছে; এবং ঐ সকল হস্তস্পর্শে নিরন্তর স্বীয় তনয় চক্রেয় ধবলতা বিধানে তৎপর। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, সর্বভূতভাবন-ভগবান্ বাহু-দেব তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া কল্মষ-রাশি বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই তিনি অতি শুভ ভাদৃশ বিশাল দেহভার বহন করিতেছেন। ঐ সমুদ্র পাণ্ডুরবর্ণ, আকাশচাঁরীদিগেরও অগম্য এবং পাতালমধ্যে অবস্থিত। তন্মধ্যানিহিত ইন্দ্রনীলমণি ও কপিশমণি প্রভা, গগনমণ্ডল তাহার নিম্নভাগে অবস্থিত বলিয়া ভ্রান্তি কন্মাইয়া দেয়। পৃথিবী, অনন্তনাগের বিশাল নিখৌকসদৃশ সেই প্রসিদ্ধ ক্ষীরোদ সমুদ্র দর্শন করিয়া তন্মধ্যস্থ অপরিমেয়, অপরিমেয়-পরিচ্ছন্ন-শোভিত বিষ্ণু-গৃহ দেখিতে পাইলেন। এবং তাহাতে শেখপর্ষাক্ষশারী মধুসূদনকে দেখিলেন, অনন্তনাগের ফণামণ্ডলাস্থ রত্নরাজি উজ্জ্বল তরঙ্গপ্রাতিঃ বিকীর্ণ করিয়া বাঁহার মুখপদ্ম দর্শনকে ক্রেশসাধ্য করিতেছিল। বাঁহার প্রভা শত শলাকবৎ স্নিগ্ধ এবং অমৃত সূর্য্যের স্তায় উজ্জ্বল, বাঁহার পরিধানে পীত বস্ত্র, যিনি কোনরূপ বিকারের বশবর্তী নহেন, সর্ববস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত, সূর্য্য প্রভ অর্থাৎ সুবর্ণময় মুকুট ও কুণ্ডল বাঁহার অধিকতর শোভা করিতেছিল, স্বয়ং লক্ষী, মঙ্গলময় নিঃকরতল চতুর্থেই বাঁহার চরণ সংবাহনা করিতে ছিলেন, চক্রে প্রভৃতি বাবদীয় অস্ত্র স্তম্ভিত

হইয়া চতুর্দিকে বাঁহার সেবার ব্যাপ্ত ছিল, সেই পদ্মলাশলোচন মধুসূদনকে অবলোকন করিয়া বন্দনা করিলেন এবং জাহ্নু দ্বারা স্তম্ভিকা স্পর্শ করত নিবেদন করিলেন, “হে দেব ! হে বিষ্ণু ! আমি রসাতলে প্রতিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সকল লোকের হিতকামনায় তুমিই আমাকে উদ্ধৃত করিয়া স্বস্থানে স্থাপিত করিয়াছ। হে দেবেশ ! এক্ষণে আমার অবস্থিতির উপায় কি হইবে ?” তৎকালে দেবী বহুমতী তাঁহাকে ঐ সকল কথা বলিলে মধুসূদন বলিতে লাগিলেন, বর্ণ এবং আশ্রম সকলের আচার পালনে তৎপর শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তোমার অবস্থিতির উপায় করিবেন,” তাঁহাদিগের উপর তোমার ভার গুরু আছে। দেবদেব এই কথা বহুমতীকে বলিলে বহুমতী তাঁহাকে বলিলেন “বর্ণ এবং আশ্রমের সনাতন ধর্মসকল বধুন। তোমার নিকট হইতে ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমিই আমাব একমাত্র গতি। হে দৈত্য বলসূদন ! দেবাধিপতি দেব ! তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ ! হে জগন্নাথ ! হে শঙ্খচক্রগদাধর ! হে পদ্মনাভ ! হে জ্বরীকেশ ! হে মহাবল পরাক্রম ! হে অতীন্দ্রি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার অজ্ঞেয় ! হে সূক্ষ্মার অর্থাৎ অপার ! হে দেব ! হে সর্বধনু-দ্ধারিন্ ! হে বরাহ ! হে ভীম ! হে গোবিন্দ ! হে পুরাণ ! হে পুরুষোত্তম ! হে হিরণ্যকেশ ! হে বিশ্বাক্ষ অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা ! হে যজ্ঞরূপ ! হে নিরঞ্জন অর্থাৎ অবাক্ত ! হে স্থলাদি দেহ ! হে ক্ষেত্রজ ! হে লোকনাথ ! হে সলিলাব-ধারক অর্থাৎ অগাধ সমুদ্রশাসি ! হে ময় ! হে মল্লভব অর্থাৎ হোতা ! হে অচিন্ত্য ! হে বেদ বেদান্তরূপিন্ ! হে এই সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিকারিন্ ! হে ধর্মধর্মজ ! হে ধর্ম্যাস ! হে ধর্মসম্ভব ! হে বংস ! হে বিশ্বক্সেন ! হে অবিনাশিন্ ! হে আকাশরূপ ! হে মধুকৈটভ-সূদন ! হে বৃহতাং বৃহৎ ! অর্থাৎ আকাশাদি-বর্জক ! অথবা আকাশাদি হইতেও বৃহৎ পরি-মাণ ! হে অজ্ঞেয় ! হে সর্ব ! হে সর্বভরদ ! হে বরেন্য ! হে অনব ! হে জীমূত ! অর্থাৎ মেঘশ্যাম ! অথবা জীবানন্দকর ! হে অব্যয় ! হে জগদ্বিশ্বাধিকারিন্ ! হে আপ্যায়ন ! অর্থাৎ

জগদানন্দ ! হে চৈতন্যোজ্জ্বল ! হে নিজ্জিহ ! হে সপ্তশীর্ষ অর্থাৎ ভূ প্রভৃতি সপ্তলোক স্বরূপ ! হে যজ্ঞেশ্বর ! হে পুরাণপুরুষোত্তম !* হে ক্রব ! অর্থাৎ নিত্য ! হে অক্ষর ! হে সূক্ষ্মকেশ অর্থাৎ পরমাণুক্রিয়াদি হেতু ! হে ভক্তবৎসল ! হে পাবক ! তুমি সকল দেবতাদিগের গতি, তুমি ব্রহ্মবাদীদিগের গতি এবং হে পুরুষোত্তম ! তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদিগের গতি, হে জগন্নাথ ! তোমার আশ্রিত হইলাম। তুমি ক্রব, বাচস্পতি, প্রভৃ, সূত্রক্ষণ্য অর্থাৎ বেদ ব্রাহ্মণদিগের অদ্বিতীয় হিতকারী, অজ্ঞেয় বহুশেষ, বহুপ্রদ এবং মহাবোগ বলহুত, সর্বব্যাপী আকাশ ও তোমার তটরমধ্যে লুপ্তায়িত, তুমিই তেজোরূপে চন্দ্রসূর্যাদিতে বিরাজ করিতেছ। তুমি বাসুদেব, মহাত্মা, পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত ও সুরাসুর গুরু ; তুমি দেব, তুমি সর্বব্যাপী, তুমিই সর্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর ; তুমি বিরামমূর্তি, চতুর্ভুজ এবং তুমি জগৎ কারণের অর্থাৎ পৃথিবীদি মহা-ভূতের সৃষ্টিকর্তা। হে ভগবন্ ! আমাব নিকট আশ্রমচার রহস্ত এবং সংগ্রহসহ চতুর্স-র্গের সনাতন ধর্ম সকল বল।” দেবাধিপতি বিষ্ণু এইরূপ কথিত হইয়া পুনর্বার পৃথিবীকে বলিলেন ;—“হে পৃথিবী দেবি ! যে সকল সাধুগণ তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, তাঁহা-দিগের একমাত্র অবলম্বন, আশ্রমচার রহস্ত এবং সংগ্রহ সহিত চতুর্সর্গের সনাতন ধর্ম সকল শ্রবণ কর। হে বামোক্ষ ! এই কাকুন-ময় শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন কর। আমি ধর্ম বলিতেছি, স্থানাসীন হইয়া তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।” তখন পৃথিবী ঐথোপস্থিত হইয়া বিষ্ণু-কথিত ধর্মসমুদয় শ্রবণ কবিত্তে লাগিলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারবর্ণ। তাহার মধ্যে আদি তিনবর্ণ—

* পুরাণপুরুষ বাক্য—তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ পরমাত্মা।

দ্বিজাতি। তাহাদিগের গর্ভাধান হইতে শ্রমানকার্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হইয়া থাকে। চতুর্-
বর্গের ধর্ম্ম যথ—ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা; ক্ষত্রি-
য়ের অস্ত্রচর্চা; বৈশ্যের পশুপালন; শূদ্রের
দ্বিজাতি সেবা; এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের
যজ্ঞন এবং অধ্যয়ন। চতুর্বর্গের জীবিকা
যথা—ব্রাহ্মণের যাজ্ঞন ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়েব
রাজ্যপালন; বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোপোষণ,
স্বদল ওয়া ও ধান্ধাদিবীজ রক্ষা; এবং শূদ্রের
সকল শিল্পকার্য্য; আপংকালে অর্থাৎ নিজ
নিজ নির্দিষ্ট জীবিকাধারা নির্বাহ না হইলে
গর, পরবৃত্তি অবলম্বন করিবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ
রাজ্যপালন; ক্ষত্রিয় কুবাদি; তাহাতেও অভাব
হইলে ব্রাহ্মণ, কুবাদি করিতে পারিবে
ইত্যাদি। ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান,
ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, গুরু-সেবা, তীর্থপর্য্য-
টন, দয়া, ঋজুতা, লোভ-ত্যাগ, দেবব্রাহ্মণপূজা
এবং অমৃতা পরিত্যাগ, এই কথাটি সামান্য
অর্থাৎ বর্ণমাত্রেরই প্রতিপাল্য ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অথ রাজধর্ম্ম। প্রজাপালন, বর্ণ এবং
আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপনা করা কর্তব্য।
রাজা, বাহা পশুগণের হিতকর, শস্যপূর্ণ ও
বৈশ্য শূদ্র বহুল, সেই গিরি-নদী-বনরাজি-
শোভিত-দেশ আশ্রয় করিবেন। এবং সেই
দেশে মরুদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মহীদুর্গ, বারি-
দুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, গিরিদুর্গ, এই ষড়্বিধ দুর্গের
যে কোন একটা অবলম্বন করিবেন। দুর্গাশ্রিত
হইয়া অধীনস্থ গ্রামসমূহে এক একজন
গ্রামাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন এবং দশ-গ্রামা-
ধ্যক্ষ, শত-গ্রামাধ্যক্ষ এবং দেশাধ্যক্ষ নিযুক্ত
করিবেন। গ্রামাধ্যক্ষ, নিজাধিকৃত গ্রামের
দোষ পরিহার করিতে যত্ন করিবে। অসমর্থ
হইলে দশ গ্রামাধিপতির নিকটে দোষের
কথা নিবেদন করিবে। ফিনি তাহার প্রতি-
কারে অক্ষম হইলে, শত গ্রামাধ্যক্ষের নিকটে,

তিনিও অসমর্থ হইলে দেশাধ্যক্ষের নিকটে
নিবেদন করিবে। দেশাধ্যক্ষকে সর্ব্বতো-
ভাবে চেষ্টা করিয়া দোষোদ্ধার করিতে হই-
বেই। রাজা, ধনি, মাণ্ডল আদায়, পারাপার
স্থল এবং হস্তী প্রমুখ বন ভূমিতে বিখন্ত লোক
নিযুক্ত করিবেন। ধর্ম্ম কাঁচ্য ধর্ম্মিষ্ঠদিগকে,
অর্থ কার্য্য কুশলদিগকে, যুদ্ধকার্য্য বীরগণকে,
উগ্রকার্য্য উগ্রব্যক্তিবর্গকে ও স্ত্রীলোকের
রক্ষণাবেক্ষণে ক্রৌবদিককে নিযুক্ত করিবেন।
তিনি প্রতি বৎসর প্রজাদিগের নিকটে ধাত্ত
হইতে ষষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ছয়ভাগের এক ভাগ
করস্বরূপে গ্রহণ করিবেন। পশু, হিরণ্য এবং
বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের লভ্যাংশ হইতে শতকরা
দুই ভাগ গ্রহণ করিবেন। মাংস, মধু, ঘৃত,
ওষধি, পক্ষ, পুষ্প, ফল, মূল, দারু, পত্র,
অজিন, মৃদাণ্ড, আমতাণ্ড এবং বৈদল অর্থাৎ
বেণুনির্ম্মিত পাত্র হইতে ছয় ভাগের এক ভাগ
গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণদিগের নিকটে কর
গ্রহণ করিবে না, কারণ তাহারা রাজাকে
ধর্ম্মকর দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহারা নিজে
যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহার কিয়দংশ রাজা
প্রাপ্ত হন।—রাজা সকল প্রজারই পাপপুণ্যের
ছয় ভাগের একভাগ পাইরা থাকেন (অতএব
প্রজাগণ, যাহাতে পুণ্যকার্য্যে রত থাকে এবং
পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহা করা
রাজার সম্পূর্ণ উচিত) স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্য
হইতে তাহার যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তদমূ-
ল্যের দশভাগের একভাগ মাণ্ডল গ্রহণ
করিবেন (ইহা রপ্তানিমাণ্ডল) পরদেশজাত
পণ্যদ্রব্য হইতে তদমূল্যের বিংশতি ভাগের এক
ভাগ মাণ্ডল লইবেন (ইহা আমদানি মাণ্ডল)
যে স্থানে মাণ্ডল আদায় হয়, সে স্থান হইতে
মাণ্ডল না দিয়া পলায়ন করিলে তাহার সকল
দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। শিল্পী, কারু
এবং শূদ্রগণ প্রতি মাসে রাজার এক একটী কর্ষ
করিয়া দিবে। স্বামী, অমাত্য, দুর্গ, কোশ,
সৈন্য, রাষ্ট্র এবং শিত্র ইহার সমবেত নাম
প্রকৃতি। যাহারা ইহাকে বা এই সকলের অস্ত্র-
তমকে অপথে পরিচালিত করে বা পরস্পর
বিজিত করে, তাহাদিগের বধ দণ্ড। স্বরাষ্ট্র
এবং পররাষ্ট্রে চর রাখিয়া কর্তব্যাকর্তব্য দর্শন

করিবেন সাধুব্যক্তির পূজা করিবেন। ছুটিদিগের দণ্ড দিবেন। শত্রু, মিত্র উদাসীন অর্থাৎ যে শত্রুও নহে, মিত্রও নহে এবং মধ্যম অর্থাৎ যে শত্রুও হইতে পারে, মিত্রও হইতে পারে, এই চতুর্বিধ রাজবর্ণের প্রতি যথাযোগ্য এবং যথাকালে সাম, ভেদ, দান, দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায় প্রয়োগ করিবেন। সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধ-যাত্রা, যুদ্ধ অপেক্ষা করিয়া অবস্থিতি, প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ এবং বৈধীভাব অর্থাৎ প্রবল রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করা এই বড় বিধ উপায়ের অন্ততম যে কোন একটি সময়ানুসারে অবলম্বন করিবেন। চৈত্র মাসে বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। অথবা যে সময় শত্রুর বিপদ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে যাত্রা করিবে। যুদ্ধাদি দ্বারা পরকীয় রাজ্যলাভ হইলে সেই দেশের পূর্বাগর প্রচলিত ধর্ম উচ্ছেদ করিবেন না।

শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সর্বতোভাবে পায় রাজ্য রক্ষা করিবেন। ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগের সনান আর ধর্ম নাই। গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, বন্ধু, ধন, স্ত্রী, বা জীবন; এই সকল রক্ষা করিতে গিয়া হিংসা বর্ণ-সম্বন্ধ হওয়ার প্রতিবন্ধক হইতে গিয়া মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ করিবে। রাজা পরকীয় রাজ্য প্রাপ্তির পর সেই রাজ্যে পূর্বরাজ-বংশীয় কোন ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিবেন, অর্থাৎ আপনার কয়দরাজা করিবেন, রাজবংশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিবেন না। কিন্তু সেই রাজবংশ যদি ক্ষত্রিয় না হয়, তাহা হইলে উচ্ছেদ করিতে পারিবে। মৃগয়া, দ্যুতক্রীড়া, স্ত্রীসংসর্গ এবং মদ্যাদি পানে আসক্ত হইবেন না। কটুভাবী এবং উগ্রদণ্ড হইবেন না, ধনাদি অপব্যয় করিবেন না। পৈতৃক রাজ্য বা জয়-লব্ধ রাজ্যের পূর্বাগত তোরণ দ্বারের উচ্ছেদ করিবেন না। অপাত্রে ধনাদি অর্পণ করিবেন না। আকর হইতে উৎপন্ন দ্রব্য রাজারই গ্রাহ্য; নিধি অর্থাৎ অস্ত্য-নিক প্রোধিত ধন প্রাপ্ত হইলে অর্দ্ধভাগ ব্রাহ্মণ-সাং করিয়া অপরাধি ভাগ দ্বীপ দনাগারে প্রেরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ, নিধি প্রাপ্ত হইলে নিজেই সদস্ত অংশ লইতে পারিবেন। -ক্ষত্রিয়

ঐক্লব ধন পাইলে, রাজাকে চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারভাগের এক ভাগ এবং ব্রাহ্মণকে অপর চতুর্থ অংশ অর্পণ করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিবে। বৈশ্য, রাজাকে চতুর্থ অংশ ও ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে। শূদ্র, প্রাপ্ত নিধিকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজাকে পাঁচ অংশ এবং ব্রাহ্মণকে পাঁচ অংশ দিবে; ও স্বয়ং দুই অংশ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, নিধি প্রাপ্ত হইয়া যদি অংশদান ভয়ে এই কথা অপ্রকাশ রাখে এবং ইহা প্রচার হয়, তাহা হইলে রাজা, ব্রাহ্মণদের অংশ ব্রাহ্মণদের দিয়া অপর সমস্ত অংশ কোশজাত করিবেন। ব্রাহ্মণের সন্তানবর্ণ, নিজনিহিত ধন উত্তোলন করিলেও তাহা হইতে রাজাকে দ্বাদশ ভাগের একভাগ দিবে। যে ব্যক্তি অস্ত্রের নিহিত ধন “আত্মনিহিত” বলিয়া অযথা-গ্রহণের চেষ্টা করে, তাহাব নিহিত ধনের সমপরিমাণ অর্থ দণ্ড হইবে। -বালক, অনাথ এবং স্ত্রীলোকের সম্পত্তি, রাজা, রক্ষা করিতে বাধ্য। যে বর্ষেরই ধন অপ-হৃত হউক না কেন, রাজা ঐ অপহৃত ধন চৌবদিগের নিকট প্রাপ্ত হইলে তৎসমস্তই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যদি চৌবদিগের নিকট উহা প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে আপনার ধনাগার হইতে স্বত্বাধিকারীকে উপযুক্ত ধন দিবেন। শাস্তি এবং স্বস্ত্যয়নদ্বারা দৈববিপত্তির উপশম করিবেন। যুদ্ধাদি দ্বারা শত্রুসৈন্যের আক্রমণ দূর করিবেন। বেদ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থ-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, স্বয়ংশজাত, সম্পূর্ণ-ব্যব-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিকে পোষ্যপুত্র্য কার্যে ব্রতী করিবেন। বিগুহ, শোভশূন্য, অগ্রমত এবং শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যাব-দীঘ অর্থকার্য-সহায় অর্থাৎ সঙ্গী করিবে। বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগের সহিত, রাজা নিজেই ব্যবহার অর্থাৎ বিষয়াদি পরিদর্শন করিবেন। অথবা উক্ত কার্যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবেন। বাহ্যার স্বয়ংশজাত ও সংস্কার-শোধিত নিয়মী-ও শক্রমিত্রে-সমদর্শী এবং কার্যপ্রার্থীগণ, বাহাদিগকে কাম বা ক্রোধ

উদ্ভিক্ত করিয়া অথবা ভয় কিংবা লোভ প্রদর্শন করিয়া নিজের আয়ত্ত করিতে না পারে, রাজা, এইরূপ লোকদিগকে সভাসদ করিবেন। রাজা সকল কার্যাই দৈবজ্ঞদিগের মতামুসারে করিবেন। দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণকে সর্বদা পূজা করিবেন। বৃদ্ধ-সেবী এবং যোগশীল হইবেন। ইহার অধিকারে ব্রাহ্মণ, অথবা অন্য কোন সংকল্প-নিরত ব্যক্তি যেন ক্ষুধার্ত হইয়া না থাকে। ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিবে। বাহাদিগকে দান করিবে, দান-বিবরণসহ তাহাদিগের পিতৃাদি তিন পুরুষের নাম, তাহাদিগের নাম, নিজ পিতৃাদি তিন পুরুষের নাম, নিজের নাম, ভূমির পরিমাণ এবং সীমা নির্দেশ অর্থাৎ চৌহদ্দী,—স্থায়ীবস্ত্র বা তাম্রফলকে লিখিয়া তাহাতে আপনার মুদ্রা (মোহর) চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিবেন। এই সকল করিবার প্রয়োজন এই, পরবর্ত্তী রাজা এই সকল নিদর্শন দেখিলে, প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। পবদন্ত ভূমি অপহরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণদিগকে সকল প্রকার ধন দান করিবেন। সর্বতোভাবে আয়ত্ত করিবেন। প্রিয়দর্শন এবং প্রসন্ন দৃষ্টি হইবেন। রাজার বিষনাশক এবং রোগনাশক নানাবিধ মন্ত্র জানা আবশ্যিক। রাজা কোন দ্রব্য পরীক্ষা না করিয়া আত্মভোগের উপযোগী করিবেন না। সকল সময়ই ঐশ্বর্য্যহাশ করিয়া কথা বহিবেন। বধ্য ব্যক্তির প্রতিও রূঢ়ব্যবহার করিবেন না।* দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে অপরাধঃস্বরূপ দণ্ড করিবেন, লঘু শাস্তি করিবেন না। দণ্ডপ্রণয়ন (অর্থাৎ যে সকল পাপের দণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, কিংবা জাতি বয়ঃ প্রভৃতি বিবেচনায় দণ্ড ভারতম্য হইতে পারে; সেই সকল স্থলে বুদ্ধিমতে দণ্ড স্থির করা) উপযুক্তরূপ করিবেন। দ্বিতীয় অপরাধ কাহারও ক্ষমা করিবেন না। যে স্বধর্ম্ম পালন করে, দে ব্যক্তি রাজার নিকট দণ্ড না পাইয়া কোন

* ভাঃপার্থ্য এই যে, আইন বা পদ এই ব্যক্তিকে যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করুক না কেন, উক্ত আইনঅনুযায়ী বা পদই ব্যক্তি তাহাতে দোষী নহেন; কিন্তু তাহার উপর মন ব্যবহার, আইন বা পদের কার্য্য নহে; সুতরাং তাহাতে এই ব্যক্তিই দোষী।

মতে অব্যাহতি পাইবে না। যে রাজ্যে শ্রামবর্ণ রক্তনেত্র দণ্ড অপ্ৰতিহত হইয়া প্রচারিত থাকে, রাজা সুবিজ্ঞ হইলে সেখানে প্রজাগণের বৃত্তি হইয়া থাকে। নিজরাজ্যে উপযুক্ত দণ্ড দিবেন এবং শত্রুদিগের উপর (শত্রু যতক্ষণ ক্ষমতাপন্ন থাকে ততক্ষণ) কঠোর দণ্ড দান করিবেন। মিত্রের প্রতি সরল ব্যবহার করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন। এইরূপ স্বভাবের রাজা উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিলেও তাঁহার যশঃ জলপতিত তৈলবিন্দুর ত্রায় জগতে বিতীর্ণ হইতে থাকে। যে রাজা প্রজার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুখী হন, তিনি ইহকালে যশোলাভ করিয়া পরকালে স্বর্গলাভ করেন।

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

গবাক্ষনির্গত স্বর্গ্যকিরণে যে ধূলিকণা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নাম ত্রসরেণু। আট-ত্রসরেণু—এক লিঙ্গা। তিন লিঙ্গা—এক রাজ-সর্ষপ। তিন রাজসর্ষপে—এক গৌর সর্ষপ। ছয় গৌর সর্ষপে—এক যব। তিন যবে—এক কৃষ্ণল। পাঁচ কৃষ্ণলে—এক মাষ। বার মাষে—এক অক্ষার্কি। এক অক্ষার্কি এবং চার মাষ অর্থাৎ ষোল মাষে—এক সুবর্ণ।* চার সুবর্ণে—এক নিক†। সমপরিমাণ দুই কৃষ্ণলে—এক রূপ্যমাষক। ষোড়শ রূপ্য মাষকে—এক ধরণ‡। এক কর্ষভাস্ত্রের নাম কার্ষাপণ (অথবা পণ)। চার্ল দ্বিশত পণের নাম প্রথম সাহস; পঞ্চশত পণের নাম মধ্যম সাহস এবং সহস্র পণের নাম উত্তম সাহস।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

* প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত স্বর্ণের মান কীর্তিত হইল।

† চার সুবর্ণ স্বর্ণে—এক নিক; ইহার রক্ত এবং স্বর্ণময় বিবিধ হইয়া থাকে। মিতাক্ষরাদির মতে ইহা রক্তত।

‡ এই পর্য্যন্ত রক্তের মান নির্দিষ্ট হইল।

৪ ইহা তাম্রের পরিমাণ; সুবর্ণ, ধরণ, এবং বর্ধ, এই তিনটাই পরিমাণে সমান।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ-ভিন্ন সকল বর্ণের মহাপাতকীই বধ্য। ব্রাহ্মণের দৈহিক দণ্ড নাই। তবে ব্রাহ্মণের দণ্ড এই যে, নিম্নলিখিত চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।—চিহ্ন করিবার নিয়ম এই, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা করিবে, তাহার ললাটেদেশে মস্তক-পূজ পূর্ব্ব অঙ্কিত করিয়া দিবে। সুরাপানে সুরাচিহ্ন। চৌর্য্য করিলে কুকুর চর। গুরু-পত্নী-গমনে ভগাঙ্ক। অস্ত্র কোন বধজনক কার্য্য করিলেও তাহার ধনাটদেশে হরণ না করিয়া এবং দৈহিক দণ্ড না দিয়া (কেবল) রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিবে। যাহারা কুটশাসন (অর্থাৎ জানিয়া ওনিয়া গোতাদি-বশতঃ অর্থশাসন) করে, (অথবা রাজপুত্র তাম্র-শাসনাদি জাল করার নাম কুটশাসন; যাহারা তাহা করে) যাহারা জাল দলিল প্রস্তুত করে, যাহারা বিষপান করিতে দেয়, গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দেয়, দস্যবৃত্তি করে, জীহত্যা, বা পুরুষ হত্যা করে, যাহারা দশকুস্তাধিক ধন্য অপহরণ করে, যাহারা শতপলাধিক ভূগাপরিচ্ছেদ্য স্ববর্ণরজতাদি হরণ করে, যাহারা রাজবংশে উৎপন্ন না হইয়াও রাজ্য আকাজ্জা করে, যাহারা সেতু ভাঙ্গিয়া দেয়, যাহারা অসামর্থ্য ব্যতীত দস্যুদিগের স্থান ও আহার প্রদান করে, (অর্থাৎ রাজ্য যদি দস্যু নিবারণে অসমর্থ হন, তাহা হইলে যাহারা অস্ত্র দস্যুর নিবারণার্থ কোন দস্যুকে বশীভূত করিতে স্থান ও আহার প্রদান কবে, তাহারা এখানে গ্রাহ্য নহে) যে জ্ঞী যামীর বাধ্য নহে; এবং যে জ্ঞী ব্যভিচারিণী, রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন। নিষ্কৃষ্ট জাতি যে অঙ্গদ্বারা উৎকৃষ্ট জাতির অপরাধ করিবে, তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। একাসনে বসিলে, তাহার কটিতে দাগ দিয়া নির্বাসিত করিবেন। থুথু দিলে ওষ্ঠাধর ছেদন করিয়া দিবেন। বাতকর্ম্ম করিয়া দিলে মলধার ছেদন করিয়া দিবেন। গালা-গালি দিলে জিহ্বা ছেদন করিয়া দিবেন। দর্প সহকারে ধর্ম্মোপদেশ করিতে থাকিলে

রাজা তাহার মুখে তণ্ডুলা ফেলিয়া দিবেন। জোহপূর্ব্বক নাম বা জাতি উচ্চারণ করিলে তাহার মুখে দশ অঙ্গুলি পরিমিত শব্দ পুড়িয়া দিবেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাধ্যয়ন স্বীয়দেশ, স্বীয়-জাতি এবং স্বীয় কর্ম্ম অস্ত্র প্রকারে বলে। (অর্থাৎ এই সকল বিষয় মথার্থ না বলিয়া মিথ্যা বলে) তাহার দুইশত পদদণ্ড হইবে। যাহারা প্রকৃত কাণ, খঞ্জাদি (অর্থাৎ বিকৃতাস্র), তাহাদিগকে তাহা (অর্থাৎ কাণ খঞ্জাদি) বলিয়া গালিদিলে দুইকার্ষাপণ দণ্ড। গুরুজনকে ক্রূত কথা বলিলে বা নিন্দা করিলে শত কার্ষাপণ দণ্ড। অপরের পাতিভ্যঘটিত নিন্দা বা তিরস্কার করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। (“ঐ ব্যক্তি সুরাপান করিয়াছে” বা “যা যা সুরাপানী”! এইরূপ নিন্দা বা তিরস্কার পাতিভ্য ঘটিত)। উপ-পাতক-ঘটিত তিরস্কার নিন্দাদি করিলে মধ্য-সাহস দণ্ড। ত্রৈবদ্যবৃন্দের (অর্থাৎ বেদ ত্রয়াভিজ্ঞ) জাতির, (ব্রাহ্মণাদির) কিংবা পুণের (অর্থাৎ সম্প্রদায়ের) তিরস্কার নিন্দাদি করিলেও (ঐ দণ্ড) গ্রাম কি, দেশের নিন্দা করিলে (অর্থাৎ হাজার হউক ঐ গ্রামে কি ঐ দেশে নিবাস ত তার আর কত ভাল হইবে ইত্যাদি রূপে তিরস্কার বা নিন্দা করিলে) প্রথম সাহস দণ্ড। অস্ত্রীণ কথা বলিয়া গালি দিলে বা নিন্দা করিলে শত কার্ষাপণ, মাতৃ উচ্চারণ পূর্ব্বক (উহা করিলে) উত্তম সাহস ও সর্ব্বণকে গালি দিলে দ্বাদশপণ দণ্ড। হীন বর্ণকে গালি দিলে ছয়পণ দণ্ড। যথাকালে (অর্থাৎ গালাগালি দিবার কারণদ্বয়ে) উত্তমবর্ণ বা সর্ব্বণকে গালাগালি দিলে তৎপ্রমাণ অর্থাৎ ছয়পণ দণ্ড অথবা তিন কার্ষাপণ দণ্ড হইবে, (যে গালাগালি দিবে, তাহার গুণ অগুণ ভেদে দ্বিবিধ দণ্ড উক্ত হইল) শুক্ল বাক্য বলিলে (অর্থাৎ শ্লেষসহ-কারে গালি দিলেও) এইরূপ দণ্ড। সর্ব্বণ-গমনে পরদারগামীর উত্তম সাহস দণ্ড, হীন বর্ণগমনে ও গোপগমনে মধ্যম সাহস দণ্ড, অন্ত্য (অর্থাৎ চণ্ডালী প্রভৃতি) গমনে বধদণ্ড। পশুগমনে শত কার্ষাপণ দণ্ড। দোষো-ল্লেক্ষ না করিয়া দোষযুক্ত কথা দান করিলে

(তাহারও এই দণ্ড) এবং তাহাকেই ঐ শ্রমস্ত কস্তার ভরণপোষণ করিতে হইবে। বস্ত্রতঃ অল্পষ্ট কস্তাকে দুই বালিলে তাহা উত্তম সাহস দণ্ড। গহিত মৎস বিক্রমতাকে এবং হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্রকে যে হত্যা করে তাহাকে এক-কর-পাদ করিবেন অর্থাৎ তাহার এক হস্ত ও এক পদ ক্ষেদন করিয়া দিবেন। গো-পুত্ৰি-গ্রাম্য-পশু-বাতীর শতকার্ষাপণ দণ্ড এবং পশুবাতি পশুযামীকে হত পশুর মূল্য দিবে। মহিষাদি আরণ্য পশু হত্যা করিলে পঞ্চাশৎ কার্ষাপণ দণ্ড। পক্ষিবাতী, ও মন্ত্রবাতীর দশকার্ষাপণ দণ্ড। কীট-হত্যাকারীর এককার্ষাপণ দণ্ড। ফলোপ-গম (অর্থাৎ আত্মপনসাদি) বৃক্ষক্ষেদন করিলে উত্তমসাহস দণ্ড। পুষ্পোপগম (অর্থাৎ চম্পকাদি) বৃক্ষক্ষেদন করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, বন্যী (গুড়চী প্রভৃতি বীকৃথ,) মালভী প্রভৃতি গুল্ম, মাধবী প্রভৃতি লতা ক্ষেদনে শতকার্ষাপণ দণ্ড। তৃণ ক্ষেদন করিলে এককার্ষাপণ (আত্মপনসাদি বৃক্ষক্ষেদী হইতে তৃণক্ষেদী পর্য্যন্ত) সকলেই তত্তদন্তর অধিকারীকে তাহার উৎপত্তি (অর্থাৎ উপন্থত কিংবা আর একটা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় তাহা) প্রদান করিবে। প্রহারার্থ হস্ত উদ্যত করিলে দশকার্ষাপণ, চরণ উদ্যত করিলে বিংশতি কার্ষাপণ, দণ্ডকঠি উদ্যত করিলে প্রথম সাহস, প্রস্তর উদ্যত করিলে মধ্যম সাহস এবং শস্ত্র উদ্যত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। পাদ, কেশ বস্ত্র কিংবা হস্তগ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে দশগুণ দণ্ড, বিনা রক্তপাতে হুঃখ উৎপাদন করিলে অর্থাৎ আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে দ্বাত্রিংশগুণ দণ্ড, আর শোণিতোৎ-পাদক আঘাতে চতুঃষষ্ঠিগুণ দণ্ড। হস্ত, পাদ, কিংবা দস্ত ভাঙ্গিয়া দিবে এবং কর্ণ, নাসিকা হেদনে মধ্যম সাহস, বাহাতে গমনাদি চেষ্টা, ভোজন, বা কথা কওয়া বন্ধ হয়, একরূপ প্রহার করিলেও (মধ্যম সাহস দণ্ড) নেত্র, কক্ষরা বাহু, সন্ধি এবং স্বক্কক্কে উত্তম সাহস দণ্ড। উত্তর নেত্রভেদী ব্যক্তিকে, রাজা বাবজীবন বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন না; অথবা উত্তর

নেত্র রহিত করিয়া দিবেন, বহুবাক্তি মিলিত হইয়া এক ব্যক্তিকে প্রহার করিলে, প্রহৃত-গণের প্রত্যেকেরই, কথিত দণ্ডের দ্বিগুণদণ্ড হইবে (এই সমস্ত সজ্ঞাতি-বিষয়ে জানিবে) যে সকল ব্যক্তি প্রহারার্থের কাতর আত্মদানও (তাহার পরিত্রাণার্থ) সেইদিকে গমন না করে এবং তৎসমীপবর্তী যে সকল ব্যক্তি (তাহাকে উদ্ধার না করিয়া) সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরও দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পুরুষ পীড়াগ্রদ সকলেই আহ-তের ব্রণরোপণাদি ব্যয় দিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ৪২ পত্র ২২১ শ্লোক হইতে ২৬ শ্লোকের ক্রিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।) বাহারা গ্রাম্য-পশুকে আঘাত করে, তাহার ও উহাদিগের ব্রণ বিরোপণের ব্যয় দিবে। গো, অশ্ব, উষ্ট্র বা হস্তী অপহরণ করিলে রাজা তাহাকে এক-কর-পাদ করিয়া দিবেন। (অর্থাৎ এক হস্ত ও এক পদ ক্ষেদন করিয়া দিবেন)। অজাহবণ করিলে এক-হস্ত করিয়া দিবেন। ধাত্মা-পহা-রীর (অপহৃত ধাত্মাপেক্ষা) একাদশ গুণ দণ্ড। অন্ত শস্ত্রাপহারীরও ঐ দণ্ড। পঞ্চাশৎ পলা-ধিক স্বর্ণ, রজত বা উত্তম সংখ্যক পঞ্চাশৎ বস্ত্র অপহরণ করিলে রাজা তাহার হস্তক্ষেদন করিয়া দিবেন। তন্ময়ান সুবর্ণাদির তাহার হরণে একা-দশগুণ অর্থ দণ্ড; সূত্র, কার্পাস, গোময়, গুড়, দধি, দুগ্ধ, তক্র তৃণ, লবণ, মৃত্তিকা, ভস্ম, পক্ষী, মৎস্ত, দ্রুত, তৈল, মাংস, মধু, বৈদল (অর্থাৎ সূক্ষ্ম বংশধণ্ড নির্মিত পাত্র বিশেষ), বংশ, মুগ্ধর পাত্র, অথবা দৌহতাও হরণ করিলে তত্তদ্ব্যয়ের মূল্যাপেক্ষা তিনগুণ অর্থ দণ্ড। পক্ষ্ম হরণেও তন্মূল্যাপেক্ষা তিনগুণ অর্থদত্ত। পুষ্প, হরিত (চণক গুচ্ছাদি), গুল্ম, বন্যী, লতা ও পত্র হরণে পঞ্চকৃষ্ণল অর্থ দণ্ড। শাক, মূল ও ফল হরণেও (পঞ্চকৃষ্ণল অর্থ দণ্ড)। রত্না-পহারীর উত্তম সাহস দণ্ড। যে সকল দ্রব্যের নাম উল্লেখ হইল না, তাহা হরণ করিলে দ্বত বস্ত্র মূল্য-সম অর্থ দণ্ড। বাহাতে চোরেবা অপহৃত বস্ত্রসকল প্রকৃত ধনাধিকারীকে দেহ, রাজা তাহা করিবেন। অনন্তর উক্ত দণ্ড প্রযুক্ত হইবে। বাহাদিগকে পথ দেওয়া উচিত, তাহাদিগকে পথ না দিলে পঞ্চ-

বিশ্বশক্তি কার্যপণ দণ্ড। তাহাকে আসন দেওয়া উচিত, তাহাকে আসন না দিলেও পূজার ব্যক্তিকে পূজা না করিলে, প্রতিবেদী ব্রাহ্মণকে অভিক্রম করিয়া অপরকে নিমন্ত্রণ করিলে এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইলেও (ঐরূপ দণ্ড)। যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া “আচ্ছা” বলে (অর্থাৎ স্বীকার করে) অথচ ভোজন করে না, সে সূৰ্ব্ব মায়ক অর্থ-দণ্ড এবং নিমন্ত্রিতকে দ্বিগুণ অন্ন দিবে (অর্থাৎ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তথায় আহাৰ না করিলে উক্ত দণ্ড হইবে)। অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিবে ষোড়শ সূৰ্ব্ব অর্থদণ্ড (অর্থাৎ ভোক্তা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহাকে গামান্য অভক্ষ্য ভোজন করাইলে, উক্ত দণ্ড); জাতিনাশক অভক্ষ্য গোমাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে, শত সূৰ্ব্ব অর্থ দণ্ড; আর স্ত্রী দ্বারা দূষিত করিলে বধদণ্ড। ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে, অৰ্দ্ধ দণ্ড (অর্থাৎ যে দ্রব্যে ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, যে দণ্ড বিহিত হই-গাছে, সেই দ্রব্যে ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে সেই দণ্ডের অৰ্দ্ধ দণ্ড হইবে) বৈশ্যকে দূষিত করিলে, ক্ষত্রিয় দণ্ডের অৰ্দ্ধ দণ্ড হইবে। শূদ্রকে দূষিত করিলে প্রথম সাহস অর্থ দণ্ড হইবে। অস্পৃশ্যজাতি (অর্থাৎ চাণ্ডালাদি), জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে। রজঃস্রা ঐরূপ করিলে, তাহাকে শিকা (বৃক্ষশাখা) দ্বারা তাড়না করিবে। যে ব্যক্তি পথ, উদ্যান এবং জগ সমীপে অশুচি প্রক্ষেপ করে, অর্থাৎ মূত্র বিষ্ঠাত্যাগাদি করে, তাহার শতপণ দণ্ড। এবং সেই অশুচি বস্তু—পরিকার করিয়া দিবে। গৃহ, ভূমি, কিংবা দেওয়াল ভেদ করিলে মধ্যম সাহসদণ্ড। পরকীর গৃহে পীড়াকর দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে শতপণ দণ্ড। যে সাধারণ বস্তু অপলাপ করে, যে ব্যক্তি, প্রেরিত বস্তু প্রদান না করে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপবের জন্ত-প্রেরিত বস্তু আয়নাৎ করে, তাহাও ঐ দণ্ড) পিতা, পুত্র, আচার্য্য, (শিষ্য) বজ্রমান, ঋত্বিক-পতিত না হইলে ইহা-দিগের পরস্পরের মধ্যে কেহ কাহাকেও যদি পরিত্যাগ করে তবে (তাহারও ঐ দণ্ড)

এবং (যে পরিত্যক্ত হইয়াছে) তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিবে। (কিন্তু পতিত পিতাকে পুত্র, পতিত পুত্রকে পিতা, ত্যাগ করিতে পারিবে ইত্যাদি) যে ব্যক্তি দৈব পিত্র্যকার্য্যে শূদ্র প্রভ্রাজিত (অর্থাৎ দিগম্বরাদিকে) ভোজন করায়, যে আপনার অযোগ্য কার্য্য করে, (যথা শূদ্রের বেদাধ্যয়ন), যে চাবিবন্ধ গৃহ (গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে) উদ্বাটিত করে, যে ব্যক্তি বিনা আদেশে শপথ করে, আর যে ক্ষুদ্র পশুর পুংস্ব বিনষ্ট করে, (তাহারও ঐ দণ্ড) পিতাপুত্র বিরোধে যাহারা সাক্ষী থাকে, তাহাদিগের দশপণ দণ্ড। আর যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে (অর্থাৎ সপণ-বিবাদে প্রতিভূ হয়, অথবা কলহ বাধাইয়া দেয়) তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। যে তুল্যদণ্ড বা দ্রোণ প্রমাদিমান বস্তু,—কূট, (অর্থাৎ নানা-ধিক) করে, তাহার; যে ব্যক্তি অকূট ঐ সকল দ্রব্যকে কূট বলে, তাহার; যে সকল জিনিস বিক্রয় করে, তাহার; যে সকল বণিক দেশান্তরাগত পণ্য অল্পমূল্যে লইবার জন্ত অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য একমূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তম সাহস-দণ্ড। যে বণিক মূল্য গ্রহণ করিয়া ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে সে, ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধিসমেত প্রদান করিতে বাধ্য (যাজ্ঞবল্ক্য ৪৪ পত্র ২৫৯ শ্লোক)। এবং রাজা, ইহার শতপণ দণ্ড করিবেন। (বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও ক্রেতা ক্রীতদ্রব্য গ্রহণ না করিলে এবং (দেবোপজন্মাদি বশতঃ) সেই দ্রব্য দিনষ্ট হইলে, সে ক্ষতি ক্রেতারই হইবে। রাজ-নিষিদ্ধ-দ্রব্য বিক্রয় করিতে বসিলে তাহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য কাড়িয়া লইবে। নৌগুহ্যগ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি স্থলজগুহ্য গ্রহণ করিলে দশপণ দণ্ড হইবে। ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ, যতি, গৰ্ভবতী এবং তীর্থযাত্রীদিগের নিকট নৌগুহ্য গ্রহণ করিলে নাবিক-গুহ্যধিকার নিযুক্ত ব্যক্তির (ঐ দণ্ড-হইবে) এবং গৃহীত গুহ্য তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে। দ্যুতজ্যোড়ার যাহারা কূটাক-দেবী (এমন পাশা নির্মাণ

করা যায় বাহাতে দান পড়িবেই। সাধারণ ক্রীড়াস্থলে হস্তলাবে ক্রীড়োপকরণ পাশার পরিবর্তে ঐ পাশাতে দান পড়াইয়া ক্রীড়া করিলে তাহাদিগকে কুটাক্স দেবী বলা যায়) তাহাদিগের করছেদ দণ্ড। বাহারি মন্ত্রোষ-গাদির সাহায্যে অক্ষক্রীড়া করে (অর্থাৎ ঐ সকল বস্তুর প্রভাবে অশরের চক্ষুতে ধূলি প্রদান করিয়া অক্ষক্রীড়া করে) তর্জনী ও অন্তর্হস্তে তাহাদিগের দণ্ড। বাহারি গ্রহি ভেদক (অর্থাৎ গাঁটকাটা) তাহাদিগের করছেদ দণ্ড। পশুগণ, দিবসে বৃকাদিকর্তৃক আক্রান্ত হইলে, তদবস্থায় পালক, রক্ষার্থে না আসিলে পালকের দোষ। পালক, বিনষ্ট পশুর মূল্য স্বামিকে দিবে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত, (পালক) গাভী ওভূতি দোহন করিলে পঞ্চবিংশতি কার্ষাপণ (তাহার) দণ্ড। মহিষী যদি শস্তনাশ (ভক্ষণ) করে, তাহা হইলে তৎপালকের আটমাষা অর্থ দণ্ড। পালক না থাকিলে তৎস্বামীর (ঐ দণ্ড হইবে) অশ্ব, উষ্ট্র, ও গর্দভের (পক্ষেও এই নিয়ম) পো হইলে অর্দ্ধ দণ্ড (চারমাষা দণ্ড) ছাগ বা মেঘ হইলে তদর্দ্ধ (ছইমাষা) দণ্ড। আর ঐ সকল পশু শস্যভক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকিলে (অর্থাৎ শস্য ভক্ষণ করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে বরত হইলে) বিগুণ দণ্ড হইবে। সর্বত্রই শস্তাধিকারীকে বিনষ্ট শস্তমূল্য প্রদান করিতে হইবে। পথ ও গ্রামসমীপবর্তী ক্ষেত্রে অথবা বিবীতের সমীপবর্তী ক্ষেত্রে এবং অনাবৃত ক্ষেত্রে শস্ত (ভোজন করিলে) অপরাধ হইবে না। অন্নকাল ভোজন করিলেও অপরাধ হইবে না। উৎকৃষ্ট বুধ কিংবা সূতিক! (যাক্ষবল্য ৩৮ পত্র ১৬৮ শ্লোক দেখ) শস্ত বিনষ্ট করিলেও দোষ হইবে না। যে উত্তম বর্ণকে দাস্ত কার্যে নিযুক্ত করে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। যে প্রব্রজ্য সন্ন্যাস ত্যাগ করে, সে রাজার দাস্ত করিবে। ভাড়াটিয়া ভৃত্য, নির্দারিত কালপূর্ব হইবার পূর্বে দাস্ত পরিত্যাগ করিলে, সম্পূর্ণ মূল্য স্বামীকে দিবে, এবং রাজার নিকট শতপণ অর্থ দণ্ড দিবে। তাহার দোষে দৈবোপ-দ্রব্যভ্যতীত যে সকল বস্তু বিনষ্ট হইবে, তাহাও স্বামীকে (ওপকার) দিবে। আর ভৃত্যের

বিনাদোষে স্বামী যদি নির্দারিত সময় পূর্ণ না চাইতে (ঐকপ ভৃত্যকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে, সেই স্বামী ভৃত্যকে সমস্ত বেতন (অর্থাৎ সম্পূর্ণকালের নির্দারিতে মূল্য) এবং রাজাকে শতপণ দিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি পাত্রের দোষ ব্যতীত, একের উদ্দেশে বাগদত্তা কস্তা অপরকে প্রদান করে, সে, চোরবৎ দণ্ড-নীয়। নির্দোষপত্নী পরিত্যাগ করিলেও (ঐ দণ্ড)। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্য ক্রয় করে (ঐ দ্রব্য চোরাই মাগই হউক আর যাহাই হউক) তাহাতে সেই ব্যক্তির অর্থাৎ ক্রেতার দোষ নাই। তবে ঐ দ্রব্য-স্বামী তাহা পাইবে (অর্থাৎ একজন একজনের বস্তু অপহরণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রয় করিল, তাহার পর চোর ধরা পড়িলে ক্রেতা তৃতীয় ব্যক্তির কিছু হইবে না। বাহার জিনিশ সে পাইবে, ক্রেতা, বিক্রেতাচোরের নিকট টাকা ফেরত পাইবে)। যদি অপ্রকাশ্য ভাবে, হীনমূল্যে ক্রয় করে, তাহা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই চোরবৎ দণ্ড হইবে। গণদ্রব্য অর্থাৎ গ্রামাদি জনসমূহের সাধারণ দ্রব্য অপহরণ করিলে নির্দাসন দণ্ড হইবে। যে তৎকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করে, (তাহারও ঐ দণ্ড)। যে ব্যক্তি গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করে, রাজা, তাহার দ্বারা গচ্ছিত ধনের অধিকারীকে অর্থ বৃদ্ধিসমেত ঐ ধন দেওয়াইবেন, এবং তাহাকে চোরবৎ শাসন করিবেন। যে ব্যক্তি অনিচ্ছাপ্রকণ্ডে নিচ্ছিন্ত বলিবে; অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে গচ্ছিত না রাখিয়া, গচ্ছিত রাখিয়াছি বলিবে, তাহারও ঐ দণ্ড। যে ব্যক্তি সীমা ভেদ করে, অর্থাৎ সীমাচিহ্ন বিলুপ্ত করে, রাজা তাহাকে উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া পুনর্বার তদ্বারা সীমাকে চিহ্নযুক্ত করিয়া লইবেন। (অমিশ্রভাবে) জাতিভ্রংশকর অভক্ষ্য (অর্থাৎ পলাতুলশুন প্রভৃতি) ভোজন করিলে নির্দাসন-দণ্ড হইবে, অভক্ষ্য, এবং অবিক্রয় বস্তু বিক্রয় করিলেও (ঐ দণ্ড)। দেব-প্রতিমা ভগ্ন করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড। বৈদ্য, উত্তম পুরুষের অর্থাৎ রাজপুরুষের (আয়ুর্বেদ না জানিয়া) মিথ্যা চিকিৎসা করিলে, উত্তম

সাহস দণ্ড। সাধারণ পুরুষের (ঐরূপ করিলে) মধ্যম সাহস দণ্ড; এবং পশু পক্ষী তির্য্যগ্-
বানির (ঐরূপ করিলে) প্রথম সাহস দণ্ড।
দিবার জন্য অদৌকৃত বস্ত্র না দিলে, রাজা,
তাহা দেওয়াইয়া প্রথম সাহস দণ্ড করিবেন।
রাজা কূটসাক্ষীদিগের সর্বস্ব হরণ করিয়া
নইবেন। উৎকোচোপজীবী সভ্যদিগেরও
(ঐ দণ্ড) অন্যাধিকৃত গোচর্য্যমাত্রাধিক ভূমি,
তাহার (অর্থ্যং অধিকারীর) নিকট হইতে
কাড়িয়া লইয়া অন্যকে যে প্রদান করে, সেই
বধা। আর তাহা হইতে নূন হইলে ষোড়শ
স্বর্ণ অর্থ দণ্ড হইবে। (সর্বত্রই ভূমি পূর্বা-
ধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে)। যে
ভূমির উৎপন্ন ফল একজন মহুষ্যের সংবৎসর
ভোগ্য; অল্পই হউক আর অধিকই হউক,
সেই ভূমিই গোচর্য্যমাত্র। ছইজনের নিকট
যে মাধি নিক্ষেপ করা হইয়াছে (অর্থ্যং এক
হস্তই অগ্রপশ্চাৎ সময়ে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে),
সহ ছই ব্যক্তি যদি বিবাদ করে, এই বন্ধকৌ-
দ্ৰব্য আমার, উভয় পক্ষেই এইরূপ বলিয়া
স্বস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়; তাহা হইলে বিনা
বলাৎকারে যাহার ভোগে থাকে, তাহাই
প্রকৃত। যদি সাগম ভোগ সহকারে সম্যক্রূপে
বলে থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ভোগ
করিতেছে; সেই প্রাপ্ত হইবে, তাহা কদাচ
অপহার্য্য নহে। (আগম শব্দের অর্থ ক্রয়
প্রতিগ্রহাদি) যে দ্রব্য, পিতা, যথাবিধি
ভোগের নিয়ম অনুসারে ভোগ করিয়াছে।
তাহার মৃত্যুর পর ইহাকে (অর্থ্যং তৎ পুত্রকে)
কিছু বলিতে পারিবে না, যেহেতু সেই দ্রব্য
তাহার ভোগতঃ প্রাপ্ত। যে ভূমি যথাবিধি
তিনপুরুষ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে,
শেষ্য (অর্থ্যং দলিল) না থাকিলেও চতুর্থ
পুরুষ সেই ভূমি প্রাপ্ত হইবে। নখী, দংশী,
গুসী, আততায়ী ও এতদ্বিন্ন হস্তী অশ্ব বধ
করিলে হস্তা দোষভাগী হইবে না। ইহাদিগকে
হিংসার্থে উদ্যত দেখিলে অথচ উপায়ান্তর না
থাকিলে বধ করা যাইতে পারে। গুরু, বালক,
বৃদ্ধ কিংবা বহুশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণ (যেই কেন
হউক না) আততায়ী হইয়া আসিলে তাহাকে
বচার না করিয়াই হত্যা করিবে। গেমপন

ভাবে হউক আর প্রাকৃতভাবে হউক
আততায়ী বধে হস্তার কোন দোষ হয় না।
কেন না আততায়ীর দুর্কার্যই হত্যাকারীর
ক্রোধোদ্দীপক। খজায়াত করিতে উদ্যত, (১)
বিষপ্রয়োগে উদ্যত, (২) অগ্নি দানে (অর্থ্যং
গৃহাদি দাহে) উদ্যত, (৩) শাপদানার্থ উদ্যত
হস্ত, (৪) আখরুণিককার্য্য (অর্থ্যং অভিচার)
দ্বারা মারিতে উদ্যত, (৫) রাজ সকাশে কুৎসা-
কারী—(অর্থ্যং যে অপরাধে বধ দণ্ড হয়, মিছা-
মিছি রাজার নিকট সেই অপরাধ-বাপিত
নিন্দাকারী) (৬) এবং ভাণ্ড্যপহারী, (৭) এই
সাতজনকে আততায়ী বলিয়া জানিবে।
এতদ্বিন্ন, কীর্ত্তিহারক (অর্থ্যং যে ব্যক্তি
বিশিষ্ট অপবাদ দিয়া কীর্ত্তি নষ্ট করে)।
ধনাপহারী এবং ধর্ম্ম-কার্য্যবিনাশী ব্যক্তি-
দিগকেও পণ্ডিতেরা (অতিতায়ী) বলিয়াছেন।
হে ধরণি! আমি তোমার নিকট সকল অপ-
রাধেরই অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া অতীব
বিস্তীর্ণ দণ্ডবিধি বলিলাম। অত্র অপরাধে
(অর্থ্যং যাহার দণ্ড উক্ত হয় নাই) জ্ঞাতি,
ধন ও বয়ঃক্রম দেখিয়া রাজা, ব্রাহ্মণদিগের
সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবেন।
যে রাজনিযুক্ত দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে বিনাদণ্ডে
মুক্তি প্রদান করে, তাহাকে এবং যে নরাধম
অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করে, তাহাকে দণ্ড-
নীয় (ও দণ্ডিত) ব্যক্তি অপেক্ষা বিগুণ দণ্ড
বহন করিতে হইবে। যাহার নগরে (অর্থ্যং
রাজ্যে) চোর নাই, পন্থীগামী পুরুষ নাই,
দুপাক্যবাদী লোক নাই, স্ত্রীদাদি-সাহসিক
বা দাস্তাবাজ লোক নাই, সেই রাজা ইন্দ্র-
লোকে গমন করেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

উত্তমর্ণ যাবৎখন প্রদান করিবে তাবৎ ধন
অবমর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে (ইহা
আসল)। আর প্রতি মাসে বর্ণাধিকার
(যথাক্রমে) প্রতিশতঃ ছইভাগ, তিন ভাগ,
চার ভাগ এবং পাঁচ ভাগ (বৃদ্ধি) লইবে।
(যাজ্ঞবল্ক্য ২৮ পত্র ৩৮ শ্লোক দেখ)। অথকা

সকল বর্ণই নিজ নিজ অঙ্গীকৃত বুদ্ধি প্রদান করিবে। (ঋণ গ্রহণের সময়) বুদ্ধি বিষয়ে কোন কথা না থাকিলেও একবৎসর অতীত হইলে স্বধাবিহিত অর্থাৎ দুইভাগ তিনভাগ ইত্যাদি যথাক্রমে, অথবা মধ্যস্থ কল্পিত বুদ্ধি দিবে। আর বন্ধকী দ্রব্য উপভোগ করিতে থাকিলে বুদ্ধি হইবে না। দৈবোপদ্রব, কি রাজোপদ্রব ব্যতীত অন্য কোন কারণে আধি-বিনাশ হইলে উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে তাহা দিতে বাধ্য। যদি পরিত্যাগ করিবার কোন কথা না থাকে তাহা হইলে বুদ্ধিশেষ প্রবিষ্ট হইলেও স্থাবর আধি পরিত্যাগ করিবে না। (অর্থাৎ আধিকৃত ক্ষেত্র-ধির উৎপন্ন আয়ে উচিতমত স্তদ পরি-শোধ হইয়াও যদি উন্নত থাকে, তথাপি উহা পরিত্যাগ করিবে না। আর যদি এমন কথা থাকে, যে স্তদ পরিশোধের অবশিষ্ট অংশদ্বারা ঋণ পরিশোধও হইতে থাকিবে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর ঐ আধি পরিত্যাগ করিবে)। আর যে স্থাবর গৃহীত ধন-প্রবেশার্থ (অর্থাৎ স্তদ পরিশোধ হইয়া ঋণমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এই জন্য) আধিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা গৃহীত ধন প্রবেশ হইলে (অর্থাৎ সমস্ত স্তদ পরিশোধ হইয়া ঋণমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে) প্রত্যর্পণ করিবে*। অধমর্ণ, গৃহীত ঋণ পরিশোধ দিতে বাইলে যদি তাহা উত্তমর্ণ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে পরে আর স্তদ চলিবে না। স্ববর্ণের চরম বুদ্ধি দ্বিগুণ; ধাতুর তিনগুণ; বস্তুর চারগুণ; রসের (অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদির) আটগুণ; এবং জী-পত্র বৎস পর্যন্ত। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৮ পত্র ৪০ শ্লোক দেখ)। কিণু, কার্পাস, সূত্র, চর্ম, আয়ুধ, ইষ্টক এবং অসারের অঙ্গম বুদ্ধি (অর্থাৎ ইহাদিগের স্তদ চিরকাল চলিবে)। অনুক্ত

* ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কোন কথা যদি না থাকে তবে অধিক আরকর স্থাবর আধিও পরিত্যাগ করিবে না। এক্ষণে উক্ত হইতেছে যদি স্তদ পরিকায়ে পর উৎকৃষ্ট আর দ্বারা মূলধন পরিশোধার্থ আধিপ্রদত্ত হয়। তবে ক্রমে মূল শোধ হইলে উহা প্রত্যর্পণ করিবে। কি রকম কথা থাকিলে স্থাবর, আধি প্রত্যর্পণ করিবে, ইহা জানাইবার জন্য এই অংশ উক্ত হইল। ইহা কোন পণ্ডিতের মত।

বস্তুর দ্বিগুণ বুদ্ধি। দত্তঞ্চ যে কোনরূপে আদায় করিতে চেষ্টা করুকনা কেন (উত্ত-মর্ণকে) রাজা কিছু বলিবেন না। আর সাধ্যমান (অর্থাৎ আদায় করিবার অবসার কোনরূপে পৌড়িত) হইয়া অধমর্ণ যদি রাজার নিকট যায়, রাজা গৃহীত-ধনের সমপরিমাণ তাহার অর্থ দণ্ড করিবেন। আর উত্তমর্ণ যদি (কোন রূপে আদায় করিতে না পারিয়া) রাজার নিকট গমন কবে, (অথবা অভিযোগ উপস্থিত করে) এবং ঋণ গ্রহণাদির বিষয় সপ্রমাণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে অধমর্ণ, কৃত-ঋণের দশমাংশের একাংশ রাজ সরকারে অর্থদণ্ড দিবে। (উত্তমর্ণকে ত পরিশোধ করিবেই)। এবং প্রাপ্ত-ধন উত্তমর্ণ ঐ ধনের বিংশতি ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিবে। যে অধমর্ণ, সকল ঋণের অপলাপ করে, উত্তমর্ণ তৎসমস্তের মধ্যে কিয়দংশ সপ্রমাণ করিলে (উত্তমর্ণ-কথিত-সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অধমর্ণ বাধ্য হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৬ পত্র ২১ শ্লোক দেখ)। তাহা প্রমাণ কবিবার তিন রকম উপায়, লিখিত (অর্থাৎ দলিল) সাক্ষী ও শপথ করা। ঋণ গ্রহণ সমাপ্ত হইলে ঋণ পরিশোধও সাক্ষী-সন্নিধানে করিবে। লিখিত প্রয়োজন সমাপ্ত হইলে ঐ লিখিত (দলিল) ছিঁড়িয়া ফেলিবে। (অর্থাৎ ঋণ দানার্থ কৃত দলিলের প্রয়োজন— তাহা আদায় হওয়া, সে কার্য সমাপ্ত হইলে দলিল নষ্ট করিবে)। অসম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ সময়ে উত্তমর্ণের নিকট লেখ্য (অর্থাৎ পতপত্র প্রভৃতি না থাকিলে উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে নিজ লিখিত (একরারপত্র) প্রদান করিবে। ঋণগ্রাহী পরলোকগত, প্রত্নজিত, কিংবা নিরুদ্দেশ হইলে, তাহার পুত্র পৌত্র দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; অতঃপর ইচ্ছা না করিলে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। সপুত্র ব্যক্তির, বা অপুত্র ব্যক্তির যে ধনাধিকারী হইবে সেই ঋণ পরিশোধ করিবে। নির্ধন অপুত্রক ব্যক্তির যে জ্ঞী গ্রহণ করিবে, সে ঋণ শোধ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২১ পত্র ৫২ শ্লোক দেখ)। জ্ঞীলোকের পতি-পুত্র-কৃত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। জ্ঞীলোকের

কৃত ঋণ বাণী-পুত্র পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। পিতা, পুত্রকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। অবিভক্ত অবস্থায় পরিবার ভরণার্থ কৃত ঋণ, যে জীবিত থাকিবে সেই দিবে (যাজ্ঞবল্ক্য ২৯ পত্র ৪৬ শ্লোকে বিশেষ দেখ)। অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের ধন হইতে পৈতৃক ঋণ পরিশোধ হইবে। আর ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে (উত্তরাধিকারাদি হুত্রে) স্বশ্রম অধিকৃত পৈতৃক সম্পত্তি অনুসারে অংশ দিয়া পৈতৃক ঋণ শোধ করিবে। গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলুয়, বজ্রক এবং ব্যাধ ইহাদিগের জ্ঞী যে ঋণ করিবে স্বামী তাহা পরিশোধ করিবে। বাক্ প্রতিপন্ন (অর্থাৎ যাহা পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে সেই) ঋণ, কুটুম্বী (অর্থাৎ পরিবার-স্বর্গত যে কোন স্বীকারকারী ব্যক্তি) পরিশোধ করিতে বাধ্য। আর কুটুম্ব ভরণার্থে ঋণ (জ্ঞী-লোকের কৃতই হউক আর যাহাই হউক) পরিবারের অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি পরিশোধ করিবে ইহা কোন কোন গণ্ডিতের মত। যে ব্যক্তি আগামী কল্য সমস্ত সমভাবে প্রদান করিব (অর্থাৎ সুদ দিব না, কেবল যাহা নষ্টেছি তাহাই দিব) এই বলিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ লোভবশতঃ তাহা পরিশোধ না করে, উত্তমর্গ, পশ্চাৎ তাহার সুদ পাইতে পারিবে। দর্শনে, প্রত্যয়ে ও দানে প্রতিভূত বিহিত আছে, কথা ঠিক না হইলে (রাজা উত্তমর্গের প্রদত্ত মর্থ), প্রথম দুই জনের অর্থাৎ দর্শন-প্রতিভূ এবং প্রত্যয়-প্রতিভূর দ্বারা ই দেওয়াইবেন (আব দান-প্রতিভূ জীবিত না থাকিলে) তদীয় পুত্রাদি দ্বারাও দেওয়াইবেন (যাজ্ঞবল্ক্য ৩০ পত্র ৫৪। ৫৫ শ্লোক দেখ)। বহু প্রতিভূ হইলে যে, যেক্রপ অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিবে, সে সেইক্রপ প্রদান করিবে। আর অর্থের কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ধনীর অভিপ্রায় অনুসারে কার্য হইবে (যাজ্ঞ...৩০ পত্র ৫৬ শ্লোক)। উত্তমর্গো-পপীড়িত অধমর্গ-প্রতিভূ যে ধন প্রদান করিবে, অধমর্গ, দ্বীয় প্রতিভূকে, তাহার দিগুণ ধন দিতে বাধ্য (ঐ ৫৭ শ্লোক দেখ)।

বর্জ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

আরম্ভ। লেখ্য অর্থাৎ দলিল ত্রিবিধ,— রাজসাক্ষিক সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক। রাজ বিচারালয়ে রাজ-নিযুক্ত বায়হু (অর্থাৎ মুহুরী) লিখিত, বিচারালয়াধ্যক্ষের হস্ত (অর্থাৎ পাঞ্জা) ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত লেখ্য—রাজ-সাক্ষিক। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিকগণের হস্তচিহ্নিত লেখ্য সসাক্ষিক। আর স্বহস্ত লিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। তাহা বনপূর্বক সাধিত হইলে অপ্রমাণ (বনপূর্বক সাধিত কি না তাহা অধমর্গাদির কথায় জানা যাইবে)। আর ছলপূর্বক কৃত সকল দলিলই (অপ্রমাণ)। দুষিত-কর্ম্ম-হুত (অর্থাৎ যে ব্যক্তি হুকার্য্য করায় দোষী বলিয়া পরিচিত—কুঁসাক্ষী প্রভৃতি; অথবা দুষিত এবং কর্ম্মহুত, অতি বুদ্ধাদি দুষিতের মধ্যেও কুঁসাক্ষী প্রভৃতি কর্ম্মহুতের মধ্যে গণ্য) সাক্ষীগণের অঙ্কিত (অর্থাৎ হস্তচিহ্নিত) লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও (অপ্রমাণ)। এবং তাদৃশ ব্যক্তির লিখিতও (অপ্রমাণ)। জ্ঞীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত অর্থাৎ এই প্রকার লোক যে দলিলের গ্রহীতা ও দাতার মধ্যে অন্তর, তাহা অপ্রমাণ। দেশাচারের অধিকৃষ্ট স্পষ্ট হস্তচিহ্নে চিহ্নিত, অলুপ্ত-ক্রম-বর্ণ-মালা-যুক্ত স্মরণো-ব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ। তৎকৃত বর্ণ (অর্থাৎ তল্লি-খিত পত্রাক্ষর) তৎকৃত-চিহ্ন (অর্থাৎ শ্রীকা-রাদি) তৎকৃত পত্রাস্তর, (ইহা ইহাদিগের পর-স্পরের এক্রপ ব্যবহার এতাদৃশ সময়ে সমুদয় বটে ইত্যাদি) যুক্তি এবং লেখ্যস্থিত লিখন পরিপাটীর ভুল্য লিখন পরিপাটী এতৎ সমস্ত দ্বারা সন্নিহিত লেখ্য সপ্রমাণ করিবে। লেখক—কি অধমর্গাদি—কি সাক্ষী, যদি বণে এ লেখ্য আমার নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের অক্ষ-রাদি দ্বারা লেখ্য সপ্রমাণ করিবে, যেখানে ঋণী, ধনী সাক্ষী, কিংবা লেখক মৃত হয়, সেখানে সেই লেখ্য তাহাদিগের স্বহস্ত চিহ্ন দ্বারা সপ্রমাণ করিবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায় ।

অসাক্ষীর বিষয় আরম্ভ হইল ।

রাজা, শ্রোত্রিয়, (অর্থাৎ ব্রতানুষ্ঠানপূর্বক সাক্ষবেদাধারী) প্রব্রজিত, ব্রূত, তত্ত্বর, পরাধীন, জ্ঞীলোক, বাণী, সাহসিক, (দম্বা প্রভৃতি) অতি বৃদ্ধ, সুরাদি-সেবনে মত্ত, উন্নত, অতি-শক্ত, পতিত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ব্যসনাশিত এবং অনুরাগী—ইহারা সাক্ষী হইবে না। শত্রু, মিত্র, অর্থসম্বন্ধী (অর্থাৎ অবমৰ্ণাদি) বিকৰ্ম্মা,—(অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিকদ্ধ-কৰ্ম্মানুষ্ঠারী), দৃষ্টদোষ (অর্থাৎ পূর্বে বাহার কুটসাক্ষ্য ইত্যাদি দোষ প্রমাণ হইয়াছে) এবং সহায়—ইহারাও সাক্ষী হইবেন না। যে ব্যক্তি সাক্ষীর মধ্যে নির্দিষ্ট না হইয়াও উপস্থিত হইয়া কিছু বলে, (সেও অসাক্ষী) এবং একজন লোকও অসাক্ষী। চৌর্য, সাহস (অর্থাৎ দম্বতা প্রভৃতি) বাকু পার্শ্ব্য (অর্থাৎ গাণিগালাজ করা) দণ্ডপারশ্ব্য (অর্থাৎ আঘাতাদি) সংগ্রহণ (অর্থাৎ পরস্পী হরণাদি) এ সকল বিষয়ে সাক্ষী পরীক্ষা করিবে না (অর্থাৎ রাজারিকেরও সাক্ষী হইতে হইবে)। অনন্তর সাক্ষীদিগের বিষয় উক্ত হইতেছে। সদংশোৎপন্ন, সচরিত্র, ধনবান্, স্বজ্ঞান, তপোনিষ্ঠ, পুত্রবান্, ধার্মিক, ব্রহ্মচর্য্য-বসনপূর্বক অধীতবেদ, সত্যবাদী এবং ত্রৈবিন্দ ব্রূজ, (তর্কশাস্ত্র, ঋগ্‌যজুঃ সামবেদ এবং কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি-বিষয়ক শাস্ত্র এই সমুদায়ে সবিশেষ পারদর্শী) ব্যক্তির (সাক্ষী হইবার উপযুক্ত)। কথিত গুণসম্পন্ন এবং বাদী প্রতিবাদী উভয়ের অনুমত এক ব্যক্তিও (সাক্ষী হইতে পারে)। বিবাদী দুই পক্ষের মধ্যে বাহার পূর্ববাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষীগণকে (প্রথমে) জিজ্ঞাসা করিবে। আর কার্যাবশ্যতঃ যেখানে পূর্বপক্ষের হীনতা হয়, সেখানে, প্রতিবাদীর (সাক্ষীগণকেই) জিজ্ঞাসা করিবে; যাজ্ঞবল্ক্য ২৬ পত্র ১৮ শ্লোক দেখ)। নির্দিষ্ট সাক্ষী মৃত বা দেশান্তর-গত হইলে বাহার তাহার বক্তব্য অবগত থাকিবে তাহারাই প্রমাণ (অর্থাৎ সাক্ষী স্থানীয়)। সাক্ষ্য দর্শন বা সাক্ষ্য শ্রবণ করিলে সাক্ষী-

হয় *সাক্ষীগণ সত্য দ্বারা পূত হ'ন। তবে যেখানে (সত্য বলিলে) ব্রহ্মচারীর বধ হয় সেখানে অন্ত দ্বারা পূত হ'ন। এটুকু স্থলে দ্বিজাতি মিথ্যা-জ্ঞানিত পাপক্ষালনার্থ কৃষ্যও মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। আর শুদ্ধ একদিন উপবাসী থাকিয়া, দশটা শাভীকে গ্রাস দিবে। স্বভাবতঃ বিক্রান্ত, মুখেব বিবর্ণতা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ দ্বারা কুট সাক্ষী বুলিয়া লইবে। (যাজ্ঞ ২৬ পত্র ১৬ শ্লোক দেখ)। সাক্ষীদিগকে সূক্ষ্ম-দয় হইলে আহ্বান করিয়া শপথ করা ইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। “বল” এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে; “সত্য বল” এই বলিয়া ক্ষত্রিয়কে; গো বীজ স্তবর্ণ দ্বারা (অর্থাৎ মিথ্যা বলিলে গো প্রভৃতি নিষ্ফল হইবে বলিয়া) বৈশ্যকে; এবং সকল মহাপাতক দ্বারা শুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিবে। এবং নিয়লিখিত কথা সাক্ষীদিগকে শুনাইবে, যে সকল স্থান মহাপাতকীগণের ও যে সকল স্থান উপপাতকীগণের (প্রাণী) কুট সাক্ষীদিগেরও সেইসকল স্থান। রক্ষা-মৃত্যুর মধ্যে যত পুণ্য কৃত হইয়াছে ও হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহা বিনষ্ট হয়। সত্যবলে সূর্য্যদেব আলোক দান করেন। সত্য-বলে চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকেন। সত্যবলে বায়ু বহন হয়। সত্যবলে, পৃথিবী, ধাবন করেন। সত্যবলে জল স্থিতি। সত্যবলে অগ্নি-স্থিতি। সত্যবলে আকাশ স্থিতি। সত্যবলে দেবগণ। সত্যবলেই যাগযজ্ঞ। সহস্র অশ্বমেধ এবং একটা সত্য, তুলাতে ধৃত হইলে সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই বিশিষ্ট (অর্থাৎ গুরু-ভার) হয়। বাহার জানিয়াও সাক্ষ্য প্রদান কালে চুপ করিয়া থাকে, তাহারিগের পাপ এবং রাজদণ্ড—কুটসাক্ষীদিগের তুল্য। এইরূপ, রাজা বর্ণানুক্রমে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবেন। বাহার সাক্ষীগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য বলিবেন (অর্থাৎ বাহার প্রস্তাবিত বিষয় সাক্ষীদিগের সত্য-কথানুসারে সত্য বলিয়া

* গালাগালির দর্শন হয় না শ্রবণ হয়, এই ভয় বিতর্য কল্পের উল্লেখ। কলকথা দর্শন সম্ভব হইলে সাক্ষ্য দর্শন, শ্রবণ সম্ভব হইলে সাক্ষ্য শ্রবণ করিলে তবে সাক্ষী হইতে পারিবে।

প্রমাণ হইবে) সে জয়ী হইবে। আর বাহার সাক্ষীগণ বিপরীত-বাদী তাহার পরাজয় নিশ্চিত। রাজা, সাক্ষিবেধ হইলে অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষীগণই কুট সাক্ষী বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলে বহুত্ব গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ যে দিকে অধিক সাক্ষী সেই পক্ষের জয় হইবে। সমান হইলে উৎকৃষ্ট গুণ-সম্পন্ন সাক্ষীরাই গ্রাহ্য। সমান গুণসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণসাক্ষীগণই প্রমাণ। কুটসাক্ষী যে-যে বিবাদে মিথ্যা বলিবে; তত্ত্বংবিবাদঘটিত কার্য নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ সেইখানেই কার্য শেষ হইবে, আর কৃতকার্য ও অকৃতবৎ চইবে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায় ।

অথ শপথ কার্য। বাজদ্রোহ এবং নাচস (অর্থাৎ দম্ভাতাদি) কার্যে যথেষ্ট (শপথ করাইবে)। গচ্ছিত বাখা এবং চৌর্গ্যে, গচ্ছিত ও অশচ্ছিত ধন প্রমাণে (শপথ)। সকল অবর্ষেই তাহার মূল্য স্ববর্ণ করনা করিয়া গইবে। অর্থাৎ সংশয়স্থলে শপথ বিধি, রাজদ্রোহাদি সন্দেহে যে কোন শপথ গচ্ছিত বাখা না রাখা এবং অপভরণ করা না করা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে ঐ ধনের প্রমাণে নিয়ম লিখিত রীতিক্রমে শপথ হইবে; যে বস্তুরূপিত শপথ চলিবে তন্মূল্যমত স্ববর্ণ হিসাব ধরিয়া শপথের বিধি যথা—) তাহাতে রক্ষণের ন্যূন হইলে শূদ্রের হস্তে দূরী দিয়া শপথ করাইবে। দুই রক্ষণের ন্যূন হইলে হস্তে তিল দিয়া; তিন রক্ষণের ন্যূন হইলে হস্তে রক্ত দিয়া; চার রক্ষণের ন্যূন হইলে হস্তে সর্প দিয়া; পাঁচ রক্ষণের ন্যূন হইলে, হস্তে লাজলা প্রোদ্ধৃত মৃত্তিকা দিয়া শপথ করাইবে। স্ববর্ণ-ধ্বংসের ন্যূন হইলে, শূদ্রকে কোশ প্রদান করিবে। (কোশ প্রদানের রীতি উল্লিখিত হইবে) তদূর্দ্ধ হইলে, পাত্রাহসারে তুলা, অগ্নি, জল ও বিষের অন্তর্ভুক্ত দিয়া দিবে। (পূর্বাংগে) দিগুণ অর্থ হইলে বৈশেষ্যও শপথ কর্তব্য। তিনগুণ হইলে ক্ষত্রিয়ের ও চার গুণ হইলে

ব্রাহ্মণের (শপথ হইবে) আগামিকালে বিশ্বাস প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে কোশ প্রদান করিবে না। তবে কোশশানে ব্রাহ্মণকে লাজলাপ্রোদ্ধৃত মৃত্তিকা হস্তে দিয়াই শপথ করাইবে। পূর্বে তাহার দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে, স্বল্প অর্থও তাহাকে প্রধান দিব্যাংগণেরই মধ্যে যে কোন একটি দিয়া করা হইবে। সম্মানমণ্ডলীর মধ্যে সচরিত্র বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিকে অধিক প্রয়োজনেও শপথ করাইবে না। অভিযোগকারী শীর্ষবর্তন করিবে। (অর্থাৎ যদি এ ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন না হয় ত আমি দণ্ড গ্রহণ করিব এই স্বীকার করিবে) অভিযুক্ত ব্যক্তি শপথ করিবে। রাজদ্রোহ এবং দম্ভাতা প্রভৃতি সাহসকার্যে শীর্ষবর্তন ব্যতীতও (দিয়া করিতে হইবে)। জীলোক, ব্রাহ্মণ, বিকল, অসমর্থ এবং রোগীদিগকে তুলা দেওয়া কর্তব্য অর্থাৎ ইহাদিগের তুলা পরীক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা (তুলা) বায়ু বাহিতে থাকিলে হইবে না। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, অসমর্থ এবং লোহকারকে অগ্নি দিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের অগ্নিপারীক্ষা হইবে না। শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে অগ্নি দিবে না। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, পিত্তপ্রকৃতি এবং ব্রাহ্মণকে বিষদান করিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের বিষপরীক্ষা নিষিদ্ধ। বর্ষাকালেও (দিবে না)। কফরোগাক্রান্ত, ভীক, শ্বাদকাসযুক্ত এবং জলজীবীকে (জালিকাদি) জল দিবে না, অর্থাৎ ইহাদিগের জলপরীক্ষা নিষিদ্ধ। , হেমন্তকালে এবং শিশিরকালেও (দিবে না)। নাস্তিকদিগকে কোন দিয়া দিবে না অর্থাৎ—ইহাদিগের কোন পরীক্ষা হইবে না। ব্যাধি মরকো পজবযুক্ত দেশেও (কোন দিয়া দিবে না)। পূর্বাধিনে কৃতোপবাস, সবস্ত্র-স্নাত (অভিযুক্ত) ব্যক্তিকে সূর্যোদয়কালে আহ্বান করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে দিয়া সকল করাইবে

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায় ।

অনন্তর তুলার বিষয় কথিত হইতেছে ।
 (তুলা স্তম্ভ) চার হস্ত উচ্চ এবং দুই হাত
 বিস্তৃত ; তাহাতে পাঁচ হাত আয়ত সারস্বক-
 নির্মিত (মণ্ডোর,) উভয় দিকে শিক্য (শিকা)
 থাকিবে তাহার নাম তুলা । স্বর্ণকার ও
 কাংশকারদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি, সেই
 তুলা ধারণ করিবে অর্থাৎ উন্নতি-অবনতি-হেতু-
 স্থান বিশেষ অবগণন করিবে । তাহার এক
 শিক্যে অভিযুক্ত পুরুষকে আর দ্বিতীয় শিক্যে
 প্রস্তর প্রভৃতি পরিমাণ দ্রব্য স্থাপন করিবে ।
 পরিমাণ দ্রব্য ও পুরুষকে ঠিক সমভাবে ধারণ
 (অর্থাৎ সমান ওজন) ও স্থচিহ্নিত করিয়া
 পুরুষকে নামাইবে । (পুরুষের বস্ত্রান্তরগাদি
 ও পরিমাণ পাবাণাদি, ভ্রষ্ট হইলে
 বাহাতে জানা যায় ; এইজন্ত চিহ্নিত করা
 আবশ্যক । তুলা এবং তুলাধারীকে শপথ
 পূর্বক গ্রহণ করিবে (অর্থাৎ প্রথম তুলাধারীকে
 দিব্য দিবে ও তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে) ।
 যে সকল স্থান ব্রহ্মাণ্ডাতীদিগের (প্রাপ্য) বলিয়া
 স্মৃত হইয়াছে এবং যে সকল স্থান কুটসাক্ষী-
 দিগের (প্রাপ্য) মিথ্যাভূলাধারী তুলাধারকেরও
 সেই সকল স্থান । (ব্রহ্মাণ্ডাতী প্রভৃতি ব্যক্তি
 যে সকল নরক ভোগ করে, ঐ ব্যক্তিরও
 তাহাই ভোগ করিতে হয়) । ষটশব্দ ধর্ম-
 বাচক এইজন্ত তুমি “ষট” এই নামে অভিহিত
 হইয়াছ । হে ষট ! বাহা মনুষ্যে জানে না,
 তাহা তুমিই জান ; ব্যবহারস্থলে আরোপিত-
 কলঙ্ক এই মনুষ্য তোমাতে তুলিত হইতেছে ।
 অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্মতঃ
 পরিত্রাণ করা তোমার উচিত । অনন্তর পুন-
 র্কার সেই পুরুষকে শিক্যে আরোপিত
 করিবে । তুলিত হইয়া যদি বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়
 (অর্থাৎ পূর্বে সমধৃত পরিমাণ পাবাণাদি
 অপেক্ষা গুরুভার হয়) তাহা হইলে সেই
 ব্যক্তি ধর্মতঃ পবিত্র । শিক্যচ্ছেদ অক্ষতলাপি
 হইলে পুনর্কার সেই মনুষ্যকে তুলিত করিবে,
 বাহা হইতে নিষ্কারণ হইতে পারে । এইরূপ
 নিঃসংশয় জান হওগা (আবশ্যক) ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একাদশ অধ্যায় ।

অগ্নি পরীক্ষার কথা কথিত হইতেছে ।
 ষোড়শ অঙ্গুলি-পরিমিত ষোড়শ-অঙ্গুলি-অস্তর
 অস্তর সাতটি মণ্ডল করিবে । অনন্তর পূর্ণ-
 মুখ প্রসারিত বাহু অভিযুক্ত ব্যক্তির করদ্বয়ে
 সাতটি অশ্বখ পত্র দিবে । দুই হস্তের সহিত
 সেই সকল পত্র স্বত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে ।
 তৎপরে, তাহাতে অর্থাৎ পত্রাচ্ছাদিত হস্ত-
 দ্বয়ে পঞ্চাশৎ পল পরিমিত, সমতল অগ্নিবর্ণ
 জলস্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবে । (অভি-
 যুক্ত ব্যক্তি) তাহা লইয়া সেই সকল মণ্ডলে
 নাতি নীচ্র নাতি-বিলম্বিতভাবে পদক্ষেপ করত
 গমন করিবে । তৎ পশ্চাৎ সপ্তম মণ্ডল পার
 হইয়া (হস্তস্থিত) লৌহপিণ্ড ভূমিতে ফেলিয়া
 দিবে । যে ব্যক্তির দুই হাতের মধ্যে কোন
 স্থলেও দগ্ধ হয় তাহাকে মণ্ডুক্ত বলিয়া নির্দেশ
 করিবে । আর যে ব্যক্তি সর্বথা অদগ্ধ সেই
 ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইবে । যে ব্যক্তি ভয়ক্রমে
 (লৌহপিণ্ড) ফেলিয়া দেয়, অথবা যে ব্যক্তি
 দগ্ধ হইল কি না ঠিক করা যায় না, শপথ
 ক্রিয়াব অশুদ্ধি, বশতঃ অর্থাৎ তাহা ঠিক না
 হওয়ায় তাহাকে পুনর্কার লৌহপিণ্ড গ্রহণ
 করাইবে । অভিযুক্তব্যক্তি উভয় কর দ্বারা
 ত্রীহিমর্দন করিলে তাহার উভয় করতল অগ্রেই
 (অর্থাৎ অশ্বখ পত্র দিবার পূর্বেই) দগ্ধ
 করিবে (কোন চিহ্ন আছে কি না দেখিবে) ।
 অনন্তর মন্ত্রপাঠ করিয়া ইহার অর্থাৎ অস্তি-
 যুক্ত পুরুষের হস্তদ্বয়ে লৌহপিণ্ড স্থাপন কর্তব্য ;
 হে অগ্নি ! তুমি সাক্ষীর ভায় সর্বভূতের অন্তরে
 বিচরণ করিতেছ । অতএব হে অগ্নি ! বাহা
 মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই অবগত আছ ।
 ব্যবহারস্থলে আরোপিত-কলঙ্ক এই মনুষ্য,
 শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, অতএব ইহাকে
 এই সংশয় হইতে ধর্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার
 উচিত ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

জল পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে ।
পঙ্ক, শৈবল, ছট-গ্রাহ, ছট-মৎস্ত এবং জল
কাদিবর্জিত জলে (জল পরীক্ষা হয় যথা) তাহাতে
অভিযুক্ত ব্যক্তি আনাভিমগ্ন, রাগদ্বেষণ্য
(অর্থাৎ অভিযুক্ত পুরুষের মিত্রও নহে শত্রুও
নহে) অথ এক পুরুষের জাহ্নব ধারণ করিয়া
নিম্নলিখিত প্রকার মন্ত্রপূত জলে প্রবেশ
করিবে । ঠিক সেই সময়েই আর একজন পুরুষ
অনতি আকর্ষিত ও অনতি-অনাকর্ষিত শরাস্ন
দ্বারা শরক্ষণ করিবে । অপর এক পুরুষ
সেই পতিত শরকে সবেগে আনিয়ন করিবে ।
এই কালের মধ্যে বাহাকে দেখা যাইবে
না, অর্থাৎ যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এ পর্যন্ত
জলমধ্যে অবগত থাকিবে, সে বিভক্ত
বলিয়া কীর্ষিত । অত্থা—একাদশ দর্শনেও
অবিভক্ত হইবে । হে জল ! তুমি সাক্ষীর
ভায় সর্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ ।
অতএব হে জল ! যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা
তুমিই জান । ব্যবহার স্থলে আরোপিত কলঙ্ক
এই মনুষ্য, তোমাতে নিমগ্ন হইতেছেন ।
অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্মতঃ
পরিভ্রাণ করা তোমার উচিত ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

বিষ পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে ।
হিমালয় সমুদ্র শাঙ্গ-বিষ ব্যতীত সকল বিষই
অদেয় । সেই বিষের সাত যব যতাক্ত করিয়া
অভিশপ্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে । যদি বিষ,
বেগক্রম শূন্য হইয়া স্থখে জীর্ণ হয়? তাহা
হইলে তাহাকে বিভক্ত জানিয়া দিনান্তে বিদায়
দিবে । হে বিষ ! বিষম্ভ এবং বিষমস্ত হেতু,
সর্বদেহীর নিকটেই তুমি জুর । যাহা মনুষ্যের
অজ্ঞাত তাহা তুমিই জান । ব্যবহার্যভিশপ্ত
এই মনুষ্য শুদ্ধি আকাজ্ঞা করে । অতএব
ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্মতঃ পরিভ্রাণ
করা তোমার উচিত ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশ অধ্যায় ;

কোশ পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে ।
দেবতার দিকে সম্মুখ করিয়া ইহা আমি করি
নাই, বলিতে বলিতে উগ্রদেবতা (ভূগা প্রভৃতির)
পূজা করিয়া তদীয় মান জল হইতে তিন
প্রস্থতি জল পান করিবে । ছই সপ্তাহ কি
তিন সপ্তাহের মধ্যে বাহার ; রোগ, অগ্নি-
উপদ্রব, জাতিমরণ অথবা রাজভীতি হয়, দেখা
যায় ; তাহাকে অশুদ্ধ জানিবে, বিপর্যয়ে শুদ্ধ
বলিয়া জানিবে । দিব্যে শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন
পুরুষকে ধার্মিক রাজা সম্মানিত করিবেন ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পুত্র দ্বাদশবিধ হইয়া থাকে । স্বীয় রম-
ণীর মধ্যে যথাবিধি সংস্কৃতাপত্নীতে আপনার
উৎপাদিত পুত্র,—ওঁরদ (ইহা) প্রথম ।
নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে সপিও (সগোত্র, সর্বণ)
বা উত্তম বর্ণ পুরুষকর্তৃক উৎপাদিত পুত্র,—
ক্ষেত্রজ (ইহা) দ্বিতীয় । পুত্রিকাপুত্র,—
তৃতীয় । “ইহার যে পুত্র সে আমার পুত্র
অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কার্যকারী হইবে” এই বলিয়া
পিতাকর্তৃক যে কন্যা প্রদত্তা হয় সে পুত্রিকা ।
আর উক্ত পুত্রিকা বিধিঅনুসারে অপ্রদত্তা
(অথচ মনে মনে পুত্রিকা, বলিয়া স্থিরীকৃত)।
জাতৃহীনা কন্যাও পুত্রিকা-পদবাচ্য হইবে ।
চতুর্থ পৌনর্ভব পুত্র । পুনঃ সংস্কৃতা (অর্থাৎ
পাত্নাস্তরের সহিত পরিণীতা) অক্ষত (অর্থাৎ
অনুপজ্ঞাত—বাগদত্ত) ,—পুনর্ভু । এবং
পরোপজ্ঞাত, পুনঃ সংস্কৃতা না হইলেও
(অর্থাৎ একজনের সহিত বাগদান ও অপ-
রের সহিত বিবাহ এরূপ না হইলেও কেবল
পুরুষান্তরের সংসর্গদ্বিত হইলেই) পুনর্ভু
হইবে । পঞ্চম—কানোন পুত্র যাহা কন্যাকালে
পিতৃগৃহে উৎপাদিত হয় । যে ঐ কন্যার পাণি-
গ্রহণ করিবে উক্ত পুত্র তাহারই হইবে ।
ষষ্ঠ গুঢ়োৎপন্ন পুত্র (স্বামীগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে
(অর্থাৎ পুরুষান্তর দ্বারা) উৎপাদিত পুত্রকে
গুঢ়োৎপন্ন কহে । বাহার পত্নীতে উৎপন্ন

হইবে ঐ পুত্র তাহার। সপ্তম সহোঢ় পুত্র। যে নারী গর্ভবতী থাকিয়া পরিণীতা হয়, তাহার (সেই গর্ভোদ্ভব) পুত্র—সহোঢ় ঐ পুত্র পানিগ্রাহকের। অষ্টম দন্তক পুত্র। মাতাপিতা বাহ্যক্রে ঐদান করিয়াছে ঐ পুত্র তাহার। নবম ক্রীত পুত্র। *যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে ঐ পুত্র তাহার। দশম স্বয়মুপগত। (যে বালক অনাশ্রয় হইয়া পিতৃসম্বোধনপূর্বক স্বয়ং একজনের শরণাগত হয় সে, স্বয়মুপগত)। বাহার নিকট উপস্থিত হইবে, ঐ পুত্র তাহার। একাদশ অপবিত্ত পুত্র। পিতা-মাতাব পরিত্যক্ত পুত্র অপবিত্ত। যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করিবে ঐ পুত্র তাহার। যে কোন রমণীতে উৎপাদিত পুত্র দ্বাদশ। ইহানিগের মধ্যে (পর্বোল্লিখিত অপেক্ষা) পূর্বপর্বোল্লিখিত পুত্র প্রধান। সেই পুত্রই পিতাব ধনাধিকারী হইবে। *সেই, অন্য সকলকে ভরণপোষণ করিবে। নিজ ধনাস্র-সাবে অবিবাহিতা ভগিনীর এবং অসংস্কৃত ভ্রাতৃদিগের সাক্ষার করাইবে। পণ্ডিত, ক্রীষ, অটিকিসনীয় মসারোগাক্রান্ত এবং মুকাদি বিকল ব্যক্তিরা পৈতৃক ধনে ভাগ পাইবে না। বাহার ধনাধিকারী, ইহারা তাহাদিগের ভরণীয়। তাহাদিগের ওরস-পুত্র (পিতামহ ধনের) অংশ পাইবে। কিন্তু পাণ্ডিত্যজনক কার্য্য করিবার পর উৎপন্ন পণ্ডিত পুত্র ভাগ পাইবে না। (ক্রীষের ক্ষেত্রজ-পুত্র ভাগ পাইতে পারিবে। উচ্চবর্ণীয় রমণীতে উৎপন্ন হীনবর্ণের পুত্রগণ ভাগ পাইবে না। তাহার পুত্রেরাও পৈতামহ ধনে অংশ পাইবে না। তবে বাহার ধনাধিকারী তাহার ইহাদিগের ভরণপোষণ করিবে। যে ব্যক্তি ধনাধিকারী সেই পিণ্ড দিবে। একজনের পরিণীতা বহুব্রীর মধ্যে একজন জ্বর পুত্র সকল রমণীরই পুত্র স্থানীয়। সহোদর ভ্রাতার পুত্রও (অন্যান্য* ভ্রাতার পুত্র স্থানীয়) আর পুত্র পিতার ধনাধিকারী না হইলেও পিণ্ড দিবে। যেহেতু স্ত্রু, পিতাকে পুন্মামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে, সেইজন্য স্বয়ং

ব্রহ্মা তাহার “পুত্র” এই নাম দিয়াছেন। পিতা যদি জীবিত পুত্রের সুখাবলোকন করেন, তাহা হইলে ইহাতে (অর্থাৎ পুত্রেতেই) পিতৃগুণ সংক্রামিত করেন (অর্থাৎ স্বয়ং পিতৃগুণ মুক্ত হন) এবং অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। পুত্র দ্বারা সর্বলোক আয়ত্ত করা যায়, পৌত্র দ্বারা অনন্ততা প্রাপ্ত হয়, আর পুত্রের পৌত্র অর্থাৎ প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।* জগতে পৌত্র এবং দৌহিত্রের তাব-তম্য নাই, কারণ দৌহিত্রও সেই অপুত্রকে অর্থাৎ অপুত্র মাতামহকে পৌত্রের স্থান উদ্ধার করিয়া থাকেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

সর্বগা জ্ঞীতে সর্বগ পুত্র উৎপন্ন হয়। অমূলোমা জ্ঞীতে মাতৃ-সর্বগ পুত্র উৎপন্ন হয়। এবং প্রতিলোমা জ্ঞীতে উৎপন্ন পুত্রগণ আর্ঘ্যগণের নিব্ধিত। সেই সকল প্রতিলোমা-সম্ভূতগণের মধ্যে শূদ্রোৎপাদিত বৈশ্যা-পুত্র আয়োগব; বৈশ্যোৎপাদিত ক্ষত্রিয়া-পুত্র পুরুষ; শূদ্রোৎপাদিত ক্ষত্রিয়া-পুত্র মাগধ; শূদ্রোৎপাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র চাণ্ডাল; বৈশ্যোৎপাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র বৈদেহক; ক্ষত্রিয়োৎপাদিত ব্রাহ্মণীপুত্র স্ত্রুত। সঙ্কর-সঙ্কর অসংখ্যের (অর্থাৎ এই সকল সঙ্করজাতির সাক্ষ্যে অসংখ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে) আয়োগবদিগের-রক্ষাবতারণ, পুরুষদিগের ব্যাধব্ধ, মাগধদিগের স্তব পাঠ, চাণ্ডালদিগের বধ্যবধ (অর্থাৎ জলা-দেহ কার্য্য) বৈদেহদিগের জ্বরক্ষা ও জীবন এবং স্ত্রুতদিগের-অঙ্গসারণ্য (বৃত্তি); গ্রাম-বহির্ভাগে বাস এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ইহা চাণ্ডালদিগের বিশেষ কার্য্য। এই সকলেরই নিজ সমান জাতিদিগের সহিত ব্যবহার এবং নিজ পৈতৃক ধনাধিকার হইবে। এই সকল সঙ্কর জাতি পিতৃ মাতৃক্রমে প্রদর্শিত হইল। ইহারা অপ্রকাশ্য ভাবেই থাকুক ও প্রকাশ্য ভাবেই থাকুক তাহাদিগের কর্ম দেখিয়াই (তথ্য) জানিয়া লইবেন। ব্রাহ্মণের জন্ত গাভীর জন্ত, জীলোক এবং

* ওরস ও দন্তক ব্যতীত অন্য দশবিধপুত্র কলিকালে নিবদ্ধ হইয়াছে।

বালকের উদ্ধারার্থ অনুপস্থিত (অর্থাৎ প্রাপ্ত) দেহভাগ, বাহাদিগের অর্থাৎ প্রতিশোধ-দ্রব্যাদিগের সিদ্ধির প্রতি কারণ।

বোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, গাণ্ডাইল তাহার স্বোপার্জিত ধনে যথেষ্টতা হইতে পাবে। কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতা হস্তের তুল্য আনিষ (অর্থাৎ পিতা স্বোপার্জিত ধন নিজের ইচ্ছানুসারে কোন পুত্রকে কোন পুত্রকে অধিক ভাগ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু পৈতৃক ধন যথোচিত অংশ দিয়া দিতে হইবে)। পিতৃবিভক্ত ব্যক্তির ভাগের পর জাত ভ্রাতাকে উপযুক্ত অংশ দিতে বাধ্য। অপুত্র ব্যক্তির ধন পত্নীগামী; অর্থাৎ পত্নীর প্রাপ্য, পত্নীর অভাবে কন্যাগামী; তাহার অভাবে পিতৃগামী; তাহার অভাবে মাতৃগামী; তদভাবে ভ্রাতৃগামী; তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামী; তদভাবে বন্ধুগামী; তদভাবে সুল্য গামী;—তদভাবে সহোদয়গামী;—তদভাবে ব্রাহ্মণ ধন ব্যতীত অপরের ধন রাজগামী হইবে। (এ স্থলে পুত্র শব্দে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র, কন্যাশব্দে দুহিতা দৌহিত্র, বন্ধু শব্দে ভ্রাতৃপৌত্র পিতৃ-দৌহিত্রাদি; সুল্য শব্দে জাতি ও সহোদয়ী শব্দে শিষ্য সহোদয়ী প্রভৃতি) *। ব্রাহ্মণ ধন ব্রাহ্মণদিগের হইবে। অনগ্রস্থের ধন আচার্য্য—অথবা অর্থাৎ তদভাবে শিষ্য গ্রহণ করিবে। সংসৃষ্ট-সোদরের পুত্রকে সংসৃষ্টসোদর ধনাংশ ভাগ করিয়া দিবেন (যথোক্ত অধিকারীশূত্র সংসৃষ্টি-সোদরের মৃত্যু হইলে তদীয় অংশ সংসৃষ্টি-সোদর প্রাপ্ত হইবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৬ পত্র ১৪৩ শ্লোকে বিশেষ বিবরণ দেখ)। পিতা, পুত্র, এবং ভ্রাতার প্রদত্ত বিবাহ সন্ময়ে

প্রাপ্ত আধিবেদনিক (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৬ পত্র ১৪৮ শ্লোক) মাতৃ-বন্ধু-দত্ত পিতৃ-বন্ধু-দত্ত শুক্র এবং বিবাহপরলক ধন জীধন বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ এতাদৃশ উপায় প্রাপ্ত জীলোকের ধন জীধন, স্বামীর ধনে জীলোকের অধিকার থাকিলেও তাহা জীধন নহে। ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারবিবাহে বিবাহিত নারী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইলে তদীয় ধন (জীধন) স্বামীর হইবে, শেষ বিবাহে বিবাহিত নারীর জীধন পিতা প্রাপ্ত হইবেন। আব যে কোন বিবাহে বিবাহিত নারীরই যে ধন থাকিবে, সন্তান থাকিলেও তাহা কন্যার প্রাপ্য, স্বামী জীবিত থাকিতে যে অলঙ্কার স্ত্রীলোকেরা পরিবে, স্বামীর উত্তরাধিকারীগণ তাহা লইবে; না লইলে পতিত হইবে। বিভিন্ন পিতৃক পৌত্রাদির অংশ কল্পনা পিতা হইতে হইবে (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৭ পত্র ১২০ শ্লোকের শেষাংশ দেখ)। তাহার বাহা পৈতৃক ধন সেই তাহা গ্রহণ করিবে অথবা গ্রহণ করিবে না।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণের যদি চতুর্দশগণ জীতেই পুত্র হয়। তাহা হইলে তাহার (যথাকালে) পৈতৃক ধন দশধা বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চার অংশ, ক্ষত্রিয় পুত্র তিন অংশ, বৈশ্যাপুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রাপুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র ব্যতীত অপর তিন পুত্র হয়, তাহা হইলে সেই ধন নবধা ভাগ করিবে এবং উক্ত বর্ণাশ্রমে চার তিন দুই ভাগে বিভক্ত ধনাংশ গ্রহণ করিবে। বৈশ্যাপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে, আট ভাগ করিয়া তাহা হইতে চার, তিন এবং এক ভাগ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়পুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে তাহার ধন সাত ভাগ করিয়া তাহা হইতে চার, দুই এবং এক ভাগ গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণীপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে ধন ছয় ভাগ করিয়া তাহা হইতে (ক্ষত্রিয়পুত্রাদি) তিন দুই এবং একভাগ

* রত্নলক্ষনের মতে সুল্যগামী, তদভাবে বন্ধুগামী, তাহা শিষ্যগামী, তদভাবে সহোদয়গামী, এইরূপ হয়। হইবে ও রত্নলক্ষন উক্ত মূল ও ইহার অর্থরূপ যে প্রতিশোধ দৌহিত্র পর্যন্ত। বন্ধু শব্দে মাতা-গাণ্ডাই।

লইবে। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা পত্নীর গর্তজাত পুত্রদিগেরও এই বিভাগ (অর্থাৎ তিন অংশ ছই অংশ এবং একাংশই (হইবে))। যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয় ছইটী সম্ভান হয়, তাহা হইলে ধন সাত ভাগ করিয়া তাহা হইতে ব্রাহ্মণ চার ভাগ ক্ষত্রিয় তিন ভাগ লইবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা ছই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহার ধন ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ ধনের চার অংশ ব্রাহ্মণ ও ছই অংশ বৈশ্যা গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র ছইটী পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহার ঐ ধন পঞ্চা বিভাগ করিবে (তাহা হইতে) চার অংশ ব্রাহ্মণ এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যা ছইটী পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহার ঐ ধন পঞ্চা বিভাগ করিবে, ক্ষত্রিয় তিন অংশ এবং বৈশ্যা ছই অংশ গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র এই ছই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহার সেই ধন চারভাগে বিভক্ত করিবে (তাহার) তিন অংশ ক্ষত্রিয় এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের কিংবা বৈশ্যের বৈশ্যা, শূদ্র ছই পুত্র হয় তাহা হইলে তাহার সেই ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিবে (তাহার) ছই অংশ—বৈশ্যা এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতীয় হইলে সকল ধনাধিকারী হইবে। ক্ষত্রিয়ের একমাত্র পুত্র ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যা হইলে এবং বৈশ্যের একমাত্র পুত্র বৈশ্যা—এবং শূদ্রের একমাত্র পুত্র শূদ্র সকল ধনাধিকারী হইবে) বিজ্ঞাতিগণের একমাত্র পুত্র—শূদ্র হইলে সে অর্দ্ধাংশে অধিকারী।—আর অপুত্র—ধনের যে গতি এখানে দ্বিতীয় ধনার্দেরও সেই গতি। স্বাতৃগণ পুত্রভাগ্যহীনের ভাগ পাইবেন। অবিবাহিতা ভগিনীগণও ভ্রাতৃভাগ্যহীনারে (অংশ পাইবেন) সর্বপ বহুপুত্র সমাংশ গ্রহণ করিবে, তবে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শ্রেষ্ঠ উদ্ধার (অর্থাৎ সমানার্থ কিঞ্চিৎ অধিক

একজন শূদ্রাপুত্র হয়, তাহা হইলে ঐ ধন নবধা পুত্রদ্বয় বিভক্ত করিয়া তাহার আট ভাগ ব্রাহ্মণী এবং এক ভাগ শূদ্রাপুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ছইজন শূদ্রাপুত্র ও একজন ব্রাহ্মণী পুত্র হয়, তাহা হইলে ছয় ভাগে বিভক্ত ঐ ধনের চার অংশ ব্রাহ্মণ এবং ছই অংশ শূদ্র—গ্রহণ করিবে। এই রীতিতে অপর স্থলেও অংশ বন্টনা হইবে। বিভক্ত হইবার পর একান্নবর্তী হইয়া পুনরার যদি বিভাগ করে, তাহা হইলে সমভাগ হইবে; সেখানে জ্যেষ্ঠতা থাকিবে না, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন উদ্ধার থাকিবে না। পৈতৃক জব্য বিনষ্ট না করিয়া নিজ ক্ষমতায় যাহা উপার্জন করিবে, দ্বীয় স্টোত্রলব্ধ সেই ধনে যদি ইচ্ছা না থাকে ত, ভাগ দিতে হইবে না। যে অপ্রাপ্তপৈতৃক-জব্য (দ্বীয় ক্ষমতায়) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহা সোপাঞ্জিত ধন, তাহা ইচ্ছা না থাকে ত পুত্রদিগের সহিত বিভাগ করিতে হইবে না। বজ্র, পত্র (অর্থাৎ বাহন বা ঋণাদি পত্র) অলঙ্কার, পকান্ন, জল, স্ত্রী, যোগক্ষেম অর্থাৎ অলঙ্কার বস্তুর প্রাপ্তি চেষ্টা এবং লব্ধবস্তুর রক্ষা এতদ্বিষয়ক ব্যয়াদির হিসাব পুস্তক গোপ্র-চার এবং পুত্রক বিভাজ্য নহে। বজ্র, পত্র, অলঙ্কার, স্ত্রী, বাহার যাহা নিদ্রিষ্ট আছে, তাহা তাহারই থাকিবে, পুস্তক পণ্ডিতের প্রাপ্য, পকান্ন, জল, যোগক্ষেম ও গোপ্রচার স্থান বিভক্ত হইবার উপযুক্ত নহে।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

মৃতদ্বিজের শূদ্র দ্বারা নির্ধারণ (অর্থাৎ বহন মহনাদি) করাইবে না। এবং শূদ্রের বিজ্ঞ দ্বারা (ঐ কার্য্য করাইবে) না। পুত্রগণ পিতা মাতার নির্ধারণ করিবে, কিন্তু পিতা বিজ্ঞ হইলে, শূদ্রপুত্র তাহারও (নির্ধারণ) করিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ অনাথ ব্রাহ্মণের নির্ধারণ করে তাহার স্বর্গলোকভাগী হয়। মৃত বান্ধবকে বহন করতঃ বামাবর্তে চিতার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃতের সংস্কার করিবার পর

উদ্দেশে উদকদান করিয়া কুশের উপর একটি পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে বস্ত্র পরিবর্তন পূর্বক নিম্নপত্র দংশন ও দ্বারদেশনিহিত প্রস্তরে পদপ্রাঙ্গণ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিবে। অগ্নিতে আতপতগুল বিকীর্ণ করিবে। চতুর্থ দিনে অস্থিসঞ্চয় করিবে। সেই সঞ্চিত অস্থি গঙ্গাতে নিক্ষিপ্ত করা কর্তব্য। পুরুষের যাবৎ সংখ্যক অস্থি গঙ্গাজলে থাকে, সে তাবৎ সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে অবস্থান করে। যতদিন অশোচ থাকিবে, ততদিন প্রেতকে জগ এবং এক একটা পিণ্ড (প্রত্যহ) দিবে। ক্রীত বা ঘটিত দ্রব্য আহার করিবে। (তৎকালে) দংশন ভোজন করিবে না। হুঙ্কিতশায়ী হইবে। পৃথক পৃথক স্থানে শয়ন করিবে। অশোচান্তে গ্রামের বহির্ভাগে গমন করিয়া তিল কক কিংবা সর্বপক্ক মাখিয়া কৌরকার্য্য করিবার পর, স্নান করিবে ও বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া গৃহ-প্রবেশ করিবে। সেখানে শান্তি করিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবে। দেবতার। অপ্রত্যক্ষ দেবতা, ব্রাহ্মণের। প্রত্যক্ষ দেবতা। ব্রাহ্মণগণই লোক রক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ দিগের প্রসাদে দেবগণ স্বর্গে অবস্থিতি করিতে-ছেন। ব্রাহ্মণগণ বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। ব্রাহ্মণগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যে কথা বলেন, দেবগণ তাহা অমুমোদন করেন। প্রত্যক্ষ দেবগণ তুষ্ট হইলে পরোক্ষ দেবগণও সর্দদা সন্তুষ্ট থাকেন। হে মনোরমে ভূমি! প্রবল সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাক্যবমরণে দংশিতাক্রান্ত জনগণকে যে সকল বাক্য দ্বারা আশ্বাসিত করিবেন, সেই সকল বাক্য আমি তোমার নিকট বলিব।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

যাহা আমাদিগের উত্তরাণ, তাহা দেবতা-গণের দিন। দক্ষিণায়ন রাত্রি। একবৎসরে—অহোরাত্র, তাহার ত্রিংশতে (অর্থাৎ ত্রিংশৎ বৎসরে) এক মাস। দ্বাদশ মাসে বর্ষ। এইরূপ দিব্য দ্বাদশ শত বর্ষে কলিযুগ।

বিংশ দ্বাপরযুগ। ত্রিংশ ত্রেতাযুগ। চতুর্শ সত্যযুগ। দ্বাদশ সহস্র দিব্যবর্ষে চার-যুগ। এক সপ্ততি চতুর্যুগে এক মহন্তর। সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প। তাহা ব্রহ্মার এক দিন। রাত্রিও তাবৎকাল (অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগ সমকাল, ১২০০০০০ দিব্যবর্ষ ব্রহ্মার রাত্রি। ২৪০০০০০ দিব্যবর্ষে ব্রহ্মার অহোরাত্র। আমাদিগের ৩৬০ বৎসরে এক দিব্যবর্ষ)। এবং বিধ অহোরাত্র অনুসারে মাস বর্ষ গণনা দ্বারা নিম্ন শতবর্ষ সকল ব্রহ্মারই আয়ুঃ-কাল। এক ব্রহ্মার আয়ুঃকালে পুরুষের এক দিন নির্দ্ধারিত হয়। সেই দিনান্তে—মহাবল্ল পৌকষরাত্রিও তাবৎকাল। পৌরষ অহো-রাত্র কত যে অতীত হইয়াছে এবং কত যে হইবে তাহার সংখ্যা নাই। যেহেতু কাল অনাদি অনন্ত। এইরূপ এই সদাগতিশীল নিরালম্বকালে এমন কোন ভূতই দেখিতে পাই না যাহা চিরস্থায়ী। গঙ্গার বালুকা,—ইক্ষ যখন বৃষ্টি করেন, তাৎকালিক জলধারা—গণনা করিতে পারা যায়; কিন্তু এই জগতে কত যে ব্রহ্ম অতীতকালের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। প্রতি কল্পে চতুর্দশ ইন্দ্র এবং সর্ললোকশ্রেষ্ঠ চতুর্দশ মহা বিনষ্ট হন। যখন এই অনাদিকাল প্রভাবে বহুসহস্র ইন্দ্র ও নিযুত নিযুত বৈতৈজ্য বিনষ্ট হইয়াছে, তখন মনুষ্য বিষয়ে আর বক্তব্য কি? সর্লগুণসম্পন্ন বহুতর রাজর্ষিগণ, দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ, কাল-ক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। যাহারা এমন কি, ইহ জগতে প্রভু; স্বষ্টি, স্থিতি, সংহারকারী,—তাহারাও কালক্রমে বিলীন হইয়া থাকেন, অন্তএব কালই বলবন্তর। কালই কর্ণ-পাশ-বশ প্রাণী সকলকে আক্রমণ করিয়া পরলোকগামী করে, তাহাতে আর শোক কি? জন্মিলেই মৃত্যুনিশ্চয়; মরিলেই জন্ম অবশ্যস্বাবী। সুতরাং এই জন্মমরিহার্য্য বিষয়ে ইহ জগতে সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু লোকে এখানে, শোক করিয়া মৃতব্যক্তির কোন উপকারসাধন করিতে পারে না; অন্তএব হোদন করা অমুচিত। (যাহাতে উপকার হয়, এইরূপ) ক্রিয়া সকল নিজ শক্তি অনুসারে করা উচিত। স্কৃত ও দুষ্কৃত

এই ছই সহায় যাহার অঙ্গগমন করে, বান্ধবগণ শোক করুক আর নাই করুক, তাহার আর কি করিতে পারে (অর্থাৎ চিরসহচর পাপ পুণ্যই মৃতের অঙ্গগমন করিয়া কর্তব্যসাধন করে। বান্ধবের শোক কোন ফলদায়ক নহে)। বন্ধু-গণের যতদিন অশৌচ থাকে, ততদিন প্রেত, স্থিরতা লাভ করিতে পারেন না। এইজন্ত প্রেত পিণ্ড জল-প্রদায়ী সেই সকল বান্ধবগণের নিকটই (অলঙ্কিতভাবে) থাকে। যে ব্যক্তি মৃত হয়, সে সপিণ্ডীকরণের পূর্বে পর্য্যন্ত প্রেত-পদবাচ্য। প্রেতলোকগত ব্যক্তিকে জনপূর্ব কুন্ডের সহিত অঙ্গপ্রদান কর। প্রেত তৎপরে পিতৃলোকপ্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধে স্বাময় অঙ্গ ভোজন করে। অতএব পিতৃলোকগত এই ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধদান কর। স্বেত্রে, নরকে, পক্ষী প্রভৃতি তির্ঘ্যগণোন্নিতে এবং মনুষ্যেষু (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যে অবস্থাই ঘটুক না কেন, তাহাতেই) প্রেত, স্বাক্ষবপ্রদত্ত শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ করিলে প্রেত এবং শ্রাদ্ধকর্তা উভয়েরই পুষ্টি হয়।

অতএব নিরর্থক শোক পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধই অবশ্যকর্তব্য। প্রেতের বন্ধুগণ ইহাই অবশ্য করিবেন। মাহুয, শোক করিয়া প্রেতের বা আত্মার উপকার করিতে পারে না। হে মনুষ্যগণ! লোক সকলকে অনাক্রন্দ (অর্থাৎ বিপদের সময় বাহাকে অবলম্বন করা যায় একপ-বন্ধু-শূন্য) এবং বান্ধবগণকে ক্ষণবিনশ্বর দেখিয়া সর্বদা একমাত্র ধর্মকে সাহায্যার্থ বরণ কর। বন্ধু, দেহ ত্যাগ করিলেও মৃত ব্যক্তির অঙ্গগমন করিতে পারে না; যেহেতু পত্নী ব্যতীত অপর সকলের পক্ষে যাম্য পথ অবরুদ্ধ। যেখানেই কেন গমন করুক না একমাত্র ধর্মই ইহার অঙ্গগমন করে। অবএব হে (মনুষ্য!) সারশূন্ত এই নবলোকে ধর্মাচরণ কর বিলম্ব করিও না। যে ধর্ম ভাবিবে “কাল করিব” তাহা আজ করিয়া লইবে। যাহা ভাবিবে “অপরালে করিব” তাহা পূর্ব্বালে করিয়া লইবে। এ ব্যক্তি করিল কি,—না—করিল মৃত্যু, সে প্রতীক্ষা করে না। যেমন বৃক-জী, অন্যাসক্তচিত্ত মেঘশাবকের নিকট হঠাৎ

উপস্থিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ মৃত্যু ক্ষেত্রোপগম্য গৃহাসক্ত মনুষ্যের নিকট হঠাৎ আদিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে (আপণ শব্দে শোকান)। কালের প্রিয় কেহ নাই, ইহার দেহাও কেহ নাই, আয়ুষ্য কর্ম ক্ষীণ হইলেই কাল বনপূর্ব্বক লোককে আত্মসাৎ করে। কাল প্রাপ্ত না হইলে শত শত শর বিদ্ধ হইয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় না। আর কাল প্রাপ্ত ব্যক্তি কুশাগ্র স্পর্শেও জীবন ত্যাগ করে। মৃত্যু কিংবা জরাগন্ত মানবকে পরিত্যাগ করিতে ঔষধ সকল অসমর্থ; মন্ত্রগণ অসমর্থ; হোম সকল অপারক; জপাদিও অশক্ত; শত শত প্রতিবিধান করিলেও অবশ্যম্ভাবী অনর্থ নিবারণ করিতে পারে না। সুতরাং সে বিষয়ে শোক কি? যেমন সহস্র সহস্র ধেনুর মধ্যেও বৎস আপন মাকে চিনিতে পারিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়! সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কণ্ড নিঃসংশয় কর্তাকেই প্রাপ্ত হয়। (স-স্ত্র সহস্র মনুষ্য থাকিলেও তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় না)। ভূতসকল অব্যক্তাদি, ব্যক্ত-মধ্য এবং অব্যক্তান্ত অতএব তাহাতে পরিদেবনা কি? যেমন এই দেহে কোমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য হয়, আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে বিমুগ্ধ হন না। যেমন মনুষ্য, এই সকল স্থানে পূর্ব্বকৃত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর ধারণ করে, এইরূপ দেহী কর্মজনিত নবদেহ ধারণ করেন। ইহাঁকে (অর্থাৎ আত্মাকে) শত্রুসকল ছেদন করিতে পারে না; ইহাঁকে অগ্নি, দধ করিতে অসমর্থ; জলরাশি ইহাঁকে পচাইতে পারে না, বায়ুও গুচ্ছ করিতে সমর্থ হয় না; ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অতোষ্য; ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, চিরস্থির অচল এবং সনাতন। ইনি অব্যক্ত, ইনি অচিন্ত্য এবং ইনি অবিকার্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব ইহাঁকে এইরূপ অবগত হইয়া শোক হইতে ক্ষান্ত হও।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একবিংশ অধ্যায় ।

অনন্তর অশৌচান্তে সুস্নাত সুপ্রক্ষালিত-
কর-চরণ ও স্বাচাত্ত হইয়া—এবংবিধ (অর্থাৎ
সুস্নাত সুপ্রক্ষালিত কর-চরণ ও স্বাচাত্ত) উত-
রাস্যে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি গন্ধমাল্য
বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজন
করাইবে । একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধে, এক-বচনান্ত
করিয়া—মন্ত্র সকলের উহ করিবে (প্রকৃত
হইতে বিকৃত করার নাম উহ) ব্রাহ্মণদিগের
উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে মৃত ব্যক্তির নাম গোত্র
উল্লেখ করিয়া একটীমাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে ।
ব্রাহ্মণগণ কৃতাহার এবং দক্ষিণা দ্বারা পূজিত
হইলে প্রেতের নাম গোত্র উচ্চারণপূর্বক অন্ন-
বোদ্যক দান করিয়া চতুরঙ্গুল প্রস্থে (অর্থাৎ
আড়ে), চতুরঙ্গুল অন্তর, চতুরঙ্গুলনিম্ন বিততি-
প্রমাণ দীর্ঘ তিনটী কবু* (অর্থাৎ পাত্র বিশেষ)
করিবে কবু সমীপে অগ্নিত্রয়ের আধান এবং
পরিস্তরণ করিয়া তাহার এক এক অগ্নিতে তিন
বার আহুতি দিবে । (মন্ত্র যথা) সোমায় পিতৃ
মতে স্বধানমঃ অগ্নয়ে কবাবাহনায় স্বধানমঃ
যমায়াদিরসে স্বধানমঃ । এবং তিন স্থানেই
পূর্ববৎ পিণ্ডদান করিবে । অন্ন, দধি, ঘৃত, মধু
এবং মাংস দ্বারা কবুত্রয় পূর্ণ করিয়া “এতন্তে”
ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে । প্রতিমাসে মৃত
তিথিতে এইরূপ করিবে ঠিক সংবৎসরান্তে,
শ্রোত, প্রেতপিতা, প্রেতপিতামহ শ্রোত
প্রপিতামহ উদ্দেশে দেবগণপূর্বক ব্রাহ্মণ
সকল ভোজন করাইবে । এই কার্যে অয়ো-
করণ আবাহন এবং পান্য দান করিবে ।
“সংস্জতুভা পৃথিবী সমানীব” এই মন্ত্রোচ্চারণ
পূর্বক শ্রোতের পান্যপাত্র পিতৃগণের পান্য-
পাত্রত্রয় সম্মিলিত করিবে । উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে
চারিটী পিণ্ড করিবে । ব্রাহ্মণগণ উত্তমরূপে
আচমন করিলে তাহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া
কিয়দূর অন্তঃগমনান্তে বিদায় দিবে । অনন্তর
পান্য-পাত্র জলবৎ প্রেতপিতৃ ও পিতৃপিতৃত্রয়ে
মিশ্রিত করিবে, এই (অর্থাৎ মিশ্রণ) কার্য
কবু সমীপেই হইবে । * অথবা (অর্থাৎ কুলা-

* কবু, সন্নিকর্ষেও অর্থাৎ কবু হিত অন্নাদি মিশ্রণেও
এইরূপ প্রেতকবু পিতৃকবুত্রয়ে মিশ্রিত করিবে ইহা
সাদিকদিগের গ্রন্থ । এই সকল কার্য শাখ্যভার্য্য ।

চারাদি থাকিলে) মৃত্যুর প্রথম মাসে বার-
দিনে মাসিক সকল করিয়া ত্রয়োদশ দিনে
সপিণ্ডীকরণ করিবে । শূদ্রগণ দ্বাদশদিনেই
স্বয়ং মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া (সপিণ্ডীকরণ
করিবে) মৃত্যু বৎসরে যদি মলমাস হয়, তাহা
হইলে মাসিক শ্রাদ্ধের • একদিন বাড়াইবে
(অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিন মাসিক করিয়া চতুর্দশ
দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে) । এইরূপে কর্তব্য
সপিণ্ডীকরণ জীলোকদিগেরও হইবে (এবং
জীলোকেরাও করিতে পারিবে) । এবং
যাবজ্জীবন প্রতি বৎসব শ্রাদ্ধ করিবে । সংবৎ-
সরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ করা হইবে;
তদুদ্দেশ্যেও ঐ এক বৎসর সম্পূর্ণ কৃত্তমমেত
অন্ন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

সপিণ্ডিগণের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণের অশৌচ
দশাহ । ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ । বৈশ্যের পঞ্চ-
দশ দিন । শূদ্রের একমাস । আর সপ্তম
পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয় । অশৌচকালে
হোম, দান, প্রতিগ্রহ এবং স্বাধ্যায়ে অধিকার
থাকে না । অশৌচাবস্থায় কোন ব্যক্তির
অন্নভোজন করিবে না । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ
প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অশৌচ বিশিষ্ট
ব্যক্তির অন্ন একবারও ভোজন করে, যতদিন
তাহাদিগের অশৌচ, তাহার ততদিন অশৌচ
থাকিবে । অশৌচাপগমে প্রাশস্তিত করিবে
(যথা) দ্বিজ, অশৌচ-বিশিষ্ট সর্বর্ণের অন্ন ভোজন
করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া
তিনবার অঘর্ষণ করিবে, পরে উঠিয়া অষ্টো-
ত্তর সহস্র গায়ত্রীজপ করিবে । ব্রাহ্মণ, অশৌচ-
বিশিষ্ট ক্ষত্রিয়ের অন্নভোজন করিলে বা ক্ষত্রিয়,
অশৌচবিশিষ্ট বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিলে
পূর্বদিন উপবাসী থাকিয়া ইহাই করিবে ।
ব্রাহ্মণ অশৌচবিশিষ্ট বৈশ্যের অন্ন ভোজন
করিলে তিন দিন উপবাসী থাকিয়া উক্ত
কার্য করিবে । ব্রাহ্মণাশৌচে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়া-
শৌচে বৈশ্য তত্তদন্ন ভোজন করিলে নদীতে
গিয়া পাঁচশতবার গায়ত্রী জপ করিবে;

ব্রাহ্মণশৌচে বৈশ্ব, তদন্নভোজন করিলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে; দ্বিজ, শূদ্রশৌচে তদন্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্যত্রয় করিবে।* শূদ্র, দ্বিজশৌচে তদন্নভোজন করিলে দ্বান করিবে। হীনবর্ণীয় পত্নী এবং দাসবর্গের—স্বামীর অশৌচে স্বামীর সমান অশৌচ হইবে। স্বামীর মৃত্যুর পর নিজবর্ণানুরূপ অশৌচ। উচ্চবর্ণসপিন্ডে (অর্থাৎ তদীয় জনন মরণে) তজ্জাতীয় অশৌচান্তে হীনবর্ণদিগের শুদ্ধি হইবে। ক্ষত্রিয়, নিজ বৈশ্বাত্রেয় ভ্রাতা ব্রাহ্মণের মরণে দশ দিন অশৌচ ভোগ করিবে ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব এবং শূদ্র জাতীয় সপিন্ডে (যথাক্রমে) ছয় দিন তিন দিন এবং এক দিন পরে শুদ্ধি। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্ব ও শূদ্রজাতীয় সপিন্ডে ছয় দিন ও তিন দিন পরে শুদ্ধি। বৈশ্বের শূদ্রজাতীয় সপিন্ডে ছয় দিন পরে শুদ্ধি। গর্ভস্রাব হইলে মাস তুল্য অহোরাত্রে শুদ্ধি হইবে (অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে, স্তন্যকার মাস সমন্বয়ক দিন অশৌচ থাকিবে। বালক জন্মের পর ছয় মাসের মধ্যে মরিলে বা গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, জাতিদিগের সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ জন্মের পর ছয় মাসের মধ্যে মরিলে, জাতিবর্গের অশৌচ হইবে না। বালক অশৌচমধ্যে মরিলে পিতা মাতার পূর্ণাশৌচ হইবে, গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, জাতিদিগের অজ্ঞাপ্ণত্বজনক অশৌচ স্নানাপানের মাত্র; মরণশৌচের মত হইবে না জননাশৌচ থাকিবেই। অজ্ঞাতদন্ত শিশুমরণে সদ্যঃশৌচ। ইহার অগ্নি সংস্কার বা জল দান করিতে হইবে না। জাতদন্ত অথচ অকৃতচূড় বালক মরিলে তদেহরাত্র অশৌচ কৃতচূড়, অথচ অমুপনীত হইলে তিন দিন অশৌচ; অতঃপর অর্থাৎ উপনীত হইবার পর মরণে যথোক্ত সময়ে শুদ্ধি হইবে। বিবাহ,—স্ত্রীলোকদিগের সংস্কার; স্ত্রীলোক সংস্কৃতা হইলে তন্মরণে পিতৃপক্ষে অশৌচ হইবে না। কিন্তু সংস্কৃতা কন্যার সন্তান জন্ম বা মৃত্যু পিতৃগৃহে হইলে একদিন ও তিন দিন অশৌচ হইবে। জননাশৌচের

* ইহা অশৌচায় ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত। এতদ্ভিন্ন শূদ্রাদি ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

মধ্যে অপর জননাশৌচ হইলে পূর্বাশৌচ-অবদানেই শুদ্ধি হইবে। পূর্ণ ঐ অশৌচের অন্তিমদিনে অত্র পূর্ণ ঐ অশৌচ হইলে দুই দিন বৃদ্ধি হইবে,—আর ঐ দিনের অরুণোদয় হইতে সূর্যোদয়ের পূর্বে পর্যন্ত সময়ে ঐরূপ হইলে তিন দিন বৃদ্ধি হইবে। মরণশৌচ মধ্যে অত্র-জাতি মরণ হইলেও এইরূপ। (সমান অশৌচের পক্ষে এই নিয়ম)। বিদেশস্থ ব্যক্তি জাতির জন্ম বা মরণ শ্রবণ করিলে। অশৌচের অবশিষ্ট দিন অতীত হইবার পর শুদ্ধ হইবে। (মনে কর দশাহ অশৌচ; পঞ্চম দিনে তাহা শ্রবণ করিলে, আর পাঁচ দিন পরেই শুদ্ধ হওয়া যাইবে, এইরূপ বৃদ্ধি লাভে)। অশৌচ অতীত হইলে পর সংবৎসরের মধ্যে শ্রবণ করিলে একদিন অশৌচ হইবে (এই নিয়মটী মরণশৌচের পক্ষে। আর সপ্তমদিগের একরাত্র; নিম্নদিগের ত্রিরাত্র)। তৎপরে শ্রবণ করিলে স্নান মাত্র শুদ্ধি হইবে। অসপিন্ড, আচার্য্য, কিংবা মাতামহের মরণে তিন দিন অশৌচ। ঔরস ব্যতীত অত্রপুত্রের জন্ম মরণে এবং পরপূর্বা ভাষ্যার সন্তানোৎপত্তি বা মরণে তিন দিন অশৌচ। আচার্য্য-পত্নী, আচার্য্য-পুত্র, উপাধ্যায়, মাতুল, শশুর, ঞ্জালক, সর্গাধ্যায়ী, শিষ্য, ও রাজার মরণে একদিন অশৌচ। অসপিন্ড অর্থাৎ অসংগোত্র অথচ সর্বর্ণ, নিজ গৃহে মরিলে, ঐ গৃহ-স্বামীর একদিন অশৌচ হইবে। ভৃগুপতন, অগ্নি প্রবেশ, অনশন, জলপ্রবেশ, যুদ্ধ, বিদ্রোহ, এবং রাজ-দণ্ড—এই সকলের অন্ততম কারণ বশতঃ মৃত্যু হইলে অশৌচ হইবে না। রাজাদিগের রাজকাণ্ডে অশৌচ থাকিবে না। ত্রতী—(অর্থাৎ নীক্ষিতদিগের সোমযোগাদি ব্রতে অশৌচ থাকিবে না। সত্ৰীদিগের (অর্থাৎ বাহারা নিয়ম করিয়া প্রত্যহ অন্নদান করে সেই সকল ব্যক্তির) অন্নসত্রে অশৌচ থাকিবে না। কারুদিগের কারুকাণ্ডে অশৌচ থাকিবে না; যে কার্য্য করাতে রাজার ইচ্ছা হইবে, রাজাজ্ঞাকারীদিগের তাহাতে অশৌচ থাকিবে না। দেব-প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহ (সকল সংস্কার এবং অলাশ্রয় প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য) পূর্বসংভূত (অর্থাৎ আরম্ভ) হইলে তাহাতে আর অশৌচ

প্রতিবন্ধক হয় না। দেশবিপ্লবে অশৌচ থাকে না (অর্থাৎ অশৌচ থাকিলেও সেই সময় শাস্তি দ্রষ্টব্যনাদি করা যাইতে পারে)। কঠ-জনক আপনাকালেও এইরূপ। আত্মঘাতী এবং পতিত ব্যক্তিগণের মরণে অশৌচ হয় না এবং তাহারিগকে উদকাদি প্রদান করা নিষিদ্ধ। পতিত ব্যক্তির দাসী, তাহার মৃত্যুহে পানদ্রব্য দ্বারা একটা কুন্ত ফেলিয়া দিবে। যে, উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির রজ্জুচ্ছেদ করিবে, সে তপ্ত-কুন্ত ব্রত করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। আত্ম-ঘাতীদিগের দাহাদি সংস্কারকারী এবং তজ্জন্ম অশ্রুপাতকারী ব্যক্তিও (ঐ ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে)। মৃত ব্যক্তিমাত্রেই বাস্তুবগণের সহ মিলিত হইয়া অশ্রুপাতকারী ব্যক্তি স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইবে। অহ্নিসংকর করিবার পূর্বে ঐ রূপ করিলে সবস্ত্র স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজ, শূদ্র শবের অঙ্গুগমন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিন বার অবমর্ষণ জপ করিবার পর উত্তিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। দ্বিজ-শবের অঙ্গুগমন করিলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। শূদ্র, শবান্গুগমন করিলে স্নান করিবে। চিতাধুম সেবন করিলে সকল বর্ণই স্নান করিবে। 'মৈথুন করিলে, জ্বঃস্বপ্ন দেখিলে, কঠ হইতে রুধিৰ নির্গম হইলে, বমন, রেচন, ক্ষৌরকর্মাচরণ, শবস্পর্শ-স্পর্শ, রজ্জ্বলা-স্পর্শ, চাণ্ডাল-স্পর্শ, বৃষোৎসর্গীয় যুগ স্পর্শ, ভক্ষ্য-ভিন্ন পঞ্চনথ-শব-স্পর্শ (অর্থাৎ) শশকাদি যে সকল পঞ্চনথ ভক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত; তদতি-রিক্ত-পঞ্চনথ-শব-স্পর্শ, সন্নেহ (স্নেহ শব্দে বস্মা যের প্রভৃতি) তদীয় অহ্নি স্পর্শ করিলেও (স্নান করিবে)। এই সমস্ত স্নানে পূর্ব-পরিহিত বস্ত্র অগ্রক্ষালিত-অবস্থায় স্নান করিবে না। রজ্জ্বলা, চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজ্জ্বলা, হীনবর্ণীয়-রজ্জ্বলা-স্পর্শে—শুদ্ধ হইতে যে কএক দিন অবশিষ্ট থাকে, ততদিন উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে (এই উপবাস চতুর্থ দিনের পর হইতে কর্তব্য)। সর্বণা কিংবা উত্তমবর্ণা স্পর্শে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। ক্ষবণ (অর্থাৎ বাঁচি) নিজা, অধ্যয়নারম্ভ ভোজনানরম্ভ পান,

স্নান, নিজীবন বস্ত্রপরিধান, অধ্বসংকরণ, প্রস্রাব বিষ্ঠা—ত্যাগ পঞ্চনথের সন্নেহ অহ্নি স্পর্শ এবং চাণ্ডালের সহিত বা স্নেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ করিলে আচমন করিবে।

নাভির অধঃ অঙ্গ ও বাহ্যর অগ্রভাগ মৃত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি নিজ স্বকায়িক মল, সূরা, কিংবা মদ্যস্পৃষ্ট হইলে তত্তদঙ্গ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রক্ষালিত করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। অপর অঙ্গ এইরূপে দূষিত হইলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা তদঙ্গ প্রক্ষালনপূর্বক স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মুখ কিংবা ওষ্ঠাধর ঐরূপে দূষিত হইলে উপবাসপূর্বক স্নান ও পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বস্মা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা কর্ণমল, নথ, শ্লেষ্মা, নেত্রজল, নেত্রমল এবং ঘর্ম—মহুম্মাদিগের এই দ্বাদশটি মল। গোড়ী, পৈশী এবং মাক্ষী এই ত্রিবিধ সূরা জানিবে। যেমন একটা সেইরূপ এই সকল গুলিই দ্বিজাতিগণের অপেয়। মধুক, ঐক্ষব, টাক, কোল, খাজুর, পানস, মুষ্ণিকারিস, মাক্ষী এবং নারিকেলজ, এই দশবিধ মদ্য—ব্রাহ্মণের পক্ষে স্পর্শেও অপবিত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই সকল স্পর্শে অশুচি হইবে না। শিষা, মৃতগুরুর দহন বহনাদি কার্য্য করিলে তাহাতে প্রেতসপিণ্ডিগের সহিত দশ রাতে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। স্বীয় আচার্য্য, উপা-ধ্যায়, পিতা, মাতা এবং অত্নাত্ন গুরুর অন্ত্যেষ্টিকি কার্য্য করিলে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হইবে না। আদিষ্টী অর্থাৎ (ব্রহ্মচারী বা আরক প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি) যতদিন ব্রত সমাপ্তি না হয়, ততদিন মৃতব্যক্তির উদ্দেশে জল দান করিবে না। ব্রত সমাপ্তি হইলে পর জল দান করিয়া দ্বিরাব্রাহ্মে শুদ্ধ হইবে। জ্ঞান, তপস্বী, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন ও জল, লেপন, বায়ু, কর্ণ, সূর্য্য এবং কাল—দেহীদিগের শুদ্ধিজনক অন্ন শৌচই সকল শৌচের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বত হইয়াছে। যেব্যক্তি অন্ন বিষয়ে পবিত্র, সেই পবিত্র,—শুদ্ধ মৃত্তিকাক্রমে পবিত্র হইলেই পবিত্র হয় না। বিচক্ষণ-ব্যক্তিগণ—ক্ষমাদ্বারা অকার্য্য-কারিগণ দানদ্বারা গুঢ়—পানীয়া জপদ্বারা এবং প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ—তপস্বীদ্বারা শুদ্ধ হয়। শৌধনীয় বস্ত্র মৃত্তিকা জলদ্বারা শুদ্ধ হয়।

নদী—স্রোতদ্বারা, মনোহুষ্ঠা নারী—ঋতু দ্বারা
এবং দ্বিজোত্তমগণ—সন্ন্যাস দ্বারা শুদ্ধ হন।
অগ্নি—বহির্দেহ পবিত্র করে; মন—সত্যপ্রভাবে
শুদ্ধ হয়; জীবাত্মা—বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা
এবং বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ হয়। এই তোমাকে
শারীরিক শৌচের যথার্থ তত্ত্ব বলিলাম। এক্ষণে
নানাবিধ দ্রব্যের শুদ্ধি-সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

যে দ্রব্য—শারীরিক মল—সুরা বা মদ্য-
স্পর্শে দূষিত; তাহা অত্যন্ত দূষিত। অত্যন্তো-
পহত সকল ধাতুপাত্রই অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে
শুদ্ধ হইবে। মণিময়, প্রস্তরময় এবং শঙ্খময়
পাত্র সাত দিন ভূমিতে নিখাত হইলে (শুদ্ধ
হইবে)। শূলময় দন্তময় এবং অস্থিময় পাত্র
তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আর দারুণময় এবং
মৃৎপাত্র পরিত্যাজ্য (অর্থাৎ কোনরূপেই শুদ্ধ
হইবে না)। বস্ত্র অত্যন্তোপহত হইলে, তাহার
যে অংশ প্রক্ষালিত হইলে বিকৃত রাগ (অর্থাৎ
বেরং) হয় তাহা দূর করিবে। স্বর্ণময়, রক্তময়,
শঙ্খময়, মণিময়, প্রস্তরময় পাত্র, চমস
এবং গ্রহ নিলেপ হইলে (অর্থাৎ তাহাতে মল
লাগিধা না থাকিলে) জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে।
চক্ৰস্থালী স্রক ও স্রব উষ্ণ জলদ্বারা শুদ্ধ
হইবে। যজ্ঞীয় পাত্র সকল পাণিহিত কুশদ্বারা
সম্মার্জিত হইয়া যজ্ঞকার্য্যে পবিত্র হইবে (যজ্ঞ
ব্যয় ১৩ পত্র ১৮৪ শ্লোক দেখ)। * বস্ত্র নামক
যজ্ঞীয়পাত্র, শূর্প, শকট, মুবল এবং উল্লংল—
ইহাদিগের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি। সভা, যান ও
আসনেরও এইরূপে শুদ্ধি। ধাতু, চর্ম্ম, রজু, তন্তু-
নির্ম্মিত, ব্যাজনাদি বৈদল, যত্র, কার্পাস এবং
বস্ত্র—এই সকল দ্রব্য বহুতর হইলে তাহার
(প্রোক্ষণে শুদ্ধি) শাক, মূল, ফল, পুষ্প সম্বন্ধে ও
তৃণ, কাষ্ঠ এবং গুরুপত্রেরও (ঐ নিয়ম)। আর
এই সকল দ্রব্য অন্ন হইলে তাহার প্রক্ষালন
দ্বারা শুদ্ধি। কোষেয় বস্ত্র এবং মেঘলোম

* বহুকণ্ঠ বলেন, সকল যজ্ঞীয় পাত্রই প্রথমে
হস্তসার্জিত পরে প্রক্ষালিত হইলে শুদ্ধ হয়।

নির্ম্মিত বস্ত্র—ক্ষার মৃত্তিকায়োগে শুদ্ধ হয়।
কুতপ অর্থাৎ পর্কতীয়-ছাগরোম-নির্ম্মিত কঞ্চল
অরিষ্ট দ্বারা শুদ্ধ হয়। বঙ্গল-তন্তু-নির্ম্মিত
অংগুপট বিবকল দ্বারা শুদ্ধ হয়। কোম বস্ত্র
গৌর-সর্ষপ দ্বারা (শুদ্ধ হয়)। শূলময় অস্থিময়
এবং দন্তময় পাত্রের পক্ষে এই নিয়ম। মৃগ-
লোমজাত রাক্ষসাদি বস্ত্র। পদ্মবীজ দ্বারা (পবিত্র
হয়)। তাম্র—পিত্তল—রাঙা—এবং সীসময়
পাত্র অন্ন-জল যোগে শুদ্ধ হয়। কাংস্ত ও লৌহ
পাত্র ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয়। কাষ্ঠময় পাত্র তক্ষণ
দ্বারা শুদ্ধ হয়। ফল-সম্বৃত পাত্র গোলাস্থল
কেশ দ্বারা মার্জিত হইলেই শুদ্ধ হইবে।
রাসীকৃত দ্রব্য প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।
স্বতাদি দ্রব্য (প্রস্তুতি মাত্র পরিমিত) প্রাদেশ
পরিমিত কুশপত্রদ্বয় দ্বারা উৎপবন (কিঞ্চিৎ
উদ্ধৃত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন) করিলে শুদ্ধ
হইবে। গুণনিহিত প্রভূত গুড়াদি ইন্ধুবিকার,
প্রোক্ষণপূর্ব্বক অগ্নি তপ্ত করিলে শুদ্ধ হইবে।
সকল লবণের পক্ষেও এই নিয়ম। মৃৎপাত্র
পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধ হয়, আর দেবপ্রতিমা,
দ্রব্যং শোধিত করিয়া (অর্থাৎ প্রতিমা যে
দ্রব্যের নির্ম্মিত তাহার পক্ষে কথিত শুদ্ধি-নিয়ম
অনুসারে শোধিত করিয়া) পুনঃ প্রতিষ্ঠা
করিলে শুদ্ধ হয়। অসিদ্ধ অন্নের যতগুলি
মাত্র দূষিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অব-
শিষ্ট ভাগের কণ্ডন ও প্রক্ষালন করিবে (কণ্ডন
শব্দে কাঁড়ান)। দ্রোণাদিক সিদ্ধ অন্ন উপহত
হইলেও ছষ্ট হয় না (অর্থাৎ পরিত্যাজ্য নহে)।
তবে তাহার মাত্র উপহত অংশ পরিত্যাগ
পূর্ব্বক (অবশিষ্টাংশের উপর) গায়ত্রী জপ
করিয়া স্বর্ণ জল নিক্ষেপ করিবে; এবং
তাহা ছাগ (অশ্ব) ও অগ্নিকে প্রদর্শন করিবে।
ভক্ষ্য-পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, গো-ব্রাত, পাদমূষ্ট,
কৃত অর্থাৎ বাহার উপরে হাঁচিয়া দেওয়া
হইয়াছে ও কেশকীট দূষিত অন্ন অন্ন—মৃত্তিকা-
ক্ষেপে শুদ্ধ হয়। অমেধ্য-লিপ্ত দ্রব্য হইতে
যতক্ষণ ঐ অমেধ্য-কৃতলেপ এবং গন্ধ না যায়,
সকল দ্রব্য-শুদ্ধিতেই ততক্ষণ মৃত্তিকা ও জল
প্রদান করিতে হইবে। ছাগের এবং অশ্বের
মুখ—পবিত্র, গোঁর মুখ পবিত্র নহে। মনুষ্যের
কাণিক মন পবিত্র নহে। পঞ্চসকল চন্দ্র-

স্থূর্যের কিরণে ও বায়ু-সম্পর্কে বিভক্ত হয়।
রথ্যা, কর্দম, জল এবং পক্ষেঠকনিম্বিত স্থান
সকল—অন্ত্য, কুকুর অথবা কাকস্পৃষ্ট হইলে,
বায়ু-সম্পর্কেই শুদ্ধ হয়। অত্যাশ্চ্যপহত
প্রাণীদিগের শৌচ, অনলস হইয়া মৃত্তিকা
ও জল দ্বারা—অবশ্য করাইবে। যদি
অপবিত্র বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা
হইলে যাহাতে একটা গাভীর তৃষ্ণা দূর হয়
ভূমিস্থিত সেই জল পবিত্র। পর্ষতাদিস্থিত
সেইরূপ জলও পবিত্র। মৃত পঞ্চনখ দূষিত বা
অত্যাশ্চ্যপহত কূপ হইতে সমস্ত জল উদ্ধৃত
করিয়া অবশিষ্ট জল বস্ত্র দ্বারা অগনীত
করিবে। পরে ইষ্টকাচিত্র কূপে বহি প্রজ্জ্বলন
করিবে। পরে নূতন জল হইলে তাহাতে
পঞ্চগব্যক্ষেপ করিবে। হে বহুধ্বরে! এত-
ভিন্ন অত্যাশ্চ্য স্বাবর ক্ষুদ্র জলাশয়েও কূপবৎ
শুদ্ধি কথিত হইয়াছে; কিন্তু বৃহৎ জলাশয়ে।
(নদ্যাদিতে) দোষ নাই। দেবগণ ব্রাহ্মণ-
দিগের পক্ষে তিনটী বস্তু পবিত্র করিয়াছেন
(যথা) অদৃষ্ট (অর্থাৎ যাহার উপঘাত
বিজ্ঞাত হয় নাই) জলসিক্ত (অর্থাৎ যাহা
উপঘাতসন্দেহে প্রোক্ষিত বা প্রক্ষালিত)
এবং বাক্য-প্রশস্ত (অর্থাৎ উপঘাত সন্দেহে
“পবিত্র হউক” বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা
বাহার প্রশংসা করেন)। কারু-হস্ত-প্রসা-
রিত পণ্য ব্রাহ্মণান্তরিত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য
এবং সমস্ত আকর নিত্য পরিশুদ্ধ।
জীলোকের মুখ—নিত্যশুদ্ধি, পক্ষী ফল পাতনে
শুচি (অর্থাৎ পক্ষি-পাতিত ফল পবিত্র);
দোহন সময়ে ক্ষীর প্রক্ষরণে বৎসমুখ পবিত্র;
এবং মৃগ-ব্যাপাদনে কুকুর পবিত্র। অতএব
কুকুর-হতের মাংস এবং এতভিন্ন অপরাপর
মাংসাদি জন্তু কর্তৃক কিংবা চণ্ডালাদি দস্যু-
কর্তৃক নিহত প্রাণীর মাংস পবিত্র বলিয়া
কীর্তিত হইয়াছে। নাভির উর্দ্ধে যেসকল ইন্দ্রিয়
ছিদ্র আছে, তাহা পবিত্র বলিয়া জানিবে।
আর নাভির অধঃস্থিত যেসকল ইন্দ্রিয় ছিদ্র
তাহাও দেহচ্যুত। অর্থাৎ স্বস্থান ভ্রষ্ট—মল
অপবিত্র। মক্ষিকা, বিন্দু (অর্থাৎ মুখনিঃসৃত
বহ্নি নীলীন-ক্ষণিকা) পতিতাদির ছায়া, গো,
হস্তী, অশ্ব, চক্ষু-স্বর্ধ্য কিরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু,

অগ্নি এবং মার্জার (স্পর্শ বিষয়ে) সর্বদা
পবিত্র। যে সকল মুখ-সম্পৃক্ত বিন্দু অঙ্গে নিপ-
তিত হয় তাহা উচ্ছিষ্টকর নহে। মুখ-প্রবিষ্ট
শূক্রলোম, অথবা দন্ত-মধ্যস্থিত অন্তকণাদিও
উচ্ছিষ্টতা-প্রযোজক নহে।

পরকে আচমন করাইতে হইলে যে আচমন
জলবিন্দু নিজ পাদদ্বয় স্পর্শ করে, তাহা বিভক্ত
ভূমিস্থিত জলের তুল্য; অতএব তদ্বারা অপ-
বিত্র হইবে না। দ্রব্যধারী ব্যক্তি কোনরূপ
উচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে, সেই দ্রব্য ভূমিতে না রাখিয়া
অমনিই আচমন করিলে, শুদ্ধ লাভ করিবে।
গৃহ, মার্জান এবং উপলেপন দ্বারা—পুস্তক,—
প্রোক্ষণ দ্বারা (শুদ্ধ হয়) সম্মার্জন, উপ-
লেপন, সেচন উল্লেখন, দাহ অথবা গাভীর
অধিষ্ঠান—ইহার দ্বারা ভূমি-শুদ্ধি হয়। গো-
সকল, পবিত্র এবং মঙ্গলজনক, ত্রৈলোক্য,
গোসকলের উপর নির্ভর করিতেছে, যজ্ঞ
বিস্তার গো হইতেই হইয়া থাকে; এবং
গোসকল সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে।
গোমূত্র, গোময়, ঘৃত, ত্বগ্ন, দধি এবং রোচনা—
গোসকলের এই ষড়ঙ্গ সর্বদা পরম মঙ্গল
জনক। গাভীদিগের পবিত্র শৃঙ্গজলে সকল
পাপ বিনষ্ট করে, গাভীদিগের কণ্ডূরন করিয়া-
দিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, গোগ্রাস প্রদান
কথিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয়। গোতীর্থে
গাভীর অবস্থিতি স্থানে গঙ্গা বসতি করেন,
ইহাদিগের ধূলিতে পুষ্টি অবস্থিত। ইহাদিগের
করীষে (অর্থাৎ শুক্লগোময়ে) কল্মষী এবং ইহা-
দিগের প্রণামে ধর্ম বিদ্যমান আছেন; অতএব
সর্বদা ইহাদিগের প্রণাম করিবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

আরম্ভ। বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চার ভার্ঘ্য
হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই
এবং শূত্রের এক। (যথা ব্রাহ্মণের ভার্ঘ্য
ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূত্রা; ক্ষত্রিয়ের
ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূত্রা ইত্যাদি)। সর্ব-
বিবাহে জীলোকেরা পাণিগ্রহণ করিবে।

অসবর্ণ বিবাহে, ক্ষত্রিয়কন্যা, শর গ্রহণ করিবে। বৈশ্যকন্যা প্রত্যাদি ও শূদ্রকন্যা বসন বশাগ্রভাগ গ্রহণ করিবে। সগোত্রী বা সমান-প্রবরা ভাৰ্য্যা বিবাহ করিবে না। মাতৃপক্ষের পঞ্চম ও পিতৃপক্ষের সপ্তম পর্যন্ত বিবাহ করিবে না। অশ্বৎশীয়া স্ত্রী (বিবাহ করিবে) না। হৃষ্টিকিংশ্ঠা রোগাঘিতাকে (বিবাহ করিবে) না। অধিকাস্ত্রীকে (বিবাহ করিবে) না। হীনাস্ত্রীকে (বিবাহ করিবে) না। অতি কপিলাকে (বিবাহ করিবে) না। কুংসিত-বহু-ভাষিণীকে (বিবাহ করিবে) না। বিবাহভেদ নিরূপণ;—বিবাহ, অষ্টবিধ হইয়া থাকে; যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্ঘ, প্রাজাপত্য, গাক্ষর্ষ, আহুয়, রাক্ষস এবং পৈশাচ। আহুয়ান পূৰ্ব্বক্ গুণবান্ পািত্রকে কন্যা-সম্প্রদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) ব্রাহ্ম বিবাহ। যজ্ঞস্থ—ঋত্বিক্কে (দক্ষিণাৰূপে) কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক তাহার নাম) দৈব। গোমিথুন-গ্রহণপূৰ্ব্বক কন্যা দান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) আৰ্ঘ। পাথিত হইয়া কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) প্রাজাপত্য। সাকাম—স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মাতৃ-পিতৃ-রহিত সংসর্গ। অর্থাৎ কেবল স্ব স্ব ইচ্ছাকৃত সংসর্গ গাক্ষর্ষ বিবাহ। ক্রয় করিয়া বিবাহের নাম আহুয়। যুদ্ধে হরণপূৰ্ব্বক বিবাহের নাম রাক্ষস। সূপ্তা শ্রমতী কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটী বিবাহ ধর্ম্য। গাক্ষর্ষ ও ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্য। ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, একবিংশতি পুরুষ,—দৈব বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, চতুর্দশ পুরুষ—আৰ্ঘবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, সপ্তপুরুষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র চার পুরুষ পবিত্র করে। ব্রাহ্মবিবাহে কন্যা সম্প্রদানকারী ব্রহ্মলোক গমন করে। দৈববিবাহে স্বর্গ; আৰ্ঘবিবাহে বিষ্ণুলোক এবং প্রাজাপত্য-বিবাহে দেবলোক। গাক্ষর্ষবিবাহ করিলে গাক্ষর্ষলোকে গমন করে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সন্তান, অর্থাৎ সর্পিণ্ড, মাতামহ এবং মাতা ইহারা কন্যাদানে অধিকারী। (পূর্ব

পূর্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে, পর পর উল্লিখিত প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এই কার্যে অধিকারী; যথা—প্রথম পিতা, তদভাবে পিতামহ ইত্যাদি)। তিন বার ঋতুদর্শন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কন্যা স্বয়ংবর করিবে। কেননা তিনবার ঋতু দর্শন হইয়া গেলে কন্যা আপনার উপর প্রভুত্ব সম্পন্ন হয়। যে কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে, সেই কন্যা বুঘনী বলিয়া জ্ঞাতব্য। তাহাকে হরণ করিলে দোষী হইতে হয় না।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

স্ত্রীলোকের ধর্ম, নিরূপিত হইতেছে। ভর্তার সমান ব্রতচরণ, ঋতু, ঋতুর, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা, গৃহোপকরণ দ্রব্য সামগ্রীকে বেশ মাজিয়া ঘসিয়া শুছাইয়া রাখা, অমিত হস্ততা (অর্থাৎ অলস্যব্রত করা) ধন-পাত্র সুরোপন করিয়া রাখা, বন্যকরণাদি মূলকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, মঙ্গলাচার তৎপরতা, ভর্তা প্রবাসে থাকিলে বেশবিজ্ঞাস না করা, পরগৃহে গমন না করা, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা এবং সকল কর্ম্মেই অশ্রুতব্রত—(যথাক্রমে) বাল্য যৌবন ও বাক্ক্যে, পিতা, ভর্তা ও পুত্রের বশে থাকা, ভর্তার মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য বা ভর্তার সহগমন বা অসুগমন (স্ত্রীলোকের ধর্ম)। স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ ব্রজ, ব্রত এবং উপবাস নাই* কিন্তু পতিকে যে দেবা করে, সেইজন্যই স্বর্গে আদৃত হয়। যে স্ত্রী, পতি জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করে, সে স্বামীর আয়ুঃহরণ ও নরক গমন করে। ভর্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্যাবলম্বিনী,—সাধ্বী স্ত্রী, পুত্রবতী হইলেও সনকাদি সুপ্রসিদ্ধ আবার্য ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

* ভর্তা ব্যতীত স্ত্রীলোকের ব্রজ নিকি হয় না, (ভর্তার অসুখমতি ব্যতিরেকে) ব্রত-উপবাস হয় না, ইহা ব্রহ্মকর্তৃক বলা হয়।

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

সবর্ণা বহুপত্নী বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা) ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা) বহুপত্নী থাকিলে, সবর্ণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে, সমান বর্ণা পত্নীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐ কার্য্য করিবে। (যথা—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত ইত্যাদি)। আপংকালেও অর্থাৎ সবর্ণা পত্নীর রজোদোষাদিতেও ঐ নিয়ম। কিন্তু দ্বিজ, শূদ্রা-পত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য কদাচ করিবে না। দ্বিজের শূদ্রাভার্য্যা কখনই ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী নহে, রাগাক্ষ দ্বিজের রত্নিকার্য্যার্থই শূদ্র ভার্য্যা কথিত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিলে, সম্ভবই সসন্তানকুলকে শূদ্র করিয়া তুলে। যাহার দৈবকার্য্য, পিত্র্যকার্য্য, বা আতিথেয়কার্য্য তৎপ্রধান (অর্থাৎ শূদ্রা-ভার্য্যা সমভিব্যাহারে কৃত) তাহার অন্ন পিতৃগণ ও দেবগণ ভোজন করেন না; এবং সে স্বর্গ গমন করে না। (তবে শূদ্রা বিবাহ কোন স্থলে হইতে পারে তাহা যাত্রব্যয়ে ৪ পত্র ৫৬ শ্লোকের টীকাতে দেখিবে)।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

গর্ভের স্পষ্টতা জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ঋতু-কালে, নিম্নের কর্ম্ম অর্থাৎ গর্ভাধান। স্পন্দনের পূর্বে—অর্থাৎ তৃতীয় মাসে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, বালক উৎপন্ন হইলে (তদ্বিনে) জাতকর্ম্ম, অশৌচান্তে নামকরণ—ব্রাহ্মণের মঙ্গল, ক্ষত্রিয়ের বলবৎ, বৈশ্যের ধনযুক্ত এবং শূদ্রের নিম্নিত (নাম হইবে)। চতুর্থ মাসে আদিত্যদর্শন অর্থাৎ নিক্রমণ। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন। তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ। * এই সমস্ত ক্রিয়াই

* যাজ্ঞবল্ক্য টীকার ত্রিলোচনশীর্ষ্য বলেন, প্রথম বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষ চূড়াকরণের মধ্যকাল। বস্তুতঃ তৃতীয় বর্ষই মধ্যকাল। ইহা রঘুবংশাদি বহুপতি-ভের সম্মত ।

স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া করিবে। তাহাদিগের বিবাহ সমস্তক। গর্ভাষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের, গর্ভে কাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের ও গর্ভদ্বাদশে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে। তাহাদিগের মেথলা,—(যথাক্রমে) মুঞ্জা ধনুগুণ এবং বহুজ (অর্থাৎ তৃণবিশেষ) নিম্নিত হইবে, (ব্রাহ্মণের মুজানিম্নিত ইত্যাদি) যজ্ঞসূত্র এবং বস্ত্র কার্পাসময় শণময় এবং আবিক (অর্থাৎ মেঘলোমজাত) হইবে। (ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ও বস্ত্র—কার্পাসময় ক্ষত্রিয়ের শণময় ইত্যাদি) মৃগব, (ব্রা) ব্যাঘ্রের (ক্ষ) এবং ছাগের (বৈ) চর্ম্ম (যথাক্রমে তাহাদিগের উরীয়) তাহাদিগের দণ্ড—পালাশ খাদির এবং ওড়ুশ্বর; কেশান্ত (ব্রী) ললাট (ক্ষ) এবং নাসা দেশ পর্য্যন্ত পরিমিত (বৈ) হইবে। অথবা সকলেরই উক্ত সকল প্রকার দণ্ড হইতে পারে। (দণ্ডসকল) সরল এবং তৃক্যুক্ত হইবে। আর তাহাদিগের ভিক্ষা-চর্য্যা আদিতে ভবৎ শব্দ (ব্রা) মধ্যে ভবৎ শব্দ (ক্ষ) শেষ ভবৎ শব্দ (বৈ) যোগে হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২ পত্র ৩০ শ্লোকে)। (উপনয়নের মূখ্য কাল উক্ত হইয়াছে এক্ষণে সামান্ত কাল উক্ত হইতেছে), ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের—দ্বাবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের,—ও চতুর্দশবর্ষ পর্য্যন্ত বৈশ্যের গায়ত্রী অতিক্রম হইবে না, এই যথাকালে অসংস্কৃত তিন বর্ষই ইহার পর (অর্থাৎ যথাক্রমে গর্ভষোড়শ গর্ভ দ্বাবিংশতি ইত্যাদি পর) গায়ত্রী-বর্জিত, ব্রাত্য ও সাধুসমাজে নিম্নিত হইয়া থাকে। যাহার, যে চর্ম্ম, যে যজ্ঞসূত্র, যে মেথলা, যে দণ্ড এবং যে বস্ত্র (বিহিত হইয়াছে ব্রাহ্মণের মূখ্য-চর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদি) সেই সেই চর্ম্মাদি তাহার ব্রতও (অর্থাৎ কেশান্তাদি-কার্য্যেও) হইবে (অর্থাৎ নূতন হইবে)। মেথলা, চর্ম্ম, দণ্ড, যজ্ঞসূত্র, অথবা কমণ্ডলু ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অস্ত্র মেথলাদি ধারণ করিলে।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

আরম্ভ। ব্রহ্মচারিগণের গুরুগৃহে বাস ও লক্ষ্যাবস্থার উপাসনা, (কর্তব্য)। দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা—ও উপবিষ্ট হইয়া সায়ং সন্ধ্যা করিবে। দুই সময়েই স্নান ও হোম; জপে—দণ্ডবৎ অর্থাৎ স্নানমস্ত্র ব্যতীত অবগাহন, আহুত হইয়া অধ্যয়ন গুরুর প্রিয় হিতকার্য্য করা, মেথলা, দণ্ড, চর্ম্ম ও উপবীত ধারণ—গুরুকুল ব্যতীত অস্ত্র গুণবান ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা করা, গুরুর অনুজ্ঞাত হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের আহার।—শ্রাদ্ধ, কৃত্রিম লবণ ভোজন, নিষ্ঠুর বাক্য কখন, পূর্ণাবৃত্ত ভোজন, মৃত্যু, গীত, স্ত্রী সন্তোগ, মর্ধু, মাধুর্ষ, অঙ্গন, গুরু ভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট, ভোজন, প্রাণিহিংসা ও অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগ—এই সকল পরিত্যাগ—করা, হৃণ্ডিল শয়ন, গুরুর পূর্ব্বে শয্যা হইতে উত্থান ও গুরুর পরে শয়ন, কর্তব্য। কর্ম্ম। সন্ধ্যোপাসনা করিয়া গুরুর অভিবাদন করিবে। ব্যাতান্ত্র পানি হইয়া তাঁহার পাদ-স্পর্শ করিবে, “ব্যাতান্ত্র পানি হইয়া” ইহার মর্ম্ম এই যে দক্ষিণ পানি দ্বারা দক্ষিণ পাদ ও ইতর পানি দ্বারা ইতর পাদযুগপৎ স্পর্শ করিবে। অভিবাদনাতে স্বীয় নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক ভোঃ শব্দ কীর্তন করিবে (এইরূপ অভিবাদন বাক্য হইবে, যথা;—অভিবাদয়ে অমুকশর্মাধমস্মি ভোঃ) দণ্ডায়মান থাকিয়া উপবিষ্ট থাকিয়া, শয়ান থাকিয়া, আহার করিতে করিতে, অথবা পরায়ুধ থাকিয়া গুরুর অভিভাষণ করিবে না। গুরু আদীন থাকিলে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু গমন করিতে থাকিলে স্বয়ং অনুগমন করত তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলে, প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। গুরু ধাবমান হইলে, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক অভিভাষণ করিবে। গুরু পরায়ুধ হইয়া থাকিলে অভিযুধ হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু দূর হইলে, তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিভাষণ করিবে, গুরু শয়ন করিয়া থাকিলে, প্রণাম করিয়া তাঁহার অভি-

ভাষণ করিবে। তাঁহার চক্ষু-গোচরে যথেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবে না, ইহার নাম কেবল (অর্থাৎ নিরূপপদ উচ্চারণ করিবে না) ইহার গমন চেষ্টা এবং কথনাদির অনুকরণ করিবে না। যেখানে ইহার নিন্দা বা পক্ষীবাদ হইবে—দেখানে থাকিবে না, শিলাফলকে, নৌকা ও রথাদি বান ব্যতীত ইহার সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না। গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে, তাঁহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি ব্যতীত স্বীয় গুরু-জনের অভিবাদন করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ, বা সমান বয়স্ক, গুরুপুত্র—নিজের অধ্যাপক হইলে তাঁহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে, কিন্তু ইহার পাদ প্রক্ষালন করিবে না ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, এইরূপে এক বেদ, দুই বেদ বা তিন বেদ আশ্রয় করিবে। অনন্তর বেদাঙ্গ সকল (আশ্রয় করিবে)। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অস্ত্র বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে সসস্তানে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মাতার নিকট হইতে জন্মে; মৌল্লী-বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম; এই জন্মে, গায়ত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা হন। এইজন্তই তাহাদিগের বিজ্ঞতা। মৌল্লীবন্ধনের পূর্ব্বে বিজ্ঞ—শূদ্র-তুল্য থাকে, ব্রহ্মচারী—মুণ্ডিত-মুণ্ড, অথবা জটিল হইবে। বেদাধ্যয়নের পর গুরুর অনুজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে দক্ষিণ প্রদান পূর্ব্বক স্নান করিবে; অথবা বেদগ্রহণান্তর জন্ম শেষ গুরুকুলেই অতিবাহিত করিবে; তাহাতে আচার্য্য মৃত হইলে, আচার্য্য পুত্রের প্রতি আচার্য্যবৎ ব্যবহার করিবে; অথবা অর্থাৎ তদভাবে গুরুপত্নী বা গুরু সর্বাঙ্গের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবে; তদভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অগ্নিসেবক হইবে।

যে বিপ্র-আলম্ভ রহিত হইয়া এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য করেন, তিনি উৎকৃষ্টলোকে গমন করেন; এবং পুনর্বার তাঁহাকে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ব্রহ্মচারী-বিজের কামতঃ রেতঃ-পাত,—ধর্ম্মজ ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক ব্রত-লব্ধন বলিয়া অভিহিত হয়। এই পাশ-আচরিত হইলে, গর্ভভ-চূর্ণ পরিধান করিয়া স্বীয়কর্ম্ম

কীর্তন করত সপ্তগৃহে ভিক্ষা করিবে; সেই ব্যক্তি তত্তৎ স্থানে লক্ষ ভিক্ষার দ্রব্য (অহো-রাত্রের মধ্যে) একবার ভোজন এবং ত্রৈকালিক দান করত, একবর্ষ অতিবাহিত করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। (ইহা অবকীর্তিত)। আর ব্রহ্মচারীবিজ্ঞ, অপ্লাব্ধায় অনিচ্ছাবশতঃ স্থলিত-বীৰ্য্য হইলে স্নানান্তে সূর্য্য পূজা করিয়া তিনবার “পুনশ্চামেত্বেজিয়ম্” এই মন্ত্র জপ করিবে। বিনারোগে নিরবচ্ছিন্ন সাত দিন ভিক্ষাহার এবং অগ্নিকার্য্য না করিলে অবকীর্তিত করিবে। যদি কামকৃত-নিদ্রা পরবশ ব্রহ্মচারীর অজ্ঞাতভাবে সূর্য্যদেব উদিত বা অস্তমিত হন, তাহা হইলে দিনমাত্র উগবাসী থাকিয়া প্রায়ত্নী জপ করিবে।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একোনত্রিংশ অধ্যায় ।

যে ব্যক্তি, উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদেশ-পূর্ব্বক, বেদাধ্যাপন করেন, তাহাকে আচার্য্য বলিয়া—আর যিনি বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সমগ্র বেদ, অধ্যাপনা করেন (অথবা বিনা বৃত্তিতে) বেদৈকদেশ অধ্যাপনা করেন, তাহাকে উপাধ্যায় বলিয়া জানিবে; তিনি যাহার যজ্ঞ হোতৃত্বাদি কার্য্য করেন, তাহাকে তাহার ঋত্বিক বলিয়া জানিবে। কুলপ্ৰাণীদি বিষয়ে অপরীক্ষিত ব্যক্তির যাজন করিবে না, অধ্যাপনা করিবে না, উপনয়ন দিবে না। (এবং তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা যজ্ঞন করিবে না, তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবে না, উপনীত হইবে না)। অত্য়ায়তঃ পুষ্টি হইয়াও যে উত্তর প্রদান করে এবং যে অত্য়ায়তঃ জিজ্ঞাসা করে, তাহাদিগের মধ্যে অত্য়ায়তঃ সূচ্য হয় বা পরস্পর বিচ্ছেদাপন্ন হয়। যে শিষ্যের অধ্যাপনে ধর্ম্মসিদ্ধি বা ইষ্টসিদ্ধি হয় না, অথবা শিষ্য, অধ্যয়নানুরূপ শুশ্রূষা না করে, উৎকলেক্তে উৎকৃষ্ট বীজ বপনের ভাৱ, সে পাত্রে বিদ্যাদান অকর্তব্য। পূর্ব্বকালে বিদ্যা আশ্রমের নিকট আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—আমাকে বক্ষা তুমি; আমি

তোমার সেবধি (গুপ্ত অক্ষয় ধন)। অহুসাকারী, কুটিল এবং অসংযত ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিও না। তাহা হইলেই আমি বীৰ্য্যবতী হইব। যাহাকে গুচি, সাবধান, মেধাবী, ব্রহ্ম-চর্য্য পরায়ণ, বলিয়া স্থির জ্ঞানিবে এবং যে তোমার অপকার করে না ও করিবে না, আর যে তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলে না, হে ব্রহ্মন্! নিধি পালক সেই ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিবে। (অর্থাৎ অহুসাকারী দিগকে বিদ্যা দান করিবে না। গুচি এবং কথিত গুণযুক্ত ব্যক্তিকে বিদ্যা দান করিবে।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রাবণী পূর্ণিমা কিংবা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে উপা-কর্ম্ম নামক কর্ম্ম করিয়া সাড়েচারি মাস বেদা-ধ্যয়ন করিবে। অনন্তর উপাকৃত বেদের উৎসর্গ—গ্রাম বহির্ভাগে করিবে, অমুপাকৃতের উৎসর্গ কবিত্তে হয় না। উৎসর্গ ও উপাকর্ম্মের মধ্যে বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে। চতুর্দশী ও অষ্টমীতে অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে না; ঋতুশেষে অহো-রাত্রি ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে অধ্যয়ন করিবে না; ইন্দ্র-ঋজ-পতনে ও ইন্দ্রঋজোখানে (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না; প্রচণ্ড পবন বহিতে থাকিলে (অধ্যয়ন করিবে) না; অকালে বর্ষণ বিজ্ঞাৎ ও মেঘগর্জ্জন হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না, ভূমিকম্প, উকাপাত ও দিগদাহে (অধ্যয়ন করিবে) না; যে গ্রাম মধ্যে শব থাকে, তথায় (অধ্যয়ন করিবে) না, শত্রুসম্পাতে (অধ্যয়ন করিবে) না; কুজুর—শৃগাল—বা গর্দভের মূনি হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; বাদ্যশব্দ হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির সমীপে (অধ্যয়ন করিবে) না, দেবতার্নন, শ্রাদ্ধান চতুষ্পাৎ এবং রথ্যাতে (অধ্যয়ন করিবে) না; জলমধ্যে (অধ্যয়ন করিবে) না; নীচৈঃপরি পদতল স্থাপন করিল (অধ্যয়ন করিবে) না, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, নৌকা, বাঘ এবং রথাদি বানে আরূঢ় হইয়া (অধ্যয়ন করিবে) না, বয়ন করিলে (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না, বিরচন হইলে, (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে)

না, অকীর্ণ দোষ হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না।
 পকনখ, (অধ্যয়ন সময়ে গুরুশিষ্যের) মধ্যস্থান
 দিয়া গমন করিলে (অধ্যয়ন করিবে) না,
 রাক্ষা, এক শাখাধারী শ্রোত্রিয়, গো, অথবা
 ব্রাহ্মণের বিপত্তি হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না,
 উপাকর্ষ করিলে তিন দিন (অধ্যয়ন করিবে)
 না; উৎসর্গেও তিন দিন (অধ্যয়ন করিবে) না;
 সাধন কালে ঋগবেদ যজুর্বেদ (অধ্যয়ন
 করিবে) না, রাত্রিশেষে অধ্যয়ন করিবার পর
 আর শয়ন করিবে না; অধ্যয়ন বিষয়ে জিজ্ঞা-
 সিত হইলেও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন পরিত্যাগ
 করিবে; যেহেতু অনধ্যায়ে অধীত শাস্ত্র, ইহ
 পরলোকে ফলপ্রদ হয় না; পরন্তু তাহাতে
 অধ্যয়ন করিলে গুরুশিষ্যের আয়ুক্ষয় হইয়া
 থাকে। অতএব ব্রহ্মলোক গমনেচ্ছু গুরু, অন-
 ধ্যায় ব্যতীত, সংশ্রব-ক্ষেত্রে বিদ্যাবীজ বপন
 করিবে। শিষ্য, প্রত্যহ বেদাধ্যয়নের আরম্ভ
 ও অবসানে গুরুর পাদ গ্রহণ করিবে; এবং
 প্রাণ উচ্চারণ করিবে। ঋগবেদ অধ্যয়ন
 করিলে তদ্বারা ইহার অর্থাৎ অধ্যয়নকারীর
 পিতৃলোক যত দ্বারা তৃপ্ত হন। যজুর্বেদ
 অধ্যয়ন করিলে তাহাতে মধুদ্বারা, সামবেদ,
 অধীত হইলে তাহাতে ছন্দদ্বারা, অথর্ববেদ
 অধীত হইলে, তাহাতে মাংসদ্বারা আর পুরাণ,
 ইতিহাস, বেদাঙ্গ ও ধর্মশাস্ত্র অধীত হইলে
 তাহাতে ইহার (পিতৃগণ) অন্নদ্বারা তৃপ্ত হ'ন। যে
 ব্যক্তি বিদ্যালাত করিয়া ইহলোকে তদ্বারা
 বিধিকা নির্বাহ করে, তাহা (অর্থাৎ বিদ্যা)
 তাহার পরলোকে ফল প্রদান করিবে না। আর
 যে নিজবিদ্যা প্রভাবে পরকীয় যশ বিনষ্ট করে,
 বিদ্যা তাহারও পরলোকে ফলদায়িনী হইবে
 না। সম্মতি না থাকিলে অপরের অধ্যয়ন শ্রবণ
 করিয়া বিদ্যা গ্রহণ করিবে না; তথাবিধ
 গ্রহণ—বেদচৌর্য্য,—হৃতরাং ইহা, ইহার
 (স্বীকার) নরক-জনক হয়। লৌকিক, বৈদিক,
 অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বাহ্য হইতে
 লাভ করবার কদাচ তাহার যেন বা অপকার
 করিবে না, উৎপাদক এবং বেদাধ্যাপক এই
 দুই জনের মধ্যে বেদাধ্যাপক পিতা শ্রেষ্ঠ;
 আর রক্ষকময় ইহ পর উভয় লোকে যার।

(অর্থাৎ যে বাগককে) উৎপাদন করে,
 তাহার যে মাতৃগর্ভে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি লাভ, তাহা
 পশাদি-সাধারণ উৎপত্তি মাত্র। বেদ-
 পারগ আচার্য্য, যথাবিধি উপনয়নপূর্ব্বক
 সাবিত্রী-অমৃতচন্দন দ্বারা তাহার (অর্থাৎ বাগ-
 কের) যে জন্ম উৎপাদন করে, সেই জন্মই
 সত্য অমৃত এবং অমর। যিনি, সুখবিতরণ
 ও অমৃত প্রদান করত বর্ণ-স্বর-বৈগুণ্য-রহিত
 সত্যস্বরূপ বেদ-মন্ত্র দ্বারা শ্রবণকূহরদ্বয় পরি-
 পূর্ণ করেন, তাহাকেই পিতামাতা বলিয়া
 মানিবে, কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হইয়া তাঁহার
 অপচার করিবে না।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

মাতা, পিতা এবং আচার্য্য—এই তিনজন
 গুরুষের মহাগুরু হইয়া থাকেন। সর্বদা
 তাহাদিগের সেবা করিবে। তাহাদিগের শ্রিয়-
 হিতকার্য্য আচরণ করিবে। তাহাদিগের
 অহুজ্ঞা ব্যতীত কিছুই করিবে না। ইঁহাঁরাই
 তিন বেদ; ইঁহাঁরাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই
 তিন দেবতা; ইঁহাঁরাই ত্রিলোক এবং ইঁহাঁরাই
 এই তিন অগ্নি—পিতা গার্হপত্য অগ্নি; মাতা
 দক্ষিণাগ্নি; এবং আচার্য্য আহবনীয় অগ্নি;
 এই তিনজন বাহার নিকট আদৃত; সকল ধর্মই
 তাহার আদৃত, আর ইঁহাঁরা বাহার নিকট
 অনাদৃত, তাহার সকল কার্য্যই নিষ্ফল।
 মাতৃভক্তি দ্বারা এই লোক, পিতৃভক্তি দ্বারা
 মধ্যম লোক, (অর্থাৎ দেবলোক) এবং
 গুরুভক্তি দ্বারা ব্রহ্মলোক ভোগ করিতে
 পারে।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

রাক্ষা, ঋত্বিক, শ্রোত্রিয়, অধর্ম-নিষেধক,
 উপাধ্যায়, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শশুর,
 মোষ্ঠভ্রাতা এবং (বেদোচ্চার)—বৈবাহি-
 কবি যবনী—ইঁহারা আচার্য্যের নাক। ইঁহা-
 দিগের কথনকথনই প্রজাতির পাপের কথা বলা হয়।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীও (ঐরূপ মাতা)। পিতৃব্য, মাতুল এবং ঋষিক্ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহা-
দিগের প্রত্যাখ্যানই অভিবাদন। হীনবর্ণা
গুরুপত্নীদিগের অভিবাদন দূর হইতে
করিবে; পাদস্পর্শ করিবে না। (সামান্যতঃ)
গুরুপত্নীদিগের গাত্ৰোৎসাদন অর্থাৎ গাত্ৰ-
মার্জন হরিদ্রাদি স্রবণ ও তৈলমর্দন, কঙ্কণ-
রঞ্জন, কেশ-সংযমন ও পাদপ্রক্ষালনাদি
করিবে না। পর-স্ত্রী অপরিচিতা হইলেও
তাহাকে, ভগিনী, কন্যা বা মাতা বলিয়া
সম্বোধন করিবে। গুরুজনকে “ভূমি”
এইরূপ (যুগ্মবাক্য) বলিবে না, গুরুজনকে
(কোনরূপ) মান হানি করিলে, উপবাসী
ধাকিয়া দিনান্তে তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন
পূর্বক আহার করিবে। গুরুর সহিত
বিরোধপূর্বক কথা কহিবে না অর্থাৎ
জিগীষার বশবর্তী হইয়া বিতণ্ডাদি করিবে না;
ইহার (গুরুর) নিন্দা অথবা অনাভিপ্রেত
কার্য্য করিবে না, বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম
পূর্ব হইলে (অর্থাৎ যৌবন-প্রাপ্ত গুরুদোষা-
ভিজ্ঞ) শিষ্য, যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ-
পূর্বক অভিবাদন করিবে না; পরন্তু যুবাশিষ্য,
“অসাবহং” অর্থাৎ অমুক আমি, ইহা বলিয়া
(অভিবাদনের বাক্য পূর্বে উক্ত হইরাছে)
যুবতী গুরুপত্নীদিগকে ভূমিতে অর্থাৎ পাদ-
গ্রহণ ব্যতীত যথাবিধি অভিবাদন করিবে।
শিষ্টাচার অনুসরণ করত যুবাশিষ্য ও
প্রবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুরুপত্নীদিগের
পাদগ্রহণ, এবং প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন
করিবে। ধন, সহায়সম্পন্নতা, অধিক বয়ঃক্রম,
জ্যেষ্ঠ-স্মার্ত্তকর্ম্ম, এবং বিদ্যা, এই পাঁচটা
মান্যতাকারণ; তবে বাহা যাহা পরবর্তী,
তাহা পূর্ব পূর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।
ধনী-অপেক্ষা স্বজনসম্পন্ন; তদপেক্ষা,
অধিকবয়স্ক; তদপেক্ষা জিয়াবান; তদপেক্ষা,
বোধার্থতত্ত্বজ্ঞানী অধিক মান্য। দশ-বর্ষ-
বয়স্ক ব্রাহ্মণ এবং শত-বর্ষ-বয়স্ক রাজাকে
পিতা-পুত্র বলিয়া জানিবে, দেই ছই-
জনের মধ্যে ব্রাহ্মণই পিতা; ব্রাহ্মণদিগের
জ্যেষ্ঠতা, জ্ঞানানুসারে; ক্ষত্রিয়দিগের
কার্য্যানুসারে; আর বৈশ্যদিগের ধনধান্য-

অনুসারে; কেবল, শূদ্ৰদিগেরই (জ্যেষ্ঠতা)
জ্ঞানানুসারে।

ষাট্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়।

মানুষের—বহুলোক ও বহুদেবের সহিত
সম্বন্ধ থাকায়, বিশেষতঃ গৃহস্থশ্রমীর, কাম
ক্রোধ লোভ নামক ঘোরতর তিনটা শত্রু
আছে। সেই শত্রুতয়ে আত্মান্ত হইয়া এই ব্যক্তি
অর্থাৎ মনুষ্য বা গৃহস্থ মনুষ্য, অতিপাতক,
মহাপাতক, অল্পপাতক, উপপাতক, জাতি-
ভ্রংশকর, সংকীর্ত্তকরণ অপাত্তকরণ, মনাবহ
এবং প্রকীর্ত্তকরণে প্রবৃত্ত হয়। কাম, ক্রোধ
এবং লোভ, নরকের দ্বার—এই ত্রিবিধ,
ইহা আত্মাকে বিনষ্ট (অর্থাৎ মর্ত্ত্য লুপ্ত-বিকৃত—
অর্থাৎ নিকৃষ্ট) করে, অতএব এই তিনটাকে
পরিভাষ্য করিবে।

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুত্রিংশ অধ্যায়।

মাতৃগমন, কণ্ডাগমন এবং পুত্রবধূগমন—
এই (ত্রিবিধ) অতি পাতক। এই সকল
অতিপাতকিগণ, অগ্নি প্রবেশ করিবে,
এতদ্বির তাহাদিগের কোনরূপেই নিষ্কৃতি
নাই।

চতুত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণস্থানিক
(অশীতি রক্তিকার অনুন্ন) স্ববর্ণচৌর্য্য, এবং
গুরুপত্নীগমন (অর্থাৎ বিমাতৃগমন) এই
চতুর্বিধ এবং এতৎপাপীর সহিত বিশেষ
সংসর্গ—এই পঞ্চবিধ মহাপাতক। এক
যানারোহণ, একত্র ভোজন, একত্র অবস্থিতি,
এবং একত্র শয়ন ইত্যাদি লঘুসংসর্গ,
পতিতদিগের সঙ্ঘিত (নিরবচ্ছিন্ন) এক
বৎসর করিলে, পতিত হয়, যৌন সম্বন্ধ

অর্থাৎ বিবাহাদি, স্রোব সম্বন্ধ অর্থাৎ রাজনাদি এবং মোখ-সম্বন্ধ অর্থাৎ অধ্যয়নাদি ; গুরু সংসর্গ করিলে সদ্য পাতত হয় । এই সকল মহাপাতকিগণ, অপসম্বেষজ্ঞ অর্থাৎ তদীয় অবজ্ঞা হান বা পৃথিবীস্থ যাবদায় তর্ক পর্য্যটন করিলে শুদ্ধ হইতে পারে । ইহা অজ্ঞানকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয়হত্যা, এবং বৈশ্বহত্যা, রজস্বণ হত্যা, গর্ভবতীহত্যা, অত্রিগোত্র-সম্ভ্রূত-হত্যা, জীবে-পুংস্ব বিষয়ে অনবধারিত গর্ভহত্যা এবং শরণাগত হত্যা,— এই সকল ক্রম—ব্রহ্মহত্যার তুল্য ; কুটুম্বাঙ্গ্য এবং মিত্রহত্যা—এই দুই কাণ্ড্য সুবাপানের তুল্য ; ব্রাহ্মণভূমিচরণ, এবং গচ্ছিত বস্ত্র অপচরণ—সুবর্ণধরণের তুল্য ; পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শাশুর এবং রাজা—এতদগতমের পত্নী-গমন, পিতৃস্ব-গমন, মাতৃস্ব-গমন, ভগিনী-গমন, শ্রোত্রিয়, ঋত্বিক, উপাধ্যায় এবং বহু—এতদন্যতমের পত্নীগমন, ভগিনী-সখী-গমন, সগোত্রাগমন, উৎসবর্ণাগমন, কুমারীগমন, অন্ত্যজাগমন রজস্বলাগমন, শরণাগতাগমন, প্রব্রজ্যাগমন স্বনী-গমন এবং ন্যাসীকৃতাগমন গুরুপত্নীগমনের তুল্য । এই সকল অমুপাতকিগণ, মহাপাতকিগণের দ্বারা অসম্বেষজ্ঞা মুষ্ঠান বা তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা পবিত্র হইবে ; অজ্ঞানকৃত অগম্যাগমনের ও জ্ঞানকৃত অমুপাতকের ইহা প্রায়শ্চিত্ত ।)

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

উৎকর্ষজনক মিথ্যাবাক্যে (বা পূজের “সারি ব্রাহ্মণ” এরূপ উক্তি) রাজস্বামী খলতা, (অর্থাৎ রাজার নিকট চক্রবর্তীর অভিযোগ) গুরুর অনীক-নিদা করা, বেদনিষা, দ্বন্দ্বিত বৈদ-বিষয়, আহিত অধিত্যাগ, অপ-

তিত মাতা-পিতা-পুত্র-পত্নীত্যাগ, অতোজ্ঞান-ভোজন, (অর্থাৎ চাণালাদির অন্ন ভোজন) অতক্ষ্য-ভক্ষণ (অর্থাৎ লণ্ডনাদি ভক্ষণ) পরদ্বাপহরণ, পরদার-গমন, অনুচিত কৰ্ম, যথা ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির কৰ্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা, অসং-প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়-হত্যা, বৈশ্ব হত্যা, শূদ্র-হত্যা, পৌহত্যা, অবিক্রেয় (অর্থাৎ লবণাদির) বিক্রয় । অমুজকর্তৃক জ্যোষ্ঠের পরিবিস্তিতা, পরিবেদন, তাহাকে অর্থাৎ পরিবিস্তি বা পরিবেতাকে কথাদান, তাহার অর্থাৎ পরিবিস্তি এবং পরিবেদতার যাজন, ব্রাত্যতা, প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণপূর্বক অধ্যাপনা, প্রতিনিয়ত বেতন দান পূর্বক অধ্যয়ন রাজাজ্ঞাক্রমে সকল বোনিতে অধিকার গ্রহণ করা, মহা-বস্ত্র প্রবর্তন অর্থাৎ জলপ্রবাহ প্রতিবন্ধ-হেতু সেন্-বন্ধাদি, দ্রুম, গুহ, বস্ত্রী, লতা, এবং ওষধির বিনাশন, জীলোককে বেদ্য করিয়া তদ্বা জীবিকানির্বাহ করা অভিভার কার্য অর্থাৎ শ্রুনাতি যজ্ঞ করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তির মারণ, মন্ত্রোষাদি দ্বারা বন্দীকরণ ; (দেবাদি উদ্দেশ না করিয়া) কেবল আপনার ব্রত পাতাদি অহুষ্ঠান, অধিকার থাকিতে অধি-আধান না করা, দেবধ্বংস, ঋষিধ্বংস এবং পিতৃ-ধ্বংস পরিশোধ না করা ; (যজ্ঞাদি দ্বারা দেবধ্বংস, ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ঋষিধ্বংস ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃধ্বংস পরিশোধ করিতে হয়) । চার্লীকাদি অসংশয় চর্চা, নাস্তিকতা, নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ, এবং মদ্যপানীন্নাভ্যর্থ্যার সহিত সংসর্গ, এই সকল উপপাতক । (যাজবল্ক্য ৬২৬০ পৃ ২২৭ হইতে ২৪২ শ্লোক দেখিবে) । এই সকল উপপাতকী মহম্বক, চাত্মারণ, অথবা পরাক ব্রত করিবে, অথবা সৌমেষ বজ্র করিবে (এই প্রায়শ্চিত্তের হানভেদে ব্যবস্থা করিয়া লইবে) ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

যজ্ঞাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্যাধি দেওয়া, নতন পুত্রাদি অস্ত্রের দ্বারা এবং মদ্য ভোজন করা,

কুটিলতা, পশু মৈথুন, এবং পুং-মৈথুন; এই সকল পাপ জাতিভ্রংশকর। এতদন্তরন জাতি-ভ্রংশকর কর্মজ্ঞানপূর্বক করিলে আশুপন ব্রত, ও অজ্ঞানপূর্বক করিলে প্রোজাপত্য করিবে।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একোনচছারিংশ অধ্যায় ।*

(অনুভূত) প্রায় ও আরণ্য পশু হিংসা, মদুরী-করণ। মদুরীকরণ পাপ করিলে এক মাস বাবকাহার করিয়া থাকিবে অথবা কচ্ছাতিকচ্ছ ব্রত করিবে।

একোনচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চছারিংশ অধ্যায় ।

নিমিত্তের (অর্থাৎ স্নেহাদির) নিকট হইতে ধন গ্রহণ (অর্থাৎ পাবিতোষিকাদি গ্রহণ) * বাণিজ্য, ভূমিদ জীবন, অমত্যাভাষণ, এবং শূদ্র সেবা এই সকল অপাত্তকরণ পাপ। অপাত্তকরণ পাপ করিলে তপস্কচ্ছ বা শীত-সঙ্ক অথবা অভ্যাস্ত মহাসান্তপন (অর্থাৎ হুইটী মহাসান্তপন) দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একচছারিংশ অধ্যায় ।

পক্ষী-হত্যা, জংঘর-হত্যা এবং মংস্তাদি জংঘ প্রাণী-হত্যা, কুমি-হত্যা ও কীট-হত্যা আর মদ্যাহুগত (অর্থাৎ মদ্যের সহিত এক পেট-কাদিতে স্নানীত শাকাদি) ভোজন, এই সকল পাপ মলাবহ। তপস্কচ্ছ মলিনীকরণ পাণে শুদ্ধিজনক, অথবা কচ্ছাতিকচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধিজনক।

একচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

* তামূল ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ উপপাত্ত বলিয়া গণ্য আর পরিতোষিকাদি গ্রহণ অপাত্তকরণ। অথবা মদ্যপ্রতিগ্রহ শব্দে নিষিদ্ধ বস্তুর গ্রহণ, তাহাই উপপাত্তক, বধা তিসাদি গ্রহণ; আর স্নেহাদির নিকট প্রতিগ্রহ, অপাত্তকরণ।

দ্বিচছারিংশ অধ্যায় ।

যে সকল পাপ অনুরক্ত রহিল, তাহা প্রাকীরণক। প্রাকীরণ পাত্তকে লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে, অবশ্য প্রাক-শিষ্ট করিবে।

দ্বিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিচছারিংশ অধ্যায় ।

নরকের বিষয় উক্ত হইতেছে। তামিস্র, অন্নতামিস্র, বোরব, মগারোরব, কালহৃত, মহানরক, সংজীবন, অবাচি, তাপন, মন্দ-তাপন, সংবাহক, কাকোল, কণ্ডুল, কুটান, পুতি রক্তিক, দৌহ-শঙ্ক, কটীষ, বিষম পহান, কটিক শালগি, দীপনদী, অদিপত্রবন, এবং মোহোরক, এই সমস্ত নরক। অক্লান্ত প্রায়-শিষ্ট অতি পাত্তকরণ, পর্যায়ক্রমে এক কল্প এই সকল নরক ভোগ করে। মহাপাত্তকরণ, অনুপাত্তকরণ এক মনস্তর (এক সপ্ততি দিবস চতুর্দশে এক মনস্তর) উপপাত্তকরণ চতুর্দশ, মদুরীকরণ-পাপী, জাতিভ্রংশকর পাপী, অপাত্তকরণ পাপী এবং মলিনী-করণ পাপী-সকল সংবৎসর সহস্র; আর প্রাকীরণ পাপীরা (পাপে প্রাকীরণ লগ্নত অনুসারে) বহুবর্ষাবধি নরক-ভোগ করে। সকল পাত্তকরণ, প্রায়শ্চিত্তের পর দাম্যপথে গমন করিয়া দারুণ দুঃখভোগ করে, তাহারা ভয়ঙ্কর বহুকিঙ্করগণের কঠোর কারী বরবিশেষ দ্বারা যেখান সেখান দিয়া আকৃষ্ট হইয়া অতিকষ্টে নরকে যে প্রকারে উপনীত হয়; সেই প্রকারে কুকুর, শূকর, মাংসাশী কাক, কক্ক, বকাদি, অগ্নিভুঞ্জ অর্থাৎ ভল্লুকাদি ভূজদ, এবং বৃশ্চিক কটুক লক্ষিত হইতে থাকে। তাহারা অগ্নিদগ্ধ, কটকবিদ্ধ, ত্রুচপাটিত এবং তৃকানীড়িত হইতে থাকে, বারংবার কৃষ্ণ-পীড়িত, বোর ব্যাভুগণ ভাঙিত এবং পূরক-গন্ধে সূক্ষিত হইতে থাকে, পরকীয় অন্নপানাদিতে সাতিলান হইলে, তাহারা ভীষণ কাক কক্ক বকাদির দ্বারা বিকটাস্বর বহুকিঙ্কর কর্তৃক ভাঙিত হয়। কোন যুদ্ধে তাহারা তৈল-দগ্ধ হয়, কোন স্থলে মূষণ ভাঙিত

হয় এবং কোন স্থলে নৌহুময় শিলায় পোষিত
হইতে থাকে ; এবং কোন স্থলে বাত, কোন
স্থলে পুং, কোন স্থলে রক্ত, কোন স্থলে বিষ্ঠা
এবং কোন স্থলে পুয়গন্ধবৃত্ত দাক্ষণ মাংস
ভোজন করে ; কোন স্থলে অগ্নিমুখ ভীষণ
ক্রমিগণের ভক্ষ্য দ্রব্য হইয়া স্বীভেদ্য
স্বাক্ষরকারে অবস্থান করিতে থাকে । কোন
স্থলে তাহারা শীতান্ত্র হয়, কোন স্থলে বা
শীতাদি অপবিত্র বস্তুর মধ্যে অবস্থিতি
করে, এবং কোন স্থলে স্থানায় প্রেতমণ্ডলী
পরস্পরে পরস্পরকে ভোজন করে, কোন
স্থলে ভূতকণ্টক তাড়িত হয়, কোন স্থলে
(বন্ধনে বদ্ধ হইয়া) লক্ষ্মণভাবে থাকে ; কোন
স্থলে তাহারা শরনিকর-বিশিষ্ট হয়, কোন স্থলে
ভিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে । যম-বিষ্ণুরেরা তাহা-
নিগের গলায় পা দিয়া থাকে, এবং তাহারা
সপ্নেহরজ্জুতে আবদ্ধ বৃদ্ধারা পীড়িত আর
জাহ্ন ধরিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে ; --ভগ্নপৃষ্ঠ,
ভগ্নমস্তক, ভগ্নগ্রীব, ও স্তূতিকঠ হইয়া (বাহা-
নিগের স্থান পরিমিত কণ্ঠলাল) সুদাক্ষণ ও বহু
হস্তধারাক্রান্ত সেই সকল পাপীরা কটগৃহ
প্রমাণ যাতনাক্ষম শরীরদ্বারা এইরূপ পাপ কল-
-ভোগ করিয়া তিব্যাগ জাতিতে বিবিধ দুঃখ
-ভোগ করে ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সমস্ত নরকে দুঃখভোগ করিয়া পাপিগণের
পিতৃগণ যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে । অতি
পাতকিগণের পূর্ব্যায়ক্রমে সকলস্বাবর-যোনিতে,
মহাপাতকিগণের ক্রনিযোনিতে, অমুপাতকি-
গণের পক্ষিযোনিতে ; উপপাতকিগণের জলজ
যোনিতে ; জাহ্নিলম্বকর পাপিগণের জনচর
যোনিতে ; সঙ্ঘবীকরণ পাপীদিগের মুগ-
যোনিতে ; অপাত্রীকরণ পাপীদিগের পত্ন-
যোনিতে এবং মলিনী-করণ পাপীদিগের মনুষ্য
মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ জাতিতে জন্ম হয় । প্রকীর্ণ
পাপে নানাবিধ হিংস্রজীব্য হইয়া উৎপন্ন
হয় । অভোজ্য অন্ন অথবা অহস্যজ্ঞান
হইয়া জন্ম হয় । অতিশয় অসৎপন্থী

হয় ; উৎকৃষ্টপথ মারিয়া লইলে সর্প ; ধাতুহরণ
করিলে মূষিক ; কাংস্ত হরণ করিলে হংস ;
জলহরণ করিলে জলকুকুট ; --মধুহরণ করিলে
মংশ ; দুগ্ধহরণ করিলে কাক ; ইক্ষু প্রভৃতির
রস হরণ করিলে কুকুর ; স্নাত্তহরণ করিলে
নকুল ; মাংসহরণ করিলে গৃধ্র ; বসী হরণ
করিলে মদগ ; তৈল হরণ করিলে তৈল-
পায়িক ; লবণ হরণ করিলে চীরা নামক
পক্ষি বিশেষ ; দধি হরণ করিলে বলকা ; এবং
কৌশেয় হরণ করিলে তিস্তির হয় । ক্ষৌমবস্ত্র
হরণ করিলে মণ্ডুক ; কার্পাসবস্ত্রোৎপন্ন বস্ত্র
হরণ করিলে ক্রৌঞ্চ ; গো হরণ করিলে গোপা ;
গুড় হরণ করিলে বাস্তদ নামক পক্ষী ; গর
হরণ করিলে ছুচ্ছন্দরি ; পত্রশাক হরণ করিলে
ময়ূর ; সিদ্ধাদি দ্রব্য হরণ করিলে স্বাবিৎ,
আমায় হরণ করিলে শলক ; অগ্নি হরণ করিলে
বক, গৃহোপহরণ সূর্য মন্থাদি হরণ করিলে,
গৃহবারী অর্থাৎ ভিত্তি প্রভৃতি স্থানে যুগিরা
গৃহ নিশ্চিন্তা সপক্ষ কীটবিশেষ ; রক্তবস্ত্র সকল
হরণ করিলে চকোর পক্ষী ; গজ হরণ করিলে
বচ্ছপ, দল বা পুষ্প হরণ করিলে দক্ষিণ ; স্বী
হরণ করিলে ভল্লুক ; রথাদি যান হরণ করিলে
উষ্ট্র ; পশু হরণ করিলে ছাগল হয় । মনুষ্য
হৃচ্ছাপূর্বক পরকীয় যে যে দ্রব্য হরণ--যা
অনুৎকৃষ্ট পুরোডাসাদি হবি ভোজন করিলে
অবশ্য তির্ধ্যাক্বেদনি প্রাপ্ত হয় । ক্রীলোবেরা
এই প্রকার অপহরণ করিলে পাপী হইবে এবং
তাহারা এইসকল জন্তুর ভার্য্যা লাভ করিবে ।

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সমস্ত নরকে দুঃখ ভোগ করিবার পূর্ব
প্রাপ্ত তির্ধ্যাক্বেদনি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া
মনুষ্যজাতি হইলে, হাতাতেও এই চিত্র সমস্ত
উৎপন্ন হয় ; --অতিপাতকী কৃষ্টরোগাক্রান্ত
ব্রহ্মহত্যাকারী বক্ষাপীড়াগ্রস্ত ; সুরাপায়ী শূর
দন্ত ; স্বর্গহারী কুনরী ; বিমাতৃগামী অন্যত
লিঙ্গ ; পিতৃনের নালিকা হৃগন্ধবৃত্ত হরণ
করিলে মুখ হৃগন্ধবৃত্ত হয় । ধাতুচৌ

অন্নাপহারক আশ্রয়ী হয়; বাগ্নপহারক
মুক হয়; বস্ত্রাপহারক শিথ রোগাক্রান্ত হয়;
অখাপহারক পশু হয়; দেবতা বা ব্রাহ্মণের
প্রতি গালিগালাজ করিলে মুক হয়; বিষদাতা
লোমজিহ্ব হয়; অগ্নিদাতা উন্নত হয়; গুরু
প্রতিকূলতা করিলে অপস্মার রোগাক্রান্ত হয়;
গোহত্যা বা (দেবাদিগৃহের) দীপহরণ
করিলে অন্ধ হয়; দীপনির্কোণকর্তা কান
(অর্থাৎ এক চক্ষুহীন) হয়; রাও বা চামর বা
সীস বিক্রয় করিলে রজক হয়; অখাদি এক
শব্দ জন্ত বিক্রয় করিলে মৃগব্যাধ হয়; কুণ্ডের
(জারজবিশেষের) অন্নভোজন করিলে
ভগাস্য অর্থাৎ মুখে ভগাকার চিহ্ন উৎপন্ন
হয়।* চুরি করিলে বাটিক অর্থাৎ বৈতালিক
—বড়িগাল হয়। কুসীদজীবী ভ্রামর-রোগা-
ক্রান্ত হয়; একাকী মিষ্টভোজী, বাতগুন্না রোগী
হয়; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে খব্বাট হয়; অব-
কীর্ণা অর্থাৎ জীসংসর্গ ব্রহ্মচারী শ্রীপদ
রোগযুক্ত হয়; অন্যের বৃত্তিহস্তা দরিদ্র হয়;
এবং পরপীড়ক ব্যক্তি দীর্ঘরোগাক্রান্ত হয়;
এইরূপ কর্মবিশেষবশে, ছুটচিহ্নযুক্ত—রোগা-
যিত, অন্ধ, কুজ, খজ, একলেচন, বামন,
বধির, মুক, দুর্বল এবং অন্যপ্রকার অর্থাৎ
ক্রীব ইহীয়া জন্মগ্রহণ করে; অতএব সবিশেষ
দ্রষ্টব্যহকাবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

পঞ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

নিম্নলিখিত সমস্ত কুজ-পদবাচ্য হইয়া
থাকে। তিন দিন উপবাসী থাকিবে, প্রতি-
দিন তিনবার ন্নান করিবে। প্রতি স্নানেই তিন-
বার জলমধ্যে অবগাহন, মগ্ন হইয়া তিনবার
অনমর্ষণ-জপ করিবে। নিবসে দণ্ডায়মান হইয়া
থাকিবে, রাত্রিতে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে,
কর্মের পর ছুদ্মবতী বেছ দান করিবে। ইহা
অনমর্ষণ। তিনদিন রাত্রি-ভোজন অর্থাৎ নক্ত;
তিন দিন দ্বিবা-ভোজন অর্থাৎ একভুক্ত; তিন

* নন্দপণ্ডিত বলেন, ভগাস্য হয় অর্থাৎ মুখে সৈমথুন
করিতে যে, তাহা পদ জন্ম প্রযুক্তির ঐ পাণ করণ।

দিন আঘাতিত আহার এবং তিন দিন উপ-
বাস করিবে।* ইহার অর্থাৎ এই দ্বাদশ দিন—
সাধ্য কার্যের নাম প্রাজ্ঞাপত্য। তিন দিন উক-
জল, তিন দিন উক স্নত, তিন দিন উক হু-
পান করিবে ও তিন দিন উপবাস করিবে;—
ইহা তপ্ত-কুজ। উক্তরূপ শীতল দ্রব্য দ্বারা
হইলে, ইহাই শীতকুজ; অর্থাৎ তিন দিন শীতল
জল পান, তিন দিন শীতল স্নত পান, তিন দিন
শীতল হুত পান, ও তিন দিন অনশন;—ইহা
শীতকুজ। ছুদ্মমাত্র পান করিয়া একবিংশতি
দিন অতিবাহিত করার নাম কুজাতিকুজ।
এক দ্বাদশ নক্তমিশ্রিত জল-আহার—উদক-
কুজ; এক দ্বাদশ মৃগান-ভোজন—মূলকুজ; এক
দ্বাদশ বিদ্য-ভোজন বা পদ্ম-বীজ-ভোজন—
কল-কুজ; দ্বাদশ দিন উপবাস—পরাক। এক
দিন গোমূত্র, গোময়, ছুদ্ম, দধি, স্নত এবং
কুশোদক, পান করিবে; তিন দিন উপবাসী
থাকিবে;—ইহা সান্তপন। প্রত্যহ অত্যন্ত
গোমূত্রাদি দ্বারা মহা সান্তপন অর্থাৎ এক
এক দিন গোমূত্রাদির এক একটা দ্রব্য আহার
ও এক দিন উপবাস এই সাত দিন সাধ্য-
ব্রত মহাসান্তপন। ত্রাহত্যন্ত হইলে, অতি-
সান্তপন অর্থাৎ এক একটা দ্রব্য তিন দিন
করিয়া আহার;—এইরূপ আঠার দিন, ও
তিন দিন উপবাস;—এই ব্রতের নাম অতি-
সান্তপন। পিপ্যাক, আচাম, তক্র, জল ও
মস্তুর উপবাসান্তরিত আহার, তুলাপুস্ত-
পদবাচ্য, অর্থাৎ এক দিন উপবাস, তৎপরে
পিপ্যাক ভোজন, পরদিন উপবাস তৎপরে
আচাম আহার ইত্যাদি। কুশপত্র, পলাশ-
পত্র, উড়ম্বর-পত্র, পদ্মপত্র, বট পত্র, শঙ্খপুন্দ্রী,
পত্র, বান্দ্রশাক-পত্র; ইহাদিগের এক একটা
কথিত জল অর্থাৎ তাহার সহিত সিদ্ধ জল;
এক এক দিন পান করিয়া থাকিলে, (সপ্তাহ-
সাধ্য) পরকুজ হইবে। কৃতবাপন অর্থাৎ
মুণ্ডিত ক্রিকান্ধারী, বৃণ্ডিশশারী ও দ্বিত-
স্ত্রিয় হইয়া এই সকল কুজ করিবে। ক্রী-লোক,
শূদ্র ও পতিতদিগের সহিত আলাপ করিবে

* অনমর্ষণ বিধিতে তিন দিন উপবাসের বিধান
আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া “তিন দিন উপবাস,”
ইহা নিবেদিত হইল। ইহা সর্গশাস্ত্রমত।

যা এবং নিত্য পবিত্র প্রণব, জপ ও
ব্রহ্মশক্তি হোম করিবে।

ষষ্ঠোক্ত্যরিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অথ চান্দ্রায়ণ। অবিকৃত গ্রাসে ভোজন
করিবে, শুক্ল-ক্ষেত্র চন্দ্রকলা-বৃদ্ধি-অনুসারে,
কক্ষমে সেই সকল গ্রাস বাড়াইবে। কক্ষপক্ষে
চন্দ্রকলাহানি অনুসারে কমাঠিবে অর্থাৎ
শুক্ল-প্রতিপদে একগ্রাস ভোজন, বিত্তীয়াতে
দুই-গ্রাস ইত্যাদিরূপে, পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ
গ্রাস হইবে, কক্ষপ্রতিপদে চতুর্দশ গ্রাস
ইত্যাদি অমাবস্যাতে উপবাস করিবে, ইহা
চান্দ্রায়ণ। চান্দ্রায়ণ (বিবিধ) যবমধ্য ও
দিপীলিকা-মধ্য। যে চান্দ্রায়ণের মধ্যস্থলে
অমাবস্যা হয়, তাহা দিপীলিকা-মধ্য। যাহার
পৌর্ণমাসী মধ্যস্থলে হয়, তাহা যবমধ্য।
একমাস কাল প্রত্যহ আট গ্রাস করিয়া
ভোজন করিলে, তাহা যতিচান্দ্রায়ণ; একমাস-
কাল প্রতিদিন দিনের বেলা, চার গ্রাস,
ও রাত্রির বেলা চার গ্রাস ভোজন করিবে;
তাহা তিষ্ঠ-চান্দ্রায়ণ। একমাসেব মধ্যে যে
কোন রূপে, অর্থাৎ কোনদিন একগ্রাস,
কোনদিন বা পঁচিশ গ্রাস ইত্যাদি এনিয়মিত
রূপে বষ্টি ন্যূন তিনশত গ্রাস অর্থাৎ দুই
শত চল্লিশ গ্রাস, ভোজন করিবে। ইহা
সামাজ্য চান্দ্রায়ণ। হে ভূমি! প্রাকালে সপ্ত-
বিগণ, ব্রহ্ম ও কুন্দ এই ব্রত করায় সর্দমল
পুত্র হইয়া উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিজকৃত কর্ম দ্বারা আপনাকে শুক্ল-
পীপভারাক্রান্ত বস্ত্রা বিবেচনা করিবে।
তৎকর্তব্য আপনার ভ্রত প্রকৃতি-পরিমাণ
যাবক পাক করিবে। তৎকালে অগ্নিতে
আহুতি প্রদান নিষিদ্ধ, এবং ইহাতে বলিকর্ম,
স্বাই, অপক অথচ পচ্যমান, যাবক এবং পক

যাবক মন্থপূত করিবে। পচ্যমান যাবকের
রক্ষা করিবে। তাহার মন্ত্র;—“ব্রহ্মাদেবানাং
পদবীঃ কবীনাং ঋষির্বিপ্রাণাং মহিষো যুগ্মানাং
শ্রেনো গৃধ্রাণাং বিধিতীর্কনানাং সোমঃ পবিত্র
মতোতি রেভম্” এই মন্ত্রপাঠ পূর্ণক চক-
স্থালীকণ্ঠে, কুশবন্ধন করিবে। আর দেও
পক যাবক-চক পাত্ৰান্তরেও ঢালিয়া ভোজন
করিবে। “যে দেবা মনোজাতা মনো
জুযঃ সুবক্ষা দক্ষপিতরঃ তে নঃ পাত্ত তে
মোহবর্জ্যেভ্যো নমতেভ্যঃ স্বাহা” এই মন্ত্র
পাঠপূরক (ঐ চক) আপনাতে আচ্ছতি
দিবে অর্থাৎ ভোজন করিতে অল্প মন্ত্র
পাঠ করিবে না। অনন্তর আচমন করিয়া
“স্নাতঃ প্রীতাতবত যুগ্মাগোহন্দাক মদরে
ববঃ তা অন্নতামনমীবা অপক্ষা অনাঙ্গদে
সন্ত দেবীরমৃতা সত্যবধ” এই মন্ত্র দ্বারা নাভি
স্পর্শ করিবে। মেধার্গী ব্যক্তি এইরূপ তিন
দিন ভোজন করিবে, পাণ্ডুরী ব্যক্তি ছা
দিন, দাতবিন পান করিলে, মহাপাতবিরূপে
অগ্রতম ও (আত্মা)ক পবিত্র করে। তা
দ্বাদশ দিন পান করিলে পূর্ণপুরুষকৃত পা
কেও বিনষ্ট করে। একমাস পান করিলে
নিজকৃত পূর্বপুরুষকৃত সকল পাপ (বিনষ্ট
করে। গোময়ের সহিত বহির্গত ববের যাবক
ঐরূপে একবিংশতি দিন পান করিলে
সকল পাপ ‘বিনষ্ট হয়। যাবক-মন্থপূত
করিবার মন্ত্র,—ভূমি যব,ভূমি ধাতুরাজ; বরুণ
তোমার দেবতা; ভূমি মধুসংগুত হইয়া সর্ব
পাপ বিনাশ কর; অতএব পবিত্ররূপী ঋষিগণ
ইহা স্মরণ করিয়াছেন। যবই স্থত বা মধু
যবই জল বা অমৃত। হে যবগণ! তোমরা
আমার পাপ সকল এবং বাচিক, কাথিক ও
মানসিক আমার যে কিছু দুর্কর্ম আছে; তাহা
পবিত্র কর; অর্থাৎ তাহা হইতে আমাকে
মোচিত কর। হে যবগণ! আমার অলঙ্গী
এবং কালকর্ণী বিনষ্ট কর। হে যবগণ!
আমার কুক্রুর-শুকরোচ্ছিষ্ট ভোজন, উচ্ছিষ্ট
দূষিত-ভোজন, মাতা পিতার অশ্রুধা,
পবিত্র কর; অর্থাৎ এই সকল কারণে পাপ
বিনষ্ট কর। হে যবগণ! আমার গণাঙ্গ, গণি-
কাম, শূদ্রাম, জাতশ্রাদ্ধাম, গোমায় ও নব

প্রাচ্য; এই সকল ভোজনজনিত পাপ
বিস্তৃত কর। হে যবগণ! আমার বালধৃত্ত
অর্থাৎ বালকের প্রতি ধৃত্ততা অথবা
মূর্ত্তা ও ধৃত্ততা—তত্ত্ব কার্যগোপন পাপ;
রাক্ষসারূপ অর্থাৎ স্বর্ণস্তেয়, অর্থাৎ সকল
মহাপাতক; ব্রত সকলের অপরিপালন;
অব্যাজ্যাজন ও ব্রাহ্মণ-নিন্দা; এই সকল পাপ
হইতে পবিত্র কর।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী
তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী দিনে গন্ধ,
পুষ্প, ধূপ, নীপ, নৈবেদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা
ভগবান্ বাসুদেবের অর্চনা করিবে। এই ব্রত
এক বৎসর করিলে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের
শুক্ল দ্বাদশীতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকশুক্ল
দ্বাদশী পর্যন্ত, ঐ নিয়মে ব্রত করিলে; পাপ-
রাশি হইতে মুক্তিক্রান্ত করিবে। যাবজ্জীবন
এই ব্রত করিলে, বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র,
পুরাণাদি গ্রন্থিক, ঐশ্বর্যবীপ (ইংলও নহে)
প্রাপ্ত হয়। উভয় পক্ষীয় দ্বাদশীতে এক বৎসর
কাল এইরূপ করিলে স্বর্গলোক, এবং যাবজ্জী-
বন করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। পঞ্চ-
দশীতেও এইরূপ; অর্থাৎ চতুর্দশীতে উপবাসী
থাকিয়া পূর্ণিমা অমাবশ্যাতে এরূপ করিলে,
দ্বাদশীর পক্ষে যে ফল উক্ত হইয়াছে, সেই
ফলই প্রাপ্ত হয়। অমাবশ্যা ও পূর্ণিমাতে
যোগশারী কেশবের অর্চনা করিলে সর্বোত্তম
ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়। যে পূর্ণিমাতে, গগন-
মণ্ডলে, চন্দ্র ও বৃহস্পতি এক নক্ষত্র বা এক
রাশিস্থিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হন; সেই পূর্ণিমা ও
শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লদ্বাদশী, বৎসরের মধ্যে
মহতী; তাহাতে দান; উপবাস ইত্যাদি কার্য
অন্য ফলজনক, বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

বনে পৰ্ব্বকূটর করিয়া বাস করিবে। দিন
বার স্নান করিবে। নিজহৃদয় কীৰ্ত্তন করত
গ্রামে ভিক্ষাচারণ করিবে, তৃণশায়ী হইবে।
এই মহাব্রত (সকামত) এক ত্যাগ বা যোগস্থ
ক্ষত্রিয় (বাগস্থ বৈশ্য) গর্ত্তাশ্রমী, রজস্বলী,
ক্ষেত্রীগোত্রসমুত্থানারী অথবা বন্ধু হত্যা করিলে
দ্বাদশ বৎসর করিবে। কামতঃ নরপতি বধে
এই মহাব্রতই বিপ্রণ কন্নিয়া করিবে সামাজ্য
ক্ষত্রিয় বধে, পাদোন মহাব্রত করিবে; বৈশ্যবধে
অর্ক; শূদ্রবধে তদর্ক। এই সকল বিষয়েই শবলিগো-
পন্য হইবে; অর্থাৎ স্বকর-কণিত দস্তাগ্রে
শবমুণ্ড স্থাপন করিয়া রাখিবে। সকল জীবের
প্রতি ক্ষমা করিবে। মুণ্ডিত কেশাদি হইয়া
একমাস গবাহুগমন করিবে। গোগণ আদীন
হইলে, উপবেশন করিবে; দণ্ডমান থাকিলে
দণ্ডায়মান থাকিবে; অবসন্ন হইলে উদ্ধার
করিবে; ভয় হইতে রক্ষা করিবে।
তাহাদিগের শীতাদি নিবারণ না করিয়া
আপনার শীতাদিনিবারণ করিবে না। গোমূত্র
দ্বারা স্নান করিবে। দুগ্ধ পান করিয়া বৈব
ধারণ করিবে; এই গোব্রত, গোবধ করিলে
করিবে। গজবধে পাঁচটা নীলবৃষ দান
করিবে। তুরগবধে বজ্র; গর্দভবধে, মেঘবধে ও
ছাগবধে এক বৎসরবয়স্ক বৃষ; উষ্ট্রবধে স্বর্ণ
কৃষ্ণল প্রদান করিবে। কুকুর হত্যা করিলে
তিনদিন উপবাসী থাকিবে। মূষিক, মার্জ্জার,
নকুল, মণ্ডুক, ডুগ্ধ ও অজাগর ইহাদিগের
অন্ততম হত্যা করিলে উপবাসী থাকিয়া
ব্রাহ্মণকে কুসরায় ভোজন করাইয়া, গোহ-
দণ্ড দক্ষিণা দিবে। গোবা, পেচক, কাক
মৎস্ত হত্যা করিলে তিন দিন উপবাস করিবে।
হংস, বক, বলাকা, মদগু, বানর, শ্বেন,
ভাস ও চক্রবাক পক্ষী ইহাদিগের অন্ততম
হত্যা করিলে ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। সর্প-
হত্যা করিলে গোহমূত্র খনিত দিবে। ব্রাহ্ম-
ণাদি ব্যতীত ক্লীবহত্যা করিলে এক ভার
পলাল প্রদান করিবে বরাহ হত্যা করিলে,
স্বতকুন্ত; তিভিরি হত্যা করিলে একত্রোণ
তিল; শুক হত্যা করিলে দ্বিবর্ষবয়স্ক

বৎস; ক্রৌঞ্চ হত্যায় ত্রিহারণ বৎস ও মাংসাশী মৃগবধে দুগ্ধবতী গাভী, অমাংসাশী মৃগবধে বৎসতরী দান করিবে। অমুক্ত মৃগ-বধে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। অমুক্ত পক্ষী হত্যা করিলে রাজিতে আহার করিবে বা একমাংস রজত দান করিবে। জলচর হত্যা করিলে উপবাসী থাকিবে। অস্থিযুক্ত সহস্র প্রাণী অর্থাৎ কুকলাসাদি হত্যা করিলে ও পূর্ব এক শকট অস্থিরহিত প্রাণী হত্যা করিলে, শূদ্রহত্যা-ব্রত করিবে। অস্থিযুক্ত প্রাণীবধে, ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিবে। অস্থিরহিত প্রাণীহিংসায় প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হয়। ফলপ্রদ বৃক্ষ, গুল্ম, বরী, লতা ও পুষ্পিত শাখা, ইহাদিগের অগ্রতম ছেদনে, গায়ত্রী প্রভৃতি শতমন্ত্র জপ করিবে। অন্নাদি-জাত, রসজাত এবং ফলপুষ্পসম্ভূত সর্বপ্রকার প্রাণীহত্যায় যতভোজন শুদ্ধিজনক। কৃষ্ণ ক্ষেত্রজাত অথবা বনে স্বয়ংজাত ওষধি—বৃথা অর্থাৎ দেবকাণ্ডাদির অমৃদেখে ছেদন করিলে একদিন, ছদ্মমাদাহারী হইয়া গবাহ-গমন করিবে।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

স্বরাপারী ব্যক্তি, বজ্রনবাজনাদি সর্পকর্ষ-বর্জিত হইয়া একবর্ষ কণমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে। মল ও মদ্য সকলের অগ্রতম ভোজনে চাস্ত্রায়ণ করিবে। লহুন, পলাণ্ডু, গুঞ্জ, এতলদ্বী (অর্থাৎ লহুনাগি গন্ধযুক্ত মধ্য) বিড়বরাহ, ঐন্দ্রাকুট, বানর এবং গো (এতদগ্রতমের) মাংসভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। এই সকল প্রায়শ্চিত্তেই দ্বিজগণের প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনঃসংস্কার করিবে। পুনঃ-সংস্কারকার্য্যে বপন, মেখলা, মণ্ড ভৈক্ষ্যচর্যা, ও ব্রহ্মচর্যা—করিবে না। শশক, শলক, গোধা গণ্ডার এবং কৃষ্ণ ব্যতীত অপর পক্ষনধ জন্তর মাংসাপনে সাত দিন উপবাস করিবে। গণ, গণিকা, চৌর, বা গায়নের অন্ন ভোজন করিলে সাত দিন দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। তক্ষকের (ছড়াহের) অন্ন

চক্ষুকাহের অন্ন, কুশীন্দ্রজীবী, কদম্ব, দীক্ষিত, নিগড়াদিবন্ধ, অতিশস্ত, ক্রৌণ, ব্যভিচারিণী জী, দান্তিক, চিকিৎসাজীবী, বুদ্ধক, তুর, নিষিক উচ্ছিষ্ট-ভোজী, অরীরা জী, স্ববর্ণকার, শক্ৰ, পতিত, পিশুন * মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, আত্মবিক্ষরী, সোমরসবিক্ষরী, নট, তত্ত্ববায়, কৃতল্প, রজক, কক্ষকার, নিবাদ, রসাবতারা, বেষজীবী, লোহবিক্ষরী, স্বজীবী, শৌণ্ডিক, তৈগিক, চেল-নির্বেজক, রজস্বলা, এবংসহোপ পতি বেখা; ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্ন জগ্ধবাতীর দৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, কুহুরস্পৃষ্ট, গবাত্ত, জ্ঞানপূর্ব্বক পাদদ্বারা স্পৃষ্ট অবস্থিত অন্ন মন্তকুক, ও আতুর, ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্ন অনর্জিত; অন্নাদি অথবা বৃথামাংস ভোজন করিলেও সাতদিন হস্ত আহারে জীবন ধারণ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ১১ পত্র। ১৩০—১৬৭ শ্লোক দেখ)। পারীণ যোহিত, রাজীব, সিংহ তুণ্ড এবং শূলভিন্ন সকল প্রকার মৎস্ত ভোজনেই তিন দিন উপ-বাস করিবে। অপর সকল জলজ প্রাণীর মাংস ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। স্বরাভাণ্ডহ জল পান করিলে, সাতদিন শব্দপূর্ণীর সহিত সিদ্ধজল পান করিয়া থাকিবে। মদ্যভাণ্ডহ জল পান করিলে পাঁচ দিন ঐ রূপ করিবে। সোমপারী ব্যক্তি, স্বরাপারীর মুখগন্ধ আশ্রণ করিলে জলময় অবস্থায় তিনবার অঘর্ষণ জপ করিয়া যত ভোজন করিয়া একদিন থাকিবে। ধর্ম্মমাংস, উষ্ট্র, মাংস বা কাক-মাংস ভোজন করিলে, চাস্ত্রায়ণ করিবে। অজ্ঞাত মাংস, বাহা ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এ বিষয় নিশ্চয় নাই, সেই পশুপক্ষী প্রভৃতির মাংস, বৎসহানস্থিত মাংস ও গুরুমাংস ভোজন করিলেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। মাংসাশী পশু-পক্ষীর মাংস ভোজনে তপ্তকুক্ক। কলবিক; জল-কুক্কট, চক্রবাক, হংস রজ্জ্বাল, সারল, দাতুহ (অর্থাৎ কাক বিশেষ), শুক, নারিক, বক, বলাকা, কোকিল ও খজুর, পক্ষী ভোজনে তিনদিন উপবাস করিবে। একশক অর্থাৎ

* কুক্কটই বনেন, পিশুন শব্দে অসাক্ষাতে পর-নিদ্রাকারী।

অবাদি, ও উত্তর দক্ষ অর্থাৎ গজাদি ভোজনেও ঐ প্রাশস্তি। তিত্তিরি, কপিঞ্জল লাবক বর্তকা ও ময়ূর ব্যতীত (অমুক্ত) সকল পক্ষীমাংস ভোজনেই অহোরাত্র উপবাস করিবে। কীট, ভোজনে একদিন (দিনমাত্র অহোরাত্র নহে) ব্রাহ্মীশাকের কাঞ্চল পান করিবে। কুকুর মাংসাসনেও ঐ প্রাশস্তি। ছত্রাক, ও কবক অর্থাৎ ছত্রাকবিশেষ ভোজনে সাত্ত-প্ন। স্ববিকার, গোধূমবিকার, হৃৎবিকার, ঘৃতাধি স্নেহযুক্ত ভোজ্য, ও শুক্ল অর্থাৎ কালবশে অল্পভাব প্রাপ্ত; ষাণ্ডব ব্যতীত যাহা পয়ূষিত, তত্তোজনে উপবাস করিবে। ছেননোৎপন্ন নির্ঘাস, বিষ্ঠাদিজাত বস্ত, রক্তবর্ণ বৃক্ষ-নির্ঘাস, শালুক, দেবাদির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে প্রস্তুত, কুসর * সংযাব, পায়স, অপূপ, শঙ্খলী, নৈবেদ্যার্থ-অন্ন (নিবেদনের পূর্বে), পুরোভাসাদি হবি (হোমের পূর্বে), গো, অজ্ঞা, মহিবী ব্যতীত (অপর সকলের) হৃৎ, অনির্দিশাহ সেই সকল অর্থাৎ গো, অজ্ঞা ও মহিবীর হৃৎ, সন্নিহী অর্থাৎ প্রবৎসুনী, সন্ধিনী, ও বৎসহীনা গাভীর হৃৎ, বিষ্ঠাদিভোজী গাভী প্রভৃতির হৃৎ, এবং দধি ব্যতীত কেবল শুক্লাভোজনেও ঐ প্রাশস্তি। ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে ও একদিন ভ্লে অবস্থান করিবে। মধুপান, মাংসভোজনেও প্রাজাপত্য করিবে। বিভাল, কারু, নকুল, বা মৃষিকের উচ্ছিষ্ট ভোজনে মাত্র ব্রাহ্মীশাকের পান করিবে। কুকুরোচ্ছিষ্ট ভোজনে একদিন উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। পঞ্চনখ জন্তুর বিষ্ঠামজ ভোজনে যাতদিন উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। আমশ্রাদ্ধ ভোজন করিলে তিন দিন হৃৎ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে, শৃঙ্গোচ্ছিষ্ট ভোজনে ব্রাহ্মণ সাতদিন, বৈশ্যোচ্ছিষ্ট ভোজনে পাঁচদিন, ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্ট ভোজনে তিনদিন, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টভোজনে একদিন, হৃৎপান করিয়া জীবনধারণ করিবে।

* বৃক্ষকণ্ঠ বলেন, ডিলের সহিত সিদ্ধ ওয়নের নাম কুসর। বিজ্ঞানের বলেন, ডিল ও মূল্যের সহিত সিদ্ধ ওয়নের নাম কুসর।

শৃঙ্গোচ্ছিষ্টভোজী ক্ষত্রিয় পাঁচ দিন, বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজী তিনদিন এবং শৃঙ্গোচ্ছিষ্টভোজী বৈশ্যও তিনদিন হৃৎপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্টভোজী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজী বৈশ্য এক দিন এইরূপ করিবে। চণ্ডালের অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির আমার ভোজনে তিন দিন উপবাস করিবে; আর সিদ্ধার ভোজন করিলে পারক ব্রত। বিপ্র, মজ্জ দ্বারা অসংস্কৃত পণ্ড কোনরূপেই ভোজন করিবে না। পরন্তু সনাতন নিয়মের অহুগামী হইয়া মজ্জ-সংস্কৃত পণ্ড ভোজন করিতে পারিবে। পণ্ড-ব্যতী ব্যক্তি ইহলোকে জাগাদি-উদ্দেশ্য ব্যতীত বৃথা পণ্ড-হত্যা করিলে, পণ্ডশরীরে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ইহলোকে এবং পরলোকে হুংধাহুভব ও নরক ভোগরূপে নিম্নুতি প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞে জগুই পণ্ডগণের স্বজন করিয়াছেন। যজ্ঞ ও সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থ, অতএব যজ্ঞে যে বধ হয়, তাহা বধের মধ্যেই গণ্য নহে, সুতরাং পাপজনক হইবে না। বৃথা মাংস-ভোজীর, পরলোকে বাদৃশ পাপভোগ হয়, ধনার্থী-মৃগ-ব্যতীর, তাঁদৃশ পাপভোগ হয় না। ওষধি, পণ্ড, বৃক্ষ, তির্যাক্, ও পক্ষীসকল, যজ্ঞার্থে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, পুনর্বার উন্নতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ গন্ধর্ব্বাদি-বোনি প্রাপ্ত হয়। মধুপূর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য, ও দেবকার্য্য—এই সকল কর্ম্মেই পণ্ডগণের হিংসা করিবে, অতর্ক্যে কোন রূপেই হিংসা করিবে না, বেদার্থতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ, যজ্ঞার্থে পণ্ড হিংসা করিলে, আপনাকে ও পণ্ডগণকে উত্তমা গতি লাভ করান। গৃহবাসী, গুরুকুলবাসী, অরণ্যবাসী, আশ্রবান্ বিজ্ঞ আপংকালোক্ত অবৈববিহিত হিংসা করিবে না। চর্য্যচর্য্যে বেদবিহিত হিংসা নিরত আছে, তাহা হিংসা বলিয়াই জানিবে, কেন না বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ। যে ব্যক্তি নিজস্ব-অভিলাষে অহিংসক প্রাণীসকলের হিংসা-করে, সে, জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর কোন স্থানেই সুখলাভ করে না। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের বধবন্ধন—ক্লেশ এখানে অনিচ্ছক,

সর্বহিতৈষী সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখভোগ করে। যে ব্যক্তি কাহারও হিংসা করে না, সে ধর্মবিষয়ক বাহ্য চিন্তা করে, ধর্মসাধন বাহ্য করে, এবং যে সকল পরমার্থ জ্ঞান দিতে মনোনিবেশ করে, অন্যায়সে তাহা প্রাপ্ত হয়। প্রাণিহিংসা না করিলে কখনই মাংস হয় না, প্রাণিবধও স্বর্গজনক নহে অর্থাৎ নরক গমনের হেতু, অতএব মাংস পরিত্যাগ করাই বিধি। মাংসের উৎপত্তি ও প্রাণিগণের বধবন্ধন ক্রেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল মাংসভক্ষণ হইতেই নিবৃত্ত হইবে। যে ব্যক্তি, পিশাচবৎ অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে না অর্থাৎ পিশাচেরা যেমন অবৈধ মাংস ভোজন করে, যে ব্যক্তি তেমন করে না; সে ব্যক্তি, লোকের প্রীতিভাজন হয় এবং ব্যাধিপীড়িত হয় না। অমুমত্তা অর্থাৎ বাহার অনুমতিব্যতীত হত্যা হয় না; বিশিস্তা অর্থাৎ যে হত পশুর অঙ্গসকল অস্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে—কর্তন করে; তত্যা-কারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক ও ভক্ষক, ইহারা (সকলেই) যাতক অর্থাৎ পশু চিন্তার পাপভাগী। যে ব্যক্তি পিতৃ সন্ত ও দেবগণের পূজা না দিয়া পরকীয় মাংস দ্বারা কেবল স্বীয় মাংস বর্জিত করিতে ইচ্ছা না করে, তাহা অপেক্ষা আর পাপী নাই। যে ব্যক্তি একশত বর্ষকাল বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে; তাহার এবং যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে না, তাহার, পুণ্যফল সমান। মাংস পরিত্যাগে যে ফল 'পাওয়া যায়, দিব্য অর্থাৎ পবিত্র ফল মূল ভোজন বা বানপ্রস্থ ভোজ্য নীবারাদি অন্ন ভোজ্য দ্বারা সেফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, আমি ইহলোকে বাহার মাংস ভোজন করিতেছি, "মাংসঃ" আমাকে সে পরলোকে ভোজন করিবে। পণ্ডিতগণ, মাংস শব্দের ইহাই মাংসত্ব (মাংস নাম হইবার কারণ) বলিয়া থাকেন।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনীতি রক্তিকার অন্যান্য ব্রাহ্মণসামিক স্বর্গাপহারী, রাজাকে অপনার চক্ষুরের কথা বলিয়া একটা মুগল অর্পণ করিবে। রাজকৃত সেই মুগলাঘাতে হত হইয়া বা ত্যক্ত অর্থাৎ হত না হইয়া, পবিত্র হইবে। অথবা দ্বাদশ বৎসর মহাব্রত করিবে। গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলেও দ্বাদশ বর্ষ মহাব্রত করিবে। ধন, ধাতু অপহরণ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্য করিবে। দাস, দাসী, কৃপক্ষেত্র ও বাপী অপহরণে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অথবা মৃগ দ্রব্যাপহরণে সাত্ত্বন করিবে। মোদকাদি ভক্ষ্য, ওদনাদি ভোজ্য, পানীয়, শব্দ্য, আসন, পুষ্প, মূল ও ফলের অপহরণে পঞ্চগব্য পান। তৃণ, কাঠ, ক্রম, শুক্ল, শুভ্র, বস্ত্র, চর্ম ও আমিষের অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ ও কাংস্য, অপহরণে দ্বাদশ দিন তণ্ডুলাদির কণা ভোজন করিয়া থাকিবে। কার্পাস, কোষের এবং উর্বাদি অপহরণে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। গবাদি দ্বিশৃঙ্গ ও অর্ধাদি একশৃঙ্গ হরণে তিন দিন উপবাস করিবে। পক্ষী, চন্দনাদি গন্ধ, ওষধি, রজ্জু এবং বৈদন অর্থাৎ স্তম্ভ বেগু খণ্ড নির্ম্মিত স্পর্ষ বাজনাদি অপহরণে একদিন উপবাস করিবে। অপহৃত দ্রব্য কোন উপায়ে প্রকৃত মনোহিকারীকে দিয়াই তদনন্তর পাপক্ষমার্থ প্রার্থনিক্ত হইবে। নিরক্ষুশ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিষেধাতিক্রমে পুরুষ যে যে দ্রব্য অপহরণ করিবে, যে যে জাতিতে জন্ম হউক না কেন, তাহাতে সেই সেই দ্রব্যের অভাব থাকিবে। যেহেতু জীবন, ধর্ম এবং সমস্ত অভিলষিত বস্ত্র, ধনের উপর নির্ভর করে, অতএব বাহাতে কাহারও ধনহানি করা না হয়, তাহা হইলে সর্বতোভাবে ব্রত করিবে। যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসাকারী, আর যে ব্যক্তি ধনহিংসাকারী অর্থাৎ চোর; তাহা-দ্বিগের মধ্যে ধনহিংসাকারী অতিশয় দুঃখ পাইয়া থাকে।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

অগম্যাগমন করিলে, চীরবজ্র পরিধান করিয়া মহাব্রত বিধি অনুসারে এক বৎসর কাল প্রাজ্ঞাপত্য করিবে । পরজী গমনেও ঐ ব্রত । গোমগমনে গোব্রত করিবে । পূর্বে, অব্যনিত্তে, আকাশে, (করব্যাপারাদি দ্বারা) জলমধ্যে অথবা গো-বানে মৈথুন করিলে, সবজ্ঞ দান করিবে । চাণ্ডালীগমনে তজ্জাতি সমানতা প্রাপ্ত হয় । অজ্ঞানতঃ চাণ্ডালী-গমনে চান্দ্র-গণন করিবে । পশুগমনে বা বেশ্যাগমনে প্রাজ্ঞাপত্য করিবে ; একবার বাতিচারিণী ন্ত্রী পূর্বষেব পরদার গমনে যে ব্রত, তাহা করিবে । দ্বিজ একরাত্র যুগ্মসী-সোনে যে গাপ কবে, তাহা বিনষ্ট করিতে, তিন বর্ষ নিত্য ভিক্ষার ভোজন ও জপ করিতে হয় ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

যে পাণায়্যা, বাহার সহিত সংসৃষ্ট হইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পাপীর সংসর্গী, সেই ব্যক্তি তদীয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে । পঞ্চনখ নরণ-দূষিত বা অত্যন্তোপহত কূপ হইতে জলপান করিলে, ব্রাহ্মণ তিন দিন ; ক্ষত্রিয় দুই দিন, ও বৈশ্য একদিন উপবাস করিবে । শূদ্র রাত্রিতে ভোজন করিবে । সকল দ্বিজই ব্রতান্তে পঞ্চগব্য পান করিবে । শূদ্র পঞ্চগব্য পান করিবে না । যদি শূদ্র পঞ্চগব্য পান করে এবং ব্রাহ্মণ সুরাপান করে, তাহা হইলে তাহার উভয়েই মহারোরব নামক নরকে গমন করে । পর্ক এবং পীড়া ব্যতীত ঋতুকালে পত্নী গমন না করিলে, তিন দিন উপবাসী থাকিবে । কুটুম্বাশী ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে । মৃত্যুত্যাগ বা বিতাণ্ড্যগ করিয়া জল শৌচ না করিলে, সবজ্ঞ দান ও মহা-ব্যাহতি হোম কর্তব্য । সূর্য্যোদয়ের পর মৈথুন করিলে সবজ্ঞ দানান্তে অষ্টোত্তর শত ধার গাংজী জপ করিবে । কুকুর শৃগাল, বিড়-ঘরাহ, শব্দত, বানর, কাক, এবং বেশ্যাকর্ষক দষ্ট হইলে, নদীতে গিয়া বোড়শবার প্রাণ-

রাম করিবে । অধীতবেদ বিস্মৃত হইলে, এবং আহিত অগ্নি ত্যাগ করিলে একবৎসর কাল ত্রিকালস্মারী ও স্থণ্ডিলস্মারী হইবে এবং ভিক্ষা-লব্ধ অন্ন একবারমাত্র ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিবে । উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মিথ্যা কথাদি প্রয়োগ করিলে, গুরুর অলীক নিন্দা করিলে বা তাঁহাকে-তিরস্কার করিলে, একমাস ছুগ্ধ খাইয়া থাকিবে । নাস্তিক, নাস্তিকবৃত্তি-কৃতঘ্ন, কুটব্যবহারী ও ব্রাহ্মণবৃদ্ধি, ইহারা ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিবে । পরিবিত্তি-পরিবেস্তা ; যে কন্ডার সহিত পরিবেদন হয় নাই সেই কন্যা ; কন্ডাদানকর্তা এবং রাজক চান্দ্রায়ণ করিবে । গোমল্লম্বাদি প্রাণী, ভূমি, ধর্ম ও সোমরস বিক্রয় করিলে, তপ্তকুচ্ছ করিবে । আর্দ্রক, যবাদি ওষধি, গন্ধপুষ্প, ফল, মূল, চর্ম, বেত্র, বৈদল, তুণ, কপাল, কেশ, ভস্ম, অস্থি, ছক্ক, পিপ্যাক, তিল ও তৈল বিক্রয় করিলে প্রাজ্ঞাপত্য করিবে । শ্লেষ্মা, ওকফল, লাক্ষা, মধুচ্ছিষ্ট (মোম) শজ, শুক্লি, রাজ-সীস, কুম্ভ লৌহ (চুখক) তাত্র এবং গণ্ডার-শূদ্রময় পাত্র বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে । রক্তবস্ত্র, রাঙ, রক্ত, গন্ধ, শুড়, মধু, রস এবং উর্ণা বিক্রয় করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, (রাঙ ও গন্ধের পুনগ্রহণ, মিশ্রিত রাঙ ও মিশ্রিত গন্ধের বিক্রয়ে প্রায়শ্চিত্ত লাঘব জ্ঞাপ-নার্থ) । মাংস, লবণ, লাক্ষা ও ক্ষীর বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে (লাক্ষার পুনগ্রহণ মিশ্রিত লাক্ষা-বিক্রয়েও প্রায়শ্চিত্ত নাম্য জ্ঞাপনার্থ) । এবং অবিক্রয় বিক্রয়ীর পুনরুপ-নয়ন দিতে হইবে । উদ্ভৃৎ গর্দভ আরোহণে গমন, নখ-স্ববহার দান, নিদ্রা বা ভোজন করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে । একপা-চিন্তে তিন সহস্র গায়ত্রী জপ, একমাস গোষ্ঠে অবস্থিতি ও ৩ দিনমাত্র ছুগ্ধ পান করিলে অসং-প্রতিগ্রহজনিত গাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে । অযাজ্য বাজন, পরকীর আবাসনিক কার্য এবং সফল অভিচার করিলে, তিনি প্রাজ্ঞাপত্য দ্বারা সেই গাপকে বিনষ্ট করিতে পারে । যে সকল বিজ্ঞের যথাবিধি সাবিত্রী অনুবচন হয় নাই (অর্থাৎ ব্রাত্য), তাহাদিগকে তিন প্রাজ্ঞাপত্য-করাইয়া যথাবিধি উপনীত করিবে । যে সকল

বিষ্ণু, বিকর্ষক এবং ব্রাহ্মণ্য হইতে স্থলিত, তাহাদিগেরও এই প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ দিবে। ব্রাহ্মণ্য নিমিত্ত-কর্ম করিয়া যে ধন উপার্জন করেন, তাহার পরিত্যাগ গায়ত্রী প্রভৃতি জপ ও তপশ্চরণ দ্বারা সেই পাপ হইতে অগ্ৰহীত লাভ করিতে পারেন। বৈদোক্ত নিত্যকর্ম লঙ্ঘন ও স্নাতক প্রভৃতি লোপে উপবাসই প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রহ্মোদ্যম করিলে প্রাজ্ঞাপত্য, দণ্ডনিপাত্তনে অতিক্রম, আর রক্তোৎপাদনে কৃচ্ছাতি-কৃচ্ছ করিবে। অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত পাপাচারীদিগের সহিত কোন কার্য্য করিবে না, আর ইহারা কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলে, ধর্ম্মজ ব্যক্তি ইহাদিগের আর নিন্দা করিবে না। বাণস, কুতস্থ, শরণাগতস্বামী ও স্ত্রীবাতিগণ সর্ব্বতঃ বিচুক হইলেও তাহাদিগের সহিত সংসর্গ করিবে না। বাহার বয়ঃক্রম অশীতি-বর্ষ; সেই বৃদ্ধ বোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক; স্ত্রীলোক এবং যৌনী অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত-ভাগী হইবে। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল না, তাহাদিগের ক্ষমার্থ, — শাস্ত্র-শক্তি ও পাপের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করণা করিবে।

চতুঃপঞ্চাশত অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর রহস্য প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হই-
তেছে। ব্রহ্মহত্যাকারী, একমাস কাল,
অভ্যহ্ন নদীতে গিয়া স্নান, বোড়শবার প্রাণা-
কর ও একবার হবিষ্যাম ভোজন করিয়া
পবিত্র হইবে। কর্ণের পর দ্ব্যবতী গাভী
স্নান করিবে। স্ত্রীপায়ী ব্যক্তি, অযমর্ষণ
প্রভৃতি করিয়া পবিত্র হইবে, স্বর্ণাপহারী
দশমহস্ত্র বার সজাপ করিয়া পবিত্র হইবে। আর
বিবাতৃগামী তিন দিন উপবাসী থাকিয়া,
পুষ্পবৃক্ষ মন্ত্র, জপ ও উক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম
করিলে পবিত্র হইবে। যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অথনেষ
সকল পাপের নাশক, তেমনি অধর্ম্মবৃক্ষ
সকল পাপনাশক। বিষ্ণু সর্ব পাপনাশক

প্রাণায়াম করিবে। বিজ্ঞের সকল পাপই
প্রাণায়াম দ্বারা দম্য হয়। নিখাদ প্রাণ
সংযম করিয়া সব্যাহতি (ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত-
ব্যাহতি সহিত) সপ্রণব। গায়ত্রী মন্তকের
সহিত (আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্র—
মন্তক) তিনবার মনে মনে পাঠ করিবে।
ইহা প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।
ব্রহ্মা তিন বেদ হইতে (প্রণব-বটক)
অকার, উকার ও মকার, এবং ভূঃ ভুবঃ ও
স্বঃ; ইহা দোহন করিয়া লইয়াছিলেন;
অর্থাৎ ইহাই তিনবেদের সার। পরমেশ্বর
প্রজাপতি তৎ ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্রের তিন
পাদ, তিন বেদ হইতেই আকর্ষণ করিয়া
লইয়াছেন। উভয় সন্ধ্যা সময়ে এই
অক্ষর (অর্থাৎ প্রণব) এবং ব্যাহতি
পূর্ব্বিকা এই গায়ত্রী জপ করিলে, বৈদা-
ভিজ্ঞ ব্যক্তির তিন বেদ অধ্যয়নে যে
পুণ্য হয় সেই পুণ্য লাভ হয়। বিষ্ণু, অসি-
বহির্ভাগে গায়ত্রী, প্রণব ও ব্যাহতি, এই তিন
মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে এক মাসে। বৃক
হইতে সর্পের মত, মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হয়,
এই তিনমন্ত্র, ও যথাকালে, স্বীয় নিত্য কর্ম
দ্বারা বিযুক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য
জাতি, সাধুসমাজে নিন্দ্যাজন হয়। অবি-
নাশী ওকারপূর্ব্বিকা তিন মহাব্যাহতি,
এবং ত্রিপদ গায়ত্রী, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়
বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি অনলস হইয়া
তিন বর্ষ প্রত্যহ এই গায়ত্রী জপ করে, সে
ব্যক্তি, বায়ুর মত কামচোরী, ও যাকশবৎ
অবয়বশূন্য হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। একা-
ক্ষর (অর্থাৎ ওকার) পরব্রহ্ম; প্রাণায়াম
সর্গাপেক্ষা পাপনাশক; সাবিত্রী অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই; মৌন অপেক্ষা সত্য কথা
উৎকৃষ্ট। বৈদোক্ত সকল হোমযোগাদি
কার্য্যই নখর, কিন্তু অক্ষর (প্রণব) ব্রহ্মপ্রাপ্তির
হেতু বলিয়া, অবিনাশী বলিয়া বিজ্ঞের,
যেহেতু প্রজাপতি ব্রহ্মাই ওকার। দর্শপৌর্ণ-
মাসাদি বিধিবজ্র হইতে জপযজ্ঞ দশওণে—
উপাংগুজপ শত ওণে ও মানসজপ সহস্র-
ওণে শ্রেষ্ঠ। বিধি-যজ্ঞের সহিত হোম, বলি
কর্ম, নিত্যপ্রাণ, অতিথি ভোজন, এই যে

চতুর্বিধ পাকবজ্র, সেই সমস্ত, জপ যজ্ঞের
ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে; অর্থাৎ ষোড়শ
ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। যাগাদি
অন্য কিছু করুক বা না করুক। ব্রাহ্মণ,
জপ দ্বারাই নিঃসন্দেহ সিদ্ধি লাভ করে;
যেহেতু, ঐ সর্বপ্রাণিমিত্র ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মে
লীন হয়; ইহা আগমে উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর সর্ববেদের মধ্যে যে কয়টা
বিশেষ পবিত্র, তাহা নিরূপিত হইতেছে। এই
সকল মন্ত্র-জপ ও এই সকল মন্ত্র দ্বারা হোম
করিয়া দ্বিজগণ পূত হয়। অবসর্গ, দেবকৃত,
শুক্রবতী, তরংসম্বন্ধীয়, কুয়াণ্ডী, পাবমানী,
ভূগাদাবিত্রী, অতীষ্ম, পদভোভ, ব্যাহতি—
শামগণ, ভাকুণ্ড, চন্দ্রসাম, পুরুষব্রত—
সামবয়, অবলিঙ্গ—আপোহিষ্টা ইত্যাদি,
বার্হস্পত্য, গোহৃক্ত, আশ্বহৃক্ত, চন্দ্রহৃক্ত—
সামবয়, শতক্রদ্রিয়, অথর্ষশিরঃ, ত্রিসূর্ণ,
মহাব্রত, নারায়ণী এবং পুণ্ডরীক আজ্য,
দোহত্রয়, রথস্তর, অগ্নিত্রত, বামনেব এবং
বৃহৎসাম; এই সকল মন্ত্র গীত হইয়া প্রাণী-
দিগকে পবিত্র করে এবং গানকর্তা যদি
ইচ্ছা করে, ত জাতিস্মরণ প্রাপ্ত হইতে পারে।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

কাহারো ত্যাজ্য, ইহা কথিত হইতেছে,
যথা ভ্রাতা, পতিত এবং তিন পুরুষ যাবৎ
মাতা পিতা উভয় পক্ষই বাহাদিগের অপবিত্র,
তাহারা পরিত্যাজ্য। ইহারা সকলেই অভ-
জ্ঞান এবং অপ্রতিগ্রাহ্য ধন (অর্থাৎ)
ইহাদিগের কাহারও অন্নভোজন করিবে না
এবং প্রতিগ্রহ করিবে না। বাহাদিগের নিকট
প্রতিগ্রহ করা অমুচিত, তাহাদিগের নিকট
প্রতিগ্রহপ্রদ প্ররিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ-
দিগের প্রকৃষ্ট প্রতিগ্রহ দ্বারা বিনষ্ট হয়

এবং যে জঘন্যসকলের প্রতিগ্রহবিধি না জানিয়া
প্রতিগ্রহ করে, সে দাতার সহিত নরকমুখ হয়,
প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি
প্রতিগ্রহ না করে, সে দাতার দ্বন্দ্ব
প্রাপ্ত হয়। কাঠ, জল, মূল, ফল, অঙ্কুর,
আমিষ, মধু, শয্যা, আসন, গৃহ, পুষ্ক-
দিধি ও শাক, এই সকল বস্তু দানার্থে
উদ্যত হইলে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে
না। সম্মুখে আনীত ভিক্ষা, আহ্বানপূর্বক
দিতে চাহিলে, তাহা ছত্রাধিকারী নিকটে
লওয়া যায়, ইহা ব্রহ্ম মানিয়াছেন। যে ব্যক্তি
সেই ভিক্ষা গ্রহণ না করে, পিতৃগণ তাহার
দত্ত কন্যা, পঞ্চদশ বর্ষ ভোজন করেন না,
অগ্নিও (তৎপ্রদ) হব্য দেবগণকে প্রদান
করেন না। সুদার্ত্ত ও কজন ও ভৃত্যবর্গের সুখ
মোচনার্থ আর পিতৃলোক ও দেবগণের পূজ-
নার্থ, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিতে
পারিবে; কিন্তু তদ্বারা নিজের তৃপ্তিসাধন
করিবে না। তত্ত্ব-প্রতিগ্রহ সমর্থ ব্যক্তি এই
সমস্ত কার্যও কুণ্ঠা, ক্রৌঞ্চ, পতিত এবং
শত্রুগণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না। মাতা
পিতা প্রভৃতি গুরুজনের মৃত্যু হইলে, অথবা
তাহারা জীপিত থাকিতেও তদ্ব্যতীত গৃহে
থাকিলে, আশ্রয়িত্তি নিবাহার্থ সর্বদা সাধ-
নের নিকটেই প্রতিগ্রহ করিবে। আত্মিক
অর্থাৎ অর্হসারী, কুলমিত্র, নিজদাস, নিজ
গোপালক নিজ নাপিত এবং যে আশ্রয়দাতা
করে, শত্রুদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য
(যাজ্ঞ ১২ পত্র ১৬৫, শ্লোক)।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

গৃহাশ্রমীর অর্থ, তিনপ্রকার হইয়া থাকে,—
গুরু, শবল, ও কৃক। গুরু অর্থ দ্বারা ইহলোকে
যে কর্ম কৃত হয়, তাহা দৈবত্ব; শবল দ্বারা
বাহ্য কৃত হয়, তাহা মনুষ্যত্ব এবং কৃক

*পরাসর সংহিতাতে এই বচনের অর্থায়ের সিদ্ধি
হইবে, কিন্তু তাহা বিভাকরার কুলক ভট্টাচার্যের
মিথিত বলিয়া এখানে বিবৃত হইল না।

দ্বারা বাহ্য কৃত হয়, তাহা তির্যক্ত। নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে উপার্জিত সত্তম অর্থই শুদ্ধ অর্থ। অনন্তর বৃত্তি (যথা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৃত্তি ইত্যাদি) অনুসারে উপার্জিত ধন-শবল অন্তরিত বৃত্তি (যথা ব্রাহ্মণের বৈশ্যবৃত্তি ইত্যাদি) অনুসারে উপার্জিত ধন কৃষ্য। উত্তরাধিকার হস্তে প্রাপ্ত, প্রীতিদার (অর্থাৎ বন্ধুত্ব হস্তে প্রাপ্ত) এবং ভাৰ্য্যার সহিত প্রাপ্ত (অর্থাৎ বিবাহ লব্ধ) ধন, অবিশেষে সকলেরই শুদ্ধ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। উৎকোচপ্রাপ্ত শুদ্ধ প্রাপ্ত, অবিক্রেয়-বিক্রেয়-প্রাপ্ত, উপকৃতের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন, শবল বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। পাশ্বিক অর্থাৎ চামর চালনাদি দ্বারা লব্ধ দ্যুতপ্রাপ্ত, চৌর্য্যপ্রাপ্ত, প্রতিক্ষিপক অর্থাৎ কৃত্রিম সুবর্ণাদি প্রস্তুত করিয়া উপার্জিত, দম্বাভাদি সাহস দ্বারা উপার্জিত এবং ছলপূর্ব্বক উপার্জিত ধন কৃষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। মত্তব্য, বাদৃশ ধন দ্বাৰা যে কোন কাৰ্য্য করে, ইহলোক ও পরলোকে সেই কর্ম্মের তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে।

অষ্টপঞ্চাশত অব্যায় সমাপ্ত।

একোনবষ্টিতম অধ্যায়।

গৃহস্থশ্রমী বৈবাহিক অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোমাদি পাক বজ্র করিবে। সায়াংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র করিবে। দেবগণের হোত্র করিবে, অমাবস্যা পূর্ণিমাতে দর্শপূর্ণ মাস যাগ করিবে। প্রতি অন্ননে (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে) পত দ্বারা (বাগ করিবে); শরৎ-কালে ও গ্রীষ্মকালে অগ্রয়ণ যাগ করিবে; অথবা ব্রীহিপাক সময়ে ও বাস্তপাক সময়ে (অগ্রয়ণ যাগ করিবে)। তিন বর্ষের অধিক চলিবার উপযুক্ত ধাতুসম্পন্নব্যক্তি প্রতিবর্ষে সোমবাগ করিবে, ধনাভাব হইলে বৈশ্বানর যাগ করিবে। যাগে শ্রদ্ধাকর অন্ন প্রদান করিবে না। বজ্র উদ্দেশে ভিক্ষা করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই বজ্রে ব্যয় করিবে। সায়াংকাল ও প্রাতঃকালে, বৈশ্বদেব হোম করিবে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়া অর্জিত ভিক্ষা-

দান করিলে গোদান ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিক্ষু অভাবে, ভিক্ষুদের অন্ন গাভীদিগকে দিবে। কিংবা বহিতে প্রক্ষেপ করিবে। গৃহস্থামীর ভোজনের পরও অন্ন থাকিলে, তৎকালে উপস্থিত ভিক্ষুকে, ফিরাইয়া দিবে না। কণ্ডনী (উলু-খল-তুল) পেয়নী (শিক নোড়া) চূরী (আখা) জলাধার কলম, উপস্থর (সম্বাজনী প্রভৃতি) গৃহস্থের এই এই পাঁচটা স্নান অর্থাৎ জীবহত্যার স্থান। তৎপাপ নিষ্কৃতির জন্ত, ব্রহ্মবজ্র, দেববজ্র, ভূতবজ্র, পিতৃবজ্র ও যলুয্যবজ্র করিবে। ইহার নাম পঞ্চবজ্র। বেদাধ্যয়ন-বেদাধ্যাপন ব্রহ্মবজ্র; হোম দেববজ্র; বলিকদ, (সর্বভূতোদ্দেশে অন্নদান) ভূতবজ্র, পিতৃতপন পিতৃবজ্র, অতিথিসংকার, মল্লয্যবজ্র। দে, দেবতা (ভূতবর্গ) অতিথি, গোষা, (অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতাপিতা প্রভৃতি, পিতৃলোক এবং আয়া এই পাঁচ ব্যক্তির নিরূপণ (অন্নদান) না করে, সে জীবমৃত। ব্রহ্মচারী যতি এবং ভিক্ষু (অর্থাৎ বানপ্রস্থ)। ইহার গৃহস্থশ্রম হইতেই জীবিকা-নিরূহ করবে, অতএব ইহার অভ্যাগত হইলে, গৃহস্থ ইহাদিগের অবমাননা করিবে না। গৃহস্থই যাগ করে, গৃহস্থই তপস্তা করে, গৃহস্থই দান করে, অতএব গৃহস্থশ্রমীই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও অতিথি বর্গ গৃহস্থের মুখাপেক্ষী, অতএব গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ। ত্রিবর্ষ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, ধর্ম্মাবিরোধী অর্থ এবং ধর্ম্মাবিরোধী কাম,) সেবা, সর্বদা অন্নদান, দেবপূজা, ব্রাহ্মণ-সংস্কার, স্বাধ্যায় সেবা (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি) এবং পিতৃতপন যথাবিধি এই সকল কাৰ্য্য করিলে, গৃহস্থ ইন্দ্রলোকে গমন করে।

একোন বষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মসুহৃৎ (ব্রাহ্মের শ্রেষ্ঠ চারিদণ্ড অকণোদয় কাল, তাহার প্রথম ছই হও ব্রাহ্ম-সুহৃৎ) গাভোধান করিয়া ব্রাহ্মকালে দক্ষিণ মুখ, দিবসে ও প্রাতঃ সায়াং উভয় সন্ধ্যাকালে,

উত্তর মুখ হইয়া । প্রস্রাব বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে ।
 বৃষাদি দ্বারা অনাবৃত ভূগাঙ্গে কালকৃষ্ট ভূমিতে
 বজ্রীয়বৃক্ষ ছায়াতে ক্ষারযুক্ত ভূমিতে শাবল
 স্থানে প্রাণীযুক্ত স্থানে গর্ভে বায়্বাকৈ পথে
 দ্রব্যাতে উচ্চপথে পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচি বস্তুর
 উপরে উদ্যানে উদ্যান সমীপে বা জল সমীপে
 অঙ্গারে ভস্মে গোময়ে গোষ্ঠে আকাশে জলে
 বায়ু, অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য; দ্বালোক গুরুজন
 এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে মস্তক অবগুষ্ঠিত না
 করিয়া মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে না । লোষ্ট্র
 টেঁটকা দ্বারা মলদ্বার মার্জনা করিয়া, শিশ্ন
 গ্রহণ পূর্ব্বক, উত্থান করিবে । তদন্তে উদ্ধৃত জল
 ও মৃত্তিকাদ্বারা গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে ।
 প্রস্রাব দ্বারে একবার, মলদ্বারে তিনবার এবং
 চস্তে (অর্থাৎ বাম হস্তে) দশবার, দুই হাতে
 পাত্বে, দুই পায়ে তিনবার তিনবার, যুতিক
 দিবে । ইহা গ্রহস্থের শৌচ; ইহার বিগুণ
 ব্রহ্মচারীর; ত্রিগুণ, বানপ্রস্থের এবং চতুগুণ
 ব্রহ্মচর্য্যের । এইরূপ শৌচে গন্ধাদি দূর না
 হইলে, গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে । ইহার
 ইমে গন্ধাদি দূর হইলেও উক্ত সংখ্যানুসারে
 শৌচ হইবে, ইহা বিধি । (বসুনন্দনের মতে
 গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ অল্পপানীতামির পক্ষে) ।

ইতি ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

পলাশের দন্তধাবন মুখে দেওয়া উচিত
 নহে । স্লেষ্মাতক, অরিষ্ট, বিভীতক, ধব এবং
 বধন বৃক্ষেরও নহে । বধুক, নিগুণ্ডী, শিশ্র,
 তিব এবং তিলুক বৃক্ষেরও নহে । কোবিদার,
 শবী, পীলু, পিল্লল, ইন্দ্র, গুগুণ বৃক্ষেরও
 নহে । পারিতক, অত্রিকা, মোচক, শাল্মলী,
 এবং শগবন্ত নহে । মধুর অর্থাৎ ষষ্টিমধু প্রো-
 ত্তির নহে । অন্ন অর্থাৎ আমলকী প্রোত্তির নহে ।
 অর্থাৎ এই সকল বৃক্ষ-শাখার কাঠদ্বারা দন্ত-
 ধাবন করিবে না । উর্দ্ধগুরু কাঠ নহে, পিচ্ছিল
 (কাঠ) নহে, দক্ষিণ বা পশ্চিম মুখ হইয়াও
 নহে । উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া বট, অশন,
 সর্ক, ধমির, কঁরক, বনর, শাল, নিম্ব, আরিষেদ,

অপামার্গ, মালতী, ককুত এবং বিব ইহাদিগের
 অন্যতম বৃক্ষ শাখাসমুদ্র, কষায়, তিক্ত, কিংবা
 কটু-রসযুক্ত, (দন্তধাবন কাঠ) মুখে দিবে ।
 কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের মত স্থূল, সঘচ,
 এবং দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত দন্ত ধাবন কাঠ
 মৌনাবলম্বী হইয়া প্রাতঃকালে মুখে দিবে ।
 সেই কাঠ প্রক্ষালণ পূর্ব্বক মুখে দিয়া অশুচি-
 রহিত স্থানে যত্র সহকারে পরিত্যাগ করিবে ।
 আর অমাবস্তাতে কদাচ দন্তধাবন কাঠ মুখে
 দিবে না ।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

দ্বিজাতিদিগের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে
 প্রাজাপত্য নামক তীর্থ; অশুষ্ঠমূলে, ব্রাহ্মতীর্থ;
 অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগে দৈব এবং তর্জ্জনীমূলে
 পিত্র্যতীর্থ; জাম্ববন্তো হস্ত রাখিয়া পবিত্র
 দেশে সুধাগীন, তন্নানন্দ, প্রণাস্তচিত্ত এবং
 পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া—বাহা অগ্নি দ্বারা
 তাপিত নহে, ফেনিল নহে; শূদ্র, কর্তৃক বা
 এক হস্ত দ্বারা আর্দ্র নহে এবং ক্ষকার,
 সেই জল দ্বারা আচমন করিবে । ব্রাহ্মতীর্থ
 দ্বারা তিনবার জল স্পর্শ করিবে । দুইবার
 মার্জনা করিবে । জলদ্বারা ইন্দ্রিয়চ্ছিন্ন (নাসা
 চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় ও মস্তক স্পর্শ করিবে) ।
 দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ) (১) কত্রিয় (২) ও বৈশ্য
 (৩), যথাক্রমে স্তদঙ্গামী (২), কঠগামী (২) ও
 তালুগামী (৩) জলদ্বারা পবিত্র হ'ন । আর
 স্ত্রী শূদ্র, একবার মাত্র ওষ্ঠপ্রান্তস্থ জল দ্বারা
 শুদ্ধ হইবে ।*

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

* তালুগামী জল দ্বারা স্ত্রীশূদ্র ও শুদ্ধ হইবে । ইহা
 বিভাকরা মতে ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

যোগক্ষেমের জন্ত রাজার নিকট গমন করিবে। একাকী, পথ চলিবে না। অধাশ্রিত-দিগের সহিত, শূদ্রগণের সহিত না, শত্রুদিগের সহিত না, অতি-প্রত্যাঘে না, অতি সন্ধ্যাকালে না, সায়াংকালে ও প্রাতঃকালে না, মধ্যাহ্নকালে না, জলের নিকট দিয়া না, অতিশীঘ্র না, রাত্রিকালে না, সন্ধ্যা বা হিংস্র, রোগী কিংবা পরিশ্রান্ত বাহন দ্বারা না, হীনাক (বাহন) দ্বারা না, দুর্বল (বাহন) দ্বারা না, বর্ষা-বর্ধ দ্বারা না, উদ্দাম (বাহন) দ্বারা না, (অর্থাৎ যথাসম্ভব ইহাদিগের সহিত, এসকল সময়ে এবং এই সকল বানে পথ চলিবে না)। বাহনদিগের বাস জল না দিয়া আপনাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিবে না, চতুঃপাশে অবস্থান করিবে না, রাত্রিতে বৃক্ষমূলে না, শূদ্রগৃহে না, তৃণের উপর না, পশুদিগের বহনগারে না, কেশ, তৃণ, কপাল, অস্থি, ভস্ম বা অঙ্গাবে না, কার্পাশবীজে না, (অর্থাৎ এই সকল স্থানে অবস্থান করিবে না)। চতুঃপাশে, দেবপ্রতিমা, প্রজ্ঞাতবনস্পতি, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য পূর্বকৃত্ত, আদর্শ, ছত্র, ধ্বজ-পতাকা, ত্রি বৃক্ষ, শরাবক নন্দ্যাবর্ত (অর্থাৎ রাজ গৃহবিশেষ), তালবৃক্ষ চামর অথবা হস্তী হাগ গাভী দধি দুগ্ধ মধু গোর সর্ষপ বীণা চন্দন অস্ত্র আর্দ্র গোময় কল পুষ্প আর্দ্রশাক গোরোচনা দুর্বারুর উকীষ অলঙ্কার রত্ন স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র আসন যান এবং আমিষ প্রদক্ষিণ করিবে। ভূদ্বারোদ্ধৃত সর্ষপ পত্যা মৃত্তিকা, রজ্জুবদ্ধ একাকী পশু, অনিচ্ছিত কথা এবং পক্ষ মৎস্য দর্শন করিয়া যাত্রা করিবে। অনন্তর মস্ত উন্নত বিকলাঙ্গ বাস্ত (জাতবমন) বিরক্ত (জাতবিরচন) মুণ্ডিত জটিল বামন কাষারবস্ত্রধারী প্রব্রজিত কাপালিকা দি মলিন তৈল গুড় গুরু-গোময় কাষ্ঠ তৃণ পলাশাদি পত্র ভস্ম অস্ত্রার লবণ ক্রীষ মদ্য নপুংসক (অর্থাৎ ক্রীষবিশেষ) কার্পাস রজ্জু পাদশূল ও মুক্ত-কেশ ব্যক্তি অবলোকন করিলে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। বীণাবন্দন আর্দ্রশাক উকীষ অলঙ্কার ও

কুমারীগিকে গ্রহণকালে অভিনন্দন করিবে। দেবপ্রতিমা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন, কপিল বর্ষ ব্যক্তি, এবং যজ্ঞ দীক্ষিত ইহাদিগের ছায়া বেলা, নিষ্ঠীবন, বাস্ত, রক্ত, বিষ্ঠা মূত্র, ও স্নান জল আক্রমণ করিবে না, বৎস বন্ধন রজ্জু লজ্জন করিবে না, বৃষ্টি হইবার সময় দৌড়িবে না, বুধা নদী পার হইবে না, দেবতা ও পিতৃ লোককে সলিল দান না করিয়া (নদী পার হইবে) না, বাহ দ্বারা না অর্থাৎ সাজার দিবে না। ভগ্ন নৌকা দ্বারা না, জগপ্রায় দেশে (তীরে) অবস্থান করিবে না, কপের স্তিতর দেখিবে না। বৃদ্ধ, ভারবাহী রাজা, স্নাতক ব্রাহ্মণ, জীলোক, রোগী, বর এবং চন্দ্রী (অর্থাৎ গাড়োয়ান) ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবে। আবার ইহাদিগের মধ্যে রাজা মাজ (অর্থাৎ রাজার পথ ইহার ছাড়িয়া দিবে, স্নাতক ব্রাহ্মণ আবার রাজারও মাজ) তবেই হইল স্নাতক ব্রাহ্মণ ও রাজার পথ সকলে ছাড়িয়া দিবে। রাজা ঐ ব্রাহ্মণের পথ ছাড়িয়া দিবেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিবে না, তবে আপৎকালে (অর্থাৎ আশ্রয় জলাশয়ে অভাব নষ্ট হইলে) পক্ষপাণ্ডি উজ্জরন পূর্বক স্নান করিতে পারিবে। অজীর্ণ হইলে, পীড়িত হইয়া, উলঙ্গ অবস্থায়, গ্রহণ ব্যতীত রাত্রিকালে উভয় সন্ধ্যাতে স্নান করিবে না। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি পূর্বমুখি অরুণ-কিরণ রঞ্জিত দেখিয়া স্নান করিবে। স্নানান্তে শিরঃ কম্পন করিবে না। (স্নানবস্ত্র বা হস্তধারা অঙ্গ হইতে জলাপনয়ন করিবে না। তৈলহস্ত বস্ত্র স্পর্শ করিবে না *। পূর্ব-পরিহিত বস্ত্র প্রক্ষালিত না হইলে, তাহা পরিধান করিবে না, স্নানান্তে উকীষ ধারণ করিয়া ধৌত বস্ত্র ও উজ্জরীয় ধারণ করিবে। স্নেহ, অমৃত,

* ব্রহ্মদেব যত 'পাঠ'—“ন তৈলং বা স্পৃশ্যেৎ : তাহার অনুবাদ—তৈলস্পর্শ করিবে না।

এই পদ্ধতির সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু না; প্রসঙ্গ দেবখ্যাত ও সরোবরে স্নান করিবে। উক্ত জল (অর্থাৎ কুস্তাদি জল) হইতে তুমিস্থিত জল (অর্থাৎ কু-াদি জল) ঐ স্থাবর জল হইতে প্রসবগাদি ক্ষরিত জল; তাহা হইতে নদীজল; তাহা হইতেও বসিষ্ঠাদি সাধুগৃহীত; বসিষ্ঠপ্রাচী প্রভৃতির জল; দক্ষাপেক্ষা গঙ্গাজল পবিত্র। মৃত্তিকাজল দ্বারা গায়ত্রীর মূল অগ্নীও করিয়া জলে অবগাহন করিবে তৎপরে “আপোহিষ্টা” ইত্যাদি তিন মন্ত্র “হিরণ্য বর্ণ,” ইত্যাদি চারমন্ত্র এবং “ইদমাংসঃ প্রবহতঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তীর্থে মন্ত্রপূত করিবে। তদনন্তর জলে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অবমর্ষণ জপ করিবে, অথবা তবিক্ষোঃ পরমং পদং; এই মন্ত্র, অথবা ক্রপদাদিব ইত্যাদি মন্ত্র ও গায়ত্রী, অথবা যুক্ততে মনঃ এই অমুগাদক, অথবা পুরুষকে তিনবার জপ করিবে। স্নানান্তে আর্জ বস্ত্র হইলে জলে থাকিয়াই দেব পিতৃতর্পণ করিবে, বস্ত্র পরিবর্তন করিলে, তীর্থে উর্দ্ধা তর্পণ করিবে। দেবপিতৃতর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিবে না, বস্ত্র নিষ্পীড়ান্ত হানের পর আচমন করিয়া (পুনর্বার) বধাবিধি আচমন করিবে। পূরষ স্ত্রের প্রতিময় উচ্চারণ করিয়া পুরুষকে অর্থাৎ নারায়ণকে এক বজ্রকটী পুষ্প দিবে, তৎপশ্চাৎ এক অঞ্জলি জল, প্রথমেই দৈবতীর্থ দ্বারা দেবতর্পণ করিবে। তদনন্তর পিতৃতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। তাহার মধ্যে প্রথমে স্বীয় বংশোদ্ভবদিগের; পরে মাতামহাদি সম্বন্ধী গণের; তৎপরে বান্ধবদিগের; তদনন্তর সহৃদ-গণের তর্পণ করিবে। (তর্পণের ক্রম যথা প্রথম পিতৃাদি তিন পুরুষ, পরে মাতামহাদি তিন পুরুষ, তৎপরে মাতৃ প্রভৃতি তিন জন, তৎপশ্চাৎ মাতামহী প্রভৃতি তিন জন, তদ-নন্তর সম্বন্ধের নৈকট্য অনুসারে পৌর্ক্যপার্শ্ব্য হির করিয়া পিতৃব্যাদি স্বতরাং সকলের তর্পণ কর্তব্য)। এইরূপে নিত্যস্বামী হইবেন। স্নানান্তে, বধাসক্তি পবিত্র জপ করিবে, বিশেষতঃ গায়ত্রী ও পুরুষসূক্ত অবস্ত্র জপ করিবে, এই দুই হইতে (স্নান) অধিক নাই। স্নান করিলে

তবে দৈব পিতৃা কাঁধে, পাষাণে এতৎপরে বিধিবোধিত দানে অধিকারী হয়। অগ্নী, কালকর্ণী, হুঃশ্রবন ও হুঃশ্রুতা—মাত্র স্নান দ্বারা অভিষিক্ত হইলেই তাহার এই সকল বিনষ্ট হয়, ইহা ধারণা। নিত্যস্বামী ব্যক্তি যমালয়ের স্নাতনা ক্রেশ ভোগ কর না কেননা যে সকল মনুষ্য পাপকারী, তাহার নিত্য স্নান-ওপে পূত হইয়া যায়।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর উত্তমরূপে স্নান, তদন্তে উত্তম রূপে হস্তপদ প্রক্ষালন ও তৎপরে উত্তমরূপে আচমন করিয়া, দেবপ্রতিমাতে কিংবা স্থলে (অর্থাৎ বটাদিতে) জন্ম স্মৃতিরহিত ভগবান্ বাহুদেবের পূজা করিবে। “আর্চনোঃ প্রাপত্তোতঃ” এই মন্ত্র দ্বারা জীব স্নান করিয়া—“যুক্ততেমনঃ” এই অমুগাক দ্বারা আবাহন করিয়া, জাহ্নবী, পানিষ ও মন্তক (এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গ ভূমিতে স্পর্শ করা ইয়া) নমস্কার করিবে, “আপোহিষ্টা” ইত্যাদি তিন মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য, “হিরণ্যবর্ণা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাণ্য, “শক্ আপোদধন্তাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয়, “ইদমাংসঃ প্রবহতঃ” এই আদি মন্ত্রদ্বারা স্নানীয় “রথেষ্টক্ষেণ্যু বৃষত রাজা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গন্ধ অলঙ্কার, “যুবা স্রবাসাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, “পুষ্পাবতীঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পুষ্প “পৃথসি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ধূপ, “তেজোহনি শুক্রমনি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দীপ, “দধিভাবাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধুপুর্ক এবং “হিরণ্যগোমু” ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রদ্বারা নৈবেদ্য নিবেদন করিবে চামর, ব্যজন, আদর্শ, হস্ত, পানীয়, জল এবং আসন—এতৎ সমস্ত, দেবকে গায়ত্রী দ্বারা নিবেদন করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য পূজা ইচ্ছা করে। সে এইরূপে বাহুদেবের অর্চনা করিয়া তৎপরে পুরুষ-সূক্ত জপ করিবে এবং তদ্বারা স্মৃতাং হিত প্রদান করিবে।

পঞ্চাষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্ ষষ্টিতম অধ্যায় ।

রাত্রিকালে উদ্ধৃত জল দ্বারা দেব কার্য্য ও পিতৃ কার্য্য করিবে না। চন্দন, যুগনাভি, অগুরু, দেবদারু, কর্পূর, কুঙ্কুম ও জাতী-ফল ব্যতীত অতুলেপন প্রদান করিবে না, নীলী রক্ত বস্ত্র প্রদান করিবে না। মণি স্ববর্ণের ঐতরীকপ অলঙ্কার অর্থাৎ তৎ সদৃশ কৃত্রিম অলঙ্কার প্রদান করিবে না। উগ্র গন্ধ, গন্ধশূন্য ও কণ্টকশালীবৃক্ষ-সম্বৃত পুষ্প প্রদান করিবে না। কণ্টকশালীবৃক্ষ-সম্বৃত পুষ্প ও যদি গুরুবর্ণ এবং স্নগন্ধি হয় তাহা দিবে। রক্তবর্ণ হইলেও কুঙ্কুম এবং পদ্ম দিতে পারিবে। ধূপের জন্ত প্রাণী হস্ত দিবে না। দ্রত তৈল ব্যতীত অস্ত্র বোন বস্ত্র অর্থাৎ বনা প্রভৃতি দীপের জন্ত দিবে না। নৈবেদ্যে অভক্ষ্য দ্রব্য দিবে না। ভক্ষ্য হইলেও ছাগী দুগ্ধ বা মহিষী দুগ্ধ পক্ষ নগ, মৎস্য এবং বরাহ-মাংস দিবে না। পক্ষ নগের মধ্যে শশ মাংস দিতে পারে। সংযত, পবিত্র, একাগ্র-চেতা, প্রশান্তচিত্ত, এবং ভবা-ক্রোধ গুণ হইয়া সকল বস্তুই নিবেদন করিবে।

ষট্ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায় ।

অনন্তর (সংক্রমে) অগ্নি পরিসমূহন, পর্য্যক্ষণ, পরিস্তরণ ও পরিষেচন করিয়া সকল চকুর অগ্রভাগ লইয়া বাহুদেব, সম্বর্ধণ, প্রজ্ঞা অনির্বন্ধ, পুরুষ, সত্য, অচ্যুত ও বাহুদেবের — অনন্তর অগ্নি সোম, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণি, বিশ্বদেব, প্রজাপতি, অমরমতি, ধনন্তরি, বাস্তোষ্পতি এবং “অগ্নয়ে স্টিষ্টকুতে” অর্থাৎ স্টিষ্টকৃত অগ্নির ধোম করিবে। অনন্তর অবশিষ্ট অন্ন, ওদনাদি-ভক্ষ্য ও শাকাদি উপভক্ষ্যাদ্বারা অগ্নিব্রুপুরুষোত্তর কোণে, অস্থানাসি দ্বলানাসি নিতদ্বীনামসি চুপুণিকানামসি এই সমস্ত উচ্চারণপূর্বক নামকরণ আবাহনাদি করিয়া এই সকলের উদ্দেশে বলি দিবে। অগ্নির দক্ষিণ পূর্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দিনি! স্তম্ভগে! স্তম্ভলে!

তত্র কাশি! এই সকল বলিয়া আবাহনাদি পূর্বক ঐদক্ষিণক্রমে সকলের উদ্দেশে বলি দিবে। গৃহধারক সর্গন্তস্তে হিরণ্যকেন্দ্রী, বনস্পতিগণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের,—গৃহদ্বারে, মূর্ত্যুর—জলাধারে বরুণের; উলুখলে বিষ্ণুর; শিলাতে মরুদগণের; অটালিকার উপরে রাজ্য বৈশ্রবণ এবং ভূতগণের, অগ্নির পূর্বভাগে ইন্দ্র ও ইন্দ্র-পুরুষদিগের; দক্ষিণভাগে যম ও যমপুরুষ-দিগের; পশ্চিমভাগে বরুণ ও বরুণ-পুরুষ-দিগের; উত্তরভাগে সোম ও সোম পুরুষ-দিগের; মধ্যে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপুরুষদিগের; উদ্ধে আকাশের; স্বর্গে দিবাচর ভূতগণের; রাত্রিকালে রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে বলি দিবে। অনন্তর দক্ষিণাগ্রকুশে পিতা পিতামহ প্রপিতামহমাতা পিতামহী প্রপিতামহী—ইহাদিগের স্ব স্ব নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া পিওনান করিবে। পিও সকলের অনুলেপন, পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি দিবে। পূর্বকৃত স্থাপন করিয়া স্ততিবাচন করিবে। কুঙ্কুব, কাক এবং ঋগচ (পতিতাদির) উদ্দেশে ভূমিতে বলি দিবে। ভিক্ষা দিবে। অতিথিসংকারে পরম ফল আছে; বৈশ্বদেবের পরেও অতিথি আসিলে যত্রপূর্বক তাহার অর্চনা করিবে। অভুক্ত অতিথিকে গৃহে রাখিবে না। যেমন সকল বর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ; জীলোকের প্রভু স্বামী; তেমনি গৃহস্থের প্রভু অতিথি। গৃহস্থ তাহার অর্থাৎ অতিথির পূজা করিলে স্বর্গলাভ করে। অতিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, (অতিথি) তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া (তদ্বিনিময়ে) স্বীয় পাপ অপণ করে। একদিনমাত্র স্থায়ী ব্রাহ্মণ অতিথি বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যেহেতু স্থিতি অর্থাৎ অবস্থান অনিত্য, সেইজন্তই তাহাকে অতিথি বলা যায়। এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বা সাম্প্রতিক ব্রাহ্মণ—(বিচিত্র আলাপাদি দ্বারা মিলিয়া মিশিয়া জীবিকানির্ভার করে যে তাহাকে “সাম্প্রতিক” বলে) যেহেতু জী এবং আহিত অগ্নি আছে, সেখানে উপস্থিত হইলেও তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে না। ক্ষত্রিয়ও যদি অতিথি ধর্ম্মানুসারে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর তাহাকেও ইচ্ছা

দ্রুত ভোজন করাইবে। যদি গৃহে বৈশ্ব, শূদ্র ও
অতিথি-ধর্মাবলম্বী হইয়া আগত হয়, তাহা
হইলে, দম্যপরাবশ হইয়া ভূতাবর্গের সহিত
তাদিগকেও ভোজন করাইবে। সখাপ্রভৃতি
অপরাপর ব্যক্তিও প্রীতিপূর্বক গৃহে উপস্থিত
হইলে ভাৰ্য্যার সহিত বর্তমান হইয়া তাহা-
দিগকেও প্রস্তুত অন্ন ভোজন করাইবে। নব-
বিবাহিতা কন্যা ও পুত্রবধূ, কুমারী, রোগী এবং
গভবতী—নিঃশঙ্কচিত্তে ইহাদিগকে অতিথির
অগ্রেই ভোজন করাইবে। যে মূঢ় ব্যক্তি
ইহাদিগকে অন্নদান না করিয়া পূর্বেই ভোজন
করে, সে কুকুর, গৃধকর্ষক তাহার নিজদেহ
রক্ষণ, ভোজন করিবার সময় বুকিতে পারে না।
ব্রাহ্মণগণ, ভূতাবর্গ, আগ্নীয়গণ ভোজন করিলে
এবং তৎপশ্চাৎ স্বামী স্ত্রীতে অবশিষ্ট অন্ন
ভোজন করিবে। দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্য-
গণ, ভূতগণ ও গৃহস্থিত দেবতাগণের পূজা
করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন
করিবে। যে ব্যক্তি কেবল আপনায় জ্ঞা-
পাক করিয়া ভোজন কবে অর্থাৎ দেবতাদিকে
দান করে না, সে কেবল পাপ ভোজন করে
(অন্ন নহে)। তাহা পাক যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন,
তাহাই সাধুগণের ভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত
হইয়াছে। গৃহস্থ অতিথিসংস্কার ফলে যেকোন
লোক সকল প্রাপ্ত হয়, স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র,
যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা সেরূপ প্রাপ্ত হয় না।
অতিথিকে দিবসে ও রাত্ৰিতে, সেবাদরপূর্বক
থাপিধি, যথাশক্তি, আসন, পাদ প্রক্ষালন-
জন এবং অন্ন প্রদান করিবে। প্রতিশ্রয়,
শয্যা, পাদাভ্যাস, (অর্থাৎ চরণে তৈল প্রদান),
এবং দীপ,—অতিথিকে ইহাদিগের এক একটী
দান করিলে গো দানের তুল্য ফল হয়।

সপ্তমস্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টমস্তিতম অধ্যায় ।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ কালে ভোজন করিবে না।
চন্দ্র সূর্য্যের মুক্তি হইলে স্নান করিয়া ভোজন
করিবে। মুক্তি না হইলে অন্ত গমন করিলে,
তৎপর দিন মুক্তি দর্শনান্তে স্নান করিয়া
ভোজন করিবে। গো, ব্রাহ্মণের বিপ-

স্তিদিনে ও রাজ বিপত্তিদিনে ভোজন
করিবে না (অগ্নিহোত্র করিতে প্রতি-
নিধি দিয়া) প্রবাদি-অগ্নিহোত্রী অগ্নিহোত্র
কার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া যখন বুঝিবে,
বৈশ্বদেবও করা হইয়াছে বলিয়া যখন বুঝিবে
এবং পরে যখন পর্ব্বকার্য্য করা হইয়াছে
বলিয়া বুঝিবে, তখন ভোজন করিবে। অজ্ঞা
হইলে ভোজন করিবে না। অন্ধ রাত্রে (ঠিক)
মধ্যাহ্নকালে উভয় সমুদ্রান্তে আজ-
বস্ত্র, হইয়া, একবস্ত্র হইয়া, উলঙ্গ হইয়া,
জলে থাকিয়া উজ্জ্বল হইয়া ভগ্ন বা
চিন্ন আসনে বাসিয়া শয্যায়া থাকিয়া ভগ্ন-
পাত্র ক্রোড়ে বাধিয়া, ভূমিতে রাখিয়া, হস্তে
করিয়া ভোজন করিবে না। যে দ্রব্যো (পরে)
লবণ দিবে তাহাও ভোজন করিবে না।
স্বীয় পংক্তিতে উপবিষ্ট বালকদিগকে তৎ-
সনা করিবে না। একাকী মিষ্ট ভোজন
করিবে না। উদ্ধত যেরূপ ভোজন করিবে না।
দিবসে চুষ্ট যব ভোজন করিবে না। রাত্ৰিতে
তিল মুক্ত দ্রব্য, দধি, সজ্জ, কোবিদার,
বট, পিপ্পল, শণ ও শাক ভোজন করিবে না।
দান না করিয়া গোম না করিয়া আর্দ্র পান
না হইয়া অর্দ্র কর ও আর্দ্র মুখ না হইয়া
ভোজন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া স্নাত লইবে
না। অর্থাৎ খাইতে আরম্ভ করিয়া স্নাত
লওয়া অনুচিত। উচ্ছিষ্ট হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য এবং
নক্ষত্র দর্শন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া মন্তক
স্পর্শ করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া বেদোচ্চারণ
করিবে না। পূর্ব্বমুখ বা দক্ষিণ মুখ হইয়া
ভোজন করিবে। অন্নের অভিনন্দন করিয়া
এবং প্রশাস্তচিত্ত, মাংসাবারী ও অক্ষলপ
লইয়া ভোজন করিবে। দধি, মধু, ঘৃত,
জুহু সজ্জ, মাংস ও মোক্ষক ব্যতীত অন্য দ্রব্য
নিঃশেষ করিয়া খাইবে না। ভাৰ্য্যার সহিত
ভোজন করিবে না। আকাশে অর্থাৎ
মঞ্চাদির উপরে ভোজন করিবে না। উখিত
অর্থাৎ দম্যমান হইয়া ভোজন করিবে না।
অনেকলোক দেখিতে থাকিলে ভোজন করিবে
না। এবং এক ব্যক্তি মাত্র দেখিতে থাকিলে,
বহুলোকে ভোজন করিবে না। শূদ্র-গৃহ,
অগ্নিগৃহ এবং দেবগৃহে কখন ভোজন করিবে

না। অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না।
অভিশয় তৃপ্ত হইবে না। অর্থাৎ অধিক অন্ন
ভোজনে বিশিষ্ট রূপ উদ্ভব পুষ্টি করিবে না।
তৃতীয় বার ভোজন করিবে না। অপাধ্য কখনই
ভোজন করিবে না, অতিপ্রাতঃকালেও
ভোজন করিবে না। অতি সায়াংকালেও ভোজন
করিবে না। দিবসে অতিতৃপ্ত্যুক্তি রাত্রিকালে
ভোজন করিবে না। ভাবছট্ট অর্থাৎ ষিষ্ঠাদির
শায় দৃশ্যমান বস্তু ভোজন করিবে না।
ভাবদূষিত ভাণ্ডে ভোজন করিবে না। শয়ন
করিয়া প্রোচপাদ হইয়া অর্থাৎ আসনে
পদতল স্থাপন করিয়া—(উপু) হইয়া বা
অবসকৃথিকা করিয়া অর্থাৎ জঙ্গাঘ্রয় ও
কটিদেশ—বেঠনীরূপে বন্ধন করিয়া—(বেটম)
বাধিয়া ভোজন করিবে না।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনসপ্ততম অধ্যায়।

অষ্টমী, চতুর্দশী, আমাবস্যা ও পূর্ণিমাত্তে
স্ত্রী সম্ভোগ করিবে না। শ্রাদ্ধাগ্নি ভোজন
করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধে নিমগ্নিত
হইয়া কাম্যায়ান বা কাম্যাহোম করিয়া
ব্রতাবলম্বী হইয়া উপবাস করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ
করিবে না। ভোজন করিয়াই তৎক্ষণাৎ দ্রা-
সম্ভোগ করিবে না। বজ্রদীক্ষিত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ
করিবে না। দেবায়তন, শ্মশান এবং শূত্রগৃহে
দ্রাসম্ভোগ করিবে না। বৃক্ষমূলে দিবসে
উভয় সন্ধ্যাতে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না।
মলবৃত্তাকে বা স্বয়ং মলবৃত্ত হইয়া গমন
করিবে না। অভ্যক্তাকে বা স্বয়ং অভ্যক্ত
হইয়া গমন করিবে না। রোগান্তাকে বা স্বয়ং
রোগান্ত হইয়া উপগমন করিবে না। দীর্ঘকাল
ক্লিষ্ট থাকিতে ইচ্ছা বরিলে, হীনাস্ত্রী
অধিকাস্ত্রী বয়োজ্যেষ্ঠা বা গর্ভবতী নারীতে
উপগত হইবে না।

একোনসপ্ততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততম অধ্যায়।

আর্জিণাদ হইয়া নিদ্রা যাইবে না। উত্তর
শিরা পশ্চিম শিরা, অধঃশিরা উঃ জঃ হইয়া নিদ্রা

যাইবে না। আর্জিৎশোপরি আকাশে অর্থাৎ
স্বপ্নাবলম্ব উচ্চস্থানে পলাশশয্যাতে পঞ্চাঙ্ক-
নির্মিত পর্য্যঙ্কে গজভগ্নবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা
নির্মিত পর্য্যঙ্কে বিজাদৃষ্ট বৃক্ষ-নির্মিত
পর্য্যঙ্কে, ভগ্ন ও ছিন্ন পর্য্যঙ্কে, অগ্নিদগ্ধ পর্য্যঙ্কে,
গজযথের মদজলসিক্ত বৃক্ষ সমুত পর্য্যঙ্কে
নিদ্রা যাইবে না। শ্মশান, শূন্যালয় ও দেবগৃহে
নিদ্রা যাইবে না। চঞ্চলগোকদিগের মধ্য
স্ত্রীলোকের মধ্যে ধান্য গাভী, গুব্বজন, অগ্নি
ও দেবমূর্তির উক্কে নিদ্রা যাইবে না। উচ্চিষ্ট
হইয়া নিদ্রা যাইবে না। দিবসে উভয়সন্ধ্যাতে
ভয়ের উপরে অপবিত্র স্থানে আর্জিহানে
এবং পরীতশূক্রে নিদ্রা যাইবে না।

সপ্ততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততম অধ্যায়।

কাহারও অবমাননা করিবে না, হীনাস্ত্র;
অবিকাস্ত, মুগ বা ধনহীন ব্যক্তিদিগকে উপ-
হাস করিবে না। হীনসেবা করিবে না। স্বাধ্যায়
বিরুদ্ধ কার্য করিবে না। বয়স, পড়াভিলা-
ষণ, ধন এবং দেশের অনুকূপ ব্যবহৃত
করিবে। উদ্ধত হইবে না। প্রতিদিন শাস্ত্রা-
গোচনা করিবে। বিতর্ক থাকিলে, জীর্ণ বা
মগ্নি বস্ত্র পরিবে না। নাপ্তি অর্থাৎ নাই
একথা বলিবে না। গন্ধহীন, উগ্রগন্ধ, অথবা
রক্তবর্ণ মাংস ধারণ করিবে না। রক্তবর্ণ হইলেও
পদ্ম ধারণ করিবে। বেণুদণ্ড, জগপূর্ব কমণ্ডলু,
কাপাস, যজ্ঞহৃত এবং স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ
করিবে। উদ্যস্ত অন্তগামী বস্ত্রাবৃত আদর্শ
মধ্যগত জলমধ্যগত আদিত্য দর্শন করিবে না।
এবং মধ্যাহ্নকালে আদিত্য দর্শন করিবে না।
জুহু গুরু মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।
তৈল, জল কিংবা মলযুক্ত আদর্শেও নিজ
প্রতিবিম্ব দেখিবে না। ভোজনপরায়ণ
পত্নীকে, নগ্ন স্ত্রীলোককে, যে প্রস্তাব করিতেছে,
এমন কোন ব্যক্তিকেও আলানদ্রষ্ট হস্তকে
দেখিবে না। বিষম স্থানে থাকিয়া বৃষাদি
যুদ্ধ দেখিবে না। উন্নত বা মস্তকে দেখিবে
না। অগ্নিতে অন্তি দ্রব্য রক্ত বিষ

নিষ্ক্ষেপ করিবে না; এবং জলেও ঐ সকল জব্য নিষ্ক্ষেপ করিবে না। অগ্নি-লজ্জন করিবে না। পাদদ্বয় প্রতপ্ত করিবে না। কুশদ্বারা বা কুশোপরি পাদমার্জনা করিবে না। কাংশ্রপাত্রে পা দিবে না। পাদ দ্বারা পাদমার্জনা করিবে না। পাদদ্বাৰা মাটিতে দাগ দিবে না। হস্ত দ্বারা ঘোড়ি মর্দন করিবে না। নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না। দন্ত দ্বারা নখ শোম ছেদন করিবে না। নৃত্যকীড়া পরিত্যাগ করিবে। নৃতন বৌদ সেবনও পরিত্যাগ করিবে। অস্ত্রাবহিত-বস্ত্র, উপানহ (পাছকা) মালা এবং যুদ্ধ স্ত্র ধারণ করিবে না। শূদ্রকে উপদেশ দিবে না। দাস ব্যতীত শূদ্রকে উচ্চিষ্ট এবং যে কোন শূদ্রকে হবিঃ প্রদান করিবে না। শূদ্রকে ধম্মোপদেশ ও ব্রত-উপদেশ কবিবে না। মিনিত পাবিত্র্য দ্বারা মন্তক বা জঠর কণ্ঠন করিবে না। দমি বা পুষ্প প্রত্যাখান করিবে না। আপনাব মালা আপনি অপনীত কবিবে না। সূপ্তব্যক্তিকে জাগাইবে না। বজ্র দ্বার সন্নিহিত কথা কহিবে না। মেঘ বা অন্ত্যাজের সহিতও কথা কহিবে না। অগ্নি, দেবতা ও ব্রাহ্মণ সন্নিধানে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিবে। পরক্ষেত্রে গাভী চরিলে তাহা ক্ষেত্রদামোকে বন্দিয়া দিবে না। বংশ যুদ্ধ পান করিলে তাহাও বন্দিয়া দিবে না। উদ্ধত ব্যক্তিদিগকে আনন্দিত করিবে না। শূদ্ররাজ্যে বাস করিবে না। অধ্যাত্মিক জনাকীর্ণ স্থানে, বৈদ্যহীন স্থানে ও উপসর্গগ্রস্ত স্থানে বাস করিবে না। পক্ষতেও বহুকাল থাকিবে না। বৃথা চেটী করিবে না। নৃত্যগীত করিবে না। আফেটিন (হস্তদ্বাৰা বাহুতে শব্দ করার নাম আফেটিন) করিবে না। অশ্লীল বাক্য, অনৃত বাচ্য ও অপ্রিয় বাক্য কীৰ্ত্তন কবিবে না। কাহারও মখে হাত দিবে না। দীৰ্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে নিজের প্রতি অরজা করিবে না। দীৰ্ঘায়ুঃ ইচ্ছুক বহুক্ষণ ক্ষত্র্যোপাসনা করিবে। অকারণ সর্প বা শত্রু দ্বারা জড়ীভ করিবে না। অকারণ ইন্দ্রিয় ছিদ্ৰ স্পর্শ করিবে না। অপরের প্রতি লেণ্ডেদ্যম করিবে না। তবে শাসনার্হ

ব্যক্তিকে শাসনার্হ তাড়না করিতে পারিবে- বটে কিন্তু তাহাকেও বংশধর বা রাজ্য দ্বারা পৃষ্ঠে তাড়না করিতে হইবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র এবং মহাদ্বয়গণের নিন্দাবাদ করিবে না। ধর্মবিকল্প অর্থকাম পরিত্যাগ করিবে। লোক বিদ্রিষ্ট ধর্মও পরিত্যাজ্য। পর্ষে শাস্তি হোন করিবে এবং পর্ষে ভূণ পদ্যন্ত ছেদন কবিবে না। অনদ্রত হইয়া থাকিবে। এইরূপ আচাব পালন কবিবে। ধর্ম্যভিনাবী ব্যক্তি জিতেক্রিয় হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতি উপদ্রিষ্ট, সাধু-গণের উত্তমরূপে সেবিত যে আচার তাহাই পালন কবিবে। আচার হইতে দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়, আচাব হইতে অভীষ্টপ্ৰাপ্তি প্রাপ্তি হয়, আচাব হইতে অক্ষয় ধন পাওয়া যায়, আচার হইতে ভ্রমক্ষণ নষ্ট হয়, সর্ব লক্ষণ বঞ্চিত হইলেও যে মনুষ্য সদাচার-সম্পন্ন, শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং অশ্রদ্ধাগ্ণ, সে শংসর্ষ জীবিত থাকে।

একসপ্ততিম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

দম বন অবলম্বন করিয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয় মনই দম বলিয়া বোধিত হইয়াছে। অন্তঃকরণ (দমনের নাম দম, বাহ্যেক্রিয় দমনের নাম যম, অন্তঃকরণ দমন হইলে, বাহ্যেক্রিয় দমন স্বতঃ-সিদ্ধ অতএব এক দম শব্দদ্বারা উভয়ের সংগ্রহ হইতেছে। দমযুক্ত ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোক আয়ত্ত।' দমবর্তিত ব্যক্তির ইতিক বা পারিত্রিক, কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না। দম পূর্বম পবিত্র, দম পরম মাদ্রল্য, যে কিছু মনে ইচ্ছা কবা যায়, একদম প্রভাবে সমস্ত লাভ হয়, চণ্ডঃ, কর্ণ, নাদিকা, ত্বক্ এবং জিহ্বা, এই পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত, চিত্ত সারথির বশবর্তী সংখ্যানুযায়ী জ্ঞানরথে যিনি গমন করেন, তাঁহাকে কাম ক্রোধাদি শত্রুগণ পরাজয় করিতে পারে না, যদি পঞ্চেন্দ্রিয় অশ্বগণ, সেই রথকে অসংপথে লইয়া না যায়। যেমন আপূর্ণ্যমান নিত্য-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে জলরাশি প্রবিষ্ট হয়; সেই রূপ

সকল কামনারাশি বাধাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ যাহার অন্তরেই লীন হয়, তিনিই শান্তি লাভ করেন, বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি শান্তি লাভ করেন না।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

শ্রাদ্ধ কহিতে অভিলাষী ব্যক্তি, শ্রাদ্ধ-পূর্বদিনে, ব্রাহ্মণ সকলের নিমন্ত্রণ করিবে। দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ শ্রাদ্ধদিনে শুক্লপক্ষের পূর্বাঙ্কে এবং কৃষ্ণপক্ষের অপরাহ্নে অর্থাৎ শুক্লপক্ষ-কর্তব্য শ্রাদ্ধ হইলে পূর্বাঙ্কে কৃষ্ণপক্ষ-কর্তব্য শ্রাদ্ধ হইলে অপরাহ্নে; উত্তমরূপে স্নাত, উত্তম-রূপে কৃতচমন ব্রাহ্মণদিগকে বয়োবাহুল্য ও বিদ্যাক্রমানুসারে কুশাস্তৃত আসনে উপবেশন করাইবে। দৈবপক্ষে পূর্বমুখ করিয়া ছইজনকে ও পিতৃ পক্ষে উত্তর মুখ করিয়া তিন জনকে অথবা উত্তর পক্ষেই এক এক জনকে উপবেশন করাইবে। আমশ্রাদ্ধ ও কামাশ্রাদ্ধে কঠ-শাখোক্ত পঞ্চদশ রক্ষোন্ন মন্ত্রের প্রথম পাঁচটি মন্ত্র দ্বারা; পশুশ্রাদ্ধে মধ্যম পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা, অমাবস্যা শ্রাদ্ধে শেষ পঞ্চমন্ত্র দ্বারা, আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরপবর্তী কৃষ্ণপক্ষীয় তিন অষ্টমীতে কর্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে ও অষটকা শ্রাদ্ধে যথাক্রমে প্রথম পঞ্চ মধ্যম পঞ্চ ও শেষ পঞ্চমন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরপবর্তী অষ্টমী-কর্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে প্রথম পঞ্চ, পৌষী পূর্ণিমার পরপবর্তী অষ্টমী কর্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে মধ্যম পঞ্চ, মাঘী পূর্ণিমার পরপবর্তী কর্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে শেষ পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা; অষটকা জন্মের পক্ষেও ঐ রীতি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি দিয়া তদনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণমুখ্যত হইয়া পিতৃ-পুত্রের আবাহন করিবে। “অপবাস্ত্রহ্মা” ইত্যাদি ছইমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তিল দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে দূর করিয়া দিয়া “এত পিতরঃ সর্কীঃ স্তানম্ অ। মে বসেতদঃ পিতরঃ” এই মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে। তৎপরে কুশতিল মিশ্রিত গন্ধ জলদ্বারা, “যান্তিষ্ঠন্তুমতাবাক্” ইত্যাদি মন্ত্র এবং “জন্মে মাতা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক পান্যসম্পাদন নিবেদন

অর্থ্য সম্পাদন নিবেদন এবং অহুলেপন সম্পাদনও নিবেদন করিয়া কুশ তিল বহু পুষ্প অলঙ্কার ধূপ দীপ দ্বারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণ-গণের পূজা করিবে। অনন্তর ঘৃততিলক অন্ন গ্রহণ করিয়া আদিভাগণ, বজ্রগণ এবং বহু-গণের চিন্তা করত অগ্নের প্রতি অবগোকন পূর্বক “অগ্নৌকরবাণি” অর্থাৎ অগ্নিকার্য্য করি, এই কথা বলিবে। অনন্তর বিপ্রগণ “কুক” অর্থাৎ কর সেই অগ্নিকার্য্য বিষয়ে এই উত্তর দিলে তিনবার আহুতি দিবে। “যে সামকাঃ পিতরেষবঃ পিতরোহসং যজ্ঞে” এই মন্ত্র উচ্চারণ করত হবিঃ মন্ত্রপুত করিয়া যথাপ্রাপ্তপায়ে বিশেষতঃ রজতময় পাত্রে “অন্নঃ নমোবিহেভ্যঃ দেবেভ্যঃ” এই বলিয়া পূর্ব মুখ হইয়া আসীন ব্রাহ্মণবয়সকে প্রথমে,—নাম গোত্র উল্লেখ পূর্বক পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ উদ্দেশে উত্তর মুখ হইয়া উপবিষ্ট ব্রাহ্মণত্রয়কে পরে নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণগণ তাহা ভোজন করিতে থাকিলে, “যন্মে প্রকামা অচোরোহৈবঃ ক্রব্যাত্” এই মন্ত্র জপ করিবে; এবং ইতি-হাস পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণ-দিগের উচ্ছিষ্ট সমীপে দক্ষিণাং কুশোপরি “পৃথিবী দর্শি” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক, পিতৃ উদ্দেশে একটি “অন্তরীক্ষং দর্শি” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক পিতামহ উদ্দেশে দ্বিতীয়, দ্বৌদ্য “দ্যৌ দর্শি” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক প্রপিতামহ উদ্দেশে তৃতীয় পিণ্ডস্থাপন করিবে, “যোহত্র পিতরঃ” ইত্যাদি বলিয়া বস্ত্রদান করিবে “বিরামঃ পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া অন্নদান করিবে, “অত্র পতরো মাদয়ধ্বং” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করত কুশমূলে কর ঘর্ষণ করিবে। “উর্জং বহন্ত্যঃ,” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত জলদ্বারা পিণ্ড প্রদক্ষিণ, পিণ্ড বিকিরণ ও পিণ্ডাংগ ভূমি সেনচন করিয়া অর্থ্য পুষ্প, ধূপ অহুলেপন এবং অন্নাদি ভক্ষ্যভোজ্য আর মধু ঘৃত তিলযুক্ত উদকপাত্র নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণ, ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলে “মামেকেষ্ট” এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর কুশযুক্ত শ্রাদ্ধাবশিষ্ট অন্ন, ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্টাংগভাগে বিকীর্ণ করিয়া “তৃপ্তা তবন্তঃ সম্পন্নঃ” অর্থাৎ আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত ? কার্য্য সম্পন্ন

হইয়াছে ত? জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর তাহার উত্তর পাইয়া উত্তর মুখ তিন ব্রাহ্মণকে প্রথমে আচমন জল দিবে, পরে পূর্বমুখ হই ব্রাহ্মণকে আচমন জল দিবে। অনন্তর “সুপ্রোক্ষিতং” এই বলিয়া শ্রাদ্ধদেশ প্রোক্ষণ করিবে। কুশ-হস্ত হইয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। অনন্তর পূর্বমুখ ব্রাহ্মণদিগের অগ্রে “স্মেরামঃ” এই মন্ত্র পাঠ করত প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর যথাসক্তি দক্ষিণা দান দ্বারা অর্চনা করিবে। অনন্তর “অভিরমন্ত ভবন্ত” অর্থাৎ আপনারা অভিরত হউন এই কথা ব্রাহ্মণদিগকে বলিলে ব্রাহ্মণেরাও “অভিরতাঃ স্বঃ” অর্থাৎ অভিরত হইলাম, ইহা তাহাকে বলিবে। তখন শ্রাদ্ধকর্তা “দেবশ্চ পিতরশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। নামগোত্র উল্লেখ পূর্বক, অক্ষযোদ্যক দান করিয়া “বিধেঃ দেবাঃ প্রীয়ন্তাম্” পূর্বমুখ ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা বলিবে, তৎপরে কৃতাজলপিপ্ত, তদগত চিত্ত ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া প্রার্থনা করিবে। আমাদিগের বংশে দাতা অধিক হউক, বৈদ-জ্ঞান ও বংশ বিস্তার অধিক হউক, আমাদিগের বংশে সংকার্য্য শ্রদ্ধা যেন বিগত না হয় এবং আমাদিগের বহু দেয় “হউক” ব্রাহ্মণেরা তথাস্ত্ব এই কথা বলিবে। আমাদিগের বহু অন্ন হউক, আমরা যেন বহু অতিথি লাভ করি, আমাদিগের নিকট অনেকে প্রার্থনা কক্ক, আমরা যেন কাহারও নিকট যাচঞা না করি, এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া আশীর্বাদ লইবে। অনন্তর যথোচিত পূজা, অন্নগমন ও অভি-বানন পূর্বক “বাজে বাজে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ বিদায় করিবে।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

অষ্টকাত্রয়ে, যথাক্রমে শাক, মাংস ও পিষ্টক দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া অবষ্টকাত্রেও দৈব-পূর্ব উক্তরূপে অর্থাৎ প্রাথম-পাঁচ মন্ত্র ইত্যাদি-রূপে হোম করিয়া মাতা, পিতামহী, প্র-পিতামহী উদ্দেশে পূর্ববৎ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর দক্ষিণা দ্বারা তাহাদিগের পূজা ও অন্নগমন করিয়া বিদায় দিবে। তাহাতে অর্থাৎশ্রাদ্ধে

কর্ষত্বয় করিবে কর্ষমূলে পূর্ব উত্তরভাগে দক্ষিণা-দান করিয়া পিণ্ডদান—পুরুষদিগেরও কর্ষত্বয় মূলে, স্ত্রীলোকদিগেরও কর্ষত্বয় মূলে হইবে। পুরুষ-কর্ষত্বয় অন্নসমেত জলদ্বারা স্ত্রীলোকদি-গের কর্ষত্বয় অন্নসমেত দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিবে। তিনটি কর্ষুর প্রত্যেকটিই দধি, মাংস ও দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়াই যথা সম্ভব “ভবন্ত্যো, ভবতীভ্যোহক্ষয়মন্ত” অর্থাৎ পিতা প্রভৃতি আপনাদিগের এবং মাতা প্রভৃতি আপনা-দিগের অক্ষয় হউক, ইহা পাঠ করিবে।

ইতি চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

যে ব্যক্তি, পিতা জীবিত থাকিতে শ্রাদ্ধ করিবে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে তাহার অঙ্গ পার্শ্ব শ্রাদ্ধ ইত্যাদি, শ্রাদ্ধপিতা জীবিত থাকি তেও করিতে পারে। সে, পিতা বাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের করিবে। পিতা ও পিতামহ জীবিত থাকিতে (একরূপ করিতে হইলে) পিতামহ বাহাদিগের করিয়া থাকেন ; পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে শ্রাদ্ধ করিবেই না। বাহার পিতা পিতামহ প্রাপিতামহ এই তিন জনের মধ্যে পিতা মৃত, সে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া প্রপিতামহের উর্দ্ধতন হই পুরুষকে পিণ্ড দিবে। বাহার পিতা এবং পিতামহ মৃত সে, ঐ দুই জনকে পিণ্ড দিয়া পিতামহের পিতামহকে পিণ্ড দিবে। বাহার পিতামহ মৃত, সে পিতা, মহকে পিণ্ড দিয়া প্রপিতামহের উর্দ্ধতন হই জনকে পিণ্ড দিবে। বাহার পিতা এবং প্রপিতামহ মৃত সে পিতাকে পিণ্ড দিয়া পিতামহের উর্দ্ধ-তন দুইজনকে পিণ্ড দিবে ; বিচক্ষণ ব্যক্তি যথা শাস্ত্র মন্ত্রের উহ করিয়া মাতামহ প্রভৃতিরও এইরূপ শ্রাদ্ধ করিবে। এতদ্বিম ভাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ মন্ত্র বর্জিত অর্থাৎ প্রকৃত্যুহ যোগ্য মন্ত্র বর্জিত করিয়া করিবে।*

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

*মমুকার্ণের তাব অম্লক কার্য্য হইবে, এইরূপ বিধি থাকিলে প্রথমোক্ত কার্ণের কোন কোন লিঙ্গ বিতজ্ঞ পর বা মন্ত্র যদি শেবোক্ত কার্ণের সহিত না মিলে, তবে সেই হলে পরিবর্তন করিয়া বাহাতে মিলে, তাহা

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

অমাবস্তা সকল, তিন অষ্টকা, তিন অষ-
ষ্টকা, মারীপূর্ণিমা, ভাদ্রীপূর্ণিমার পরবর্তী
মধ্যায়ুক্ত কৃষ্ণ ত্রয়োদশী, ব্রীহিপাককাল ও
ষষপাক কাল—শ্রাদ্ধের এই সকল কাল নিত্য,
ইহা প্রজ্ঞাপতি বলেন, এই সকল কালে শ্রাদ্ধ
না করিলে নরকগামী হয়।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূর্য্য সংক্রমণ, বিবসুব্দয়, বিশেষতঃ অয়ন-
দয় অর্থাৎ সংক্রান্তি, তাহার মধ্যে বৈশাখ
মাসের ও কার্তিক মাসের বিবুস সংক্রান্তি, আর
শ্রাবণ ও মাঘ মাসের অয়নসংক্রান্তি ব্যতী-
পাত জন্ম নকর এবং গর্ভাধান প্রভৃতি বুদ্ধি-
কার্য্য, শ্রাদ্ধের এই সকল কাল কাম্য, প্রজ্ঞা-
পতি এই কথা বলিয়াছেন। এই সকল কালে যে
শ্রাদ্ধ কৃত হয়, তাহা অনন্ত ফলজনক হইয়া
থাকে, বিচক্ষণ গণ সদ্ধা ও রাত্রি কালে শ্রাদ্ধ
করিবে না। কিন্তু যদি গ্রহণ হয়, তাহা হইলে
তৎকালেও কবিত্তে পারিবে, গ্রহণ সময়ে কৃত
শ্রাদ্ধ, বিশেষ ফলজনক; সর্সকামপ্রদ হইয়া
চন্দ্রতারকাহিতিকাল পর্য্যন্ত পিতৃগণের তৃপ্তি
সাধন করে।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

রবিবসবে শ্রাদ্ধ করিলে সর্সকা আরোগ্য-
লাভ কবে; সোমবারে সৌভাগ্য, মঙ্গলবারে
যুদ্ধজয়; বুধবারে সর্সকাম, বৃহস্পতিবারে
করিবে। এই পরিবর্তনের নাম উহ, পদ বা মন্ত্রের উহকে
প্রকৃত্যুহ বনে। মাতাঘনাদি শ্রাদ্ধে প্রকৃত্যুহ করিতে
পারিবে। যথা পিতৃ প্রকৃত্যুহ শ্রাদ্ধে শুক্লভাং পিতরঃ
ইত্যাদি মন্ত্র আছে মাতাঘনাদি শ্রাদ্ধে শুক্লভাং মাতা-
ঘনাঃ ইত্যাদি রূপে পদ পরিবর্তন করিতে পারিবে
কিন্তু ভাতা প্রকৃত্যুহ শ্রাদ্ধে এ সকল প্রকৃত্যুহ যোগ্য
মন্ত্র ত্যাগ করিবে; লিঙ্গাদির উহ যোগ্য মন্ত্র ত্যাগ
করিবে না।

অভীষ্টবিদ্যা; শুক্রবারে ধন ও শনিবারে আয়ুঃ
লাভ করে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গ
প্রাপ্ত হয়। রেহিণীতে অপত্য; সৌম্যে
অর্থাৎ মৃগরাশিতে ত্র্যম্বকেজ; রৌদ্রে
অর্থাৎ আর্দ্রাতে কপ্তসিদ্ধি; পুনর্কর্ম্মতে
ভূমি; পুষ্যা পুষ্টি; সর্পে অর্থাৎ অশ্লেষাতে
সম্পত্তি; ঈশ্বরে অর্থাৎ মঘাতে সর্সকাম;
ভগে অর্থাৎ পূর্ষফাল্গুনীতে সৌভাগ্য; আর্ঘ্য-
মনে অর্থাৎ উত্তর ফাল্গুনীতে ধন; হস্তা-
নক্ষত্রে জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠতা; জ্যেষ্ঠে অর্থাৎ চিত্রাতে
রূপবান্ পুত্রগণ; স্বাত্তিতে বাণিজ্য সিদ্ধি;
বিশখাতে স্তবর্ণ; মৈত্রে অর্থাৎ অনু-
রাধাতে বহুগণ; শার্দ্রে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠাতে
রাজ্য; মূলানক্ষত্রে কৃষিফল; আপ্যে অর্থাৎ
পূর্ষাষাঢ়াতে সমুদ্রগানজনিত ধনাগম; বৈশা-
খে অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়াতে সর্সকাম; অভি-
জিৎভাগে শ্রেষ্ঠতা; শ্রবণানক্ষত্রে সর্সকাম;
বাসবে অর্থাৎ ধনিষ্ঠাতে সর্সকাম; বারুণ
অর্থাৎ শতভিষাতে আরোগ্য; আজে অর্থাৎ
পূর্ষভাদ্রপদে কুপ্য দ্রব্য; আহির্ভগ্নে অর্থাৎ
উত্তরভাদ্রপদে গৃহ; পৌষে অর্থাৎ রেবতীতে
গাভী; অশ্বিনীতে অশ্ব এবং যাম্যে অর্থাৎ ভর-
ণীতে শ্রাদ্ধ করিলে আয়ুঃ লাভ হয়। প্রতিপদে
শ্রাদ্ধ করিলে গৃহ; এবং স্করণ ভাগ্য, দ্বিতীয়াতে
ইষ্টপ্রদ কন্যা; তৃতীয়াতে সর্সকাম; চতুর্থীতে
পুত্রগণ; পঞ্চমীতে সম্পত্তি; এবং স্করণ পুত্র-
গণ; ষষ্ঠীতে দূতজয়; সপ্তমীতে কৃষিফল;
অষ্টমীতে বাণিজ্য লাভ; নবমীতে পুত্রগণ;
দশমীতে অশ্বগণ; একাদশীতে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন
পুত্রগণ; দ্বাদশীতে আয়ুঃ, ধন, রাজ্যজয়,
ও স্তবর্ণ রোপ্য। ত্রয়োদশীতে সৌভাগ্য;
আর পঞ্চদশীতে অর্থৎ পূর্ণিমা বা আমা-
বস্তাতে সর্সকাম লাভ হয়; শতহত-
নিগের শ্রাদ্ধকাণ্ডে চতুর্দশী—প্রশস্ত অর্থাৎ
চতুর্দশীতে অশ্বের শ্রাদ্ধ করা নিষেধ; শতহত-
নিগের শ্রাদ্ধ চতুর্দশীতে কর্তব্য। দুইটী পিতৃ
নীতাগাথাও আছে। বর্ষাকালে কৃষ্ণপক্ষীয়
ত্রয়োদশীতে কুঞ্জর ছায়াযোগে * এবং সমস্ত

* মঘা ত্রয়োদশী দিনে হস্তা নক্ষত্রে সূর্য্য থাকিলে
কুঞ্জর ছায়াযোগ হয়।

কার্তিক মাস, যে ব্যক্তি অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করে
তাদৃশ নরোত্তম যেন আমাদিগের কুলে
উৎপন্ন হয় ।

অষ্টমস্তুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একোনানীতিতম অধ্যায় ।

রাত্রিকালে—আহুত জল দ্বারা শ্রাদ্ধ
করিবে না । কুশাভাব হইলে কুশহানে কাশ
বা দূর্ধা প্রদান করিবে । বস্ত্রাভাবে
বস্ত্রের জন্ত কার্পাস সূত্র দিবে । যদ্যপি দীপা
আহুত বস্ত্রসমুৎ হইবে, তথাপি তাহা প্রদান
করিবে না । উগ্রগন্ধ গন্ধহীন কণ্টকযুক্ত
বৃক্ষসমুৎ এবং রক্তবর্ণ এই সকল পুষ্প পরি
ত্যাগ্য । শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধি পুষ্প কণ্টক
সম্পন্ন বৃক্ষসমুৎ হইলেও এবং পদ্ম রক্তবর্ণ
হইলেও তাহা দিবে, বনা এবং মেদ দীপার্থে
দিবে না, ঘৃত বা তৈল দিবে, জীবজাত
অর্থাৎ নখশৃঙ্গাদি ধূপার্থে—দিবে না,
মধু ঘৃতাক্ত গুগ্গুলু দিবে, চন্দন কুঙ্কুম,
কপূর, অম্বুজ এবং পদ্মকাষ্ঠ অহুলেপনার্থে
দিবে । প্রত্যক্ষ লবণ (কৃত্রিম লবণ) দিবে
না, হস্তে করিয়া ঘৃতবাজ্রনাদি দিবে না ।
তৈজস পাত্র, শিষ্যবতঃ রজঃ তম পাত্র
দিবে, খজা অর্থাৎ গণ্ডারশৃঙ্গপাত্র, কুতপ,
কৃষ্ণাজিন, তিন গোর সর্বপ, আতপতগুল
রাজতপাত্রাদি পবিত্র এবং রক্ষাঃ বক্ষ্য-
মাণ বস্ত্র সকল স্থাপন করিবে—পিপ্ললী,
মুচুলক, ভূতুণ, শিগ্রু, সর্বপ, সুরমা, সর্জক,
স্ববর্জল, কুম্ভাণ্ড, অলাবু, বার্তাহু, পালকা,
উপোদকী, তণ্ডুলীয়ক, কুল্লন্ত, পিণ্ডালুক,
মহিবীহুক, রাজমাণ, ময়ূর, পখ্যাবিতভক্ষ্য
এবং কৃত্রিম লবণ দিবে না, শ্রাদ্ধকালে
ক্রোধ করিবে না, অশ্রুপাত করিবে না । ভরা
করিবে না, ব্রতাদিদানে তৈজসপাত্র, খজা
পাত্র এবং ক্ষতপাত্র প্রদত্ত, এ বিষয়ে স্নোক্ত
আছে ।

† ইষদ্বোত, মৃতন; শুক্লবর্ণ দশাবুক এবং অপরি-
ষ্টিত পূর্ণ বস্ত্রের নাম আহুত বস্ত্র ।

স্ববর্ণপাত্র, রজতপাত্র, খজাপাত্র, তাম্র-
পাত্র অথবা ক্ষতপাত্র প্রদত্ত দ্রব্য অক্ষয়প্রাপ্ত
হয় ।

একোনানীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অশীতিতম অধ্যায় ।

একবার দত্ত তিল, ত্রীহি, যব, মাষ
ফল, শ্রামাক, প্রিয়ঙ্গু, নীবার, ছুষ্ণ,
জল, মূল এবং গোধূম দ্বারা পিতৃ-
গণ একমাসকাল প্রীতিলাভ করেন, মংস্ত্র-
মাংস দ্বারা ছই মাস, হরিণমাংস দ্বারা তিন
মাস, মেঘমাংস দ্বারা চার মাস, পক্ষীমাংস
দ্বারা ছয় মাস, রুকমাংস দ্বারা সাত মাস, পৃথং
মাংস দ্বারা আট মাস, গবয় মাংস দ্বারা নয়
মাস, মহিষ মাংস দ্বারা, কুর্য়মাংস দ্বারা একা-
দশ মাস, গব্যছক বা তদ্বিকার অর্থাৎ দধি
প্রভৃতি দ্বারা এক বৎসর প্রীতি ভোগ
করেন । এ বিষয় পিতৃগীত গাথা আছে—কাল-
সাক, মহাসক, মংস্ত্র, বান্দুগীস ছাগের মাংস
এবং শৃঙ্গহীন গণ্ডার ইহাদিগকে নিত্য
ভোজন করিয়া থাকি ।*

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একাশীতিতম অধ্যায় ।

অন্ন আসনে রাখিবে না, পদ দ্বারা
স্পর্শ করিবে না; অবকৃত করিবে না,—
তিল অথবা সর্বপদ্বারা রাক্ষসদিগকে দূর
করিবে, সংবৃত স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে না, শ্রাদ্ধ-
কালে রজস্বলাকে দর্শন করিবে না, কুকুর
বিড়্‌বরাহ ও গ্রাম্য কুকুটকে দর্শন করিবে
না, যত্নপূর্বক ছাগলকে শ্রাদ্ধ দেখাইবে,
ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বী হইয়া আহার করিবে,
বেষ্টিত মন্তক হইয়া, পাছকা পরিয়া ও পীঠো-
পরি পাদতল রাখিয়া আহার করিবে না ।
হীনাক এবং অধিকার ব্যক্তিগণ, শূদ্র এবং
পতিভেদাও শ্রাদ্ধ দর্শন করিবে না । তৎ-
কালে ব্রাহ্মণ নিক্কুক বা পাত্রীয় ব্রাহ্মণ-
গণের অহুমতিক্রমে অন্ন ভিক্ষুককে ভোজন
করাইতে পারিবে । ভোক্তা ব্রাহ্মণগণ দাতা

কৰ্ত্ত্বক জিজ্ঞাসিত হইয়াও ভোজ্যভব্যের গুণ কীৰ্ত্তন করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত মৌনাবলম্বী হইয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য ভব্যের গুণকীৰ্ত্তিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণ ভোজন করিতে থাকেন। সৰ্ব্বপ্রকার অন্নাদি মিলিত করিয়া এবং জলসিক্ত করিয়া কৃতাহার ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখ-ভূমিস্থিতকুশোপরি নিক্ষেপ করত ত্যাগ করিবে। সংস্কারানর্হ অর্থাৎ উনবিবার্ষিকাদি মৃত বালকদিগের এবং দোষ দর্শন না করিয়া যাহারা কুলজ্ঞী পরিত্যাগ করে তাহাদিগের প্রাপ্য ভাগ পাত্রস্থ উচ্ছিষ্ট ও কুশোপরি যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ; তাহা। আর শ্রাদ্ধকাৰ্য্যে যাহা ভূমিগত উচ্ছিষ্ট, তাহা অনলস এবং অকুটিগ দাস বর্গের প্রাপ্য ভাগ—ইহা ঋষিগণ বলিয়া থাকেন

একাদশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশীতিতম অধ্যায় ।

দৈবকাৰ্য্যে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে না, কিন্তু পিতৃকাৰ্য্যে যত্নপূৰ্ব্বক পরীক্ষা করিবে। হীনান্ন, অধিকান্ন, অসুচিত কৰ্ম্মকারী, বৈড়াল-ব্রতী বৃথা চিহ্নধারী অর্থাৎ যে ভণ্ডব্রহ্মচারী ইত্যাদি, নক্ষত্রাজীবী দেবল চিকিৎসক, অপরিণীতা-পুত্র, তৎপুত্র, বহুযজ্ঞী, গ্রামযাজী শূদ্রযাজী, অযাজ্যযাজী, ব্রাত্য, ব্রাত্যযাজী পৰ্ব্বকার, হৃৎক, ভূতকাধ্যাপক, ভূতকাধ্যাপিত নিরন্তর শূদ্রান্ন পুষ্ট, পতিত সংসর্গী, অনধী-রান্ন (অর্থাৎ বেদানধ্যায়ী) সন্ধ্যোপাসন ভ্রষ্ট, রাজ সেবক, দিগম্বর পিতার সহিত বিবাদ-মান পিতৃত্যাগী মাতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী অগ্নি-ত্যাগী এবং স্বাধ্যায়ত্যাগী ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ইহারা ব্রাহ্মণাধম এবং পণ্ডিত দুষক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রাদ্ধকাৰ্য্যে যত্নপূৰ্ব্বক ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

দ্বাদশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

অথ পণ্ডিত্যপান। ত্রিকণাচিকৈত, পঞ্চাশি জ্যোষ্ঠসামগ, বেদপারগ, একবেদেরও পারগামী, পুরাণ-ইতিহাস-ব্যাকরণ-পারগ এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রেও পারগ তীর্থপুত যজ্ঞপুত তপঃপুত, সত্যপুত, মন্ত্রপুত, গায়ত্রীজপনিরত ব্রাহ্ম-দেয়াশ্রমস্তান অর্থাৎ ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতার সন্তান ত্রিষ্পর্ণ জামাতা এবং দৌহিত্র ইহারা পাত্র, বিশেষতঃ যোগিগণ এ বিষয়ে পিতৃপুত একটা গাথা আছে। যদ্যপি আমরা তৃপ্ত, হই, এইরূপ যোগী ব্রাহ্মণকে দে যত্নপূৰ্ব্বক শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে যেন সেই ব্যক্তি আমাদের বংশে উৎপন্ন হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশীতিতম অধ্যায় ।

স্নেহ ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে না। স্নেহ দেশে গমন করিলেও শ্রাদ্ধ করিবে না। পরকীয় জলাশয়ে জলপান করিলে জলাশয় স্বামীর সমতা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ পানকর্ত্তা যদি ব্রাহ্মণ আর জলাশয় স্বামী ক্ষত্রিয় হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সদৃশ হইয়া যাইবে ইত্যাদি। যে দেশে চতুর্কর্ণ-ব্যবস্থা নাই, তাহাকে স্নেহ দেশ বলিয়া জানিবে, তদতিরিক্ত দেশ আৰ্য্যাবর্ত্ত।

চতুর্দশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

পুষ্করে কৃত শ্রাদ্ধ, জপ, হোম এবং তপস্য। অক্ষয়-ফল-জনক হয়। পুষ্করে স্নান মাত্র করিলে সকল পাপ হইতে পুত হয়; গয়াশীর্ষ অক্ষয় বট অমরকণ্টকপৰ্ব্বত, বরাহ-পৰ্ব্বত, নন্দীদাতারের যে কোন স্থান, যমুনাতীর, বিশেষতঃ গঙ্গা, কুশাবর্ত্ত, বিন্দুক, নীলপৰ্ব্বত, কনকল, কুজাশ্র, ভৃগুভূদ্র, কেদার, মহালয়, নড়ন্তিকা, স্নগন্ধা, শাকন্তরী, কল্কতীর্থ, মহাগঙ্গা, ত্রিহলিকাশ্রম, কুমার, ধারা, প্রভাস, বিশেষতঃ সরস্বতীর যে কোন স্থান, গঙ্গাধার, অন্নাপ, গঙ্গাসাগর-সদৃশ, সকল সময়ে নৈমিষারণ্য, বিশেষতঃ বারাণসী

অগস্ত্যাশ্রম কণাশ্রম কৌশিকী সরযুতীর
শোণনদ ও জ্যোতিষানদীর সঙ্গমস্থল শ্রী-
পৰ্বত, কালোদক উত্তরমানস বড়রা মতঙ্গবাণী
সপ্তার্ঘ্য বিষ্ণুপদ স্বৰ্গমার্গপদ গোদাবরী
গোমতী বেজবতী বিপাশা বিতস্তা শতদ্রুতীর
চন্দ্রভাগা ঈরাবতী সিদ্ধুতীর দক্ষিণপঞ্চনদ
ঐন্দ্র ইত্যাদি অন্যতীর্থ প্রধান প্রধান
নদীসকল, স্বভাব অর্থাৎ শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম-
স্থান পুলিন প্রস্রবণ পর্বত নিকুঞ্জ বন উপবন
গোময়োগলিপ্ত স্থান এবং মনোজ্ঞ অর্থাৎ তুলসী
চতুর্দাশি এই সকল স্থানে উভয়রূপ হয় অর্থাৎ
শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহার অক্ষয়ফল হয়।
এবিষয়ে কতকগুলি পিতৃপুত্র গাথা আছে।
যে বহুতোয়া বিশেষতঃ শীতলা নদীতে আমা-
দিগকে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, সেই প্রাণী
যেন আমাদিগের বংশে উৎপন্ন হয়। যে,
সমাহিত হইয়া গয়ানীর্ঘে বা অক্ষয় বটে আমা-
দিগের শ্রাদ্ধ করিবে, সেই নরোত্তম যেন
আমাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে, বহুপুত্র
প্রার্থনা করা উচিত, যদি তাহার মধ্যে এক
জনও গয়া গমন কবে বা অশ্বমেধ যাগ করে;
অথবা নীল বুধ উৎসব করে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

অথ রঘোৎসর্গ। কার্তিকী পূর্ণিমা বা
আশ্বিনমাসের ষষ্ঠ পূর্ণিমাতে রঘোৎসর্গ হয়।
তাহাতে প্রথমেই বুধ পরীক্ষা করিবে, (যেন
বৃষটী) জীবদংসা ও দুগ্ধবতী গাভীর পুত্র,
সর্বলক্ষণস্বিত, নীল-লোচিত বর্ণ গুরু-মুখ,
গুরু-পুচ্ছ, গুরু-শ্রু ও গুরু শৃঙ্গ * এবং যুথশ্রেষ্ঠ
হয়। অনন্তর গোষ্ঠে স্তম্ভজলিত অগ্নি
পরিস্তরণপূর্বক দুগ্ধ দ্বারা পৌষ চক্র
অর্থাৎ যাহার দেবতা সূর্য—এইরূপ চক্র
পাক করিয়া “পুষা গা অবেষতু” ইত্যাদি মন্ত্র
দ্বারা হোম করিলে পর লোহকার, বুধের এক

* কেহ কেহ বলেন, নীল অর্থাৎ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, কিংবা
বজ্রবর্ণ অথচ গুরু মুখ ইত্যাদি—এই বর্ণ। ইহা কিন্তু
বৃন্দবনস্থত শঙ্খচর্চাদির অন্তর্গত নহে।

পার্শ্বে চক্র ও অপর পার্শ্বে ত্রিশূল দ্বারা
অঙ্কন করিবে (দাগ দিবে)। অঙ্কিত বুধকে
“হিরণ্য বর্ণা” ইত্যাদি চার ও “শরোদেবী”
ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবে, স্নাত এবং
অলঙ্কৃত সেই বুধকে স্নাত অলঙ্কৃত চারটী বৎস-
তরীর সহিত আনয়ন করিয়া রুদ্রাধ্যায়,
পুরুষসূক্ত ও কুম্ভাণ্ড মন্ত্র জপ করিবে। বুধের
দক্ষিণকর্ণে “পিতা বৎস” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ
করিবে; এবং “বৃষোহি ভগবান্ ধর্মশচতুষ্পাদ
প্রকীর্তিতঃ। বুধোহি তমহং ভক্ত্যা সমে রক্ষতু”
সর্বতঃ।” অর্থাৎ বুধ সাক্ষাৎ ভগবান্ চতু-
ষ্পাদধর্ম বলিয়া কীর্তিত, তাঁহাকে ভক্তি-
পূর্বক বরণ করি; তিনি আমাকে সকল
বিষয়ে রক্ষা করুন। আর “এনং বুধানং
পতিং বোদদাম্যেনেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ।
মাধাস্বহি প্রজয়া মাতনুভিমারধাম দ্বিষতে
সোম রাজন্” ইহাও পাঠ করিবে। ঈশান
কোণে বুধকে বৎসতরী-যুক্ত করিবে, হোতাকে
এক বোড় বস্ত্র স্বর্ণ ও কাংস্ত প্রদান করিবে;
লোহকারকে মনোমত বেতন ও বহুদ্রুত
ভোজন প্রদান করিবে, আর এ কার্যে কতক-
গুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। উৎসৃষ্ট বুধত
যে জলাশয়ে জলপান করে, সেই জলাশয়ে সমস্ত
পিতৃগণের তৃপ্তিজনক হয়। দর্পিত হইয়া শৃঙ্গ
দ্বারা যে কোন স্থানের ভূমি খুঁড়িলে তাহা
প্রচুর অন্ন পানরূপে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন
করে।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশাখীপূর্ণিমাতে, কৃষ্ণদার মৃগচন্দ্র,
স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যশুর ও মুক্তালাঙ্গুল ভূষিত
করিয়া মেঘলোমসমুত বস্ত্রে প্রসারিত করিবে;
তৎপরে তাহা তিল দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।
তাহার নাভিতে স্বর্ণ দিবে। আহত বস্ত্র
যুগল দ্বারা আচ্ছাদন করিবে; সকল প্রকার
গন্ধ ও রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। যথাক্রমে
ক্ষীর দধি ঘৃত ও মধুপূর্ণ চারটী
ভৈরবপাত্র চারিদিকে রাখিয়া বস্ত্রযুগল

স্বামী আহিতাগ্নি অঙ্কুরত ব্রাহ্মণকে ঐ কৃষ্ণাজিন প্রদান করিবে। এবিষয়ে কতকগুলি ক্রাণ আছে। যে ব্যক্তি সপ্তম শৃঙ্গযুক্ত কৃষ্ণাজিন তিল ও বজ্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সর্করত্নালঙ্কৃত করিয়া দান করে; সমুদ্রওহা সপর্কত বন-কানন; চতুঃসমুদ্র-বলয়িতা পৃথিবী দানে যে ফল, তাহার সেই ফল হয়, ইহাতে সংশয় নাই। কৃষ্ণাজিনে তিল, স্রবর্ণ মণ্ড এবং স্নাত করিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দেয় সে সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

প্রায়শ্চিন্তা অর্থাৎ অর্জুনঃস্মৃত-বৎসা) গাভী পৃথিবী হয়। সেই গাভীকে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে একটা গাথা আছে। শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত হইয়া উভয়তোমুখী গো দান করিলে সর্বত্র গাভাতে ষত রোম থাকে, ততযুগ স্বর্গবাস করে।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবতিতম অধ্যায় ।

কার্ত্তিক মাসের অধিদেবতা অগ্নি; অগ্নি আবার সকল দেবতার মুখ; অতএব সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাস বহিঃ দান-রত গায়ত্রী জপ-তৎপর একবার মাত্র হবিষ্যাসী হইয়া থাকিলে সন্ধ্যা-সংস্কৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

সমস্ত কার্ত্তিকমাসে নিত্যস্বামী জিতেন্দ্রিয় গায়ত্রীজপের হবিষ্যাসী ও দানশীল হইলে অকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

একোনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

অগ্রহায়ণ মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাতে একগ্রন্থ চূর্ণিত লবণ স্রবর্ণলাভ করিয়া ত্রিঅর্থাৎ ত্রয়ভাগে স্রবর্ণযুক্ত করিয়া

চন্দ্রোদয়কালে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, এই কর্ম্ম দ্বারা রূপবান্ এবং সৌভাগ্যবান্ হয়; পৌষী পূর্ণিমা যদি পুষ্যাদিনক্ষত্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্বিনে গৌরস্রবণ বন্ধ অর্থাৎ স্নেহস্রবণে ঐশ্বর্য দ্বারা উদ্বর্তিত শরীর অর্থাৎ নিশ্চলীকৃত দেহ গব্যাস্ততপূর্ণ কুন্ত দ্বারা অভিষিক্ত এবং সর্কৌষধি সর্কগন্ধ ও সর্কবীজ দ্বারা স্নাত হইয়া স্নাত দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের মন কাটবে। অনন্তর গন্ধপুষ্প দ্বারা দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্ৰ, ঐক্ষমন্ত্ৰ এবং বার্হস্পত্য মন্ত্ৰ এবং ষিষ্টকৃত মন্ত্ৰ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে; তৎপরে স্রবর্ণ সহিত স্নাত দিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সন্তোষাচীন করিয়া লইবে। ততকালে একঘোড় বজ্র দান করিবে। এই কর্ম্ম দ্বারা পুষ্টিলাভ হয়, মাঘীপূর্ণিমা যদি মঘা নক্ষত্রযুক্ত হয়; তাহা হইলে তদ্বিনে তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পুত্র হয়, ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমা উত্তরকৃত্তী নক্ষত্রযুক্ত হইলে তদ্বিনে অসংস্কৃত ও স্বাতীর্ণ শয্যা ব্রাহ্মণকে দান করিলে, রূপবতী ধনবতী এবং মনোজ্ঞা ভাৰ্গ্যা লাভ হয়; স্বীলোক ঐক্লপ করিলে ঐক্লপ স্বামী প্রাপ্ত হয়। চৈত্র পূর্ণিমা চিত্তা-নক্ষত্র যুক্ত হইলে তদ্বিনে চিত্রবস্ত্র প্রদান করিলে নৌভাগ্য লাভ হয়। মৈশ্বরী পূর্ণিমা বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত হইলে তদ্বিনে সাতজন ব্রাহ্মণকে ক্ষৌদ্র মণ্ড যুক্ত তিল দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মরাজকে প্রীত করিলে পাপ মুক্ত হয়, জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠানক্ষত্র যুক্ত হইলে তদ্বিনে ছত্র পাছকা প্রদান করিলে গো সম্পত্তিশালী হয়; উত্তরষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে সাত বজ্রগাছাদিত জল ধেনু দান করিলে স্বর্গলাভ হয়; উত্তর-ভাদ্রপদ-নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রা পূর্ণিমাতে গোদান করিলে সর্কপাপ মুক্ত হয়; আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে চন্দ্র অগ্নিনী নক্ষত্র স্থিত হইলে স্রবর্ণযুক্ত স্নাতপূর্ণ পাত্র ব্রাহ্মণকে দিলে দীপ্তাগ্নি হয়; কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা বহি কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত হয়; তাহা হইলে তদ্বিনে চন্দ্রোদয় সময়ে দীপমধ্যস্থানে ব্রাহ্মণকে সর্কশস্য গন্ধ রত্নযুক্ত গুরুবর্ণ বা অল্প বর্ণ বৃষ দান করিলে তাহার কান্তার ভয় থাকে না। উপবাসী থাকিয়া বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ার

অক্ষত দ্বারা বাহুদেব পূজা, অক্ষত গোমূত্র এবং অক্ষত দান করিলে মহাপাপমুক্ত হয় । এবং সে দিনে যাহা দান, করিবে, তাহাই অক্ষয় হইবে । উপবাসী থাকিয়া পৌষী পূর্ণিমার পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে তিল দ্বারা স্নান, তিলোদক দান, তিল দ্বারা বাহুদেব পূজা, তিলহোম এবং তিল ভোজন করিলে সৰ্বপাপ মুক্ত হয় ; মাঘী পূর্ণিমার পর-বর্তী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র পাইলে উপবাসী থাকিয়া তাহাতে বাহুদেবের অগ্রভাগে মহাবল্লভি দ্বারা দীপ দান করিবে ; অষ্টোত্তর শত পল পরিমিত ঘৃত দিয়া মূহা রজন-রক্ত একখানি সম্পূর্ণ বস্ত্র দ্বারা একটি দীপ দক্ষিণ পাশ্বে দিবে, আর অষ্টোত্তর শত পল পরিমিত তিল তৈল দিয়া সম্পূর্ণ একখানি শ্বেতবস্ত্র দ্বারা আর একটি দীপ বাম পাশ্বে দিবে ; এই করিয়া কৃতার্থ ব্যক্তি যে রাজ্যে যে দেশে যে বংশে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই সে উজ্জল হইয়া উঠে । সম্পূর্ণ আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ ঘৃত দান করিবে । তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রীতি করিলে রূপবান্ হয় । সেই মাসেই প্রত্যহ দুধ দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে রাজ্য-ভাগী হয় ; চন্দ্র রেবতী নক্ষত্রে গমন করিলে প্রতি মাসে রেবতী প্রীত্যর্থ মধুঘৃত গুদ পয়মান ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া রেবতীকে প্রীত করিলে রূপবান্ হয় ; মাঘ মাসে প্রত্যহ অগ্নিতে তিল হোম করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সঘৃত কুশাণ্ড ভোজন করাইলে দীপ্তাশ্বি হয়, সকল চতুর্দশীতে নদীজলে স্নান করিয়া ধর্ম্মরাজের পূজা করিলে সৰ্বপাপ মুক্ত হয় ।

যদি চন্দ্র-স্বর্গ্য-গ্রহ ভোগ্য বিপুল ভোগ ইচ্ছা কর, মাঘ ফাল্গুন দুই মাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবে ।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

এক-নবতিতম অধ্যায় ।

কুপকর্তার অর্ধেক পাপ কুপ হইতে জল নিঃসৃত হইলে বিনষ্ট হয় । ভড়াগ-কারী নিত্য

তৃপ্ত হইয়া বক্রগলোক ভোগ করে ; জলদাতা সর্বদা তৃপ্ত লাভ করে ; বৃক্ষগণ পরগণকে বৃক্ষরোপণকর্তার পুত্রস্বরূপ উপকারী হয় ; বৃক্ষদাতা বৃক্ষপুষ্প দ্বারা দেবগণকে ; ফল দ্বারা অতিথিগণকে ; ছায়া দ্বারা অভ্যাগত-দিগকে ; এবং বৃষ্টি সময়ে জনদ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করে । সেতুকারী স্বর্গলাভ করে ; দেবগৃহ-নিৰ্ম্মাণকারী যে দেবতার গৃহ করে সেই দেবতার লোকে গমন করে । আর তাহা সূখা-সিত্ত অর্থাৎ চূর্ণকাম করিলে তপস্বী হয় । পবিত্র করিলে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয় । পুষ্প দান করিলে স্ত্রীমান্ হয়, অনুলেপন প্রদানে কীর্ত্তিমান্ হয়, দীপ প্রদানে চক্ষুমান্ এবং সর্বত্র উজ্জল হয়, অন্ন প্রদানে বলবান্ হয়, পপ প্রদানে উদ্ভগমন করে ; দেবনিৰ্ম্মাণ্য পরিস্কার করিলে গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়, দেবগৃহ মার্জন, দেবগৃহোপলেকন, ব্রাহ্মণো-চ্ছিষ্ট মার্জন, ব্রাহ্মণ পাদপ্রক্ষালনাদি এবং ব্রাহ্মণের অন্নস্ব-অবস্থায় পরিচর্যা এই সকল কার্য্যও গোদানের সম-ফল । কুপ, উপবন, তড়াগ এবং দেবগৃহের পুনঃ সংস্কারকর্তা মৌলিক ফল অর্থাৎ নির্যাতার অনুরূপ, ফল লাভ করে ।

এক-নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিবিভক্ত অধ্যায় ।

অভয় দান,—সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তাহা প্রদান করিলে 'অভীষ্ট'লোকে গমন করে, ভূমি প্রদানেও ঐ ফল হয় । গোচন্দ্র-মাত্রা পৃথিবী দান করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে । গোদান করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় । দশ ধেনু দান করিলে সুরজি-লোক, শত ধেনু দান করিলে ব্রহ্মলোক এবং স্ববর্ণ-শুভ্র রোণা-খুর মুক্তালাস্কল কাংস্ত-কোড় এবং বস্ত্রোত্তরী ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুতে বসত রোম থাকিবে, তত্বর্ষ স্বর্গভোগ করিবে—বিশেষতঃ কশিাদান করিলে । ভারবহনক্ষম যিন্মীত বর্ষ দান করিলে দশ ধেনু দানের ফল পায় । অশ্বদাতা স্বর্গ-বাগলোক্য বস্ত্রদাতা চন্দ্রসালোক্য ; স্ববর্ণ দান করিলে

অগ্নি-সালোক্য পায়। রজত দান করিলে রূপ-
বান্ হয়; তৈজসপাত্র প্রদান করিলে সর্বাভীষ্ট
সিদ্ধির পাত্র হয়। স্নাত মধু বা তৈল দান
করিলে এবং ঔষধ দান করিলে অরোগী হয়।
লবণ দান করিলে শ্লাবণ্য, শ্রামাকাদি ধাতু
দান করিলে এবং শস্ত্র দান করিলে তৃপ্তি;
অন্ন দান করিলে সকল ইষ্ট; কুলখাদি ধাতু
দান করিলে সৌভাগ্য, অমুক্ত অপরায়ণ দ্রব্য
দান করিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। তিলদাতা বাঞ্ছিত
সম্ভান প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ দান করিলে
দীপ্তাগ্নি হয় এবং সমরে সকলের নিকট জয়-
লাভ করে; আসন প্রদান করিলে স্থান অর্থাৎ
রাজ্য; শয্যা দান করিলে ভার্য্যা; পাছুকা
দানে অশ্বতরী-যুক্ত রথ; ছত্রদানে স্বর্গ তাগ-
বস্ত বা চামর দানে কৰ্ম সুখ; এবং গৃহ দান
করিলে নগরাধিপত্য প্রাপ্ত হয়। লোকে যাহা
যাহা অতিশয় অভীষ্ট বস্তু এবং গৃহে যাহা
প্রিয় বস্তু আছে “ইহা আমার অক্ষয় হউক”
এইরূপ ইচ্ছা করিলে তত্তৎ বস্তু গুণবান্
ব্রাহ্মণকে দিবে।

ত্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্বিনবতিতম অধ্যায় ।

অব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, পরলোকে
তাহার সমান অর্থাৎ ঠিক তাহা প্রাপ্ত
হওয়া যায়; হীন ব্রাহ্মণের বিগুণ, উত্তম অধ্য-
ক্ষগম্পন্ন ব্রাহ্মণে সহস্র গুণ; এবং বেদপাঠী
ব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, পরলোকে
তাহার অনন্তগুণ পাওয়া যায়। আপনার
পুরোহিতই দানপাত্র; ভগিনী, কণ্ঠা এবং
জামাতাও দানপাত্র বটে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বৈড়াল-
ব্রতী ব্রাহ্মণকে এক বিলু জলও দিবে না,
পাশিষ্ঠ-বকব্রতীকেও না; এবং বিদ্বান্ উপ-
স্থিত থাকিতে বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও দিবে না।
ধর্ম্মধন্যজী, অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি বহুজনের সমক্ষে
ধর্ম্ম আচরণ করিয়া স্বতঃ পরতঃ তাহা প্রকাশ
করে সর্বদা পরধনাভিলাষী, কপট লোক,
বঞ্চক, হিংস্র এবং বিশ্বিন্দুক ব্যক্তিকে বৈড়াল-
ব্রতী বলিয়া জানিবে। আপনার বিনীতভাবে

নাশ করিয়া স্বার্থসাধনে উৎপন্ন কুটিল এবং
কপট-বিনয়ী বিজ্ঞ—বকব্রতী। জগতে যাহারা
বকব্রতী এবং যাহারা মার্জার লিঙ্গী অর্থাৎ
বিড়াল ব্রতী তাহারা সেই পাপফলে অন্ধ-
তমিস্র নরকে পতিত হয়। পাপ করিয়া
তাহার প্রায়শ্চিত্ত—পাপ গোপন পূর্বক ব্রত-
চর্য্যার দ্বারা স্ত্রী শূদ্রাদির ভ্রম জন্মাইয়া ধম্ম-
চ্ছল করিবে না। বেদাভিজ্ঞগণ ইহলোকে ও
পরলোকে ঈদৃশ ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিয়া
পাকেন। অথবা যাহা কপট অবলম্বনে অমুদ্রিত,
তাহা ব্রাহ্মস ভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ অলিঙ্গী
অর্থাৎ অব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে ব্যক্তি লিঙ্গী-
বেষ অর্থাৎ মেথলা অভিনাদি অবলম্বনে
জীবিকা নির্বাহ করে, সে ব্রহ্মচারী প্রভৃতির
পাপ হরণ করে এবং কুকুরাদি তিথ্যক
ঘোষিত উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থদান যশোলিপ্সু
হইয়া করিবে না, ভয়ক্রমে করিবে না, উপকারী
ব্যক্তিকে করিবে না, নৃত্যগীতশীল ব্যক্তিদিগ-
কেও করিবে না; ইহা নিশ্চয়।

ত্বিনবতিতম অধ্যায়।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

গৃহস্থ আপনার মাংসলোল এবং গুরু-
কেশ দেখিলে অথবা অপত্যের অপত্য
দেখিলে ভার্য্যাকে পুত্রাদিগের নিকট রাখিয়া
কিংবা তৎকর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া বনে গমন
করিবে। সেখানেও অগ্নির পরিচর্যা করিবে;
অফালকৃষ্ট ফলাদি দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্বাহ
করিবে। স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিবে না, ব্রহ্ম
চর্য্য রক্ষা করিবে, চর্য্য বা চীর বস্ত্র পরিধান
করিবে। জটা, শ্রাজ্জ, লোম ও নখ ধারণ
করিবে। তিন বার স্নান করিবে। কপোত-
বৃত্তি অর্থাৎ যথালক্ষ্যভোজী—সঞ্চয় হীন, মাস-
সঞ্চয়ী অথবা বৎসর-সঞ্চয়ী হইবে। যে বৎসর-
সঞ্চয়ী সে পূর্বসংকীর্ণ দ্রব্য আশ্বিনী পূর্ণিমাতে
দান করিয়া ফেলিবে।

বনে বাস করত পত্রপুট-একটী মাত্র পত্র,
পাণিতল অথবা শরবাদিধও করিয়া গ্রাম
হইতে আহার্যপূর্বক আট গ্রাস ভোজন
করিবে।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

বান প্রস্থ, তপস্যা দ্বারা শরীর শোধিত
করিবে; গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হইবে। বর্ষাকালে
জনাবৃত স্থানে শয়ন করিবে। হেমন্তকালে
দ্রাক্ষ বস্ত্রে থাকিবে, সকল সময়েই নক্ত-
ভাজী হইবে। পুষ্পাশী, ফলাশী, শাকাশী
পর্ণাশী মূলাশী হইবে অথবা এক এক পক্ষ
অন্তে একবার করিয়া যবান ভোজন করিয়া
থাকিবে; অথবা চান্দ্রায়ণ দ্বারাই দিনপাত
করিবে; অথবা অশ্বকুট বা দন্তোলুপনিক
হইবে, দেবজাতি মাহুশাদিজাতি সমুদয়াক্ষক
এই সমস্ত জাতির মূল—তপস্যা, মধ্য—তপস্যা
মস্ত—তপস্যা—এবং তপস্যাই হইকে ধারণ
করিয়া আছে। যাগ হুস্তর, যাহা হুলভ, যাহা
দ্রববর্তী এবং যাহা হুস্তর, তৎসমস্তই
তপস্যা-সাধ্য; যেহেতু তপস্যা হুলভ্যনীয়।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

মল্লবতিতম অধ্যায় ।

এই রূপে তিন আশ্রমে আশক্তি নিরুতি
হইলে, প্রাজাপত্য যাগ করিয়া সর্ববেধ-দক্ষিণা
অর্থাৎ সর্বস্ব দক্ষিণা দানপূর্বক প্রবক্ষ্যা-
শ্রমী হইবে। এই যাগাদির কথা যজুর্বেদীয়
উপাখ্যান গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। আপনাতে
অগ্নি আরোপিত কবিয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ
করিবে, সাত বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে
পারিবে, ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইবে না;
ভিক্ষকের নিকট ভিক্ষা করিবে না; লোকের
আহার হইয়া গেলে এবং উচ্ছিষ্ট পাত্রসকল
নিরাকৃত হইলে মুগ্ধর-পাত্র; দারুমর-পাত্র কিংবা
অলাবু পাত্রে ভিক্ষা করিবে, তাহার সেই সকল
পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। পূজাপূর্বক ভিক্ষা
দিতে আসিলে তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইবে।
অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিবে না; শূন্ত-স্থান-
বাদী বা বৃক্ষমূলবাসী হইবে। গ্রামে দ্বিতীয়
রাজি বাস করিবে না, কোণীন সাচ্ছাদন
বস্ত্রই বস্ত্র গ্রহণ করিবে। নৃষ্টি পুতপাদ ক্ষেপণ
করিবে; বস্ত্রপুত জল লইবে; সত্যপুত বাক্য
প্রয়োগ করিবে; মনঃপুত আচরণ করিবে। দ্বিগ

অথবা জীবন আকাজকা করিবে না। পরৌক্ত
অবমান-স্বচক বাক্য সহ্য করিবে, কাহাকেও
অবমাননা করিবে না, অগ্নীর্কামক হইবে না,
নমস্কার-শূন্য হইবে। যে এক বাহু কুঠার দ্বারা
ছেদন করে এবং যে অপর একবাহু চন্দন দ্বারা
লিপ্ত করে; তাহাদিগের হুই জনের অমঙ্গল
এবং মঙ্গল চিন্তা করিবে না। প্রাণারাম ধারণা
ও ধ্যানে তৎপর হইবে। সংসারের অনিত্যতা
শরীরের অন্তর্জিতা, জরা দ্বারা রূপ-বিপর্যয়,
শারীরিক ও মানসিক আগন্তুক ও স্বাভাবিক
ব্যাদিধারা উপতাপ, নিত্যাক্ষকারাবৃত গর্ভে
মূত্রপুত্রীষ মধ্য অবস্থিতি, তাহাতে শীতোষ্ণ
দুঃখামুভব, জন্ম দশায় ঘোনিসকট নির্গম হেতু
বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ, বায়ুকালে মৃত্যুতা,
গুরুজনের অধীন হইয়া থাকা, অধ্যয়নে
বহুক্লেশ, ঘোবনে বিষয় প্রাপ্তির জন্য বহু ক্লেশ,
অসং কার্য্য করিয়া বিষয় লাভ হইলে পর
তদীয় ভোগবশতঃ নরকগমন, অগ্নিরেব সংসর্গ,
প্রিয়গণের বিরহ, নরকে মহাদুঃখ, সংসার
সংসরণ ক্রমে লব্ধ তির্য্যগ্-বোনিতে মহাদুঃখ,
এই সকল আলোচনা করিবে। এইরূপ এই
সত্তত-যায়ী সংসারে কিছুই সুখ নাই।
দুঃখাপেক্ষা বাহা কিছু সুখ নামে আছে, তাহাও
অনিত্য; সেই অনিত্য সুখ-ভোগে আশক্তি বা
সুখের অলাভে মহাদুঃখ আলোচনা করিবে।
আবার বসি রুধির মাংস মেদ অস্থি মজ্জা এবং
গুক্রাস্মক সপ্তধাতুময় চর্ম্মাবৃত দুর্গন্ধ মলময়
সুখ শতসংবৃত হইলেও বিকার যুক্ত, প্রযত্ন
যত হইলেও বিনাশশীল, কাম ক্রোধ লোভ
মোহ মদ মাত্-সর্ঘ্যের আবাস ভূমি, পৃথিবী
জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতময়, অস্থি
শিরা ধমনী ও স্নায়ু রক্তবল ষট্‌ষট্‌ এবং ষট্‌-
ধিক ত্রিশত অস্থি দ্বারা ধার্য্যমাণ;—এই শরীরও
দেখিবে; সেই সকল অস্থির বিভাগ যথা—
সুস্থ দন্ত মূলাস্থির সহিত অর্ধাৎ দন্তাস্থি চতুঃষষ্টি
বিংশতি, পাণ্যপাদ স্থিত, পলাকা কৃতি
অঙ্গুলি মূলাস্থি বিংশতি, অঙ্গুলি পর্দাস্থি
যষ্টি, পার্শ্বস্থার হুই, গুলফ চার, অরস্থি-
বাহতে হুই, জঙ্গাধরে চার, জাহ্নু ও
কপোলে হুই হুই, অক্ষ তালু শ্রেণী এবং
শ্রোণীকলকে হুই হুই, ভগাস্থি এক, পৃষ্ঠাস্থি

পঞ্চদ্বারিংশং, ঐবাত্তে পঞ্চদশ অস্থি, জক্ৰ
অস্থি, এক হস্ত অস্থিও ঐ, হস্তমূলে দুই, ললাট
চক্ষু ও গণ্ডে দুই দুই, নাসাতে ঘন নামক
এক অস্থি, হালক এবং অর্ধদৈর্ঘ্যের সহিত
পার্শ্বাস্থি বিসপ্ততি, বক্ষঃস্থলে সপ্তদশ, শঙ্খক
দুই, এবং মাথার খুলি চারি অস্থি।
শরীরের সপ্তশত শিরা, নবশত স্নায়ু, দুইশত
ধমনী, পঞ্চশত পেশী, ক্ষুদ্র ধমনী ও তদীয়
প্রাশাধা একোনত্রিংশং লক্ষ নবশত বটপঞ্চা-
শং শ্বাস্র এবং কেশকূপ তিন লক্ষ একশত
সাত; মস্তিস্থান দুই শত; সন্ধিস্থান চতুঃশত
কোটি সপ্তষষ্টি লক্ষ রোম নাভি ওজ মলদ্বার
ওজ শোণিত শঙ্খক মস্তক কার্য এবং হৃদয়
ইহা। প্রাণায়তন; বাহ্যদয় জ্ঞানদয় মধ্য এবং
মস্তক এই ষড়ঙ্গ বস। মাংস স্নেহ ফুক্ষস
নাভি ক্রোম বক্ষঃপ্রীহা ক্ষুদ্রান্ত বৃক্কদয় বস্তি
বিষ্ঠাদার আমাশয় হৃদয় স্ত্রলান্ন গুহদ্বার
উদর নাভির অধঃস্থিত গুহ মণ্ডলদয় চক্ষুর
তারাদয় চক্ষু ও নাসিকার সন্ধিদয় কর্ণ সঙ্কুলী
দয় কর্ণদয় কর্ণপালীদয় গণ্ডদয় জরদয় শঙ্খক-
দয় দন্তাবেষ্টদয় ওষ্ঠাদয় জঘন, কূপকদয় বং-
ক্ষদয় বুগদয় শ্লেষ্মসংবাত, প্রবৃক বৃক্কদয়
তনুদয় উপজিহ্বা কটিপ্রাণদয় বাহ্যদয় জজ্বা-
দয় উরুদয় উরুহৃত মাংসপিণ্ড তালু উদর
বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের শিরোভাগদয় চিবুক
হস্তমূল ও কপোলের সন্ধিদয় এবং শরীরস্থিত
নিম্নদেশ—এই কুৎসিত দেহে এই কয়টি
স্থান; শব্দ স্পর্শ রস রূপ এবং গন্ধ—বিষয়;
নাসিকা চক্ষু ত্বক্ জিহ্বা এবং কর্ণ ইহা
জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত পাদ পাছ উপস্থ এবং জিহ্বা
অর্থাৎ বাক্যদয় ইহা কর্মেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি
আত্মা এবং প্রকৃতি ইজ্জিরাভীত, হে বসুধে!
এই শরীর—ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়, যিনি
ইহা অবগত আছেন ক্ষেত্রাভিজ্ঞগণ তাঁহাকে
“ক্ষেত্রজ্ঞ” বলিয়া থাকেন। হে ভাবিনি!
সকল ক্ষেত্রে আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে;
সুযুক্তগণের ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বিশেষরূপে
জাতব্য।

বসুধাভিত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

উত্তান চরণদ্বয় উরুরয়ে রাখিবে; দক্ষিণ
কর বামকরে রাখিবে নিশ্চল জিহ্বা তালু;
দেশে স্থাপন করিবে; দন্ত দ্বারা দন্তস্পর্শ
করিবে না; নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির
রাখিবে, কোন দিকে দৃষ্টি করিবে না, নির্ভর
এবং প্রশান্তচেতাঃ হইয়া চতুর্দিশশক্তি তত্ত্বের
অতীত নিত্য ইজ্জিরাভীত নিগুণ শব্দ স্পর্শ
রূপ রস গন্ধের অতীত সর্বজ্ঞ অতিস্থল
সর্বত্রগ নিরাকার সর্বতঃপরিপাদ অর্থাৎ
সকল স্থানেই বাহার হস্তপদ রহিয়াছে
সর্বতোহাঙ্গি শিরোমুখ অর্থাৎ সকল স্থানেই
বাহার চক্ষু মস্তক ও মুখ আছে সর্বতঃ সর্বে-
ন্দ্রিয় শক্তি অর্থাৎ সকল স্থানেই বাহার সর্বে-
ন্দ্রিয়ের শক্তি অপ্রতিহত পুরুষেরা তাঁহাকে
চিন্তা করিবে এইরূপ ধ্যান করিবে; এক বৎসর
ধ্যান নিরত হইয়া থাকিলে বোগের আকি-
র্ভাব হয়; যদি নিরাকার বস্ততে লক্ষ্যবদ্ধ করিতে
না পারে, তাহা হইলে পৃথিবী জল তেজ
বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অর্থাৎ অহঙ্কার
আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি অব্যক্ত এবং পুরুষ
ইহাদিগের মধ্যে পূর্ণ পূর্ণ ধ্যান করিয়া
তাহাতে লক্ষ্যলাভ করিবার পর তত্তৎ বস্তু
পরিত্যাগপূর্বক অপর অপর ধ্যান করিবে;
এইরূপে পুরুষ-ধ্যান আরম্ভ করিবে, ইহাতে
অসমর্থ হইলে অধোমুখ স্বীয় হৃৎপদ্মের মধ্যে
দীপবৎ অবস্থিত পুরুষের ধ্যান করিবে।
তাহাতে অসমর্থ হইলে কিরীটী কুণ্ডলধারী
অশ্বধারী শ্রীবৎসলাঙ্ঘিত বনমালা বিভূষিত
বক্ষঃস্থল দৌম্যরূপ চতুর্ভূজ শঙ্খ-চক্র-গদা-
পদ্মধারী এবং ধরণী-সেব্যমানপাদবৃগল ভগ-
বান্ বাহুদেবের ধ্যান করিবে; বাহার ধ্যান
করিবে মৃত্যুর পর তাহা প্রাপ্ত হয় ইহা ধ্যান
রহস্ত। অতএব সকল ক্ষর অর্থাৎ অনিত্য ও
বিকারী বস্তু ত্যাগ করিয়া অক্ষর অর্থাৎ
নিত্য ও অবিকৃত বস্তুরই ধ্যান করা উচিত।
পুরুষ ব্যতীত অক্ষর বস্তুও কিছু নাই। পুরুষ
প্রাপ্তি হইলেই মুক্ত হয়, যেহেতু মহাপ্রভু সকল
পুর অর্থাৎ পুত্রপ্রাণ বা লিঙ্গ শরীর অধিকার
করিয়া শরন অর্থাৎ অবস্থান করেন, সেই জন্ম

তত্ত্ববিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহাকে পুরুষ এই নামে অভিহিত করেন। যোগী প্রভৃৎ নিরাগস হইয়া প্রথম রাজি ও শেষ রাজিতে নিগুণ পঞ্চবিংশ অর্থাৎ চতুর্বিংশতি ভবের অনন্তগত সত্যরূপ এবং চক্ষুরাদির অগোচর বিষ্ণুরূপী পুরুষের ধ্যান করিবে এবং তাহা অর্থাৎ ব্রহ্ম—পুরুষ প্রকৃত্যাদি সর্বতত্ত্বের বহির্ভূত অনাসক্ত সর্বভূৎ নিগুণ অথচ ত্রিগুণকার্য্য জ্ঞান স্থখাদির সাক্ষীস্বরূপ ভূত সকলের বহির্ভাগে এবং অন্তরে স্থিত স্বাবর ও জঙ্গম স্বরূপ নিরাকারত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়, অতএব দূরস্থ অথচ তিনি নিকটেও আছেন। প্রকৃত রূপে বলিতে গেলে, ভূতের সহিত অবিভক্ত অথচ বিভক্তের মত স্থিত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান স্বরূপ সর্বসংহারক এবং সর্বোৎপাদক। তিনি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ আর অজ্ঞান নিরুত্তির পর প্রাপ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনিই জ্ঞান স্বরূপ ঘট পটাদি, জ্ঞেয়স্বরূপ জ্ঞানগম্য এবং সকলের হৃদয়मध्ये অবস্থিত। এইরূপ ক্ষেত্র যোগ এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কথিত হইল। আমার ভক্ত ইহা উত্তমরূপে বিদিত হইলে আমাকে পাইতে পারে।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় ।

ভগবান্ বিষ্ণু বহুমতীকে এই সমস্ত কথা বলিলে বহুমতী ভগবান্কে জামুদয় এবং মন্তক ও করদয় দ্বারা নমস্কার করিয়া অর্থাৎ উক্ত অঙ্গ সকল ভূতল লুপ্তি করিয়া অগ্নি পূর্বক বলিতে লাগিলেন;—ভগবন্! আকাশ শব্দরূপে, বায়ু চক্ররূপে, তেজ গদ্যরূপে, এবং জল পদ্মরূপে—এইরূপ মহাভূতচতুষ্টয় তোমার নিকটে সর্বদাই অবস্থিত করিতেছে; আমি এইরূপে ভগবানের পাদদ্বয় মধ্যবর্তিনী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। বহুমতী কর্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া ভগবান্ “তথাক্ত” বলিলেন। পৃথিবী পূর্ণমনোরথা হইয়া তাহাই করিলেন।

“তোমাকে নমস্কার হে দেবদেব। বায়ুদেব। আদিদেব। কামদেব। কামলাল। মহীপাল। অনাদিসম্যাক্ত! প্রজাপতি! মহাপ্রজাপতি!

উর্দ্ধস্পতি! বাচস্পতি! জগৎপতি! দিবস্পতি! বনস্পতি! পরস্পতি! পৃথিবীপতি! সলিলপতি! দিক্পতি! মহৎপতি! মরুৎপতি! লক্ষ্মীপতি! ব্রহ্মকপ! ব্রাহ্মগপ্রিয়! সর্বগ! অচিন্ত্য! জ্ঞানগম্য! পুরুহৃত! পুরুষ্ঠুত! ব্রহ্মণ্য! ব্রহ্মপ্রিয়! ব্রহ্মকারিক! মহাকারিক! মহাহৌজিক! চতুঃমহ! রাজিক! ভাস্বর! মহাভাস্বর! সপ্ত! মহানাগ! স্বব! তুষিত! মহাতুষিত! প্রতর্দন! পবিনিশ্চিত! অপরিনিশ্চিত! বশবর্তিন্! যজ্ঞ! মহাযজ্ঞ! যজ্ঞযোগ! যজ্ঞগম্য! যজ্ঞনিধন! অজিত! বৈকুণ্ঠ! অপার! পর! পুণ্য! লেখ্য! প্রজাধর! চিত্রশিখাণ্ডধর! যজ্ঞভাগধর! পুরোডাশধর! বিশ্বেশ্বর! বিশ্বধর! শুচিশ্রব! অচ্যুতার্চন! সূতাচি! খণ্ডপরশু! পদ্মনাভ! পদ্মধর! পদ্মধরাধর! হৃককেশ! এমশ্শ! মহাববাহ! ক্রুশি! অচ্যুত! অস্ত! পুরুষ! মহাপুরুষ! কপিল! সাংখ্যাচাচ্য! বিশ্বদেব! ধর্ম! ধর্মদ! ধর্ম্যঙ্গ! ধর্ম্যবহুপ্রদ! নরপ্রদ! বিষ্ণু! জিহ্বু! সর্ষি! কৃষ্ণ! পুণ্ডরীকাক! নারায়ণপারায়ণ! এবং জগৎপারায়ণ! তোমাকে বহুবার নমস্কার এই বলিয়া দেবদেবের স্তব করিলেন। পূর্ণমনোরথা বহুমতী পৃথিবী তখন এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়া দেবসমক্ষে বলিতে লাগিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবনবতিতম অধ্যায় ।

দেবদেব বিষ্ণুর পাদসংবাধনে নিযুক্তা তপত্ৰা-তেজস্বিনী তপ্তকাঞ্চন-চাক্ষুর্ণা লক্ষ্মীকে অবলোকন করিয়া, আনন্দিতা বহুমতী সেই দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে প্রহুন্ন-রক্তকমল-সুন্দর করতলে! সর্বশ্রেষ্ঠ! হে প্রহুন্ন-পদ্মনাভ-পাদসংবাহন-কারিণি! (প্রহুন্ন-পদ্মনাভ শব্দ—বিষ্ণু)। হে প্রহুন্ন-রক্ত-কমল-মধ্য সমান-বর্ণে! প্রহুন্ন রক্তকমল গৃহে সর্বদা তোমার বাস। হে ইন্দ্রীবরলোচনে! হে সুবর্ণবর্ণে! হে গুহ্যায়ুধধারিণি! হে রত্ন-বিভূষিতাঙ্গি! হে চন্দ্রাননে! হে হৃদয়সূদৃশ-দীপ্তিশালিনি! মহাপ্রভাবে! জগৎশ্রেষ্ঠে! তুমি নিজা, তুমিই জগতের প্রধান, তুমি

লক্ষী, তুমি ধৈর্য্য, তুমি শোভা, তুমি বিরতি
তুমি জয়া, তুমি কাঙ্ক্ষি, তুমি প্রভা, তুমি কীর্তি,
তুমি বিভূতি, তুমি সবস্তু, তুমি বাক্য এবং
তুমি পাণ্ডাশিকার শক্তি। স্বাধা তিতিক্ষা বহুধা
প্রতিষ্ঠা স্থিতি উত্তমদীক্ষা স্থনীতি বিশালখ্যাতি
অনন্তর্য্য স্বাধা মেধা এবং বুদ্ধি এ সকলই
তুমি, হে অসিঃশোচনে! যেমন এই দেব,
শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু সকলই ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া
অবস্থান করিতেছেন; তে বরদে! তজ্জপ তুমিও
অবস্থিত করিতেছ, জপি তথাপি আমি, বিভূ-
তিরূপণী তোমার বসতি জিজ্ঞাসা করিতেছি।
এই প্রকার উক্ত হইলে, দেববরের অগ্রভাগ-
স্থিতা লক্ষী তখন বহুধাচরিত্রিতে লাগিলেন;
হে হেমবর্ণে! আমি মনসদা সধুহৃদনের পার্শ্বে
অবস্থিতা আছি। এই মধুহৃদনের আক্রমণে
বাহ্যকে মনে স্বরণ করি, সজ্জনগণ তাহাকে
শ্রীমান্ বশে, যে আমার দ্বারা আপনাকে
স্মরণ করাইতে পালে, তাহাতেই আমি সর্বদা
অবস্থিতি বরিতেছি, হে লোকধাত্রি, তাহা
বিস্তারিতরূপে শ্রবণ কর।* সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-
রাজি-বিরাজিত নির্মল গগনমণ্ডল, ইন্দ্রাযুধ-
ভূমিত, বিজ্ঞানালোক, সমুজ্জল বর্ষণোন্মুখ
জলধর, নির্মল, স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন নির্মল বস্ত্র,
স্বাধা-ধবলিত প্রাস দবালা, মজ্জভূষিত দেবমন্দির,
সদাঃ প্রস্তুত বাস্ত, গোমগোপলিপ্ত স্থান, মন্ত
গজেন্দ্র প্রহৃষ্টমুখ, দর্পিত বুব এবং অধ্যয়নসম্পন্ন
ব্রাহ্মণ—হে ভূমি! এত সকলে আমি অবস্থিত
আছি। সিংহাসন আমলক বিহু ছত্র শঙ্খ পদ্ম
প্রদীপ হস্তাশন শানিত ধ্বজা এবং আদর্শ তলে
আমি অবস্থিত। জলপূর্ণ কুন্ত, সচামর সতালবৃত্ত
জলঙ্কৃত স্থান, মনোহর ভূঙ্গার পাত্র এবং
নবোক্ত মৃত্তিকাতে আমি অবস্থিত; হৃৎ
যুত হরিত তৃণ ক্ষৌদ্র মধু দধি, পুরন্ধিদিগের
দেহ, কুমারীদিগের দেহ, দেবতা, তপস্বী ও
যাজ্ঞিকগণের দেহ, শর রণজয়ী পুরুষ সমুখ
সংগ্রামে নিহত হইয়া পতিত শবদেহ, স্বর্ণ

* মূলে “তত্র” স্থলে “বত্র” এই পাঠ কতিপয়
পুথকসম্মত। যে সংস্কারে আমি অবস্থিত; হে
লোকধাত্রি তাহা জ্ঞাপন কর।” ইহা অনুবাদ। যে
স্মরণ করার সে সংস্কার। লক্ষীদ্বারা আপনায় স্মরণ
করাইয়া যেন।

সভাগত তদীয় আত্মা বেদধ্বনি শঙ্খ শব্দ
স্বাধাশব্দ স্বধাশব্দ বাদ্যশব্দ রাজাভিষেক
বিবাহোদ্যত বর, যজ্ঞ শিষ্যস্নাতব্যক্তি, গুরু
পুণ্ড্রপর্ব্বত ফল রম্য প্রদেশ প্রধান প্রধান
নদী পূর্ব সর্বোবর নির্মল জগ হরিত-ভূগবৃত্ত
ভূমি পদ্ম-বন ফলপুষ্পসম্পন্ন-বন সদ্যোজাত
শিশু স্তন্যপায়ী শিশু হর্ষযুক্ত ব্যক্তি সাধু
ধর্ম্মপরায়ণ মহাশয় সদাচারনিষ্ঠ শাস্ত্রাভ্যুদয়-
তৎপর বিনীতবেশ সুবেশ জিত-বহিরিঙ্গিয়
জিত-মনোবৃত্তি মলশূন্য শুদ্ধামভোজী অতিথি-
পূজক, সদার সন্তুষ্ট ধর্ম্মনিরত ধর্ম্মৈকনিষ্ঠ
অতিথিভোজন রহিত সর্বদা পুষ্পাঙ্কিত সুগন্ধি
দেহ সুগন্ধ লিপ্ত স্বর্ণকুণ্ডলাদিভূষিত সত্য-
বাদী সর্বভূত হিতে রত গৃহস্থ ক্ষণাবিত ক্রোধ-
বর্জিত স্বকার্য্য দক্ষ পরকার্য্য-দক্ষ উদারবেশ
সর্বদা, বিনীত সর্বদা সুবিভূষিত, পতি-
ত্রতা প্রিয়বাদিনী অমুক্তহস্তা সপুত্র-সুরক্ষিত-
ভাণ্ডা উপহার-প্রিয় পরিষ্কৃত গৃহ, জিতেন্দ্রিয়া
কলহ-পরায়ুধী ধর্ম্মপরায়ণা এবং দয়াম্বিতা
নারীসকল ও মধুহৃদন—এইসকলে আমি সর্বদা
অবস্থিত। আমি কখনই নিমেষের জন্যও
পুরুষোত্তম-বিযুক্তা হইয়া অবস্থ * করি না।
নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

শততম অধ্যায় ।

স্বয়ং বিষ্ণুর কথিত এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র যে
সকল দ্বিজগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবেন,
তাঁহাদিগের উত্তম রূপে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। পবিত্র
মঙ্গলজনক স্বর্গজনক আয়ুর্ধা জ্ঞান-সাধন
যশস্কর এবং ধন সৌভাগ্য বর্জন এই শাস্ত্র—
ভূতিলিপ্সু মহাব্যাদিগের সর্বদা পাঠ্য, ধারণীয়,
প্রার্থনীয়, শ্রোতব্য এবং শ্রাভকালে শ্রাবয়ি-
তব্য। হে বহুধে! আমি প্রায় ১৮৭৮ জগতের
হিতার্থে তোমার নিকট এই উৎকৃষ্ট নিগূঢ়তম
প্রকাশ করিলাম। এই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র
সৌভাগ্যজনক পরম গোপনীয় হুঃস্বপ্ননাশক
বহুপুণ্য প্রচারক এবং মঙ্গল-জনক। *

* এই শ্লোকের নানাবিধ অর্থ হইতে পারে, তদ্বর্ণন
নিম্নোক্তম।

শততম অধ্যায়ে বিষ্ণু-সংহিতা সমাপ্ত।

হারীতসংহিতা ।

বঙ্গানুবাদ ।

কলিকাতা

৩৪/১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী-প্রিন্ট-মেশিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১২৯৪ সাল ।

ਸੂਚੀਪਤ୍ର ।

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
<p>প্রথম অধ্যায় ।</p> <p>১</p> <p>মার্কণ্ডের নিকটে অশ্বরীষ রাজার বর্ণা- শ্রম ধর্ম জিজ্ঞাসা, তদুত্তরচ্ছলে মার্ক- ণ্ডের, পূর্বকালে মুনীগণের সহিত হারীভের সংবাদ কথন, ব্রহ্মার জন্ম, ভগবানের, ব্রহ্মাকে জগৎসৃষ্টি করিতে আদেশ, ব্রাহ্মণ ধর্ম কথন ।</p> <p>দ্বিতীয় অধ্যায় ।</p> <p>২</p> <p>সংক্ষেপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের, ধর্ম কথন ।</p> <p>তৃতীয় অধ্যায় ।</p> <p>৩</p> <p>ব্রহ্মচারি বিধি কথন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের, বিহিত ও নিষিদ্ধ দ্রব্যের উল্লেখ, গুরু- সেবা রীতি ।</p> <p>চতুর্থ অধ্যায় ।</p> <p>৪</p> <p>গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের সময়, বিবাহের উপ- যুক্ত, পাজীর লক্ষণ, দস্ত কাঠের উল্লেখ</p>	<p>ও তাহার প্রমাণ, নিষিদ্ধ দিবসে দস্ত- কাঠ ব্যতিরেকে, কি প্রকারে মুখশোধন হয়, স্নানবিধি, আচমন বিধি, তিন প্রকার জপের স্বরূপ, অনুধ্যায় দিন, নির্ণয় ।</p> <p>পঞ্চম অধ্যায় ।</p> <p>৫</p> <p>বানপ্রস্থ্যশ্রম কথন, বানপ্রস্থ্যশ্রমিগণের কর্তব্য কথন ।</p> <p>ষষ্ঠ অধ্যায় ।</p> <p>৬</p> <p>সন্ন্যাসাশ্রম, সন্ন্যাসিদিগের, প্রয়োজনীয় বস্ত্র, তাহাদিগের ভিক্ষাবিধি, ভিক্ষাপাত্র নির্ণয়, ভিক্ষানস্তর কর্তব্য কথন ।</p> <p>সপ্তম অধ্যায় ।</p> <p>৭</p> <p>যোগশাস্ত্র কথন, ধ্যানপ্রকার যোগস্থ ব্যক্তির, ঐতি স্মৃতি বিরুদ্ধকর্ম করা নিষেধ, জ্ঞান ও কর্মের মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে সমান উপকারিতা বর্ণন ।</p>

হারীতসংহিতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

রাজা অশ্বরীষ, মার্কণ্ডেয় সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে সত্তম ! ভূঃ-ভুবঃ এবং স্বর্লোকস্থিত যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ, বর্ণাশ্রমধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, ইহা পূর্বে আপনি বলিয়াছেন। এক্ষণে বর্ণ ও আশ্রম সমূহের ধর্ম আমাদিগকে বলুন, যাঁহারা সনাতন নারসিংহদেব সন্তুষ্ট হন। ইহা শ্রবণ করিয়া মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন;—আমি এই স্থলে পূর্বকালে ঋষিগণের সহিত মহাত্মা হারীতের যে অত্যন্তম সংবাদ হইয়াছিল; তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। পূর্বকালে ধর্মজিজ্ঞাসু মুনি সকল, সর্বধর্মজ্ঞ বহিসদৃশ দীপ্তিশালী, উপ-বিষ্ট হারীতকে নমস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন হে ভার্গব ! হে সর্বধর্মজ্ঞ ! হে সর্ব-ধর্মপ্রবর্তক ভগবন্ ! আমাদিগকে বর্ণ ও আশ্রম সকলের ধর্ম-সমূহ বলুন। এবং সংক্ষেপে বিষ্ণুভক্তিকর যোগশাস্ত্র ও অত্যাশ্রিতা বিষ্ণুভক্তিকর তাহাও বলুন; আপনি আমাদিগের গুরু। সেই মুনিগণ কর্তৃক কথিত হইয়া ভগবান্ হারীত তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ মুনিগণ ! আমি বর্ণ ও আশ্রম-সমূহের নিত্যধর্ম ও যোগশাস্ত্র বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। এই ধর্ম ও যোগশাস্ত্র সম্যক্ প্রকার ধারণ করিলে মনুষ্য জন্মসংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পূর্বে (সৃষ্টির প্রাকালে) জলোপরি লক্ষ্মীর সহিত নাগপর্য্যটক, পরমাখ্যা দেব, জগৎশ্রষ্টা

বিষ্ণু, যোগনিজায় মগ্ন ছিলেন। সেই যোগ-নিজাগত ভগবানের নাভিদেশে একটি মহৎ পদ্ম হইয়াছিল। সেই পদ্মমধ্যে বেদবেদাঙ্গ-ভূষণ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেব-দেব ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে বারম্বার জগৎ সৃজন কর এইরূপ বলিলে তিনি, দেবাসুর মনুষ্যালোকযুক্ত এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞ-সিদ্ধির জন্ত অপাপ ব্রাহ্মণগণকে মুখ হইতে সৃজন করিলেন। তৎপরে বাহুদ্বয় উরু ও পাদদেশ হইতে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সকল সৃষ্টি করিয়া “বান্ পদ্মযোনি, তাহাদিগের ধন বশঃ আয়ু স্বর্গ ও মোক্ষকর যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, হে দ্বিজসত্তমগণ ! আপনারা শ্রবণ করুন।

ব্রাহ্মণীগর্ভে ব্রাহ্মণ-ঔরসে উৎপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বতঃ; সেই ব্রাহ্মণের ধর্ম ও বাস-যোগ্য দেশ বলিতেছি। হে দ্বিজসত্তমগণ ! যেদেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতই বিচরণ করিয়া থাকে, সেই দেশে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন; যেহেতু ধর্ম সেই দেশেই সিদ্ধ হয়। মহাত্মা ব্রাহ্মণের স্বকীয় ছয়প্রকার কর্ম কথিত হইয়াছে, যিনি সেই ছয়প্রকার কর্মের দ্বারা জীবন যাপন করেন, তিনি সুখলাভ করেন।

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধ্যাপন তিন প্রকার;—এক, ধর্মের নিমিত্ত; দ্বিতীয়, ধনের জন্ত;

দ্বিতীয় শুভ্রা লাভ জন্ম। যে ব্রাহ্মণ এই সকল কৰ্মের মধ্যে অভাব পক্ষে একটি কৰ্মও না করেন, তাঁহাকে বুঝাচার বলা গিয়া থাকে। এতাদৃশ কৰ্মহীন ব্রাহ্মণকে হিতৈষিব্যক্তি কখনও বিদ্যা দান করিবে না। উপযুক্ত শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবে এবং অযোগ্য শিষ্যকে পরিত্যাগ করিবে। বিদিত (অর্থাৎ নিষ্পাপ বলিয়া লোক সমাজে জ্ঞাত) ব্যক্তির নিকট, গৃহে ধর্ম সিন্ধির জন্ত প্রতিগ্রহ করিবে। (এই শ্লোকে গৃহে এই শব্দ থাকাপ্রযুক্ত প্রতীয়মান হইতেছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ বিধেয় অন্তর্ভুক্ত নহে)। প্রতিদিন শুচিপ্রেদে নিবিষ্ট চিন্তে বেদাভ্যাস করিবে। শুদ্ধমানস ব্রাহ্মণগণের সর্বদা ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। ধর্মশাস্ত্রও বেদের ভায় পাঠ করিতে হইবে এবং দিব্যারাত্র গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। ঋতিশ্রুতি-বিহীন ব্রাহ্মণকে দান করিলে, কিম্বা ভোজন করাইলে, সেই দান ভোজনাদি কৰ্ম, দাতার কুলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই হেতু ব্রাহ্মণ সর্বপ্রকার প্রযত্নের সহিত ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিবেন। ঋতি এবং শ্রুতি, ব্রাহ্মণের দেবনির্মিত চক্ষুর্দ্বয়। ইহার মধ্যে, ঋতি কিম্বা শ্রুতিরূপ এক চক্ষু না থাকিলে কাণ এবং ঋতি ও শ্রুতিরূপ উভয় নেত্র-হীন হইলে অন্ধ বলিয়া কীর্ষিত হন। (তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান নেত্র-দ্বয় থাকিলেই ব্রাহ্মণ চক্ষুমান হন না; পরন্তু বেদ ও ধর্মশাস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ চক্ষুমান বলিয়া কথিত হন; বাহ্যপথে পরিভ্রমণ কালেই আমরাগের এই বহিঃচক্ষু উপকারে আসে; কিন্তু জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে হইলে এই বহিঃচক্ষুর্দ্বয় কোন উপকারেই আসে না; সেস্থলে ঋতি এবং শ্রুতি চক্ষুর্দ্বয়ই পথ প্রদর্শক; এবং ব্রাহ্মণগণেরও সর্বদাই বাহ্য-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া আস্তর (জ্ঞান) মার্গেই বিচরণ করিতে হয়; সুতরাং ঋতি ও শ্রুতিরূপ চক্ষু না থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রতি পদেই অন্ধের ভায় বির্ভাষিত হইতে হয়।

নিরালস্য হইয়া গুরু-শুক্রা করিবে ও প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে বিবাহায়িক্কে প্রদক্ষিণ করিবে। যথাবিধি দান সমাপনান্তে প্রতিদিনই বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিবে। যথাসক্তি অহুসারে গৃহাগত অতিথিগণকে, বিচার না করিয়া (অর্থাৎ নিগুণ সগুণ আদি বিবেচনা না করিয়া) পূজা করিবে। অল্প অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে, গৃহী, শক্তি অহুসারে পূজা করিবে। সর্বকালেই স্বদার রত থাকিবে ও পরদার বর্জন করিবে। উদার বুদ্ধি ব্যক্তি, সায়াংকালে ও প্রাতঃকালে, হোম করিয়া ভোজন করিবে। সত্যবাদী ও জিতক্রোধ হইবে; অধর্মে মতি করিবে না; শাস্ত্রবিহিত স্বকীয় কৰ্ম করিতে আরম্ভ করিয়া, প্রমাদপ্রযুক্ত কখনই নিবৃত্ত হইবে না। পরের মঙ্গলজনক ও পরলোক হিতকারি সত্য বাক্য বলিবে। এই সংক্ষেপে ব্রাহ্মণের ধর্ম কথিত হইল। যে ব্যক্তি সর্বদা ধর্মোচরণই করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মপদ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজোত্তমগণ, এই আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত, অখিল পাপহারী ধর্ম, আমি কহিলাম। এক্ষণে রাজত্বগণের ও পৃথক পৃথক বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও ধর্ম বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যথাক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণভ্রমের ধর্ম বলিতেছি, যে ধর্মের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণভ্রম উত্তমগতি লাভ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইলেও ধর্মাহুসারে প্রজা পালন করতঃ সম্যক অধ্যয়ন করিবেন এবং যথাবিধি যজ্ঞ সকলও করিবেন। রাজা ধর্মবুদ্ধি সমন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি দান করিবেন, নিরত স্বভার্যা নিরত হইবেন ও সর্বকালেই ষড়্ভাগের একভাগ, কর গ্রহণ করিবেন। এবং নীতি শাস্ত্রোক্ত অর্থে পটু, সন্ধি বিগ্রহাদির তত্ত্বজ্ঞ, দেব

ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও পিতৃকার্যে, (অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কর্মে) রত থাকিবেন। ধর্ম্মানুসারে বাঞ্জন, অধর্ম্ম পরিবর্জন, করিতে হইবে। ক্ষত্রিয় পূর্বোক্ত ধর্ম্মাচারণ করিয়া উত্তম গতিলাভ করেন।

বৈশ্য যথাবিধি, গোপালন, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে। এবং বখাশক্তি দান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বৈশ্য, দস্ত্র মোহ-বিহীন, বাক্যের দ্বারাও পরের অহিংসক, স্বদার নিরত, দাস্ত্র ও পরদার বিহীন হইবে। বৈশ্য, ধন ব্যয়দ্বারা বিপ্র ও যজ্ঞকালে যজ্ঞক-দিগকে ভোজন করাইবে। দেহ পতন (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত, ধর্ম্ম সমূহে অগ্রভূত করিয়া কালক্ষয় করিবে। এবং নিরালস্য হইয়া সর্বদাই যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান করিবে। এবং পিতৃকার্য-পর হইবে ও ভগবান্ নরসিংহদেবের পূজারত হইবে। ইহাই বৈশ্যের ধর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত যে বৈশ্য, এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মাচারণ করিবে, সে অন্তে স্বর্গলাভ করিবে সন্দেহ নাই।

শূদ্র, যত্নপূর্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করিবে, বিশেষতঃ ভৃত্যের ভ্রাতৃ ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবে। অযাচিত প্রদাতা (অর্থাৎ প্রার্থনা না করিতেই প্রদানকারী) হইয়া, জীবিকা নির্বাহার্থে কষ্ট স্বীকার করিবে। পাক যজ্ঞবিধানানুসারে আলস্ত-হীন হইয়া দেব পূজা করিবে। এবং ভ্রাতৃপথালয়ী শূদ্রগণের বিলক্ষণ অর্চনা করিবে। শূদ্র,—মন, বাক্য, ও শরীর ক্রিয়া দ্বারা সর্বকালে যথাযথ জীব বস্তুর ধারণ, বিপ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন, স্বকীয় দারে রতি, পরদার বিবর্জন প্রভৃতি কার্য করিবে। এবং এই সকল কর্ম্ম করিলে পাপ নষ্ট হয় ও পুণ্যবলে শূদ্র ইন্দ্র লাভ করে। পূর্বকালে যে প্রকার ব্রহ্মা বলিয়াছেন, আমি, বর্ণ সকলের সেই নানাপ্রকার ধর্ম্ম কহিলাম। হে মুনিগণ! এক্ষণে আমি আদ্য অশ্রামধর্ম্ম বলিতেছি, ক্রমশঃ আপনারা শ্রবণ করুন।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণাদিধর্ম্মজয়, উপনীত হইয়া গুরুকূলে বাস করিবে, এবং কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা গুরুকূলের মঙ্গল করিবে। গুরুগৃহে বাস-কালে ব্রহ্মচর্য্য, নিম্নশয্যা ও বহির উপাসনা করিবে। এবং গুরুর জলকূন্ডাহরণ, কাটা-হরণ ও গোত্রাঙ্গ প্রদান, করিবে। ব্রহ্মচারী যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিবে। বিধি পরি-ত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করিলে অধ্যয়নের ফল লাভ হয় না। যে কোন ব্যক্তি, দুঃস্বভাব-বশতঃ বিধি পরিত্যাগ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি ধর্ম্ম করে, সে অধ্যয়নাদির ফল লাভ করিতে পারে না। এবং বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্মচারী ব্যক্তি, বিধি, অর্থাৎ মঙ্গলজনক পুণ্যাদি হইতে বিযুক্ত হন। সেই হেতু স্বাধ্যায় সিদ্ধির নিমিত্ত বেদবিহিত ব্রতাদির আচরণ করিবে। গুরু-সন্নিধানে অশেষবিধ শৌচ শিক্ষা করিবে। সমাহিত ব্রহ্মচারী, প্রেমাদি রহিত হইয়া আহার্য্য বস্ত্র লাভের নিমিত্ত প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে, ভিক্ষাচরণ করিবে। ব্রহ্মচারী জ্ঞানকালীন আচমনের পরে কোন দিনও দস্ত্রধাবন করিবেন না। ছত্র, পাছুকা, গন্ধমালাদি নৃত্যগীত, নিরর্থক আলাপ ও মৈথুন—ব্রহ্মচারী এই সকল অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। সংয-তেজস্র ব্রহ্মচারী, হস্তি ও অশ্বতে আরোহণ পরিত্যাগ করিবে। ব্রতস্থিত ব্রহ্মচারী নিম্ন-মামুসারে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। সন্ধ্যাকর্ম্ম সমাপনান্তে গুরুর পাদদ্বয়ের অভিষাদন করিয়া ভক্তিসহকারে পিতা ও মাতার বন্দনা করিবে। আচার্য্য, মাতা ও পিতা নষ্ট হইলে, (অর্থাৎ অবলম্বন দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইলে,) সকল দেবতা নষ্ট হন। এই হেতু ব্রহ্মচারী, মৎসর বিহীন হইয়া, ইহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। গুরুর নিকটে বেদজয় বেদদ্বয় অথবা একবেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিবে। অনন্তর গ্রামে গিয়া সংযমী হইয়া বাস করিবে। বাহ্যের জিহ্বা উপশ্ল, উদর, এবং হস্ত-মুণ্ডপ (অর্থাৎ বশী-কৃত), তিনি সংভ্রাসাদ্রম অবলম্বনপূর্বক সেই আচার্য্যের নিকটে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা কাল-

যাপন করিবেন। আচার্য্যাত্মাবে তৎপুত্রের নিকট, তদভাবে বেদাধ্যাপক আচার্য্যের শিষ্য সমীপে, তদভাবে আচার্য্যকুলে পূর্বোক্ত বিধিতে, বাস করিবে।

যিনি অধ্যয়নের পর এইরূপে গুরুকুলে বাস করেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিক বলা যায়। এই নৈষ্ঠিক ব্যক্তি, বিবাহ বা সম্পূর্ণ সংশ্রাস করিবেন না। যিনি নিরালম্ব হইয়া বিধি অনুসারে পূর্ব-কথিত কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ দেহত্যাগ করেন, সেই দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী এই সংসারে পুনরার জন্মগ্রহণ করেন না অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়েন। যে সমাহিত ব্রহ্মচারী বিধিপূর্বক গুরুসেবা-পরায়ণ হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, তিনি অতি চূর্ণভ শুভ বিদ্যা লাভ করেন ও তাদৃশজন্মশুলভ, বিদ্যার ফল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, প্রাপ্ত হইয়েন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রা-দির অর্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, অসমানার্বগোত্রা (অর্থাৎ যেকন্টার গোত্র ও প্রবর স্বকীয় গোত্র প্রবরের সহিত, মিলে নাই) ভ্রাতৃমতী শুভ লক্ষণসম্পন্ন সর্বাবয়ব-সম্পূর্ণা ও সূচরিত্রা কন্ডাকে বিবাহ করিবে। যদিও বর্ণ ধর্ম্মানু-সারে গাওঁরাদি নানা প্রকার বিবাহ কথিত আছে, তাহা হইলেও প্রশস্ত (অর্থাৎ সর্বোত্তম) ব্রাহ্মবিধি (পাত্রকে যথাবিধি আমন্ত্রণান্তে পূজা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কন্ডা প্রদা-নের নাম ব্রাহ্মবিবাহ বিধি) অনুসারে পাণি-গ্রহণ করিবে। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! উপাসনো-পযুক্ত কাষ্ঠ সকল আনয়ন করতঃ তন্না রহিত হইয়া, প্রতিদিনই প্রভাত ও সায়াং সময়ে অগ্নিতে হোম করিবে। উষাকালে উত্থান করতঃ যথা-বিধি শৌচ করিয়া প্রতিদিন দন্তধাবনপূর্বক স্নান করিবে। মুখ, অধোত থাকিলে মনুষ্য অপ্রসন্ন হয়; এইজন্ত আর্দ্র অথবা শুক্লদন্ত-কাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। করঞ্জ, খরিদ, কদম্ব, কুরব, সপ্তপর্বি, প্রসির্পণি, জ্বহ, নিম্ব, অপামার্গ,

বিষ, অর্ক ও উড়ুম্বর এই সকল কাষ্ঠ, দন্ত-ধাবন-কর্ম্মে প্রশস্ত। কণ্টকি বৃক্ষের ও ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের দন্তধাবন কাষ্ঠ যথাক্রমে পুণ্য ও যশো-দায়ক। এই সংক্ষেপে ব্যবহার্য্য দন্তকাষ্ঠ প্রকী-র্ত্তিত হইল। অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ অথবা দশাঙ্গুল প্রমাণ দন্তকাষ্ঠ এই স্থানে কথিত হইতেছে। প্রতিপদ অমাবস্তা পূর্ণিমা বষ্টি ও নবমী-তিথিতে দন্তের সহিত কাষ্ঠবোণ করিলে, সপ্তমকুল পর্য্যন্ত দক্ষ হয়, এইজন্ত ঐ সকল দিনে দণ্ডকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। নিবিদ্ধ দিবসে দণ্ডকাষ্ঠের ব্যবহার না করিয়া, কেবল দ্বাদশগণ্ডুষ জল দ্বারা মুখ-শুদ্ধির আচরণ করিবে। পূর্বে আচমন করিয়া, স্নাত্ত্বান্তরে কথিত মন্ত্রে স্নান করিয়া পুনরার আচমন করিবে। অত্র স্নাত্ত্বিতে কথিত মন্ত্রে আপ-নাকে প্রোক্ষণ করিয়া জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। অব্যক্ত-জন্মা ভগবান্ ব্রহ্মার বর-দানে সবল, মন্দেহ নামে রাক্ষসগণ প্রাতঃ-কালে সূর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ নিক্ষিপ্ত, গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলা-ঞ্জলি, সেই সকল মন্দেহ নামক রাক্ষস-গণকে বিনষ্ট করে। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্ত্বক অভিরক্ষিত হইয়া, সূর্য্য, মহাভাগ মরীচ্যাди ও সনকাদি যোগিগণের সহিত গমন করেন। সেইজন্ত সায়াং ও প্রাতঃকালে সমাহিত হইয়া সন্ধ্যা উল্লঙ্ঘন করিবে না; যে ব্যক্তি মোহ-বশতঃ সন্ধ্যার উল্লঙ্ঘন করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। সায়াংকালে আচমনান্তে মন্ত্রের দ্বার আপনাকে প্রোক্ষিত করতঃ সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। তদন্তে জলস্পর্শ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যথা-বিধি নক্ষত্র থাকিতেই প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবে, এবং যতক্ষণ সূর্য্য সম্পূর্ণ দৃষ্ট না হয়, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অম্যাস করিবে। সূর্য্যের অন্ধান্ত সময়েই সায়াংসন্ধ্যার উপাসনা করিবে, এবং যে কাল পর্য্যন্ত নক্ষত্র দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অভ্যাস করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার পর গৃহে গমন করিয়া পণ্ডিত, দ্বিজোত্তম, স্বয়ং হোম করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণের উপায় চিন্তা করিবেন, তাহার

পর শিষ্য সকলের মঙ্গলের জন্ত কিঞ্চিৎ-
স্বাধায় আচরণ করিবেন; তৎপরে কার্যের
জন্ত রাজার নিকট গমন করিবেন। দূরদেশে
গমন করিয়া কুশ পুষ্প ও কাষ্ঠ আহরণ
করিবেন। তৎপরে মনোরম, শুদ্ধদেশে যাইয়া
মাধ্যাহ্নিক স্নান করিবেন। সংক্ষেপে পাপনাশক
সেই স্নানের বিধি বলিতেছি। সেই বিধি
অনুসারে স্নান করিলে, সর্ব পাপ হইতে মুক্তি
লাভ করিতে পারা যায়। শুদ্ধ তণ্ডুল ও তিলের
সহিত স্নানার্থ মৃত্তিকাগ্রহণপূর্বক স্নানা হইয়া
শুদ্ধ ও অধিক জলশালিনী নদীতে গমন
করিবে। নদীবিদ্যমান থাকিলে অল্প জলে
স্নান করিবে না এবং বহুজল পূর্ণ সরোবরাঙ্গি
থাকিলে অল্প-জল কূপাদিতে স্নান করিবে
না। নদী স্নানই প্রশস্ত, স্রোতের প্রতিকূল-
ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নদী স্নান করিবে,
নদী না থাকিলে তড়াগাদি জলে স্নান
করিবে।

শুচিদেশে জল ছিটাইয়া বস্ত্র সকল স্থাপন
করিবে। যন্ত্রপূর্বক মৃত্তিকা-জল দ্বারা স্বকীয়
দেহ লিপ্ত করিবে। স্নানের পূর্বকালে পণ্ডিত
ব্যক্তি, আচমন করিবেন। এবং যথানিয়মে বাগ্-
যত হইয়া হরি স্মরণ করত উরুপ্রমাণ জলে মগ্ন
হইবেন। তৎপরে তীরে গমন করিয়া মস্তকের
সহিত জলে আচমন করত বাকনমস্ত্র ও পাব-
মানী ঋকের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। হে দ্বিজ-
গণ! তৎপরে প্রযন্ত্রপূর্বক সোয়ান পৃথিবী
ইত্যাদি মস্তকের দ্বারা কুশাগ্র জলের দ্বারা প্রোক্ষণ
করত ইদং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া শরীরে
মৃত্তিকা লেপন করিবে। তৎপরে পুনর্বার
মক্ষন কালে নারায়ণদেবকে স্মরণ করিবে।
তৎপরে জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অঘর্ষণ মন্ত্র
পাঠ করিবে; তৎপরে স্নানান্তে তণ্ডুল ও তিলের
দ্বারা দেবর্ষি ও পিতৃদিগের তর্পণ করিবে;
তৎপরে বস্ত্র হইতে জল নিস্পীড়ন করত তীর-
প্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ বস্ত্রদ্বয় ও উত্তরীয় পরিধান
করিবে ও কেশ সকল কম্পিত করিবে না।
অতিশয় রক্ত ও নীল বস্ত্র প্রশস্ত নহে। মল
যুক্ত ও গন্ধহীন বস্ত্র, সর্পিদা পরিত্যাগ
করিবে। তৎপরে বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃত্তিকা

জলের দ্বারা চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। তৎ-
পরে আচমন করিবে; তাহার বিধান এইরূপ
যে, দক্ষিণ করকে গোবর্গ সদৃশ করিয়া, তাহার
মধ্যস্থিত জল বীক্ষণ করিয়া, ত্রিবার পান
করিবে; পরে হৃৎহার জল দ্বারা মুখ মার্জন
করিবে। তদন্তে পাদ ও মস্তক অভ্যক্ষণ
করিয়া, তিন অঙ্গুলি দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে,
ও অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষু দ্বয় স্পর্শ
করিবে। এইরূপ বিধানানুসারে ধীমান্ নির-
লস, শুদ্ধমানস ব্রাহ্মণ, কুশহস্ত হইয়া পূর্বমুখে
অথবা উত্তরমুখে যথাভাবে প্রাণায়ামত্রয়
করিবেন। তৎপরে বেদমাতা গায়ত্রীর উদ্দেশে
জপ যজ্ঞ করিবে। এই জপ যজ্ঞ তিন প্রকার;
আপনারা ইহার তত্ত্ব বুঝুন। বাচিক, উপাংশু
ও মানস; এই তিন প্রকার, জপযজ্ঞ; ইহার
মধ্যে পর পর জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। যাহা উচ্চ ও
নীচ উচ্চারিত স্পষ্ট পদাক্ষর শব্দের দ্বারা মন্ত্র
পাঠ করা যায়, তাহাকে বাচিক বলা যায়।
যাহাতে মন্ত্র শব্দে শব্দে উচ্চারিত হয় ও ওষ্ঠ
দ্বয় কিঞ্চিৎ কম্পিত হয় অথচ, শব্দ কথঞ্চিৎ
শ্রবণ যোগ্য হয়, তাহাকে উপাংশু জপ বলা
যায়। বুদ্ধি দ্বারা পদ ও অক্ষরশ্রেণী স্থত
হইবে; বর্ণ ও পদাক্ষর শুনা যাইবে না; কেবল
মাত্র শব্দ ও তাহার অর্থ চিন্তনা দ্বারা যে জপ
হয় তাহার নাম মানস জপযজ্ঞ।

জপের দ্বারা স্তুত হইয়া দেবতা প্রসন্ন হন।
দেবতা প্রসন্ন হইলে, মনোবিগণ বিপুল ভোগ-
সমূহ প্রাপ্ত হয়েন। জপ করিলে, ভীষণ
রাক্ষসগণ—পিশাচগণ—ও মহা সর্পগণগণিকটে
আসিতে পারে না, দূর হইতেই তাহারা
পলায়ন করে। ছন্দঃ ও ঋষ্যাদি জানিয়া নিরা-
লস্ত্র হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। ও অর্মজ্ঞান
করিয়া অহরহঃ গায়ত্রী জপ করিবে। সর্বোত্তম
সহস্রবার, মধ্যম শতবার, অন্ততঃ অধম দশ-
বারও যিনি প্রতি দিন গায়ত্রী জপ করেন,
তিনি পাপে লিপ্ত হন না। গায়ত্রী জপান্তে
উর্দ্ধবাহু হইয়া স্বর্ঘ্যকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উভুত্যাং
জাতবেদসং ইত্যাদি-স্বস্ত ও তচ্চক্ষুঃ ইত্যাদি
স্বস্ত জপ করিবে। তৎপরে প্রদক্ষিণান্তে
হস্তদ্বারা আবরণ করিয়া স্বর্ঘ্যকে নমস্কার

করিবে। তাহার পরে দেব-তীর্থাদির দ্বারা জল
লইয়া দেবাদির সম্ভর্ষণ করিবে, পরে দ্বন্দ্ববস্ত্র
নিষ্পীড়ন করত পুনর্বার আচমন করিবে,
যেহেতুক এই স্থলে ভক্তজনের নান ও দান
অচমনযুক্তই প্রকীর্ণিত হইয়াছে। প্রদ্বায়ুক্ত
কুশাসনে উপবিষ্ট, কুশহস্ত ও পূর্বমুখ হইয়া
ব্রহ্মযজ্ঞ বিধানানুসারে ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে।
তৎপরে উত্থান করিয়া মস্তক পর্যন্ত অঞ্জলি
লইয়া গিয়া হংসঃশুচিসদৃ ইত্যাদি ঋক্ উচ্চা-
রণ করিয়া তিল, পুষ্প ও তণ্ডুলযুক্ত অর্ঘ্য,
ভাতরকে প্রদান করিবে। তৎপরে সূর্যকে
নমস্কার করিয়া গৃহে গমন করিবে। তাহার
পর পুরুষ স্ত্রের বিধানানুসারে গৃহেতেই
বিষ্ণুর অর্জনা করিবে। তৎপরে বলিকর্ম
বিধানানুসারে বৈশ্বদেবকে বলি দিবে। যে
কালের মধ্যে গো-দোহন হইতে পারে, সেই
কাল পর্যন্ত অতিথির অপেক্ষা করিবে।
যাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই, এবং যাঁহার
পরিচয়ও জানা না থাকে, তাদৃশ অতিথি
গৃহাগত হইলে, গৃহী, স্বাগত আসন প্রদান
দ্বারা পূজা করিবে। অতিথিকে স্বাগত
প্রদান করিলে গৃহমেধির অগ্নি সকল তুষ্ট হন।
আসন প্রদান করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র পরিতুষ্ট
হন। পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিলে পিতৃগণ
চলন্ত প্রীতলাভ করেন। যোগ্য অন্ন প্রদান
করিলে প্রজাপতি তুষ্ট হন। সেই জন্ত
বিষ্ণুপূজার পর, গৃহস্থ ভক্তি ও শক্তি অনুসারে
অতিথির পূজা করিবেন। পরিত্রাজক ব্রহ্ম-
চারি ভিক্ষুকে অনিবেদিত ব্যঞ্জনগময়িত
অন্নযুক্ত ভিক্ষা প্রদান করিবে।

বৈশ্বদেব বলি সমাপ্ত না হইতেই যদি
ভিক্ষু উপস্থিত হন, তাহা হইলে বৈশ্বদেবের
অন্নাদি উদ্ধৃত করিয়া স্বতন্ত্র অন্ন তাঁহাকে
দিয়া বিদায় করিবে। যেহেতু বৈশ্বদেব-
কৃত দোষ-সমূহ ভিক্ষু দূর করিতে পারেন,
কিন্তু ভিক্ষুকৃত দোষ বৈশ্বদেব দূর করিতে
পারেন না। সেইজন্ত গৃহে ভিক্ষু উপস্থিত
হইলে সমাহিত হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষা
দিবে। এবং বতিগণ বিষ্ণুস্বরূপ এইরূপ
নিঃসন্দেহ ভাবনা করিবে। গৃহী অগ্রে

স্বাসিনী কুমারী বালক ও বৃদ্ধ বহুব্যাধিগকে
ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং আহার করি-
বেন। পূর্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া মৌন
কিষা অন্নভাবিত্ত অবলম্বন পূর্বক প্রস্থ-
চিত্তে প্রথমে অন্নকে নমস্কারকরতঃ তৎপরে
পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের দ্বারা প্রাণাদির আহুতি
প্রদানান্তে সমাহিতচিত্তে স্বাহ অন্ন ভোজন
করিবে। আহারান্তে আচমন করিয়া ইষ্ট-
দেবতা স্মরণ পূর্বক উদর স্পর্শ করিবে।
পরে সাংসকার প্রাকাল পর্যন্ত ইতিহাস
ও পুরাণের আলোচনা করিবে। দ্বিজাতি-
দিগের প্রাতঃ ও সায়াংকালে আহার বেদ-
বিহিত। কিন্তু অগ্নিহোত্রদিগের প্রাতঃকালে
ভোজন করিবার বিধি নাই, তাঁহাদিগের
সায়াংকালে ভোজন বিহিত। শিষ্যদিগকে
অনধ্যায় কাল, বর্জন করিয়া পাঠ করাইবে।
অনধ্যায় ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণোক্তই গৃহীত।
মহানবমী, দ্বাদশী, ভরগী ও পর্দসকল, অক্ষয়-
তৃতীয়া, মাঘমাসের সপ্তমী ও রথ্যাখ্যা
সপ্তমী এইসকল দিনে অধ্যয়ন করাইবে না।
স্নানকালে তৈল মর্দন করিয়া, অধ্যাপন
করিবে না। শক, বাহিত হইতেছে অথবা
মহীস্থ রহিয়াছে দেখিয়া কিষা রোদন
শ্রবণ করিয়া, পাঠ করিবে না। হে দ্বিজো-
ত্তমগণ! গৃহস্থ,—হিরণ্য গো ও পৃথিবী দান
যথাশক্ত্যানুসারে করিবেন। এই গৃহস্থের
সারভূত ধর্ম কথিত হইল। যিনি শ্রদ্ধার
সহিত এই ধর্মোচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মগণ
প্রাপ্ত হইবেন। এবং নারসিংহের প্রসাদে
তাঁহার উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হয় এবং সেই
জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। হে বিপ্র-
গণ! এই তোমাদিগের নিকট সংক্ষেপে
শাস্ত্র ধর্মরাশি কথিত হইল; গৃহী প্রযত্নের
সহিত গৃহস্থের পালনীয় এই ধর্ম করিলে,
ভগবান্ হরির সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায় ।

হে মহাভাগ সন্তমগণ ! ইহার পর আমি বানপ্রস্থাত্মের ধর্ম বলিতেছি আপনারা অবধান করুন । গৃহস্থ, পুত্র পৌত্রাদি ও আপনার পলিত মুণ্ড দেখিয়া, পুত্রগণের উপর ভাৰ্য্যার রক্ষণের ভার প্রদান করত, কিম্বা ভাৰ্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিবে । নথ রোম এবং শুভ্রবর্ণ গাত্রাবরণ ধারণ করত, বনস্থ; যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিবে । বনসমূহ ধান্ত, অনিন্দিত নীবারদি কিম্বা শাক মূল ফলের দ্বারা প্রযত্নাভাসারে নিত্য আচ্ছাদিত প্রদান করিবে । ত্রিসন্ধ্যা দ্বানযুক্ত হইয়া তীব্র তপস্তার আচরণ করিবে । পক্ষান্তে কিম্বা মাসান্তে নিজ গাক করিয়া আহার করিবে । চতুর্থকালে * অথবা অষ্টমকালে কিম্বা ষষ্ঠকালে ভক্ষণ করিবে; অথবা কেবল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিবে । গ্রীষ্মকালে পঞ্চাশি মধ্যাহ্ন, বর্ষাকালে নিরাশ্রয়, হেমন্তকালে জল মধ্যস্থিত হইয়া তপশ্চরণ করত কালযাপন করিবে । যিনি এই কর্ম যথাক্রমে করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ ধর্মাত্মা স্বকীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইয়া, উত্তরদিকে প্রব্রজন করিবেন । পরে বন গমন করিয়া দেহপাত পর্যন্ত মৌনী হইয়া অতীন্দ্রিয় (অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-জ্ঞ জ্ঞানের অবিবর) ব্রহ্মকে স্মরণ করিলে, দেহান্তে ব্রহ্মলোকে পূজিত হন । যে ব্যক্তি বনে গমন করিয়া প্রশান্ত স্বভাব ও সমাধিযুক্ত হইয়া তপস্তা করেন, তিনি মলহীন প্রশান্ত ও বিমুক্ত-পাপ হইয়া, দিব্য পুরাতন পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারেন ।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় ।

* এহলে চতুর্থকাল শব্দের অর্থ এই:—বেশপ ব্রাহ্মণের প্রাতঃ ও সায়ংকালে দুইবার ভক্ষণ করিবার বিধি হওয়ার, প্রাতঃকালকে আহারের প্রথম কাল বলা যায় । এইরূপ সায়ংকালকে দ্বিতীয় কাল বলা গিয়া থাকে । কেহ যদি একদিন উপবাস করিয়া পর দিবস সায়ংকালে আহার করে, তাহা হইলে, তাহার চতুর্থ কালে আহার হইল, কেননা সেই আহারের পূর্বে তাহার দ্বিবার আহার-কাল অতীত হইয়াছে । এইরূপ ষষ্ঠ ও ষষ্ঠ কাল বর্ণিত হইবে ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

অতঃপর উত্তম চতুর্থ আশ্রম (অর্থাৎ সংচ্চাস) বলিব; শ্রদ্ধার সহিত সেই আশ্রম-মুঠান করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় । পূর্বাধ্যায় কথিত রীতিতে বানপ্রস্থাত্মে থাকিয়া সর্বপ্রকার পাপ ধ্বংস করতঃ ব্রাহ্মণ সংচ্চাসবিধি অনুসারে চতুর্থীশ্রম গ্রহণ করিবেন । পিতৃগণ দেবগণ ও মহুষ্যগণ উদ্দেশ্য দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্নিক্রিয়া সমাপনানন্তর, পূর্ব অথবা উত্তর দিক লক্ষ্য করত স্বীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে । সেই সময় হইতে পুত্রাদির প্রতি মেহ ও আলাপাদি পরিত্যাগ করিবে । বন্ধু ও সর্বভূতকেই অভয় প্রদান করিবে । চতুরঙ্গুল পরিমিত, কৃষ্ণগো-বাল-রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত, সমপর্ক, প্রশস্ত, বেণুনির্মিত, ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসীর বাহ ও মানস শৌচের জ্ঞ প্রকীর্ণিত হইয়াছে । আচ্ছাদন বাস কোপীন, জীতনিবারিণী কহা ও পাছকাষয় সংগ্রহ করিবে, অন্য কোন প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে না । এই সকল দণ্ড কোপীনাদি সন্ন্যাসীর চিহ্নরূপে উক্ত হইয়াছে ।

পূর্বোক্ত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাস পূর্বক উত্তম তীর্থে গমন করতঃ মন্ত্রপুত বারিধারা আচমন করিবে । তৎপরে দেবতাগণের তর্পণ করিয়া, স্বর্গ্যকে সমস্তক প্রণাম করিবে । অনন্তর পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া, যথাশক্তি গায়ত্রী জপান্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে । প্রতি দিবস আপনার প্রাণধারণের জ্ঞ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিবে । সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সম্যক্ কবল প্রার্থনা করিবে । বাম-করে পাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সংগ্রহ করিবে । যত অপ্নের দ্বারা নিজের তৃপ্তির সম্ভাবনা তৎপরিমাণ ভিক্ষা সংগ্রহ করিবে । তৎপরে সংযমী, সেই পাত্র অন্তঃস্থ গুটি দেশে স্থাপন করিয়া সমাহিত চিত্তে চতুরঙ্গুল দ্বারা সর্বব্যঞ্জনযুক্ত গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করতঃ পৃথক পাত্রে রাখিবে । পরে

তাহা স্বর্ঘ্যাদি ভূতদেবগণকে প্রদান করিয়া
পাত্রে দ্বয়ে কিম্বা এক পাত্রেই যতি ভোজন-
রম্ভ করিবেন। বট কিম্বা অশ্বখপাত্রে, অথবা
কুম্ভী ও তৈলুক নির্মিত পাত্রে যতি কখনই
ভোজন করিবে না। কাংস্তপাত্রে ভোজন
কারি যতিগণ মলান্ন বলিয়া কীর্ষিত হন,
এই জন্য কদাচ কাংস্য পাত্রে যতিগণের
ভোজন বিহিত নহে। যে ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে
পাক করে ও যে কাংস্য পাত্রে ভোজন করায়
তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ কাংস্য
পাত্রে ভোজনকারি-যতিগণ প্রাপ্ত করেন।
যতি, ভোজন করিয়া সেই পাত্রে দ্বয়ে ধৌত
করিবে; সেই পাত্র যজ্ঞের চমসের (যজ্ঞ-
পাত্র বিশেষের) ন্যায় কখনই দূষিত হয় না।
অনন্তর আচমনান্তে মিদধ্যাসন করত ভগবান্
ভাক্তরের উপাসনা করিবে। বৃধ, জপ ধ্যান
ও ইতিহাস দ্বারা দিনাবশেষ অতিবাহিত
করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিয়া দেব-
গৃহাদিতে রাত্রি জাপন করিবে। এবং হৃদয়-
পুণ্ডরীকভবনে অবিনাশি ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে,
যদি সন্ন্যাসী এপ্রকার ধর্ম্মায়া সর্পিভূত সম-
দর্শি জিতেন্দ্রিয় ও শান্ত হন। তাহা হইলে
তিনি সেই পরম স্থান (মুক্তি) লাভ করেন
যে স্থান পাইলে আর এ দুঃখময় সংসারে
কিরিয়া আসিতে হয় না। যে ত্রিদণ্ডধারী
সন্ন্যাসী, রূপরসগন্ধ স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে
ইন্দ্রিয় সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে
নির্লিপ্তভাবে, এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি
সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত
অমৃতান্না ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

বর্ণ ও আশ্রম সমূহের ধর্ম্ম লক্ষণ কথিত
হইল। এই ধর্ম্মের অন্তর্গত বিজাতিগণ
স্বর্ণ ও অপবর্ণ লাভ করেন। এক্ষণে সং-
ক্ষেপে সার উত্তম যোগ শাস্ত্র বলিতেছি,
যাহা শ্রবণ করিলে মুমুক্শু ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ
করিয়া থাকেন। যোগভ্যাস বলেতেই সকল

প্রকার পাপ নষ্ট হয়। এই জন্ত ক্রিয়াকৃত
ব্যক্তি যোগরত হইয়া নিত্য ধ্যান করিবে।
অগ্রে দুর্ধর্ষ মনকে ধারণা দ্বারা বশ করিয়া,
প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা যথাক্রমে বচন
ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিবে। এইরূপ মন
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিয়া জীবাত্মার
সহিত পরমাশ্রয় অভেদ জ্ঞান করত, জ্ঞান-
স্বরূপ জগদাধার বলিয়া কীর্ষিত অনাময় সূক্ষ্ম
হইতে সূক্ষ্মতর ব্রহ্মকে শনৈঃ শনৈঃ ধ্যান
করিবে। নির্জনে একান্তচিত্তে উপবেশন করিয়া,
বাহির ও অন্তরস্থ নির্মল সূর্য্য সদৃশ প্রভাশালী
পরমাশ্রয়কে দেহপাতকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিবে।
যিনি সকল প্রাণির হৃদয়, যিনি সকলের
হৃদয়স্থিত, যিনি সকল জ্ঞানের জ্যেষ্ঠ, সেই
পরমাশ্রয় আমি, এ প্রকার চিন্তা কবিবে।
আত্মসাক্ষ্যকার সূত্র হইতে যাহা কিছু
বেদ ও স্মৃতি-কথিত, তপোধ্যানাদি ধর্ম্ম আছে,
তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। যে প্রকার
অশ্বহীন রথে কিম্বা রথহীন অশ্বে কোন
ফল হয় না, সেইরূপ বিদ্যা ও তপস্তা একত্রে
না থাকিলে কোন ফল নাই; পরস্পর মিলিত
হইলেই উপকারে আইসে। পক্ষিগণ যেমন
উভয় পক্ষে ভর দিয়া আকাশে গমন করে,
সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ পক্ষদ্বয় দ্বারা নিত্য
ব্রহ্ম সাক্ষ্যকার সূত্ররূপ-আকাশে যথেষ্ট
সঞ্চরণ করা যায়। কর্ম্মবিহীন শুদ্ধ জ্ঞান
বা জ্ঞানহীন কেবল কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ হয়
না। বিদ্যা ও তপস্তাযুক্ত ব্রাহ্মণ যোগপথ
হইয়া বাহ ও লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ কবত
ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। যেমন দেহাদির
বিনাশ হয়, সেই রূপ সম্পর্কবিহীন আত্মার
বিনাশ কখনই হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ,
আপনাদের নিকট বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে
বর্ণাশ্রমস্থগণের সনাতন ধর্ম্ম সংক্ষেপে এই
কথিত হইল। মুনিগণ ধর্ম্মমোক্ষ-ফলপ্রদ
এই প্রকার ধর্ম্ম শ্রবণ করত অতিশয় হর্ষভূত
হইয়া সেই হারীত ঋষিকে প্রণাম করিয়া
নিজের নিজের আশ্রমে গমন করিলেন।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হারীতমুখনিঃসৃত শাস্ত্রার্থ-
সারি এই ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া যিনি আচ-

রণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে যে ধর্ম কীর্তিত হইয়াছে; উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কেহ সেই সেই ধর্মের অন্তথা আচরণ করিবে, সে সদ্যঃ জাতি হইতে পতিত হইবে ।

যে প্রকার যাহার ধর্ম অভিহিত হইল, তাহার সেই প্রকার ধর্মই অমুষ্ঠান যোগ্য । এই হেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অন্যাপদে (সাবধানে) স্ব স্ব ধর্মোচরণ করিবেন । হে রাজেন্দ্র ! এই চারিপ্রকার বর্ণ ও চারি-প্রকার আশ্রম । যাহারা এই বর্ণ ও আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম পালন করেন, তাহারা পরমগতি

লাভ করেন । ভগবান্ নরসিংহ যে প্রকার স্বধর্মস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হন, সে প্রকার স্বধর্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্মোচারীর প্রতি প্রসন্ন হন না । এই হেতু নিরালস্ত হইয়া যথাকালে স্বধর্মোচারী মনুষ্যাগণ, সহস্রাঙ্ক ইন্দ্র ও ভগবান্ নরসিংহের পদ লাভ করিতে পারেন । উৎপন্ন বৈরাগ্য বলে ক্রিয়াবান্ যোগী, সর্বদা পরব্রহ্মের ধ্যান করিবেন ; তাহা হইলে দেহান্তে অনন্ত সত্য সুখস্বরূপ সনাতন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবেন ।

ইতি সপ্তম অধ্যায় ।

হারীতসংহিতা .সম্পূর্ণ ।

ভূমিকা ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা অতি সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ এবং বিস্তৃতার্থপূর্ণ। তাহার সমুদয় মর্থ বুঝাইবার জন্ত অম্ববাদে স্থানে স্থানে টীকাকার বা সংগ্রহকার-
দিগের ভাষার অম্বগমন করিয়া যাইতে হইয়াছে ; ইহা না করিলে যাজ্ঞ-
বল্ক্যের অম্ববাদ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

কোন কোন স্থলে মূলের ভাষা ও টীকাকারদিগের ভাষার পার্থক্য
জ্ঞাপনের জন্ত () এই চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি। কোন স্থলে বা অর্থ-
বিশদ করিতেও ঐ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে এবং শেষোক্ত স্থলে ঐ চিহ্নের
মধ্যে একটা ‘অর্থঃ’ পদ প্রদত্ত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অনেকগুলি টীকা, তন্মধ্যে মিতাক্ষরাই প্রধান ;
এইজন্ত ঐয়াই মিতাক্ষরার মতগ্রহণ করিয়াছি ; তবে যে স্থলে অপরের
ব্যাখ্যা উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে, সেইস্থলে তাহা মূল-অম্ববাদে সন্নিবেশিত
করিয়া টীকায় মিতাক্ষরামত উদ্ধৃত করিয়াছি।

অম্ববাদক

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ।

সাং ভাটপাড়া, ২৫ পরগণা ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

মুনিগণ (সামশ্রবা প্রভৃতি), যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে বিশেষরূপে অর্চনা করিয়া বলিলেন,—চারি বর্ণ, চারি আশ্রম, এবং অমূল্যম প্রতিলোমজাত অপরাপর জাতিসকলের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বলুন ॥ ১ ॥ মিথিলানগরীস্থ সেই যোগীশ্র যাজ্ঞবল্ক্য, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সেই মুনিগণকে বলিলেন,—যেদেশে কৃষ্ণ-সারমুগ ব্যক্তি বিশেষের পালিত না হইয়া বিচরণ করে, তাহাতেই বক্ষ্যমাণ ধর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, ইহা জানিবে ॥ ২ ॥ পুরাণ, ত্রায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, বেদান্ত (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ, এই ছয়প্রকার) এবং চারি বেদ,—এই চৌদ্দটি, পুরুষার্থ-সাধন-জ্ঞান এবং ধর্মপ্রবৃত্তির কারণ ॥ ৩ ॥ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, ধার্মীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপ-ত্ত্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ঘ্যান, শঙ্ক, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, এবং বসিষ্ঠ, ইহার ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ৪।৫ ॥ পূর্বোক্তদেশে পুণ্যকালে গাজ্জোক্তে ইতিকর্তব্যতার অনুষ্ঠান করিয়া, ব্রহ্মপূর্বক উপযুক্তপাঙ্গে যে ধনাদি প্রদান করা যায়, তাহা, এবং শাস্ত্রোক্ত অত্যাশ্রয়-জাদি, ধর্মপ্রাপ্তির অসাধারণ উপায় ॥ ৬ ॥ ধৃতি, স্মৃতি, মহাজনের আচার, আপনার ধীতি এবং সম্যক্ সঙ্কল্প জনিত শাস্ত্রাবিকল্প কামনা, ইহাই ধর্মজ্ঞানের মূল ॥ ৭ ॥ বাগ্জ, আচার, দম, অহিংসা, দান, এবং স্বাধ্যায়

এইসকল কর্ম অপেক্ষা, চিত্তবিরোধদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই উৎকৃষ্টধর্ম ॥ ৮ ॥ মনোহ হইলে, তাহার নিরাকরণ এইরূপে হইবে; যথা বেদ এবং ধর্মশাস্ত্র চারিজন ব্রাহ্মণ অথবা ত্রৈবিদ্যমণ্ডলীর নাম সভা। সেই সভা অথবা অধ্যাপকজানীগণের মধ্যে অতি-নিপুণ, বেদধর্মশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্যক্তি, বাহ্য কহিবেন তাহাই ধর্ম ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র, এই চারিপ্রকার বর্ণ; তাহার মধ্যে প্রথমেতু, বর্ণব্রহ্ম—দ্বিজ। সেই দ্বিজগণেরই গর্ত্তাধান হইতে ব্রাহ্মণ্যস্ত সকল ক্রিয়াকলাপ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ বক্ষ্যমাণ ঋতুকালে গর্ত্তাধান, গর্ত্ত স্পন্দনের পূর্বে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টমমাসে সীমন্তোন্নয়ন, বালক গর্ত্ত হইতে নিষ্কান্ত হইলেই জাতকর্ম, একাদশদিনে অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে নামকরণ, জন্মের পর চতুর্থমাসে নিষ্কমণ, ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন, এবং কুলাচারমুহারে অর্থাৎ কাহারও এক বৎসরে, কাহারও তিন বৎসরে,—এই দুই মুখ্য কালে বা পাঁচ বৎসর প্রভৃতি গোণকালে, চূড়া-করণ হইয়া থাকে ॥ ১১।১২ ॥ এই সমস্ত কার্য করিলে গুণ্ডশোণিত-সম্বৃত পাপরাশি দূরীভূত হয়। এই সকল সংস্কারকার্য জীলোকদিগের পক্ষে মন্ত্রহীন; কেবল তাহাদিগের বিবাহ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক করিবে ॥ ১৩ ॥ ব্রাহ্মণহুনা-রের গর্ত্তাষ্টমে অথবা প্রকৃত অষ্টমবর্ষে, ক্ষত্রিয়দিগের গর্ত্তেকাদশে এবং বৈশ্যদিগের গর্ত্তদ্বাদশে

উপনয়ন হওয়া বিধি। তবে বৈশ্বের উপনয়ন
কুলাচারানুসারে হইবে ইহা কেহ কেহ বলেন
॥ ১৪ ॥ নিজ নিজ গৃহোক্ত বিধিঅনুসারে উপ-
নীত করিবার পর, গুরু, শিষ্যকে মহাধ্যাত্ব
(তুঃ ইত্যাদি) উচ্চারণ করিয়া বেদাধ্যাপনা
করিবেন এবং উক্ত শিষ্যকে শৌচ এবং আচার
শিক্ষা করাইবেন ॥ ১৫ ॥ দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞো-
পবীত স্থাপন পূর্বক, দিবা, প্রাতঃকাল,
এবং সায়াংকালে উত্তরমুখ, ও যদি রাজি
হয় ত দক্ষিণাভিমুখ হইয়া মৃত্তা বিষ্ঠা ত্যাগ
করিবে ॥ ১৬ ॥ অনন্তর শিরাগ্রহণ পূর্বক উত্থান
করিয়া নৃত্তিকা এবং উজ্জত জল দ্বারা এই-
রূপ শৌচ করিবে, যাহাতে বিধুত্বের লেপ, বা
গন্ধ কিছুমাত্র না থাকে ॥ ১৭ ॥ পবিত্রস্থানে উপ-
বেশন পূর্বক উত্তরমুখ বা পূর্বমুখ হইয়া হস্ত
উভয়জাম্বুর অন্তরালে রাখিয়া দ্বিজগণ ব্রাহ্মতীর্থ,
দ্বারা আচমন করিবেন ॥ ১৮ ॥ কনিষ্ঠামূল (১)
তর্জনীমূল (২) অঙ্গুষ্ঠমূল (৩) এবং কর-
তলের অগ্রভাগ অর্থাৎ অঙ্গুল্যাগ্র (৪) এইকয়
স্থানের নাম যথাক্রমে প্রজাপতিতীর্থ (১)
পিতৃতীর্থ (২) ব্রহ্মতীর্থ (৩) এবং দেবতীর্থ,
(৪) ॥ ১৯ ॥ তিনবার জলপানান্তে (অঙ্গুষ্ঠ
মূলদ্বারা) দুইবার (মুখে) মার্জ্জন করিয়া উর্দ্ধ-
দেহগতজিহ্বাসকল অর্থাৎ নাসিকাদি, জলদ্বারা
স্পর্শকরিবে। অবিকৃত ফেনবৃদ্ধরহিত শূদ্র-
কর্তৃক অনাজাত জল, (পানসময়ে) বক্ষঃ (১)
কণ্ঠ (২) তালু (৩) পর্যন্ত গমনকরিলে,
ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) ও বৈশ্য (৩) গণ
যথাক্রমে শুদ্ধ হইবেন। ওষ্ঠপ্রান্তে একবার
মাত্র স্পৃষ্ট হইলেই ত্রীলোক এবং শূদ্রগণ শুদ্ধ
হইবে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ প্রাতঃস্থান, জলদেবত মস্ত
অর্থাৎ আপোহিষ্টা প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা মার্জ্জন,
প্রাণায়াম, সূর্য্যোপস্থান এবং প্রত্যাহ গায়ত্রী
জপ করিবে ॥ ২২ ॥ প্রণবযুক্ত একএকটী
ব্রাহ্মত্ব যথাক্রমে পূর্বে বোজনা করিয়া শিরঃ
অর্থাৎ আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত

তিনবার গায়ত্রীজপ করিবে। (জপ করিবার
সময় মুখনাসিকাদি হইতে নিয়মমত বায়ু-
নির্গম হইবেনা; রেচক পূর্বক এবং কৃত্তক
করিয়া থাকিবে) ইহাই প্রাণায়াম ॥ ২৩ ॥
এইরূপ প্রাণায়াম করিয়া আপোহিষ্টাদি মন্ত্র
দ্বারা আপনাকে প্রোক্ষিত করিবে, এবং
সায়ংকালে পশ্চিমাশা হইয়া নক্ষত্রদর্শন
পর্যন্ত গায়ত্রী জপ করিতে থাকিবে, অর্থাৎ
যাবৎ নক্ষত্রদর্শন না হয় তাবৎ সায়ংসন্ধ্যার
বিহিত কাল। প্রাতঃকালে সূর্য্যদর্শনপর্যন্ত
পূর্বাহ্ন হইয়া একরূপ করিতে থাকিবে; অর্থাৎ
যাবৎ সূর্য্যোদয় না হয় তাবৎ প্রাতঃসন্ধ্যার
বিহিত কাল। সন্ধ্যোপাসনানন্তর প্রাতঃসন্ধ্যা
এবং সায়ংসন্ধ্যার নিজ নিজ গৃহোক্ত বিধি
অনুসারে অগ্নিতে সমিধাদি আহুতি প্রদান
করিবে ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ অনন্তর “আমি অমুক”
এইরূপে নিজনাম উল্লেখ করিয়া গুরু প্রভৃতি
বৃদ্ধবর্গকে অভিবাচন করিবে ॥ ২৬ ॥ এবং
অধ্যয়নসিদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে গুরুর
পরিচর্যা করিবে। গুরু, অধ্যয়ন করিবার
নিমিত্ত অস্থান করিলে পর অধ্যয়ন করিবে,
ভিক্ষাদি করিয়া যাহা পাইবে, তৎসমস্ত গুরুকে
অর্পণ করিবে, মনঃ, বাক্য, শরীর, এবং
কর্মদ্বারা তাঁহার হিতাচরণ করিবে ॥ ২৭ ॥
কৃতজ্ঞ, অদোহী, মেধাবী, শুচি, আধি-
ব্যাহিরহিত, অস্থিরাশ্রুতা, সচরিত্র, সেবা-
কুশল, বদ্ধ, বিদ্যাধাতা, এবং ধনদাতা
এই সকল ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনীয় ॥ ২৮ ॥
(এই অধ্যয়নের সময়) দণ্ড, অজিন,
যজ্ঞোপবীত এবং মেখলা ধারণ করিবে, এবং
স্বীয় জীবনযাত্রা নির্বাহের অস্ত্র অনিলনীর
ব্রাহ্মণবাচীতে ভিক্ষা করিবে ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণ
(১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্য (৩) যথাক্রমে
আদি (১) মধ্য (২) এবং অন্তে (৩) ভবৎ
শব্দপ্রয়োগ করিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ
ব্রাহ্মণ বলিবে “ভবতি । ভিক্ষাংদেহি”
ক্ষত্রিয় বলিবে “ভিক্ষাংভবতি । দেহি”
বৈশ্য বলিবে “ভিক্ষাংদেহিভবতি ।” ॥ ৩০ ॥
অধিকার্য্য করিবার পর, গুরুর অঙ্গনভিঃ-
সারে সৌমী হইয়া ভোজন করিবে। ভোক্তব্য-

“মৃত্যুস্তরে হতমৃত্তিকা বিহার কার্য্য, যেরূপ সর্ব্বা
নির্ধিত আছে, তাহাতে পান্যলপনাদি বৃহৎ হইলে
তৎকর্তৃক প্রণবযুক্ত করিয় হইবে। তৎকর্তৃক প্রণবযুক্ত বা
যাহ ইহা জানাইয়াই জানাই “ব্রহ্মণ্য” ইত্যাদি উক্ত
হইয়াছে।

বস্ত্র নিন্দা করিবে না, প্রত্যুত “ এইরূপ
অন্ন প্রতিদিন হউক ” ইত্যাদিরূপে পূজা
করিবে। এবং ভোজনের পূর্বে আপোশন
অর্থাৎ গণ্ডুষ করিতে হইবে ॥ ৩১ ॥*

বিজ, ব্রহ্মচারী-অবস্থার, বিশেষ পীড়াদি
ব্যতীত একস্থানান্তর অন্ন, ভোজন করিবে না।
এবং ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ (কজিয় বৈশ্য, শ্রাক্ষে
ভোজন করিতে অধিকারী নহে, এইজন্য স্বতন্ত্র-
ভাবে ব্রাহ্মণপদের উল্লেখ) শ্রাক্ষে নিষিদ্ধ
হইয়া, যাগাতে ব্রতভঙ্গ না হয়, একরূপ দ্রব্য
ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতে পারিবে ॥ ৩২ ॥
ব্রহ্মচারী বিজ, মধু অর্থাৎ মৌ, মাংস, অঞ্জন,
গুণ্ডভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট, নিষ্ঠুরবাক্য,
স্ত্রীসম্বোধ, স্ত্রীবহিঃসা, উদয়ান্তসময়ে সূর্য্য
দর্শন, অন্নীয় অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা জুগুপ্সিত
বাক্য, এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক মিথ্যা
হউক পরের দোষ উল্লেখ করা, ইত্যাদি বিষয়
পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৩ ॥ যিনি গর্ত্তাধান
হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সকল সংস্কার করিয়া
বেদ-অধ্যাপন করেন, তিনি গুরু। যিনি
কেবল উপনয়ন দিয়া বেদশিক্ষা দেন, তাঁহাকে
আচার্য্য বলা যায় ॥ ৩৪ ॥ যিনি বেদের এক-
দেশ শিক্ষাদেন তিনি উপাধ্যায়, এবং যিনি
যজ্ঞ করেন, তাঁহাকে ঋত্বিক বলা যায়। গুরু,
আচার্য্য, উপাধ্যায়, এবং ঋত্বিক এই কয়
মাত্রের মধ্যে যদপেক্ষা পূর্বে বাহার উল্লেখ
হইয়াছে, তদপেক্ষা তিনি অধিক মাত্র অর্থাৎ
গুরু, সর্বাপেক্ষা মাত্র; আচার্য্য তাঁহা হইতে
কিঞ্চিৎনূন ইত্যাদি; কিন্তু জননী ইহাদিগের
অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয় ॥ ৩৫ ॥ এক
এক বেদাধ্যয়নে দ্বাদশবর্ষ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য
করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে পাঁচবৎসর।
কেহ কেহ বলেন মাত্র বেদগ্রহণসময় ব্রহ্মচর্য্য
করিলেই চলিবে। গর্ত্তবোধূষবর্ষে কেশ-
মুণ্ডন অর্থাৎ “কোশানান্ধ্য কশ্” করিবে ॥ ৩৬ ॥

* পূর্ব্বোক্ত সময়ের অধিকার্য্য না হইলে, এই সময়
উক্ত কার্য্য করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য পুনর্বার
“ইত্যাদি” (অর্থাৎ এটি কার্য্য করিবার পর) এই
বাক্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।

† বেদশাস্ত্রের কেশমুণ্ডন ব্রাহ্মণের পক্ষে, কজিয়াদি
পক্ষে সর্ব্ববিধ বিধিমান করিয়া নাই।

(পূর্বে গর্ত্তাধিনি উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণাদির
উপনয়নের সুখাকাল উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে
উক্ত হইতেছে যে কতদিন পর্য্যন্ত উপনয়ন
সংস্কার হইতে পারে।) ব্রাহ্মণ (১) কজিয় (২)
এবং বৈশ্যের (৩) যথাক্রমে বোড়শ (১)
ষাবিংশ (২) এবং চতুর্বিংশবর্ষ (৩) পর্য্যন্ত
উপনয়নের কাল ॥ ৩৭ ॥ এ পর্য্যন্ত উপন-
য়ন না হইলে, তদন্তর ইহারা যাবৎ ব্রাত্য-
স্তোমযাগ না করে, তাবৎ বিজোচিত সকল
ধর্ম্মেই অনধিকারী, গায়ত্রী উপদেশের অযোগ্য,
এবং সংস্কারহীন হয়। যেহেতু প্রথম উপপত্তি
জনকজননী হইতে, এবং দ্বিতীয় উপপত্তি
মৌলীবন্ধন হইতে, অতএব এই সকল ব্রাহ্মণ,
কজিয় ও বৈশ্যগণ বিজ বন্নিয়া নির্দিষ্ট হই-
য়াছে ॥ ৩৯ ॥ যজ্ঞ, তপস্বী, এবং উপনয়নাদি
শুভকার্য্যবোধক বলিয়া একমাত্র বেদই
বিজ্ঞগণের মুক্তিজনক ॥ ৪০ ॥ যিনি প্রত্যহ
ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন, সেই বিজ, মধু ও হৃদ-
দ্বারা দেবগণের, এবং স্মৃত ও মধুদ্বারা পিতৃ-
গণের তৃপ্তিসাধন করেন ॥ ৪১ ॥ যিনি প্রত্যহ
যথাসক্তি যজুর্বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি স্মৃত
ও অস্মৃতদ্বারা দেবগণের এবং স্মৃত ও মধুদ্বারা
পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন ॥ ৪২ ॥ যিনি
প্রত্যহ সামবেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি সোম-
রস ও স্মৃতদ্বারা দেবগণের এবং মধুস্মৃতদ্বারা
পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন। অর্থাৎ ইহা
অধ্যয়ন করিলে, দেবগণ ও পিতৃগণ অতিশয়
তৃপ্তি হ'ন ॥ ৪৩ ॥ আর প্রত্যহ যথাসক্তি
অথর্ববেদপাঠী বিজ, সোম: দ্বারা দেবগণকে
এবং মধুস্মৃত দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন ॥ ৪৪
যিনি প্রত্যহ যথাসক্তি, বাকোবাক্য অর্থাৎ
প্রশ্লোত্তররূপ বেদবাক্য, পুরাণ, ধর্ম্ম-
শাস্ত্র, কল্পদৈবতাময়, যজ্ঞগাথাগাথা,
ভারতাদি ইতিহাস, এবং রাক্ষসী প্রভৃতি
বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, তিনি মাংস, স্ত্রী,
ওদন ও মধুদ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত করেন,
এবং স্মৃত মধুদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন
করেন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ দেবগণ ও পিতৃগণ, পরি-
তৃপ্ত হইয়া, অধ্যয়নকারিকে মঙ্গলজনক, অতি
লভিত সমস্তকল প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত

করেন। আর যে যে যজ্ঞপ্রতিপাদক বেদৈক-
দেশ অধ্যয়ন করিবেন, সেই সেই যজ্ঞ
অমৃষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪৭ ॥ এবং
এইরূপ নিত্যস্বাধ্যায়শীলদিগ, তিনবার ধনপূর্ণ
পৃথিবীদানের আর উত্তমতপস্তার ফল প্রাপ্ত
হ'ন ॥ ৪৮ ॥ (গান্ধার্য ব্রহ্মচর্য্য বিজ্ঞানাত্মের
কর্তব্য) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আচার্য্য সন্নিধানে,
আচার্য্যের অভাবে আচার্য্য-পুত্রের নিকটে,
তদভাবে আচার্য্য-পত্নীর সমীপে, এবং তিনি
না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয়-অগ্নির নিকটে
যাবজ্জীবন বাস করিবেন ॥ ৪৯ ॥ জিতেন্দ্রিয়
ব্রহ্মচারী, উক্ত বিধি অবলম্বনে থাকিয়া ক্রমে
দেহত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ করেন; ইহ-
সংসারে তাহার আর জরযন্ত্রণা ভোগ করিতে
হয় না ॥ ৫০ ॥

বেদাধ্যয়ন, অথবা ব্রহ্মচর্য্য, (এই একটি,
একটি) কিম্বা বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্য
উভয়ই সমাপন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবে।
পশ্চাৎ গুরুর অনুমতিক্রমে ভ্রমণ করিবে ॥ ৫১ ॥
অখলিত-ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজাতি, নপুংসকস্বামী দোষ-
শূণ্ডা অনন্তপূরী (পূর্বে পাত্রাস্তরের সহিত
যাহার' বিবাহদিবার স্থিরতা পর্য্যন্ত হয় নাই
এবং অপরের উপভুক্তা নহে, তাহাকে অনন্ত-
পূরী কহে), কাস্তিমতী, অসপিণ্ডা (পিতৃবধু
হইতে অধস্তন সপ্তম পর্য্যন্ত, এবং মাতৃবধু
হইতে অধস্তন পঞ্চম পর্য্যন্ত, সপিণ্ড কহে;
তন্নিমিত্ত, বয়ঃকনিষ্ঠা অরোগিনী, অর্থাৎ যাহার
দুশ্চিকিৎস রোগ নাই) ভাতৃযুক্তা অসমান
প্রযরা, অসগোত্রা, এবং মাতৃপক্ষ হইতে
পঞ্চম পুরুষের ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম
পুরুষের পরবর্ত্তিনী একটি সুলক্ষণা কন্যাকে
বিবাহ করিবে ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ মাতৃপক্ষের
পাঁচপুরুষ, এবং পিতৃপক্ষের পাঁচপুরুষ এইদশ
পুরুষের বিদ্যাদিগুণে অতিশুবিখ্যাত পুত্র-
পৌত্রদাসদানীধনধাত্মাদি-সমৃদ্ধ শ্রোত্রিয়দিগের
অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের মহাকুল হই-
তেই বিবাহ করা নিয়ম বটে; কিন্তু কুষ্ঠপ্রভৃতি
সঙ্করী রোগ, কিম্বা, হীনক্রিয়স্বাদি দোষ
থাকিলে ঐ কুল হইতেই কন্যা বিবাহ করা
কর্তব্য নহে ॥ ৫৪ ॥ (পুরুষসন্তান্য) এই সকল

গুণযুক্ত, এবং দোষ বর্জিত সর্বণ * শ্রোত্রিয়
পুংস্ববিষয়ে বিশেষযত্নসহকারে পরীক্ষিত,
অস্থবির, বুদ্ধিমান এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি,
বরপাত্র হইবার উপযুক্ত ॥ ৫৫ ॥ দ্বিজাতিগণ,
শূদ্রজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন,
বলিয়া যে একটা কথা আছে- তাহা আমার
সম্মত নহে, যেহেতু তাহাতে অর্থাৎ ভাৰ্য্যাতে
স্বয়ং আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে + ॥ ৫৬ ॥
যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্য-
দিগের (৩) বর্ণের ক্রমিকত্ব অনুসারে, তিনটি
(১) দুইটি (২) এবং একটা মাত্র (৩) ভাৰ্য্যা
হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য;
ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য; বৈশ্যের একমাত্র
বৈশ্যাই ভাৰ্য্যা; আর শূদ্রজাতীয়ের স্বজাতীয়াই
ভাৰ্য্যা হইবে ॥ ৫৭ ॥ বরকে আশ্বাসন করিয়া
তাহাকে যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যাসম্পাদান,
যে বিবাহের নিষাদক, তাহাই ব্রাহ্মবিবাহ।
সেই ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত
সন্তান, দশজন পূর্বে দশজন পর এবং আত্মা
এই পূর্বাপর একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র
করে ॥ ৫৮ ॥

যজ্ঞস্থ ঋত্বিক্কে, (দক্ষিণারূপে) যথাশক্তি
অলঙ্কৃত কন্যা সম্পাদান, যে বিবাহের নিষাদক,
তাহা দৈববিবাহ। গোমিথুন-গ্রহণ-পূর্বক
কন্যাদান-দ্বারা নিষ্পন্ন বিবাহ আর্ষবিবাহ। এই
উভয় বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্তবিবাহে
বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান, পূর্বাপর
চতুর্দশ পুরুষ, এবং শেষোক্ত পত্নীর গর্ভসমুৎ
পুত্র, পূর্বাপর ছয় পুরুষ পবিত্র করে ॥ ৫৯ ॥
“তোমরা দুইজনে একত্র ধর্ম্ম আচরণ কর”
এই কথা (কন্যা ও জামতার প্রতি) বলিয়া,

* সর্বণ অর্থে উৎকৃষ্ট বর্ণবা সমান বর্ণ।

+ দ্বিজ পুত্রার্থী হইয়া শূত্রাকে বিবাহ করিবেন না।
তবে পুত্রোপপত্তির পর ভাৰ্য্যাবিরোধ হইলে,
কেবল মাত্র রতিক্রম হইয়া শূত্রাকেও বিবাহ করিতে
পারিলে, ইহাই বচনের তাৎপর্য্য। এইরূপ-বিবাহিত
স্ত্রীতেও পুত্র জন্মিতে পারে বলিয়া পুত্রোপপত্তিসূত দ্বিজ-
পুত্রের ধর্ম্মারিকারের কথা উল্লিখিত হইবে।

নিয় বর্ণোত্তর কন্যার সহিত উচ্চবর্ণের পুরুষের
বিবাহ, পূর্বকালে প্রচলিত ছিল; এক্ষণে নিবর্ত্ত
হইয়াছে।

প্রার্থী-বরকে কন্যাসম্প্রদান যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহা প্রাক্ষাপত্য। এই প্রাক্ষাপত্য-বিবাহে বিবাহিত পত্নীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র, ছয়জন পূর্ববংশ, ছয়জন পরবংশ, এবং আত্মা ইহাদিগকে পবিত্র করে ॥ ৬০ ॥ শুদ্ধ-গ্রহণ-পূর্বক কন্যাদান যে বিবাহের নিষ্পাদক তাহার নাম, আম্রব বিবাহ। পরস্পর অমুরাগ প্রযুক্ত শপথপূর্বক বিবাহের নাম গাক্কর্ক-বিবাহ; সংগমে অপহরণপূর্বক বিবাহের নাম পৈশাচ বিবাহ। ৬১। সবর্ণ-বিবাহে পাণিগ্রহণ করাই কর্তব্য। আর উৎকৃষ্ট বর্ণের সহিত হীন-বর্ণীয় বিবাহ স্থলে, ক্ষত্রিয়া শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্য, প্রোতাদ গ্রহণ করিবে। ৬২। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, স্কুলা, এবং জননী, ক্রমো-পত্ত্ব এই কয় ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব-পূর্বের অভাব হইলে, উম্মাদানিদোষ-রহিত পরপর ব্যক্তি, কন্যাদানে অধিকারী। অর্থাৎ পিতার অভাবে, পিতামহ, তদভাবে ভ্রাতা ইত্যাদি। ৬৩। অধিকারী ব্যক্তি কন্যাদান না করিলে, ঐ অদত্ত-কন্যার প্রতিধ্বত্নে জগহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে, আর দানাদিকারীর অভাব হইলে কন্যা স্বয়ং উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিবে। ৬৪। বাক্য দ্বারাই হউক, আর মনঃ দ্বারাই হউক, যে কন্যা একবার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে হরণ করিলে, অর্থাৎ অপরকে দিলে ঐ কন্যাদাতা, চোরের যে দণ্ড বিহিত আছে, সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু যদি প্রথম-বার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর মিলে, তাহা হইলে বাগদত্তাদি কন্যা উৎকৃষ্টবরকেই সম্প্রদান করিবে। ৬৫। কন্যাকর্তা, ছষ্টকতার দোষোল্লেক না করিয়া দান করিলে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। বস্তৃতঃ অষ্টকন্যা গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করিলেও, ঐ দণ্ড। আর যে ব্যক্তি ঐ কন্যার মিথ্যা দোষব্যাখ্যান করে তাহাকে দণ্ড দণ্ড হইবে। ৬৬। পুনঃ-সংসৃত-অক্ষতা এবং কন্যার নাম পুনর্ভূ। যে জী স্বীয় পত্নিকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাপূর্বক কোন সর্ব পুরুষকে আশ্রয় করে তাহার নাম স্মেরিণী

(এই বিবিধ স্ত্রী অন্তঃপূর্ণ)। ৬৭। দেবর, তদ-ভাবে সপিণ্ড, তদভাবে সগোত্র পুরুষ দ্ব্যত-লিপ্ত হইয়া অজাতপুত্রোক্তিতে, উহার পিতাদির অনু-মতিক্রমে, মাত্র পুত্রোৎপাদনমানসে, ঋতুকালে গমন করিবে। ৬৮। যতদিন গর্ভ না হয়, তত দিন উক্ত নিয়মে গমন করিবে; ইহার পর, কিম্বা নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া গমন করিলে পতিত হইবে। এই বিধি অনুসারে উৎপন্ন পুত্র, পূর্বপরিণেতার কেত্রজ পুত্র হইবে। ৬৯। ভৃত্য-ভরণাদি-অধিকার হইতে চ্যুত করিবে, অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে দিবে না, বাহাতে মাত্রজীবন থাকে এইরূপ আহার করিতে দিবে, অনবরত দিকার দিবে, এবং ভূতলে শয়ন করাইবে। এইরূপে ব্যভি-চারিণী স্ত্রীকে অকার্য্যে বিরক্ত করিবার জন্য নিম্ন গৃহেই রাখিবে। ৭০। স্ত্রীদিগকে, চন্দ্র শৌচ প্রদান করিয়াছেন; গন্ধর্ব্ব, মধুরভাবিতা দিয়াছেন এবং পাবক সমস্ত বস্ত্র-অপেক্ষা পবিত্র করিয়াছেন; অতএব স্ত্রীগণ পবিত্র। ৭১। মানসব্যভিচার হইলে, রাজোদর্শনদ্বারা তাহার গুণ্ডি হইবে। আর যদি হীনবর্ণের সংসর্গে গর্ভ হয়, জগহত্যা, স্বামীহত্যা, মহাপাতক, বা শিষ্য সংসর্গাদি করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। ৭২। পূর্বপরি-ণীতভার্যা, সুরাপায়িনী, দীর্ঘরোগগ্রস্তা, ধূর্তা, বক্কা, অর্থনাশিনী, অশ্রিয়ভাবিণী, স্ত্রীপ্রসবিনী, “মেয়ে-বিউনী,” অথবা পুরুষ-দেবিণী হইলে অর্থাৎ এই অষ্টবিধ স্ত্রীলোকের মধ্যে একবিধ হইলেই দ্বিতীয়বার দারপরি-গ্রহ করিবে ॥ ৭৩। অধিবিদ্যস্তুতিকে অর্থাৎ যে স্ত্রী বর্তমান থাকিতে পুনর্বার বিবাহ করিয়াছে সেই স্ত্রীকে, পূর্ববৎ ভরণ পোষণ করিবে; অল্পধা অতিশয় পাপ হইবে। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর আম্রকুল্য থাকে, সেখানে ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কাম এই ত্রিবর্ণের বৃদ্ধি হয় ॥ ৭৪। যে স্ত্রী, স্বামী বর্তমানে বা অবর্তমানে, অপরপুরুষে আসক্ত হইবে, সে, ইহলোকে বশস্বিনী হয় এবং (পরলোকে) উমার সহিত ক্রীড়া করিতে পায় ॥ ৭৫। আজ্ঞাবর্তিনী, কার্য্যদক্ষা, পুত্রবতী, এবং

মিষ্টভাবিণী, স্ত্রী থাকিতে পুনর্বার বিবাহ করিলে, রাজা ঐ স্ত্রীকে স্বামীধনের তৃতীয়াংশের একাংশ দেওয়াইবেন । স্বামী নির্জন হইলে, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দেওয়াইবেন ॥ ৭৬ ॥ স্ত্রী, স্বামীর বাক্যপালন করিবে, কারণ ইহাই স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট ধর্ম । কিন্তু স্বামী মহাপাতকী হইলে, শুদ্ধিকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে ॥ ৭৭ ॥ যেহেতু, পুত্রপৌত্র প্রপৌত্র দ্বারা ইহলোকে বংশবিস্তার হয় এবং অগ্নি-হোতাদি দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় । অতএব সম্ভানার্থ স্ত্রীসন্তোগ করিবে এবং ধর্মার্থ তাহাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা করিবে ॥ * ৭৮ ॥ স্ত্রীদিগের ঋতুকাল বোড়শ অহোরাত্র । তাহার মধ্যে বৃদ্ধ অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ইত্যাদি অহোরাত্রীয়-রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে । ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতি ঘটবে না । পরন্তু চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, ও সংক্রান্তি এইসকল পর্বে, এবং ঋতুর প্রথম চারি অহোরাত্র বর্জন করিবে ॥ ৭৯ ॥ এইরূপে পুরুষ, মধ্য মূল্য বর্জন করিয়া চন্দ্রস্তাদি কালে রজস্বল্যব্রত এবং স্নানাহারাদি দ্বারা কৃশীকৃত পত্নীতে গমন করতঃ লক্ষণাক্রান্ত পুত্রউৎপাদন করিবে ॥ ৮০ ॥

“তোমাদিগের কাম-বিয় করিলে পাতকী হইবে” স্ত্রীলোকদিগের এই বর শ্রবণ করতঃ তাহাদিগের কামানুসারে কামী হইয়া ঋতু-স্তিন্ন কালেও গমন করিতে পারিবে, এবং নিজপত্নীর প্রতিই অমুরক্ত হইবে । কারণ, স্ত্রীপণের রক্ষা করা অতিআবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৮১ ॥ ভর্তা, ভ্রাতা, পিতা, জাতি, ঋক্স, ঋতুর, দেবর এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ, অলঙ্কার বস্ত্র ও ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা স্ত্রীপণকে পরিতুষ্ট করিবেন ॥ ৮২ ॥ স্ত্রীলোক, গৃহোপকরণ বস্ত্র শুভাঙ্গিরা রাখিবে, কাজ কর্ষে তৎপর হইবে, সূর্য্যদা হাস্যমুখে থাকিবে, অধিক ব্যয় করিবে না, ঋক্স ও ঋতুরের চরণ বন্দনা করিবে এবং সকল কার্য্যই স্বামীর বশ-বর্ত্তিনী হইয়া করিবে ॥ ৮৩ ॥ স্বামী, বিদেশে

যাইলে, স্ত্রী, ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, সত্য-দর্শন, উৎসব-দর্শন, হাস্য-পরিহাস এবং পরগৃহে গমন, পরিভ্রমণ করিবে ॥ ৮৪ ॥ স্ত্রীজাতিকে, কন্তাকালে পিতা, বিবাহের পর ভর্তা এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করিবে । যে সময়ে প্রকৃত রক্ষকের অভাব হইবে, সেই সময়ে বন্ধুবান্ধবগণ রক্ষা করিবেন । কোন সময়েই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকিবে না ॥ ৮৫ ॥ পতিহীনা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ঋক্স, ঋতুর বা মাতুলের আশ্রয়ে থাকিবে । অত্যা নিম্ননীয় হইবে ॥ ৮৬ ॥ যে স্ত্রী, স্বামীর প্রিয় এবং হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত, উত্তম আচার সম্পন্ন এবং ক্রিতেন্দ্রিয়, তিনি ইহকালে যশঃ ও পরকালে সর্ব্বোত্তমা গতি প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৮৭ ॥ বহুভার্য্য ব্যক্তি, সর্ব্বা স্ত্রী থাকিতে অপর বর্ণীয় স্ত্রীকে ধর্ম্ম করাইবে না । এবং বহুতর সর্ব্বা স্ত্রী থাকিলে, তাহার মধ্যে পূর্ক্স-পরিণীতা স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যে নিযোজনীয় নহে ॥ ৮৮ ॥ স্বামী, সচ্চরিত্রা স্ত্রীকে স্রোত অগ্নি, তদ্ভাবে স্মার্ত্ত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া অবিলম্বে, বিধিপূর্ব্বক পুনর্বার বিবাহ ও অগ্নি আহরণ করিবেন ॥ ৮৯ ॥ পরিণীত সর্ব্বা স্ত্রীতে পরিণেতা সর্ব্ব হইতে উৎপন্ন পুত্র, পিতামাতার সর্ব্ব হইবে । অনিন্দ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মপ্রভৃতি বিবাহে বিবাহিত-পত্নীর গর্ত্তসমুৎপন্ন পুত্রগণ বংশবর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥ ৯০ ॥ বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মুদ্ধাভিষিক্ত । বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম অশ্বঠ, এবং শূদ্র-জাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাধ, কিশা পারশব ॥ ৯১ ॥ ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য (১) এবং শূদ্র (২) জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র যথাক্রমে মাহিষ্য (১) এবং উগ্র (২) বলিয়া কথিত হইয়াছে । এবং বৈশ্যের ঔরসে, শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম করণ, এই বিধি, বিবাহিত স্ত্রীসম্বিবরেই জামিবে ॥ ৯২ ॥ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র হয়, তাহার নাম

* বংশবিহার এবং অগ্নিহোতাদিগের, স্ত্রীসংসর্গে কল ।

* মাহিষ্যের পুত্র উৎপন্ন হয় বাহি, বা বজ্র করা হয় বাহি, অশ্বঠ যে ক্ষত্রিয়ের গর্ভে উৎপন্ন হয়, তাহা-স্ত্রিয়ের পক্ষে এই বিধি ।

নৃত্য। বৈশ্ণবের ঔরসে যে পুত্র হয় তাহার নাম বৈদেহক। শূদ্রের ঔরসে যে পুত্র হয়, তাহার নাম চাণ্ডাল; এই জাতি সর্ষধর্ম-বহিষ্কৃত ॥১৩॥
কৃত্রিমা বৈশ্বসংসর্গে “মাগধ” এবং শূদ্র সংসর্গে “কড়া” সংজ্ঞক আর বৈশ্বা, শূদ্রসংসর্গে আয়ো-
গব সংজ্ঞক; পুত্র প্রসব করিয়া থাকে ॥১৪॥
মাহিষ্য জাতীয় পুরুষের ঔরসে করণজাতীয়
স্ত্রীর গর্ভে “রথকার” জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ
ঐতিহ্যোমজ অর্থাৎ হীনজাতীয় পুরুষসংসর্গে
উচ্চজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন (১) এবং অমু-
ণোমজ অর্থাৎ উচ্চ জাতীয় পুরুষের ঔরসে
নীচ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন ব্যক্তিগণকে
(২) যথাক্রমে অসৎ (১) এবং সৎ (২) বলিয়া
জানিবে ॥১৫॥ জাতির উৎকর্ষ অর্থাৎ মুর্দ্ধা-
ভিষিক্তাদি হইতে বিপ্রাদি লাভ, কোন
স্থলে সপ্তম, কোন স্থলে ষষ্ঠ, কোন স্থলে বা
পঞ্চম জন্মে হইতে পারে। আর জীবিকার
অপকর্ষে সপ্তম, ষষ্ঠ, এবং পঞ্চজন্মে নীচজাতির
সাম্য হইবে। অধর অর্থাৎ মুর্দ্ধাভিষিক্তাতে,
কৃত্রিয়াদি কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র এবং উত্তর
অর্থাৎ মুর্দ্ধাভিষিক্তাদি জাতীয় স্ত্রীতে ব্রাহ্মণাদি
কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র, ইহাদিগের উচ্চনীচতা
এবং জাত্যুৎকর্ষ পূর্বোক্তরূপেই জানিবে ॥১৬॥
গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ বিবাহায়িতে, কিম্বা
বিভাগকালান্তরায়িতে, স্মার্তকর্ম, এবং
আহবনীয়াদি বৈতানিকায়িতে, শ্রৌতকর্ম
করিবে ॥১৭॥ শরীরচিন্তা অর্থাৎ বিধু-
আদি পরিত্যাগ সমাপন করিয়া পূর্বোক্তরূপে
শৌচকাণ্ড সমাহিত হইলে, দ্বিজ, দম্ভধাবন
পূর্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে ॥১৮॥ আহব-
নীয়াদি অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করিয়া একাগ্র-
চিত্তে সূর্য্য দৈবত্যা মন্ত্র সকল জপ করিবে।
আর বৈশ্বজ্ঞান বিবিধশাস্ত্রাধ্যয়ন এবং

অধীতশাস্ত্রের আলোচনা করিবে ॥১৯॥
অনন্তর অলঙ্কারবোয় লাভ, এবং লঙ্কারবোয়
রক্ষার জন্ত কোন রাজা বা জমীদারের নিকট
উপস্থিত হইবেন, তৎপরে দান করিয়া দেব-
ঋষি-পিতৃ-ভর্ষণ এবং দেবার্চনা করিবে ॥২০॥
ঋগ্, যজুঃ, সাম, অধর্ম এই চারি বেদ, পুরাণ,
ইতিহাস, এবং অধ্যাত্মিকাবিদ্যা, জপযজ্ঞ-
সিদ্ধির জন্ত পূর্বোক্তবিধি অনুসারে যথাশক্তি
অধ্যয়ন করিবে ॥২১॥ বলিকর্ম (১), ভর্ষণ
(২), হোম (৩), অধ্যয়ন অধ্যাপন (৪), ও
অতিথি সংকার (৫), যথাক্রমে (ইহাদিগের
নাম), ভূতযজ্ঞ (১) পিতৃযজ্ঞ (২) দেবযজ্ঞ (৩)
ব্রহ্মযজ্ঞ (৪) ও মনুষ্যযজ্ঞ (৫)। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ,
গৃহস্থের নিত্যকর্তব্য ॥২২॥ স্ব স্ব গৃহোক্ত-
বিধি-অনুসারে বৈশ্বদেবেব হোম করিবে,
অবশিষ্ট অন্নদ্বারা সর্ষভূতোদ্যেপে বলি দিবে।
অনন্তর কুকুর, চাণ্ডাল, বায়স, ও পতিভিক্ষকে
ভূমিতে অন্ন দিবে ॥২৩॥ পিতৃলোক “ও
মনুষ্য উদ্যেপে প্রত্যহ” অন্ন (তদভাবে, ফলমূল,
তদভাবে) জল দিবে, এবং প্রত্যহ সর্ষদা
বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবে, আপনার জন্য
ভোজ্যাদ্রব্য প্রস্তুত করিবে না। কিন্তু দেবতার
জন্য প্রস্তুত করিবে ॥২৪॥ বালক, স্ববাসিনী
অর্থাৎ বিবাহিতা হইয়া যে পিতৃগৃহে অব-
স্থিত করে, বৃদ্ধ, গর্ত্তিনী, পীড়িত, কুমারী,
অতিথি এবং ভূতগণকে ভোজন করাইয়া
স্বামী-স্ত্রী অবশিষ্ট অন্নভোজন করিবে ॥২৫॥
দ্বিজাতি, ভোজনের প্রারম্ভে ও অন্তে আপো-
শন ক্রিয়াদ্বারা ভূজ্যমান অন্নকে, অনন্ন এবং
অমৃত করিবেন ॥২৬॥

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে। ব্রহ্মচারী-ভিক্ষুককে
স্বস্তিবাচনাদিপূর্বক ভিক্ষা দিবে। এবং
ভোজনকালে আগত সখিসম্মিষ্টবান্ধব-
দিগকে ভোজন করাইবে ॥২৭॥ শ্রৌত্রিয়,
গৃহাগত হইলে, তাহার স্ত্রীতর জন্য “এ সকল
আপনার” ইহা বলিয়া মোহক অর্থাৎ বৃহৎ বৃষ বা
মহাজ অর্থাৎ বৃহৎ ছাগ, সমুখে রাখিবে।
উহা শ্রৌত্রিয়কে দান বা তাহার জন্য হত্যা
করিতে হইবে না। তাহার আগতপন্ন আসন্ন
দানাদি রূপসংকার করিবে। তিনি উপবিষ্ট

* ইহার ব্যাখ্যা এই—ব্রাহ্মণ বিবাহিত নিবাসীর
গর্ভে যে কন্যা হইল তাহাকে ব্রাহ্মণে বিবাহ করিবে
এইরূপ ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণগোত্রা বধী নিবাসী ব্রাহ্মণ
যে পুত্র প্রসব করিবে, সে ব্রাহ্মণ, এই স্থলে সপ্তম জন্মে
জাত্যুৎকর্ষ হইল। এইরূপ ব্রাহ্মণ পরিণীতা পক্ষনী
যবনী-দম্পতী। সে পুত্র প্রসব করে, সে ব্রাহ্মণ, এইরূপে
ষষ্ঠ জন্মে জাত্যুৎকর্ষ এইরূপ ভূতবী মুর্দ্ধাভিষিক্ত। সে পুত্র
প্রসব করিলে সে ব্রাহ্মণ, এইরূপ পঞ্চমজন্মে জাত্যুৎকর্ষ।

হইলে আপনি উপবেশন করিবে, তাঁহাকে
স্বস্বচ্ছ বস্ত্র ভোজন করাইবে এবং “আপনার
আগমনে ধন্য হইলাম” ইত্যাদি মধুর বাক্য
বলিবে ॥ ১০৮ ॥

ত্রিবিধ-স্নাতক, আচার্য্য, রাজা, মিত্র এবং
জামাতা মাতুল-স্বগুরাদি, গৃহে আগত হইলে,
বৎসরে একবার করিয়া মধুপঙ্ক দ্বারা পূজ-
নীয় এবং সাধিককে প্রতিযজ্ঞে (যজ্ঞ যদি
বৎসরে ৪টি হয় তাহাতেও) উক্তরূপে পূজা
করিবে ॥ ১০৯ ॥ পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া
এবং বেদপারগব্যক্তিকে শ্রোত্রিয় বলিয়া
জানিবে, এই অতিথি ও শ্রোত্রিয় ব্রহ্মলোক
গম্যেচ্ছু গৃহীর বিশেষ মাত্ৰ * ॥ ১১০ ॥
অনিন্দনীয় ব্যক্তির নিমন্ত্রণ ব্যতীত, পরপক্ষ
বস্ত্রভোজনে অংশগ্রহণ করিবে না। বাক্চাগল্য
পানিচাপাধ্য এবং পানচাপল্যাদি পরিত্যাগ
করিবে ॥ ১১১ ॥ শ্রোত্রিয় অতিথিকে উত্তম-
ভোজনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া সীমান্ত
পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিবে। ইতিহাস-
পুরাণাদিবেত্তা, কাব্যকথায় স্মৃতিতর, সন্তোষ-
জনক আলাপে স্থনিপুণ বন্ধুদিগের সহিত,
অবশিষ্ট দিব্যভাগ, অতিবাহিত করিবে ॥ ১১২ ॥
সায়ংসন্ধ্যোপাসনা, অগ্নিত্রেয় আহুতি প্রদান,
এবং ঐ সকল অগ্নির উপাসনাস্তে ভূত্যাগে
পরিবৃত্ত হইয়া অনতিতৃপ্তিজনক আহাব
করিবে; অনন্তর আয়ব্যাদিবিষয়ক চিন্তা করিয়া
শ্রম করিবে ॥ ১১৩ ॥ ব্রাহ্মমহর্ষে অর্থাৎ
ব্রাহ্মের শেষ সময়ে শেবার্দ্ধে জাগরিত হইয়া
নিজহিতচিন্তা করিবে। এবং যথাকালে
শঙ্করস্নাত্রে ধর্ম্মার্থ কামের সেবা করিবে ॥ ১১৪ ॥
বিস্ত (১) বন্ধু (২) বয়স অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতা বা
সপ্ততিতর উক্ত বয়স (৩) কর্ম্ম অর্থাৎ শ্রোতস্মার্ত্ত-
ক্রিয়াকলাপ (৪) এবং বিদ্যা (৫) প্রভাবে লোক,
যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত মাত্ৰ হইয়া থাকে অর্থাৎ
সাধারণের নিকট ধনশালী লোকমাত্ৰ, তাহার
নিকটও বন্ধু সম্পন্ন ব্যক্তি মাননীয় ইত্যাদি।

* পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া জানিবে।
শ্রোত্রিয় অর্থাৎ সন্যাসবাদ্যাদি এবং বেদপারগ অর্থাৎ
একশাখা-সান্নিধ্য, এই দ্বিবিধ অতিথি, ব্রহ্মলোকগমনেচ্ছু
গৃহীর মাননীয়। ইহা বিতাক্রাসম্বত ব্যাখ্যা।

এই সকল গুলি বা ইহার অন্ততম, কোন একটা
অধিক পরিমাণে থাকিলে, মাত্ৰ, অতএব অশীতি-
পর বৃদ্ধশ্রুতও সন্মান পাইয়া থাকে * ॥ ১১৫ ॥
বৃদ্ধ, ভারবাহী, রাজা, স্নাতক, জ্যৈষ্ঠ, লোক,
রোগী, বর ও চক্রী অর্থাৎ গাড়েওয়ান্ ইহা-
দিগকে সাধারণ লোক, পথ দিতে বাধ্য। স্নাতক
ব্যতীত এই সকল লোকেরও রাজা সন্মাননীয়
অর্থাৎ ইহার রাজাকে পথ দিবে, কিন্তু
স্নাতক, রাজারও মাত্ৰ ॥ ১১৬ ॥ যাগ, অধ্য-
য়ন, এবং দান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্বদিগের
সাধারণ ধর্ম্ম; অধিকের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ
যাজন এবং অধ্যাপনা অর্থাৎ ইহা কেবল
ব্রাহ্মণেরই কার্য্য ॥ ১১৭ ॥ প্রজাপালনই ক্ষত্রি-
য়ের প্রধান কর্ম্ম। কুসীদভোগ (হৃদযাওয়া),
কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, এবং গণ্ডপালন, বৈশ্যের,
প্রধান কর্ম্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ১১৮ ॥
বিজ্ঞানপ্রদাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে দ্বিজাতি-
গণের শুশ্রূষাদিকার হইতে বিচূত না হইয়া
বাণিজ্য করিতে পারিবে; অথবা নানাবিধ
শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে
(পরন্তু সকল সময়েই দ্বিজাতিগণের হিতে
নিযুক্ত থাকিবে) ॥ ১১৯ ॥ নিজভাষায়
অনুরক্ত, শৌচাচার-যুক্ত, ভূত্যাগালক, ও প্রাক-
কার্য্যে তৎপর, হইবে। “নমঃ” এই মন্ত্রমাত্র
উচ্চারণ করিয়া পূর্বোক্ত ভূত্যাগাদি গৃহযজ্ঞ
করিবে ॥ ১২০ ॥ অহিংসা, সত্য, অস্তেজ,
ইজ্জয়সংযম, দান, অন্তঃকরণসংযম, দয়্য,
এবং ক্ষমা ইহা সকলেরই ধর্ম্মসাধন
॥ ১২১ ॥ বয়স, বুদ্ধি, ধন, বাক্য বেধ,
বিদ্যা, বংশ এবং কর্ম্মের অনুরূপ, অথচ
কৌটিল্য ও শঠতা বর্জিত বুদ্ধি আচরণ
করিবে ॥ ১২২ ॥ বাহার ত্রিবিধভোগ্য বা
তদধিক অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোম-
ন করিবে। এবং বাহার বর্ষভোগ্য অন্ন
সংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপানের পূর্বক ঐ

* বিতাক্রাসম্বত ব্যাখ্যা এই: --

এই সমস্ত বা ইহার অন্ততম থাকিলে বৃদ্ধবয়সে পূর্ণ
সন্মানিত হইয়া থাকে।

অগ্নিগোত্রদর্শনপূর্ণমাসাদিক্রিয়াকলাপ করিবে ॥ ১২৩ ॥ প্রতিবর্ষে সোমযাগ, প্রতিঅয়নে অর্থাৎ প্রতি দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণে বা প্রতিবর্ষে, পশুযাগ, শস্তোপতিসময়ে অগ্নয়ণ যাগ এবং প্রতিবর্ষে চাতুর্মাস্য যাগ করিবে ॥ ১২৪ ॥ † সোমযাগ প্রভৃতি পূর্কোক্ত কার্য সকলের সমু-
ষ্ঠান কোনরূপে অসম্ভব হইলে ততৎকালে, বিজ্ঞ, বৈশ্বানর যাগ করিবে; দ্রব্য থাকিতে, সোম-
যাগাদিস্থলে বৈশ্বানর যাগ এইরূপ নূনিকল্প কার্য অর্থাৎ করিবে না এবং যে কার্য ফলপ্রদ অর্থাৎ কাম্য হ্রাহাও হীনকল্পে করিবে না ॥ ১২৫ ॥
মূত্রের নিকট ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ করিলে পরজন্মে চণ্ডাল হয়। যজ্ঞ করিবার নামে যে দ্রব্য পাইয়াছে, যজ্ঞে তাহা না দিলে, ভাস পক্ষী অথবা কাক হইবে ॥ ১২৬ ॥ নিপতিত বা যজ্ঞ পরিত্যক্ত শস্তাদির মঞ্জরী গ্রহণের নাম শিশ, পরিত্যক্ত কণামাত্র গ্রহণের নাম উজ্জ, গৃহী এই উপায়দ্বয়ে কুশলপরিমিত ধাতুযুক্ত অর্থাৎ দ্বাদশদিন কুটু-ভরণোপযুক্ত ধাতু সম্পন্ন, কুজপরিমিত-ধাতুযুক্ত অর্থাৎ ছয় দিন কুটু-ভরণোপযুক্ত ধানাদি সম্পন্ন, তিন দিন কুটু-ভরণোপযুক্ত ধাতাদিসম্পন্ন অথবা অশ্বন্তন (অর্থাৎ বাহার পরদিন খাইবার সংস্থান নাই) হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে; এই চতুর্বিধ জীবিকাবলম্বী গৃহীগণের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পরপর প্রশস্ত; অর্থাৎ কুশলপরি-
মিত ধাতুসম্পন্ন অপেক্ষা কুজপরিমিত ধাতু সম্পন্ন গৃহী প্রশংসার পাত্র ইত্যাদি ॥ ১২৭ ॥
অপ্রতিবিদ্ধ ব্যক্তি হইতেও স্বাধারবিরোধী অর্থগ্রহণ করিবে না। অজ্ঞাতকুললীল ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না, বিরুদ্ধ অর্থাৎ অযাজ্যগাজন এবং প্রসঙ্গ অর্থাৎ নৃত্যগীতাাদি তদ্বারা অর্থো-
পার্জন করিবে না এবং সর্সদা সন্তোষলীল হইবে ॥ ১২৮ ॥ ক্ষুধার কাতর অর্থাৎ বিভাগ-
লব্ধ ধন দ্বারা কুটু-ভরণাদি করিতে অক্ষম হইলে, বিজ্ঞাতকুললীল বাজা, অস্ত্রনাসী

এবং যাজনার্থ ব্যক্তির নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিবে। দাস্তিক অর্থাৎ লোকরঞ্জনের জন্ত বর্ষকাণ্ডকারী, হৈতুক (কৃত্তিক), পায়ণ্ডী অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ-আশ্রমাদি-অবলম্বী, বহুবৃত্তি অর্থাৎ বহুধা ইত্যাদি ব্যক্তিকে বৈদিক লৌকিক সকল কার্যে পবিত্র্যাগ করিবে ॥ ১২৯ ॥
গুরুশ্রমধারী হইবে। শশ্রু, কেশ, ও নখের ক্ষৌরকর্ম করিবে। বাহ্য আভ্যন্তর শৌচযুক্ত এবং স্নানান্নুলেপন দ্বারা সদগুরুশালী হইবে। ভাগ্যার সমুখে অথবা একবস্ত্রপরিধান করিয়া, কিম্বা উশ্ণিত হইয়া ভোজন করিবে না ॥ ১৩০ ॥
প্রাণবিপত্তিসংশয়াবহকর্ম অর্থাৎ ব্যাভ্রাদিযুক্তদেশে গমনাদি করিবে না, হঠাৎ কাহাকেও অপ্রিয়, অহিত, কিম্বা অন্ত-
ব্যাক্য বলিবে না। চৌর্য্য করিবে না এবং বান্ধু হইবে না অর্থাৎ নিবিদ্ধ বুদ্ধিগ্রহণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে না ॥ ১৩১ ॥
সুবর্ণকণ্ডল, যজ্ঞোপবীত, বেণুযষ্টি এবং জন-
পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবে, (প্রথম ছুটী সর্সদা, শেষ ছুটী সমগ্র বিশেষে)। দেব-
প্রতিমা, উদ্ধৃতমূর্ত্তিকা, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং বনস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ১৩২ ॥ নদী, ছায়া, পথ, গোষ্ঠ, জল ও ভস্মাদিতে মূত্র-
পুত্রীষ ত্যাগ করিবে না। অগ্নি স্থায়ী ও চক্ষুর অভিমুখীন হইয়া বা জীলোক ও দ্বিজ্ঞাতির সমুখে, কিম্বা সন্ধ্যাঘরে উক্ত কার্য করিবে না ॥ ১৩৩ ॥ (উদয়াস্তময়াদি কালে)
স্বাদর্শন করিবে না, নম্র, বা মৈথুনী সজ্ঞ জ্ঞানী দর্শন করিবে না। মূত্রপুত্রীষাদি দেখিবে না এবং অণ্ডটি হইয়া গ্রহণনক্ষত্রাদি দর্শন করিবে না ॥ ১৩৪ ॥
বৃষ্টিপাত হইতেছে এমত সময়ে এই সমস্ত মন্ত্রপাঠ করতঃ “ক্ষয়ং মে বজ্রঃ” অনাবৃত হইয়া গমন করিবে এবং পশ্চিমদিকে মন্তক রাখিয়া অথবা নগাদি অবস্থায় শয়ন করিবে না ॥ ১৩৫ ॥ নিষ্ঠীবন, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, এবং রেতঃ জলে নিক্ষেপ করিবে না। অগ্নিতে চরণদ্বয় তপ্ত করিবে না এবং অগ্নিকে লজ্বন করিবে না ॥ ১৩৬ ॥
অঞ্জলি দ্বারা জলান করিবে না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে না।

* ইহা কাব্যসোমপানাদি বিধা হইল। নিত্য-
কর্তব্য সোমপানে বন্য দ্রব্য বিচার নাই।

† এই সকল কর্ম নিত্যকর্তব্য।

হৃত বা ধর্ম্ম অর্থাৎ গুহিংসাদিয়ার জীড়া করিবে না এবং রোগীর সহিত একত্র শয়ন করিবে না ॥ ১৩৭ ॥

জনগণবিরুদ্ধ, কুলচারবিরুদ্ধ এবং গ্রাম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম, চিতাধুম স্পর্শ, বাহদারা নদী-সন্তরণ, আর, কেশ, জন্ম, তুষ, অঙ্গার, কপাল ও অস্থিকার্পাদিতে অবস্থিতি এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৩৮ ॥ বৎস গাভীর শুভ্রপান করিতেছে, এমন সময়ে তৎস্বামীকে এ কথা বলিয়া দিবে না। কুপথ দ্বারা নগর গ্রাম, মন্দির, ইত্যাদি কোন স্থলেই প্রবেশ করিবে না, রূপণ ও শাস্ত্রাতিক্রমী রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না ॥ ১৩৯ ॥ স্থনী, অর্থাৎ হিংসাপর, তৈলিক, সুরাবিক্রমী, বেড়া এবং পুষ্কোক্ত রাজা এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির মধ্যে যথাক্রমে পর পর ব্যক্তি প্রতি-গ্রহ বিষয়ে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা অধিক দশগুণ হইত। অর্থাৎ স্থনী হইতে তৈলিক, তাহা হইতে সুরাবিক্রমী ইত্যাদি ॥ ১৪০ ॥ ওষধি প্রোহিত হইলে, শ্রাবণী পূর্ণিমা, শ্রবণ নক্ষত্র-যুক্ত অথবা কোন দিন, অথবা হস্তা নক্ষত্রযুক্তা পঞ্চমীতে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিবে। উক্ত সময়ে ওষধি প্রোহিত না হইলে তাত্র মাসে শ্রবণ নক্ষত্রযুক্ত দিনে বা তন্মাসীর পূর্ণিমায় আরম্ভ করিবে ॥ ১৪১ ॥ পৌষমাসীর রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত দিনে, অথবা অষ্টকা তিথিতে, গ্রামের বহির্ভাগে জলসমীপে বেদাধ্যয়নের বধ্যবিধি উৎসর্গ করিবে ॥ ১৪২ ॥ শিষ্য, ঋষিক, গুরু বন্ধু বা স্বশাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়ের মৃত্যু হইলে, উপাকর্মে ও উৎসর্গে, তিন দিন অনধ্যায় ॥ ১৪৩ ॥

সন্ধ্যাগর্জন, নির্ঘাত (অর্থাৎ আকাশে, উৎপাতসূচকধ্বনি বিশেষ) ভূমিকম্প, উদ্ভা-পাত, বেদের মস্তভাগ কিবা ব্রাহ্মণভাগের সমাপ্তি, এবং উপনিষদধ্যয়নে, অহোরাত্র অনধ্যায় ॥ ১৪৪ ॥ অনাবর্তা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী, চন্দ্রসুপৌরুষ গ্রহপন্থিন, এবং ঋতুমতির (অর্থাৎ এক ঋতুর অন্ত্যয়নে অথবা ঋতুর আরম্ভ সময়ে) অন্তর্গত প্রতিপদে (অর্থাৎ চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ,

ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিপদে) অহো-রাত্র অনধ্যায়। একোদিষ্ট ত্রিভুজ শ্রাদ্ধিক অন্ন ভোজন লুপ্তবা শ্রাদ্ধিকজব্য প্রতিগ্রহ-দিনেও অহোরাত্র অনধ্যায়। (একোদিষ্ট শ্রাদ্ধিক অন্ন ভোজনাদিতে তিনদিন অনধ্যায়) ॥ ১৪৫ ॥ গো, মেঘ, ছাগ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ এবং মহুয্য, এই সপ্তবিধ গ্রাম্য, মহিষ, বানর, ভল্লুক, সরীসৃপ, কক্ক, পৃষত এবং মৃগ এই সপ্তবিধ আরণ্য, সমষ্টিতে এই চতুর্দশবিধ পশু, মণ্ডুক, নকুল, কুকুর, সর্প, বিড়াল, মূষিক ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটা, অধ্যয়নপর ছাত্র এবং অধ্যাপনপর গুরু এই উভয়ের মধ্য দিয়া গমন করিলে, এবং শক্রধ্বজের পতন ও উৎখানদিনে অহোরাত্র অনধ্যায় ॥ ১৪৬ ॥ কুকুর, শৃগাল, গর্দভ, বা পেচক শব্দ করিলে (১২৩০৪) সামগান হইলে (৫) বাণের (অর্থাৎ শর সম্প্রাপ্তের) কিবা বীণাদির শব্দ অথবা আর্তনাদ হইলে (৬।৭) অপবিত্র, শব, শূদ্র, অন্ত্য, (অর্থাৎ চাণ্ডালদি নীচ জাতি) আশান, এবং পতিত ব্যক্তির সরি-ধানে (৮৯১০।১১।১২।১৩) অন্তচিদ্রোশে (১৪) আপনার অন্তচিঅবস্থার (১৫) বর্ষাসময়ে অথচ সন্ধ্যাভির কালাত্তরে পুনঃ পুনঃ বিহ্বাৎ বা পুনঃ মেঘ নির্ঘোষ হইলে (১৬।১৭) ভোজন কবিতার পর হস্ত আর্দ্র থাকিতে (১৮) জনমধ্যে (১৯), অর্দ্ধরাত্র (২০), প্রবল বায়ু বহিলে (২১), ঔৎপাতিক ধূলিবর্ষে (২২) দিগদাহে (২৩), সাগর ও প্রান্তঃসন্ধ্যাকালে (২৪), কুজবাটিকা হইলে (২৫), রাজা বা চোরাদির ভয় উপস্থিত হইলে (২৬), ধাবন করিতে করিতে (২৭), হৃগ্ন বা মদ্যাদি গুরু পাইলে (২৮), শিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে (২৯), গর্দভ, উষ্ট্র, রথ, হস্তী, অশ্ব, নৌকা, বৃক্ষ, ক্রিগ, (অর্থাৎ উষর, বা মরুভূমি)

এইখানে বহু শব্দ বহু বহু বোধক নহে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত এই প্রধান ঋতুত্রয়োদিক। বচনাভ্যে-র সহিত একশব্দাকার্য্য হইয়া বৃষ্টি বোধক। এখানে মূল পুনর্বার অহোরাত্র গ্রহণ শ্রাদ্ধিক নির্ঘাতার উদ্ভা-পাত হইলে আকাশিকবজাপনের জন্ম। যে সময়ে এই সকল উপস্থিত হয়, পর দিন সেই সময় পর্যন্ত হারি কার্য্যবিধি রাখা যায়।

এই সকল স্থানে অবস্থিতি করিবার সময় (৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭), অধ্যয়ন করিবে না। (অর্থাৎ কুকুর-শব্দাদি, অনধ্যায়ের নিমিত্ত) শ্বশিগণ, এই সপ্তত্রিংশৎ প্রকার নিমিত্তাধীন অনধ্যায়কে, তাৎকালিক (অর্থাৎ নিমিত্ত যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী) বলিয়া মানিয়া থাকেন (শয়নাদি আরও কতগুলি অনধ্যায়ের নিমিত্ত আছে), ১৪৭—৫০॥ দেবপ্রতিমা, শ্বশ্বিক, স্নাতক, আচার্য্য, এবং পর জ্বর হারা; রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, নিষ্কবন, এবং উদ্বর্তন (অর্থাৎ যে সকল হরিজাদি, গাত্রে মাথা হইয়াছিল তাহা), ইত্যাদি (অর্থাৎ জ্ঞান জলাদি) কতগুলি দ্রব্য, ইহাতে দগ্ধায়মান হইবে না, এবং ইহা লঙ্ঘন করিবে না ১৫১॥ বিপ্র (অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ), সর্প, রাজা, এবং আপনাকে কদাপি অবজ্ঞা করিবে না। মৃত্যু পর্যন্ত সম্পত্তির আকাজ্জা করিবে। কাহারও মনে ব্যথা দিবে না ১৫২॥ উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পানোদক (অর্থাৎ যে জল দ্বারা পানপ্রক্ষালন করা হইয়াছে তাহা), গৃহ হইতে দূরে পরিত্যাগ করিবে। শ্রুতি স্মৃতি কথিত আচার, নিত্য সম্পূর্ণরূপে আচরণ করিবে ১৫৩॥ গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং অন্ন, উচ্ছিষ্ট অবস্থার স্পর্শ করিবে না। আর পাদ দ্বারা উহাদিগকে কখনই স্পর্শ করিবে না। কাহারও নিন্দা বা তাড়ন করিবে না। তবে শিক্ষার্থ পুত্র এবং শিষ্যকে (সামান্য রূপ) তাড়না করিবে ১৫৪॥ বাক্য, মন ও কর্ম দ্বারা, যদ্ব সহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কার্য্যও লোকগর্হিত হইলে তাহা করিবে না। (যথা মধুপর্কে গো-বধাদি)। কারণ, তাহা (লোকসম্মত অগ্নিষ্টোমাদির জ্ঞান) স্বর্গসাধন নহে ১৫৫॥ জননো, জনক অতিথি, বৈমাতেয় ও সহোদর ভ্রাতা, সধবা স্ত্রী, সংবন্ধী (অর্থাৎ বৈবাহিক, শ্বশুর শ্রাল-কাদি) মাতুল, বৃদ্ধ, বালক, আত্মর, আচার্য্য, বৈদ্য, আশ্রিত, বান্ধব (অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় ও মাতৃপক্ষীয় বন্ধু), শ্বশ্বিক, পুরোহিত, পুত্র, কস্তা, ভাৰ্য্যা, দাস এবং সনাতি (অর্থাৎ সহোদর ভগিনী কিম্বা জ্ঞাতীগণ), ইহা

দিগের সহিত গৃহস্থ ব্যক্তি,—বিবাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া সংসার স্বাভাৱি নির্বাহ করিতে পারিলে, প্রাজ্ঞপ্রত্যাদি সমস্ত লোক প্রাপ্ত হ'ন ১৫৬।১৫৭॥ পঞ্চপিণ্ড, উদ্ধৃত না করিয়া, পরকীয় জলাশয়ে নান করিবে না। নদী, দেবনির্ম্মিত খাত, হ্রদ এবং প্রস্তবণে নান করিবে (তাহাতে পঞ্চপিণ্ড উদ্ধার করিতে হইবে না) ১৫৮॥ শয্যা আসন উদ্যান গৃহ এবং রথাদি যান এই সকল বস্তু পরকীয় হইলে, অমুমতি ব্যতীত তাহা উপভোগ করিবে না। অগ্নিহীন ব্যক্তির (অর্থাৎ যাহাদিগের শ্রোত-স্মার্ত অগ্নিতে অধিকার নাই তাহাদিগের—শূদ্রাদির, অথবা ঐ-অগ্নি-রহিত ব্রাহ্মণের) অন্ন, আপৎকাল ব্যতিরেকে ভোজন করিবে না ১৫৯॥ কদর্য্য (অর্থাৎ রূপণ), নিগড়াদিবদ্ধ, চোর, ক্রীষ, রক্ষাবতারা (অর্থাৎ নটচারণাদি), বৈশ (অর্থাৎ বেণুজীবী—ডোম) অভিশপ্ত (অর্থাৎ “পাতিভাজনক হৃদ্যার্থকারী” বলিয়া যাহার অপবাদ রটিয়াছে) বান্ধু, বৈশ্য, গণ, (অর্থাৎ বহুলোক) দীক্ষী (অর্থাৎ অন্নীষোন্নীষ বজ্জের পূর্বে যজ্ঞ-দীক্ষিত), * চিকিৎসাজীবী, আত্মর, ক্রুদ্ধ, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, মন্ত, শত্রু, কুর, উগ্রকর্মা (অর্থাৎ দারুণ কর্মা) পতিত, ভ্রাতা, দাস্তিক, (অর্থাৎ লোকরঞ্জনার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী) নিবিদ্ধ উচ্ছিষ্টভোক্তা, পতিপুত্ররহিতাস্ত্রী, স্ববর্ণ-কার, স্ত্রীজিত, গ্রামযাজী অর্থাৎ বহুযাজী, লোহবিজ্ঞানী, লোহকার, তক্ষাদি, তন্তবান, শ্বজীবী, নৃশংস (অর্থাৎ নির্দয়), রাজা, রজক (অর্থাৎ বস্ত্রের রঙ করে যে), কৃত্রম, বধজীবী (অর্থাৎ প্রাণিবধ দ্বারা জীবনধারণ করে যে) চেলনির্গেজক (অর্থাৎ বস্ত্রের মলা-পনয়নকারী) মদ্যবিজ্ঞানজীবী, সহোপপত্তি-বেশ্য (অর্থাৎ যাহার বাড়ীতে উপপত্তি, বাওরা

* মত ৪ অধ্যায় ২০২—১০ শ্লোকে গণার, এবং দীক্ষিতার অভোজ্য বলিয়া কীর্তিত হওয়ায় মূলতঃ “গণ-দীক্ষিণা” কথাটির এই অর্থ বিলুপ্ত। মিতাক্ষরার গণদীক্ষী শব্দে বহুযাজী—বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইজন্য উহাতে বক্ষ্যমাণ গ্রামযাজী শব্দে গ্রামের শাস্তিকর্তা কিম্বা বহুযাজির উপনয়নদাতা এই অর্থ করিতে হই-
য়াছে নতঃ ব্যর্থোক্তি হয়।

জালা করে), পিণ্ডন (অর্থাৎ পরদোষ প্রকাশক), মিথ্যাবাদী, চাক্রিক (অর্থাৎ তৈলিক), বন্দী (অর্থাৎ স্তাবক) এবং সোমরস বিক্রেতা, ইহাদিগের অন্নভোজন করা নিষিদ্ধ ॥ ১৬০—১৬৪ ॥ (অগ্নিহিনের অন্ন অভোজ্য এই বিধানদ্বারা শূদ্রাভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু) দাস, গোপালক, কুলমিত্র (অর্থাৎ বাহার পূরুপুরুষ হইতে আপনাদিগের মিত্রতা চলিতেছে) অর্জুনীরা (অর্থাৎ বাহার সহিত একরূপীতে আধাআধি করিয়া চাষ দেওয়া হয়,) নাপিত, এবং যে সর্বতোভাবে স্নানমর্গণ করে, শূদ্রজাতির মধ্যে কেবল ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য * ॥ ১৬৫ ॥ ইতিমাতক-ব্রতপ্রকরণ । এক্ষণে জাতিধর্ম কথিত হইতেছে । অনর্জিত (অর্থাৎ মাননীয় ব্যক্তিকে উপযুক্তসন্মান-সহকারে বাহা প্রদত্ত হয় নাই), বৃথা মাংস (অর্থাৎ দেবপূজাদির নিমিত্ত বাহার পাক হয় নাই), কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, শুক্ল (অর্থাৎ বাহা বস্ত্রতঃ মধুর হইলেও দধাদি সংযোগে অন্ন হয়), পয়ুষিত (এক-রাত্রি-অন্তরিত) উচ্ছিষ্ট, কুকুরশৃষ্ট, পতিত-দৃষ্ট, রক্তস্নানশৃষ্ট, সংদৃষ্ট, (অর্থাৎ এ অন্ন কে খাইবে এইরূপ ঘোষণাদ্বারা বাহা প্রদত্ত হয়), পর্য্যায়ান (অর্থাৎ বস্ত্রতঃ একের অন্ন, অপরের বলিয়া প্রদত্ত হইলে উহাকে পর্য্যায়ান কহে), গো-আজাত, পক্ষির-উচ্ছিষ্ট, জ্ঞান পূরক পদার্থাশ্রিত অন্ন ভোজন করিবে না ॥ ১৬৬। ১৬৭ ॥ পয়ুষিত অন্ননীয় বস্ত্রস্তাদিষেহবৃত্ত হইয়া বহুদিন থাকিলেও ভাহা ভোজ্য । বহুদিনের পয়ুষিত গোমুহূর্ণ গিষ্টক, ববচূর্ণগিষ্টক ও দুগ্ধবিকার (দুগ্ধকৃতক কীরাদি), মেহাক্ত না হইলেও (যদি বিসাদ না হয়) ভোজ্য ॥ ১৬৮ ॥ সন্ধিনী (অর্থাৎ যে বৃষসংস্কা, কিবা একবলা অতিক্রম করিয়া বাহাকে দোহন করা হয়, অথবা অন্ন বৎসের দ্বারা স্তন্যপান করাইয়া বাহার দোহন করিতে হয়) অনির্দশা (অর্থাৎ বাহার প্রসবের পর দশদিন অতিবাহিত হয় নাই) এবং সৎস-

হীন গাভীর দুগ্ধ, উষ্ট্র, একশক (অর্থাৎ বড়বাণি) অজা ব্যতীত সকল দ্বিতীয় জাতি, মহিষী ব্যতীত সকল আরণ্য, এবং মেঘ, ইহাদিগের দুগ্ধ ও শক্ণুদ্র, ব্যবহার করিবে না ॥ ১৬৯ ॥ দেবপূজার্থ প্রস্তুত হবিঃ (দেবপূজার পূর্বে), শোভাঙ্গন, রক্তবর্ণবৃক্ষনির্ধ্যাস, ছেদন-জাতবৃক্ষনির্ধ্যাস, যজ্ঞে অন্নত পশুর মাংস, বিষ্ঠা-স্থানে উৎপন্ন, অপানদেশ দ্বারা উদ্ভিন্ন-নিঃসৃত বীজ হইতে উৎপন্ন, কবক (অর্থাৎ পাতাল-কোড়), মাংসানী পক্ষী, দাত্যহ অর্থাৎ (চাতক) শুক, প্রত্ন (অর্থাৎ ত্রেনাদি) টিটিত, সারস, একশক (অর্থাৎ ক্ষমাদি) হংস, পাণ্ড-বতাদি সকল গ্রাম্যপক্ষী, ক্রৌঞ্চ, জলকুট, চক্রবাক, বলাকা, বক, বিকির (অর্থাৎ চকো-রাদি), দেবোদ্দেশ্য ব্যতিরেকে প্রস্তুত কুসর (অর্থাৎ তিলমুদাসিক্ত ওদন), সং বাব (অর্থাৎ ক্ষীরগুড়যাদি দ্বারা-নির্মিত) পায়স, অপূপ (অর্থাৎ মেহাপক গোমুহুরিকার) শকুলী (অর্থাৎ মেহপক গোমুহুরিকার) কলবিশ, দ্রোণকাক, কুরর, বৃক্ষকুটক, জালপাদ (অর্থাৎ যে সকল পক্ষীর পাদ জালাকৃত, অজাল পাদ হংসও আছে এইজন্য পূর্বে হংসের পুনরুল্লেখ আছে), খঞ্জন, অজাত-জাতিমুগপক্ষী, চাব, কলহংসাদিরূপাদ, (এই সকল পক্ষী) দোন (অর্থাৎ বহুস্থানযুক্ত মাংস) শুকমাংস, এবং মৎস্ত, (ভোজন করিবে না) যদি জ্ঞানপূরক ভোজন করে ত, তিনদিন উপবাস করিয়া থাকিবে * ॥ ১৭০—১৭৪ ॥ পলাপু, গ্রাম্যশুকর, ছত্রাক, গ্রামকুট, লতন, এষধ গৃজন (অর্থাৎ গাঁজর) ইহা, জ্ঞানপূরক-সকল ভোজন করিলে চাক্ষুর্য করিবে ॥ ১৭৫ ॥ পঞ্চনধের মধ্যে, দ্বাবিৎ, গোধা, কচ্ছপ, শলকী, এবং শশ, (আর গজার) মৎস্তের মধ্যে, সিংহাস্ত, রোহিত, ধাঠীন, রাজীব, এবং সশক (চিংড়ি প্রভৃতি মৎস্ত), বিজগুণের কল্যা । (ইহা

* এই প্রামিত্তিক বিধির বচন অল্প স্বল্প বচনের সহিত বিরুদ্ধ হইবে, জ্ঞানপূরক, অজ্ঞানপূরক, আপণে, নিরাপণে, বহুরার ভোজন, সৎ ভোজন, সন্ধ্যা ভোজন, অসম্পূর্ণ ভোজন, ইত্যাদি অথবা তেহে নীচাঙ্গী করিতে হইবে । আর এখলের পুরাক্তি, প্রামিত্তিকের আধিক্য হৃদয়াদির বৃত্ত ।

বিজ্ঞানভিগের ধর্ম, এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য চাতুর্বর্ণ্য-সাধারণধর্ম বলিতেছেন), হে মুনিগণ! অতঃপর মাংসভক্ষণ ও মাংসবর্জনবিষয়ে বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৭৭ ॥ ১৭৮ ॥ মাংসভক্ষণ অভাবে প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা হইলে, (১) শ্রাদ্ধে নিমজ্জিত হইয়া, (২) প্রোক্ষিত (অর্থাৎ প্রোক্ষণনামক শ্রোতসংস্কারসংস্কৃত যাগার্থ পশুর হৃদযবিশিষ্ট মাংস) (৩) এবং ত্রাক্ষণ, দেব, বা পিতৃগণকে অর্পণ করিয়া তদবিশিষ্ট (৪-৬) মাংস ভোজন করিলে দোষী হইবে না ॥ ১৭৮ ॥ যে দুরাচার; অবিধিপূরক (অর্থাৎ যজ্ঞাদি উদ্দেশ্য ব্যতীত) পশুহত্যা করে, সে, সেই পশুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ঘোর নরকে বাস করে ॥ ১৭৯ ॥ (প্রোক্ষিতাদিব্যতীত মাংস ভোজন করিব না এইরূপ সঙ্কল্প পূরক) মাংসভোজনপরিত্যাগ করিলে, অভিলষিত সকলবিষয় নির্কিঁয়ে প্রাপ্ত হয়। (বর্ষে বর্ষে) অখমেধ ফল লাভ করে। এবং সেই মাংস-ত্যাগী ত্রাক্ষণাদি যে কোন বর্ণ, গৃহস্থ হইলেও সকলের নিকট মুনির স্তায় মান্য হইবে ॥ ১৮০ ॥ ইতি তক্ষণাতক্ষ্য প্রকরণ। হুবর্ণময় রজতময়, পাত্র অজ (অর্থাৎ শব্দ মূল্যাদি), যজীর উলু খলাদি উরুপাত্র, বোড়শি প্রভৃতি গ্রন্থ, অশ্ব (অর্থাৎ মণি প্রভৃতি) শাক, রজ্জু, মূল, ফল, বস্ত্র, বিদল চর্ম প্রভৃতি, প্রোক্ষণীপাত্র প্রভৃতি-পাত্র, এবং চমস (গোদোহনপাত্র, বিশেষ) (এই সকল বস্তু মাত্র উচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে,) কেবল জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চক্ষুহীনী, কুক, ক্রব, ও প্রাশিত্রহরণাদি সম্বেহ পাত্র, ক্ষ্য (অর্থাৎ বজ্র নামক যজীর পাত্র বিশেষ), শূর্ণ, যজীর অজিন, ধাজ, মূল, উলুখল, এবং শকট এই সকল বস্তুর উচ্ছারি দ্বারা শুদ্ধি (গৃহীতের পুনঃগ্রহণ, অপবিত্রতা-ধিক্যে শৌচ নির্ণয়ের জন্ত) *। শব্দ্য প্রভৃতি সংহত দ্রব্য এবং রাসীকৃত ধাতু—বস্ত্র—শাকা-

* বুদ্ধক ভট্টের মতে, চক্ষুহীনী প্রভৃতি সম্বেহত হইলেই উচ্ছারি দ্বারা তাহার শুদ্ধি, নচেৎ কেবল জল দ্বারা। নিম্নের উলুখলাদির শুদ্ধি পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এ ঘটনে সম্বেহের শুদ্ধি উক্ত হইতেছে।

দ্বির প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি ॥ ১৮১-১৮৩ ॥ দাক্ষম, শূদ্রময় এবং অস্থিময় পাত্রের তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি, বিঘ-অলাবু-নারিকেলাদি-ফল-সমুত-পাত্র, গোলাঙ্গুল-কেশ দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই শুদ্ধ হইবে, এবং যথোক্তরূপে শোধিত যজীর পাত্রগণকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে দক্ষিণ করতল বা কুশাদি দ্বারা ঘর্ষণে শুদ্ধ করিয়া লইবে, (ইহা সংস্কারার্থ) ॥ ১৮৪ ॥ মেঘলোমজাত, এবং কৌশিকবস্ত্র—ক্ষার মৃত্তিকা, গোমূত্র, এবং জল দ্বারা, বহুগত শুদ্ধি নির্মিত অংগুপট্ট—বিষফল, গোমূত্র এবং জলদ্বারা, পার্শ্বতীর-ছাগ-রোমনিস্মিত কদল—অরিষ্ট, গোমূত্র, এবং জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। (অণুচি দ্রব্য লাগিয়া থাকিলে এইরূপ শুদ্ধি) ॥ ১৮৫ ॥ কোঁমিবস্ত্র—গোরসর্ষপ, গোমূত্র, এবং জলদ্বারা, মুম্বয় পাত্র (বিশেষ অণুচি না হইলে) পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শিল্পীগণের হস্ত, বিপণিহ যবত্ৰীহাদি বিক্রয় দ্রব্য, তিক্ষালক দ্রব্য, এবং ত্রীমুখ, সর্ষদা পবিজ ॥ ১৮৬ ॥ মার্জন, দাহন, কাল (অর্থাৎ যতদিনে সেই অপবিত্র বস্তুর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়), গোপ্রোচুর, সেক (অর্থাৎ গোময়াদি জলসেক বা বৃষ্টি), কুটিলেখন (অর্থাৎ তক্ষণ, বা ধনন) এবং গোময়াদি দ্বারা লেপন, (অপবিত্রতার নানাবিধ-অমূল্যারে) এতৎ সমস্ত বা ইহার মধ্যে যে কোন একটি দ্বারা অণুচি ভূভাগ শুদ্ধ হইবে। মার্জন ও লেপন দ্বারা গৃহ শুদ্ধি হইবে (গৃহেই মার্জন ও লেপন প্রত্যহ কর্তব্য ইহা বুঝাইবার জন্ত ইহা উক্ত হইল) ॥ ১৮৭ ॥ তক্ষণীয় বস্ত্র—গো, জাত, কেশদূষিত কীট-দূষিত বা মলিন-দূষিত হইলে, শুদ্ধির জন্ত তাহাতে তন্ন বা মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে ॥ ১৮৮ ॥ অগ্নু, মীসক এবং তাম্র-পিত্তলাদি (অপবিত্রতাহসারে) ক্ষারজল অম্লজল, এবং কেবল জলদ্বারা, আর, কাংস্ত, লোহ, তন্ন-জলদ্বারা, প্রাধাধিক যজ্ঞাদি দ্রব্য, অধিক ঘৃতাদির সহিত মিশ্রণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। (তৎপরিমিত বা তদনুরূপ ঘৃতাদি দ্রব্য ছাকিয়া লইলে শুদ্ধ হইবে) ॥ ১৮৯ ॥ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা গম্বলেপ দ্বারা শুদ্ধি করিবে, কুক-

পুত্রোদাসি-অপবিত্র-দ্রব্য-লিপ্ত স্ববর্ণরজতাদি, শুদ্ধ হইবে। বাক্ষশত্ (অর্থাৎ “ইহা শুচি” এইরূপ কথা দ্বারা প্রশংসিত) অথবা বধাসম্ভব প্রক্ষালিত সলিল প্রোক্ষিত অবিজাত বস্ত্র (অর্থাৎ শুচি কি অশুচি বলিয়া বাহা জ্ঞাত হয় নাই) সর্কদাই শুচি ॥ * ১১০ ॥ গোতৃপ্তি ক্রীৎ (অর্থাৎ বাহা পান করিলে গোর তৃপ্তি ক্রমিতে পারে), প্রকৃতিস্থ এবং মহীগত (অর্থাৎ অশুভ ভূমিতে স্থিত হইলেও) জল, শুচি (অর্থাৎ আচমনাদি যোগ্য)। আর, কুকুর, চাণ্ডাল, ব্যাঘ্র রাক্ষসাদি মাংসানী প্রাণী, এবং পুষ্কাসাদি ইহারা যে মাংস নিপাত্তিত করে তাহা পবিত্র ॥ ১১১ ॥ সূর্য্যাদির কিরণ, অগ্নি, অজাদিসংসৃষ্ট ব্যতীত অস্ত্র ধূলী, ছায়া, গো, অশ্ব, পৃথিবী, বায়ু, হিমকণা, ও মল্লিকা এই সকল বস্ত্র, চাণ্ডালাদিমূষ্ট হইলেও স্পর্শকালে শুদ্ধ এবং বংস, প্রস্তবণ (অর্থাৎ পানজনকব্যাপার দ্বারা, স্তন হইতে, ছুৎকর্ষণ) কালে, শুচি (বালকের আচরণও পবিত্র) ॥ ১১২ ॥ অজ এবং অশ্বের মুখ, পবিত্র, গোর মুখ পবিত্র নহে। বসী প্রভৃতি শরীর মল, অপবিত্র। চক্রে স্বর্ষ্যের রশ্মি ও বায়ু দ্বারা পথসকল পরিশুদ্ধ হয় ॥ ১১৩ ॥ মুখচ্যুত বিন্দু, আচমনাবশিষ্টজলকণা, এবং মুখমধ্য প্রবিষ্ট শস্ত্র, অপবিত্র নহে। অপরিচ্যুত দস্তলগ্ন বস্ত্রও দস্তবৎ পবিত্র ॥ ১১৪ ॥ পূর্বে আচমন করিয়া থাকিলেও, দান, পান, ক্ষণ (ইচি), নিজা, ভোজন, রথোপসর্পণ (অর্থাৎ পথবেড়ান), এবং বস্ত্রপরিধানের পর, (আর রোদন অধ্যয়নাদির পর) পুনরাচমন করা কর্তব্য ॥ ১১৫ ॥ পথস্থিত, পক্ষ এবং জল, আর পকেটকচিত ধবলগৃহাদি; চাণ্ডালাদি নীচজাতি, কুকুর এবং বারসে স্পর্শ করিলে, তাহা বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হইবে ॥ ১১৬ ॥ ইতি দ্রব্য শুদ্ধি প্রক-

* বহুসম্বত ব্যাখ্যা এই—বাক্ষশত্ (বর্ণাঃ পৌচা-পৌচ সম্বৎ হইলে, প্রামাণিক ব্যক্তি কর্তৃক “শুচি” বলিয়া কথিত। অমূর্নির্জিত (অর্থাৎ অমৃতশুদ্ধি-দ্রব্য এবং সন্দেশহীন) বাক্ষশত্ না হইলে, বধা সম্বৎ প্রক্ষালিত বা প্রোক্ষিত) এবং অবিজাত (অর্থাৎ যে দ্রব্যের প্রতি অশুচি বলিয়া একেবারে সংশয় হয় নাই। এই সকল বস্ত্র সর্কদাই শুচি।

রণ। ত্রিকা বিগুচ্ছ ধ্যান করিয়া বেদ রক্ষা পিতৃলোক দেবলোকের তৃপ্তি, এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্ত, ব্রাহ্মণ দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১১৭ ॥ কর্ম্ম এবং জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণগণ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্রত্যাধ্যয়ন-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট। তাহার মধ্যে কর্ম্ম-গণ প্রধান এবং তাহাদিগের মধ্যেও উত্তমজাত্যন্তব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ ॥ ১১৮ ॥ কেবল বিদ্যা কেবল তপস্তা (কেবল কর্ম্ম, অথবা কেবল জাতি) দ্বারা সম্পূর্ণ পাত্র হয় না। কিন্তু যাহার (জাতি) কর্ম্ম এবং বিদ্যা-তপস্তা এই উভয় আছে, পূর্বে ঋষিগণ, তাহাকেই সম্পূর্ণপাত্র বলিয়াছেন ॥ ১১৯ ॥ গো, ভূমি, তিল এবং স্ববর্ণাদি বস্ত্র অর্চনা-পূর্ব্বক (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত উদক দানাদিরূপ ইতিকর্তব্যতা পূর্ব্বক) পাত্র (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্পূর্ণপাত্র, তদভাবে কেবল বিদ্যাদি সম্পন্ন অসম্পূর্ণ পাত্র) দান করিবে। কিন্তু আশ্ব-হিতৈষী বিদ্বান ব্যক্তি অপাত্রে কিছুই অর্পণ করিবে না ॥ ১২০ ॥ বিদ্যাহীন বা তপোহীন ব্যক্তি, প্রতিগ্রহ করিবে না। কারণ, তাদৃশ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিলে, দাতাকে এবং আপনাকে অধোগামী করে ॥ ১২১ ॥ (অপত্তিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাত্র প্রত্যহ বধাশক্তি বধাবিধি দান করিবে। চক্রে-সূর্য্য-গ্রহগাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে ত বিশেষ যজ্ঞপূর্ব্বক দিবে। এবং যাচিত হইয়াও শ্রদ্ধাসহকারে, বধাশক্তি দান করিবে। (তবে অযাচিত হইয়া দান, যাচিত হইয়া দানাপেক্ষা অধিক ফলজনক) ॥ ১২২ ॥ স্বর্ণময় শূল, রৌপ্যময় খুর, বস্ত্র, কাংস্তপাত্র এবং বধাশক্তি দক্ষিণার সহিত জ্বলীলা দ্রুধবতী গাভী দান করিবে ॥ ১২৩ ॥ এই গাভীদাতা, দত্ত গাভীর যত রোম থাকে; ততবৎসর স্বর্গে বাস করেন, আর ঐ দত্তগাভী, যদি কপিলা হয়, তাহা হইলে আপনার উদ্ধার ত হয়ই অধিকন্তু পিতৃাদি ছয় পুত্রকেও উদ্ধার করে ॥ ১২৪ ॥ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে (অর্থাৎ স্বর্ণময় শূলাদির সহিত) উত্তরতোমুখী গো দান করে, সেই গাভীদাতা, বংস এবং গাভীর

রোমসমসাম্যক বর্ষ, স্বর্ণে বাস করে ॥ ২০৫ ॥
বৎসের সমুদ্রস্থিত পদব্রজ এবং মুখ, যে সময়ে
মাতৃগর্ভনিষ্ক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিগ্রন্থবর্তী হয় সেই
সময় হইতে (প্রসূতি গাভীকে উভয়তোমুখী
কহে) যে সময় পর্যন্ত বৎস ভূমিষ্ঠ না হয়
তাবৎকাল ঐ গাভীকে পৃথিবী বলিয়া
জানিবে ॥ ২০৬ ॥ হেমশূদ্রাদি হউক বা না
হউক, ধেম্ (অর্থাৎ দুগ্ধদা) কিম্বা
অধেম্ (অর্থাৎ অবক্ষা অথচ তৎকালে
দুগ্ধদিতেছে না) গাভী কোনরূপে দান
করিলে দাতা স্বর্ণে আদৃত হ'ন। যদি
দত্ত গাভীটী কেবল কৃষ্ণা এবং বিশেষ
দুর্লভা না হয় ॥ ২০৭ ॥ শ্রান্তের শ্রমাপনোদন,
রোগীর পরিচর্যা, দেব দেবীর পূজা ও
উপযুক্ত ব্যক্তির পাদপ্রক্ষালনা এবং উচ্ছিষ্ট
নার্জন, গোদানের তুল্য ॥ ২০৮ ॥ ফলদায়িনী
ভূমি, দেবালয়; স্নান, বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত,
প্রবাসিদিগের আশ্রয়, নৈবেদ্যিক (অর্থাৎ
কস্তা), সুবর্ণ এবং ভার-বাহীবলীবর্দ প্রদান
করিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয় ॥ ২০৯ ॥ গৃহ,
ধাত্ত, অভয়, পাছকা, ছত্র, মালা, কুঙ্কুমাদি
অমূল্যপদ, রথাদি যান, আত্মাদি বৃক্ষ, প্রিয়-
বস্ত্র (অর্থাৎ বাহার যে বস্ত্র প্রিয়, তাহাকে
সেই বস্ত্র এমন কি ধর্মাদি পর্যন্ত) এবং
শয্যা দান করিলে অতিশয় সুখভোগ করে
॥ ২১০ ॥ যে হেতু বেদ, সর্গধর্মময় অতএব
ঐ বেদদান সর্গদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা
দান করিলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়
॥ ২১১ ॥ যিনি প্রতিগ্রহ সমর্থ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ
পাত্র) হইয়াও প্রতিগ্রহ করেন না। যে-
সকল স্থান নিরন্তরদানকর্তাদিগের প্রাপ্য,
তিনি সেই সমস্ত স্থান প্রাপ্ত হ'ন ॥ ২১২ ॥
কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্ত, গন্ধ, গুপ্প, দধি,
পৃথিবী, মাংস, শয্যা, আসন এবং লুপ্তবৎ এই
সকল বস্তু কেহ দান করিতে আসিলে তাহা
ফিরাইয়া দিবে না ॥ ২১৩ ॥ কারণ প্রার্থনা
ব্যতিরেকে আনীত বস্তু দুর্কার্য কারীর নিকট,
হইতেও গ্রহণ করা যায়। কেবল কুলটা
নপুংসক, পতিত এবং শত্রুর নিকট গ্রহণ
করা যায় না ॥ ২১৪ ॥ দেবতা ও অতিথির

পূজা, মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের ও ভার্য্যা
পুত্রাদি পোষ্যবর্গের পোষণ এবং নিম্নের
জীবিকা নির্বাহের জন্য পতিতাদি অত্যন্ত
কুৎসিত ব্যক্তি ভিন্ন সকলের নিকট হইতেই
প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে ॥ ২১৫ ॥ ইতিদান-
প্রকরণ। অমাবস্তা, অষ্টমী, বৃদ্ধি (গর্ভধানাদি)
অপরপক্ষ, দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি উত্তরায়ণ-সং-
ক্রান্তি, কৃষ্ণসারমাংসাদিপ্রাপ্তিকাল বক্ষ্যমাণ-
ব্রাহ্মণসম্পত্তি-লাভ-কাল, মেঘ সংক্রান্তি, তুলা-
সংক্রান্তি, সামাজ্য সংক্রান্তি, ব্যতীপাত-
যোগ, গজচ্ছায়া, (চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে, সূর্য্য হস্তা
নক্ষত্রে থাকিতে ত্রয়োদশী তিথি হইলে
গজচ্ছায়া হইয়া থাকে), চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ,
এবং যে সময়ে শ্রাদ্ধ করিতে বিশেষ ইচ্ছা
হয় এই সকল কাল শ্রাদ্ধকাল বলিয়া কীৰ্ত্তিত
হইয়াছে ॥ ২১৭। ২১৭ ॥ চতুর্দশোদ্যায়নক্ষম,
(১) শ্রোত্রিয়, (২) ব্রহ্মজ্ঞ, (৩) বেদার্থবিৎ
(অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণায়ক বেদের অর্থজ্ঞ (৪)
জ্যোষ্ঠসামা (অর্থাৎ জ্যোষ্ঠসাম সামবিশেষ,
যে ব্যক্তি যথোচিত ব্রতাহুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা
অধ্যয়ন করে) (৫) ত্রিমধু (অর্থাৎ ত্রিমধু,
ঋত্বিকের একদেশ যিনি যথোচিত ব্রতচর্যা
সহকারে উহা অধ্যয়ন করেন) (৬) ত্রিমধুপর্ব্ব
(অর্থাৎ ত্রিমধুপর্ব্ব ঋত্বিক ও বজ্রকর্ষকের একদেশ,
যিনি যথোচিত ব্রতচর্যা সহকারে উহা
অধ্যয়ন করেন) (৭) স্বশ্রী (৮) ঋত্বিক (৯)
জামাতা (১০), রাজ্য (১১), স্বতন্ত্র (১২), মাতুল
(১৩), ত্রিণাটিকৈত (অর্থাৎ ত্রিণাটিকৈত—
যজুর্বেদৈকদেশ, যিনি যথোচিত ব্রতচর্যা সহ-
কারে উহা অধ্যয়ন করেন) (১৪) দৌহিত্র (১৫),
শিষ্য (১৬), সংবন্ধী (বৈবাহিক শ্যালকাদি) (১৭),
বান্ধব (১৮), কর্মনিষ্ঠ, (১৯) তপোনিষ্ঠ (২০)
পঞ্চায়ি (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী) (২১), উপকুর্য্যাক
এবং নৈমিত্তিক এই দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী (২২) মাতা পিতৃ
সেবানিরত (২৩), এই সকল মধ্যম বয়স ব্রাহ্মণ
প্রাচীর সম্পত্তি। (এই ব্রাহ্মণ সমাগমই ব্রাহ্মণ
সম্পত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে) ॥ ২১৮—২০

* এই অমোঘিগতি প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে, ১—১
১৪। ২১ ও ২২ সংযোজ্য ব্রাহ্মণগণ প্রধান। কেহ কেহ
ব্যাব্যাক করেন, যে প্রধানতঃ চতুর্দশোদ্যায়নক্ষম, শ্রোত্রিয়,
এবং ব্রহ্মজ্ঞ শব্দ, বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মণের পরিচায়ক

কুষ্ঠীদি রোগাক্রান্ত, হীনাদ, অধিকাদ, এক
নেত্রহীন, পুনর্ভূপুত্র, অবকীর্ণী (ব্রহ্মচর্য্য অব-
হাতে তদবস্থা নিবিদ্ধ কর্য্য করার ধাঁহার ব্রহ্ম-
চর্য্য নষ্ট হইয়াছে) কুণ্ড (উপপতির ঔরসে
সধবা স্ত্রীর গর্ভজাত), গোলক (ঐ রূপে বিধ-
বার স্ত্রীর গর্ভজাত) কুনখী, শ্রাবদন্ত (স্বতা-
বতঃ কৃচ্ছদন্ত) ভূতকাধ্যাপক (অর্থাৎ যে, বেতন
গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে) ভূতাতোতা (অর্থাৎ
বেতন দিয়া যে অধ্যয়ন করে) স্ত্রীব, কস্তাদূষী
(অর্থাৎ সত্য হউক মিথ্যা হউক, যে ব্যক্তি
অবিবাহিতা নারীর দোষ প্রকাশ করে) অস্তি-
শত্ৰু, মিত্রজোহী, পিতৃন, গোমবিক্রয়ী, পরি-
বিন্দক (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে,
কৃত্তমিবাহবা জ্যেষ্ঠ অনাহিতাধি থাকিতে কৃত্তা-
ধান, কনিষ্ঠ,—পরিবিন্দক ; সেই জ্যেষ্ঠ, পরি-
বিন্ধি, তাদৃশ পাত্রকে কস্তাদাতা; এবং যাজক
এই সকলগুলিও পরিবিন্দক শব্দের লক্ষিত অর্থ)
যে ব্যক্তি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত মাতা পিতা
এবং গুরুকে (ও ভার্ঘ্যা পুত্রকে) ত্যাগ করে,
কুণ্ড গোলকের অন্তোজী, অধার্মিকের পুত্র,
পুনর্ভূপতি, চৌর, শাস্ত্রবিরুদ্ধ-কর্ম্ম-কারী এবং
কিতাবাদি, শ্রাদ্ধকাণ্ডে নিম্ননীয় । * ২২১।২২২।
২২৩ ॥ শ্রাদ্ধচিকীকৃ ব্যক্তি, পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বোক্ত
ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবেন এবং জিতেন্দ্রিয় ও
পবিত্রভাবে থাকিবেন । নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও
বাক্য, মনঃ, কার ও কর্ম্ম দ্বারা সংযত হইবেন
॥ ২২৪ ॥ অপরাহ্ন সময়ে আহ্বান করিয়া
আনিবে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত প্রের
দ্বারা আদৃত করিবে, অনন্তর কৃত পানপ্রক্ষা-
লন, কৃত্তার্চন কুশহস্ত ঐ সকল ব্রাহ্মণকে,
বয়ঃ কুশহস্ত হইয়া উপবেশন করাইবে ॥ ২২৫ ॥
উত্তমক্লেশ আচ্ছাদিত গোময়াদি লিপ্ত দক্ষিণা-
প্রবণ (অর্থাৎ দক্ষিণমুখে দ্বিবাং নির) হানে,
মৈনে (অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধিক শ্রাদ্ধে) কণ্ঠপিত্ত-

নহে কিছু বোধাবি, জ্যোতিষাদি ইত্যাদি শব্দই বিশেষ
ব্রাহ্মণের পরিচায়ক ; আর পূর্ব্বোক্ত তিনটা শব্দ ইহা-
দিগের একরূপ বিশেষণ ।

* যদি শ্রাদ্ধকারে চতুর্বেদীয়সকল ইত্যাদি
ব্রাহ্মণ রা পাঠ্যমান, ত এই সমস্ত যোজনীয় ব্রাহ্মণও
আদির পাঠ হইতে পারিলে ইহা আশ্রমের ভজ এই
সকল লোচের কথা উক্ত হইল ।

সমব্রাহ্মণ এবং ঐগৈত্র্যে (অর্থাৎ পার্শ্ব
শ্রাদ্ধে) অযুগ্ম ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে ॥ ২২৬ ॥
পার্শ্ব শ্রাদ্ধের মধ্যে (পিতাদি শ্রাদ্ধাকীভূত)
দেবপক্ষে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া
এবং পিতৃপক্ষে তিন জন ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখ
করিয়া বসাইবে অথবা অশক্ত হইলে একটা
একটা করিয়া উত্তর পক্ষে দুইটা মাত্র ব্রাহ্মণ
বসাইবে । পার্শ্বশ্রাদ্ধাকীভূত মাতামহাদি শ্রাদ্ধেও
ঐরূপ (অর্থাৎ মাতামহাদি শ্রাদ্ধাকীভূত দেব-
পক্ষে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং
মাতামহাদি পক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখ
করিয়া বসাইবে । অশক্ত হইলে এক এক জন
করিয়া উত্তর পক্ষে দুই জন মাত্র) অথবা
বৈশ্বদৈবিক (অর্থাৎ দেবপক্ষ) সমুদারে
একেবার করিলেই চলিবে (পিতাদি শ্রাদ্ধাকী-
ভূত বৈশ্বদৈবিক একবার এবং মাতামহাদি
শ্রাদ্ধাকী ভূত বৈশ্বদৈবিক আর একবার এরূপ
না করিলেও চলিবে) ॥ ২২৭ ॥ অনন্তর
ব্রাহ্মণ দিগকে হস্ত প্রক্ষালন জল এবং আস-
নার্থ কুশসমূহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের
অনুমতিক্রমে “বিশ্বে দেবাস আগত” ইত্যাদি
বৈদিক মন্ত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণের আবাহন
করিবে ॥ ২২৮ ॥ ব্রাহ্মণ সমীপে প্রদক্ষিণ
ক্রমে ভূমিতে যবক্ষেপ করিয়া কুশবর যুক্ত
তৈজসাদিপাত্র, “শম্বোদেবী” ইত্যাদি মন্ত্র
দ্বারা জল দিবে, অনন্তর “যবোহসি যবরা”
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যব নিক্ষেপ করিবে
এবং গন্ধপুষ্পাদিও দিবে ॥ ২২৯ ॥ ব্রাহ্মণগণের
কুশ ও অর্ঘ্যপাত্রযুক্ত করতলে “হাদিব্যা”
ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে । অনন্তর
করশৌচার্থ জল প্রদানপূর্ব্বক, গন্ধ পুষ্প মালা
ধূপ দীপ প্রদান করিবে ॥ ২৩০ ॥ এবং
আচ্ছাদন দান করিয়া কর শৌচার্থ জল দিবে ।
এ সমস্ত কার্য্যের পর বিকৃতোপবীত হইয়া
বামভাগে পিতাদি পুরুষত্রয়ের দ্বিগুণাবর্জিত
কুশমুঠি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ গণের অনুমতি-
ক্রমে, “উশক্কা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃ-
গণের আবাহন করিবে, তৎপরে “আর্যাস্তনঃ”
ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপাসনা করিবে ॥ ২৩১।২৩২ ॥
ব্রাহ্মণদিগের চতুঃপার্শ্বে “অগহতা” ইত্যাদি মন্ত্র

উচ্চারণ পূর্বক তিলকেণ করিবে। পূর্বে বত ববসীধ্য কৰ্ম উক্ত হইয়াছে তৎসমস্তই তিলবীরা করিতে হইবে। অর্থাৎ পাত্র হইতে আসনাচ্ছাদনান্ত সকল কৰ্ম পূর্ববৎ করিবে ॥ ২৩৩ ॥ অর্থাৎ দানের পর তাহার সংপ্রব (অর্থাৎ ব্রাহ্মণহস্ত-গলিত অর্থ্যোদক) পিতৃপাত্রে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি (অর্থাৎ প্রপিতামহ পাত্রে আবৃত করিয়া কুশান্ত-রিত ভূমিতে) "পিতৃভ্যাঃ স্থানমসি" এইমন্ত্রে ঐ পাত্র উলটাইয়া অধোমুখে রাখিবে ॥ ২৩৪ ৥ অন্তর অগ্নিতে আহুতি দিবার নিমিত্ত ঘৃতাক্ত অন্ন(অর্থাৎ শাকাদিরহিত)গ্রহণ করিয়া "অগ্নৌকরণমহং করিবে" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-দিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, "কুরু" এইরূপ তাঁহা-দিগের অনুমতি পাইলে, পিতৃকজবৎ অর্থাৎ সোম্য পিতৃমতে স্বাধা ইত্যাদি মন্ত্রবীরা অগ্নিতে; (নিরপ্তি ব্যক্তি, জলাদিতে) আহুতি দিয়া সমাহিতচিত্তে হতীবশিষ্ট অন্ন মুগ্ধ পাত্র ব্যতীত বখালক পাত্রে বিশেষতঃ রৌপ্যপাত্রে স্থাপন করিবে ॥ ২৩৫ ॥ ২৩৬ ॥ অন্ন স্থাপনের পর "পৃথিবীতে পাত্রে দ্যোঃ পি-ধানং" ইত্যাদি মন্ত্রবীরা পাত্রাভিমুখ করিয়া "ইদং বিস্মৃচ্চক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে অঙ্গোপরি ব্রাহ্মণের অভূত নিবেশিত করিবে। "ইদং বিস্মৃ" ইহার পূর্বে দৈব ও পিতৃ্য বখা-কমে "বিক্ষোহবৎ রক্ষক" এবং "বিক্ষো কব্যং রক্ষক" বলিবে ॥ ২৩৭ ॥ ব্যাহুতি যুক্ত গায়ত্রী ও "মধুকাতা" ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া "বখালকং কুরু" বলিবে। ব্রাহ্মণগণও মৌনাবলম্বী হইয়া জোজন করিবে ॥ ২৩৮ ॥ কোষ ও ঘর মুক্ত হইয়া অভিলষিত হবিষ্য অন্ন, ব্রাহ্মণ দিগের তৃপ্তি হওয়া পর্য্যন্ত প্রদান করিবে, পুরুষযুক্ত পাবনানী প্রভৃতি মন্ত্র এবং ব্যাহুতিযুক্ত গায়ত্রী প্রভৃতি পুরোক্ত মন্ত্র জপ করিবে ॥ ২৩৯ ॥ অন্তর সকল অন্ন গ্রহণ করিয়া "তৃপ্তাস্থি" এই কথা ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিবে। তৃপ্ত হইয়াছি এইরূপ উত্তর পাইয়া, এবং অন্নশিষ্ট অন্ন থাকিতে অন্নমতি পাইয়া উচ্ছিন্ন করিয়া কুশান্ত-ভূমিতে জিলোরক-প্রক্ষেপপূর্বক সেই অন্ন প্রক্ষেপ করিবে পরে

গণ্ডার্থ ব্রাহ্মণ দিগের হস্তে এক বার জল দিবে ॥ ২৪০ ॥

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকল্পাতিদেশে চরুপাক হইলে হতীবশিষ্ট চরুর সহিত সকল অন্নগ্রহণ করিয়া অগ্নিসমীপে পিণ্ডপ্রদান করিবে, তদভাবে ব্রাহ্মণার্থকৃত অন্নগ্রহণ পূর্বক উহা তিলমিশ্র করিয়া উচ্ছিন্ন সমীপে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকল্পাতি-দেশে পিণ্ডরূপে দান করিবে। এবং তৎকালে দক্ষিণমুখ হইবে ॥ ২৪১ ॥ মাতামহাদি তিন পুরুষের শ্রাক্ত ও একপ (অর্থাৎ বৈশ্বদেবাবাহ-নাদি পিণ্ডদানপর্য্যন্ত) করিবে। পরে ব্রাহ্মণ দিগকে আচমন করিতে দিয়া স্বস্তিবাচন ও অক্ষ্যোদক করিবে (অর্থাৎ "অক্ষ্য মন্ত" তবে এই কার্য্যফল অক্ষয় হউক বলিয়া ব্রাহ্মণ-দিগের হস্তে জল দিবে এবং ব্রাহ্মণেরা বলিবেন "অক্ষ্য মন্ত" অক্ষয় হউক) ॥ ২৪২ ॥ অন্তর যথাসক্তি দক্ষিণাদান করিয়া স্বধা বাচরিয়ে এই প্রস্তের পর "বাচ্যতাং" এইরূপে স্বধা বাচনে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত অর্থাৎ পিতৃদায়িত্ব "স্বধা" বলুন (পিতৃভ্যাঃ স্বধো-চ্যতাং পিতামহেভ্যাঃ স্বধোচ্যতাং) ইত্যাদিরূপে স্বধাকার উচ্চারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণও "অন্তস্বধা" এই কথা বলিলে ভূমিতে জল সেচন করিবে, পরে বলিবে "বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়তাং" বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন "প্রীয়তাং" "আজ্ঞাপ্রীত হউন" ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিলে উচ্যতান মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা "মাতারো নোভিবর্জতাং বেদাঃ সত্যতি-রেবচ। শ্রদ্ধা চ নো মাযাগমং বহুদেবং চনোহন্ত। (অর্থাৎ আমাদের বংশে মাতৃ সংখ্যা বৃদ্ধি হউক, বেদজ্ঞান অধিক হউক এবং বংশ বিস্তৃত হউক। যেন আমাদের কার্য্যে শ্রদ্ধা বিদূরিত নাহয়। এবং দেব বস্তু আমাদের যেন প্রচুর হয়। এই সকল আশাদিগের যেন প্রচুর হয়। এই সকল প্রার্থনা-মন্ত্র-পাঠান্তে ব্রাহ্মণদিগকে নানা-বিধ প্রিয়বাক্য বপিনী প্রণাম পূর্বক "বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এবং অগ্নে পিতৃব্রাহ্মণ পরে পিতামহ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগকে প্রীতি-মনে বিদায় দিতে হইবে ॥ ২৪৩-২৪৬ ॥ পূর্বে

যে পিতৃ-অর্থ্য-পাত্রে সংস্রব-জল স্থাপিত হইয়া ছিল (২৩৪ প্রোকে ইহার বিধি উল্লেখ হইয়াছে) সেই পিতৃ-পাত্র খুলিয়া উতান করিয়া দিবার পর বিদ্যায় দিবে ॥ ২৪৭ ॥ অনন্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের অমুগমন করিয়া উহাদিগের নিকট প্রীতি নিবৃত্ত হইতে অমুমতি পাইলে, পিতৃদত্তাবশিষ্ট অন্ন, বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া ভোজন করিবে। এবং সে ই অহোরাত্র ভোক্তৃ-ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্রহ্মচর্য্য করিবে এবং দান প্রতিগ্রহাদি করিবে না ॥ ২৪৮ ॥ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পার্শ্ববিধি-অমুসারে পিতৃগণের পূজা করিবে প্রভেদের মধ্যে এই যে তখন অবিকৃতোপবীত ও প্রদক্ষিণ-প্রচার হইবে (অর্থ্যং যুক্তোপবীত বেগন সর্কদা থাকে সেই ভাবে থাকিবে এবং মুখ পরিবর্তন আসন পরিবর্তনাদি প্রদক্ষিণক্রমে হইবে পিতৃগণকে নান্দীমুখ বিশেষণে বিশেষিত করিবে। এই পূজাতে দধি, কর্কটমিশ্র পিণ্ড দিবে এবং তিলের পরিবর্তে ববদ্বারা সমস্ত কার্য্য হইবে ॥ ২৪৯ ॥ একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধে একব্যক্তি মাত্রই উদ্বিষ্ট হইবে দৈবপক্ষে আবাহন এবং অগ্নিতে আহুতি প্ৰদান থাকিবে না, অর্থ্য ও পবিত্র একটা মাত্র থাকিবে। এবং এই শ্রাদ্ধ বিকৃতোপবীত হইয়া করিবে ॥ ২৫০ ॥ আর এই শ্রাদ্ধে অক্ষব্যোদক-করণের পরিবর্তে “উপতিষ্ঠাতা” ও ব্রাহ্মণ বিদ্যায় কালে “বাক্কে বাজে” মন্ত্রের পরিবর্তে “অতিরম্যতাং” বলিবে এবং ব্রাহ্মণেরাও “অতিরম্যতাং” বলিবে। অপর সমস্ত পূর্ব্ব-বৎ ॥ ২৫১ ॥ অর্থ্যের জন্ত গন্ধ-জল-তিলযুক্ত চারিটা পাত করিবে। তন্মধ্যে প্রোতর্থা-পাত্রস্থজল চারিভাগ করিয়া তিনভাগ জল “বেসমানা” এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করতঃ পিতৃপাত্রজয়ে (অর্থ্যং পিতৃসপিণ্ডীকরণ স্থলে পিতামহ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের পাত্রে ইত্যাদি যথাসম্ভব) সেচন করিবে। এবং অভ্যস্ত অবশিষ্ট কার্য্য (অর্থ্যং বিশ্বদেবাবাহনাদি বিসর্জনাস্ত্ৰকার্য্য পার্শ্ববৎ, এবং অবশিষ্ট প্রোতর্থা পাত্রস্থ জল দ্বারা প্রোতর্হানীর ব্রাহ্মণ হস্তে অর্থ্য দিয়া

প্রোতশ্রাদ্ধ একোদ্বিষ্টবৎ সমাপ্ত করিবে) এই অর্থ্যং একোদ্বিষ্টবৎ ও পার্শ্ববৎ উভয়-ধর্ম্মাক্রান্ত-সপিণ্ডীকরণ এবং একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ স্ত্রীলোকেও করিবে। * ২৫২। ২৫৩ ॥ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের উপস্থিতি, কুলাচার (বা সংবৎসর মধ্যে অধিকারীর প্রাণনাশের অবধারণ) এই সকল কারণবশতঃ একবৎসরের মধ্যে বাহার সপিণ্ডীকরণ হইবে তদ্বৎক্ষেপেও পূর্ব্ব সংবৎসর প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কুন্ত এবং অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৫৪ ॥ মৃত্যুর পর সেই বৎসরের মাসে মাসে মৃততিথিতে, ও প্রীতি বৎসর মৃত্যু “মাসের মৃততিথিতে একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। আর আদ্য একোদ্বিষ্ট অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কর্তব্য ॥ ২৫৫ ॥ পিণ্ডসকলকে গো, অজ, বাচক-একাদশ, অগ্নি অথবা জলে নিক্ষেপ করিবে। ভোক্তৃব্রাহ্মণগণ ভোজনানসনে উপবিষ্ট থাকিলে উচ্ছিষ্ট মার্জনা করিবে না ॥ ২৫৬ ॥ পিতৃগণ, শ্রাদ্ধকালে প্রদত্ত হবিষ্যাদ অর্থ্যং তিলব্রীহাদি দ্বারা একমাস, পায়স দ্বারা একবৎসর, আর ভক্ষ্যমংস্ত, তান্ত্রবর্ণ মৃগ, মেঘ, ভক্ষ্য পক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণসার, ক্রক, বস্ত্রশূকর, এবং শশ ইহাদিগের মাংস দ্বারা বধাক্রমে এক এক মাস অধিক কাল-ভুঞ্জ হইবেন। (অর্থ্যং হবিষ্যাদি দ্বারা ১ মাস ভক্ষ্য মাংসে ছই মাস, তান্ত্রবর্ণ মৃগমাংসে তিন মাস ইত্যাদি) ॥ ২৫৭। ২৫৮ ॥ শ্রাদ্ধে প্রদত্ত গাভার মাংস, মহাশক (মংস্তবিশেষ) কোদ্র মধু নীবারাদি মুগ্ধম, রক্তচ্ছাগ-মাংস, কালশাক বাদ্বীণসের (অর্থ্যং বৃদ্ধ খেত ভাগের) মাংস, গরিতে বাহা কিছু প্রদত্ত হয় তৎসমস্ত এবং তাত্র মাসের ত্রয়োদশীতে, বিশেষতঃ মধ্যযুক্ত ঐ ত্রয়োদশীতে বাহা প্রদত্ত হয় তৎসমুদয়, অনন্তফলজনক হইরা থাকে ॥ ২৫৯ ২৬০ ॥ বিনি একমাত্র চতুর্দশী ত্যাগ করিয়া

* বিতাকর সমস্ত ব্যাঘা এইঃ—
সপিণ্ডীকরণ ও একোদ্বিষ্ট (অর্থ্যং সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বকর্তব্য পক্ষপদ জ্ঞান এবং মৃত্যুনিবৃত্তক জ্ঞান) হাতারও-করিতে এই বসন দ্বারা পার্শ্ব শ্রাদ্ধে যে মাতৃ-পক্ষ নাই ইহা গোচিত হইল।

প্রতি প্রতিপৎ প্রভৃতি অমাবস্যাতে চতুর্দশ
তিথিতে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি যথাক্রমে রূপ-
নক্ষত্রাদিসম্পন্ন কল্পা (১), উত্তম জামাতা (২),
স্বজাতি ক্ষুদ্র পুত্র (৩), সদাচারী পুত্র (৪),
দ্যুতে জয় (৫), কৃষিকর্মে ফল (৬), বাণিজ্যে
লাভ (৭), গবাদি দ্বিশফ পুত্র (৮), অশ্বাদি এক-
শফ পুত্র (৯), ব্রহ্মতেজোযুক্ত পুত্র (১০), স্বর্ণ
রৌপ্য (১১), ত্রপুসীসাদি ধাতু (১২), স্বজাতি
প্রধানতা (১৩), এবং সর্বাভীষ্ট (১৪), প্রাপ্ত
হন। অর্থাৎ প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করার উত্তম কন্যা
লাভ, বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করার উত্তম জামাতা
লাভ ইত্যাদি) বাহারা শত্রুহত, চতুর্দশীতে
তাহাদিগের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৬১—২৬৩ ॥
যিনি বিশ্বাসী আদরাতিশয়যুক্ত এবং গর্ভ-
ঈর্ষাদি-রহিত হইয়া কৃত্তিকা প্রভৃতি ভরণী
পর্যন্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করেন তিনি
স্বর্ণ (১), অপত্য (২), নিজ সামর্থ্যের আভি-
শযা (৩), নির্ভীকতা (৪), ফলবৎ ক্ষেত্র (৫),
শারীরিক বল (৬), গুণবান পুত্র (৭), স্বজাতি
প্রাধান্য (৮), জনপ্রিয়তা (৯), ধনাদি সম্পত্তি
(১০), শ্রেষ্ঠতা (১১), মঙ্গল (১২), অপ্রতি-
হতাজতা (১৩), বাণিজ্যে কৃষি কুসীদ পুত্র
পালন (১৪), অরোগিতা (১৫), বশঃ (১৬),
শোকশূন্যতা (১৭), ব্রহ্মলোক (১৮), সুবর্ণাদি
(১৯), বেদজ্ঞান (২০), ভিক্ষু সিদ্ধি অর্থাৎ
ঐশ্বর্য ফল প্রাপ্তি (২১), ত্রপুসীসাদিকুপ্য (২২),
গো (২৩), ছাগ (২৪), মেঘ (২৫), অশ্ব (২৬),
এবং আয়ুঃ (২৭), এই সপ্তবিংশতি প্রকার
ফলিলবিত বস্তু যথাক্রমে প্রাপ্ত হন ॥ ২৬৪—
২৬৭ ॥ বহু, ব্রহ্ম এবং আদিত্য—পিতা পিতা-
হ এবং প্রপিতামহ শব্দবাচ্য, স্ততরাং কেবল
রাম, শ্যাম, বহু, প্রাদেব সম্প্রদানীয় দেবতা
হইবে। মহুয়াদিগের পিতাদাদিপদবাচ্য বহু
শ্রুতি, শ্রাদ্ধ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মহুয়া-
দিগের রাম শ্যাম বহু নামক পিতৃ-পিতা-
হ প্রপিতামহকে পরিতৃপ্ত করেন এবং
গীত হইয়া শ্রাদ্ধকারিব্যক্তিকে আয়ুঃ
ঐশ্বর্য, ধন, বিদ্যা, স্বর্ণ, মোক্ষ, সুখ এবং
জ্য ইত্যাদি সকল বিষয় প্রদান করিয়া
কেন ॥ ২৬৮। ২৬৯ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর,

বিনায়ককে কৰ্মবিষয়ের জ্ঞাত এবং গণ-
দিগের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ২৭০ ॥
তিনি বাহার উপর উপসর্গ করেন তাহার
লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি যেন
জলে অবগাহন করিতেছে, কাষায়বাসা
মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণকে দেখিতেছে, আম-
মাংসাশী মুগাদিতে আরোহণ করিতেছে,
এবং চাণালাদি অন্ত্যজ জাতি, গর্দভ ও
উষ্ট্রের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছে,
দোড়িতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ইচ্ছামত
দোড়িতে না পারায় পশ্চাদমুগামিশক্তর
কর-কবলিত হইতেছে এই সকল দৃশ্য দেখিতে
পায়। আর সর্কদাই অন্যমনস্ক থাকে,
আরক্ত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, এবং
বিনা কারণে বিষয় হয় ॥ ২৭১—২৭৩ ॥ তাহার
(বিনায়ক) উপসর্গ হইলে রাজকুমার রাজ্যলাভ
করিতে পারে না। কুমারী অভিলষিত স্বামী
প্রাপ্ত হয় না। গর্তবতী স্ত্রী অপত্য লাভে বঞ্চিত
থাকে ঋতুমতী স্ত্রীর গর্ত হয় না ॥ ২৭৪ ॥
শ্রোত্রিয়—আচার্য্যতা, শিষ্য—অধ্যয়ন, বণিক্
—লাভ, এবং কৰ্ষক—কৃষিকল প্রাপ্ত হয়
না ॥ ২৭৫ ॥ এই উপসর্গগ্রস্ত বা উপসর্গভীত
ব্যক্তিকে শুভদিনে যথাবিধি দ্বান করাইবে।
(দ্বান বিধি যথা) প্রথমে যুতাপ্ত গোর
সর্ষপের কঙ্ক, গায়ে; এবং সর্কৌষধি ও সর্গগন্ধ,
মস্তকে মাখাইবে। অনন্তর ভদ্রাসনে উপ-
বেশন করাইয়া চারিজন সুভ্রাক্ষণ দ্বারা
স্বস্তিবাচন করিবে। (ভদ্রাসন যথা,) এক-
বর্ণ চারিটা উত্তম নবকুণ্ড দ্বারা অশোষা হ্রদ
বা নদীসঙ্গম হইতে যে জল উদ্ধৃত হইয়াছে
তাহাতে অশ্বস্থান, হস্তিস্থান, বন্যকী, নদী-
সঙ্গমস্থল এবং অশোষা হ্রদ এই সকল স্থান
হইতে আনীত পঞ্চবিধ যুক্তিকা, গোরেচনা,
কুঙ্কুমাদি গন্ধ ও গুণ্ডগুলু নিক্ষেপ করিবে। (এবং
সেই জলপূর্ণ চূতাদিপন্নবশোভিত, চন্দনচর্চিত,
মালাভূষিত নববস্ত্রাবৃত চারিটা কুণ্ড বেলীর
পূর্বাদি চারিদিকে স্থাপিত করিবে) অনন্তর
(পঞ্চবর্ণ-চূর্ণদ্বারা নির্মিত মণ্ডলে সংস্থাপিত)
রক্তবর্ণ বৃষচর্মে স্থাপনীয় (যেতবস্ত্র প্রচ্ছাদিত
স্রীপর্জনীনির্মিত আসনের নাম) ভদ্রাসন ॥ ২৭৮

২৭৯॥ যে অনন্তশক্তি বহু-প্রবাহ পাবন উদক, মহাদি-ঋষিগণ কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে তাহার দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি, সেই পবিত্রতা জনক উদক তোমাকে পবিত্র করুন (প্রথম কলসহ জলদ্বারা স্নান করাইবার এই মন্ত্র) ॥ ২৮০ ॥ বরুণ রাজা তোমাকে কল্যাণ প্রদান করিয়াছেন। সূর্য্য ও বৃহস্পতি শুভ অর্পণ করিয়াছেন ইহা এবং বায়ু মঙ্গল দিয়াছেন সপ্তর্ষিগণ কেমপ্রদান করিয়াছেন (ইহা দ্বিতীয় কলসহ জলদ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র) ॥ ২৮১ ॥ তোমার কেশে, সীমন্তে, মস্তকে, ললাটে, কর্ণধরে এবং নেত্রদ্বয়ে যে দৌড়াগ্য আছে, জল, তৎ সমস্ত বিদূরিত করুন (ইহা তৃতীয় কলসহ জলদ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র; এই তিন মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থকলসহ জলদ্বারা স্নান করাইবে) ॥ ২৮২ ॥ আচার্য্য এইরূপে অভিষিক্ত ব্যক্তির মস্তক বামপাশিগৃহীত কুমণ্ডলে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে, অন্তে বাহ্যবৃত্ত মিত্র, সংমিত্র, শাল, কটকট, কুমণ্ড, এবং রাজগ্রন্থ এই মন্ত্র (অর্থাৎ ওঁ মিত্রা বাহ্য ইত্যাদি মন্ত্র) উচ্চারণ পূর্ব্বক উজ্জ্বর বৃক্ষজাত ত্রুব দ্বারা সর্ষপটন্তলের আচ্ছাদিত প্রদান করিবে ॥ ২৮৩ ২৮৪ ॥ (অনন্তর বজ্রমান বহুং স্থালীপাকবিধিঅনুসারে লৌকিকারিতে চক্ৰপাক করিয়া ঐ সকল মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ সেই চক্ৰদ্বারা উক্ত অগ্নিতে হোম করিবে, অন্তে “নমঃ” পদযুক্ত বলি-মন্ত্রনাম দ্বারা অর্থাৎ ইহা, অগ্নি, বম, নিধতি, বরুণ, বায়ু, সোম, জশান, ব্রহ্মা, এবং অনন্তের চতুর্ভুজনাম ওঁ ইত্যাদি নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) ইত্যাবশিষ্টবশিঃ ইত্যাদিকে অর্পণ করিবে পরে বিনায়ক এবং বিনায়ক-জননী অধিকাকে স্কন্দবহুতত্ত্ব, তিলপিষ্ট মিশ্রিত ওদক, লবক এবং আর এই উত্তরবিধ মন্ত্র ও উত্তরবিধ স্নান, নানারকৈঃপুং, কুম্ভাদি হুস্কৃত জল, গোষ্ঠী, পৈঠী, এবং দাকী এই জিবিধ স্নান, মূলক (অর্থাৎ মূণাকর) তল্য-বিশেষ, শূলী, স্কন্দপক গোষ্ঠ্যধিকার, পিষ্টাদি-বহু-বাল্য, লিখিত মন্ত্র, পারদ, শুক্লপিষ্ট

(অর্থাৎ শুক্লপিষ্ট), এবং মোদক এই সকল বস্তু উপহার দিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে অনন্তর শূর্ণ কুম্ভ আতীর্ণ করিয়া তাহাতে উপহারাবশিষ্ট বলি স্থাপন করিবে এবং ঐ বলিযুক্ত শূর্ণ (বলিং গুরুত্ব ইত্যাদি মন্ত্রে) সর্কভূতোদেশে চতুশ্চথে স্থাপন করিবে ॥ ২৮৫—২৮৮ ॥ পরে, বিনায়ক, ও বিনায়ক-জননী অধিকাকে, অর্ঘ্য ও দুর্কা, তথা সর্ষপ এবং পুষ্পের পূর্বাঞ্জলি, প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবে ॥ ২৮৯ ॥ হে ভগবতি! আমাকে রূপ দাও, যশ দাও ত্যাগ দাও পুত্র দাও (অধিক কি বলিবা) আমাকে সর্বাভীষ্ট প্রদান কর। (গণেশের নিকট প্রার্থনা কালে ভগবতির পরিবর্তে ভগবত্ব বলিতে হইবে) ॥ ২৯০ ॥ অনন্তর স্নানান্তর যজমান গুরু বজ্র, গুরু মালা এবং গুরু চন্দনাদি ধারণ করিয়া * ব্রাহ্মণতাজন, করাইবে এবং গুরুকে বজ্রধর ও দক্ষিণা দিবে ॥ ২৯১ ॥ এইরূপে যথাবিধি বিনায়কের পূজা এবং বক্ষ্যমাণ রূপে গ্রহগণের পূজা করিলে, নির্বিঘ্নে কর্ণকল প্রাপ্ত হয় এবং সর্বোত্তম সম্পত্তি লাভ করে ॥ ২৯২ ॥ প্রতীদিবস, সূর্য্যদেব কার্ত্তিকেয় এবং মহাগণপতির পূজা করিলে মোক্ষ লাভ করে এবং উক্ত দেব-গণকে স্বর্গরোপ্যাদিমহাতীলক প্রদান করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ॥ ২৯৩ ॥ ধন ভাঙাদি সম্পত্তি, শান্তি, বৃষ্টি, আয়ুঃ অথবা পুষ্টিকামিনাং, কিবা অভিচার করিবার জন্য গ্রহপূজা করিবে ॥ ২৯৪ ॥ সূর্য্য, সোম, কুম্ভ (মঙ্গল), সৌম্য (বুধ), বৃহস্পতি ওরু, শনি, রাহু এবং কেতু ইহার “গ্রহ” বলিয়া বৃত্ত হইয়াছে ॥ ২৯৫ ॥ তাত্র ফাটিক ও রতচন্দন হইতে (এক একটা) হুবার হইতে দুইটা, রৌপ্য, শোহ, সীমং কাথ হইতে (এক একটা) এইরূপ যথাক্রমে নবগ্রহের প্রতীক করিবে

* গুরু ব্রাহ্মণকরণে স্নানক পুণ্য কর্তব্য। যো পূর্বাঙ্ক বাগ্যেণে ক্রিয়াঃ বহুলা উপহার দান প্রার্থনা করিলে আচার্য্য চতুশ্চথে শূর্ণ স্থাপন করিলে তাকে স্নানক ভোজনাদি বজ্রমানের আচরণ।

(অর্থাৎ তাম্র হইতে রবির, সূর্য হইতে বৃহ ও বৃহস্পতির ইত্যাদি; যথাক্রমে ইহাদিগের বর্ণ, রক্ত, শুক্ল, রক্ত, পীত, পীত, ভূক্ল, আনীল, নীল এবং ধূত) ॥ ২২৬ ॥ তদভাবে; গ্রহদিগের নিজ নিজ বর্ণানুসারে পটে, অথবা রক্তচন্দনাদি গন্ধদ্বারা মণ্ডলে চিত্রিত করিবে। এবং ঐ সকল গ্রহকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ বর্ণানুরূপ বস্ত্র, পুষ্প ও গন্ধ অর্পণ করিতে হইবে ॥ ২২৭ ॥ সকলকেই ধূপলীপ গুণ্ডলু ও নৈবেদ্য দিবে। প্রতি দেবতার পৃথক পৃথক মন্ত্র পাঠ করিয়া চরুপাক করিতে হইবে। (আরুক্ষেণ (১), ইমং দেবাঃ (২), অগ্নিসূক্তা-দিবঃকতুং (৩), উদুধ্যাষ (৪), বৃহস্পতে অতি-যমর্গাঃ (৫), অনাং পরিক্ষিতঃ (৬), শমোদেবীঃ (৭), কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ (৮), কেতুং কৃণুমিমান্ (৯), নবগ্রহেহে এই নয়টি মন্ত্র যথাক্রমে কীৰ্ত্তিত হইরাছে ॥ ২২৯ ॥ ৩০০ ॥ অক (অর্থাৎ অকল) (১), পলাশ (২), খদির (৩), অপামার্গ (অর্থাৎ আপাণ্ড) (৪), অশ্বথ (৫), উল্লসর (অর্থাৎ বজ্রভূষর) (৬), শমী (৭), দুর্লা (৮) এবং কুশ (৯), যথাক্রমে নবগ্রহের এই নববিধ সমিধ, ॥ ৩০১ ॥ এক একবিধ সমিধ মধু, যত, মধি বা কীর বৃত্ত করিয়া আদিত্যাদি নবগ্রহের প্রত্যেক গ্রহ উদ্দেশে, অষ্টোত্তর শত বা অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে ॥ ৩০২ ॥ শুভমিশ্রিত, ওদন (১), পায়স (২), নীবারাদি অন্ন (৩), কীর মিশ্রিত বাটিকোদম (৪), দধি মিশ্রিত ওদন (৫), যজ্ঞোদন (৬), তিলচূর্ণমিশ্রিত ওদন (৭), তাক্যামংসমিশ্রিত ওদন (৮), নানা রসম ওদন (৯), এই নববিধ ভোজ্য যথাক্রমে যথাদি প্রীতি উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করিতে দিবে। অথবা শতযস্যসারে যে ওদন মিলিবে যথাবিধিসম্মানসহকারে তাহাই দিবে। ॥ ৩০৩ ॥ ৩০৪ ॥ মেঘ (অর্থাৎ হৃদযন্তী গাভী), শম্ব, বৃষ, সূর্য, বজ্র, শুক্লবর্ণ অশ্ব, কৃষ্ণা গাভী, নোহ, মিশ্রিত, অশ্বশব্দাদি এবং হাগ এই নববিধভোজ্য যথাক্রমে সূর্য্যাদি নবগ্রহ বাগের দক্ষিণা বলিয়া বৃত্ত হইরাছে ॥ ৩০৫ ॥ যে যকবের যে সম্বন্ধে এই বিবরণ, সেই

পুরুষ তৎকালে বহু পূর্বক সেই গ্রহের পূজা করিবে। ব্রহ্মা গ্রহগণকে এই বর দিয়াছিলেন যে, যে তোমাদিগকে পূজা করিবে তোমরাও তাহার ইষ্টসিদ্ধি ও অনিষ্ট শাস্তিদ্বারা মনে রাখিবে ॥ ৩০৬ ॥ রাজাদিগের উন্নতি ও অবনতি এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও নিরোধ, গ্রহেরই অধীন, অতএব গ্রহগণ সকলেরই পূজ্যতম ॥ ৩০৭ ॥ বিশেষ উৎসাহ-সম্পন্ন, বহুদর্শী, কৃতজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী, বিনয়ী, গাভীর্ধ্যযুক্ত, সযশোভব, সত্যবাদী, পবিত্র, অদীর্ঘমুত্র (অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য কর্ত্তের আরম্ভে এই আরম্ভ কার্যের সমাপনে আলমুত্রমুত্র), মেধাবী, প্রশস্তমনা, অপরূপ (অর্থাৎ বিনি পরদোষ কীর্ত্তনে রত নহেন), ধার্মিক, ব্যাসন-শূন্য, দুর্কোষ-অর্থ-অবধারণ সক্ষম, নির্ভীক, রহিতবেত্তা (অর্থাৎ গোপনীয়ার্থ গোপনে চতুর), স্বরক্ষুগোষ্ঠী (অর্থাৎ স্বীয় সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কোনস্থানে যদি কোন বিপুলখণ্ড থাকে তাহার প্রজ্ঞাননে তৎপর), এবং আত্মিকী (অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র) দণ্ডনীতি (অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র) বার্তা (অর্থাৎ কুবিবাণিজ্যাদিবিষয়ক শাস্ত্র) ও জরী (অর্থাৎ ঋণ, যজ্ঞঃ সাম) এই সকল শাস্ত্রে বিশেষরূপে শিক্ষিত ব্যক্তি রাজ্যে অভি-বিক্ত হইবেন ॥ ৩০৮—৩১০ ॥ সেই রাজা, হিতাহিত বিবেচনালীল মৌল (অর্থাৎ যাহারা বংশাশ্রুত্রে ঐ রাজবংশের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছে), গভীর প্রকৃতি এবং পবিত্র ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করি-বেন ॥ ৩১১ ॥ গ্রহোৎপত্তিও তাহার শাস্তির উপায়-বেত্তা শাস্ত্রোক্ত ও বিদ্বান্ সযুগ্মশীল অহুষ্ঠাননি-সম্পন্ন এবং দণ্ডনীতি ও অর্থকাণ্ডি রসোক্ত-শাস্ত্রাদি-কর্ত্তে সুনিপুণ ব্যক্তিকে ধোরোহিত্য কর্ত্তে ব্রতী করিবে ॥ ৩১২ ॥ শ্রোত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া করিবার জন্ত কতকগুলি ঋষিক বরণ করিবে, এবং যথাবিধি অশ্রু-দক্ষিণক বজ্র করিবে ॥ ৩১৩ ॥ রাজা, ব্রাহ্মণ-দিগকে নামাধি ভোগসংখ্যনক্রম এবং বিবিধ ধন দান করিবেন। কারণ ব্রাহ্মণকে বাহা অর্পিত হয় তাহা রাজাদিগের অক্ষয় নিবিঘরণ ॥ ৩১৪ ॥ অগ্নিসাধ্য রাজব্রাহ্মদি

অপেক্ষা ব্রাহ্মণ্যগ্নিতে আহুতি প্রদান শ্রেষ্ঠ-
ইহা কথিত আছে। কারণ এ আহুতিদানে
অঙ্গ হীনতা নাই, পত্ন হিংসা নাই এবং প্রায়
শিত্তক্লেশ নাই ॥ ৩১৫ ॥

অলঙ্ক বস্ত্র লাভ করিতে ধর্ম্মাহুসারে চেষ্টা
করিবে। লঙ্কবস্ত্র যন্ত্রপূরক পালন করিবে।
পালিত বস্ত্র নীতিশাস্ত্রানুসারে বাড়াইবে।
ঐ বর্দ্ধিত বস্ত্র উপযুক্ত পাশ্রে দান করিবে।
কিছা ধর্ম্মার্থক সেব্যয় নিযুক্ত করিবে ॥ ৩১৬ ॥
রাজা, ভূমিদান, বা নিবন্ধ (কোন বিষয়ে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) করিলে ভাবী সাধু-
রাজার পরিজ্ঞানার্থ—লেখ্য করাইবেন ॥ ৩১৭ ॥
রাজা কার্পাসাদি পটে, বা তাত্র কলকে, নিজ-
বংশ প্রিতাদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতি-
গ্রহীতার নাম, প্রতিগ্রহের (অর্থাৎ-নিবন্ধের)
পরিমাণ, এবং গ্রামক্ষেত্রাদি প্রদত্তভূমির
চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দেশ এইসকল বিষয়
লিখিবেন, উক্তপত্রে আপন হস্তাক্ষর (মস্তথত)
ধাকিবে কালের (অর্থাৎ-সন মাস তারিখ)
উল্লেখ ধাকিবে এবং উহা নিজ মুদ্রায়
চিহ্নিত করিয়া দৃঢ় শাসন (পাকাদলিল)
করিয়া দিবেন ॥ ৩১৮ ॥ ৩১৯ ॥ রাজা—সুরম্য,
পশুবৃদ্ধিকর, আজীব্য (অর্থাৎ যেখানে সহজে
জীবিকা নির্বাহ হয়) তরুগিরি নদী শোভিত
দেশে রাজধানী স্থাপন করিবেন। সেখানে
প্রজাবর্ণ—সৈন্তসামন্ত—ধনরত্নও আশ্রয়ক্ষার্থে
ভূগ্ন নির্মাণ করিবেন ॥ ৩২০ ॥ অনন্ত ব্যাপার-
সত্ত্ব তত্ত্ববিষয়ে সূচতুর পাণ্ড এবং আর ব্যাঘ্রাদি-
কার্য্যে অনলসব্যক্তিগণকে তত্ত্বৎকার্য্যে (অর্থাৎ
যে কার্য্য যাহার উপযুক্ত, ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক-
দিগকে ইত্যাদি) অধ্যাক্ষ করিবেন ॥ ৩২১ ॥
ব্রাহ্মণগণকে যুদ্ধাঙ্গিত দ্রব্য বিতরণ এবং
প্রজাগণকে সর্বদা অভয়দান ইহা হইতে
রাজাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই ॥ ৩২২ ॥
যাহারা রাজ্য রক্ষার্থে সমুখরণ করিতে করিতে
অকূট (অর্থাৎ বাহ্য বিবাদিলিপ্ত নহে) অজ্ঞা-
বাতে নিহত হন তাহারা যোগিদিগের স্ত্রায়
স্বর্গে গমন করেন ॥ ৩২৩ ॥ নিজ সৈন্তসামন্ত
বিমুখ হইলেও যাহারা শত্রুসৈন্ত অস্তিমুখে
অগ্রসর হন তাহারা তৎকালে প্রতিপদক্ষেপে

—অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। আর
যাহারা পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিতে
চেষ্টা করে, রাজ্য-তাহাদিগের পুণ্যহরণ করেন
॥ ৩২৪ ॥ তবাহংবাদী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি,
তোমারি আমি এই কথা বলে), ক্রীব
(নপুংসক বা অত্যন্ত ভীক,) নিরত্ন, অপরের
সহিত যুদ্ধে আসক্ত, যুদ্ধ হইতে বিরত, যুদ্ধ দর্শী
এবং বাদ্যকর চারণাদি, এই সকল ব্যক্তিকে
মারিবে না ॥ ৩২৫ ॥ আপনার এবং রাজ্যের
রক্ষাবিধান পূরক প্রত্যহ প্রাতঃকালে
গাত্রোখান করিয়া স্বয়ং আয়ব্যয় পরিদর্শন
করিবেন। তৎপরে বিচারকার্য্য পরিদর্শনা-
নন্তর দানকরিয়া ইচ্ছানুসারে ভোজন
করিবেন ॥ ৩২৬ ॥ তত্ত্বৎকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি-
গণের আনীত হিরণ্যাদি আপনি দেখিয়া
কোষাগারে রাখিতে অমুমতি দিবেন।
অনন্তর চারণের (অর্থাৎ গোপনীয়রূপে
পররাজ্যাদির বিবরণ জানিবার জন্য প্রেরিত
ছদ্মবেশী পুরুষদিগের) সহিত সাক্ষাৎ করি-
বেন এবং মন্ত্রির সহ একত্র হইয়া দূতগণের
(অন্য রাজার নিকট প্রেরিত ব্যক্তিগণের)
সকল কথা শুনিবেন ও তাহাদিগকে পুনঃ
প্রেরিত করিবেন ॥ ৩২৬ ॥ ৩২৭ ॥ অনন্তর
একাকী অথবা কলাকুশল বিশ্বাসী মন্ত্রীবর্গে
পরিবৃত হইয়া ইচ্ছামত বিহার করিবেন,
পরে বেশভূষাবিভূষিত হইয়া চতুরঙ্গ
সৈন্য পরিদর্শন করিবেন, এবং সেনাপতির
সহিত তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের উপায়াদি
চিন্তা করিবেন ॥ ৩২৮ ॥ পরে সায়ংকালে
সন্ধ্যাউপাসনা পূরক পূর্বসাক্ষাৎকৃত
চরদিগের নিকট গোপনীয় বিবরণ শুনিবেন
তৎপরে নৃত্যগীতাদি জীড়ায় কিছুকণ অতি-
বাহিত করিয়া ভোজন করিবেন, অনন্তর
যথাশক্তি স্বাধ্যায় পাঠ করিবেন ॥ ৩২৯ ॥
অনন্তর শয়ন করিবেন এবং যথাকালে
নিজা ত্যাগ করিবেন। এই উত্তর সময়
তুর্ঘ্যাদিবাধ্যক্ষনি হইবে। নিজা পরিত্যাগ
করিয়াই মনে মনে শাস্ত্র ও কর্তব্য কার্য্যের
চিন্তাকরিবেন ॥ ৩৩০ ॥ অনন্তর বিবর্ত
চরদিগকে দানমানাদি দ্বারা সংকৃত করিয়া

নিজ সামন্ত মণ্ডলের এবং অন্য রাজবর্গের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরে ঋত্বিক পুরোহিত এবং আর্ঘ্যগণের আশীর্বাদে অতিনন্দিত হইয়া জ্যোতির্বিদ এবং বৈদ্য গণকে দর্শন করিবেন, তাঁহাদিগকে স্নান, ভূমি প্রদান করিবেন পরে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-গণকে কন্যালঙ্কারাদি গার্হস্থ্যোপযুক্ত দ্রব্য এবং উত্তম উত্তম গৃহ প্রদান করিবেন ॥ ৩৩১-৩৩২ ॥ রাজা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্রমা, ভালবাসার পাত্রে সরলতা, শত্রুর প্রতি ক্রোধ, এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজার প্রতি পিতার জ্ঞায় ব্যবহার, করিবেন ॥ ৩৩৩ ॥ (প্রজার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবার কারণ এই যে) ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিলে প্রজাকৃত পুণ্যের বড়ভাগৈক ভাগ গ্রহণ করিতে পান। এবং প্রজাপালন, ভূম্যাদি সমস্ত দান হইতে অধিক ফলজনক ॥ ৩৩৪ ॥ প্রভারক—তরুর—হরুত—মহাগণ—ইত্যাদি বিবিধ ব্যক্তি বিশেষতঃ কায়স্থগণ দ্বারা নিরন্তর উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবেন ॥ ৩৩৫ ॥ অরক্ষিত প্রজাগণ যে কিছু অসং-কর্ম করে তাহার অর্দ্ধভাগী রাজা, কারণ তিনি, রক্ষা করিবেন বলিয়াই প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন ॥ ৩৩৬ ॥ রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, (জজ্ঞ মাঞ্জিষ্ট্রেট ইত্যাদি) গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া বাঁহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাদিগকে সম্মানিত এবং বাঁহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ডিত করিবেন ॥ ৩৩৭ ॥ উৎকোচকীবী (অর্থান্বেষুখোর) দিগকে সর্বদা হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্বাসিত করিবেন। এবং শ্রোত্রিয়দিগকে সর্বদা দান, মান ও সংস্কারের সহিত নিজরাজ্যে বাস করাইবেন ॥ ৩৩৮ ॥ যে রাজা নিজরাজ্য হইতে অন্ত্যায় পূর্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া ধন বৃদ্ধি করে সে, অচিরকালের মধ্যে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সবাক্বে বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩৯ ॥ প্রজা-পীড়ন-সম্ভাপ-সম্ভূত কুশাহ রাজার বংশ, লক্ষী এবং প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট না করিয়া নিবৃত্ত

হয় না ॥ ৩৪০ ॥ রাজার ন্যায়ানুসারে স্বরাজ্য পালনে যে ধর্ম হয়, বক্ষ্যমাণ নীতি-ক্রমে পররাজ্যগ্রহণ করিলেও সেই ধর্ম লাভ হয় ॥ ৩৪১ ॥ যে সময়ে পরদেশ নিজবশে আসিবে, তখন ঐ দেশের আচার ব্যবহার এবং কুলাচার, পূর্বরাজার অধিকারে যেরূপ ছিল তদ্রূপই রাখিবে ॥ ৩৪২ ॥ মন্ত্রণা এইরূপ ভাবে গোপন রাখিবে, যাহাতে মন্ত্রণাকার্য্যের কে পর্য্যন্ত ফল নিম্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি মন্ত্রণা না জানিতে পারে। কারণ মন্ত্রণাই রাজ্য-স্থিতির মূল ॥ ৩৪৩ ॥ অনন্তরবর্তী রাজা—শত্রু, তৎপরবর্তী রাজা—মিত্র, এতদ্ব্যতীত রাজা উদাসীন, সেই অরি মিত্র উদাসীন মণ্ডলের চেষ্টাদি বিশেষরূপে জানিয়া যথাযোগ্য সামাদি উপায় প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৪ ॥ সাম, (প্রিয়-বাক্যকথন) দান, ভেদ (পরস্পর বিচ্ছেদ করান), এবং দণ্ড (বধাদি), এই চতুর্বিধ উপায় দেশকালপাত্রাদি অনুসারে সম্যক প্রযুক্ত হইলে তাহার দ্বারা অভিলষিত ফল সিদ্ধি হইবে। গতান্তর না থাকিলেই কিন্তু দণ্ড উপায় প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৫ ॥ সন্ধি, বিগ্রহ, দান, আসন, সংগ্রহ দ্বৈবীভাব, এই বড়বিধ গুণ যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৬ ॥ বৎকালে, পররাজ্য শস্তাদি সম্পন্ন, শত্রু হীনবল এবং আপনার অশ্বগজরথ পদাতি অত্যাংকষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তখনই তদেশজয়ের জন্ত যাত্রা করিবে ॥ ৩৪৭ ॥ দৈব এবং পুরুষকার এই উভয়ের সাহায্যে ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার পূর্বজন্ম-কৃত অভিব্যক্ত পুরুষকারই দৈব ॥ ৩৪৮ ॥ কেহ দৈব, কেহ স্বভাব, কেহ কাল এবং কেহ পুরুষকারকে ফলসিদ্ধির প্রতি কারণ বলেন। আর কুশলবুদ্ধিগণ এই সকলের মিলনে ফল-সিদ্ধি হয়, ইহা বলেন ॥ ৩৪৯ ॥ যেমন এক-চক্র দ্বারা রথের গতি হইতে পারে না। এইরূপ পুরুষকার ব্যতীত কেবল মাত্র দৈব, ফল সাধক হইতে পারে না ॥ ৩৪০ ॥ যেহেতু হিরণ্য এবং ভূমিলাভ অপেক্ষা মিত্র লাভই

শ্রেষ্ঠ; অতএব মিত্র লাভের জন্য সবিশেষ যত্ন করিবেন এবং সাবধান হইয়া “সত্য” পালন করিবেন। ৩৫১। পূর্বোক্ত লক্ষণাবিত রাজা, অমাত্য (অর্থাৎ মিত্র পুরোহিতাদি), ব্রাহ্মণাদি প্রজা, হর্গ, কোশাগার, হস্তাশ্বপদাদি এই চতুর্দশ সৈন্ত, এবং মিত্র এই সকলই রাজ্যের মূল কারণ, রাজ্য, এই সপ্তাদশ সম্পন্ন বলিয়া কথিত হয়। ৩৫২। রাজা তাদৃশ রাজ্য পাইয়া চতুর্ভুজপক্ষে দণ্ড প্রদান করিবেন; - যেহেতু ব্রহ্মা পূর্বকালে ধর্মকেই দণ্ড, রূপে নির্মাণ করিয়াছেন। ৩৫৩। লুপ্ত, এবং অকৃত বুদ্ধি ব্যক্তি, ভ্রাতৃহত্যার উক্ত দণ্ড পরিচালনে সমর্থ হয় না। তবে সত্য-প্রতিজ্ঞ, শুচি, সুসহায়-সম্পন্ন এবং কৃত বুদ্ধি ব্যক্তি, উহা ভারতঃ পরিচালন করিতে পারেন। ৩৫৪। সেই দণ্ড, যথা শাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে, সুরাসুর-মদ্রূপ-পরিবৃত ভূবনমণ্ডলকে আনন্দিত করে, নচেৎ সকলকেই ক্রোধাবিত করিয়া তুলে। ৩৫৫। শাস্ত্রব্যতিক্রমে দণ্ডপ্রদান, স্বর্গ কীর্তি এবং ভূরাদি-সমস্ত-লোক-প্রাপ্তি বিনষ্ট করে। এবং শাস্ত্রানুসারে দণ্ডদান রাজার স্বর্গ, কীর্তি, এবং জয়ের কারণ হয়। ৩৫৬। সহোদর ভ্রাতা, পুত্র, আচার্য্যাদি পুণ্যতম-ব্যক্তি, স্বপুত্র-কিছা মাতুল, যিনিই কেন হউন না, স্বধর্ম হইতে বিচলিত হইলে, কেহই-রাজার দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। ৩৫৭। যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত করেন, বধ্যব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন, তিনি প্রচুর-দক্ষিণ সুসম্পূর্ণ বক্রাতুর্ভানের কল প্রাপ্ত হ'ন। ৩৫৮। রাজা এইরূপ অপরাধীগণের প্রতি দণ্ড দানে যত্নবান প্রাপ্তি এবং বৈপরীতে স্বজনাতি নাশ বিচিন্তা করিয়া প্রত্যহ সভ্যবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথক পৃথক বর্গানুসারে ব্যবহার কার্য্য স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিবেন। ৩৫৯। কুল, জাতি, শ্রেণী, গণ এবং জ্ঞানপদগণ, স্বধর্ম ভ্রষ্ট হইলে, তাহাদিগকে অপরাধীহুসারে দণ্ড করিয়া পুনর্বার ধর্মপথে স্থাপিত করিবেন। ৩৬০। গবাক্ষিজিহাগত সূর্য্যকিরণে উড়ডীহমান মূলিকণা, ত্রসরেণু বলিয়া বৃক্ষ হইয়াছে,

সেই অষ্টত্রসরেণু—একলিকা তিন লিকাৎ একরাজসর্বপ বলে, তিন রাজসর্বপে এক গৌর সর্বপ, ছয় গৌরসর্বপে একমধ্যাব, তিন মধ্যাব এক কৃষ্ণল, পঞ্চকৃষ্ণলে একমাব ষোড়শ মাঘে এক সুবর্ণ, চার বা পাঁচ সুবর্ণ একপল বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। (ইহা সুবর্ণের পরিমাণ) ৩৬১। ৩৬২। পূর্বোক্ত দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্য মাঘ, ষোড়শ রূপ্য মাঘে এক ধরণ। দশ ধরণে এক পল বা এক শতমান। পূর্বোক্ত চার সুবর্ণে এক রৌপ্য নিক। (ইহা রজতের পরিমাণ) (স্বর্ণ-পর্ণ্যায়) কর্ণপরিমিত তাম্রে একপণ ৩৬৩। ৩৬৪। অশীত্যধিক সহস্রপণ উত্তমসাহস্র দণ্ড। তাহার অর্দ্ধ মধ্যমসাহস্র। এবং তাহারও অর্দ্ধভাগ, অধ্যমসাহস্র বলিয়া বৃহৎ হইয়াছে ৩৬৫। বিকার দণ্ড, বাণ্যদণ্ড, দণ্ড, অর্থ দণ্ড, এবং শাস্ত্রিক দণ্ড, অপরাধীহুসারে এই সকল গুলি, বা ইহার যবে কোন একটী, অপরাধীর প্রতি প্রযোজ্য ৩৬৬। অপরাধ, দেশ, কাল, বল, কর্ম এবং ধনা বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে অপরাধীহুসারে দণ্ড দিবেন ৩৬৭।

ইতি ত্রিষাঙ্কবাক্যীয় ধর্মশাস্ত্রে
আচার্য্যায় সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

নরপতি, কোষও লোকশৃঙ্খল হইয়া ঐ শাস্ত্রানুসারে বিধান ব্রাহ্মণদিগের সবি ব্যবহার অর্থাৎ মোক্ষদান, স্বয়ং বিচ করিবেন ৩৬৮। মীমাংসা ব্যাকরণাদি এ বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্মশাস্ত্রবিৎ, ধার্মিক, সৎ বাদী, এবং যাহারা শত্রু এবং মিত্রে পক্ষপাতি, রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে, একতকগুলি বণিককে সভাসদ করিবেন। অলঙ্ঘনীয় কার্য্যবশতঃ নরপতি স্বয়ং ব্যবহার করিবেন অশক্ত হইলে পূর্বোক্ত সভ্যগণ সহিত একজন সর্গদ্বন্দ্বক রূপকে বাহ্য করিবেন ৩৬৯। পূর্বে

সভাগণ, মেহ, লোভ অথবা ভয় প্রযুক্ত ধর্ম-
শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে,
সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত,
রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড
করিবেন ॥ ৪ ॥ স্মৃতি ও আচার বিরুদ্ধ পদ্ধতি
অনুসারে শত্রুকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার
দর্শকের নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন
করে, ত তাহা বাহারের বিষয় হইবে, উক্ত
নিবেদন এবং প্রতিবাদী সমক্ষে লেখনের নাম
ভাষা, পক্ষ কিবা প্রতিজ্ঞা। বাদী মোকদ্দমা
রুজু করিবার সময়ে বাহা বলিয়াছিল, প্রতি-
বাদীর সম্মুখে তাহাই লেখ্য, এবং সেই
লেখ্যে (যথাযোগ্য) বৎসর মাস পক্ষতিথি
বারাদি ও বাদী প্রতিবাদীর নামজাত্যাদি উল্লি-
খিত থাকিবে ॥ ৬ ॥ অপ্রসিদ্ধ (যথা আমার আকাশ-
কুম্ব গ্রহণ করিয়াছে দিতেছেন। ইত্যাদি)
নিরাবধ (যথা আমার ঘরের দীপালোকে
ইহার কার্য করে ইত্যাদি) নিরর্থ (যথা বাহা
বাধগম্য হয় না তদনুবচনরিচ ইত্যাদি)
নিশ্চয়োজন (যথা এই ব্যক্তি আমাদের
পাড়ার অধ্যয়ন করে ইত্যাদি) অসাধ্য (যথা
গ্রাম আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল ইত্যাদি)
এবং বিরুদ্ধ (যথা অমুক মুক আমাকে গালি-
গালাজ করিয়াছে ইত্যাদি) এসকল পক্ষ নহে
পক্ষভাস স্মরণ্য ব্যবহারের বিষয় নহে ॥ ৭ ॥
ভাবার্থ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী বাহা বাহা
বলিবে- তৎসমস্ত বাদীর সমক্ষে লেখাইতে
হইবে। অনন্তর বাদী তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের
প্রমাণ লিখাইবে ॥ ৮ ॥ প্রমাণ ঠিক হইলে
জয়লাভ করিবে। অন্যথা বিপরীত ফল।
যখনানাবিবিবাদে এই চতুর্দশ ব্যবহার প্রদ-
র্শিত হইল। (“অর্থী, বাহা নিবেদন করিয়াছে
প্রত্যর্ধীর সমক্ষে ঠিক তাহাই লিখিবে” এই-
রূপ প্রথম-তৃত্বপার্শ্ব ভাবার্থ শ্রবণ করিবার
পর প্রতিবাদী বাহা বলিবে বাদীর সমক্ষে
তৎসমস্ত লেখাইতে হইবে” এইরূপে, দ্বিতীয়
উত্তরপার্শ্ব, “বাদী—তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের
প্রমাণ লিখাইবে” এইরূপে তৃতীয় ক্রিাপাদ,
এবং “প্রমাণ ঠিক হইলে, জয়লাভ অন্যথা
বিপরীত ফল” এরূপ চতুর্থ সাধ্যসিদ্ধিপাদ

উক্ত হইয়াছে) ॥ ৯ ॥ যতদিন নিজের প্রতি
আরোপিত দোষের একটা মীমাংসা না হয়,
ততদিন, এবং উহা মীমাংসা হইলেও অপরে
যদি বাদীর নামে কোন অভিযোগ করিয়া
পক্ষে তাহা হইলে যতদিন ঐ অভিযোগের
শেষ না হয় ততদিন, প্রতিবাদী, বাদীর নামে,
পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে
না। আর প্রতিবাদী, ভাবার্থ শ্রবণ করিয়া
যে উত্তর দিবে তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ না
হয়। * ॥ ১০ ॥ তবে বাক্পারুষ্য (অর্থাৎ
গালি গালাজ) দণ্ড পারুষ্য (মারামারি,) এবং
সাহস (অর্থাৎ বিষমত্বাদিয়ারা
প্রাণনাশাদি) এই সকল স্থলে, পাল্টা
অভিযোগও উপস্থিত করিতে পারে। মোক-
দ্দমা নিষ্পত্তির পর জরীমানার টাকা
বা ডিক্রীর টাকা বাহাতে সহজে আদায়
হয় সেই জন্ত বিচারক সকল বিবাদেই
বাদী প্রতিবাদী উত্তরপক্ষ হইতে উপযুক্ত
প্রতিভূ গ্রহণ করিবেন ॥ ১১ ॥ অভিযুক্ত-
ব্যক্তি, অভিযোগ অপলাপ করিলে পর,
বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা অপলাপিত
অভিযোগ সমগ্রমাণ রুজুইয়া দেয়, তাহা
হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি, বাদীর কথিত
ধন—বাদীকে, এবং তত্তলুধন রাজহণ্ড দিবে।
আর বাদী যদি উহা সমগ্রমাণ করিতে না
পারে, তাহাহইলে মিথ্যা অভিযোগী বাদী, নিজ
উল্লিখিত ধনের দ্বিগুণধন রাজহণ্ড দিবে ॥ ১২ ॥
সাহস, চৌর্য্য, বাক্পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য,
এবং মোদুদী—গো এই সকল ঘটিত অভি-
যোগে, পাতকাভিযোগে, ও কালবিলম্ব প্রাণ
নাশ বা ধনক্ষতির সম্ভাবনা হইলে, কুল
জীর চরিত্র ঘটিত এবং দাসীর স্বত্বঘটিত
অভিযোগে, বাহাতে প্রতিবাদী ভাবার্থ
শ্রবণের পরই কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর

* কোন ব্যক্তির প্রতি এক বাদীর আরোপিত অপ-
রাধ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত অপরাধী তাহার নামে
অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। এবং বাদী,
আপনার কথা, আবেদন সময়ে এবং প্রতিবাদীর সম্মুখে
সেধন সময়ে, ঠিক রাখিবেন। সেবাদলটুকুর, বর্ড
লোকের সহিত পুনরুক্তি, বিষয় ভেদে মীমাংসাবাদী। ইহা
মিতাকরা সমস্ত ব্যাখ্যা।

দেন, তাহা করিবেন অন্য স্থলে বিলম্ব অবিলম্বে সভ্যাদির ইচ্ছানুসারে, ইহা পক্ষ হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, স্বকণী লেহন করে, ললাটে ঘর্ষ হইতে থাকে, মুখ বিবর্ণ হয়, কণ্ঠস্থর কীর্ণ এবং বন্ধ হইয়া আইসে, পূর্বাঙ্গের বিরুদ্ধ বহুতর কথা কহে, সুমিষ্ট কথা কহিতে পারে না, প্রীতিবদ্ধ অবলোকনে অসমর্থ হয়, ওষ্ঠাধর বন্ধ করে, এইরূপ যে ব্যক্তি সভ্যাবতঃ (অর্থাৎ অন্ত কোন ভয়াদি নিমিত্ত ব্যতীত) বিরক্তভাব প্রাপ্ত হয়, অভিযোগেই হউক, আর সাক্ষ্যেই হউক, সে ব্যক্তি তুষ্ট বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ॥ ১৪—১৬ ॥ যে প্রোচবাদমাত্র পরায়ণ হইয়া অধর্মণের অস্বীকৃতধন বিনাপ্রমাণে সিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়, যে অভিযুক্ত হইয়া পলায়ন করে এবং যে অভিযুক্ত, উত্তর লেখনাদির ক্ষত্র বিচারকের আস্থানে সভায় উপস্থিত হইয়া কোন উত্তর না দেয়, তাহার, বিবাদে হীন এবং দণ্ডনীয় হয় ॥ ১৭ ॥ (ভার্য্য শ্রবণের পর প্রতিবাদী বাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সম্মুখে লেখ্য; অনন্তর বাদী সাক্ষী প্রভৃতিদ্বারা আত্মপক্ষ সপ্রমাণ করিবেন; ইহা অষ্টম স্লোকে উক্ত হইয়াছে এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে প্রতিবাদীর সপ্রমাণ উত্তর লেখনের পর বাদী, আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে, না—বাদীর ভাষার ভ্রায় কেবল মাত্র প্রতিবাদীর উত্তর লেখনের পর, বাদী সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে। এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ যোগীশ্বর বলিতেছেন) উত্তর পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে, প্রথম বাদীর সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা করিবে, বাদীপক্ষ দুর্জল হইলে, প্রতিবাদীর সাক্ষীগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। * ॥ ১৮ ॥

* এসম্পত্তি আমার; বেশ ॥ এসম্পত্তি আমার এইরূপ বিবাদী-উত্তর-পক্ষের সাক্ষীগণ উপস্থিত থাকিলে যিনি বলিতেছেন এককাল পূর্বে আমাকে অমুক দান করিয়াছে এতদিন ভোগ করিয়াছি—তাহার সাক্ষীগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে, অপর ব্যক্তি যদি পূর্বেই বলিয়া থাকেন, যে পূর্বে এসম্পত্তি বিবাদীর ছিল, এক্ষণে এই এই কারণে আমার হইয়াছে, তাহা হইলে এই ব্যক্তির সাক্ষীগণকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করিবে। ইহা মিথাকরা সমস্ত ব্যাখ্যা।

যদি পণবন্ধ পূরক (অর্থাৎ আমি যদি প্রাজ্ঞিত হই তাহা হইলে এতটাকা হারিব এইরূপ ব্যক্তি রাখিয়া) বিবাদ হয় তাহা হইলে রাজা প্রাজ্ঞিত ব্যক্তির নিকট হইতে রাজসরকারে উচিত মত অর্থদণ্ড ও পণোন্নিধি অর্থ এবং জেতাকে সাধিত অর্থ দেওয়াইবেন ॥ ১৯ ॥ বিচারক, বাদী প্রতিবাদীর প্রমাদাদি কথিত বিষয় নিরাকরণ পূরক ব্যবহার কার্য্যকে উদ্ঘাটিত-সত্যের সহিত যোজিত করিবেন, কারণ প্রকৃত-সত্য-বিষয়ও অল্প প্রাপ্ত থাকিলে ব্যবহারে হীন হইয়া পড়ে ॥ ২৭ ॥ প্রতিবাদী যদি বাদীর লিখিত সমস্ত বস্তুর অপলাপ করে অর্থাৎ ঋণগ্রহণ-বিচারে বাদী বলিল আমার ৫০ স্বর্ণমুদ্রা ৫০ রত্ন মূদ্রা উত্তম উত্তম বস্ত্রমুদ্রা গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিবাদী যদি তদুত্তরে বলে আমি কিছুই লই নাই; কিম্বা লইয়াছিলাম বটে কিন্তু সমস্তই পরিশোধ করিয়াছি এমত স্থলে যদি অপলাপিত বস্তু সকলের মধ্যে অন্ততঃ একটি বস্তুও প্রতিবাদীর নিকট প্রাপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে, রাজা, বাদী লিখিত সকল বস্তুই প্রতিবাদীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন। কিন্তু বাদী ভাষাকালে যে বস্তুর উল্লেখ করে নাই, অথচ তৎপরে উল্লেখ করিয়াছে তাহা আর দেওয়া যাইবেনা ॥ ২১ ॥ স্তূতিধ্বরের বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রাচীন আচার দৃষ্টে স্থিরীকৃত ন্যায় প্রধান (অর্থাৎ বাহা ন্যায় বলিয়া যোগ্য হইবে তাহা করিবে) এবং অর্থশাস্ত্র হইবে ধর্মশাস্ত্র বলবান্ (অর্থাৎ একদ্বয়ের বিরোধে ধর্মশাস্ত্রই গ্রাহ্য) ইহাই নিয়ম ॥ ২২ ॥ লিখিত দলিল, ভোগ, এবং সাক্ষী, প্রমাণ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে; ইহার একটো না থাকিলে বক্ষ্যমাণ দিব্য সকলের মধ্যে কোন একটি দিব্য প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ বাদী প্রতিবাদীর উক্ত পক্ষ সপ্রমাণ হইলে অর্থঘটিত সকল বিষয় দেই উত্তর পক্ষ জয়ী হইবে (যথা বাদী বলিবে অমুক ব্যক্তি আমার ১০ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি বলিল করিয়াছিল

বটে পরিশোধ করিয়াছি, এইস্থলে ঋণগ্রহণ এবং প্রতিশোধ উভয় পক্ষ প্রমাণিত হইলে প্রতিশোধ পক্ষের জর) আদি, প্রতিগ্রহ এবং ক্রয়স্থলে পূর্ব পক্ষই জরী হইবে; (যথা ভ্রাম নিজেই তদ্রাসন বাটী এক জনের নিকট বন্ধক রাখিয়া আর এক জনের নিকট বন্ধক রাখিল; পরে উক্ত ব্যক্তি খালাস করিতে না পারায় বাটী দখল করিবার জন্ত ছই মহাজনই বিবাদে প্রবৃত্ত হইল, উভয় পক্ষই সপ্রমাণ হইলে, যে প্রথম বন্ধক রাখিয়াছিল, তাহারই জর হইবে। আধিশেষে বন্ধক। প্রতিগ্রহ এবং ক্রয়ের সমন্বয় ঐরূপ উদাহরণ)। ২৪। স্বামী, আপনার স্থাবর সম্পত্তি, নিঃস্বল্প-অপর লোকে ভোগ করিতেছে। দেখিতে পাইয়াও নিবারণ না করিলে, বিংশতি বর্ষ পরে ঐ সম্পত্তিতে আর স্বত্ব থাকিবে না। অস্থাবর সম্পত্তি হইলে দশবর্ষ পরেই আর স্বত্ব থাকিবে না। ২৫। তবে বন্ধকী দ্রব্য, সীমা স্থান, উপ-নিষেধ (অর্থাৎ সংখ্যা ও নামাদিকীর্জন-পূর্বক গচ্ছিতদ্রব্য), জড় ও বাণ্যকের সম্পত্তি, উপনিধি (অর্থাৎ অন্ত্যস্তরহু জব্যের কথা প্রকাশ) না করিয়া যে মুদ্রাক্ষিত পোটিকাদি গচ্ছিত রাখা হয়, তাহার নাম উপনিধি) রাজস্ব, দাস্তাদি জ্বী এবং প্রোজিরের ধন পরে ভোগ করিতেছে দেখিতে পাইয়াও নিবেদ না করিলে ঐ সকল সম্পত্তির স্বামী বিংশতি বৎসর বা দ্বাদশ বৎসর পরে নিঃস্বত্ব হইবে না। ২৬। যে ব্যক্তি আদি প্রভৃতি প্রোজিরের সম্পত্তি পর্যন্ত পূর্বোক্ত দ্রব্য, তন্ত্বংস্বামীর বিনামুত্তিতে ভোগ করে, বিচারক, তাহার নিকট হইতে ঐ সকল বস্তু, প্রকৃত স্বামীকে এবং তৎপরিমিত বা তদীর-শত্য়হুরূপ অর্থও রাজ সরকারে দেওয়াইবেন। ২৭। আগম (অর্থাৎ ক্রয় প্রতিগ্রহাদি), ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ; কিন্তু পিজাদি-পুত্রবজর-ক্রমা-গত ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ নহে, কারণ এই ভোগ প্রমাণিত আগম অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ; (ঋতরাং বুঝা গেল; প্রথম স্বত্বাধিকারী পুত্রবের পক্ষে আগম এবং চতুর্থ পুত্র-বের পক্ষে ভোগ বলবৎ প্রমাণ) আর দ্বিতীয়

দ্বিতীয় পুত্রবের পক্ষে প্রমাণিত আগমও প্রমাণ নহে, যদি তাহার সহিত অন্য মাজও ভোগ না থাকে (অর্থাৎ একেবারে ভোগ নাই) কেবল আগম আছে, ইহা অপেক্ষা স-ভোগ আগম বলবৎ প্রমাণ)। ২৮। যে ব্যক্তি, ক্রয় প্রতিগ্রহাদি করিয়াছে, সেই যদি অভি-যুক্ত হয়, তাহা হইলে ক্রয় প্রতিগ্রহাদি সপ্রমাণ করিয়া দিবে, তাহার পুত্র কি পৌত্র অভিযুক্ত হইলে, সাগম ভোগ প্রমাণিত করিবে, কারণ তাহাদিগের পক্ষে বিশিষ্ট ভোগই বলবৎ প্রমাণ। ২৯। যে ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি-কারী অভিযুক্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার উত্তরাধিকারী সেই আগম প্রমাণিত করিবে। সেই ব্যবহারে আগম সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত না হইলে প্রমাণিত (রাজা), ভোগমাত্র, প্রামাণ্য জনক হইবে না * আগম, যদি বিতুক্ত হয়, অব প্রমাণিত ভোগ প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আগম বিতুক্ত না হইলে প্রমাণিত ভোগও স্বত্বের কারণ হইবে না। ৩০। রাজনিযুক্ত, গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোক, নানাজাতীয় জনসমূহ এবং নিজ নিজ বন্ধ-বান্ধববর্গ, ব্যবহারার্থী মনুষ্যদিগের ব্যবহার কার্যে এই সকলের মধ্যে পূর্ব পূর্ব উল্লি-খিত ব্যক্তি পর পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ বন্ধুবর্গ-দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শনজন্য নানা-জাতীয় জনসমূহের নিকট, তাহার দৃষ্ট ব্যব-হারের পুনর্দর্শন জন্ত গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোকের নিকট বাইতে পড়িবে—ইত্যাদি; কিন্তু রাজনিযুক্ত-লোকদৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শন জন্ত গ্রাম বা নগরবাসী জনসমূহের নিকট বাইবে না—ইত্যাদি। এখন যেমন মূল্যক হইতে জজ, জজ হইতে হাইকোর্ট আপিল হয়; কিন্তু হাইকোর্ট হইতে জজের নিকট আপিল হয় না। সেইরূপ, ভাব এই—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-দৃষ্ট ব্যবহার পরিবর্তিত হইবে না)। ৩১। তবে বল বা তত্ত্ব নিশান, প্রীকৃত, নিশা-কাল কৃত, গৃহাত্মক কৃত, গ্রাম-বহির্দেশকৃত

এবং শতকৃত ব্যবহার, শ্রেষ্ঠব্যক্তি কর্তৃক
দৃষ্ট হইলেও পরিবর্তিত করিবে ॥ ৩২ ॥
মন্ত, উন্নত, পীড়িত, ব্যাসনাসক্ত, বালক,
ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ এবং অনিয়ুক্ত সমুদ্র
শূন্ত ব্যক্তি, এই সকল লোকে যে ব্যবহার
উদ্দেশ্যিত করে, তাহা অসিদ্ধ ॥ ৩৩ ॥ রাজা
শৌভিকাদি দ্বারে কাহারও প্রনয়ন বস্ত্র প্রাপ্ত
হইলে যে উক্ত বস্ত্র বিশেষ বিশেষ চিহ্ন
বিবৃত করিয়া ঐ বস্ত্রে নিজের স্বত্ব জানা-
ইবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন । আর
যে চিহ্ন বলিতে না পারিয়াও আশ্চর্যত্ব জানা-
ইবে, তাহার প্রার্থিত বস্ত্র মূল্য-পরিমিত অর্থ
দণ্ড হইবে ॥ ৩৪ ॥ রাজা নিধিপ্রাপ্ত হইলে
বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে তাহার অর্দ্ধভাগ প্রদান
করিবেন, বিদ্বান্-ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হইলে
তিনি স্বয়ংই সমস্ত ভাগ গ্রহণ করিবেন,
যেহেতু তিনিই সমস্ত জগতের প্রভু ॥ ৩৫ ॥
বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে নিধি প্রাপ্ত
হইলে, রাজা তাহাকে ছয় ভাগের এক ভাগ
দিয়া অবশিষ্ট সকল ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করি-
বেন । আর রাজাকে নিধি-প্রাপ্তি-সমাচার
না জানাইয়া গোপনে সমস্ত লইবার চেষ্টা
করিলে, রাজা তাহা জানিতে পারেন ত সমস্ত
নিধি গ্রহণ করিবেন এবং উহার শত্ৰুহরূপ
দণ্ড করিবেন ॥ ৩৬ ॥ রাজা, চৌর্যপন্থত
দ্রব্য পাইলে, যাহার বস্ত্র অপহৃত হইয়াছে,
তাহাকে দিবেন । না দিলে, যে অপহরণ
করিয়াছিল, তাহার অর্থাৎ চোরের কলুষরাশি
প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৩৭ ॥ সবন্ধক ঋণে, প্রতিমাসে
শতকরা অশীতি ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি
(অর্থাৎ সুদ) বন্ধক শূন্ত ঋণ হইলে, ব্রাহ্মণ
কজির বৈশ্য এবং শূত্র এই বর্ণানুসারে যথা-
ক্রমে শতকরা শতভাগের দুই ভাগ, তিন
ভাগ, চারি ভাগ এবং পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি
(অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে শতগুণ, ধার দিলে তাহার
নিকট প্রতিমাসে ২ পণ, কজিরকে দিলে
তাহার নিকট ৩ পণ ইত্যাদি বৃদ্ধি লইবে)
৥ ৩৮ ॥ বাহারা ব্রাহ্মণার্থ কাহারে
গমন করে, তাহার শতকরা শতভাগের
দশ ভাগ, এবং সমুদ্রপারীনা শতভাগের

বিংশতিভাগ সুদ দিবে । অথবা সকল বর্ণ,
সকল জাতিকে ঋণগ্রহণ সময়ে নিজ নিজ
নির্দিষ্ট বৃদ্ধি দিবে ॥ ৩৯ ॥ (বহুকাল ঋণ
থাকিলে, অথচ মধ্যে মধ্যে সুদ গ্রহণ না
করিলে, যতদূর পর্যন্ত সুদ বাড়িতে পারে,
তাহা বলিতেছেন) জী-পুত্র (অর্থাৎ গাভী
প্রভৃতি), ধার করিলে, তাহার বৎসের মূল্য
পর্যন্ত সুদ হইলে, আর সুদ বাড়িবে না।
বৎসের (অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদির) সুদ, মূল ধন
অপেক্ষা আটগুণ পর্যন্ত বাড়িবে, বজ্র ধাতু
এবং স্রবণের যথাক্রমে দুইগুণ তিনগুণ এবং
চারগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি হইবে । (উদাহরণ
শ্রাম ঘোষ, রাম ঘোষের নিকট পঞ্চবর্ষীয় গাভী
ধার করিয়াছে, তদনুরূপ আর একটা গাভী
দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, কিন্তু
অনেক দিন গত হইল, ঋণ পরিশোধ করিতে
পারিতেছে না,—রাম ঘোষ ভদ্রলোক, সুদ
চাহিতে পারে নাই, ক্রমে লইলে এত সুদ লইতে
পারিত, যে তদ্বারা আর একটা গাভী
ক্রয় করা যায় । তাহার পর, শ্রাম ঘোষ,
যদি ঋণ পরিশোধ করে' ত একটা বৎস
বা বৎস মূল্য মাত্র সুদ দিবে, আর অধিক
দিতে হইবে না—ইত্যাদি) ॥ ৪০ ॥ যে অর্থ
ঋণ বা কোন অধর্ম উপায়ে গ্রহণ করিয়াছে,
সেই ধনস্বামী গ্রহীতার নিকট হইতে যে কোন-
রূপে তাহা আদায় করিতে চেষ্টা করিবে, রাজা
নিবারণ করিতে পারিবেন না । পরন্তু সেই
অবস্থায় গ্রহীতা যদি রাজার নিকট বিচারার্থ
গমন করে, তাহা হইলে রাজা ঐ গ্রহীতার নিকট
হইতে গৃহীত ধন আদায় করিয়া দিবেন এবং
উহার শত্ৰুহরূপ অর্থদণ্ড করিবেন ॥ ৪১ ॥ এক
অধমর্গের সমান জাতীয় অনেক উত্তমর্গ
অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজা ঐ অধমর্গ
দ্বারা ঋণ গ্রহণের পৌরসাপর্য্য অনুসারে এক
এক জন উত্তমর্গের ঋণ পরিশোধ করাইবেন ।
ভিন্নজাতীয় অনেক উত্তমর্গ অভিযোগ উপস্থিত
করিলে, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ উত্তমর্গের, দ্বিতীয়তঃ

* গাভী প্রভৃতি পোষাদি দিলে, পালক, একটা বৎস
লইয়া স্বামীকে গাভী প্রত্যর্পণ করিবে এই বাখ্যা
নিভাকরা গমত । অপর সকল ঋণের বাখ্যা সমান ।

কল্পিয় উত্তমর্ণের ইত্যাদি ক্রমে পরিশোধ করাইবেন ॥ ৪২ ॥ অধমর্ণের নামে নালিশ করিয়া দ্রব্য আদায় করিতে হইলে যত দ্রব্য উত্তমর্ণ পাইবে, তাহার শতকরা শতভাগের দশভাগ রাজা অধমর্ণকে দণ্ড করিবেন। আর উত্তমর্ণ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষসহকারে রাজাকে শতকরা শত ভাগের পাঁচ ভাগ দ্রব্য দিবেন (শতভাগের দশ ভাগ বা শত ভাগের পাঁচ ভাগ শব্দের অর্থ, উক্ত দ্রব্যের দশমাংশ এবং বিংশতিতম অংশ, ইহা কেহ কেহ বলেন)। ৪৩। হীনজাতি (অর্থাৎ উত্তমর্ণ হইতে নিকট জাতি এবং সমজাতি ব্যক্তি) নির্জন হইলে ঋণ পরিশোধনার্থ রাজা তাহার দ্বারা যথাযোগ্য উত্তমর্ণের কৰ্ম করাইয়া দিবেন। এবং ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জাতি এবং সমজাতির মধ্যে উত্তম ব্যক্তি) নির্জন হইলে, উহার আয় অমুসারে ক্রমে পরিশোধ করাইয়া দিবেন ॥ ৪৪ ॥ অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে আসিলেও যদি উত্তমর্ণ স্বয়ং বৃদ্ধি লোভে উহা গ্রহণ না করে এবং অধমর্ণ ঐ ধন মধ্যস্থের নিকট রাখে, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে আর স্বয়ং দিতে হইবে না ॥ ৪৫ ॥ পরিবার ভরণার্থ অবিভক্ত অবস্থায় যে ঋণ করা যায়, তাহা অভিভাবক কর্তা, পরিশোধ করিবে, তাহার মৃত্যু হইলে বা তিনি দীর্ঘ প্রবাসী হইলে, ঐ পরিবারের অন্তর্গত সকল অংশীদার উহা পরিশোধ করিবে ॥ ৪৬ ॥ পতিকৃত ঋণ জীকে, পুত্রকৃত ঋণ মাতা পিতাকে এবং জীকৃত ঋণ পতিকে, পরিশোধ করিতে হইবে না; তবে যদি ঐ ঋণ পরিবার অতিপালনার্থ কৃত হয়, তাহা হইলে দিতে হইবে ॥ ৪৭ ॥ মদের ঋণ, বেজার জন্ত ঋণ, দ্যুত-জীড়ার্থ কৃত ঋণ, রাজসও বা শুকের অবশিষ্ট ঋণ এবং বুধানানের (অর্থাৎ নট গায়কাদি উদ্দেশ্যে দানের) ঋণ, পিতৃপিতামহ-কৃত হইলেও পুত্র পৌত্রকে পরিশোধ করিতে হইবে না ॥ ৪৮ ॥ গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলুয়, রত্নক এবং ব্যাধ এই সকল জাতীয় জী, যে ঋণ করিবে, উহাদিগের পতিকে ঐ ঋণ

পরিশোধ করিতে হইবে; যেহেতু, উক্ত জাতীয়দিগের জীবিকা জীর উপরেই নির্ভর করিতেছে ॥ ৪৯ ॥

যে ঋণ পরিশোধে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে, তাহা, যে ঋণ স্বামীর সহ একত্রে করিয়াছে, তাহা এবং নিজকৃত যে ঋণ, তাহাই জীলোক পরিশোধ করিতে বাধ্য, তাহাকে অজ্ঞ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না ॥ ৫০ ॥ পিতৃ পিতামহ, দূরদেশস্থিত, মৃত, কিংবা দৃষ্টিকিংশুরোগাদি ব্যসনে অভিভূত হইলে পুত্র পৌত্রগণ ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে। যদি অপলাপ করে, তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলে উহা দিতে হইবে ॥ ৫১ ॥ যে ধনাধিকারী (অর্থাৎ যেমন চারিটা পুত্রের মধ্যে উইলম্বত্রে একটি পুত্র ধনাধিকারী হয়, সেইরূপ), তাহাকেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তদভাবে ভাগ্যগ্রাহী, (অর্থাৎ বিবাহিতা অথচ অকৃত জীকে পূর্ব স্বামীর অবর্তমানে অপরে বিবাহ করিলে শেষ বিবাহ কর্তা) (১); একজনের বিবাহিতা যুবতী পত্নী বিশেষ বিপৎপাতে যদি অপরাধে আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে ঐ আত্মসমর্পণের পাত্র (২); এবং বহুধনসম্পন্ন বা অগত্যবতী জী যে-পরপুরুষকে আশ্রয় করে সে (৩); এই ত্রিবিধ ভাগ্যগ্রাহী তদভাবে অনন্যাস্রিত-দ্রব্য (অর্থাৎ গৈতুকধনে অধিকারী হইবার উপযুক্ত অথচ পিতার ধনাতাবশ্যতাই হউক, অজ্ঞ কারণেই হউক, ধনাধিকারে বঞ্চিত) পুত্র ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; ঋণ পরিশোধ উত্তমর্ণের নিকটেই করিতে হইবে, তদভাবে তাহার পুত্র পৌত্রাদির নিকটে; উত্তমর্ণ পুত্রাদি হীন হইলে যে কেহ তাহার উত্তরাধিকারী থাকিবে, তাহার নিকটে করিবে। (ব্যাখ্যাস্তর উল্লেখ নিরর্থক) ॥ ৫২ ॥ ব্রাহ্মণ, স্বামী-জী, পিতা-পুত্র, ইহাদিগের ধন যত দিন অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ততদিন পরস্পর অমুমতি ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে কেহই অতিভূ হইতে পারিবে না; ঋণদান, ঋণগ্রহণ বা সাক্ষ্য প্রদান করিতেও পরিবেন না ॥ ৫৩ ॥ “আগ্নিনি ইহাকে ছাড়িয়া দিউন আবশ্যক মতে ইহাকে

দেখাইয়া দিব” এইরূপে দর্শনের—“ইহাকে আপনি ঋণদান করিতে পারেন, আপনাকে ঠকাইবে না লোকটা বিশ্বাসী” এইরূপে বিশ্বাস করিবার “ঐ ব্যক্তি ইহা না দিলে আমি দিব, আপনি স্বচ্ছন্দে ঋণ দিউন” এইরূপে দানের এই ত্রিবিধ প্রতিভূষ (অর্থঃ জামিন হওয়া) বিহিত আছে, দর্শনের এবং বিশ্বাস করিবার প্রতিভূদিগের কথা ঠিক না হইলে, রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ, তাহাদিগের দ্বারা দেওয়াইবেন; কিন্তু ইতিমধ্যে পরলোক-প্রাপ্তি হইলে তাহাদিগের পুত্র দ্বারা আর দেওয়াইতে পারিবেন না। এবং যাহার অল্প প্রতিভূ হইয়াছিলেন, সে না দিলে, দানের প্রতিভূ, তদন্যভাবে তৎপুত্রাদিগণ দ্বারা উত্তমর্ণের প্রদত্ত-ধন দেওয়াইবেন ॥ ৫৪ ॥ দর্শনের এবং বিশ্বাসের প্রতিভূর মৃত্যু হইলে তৎপুত্রগণ উত্তমর্ণের ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে না; কিন্তু দান প্রতিভূর পুত্রগণ, ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে ॥ ৫৫ ॥ যদি অনেক ব্যক্তি, অংশ নির্দেশ করিয়া এক জনের প্রতিভূ-হয়, তাহা হইলে, যে, যেরূপ অংশের প্রতিভূ, সে সেইরূপ দিবে। আর যদি এক ছাত্রাপ্রিত (অর্থঃ বিশেষ অংশ নির্দেশ না করিয়া সকলে মেলিয়া অধমর্ণের সদৃশ) হয়, তাহা হইলে প্রতিভূগণ উত্তমর্ণের অতি-প্রায়াহুসারে অর্থ দিতে বাধ্য ॥ ৫৬ ॥ প্রতিভূ, সর্বজন সমক্ষে উত্তমর্ণকে বাহা দিবে, অধমর্ণ, প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করিবে ॥ ৫৭ ॥ তবে ক্রী-পুত্র অধমর্ণ, ক্রী-পুত্র-দারী প্রতিভূকে সৰ্বসংক্রী পুত্র দিবে, ধান্যের অধমর্ণ, তাহাকে তিনগুণ ধান্য দিবে, বস্ত্রের অধমর্ণ চতুগুণ বস্ত্র দিবে এবং রসের অধমর্ণ আটগুণ রস দিবে ॥ ৫৮ ॥

ইতি প্রতিভূ প্রকরণ ।

দ্বিগুণ বৃদ্ধিহীনও যদি মোচন না করা হয়, তাহা হইলে, বন্ধকী দ্রব্য নষ্ট হইবে (অর্থঃ পূর্ব খানীর স্বত্ব-বহিত হইবে)। যে বন্ধক দ্রব্যের মোচন সময় নির্ধারিত করা থাকে, তাহা, নির্ধারিত সময় অতীত হইলেই নষ্ট হইবে। আর যে সময় বন্ধক বস্তুর কলভোগ

হয় (অর্থঃ ক্ষেত্রাদি), তাহা কখনই নষ্ট হইবে না ॥ ৫৯ ॥ অপ্রকাশ্য আদি ভোগ করিলে এবং প্রয়োজনীয় আদি, ব্যবহারাক্রম করিয়া দিলে, ক্ষয় পাইবে না। অথবা ব্যবহারাক্রম হইলে, পূর্ববৎ করিয়া দিবে। আর যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত বস্তুর মূল্যাদি দিতে হইবে। কিন্তু দৈবব্রত বা রাজব্রত উপক্রমে বিনষ্ট হইলে, দিতে হইবে না ॥ ৬০ ॥ উপভোগেই আধিগ্রহণ সপ্রমাণ হয়। আদি যন্ত্রপূর্বক রক্ষিত হইলেও যদি অসার হইয়া পুড়ে (অর্থঃ ক্ষয় সমেত মূল্যের তুলনার অল্প বলিয়া বোধ হয়), তাহা হইলে অন্য আদি রাধিবে অথবা ধনীকে কিছু অর্থ দিবে ॥ ৬১ ॥ অধমর্ণ উত্তমর্ণকে নিশ্চয় চরিত্র জানিয়া যদি বহুমূল্য দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া অল্প ধন লইয়া আইসে, তাহা, হইলে দ্বিগুণ ক্ষয় সমেত মূল-ধন দিয়া বন্ধক দ্রব্য মোচন করিয়া লইতে পারিবে। (নষ্ট হইবে না)। আর যদি একরূপ সত্য করা থাকে যে, “দ্বিগুণ ক্ষয় হইলে ও আমি তাহা দিয়া লইব, কিন্তু যেন আধিনাশ না হয়” তাহা হইলেও সত্যমত দ্বিগুণ দিয়া আদি মোচন করিয়া লইবে ॥ ৬২ ॥ অধমর্ণ, ক্ষয় সমেত মূলধন লইয়া উপস্থিত হইলে, উত্তমর্ণ তাহার বন্ধক বস্ত্র ছাড়িয়া দিবে; অন্যথা চোরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকিলে, উত্তমর্ণের দ্বিগুণ লোকের নিকট ঐ ধন দিয়া আদি লইয়া আসিবে ॥ ৬৩ ॥ (উত্তমর্ণ পক্ষে, অধমর্ণ-প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক উপস্থিত না থাকিলে, কিংবা অধমর্ণ আদি বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু উত্তমর্ণ উপস্থিত নাই, তখন কি করা উচিত তাহা, কথিত হইতেছে)। তৎকালে ঐ আদির যে রূপ মূল্য হইতে পারে, তাহা নির্ধারিত করিয়া বাবৎ উত্তমর্ণ উপস্থিত হইয়া ধনগ্রহণ পূর্বক আদি মোচন না করে বা আধিমূল্য দ্বারা নিজস্বত্ব ঋণের কিয়দংশ পরিশোধিত না করে, তাবৎ উত্তমর্ণের নিকট যেমন আছে, তেমনি রাখিবে। পরন্তু আদি বৃদ্ধি হইবে না। যদি ঋণ গ্রহণকালে এরূপ সত্য থাকে যে, মূলধন ক্ষয়ে বৃদ্ধি পাইয়া

বিগুণ হইলে, বিগুণ ধনই গ্রাহ্য ; আধি নাশ না হয় এবং মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া বিগুণ হইয়া উঠে, তাহা হইলে তৎকালে অধমর্গ সন্নিহিত না হইলে, উত্তমর্গ সাক্ষী রাখিয়া আধি বিক্রম করিতে পারিবে ॥ ৬৪ ॥ যখন বিনা বন্ধক ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে ; তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিলে তদুৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা যদি উত্তমর্গের উক্ত ঋণ পরিশোধিত হয়, তাহা হইলে উত্তমর্গ ঐ আধি ছাড়িয়া দিবে ন। “এই আধি হইতে অধিক উৎপন্ন হয়, তোমার লাভ, অল্প উৎপন্ন হয়, তোমার ক্ষতি,” উত্তমর্গের অঙ্গীকার মতে অধমর্গের একরূপ কিছু বলা না থাকে, এবং বিগুণ ফল উৎপন্ন হয় ত আধি ছাড়িয়া দিবে ন অন্যথা নহে ॥ ৬৫ ॥ ইতি ঋণাদান প্রকরণ ।

বিশেষ বিবরণ না বলিয়া যে সকল বস্তু কল্পপেটিকাদির মধ্যে রাখিয়া অপরের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহার নাম “ঔপনিষিক” ইহা যাহার নিকট ন্যস্ত করিবে, সে ব্যক্তি, ভ্রাসকারীকেও তদ্রূপে প্রোতর্পণ করিবে ॥ ৬৬ ॥ রাজা, দৈববা তত্ত্বের উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, প্রোতর্পণ করিতে হইবে না । কিন্তু যদি ন্যাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয় এবং তাহার পরে রাজাদি উপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার মূল্য দিতে হইবে । এবং রাজা তদ্ব্যয় পরিমিত অর্থ দণ্ড করিবেন ॥ ৬৭ ॥ যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাক্রমে ঐ দ্রব্য উপভোগ করে, বা বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করে, তাহার শত্য়রূপ দণ্ড হইবে । উপভোগ করিলে, মাসে শতকরা শত ভাগের পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি সমেত, বাণিজ্য করিলে ইহার অতিরিক্ত লভ্যাংশ সমেত সমস্ত মূল্য দিতে হইবে । যাচিত (অর্থাৎ বিবাহাদি উৎসবে পরিধান করিবার জন্য অপরের নিকট হইতে যে সকল বস্ত্রাদিকারাদি চাহিয়া লওয়া হয়), অবাঞ্ছিত (অর্থাৎ যে দ্রব্য গচ্ছিত অবস্থায় অপরের নিকট গচ্ছিত হয়), ন্যাস অর্থাৎ প্রথমে কোন বস্তু গৃহস্থানীকে দেখাইয়া “গৃহস্থানীর নিকটে দিবে” এই বলিয়া সেই পরিবারের

অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা), নিক্ষেপ (অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু অর্পণ করা) ইত্যাদি বিবয়েরই এই নিয়ম জানিবে ॥ ৬৮ ॥ তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সৎসংলীয, সত্যবাদী, ধর্মপ্রধান, সরল-সত্যাব, পুত্রদান, সম্পত্তিশালী, স্বাশাস্ত্রব শ্রোত স্মার্ত্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ণামুষ্ঠারী, এবং ব্যবহৃত্তার সজাতি বা সর্বণ এইরূপ অন্ততঃ তিন জন সাক্ষী দিতে হইবে, সজাতি বা সর্বণ সাক্ষী না মিলিলে, সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিরই সকল জাতীয় সকল-বর্ণীয় ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে, ইহা স্মৃত হইয়াছে (জাতি — মূর্ত্ত্যভিযুক্তাদি, বর্ণঃ—ব্রাহ্মণাদি) ॥ ৬৯ ॥ ১০ ॥ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব (অর্থাৎ দ্রুতকর) শ্রোত্রিয়বৃদ্ধ, তাপসবৃদ্ধ এবং পরিভ্রাজকাদি, ইহারা শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সাক্ষিমধ্যে পরিগণিত নহে । কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোন কারণ নির্দিষ্ট হয় নাই ॥ ৭১ ॥

সুত্রাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিযন্ত, রজাব-তারী, পাবগী, কুটকারী, বিকলেজ্জির, পতিত, বদ্ধ, অর্ধসম্বন্ধী (অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদী বিষয়ের স্বার্থ-সম্বন্ধ আছে), সহায়, শত্রু, চোর, সাহসী (অর্থাৎ গোয়ার), দৃষ্ট-দোষ, বদ্ধ পরিত্যক্ত, ইত্যাদি ব্যক্তিগণ, সাক্ষী হইবার অযোগ্য ॥ ৭২ ॥ ১০ ॥ উত্তর পক্ষ সম্মত, ধর্মজ্ঞ এক ব্যক্তিও সাক্ষী হইতে পারিবে । স্ত্রীসংগ্রহ, বাক-পাক্ষ্য, দণ্ড-পাক্ষ্য, চোর্য এবং সাহসে স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে ॥ ৭৪ ॥ বাদী প্রতিবাদীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে এই সকল কথা শুনাইবে “যে সকল স্থান উপপাতকী মহা পাতকীদিগের গন্তব্য ও যে সকল স্থান অগ্নি-প্রদ জীবাতি শিশুবাতিদিগের গন্তব্য—সেই ব্যক্তি সেই সকল স্থানে গমন করে, যে সাক্ষী হইয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে । শত শত জন্মান্তরে বাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, তৎসমস্ত তাহার সঞ্চিত বলিয়া জানিবে, যাহাকে নিরর্থক পরাজয় করিতে চেষ্টা পাই-তেছ” ॥ ৭৫—৭৭ ॥ ঋণগ্রহণের ব্যবস্থার সাক্ষীগণ কোন কথা না বলিলে, রাজা ষট্চক্ষুরিংশ

দিনে সাক্ষীদিগের নিকট হইতে হুদ সমেত টাঁকা আদায় করিয়া দিবেন এবং তাহার সহিত সাধিত ধনের শতকরা শতভাগের দশ ভাগ গ্রহণ করিবেন ॥ ৭৮ ॥ যে পাপিষ্ঠ, নরাধম বিবাদ বিষয় অবগত থাকিয়াও সাক্ষ্য দান না করে, তাহার পাপ এবং দণ্ড কূট সাক্ষীর তুল্য ॥ ৭৯ ॥

হুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য; হুই পক্ষে সমান লোক হইলে গুণবান্ ব্যক্তিগণের; হুই পক্ষেই সমান গুণবান্ লোক থাকিলে, যাহারা অধিক গুণবান্ তাহাদিগেরই কথা গ্রাহ্য ॥ ৮০ ॥ সাক্ষিগণ, যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞার অন্তরূপ বলে তাহার পরাজয় নিশ্চিত ॥ ৮১ ॥ কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্তঃপক্ষীয় বা অপক্ষীয় অপরাপর অভিপন্ন গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্তরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে তাহা হইলে পূর্বসাক্ষিগণ কূটসাক্ষী হইবে ॥ ৮২ ॥ এই সকল কূটসাক্ষীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, এই বিবাদ-পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবে এবং ব্রাহ্মণ, কূটসাক্ষী হইলে, তাহাকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবে ॥ ৮৩ ॥

যে ব্যক্তি প্রথমে সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকার করিয়া “যে সকল স্থান উপপাতকী” ইত্যাদি ৭৫—৭৭ বচনোক্ত সাক্ষ্য, শ্রবণ করিয়াছে, পরে ভয়-শ্লোভাদি-অভিভূত হইয়া “আমি সাক্ষী হইব না” বলিয়া অপর সাক্ষীর নিকটে নিজের সাক্ষ্য অপলাপ করিলে, তাহাকে ঐ বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক দণ্ড করিবেন এবং ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে নির্বাসিত করিবেন ॥ ৮৪ ॥ র্যে-বিবাদে, সত্য কথা বলিলে, প্রজ্ঞাচারী প্রাণবন্ত হয়, সেখানে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিলে পারিবে, বিজ্ঞসাক্ষিগণ প্রত্যেকে অক্লান্ত পাপলেশ ক্ষমার সারস্বতচক্ৰ নির্বাপন করিবে ॥ ৮৫ ॥

উত্তম ও অধম পরস্পর সম্মতিক্রমে

যুক্তি-সমরাদি-বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবে; উবিঘাতে বিশ্বস্তাদি-নিবন্ধন তাহার বৈপরীত না ঘটে, এই অজ্ঞ সেই সকল বিচার ঘটন সাক্ষিযুক্ত লেখ্য-পত্র প্রস্তুত করিবে। তাহায়ে প্রথমেই ধনীর নাম লিখিত হইবে ॥ ৮৬ ॥ এবং ঐ লেখ্য—বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি গোত্র সত্রক্ষচারিক (অর্থাৎ মাধ্যম্নিন প্রভৃতি শাখাধ্যয়ন প্রযুক্ত সংজ্ঞা বিশেষ; যথা—অম্বর মাধ্যম্নিত ইত্যাদি) ও নিজ-পিতৃ-নামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৮৭ ॥ অনন্তঃ তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইলে, অধমণ, “আমি অমূকের পুত্র অমুক, ইহার উপরে বাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত” এই কয়েকটি কথা স্বহস্তে সন্নিবেশিত করিবে ॥ ৮৮ ॥ এবং তাহাতে সাক্ষিগণ পিতৃনাম লেখন পূর্বক ইহা লিখিবে যে, “আমি অমুক এ বিষয়ে সাক্ষী থাকিলাম” সাক্ষিগণ সংখ্যা ও গুণে সমান হইবে ॥ ৮৯ ॥ অনন্তঃ “আমি অমূকের পুত্র অমুক ঋণী ও ধনীর প্রার্থনায় সারে ইহা লিখিলাম” সর্বশেষে লেখক ইহা লিখিবে ॥ ৯০ ॥ সাক্ষিব্যতীতও স্বহস্তে লিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে, কিন্তু বলাৎকার বা লোভ প্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বার নিষ্পাদিত কৃত হইলে প্রমাণ হইবে না ॥ ৯১ ॥ লেখ্য-লিখিত ঋণও তিন পুরুষের দেয়। আদি ততদিন ভোগ করিতে পারিবে, যত দিন না ঋণ পরিশোধিত হয় (অর্থাৎ ঐ ঋণ পরিশোধ চতুর্থ পক্ষম পুরুষেরও কর্তব্য ॥ ৯২ ॥ লেখ্য দেশান্তরস্থ, কদম্বর, লিখিত নষ্ট, লুপ্তাকর, অপহৃত, অদ্বিত বিদলি, দধ, কিংবা ছিন্ন হইলে অজ্ঞ লেখ্য পত্র করিতে পারিবে ॥ ৯৩ ॥ নিজ নিজ হস্তাকর, যুক্তি, তত্তৎসাক্ষি নির্দেশাদি ক্রিয়া, অসাধারণ “শ্রী” কার্যাদি চিহ্ন, অর্থাৎ প্রত্যঙ্গীর চিরাগত ঋণদানগ্রহণরূপ সম্বন্ধ ও এতৎসংখ্যক অর্থপ্রাপ্ত্যপার, এইসকল হেতু দ্বারা সংদ্বিগ্ধলেখ্য পত্রের শুদ্ধি হইবে ॥ ৯৪ ॥ অধমণ সন্মত সম্মত যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পূর্বে লিখিয়া রাখিবে, অথবা উত্তমণ ঐ লেখ্যের পূর্বে নিজ হস্তাকরে প্রাপ্তিবীকার করিয়া রাখিবে

৥ ৯৫ ॥ সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে, ঐ লেখ্য পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, কিংবা শুদ্ধির নিমিত্ত পরিশোধসূচক আর একখানি লেখ্য পত্র প্রস্তুত করিবে, যে ঋণ গ্রহণ লোকের সমক্ষে তাহার পরিশোধও লোক-সমক্ষে করিবে ॥ ৯৬ ॥ তুলা, অগ্নি, জল, বিষ এবং কোষ এই পাঁচ প্রকার দিব্য বিভুজির জ্ঞাত এই স্থানে নির্দিষ্ট হইল ; অভিযোক্তা শীর্ষক হইলে (অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণ না হইলে যদি অভিযোক্তা, দণ্ড গ্রহণ সম্মত হয়, তবে) প্রধান প্রধান অভিযোগে অভিযুক্তের প্রতি এই সকল দিব্য প্রয়োগ কর্তব্য ॥ ৯৭ ॥ অর্থাৎ প্রত্যর্ধীর পরস্পর সম্মতিক্রমে প্রত্যর্ধীকে দিব্য করিতে হইবে, অথবা পরাজয় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে * রাজজ্যোহ বা ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক সংশয় শীর্ষক ব্যতিরেকেও দিব্য করিতে হইবে ॥ ৯৮ ॥ প্রাড়া বিবাক, পূর্কদিবস হইতে উপবাসী কৃত্তমান আত্মবাসা দিব্যার্থী ব্যক্তিকে সূর্যোদয় সময়ে আহ্বান করিয়া রাজা এবং সত্য ব্রাহ্মণদিগের সমীপে সমস্ত দিব্য করাইবেন ॥ ৯৯ ॥ জীলোক, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, ব্রাহ্মণ এবং যোগিদিগের পক্ষে তুলা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নি, বৈশ্যের পক্ষে জল, এবং শূদ্রের পক্ষে সপ্তযব পরিমিত বিষ, প্রশস্ত দিব্য ॥ ১০০ ॥ সহস্রপণের ন্যূন ধন গ্রহণ শঙ্কায় অগ্নি, বিষ, তুলা কিংবা জল দিব্য হইতে পারিবে না। তবে রাজজ্যোহ কি মহাপাতক, বিষয়ে অভিযোগ হইলে, শুদ্ধার্থিগণ অর্থাৎ দিগ্গজ মনে না করিয়া পবিত্রভাবে দিব্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ১০১ ॥ (অথ তুলা বিধি) তুলা ধারণজ্ঞ (অর্থাৎ স্ববর্ণকারাদি) তুলা রূঢ় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিমান পাষণ্ডাদি দ্বারা সমান করিবে, পরে অভিযোক্তা, কৃত্রিম ন্যায়াদিক্য পরিহারার্থ প্রতিমান পাষণ্ডাদিকে এবং অভিযুক্ত পুরুষকে চিহ্নিত করিবে, অভিযুক্ত পুরুষ তুলা হইতে অব-

* অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে, অথবা অভিযোক্তা বিশেষ পদ বন্ধ করিলে, দিব্য করিবে, এই ব্যাখ্যা সহ্য করিবে ।

তারিত হইয়া “হে তুলে! তুমি সত্য, সত্যের আবাস ক্ষেত্র দেবগণ তোমার নির্মাতা, অতএব হে কল্যাণি ! সত্য প্রকাশ কর। আমার প্রতি লোকের সন্দেহ দূর কর। হে মাতঃ! যদি আমি পাপী হই, তাহা হইলে আমাকে গুরুভারাক্রান্ত করিয়া প্রতিমান হইতে নিয়গামী কর। আর যদি শুদ্ধ হই ত প্রতিমান হইতে উর্দ্ধে উত্থাপিত কর। ” এই বলিয়া তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে ॥ ১০২—১০৪ ॥ আর অভিযুক্ত ব্যক্তি, হস্তদ্বয় দ্বারা ত্রীহি মর্দন করিলে, তাহার তিলাদিযুক্ত স্থান অলঙ্করসাদি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া হস্তে সপ্ত অশ্বখপত্র স্থাপন করিবে। যতগুলি অশ্বখপত্র, ততগাছি সূত্র দ্বারা অশ্বখপত্রাদ্বিত হস্ত রেখন করিবে ॥ ১০৫ ॥

হে অগ্নে! তুমি সর্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। হে পাবক! হে কবে! সাক্ষীর ত্যার আমার পুণ্য পাপ পরিদর্শন করিয়া বাহা সত্য হয়, তাহা প্রকাশ কর ॥ ১০৬ ॥ অভিযুক্ত এই মন্ত্র পাঠ করিলে প্রাড়া বিবাক তাহার অশ্বখপত্রাদ্বিত হস্তদ্বয়ে শঙ্খাংশপল পরিমিত সমতল জলস্ত লোহপিণ্ড স্থাপন করিবে ॥ ১০৭ ॥ সেই অভিযুক্ত, লোহপিণ্ড গ্রহণ করিয়া সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিবে ॥ বোড়শ অঙ্গুলি অন্তর বিরচিত এক একটা মণ্ডলের পরিমাণ বোড়শ অঙ্গুলি ॥ ১০৮ ॥ পরে উক্ত লোহপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া হস্তে ত্রীহি মর্দন করিবে, যদি হস্তদ্বয় না হইয়া থাকে ত শুদ্ধি লাভ করিবে। সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিতে না করিতে যদি পিণ্ড পতিত হয়, কিংবা দগ্ধ হইয়াছে, কি-না হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে পুনরীকর ঐ রূপে অগ্নি গ্রহণ করিবে ॥ ১০৯ ॥ (অথ জলবিধি) “হে বরুণ! তুমি আমাকে সত্য দ্বারা রক্ষা কর” এই বলিয়া জলকে মন্ত্রপূত করিয়া নাভিপ্রমাণ-জলে অবস্থিত পুরুষাস্তরের উরু অবলম্বন পূর্বক জলে ডুব দিবে ॥ ১১০ ॥ যে সময়ে ডুব দিবে, ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি, পূর্বযুক্ত বাণ যে স্থলে নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে বাইবে। অনন্তর তৎস্থানস্থিত পতিত-পূর্বগাহী এক বেগবান

ব্যক্তি আসিয়া বসি দেখে অতিযুক্ত তখনও
ডুব দিয়া আছে, তাহা হইলে ঐ অতিযুক্ত
শুদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১১১ ॥ (অথ বিষবিধি)
হে বিধি! তুমি ব্রহ্মার পুত্র এবং সত্য ধর্মে
অবস্থিত, এই অপবাদ হইতে আমাকে পরি-
ত্যাগ কর, সত্য প্রকাশ করিয়া আমার পক্ষে
অমৃত স্বরূপ হও ॥ ১১২ ॥

এই বলিয়া হিমালয়জাত শৃঙ্গোৎপন্ন (সপ্ত
ষব পরিমিত দ্রুতাক্ত) বিষ ভোজন করিবে।
বিনা শারীরবিকারে বাহার বিষ জীর্ণ হয়,
তাহার শুদ্ধি হইবে ॥ ১১৩ ॥ (অথ কোশ
বিধি) প্রাড়া বিবাক হুর্ণা প্রভৃতি উগ্রদেবতা
পূজা করিয়া ঐ সকল দেবতার স্নানীয় জল
লইয়া মন্ত্রপুত করিবে, অনন্তর তাহা হইতে
তিন প্রস্থতি জল অতিযুক্তকে পান করাইবে
॥ ১১৪ ॥ চতুর্দশ দিনের মধ্যে বাহার রাজকৃত
বা দেবকৃত ঘোর বিপদ না হয় সে, শুদ্ধি
লাভ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১১৫ ॥
বোগমুষ্টি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য, মাতৃষ ও দৈব
এই ত্রিবিধ প্রমাণ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণন করি-
লেন, এক্ষণে দায়ভাগ বিধি কীৰ্ত্তন করিতে-
ছেন ॥ ১১৬ ॥ যদি পিতা বিভাগ করিয়া
দেন, তাহা হইলে পুত্রদিগকে (স্বোপার্জিত
ধন) ইচ্ছামত অংশ করিয়া দিতে পারিবেন।
অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (সকল ধনেরই) প্রধান
ভাগী কিংবা সকলকেই সমভাগী করিবেন।
॥ ১১৭ ॥ যদি সমভাগ করেন, তাহা হইলে ভর্তা,
বা স্বস্তর বাহাদিগকে জীধন প্রদান করেন
নাই, সেই সকল পত্নীদিগকেও পুত্রদিগের
সমান অংশ দিবেন ॥ ১১৮ ॥ যে ব্যক্তি স্বয়ং
উপার্জনকর এবং পিতৃধন গ্রহণে অভিলাষী
নহে, তাহাকে যঃসামান্ত ভাগ দিয়াও বিভাগ
করিতে পারেন। আর ন্যূনাধিক বিভক্ত
পুত্রগণের পিতৃকৃত ভাগ (অর্থাৎ ন্যূনাধিক
ভাগ) ধর্ম্ম (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত) হইলে (যেমন
পূর্বকালে জ্যেষ্ঠের বিংশতিভাগ ভাগ অধিক
ছিল, সেইরূপ) অপরিবর্তিত থাকিবে, (ন্যচং
পৈতৃক ধনের ইচ্ছামত ভাগ করিলে পরিবর্তিত
হইতে পারিবে) ইহা স্মৃত হইয়াছে ॥ ১১৯ ॥
(বিভাগের জালিকার উক্ত হইতেছে)

পিতা মাতার মৃত্যুর পর, পুত্রগণ, পরস্পর
সমবেত হইয়া পৈতৃক ধন এবং স্বগ্ন সমভাগে
বিভক্ত করিয়া লইবে। এবং কন্তাগণ মাতা
স্বগ্ন-পরিশোধাবশিষ্ট জীধন বিভাগ করিয়া
লইবে, কন্যা না থাকিলে পুত্রগণই উহা গ্রহণ
করিবে ॥ ১২০ ॥ পিতৃ মাতৃ দ্রব্য উপহৃত
না করিয়া বাহা নিজের উপার্জিত, মিত্র
সক্কাশে প্রাপ্ত এবং বিবাহ-লব্ধ, তাহা অপর
অংশীদারের হইবে না ॥ ১২১ ॥ যে পিতৃ
পৈতামহ ধন অপরে হরণ করিয়াছিল, তাহাও
পুনরুদ্ধার করিলে উদ্ধর্তা, অপর অংশীদার-
দিগকে ভাগ দিবে না, বিদ্যালব্ধ ধনেরও
ভাগ দিতে হইবে না (এ সমস্তই পিতৃ-মাতৃ-
ধন-উপঘাত ব্যতিরেকে হইলে, অবিভাজ্য
জানিবে ॥ ১২২ ॥ কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা সাধারণ
ধন বর্দ্ধিত করিলে সকল অংশীরই সমভাগ।
(এক্ষণে পিতামহ ধনে পৌত্রদিগের বিভাগ
প্রকার বর্ণিত হইতেছে) বিভিন্ন পিতৃক পৌত্র-
গণের পিতা হইতে অংশ কল্পনা হইবে। (মূল-
ধনীর চারিটা পুত্র, ঐ পুত্রগণের মধ্যে একজন
এক পুত্র, আর একজন দুই পুত্র রাখিয়া
পরলোক গত হয়। মূল ধনীর মৃত্যুকালে দুই
পুত্র এবং তিনটী মৃতপিতৃক পৌত্র বর্তমান
থাকে, এমত অবস্থায় ঐ ধন পাঁচ অংশ না
হইয়া চারি অংশ হইবে। দুই অংশ পুত্রদ্বয়, এ
অংশ এক পৌত্র এবং এক অংশ দুই পৌত্র
গ্রহণ করিবে; তবেই হইল পৌত্রগণের অংশ
পুত্রগণের জ্ঞান নহে, তাহাদিগের পিতা হইতে
ভাগ; পুত্রগণের জ্ঞান হইলে, কথিত স্থলে
চার ভাগ না হইয়া পাঁচ ভাগ হইত এবং
সকলেই সমভাগী হইত) ॥ ১২৩ ॥ বাহা পিতা
মহের ভূমি, নিবন্ধ বা দ্রব্য হইবে, তাহাতে
আপনার এবং পিতার তুল্য স্বত্ব ॥ ১২৪ ॥
পিতা, পুত্রদিগকে বিভক্ত করিয়া দিলে তৎ-
পরে যদি স্বর্ণগর্তে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা
হইলে ঐ বিভাগের পর আত পুত্রই পিতার
অংশের অধিকারী হইবে। আর পিতার পর-
গৌক প্রাপ্তির পর বিভাগ করিলে, তৎকালে
মাতৃগর্তস্থ বালক বধাকালে জাতগণ যে ধন
গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতে আরের ও ব্যয়ের

অবধারণপূর্বক উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিবে ॥ ১২৫ ॥ পিতা মাতা পুত্রগণকে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রীতিপূর্বক দান করিবেন, তাহা তাহারি ধন । পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিভাগ করিলে, জীঘন রহিত মাতাও পুত্র-দিগের সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, তৎকালে অসংস্কৃত ভ্রাতা থাকিলে, পূর্বসংস্কৃত ভ্রাতৃগণ সাধারণ ব্যয়ে, তাহার সংস্কার কার্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন । সৰ্বভাগিনীগণ অসংস্কৃত থাকিলে নিজাংশের চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া সংস্কার কর্ম সমাধা করিবেন ॥ ১২৬ । ১২৭ ॥ চারি জন (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ভুজ পক্ষীর গর্ভজাত) ব্রাহ্মণ-পুত্র বর্ণমুক্রমে সমস্ত পৈতৃক ধনের চারি ভাগ, তিন ভাগ, দুই ভাগ এবং এক ভাগ, তিন জন (ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা এই ত্রিভুজ পক্ষীর গর্ভজাত) ক্ষত্রিয়পুত্র বর্ণমুক্রমে তিন ভাগ, দুই ভাগ, এক ভাগ ও দুই জন (বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজাত) বৈশ্য-পুত্র দুই ভাগ এবং একভাগ প্রাপ্ত হইবে । (ব্রাহ্মণের সম্পত্তি দশ অংশ হইবে, ঔদ্যে ব্রাহ্মণপুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়া-পুত্র তিন, বৈশ্যপুত্র দুই, শূদ্রাপুত্র একভাগ পাইবে ইত্যাদি) ॥ ১২৮ ॥ বিভাগের পূর্বে কোন অংশীদার সাধারণ ধন হইতে কিছু অপহরণ করিলে, তাহা যদি বিভাগের পর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে, সেই দ্রব্য সকল অংশীদার সমভাগ করিয়া লইবেন, ইহাই নিয়ম ॥ ১২৯ ॥ অপুত্র ব্যক্তি গুরুনিরোগক্রমে (উৎপৎস্তমান অপত্য উভয়েরই হইবে, এই অভিসন্ধিপূর্বক) যে পুত্র উৎপাদিত করে, সেই পুত্র উভয়েরই (অর্থাৎ জনয়িতা এবং জননীস্বামীর) ধর্ম্মতঃ উত্তরাধিকারী এবং পিণ্ডদাতা ॥ ১৩০ ॥ (বিবাহ সংস্কার আচার্য্যের নিষেধ হইবে না, তবে) যে কন্তার কোন পাতকের সহিত বিবাহ দেওয়া সত্যক হইয়া গিয়াছে, পাণিগ্রহণ মন্ত্র পাঠ না হইলেও সেই পাত্রই ঐ কন্তার পতি । এই পতির মৃত্যু হইলে, অগৃহীত-পাণি পূর্বোক্ত কন্তাকে মৃতপতির সহোদর ভ্রাতা

বিবাহ করিবে; যথাবিধি বিবাহ করিয়া যুতাভ্যঙ্গ মৌনাবলম্বনাদি নিয়মানুসারে গুরু-বস্ত্রপরিধানা শুদ্ধতচারিণী ঐ জীর যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয়, তাবৎ অতি নিষ্কর্মে প্রতি ঋতু-কালে এক একবার উপগত হইবে ॥ ১৩১ ১৩২ ॥ ধর্ম্মপক্ষীর গর্ভসম্ভব ঔরসপুত্রই শ্রেষ্ঠ, পুত্রিকা-পুত্র তৎসদৃশ, সগোত্র বা তদিতর (অর্থাৎ সর্ব, এবং দেবর) কর্তৃক স্বক্ষেত্রে (পূর্বোক্ত-রূপে) উৎপাদিত পুত্র—ক্ষেত্রজ, ভর্তৃগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে পরপুরুষের সংসর্গে উৎপাদিত পুত্র—গূঢ়জ, কন্তাবহস্য উৎপন্ন পুত্র—কানীন-ইহাকে মাতামহের পুত্র বলিয়া জানিবে ॥ ১৩৩ । ১৩৪ ॥ অক্ষতা অথবা ক্ষতা পুনর্ভূনারীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পৌনর্ভব, মাতা পিতা যে পুত্র অপরকে প্রদান করেন সে দত্তকপুত্র (এ পুত্র গ্রহীতার উত্তরাধিকারী) ॥ ১৩৫ ॥ পিতৃ-মাতৃ-বিক্রীত পুত্র—ক্রীত, (ক্ষেতার উত্তরাধিকারী) । নিজ কৃত (অর্থাৎ পুত্র বলিয়া সম্ভাবিত এবং পালিত) পুত্র—কৃত্রিম, যে পিতৃ-মাতৃ-হীন শিশু স্বয়ং দ্বায়-সমর্পণ করে, সে স্বয়ং-দত্ত পুত্র, জননীর পরিণয়বহস্য গর্ভস্থ পুত্র—সহোচুজ ॥ ১৩৬ ॥ যে শিশু, মাতৃ-শিশু-পরিত্যক্ত অবস্থায় অপরের গৃহীত হয়, সে অপবিত্র পুত্র । (গ্রহীতার উত্তরাধিকারী) পুত্রের মধ্যে প্রথমোন্নিখিত এক এক জনের অভাব হইলে পর পর উন্নিখিত পুত্র পিণ্ডদ এবং ধনাধিকারী ॥ ১৩৭ ॥ পূর্বোক্ত বিধি, সমাজীয় তনয়গণের প্রতিই বিহিত হইল । আর শূদ্র দাসীতে যে পুত্র উৎপাদিত করে, সে, উৎপাদকের ইচ্ছা থাকিলে অংশ পাইতে পারে ॥ ১৩৮ ॥ পিতার মৃত্যুর পর উহার ভ্রাতৃগণ (অর্থাৎ শূদ্রের পরিণীতাপক্ষীর গর্ভজাত পুত্রগণ) উক্ত দাসীপুত্রকে, সর্ব ভ্রাতা থাকিলে, তাহাকে যে অংশ দিতে চেষ্টা, তাহার অর্দ্ধাংশ দিবে । ঐ সকল ভ্রাতা এবং উৎপাদকের দ্বিহিতা বা দৌহিত্র না থাকিলে, সকল অংশই গ্রহণ করিতে পারিবে ॥ ১৩৯ ॥ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র রহিত ধনী বর্ণগণ করিলে, পত্নী, দ্বিহিতা, পিতা, মাতা, কনিষ্ঠ-

সহোদর, জ্যেষ্ঠসহোদর, কনিষ্ঠ, বৈমাত্রেয়, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়, ভ্রাতৃপুত্র, আপেক্ষিক কনিষ্ঠ গোত্রজ, বন্ধু, আচার্য্য, শিষ্য, ব্রহ্মচারী ইহাদিগের মধ্যে পূর্ন পূর্ন উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে উত্তরোত্তর উল্লিখিত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী হইবে, সকল বর্ণেই এই নিয়ম ॥ ১৪০ ॥ ১৪১ ॥ বানপ্রস্থ, যতি এবং নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীদিগের পুস্তক বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু জব্য থাকিবে, তাহাতে আচার্য্য, সংশিষ্য, ধর্মভ্রাতা এবং একাশ্রমী ইহার যথাক্রমে (অর্থাৎ পূর্ন পূর্ন উল্লিখিতের অভাবে পর পর উল্লিখিত ব্যক্তি) অধিকারী হইবেন ॥ ১৪২ ॥ (বিভক্ত নিজধন, পিতা ভ্রাতা বা পিতৃব্য ধনের সহিত-মিশ্রিত করিয়া অবিভক্তব্যং ব্যবহার করিলে উহাদিগকে সংসৃষ্টী বলা যায়) সংসৃষ্টী হইবার পূর্বে যখন ধনবিভাগ করিয়া লয়, তখন পত্নীর অবিজ্ঞাত গর্ত্ত থাকে, পশ্চাৎ সংসৃষ্টী হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ গর্ত্তোক্তব্য পুত্রকে, যাহার সহিত সংসৃষ্টী হইয়াছিল সেই সংসৃষ্টী, অংশ দিতে বাধ্য, আর যদি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয় ত সংসৃষ্টী তাহার, ধনাধিকারী হইবে। সহোদর ভ্রাতা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পিতৃব্য ইত্যাদি পাঁচ জনে মিলিয়া সংসৃষ্টী হইলে, ঐরূপ পুত্রকে সহোদর সংসৃষ্টীই অংশ দিবেন, আর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে, সহোদর সংসৃষ্টীই উত্তরাধিকারী হইবেন ॥ ১৪৩ ॥ পুত্রাদিরহিত পরলোকগত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ধনে সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে, কিন্তু অসংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইবে না। সংসৃষ্টী অর্থাৎ সহোদর অসংসৃষ্টী হইলেও সহোদরের ধনে অধিকারী, আর সংসৃষ্টী বলিয়া একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই যে ধনাধিকারী হইবে, তাহা নহে (পরন্তু অসংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং অসংসৃষ্টী সহোদর উভয়ে সেই ধনে অধিকারী) ॥ ১৪৪ ॥ ক্রীত, পতিত, পতিত-পুত্র, জন্মাবধি গন্ধু, উন্মত্ত, বেদগ্রহণে অসমর্থ, জন্মাক, বন্ধ্যাদি অচিকিৎসনীয় রোগাক্রান্ত এবং পিতৃঘেবী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে, ধনাধিকারীগণ ভরণ পোষণ করিবে, কিন্তু অংশ

দিবে না ॥ ১৪৫ ॥ ইহাদিগের যথাসম্ভব ঔরস এবং ক্ষেত্রজ পুত্রগণ পিতৃব্যং দোষাক্রান্ত না হইলে, পিতা নির্দোষ হইলে যে প্রকার ভাগ পাইতে পারিত, তদনুসারে ভাগ পাইবে। এবং পূর্বোক্ত ক্রীবাদির কন্ডাগণ যত দিন না বিবাহিত হইবে, ততদিন ইহাদিগের ভরণ পোষণ করিতে হইবে, পরে বিবাহ দিতে হইবে ॥ ১৪৬ ॥ এই সকল ক্রীবাদির পুত্রহীন পত্নী সচরিত্রা হইলে, দাম্পত্যগণ তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য, কিন্তু যদি ব্যভিচারিণী হয়, তাহা হইলে ভরণ করিবে না, প্রত্যুত নির্কাসিত করিবে, আর প্রতিকূলা হইলে ভরণ করিবে বটে, কিন্তু স্থানান্তরিত করিয়া দিবে ॥ ১৪৭ ॥ পিতা, মাতা, পতি এবং ভ্রাতা যাহা প্রদান করেন তাহা, বিবাহ-সময় যাহা লব্ধ হয় তাহা, আধিবেদনিক (স্বামী দ্বিতীয়বার দারুপরিগ্রহ করিবার সময় পূর্ন পত্নীর সন্তোষার্থ যাহা প্রদান করেন, তাহার নাম “আধিবেদনিক”) ইত্যাদি ধন, মাতৃবন্ধুদত্ত, পিতৃ-বন্ধুদত্ত ধন শুদ্ধ অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করিয়া কন্ডার আশ্রয় বিবাহ দেয় এবং অষাধেয়ক অর্থাৎ বিবাহের পর লব্ধ ধন জীধন বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে, পুত্র কন্ডা না রাখিয়া মরিলে বান্ধবগণ তাহা প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৪৮-১৪৯ ॥ ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারি বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য এই কয় বিবাহে বিবাহিত স্ত্রী নিঃসন্তান হইয়া মরিলে তাহার ধনে ভর্ত্তা অধিকারী, তদভাবে আপেক্ষিক নিকট-স্বন্ধী সপিণ্ডাদি, অপর চার বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর ধনে মাতা, তদভাবে পিতা ইত্যাদি অধিকারী। যে বিবাহে বিবাহিত হউক না কেন, কন্ডা পুত্রবতী হইলে কন্ডাগণ মাতৃ-ধনে অধিকারী, তাহার মধ্যে বিশেষ এই, —প্রথম কুমারী, তদভাবে দত্তা ইত্যাদি ॥ ১৫০ ॥ বাগদত্তা কন্ডাকে বজ্রালঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া পুনঃগ্রহণ করিলে উহার শত্ৰুস্বরূপ দণ্ড হইবে এবং ঐ কন্ডাকে অভিযোগ ব্যয় ও প্রথম দত্ত জব্য লব্ধিক দিবে। আর কন্ডার বাগদত্ত অবস্থায় মৃত্যু হইলে, স্বপক্ষ ও

কর্তাপক্ষের উপচারার্থ বর যাহা ব্যয় করিয়াছিল, তাহা পরিশোধ করিয়া স্বপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিতে পারিবে * ১৫১ ॥ দুর্ভিক্ষ সময়ে পারিবার পালনার্থ, অবশ্য-কর্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্ত, ব্যাধিকালে চিকিৎসাদির নিমিত্ত এবং বন্ধনাদি-মোচনার্থ ভর্ত্তা জীধন গ্রহণ করিলে, আর প্রত্যাগণ করিতে হইবে না ॥ ১৫২ ॥ দ্বিতীয়বার বিবাহে যাবৎ—পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে, অধিবিম জীকে তাবৎ-পরিমাণ আধিবেদনিক অর্থ দিবে, পূর্বে যাহাকে জীধন প্রদত্ত হয় নাই, তাহার পক্ষেই এই নিয়ম, জীধন প্রদত্ত হইলে পূর্বোক্তের অর্দ্ধাংশ প্রদান কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৫৩ ॥ বিভাগের অপলাপ করিলে, জাতি, বন্ধু, সাক্ষী এবং পৃথক্কৃত গৃহক্ষেত্রাদি দ্বারা বিভাগের নির্ণয় করিবে ॥ ১৫৪ ॥ এই দায়ভাগপ্রকরণ ॥ ক্ষেত্রের সীমা-বিবাদ উপস্থিত হইলে, চতুর্পার্শ্বের গ্রামস্থ ব্যক্তি, বন্ধু, মৌল, উদ্ধৃত, গোচারক, নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রকর্ষক এবং সকল প্রকার বনচারী মনুষ্য, ইহারা উন্নতভূমি, অঙ্গার, তুষ, শ্রোগোধাদি বৃক্ষ, সেতু, বন্যক স্থপ, তড়াগাদি, অস্থি এবং চৈত্য প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত দেখিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া লইবে ॥ ১৫৫। ১৫৬ ॥ পূর্বোক্ত কোন চিহ্ন না পাইলে সাক্ষী দ্বারা সীমা নিশ্চয় করিবে, অভাবে পার্শ্ববর্ত্তী সমসংখ্যক গ্রামের (অর্থাৎ দুইখানি গ্রাম কি চারখানি গ্রামের ইত্যাদি) চারি জন, আটজন কিংবা দশজন লোক রক্তমাণ্য রক্তবস্ত্র এবং মস্তকে মুস্তিকাধও ধারণ করিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া দিবে ॥ ১৫৭ ॥ উক্ত সীমা-নির্ণয় কোনরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইলে, রাজা, সাক্ষিগণের বা সামন্তগণের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যম সাহস দণ্ড করিবেন। পূর্বোক্ত চিহ্ন এবং অস্ত্রাস্ত্র সাক্ষী ও সামন্তাদি জ্ঞাত।

* একের প্রতি বাগদত্তকর্ত্তা অপরকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তাহার শস্যস্বরূপ দণ্ড হইবে, এবং বর যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহা সুদসংকেত দিবে, দ্বারত্যাগ যত্ন হইবে, বর যাহা কর্ত্তাকে বিয়াছিল, তাহা আপনাই এবং কর্ত্তাভার ব্যয় হিসাব করিয়া বশিষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিবে। ইহা টীকা সম্মত ব্যাখ্যা।

লোক না থাকিলে, রাজাই সীমাপ্রবর্ত্তক হইবেন ॥ ১৫৮ ॥ আরাম (অর্থাৎ ফলপুষ্প হেতু ভূখণ্ড) আয়তন (অর্থাৎ থামার প্রভৃতি) গ্রাম বাণী কুপাদি পানীয় স্থান উদ্যান (অর্থাৎ ক্রীড়াবন) গৃহ এবং নালা নর্দমা প্রভৃতির বিবাদেও এই বিধি আনিবে ॥ ১৫৯ ॥ মধ্যমা প্রভেদে, (অর্থাৎ আল ভাঙ্গিয়া দিলে), সীমা অতিক্রম করিয়া কর্ষণ করিলে এবং ভয়াদি প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্ষোত্রাদি অপহরণ করিলে যথাক্রমে অধম সাহস, মধ্যম সাহস এবং উত্তম সাহস দণ্ডভোগ করিতে হইবে ॥ ১৬০ ॥ কোন ব্যক্তি পরকীয় ভূমিতে সেতু বা কুপাদি জলাশয় করিয়া দিতে চাহিলে উক্ত ভূস্বামীর যৎকিঞ্চিৎ ভূমি বিনষ্ট হইলেও তাহা নিষেধ করিবে না কারণ কুপাদি জলাশয় স্বল্প স্থান ব্যাপী, স্তত্রাং বিশেষ অপকার করে না প্রত্যুত বহুজল পূর্ণ বলিয়া অনেক মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে এইরূপ সেতুতেও কাহারও বিশেষ অপকার হয় না, অথচ প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয় ॥ ১৬১ ॥ যে ব্যক্তি ক্ষেত্র স্বামীকে তদভাবে রাজাকে না জানাইয়া পরকীয় ক্ষেত্রে সেতু নির্মাণ করে, সেতু নির্মাণ সম্বৃত্ত অদৃষ্টে তাহার অধিকার হয় না, কিন্তু ক্ষেত্র-স্বামীর এবং তদভাবে রাজার অধিকার হয় ॥ ১৬২ ॥ যে ক্ষেত্রকর্ষণে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ সেই ক্ষেত্র নিজেও কর্ষণ না করে বা অপরের দ্বারাও কর্ষণ না করায় অথচ ক্ষেত্র লাঙ্গলদ্বারা জয়গাত্র বিদারিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বীজবপনের উপযুক্ত না হয়, উহা কর্ষণ করিলে যে পরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হইত, ঐব্যক্তি তাহা প্রদান করিতে বাধ্য এবং স্বামী তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র আচ্ছিন্ন করিয়া অন্যদ্বারা কর্ষণ করাইবে ॥ ১৬৩ ॥

ইতি সীমা বিবাদ প্রকরণ ।

মহিষী অপরের শস্য বিনাশ করিলে আট মাষ অর্থদণ্ড হইবে। গো, শস্ত বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ, ছাগ বা মেঘ শস্ত বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ দুই মাষ অর্থদণ্ড হইবে ॥ ১৬৪ ॥ যদি মহিষাদি পশু শস্ত তক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকে অর্থাৎ ইচ্ছামত শস্ত তক্ষণ করিয়া

স্বয়ং তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে উক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে, বিবীত অর্থাৎ প্রচুর তৃণ কাষ্ঠময় রক্ষিত ভূভাগ বিনষ্ট করিলে আটমাস প্রভৃতি পূর্বোক্ত দণ্ড হইবে। গর্দিত এবং উট্টের পক্ষে মহিবীর তুলা দণ্ড ॥ ১৬৫ ॥ ক্ষেত্রস্বামীর যাবৎ শস্ত বিনষ্ট হইবে, তদনুরূপ ফল দিতে হইবে; এই দণ্ড এবং পূর্বোক্ত রাজদণ্ড পশু স্বামীকেই বহন করিতে হইবে আর যদি পালকের দোষে এইরূপ হয় তাহা হইলে পালককে তাড়না করিবে এবং পূর্বোক্ত রাজদণ্ড বহন করিতে হইবে ॥ ১৬৬ ॥ পথ এবং গ্রামের সমীপবর্তী ও গ্রাম এবং বিবীতের সমীপবর্তী ক্ষেত্রে পালক দা স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বে যদি শস্তাদি বিনষ্ট করে ত দোষ হইবে না, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক বিচরণ করাইলে চোরের ন্যায় দণ্ড হইবে ॥ ১৬৭ ॥

মহাবলীবর্দ (অর্থাৎ যাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অতীব দুঃসাধ্য এবং শিথ বৃষ), উন্মূষ্ট পশু, স্তৃতিকা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই) আগন্তুক (অর্থাৎ যুগপরিভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরাগত এবং অন্ধ ধঞ্জাদি এই সকল পশুকে, আর যে সকল পশুর পালক আছে কিন্তু দৈবোপদ্রব ও রাজোপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া আদিরাছে তাহাদিগকে মোচন করা উচিত ॥ ১৬৮ ॥ প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বামী যেরূপ গণনাদি করিয়া অর্পণ করে, পালকও ঠিক সেইরূপভাবে সায়ংকালে পশুদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে, পালকের অনবধানতাক্রমে মৃত বা বিনষ্ট হইলে, যথানিয়মে কৃত-বেতন ঐ পালকই ঐ পশু বা ঐ পশুর মূল্য দিবে ॥ ১৬৯ ॥ পালকের দোষে বিনষ্ট হইলে, পালকের সার্বভ্রয়োদশপণ দণ্ড হইবে, এবং স্বামীর দ্রব্য অর্থাৎ বিনষ্ট পশু মূল্য দিতে হইবে ॥ ১৭০ ॥ গ্রামস্থ লোকের আগ্রহে ভূমির অস্বাধিক্য এবং রাজার ইচ্ছানুসারে “গোপ্রচার” করিবে, (অর্থাৎ গোচারপার্থ খানিকটা ভূভাগ অকুঠ অবস্থার রাখিবে)। বিজাতি তৃণ কাষ্ঠ এবং পুশ সকল স্থান হইতে নিজ দ্রব্যের ভান্ন আহরণ করিবেন ॥ ১৭১ ॥

গ্রাম এবং ক্ষেত্রের মধ্যে চারিদিকে, শতধনু, বহু কণ্টকাকীর্ণ গ্রাম ও ক্ষেত্রের মধ্যে বিশতধনু, নগর ও ক্ষেত্রের মধ্যে চতুঃশত ধনু পরিমিত স্থান ব্যবধান রাখিবে ॥ ১৭২ ॥

ইতি স্বামিপালবিবাদপ্রকরণ।

অন্ত বিক্রীত নিজ দ্রব্য দেখিতে পাইলেই, স্বামী উহা গ্রহণ করিবে। সর্বজন সমক্ষে ক্রয় না করিলে ক্রেতার দোষ হইলে, যে দ্রব্য, কোন সহপায়ে যাহার পাইবার সম্ভব নাই, তাহা সেই ব্যক্তির নিকট ক্রয় করিলে, অতি গোপনে ক্রয় করিলে, অতি অল্পমূল্যে ক্রয় করিলে অথবা অসময়ে (অর্থাৎ রাত্রাদিকালে) ক্রয় করিলে, ঐ ক্রেতাও তদ্বরের মধ্যে গণ্য ॥ ১৭৩ ॥ বিনষ্ট বা অপহৃত পরকীয় দ্রব্য ক্রয়াদি দ্বারা হস্তগত হইলে, ক্রেতা বিক্রেতাকে ধরাইয়া দিবে। যদি বিক্রেতা, কোন অজ্ঞাত দেশে গিয়া থাকে বা মরিয়া থাকে, তবে ক্রেতা স্বয়ং উক্ত ধন লইয়া গিয়া প্রকৃত স্বামীর হস্তে অর্পণ করিবে ॥ ১৭৪ ॥ বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই অপহৃত-দ্রব্য-ক্রেতা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আর যে বিক্রেতা তাহার নিকট হইতে প্রকৃত স্বামী নিজ দ্রব্য এবং ক্রেতা মূল্য প্রাপ্ত হইবেন, রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন ॥ ১৭৫ ॥ স্বামী ক্রয় কিম্বা উপভোগের প্রমাণ দিয়া নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্যকে নিজের বলিয়া সপ্রমাণ করিবে, আর যদি স্বামী ঐরূপ প্রমাণ না দিতে পারে, তাহা হইলে রাজা তাহার উক্ত দ্রব্যের পঞ্চমাংশের একাংশ অর্থ দণ্ড করিবেন ॥ ১৭৬ ॥ যে ব্যক্তি রাজাকে না জানাইয়া কৃত-কি প্রাপ্ত নিজ দ্রব্য গ্রহণ করে তাহার ষোল পণ দণ্ড হইবে ॥ ১৭৭ ॥ শুদ্ধাধিকারী কিম্বা স্থান রক্ষী নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্য আহরণ কিম্বা বাজার নিকট স্থাপন করিলে, স্বামী তখন হইতে একদশের পঞ্চাংশ ঐ দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী থাকে ইহার পয় হইলে রাজাই গ্রহণ করিবেন ॥ ১৭৮ ॥ স্বামী, এমনই দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, তাহার রক্ষণের জন্য রাজাকে দ্রব্য বিশেষে অর্থ বিশেষ

দিতে হইবে। যথা একশক (অর্থাৎ অশ্ব-
দ্বিতে) চারপণ, মহুযো পাঁচপণ, মহিষ, উষ্ট্র
ও গোতে দুই দুই পণ, ছাগ ও মেঘে
পণপাদ করিয়া দিবে ॥ ১৭৯ ॥ পরিবার
প্রতিপালনের অবিরোধে, আত্মীয় দ্রব্য
দান করিতে পারিবে। আত্মীয় দ্রব্য হইলেও
ক্রীকে পুত্রকে দান করিতে পারিবে না, পুত্র
পৌত্রাদি থাকিতে, সর্বস্ব দান করিবে না
এবং পূর্বে অপরকে যাহা দান করিতে
প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহাও অন্য ব্যক্তিকে দিবে
না ॥ ১৮০ ॥ অতিগ্রহ প্রকাশ্য ভাবেই করা
উচিত বিশেষতঃ স্বাবর বস্তুর অতিগ্রহ। যাহা
দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহা দান
করিবে। দান করিয়া তাহা পুনর্গ্রহণ করিবে
না ॥ ১৮১ ॥ ইতি দত্তা প্রদানিক প্রকরণ।

ধাত্মাদি বীজ, (১) লোহ, (২) বলী-
বর্দ্ধাদি বাহু, (৩) মুক্তা প্রবালাদি-রত্ন, (৪)
দাসী, (৫) গাভী প্রভৃতি দোহু, (৬) এবং
দাসের, (৭) যথাক্রমে দশদিন, (৮) একদিন,
(৯) পাঁচদিন, (১০) সপ্তাহ, (১১) একমাস, (১২)
তিনদিন, (১৩) এবং একপক্ষ, (১৪) পরীক্ষা কাল
(অর্থাৎ ক্রয় করিয়া অনুতাপ হইলে যথাক্রমে
ঐসকল বস্তু নির্দিষ্ট পরীক্ষাকালের মধ্যে
ক্রিয়াইয়া দিতে পারিবে) ॥ ১৮২ ॥ স্ববর্ণ, অগ্নিতে
গলাইলে কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। রক্তের
শতপলে দুইপল ত্রুপু এবং সীসের আটপল,
তাম্রের পঞ্চপল এবং লৌহের দশপল ক্ষয়
হয় ॥ ১৮৩ ॥ স্থূল উর্ণাস্থিত নির্ম্মিত কয়লাদি
এবং স্থূল কার্পাস স্থিত নির্ম্মিত বস্ত্রাদিতে প্রতি
শতপলে উর্ণা এবং স্থূল অপেক্ষা দশপল,
নাতিস্থূল উর্ণাদি নির্ম্মিত কয়লাদি এবং
বস্ত্রাদিতে পাঁচ পল এবং স্থূল নির্ম্মিত হইলে
তিন পল মাত্র বৃদ্ধি হইবে ॥ ১৮৪ ॥ চিত্রিত
বস্ত্রাদি ও কৃত্রিম রোম ভূষিত বস্ত্রাদিতে,
উপাদান স্থূত্রাদির পরিমাণাপেক্ষা ত্রিশং
ভাগের একভাগ ক্ষয় হইবে। কোশের বস্ত্র
এবং বস্ত্রলে উপাদান অপেক্ষা ক্ষয়ও নাই
বৃদ্ধিও নাই তাৎপর্য এই কথিত স্ববর্ণাদি
বস্ত্র ভূষণাদি নির্দ্ব্যর্থ শিল্পীর হস্তে অর্পণ
করিলে পরে নির্ম্মিত বস্ত্র ওজন করিয়া লইবে

ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষয় বৃদ্ধি হইলে, শিল্পীর
দণ্ড হইবে ॥ ১৮৫ ॥ শাণকোমাদি বস্ত্র, কপী
হইলে, বেশ, কাল, উপভোগ এবং দ্রব্যের
সারাসারতা নির্ণয় করিয়া কুশল ব্যক্তিগণ
যে রূপ বলিয়া দিবেন শিল্পীগণ নিশ্চয়ই সেইরূপ
অর্থদিতে বাধ্য ॥ ১৮৬ ॥ যাহাকে বলপূর্ব্বক
দাসত্ব অবলম্বন করাইয়াছে রাজা তাহাকে
দাস্য হইতে মোচন করিবেন, চোরগণ অপ-
হরণ করিয়া যাহাকে বিক্রয় করিয়াছে সেই
ক্রীতদাসকে মোচন করা রাজার কর্তব্য।
যে স্বামীর প্রাণদান করে, সেই দাস, মুক্তি
পাইবার যোগ্য, যে হৃতিক কালে দাস্য বৃত্তি
অবলম্বন করায় পোষিত হইয়াছে সেই অনা-
কাল ভূতদাস এবং ভক্তদাস (অর্থাৎ থাইতে
পাইবার জন্যই যে দাস্য অবলম্বন করিয়াছে)
দাস্যের প্রথম দিন হইতে স্বামীর যাহা যাহা
উপভোগ করিয়াছে তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিলে
মুক্তি পাইতে পারিবে, আহিতদাস (অর্থাৎ
স্ববর্ণাদির ন্যায় পূর্ব্বস্বামী যাহাকে বদ্ধক
দিয়াছে, সেই দাস,) এবং ঋণ-দাস
(অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন বলিয়া)
যে ব্যক্তি তাঁহার দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে
সেই অর্থ সুদ সমেত প্রদান করিলে মুক্ত
হইবে ॥ ১৮৭ ॥ প্রজ্ঞাচ্যুত হইলে, আমরণান্ত
রাজার দাস হইয়া থাকিবে অনুলোম বর্ণাশ্র-
মারেই দাস্য হইবে প্রতিশ্রুতক্রমে হইবে
না ॥ ১৮৮ ॥ “আমি আয়ুর্কোমাদি শিক্ষার্থ
আপনার নিকট এতদিন থাকিব” এইরূপ
স্বীকৃত হইলে, নির্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি
শিক্ষা সমাপ্ত হয় তথাপি তৎকাল গুরু গৃহে
বাস করিবে। গুরুর অগ্নে প্রতিপালিত অব-
স্থায় ঐ বিদ্যাদ্বারা যাহা অর্জিত হইবে তাহা
গুরুরই ॥ ১৮৯ ॥ রাজা নিজ নগরে ধবলগৃহাদি
নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ব্রাহ্মণ বাস করাই-
বেন, ঐসকল ব্রাহ্মণবৃন্দ যাহাতে বেদজরজ
হ’ন তাহা করিবেন, তাহাদিগের বৃত্তিনির্দিষ্ট
করিয়া দিবেন এবং বলিবেন “স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান
করুন” ॥ ১৯০ ॥ নিজ নিত্য কর্ম্মের অবি-
রোধে যাহা অবসর-নিষ্পাদ্য ধর্ম্ম এবং যাহা
রাজাদিষ্ট ধর্ম্ম তাহাও বস্তুপূর্ব্বক পালন

করিবে ॥ ১১১ ॥ যেব্যক্তি গ্রামাদি জন সমূহের ধন অপহরণ করে, অথবা রাজস্থাপিত কি সমাজ-স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করে, সর্বস্ব-হরণ করিয়া তাহাকে দল হইতে নির্দাসিত করিবে ॥ ১১২ ॥ যাহারা দলের হিতজনক বাক্য বলে, দলের অন্তর্গত সকলেই তাহা-দিগের কথামত কার্য্য করিবে। যে তাহার প্রতিকূলাচারী হইবে, তাহার প্রথম সাহস দণ্ড ॥ ১১৩ ॥ রাজা সাধারণের কার্য্য সাধনো-দ্দেশে সমাগত ব্যক্তিগণের কার্য্যসাধন করিয়া দিয়া পশ্চাৎ দান, মান এবং বহুবিধ সংকারে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিবেন ॥ ১১৪ ॥ সাধারণের কার্য্যার্থ প্রেরিত ব্যক্তি, যাহা প্রাপ্ত হইবে, তৎসমস্তই সাধারণের প্রতি অর্পণ করিবে; আর এই ব্যক্তি যদি স্বয়ং তাহা অর্পণ না করে, তবে রাজা উহার নিকট তদপেক্ষা একাদশ গুণ অর্থ আদায় করিয়া দিবেন ॥ ১১৫ ॥ ধর্ম্মজ্ঞ, গুণি, অলোভী, ব্যক্তিগণ সাধারণের কার্য্য বিচার করিবেন, (আরার বলি) সেই সকল সাধারণের হিত-বাদীগণ যাহা বলিবেন, তদনুসারে সকলেরই কার্য্য কর্ত্তব্য উচিত ॥ ১১৬ ॥ শ্রেণী (অর্থাৎ এক-পণ্য শিলোপজীবী), নৈগম (অর্থাৎ পাণ্ড-গতাদি), পাণ্ডী (অর্থাৎ সৌগতাদি) এবং সৈন্য প্রভৃতি এক কার্য্যোপজীবী-দিগের পক্ষেও এই নিয়ম। রাজা ইহাদিগের ধর্ম্ম ব্যবস্থা রক্ষা করিবেন এবং পূর্ব্বাহ্ন-বৃত্ত বৃত্তি বাহাতে বজায় থাকে, তাহা করি-বেন ॥ ১১৭ ॥

ইতি সংবিদ্যাতিক্রম প্রকরণ ।

বেতন গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকৃত কর্ম্ম না করিলে, বেতন অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ স্বামীকে দিতে হইবে। আর, বেতন গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ করিলে বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দিতে হইবে। এবং ভৃত্যগণ উপকরণদ্রব্য-সামগ্রী রক্ষা করিবে ॥ ১১৮ ॥ যে স্বামী, বেতন নির্দারিত না করিয়া ভৃত্যদ্বারা কর্ম্ম করার, রাজা সেই স্বামীর, বাণিজ্য, পণ্ড অথবা শত্রু হইতে (অর্থাৎ ঐ ভৃত্য যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহা হইতে) লভ্য-

ধনের দশমাংশের একাংশ ভৃত্যকে দেওয়াই-বেন ॥ ১১৯ ॥ যে ভৃত্য, বিক্রয়বোগ্য দেশ-কাল-অতিক্রম করে, কিংবা সেই-দেশে এবং সেই কালে বিক্রয় করিয়াও ব্যয়বাহুল্যাদি-বশতঃ লভ্যাংশ কমাইয়া কেলে, সেই ভৃত্যের বেতন দান স্বামীর ইচ্ছাধীন। আর যদি ভৃত্য অধিক লাভ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে বেতন অপেক্ষা কিছু অর্থ অধিক দিবে ॥ ২০০ ॥ কোন একটা কার্য্য ছইজনে বা বহুজনে সম্পন্ন করিতে না পারিলে, উহা-দিগের মধ্যে যে যতটুকু কার্য্য করিবে, তাহাকে তদনুসারে ন্যায্য বেতন দিবে, সম্পন্ন করিয়া উঠে ত অবধারিত বেতনই দিবে ॥ ২০১ ॥ রাজোপজব এবং দৈবোপ-জব ব্যতীত বাহিতভাগ্য-বিনষ্ট হইলে, বাহক সেই ভাগের মূল্য দিবে। আর, বিবাহাদ্যর্থ প্রস্থানোপযুক্ত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ লাভ সময়ে ঐ কার্য্য না করার প্রস্থানের বিষয়জনক হইলে, নিজের নির্দিষ্ট বেতনাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ দিবে ॥ ২০২ ॥ প্রস্থান করিবার উপক্রমে অথচ ভৃত্যান্তর প্রাপ্তির সময় থাকিতে, যে, অঙ্গীকৃতকার্য্য পরিত্যাগ করে, সে, নিজ বেতনের সপ্ত-মাংশের একাংশ; কিঞ্চিদূর গমন করিয়া, যে, ঐরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে, নিজ-বেতনের চতুর্থভাগের একভাগ এবং অর্দ্ধ-পথে যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে, সম্পূর্ণ নিজ-বেতন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য—এবং ঐ সকল সময়ে যে স্বামী কর্ম্ম পরিত্যাগ করার, সে, সপ্তমাংশের একাংশ ইত্যাদি অর্থ ভৃত্যকে প্রদান করিবে ॥ ২০৩ ॥ যে ধৃত্ত-কিতব, প্রতিবারে শতপণের ন্যূন পণ রাখে না, সত্যিক, তাহার জয়লক্ষ দ্রব্যের প্রতি-শতে বিংশতিভাগের একভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে, এবং অপর ধৃত্ত-কিতবের জয় লক্ষ-দ্রব্য হইতে প্রতিশতে দশভাগের একভাগ গ্রহণ করিবে ॥ ২০৪ ॥ রাজা সেই সত্যিকের ধৃত্ত-কিতবের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাপ করিবেন, সত্যিকও, রাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ প্রদান করিবে, দ্যুতকর্ম্মদিগের

জিতে নিকট আশ্রয় করিয়া দিবে এবং ক্ষমাবান হইয়া সত্য কথা কহিবে। ২০৫।
যেখানে রাজা নির্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সন্তিক-যুক্ত প্রসিদ্ধ ধৃত সমাজে রাজা পরাজিত দ্রব্য জেতাকে দেওয়ারইবেন; এই-রূপ ধৃত সমাজ না হইলে, রাজার দেওয়ারিতে হইবে না। ২০৬। রাজা, কতকগুলি কিতব-কেই দ্যুতজীড়ার জয় পরাজয় নির্ণেতা সভ্যরূপে এবং ঐরূপ কতকগুলিকে সাক্ষী-রূপে নিযুক্ত করিবেন। বাহারা কাপটা অবলম্বনে কিংবা বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মনোবধাদির সাহায্যে দ্যুতজীড়া করে, তাহা-দিগকে খপদাদি চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিবেন। ২০৭।
চোরের সন্ধান লওয়া বিশেষ আবশ্যক, (অথচ চোর প্রভৃতি বদ-মাইস গোকেই জুয়ার আড্ডায় গতিবিধি) এইজন্য রাজা, এক ব্যক্তিকে, দ্যুতসভার অধ্যক্ষ করিবেন। সমাহার নামক প্রাণিদ্যুতে (অর্থাৎ উভয় পক্ষের মেবাদি প্রাণিদ্বারা যুদ্ধাদি প্রদর্শনে) এই বিধিই উক্ত হইয়াছে। ২০৮।

ইতি সমাহার প্রকরণ।

সত্য ভাবেই হউক, অসত্য ভাবেই হউক, আর স্বেচ্ছ ভাবেই হউক, সর্ব ও সমগুণের প্রতি ন্যূনাক (অর্থাৎ হস্তাদিরহিত), ন্যূনেন্দ্রিয় (অর্থাৎ নেত্রাদি রহিত) এবং রোগী এই সকল বলিয়া গালি দিলে সাক্ষ্যরোদশ পণ দণ্ড হইবে ২০৯। মাতৃ উচ্চারণ বা ভগিনী উচ্চারণপূর্বক গালি দিলে তাহার (রাজা) বিংশতি পণ দণ্ড করিবেন ২১০। স্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি পূর্বোক্ত গালিগালাজ করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে, পরজী এবং স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে ঐরূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পরস্পর বিবাদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং মূর্খাবসিকাদি জাতি ইহাদিগের উচ্চতা নীচতা অনুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবেন ২১১। উচ্চবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে দ্বিগুণ দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয়, গালিগালাজ করিলে, তাহার স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ

বলিয়া তাহার দ্বিগুণ এই চতুঃপদণ্ড অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি পণ স্থলে শত পণ, বৈশ্য ঐরূপ করিলে, বৈশ্যের স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার দ্বিগুণ দণ্ড; শূদ্র গালিগালাজ করিলে তাহার দণ্ড—তাড়ন জিহ্বাচ্ছেদনাদি অপর স্তুতি হইতে জাতব্য। নীচবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে অর্দ্ধাৰ্দ্ধ হানিক্রমে দণ্ড হইবে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে গালিগালাজ করিলে তাহার শত পণ দণ্ড প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধ, বৈশ্যের প্রতি ঐরূপ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি পণ, শূদ্রকে ঐরূপ করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড ২১২। সমর্থ ব্যক্তি বাক্য দ্বারা সমর্থ ব্যক্তির বাহ, গ্রীবা, নেত্র কিংবা সুখির বিনাশ করিলে (অর্থাৎ তোর বাহ ছেদন করি ইত্যাদি বলিলে) তাহার শত পণ দণ্ড, পাদ, নাসা, কর্ণ বা কর প্রভৃতির ঐরূপ বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশ পণ দণ্ড ২১৩। কার্যে পরিণত করিতে অশক্ত ব্যক্তি, উচ্চরূপ বলিলে তাহার দশ-পণ দণ্ড। এবং সুমর্থ ব্যক্তি, অসমর্থ ব্যক্তিকে ঐরূপ বলিলে শত পণ অর্থদণ্ড অপণ করিয়া, (যজ্ঞদেশে ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে) তাহার মঙ্গলের জন্য এক জনকে জামিন দিবে ২১৪। আর সুরা-পায়ী ইত্যাদি পাতিত্যহুচক গালি দিলে মধ্যমসাহস, আর শূদ্রবাজী ইত্যাদি উপ-পাতকহুচক গালি দিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে ২১৫। বেদজ্ঞস্বভা, রাজা এবং দেবতাকে গালি দিলে উত্তমসাহস দণ্ড, জাতিসমূহের প্রতি গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, গ্রাম এবং দেশের উল্লেখপূর্বক গালি দিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে ২১৬।

ইতি বাক্যপুঙ্খ প্রকরণ।

আঘাত চিহ্ন ও প্রয়োজনাদি পর্যালোচনা এবং জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাবধান ভাবে সাক্ষিরহিত মারপিটের মোকদ্দমা বিচার করিতে হইবে। কৃত্রিম চিহ্ন করিয়া মারপিটের মিথ্যা মোকদ্দমাও

সাজাইতে পারে, বিচারক এই আশঙ্কা মনে রাখিবেন । ২১৭। গাত্রে ভ্রম, পক্ষ কিংবা ধূলি প্রদান করিলে, দশপণ দণ্ড । অপবিত্র বস্ত্র, পাদপাৰ্শ্ব বা নিম্নবনজল স্পর্শ করা-ইলে পূর্বোক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড (অর্থাৎ বিংশতিপণ দণ্ড) দ্রষ্ট হইয়াছে । ২১৮। সমব্যক্তির প্রতি এই নিয়ম, উৎকৃষ্ট ব্যক্তি এবং পরজীর প্রতি ঐ রূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড, হীনব্যক্তির প্রতি ঐ রূপ করিলে অর্দ্ধ দণ্ড হইবে । চিত্তবৈকল্যা বা মত্ততাাদি বশতঃ উহা করিলে দণ্ড হইবে না । ২১৯। হীনবর্ণ, যে অঙ্গদ্বারা উচ্চবর্ণের পীড়া দিবে, সেই অঙ্গ ছেদনই তাহার দণ্ড । আঘাত করিবার নিমিত্ত শস্ত্রাদি উদ্যত করিলে প্রথমসাহস দণ্ড (শূদ্রের হস্ত ছেদন), আর উল্লত করিবার নিমিত্ত স্পর্শ করিলে, প্রথমসাহসের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে, ইহা জ্ঞাতব্য । ২২০। সজ্ঞাতিকে প্রহার করিলে (১) বা তদুদ্দেশে পাদ উত্তোলিত করিলে (২) যথাক্রমে দশপণ (১) এবং বিংশতি পণ (২) দণ্ড হইবে । পরস্পর হননার্থ শস্ত্র উদ্যত করিলে, সকলেরই উত্তমসাহস দণ্ড হইবে । ২২১। পাদ, কেশ, বস্ত্র, কিংবা হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে, দশপণ দণ্ড, আর বস্ত্রদ্বারা বন্ধন, গাঢ়-মর্দন এবং আকর্ষণপূর্বক পাদ-প্রহার করিলে শতপণ দণ্ড হইবে । ২২২। কাষ্ঠাদি প্রহারে, আহত ব্যক্তির রক্ত পাত না হইলে, ঐ প্রহর্তব্যক্তির দ্বাবিংশতিপণ, আর রক্ত পাত হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে । ২২৩। হস্ত, পাদ, কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ কিংবা নাসা ছেদন করিলে, পূর্ব ত্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর যাহাতে স্নানযুক্তকর হয়, সেই রূপ তাড়ন করিলে, মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে* । ২২৪। গমন ভোজন এবং কথা কওয়া বন্ধ করিলে, চক্ষু জ্বিহ্বা ফুঁড়িয়া দিলে ও গ্রীবা, বাহু কিংবা উরু ভাঙ্গিয়া দিলে, মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে । ২২৫। যে অপরাধে একজনের বে দণ্ড উক্ত হইয়াছে, বহুলোকে

* ইহার মধ্যে অভ্যাগাদি বিবেচনার বিষয়ের বিষয়-
সিদ্ধতা যোগ্য পরিহর্তব্য ।

মিলিয়া একজনকে প্রহার করিলে সেই অপ-
রাধে তদপেক্ষা দ্বিগুণদণ্ড ভোগ করিতে
হইবে । কলহ কালে যাহার যাহা অপহরণ
করিবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে
হইবে এবং উজ্জ্বল অপহর্তা, অপহৃত বস্তুর
মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থদণ্ড বহন করিতে বাধ্য ।
এইরূপে যে ব্যক্তি মনুষ্যের দুঃখ উৎপন্ন
করিবে, সে তাহাদিগের ত্রণ যোগাদি ব্যয়
দিবে, এবং যাদৃশ কলহে যে দণ্ড উদাহৃত,
তাহা দিবে । ২২৬। ২২৭। পরের ভিত্তি মূলগরাদি-
দ্বারা অভিহত (১), বিদারিত (২), দ্বিধাকৃত
(৩) এবং ভূমিশায়িত (৪) করিলে, তাহার
যথাক্রমে পঞ্চপণ (১), দশপণ (২), বিংশতিপণ
(৩) এবং এই তিনটি (অর্থাৎ পঞ্চ ত্রিংশৎ পণ)
(৪) দণ্ড হইবে (এবং গৃহস্থাত্মিকে পুনঃসংস্কা-
রোপযুক্ত ধন দিবে) । ২২৮। যে ব্যক্তি পরকীয়
গৃহে দুঃখজনক কণ্টকাদি দ্রব্য নিক্ষেপ করে
এবং যে পরকীয় গৃহে বিষসর্পাদি প্রাণহর
দ্রব্য নিক্ষেপ করে, তাহাদিগের মধ্যে প্রথ-
মোক্ত ব্যক্তির ষোড়শপণ, দ্বিতীয় ব্যক্তির
মধ্যমসাহস দণ্ড । ২২৯। ছাগাদি ক্ষুদ্র-
পশুর তাড়ন (১), রক্তপাত (২), শূল্যাদি-
ছেদন (৩) এবং করচরণাদি অঙ্গ ছেদন (৪)
করিলে, যথাক্রমে দ্বিগুণ (১), চতুগুণ (২),
ষট্গুণ (৩) এবং অষ্টগুণ (৪) দণ্ড হইবে ।
২৩০। উহাদিগের লিপ্সুছেদন কিংবা হত্যা
করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে এবং স্বামীকে
পশুমূল্য দিতে হইবে । গবাদি মহা-
পশুর এই সকল করিলে যথার্থ
উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে । ২৩১।
প্রেরোহিশাবী অর্থাৎ বটাদি বৃক্ষ এবং আত্ম
পন্যাদি উপকীৰ্ত্ত্য বৃক্ষের শাখাছেদন (১),
স্বল্পছেদন (২) এবং সমূল ছেদন (৩)
করিলে, যথাক্রমে বিংশতি পণ (১), চত্বা-
রিংশৎ পণ (২) এবং অশীতি পণ (৩)
দণ্ড হইবে । ২৩২। চৈতন্য-সমীপ, অশ্বান,
সীমা, পুণ্যস্থান ও সুরালয় সমিধান্নে
সমুত্ত বৃক্ষ এবং পিপ্পল পলাশাদি বিখ্যাত
বৃক্ষের শাখাছিছেদন করিলে, যথোক্ত
দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে । ২৩৩। পূর্বোক্ত

হানোৎপন্ন মালভী প্রভৃতি গুহ, কুরট-
কাদি গুহ, কন্বীরাশি কুপ, মাধবী
প্রভৃতি লতা, মারিবাদি প্রভান, শালি
প্রভৃতি গুহবি এবং গুড়ুচী প্রভৃতি বীকুধ
হেমনে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে । ২৩৪ ।

ইতি দণ্ড পার্শ্ব্য প্রকরণ ।

সাধারণের দ্রব্য অথবা পরকীয় দ্রব্যের বল-
পূরক হরণের নাম সাহস (দস্যতা প্রভৃতি) ।
যে সাহস করে, তাহার, হৃত দ্রব্যের মূল্য-
পেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড, আর যে সাহস করিয়া
অপলাপ করে, “কৈ আমিত এমন কার্য্য
করি নাই,” তাহার চতুগুণ অর্থ দণ্ড
হইবে । ২৩৫ । যে ব্যক্তি সাহস কার্য্য
করিতে আদেশ করে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড,
আর যে, আমি ধন দিব, এইরূপ অর্থের
নোভ দেখাইয়া সাহস কর্ষে প্রবৃত্ত করে,
তাহার চতুগুণ দণ্ড । ২৩৬ । যে, পূজনীয়
লোককে গালি দেয় এবং তাঁহাদিগের
আজ্ঞালঙ্ঘন করে, যে ভ্রাতৃ ভাৰ্য্যাকে প্রহার
করে, যে দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে,
যে মুজিত গৃহ (গৃহস্বামীর বিনা অনু-
মতিতে) উদ্ঘাটিত করে এবং যে, নিজ-
ক্ষেত্রাদি-সন্নিহিত-ক্ষেত্রাদি-স্বামী স্ববংশো-
দ্বব এবং গ্রামবাসী প্রভৃতির অপকার
করে, তাহাদিগের পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে,
ইহা স্থির সিদ্ধান্ত । ২৩৭ । ২৩৮ । যে বিনা
নিয়োগে নিজের ইচ্ছামত বিধবা স্ত্রীতে
উপগত হয়, যে বিকৃষ্ট (অর্থাৎ চৌরাদি-
গীত ব্যক্তিকর্তৃক পরিভ্রাণার্থ আহৃত) হইয়া
সামর্থ্য থাকিতেও তদর্থ বস্ত্র না করে, যে
বিনা কারণে আর্ন্তনাদ করে, যে চণ্ডাল
হইয়া উত্তম বর্ণকে স্পর্শ করে, যে শূদ্র
প্রব্রজিত দিগম্বরাদিকে দৈব-পিত্র্যকার্য্যে
ভোজন করায়, যে অব্যক্ত শপথ করে, যে
অযোগ্য হইয়া যোগ্যোপযুক্ত কর্ম্ম করে
(যথা শূদ্রের বেদাধ্যয়ন), যে, বৃষ এবং
হাগাদি কুজ পশুর গুংস্থ বিনষ্ট করে,
যে সাধারণ বস্ত্র অপলাপ করে, যে দাসীর
গর্ভ বিনষ্ট করে এবং যে ভাৰ্য্যার উপযুক্ত-
কারণ ব্যতীত পিতা, পুত্র, ভগিনী, ভ্রাতা,

স্বামী, স্ত্রী, আচার্য্য, শিষ্য, ইহাদিগের পর-
স্পরের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করি-
য়াছে, তাহার শতপণ দণ্ড হইবে । ২৩৯—
২৪২ । রজক, শোধনার্থ সমর্পিত পরকীয়
বস্ত্র পরিধান করিলে তিন পণ আর বিজয়
করিলে, তাড়া দিলে, বন্ধক রাখিলে, অথবা
বাচিত হইয়া উৎসর্বাদি দর্শনার্থ বন্ধুবান্ধবাদিকে
পরিধান করিতে দিলে, দশপণ দণ্ডে দণ্ডিত
হইবে । ২৪৩ । যাহারা পিতা পুত্রের বিরোধে
সাক্ষ্য প্রদান করিতে অস্বীকার করে, তাহা-
দিগের তিনপণ দণ্ড । আর যে, পিতা পুত্রের
সপণ বিবাদে প্রতিভূ হয় অথবা কলহ বাধা-
ইয়া দেয়, তাহার ত্রিপণের আটগুণ অর্থাৎ
চতুর্বিংশতি পণ দণ্ড । ২৪৪ । যে তুলাদণ্ড,
শাসন পত্র, দ্রোণ প্রস্থ প্রভৃতি মান এবং
নাগক অর্থাৎ মুদ্রাচিহ্নিত নিক্ষাদি, এই সকল
বস্তু কুট করে (অর্থাৎ অসহুপায়ে প্রস্তুত বা
ন্যূনাধিক করে) তাহাকে এবং যে কৃত-কৃত এই
সকল বস্তু ব্যবহার করে, তাহার উত্তমসাহস
দণ্ড । ২৪৫ । যে নাগক-পরীক্ষক প্রকৃত অকুটকে
কুট বলে অথবা কুটকে অকুট বলে, তাহার
উত্তম সাহাস দণ্ড । ২৪৬ । অন্য়ুরেদন নাজিনিয়া
কেবল জীবিকা-নির্জাহার্থ কোন পণ পক্ষীকে
মিথ্যা চিকিৎসা করিলে চিকিৎসকের প্রথম-
সাহস দণ্ড, সাধারণ মহুষ্যকে ঐরূপ করিলে,
মধ্যমসাহস, রাজপুরুষকে উহা করিলে, উত্তম
সাহস দণ্ড হইবে । ২৪৭ । যে, বন্ধনের অসুপযুক্ত
ব্যক্তিকে বন্ধন করে এবং যে ব্যবহার পরি-
দর্শন না হইতেই বন্ধ ব্যক্তিকে মোচন করে,
তাহার উত্তমসাহস দণ্ড । ২৪৮ । যে ব্যক্তি,
মান বা তুলা দ্বারা তোলন করিতে করিতে
কোন কৌশলে ধাতাদি পণ্য বস্তুর অষ্টম
ভাগের এক ভাগ হরণ করে, তাহার দ্বিশত পণ
দণ্ড । অপহৃত বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধিতে দণ্ডেরও হ্রাস
বৃদ্ধি হইবে । ২৪৯ । গুহ, স্থত তৈলাদি স্নেহ
দ্রব্য লবণ, কুসুমাদি গন্ধ, ধাতু, গুড় প্রভৃতি-
পণ্য দ্রব্যে ভেতাল মিশ্রিত করিলে, ঘোড়শ
পণ, দণ্ড হইবে । ২৫০ । অপকৃষ্ট স্তত্রাং হীন
মূল্য মুক্তিকা, চর্ম্ম, ক্ষতিকাশি মণি, স্ত্র, লৌহ,
বহল এবং বস্ত্রের বহুমূল্যতার জন্য কুজিম

উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে, বিক্রয় দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আট গুণ অর্ধ দণ্ড হইবে। ২৫১। পরিবর্তিত-মুক্তিত পেটিকা (মনে কর একটি মুক্তাপূর্ণ পেটিকা আছে, আর একটি কাচপূর্ণ পেটিকা আছে, তন্মধ্যে মুক্তাপূর্ণ পেটিকা দেখাইয়া মূল্যাদি নির্ধারণ করিয়া দিবার সময় কৌশলে প্রদত্ত কাচপূর্ণ পেটিকা) কিংবা কৃত্রিম-প্রস্তুত কস্তুরিকাদি সারভাণ্ড বন্ধক রাখিলে, বা বিক্রয় করিলে নিম্নলিখিত রীতিক্রমে দণ্ড নির্ণয় জানিবে। ২৫২। যথা,—এক পণের ন্যূন মূল্যে বিক্রয়াদি করিলে পঞ্চাশৎ পণ, এক পণ মূল্যে উহা করিলে শত পণ, দুই পণ মূল্যে করিলে দ্বিশত পণ দণ্ডঃ ইহার অতিরিক্ত মূল্যে করিলে উক্ত রীতি অনুসারে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে। ২৫৩। যে সকল বণিক্-বৃন্দ, রাস-নিরূপিত মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি জানিয়াও জোট বাধিয়া, কারু এবং শিল্পীদিগের কষ্টকর মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২৫৪। যে সকল বণিক্, জোট বাধিয়া, দেশান্তরাগত পণ্য হীনমূল্যে লইবার জন্ত অবসর করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য এক মূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২৫৫। রাজা বিশেষ পরিদর্শন পূর্বক বেক্রপ মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিবেন, প্রত্যহ তদনুসারে ক্রয় বিক্রয় হইবে, সেই মূল্য হইতে অবশিষ্ট ভাগই লভ্যাংশ বলিয়া স্বত্ব হইয়াছে। ২৫৬। আর যে বণিক্ ক্রয় করিয়া সদ্যই বিক্রয় করে, সে, স্বদেশ-জাত পণ্য দ্রব্য হইতে প্রতিশত-পণে পাঁচ পণ লাভ করিবে, আর পরদেশীয় পণ্যে দশপণ গ্রহণ করিবে। ২৫৭। রাজা পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং আনয়নাদি ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিবেন বাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি না হয়। ২৫৮। যে বণিক্, মূল্য গ্রহণ করিয়া, ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না

করে, সে, পরে ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধি সময়ে প্রদান করিতে বাধ্য, অর্থাৎ বিক্রয়াদি দ্বার বাহা লাভ হইবে তৎসমেত কিংবা স্বল্প সময়ে ক্রেতার ইচ্ছানুসারে দিতে হইবে, স্বদেশীয় ক্রেতার পক্ষে এই নিয়ম; আর দেশান্তর সমাগত ক্রেতাকে, তদ্রূপে বিক্রয় করিবে যে লাভ হয় তৎসমেত দিতে হইবে। ২৫৯। বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও ক্রেতা যদি ক্রীত পণ্য দ্রব্য গ্রহণ না করে, অথচ দেবোপজব কি রাজোপজবে তাহা বিনষ্ট হয়, তাহ হইলে সে হানি ক্রেতারই। হইবে, কেন ন ক্রেতা গ্রহণ করে নাই বলিয়াই ত হানি হইয়াছে। ২৬০। পঞ্চাশত্রে ক্রেতা গ্রহণ করিতে চাহিলেও বিক্রেতা যদি বিক্রীত দ্রব্য প্রদান না করে, এমত অবস্থায় রাজোপজব ব দেবোপজবে ঐ দ্রব্য বিনষ্ট হইলে, সে হানি বিক্রেতারই জানিবে। ২৬১। অন্যের নিকা বিক্রীত দ্রব্য অপরের নিকট বিক্রয় করিলে কিংবা সদোষদ্রব্য নির্দোষ বলিয়া বিক্রয় করিলে, বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ২৬২। ক্রেতা, দ্রব্যক্রয়ের পর তাহা মূল্য অধিক হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিয় এবং বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয়ের পর তাহা মূল্য অল্প হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিয় ক্রয় বিক্রয় নিবন্ধন অমূল্যতা করিতে পারিবে না। যদি করে তাহা হইলে যথাসম্ভব ক্রীত বিক্রীত-দ্রব্য-মূল্যের বর্থাংশের একাংশ দণ্ড হইবে। ২৬৩।

ইতি বিক্রীয়াসংপ্রদান প্রকরণ।

যে সকল বণিক্ মিলিত হইয়া, লাভজন্য ব্যবসায় করে (অর্থাৎ কোম্পানি তাহাদিগের, যে যেমন অংশ প্রদান করি য়াছে, তদনুসারে কিংবা পরস্পরের যেরূপ স্বীকার করা থাকিবে, তদনুসারে লাভাংশ জানিবে। ২৬৪। এই কোম্পানির অন্তর্গত যে ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধকার্য্য করিয় দ্রব্য ক্ষতি করে, সাধারণের অমুমতি বিন কার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে, অথবা যে নিজের অশাবধানতার কতি করে, সে, ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে, আর যে, বিপৎকালে পরি

দ্রাণ করে, সে, সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের একভাগ অধিক লাভ পাইবে। ২৬৫। রাজা, মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া পণ্যদ্রব্যের লভ্যাংশ * হইতে বিংশতি ভাগের একভাগ গুরু গ্রহণ করিবেন। রাজা, যাহা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এইরূপ দ্রব্য এবং রাজোচিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রীত হইতে আসিলে, রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন। ২৬৬। যে বণিক গুরু বঞ্চনার্থ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বিবয়ে মিথ্যা কথা কহে, যে, গুরু-গ্রহণ-স্থান হইতে পার্থক্য করিয়া অপসৃত হয় এবং যে, বিবাদি-দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহা-দিগের পণ্যদ্রব্যাপেক্ষা আটগুণ দণ্ড হইবে। ২৬৭। নৌগুরু গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি, স্থলগুরু গ্রহণ করিলে, দশগুণ দণ্ড। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলে † তাহারও, এই দণ্ড। ২৬৮। সন্তুষ-বণিকের (অর্থাৎ কোম্পানির) অন্তর্গত কোন ব্যক্তি দেশান্তরে দেহত্যাগ করিলে, সেই সমবেত বাণিজ্যে, তাহার যে ধন থাকিবে, তাহা, তৎপুত্রাদি, মাতুলাদি বন্ধু, জাতি, প্রভৃতিগণ অপর বণিকগণ (অর্থাৎ কোম্পানির অন্যান্য অঙ্গীকারগণ) অথবা রাজা গ্রহণ করিবেন **। ২৬৯। ইহার মধ্যে যে বঞ্চক হইবে, তাহাকে লাভ-রহিত করিয়া বহিষ্কৃত করিবে। এই কোম্পানির মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি, স্বয়ং ভাণ্ড পর্ধ্যবেক্ষণ আয় ব্যয়পরিদর্শন করিতে অশক্ত হইবে, সে অপরের দ্বারা উহা করাইবে, কোম্পানির পক্ষে যে নিয়ম, ঋত্বিক, কর্তব্য এবং শিল্পকর্মোপজীবীদিগেরও তদ্বারাই নিয়ম কর্ত্তন করা হইল। ২৭০।

ইতি সন্তুষসমুখান প্রকরণ।

রাজপুরুষগণ, কোন এক স্থানে চৌর্য্য হইলে,

* পণ্যদ্রব্যের মূল্য হইতে বিংশতি ভাগের একভাগ, ইহা বিভাজ্যমান হইত বাধ্য।

† ক্ষমতা থাকিতে ব্রাহ্মণিকালে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ না করিলে, ইহা বিভাজ্য বাধ্য।

** অধিকারীকে পুরোক্ত নিয়মাদ্বারা জানিবে, যথারূপে অঙ্গীকারগণের অধিকার স্থান এবং ব্রাহ্মণ-দিগের অধিকার নিষেধ এই ঘটনের উদ্দেশ্য।

যাহার নিকট অপহৃত বস্তু পাওয়া যাইবে, যাহার বিশেষ কোন চৌর্য্যচিহ্ন থাকিবে, পুরোক্ত অন্ততঃ একবার যাহার চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, অথবা যাহার অবস্থিতি, সাধারণের সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহে, তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরিতে পারিবে। ২৭১। সন্দেহ হইলে এতদ্বিধ আরও কতকগুলি ব্যক্তিকে ধরিতে পারে; যথা,—যাহারা জাতি, নাম, বংশাদিগ্ন অপলাপ করে, যাহারা দ্যুত, বারাদিনা মন্য পানাদি ব্যসনে অত্যাশক্ত, রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহাদের মুখ গুরু হয় বা স্বর পরিবর্ত্ত হয়, যাহারা বিনা কারণে পরধন এবং পর গৃহের বিবরণ জিজ্ঞাসা করে, যাহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচরণ করে, যাহা-দিগের আয় নাই ব্যয় আছে এবং যাহারা প্রায়শঃ ভগ্ন ভিন্ন ক্ষুণ্ণিত দ্রব্য বিক্রয় করে। ২৭২। ২৭৩। চৌর্য্যশাস্ত্রায় ধৃতব্যক্তি আত্ম-বিশুদ্ধি-প্রমাণ দিতে না পারিলে, বিচারক, তাহার নিকট হইতে স্বামীকে অপহৃত দ্রব্য দেওয়াইবেন এবং তাহাকে চোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ২৭৪। (চোর দণ্ড যথা) অপহৃত বস্তু চোরের নিকট হইতে স্বামীকে দেওয়াইয়া শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধদণ্ড করিবেন (দশকুস্তাধিক ধাতু, শত পলাধিক স্ববর্ণাদি হরণেও এই দণ্ড)। আর ব্রাহ্মণ চোরের ললাটে চিহ্ন দিয়া রাজ্য হইতে নির্বাসন দণ্ড করিবেন। ২৭৫। গ্রাম মধ্যে, নরহত্যা বা দ্রব্যাপহরণ হইলে, সে দোষ গ্রাম-রক্ষকের, অতএব চোর ধরিতে না পারিলে, জতধন ধনীকে অর্পণ করিয়া সেই দোষ পরিহার করা কর্তব্য। চোরের নির্গমন চিহ্ন দেখাইতে না পারিলে, উক্ত নিয়ম জানিবে; বিবীত স্থলে অপহরণাদি হইলে, সে দোষ বিবীত-পালকের, পথ বা বিবীত ভিন্ন অপর কোন ক্ষেত্রাদিতে অপহরণাদি হইলে, সে দোষ রক্ষীদিগের (দোষ পরিহার পুরোক্তরূপে করিতে হইবে)। ২৭৬। গ্রামসীমান্তভাগে অপহরণাদি হইলে গ্রাম-বাসিগণকেই চোর ধরিয়া দিতে হইবে অথবা ধনীকে অপহৃত বস্তু দিতে হইবে।

নির্গমন পদ চিহ্ন গ্রামান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সেই গ্রামপালক প্রভৃতিকেই উহা করিতে হইবে। বহু গ্রামের মধ্যস্থলে এক ক্রোশ মাত্র তফাতে অপহরণাদি হইলে, পঞ্চ গ্রামের লোক, বা দশ গ্রামের লোক, উহার উক্তরূপে প্রতি-
 বিধান করিবে। (কোনরূপে কোন উপায় না হইলে, রাজা নিজ 'কোশাগার হইতে, ধনীকে অপহৃত ধন দিবেন)। ২৭৭। বন্দি-
 গ্রাহী, অশ্বগজাপহারী এবং বলপূর্বক হত্যা-
 কারী, এই সকল লোককে, শূলে আরো-
 পিত করিবে। ২৭৮। উৎক্ষেপক (অর্থাৎ
 ছিঁচকে চৌর) গ্রস্থিভেদক (অর্থাৎ গাঁইট-
 কাটা) ইহাদিগের যথাক্রমে করুচ্ছেদ,
 এবং অঙ্গুষ্ঠ-তর্জুনীচ্ছেদ কর্তব্য। ইহার
 দ্বিতীয়বার এইরূপ অপরাধ করিলে, এক
 এক হস্ত ও এক এক পাদচ্ছেদন করিবে
 । ২৭৯। ক্ষুদ্র দ্রব্য (মধ্যম দ্রব্য) এবং
 মহাদ্রব্য হরণে অপহৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে
 দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবে এবং এই
 কল্পনা করিবার পূর্বে দেশ, কাল, বয়ঃ,
 শক্তি, জাতি প্রভৃতিও চিন্তা করিয়া দেখিবে
 । ২৮০। —যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া, চোরকে
 অথবা হত্যাকারীকে, আহার, থাকিবার স্থান,
 নীতাপনোদনাদির জন্ত অগ্নি, তৃষ্ণার জল,
 অকার্য্যে মন্ত্ৰণা, তাহার উপকরণ ও সেই
 কার্য্যের ব্যয় প্রদান করে, তাহার উত্তম-
 সাহস দণ্ড। ২৮১। পরপাত্রে শস্তাঘাত
 করিলে, কিংবা দাসী ও ব্রাহ্মণী ভিন্ন অপরের
 গর্ভ পাত্তিত করিলে, উত্তমসাহস দণ্ড।
 পুরুষ বা স্ত্রী হত্যা করিলে, হত ও ঘাতকের
 গুণাদি অনুসারে, উত্তমসাহস ও অধমসাহস
 দণ্ড হইবে। ২৮২। অতিশয় দোষাবিতা,
 স্বগর্ভপাত্তিনী, পুরুষহত্যা, এবং সেতু-ভঙ্গ-
 কারিণী স্ত্রীকে গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া দিয়া
 জলে নিমজ্জিত করিবে, যদি তৎকালে তাহার
 গর্ভ না থাকে। ২৮৩। যে, পর-বধার্থ বিয-
 প্রয়োগ করে, যে, দার্পণ গৃহাদিতে অগ্নি
 প্রদান করে এবং যে, বানী, গুরুজন অথবা
 নিজ কস্তাপুত্র হত্যা করে, তাহাকে কর্ণ, নাশা,
 হস্ত ও ওষ্ঠ ছেদনপূর্বক বলীবর্ধ দ্বারা মারিয়া

ফেলিবে। ২৮৪। কাহারও গুপ্তহত্যা হইলে
 (রাজনিযুক্ত রক্ষিণ) হতব্যক্তির পুত্র এবং অ-
 রাপর বন্ধুবান্ধবগণকে জিজ্ঞাসা করিবে “ইহা
 সহিত কাহারও কলহ ছিল কি না?” ইহা
 বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, “
 ব্যক্তির কোন স্ত্রী ব্যভিচারিণী কি না?
 । ২৮৫। (আর জিজ্ঞাসা করিবে) এ ব্যক্তি
 পরস্রীতে আসক্ত ছিল কি না? পরস্রীতে
 অভিলষী ছিল কি না? কোন বৃত্তি অ-
 লম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিল? (যদি স্থান
 স্তরে গুপ্তহত্যা হইয়া থাকে ত জিজ্ঞাসা
 করিবে) কাহার সহিত গিয়াছিল? যেহা-
 ত্যা হইবে তাহার নিকটবর্তী স্থানে
 লোককে তাহাদিগের বিশ্বাসী হইয়া সূচা
 ভাবে নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। ২৮৬
 যাহারা পক্ষ শত্রুপূর্ণ ক্ষেত্র, গৃহ, বন, গ্রাম
 বিবীত, অথবা পল দন্ধ করে এবং রাজ
 ভার্য্যায় উপগত হয়, তাহাদিগকে বীরণব-
 দ্বারা দন্ধ করিয়া মারিবে। ২৮৭।

ইতি শ্রেয়শ্রকরণ।

পরস্রীর সহ কেশ গ্রহণপূর্বক ক্রীড়া, বা প-
 স্পরের দেহে অভিনব নখ ক্ষতাদি চিহ্ন দর্শ
 করিলে অথবা ঐ স্ত্রী ও ঐ পুরুষ উভয়ের ঘা
 নিজ মুখে স্বীকার করে, তাহা হইলে পুরুষে
 পরস্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে
 ২৮৮। (সামুদ্রগ পরস্রীর) নীবি, স্তনা
 বরণবস্ত্র, জপন এবং কেশাদি স্পর্শ, নির্জ-
 নাদি প্রদেশে এবং নিম্নীখাদিকালে, পর-
 স্রীর সহিত সম্ভাবণ এবং উহার সহি-
 একাসনোপবেশন, ইত্যাদি লক্ষণে কর্তব্য-পু-
 যকে পরস্রীগমন প্রবৃত্ত বলিয়া জানিবে
 ২৮৯। স্ত্রীলোক, যাহার সহিত সম্ভাবণা
 করিতে পতিপুত্রগণের নিষেধ থাকে, তাহা
 সহিত নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে, শতগুণ দ-
 দিবে, নিষিদ্ধ পুরুষ ঐরূপ করিলে দ্বি-
 শ গুণ দিবে, উভয়েই নিজ নিজ ব-
 র

* আর ইহার পরীক্ষণে এবং যে সকল ব্যভিচারি-
 নারী আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে-
 অনন্তর পর স্ত্রীকে সহ অথবা। ইহা বিতাকরা গ-
 ন্যাকা।

কর্তৃক নিবদ্ধ হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিলে সংগ্রহণে (পারজীগমনে) যে দণ্ড, সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে । ১১০। পুরুষ সর্বাঙ্গীতে উপগত হইলে, উত্তমসাহস দণ্ড, হীণবর্ণী জীতে হইলে মধ্যম সাহস, উৎকৃষ্ট বর্ণাজীতে গমন করিলে বধ দণ্ড, জীলোক সর্বাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট পুরুষে রত হইলে যথাসম্ভব কর্ণাদি কর্তন (হীনবর্ণে রত হইলে বধ) *। ১১১। বিবাহান্তিমুখী-স্মৃত অলঙ্কৃত কন্যা হরণ করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। সামান্ত্র কন্যাহরণে প্রথমসাহস দণ্ড। কন্যা সর্বাঙ্গী হইলেই ঐরূপ দণ্ড দিবে, উচ্চবর্ণী কন্যা হরণ করিলে বধ দণ্ড স্থত হইয়াছে । ১১২। স্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট-বর্ণীয় কন্যা যদি সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাকে হরণ করিলে দোষ নাই, সকামা না হইলে প্রথমসাহস দণ্ড দিতে হইবে। অকামা কন্যাকে নথ-ক্ষতাদি দ্বারা দূষিত করিলে, করজ্জেন দণ্ড হইবে, আর যদি ঐ কন্যা উচ্চজাতীয় হয়, তাহা হইলে বধ দণ্ড হইবে । ১১৩। কুমারীর অপ্রকাশিত বধার্ধ দোষ প্রকাশ করিলে শতপণ দণ্ড দিবে, আর মিথ্যা দোষ রটনা করিলে দুই শতপণ দণ্ড দিবে। পশুগমন করিলে শতপণ দণ্ড, হীনাজী (অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় জী) এবং গো-গমন করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, (অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় জীগমনে যেদ্রুপ মধ্যম সাহস দণ্ড উক্ত হইয়াছে, গোগমনেও সেইরূপ) †। ১১৪। অবরুদ্ধা (অর্থাৎ স্বামীর নিকট হইতে স্থানান্তর গমনের অসুমতি না পাওয়ায় পুরুষোপভোগবঞ্চিতা) এবং ভূজিয়া (অর্থাৎ নিয়মত কোন পুরুষের পরি-

গ্রহীতা) দাসী ও ভূজিয়া বৈয়রিনী প্রভৃতি নারী সাধারণী বলিয়া গম্য হইলেও, তাহাতে গমন করিলে, সেই পুরুষের পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে। ১১৫। অভূজিয়া এবং অনবরুদ্ধা দাসী প্রভৃতিতে বলপূর্ব্বক উপগত হইলে, দশপণ দণ্ড হইবে, ইহা স্থত হইয়াছে, ইহাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু লোকে গমন করিলে, প্রত্যেকের চতুর্বিংশতি পণ করিয়া দণ্ড হইবে। ১১৬। বেশ্যা, শুদ্ধ-গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, শুদ্ধ দাতা পুরুষকে গ্রহীতশুদ্ধের দ্বিগুণ ধন প্রত্যর্পণ করিবে, আর শুদ্ধ গ্রহণ না করিয়া বাচিক অঙ্গীকার করিলে শুদ্ধসম অর্থ প্রদান করিতে হইবে। পুরুষকেও, এইরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে (অর্থাৎ পুরুষ শুদ্ধ প্রদান করিয়া সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে শুদ্ধ আর ফিরিয়া পাইবে না) । ১১৭। নিজ পত্নীর যোনী-ভিন্ন স্থানে অর্থাৎ মুখাদিতে গমন করিলে, পুরুষের অভি-মুখে প্রস্রাবত্যাগ করিলে, অথবা প্রব্রজিতার প্রতি উপগত হইলে, চতুর্বিংশতি পণ দণ্ড । ১১৮। চাণ্ডালাদি জীগমন করিলে, তাহাকে (সহস্র পণ দণ্ড ও) ভগাকার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করিবে। শূদ্র, চাণ্ডালাদি অন্ত্যাগমনে তজ্জাতি প্রাপ্ত হয়, আর চাণ্ডালাদি নিকৃষ্টজাতির, শ্রেষ্ঠজাতির জীগমন করিলে, তাহার বধ দণ্ড হইবে। ১১৯।

ইতি জীসংগ্রহ প্রকরণ ।

যে, রাজশাসন ন্যূনাধিক করিয়া লিখে এবং যে, পরদার-গামী, অথবা চোরকে গ্রহণ করিয়া মোচন করে, ইহাদিগের উত্তম-সাহস দণ্ড । ১২০। যে, ব্রাহ্মণকে গুরু-দ্রব্যাদি ব্যাপদেশে, তাহার অজ্ঞাতে মূত্র, পুরীষাদি অন্ত্যজদ্রব্য ভোজন করার, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করিলে মধ্যমসাহস, বৈশ্যকে উহা করিলে প্রথম-সাহস এবং শূদ্রকে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধ ভাগ দণ্ড হইবে। ১২১। যে ভূবর্ণ-কারাদি, ভাল স্বর্ণ বলিয়া কৃত্রিম স্বর্ণ বিক্র-য়াদি করে এবং যে, কুতুরাদি-সদৃশ কুংসিত

* হীনবর্ণ পুরুষে রত হইলে, কর্ণাদিচ্ছেদন, এবং যণর হলে দণ্ড করণীয়, ইহা নিভাক্ষর সন্মত ব্যাখ্যা।

† নিভাক্ষর-কার বলেন, হীনা শব্দের অর্থ অন্ত্যাবস্থা-তাহা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ নহে।

সামান্য পশুগমন জাতিজ্ঞাপকর পাণের মধ্যে গণিত হইলেও উপপাতকের মধ্যে অনগণিত গো-গমন, পরদার-গমনের দ্বারা উপপাতকের মধ্যেই পণ্য। গো গমন হতে এবং হীনবর্ণীয় জীগমন হতে উপমান উপসেব ভাব প্রকাশের ইহাই উদ্দেশ্য।

মাংস বিক্রয় করে, (রাজা) তাহাদিগের অঙ্গ
চ্ছেদন করিয়া দিবেন। এবং উত্তমসাহস
দণ্ড করিবেন। ৩০২। যথার্থ চালক এবং
উৎক্রেপক, “সরিয়া যাও সরিয়া যাও”
এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিবার
পর তাহার চালিত-বৃষ-গজাদি-চতুষ্পাদ-কৃত-
কিংবা উৎক্লিপ্ত কাঠ, গোষ্ঠ, বাণ, প্রস্তরখণ্ড,
আন্দোলিত বাহ বা যুগ্মবাহী অশ্বকৃত নর-
হত্যাাদি অপরাধ, উক্ত মনুষ্যের হইবে
না। ৩০৩। যে যানবাহী বলীবর্দের নাসা-
রজ্জু ছিন্ন হইয়াছে তদ্বারা, যাহার অক্ষযুগাদি
ভগ্ন হইয়াছে, সেই যান দ্বারা, অথবা ভূম্যাদি
দোষে অতিকূলগত যানদ্বারা প্রাণিহিংসা
হইলে স্বামী দোষী হইবে না। ৩০৪। স্বামী,
সমর্থ হইয়াও যদি অমুপযুক্ত চালক-পরি-
চালিত গজবৃষাদির উপদ্রব হইতে মুক্ত না
করে, তাহা হইলে (অমুপযুক্ত-চালক-নিয়ো-
জনাপরাধে) প্রথমসাহস-দণ্ডভাগী হইবে,
আর রক্ষার্থ আহৃত হইয়াও রক্ষা না করিলে
তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ৩০৫। নিজ
কুলকলঙ্কভয়ে পরদারগামীকে চোর বলিয়া
ধরাইয়া দিলে, পঞ্চশতপণ দণ্ড। আর পর-
দারগামীর নিকট উৎকোচরূপে ধন গ্রহণ
করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, গৃহীত
ধনের আট গুণ অর্থ দণ্ড হইবে। ৩০৬। যে,
বারম্বার রাজার অনিষ্ট বিষয় বর্ণনা করে,
যে, রাজনৈতিক এবং যে, রাজার গুপ্ত
মন্ত্রণা শত্রু-নিকটে ব্যক্ত করে, তাহাদিগকে
জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া নির্দাসিত করিবে। ৩০৭।
যে, মৃত-শরীর-সংবদ্ধ বস্ত্র বিক্রয় করে, যে
গুরুকে তাড়না করে এবং যে, রাজার যান
বা আসনে আরোহণ করে, তাহাদিগের
উত্তমসাহস দণ্ড। ৩০৮। যে, কাহারও দুই
চক্ষু বিনষ্ট করিয়াছে, যে, রাজার দ্বিষ্ট বিষয়
আদেশ করে এবং যে প্রকৃত শূত্র হইয়াও
ভোজনাদির অল্প বজ্রোপবীতাদি ব্রাহ্মণ
চিহ্ন প্রদর্শন করে, তাহাদিগের অষ্টশত
পণ দণ্ড হইবে। ৩০৯। রাজা, কুদৃষ্ট ব্যবহার
সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া সেই বিবাদে
পরাজিতের যে দণ্ড হইয়াছে, বিচারক, সভ্য-

গণ ও জেতা, ইহাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তি
তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ৩১০।
অভাযা বিচারে পরাজিত হইয়াও ওঁহুত্যা
ক্রমে পরাজিত হই নাই বিবেচনা করিয়
পুনর্বিচারার্থ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তির
ধর্ম্মানুসারে পুনর্বার পরাজিত করিয়
তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ৩১১। রাজ
গোভের বশবর্তী হইয়া অত্যায ক্রমে যে
অর্থ দণ্ডগ্রহণ করেন, তাহা ত্রিংশৎগুণ করিয়
“বরুণায় ইদং” এইরূপ সংকল্পপূর্বক গিবে
দনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে (আ-
অত্যায পূর্বক যাহার নিকট দণ্ডরূপে বাহ
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তৎসমস্ত প্রত্যাণ
করিবেন)। ৩১২।

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহারাদ্যায়ে
দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যু
হইলে, তাহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে
তদ্রূপে উদকাজলি প্রদান করিতে হইবে
না। (ইচ্ছা করিলে, নাম করণের পর অগ্নি
সংস্কার এবং উদকদানও করিতে পারে।)
ইহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক হইলে, জাতি
গণ শ্রমশান পর্য্যন্ত সেই শবের অঙ্গগমন
করিবেন, যমযুক্ত ও যমগাথা পাঠ করিতে
করিতে (জাতিগণি অভাবে) লৌকিকাগ্নিধারা
দগ্ধ করিবেন। যদি উপনীত ও আহি-
ত্যাগি হয়, তবে গৃহোক্ত আহিত্যাগি-দাহন-
প্রকরণ-মতে, আর আহিত্যাগি না হইলে,
লৌকিকাগ্নিধারা সম্পত্তি অনুসারে (মৃতকে
বহুমূল্য বা অল্প মূল্য বস্তাদি শোভিত
করিয়া চন্দনাদি কাঠ-বা সাধারণ কাঠদ্বারা)
দাহ করিবে। ১। ২। জাতিগণ, সপ্তম বা
দশমদিনের মধ্যে, (অযুগ্মদিনে) দক্ষিণাত
হইয়া “অগ্নিঃ শোভচন্দ” এই মন্ত্র দ্বারা মৃত-
ব্যক্তিকে জলদানার্থ জলসরীপে গমন করিবে
। ৩। মৃত-মাতামহ এবং আটর্ঘ্যৈক্যক এইরূপ
জলদান করিবে (না করিলে পাপ হইবে)

ইচ্ছা করিলে, সখা, বিবাহিতা কন্যা ভগিনী প্রভৃতি, ভাগিনেয়, স্বগুরু এবং ঋত্বিক উদ্দেশে জলদান করিতে পারিবে। ৪। উক্ত উদকদান, বাক্য সংঘম করিয়া প্রেতের নাম গোত্র উচ্চারণপূর্বক করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী, সমাবর্তন পর্য্যন্ত এবং পতিত স্ত্রীবাধি ব্যক্তি জলদানে অনধিকারী। ৫। পাষাণী, অনাশ্রিত (অর্থাৎ যে, অধিকার সত্ত্বেও কোন আশ্রম অবলম্বন না করে), সূর্য্যাদি উত্তম দ্রব্য চোর, পতিবাধিনী কুলটী, জগৎবাধিনী সুরাপায়িনী এবং স্নানবাধিনী প্রভৃতির মৃত্যুতে অশৌচ হইবে না এবং ইহাদিগের জলদানাদি পারলৌকিক কার্য্য করিবে না *। ৬। উদকদানান্তে দ্বানোত্তীর্ণ সেই সকল বন্ধুশুশ্রূষী, কোমল-ভ্রূময় ভূত্যাগে উপবেশন করিলে, বৃদ্ধগণ প্রাচীন ইতিবৃত্ত দ্বারা তাহাদিগের শোকাপ-নয়ন করিবেন। ৭। যে ব্যক্তি, প্রাণি-গণের—কদলীশুভ্রসদৃশ নিঃসার জলবুদ্বদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর অস্তিত্বের উপর স্থিরতা বৃদ্ধি করে, সে অতিশয় মূঢ়। ৮। পূর্বজন্ম পরিগৃহীত শরীর সাহায্যে উপা-জিত কর্ম্মফলে—ভূমি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত নির্মিত দেহ, আবার যদি পঞ্চভূতে বিশাইয়া যায়, যদি মৃৎপিণ্ড মৃত্তিকায় নিপতিত হয়, যদি গণ্ডুষজল সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়, যদি ক্ষীণ দীপা-লোক চন্দ্রালোকে মিশে, যদি ক্ষুদ্র-তাল-ইন্দ্র-বায়ু মলয়ানিলের সহিত সম্মত হয়, যদি ঘটাদির অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র আকাশ অনন্ত বিস্তৃতিময় মহাকাশে বিলীন হয়, তাহাতে আবার শোক কি ? ৯। যখন একসময়ে এই অচলা বহুমতীকেও বিনষ্ট হইতে হইবে, উত্তীর্ণভরঙ্গমালাসমূহ অগাধ ঈশ্বরশিকেকেও কালসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে, অজর অমর দেবগণও কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না। তখন কোন

* লিঙ্গ, অধিকৃতি; বৃত্তরাং দ্ব্যাপারীও আর-
ণ্ডী পুরুষ এবং সূর্য্যাদি অপহৃত্ত প্রভৃতি দ্বারা মৃত্যুতেও
শৌচ হইবে না ও তাহাদিগকে জলদান করিবে না।

ছার পার্থিব প্রাণীবৃন্দ! ইহারা কি নষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে। ১০। বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবগণ রোদন সময়ে যে কক্ষ ও নয়ন জল বিসর্জন করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেতকে তাহা ভোজন করিতে হয়, অন্তত এই ভয়েও রোদন করা উচিত নহে, কেবল তাহার বাহাতে সঙ্গতি হয়, নিজস্বক্তি অনু-সারে এইরূপ পারলৌকিক কার্য্য করাই কর্তব্য। ১১। ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া, কনিষ্ঠায়ুক্রমে গৃহাভিমুখে গমন করিবে, অনন্তর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সংযত চিত্তে নিমগ্ন দংশন করিবে, অনন্তর আচমনান্তে অগ্নি, দূর্গাহু, বৃষভ, জল, গোময় এবং গৌর সর্পস্পর্শ করিয়া প্রস্তরধণ্ডে পদচ্ছাদপূর্বক শতৈঃ শতৈঃ গৃহ প্রবেশ করিবে। ১২। ১৩। জ্ঞাতি ভিন্ন অপরে প্রেতস্পর্শ করিলে, তাহারও গৃহপ্রবেশাদি কার্য্য করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি ইচ্ছা করিলে, স্নান ও প্রাণায়াম করিতে হইবে। ১৪। (ব্রহ্মচারীর পক্ষে মৃত-অপরের সংস্কার করা নিষিদ্ধ বটে) কিন্তু আচার্য্য, মাতা, পিতা এবং উপা-ধ্যায়ের সংস্কার করিলেও ব্রহ্মচারীর ব্রহ্ম-চর্যা চ্যুতি হইবে না, তবে তাহাদিগের অশৌচ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবেন না এবং তাহাদিগের সহবাস করিবেন না। ১৫। (সপিণ্ডদিগের কর্তব্য নির্ধারণ হইতেছে) সপিণ্ডগণ, তিন দিন যাবৎ ক্রীত অথবা অযা-চিত্তলব্ধ অন্ন ভোজন করিবে এবং পৃথক পৃথক শয়ন করিবে, পিণ্ড পিতৃ শব্দের স্মৃতি-স্মার-স্মার (অর্থাৎ বিদ্বতোত্তরীয়াদি হইয়া) আকাশে (অর্থাৎ ত্রিপিদিকার উপরে) যুগ্ম গায়ে একদিন নীরক্ষীর প্রদান করিবে, (পরে প্রথাদি দিনে, অস্থি সংগ্রহ করিবে) “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে” ইত্যাদি বৈশেষ-আদেশ, আছে বলিয়া বৈতান কার্য্য (অর্থাৎ ত্রৈতাগ্নি-সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি) এবং উপাসন কার্য্য (অর্থাৎ গৃহাধিতে সারংপ্রাতঃকালে আহুতি দান) অশৌচকালেও করিতে পারিবে। ১৬। ১৭।

২২ জাতির মৃত্যু ও জন্মে (ব্রাহ্মণের) দশরাত্রি অশৌচ, আর সপ্তমের পর দশম পুরুষের অন্তর্গত জাতির জন্ম মৃত্যুতে, দ্বিরাত্রি অশৌচ, ইহা মন্বাদি ঋষিগণ ইচ্ছা করেন। যেমন পুত্রজন্মে কেবলমাত্র মাতার স্থায়ী অঙ্গাস্পৃশ্যতা হয়, সেইরূপ দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যুতে কেবলমাত্র পিতা মাতারই অঙ্গাস্পৃশ্য হইবে। ১৮। পুত্রজন্মে মাতা পিতার অঙ্গাস্পৃশ্য হয় বটে কিন্তু (পিতার অঙ্গাস্পৃশ্য অশৌচ অস্থায়ী, স্নানাপনের মাত্র) শোণিতদর্শন হেতু মাতার অঙ্গাস্পৃশ্য-অশৌচই বিংশতি দিন পর্যন্ত স্থায়ী, পূর্বপুরুষগণ পুত্ররূপে উৎপন্ন হ'ন বলিয়া পুত্রের জন্মদিন, দানাদি-পক্ষে প্রতিবন্ধক নহে। ১৯। জনন-মরণাশৌচ-মধ্যে (সজাতীয়) অশৌচান্তর হইলে, পূর্বাশৌচাবশিষ্ট দিন দ্বারা শুদ্ধি হইবে (ইহা স্থূল ব্যবস্থা) গর্ত্ত্রাবে মাসতুল্য অহোরাত্রি (অর্থাৎ ২৪ সংখ্যক মাসে গর্ত্ত্রাবে হইবে, তৎসমসংখ্যক অহোরাত্রি) অশৌচকাল, তদন্তে শুদ্ধি ২০। যাহারা—অভিযুক্ত ক্ষত্রিয় রাজা, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণ (এবং অন্ত্যজ) কর্তৃক বিনাশিত ও যাহারা আত্মঘাতী তাহাদিগের মরণে সন্ধ্যাশৌচ। প্রবাসী জাতি অশৌচ শুনিলে, প্রকৃত পক্ষে অশৌচ কালের যে কয় দিন অবশিষ্ট থাকে, সেই কয় দিন তাহার অশৌচ থাকিবে, তদন্তে শুদ্ধি; অশৌচকাল পরিপূর্ণ হইয়া যাইবার পর শুনিলে স্নান ও উল্লেকদানে শুদ্ধি হইবে* ২১। ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন, শূত্রের একমাস এবং পাক্ষজ-দ্বিজ-শূদ্রাদিকর্ত্তে নিরত শূত্রের মাসার্দ্ধ। ২২। দন্তোদগমনকালের পূর্বে মরিগে, তৎসপিণ্ড দিগের সন্ধ্যাশৌচ, তদন্তর, চূড়াকালের পূর্বে মরিগে। তৎসপিণ্ডমরণের এক অহোরাত্রি অশৌচ হৃত ইহে, তদন্তর উপ-নয়ন কালের পূর্বপর্যন্ত দ্বিরাত্রি অশৌচ,

* অশৌচ প্রকরণ সংক্ষেপে বলা যায় না। বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা করিয়া বীৰ্য্যসা করিতে হয়। এ সকল বচনও বীৰ্য্যসানী।

অনন্তর দশরাত্রি অশৌচ ২৩। অপ্রমত্তা সপিণ্ড কন্তা (কন্তাসপিণ্ডতা চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত) অগ্নি সংস্কৃত অজাত-দন্ত সপিণ্ড* বালক, উপাধ্যায়, শিষ্য বেদাঙ্গশিক্ষক, মাতুল এবং একশাখাধারীর মৃত্যু হইলে এক অহোরাত্রি অশৌচ। ২৪। ক্ষেত্রজাদি পুত্রের জন্ম মরণে—পিতার, অন্যা-সক্ত ভাৰ্য্যা মরণে—পিতার, এক অহোরাত্রি অশৌচ; যদেবাধিপতির মৃত্যুতে এক দিন অথবা একরাত্রি অশৌচ। ২৫। ব্রাহ্মণ, শূদ্র শবের অহুগমন করিবে না, বিপ্রশবের অহুগ-মনও নিষিদ্ধ, তবে যদি স্নেহাদিপ্রযুক্ত কখন বিপ্র শবের অহুগমন করে, ত জলাবগাহন, অগ্নিস্পর্শ এবং ঘৃত ভোজন করিয়া শুচি হইবে। ২৬। রাজাদিগের রাজকাৰ্য্যে অশৌচ, প্রতিবন্ধক নহে, যাহারা বিদ্যাংপাতে বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের যাহারা গোত্রাঙ্গণ রক্ষার্থ বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের এবং যাহারা সমুদ্রযুদ্ধে বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের মরণজনিত অশৌচ হইবে না। এবং রাজা অনন্তসাধ্য মন্ত্রণা বা অভিচারাদি কার্য্যের জন্ত মন্ত্রী পুরোহিতাদির মধ্যে যাহার অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করিবেন, তাহারও অশৌচ হইবে না। ২৭। সমাপ্তবরণ ঋত্বিক ও দীক্ষিত বজ্রমানের বজ্রীয় কার্য্যে সন্ধ্যাশৌচ, অন্ন-জ্ঞীর অন্নসত্তে ও আরক চাক্ষায়নাদি ব্রতের তত্ত্বংকার্য্যে, সন্ধ্যাশৌচ। নৈষ্ঠিক উপকূলা-ণক ব্রহ্মচারী, নিত্যদাতা অপ্রতিগ্রাহী বৈবা-নস, এবং যতি ইহাদিগের সর্বত্র সন্ধ্যাশৌচ। ২৮। পূর্ব সংকল্পিত জব্য দানে, জাতাত্মা দায়িক বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যে সংকল্পিত বুধোৎসর্গ প্রভৃতি যজ্ঞে, যুদ্ধ বা দেশবিপ্লব উপস্থিত হইলে তৎকালিক শাস্তি হোমাদিতে এবং অতি কষ্ট জনক বিপৎকালে, তৎস্বচিত্ত জন্মান্তরোপ হ্রদ্বৃষ্ট শাস্তিকামনা ইদানাদি কার্য্যে সন্ধ্যাশৌচ বিহিত হইরাছে। ২৯। রজস্বলা স্পৃষ্ট এবং কুকুরাদি-অপবিজ-স্পৃষ্ট ব স্নান করিবে, অকৃত স্নান ঐ ব্যক্তি যাহাদি গকে স্পর্শ করিবে, তাহার আচমন করিয়া আপোহিতাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ এবং একবাক্য

মানসগায়ত্রী জপ করিবে। ৩০। দশাহাদি কাল, অগ্নি, অবভৃথ নানাদি কর্ম, মৃত্তিকা, বায়ু, মন, অধ্যাত্মজ্ঞান, চাক্ষুণ্যাদি তপস্যা, জল, অমৃতাপ এবং উপবাস, এই সমস্ত শৌচের প্রতি কারণ। ৩১। দান—অকার্যকারীকে, স্রোতঃ—নদীকে, মৃত্তিকা ও জল—শোধ-নীয় দ্রব্যকে, প্রত্নজ্ঞা—বিজগৎকে, বেদান্ত্য-সাদি তপস্যা—বেদজগৎকে, শাস্তি—বেদার্থ-বেত্তাকে, জল—শরীরকে, অধমর্ষণাদি জপ—প্রচ্ছন্নপাপিগণকে, এবং সত্য—মনকে পবিত্র করিয়া থাকে, ইহা উক্ত হইয়াছে। ৩২। ৩৩। দেহেন্দ্রিয়াভিমাত্রী আত্মা, তপস্তা এবং “অস্থলং অননু” ইত্যাদি উপনিষদ-বাক্য-জনিত জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। বুদ্ধি, প্রমাণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে, “তত্ত্বমসি” মহাবাক্য, জনিত ঈশ্বর জ্ঞান, জীবাশ্মার সর্বোৎকৃষ্ট শোধক, ইহা বিজ্ঞাত হইয়াছে। ৩৪।

ইতি অশৌচপ্রকরণঃ ।

ব্রাহ্মণ, আপংকালে (অর্থাৎ নিজ-বৃত্তি অবলম্বনে পরিবার প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইলে), ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, অথবা (তাহাতেও জীবিকা নির্বাহ না হইলে) বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিবে। (এইরূপ সকল উৎকৃষ্ট জাতিই নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহে অসমর্থ হইলে স্বাপকৃষ্ট জাতির জীবিকা আশ্রয় করিবে) ক্রমে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা আত্মশোধনপূর্বক বিশুদ্ধপথে বিচরণ করিবে। ৩৫। কদলী প্রভৃতি ফল, মণিমাণিক্য, কৌমাণ্ডিবস্ত্র, সোমলতা, মহুয়া, অপ্প, বীরুধ, তিল, ওদনাদিভোজ্য, গুড়াদিস, যবক্ষারাদিক্ষার, দধি, হৃৎ, ঘৃত, জল ধজাদি অস্ত্র, মদ্য, মোম, লাক্ষা, মধু, লাক্ষা, কৃশ, মৃত্তিকা, চর্ম, পুষ্প, কলমবিশেষ, কেশ, তজ্র, ছুয়ি, কোশেরবস্ত্র, নীলী, লবণ, মাংস, অম্বাদিএকশক, নীস, (লোহ), শাক, জার্ড ওষধি, পিন্যাক, আর্য্য পণ্ড ও চন্দনাদিগন্ধ—ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিতে প্রযুক্ত হইলেও, এই সকল বস্তু বিক্রয়

করিবে না। তবে ধর্ম সাধনোদ্দেশ্যে, ধান্য গ্রহণ করিয়া তৎপরিমিত তিল বিনিময় করিতে পারিবে। ৩৬—৩৯। লাক্ষা, লবণ ও মাংস বিক্রয় করিলে পতিত হইবে, দধি, হৃৎ এবং মদ্য বিক্রয় করিলে, শূদ্রত্ব লাভ হইবে। ৪০। ব্রাহ্মণ, ঐক্লপ বিপন্ন হইয়াও ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া, যার-তার নিকট প্রতিগ্রহ বা যেখানে সেখানে ভোজন করিলেও পাপ ভাগী হইবে না। কেন না ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও সূর্যের তুল্য। ৪১। (বক্ষ্যমাণ বৃত্তি সকলের মধ্যে যেটি যাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, আপংকালে সে, তাহাও অবলম্বন করিবে) কৃষি, শিল্প, প্রেযতা বিদ্যা (অর্থাৎ বেতনগ্রহণপূর্বক অধ্যাপনাদি) কুসীদ, শকট (অর্থাৎ ভাড়া লইয়া শকট দ্বারা ধান্যবহন) গিরি (অর্থাৎ পার্বত্যীয় ভূগ কাষ্ঠাদি দ্রব্য ব্যবহার) সেবা, জলপ্রায় দেশ (অর্থাৎ তদ্দেশজাত দ্রব্য ব্যবহার) রাজাকে আশ্রয় করা এবং ভিক্ষা, আপং-কালের জীবনোপায়। ৪২। (কোনরূপ জীবিকা নির্বাহের উপায় না হইলে) তিন দিন উপ-বাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণের (অর্থাৎ শূদ্রের তদ-ভাবে বৈশ্যের তদভাবে নিকৃষ্ট কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের) (এক দিনোপযোগী) ধান্য অপহরণ করিবে। যদি অপহরণান্তে অভিযুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিত হয় ত ধর্মতঃ সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবে। ৪৩। অনন্তর, রাজা সেই অপহর্তার আচার, কুলশীল, শাস্ত্র শ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, তপোনিষ্ঠা এবং পোষ্যবর্গ ইত্যাদি ত্রিবরণ জাত হইয়া তাহার ধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্বাহের উপায় করিয়া দিবেন *। ৪৪।

ইতি আগচ্ছ্য প্রকরণঃ ।

পুত্রের প্রতি পত্নীর ভরণ পোষণের ভার-পর্ণ করিয়া অথবা (পতিশুশ্রূষার্থ বনগমনে পত্নীর বিশেষ আগ্রহ থাকিলে) তাহার সহিত মিলিত হইয়া, বানপ্রস্থ, স্থিরব্রহ্মচর্য্য অব-

* ইহার সহিত গত শ্লোকের সম্বন্ধ না রাখিয়া “রাজা যে ব্রাহ্মণ জীবিকানির্বাহে অসমর্থ, তাহার” এই রীতি অনুসারে অর্থ করিলে মিতাক্ষরানুসৃত হইবে।

লখনপূর্বক ত্রেতাগ্নি ও গৃহাগ্নি সমভিব্যাহারে বনগমন করিবেন । ৪৫ । অকুষ্ঠ-ক্ষেত্র-সমুত্ত শস্ত্র (অর্থাৎ নীবার-শ্রামাদি) দ্বারা অগ্নির তৃপ্তিসাধন (অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য কৰ্ম্ম) করিবে, তদ্বারাই ভিক্ষা দিবে । পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথি, ভূতগণ, ভূতাবর্গ ও আশ্রমাগত অভ্যাগতগণকে তদ্বারা তৃপ্ত করিবেন ; নথলোম-জটাশ্রদ্ধার্থী এবং আয়োপাসনা-নিরত হইবেন । ৪৬ । ভোজন যজ্ঞাদি কার্যের অন্য এক দিন এক মাস, যথাসি অথবা এক বৎসরের ব্যয়োগপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিবেন, ইহা হইতে অধিক অর্থ সংগৃহীত, আশ্বিন মাসে তৎসমস্ত দান করিয়া ফেলিবেন । ৪৭ । দর্প-শূত্র, ত্রিকালস্নায়ী, প্রতিগ্রহ-যাজ্ঞাদি-বিমুখ, বেদাভ্যাসরত, ফলমূলাদি-ভিক্ষা-দান-ক্ষীল এবং অমুক্ষণ সকল প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন । ৪৮ । দন্তোলুথলিক (অর্থাৎ যে, ধাতুকে দন্ত দ্বারা তুষ শূত্র করে), কালপক্কাণী (অর্থাৎ যে, যথাকালে পক্ ফলাদি দংশন করিয়া ভোজন করে) (অগ্নি-পক্কাণী), অথবা অশ্বকুটক (অর্থাৎ যে প্রস্তরদ্বারা ধাতু কুট্রিত করিয়া লয়) হইবে এবং শ্রৌত স্মার্ত কৰ্ম্ম ও ভোজন-ব্রহ্মণাদি কার্য, ফল স্নেহ দ্বারাই নির্বাহ করিবে (স্বতাদি ব্যবহার করিবে না) । ৪৯ । অনবরত চাত্তারগ ব্রতাহুষ্ঠান দ্বারা সময়াতিপাত করিবে, অথবা প্রাজাপত্য আচরণেই জীবন কাটাইতে থাকিবে । এক পক্ষ অন্তর বা এক মাস অন্তর ভোজন করিবে । অথবা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে আহার করিবে । ৫০ । রাত্রিকালে পবিত্রভাবে অনাস্তৃত ভূমিতে শয়ন করিবেন, পর্যটন অবস্থিতি উপবেশনাদি ব্যাপার অথবা বোগাভ্যাসে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিবেন । ৫১ । গ্রীষ্মকালে পঞ্চাশির মধ্যে থাকিয়া, ষষ্ঠ্যকালে বর্ষধারাসিক্ত স্থণ্ডিলে শয়ন করিয়া, হেমন্ত কালে দিনযামিনী আর্দ্র বসন পরিধান করিয়া, অথবা আপনাতঃ শক্তি অনুসারে তপস্তা করিবেন । ৫২ । যে, কষ্টক দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহার

উপরেও ক্রোধ করিবেন না এবং যে, চন্দন দ্বারা লিপ্ত করে, তাহার প্রতিও সমুত্ত হইবেন না । কিন্তু তাহাদিগের উভয়ের প্রতিই সমান ব্যবহার করিবেন । ৫৩ । অথবা অগ্নি পরিচরণে অক্ষম ব্যক্তি অগ্নি, আপনাতে অন্তর্হিত করিয়া বৃক্ষতলবাসী (অর্থাৎ কুটীর শূত্র) হইবে এবং স্বল্প ফলমূল আহার করিবে, অভাবে যদ্বারা কেবল মাত্র প্রাণ ধারণ হইতে পারে, রস সংগ্রহাদি হয় না, অস্ত্রাশ্র কুটীরবাসী বানপ্রস্থদিগের গৃহে ভাবমাত্র ভিক্ষা করিবে । ৫৪ । তদসমুত্ত, গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক আট গ্রাম মাত্র ভোজন করিবে, অনুপশমনীয় রোগাদি উপপন্ন হইলে বায়ুভোজী হইয়া শরীর পাত না হওয়া পর্যন্ত সমানে ঈশানকোণাভিমুখে গমন করিবে । ৫৫ ।

ইতিবানপ্রস্থপ্রকরণ ।

সর্ববেদ-দক্ষিণায়ুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যথানিয়মে সেই সকল বৈতান ওপাসন অগ্নি আপনাতে আরোপিত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে অথবা (বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে) গৃহস্থআশ্রম হইতেই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে । যে ব্যক্তি বোধায়ন ও যুক্তজপ করিয়াছে, যে পুত্রবান, যে অরু পশু প্রভৃতিকে যথাশক্তি অন্ন দান করিয়াছে, যে আহিতাগ্নি এবং যে যথাশক্তি নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশাধিকার আছে, অতথা ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই । ৫৬ । ৫৭ । ইষ্টানিষ্টকর সমস্ত প্রাণিগণের প্রতিই ঔদাসীন্য করিবে । শাস্তিগুণাবলম্বী হইবে । তিন গাছ দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিবে । একাকী থাকিবে । অভিমান মূলক শ্রৌত-স্মার্ত ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিবে এবং কেবল মাত্র ভিক্ষার জন্ত গ্রামে প্রবেশ করিবে । ৫৮ । 'কোন গুণের পরিচয় না দিয়া বাক্য নেত্রাদির চাপল্য এবং লোভ পরিত্যাগপূর্বক ভিক্ষুকান্তর-বর্জিত-গ্রামে কেবল প্রাণ ধারণ অষ্টভাগে বিভক্ত দিবসের পঞ্চমভাগে, ভিক্ষাচরণ করিবে । ৫৯ । বৃদ্ধ, বেগুন্ন,

দারুময় এবং অলাবুময় পাত্র, যতিদিগের ব্যবহার্য। গোলাকুল-কেশ এবং জল, এই সকল পাত্রকে শুদ্ধ করে। ৬০। ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় হইতে নিবর্তিত করিবে। অন্নরাগ ও ঘেষ পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভীতি উৎপন্ন হয়, সেই সকল ব্যবহার করিবে না। চতুর্থাশ্রমী দ্বিজ, এইরূপে ক্রমে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ৬১। ভিক্ষু, বিষয়-কামনাদিজনিত-দোষ-কলুষিত অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে বিশুদ্ধ করিবে। কেননা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির এবং ধ্যান-ধারণাদি কর্মে বিলক্ষণ সাধুত্ব লাভের কারণ। ৬২। বিবিধ গর্ভযন্ত্রণা, জন্মমৃত্যু, নিষিদ্ধাচরণাদি জনিত-নরক-গমনাদিগতি, আধি, ব্যাধি, অবিন্যা, অস্মিতা, রাগঘেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ, জরা, অক্ষয় পদ্বাদিজনিত রূপ বিপর্যয়, সহস্র সহস্র জাতিতে উৎপত্তি, ইষ্ট বস্তুর অপ্ৰাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া (যাহাতে আর সংসারে না আসিতে হয় এই 'জ্ঞত') নিদি-
 ৬৩। ৬৪। কোন একটা আশ্রমাবলম্বন, ধর্মের প্রতিকারণ নহে, কেননা আশ্রমাবলম্বন ত করিলেই হইল, অতএব অপকার (অর্থাৎ অপরে যে ব্যবহার করিলে আপনকার ক্ষোভ হয় বা হইত, পরের প্রতি সে ব্যবহার) না করা সত্যবাদিতা, অস্তেয়, অক্রোধ, লজ্জা, শোচ, বৃদ্ধি, ধৈর্য, দর্প, শূন্যতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ইহাই সমস্ত ধর্মের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ এ সকল ব্যতীত কেবল মাত্র আশ্রমাবলম্বন অর্থাৎ দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিলেই ধর্মোচ্চাচন হয় না। আশ্রমাবলম্বনও করিতে হইবে, এ সকল কার্যও করিতে হইবে)। ৬৫। ৬৬। যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে ক্ষ লিঙ্গ সকল নিঃসৃত হয়, অথচ বস্তুতঃ এক বস্তু হইলেও ইহা লৌহপিণ্ড এবং এই সকল ক্ষ লিঙ্গ, এইরূপ পৃথক ভাবে ব্যবহার হয়। সেইরূপ পরমা-

আর নিকট হইতে এই সকল জীবাশ্মা নিঃসৃত হইয়াছে (অথচ ফলতঃ এক বস্তু হই-
 লেও পৃথক পৃথক ব্যবহার হইতেছে)। ৬৭। তাহার মধ্যে প্রত্যেক জীবাশ্মাই পাণ বা পুণ্যজনক কিছু কিছু কর্ণ—স্বয়ং (অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূর্বক), কিছু কিছু—যচ্ছাক্রমে (যথা পীপিলিকাদি ভোজন) এবং কিছু কিছু—জন্মান্তরীণ অভ্যাস বশতঃ করিয়া থাকেন। (তাহাই ভাবি-জন্মাদির কারণ)। ৬৮। আশ্মা ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ (কার্য্য নহে); কেননা তিনি নিত্য, আশ্মা জগতের কর্তা; কেননা তিনিই চেতন (অচেতন বস্তু কর্তা হইতে পারে না) আশ্মা সর্ব ব্যাপক, গুণবান (অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের নিয়ন্তা) এবং কাহারও অধীন নহেন, তিনি বস্তুতঃ জন্ম-রহিত হইলেও শরীর ধারণ বশতঃ জাত বলিয়া ব্যবহৃত হ'ন। (প্রকৃত জীবাশ্মা এবং পরমাশ্মা উভয়ই এক, পরমাশ্মার যে সকল অংশ বিশেষ অনাদি বাসনার বশবর্তী হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে, তাহাই জীবাশ্মা)। ৬৯। ঐশ্বরের পর সৃষ্টির আদিতে সৌ-ঈশ্বর বা আশ্মা যেসকল আভাস বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী উত্তরোত্তর এক এক অধিক গুণযুক্ত (যথা আকাশ শব্দ গুণযুক্ত বায়ু শব্দ ও স্পর্শ গুণযুক্ত ইত্যাদি) এই সমস্ত পদার্থ সৃজন করিয়াছেন সেইরূপ তিনি স্বয়ং অংশাংশবিশেষে উৎপন্ন হইবার সময় ঐ সকল পদার্থকে গ্রহণ করেন ৥ ৭০ ॥ সূর্য্য আহুতি দ্বারা পরিতৃপ্ত হন, সূর্য্য হইতে বর্ষণ হয়, অনন্তর ধান্যাদি-ওষধি-রূপ অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই অন্ন রসরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে শোণিত ও বীৰ্য্য ভাব প্রাপ্ত হয় ৥ ৭১ ॥ ঋতুকালে স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-সম্বৃত্তি বিত্তক শোণিত অবলম্বন করিয়া, বর্ষ ধাতু রূপী-প্রভু-চেতন, আকাশাদি পঞ্চ ধাতু বা পঞ্চ ভূতকে শরীররন্ত্রে সহকারী করিয়া থাকেন ৥ ৭২ ॥ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেঞ্জিয় মন, প্রাণাদি পঞ্চ শারীর বায়ু, জ্ঞান, আয়ু, স্বপ্ন, যুতি ধারণা (অর্থাৎ বুদ্ধি ও মেধা) প্রেরণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিচালন) হৃৎ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকার বর্ণ, স্রব, ঘেষ, মদল এবং অমদল এই সকল

পদার্থ শরীর গ্রহণেচ্ছা অনাদি আত্মার পূর্ব
জন্মার্জিত কৰ্ম ফলের কার্য ॥ ৭৩।৭৪ ॥ গর্তের
প্রথম মাসে সেই বর্ষ ধাতু, অপর ধাতু
সহযোগে তরল, ভাবাক্রান্ত হইয়া দ্রবরূপে
থাকে, দ্বিতীয় মাসে দ্রবং কঠিন মাংস
পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তৃতীয়
মাসে তাহার অপরিষ্কৃত অঙ্গ এবং ইঞ্জিয়
সমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥ আত্মা
তৃতীয়মাসে আকাশ হইতে লাভব, অস্থ
দর্শিতা ভোগ্য শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় এবং বলাদি—
বায়ু হইতে স্বক ইঞ্জিয় গমননিচেষ্ঠা ব্যাহন
(অর্থাৎ হস্ত পদাদি অবয়বের নানাবিধ
আকৃষ্টন প্রসারণ) কাঠিন্য এবং স্পর্শ—তেজ
হইতে চক্ষুরিঞ্জিয়, পরিপাক শক্তি উষ্ণতা,
রূপ এবং লাভব্য—জল হইতে, রসেন্দ্রিয়,
রস, অঙ্গের স্নিগ্ধতা, কোমলতা এবং ক্রৈদ—
পৃথিবী হইতে গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুতা এবং
দৃশ্যমান জড়দেহ—সংগ্রহ করেন। অনন্তর
চতুর্থ মাসে স্পন্দন হইয়া থাকে ॥ ৭৬—৭৮ ॥
গর্ভাবস্থায় যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয়
গর্তিণীকে তাহা প্রদান না করিলে, গর্ত
বৈরূপ্য এবং মরণ ইহার অন্ততর দোষ প্রাপ্ত
হইবে। অতএব গর্তিণী জীর প্রিয় আচরণ
করিবে ॥ ৭৯ ॥ চতুর্থ মাসে অবয়ব সকলের
দৃঢ়তা হয়, পঞ্চম মাসে রক্ত সঞ্চার হইয়া
থাকে। ষষ্ঠ মাসে বল বর্ণ, নখ এবং রোম
উৎপন্ন হয় ॥ ৮০ ॥ সপ্তম মাসে ঐ গর্ত—মন,
চৈতন্য, নাড়ী এবং স্নায়ু যুক্ত হয়। অষ্টম
মাসে দৃঢ় স্বক, মাংস ও স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন
হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥ অষ্টম মাসিক গর্তের
ওজ (অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ইয়দৃক্ষ ওজ এবং
পীত বর্ণ পদার্থ বিশেষ) গর্তধারিণীর এবং
গর্তের প্রতি বারংবার প্রধাবিত হয়। তজ্জন্ম
অষ্টমমাসে ভূমিষ্ঠ বালকের প্রারম্ভই যুত্ব
হয় (ফলতঃ ওজস্থিতিই জীবনের প্রতি
কারণ, জন্মক জননীর দৃঢ়তায় ওজস্থিতি
হইয়া থাকে, তাহার ধারন্ত সময় সপ্তম মাস;
তজ্জন্ম সপ্তমমাসের পূর্ব জন্মিলে কোন
মতেই জীবিত থাকিবে না ॥ ৮২ ॥ (জীব)
সবম কিম্বা দশম মাসে, স-জর অবস্থার, প্রবল

প্রসব-বায়ুবেগে ধ্বংসকৃত বাণের মত যন্ত্র-ছিদ্র
দ্বারা নিকাশিত হয় ॥ ৮৩ ॥ তাহার শরীর ষড়-
বিধ (অর্থাৎ রস হইতে রক্ত-কর অগ্নি (১)
রক্ত হইতে মাংস-কর অগ্নি (২) মাংস হইতে
মেদস্কর অগ্নি (৩) মেদ হইতে অস্থিকর অগ্নি
(৪) অস্থি হইতে মজ্জাকর অগ্নি (৫) মজ্জা
হইতে শুক্রকর অগ্নি (৬) এই ষড়-বিধ অগ্নি:
যুক্ত রক্তাদি ষড়-বিধ স্বক, সেই শরীরের
অবলম্বন। আর (তাহার) করদ্বয় চরণদ্বয়
মন্তক এবং গাত্র এই ছয় ও অঙ্গ, ৩৬০
স্তন শত ষাট খান অস্থি ॥ ৮৪ ॥ (যথা) দন্ত
মূলাস্থি ও দন্তাস্থি সমষ্টিতে এই চতুঃষষ্টি—
নখ, বিংশতি—পানি পানস্থিত শলাকাকৃতি
অঙ্গুলি মূলাস্থি বিংশতি এই চত্বারিংশ অস্থি
খণ্ডের স্থানচারিটি অর্থাৎ দুইটি পদ এবং
দুইটি হস্ত। একএক অঙ্গুলি অস্থি-ত্রয়-ষাটটি
এইত্রি বিংশতি অঙ্গুলির ষাটখানি পাশ্চাত্যের
দুইখান, দুই দুই চার গুলফে চারখান, বাহুদ্বয়ে
অরদ্ধি পরিমিত চারখান, অস্থি জজ্বাহর্যেও
চারখান, জাহ্নু, কোপল উরু উরু-পীঠ,
স্কন্ধ অক্ষ (অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণের মধ্যভাগ)
তালু শ্রোণী এবং শ্রোণী-পীঠ এই সকল
স্থানে দুইখান দুইখান করিয়া নিকিষ্ট হই
য়াছে, গুহস্থানে একখান অস্থি, পৃষ্ঠদেশে
পঞ্চচত্বারিংশত খান, গ্রীবাদেশে পঞ্চ দশ
খান অস্থি থাকিবে, প্রতি জক্রতে (বক্ষ এবং
স্কন্ধের সন্ধির নাম জক্র) এক একখান অস্থি,
হৃদদেশেও একখান, হৃদমূল, ললাট, চক্ষু এবং
গণ্ডে (অর্থাৎ কপোল এবং অক্ষের মধ্য বর্ষ
স্থানে) দুই দুইখান অস্থি, নাসিকাতে দ্বয়সং-
জ্ঞক একখান অস্থি থাকে, পাশ্চাত্য স্থানকাহি
অর্থাৎ (পার্শ্ব পীঠাস্থি) এবং অর্জুদ (অর্থাৎ
তদন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি) এইরূপ সমষ্টিতে যি
সপ্ততিখান, শথ্যকে (অর্থাৎ ক্র এবং কর্ণের
মধ্যদেশে) দুইখান অস্থি, কপালাস্থি (অর্থাৎ
মাধার ষ্ণুলি) চারখান এবং বক্ষস্থলে সপ্তদশ
অস্থি, মনুস্যের এই (তিনশ ষাটখান) অস্থি-
সঙ্খ্য কথিত হইল ॥ ৮৫—৯০ ॥ গন্ধ, রূপ, রস,
স্পর্শ এবং শব্দ এই পাঁচটি,—বিষয় বলিয়া স্বত
হইয়াছে, নাসিকা চক্ষু জিহ্বা স্বক এবং কর্ণ

এই পাঁচটীকে জানেন্দ্রিয়, হস্তদ্বয় ওহ উপস্থ
বাক্য এবং পাদদ্বয় এই পাঁচটীকে স্পর্শেন্দ্রিয়,
আর মনকে জ্ঞান কর্তৃ উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক
বলিয়া জানিবে ॥ ১১।১২ ॥ নাভি ওজ পায়ু
ওজ শোণিত শব্দদ্বয় মন্তক অংস কণ্ঠ এবং
হৃদয় এই দশটি প্রাণস্থান। (ইহা সংক্ষিপ্ত
রূপে কথিত হইল) বস্মা মাংস স্নেহ নাভি কুস্-
কুস প্লীহা ক্ষুদ্র-অন্ত্র বৃক্কদ্বয় (অর্থাৎ হৃদয়
সমীপস্থিত মাংসপিণ্ড দ্বয়) মূত্রাশয় বিষ্ঠাশয়
আমাশয় জংপিণ্ড স্থল-অন্ত্র ওহ উদর এবং
নাভির-অধঃপ্রদেশস্থ ওহ-মণ্ডলদ্বয় (এই সকল
প্রাণস্থান) ইহা বিস্তারিতরূপে কথিত হইল
॥ ১৩—১৫ ॥ চক্ষুর তারাদ্বয়, চক্ষু ও নাসিকার
সন্ধিদ্বয়, কর্ণশুল্লিদ্বয়, কর্ণপালীদ্বয়, কর্ণদ্বয়
শব্দদ্বয় জ্বর্য দন্তবেষ্ট দ্বয়, ওষ্ঠাধির, জ্বন-
কৃপকদ্বয় বজ্জণ (অর্থাৎ জ্বন এবং উরু-
দেশের সন্ধিদ্বয়), অন্ত্রদ্বয়, বৃক্কদ্বয়, শ্লেষ্ম
সংঘাতজ, স্তনদ্বয়, উপজিহা (অর্থাৎ আলজিব)
কটিপ্রোথদ্বয় বাহুদ্বয় জজ্বা ও উরুদেশস্থিত
মাংসপিণ্ড, তালু, উদর, মূত্রাশয়, বস্তি, মন্তক,
চিবুকদ্বয়, হৃদয়মূল ও কপোলেরসন্ধি দ্বয় এবং
শরীর স্থিত নিয়মদেশ—কুংসিত জড়পিণ্ড
দেহস্থিত এই সকল স্থান, চক্ষুতারার দুই দুই
গুরু পার্শ্ব আর পদ হস্ত হৃদয় চক্ষুদ্বয় কর্ণদ্বয়
নাসিকা-চ্ছিদ্রদ্বয় আস্য পায়ু, এবং উপস্থ
এই নবচ্ছিদ্র—প্রাণের স্থান ইহাও বিস্তারিত-
রূপে বলা হইল ॥ ১৬—১৯ ॥ এই শরীরে
সপ্তশতশিরা নবশত স্নায়ু দুইশত ধমনী এবং
পঞ্চশত পেশী আছে ॥ ১০০ ॥ শাখা উপশাখা
ভেদে, শিরা ও ধমনী উনত্রিংশত লক্ষ নবশত
ষট্ পঞ্চাশৎ সংখ্যক জানিবে ॥ ১০১ ॥ ময়ু-
ষাদিগের শাশ্রু ও কেশ তিন লক্ষ মধ্যস্থান
একশত সপ্ত এবং সন্ধিস্থিত স্থান দুই শত
বলিয়া জানিবে ॥ ১০২ ॥ শ্বেদক্ষরণ-চ্ছিদ্রের
সহিত যাবদীয় রোমের হৃদয় হৃদয়তর অংশ
বায়বীয় পরমাণু দ্বারা বিতরিত হইয়া চতুঃপঞ্চা-
শৎ কোটি, সপ্তষষ্টি লক্ষ, পঞ্চাশৎ সহস্র বলিয়া
গণিত হইয়াছে। হে মুনিগণ! জোমাদিগের
মধ্যে যে এইরূপ সংখ্যা এবং সংস্থান জানিতে
পারিবে সেই শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৩। ১০৪ ॥ নয়

অঞ্জলি রস দশ অঞ্জলি জল সপ্তাঞ্জলি বিষ্ঠা
এবং অষ্ট অঞ্জলি রক্ত ইহা কীর্ণিত হইয়াছে
॥ ১০৫ ॥ ছয় অঞ্জলি শ্লেষ্মা পঞ্চ অঞ্জলি পিত্ত
চার অঞ্জলি মূত্র তিন অঞ্জলি বস্মা দুই অঞ্জলি
মেদ এক অঞ্জলি মজ্জা, মন্তকে আর অর্দ্ধ
অঞ্জলি মজ্জা, শ্লেষ্মার এবং শুক্রেরও সেই পরি
মাণ, ইহা সমধাতু পুরুষের পক্ষে উক্ত হইল,
বিধম ধাতুর পক্ষে বিশেষ নিয়ম নাই, এই
মল-মূত্র-অস্থি-স্নায়ু-ময় দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর বাহাদি-
গের এইরূপ জ্ঞান জন্মে সেই প্রকৃত পণ্ডিত
॥ ১০৬। ১০৭ ॥ হৃদয় হইতে নির্গত দ্বিসপ্ততি
সহস্র হিতাহিত নামক নাড়ী আছে তাহার
মধ্যে চক্ষুসদৃশ মণ্ডল অর্ধে তাহার মধ্যে
নিশ্চলদীপবৎ প্রকাশমান আত্মা বিরাজ করি-
তেছেন তাঁহাকে এইরূপে জানিতে পারিলে
ইহসংসারে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না
। ১০৮। ১০৯ ॥ যোগ করিতে অভিল্যাবী ব্যক্তিকে
যাহা আমি আদিত্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি
সেই বৃহদারণ্যক অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং
মংকথিত যোগশাস্ত্র জানিতে হইবে ॥ ১১০ ॥
মন (সংকল্প বিকল্পাত্মক) বুদ্ধি (অধ্যবসা-
য়াত্মিক) স্মরণ এবং ইঞ্জিয় সকলকে, আত্ম
ভিন্ন বিষয়ান্তর হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া, যে
প্রভু দীপবৎ হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন
সেই আত্মার ধ্যান করিতে হইবে ॥ ১১১ ॥
ইহাতে অসমর্থ হইলে সম্পূর্ণরূপে একাগ্রচিত্ত
হইয়া যথাবিধি সামগীতি পাঠ করিতে করিতে
ক্রমে উহার অভ্যাস জনিত ফলে, পরব্রহ্ম
লাভ করিবে ॥ ১১২ ॥ অপরাহৃতক, উল্লোপ্য
মদক, মকরী, ওবেণব, সরোবিন্দু এবং উত্তর
এই সকল গীত ঋগগাথাগীতি পানিকাগীতি
দক্ষ বিহিতাগীতি এবং ব্রহ্মগীতি, এই সমস্ত
গীত অধ্যায় ভাবের সহিত মিলিত করিয়া
গান করিবে, তাহার অভ্যাসে মোক্ষলাভ হয়
॥ ১১৩। ১১৪ ॥ বীণাবাদন স্মরণবেত্তা, দ্বাবি-
শতি শ্রুতি শুদ্ধ সপ্ত বিধ এবং সঙ্গীত একাদশ
বিধ এই অষ্টাদশবিধ জাতি—তদ্বিষয়ে স্তব্ধক
ও তালজ ব্যক্তি (উহার সহিত পরমাত্মভাব
মিশ্রিত থাকিবে ও তালভাঙ্গাদি ভয়ে চিন্তের
একাগ্রতা ত থাকিবেই স্তব্ধতাং) অনার্যসেই

মুক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ১১৫ ॥ গীতজ্ঞ ব্যক্তি অন্ত কোন বিষয়বশতঃ যদি এইরূপ চিত্তৈকাগ্রতাধারা ও পরম পদ লাভ করিতে না পারে তথাপি কল্পের অন্তর হইয়া কল্পের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবে ॥ ১১৬ ॥ ফলতঃ আত্মা অনাদি, শরীরধারণই তাঁহার জন্ম বলিয়া ব্যপদিশ্ট হয়। আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি এবং জগৎ হইতে আত্মাখিণ্ডিত শরীরের উদ্ভব কথিত হইয়াছে ॥ ১১৭ ॥ (হে যোগীশ্বর!) সূরাসুর মনুজ পরিবৃত্ত জগৎ-গুণ, আত্মা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল আত্মাই বা কিরূপে নানাবিধ শরীর গ্রহণ করেন এ বিষয়, আমরা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। আমরাদিগের নিকট বিস্তারিতরূপে বলুন (ইহা শ্রোতৃবর্গের প্রশ্ন) ॥ ১১৮ ॥ (মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন) দেহাদির প্রতি আত্মাভিমান পরিহার করিলে তত্ত্বিৎ যে সহস্রকর সহস্রচরণ সহস্রনেত্র সূর্য্য-সম-তেজস্বী, সহস্রশীর্ষ পুরুষের সাক্ষাৎ করা হয় সেই আত্মাই যজ্ঞ এবং প্রজাপতি স্বরূপ, কেননা তিনি সর্বাংগক, এই পুরুষ অন্নরূপে যজ্ঞ ভাব প্রাপ্ত হ'ন (যজ্ঞের প্রভাবে বৃষ্টাদির দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হয়) ইহাই সর্বাংগক হইবার কারণ ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥ দেবতাউদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ করায় অদৃষ্টরূপ যে উত্তমরস সন্তৃত হয়, তাহা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া, যজ্ঞমানকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে, অনন্তর পবনচালিত হইয়া চন্দ্র অভিমুখে নীত হয়, আবার চন্দ্ররশ্মির সাহায্যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ঋগযজুঃ সামময়ী সূর্য্য রশ্মিতে উপনীত হইয়া থাকে, তৎপরে এই সূর্য্য স্বীয় মণ্ডল হইতে বৃষ্টিক্রপ উত্তম অমৃতরস সৃষ্টি করেন যাহা হইতে (সাক্ষাৎ বা পরস্পরায়) এই চরাচরাংগক জগতের উৎপত্তি, (জগতের উৎপত্তির সহিত অন্নও উৎপন্ন হয়,) সেই অন্ন হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পুনর্বার উক্তরূপে অন্ন উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার প্রবাহরূপে, অনাদি অনন্ত সংসারচক্র নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে ॥ ১২১—১২৪ ॥ বসিচ আত্মা অনাদি এবং সেই শরীর-ব্যাপী পুরুষের উৎপত্তি নাই,

তথাপি শরীরের সহিত আত্মার একটি বিশেষ সম্বন্ধ জন্মে, যাহার প্রভাবে আত্মা শরীরগত সূত্র ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। সেই সম্বন্ধ, মোহ-ইচ্ছা-দ্বेष-জনিত কর্মফলে হইয়া থাকে (অর্থাৎ ইহা নৈমিত্তিক সম্বন্ধ) স্বভাবিক নহে সেই নিমিত্ত দূরিত হইলেই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হয় ॥ ১২৫ ॥ আমি তোমাদিগের নিকট, যে সহস্রাংগা আদিদেবের কথা বলিয়াছি তাঁহার, মুখ বাহ উরু এবং পাদ হইতে যথাক্রমে চতুর্ধ্ব উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১২৬ ॥ তাঁহার পাদ হইতে পৃথিবী, মন্তক হইতে বর্গ, নাসিকা হইতে প্রাণাদি বায়ু, কর্ণ হইতে দিক্‌গুণ, স্পর্শ (অর্থাৎ ত্বক্) হইতে বায়ু এবং মুখ হইতে হতাশন উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১২৭ ॥ মন হইতে চন্দ্র, বর্ক হইতে সূর্য্য, জঘন (অর্থাৎ নাভিদেশ) হইতে আকাশ এবং সচরাচর ত্রৈলোক্য উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল ॥ ১২৮ ॥ (শ্রোতা মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) হেতুস্ব! যদি এইরূপই হইল তবে তিনি পশুপক্ষী প্রভৃতি অধম জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন কেন, মোহাদি জনিত কর্ম ফলেই তাদৃশ জন্মের প্রতিকারণ ইহাও বলিতে পারেন না, কেননা তিনি স্বয়ং ঐশ্বর্য্য, মোহাদি অনিষ্ট পদার্থ দ্বারাই বা আক্রান্ত হইবেন কেন ॥ ১২৯ ॥ অপিচ, জ্ঞানসাধন মন প্রভৃতি বর্তমান থাকিলে পূর্বা-জন্ম সন্তৃত জ্ঞান ইহা জন্মে না থাকে কেন? এবং কেনই বা তিনি সর্ব্বত্রগ হইলেও অপরাপর প্রাণীর সূত্র ছুঃখাদি অনুভব করিতে পারেন না ॥ ১৩০ ॥ (প্রথম প্রশ্নের উত্তর) এই জীব, ফলতঃ ঐশ্বর্য্য হইলেও অবিদ্যাবশে মোহ রোগাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া, মানসিক বাচিক এবং কায়িক কর্ম জনিত দোষে চাণ্ডালাদি অন্ত্যযোনি পক্ষ্যাদি যোনি এবং স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হ'ন আর অনাগ্রাণ শত শত জন্মেও বহুবিধ ভয় পাইয়া থাকেন ॥ ১৩১ ॥ গৃহীতদেহ দেহীর সম্বন্ধ তম গুণের অর্থাৎ বিকৃত অস্তিত্ব বা গুণতঃ যেরূপ প্রভৃতি হয়, ইহা কালে তদনুসারে দেহীর সকল জন্মেই উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টরূপ অর্থাৎ গৌন্দর্য্যাদি এবং অন্ধ বৃষ্টি-বাদি হইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥ কোন কোন কর্মের

ফল জন্মান্তরে, কোন কোন কর্মের ফল ইহ জন্মেই হইয়া থাকে, আর কোন কোন কর্মের ফল ইহ জন্মে বা পরজন্মে হয়, বিশেষ স্থিরতা নাই। ওভাওড ফলজনক কর্মের প্রতি সম্বাদি-গুণ-নিয়মিত প্রবৃত্তিই হেতু। ১৩৩। আগ্রহসহকারে পরধন অপহরণ চিন্তা, ব্রহ্মহত্যা নিষ্ঠ চিন্তা এবং অযথার্থ বিষয়ে অভিনিবেশ করিলে চাণালাদি অন্তজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ১৩৪। মিথ্যাবাদী, ধন, দুর্মুখ এবং অসদ্ব্যবহারী ব্যক্তি মুগ পক্ষী বোনীতে জন্মগ্রহণ করে। ১৩৫। পরধনাপহারী পরদাররত এবং অবৈধ প্রাণিঘাতক, — স্থাবরঘোনি প্রাপ্ত হয়। ১৩৬। বিদ্যাভিমান বর্জিত, শৌচসম্পন্ন, দান্ত, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মনিষ্ঠ এবং বেদবিদ্যা-বিশারদ সাত্ত্বিক ব্যক্তি, দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ১৩৭। যে, নৃত্য গীত প্রভৃতি অসংকার্যে নিরত ব্যগ্রচেতা সর্বদা কার্যকূল এবং বিষয়াসক্ত সেই রাজো-গুণপ্রধান ব্যক্তি মৃত্যুর পর মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১৩৮। যে, নিজা, প্রাণিগীড়াকর, লুব্ধ, নাস্তিক, যাচক, কার্ধ্যাকার্য্য বিবেচনা শূন্য এবং বিরুদ্ধাচারী, সেই তামসপ্রকৃতি-ব্যক্তির তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ১৩৯। সেই অবিদ্যাক্রান্ত আত্মা, রজ এবং তমোগুণের আবেশে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করতঃ নানাবিধ অনিষ্টজনক প্রবৃত্তির বশ-বর্তী হইয়া পুনর্বার ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন। ১৪০। (দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর) যেমন মলারূত আদর্শ, প্রতিবিশ্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না সেইরূপ তৎকালে তিনিও অবিপক্করূপ (অর্থাৎ আত্মা ও পূর্বজন্মার্জিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হন না কেননা তৎসংস্পৃষ্ট জ্ঞান-সাধন চিন্তাদিও রাগাদিমগ্নে অভিভূত থাকে)। ১৪১। যেক্ষণ অপর তিলকর্তৃকালে মধুররস থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ, অবিপক্করূপ আত্মাতে, জ্ঞান শক্তি, স্বরূপত থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না। ১৪২। স্বপ্ন হৃৎ, সকল শরীরী পুরুষের ভোগ্য হইলেও দেহাভিমাত্রী পুরুষমাত্র নিজ শরীরেই তাহা লাভ করিবে। আর অভিমানশূন্য বোগী

পুরুষ সকলের স্বপ্ন হৃৎ জানিতে সমর্থ হ'ন। ১৪৩। যেমন আকাশ এক হইলেও ঘট-কাশ পটাকাশ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যেমন সূর্য এক হইলেও বহু জলাশয়ে প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া বহুবৎ প্রতীয়মান হ'ন, তদ্রূপ আত্মা এক হইলেও উপাধিবশে নানা বলিয়া বোধ হয়। ১৪৪। আত্মা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই ষড়্ভূত; ইহার মধ্যে শেষ পঞ্চভূত জড়, আর প্রথম ভূত আত্মা চেতন এই সকল হইতে স্থাবর জন্মান্বয়ক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৪৫। কুন্তকার যেমন, মৃত্তিকা দণ্ড-চক্রাদি সংযোগে ঘট নির্মাণ করে কিম্বা গৃহনির্মাণে যেমন, তৃণ মৃত্তিকা কাষ্ঠাদি দ্বারা গৃহ প্রস্তুত করে। অথবা স্বর্ণকার যেমন কেবল স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা কনককুণ্ডলাদি গঠন করে, কিম্বা কোশকারী কীট বিশেষ নিজ লালাযোগে আত্মবদ্ধ হেতু কোশ রচনা করে, সেইরূপ আত্মা পৃথিব্যাদি কারণ এবং চক্ষুরাদি কারণ সঞ্চয় করিয়া তদ্বারা ইহ সংসারে সেই-সেই-শেষ-মনুষ্যাদি-জাতিতে নিজ কর্মবন্ধ-বন্ধ দেহ স্বজন করেন। ১৪৬-১৪৮। যেক্ষণ পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রমাণসিদ্ধ, আত্মাও সেইরূপ, ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত স্বতন্ত্র আত্মা না থাকিলে এক ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থকে অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা “এই সেই পূর্ব প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থ” এবং পূর্বপ্রাপ্ত বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়া “সেই বাক্য” বলিয়া কাহার জ্ঞান হইত? (মনেকর দেহকে আত্মা বলা যায় না, দেহ যদি আত্মা হইত তাহা হইলে মৃত্যুর পর জ্ঞান থাকিত, কেননা তখন দেহ থাকে, ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে সেই ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইবার পর আর জ্ঞান থাকিত না সুতরাং স্বতন্ত্র একটা আত্মা না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান কাহারও হইত না এইরূপে আত্মার অস্তিতা সিদ্ধ হইল। এবং ঐ আত্মা ক্ষণভঙ্গুরও নহেন ক্ষণভঙ্গুর হইলে) অতীত বিষয়ের স্মৃতি কাহার হইত? কেই বা স্বপ্ন দর্শন করিত? (ভাবার্থ এই আত্মা স্থায়ী হইলেই স্বরণ এবং স্বপ্ন হইয়া থাকে, কারণ কোন

বস্তুর জ্ঞান হইলে জ্ঞাতা-আত্মাতে তজ্জনিত সংস্কার থাকে, কালবিশেষে সেই সংস্কার হইতে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম স্মরণ, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর হইলে, জ্ঞানের পরক্ষণেই স্মরণ আত্মার ধ্বংস হইত; স্মৃতরাং সংস্কার থাকিতে পারিত না। সংস্কার না থাকিলে স্মরণ হইবারও সম্ভাবনা নাই। অপিচ, জাগ্রদবস্থায় অমুভূত বস্তুর নিজাকালিক জ্ঞানের নাম স্বপ্ন, জাগ্রদবস্থায় আত্মা এবং নিজাকালিক আত্মার পার্থক্যবশত স্মরণের ভ্রাম্য স্বপ্নও হইত না কিম্বা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে কে স্বপ্ন দর্শন করিত কারণ তখন ইন্দ্রিয় নিঃসংজ্ঞ) ॥ ১৪৯। ১৫০ ॥ এবং জাতি-রূপ-রস-চরিত্র ও, বিদ্যাাদি জনিত অভিমান কাহার হইত, বাক্য মন এবং কর্ম দ্বারা শব্দাদি বিষয় ভোগের জন্ম কে উদযোগ করিত—(যদি ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত স্থায়ী আত্মা না থাকিত) ॥ ১৫১ ॥ সেই আত্মা, অহংকার দূষিত হইয়া কর্মে ফল আছে কি নাই এইরূপ সন্দ্বিধ বুদ্ধি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ অকৃতকার্য্য হইলেও আপনাকে কৃতকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে ॥ ১৫২ ॥ আত্মার পুত্র আমার জ্ঞী আমার অমাত্য, ইহাদিগের আমি এইরূপ নিশ্চয় করে এবং সর্বদা ভিতরকার কার্য্যকে অহিতকর এবং অহিতকর কার্য্যকে হিতকর বলিয়া বুঝে আত্মা, প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-কার্য্য-বুদ্ধি-অহংকারাদিতে ভেদ জ্ঞান থাকে না। অনশন হতাশন-প্রবেশ জল-প্রবেশ এবং উচ্চস্থান হইতে পতনে যত্ন করিয়া থাকে ॥ ১৫৩। ১৫৪ ॥ এইরূপ বিবিধ-অকার্য্য-প্রবৃত্ত, অসংযতাত্মা পুরুষ অস্বার্থ্য বিষয়ে অভিনিবেশ করিয়া স্বকৃত কর্ম-ফল-জনিত রাগ ঘেব এবং মোহে সংসার কারাগারে বদ্ধ হয় ॥ ১৫৫ ॥ আচার্য্য-সেবা, বেদান্ত এবং পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রের অর্থ বিবেচনা, তত্ত্বশাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্মের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ, শ্রিয়হিত কথন, জীলোকের-মর্দন-স্পর্শ-পরিত্যাগ, সকল প্রাণীকেই আপনাদেব মত দেবা, পুত্র, কলত্র যে ঐখ্যাদি-পরিগ্রহের পরিত্যাগ, জীর্ণ-কাঁচার বস্ত্র পরিধান, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিবর্তিত করা, তস্ত্রা এবং আলস্যবর্জন, লজ্জাভেদের অণু

চিতাদি অমুসন্ধান, গমনপ্রভৃতি সকল প্রবৃত্তি-তেই বস্তুচুর্ক পাণাংশ আছে তদ্বিশেষে দৃষ্টি রাখা, রজঃগুণ ও তমোগুণে অনাসক্তি, প্রাণায়ামাদি দ্বারা ভাবশুদ্ধি, নিস্পৃহতা এবং বহিরিচ্ছ্রিয় ও অন্তঃকরণের সংযম, এই সকল উপায় দ্বারা পবিত্র হইয়া বিগুহ সন্তুগুহ পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ১৫৬—১৫৯ ॥ আত্মার স্বরূপস্থিতি আত্মোপাসনা, শুদ্ধসংযোগ, কর্মস্বীজের (অবিদ্যাাদির) ক্ষয় এবং সাধুসঙ্গে, সমাদি-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৬০ ॥ দেহ নাশ কালে যাহার মন একাগ্রভাবে ঈশ্বরে আসক্ত থাকে, সেই নিরভিমান যোগী সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধ না হইলেও তৎপর-জন্মে সম্পূর্ণ জ্ঞাতিস্মরণ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬১ ॥ যেমন নট, নানাপ্রকাররূপ করিবার জন্য নিজ শরীরকে শ্বেত কৃষ্ণাদি নানাবর্ণে চিত্রিত করে সেইরূপ আত্মা, কর্মফল-ভোগার্থ নানাবিধ শরীর ধারণ করেন ॥ ১৬২ ॥ কাল ও কর্মসমুদয়ে, স্বীয় পিতৃবীজ দোষে এবং মাতৃশোণিত দোষে, জন্মাবধি গর্তের অঙ্গহীনতাাদি দোষ দৃষ্ট হয় ॥ ১৬৩ ॥ যত দিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় ততদিন, অহংকার, মন, গতি (অর্থাৎ সংসার-হেতু-ভূত দোষ রাশি) কর্মফল এবং নিজ শরীর আত্মাকে কখনই পরিত্যাগ করে না ॥ ১৬৪ ॥ যেরূপ বর্ষি বার্ষপাত্রে এবং তৈলের সাহায্যে দীপ প্রজ্জলিত থাকে, কখন বা (বর্ষি প্রভৃতি উপকরণ থাকিতেও) প্রবল বায়ুবেগে দীপনির্মাণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, প্রাণহানিও তদ্রূপ (ভাবার্থ এই—উপকরণ বিনষ্ট হইলে দীপও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মা যত দিন থাকে প্রাণও তত দিন থাকে আত্মা ফুটাইলেই প্রাণনাশ। আত্মার সকল উপকরণ থাকিতেও বড় হইলে দীপ নির্মাণ হয় সেইরূপ আত্মা থাকিলেও বিশেষ আগন্তুক নিমিত্ত প্রাণ হানি করে) ॥ ১৬৫ ॥ বিনি হৃদয়ে দীপবৎ অবস্থান করিতেছেন তাঁহার গুরু, কৃষ্ণ, কড়, নীল, কপিল এবং নীলরক্ত ইত্যাদি নানাবর্ণের নানাবিধ রশ্মি আছে তাহার মধ্যে একটা রশ্মি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক অতি-ক্রমপূর্ব্বক উদ্ভূতাবে অবস্থিত রাখিয়া জীব,

তদবলম্বনেই মুক্তিমাৰ্গে গমন করেন ॥ ১৩৬ ॥ ১৬৭ ॥ ইহাঁর অপর যে শতসংখ্যক রশ্মি উৎকৃ-
তাবে অবস্থিত, তদ্বারা ভেজোময় দেবশরীর
লাভ করেন ॥ ১৬৮ ॥ যে সকল নানারূপ মুহুপ্রভ
রশ্মি অধোভাগে আছে, তদ্বারা কর্মফল-
ভোগের জন্য সেই কর্মপরবশী ব ইহসংসারে
উপস্থিত হন ॥ ১৬৯ ॥ হে মুনিগণ জগতের
কারণ আত্মা, দেহ হইতে বিভিন্ন, ইহা জানিবে ।
ঐতি স্মৃতি, “আমার শরীর” ইত্যাদি স্মৃ-
ত্ব, জন্মান্তর-কৃত-ধর্মাদি-জনিত জন্ম—মৃত্যু—
ব্যাধি, জ্ঞান ইচ্ছাদি প্রবর্তিত গমনাগমন,
সত্য মিথ্যাজ্ঞান, মুক্তি, শুভকর্মাচরণজনিত
পারলৌকিক সুখ, অন্তঃকর্মাচরণজনিত পার-
লৌকিক দুঃখ এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল,
ভূমি ও অন্ধকারাদি ভোগ্যবস্তু, এই সকল হেতু
দেখিয়াশুনিয়া আত্মাকে দেহ হইতে পৃথকভাবে
বুঝিবে (অর্থাৎ ঐতি স্মৃতির প্রমাণে আত্মা যে
দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা জানা যায়, দেহ এবং
আত্মা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই “আমার দেহ” এই
রূপ ব্যবহার আছে; দেহ, মৃত্যুর পর ও পূর্বে
বর্তমান থাকে না, সুতরাং পূর্বজন্মার্জিত কর্ম-
ফল থাকা অসম্ভব, তাহা না থাকিলেও জন্ম
মৃত্যু প্রভৃতির নিয়ম থাকে না, ইহার দ্বারাও
পৃথক আত্মা সিদ্ধ হইল। দেহ, পঞ্চভূত নিম্নিত
পঞ্চভূতের জ্ঞান ইচ্ছাদি শক্তি নাই, অতএব
ঘটাদির ন্যায় দেহেরও জ্ঞানাদি থাকিতে
পারে না, অথচ অমুক স্থানে গমন করিলে
আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার জ্ঞানের
পর গমনাদি প্রবৃত্তি হয়, ইহাও দেহভিন্ন
আত্মার প্রমাণক, এবং জড়বস্তু জড়বস্তুর
ভোক্তা হইতে পারে না, সুতরাং দেহভিন্ন এক
চেতন পদার্থ, পৃথিব্যাদি বস্তু ভোগ করিতেছে
ইত্যাদি প্রমাণে আত্মার পার্থক্য সিদ্ধ হইল)
হ্রি কল্পাদি নিম্নিত, কপোত পতনাদি শাকুন,
বর্ষাদিগ্রহ সংযোগ, অখিনী প্রভৃতি নক্ষত্র
সঞ্চার, সামান্য নক্ষত্র সঞ্চার, শুভাশুভসূচক
জাগ্রদবস্থাসমুজ্জ্বল অক্ষরগণাদি, ঋগ্বেদ ইত্যাদি
যজুস্মরণ, যুগপারিবর্তন, মন্ত্রোদঘোষিত
এবং আকাশাদি সৃষ্টি, এই সকল হেতু দর্শনে
আত্মাকে দেহ হইতে পৃথকভাবে জানিবে

(অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীব একই পদার্থ ইহা উক্ত
হইয়াছে, দেহভিন্ন আত্মা অস্বীকার করিলে
ঈশ্বরেরও অস্বীকার করা হইল, তাহা হইলে,
জিজ্ঞাসাকরি, এই সকল বস্তু কাহার ইচ্ছায় সম্পন্ন
হয়?—সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন ॥
১৭০—১৭৩ ॥ অহঙ্কার স্মৃতি, মেধা, ধৈর্য, বুদ্ধি,
সুখ, ধৈর্য, ইঞ্জিয়াস্তর সঞ্চার (অর্থাৎ এক
ইঞ্জিয়-গৃহীত বিষয়ের অল্প ইঞ্জিয় দ্বারা গ্রহণ),
ইচ্ছা, দেহধারণ, প্রাণধারণ, স্বর্গভোগ, স্বপ্ন, বুদ্ধি,
প্রভৃতিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করণ, মনের গতি,
নিমেঘ এবং ভোজনাদি দ্বারা পঞ্চভূতের গ্রহণ,
ইহা চৈতন্তের আয়ত্ত (চৈতন্যমুক্তি আত্মার
সহিত দেহের বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেই উক্ত
কার্য্য সকল ঘটনা থাকে, সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে
কোন কার্য্যই থাকে না) যেহেতু পরমাত্মার
(চেতনের) এই সকল চিহ্ন (যাহা পঞ্চভূতাদি
জড়পদার্থের হইতে পারে না) দেখা যাইতেছে;
সুতরাং দেহ ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা আছেন, তিনি
সর্বজ্ঞ এবং ঈশ্বর * ॥ ১৭৪—১৭৬ ॥ সবিষয়
জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই
পাঁচটা বিষয় এবং শ্রোত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানে-
ন্দ্রিয়), মন, কর চরণাদি পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়,
অহঙ্কার, বুদ্ধি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র
এবং প্রকৃতি, এতৎ সমুদায়ের নাম ক্ষেত্র
ইহার যিনি অধিপতি, তিনি সর্বভূতস্থিত,
প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সৎ, তাঁহার স্বরূপদর্শন
হঃসাধ্য বলিয়া অসৎ, এই সদসদাত্মক সেই
আত্মা ক্ষেত্রজ নামে অভিহিত হ’ন ॥
১৭৭১৭৮ ॥ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি
হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র,
(অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র,
রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র) তাহাদিগের গুণ
প্রথম হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত একটা একটা
করিয়া বাড়িয়াছে (যথা,—প্রথম তন্মাত্রের
একটা গুণ, দ্বিতীয় তন্মাত্রের দুইটা ইত্যাদি)
তাহা হইতে ষষ্ঠাক্রমে আকাশাদি পঞ্চভূত
উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,
ইহা (প্রথম তন্মাত্রের একটা গুণ ইত্যাদি

* পূর্বের সহিত পৌনরিক্য পরিহার করিতে হইলে
সামান্য-বিশেষ ন্যায় অবলম্বন করিতে হইবে।

উক্ত ব্রীতানুসারে) তন্মাত্রেয় গুণ (তবে তন্মাত্রে যে শব্দাদি আছে, তাহা স্বপ্ন; তু যে শব্দাদি আছে, তাহা স্বপ্ন, এই মাত্র ভেদ); ইহার মধ্যে যে বস্তু বাহ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বস্তু তাহাতেই বিলীন হইবে। (অর্থাৎ সৃষ্টি,—অনুক্রমে, এবং ধ্বংস,—প্রতিক্রমে হইয়া থাকে) ॥১৭৯। ১৮০॥ আত্মা স্বয়ং ইন্দ্র হইলেও কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কৰ্মের বিপাকে, যেক্রমে আত্মা-সৃষ্টি করেন, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি, স্বপ্ন, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ,—সেই অবিদ্যাসম্পন্ন জীবেরই, ইহা উক্ত হইয়াছে। এবং তিনি রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া ইহ সংসারে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছেন ॥ ১৮১। ১৮২॥ সেই অনাদি পরম পুরুষই, শরীরধারণ দ্বারা আদিমান এবং কৃন্তনাদি বিকারসম্পন্ন হ'ন, এবং সেই জন্তই তাঁহাকে পদ শব্দাদি চিহ্ন দ্বারা জানা যায় এবং সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার রূপ দর্শনাদি করিতে পারা যায়, ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ১৮৩॥ অজবীথী (অর্থাৎ অগস্ত্যের উদ্ভূত দিগ্বর্তী তারকাস্রোণি) এবং অগস্ত্য, ইহার মধ্য স্থলের নাম পিতৃযান, স্বর্গাভিলাষী অগ্নিহোত্রিগণ সেই স্থান দিয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করেন ॥ ১৮৪॥ এবং বাহারা দানাদি স্মার্ত কৰ্ম পরায়ণ, দন্তশূত্র, দয়া ক্ষান্তি অননুয়া শৌচ অনান্যাস মঙ্গল আকাংক্ষা ও অশ্লুহা এই অষ্টবিধ আত্মগুণে সমন্বিত, আর বাহারা সত্যনিষ্ঠ, তাঁহারা সেই পথ দিয়াই স্বর্গে গমন করেন ॥ ১৮৫॥ অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেবী মুনিগণ সেই পথ দিয়া স্বর্গে গমন করেন, তাঁহারা পুনর্বার ইহ সংসারে আসেন, এবং তাঁহারা ধর্মব্রহ্মের আবির্ভাবে বীজস্বরূপ, কেননা খণ্ডপ্রলয়কালে শাস্ত্র লোপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মলোপ হইলে তৎপরে সৃষ্টির আদিতে তাঁহারা ই অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম প্রবর্তিত করিয়া থাকেন ॥ ১৮৬॥ সপ্তবিমণ্ডল এবং নাগবীথী (অর্থাৎ অজবীথীর উদ্ভব ও সপ্তবিমণ্ডলের দক্ষিণ দেশবর্তী তারকা-পুঞ্জ ইহার মধ্যস্থল দিয়া অষ্টাশীতি সহস্র সর্কারন্ত-বিবর্জিত অর্থাৎ ভস্মজ্ঞানী মুনিগণ

তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য, সঙ্গ-পরিত্যাগ এবং অধ্যাত্ম-বিদ্যা-অনুশীলন-প্রভাবে দেবলোক আশ্রয় করা প্রাকৃত প্রলয় পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। (পরে সৃষ্টির আদিতে তাঁহারা ই অধ্যাত্মবিদ্যা প্রবর্তিত করেন) ॥ ১৮৭। ১৮৮॥ যে সকল মুনিগণ হইতে বেদ, পুরাণ, শিক্ষাকলাদি অঙ্গবিদ্যা, উপনিষদ, ইতিহাস, যজ্ঞ, ভাষ্য এবং অত্নাত্ম যে কিছু শাস্ত্র, তৎসমস্তই ছাত্রপরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে ॥ ১৮৯॥ (একগুণে প্রতিপন্ন হইল যে, বেদ নিত্য; স্তবরাং বেদ প্রমাণে ইহাও সিদ্ধ হইল যে) বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্তা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস এবং সঙ্গত্যাগ, এই সকল কার্য্য ভাবগুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা আত্মজ্ঞানের হেতু ॥ ১৯০॥ সকল আশ্রমাবলম্বী দ্বিজাতিগণ সেই আত্মাকে এইরূপে জানিতে চেষ্টা করিবে; যথা,—প্রথম বেদান্তবাক্যদ্বারা তাঁহার কথা শ্রবণ করিবে নানাত্মিক দ্বারা বিচার করিবে, ক্রমে সাক্ষাৎকার করিতে পাইবে ॥ ১৯১॥ পরম শ্রদ্ধা য়ে সকল দ্বিজ নির্জন প্রদেশ আশ্রয় করিয়া কথিত পদ্ধতি অনুসারে একমাত্র সত্য আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহারা ই আত্মজ্ঞানে সমর্থ হ'ন ॥ ১৯২॥ সেই সকল আত্মজ্ঞগণ ক্রমে ক্রমে বহি, দিন, গুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ, দেবলোক হর্য্য এবং বৈছ্যাততেজ, এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেব সমীপে গমন করেন (কারণ সেই সকল স্থান মুক্তিমার্গ) ॥ ১৯৩॥ অনন্তর মানস পুরুষ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, আর তাঁহাদিগের ইহ সংসারে পুনরাগমন হয় না ॥ ১৯৪॥ আর বাহারা যজ্ঞ তপস্তা এবং দানদ্বারা স্বর্গ-ভোগে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক এবং চন্দ্রমা, এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবলোকে অবস্থান করিয়া পুনরপি ক্রমে ক্রমে বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া ইহ সংসারে পুনরাগমন করেন ॥ ১৯৫। ১৯৬॥ যে ব্যক্তি স্প্রমত্ত ভাবে এই পথদ্বয়ের বিবরণ না জানে, সে পরজন্মে সর্প, পতঙ্গ, কীট, কিংবা কুমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ১৯৭॥ উরুধমে চরণদ্বয় উত্তান

করিয়া স্থাপন করিবে, উত্তান বাম করতলে উত্তান দক্ষিণকরতল রাখিবে, মুখ ভাগ বক্ষস্থলের সাহায্যে তুলিত করিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত করিবে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে, ব্রজমোক্ষ-সমুদ্র কামক্রোধাদি রিপু-সমূহ দূর করিবে, উদ্ধ দম্ভদ্বারা অধোদন্তপংক্তি স্পর্শ করিবে না, রসনাকে নিশ্চলভাবে তালুদেশে স্থাপিত করিবে, মুখ বুজিয়া থাকিবে, চাক্ষু্য অবলম্বন করিবে না, ইন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয়াস্তর হইতে নিবৃত্ত করিবে, অগ্নি নিয়ম বা অত্যাচ্ছ আগনে উপবিষ্ট হইবে না (অর্থাৎ যাহাতে চিত্ত অন্যদিকে না যায়, এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইবে।) ছইবার কিতিনবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে, অনন্তর যে প্রভু স্বয়ং মন্দিরে দীপবৎ অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাকে ধ্যান করিবে । জ্ঞানী ব্যক্তি সেই জন্মে আত্মাকে ধারণা করিবে এবং ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি তৎকালে ধারণা-ধারণা (অর্থাৎ যোগাবলম্বন) করিবে, (কোন এক বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশের নাম ধারণা, উচ্চতম প্রাণায়ামের তিনবারে এক ধারণা হয়) ১৯৮—২০১ ॥ অন্তর্হিত হওয়া, স্বাদি ঋষির ন্যায় অতীন্দ্রিয় বিষয়ের স্বরণ, কান্তি, অতীত অনাগত ব্যবহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের দর্শন, অতীত অনাগত এবং বিপ্রকৃষ্ট শব্দ শ্রবণ, নিজদেহ ত্যাগ করিয়া পর দেহ প্রবেশ, এবং ইচ্ছামত বস্তু স্বজন করিবার ক্ষমতা—যোগ সিদ্ধির সূচক । যোগ-সিদ্ধ হইবার পর শরীর পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২০২-২০৩ ॥ অথবা কামনা-পরিহারপূর্বক কৰ্মে প্রবৃত্ত হইবে, যে কোন একটা বেদ অভ্যাস করিবে, নিৰ্জনে থাকিবে, অবাচিত এবং স্বল্প ভোজন করিবে, অনন্তর ক্রমে সমুত্তম হইলে আত্মোপাসনা দ্বারা মুক্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (বনবাসী হইয়া যজ্ঞাদি করিতে না পারিলে, তাহার পক্ষে এই বিধি) ॥ ২০৪ ॥ ভাষ্যমুসারে ধনোপার্জক, তত্ত্বজ্ঞান-নিষ্ঠ, অতিথি-পূজা-রত, শ্রাদ্ধকর্তা, এবং সত্যবাদী ব্যক্তি, গৃহস্থ হইলেও মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ২০৫ ॥ ইতি অধ্যায় প্রকরণ ।

(বক্ষ্যমাণ) মহাপাতকিগণ, মহাপাতক-জনিত ভীতঃখাবহ দারুণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভোগকাল অতীত হইলেই ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করে । ২০৬ । ব্রহ্মবাতী ব্যক্তি,—হরিণাদি যুগ, কুকুর, শূকর, অথবা উষ্ট্র-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং সুরাপায়ী ব্যক্তি,—গর্দভ, পুন্ড্র (নিষাদের ঔরসে তদ্রূপ জাতীয় শূদ্রার গর্ভ উৎপন্ন জাতিকে পুন্ড্র বলে), এবং বেন (অর্থাৎ বৈদেহকের ঔরসে অশ্বজাতীয় জী লোকের গর্ভজাত জাতির নাম বেন) দিগের জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, কোন সংশয় নাই । ২০৭ । অশীতি রক্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক স্ববর্ণ হর্তা,—কুমি, কীট এবং পতঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং বিমাতৃগামী পুরুষ, যথাক্রমে ভূপ, শুক্র, এবং লতা হইয়া উৎপত্তি লাভ করে । ২০৮ । এইরূপ অগকৃষ্ট যোনি-প্রাপ্তির পর ক্রমে মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিলে, তাহাতে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে; যথা,—ব্রহ্ম-বাতীর ক্ষয় রোগ হয়, সুরাপায়ীর শাবদন্ত হয়, যথোক্ত স্বর্ণহারী, কুনখী হইয়া থাকে এবং বিমাতৃগামী পুরুষের অঙ্গ-বিশেষ স্বাভাবিক অনাবৃত থাকে । ২০৯ । যে ব্যক্তি, এই চতুর্বিধ পাপিগণের মধ্যে যেকোন পাপীর সহিত যাজ্ঞাদি সংসর্গ করিবে, (সে ব্যক্তিও ঐরূপ পাপীর মধ্যে গণ্য) সেই মূল পাপীর যে প্রকার চিহ্ন থাকিবার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাকেও দেহ-ধারণে সেই চিহ্ন ভোগ করিতে হইবে । অন্তর্যমী,—আমযাবী (অর্থাৎ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত) হইয়া থাকে, বাগপহারক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের অধীযমান বিদ্যা, গুরুর অনুমতি ব্যতীত শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করে, অথবা যে, পুস্তক অপহরণ করে) মুক হইয়া থাকে । ২১০ । ধাতু মিশ্র,—(অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধাতুরাশি হইতে কিয়দংশ অপহরণ করিয়া তৎপূরণার্থ উক্ত রাশিতে অপর কোন দ্রব্য বা অগকৃষ্ট ধান্যাদি মিশ্রিত করে) অধিকান্দ (অর্থাৎ একুশ আনুলে ইত্যাদি) হইবে । পিত্তনের (অর্থাৎ যে, পরদোষোদ্ঘাটন করে, তাহার) নাসিকা হৃৎকায়ুক্ত হয় ।

তৈলহর্তা,—তৈলপায়ী (তেলাপোকা বা আসনা) হয়, সূচকের (অর্থাৎ যে পরের দোষ বোষণা করিয়া বেড়ায় তাহার) মুখে জ্বর্ণক হয়। ২১১। পরজী হরণ বা ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে তাহাকে ~~অলশু~~ অরণ্য প্রদেশে ব্রহ্ম-ব্রাহ্মস হইতে হয়। ২১২। পরকীয় রত্নাপহর্তা,—হেম-কারনামক পক্ষী জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে, পত্রশাক হরণ করিলে, ময়ূর এবং উত্তমগন্ধ অপহরণ করিলে ছুঁছুন্দরী হইয়া থাকে। ২১৩। ধাতু হরণ করিলে মুষিক, রথাদি যান হরণ করিলে উষ্ট্র, ফল হরণ করিলে বানর, জল হরণ করিলে শাকটবিল নামক পক্ষী, দুগ্ধ হরণ করিলে কাক, মুষলাদি গৃহোপকরণ দ্রব্য হরণ করিলে চটকাপক্ষী, মধু হরণ করিলে দংশ (ডাংশ), মাংস হরণ করিলে গৃধ্র, গো হরণ করিলে গোধা, অগ্নি হরণ করিলে বক, বজ্র হরণ করিলে শ্বিত্ররোগাক্রান্ত, ইক্ষু প্রভৃতির রস হরণ করিলে কুকুর, এবং লবণ হরণ করিলে চিরী নামক কীট হইতে হয়। ২১৪। ২১৫। চৌর্য কার্যের বিপাক প্রদর্শনার্থ ইহা কিল্কিমুত্র (নাম করিয়া) বলিলাম। (অন্তান্য দ্রব্য সম্বন্ধে সোমান্যত ইহা জানিবে যে) অপহৃত দ্রব্য যে প্রকার, তদনুসারে প্রাণি-জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে (যথা কাংস্য হরণ করিলে হংস ইত্যাদি)। ২১৬। কর্মফলানুসারে নরক ভোগান্তে তিথ্যক-যোনি প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে যে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে অলক্ষণ, দরিদ্র, এবং পুরুষের মধ্যে অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। ২১৭। অনন্তর নরকাদি ভোগে পাপক্ষয় হইলে, অতি উৎকৃষ্ট বংশে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ জন্মে ভোগসম্পন্ন, বিদ্বান্ এবং ধনধান্যে সমৃদ্ধ হয়। ২১৮। কর্তব্য কর্ম না করা, নিষিদ্ধ কার্য করা এবং ইন্দ্রিয়ের অসংযম, এই সকল কারণেই মনুষ্য নরকে গমন করে। ২১৯। অতএব সেই (অর্থাৎ পাপী) ব্যক্তি বিগুপ্তির জন্য ইহলোকেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এইরূপ হইলে তাহার অন্তরাগ্নি এবং ইচ্ছা পরলোক প্রসন্ন হইয়া থাকে। ২২০। পাপপরাণ ব্যক্তি

গণ, অমুতাপ রহিত—অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত হইলে কষ্টকর বোর নরকে গমন করে। ২২১। মহাপাতকী এবং উপপাতকী প্রভৃতি পাপী নরাধমেরা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এই সকল নরকে গমন করে; যথা,—তামিস্র, লোহশত্ৰু মহানিরয়, শান্মালি, রোরব, কুটাল, পুতি-মৃত্তিক, কালসূত্র, সংঘাত, লোহিতোদ, সবিস, সংপ্রতাপন, মহানরক, কাকোল, সংজীবন, মহাপথ, অবীচি, অন্ধতামিস্র, কুন্তীপাক, অসিপঞ্জবন, (এই বিংশতি) এবং তাপন একবিংশ। ২২২—২২৫। অজ্ঞানকৃত (অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত-ন্যূন প্রায়শ্চিত্তনাশ্র) পাপ, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেই বিদূরিত হইবে, জ্ঞানকৃত পাপও বিনষ্ট হইবে বটে, কিন্তু জ্ঞান-পাপী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বাদশবার্ষিক বা তদধিক ব্রত নাশ্র পাপ জ্ঞানপূর্বক করে, সে) ব্যবহার্য হইতে পারিবে না; বচনের সামর্থ্যেই এই নিয়ম হইল * ১২২৬। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণ-স্বামিক অশীতি-রক্তিকা-পরিমিত স্বর্ণপ-হারী, বা গুরুতল্লগ (অর্থাৎ বিমাতৃগামী), ইহার এবং ইহাদিগের সহিত যে সাক্ষাৎ সংসর্গ করিবে, সে মহাপাতকী। ২২৭। গুরু নামে মিথ্যা নিন্দা করা, বেদনিন্দা, ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতীয় বন্ধুহত্যা এবং অধীতবেদ বিস্মৃত হওয়া, এই সকল দুর্কর্ম ব্রহ্মহত্যার তুল্য। ২২৮। লম্বুনাди অভক্ষ্য ভক্ষণ, জৈক্ষ্য (অর্থাৎ রাজস্বারে কোন ব্যক্তির নামে অপ্রকৃত গুরুতর দুর্কর্মের অভিযোগ) জাত্যুৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মিথ্যা কথা বলা এবং রজস্বলার মুখামৃত পান,—সুরাপানের তুল্য। ২২৯। ব্রাহ্মণস্বামিক অশ্ব, রত্ন, দাস, দাসী প্রভৃতি, ভূমি, ধেনু এবং স্বর্ণ ব্যতীত সকল গচ্ছিত বস্তু চুরি করা, স্বর্ণপহারণের তুল্য। ২৩০। * মিত্রের পত্নী, উত্তম জাতীয় কুমারী, সহোদরা, চাণ্ডালী প্রভৃতি অন্ত্যজ স্ত্রী, সপিণ্ড, সগোত্রা এবং স্ততজী (অর্থাৎ পুত্রের

* অজ্ঞানকৃত অর্থাৎ এরূপ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে বিনষ্ট হইবে, জ্ঞানকৃত অর্থাৎ এরূপ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তকালে পাপী সমাজে চলিতে পারিবে। ইহা নিতাকরার মত।

অবিবাহিত বা অসবর্ণ পত্নী) ইহাদিগের সহিত সংসর্গ গুরুতল্ল গমনের তুল্য । ২৩১ । পিতৃ-স্বনা, মাতৃস্বনা, মাতুলানী, পুত্রবধূ, অসবর্ণা বিমাতা, ভগিনী, আচার্য্যকন্ডা, আচার্য্যপত্নী বা আত্মকন্ডাতে গমন করিলে তাহাকেও গুরুতল্লগ বলা যায় । লিঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক বধ উহাদিগের দণ্ড এবং ঐরূপ মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত । ঐ কার্য্যে অভিলষবতী ঐসকল জীলোকেরও বধ দণ্ড এবং ঐ প্রকার মরণ প্রায়শ্চিত্ত* । ২৩২ । ২৩৩ । পোহত্যা, ত্রাত্যতা (অর্থাৎ যথাকালে উপনয়ন না হওয়া), সামান্যত চৌর্য্য, ঋণ পরিশোধ না করা, অধিকার থাকিতে সাগ্নিক না হওয়া, লবণাদি অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, পরিবেদন, প্রতিনিয়ত বেতন প্রদানপূর্ব্বক অধ্যয়ন, প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, পরদারগমন, পরিবিস্তিতা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ-কুশীদোপজীবন, লবণ উৎপন্ন করা, আত্রেয়ী ব্যতীত স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, অদীক্ষিত বৈশ্ব-হত্যা, অদীক্ষিত ক্ষত্রিয় হত্যা, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ (অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসংসর্গ), অপত্য বিক্রয়, ধাত্তহরণ, তাত্ৰাদি কুপ্যহরণ, গবাদি পশুহরণ, পতিত প্রভৃতি অযাজ্য যাজন, বিনা উপযুক্ত কারণে পিতা, মাতা, বা পুত্রাদিকে পরিত্যাগ করা, উত্তম জলাশয় আরাম বা উদ্যানাদি বিক্রয় করা, কুমারীর অপকলঙ্ক ৩টনা করা বা অঙ্গুলি দ্বারা তাহার স্থান বিশেষ দূষিত করা, পরিবেত্ত-যাজন, পরিবেত্তাকে কন্ডাদান (পরিবিস্তি-যাজন, পরিবিস্তিকে কন্ডাদান) পরকৃতিকর কোটিল্য, সঙ্কলিত ব্রত ভঙ্গ, কেবল আত্ম-উদর ভরণার্থ

* পুত্রবধূ বা কন্ডাগমন, অতিপাতক, এই পাপ মহা-পাতক হইতে গুরুতর, ইহা ছিন্ন সিদ্ধান্ত; মাতৃস্বয় প্রভৃতি গমনের গুরুতর পাপজনকতা প্রতিপাদনার্থ উক্ত অতিপাতকও ইহার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে, যার সহোদরা ভগিনী ও বৈমায়েয়াদি ভগিনীগমনে পাপের অমান্তর ভেদ প্রদর্শনার্থ ‘সহোদরা’ ও ‘ভগিনী’ পদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লেখ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যরণস্ত প্রায়শ্চিত্ত নানাপ্রকার, তাহা বিস্তৃত হইবে। উহার মধ্যে ভগিনীগমনাদি পাপের গুরুতল্লগমন প্রায়শ্চিত্ত অথবা এই প্রায়শ্চিত্ত আচরণীয়, ইহা জাপনের কল্প ভগিনী প্রভৃতির পুনঃগ্রহণ।

রক্ষন করা, মদ্যপ নিজ পত্নীর সহ সংসর্গ, স্বাধ্যায় পরিত্যাগ, আহিত অগ্নি পরিত্যাগ, পুত্রের সংস্কার না করা, পিতৃবা মাতুলাদি বান্ধবাদিকে অকারন পরিত্যাগ করা, রক্ষন নির্বাহার্থ জীবন্ত বৃক্ষের ছেদন, পত্নী প্রভৃতি স্ত্রীকে বেত্তা করিয়া তদীয় অর্থে জীবিকা-নির্বাহ, প্রাবিবধ দ্বারা জীবিকানির্বাহ, বশী-করণাদি দ্বারা জীবিকানির্বাহ, তিল ইক্ষু প্রভৃতি-দ্রব্য-মর্দক যন্ত্র পরিচালিত করা, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনাসক্তি, আত্মবিক্রয়, শূদ্রসেবা, অপকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, সর্বাধিবাহ না করিয়া পরিণীত হীনবর্ণা স্ত্রীর সহ সংসর্গ, অনাশ্রমী হইয়া থাকা, পরান্ন-পুষ্টতা, চার্ব্বা-কাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, রাজার আজ্ঞাক্রমে স্তব-গাদি ধনিতে নিযুক্ত হওয়া, এবং ভার্য্যাবিক্রয়, এই সকলের প্রত্যেকটাই উপপাতক মধ্যে গণ্য । ২৩৪—২৪২ । ব্রহ্মঘাতী, দ্বাদশবর্ষ এইরূপ করিবে; যথা,—নাশিত ব্রাহ্মণের তদভাবে অল্প ব্রাহ্মণশবের মাথার খুলী উল্লেখ্যাপিত দণ্ডাগ্রে স্থাপিত করিয়া ঐ দণ্ড ঐরূপেই হস্তে ধারণ করিবে (বনে বাস করিবে, বন্যস্থলে জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হইলে গ্রামে গিয়া নিজকৃত* দুর্কর্ম কীর্তন করতঃ দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে সাংসকালে অপর হস্ত নিহিত মৃগয়া লোহিত খণ্ডসরাবে) তিক্ষা গ্রহণ করিরা তাহাই ভোজন করিবে ও পরিমিত-ভোজী হইবে (ব্রহ্মচর্য্যাদি করিবে) তৎপশ্চাৎ শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । ২৪৩ । অথবা ব্যাত্ৰাদি-মুখ-নিপতিত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিলে, বা ঐরূপ দ্বাদশ গাভী রক্ষা করিলে, কিংবা অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে অবত্থ ন্নান করিলেও শুদ্ধিলাভ করিবে । ২৪৪ । অথবা বহুকালব্যাপী দুঃসহ রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ বা গাভীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিলেও ব্রহ্মঘাতী শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । ২৪৫ । অথবা ব্রাহ্মণের অপহৃত সর্ব্বস্ব প্রত্যাহরণ করিতে পারিলে, কিংবা প্রত্যাহরণ করিতে গিয়া নিহত হইলে, অথবা তদর্থ যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুবাতে মৃত কল্প হইয়া পশ্চাৎ জীবন লাভ করিলেও শুদ্ধি হইবে। (ইহা অজানকৃত

ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত)। ২৪৬। “সোমভ্যঃ
স্বাঃ” এই প্রকার সেই মন্ত্র সকল উচ্চারণ
পূর্বক ক্রমে ক্রমে সোম, ত্বক্, শোণিত, মাংস,
মেদ, মায়ু, অস্থি, ও মজ্জা দ্বারা মৃত্যু/উদ্দেশে
লৌকিক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তদন্তে
ঐ অগ্নিতে দেহক্ষেপ করিবে (ইহা জ্ঞানকৃত
ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত)। ২৪৭। অথবা আত্ম-
প্রায়শ্চিত্তার্থে ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তির
সহিত স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত সংগ্রামে শরপাতপথবর্ত্তী
হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, কিংবা প্রহার-পীড়া-
বশতঃ মৃতকল্প হইয়া পশ্চাৎ জীবন লাভ করি-
লেও বিগুণ হইতে পারিবে। ২৪৮। অথবা
নির্জন্ম প্রদেশে আহার সংবন করিয়া তিন
বার মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক সম্পূর্ণবেদের সংহিতা
পাঠ করিলে, (সংহিতা পাঠ শব্দ বেদের অংশ
বিশেষের পাঠ নহে, কিন্তু মাত্র হস্ত সঙ্কেত*
এবং উদাস্ত অক্ষান্ত প্রভৃতি স্বর যোগে যথা-
বিহিত বেষ্ম পাঠের নাম সংহিতা-পাঠ, এত-
দ্ভিন্ন পদ জন্ম, বন, জটা ইত্যাদি বিবিধ পাঠ
প্রণালী আছে) কিংবা মিতাহারী হইয়া প্লাঙ্ক-
প্রস্রবণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম সমুদ্র
পর্যন্ত সরস্বতী নদীর প্রত্যেক প্রবাহ পর্য্যটন*
করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। ২৪৯। উপযুক্তপাত্রে
তাহার জীবনোপযোগী ধন প্রদান করিলে
কিংবা সর্বস্বাদি দান করিলে শুদ্ধিলাভ
করিবে, তবে গ্রহীতা নিজ বিগুণার্থ বৈশ্বানর-
যোগ করিবে (গ্রহীতা সামিক না হইলে
বৈশ্বানর দেবতার চক্র করিতে হইবে)। ২৫০।
ব্রহ্মঘাতীর প্রতি যে প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হই-
য়াছে, সোমযোগ-দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বৈশ্বহস্তা ও
সেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনবধারিত পুংস্ত্রী
জুগ হত্যা করিলে, অথবা আত্রেয়ী (অর্থাৎ
ঋতুমতী স্ত্রী বা অত্রিগোত্রসমুভা স্ত্রী) হত্যা
করিলে বর্ণানুসারে ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত
করিবে (অর্থাৎ ঐ প্রকার ব্রাহ্মণী-গর্ভ কিংবা
ব্রাহ্মণী-আত্রেয়ী বিনষ্ট করিলে ব্রহ্মহত্যার

* অনেক বলেন, সরস্বতী নদীর স্রোতের বিপরীত-
দিকে অর্থাৎ সাগরসম্মুখ হান হইতে উপনিষদ হান পর্য্যন্ত
প্রতিক্রমে পর্য্যটন।

প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য ইত্যাদি) মিথ্যাসাক্ষ্য
প্রদানাদিতেও এই প্রায়শ্চিত্ত। ২৫১। যদি
মারিবার জন্ত সমাগত হয় (অর্থাৎ মারিবার
জন্ত শত্রুদি প্রহার করে, অথচ কোনরূপে
ঐ প্রহৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করে) তাহা
হইলে, প্রকৃত প্রস্তাবে হত্যা না হইলেও,
ব্রাহ্মণাদি বর্ণের হত্যার যে ব্রত নির্দিষ্ট
আছে, সেই ব্রতই করিবে। আর সোমযোগ-
দীক্ষিত ব্রহ্মহত্যা করিলে উপদিষ্ট ব্রতের
বিগুণ ব্রত করিবে। ২৫২।

ইতি ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ।

সুরাপানী বিজাতি। সুরা, জল, ঘৃত,
গোমূত্র, এবং ছগ্ন ইহাদিগের মধ্যে যে কোন
একটি বস্তু অগ্নি সদৃশ উত্তপ্ত করিয়া তাহা
পান করিবে, তদানন্তর মৃত্যু হইলে শুদ্ধ হইবে,
ইহা জ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত। ২৫৩।
ছাগাদি সোম নিখিত বস্তু—বা বজ্রল পরিধান
ও জটাধারণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা ব্রত (অর্থাৎ
দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত) করিবে (ইহা অজ্ঞানকৃত
সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত) তিন বৎসর রাত্রি-
কালে পিণ্ডাক-পিণ্ডই হউক, আর তপ্ত
কণাই হউক ভোজন করিবে (অজ্ঞানপূর্বক
সুরাপান করিয়া পশ্চাৎ উহা বমন করিয়া
ফেলিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই)। ২৫৪।
দ্বিজপদ বাচ্য তিনবর্ণ অজ্ঞানবশত মদ্য, গুজ্র,
বা মূত্র পান কিংবা বিষ্ঠা ভোজন করিলে
(তপ্তরুজ্র ব্রত করিয়া) পুনঃসংস্কার্য হইবে *
। ২৫৫। যে দ্বিজপত্নী সুরাপান করিবে, সে
পতিলোক-গমনে বঞ্চিত হইবে এবং সে
ইহলোকে কুক্করী, গৃধ্রী, এবং শূকরী হইয়া
জন্মগ্রহণ করিবে। ২৫৬।

ইতি সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

ব্রাহ্মণ-সামিক অশীতিরন্তিকা-পরিমিত
সুবর্ণপহারী ব্যক্তি, নিজের ছক্ষুর্ধ্ব কীর্জন
করিয়া রাজার হস্তে এক মুঘল অর্পণ করিবে।
রাজা, সেই মুঘল দ্বারা তাহাকে নির্দিষ্টরূপে

* কেহ কেহ বলেন অজ্ঞানবশতঃ সুরাদি পান
করিলে যথোক্ত দ্বাদশবার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনঃপা-
নন্যর্হ হইবে।

দ্রাব্যত করিবেন, তাহাতে হত হউক আর হত নাই হউক, শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে (ইহা জ্ঞানকৃত স্বর্ণস্তেয়ের প্রায় চিত্ত) । ২৫৭। সুরাপায়ী ব্রত আচরণ করিলে, রাজাকে নিবেদন না করিয়াও শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। (ইহা অজ্ঞানকৃত স্বর্ণ-স্তেয়ের প্রায়শ্চিত্ত) অথবা নিজ দেহ-তুলা-পরিমাণ স্বর্ণ দান করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ব্রাহ্মণ যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, এইরূপ (অর্থাৎ তাহার জীবিকানির্বাহক) স্বর্ণ প্রদান করিবে। ২৫৮। ইতি স্বর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুতরগ ব্যক্তি তপ্ত লৌহময় শয্যায় (তপ্ত) লৌহময়ী নারীর সহিত শয়ন করিবে, অথবা মলিন-কোষ-চ্ছেদন পূর্বক অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋতকোণে (যতক্ষণ দেহ পতন না হয়, ততক্ষণ সরল ভাবে গমন করিয়া, দেহ-ত্যাগ করিবে (ইহা জ্ঞানকৃত গুরুতর গমনের প্রায়শ্চিত্ত) । ২৫৯। অথবা তিন বৎসর প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে (ইহা ব্রাহ্মণী-পুত্র শূদ্রজাতীয় গুরুপত্নী গমন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত) । অথবা তিনমাস বেদের সংহিতা-পাঠ ও চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। (ব্যভিচারিণী সর্বা গুরুপত্নীতে অজ্ঞানবশত উপগত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই) । ২৬০। এই সকল মহাপাতকীদিগের সঙ্গে এক বৎসর কাল সহবাস করিলে ততুল্য হইবে অর্থাৎ মহাপাতকি প্রায়শ্চিত্তের মত তাহারও দ্বাদশ-বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে; অগতিত অবস্থায় উৎপন্ন-পতিতকল্পা সংসর্গ-জনিত পাপক্ষমার্থ বিবাহের পূর্বে অহোরাত্র উপবাসী থাকিলে, এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি পিতৃদ্রব্য গ্রহণ না করিলে বর, তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে পারিবে, অর্থাৎ পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না । ২৬১। সূত মাগধ প্রভৃতি সকল প্রতিলোমজ-জাতি হত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। গায়ত্রী প্রভৃতি বেদাদি মন্ত্রে অনধিকারী জ্ঞী শূদ্রাদিও, নমস্কার মন্ত্র জপ পূর্বক এই সকল দ্বাদশ-বার্ষিকাদি ব্রতদ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৬২। গোহত্যাকারী ব্যক্তি, একমাসকাল পঞ্চগব্য পান করিবে ও সংযমী হইয়া থাকিবে। গোষ্ঠে

শয়ন করিবে, বিচরন্তী গাভীর অন্নগমন করিবে, তৎপশ্চাৎ গোদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে । ২৬৩। অথবা (পঞ্চগব্য পানের পরিবর্তে) সমাহিত হইয়া কৃচ্ছুব্রত বা অতি-কৃচ্ছুব্রত করিবে। অথবা, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া একটা বৃষ সহিত দশটা গাভী প্রদান করিবে * । ২৬৪। গোষ্ঠে শয়ন গবামুগমন ব্যতীত উক্ত ব্রত (অর্থাৎ একমাস পঞ্চগব্য পানাদি) কিংবা চান্দ্রায়ণ, অথবা এক মাস পয়ঃপান বা পরাক ব্রত দ্বারা অন্যান্য উপ-পাতকিগণেরও শুদ্ধি লাভ হইবে।† । ২৬৫। (বিশেষ বিশেষ উপপাতকীর প্রায়শ্চিত্ত এই) কোন ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বধ করিলে, তৎপাপক্ষ-মার্থ সহস্র গাভী এবং একটা বৃষ দান করিবে অথবা তিন বৎসর ব্রহ্ম-হত্যাব্রত করিবে (অর্থাৎ যে যে ইতিকর্তব্যতাদি পূর্বক দ্বাদশবার্ষিক ব্রত নির্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে ত্রৈবার্ষিক ব্রত করিবে) । ২৬৬। বৈশ্বাঘাতী একবৎসর এইব্রত করিবে অথবা একটা বৃষ ও শত গাভী দিবে এবং শূদ্রাঘাতী ছয় মাস এই ব্রত করিবে কিংবা দশটা অচিরপ্রসূতা সর্বস্ব গাভী দান করিবে। ** । ২৬৭। প্রতিশোধম ক্রমে নীচ জাতি হইতে সমুত্তা, ব্রাহ্মণ—(১) ক্ষত্রিয়—(২) বৈশ্ব—(৩) এবং শূদ্রদিগের—(৪) শৈয়িণী জীকে (অজ্ঞানত) হত্যা করিলে, তৎপাপক্ষমার্থ যথাক্রমে দৃতি (অর্থাৎ চর্ম-নিশ্চিত জলপাত্র) (১) ধনু (২) ছাগ (৩) এবং মেঘ (৪) প্রদান করিবে। ২৬৮। দৈবদ-ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণজাতীয়াদি জ্ঞী বধে শূদ্র-হত্যা-ব্রত করিবে (অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণী-বধে যাত্নাগিক ব্রত করিবে, জ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয়া-বধেও ঐ ব্রত, বৈশ্যাবধে দশধেহু এবং শূদ্রাবধে একমাস পঞ্চগব্যপানাদি সামান্য উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত করিবে)। ইতি জীবধ প্রকরণ।

* এই বচনদ্বয়ে যে চতুর্ধি প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট হইল তাহা একরূপ গোহত্যায় নহে, ইহা বিষয় ভেদে নীমাংসনীয়।

† এখানেও পূর্ববৎ বিষয় ভেদ ইত্যাদিরূপে নীমাংসা করিতে হইবে।

** ব্যক্তির স্বর্গ্য নিষ্ঠ হইয়া এবং হত্যার জ্ঞান কৃত হইয়া অজ্ঞানকৃতভাবে প্রায়শ্চিত্তের উল্লাস হইবে।

কুকলাসাদি অস্থি-যুক্ত সহস্র প্রাণী হত্যা
এবং মৎসুগাদি অনস্থি-প্রাণী একশকট
পরিমিত হত্যা করিলে শূদ্রহত্যা প্রায়শ্চিত্ত
করিবে । ২৬৯। বিড়াল, গোধা, নকুল,
মণ্ডুক এবং কাঁকাদি পক্ষী হত্যা করিলে,
(তৎপাপক্ষয়ার্থ) তিন দিন কেবল দুগ্ধপান
করিয়া থাকিবে, অথবা পাদকুঙ্কুরত করিবে ।
২৭০। হস্তী হত্যা করিলে পাঁচটা নীলবৃষ,
গুরুপক্ষী হত্যা করিলে একটা দুই বৎসরের
বৎস, গর্দভ—ছাগল—বা মেঘ—হত্যা করিলে
একটা বৃষ এবং ক্রৌঞ্চপক্ষী হত্যা করিলে
একটি তিন বৎসরের বৎস প্রদান করিবে ।
২৭১। হংস, শ্চেন, (গৃধ) বানর, ব্যাঘ্র
শৃগালাদি মাংসাশী পশু জলস্থলচর বকাদি
পক্ষী, ময়ূর বা ভাস পক্ষী হত্যা করিলে,
একটা গো দান করিবে। অমাংসাশী পশু হত্যা
করিলে বৎসতরী দান করিবে। ২৭২। সরী-
সৃপ হত্যা করিলে নৌহমর দণ্ড, নপুংসক
(পশুপক্ষী) হত্যা করিলে (মাঘপরিমিত)
ত্ৰপু এবং সীসক, শূকর হত্যা করিলে স্তূত-পূর্ণ
কুন্ড, উষ্ট্র হত্যা করিলে গুপ্তা এবং অশ্ব হত্যা
করিলে গুরুপক্ষী প্রদান করিবে । ২৭৩।
তিত্তিরি পক্ষী হত্যা করিলে দ্রোণ (অর্থাৎ
প্রায় এক মণ ২৪ সের) পরিমিত তিল প্রদান
করিবে। পূর্বোক্ত হস্তী প্রভৃতি বধে যথোক্ত
দান করিতে অশক্ত হইলে প্রত্যেক পাপের
পরিণুক্তি নিমিত্ত ব্রত করিবে। ২৭৪। যে
সকল প্রাণী, উড়ন্তাদিকুল, মৎসাদি পুষ্প,
চিরপুষ্পিত অন্নাদির প্রান্তভাগ বা গুড়াদি
রসে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বধ
করিলে মাত্র ক্షিৎ স্তূতাহার করিবে, এক
একটা অস্থিযুক্ত প্রাণিবধে ক্షিৎ দান করিবে
অস্থি রহিত প্রাণীবধে প্রাণায়াম করিবে
। ২৭৫। (অদৃষ্টার্থ সিদ্ধি ব্যতীত) বৃক্ষ—গুহ্ম—
লতা—বা বীকৃষ ছেদন করিলে গায়ত্রী প্রভৃতি
মন্ত্র শতবার জপ করিবে। (শূদ্রের মন্ত্র
জপে অধিকার নাই বলিয়া তাহার পক্ষে দুই
দিন উপবাসাদি কল্পনা করিতে হইবে)
বৃথা ওষধি ছেদন করিলে এক দিন পরিচর্যার্থ
গবাহগমন করিয়া মাত্র দুগ্ধপান করিয়া

থাকিবে। ২৭৬। ব্যভিচারিণী—বানর—ধর—
উষ্ট্র—কাক—শৃগালাদি কর্তৃক দষ্ট হইলে, জলে
প্রাণায়াম করিয়া মাত্র স্তূতাহার করিবে, তাহা
তেই শুদ্ধ হইরে (ইহা অসমর্থ পক্ষে)। ২৭৭।
(গৃহস্থ) জীসন্তোণ ব্যতীত অকামত স্থানিত
নিজ বীর্ঘ্যের উপর “যন্মেহদ্য রেতঃ পৃষিবীং”
ইত্যাদি মন্ত্র ত্রয় জপ করিয়া কনিষ্ঠাস্থলি গৃহীত
সেই মন্ত্রপূত বীর্ঘ্যদ্বারা স্তন মধ্য এবং ক্রমধ্য
স্পর্শ করিবে। ২৭৮। নিজ প্রতিবিম্ব জল
মধ্যে অবলোকন করিলে “ময়িত্তেজ ইন্দ্রিয়ং”
এই মন্ত্র জপ করিবে অশুচি দ্রব্য দর্শন, বা
পাণিপাদাদি চাপল্য এবং অনৃত বচনে সারিজী
জপ করিবে। ২৭৯। ব্রহ্মচারী জীসংসর্গ
করিলে, “অবকীর্ণী হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি
নিখতি দেবতা উদ্দেশে গর্দভ পশুদ্বারা যাগ
করিলে বিগুদ্ধ হইবে। ২৮০। ব্রহ্মচারী পীড়িত
না হইয়া (গুরুপরিচর্যাদি গুরুতর কার্যে
ব্যগ্রতা বশতঃ) সাতদিন ভিক্ষা এবং অগ্নি
কার্য (অর্থাৎ হোম) পরিত্যাগ করিলে
“কামাবকীর্ণোহন্যাবকীর্ণোহস্মি” ইত্যাদি মন্ত্র
ত্ৰয় দ্বারা দুইটা আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর
“সমাসিঞ্চতু মরুতঃ সমিচ্ছঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা
অগ্নির উপাসনা করিবে, আর অজ্ঞানতঃ ক্ষৌদ্র-
মধু বা (অগ্নের পক্ষে অনিষিদ্ধ) মাংস ভোজন
করিলে কুঙ্কুরত করিবে, পরে (আশ্রমোচিত)
অবশিষ্ট ব্রত আচরণ করিবে। ২৮১। ২৮২।
গুরুর আদেশ প্রতিপালনাদি না করিলে,
তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াই শুদ্ধ হইবে, আর গুরু
শিষ্যকে বিষয় স্থানে পাঠাইলে, শিষ্য যদি সেই
স্থানে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে গুরু প্রাজা-
পত্য প্রভৃতি তিনটা ব্রত করিবেন। ২৮৩।
ব্রাহ্মণাদি-প্রাণীর প্রতি চিকিৎসাদি উপকার
করিতে গিয়া যদি ঐ উপকার-পাত্র দৈবাৎ
বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উপকারকের পাপ
হইবে না। ষেবশতঃ কাহারও উপর কোন
পাপের মিথ্যা আরোপ করিলে আরোপিত
পাপ অপেক্ষা বিগুণ পাপ, আরোপপরিহার
হইবে, আর অপ্রকাশিত পাপ ষেব বশতঃ
প্রকাশ করিয়া দিলে, প্রকাশিত পাপের সম
পাপ, প্রকাশকের হইবে। ২৮৪। এবং যে

কাহারও উপর কোন পাপের মিথ্যা আরোপ করে, সে যে কেবল উক্ত পাপেরই দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হয়, এমত নহে; পরন্তু যাহার উপর আরোপ করে, সেই মিথ্যাভিযুক্তের যাবদীয় পাপরাশি, তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়; যে ব্যক্তি, অপরের উপর মহাপাতক উপপাতকাদি, অলীক আরোপিত করে, সে একমাস ইচ্ছিয় সংযম পূর্বক “গুদ্ধবতী” মন্ত্র জপ করিবে এবং মাত্র জলাহারী হইয়া থাকিবে (এই প্রায়শ্চিত্ত সর্বত্রের পক্ষে জানিবে, হীন বা উৎকৃষ্ট বর্ণের পক্ষে যথা-সম্ভব গুরু লঘু প্রায়শ্চিত্ত করনা করিয়া দইতে হইবে) । ২৮৫। যাহার প্রতি, মিথ্যা অপরাধ আরোপিত হইবে, সে ব্যক্তি প্রাজাপত্য করিবে, অথবা অগ্নিদেবতাক পুরো-ডাশ দ্বারা অথবা বায়ুদেবতাক পুরোডাশ দ্বারা অথবা বায়ুদেবতাক পশুদ্বারা যাগ করিবে । ২৮৬। যে ব্যক্তি নিয়োগ ব্যতীত চাক্ষুশ্য গমন করে, তাহাকে চাক্ষুশ্য ব্রত করিতে হইবে (ব্রাতার বাগদস্তা পত্নীতে জ্ঞানত একবার মাত্র গমন করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত জানিবে) । ২৮৭। যে ব্যক্তি, জম্বলা ভাষ্যাতে উপগত হয়, সে, তিন দিন পবাসান্তে স্নাত্ত ভোজন করিয়া শুদ্ধিলাভ রিবে । ২৮৮। ব্রাত্যযাজন করিলে, অথবা ভিচার করিলে প্রাজাপত্য প্রভৃতি তিনটি ব্রত করিবে, বেদ বিপ্রাবক, (অর্থাৎ মনধ্যাদিত্তে বেদাধ্যায়ী) এবং তদ্বাদি ব্যতীত শরণাগত পরিত্যাগী, এক বৎসর যাত্র যবোদন ভোজন করিয়া থাকিবে ২৮৯। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্বক, গোষ্ঠে বাস করতঃ একমাস (প্রত্যহ তিন সহস্র) গায়ত্রী জপ করিবে এবং দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিবে, এইরূপে অসংপ্রতিগ্রহ-জনিত পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে। (চাণ্ডালাদির নিকট প্রতিগ্রহ, তীর্থে প্রতিগ্রহ চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণাদি কালে প্রতিগ্রহ এবং সুরাদি-প্রতিগ্রহকে অসংপ্রতিগ্রহ কহে, চাণ্ডালাদি অসং ব্যক্তির নিকট সুরাদি অসং বস্তু প্রতিগ্রহ করিলে, কাহার এই প্রায়শ্চিত্ত) । ২৯০। গর্দভযানে বা

উষ্ট্রযানে গমন করিলে, উলঙ্গ অবস্থায় স্নান বা ভোজন করিলে এবং দিবসে স্ত্রী সন্তোষ করিলে, জলাবগাহনান্তে প্রণাম্যাম করিবে । ২৯১। পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ক্রোধ পূর্বক হত্যা করিলে বা “তুমি” শব্দ ব্যবহার করিলে অথবা কোন ব্রাহ্মণকে বাদবিতণ্ডাদি দ্বারা পরাজিত করিলে অথবা ব্রাহ্মণের কণ্ঠে বস্ত্র দ্বারা কোমলভাবে বন্ধন করিলে, (অর্থাৎ গলায় গামছা দিলে) ঐ গুরু বা ব্রাহ্মণকে প্রণামাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া একদিন উপবাস করিবে । ২৯২। ব্রাহ্মণকে মারিতে দণ্ড উদ্যত করিলে—প্রাজাপত্য ব্রত, আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ, আঘাত দ্বারা রক্ত পাত হইলে কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ, এবং যে আঘাত দ্বারা রক্ত বিকৃতভাবে ফুকের অভ্যন্তরেই থাকে (অর্থাৎ কালশিরা পড়ে) তাহাতে প্রাজাপত্য করিতে হইবে (এই শেখোক্ত বিষয়ের তাৎপর্য্য এই যে, আঘাত করিলে যে অতিকৃচ্ছ করিতে হয়, তাহা ত করিবেই, তদ্বাদে পূর্বোক্ত বিশেষ আঘাতের জন্ত আরও একটা প্রাজাপত্য করিবে; মোট একটা অতিকৃচ্ছ আর প্রাজাপত্য এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত) । ২৯৩। দেশ, কাল, প্রায়শ্চিত্ত কর্তার বয়ঃক্রম, শক্তি এবং পাপ, এই সকল বিষয় যতপূর্বক পর্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করনা করিবে। আর যে যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, তৎসমস্তেরও প্রায়শ্চিত্ত করনা করিতে পারিবে । ২৯৪। (পতিত ব্যক্তি বারংবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুকূল হইয়াও তাহা না করিলে) পতিত ব্যক্তির বজ্রবাক্যবগণ

* বৃহস্পতির বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে এই বচনের বাখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে। যথা,—ব্রাহ্মণকে আঘাত করিতে দণ্ড উদ্যত করিলে (উদ্যতদণ্ড পুঙ্খ, বেলগ আঘাত করিতে সম্মত করিবে, তদনুসারে ব্রাহ্মণোপদিষ্ট গুরু লঘু বাক্যনিং প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইবে, অহিতৈষিক আঘাতে অতিকৃচ্ছ, অসংজ্ঞজনিত রক্তপাতে কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ, আর রক্তপাত-শূন্য ক্ষুণ্ণে প্রাজাপত্য করিবে। (১ম); মূলহিত দুইটা কৃচ্ছ শব্দের প্রাজাপত্য অর্থ নহে, কিন্তু প্রথমটির অর্থই প্রাজাপত্য, দ্বিতীয়টির অর্থ যথাসম্ভব ব্রত। (২ম); এই বাখ্যা ত্রিলোচনাচার্য্য সম্মত।

গ্রামের বহির্দেশে (দক্ষিণমুখ বিকৃতোত্তরীয় হইয়া) নিক্ষেপ করিবে (ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিতেই প্রেতোচিত উদকপিণ্ডাদানাদি করিয়া এই কার্য্য করিতে হইবে) অনন্তর ঐ ব্যক্তিকে সকল কার্য্যেই বহিঃস্থ করিয়া রাখিবে (অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপে সংসর্গ না হয়, তাহা করিবে) । ২৯৫ । (এইরূপে বন্ধুবান্ধবকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াই হউক, বা অত্র কোন কারণেই হউক, অমৃতপ্ত হইয়া উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলে, বান্ধবগণ তাহার সহিত পবিত্র জলাশয়ে স্নান করিয়া) জলপূর্ণ নূতন কুন্ত নিক্ষেপ করিবে, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিকে (পূর্ব পাপ উল্লেখ করিয়া) কোনরূপ নিন্দা করিবে না এবং সকল কার্য্যেই ইহাকে লইয়া ব্যবহার করিবে । ২৯৬ । পতিত স্ত্রীলোকের পক্ষেও এইরূপ বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে, (তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে বন্ধুবান্ধবগণ পূর্বোক্তরূপে গ্রামের বহির্দেশে পূর্ণ কুন্ত নিক্ষেপ করিলেও) আপনাদিগের গৃহের নিকটে থাকিবার জন্ত সামান্য কুটার নির্মাণ করিয়া দিবেন, জীবন ধারণার্থ একমুষ্টি অন্ন দিবেন এবং লজ্জা নিবারণার্থ জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ড দিবেন, আর সেই অবস্থাতেও পরপুরুষ-সঙ্গ নিবারণ করিবেন । ২৯৭ । হীনবর্ণ-পুরুষ-সন্তোষ গর্ত্তপাতন এবং স্বামি-হত্যা, এই সকল কার্য্যও স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র-পাতিত্যজনক, ইহা নিশ্চয় (তত্ত্বিত জাতিমাত্রের যাহাতে পাতিত্য নির্দিষ্ট আছে, তাহাও স্ত্রীলোকের পাতিত্যজনক) । ২৯৮ । শরণ-গতবাতি, শিশুবাতি, স্ত্রীবাতি এবং কৃতম্র, এই সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইলেও ইহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবে না । ২৯৯ । জলপূর্ণ নূতন কুন্ত নিক্ষেপ হইবার পর (কৃত-প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি, জ্ঞাতীগণে পরিবৃত্ত হইয়া) কতিপয় গাভীকে ভূগাদি (অর্থাৎ গোকল) প্রদান করিবে, প্রথমে ঐ সকল গাভীগণ তদন্ত ভূগাদি-গ্রাস ভোজন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলে পশ্চাৎ জ্ঞাতীগণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিতে পারিবেন । ৩০০ । পাপ উহার দাসী দ্বারা আনীত জলপূর্ণ কুন্ত

প্রকাশ হইলে পাপী, সভার * অমৃত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, আর পাপ প্রকাশ না হইলে, রহস্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে । ৩০১ । ব্রহ্ম-হত্যাকারী, ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলমধ্যে অঘমর্ষণস্বক্ৰ জপ করিবে, (তিন দিনের পর) দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে (ইহা ব্রহ্মহত্যার রহস্য প্রায়শ্চিত্ত) । ৩০২ । অথবা সমস্ত অহোরাত্র বাতাহারী হইয়া থাকিবে এবং সেই রাত্রে জলে অবস্থিতি করিবে, অনন্তর (প্রাতঃকালে জন হইতে উথিত হইয়া) “লোমভ্যঃ স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অমিতে চত্বারিংশঃ আহুতি প্রদান করিবে । ৩০৩ । সুরাপায়ী, ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া “যদেবদেবহেড়নম্” ইত্যাদি কুম্ভাণ্ডী ঋক পাঠ করিয়া চত্বারিংশৎ বার সূতাহুতি প্রদান করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে । অশীতি রত্তিক ব্রাহ্মণস্বামিক স্ববর্ণপহারী ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জলমধ্যে অবস্থানপূর্বক “ননাত্তে রুদ্রমন্ত্রবে” এই শতকৃতীয় জপ করিলে শুদ্ধ হইবে । ৩০৪ । গুরুতলগামী, ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া চত্বারিংশৎ বার করিয়া “সহস্রশীর্ষা” ইত্যাদি পুরুষ স্তুত মন্ত্র জপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, যথোক্ত কাম্মারুষ্ঠানে পর ইহার। এক একটা দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে (এই সকল রহস্য-প্রায়শ্চিত্ত, অজ্ঞান কৃত পাপের পক্ষে বিহিত হইয়াছে) । ৩০৫ । বাহার রহস্য প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই, সেই জাতিভ্রংশকরাদি পাপ, সকল উপপাত্ত এবং অজ্ঞান সকল পাপ অপনোদন করিয়া জন্ত (যথাসম্ভব পাপের তরতম্য অনুসারে) শত (দ্বিশত ইত্যাদি এবং এতদনু্যন এতদধিক) প্রণাম্য করিবে । ৩০৬ । দ্বিজ (অজ্ঞান বশতঃ) রেতঃপান বিষ্ঠা-ভোজন বা মূত্রপান করিলে সোমরসের উপর প্রণব জপ করিয়া শুদ্ধিজনক সেই রস পান করিবে । ৩০৭ । রাত্রিতে বা দিবসে অজ্ঞানপূর্বক যে সর্প প্রকীর্ত্তক পাপ অমুষ্ঠিত হয় (অথবা মন

* ঋক যজুঃ সাম বেদমজ, পূর্বোক্তের মীমাংসায়োক্তায়শাস্ত্রমূলক, নিকৃষ্টাভিজ্ঞ, বর্ণশাস্ত্রবিৎ এবং তিস্রঃ আজমী, এইরূপ অনানুদ্যতনের নাম সভা ।

উপপাতক হয়) তৎসমস্ত ত্রৈকালিক সন্ধ্যা উপাসনা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩০৮। “বিধানিদেবঃ সবিভঃ” ইত্যাদি শুক্রিয় মন্ত্র জপ, আরণ্যক মন্ত্রজপ, এবং বিশেষতঃ গায়ত্রী জপ, আর একাদশরুদ্রানুবাকজপ (অঘমর্ষণ স্কৃত জপ) এই সমস্ত জপ (যথাযোগ্য সংখ্যা-ক্রমে আচরিত হইলে, যথা মহাপাতকে লক্ষ উপপাতকে সহস্র ইত্যাদি) সকল পাপ বিনষ্ট করে। ৩০৯ ॥ বিজ্ঞ আপনাকে যে যে কিসে পাপে আক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে তত্তৎ বিধে (বিহিত সংখ্যা অনুসারে) গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্বক তিলদ্বারা হোম করিবে, অথবা ব্রাহ্মণ হস্তে তিল প্রক্ষেপ পূর্বক ঐ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আপনার শুদ্ধি বা ধর্ম্মরাজের প্রীতি বাচন করিয়া লইবে ॥ ৩১০ ॥ (বেদাধ্যয়ন, বেদ-বিচার, বেদানুশীলন, তাত্‌কালিক ব্রহ্মচর্য্য এবং বেদাধ্যাপন—বেদাভ্যাস এই পাঁচপ্রকার) এইরূপ বেদাভ্যাস-পরায়ণ তিতিক্ষাযুক্ত অথচ পঞ্চযজ্ঞকর্ত্তা মহাত্মাকে ব্রহ্মবধাদি-মহাপাতক-সম্ভূত পাপ-রাশিও স্পর্শ করিতে পারে না, উপপাতকাদির ত কথাই নাই ॥ ৩১১ ॥ দিবসে বাতাহারী হইয়া থাকিবে এবং সমস্ত রাত্রি জলে অতিবাহিত করিবে, অনন্তর সূর্য্যোদয়ের পর সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মবধ ব্যতীত সকল পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ৩১২।

ইতি রহস্য প্রায়চিত্ত ।

ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, দান, সত্য, অকুটিলতা, অহিংসা, অস্তেয়, মধুরতা এবং দম (অর্থাৎ বাহ্যেস্ত্রিয় সংযম, এই সকল যম নামে স্মৃত হইয়াছে ॥ ৩১৩ ॥ স্নান, মোন, উপবাস, যাগ, স্বাধ্যায়, উপহৃতসংযম গুরুসেবা, শৌচ, অক্রোধ এবং অপ্রমাদ এই সকলের নাম নিয়ম (প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময়ে এই যমনিয়ম, অবশ্য আশ্রয় করিবে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্ম সকল সন্মুখেই আশ্রয়ণীয় বটে। তথাপি তাহাদিগের পুনগ্রহণ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গত্ব প্রতিপাদনার্থ ইত্যাদি) ॥ ৩১৪ ॥ গোমূত্র, গোময়, গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য-স্বত এবং কুশজল পান করিয়া পরদিবস

উপবাস করিবে, এই ব্রতের নাম সান্তপন, ই উৎকৃষ্ট ব্রত। ৩১৫। সান্তপনব্রতে গোমূত্রাদি যে ছয়টা দ্রব্য উক্ত-হইয়াছে তাহার একএকটা মাত্র আহার করিয়া ক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত করিবে এবং সপ্তমদিনে উপবাসী থাকিবে, এই ব্রত মহাসান্তপন নামে স্মৃত হইয়াছে। ৩১৬। পশাশ পত্রের কাথ, উড়ুধর পত্রের কাথ, পদ্মপত্রের কাথ, বিদ-পত্রের কাথ এবং কুশজল এই পাঁচ প্রকার জলের মধ্যে প্রত্যেক দিন এক এক রকম জল পান দ্বারা (পাঁচদিন অতিবাহিত করিলে) যে ব্রত হয়, তাহা পর্ণকৃচ্ছ, নামে উদাহৃত। ৩১৭। তপ্তদুগ্ধ, তপ্তস্বত এবং তপ্তজল, এই তিন রকম পেয় প্রত্যহ এক একটা করিয়া (তিন দিন) পান করিবে ও একদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন উপবাস করিবে, ইহা তপ্ত-কৃচ্ছ নামে বিখ্যাত। ৩১৮। একদিন এক-ভুক্ত, একদিন নরু, একদিন অযাচিত-ভোজন এবং এক দিন উপবাস দ্বারা যে ব্রত আচরিত হয়, তাহার নাম পাদকৃচ্ছ। ৩১৯। এই ব্রত (যথাক্রমে তিন দিন এক-ভুক্ত তিন দিন নরু, তিন দিন অযাচিত-ভোজন এবং তিন দিন উপবাস কিংবা এক একদিন করিয়া চার দিনে উপবাসান্ত কার্য্য করিয়া আবার এক একদিন করিয়া ঐরূপ কার্য্য, এই প্রকারে দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিলে) ইত্যাদি যে কোনরূপে তিনগুণ হইলে প্রাজাপত্য নামে কথিত হয়। এই প্রাজাপত্য ব্রতই “অতিকৃচ্ছ” পদবাচ্য হইবে; তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, যে কয় দিন আহার কবা নিয়ম, অতিকৃচ্ছ, সেই কয়দিন পাণি পূরণমাত্র (অর্থাৎ যতগুলি অন্ন দক্ষিণ করতল পূর্ণ হয়, মাত্র ততগুলি) অন্ন আহার করিবে (প্রাজাপত্য ব্রতে দ্বাবিংশত্যাди গ্রাস আহার করিতে মনু আদেশ করিয়াছেন) ৩২০। একবিংশতিদিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে “কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ” ব্রত হয়, দ্বাদশাহ উপবাসসাধ্য ব্রত পরাক নামে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। ৩২১। পিণ্ডাক, আঁচাম, তক্র, জল এবং শক্ত এই সকল বস্তুর এক একটা করিয়া প্রত্যহ ভোজন এবং অনন্তর একদিন উপবাস এই

(ষড়হঃসাধ্য ব্রত) সৌম্যকৃচ্ছ নামে অভিহিত হয়। ৩২২। পিণ্ড্যাকাশি পঞ্চ দ্রব্যের এক একটি দ্রব্য যথাক্রমে তিনদিন করিয়া ভোজন করিবে, এই পঞ্চদশাহ-সাধ্য ব্রত ছুলাপুরুষ নামে জ্ঞাতব্য। ৩২৩। চাক্ষায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইলে; ময়ূরাণ্ড-প্রমিত নিজ-ভোজ্য পিণ্ড গুরুপক্ষ তিথি বৃদ্ধিঅনুসারে এক একটি করিয়া বাড়াইয়া ভোজন করিবে, কৃষ্ণপক্ষে এক একটি করিয়া কমাইবে (অর্থাৎ গুরুপক্ষের প্রতিপদে একটি, দ্বিতীয়্য দুইটি, এইরূপ পূর্ণিমাতে পঞ্চদশটি পিণ্ড ভোজন করিবে; আবার কৃষ্ণ প্রতিপদে চতুর্দশটি দ্বিতীয়্য ত্রয়োদশটি এইরূপে কৃষ্ণ চতুর্দশীতে একটিমাত্র পিণ্ড ভোজন করিয়া থাকিয়া অমাবস্তাতে উপবাস করিবে)। ৩২৪। (অথবা) একমাসে মোট ২৪০ দুই শত চল্লিশটি পিণ্ড, যে কোনরূপে (অর্থাৎ কোন দিন ১৬টি পিণ্ড ভোজন, কোন দিন উপবাস, কোন দিন ১টি মাত্র পিণ্ড ভোজন, ইত্যাদি অনির্দিষ্টরূপে) ভোজন করিবে, ইহা অত্রবিধ চাক্ষায়ণ। ৩২৫। (তপ্তকৃচ্ছ ব্যতীত) প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ এবং চাক্ষায়ণ করিবার সময় ত্রিকালস্নানী হইবে এবং স্নানান্তর অঘমর্ষণাদি পবিত্ররূপ করিবে এবং ভক্ষ্য পিণ্ডের উপর গায়ত্রী জপ করিবে। ৩২৬। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট হয় নাই, সেই সকল পাপের চাক্ষায়ণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি,—ধর্ম্মার্থ এই ব্রত আচরণ করে, সে চক্ষের সালোক্য প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ চক্ষুলোকে বাস করিতে পায়)। ৩২৭।

যে ব্যক্তি নুসমাহিত হইয়া ধর্ম্মকামনায় প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ আচরণ করে, সে মহতী লক্ষী লাভ করে এবং রাজদ্রুহাদি প্রধান প্রধান বজ্রফল পাইয়া থাকে। ৩২৮। সামশ্রব প্রভৃতি ঋষিগণ, এই সকল যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অমিততেজা মহাত্মা যোগীশ্র যাজ্ঞবল্ক্যকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৩২৯। যাহারা নিরালস্য হইয়া এই ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণ করিবেন, তাহারা ইহলোকে যোগ লাভ করিয়া অন্তকালে স্বর্গ গমন করিবেন। ৩৩০। বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আয়ুঃ প্রার্থী আয়ুঃ এবং শ্রীপ্রার্থী মহতী শ্রী প্রাপ্ত হন। ৩৩১। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে অন্ততঃ তিনটি শ্লোক শ্রবণ করাইবে, তাহার পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। ৩৩২। এই শাস্ত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলে, ব্রাহ্মণ পাত্ৰত্ব (অর্থাৎ বিদ্যাতপঃ সম্পন্নত্ব) প্রাপ্ত হইবেন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হইবে, এবং বৈশ্ব ধনধাত্র সম্পত্তিশালী হইবে। ৩৩৩। যে পণ্ডিত প্রতিপক্ষের দ্বিজগণকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন, তাহার অশ্বমেধ ফল হইবে, তাহা অর্থাৎ আমাদিগের এই বাক্য আপনি অনুমোদন করুন। ৩৩৪। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লুপ্তাশ্বঃকরণে স্বয়ম্বুত্রক্ষাকে প্রণামপূর্ব্বক ‘তাহাই হউক’ (অর্থাৎতোমাদিগের কথা অনুমোদন করিলাম, কথিত ফল সমস্ত সম্পূর্ণ হউক) ইহা বলিলেন। ৩৩৫।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা সম্পূর্ণ।

উশনঃ-সংহিতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

শৌনকাদি মুনিগণ, ভৃগুবংশীয় ঔশন (উশনা'র পুত্র) মুনিকে প্রণাম করিয়া—
ধর্মশাস্ত্রের নিশ্চিত তত্ত্ব সকল জিজ্ঞাসা করি-
লেন। ১। পূর্বকালে ধর্মতত্ত্ববিৎ উশনা—
শ্রোতা ঋষিমণ্ডল'র নিকটে ধর্ম-অর্থ-কাম-
মোক্শের হেতু পাপনাশক যে ধর্ম—বলিয়া-
ছিলেন, আমি আজ তাহা বলিতেছি,—
তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর; ইহা বলিয়া,
স্বীয় পিতা ভার্গব উশনাকে প্রণামপূর্বক ধর্ম
বলিতে লাগিলেন। ২। ৩। গর্ভাষ্টম বর্ষে
অথবা প্রকৃত অষ্টমবর্ষে স্বীয় গৃহ যন্ত্রবিধি অনু-
সারে (বধা সাম বেনীর গোভিলস্বর স্বীয় গৃহ
যন্ত্র) উপনীত হইয়া দ্বিজোত্তম বেদসকল
অধ্যয়ন করিবে। ৪। (বেদাধ্যয়ন কালে) ব্রহ্মচর্য্য
অবলম্বন পূর্বক দণ্ড, মেথলাস্বর ও কৃষ্ণাজিন
ধারণ করিবে ও গুরুস্থিতে নিরত থাকিবে।
ভিক্ষাহারী হইবে এবং গুরু'র মুখের নিকে
চাহিয়া থাকিবে। ৫। পূর্বকালে ব্রহ্মা,
ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে কার্পাসকেই উত্তম উপবীত
করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। উপবীত যন্ত্র
ত্রিগুণিত হইবে। (এবং ক্ষত্রিয়ের শব্দস্বরময়
ও বৈশ্যের মেঘলোমনির্মিত উপবীত হইবে।
মূলে "কৌশিনবাদাস্ত্র"মূলে "শোণমাবিক"হইবে।)
দ্বিজ, সর্সদা উপবীত ধারণ করিয়া থাকিবে।
এবং সর্সদা শিখা বন্ধন করিয়া রাখিবে;
কার্পাস নির্মিতই হউক আর কাবায়ই হউক
পূর্ষাবস্থা হইতে পরিবর্তন করিয়া উপনয়ন-
কালে যেক্রপ বস্ত্র পরিহিত হইবে, সেইরূপ
গুরুবর্ণ, অজিগ্রবস্ত্রই (অধ্যয়ন অবস্থার)

পরিধান করিয়া থাকিবে। ৭। উৎকৃষ্ট কৃষ্ণা-
জিন বস্ত্রই উত্তরীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে—
তবভাবে উত্তম রোরবচর্ম্ম উত্তরীয় হইবে, ইহাই
বিধি। ৮। বাম বাহর উরুভাগ হইতে
অর্থাৎ বাম হৃদয় হইতে দক্ষিণ বাহর অধো-
ভাগ পর্যন্ত বিলম্বিত যজ্ঞসূত্রের নাম উপবীত—
সর্সদা এইরূপ উপবীতী হইয়া থাকিবে, কঠ-
দেশ হইতে মালাকারে দৌহ্যমান যজ্ঞসূত্রের
নাম নিবীত। (মূলে "কঠলম্বনং" হইবে)। ৯।
হে দ্বিজগণ! বামবাহ উকৃত করিয়া, (তাহার
অধোদেশ হইতে) দক্ষিণ হৃদয়ে ধৃত যজ্ঞসূত্র
প্রাচীনাবীত নামে কথিত হইয়াছে—পিত্র্য-
কর্মে—এইরূপ প্রাচীনাবীতী হইবে। ১০।
অগ্নিগৃহে (সায়িকনিগের হোমগৃহে), গাতীক
গোষ্ঠে, হোমকালে, জপকালে, অবশ্য কর্তব্য
সাধ্যায়ভোজনকালে, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে
গুরু উপাসনা সময়ে ও উভয় সন্ধ্যাতে অবশ্যই
উপবীতী হইবে, ইহা "চিরপ্রচলিত নিয়ম"।
১১। ১২। ব্রাহ্মণের বেটী মেথলা হইবে, তাহা
মুঞ্জাহূণ দ্বারা নির্মিত—ত্রিগুণ (তেদারা) সম
অর্থাৎ একদারা ছোট; আর একদারা বড়
এইরূপ বৈষম্যদোষগুচ্ছ এবং মন্থণ করিবে।
মুঞ্জভাবে কুশ দ্বারাই নির্মাণ করিবে; ইহা উকৃত
হইয়াছে। এবং ঐ মেথলা গ্রন্থিভ্রমযুক্ত বা
একগ্রন্থিযুক্ত হইবে। ১৩। দ্বিজ বেশ পর্যন্ত
উচ্চ দোম্য ও বৃষণ—বিবশাখাসমুত্ত দণ্ড বা
পালাশদণ্ড কিংবা বাজোড়স্বর শাখার দণ্ডধারণ
করিবে। ১৪। দ্বিজ একাগ্রচিত্ত হইয়া সায়-
কালে ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা করিবে।

কাম, লোভ, ভয় বা মোহপ্রযুক্ত কদাপি তাহা পরিত্যাগ করিবে না। ১৫। সন্ধ্যোপাসনার পর সায়ংকালেও প্রাতঃকালে প্রসন্নচিত্তে অধিকার্য্য করিবে। স্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। ১৬। অনন্তর পুষ্প, পত্র ও জল দ্বারা দেবপূজা করিবে এবং প্রতিদিন ধর্ম্মানুসারে নম্রতা সহকারে “অসাবহং ভো অভিবাদয়ে” অর্থাৎ অমুক দেবধর্ম্মা আমি আপনাকে অভিবাদন করি—বলিয়া পূজ্য ব্যক্তিবর্গকে অভিবাদন করিবে, তাহাতে দীর্ঘায়ুঃ, অরোগী, এবং ধনধাত্তাদিসম্পন্ন হইবে। ১৭। মূলে “বুদ্ধেষ্ঠ” না হইয়া “বুদ্ধেযু” হইবে। ১৭। ১৮। ব্রাহ্মণ অভিবাদন করিলে তাহাকে “আয়ু স্যাদ্ভব সৌম্য (ঐ) অমুক দেবধর্ম্মন” অর্থাৎ হে সৌম্য অমুক তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও এই কথা বলিবে। ১৯। যে বিজ্ঞ অভিবাদনের পর কর্তব্য প্রত্যভিবাদন করিতে না জানে, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে প্রশংসা করিবে না; কেননা শূত্র যেক্ষণ অনভিবাদ্য সে ও তদ্রূপ। ২০। গুরুজনকে অভিবাদন করিবার সময়ে তাঁহাব পাশ্বে গ্রহণ, সর্বা অর্থাৎ বাম দক্ষিণ পাণিদ্বারা স্পর্শকর্তব্য। কিন্তু এককালেই বাম পাণিদ্বারা গুরুর বামপাদ স্পর্শ এবং দক্ষিণ-পাণিদ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ স্পর্শ করিবে। ২১। আলৌকিক, বৈদিক, বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সাহায্য নিকট হইতে লাভ করা যায়, (পূজ্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইলে) তাঁহাকে আগ্রে অভিবাদন করিবে। ২২। (অভিবাদক ও অভিবাদ্য) জল, তিলাগন্ধ, অন্নাদি, পুষ্প, সন্নিধ এবং বিষ অপরাবস্ত এবং যে কিছু দেব দেয়, ভূত, তাহা (অভিবাদন সময়ে) স্পর্শ করিয়া থাকিবে না। ২৩। উপাধ্যায়, পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং মহীপতি এবং অন্যান্য মাত্ত্য ব্যক্তি সমাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে-বৃশল, ক্ষত্রিয়কে—অনামর, বৈশ্যকে—ক্ষেম এবং শূত্রকে—আরোগ্য প্রেরণ করিবে। ২৪। ২৫। মাতুল, ঋগুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতামহ, পিতামহ, বর্গক-জ্যেষ্ঠ, এবং পিতৃব্য এই সপ্তবিধ ব্যক্তি পিতা বলিয়া গৃহ্য হইয়াছে। ২৬। মাতা, মাতামহী গুরুর অর্থাৎ আচার্য্যাদির পত্নী, পিতৃবসা, মাতৃবসা ইত্যাদি অর্থাৎ মাতুলানী প্রভৃতি ঋগুর, পিতামহী,

এবং জ্যেষ্ঠা-ভগিনী—ইহারা পূজ্য জীলোক। ২৭। এইরূপে মাতৃক্রমে ও পিতৃক্রমে জী-পুরুষ-ভেদে যে যে গুরু, তাহা কথিত হইল; কায়মনোবাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা ইহাদিগের অনুরক্তি করা উচিত। ২৮। গুরুজনকে অবলোকন করিবারাত্র গাত্ৰোত্থান করিবে, অনন্তর অভিবাদন পূর্বক কৃতাজলিপুটে অবস্থান করিবে; তাঁহাদিগের সহিত একত্র উপবেশন করিবে না এবং কোন প্রয়োজনবশতঃই তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করিবে না (মূলে “বিবাদেনা” না হইয়া “বিবদেন হইবে”)। ২৯। প্রাণরক্ষার্থও তাঁহাদিগের প্রতি ঘেঘ করিবে না এবং নিন্দা করিবে না। শত শত অস্ত্র গুলি থাকিলেও গুরুদেবী ব্যক্তি অধোগামী হয়। ৩০। সকল গুরুর মধ্যে পাঁচটা গুরুজন বিশেষ; পূজ্য; যথা মাতা, (১) গুরু পিতা (২) অথবা আচার্য্য (৩) উপাধ্যায় (৪) ঋত্বিক (৫) ইহার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ প্রথমোক্ত তিনজন মহাগুরু; এবং জননী ইহাদিগের মধ্যেও সুপুজিতা (শ্রেষ্ঠা)। ৩১। যে এক দিনের তরেও বাসস্থান দেয় যাহার নিকট এক ক্ষণও উপদিষ্ট হওয়া যায় অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করা যায় (২) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (৩) ভর্তা অর্থাৎ প্রতিপালক এবং স্ত্রী লোকের পক্ষে—স্বামী (৪) এবং পূর্বোক্ত পঞ্চগুরু, (৫)—কল্যাণাকাজী ব্যক্তি, এই পঞ্চবিধ গুরুকে, আপনার অশেষ বিশেষ যত্নে এমন কি জীবন পর্যন্ত পাত করিয়াও পূজা করিবে। ৩২। ৩৩। পিতা ও মাতা এই দুই জন যতদিন বর্তমান থাকিবেন, ততদিন, নির্দ্বিকারভাবে অন্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সেবার নিযুক্ত থাকিবে। পিতা এবং মাতা, যদি পুত্রপণে অভিভ্রমী প্রীতলাভ করেন, তাহা হইলে, পুত্র, সেই পিতামাতার প্রীতিউৎপাদনরূপ সংকর্ম্ম দ্বারা সকল সংকর্ম্মফল প্রাপ্ত হন। মাতার ন্যায় দৈব নাই, পিতার মতও গুরু নাই এবং ভৎকৃত উপকারের প্রত্যুপকারও কিছু নাই। কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের শ্রিত্যকার্য্য করিবে। তাঁহাদিগের বিনা অস্থ-যতিতে মুক্তিজনক কার্য্য এবং নিত্য নৈকি

স্তিক কার্য ভিন্ন কোন ধর্ম-কর্ম—করিবে না । পিতৃ-মাতৃ-পরায়ণতাই শ্রেষ্ঠবর্ষ অতএব পর-কালে নিরতিশয় আনন্দজনক । ৩৪-৩৬ । সম্পূর্ণরূপে শোচাচারশিষ্ট আচার্য্যকে প্রীত করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার নিকট বিদ্যায় লইয়া শিষ্য, হইকালে বিদ্যাকল (সম্মানাদি) প্রাপ্ত হ'ন এবং পরকালে স্বর্গ-ধামে সেই বিদ্যাকল অদৌম আনন্দ লাভ করেন । ৩৭ । যে মৃত, পিতৃভূত্য মাননীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবজ্ঞা করে, সে, মৃত্যুর পর সেই পাপে নরকে গমন করে । ৩৮ । ইহলোকে, প্রতিপালক ব্যক্তির যে উপকারকতা, ও শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহার উপর দৃষ্টি করিবে । প্রতিপালক,—সকল পুরুষেরই মনোনিবেশ-পূর্বক পূজ্য বলিয়া সম্মত । ৩৯ । ভর্ত্তাব উপকারার্থ যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহা-দিগেরই উত্তমলোক প্রাপ্তি হয়; ইহা গুবান্ ভণ্ড (উপনী) বলিয়াছেন । মাতুল, পিতৃব্য, ষষ্ঠর এবং ঋত্বক এই সকল গুরুজন, বয়ঃ কনিষ্ঠ হইলে, প্রত্যাখান করিয়াই “অদাবৎ” এই আশি (৮২) তাহাদিগকে বলিবে । ৪১ ।

বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি, যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, যথোজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তৎকালে তাহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিবে না, কিন্তু ধর্ম্যজ্ঞ ব্যক্তি, “ভোঃ” এই কথা উচ্চারণ করিয়া কথোপ-কথনাদি করিবে । ৪২ । শ্রীকামী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ; জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মন্তকদ্বারা মাদরে সর্সদা অভিবাদন করিবে তাহাতে তাহাদিগের পাপ নাশ হয় । ৪৩ ।

জানী, ক্রিয়াবান্, গুবান্ এবং বহু-শাস্ত্রবেত্তা হইলেও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ, কখনই ব্রাহ্মণদিগের নম্য নহে । ৪৪ । ব্রাহ্মণ, অনববর্ণকল বর্ণকে এবং কনিষ্ঠ সর্বর্ণকে আশীর্বাদ করিবে, আর জ্যেষ্ঠ সর্বর্ণকে অভি-বাদন করিবে ইহা নিয়ম । ৪৫ । অগ্নি,—বিজ্ঞানিগণের গুরু, ব্রাহ্মণ,—সকল জাতির গুরু, যামী—পত্নীর গুরু এবং অতিথি,—সকলেরই গুরু । ৪৬ । যাহার বিদ্যা, সংকার্য্য, বয়ঃ, সহায় এবং ধন, (যদপেক্ষা অধিক, সে, তাহার নিকটে নানা স্তুত্যাং) উক্ত পাঁচটা তিনিস্,—মান্যতার কারণ, এবং

ইহার মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্বপূর্বের আদর বেশী । ৪৭ । ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যে যে গুবান্—যাহাত উক্ত পাঁচটার মধ্যে অষ্টতঃ একটীও থাকে; সে, অপেক্ষাকৃত-কোন বিষয় ক্ষুজ হইলেও, সম্মান পাইবার উপযুক্ত । ৪৮ । পিতৃদেব অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পাত্রায়ান ভোজনে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ স্নাতক ব্রাহ্মণ, জ্ঞীলোক, রাজা, রাজদূত, বৃদ্ধ, ভারাবনত ব্যক্তি, রোগী এবং দুর্বল ব্যক্তি-দিগের মান রাখিবে অর্থাৎ ইহাদিগের অত্যন্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে পথ ছাড়িয়া দিবে । ৪৯ । শিষ্ট ব্যক্তিদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ পবিত্রভাবে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্ন গুরুকে নিবেদন; করিবে স্নানস্তর গুরুর অনু-মতিক্রমে, মোনাবলম্বনপূর্বক তাহা ভোজন করিবে । ৫০ । উপনীত ব্রাহ্মণ, অগ্নে ভবৎ-শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষাচরণ করিবে অর্থাৎ “ভবতি ভিক্ষাং দেহি” বলিবে । ক্ষত্রিয়, মধ্যে ভবৎ শব্দ দিয়া ভিক্ষা করিবে অর্থাৎ “ভিক্ষাং ভবতি দেহি” বলিবে; এবং বৈশ্য অন্তে ভবৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ “ভিক্ষাং দেহি ভবতি” বলিবে । ৫১ । মাতার নিকট, ভগিনীর নিকট, মাতৃ-ষমার নিকট কিংবা যে নারী ইহাকে (উপনীত বাসককে) অবমান (প্রত্যাখ্যানাদি) না করিবে, তাহার নিকট প্রথমে ভিক্ষা করা বিধি । ৫২ । ভিক্ষা, সজাতীয়দিগের নিকট অথবা সকল বর্ণের নিকট করিতে পারিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু পতিতাদির নিকট হইতে ভিক্ষা করিবে না । ৫৩ ব্রহ্মচারী,—যাহারা বেদাধ্যয়ন-বেদবিহিত যজ্ঞাদি, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া থাকে, ও নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মে তৎপর, তাহাদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ পবিত্র-ভাবে ভিক্ষাচরণ করিবে । (মূল “বেদযজ্ঞাদি,” এইস্থলে “বেদ যজ্ঞাদ্য” ও “গৃহস্থঃ” এই স্থলে “গৃহেভ্যঃ” হইবে । ৫৪ । গুরুবংশ, সপিণ্ড জাতি এবং মাতৃগাণি আত্মীয় ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করিবে না । ভিক্ষাযোগ্য অপর গৃহ না থাকিলে, পূর্ব পূর্বতন পরি-ত্যাগ করিবে । অর্থাৎ মাতৃগাণি আত্মীয়ের গৃহে ভিক্ষা করিবে, তদভাবে সপিণ্ড জাতি গৃহে,

তদভাবে গুরুবংশেও ভিক্ষা করিবে। পূর্বোক্ত অর্থাৎ ৫৪ শ্লোকোক্ত সজ্জনদিগের অসম্ভব হইলে, পবিত্র, ও মৌনী হইয়া এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উক্ত গুণ রহিত গ্রামবাদী সকলের নিকটেও ভিক্ষা করিবে (কিন্তু মহাপাতকাদি ঘোষে দূষিত ব্যক্তির নিকট বাইবে না)। ৫৫। এইরূপ ভিক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে যে পর্য্যন্ত আহারে জীবন রক্ষা হইতে পারে তাহা, ভোজন বিষয়ে গুরুর আজ্ঞা পাইলে, ভুটি, মৌনী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ভোজন করিবে। ৫৬। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে এবং কামাদি রিপু জয় করিবে। মুনিগণ স্মরণ করিয়াছেন, যে ব্রহ্মচারীর ভিক্ষারদ্বারা জীবিকা নির্বাহ উপবাসের তুল্য। (মূলে “ব্রতিনঃ” না হইয়া “ব্রতিনঃ” হইবে। ৫৭। প্রত্যহ অন্নের পূজা (জীবন স্থিতির কারণ বলিয়া ধ্যান) করিবে। অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। নিজ ভোজনার্থ স্থাপিত অন্ন দর্শন মাত্রেই হস্ত ও প্রসঙ্গ হইবে, অর্থাৎ অত্য়কারণেও কোন খেদ উপস্থিত হইলেও তৎকালে তাণ্ড্য পরিত্যজ্য। অন্নকে সর্বতোভাবে প্রতিনন্দন করিবে অর্থাৎ নিত্য আমাদিগের ইহা (অন্ন) জুটুক বলিয়া স্তব জুতি করিবে। ৫৮। কুং-সিং ভোজন অর্থাৎ অতিভোজনাদি আরোগ্য কর নহে, আয়ুর্কর্ষক নহে, স্বর্গজনক নহে, পুণ্যজনকও নহে, অধিকন্তু সমাজ বিঘ্নিষ্ট—স্বতএব তাহা পরিত্যজ্য। ৫৯। প্রত্যহ পূর্ব মুখ বা দক্ষিণ মুখ হইয়া চিত্র-প্রচলিত বিধ অনুসারে অন্ন ভোজন করিবে, কিন্তু উত্তর মুখ হইয়া ভোজন করিবে না। ৬০। হস্ত পাদ প্রক্ষালন পূর্বক পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিবার পূর্বেই দুইবার আচমন করিবে। এবং ভোজন করিয়া পরেও দুইবার আচমন করিবে। ৬১। পূর্বে মণ্ডল লিখিয়া শুদ্ধপরি ভোজন পাত্র রাখিয়া শেষ গণ্ডুষের পূর্বে অমৃতাপিধান না হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন করিবে। এই সময়ে মৌনাবলম্বন করা বিধি ৬২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আচমন করিয়া থাকিলেও ভোজন, পান, স্নান, রথোপসর্পণ (পথ বেড়ান), গৃহ-দ্বয়ের লোমশূদ্ধ স্থানস্পর্শে, বস্ত্র পরিবর্তন, রেতঃস্থলন, মূত্রতাগ, বিষ্ঠাত্যাগ, অশ্বজ-জাতির সহিত কথাবার্তা বলা, কাস-উপাঘ, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ এবং চত্বর বা শ্মশানে গমন,— এই সকল কার্যের পরে, অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার সময়ে, আর উভয় সক্ষার উপাসনা কালে, পুনর্বার আচমন করিবে। ১—৩। চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের সহিত আলাপ, উচ্ছিষ্ট স্থী শূদ্রের সহিত কথা কহা, উচ্ছিষ্ট সর্বস্পর্শ, উচ্ছিষ্ট-ভোজ্য-স্পর্শ, অশ্রুপাত, অনৃত বাক্য প্রয়োগ, ভোজনানন্ত, ভোজনান্ত ও স্কোপাসন সময়ে এবং স্নান, পান, মূত্র-তাগ ও বিষ্ঠাত্যাগের পর একবার আচমন করিলেও পুনর্বার তা মন করিবে। অর্থাৎ দুইবার আচমন করিবে। এতদ্বিন্ন রথোপসর্পণাদি কার্যে এক একবার আচমন করিলেই হইবে। (অথবা আচমন জলাভোগে অগ্নি স্পর্শ; গোস্পর্শ বা পুণ্ডরীকাক্ষ স্পর্শ পূর্বক দক্ষিণ কর্ণস্পর্শ করিলে শুদ্ধিগত করিতে পারিবে। ৪—৬। মনুষ্য-স্পর্শ, সামান্য প্রস্তর স্পর্শ, এবং শিথিলনীবিব পুনর্কর্ষন করিবার পর, শুদ্ধ জল, শুদ্ধ তৃণ, বা শুদ্ধ ভূমি স্পর্শ করিবে। ৭। আত্মকেশ স্পর্শে শৌচাভিলাষী ব্যক্তি, (মূলে নবম শ্লোকে “গীতে চ” না হইয়া “শৌচেৎ” হইবে) প্রক্ষালিত বস্ত্রেরও প্রক্ষালন জলস্পর্শে সুখাদনে আসীন থাকিয়া এবং পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অনুষ্ণ, অফেণ এবং অর্ছষ্ট জল দ্বারা আচমন করিবে। মস্তক বা কর্ণ আঘরণ করিয়া থাকিলে, মূত্র-শূদ্ধ বা মূত্রশিথ হইলে এবং পাদ শৌচ না করা থাকিলে, আচমন করার পরেও অগুচি হইবে। পণ্ডিত ব্যক্তি, পাহুর পরিয়া উচ্চীষ মাথা দিয়া কোন কর্মের জন্তই আচমন করিবে না। ৮—১০। বৃষ্টিধারা-জল দ্বারা আচমন করিবে না, দণ্ডারমান থাকিয়া আচমন করিবে না, দ্ব্যুতানুপ্রিত জল দ্বারা আচমন করিবে না, একহস্তাঙ্ক

দ্বারা আচমন করিবে না। শূদ্রানীত জল জল ব্যতীত অন্য জলদ্বারা আচমন করিবে। পাহুকাসনে থাকিয়া অর্থাৎ খড়ম পরিয়া আচমন করিবে না। জাহ্নব বহির্ভাগে হস্ত রাখিয়া আচমন করিবে না, কথা কহিতে কহিতে আচমন করিবে না। হাসিতে হাসিতে আচমন করিবে না। ইতস্ততো দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে আচমন করিবে না। অত্যন্ত নম্রকায় হইয়া আচমন করিবে না। জল না দেখিয়া আচমন করিবে না। উষ্ণ বা ফেনিল জলে আচমন করিবে না। ১২। শূদ্র প্রদত্ত, অপবিত্র ব্যক্তি কর্তৃক আচ্ছত ও প্রদত্ত জল দ্বারা আচমন করিবে না। ক্ষার জল দ্বারা আচমন করিবে না। অঙ্গুলি গৃহিত জল দ্বারা আচমন করিবে না। আচমনের জল পান করিবার সময়ে মুখে শব্দ করিবে না। তৎকালে অন্তমনস্ক হইবে না। বিকৃত বর্ণ বা বিকৃত রস জল দ্বারা আচমন করিবে না। প্রদত্ত জল দ্বারা আচমন করিবে না, প্রাণিজনিত জল অর্থাৎ প্রাণিনিগের ঘনাদি জল বা গোপ্পাদি জল দ্বারা আচমন করিবে না এবং বাতকালে অর্থাৎ যে যে সময়ে আচমন বিধিত হইয়াছে তদতিরিক্ত কালে আচমন করিবে না। ১৩। ১৪। ব্রাহ্মণ হৃদয়গামী জল দ্বারা পূত হইবেন। ক্ষত্রিয় কণামাত্র অর্থাৎ কণ্ঠগামী জল দ্বারা পবিত্র হইবেন। বৈশ্য পীঠ মাত্র অর্থাৎ মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট জল দ্বারা এবং স্ত্রী ও শূদ্র ওষ্ঠপ্রান্ত-স্পর্শী জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ যন্তুক জল পান করিলে, ঐ জল হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, আচমন সময় ততটুকু জল পান করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য। যতটুকু জল পান করিলে ঐ জল কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করে তাহা পান করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। যতটুকু জল কেবল মুখমধ্য পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, তাহা পান করা বৈশ্যের কর্তব্য। এবং পান না করিয়া 'ওষ্ঠপ্রান্তে' জল স্পর্শনই স্ত্রীলোক ও শূদ্রের কর্তব্য। ১৫। অঙ্গুষ্ঠ মূলস্থিত যেরূপে ব্রহ্ম আছেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ স্থান ব্রাহ্মতীর্থ; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনি অঙ্গুলির মধ্য স্থান, উত্তম পিতৃতীর্থ।

এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল-দেশকে প্রাজাপত্য (বা কায়) তীর্থ বলা যায়। অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দৈবতীর্থ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অঙ্গুলিসমূহের মূলদেশ আর্ষতীর্থ বলিয়া কথিত; এইরূপে ঐ স্থানদ্বয় যথাক্রমে দৈব-তীর্থ ও আর্ষতীর্থ হইবে। ইহার মধ্যস্থল আগ্নেয় তীর্থ; ইহা স্মৃত হইয়াছে; এবং তাহাই সৌমিক অর্থ—ইহা (এই তীর্থভেদ) জানা থাকিলে, আর এ বিষয়ে মোহ থাকে না। হে ব্রহ্মগণ! বিজ্ঞ প্রত্যেক ব্রাহ্ম-তীর্থ দ্বারাই আচমন পূরণ করিবে। কিংবা কায়তীর্থ বা দৈবতীর্থ দ্বারা কবিবে। কিন্তু পিতৃতীর্থ দ্বারা পান করিবে না। ১৬। ১৮। ব্রাহ্মণ, পবিত্র হইয়া প্রথমে তিনবার জল পান করিবে। ঐহা স্মৃত হইয়াছে। মুখ অর্থাৎ ওষ্ঠাধর সংস্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা তাহা হৃদয় উপস্থাপন অর্থাৎ মার্জনা করিবে অনন্তর তর্জনি এবং অঙ্গুষ্ঠ যোগে নানাপুট স্পর্শ করিবে, পরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে বর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে; সকল অঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া তদ্বারা কিংবা তল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে; অনন্তর সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ ও বাক স্পর্শ করিবে অথবা হৃদয় ও মস্তক এই স্থানই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিবে (অন্তর্যমকল অঙ্গুলি ব অগ্র-ভাগ দ্বারা বাতমূর্দ্ধ স্পর্শ করিবে। ইহা দক্ষ বলিয়াছেন এবং সেইক ই খাচার আছে)। তিনবার জল পান করিলে তদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর এই সার্বদেবতা ইহার (আচমনকারীর) উপর গ্রীহ হ'ন—এই কথা শুনা যায়। ওষ্ঠাধর মাজা দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা প্রীতি লাভ করেন। নানাপুট স্পর্শে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় প্রীত হ'ন নেত্রদ্বয় স্পর্শে চন্দ্র সূর্যের প্রীতি হয়। সেইরূপ কর্ণস্পর্শে অগ্নি বায়ু প্রীতলাভ করেন ও হৃদয় স্পর্শে সকল দেবতা প্রীত হ'ন এবং মস্তকস্পর্শে আত্মার প্রীতি হইয়া থাকে। যে সকল মুণ্ড নর্গতবিন্দু অঙ্গ পতিত হয়, তাহার উচ্ছিন্নজনক নহে। ১৯—২৭। আহাৰাদি করিবার সময়ে কাহারও দস্তে যদি কোন বস্তু লাগিয়া যায় এবং তাহা যদি

জিহ্বাঙ্গর্শে চাত হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ আচমনাদি না করিবে, তাবৎ ঐ ব্যক্তি অন্ত্রি হইবে। (মূলে “অস্তবদন্ত সলিল জিহ্বাঙ্গর্শে” না হইয়া “অস্তবদন্তঃ সলিলপ্ত জিহ্বাঙ্গর্শেহ” হইবে, ইহার টীকা—অস্তবৎ চ্যুতিমৎ দন্তসলিলপ্তং সম্যং স জিহ্বাঙ্গর্শে যন্ত; যন্ত দন্তলগ্নমদ্যাদিকং; জিহ্বাঙ্গর্শেন দন্তাচ্ছাতং ভবতি। স গণ্ড, বচননাদিরূপ যথোক্তশৌচং ন যাবৎ কুরুতে তাবদেবাশ্রুতিঃ স্মৃতিতঃ (খ)। আচমন করাইবার জন্য অপরকে জল দিতে দিতে ঐ জলের যে সকল বিন্দু নিজ পান স্পর্শ হবে, তাহাও বিগত ভূমিস্থিত জলের তুল্য, তদ্বাচ্য অপবিত্রতা হইবে না। (মূলে “বিপ্রিয়োগং” না হইয়া “বিপ্রিয়োগং” হইবে)। মধুপর্ক, সোমবস, তাষূল ভক্ষণ ফল, মূল ও ইক্ষুদণ্ড—তই সকলে কোন দোষ নাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট স্পর্শ কবিতা মধুপর্কাদি স্পর্শ কবিলে বা তদবস্থায় তাষূল ভক্ষণ করিলে ঐ মধুপর্কাদি, এবং মুখ মধ্যস্থ তাষূল পরিত্যাগ করিতে হইবে না। ইহা উশনা বলিয়াছেন। দ্বিজ, অন্নাদিবভোজন-পানস্থলে বিচরণ করিতে করিতে যদি উচ্ছিষ্ট-স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজ গৃহীত ঐ সকল দ্রব্য ভূমিতে রাখিয়া আচমন করিবে এবং দ্রব্যসকলকে প্রোক্ষণ কবিতা লইবে। আর তৈজসদ্রব্য গ্রহণ কবিতা ঐরূপ উচ্ছিষ্টস্পৃষ্ট হইলে, উহা ভূমিতে না রাখিয়া কেবল স্বয়ং আচমন করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবে। তাহাতেই দ্রব্য শুদ্ধিও হইবে। বস্ত্রাদিও তৈজস স্পৃষ্ট বলিয়া উহা লইয়া উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলেও ঐরূপ কার্য আরম্ভ কবিতা শুদ্ধি লাভ করিবে অর্থাৎ ভূমিতে না রাখিয়া কেবল আপনি আচমন করিলে স্নানশুদ্ধি ও বস্ত্রাদি শুদ্ধি হইবে। পথে চোর ভীতি ও ব্যাধ ভীতি থাকিলে, রাজিকালে বিনা জলশৌচে মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াও অন্ত্রি হইবে না। তাহার হস্তস্থিত দ্রব্যও ছুঁই হইবে না। যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে সংযোজিত করিয়া উত্তর-মুখ হইয়া বিষ্ঠাত্যাগ ও মূত্রত্যাগ করিবে। রাত্রিতে দক্ষিণ-মুখ হইয়া করিবে। ২৮—৩৩। কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র বা তৃণ দ্বারা ভূমিকে অচ্ছাদিত করিয়া অবনত-

মস্তকে ঐ ভূমিতে বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে। (মূলে “কচ্ছ” স্থলে “শক্ণ” হইবে)। ৩৪ ছায়া, কূপ, নদী, গাভীযুক্ত গোষ্ঠ, চৈত্য (যজ্ঞস্থান), জল, পথ অগ্নি এবং শ্মশানে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিবে না। ৩৫। বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ কখনই গোময়ে করিবে না; ভিত্তির উপর করিবে না; গাভীযুক্ত গোষ্ঠে করিবে না; শাবল স্থানে করিবে না; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া করিবে না; উলঙ্গ হইয়া করিবে না; পর্কতের উপর করিবে না; জীর্ণ অর্থাৎ শূন্য; দেবালয়ে করিবে না; বন্ধকত্বপে করিবে না; প্রাণিযুক্ত গর্ভের মধ্যে করিবে না; গমন করিতে করিতে করিবে না; তুষ আহার ও মরকপালে করিবে না; রাজপথে কবিবে না; ফালকৃষ্ট ক্ষেত্রে করিবে না; প্রয়োজনীয় গর্ভে করিবে না; তীর্থে অর্থাৎ জল সমীপে এবং তীর্থস্থানে ও চতুর্পথে, করিবে না; উদ্যান-সম্বিহিত স্থানে করিবে না; উত্তর স্থানে করিবে না; পরকীয় বিষ্ঠাদি অন্ত্রি দ্রব্যের উপর করিবে না; জ্বা পায়ে দিয়া করিবে না; ছাতি নাশায় দিয়া করিবে না; আকাশ উদ্দেশে করিবে না; স্ত্রীলোক, গুরুজন, ব্রাহ্মণ এবং গাভীর সম্মুখে করিবে না; দেবতা, ও দেবালয় সম্মুখে কবিবে না; জলসম্মুখে করিবে না; নদী বা অগ্নি নক্ষত্রাদিজ্যোতিঃ অবলোকন করত করিবে না; নদী প্রভৃতির দিকে অভিমুখ বা বহির্দিশাভিমুখ হইয়া করিবে না। সূর্য লক্ষ্য করিয়া, বায়ু লক্ষ্য করিয়া ও চন্দ্র লক্ষ্য করিয়া করিবে না। ৩৬—৪০ অতঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকা আহরণ পূর্বক ঐ মৃত্তিকা এবং উদ্ধত বিগত জল দ্বারা গন্ধলেপ দূরীকৃত হওয়া পর্যন্ত শৌচ করিবে। ৪১। ব্রাহ্মণ, বৃলি বহুল মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, কর্দম হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, পথ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, উত্তর দেশ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, অপরের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, দেবালয় হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না ও ভিত্তি (দেয়াল) হইতে বা গ্রাম হইতে কখনই মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, অনন্তর নিত্য পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে আচমন

করিবে। ১২—৪৪। প্রণব, ব্যাকৃতি ও গায়ত্রীর বর্ণসমূহ ত্রয়ঃ উচ্চারণপূর্বক, মন্ত্রপূত জল পান করাব নাম মন্ত্রাচমন, ইহা কথিত হই-
রাছে। এই গায়ত্র্যাচমন কখন দ্বারা প্রত্যা-
চমন বণা হইল। ৪৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

এইরূপ শৌচাচারপরায়ণ ও দেহাদি বিষয়যুক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহ, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়া গুরুর মুখ অবলোকন করত যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিবে। ১। সর্ষদা, উত্তরীয় মধ্য হইতে দক্ষিণ বাহু বহির্গত করিয়া রাখিবে, সন্ধ্যো-
পাসনাঃ ২। সদাচার-সম্পন্ন ঐ ব্যক্তি “আত্মতাং” উপবেশন কর এইরূপ গুরুর আজ্ঞা পাইয়া গুরু সম্মুখে উপবেশন করিবে। ২। গুরুর আজ্ঞা পাশ্চাত্যে স্বীকার বা গুরুর সহিত সন্তোষ, শ্রদ্ধা থাকিয়া আসনোপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজন নিবৃত্ত থাকিয়া, দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং পরায়ুগ্ন হইয়া করিবে না। ৩। গুরুসমীপে ইহার (শিষ্যের) শয্যা এবং আসন—গুরুর শয্যাসন অপেক্ষা নিম্ন হইবে। গুরুর দৃষ্টিপাতযোগ্য স্থানে সাবধান হইয়া উপবেশন করিবে। ইচ্ছামত উপবেশন করিবে না। ৪। গুরুর অসাক্ষাতেও এই গুরুর নামে উপাধ্যায় আচার্য্যাদি উপপদ না দিয়া উচ্চারণ করিবে না। এবং ইহার (গুরুর) গমন কথনাদি চেষ্টার অসুযোগ—
করিবে না। ৫। যে স্থানে গুরুর যথার্থ দোষ বা অযথার্থ দোষ কীর্তিত হয়, (শিষ্য) সেস্থানে থাকিলে, কর্ণে শুনি দিবে, অথবা সেস্থান হইতে অত্ৰা যে দিকে হয় গমন করিবে। ৬। দ্বন্দ্ব হইয়া অপরের দ্বারা ইহাকে (গুরুকে) অর্চনা করিবে না; জুহু হইয়া অর্চনা করিবে না; জীলোকের সমীপে পূজা করিবে না; ইহার সহিত উত্তর প্রত্যস্তর করিবে না; এবং ইনি স্নিহিত হইলে উপবেশন করিয়া থাকিবে না। ৭। প্রত্যহ জল

পূর্ণ কুন্ত, কুশ, পুষ্প এবং সমিধ আহরণ করিবে। এবং প্রত্যহ আবশ্যক হইলেই (শৌচার্থ) অঙ্গ মার্জন ও মৃত্তিকাদি দ্বারা অঙ্গ স্বেদন করিবে। ৮। ইহার গুরুর পরিত্যক্ত পুষ্পাদি, শয্যা, পাতুকা (পড়ম) ও উপানহ (জুতা), তাঁহার আসন এবং ছায়া—কদাপি আক্রমণ করিবে না। ৯। দত্ত কাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে আর নিবেদন করিতে হইবে না, অনুমতি না লইয়া কোনস্থানে গমন করিবে না এবং গুরুর অপ্রিয় কার্য্য ও অহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইবে না। ১০। ইহার নিকটে কখনই পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে না, জন্তু, হস্ত, ক্ষুত (হাঁচি) ও প্রাবর পরিত্যাগ করিবে। ১১। গুরুসমীপে নখ-
ক্ষেপণ অকর্তব্য, যক্ষণ গুরু অধ্যাপন কার্য্য হইতে বিরত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত, যথাকালে অধ্যয়ন করিবে। ১২। কোন রূপেই গুরুর অস্মরণ, গুরুশয্যায় গুরুর বানে অগ্ৰহণ করিবে না। গুরু শীঘ্র গমন করিলে শিষ্যও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ শীঘ্র গমন করিবে। গুরু গমন করিলে শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিবে। ১৩। হস্তী, উষ্ট্র, ঘন, গবাদিঘন, প্রাসাদ, শ্রম্ভব, কট, শিলা ও ফলকতল অর্থাৎ দ্রব্যাদি দীর্ঘাসন এইসকল স্থানে গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারিবে না। ১৪। সর্ষদা জিতেন্দ্রিয় হইবে; আত্মাকে, (মনকে) বশীভূত করিবে। জোষ পরিত্যাগ করিবে, পবিত্র থাকিবে এবং সর্ষদা হিতজনক স্তম্ভুর বাক্য প্রয়োগ করিবে। ১৫। গন্ধদ্রব্যের অমুলেপনাদি, মালাধারণ, রস অর্থাৎ গুড়াদি ভক্ষণ, ক্রীসন্তোষ, যজ্ঞ অর্থাৎ দৃষ্টিপাতের অনস্থি প্রাণিদিগের ও হিংস্র, অভ্যঙ্গ, অঙ্গন, উপানহ পরিধান, চতুর্ধারণ, কাম, জোষ, ভয়, নিদ্রাধিক্য, গীত, বাদ্য, নৃত্য, দ্রুতক্রীড়া, পবনিকা, অমুরাগসহকারে ক্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ, পরানিষ্ট-
সাধন এবং ষলতা—যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। জলপূর্ণ কুন্ত, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ নিজের প্রয়োজনানুসারে আহরণ করিবে এবং প্রত্যহ লবণ ও পবুর্বিভ্র ত্রয় ভিন্ন সকল ভক্ষ্য (ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত) থাণ্ডা)

ভিক্ষা করিবে। (মূলে “বাবদন্যানি” স্থলে “বাবদর্শানি” ও “ময়েৎ” স্থলে “নয়ৎ” হইবে। ১৬—১৯। সর্গদা অনন্তদর্শী হইবে। গীত-বাদ্যাদিতে স্পৃহাশূন্য হইবে।—দর্পণে মুখাদি অবলোকন করিবে না, দন্তধাবন করিবে না, অত্যন্ত অশুচি ব্যক্তি স্ত্রীলোক এবং শূদ্র প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ করিবে না, জ্ঞানপূর্বক ঔষধার্থ—গুরুর উচ্ছিন্ন ভোজন করিবে না। ২০। মলাকর্ষণ স্নান কদাচ করিবে না। গুরুগচ্ছিত শিষ্য, গুরুর নিয়োগ না পাইলে স্বীয় মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনকে অভি-বাদন করিবে না। ২১। উপাধ্যায়াদি বিদ্যা-গুরু ও পিতৃব্যাদি স্বোনিগণের প্রতিও একরূপ নিয়মিত ব্যবহারসম্পন্ন হইবে এবং অধ্যক্ষনিবাবক ব্যক্তি ও হিতোপদেশক ব্যক্তির প্রতিও একরূপ হইবে। ২২। গুরুতে যেরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, বিদ্যা-শ্রেষ্ঠ তপঃশ্রেষ্ঠ—ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের, গুরুত্বীর, গুরুপুত্রের এবং গুরু পিতৃব্যাদি বন্ধুর প্রতি সেইরূপ ব্যবহারসম্পন্ন হইয়া যথাকর্তব্য আচরণ করিবে। গুরুপুত্র, যদি অধিক বয়স্ক এবং আপনাব শিষ্য না হয়, তবেই এই নিয়ম। ২৩। বঃকনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক শিষ্য-গুরুপুত্র, শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করার পর ঋত্বিক হইয়াই হউক বা ঋত্বিক না হইয়াই হউক যজ্ঞকাণ্ডে উপস্থিত হইলেই গুরুবৎ সম্মান লাভ করিবে। ২৪। কিন্তু গুরুপুত্রের গাত্রে হরিজাদি মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করান, তাঁহার উচ্ছিন্ন ভক্ষণ এবং পাদ-স্ফাটন করিয়া দেওয়া অকর্তব্য। ২৫। সর্বগুরুপত্নীগণ সর্বতোভাবে গুরুবৎ মাননীয়। আর অদবর্ণী গুরু-পত্নীগণকে প্রত্যুখ নাভিবাদন দ্বারা সম্মান করিবে। ২৬। তবে তৈল মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করান, গাত্রে হরিজাদি মাখান এবং কেশ-প্রদান,—গুরুপত্নীর এই সকল কার্য করা নিষিদ্ধ। ২৭। যুবা, শিষ্য, যুবতি গুরুপত্নীর পাদ গ্রহণপূর্বক অভিবাদন করিবে না, কিন্তু “অসাবহৎ” অর্থাৎ অমৃত শর্মা আমি আপ-নাকে ভূমিতে অভিবাদন করিতেছি বলিয়া ভূমিতে মস্তক রাখিবে (যুবাদিগের পক্ষে) যুবতি গুরুপত্নীদিগকে এইরূপ অভিবাদন

করাই উচিত। ২৮। পথাস হইতে প্রত্যাপ্ত হইয়া যুবা শিষ্য সঞ্চদা ধর্ম্মস্রণ করত গুরু-পত্নীর পাদ গ্রহণ করিবে ও প্রত্যাহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে। ২৯। মাতৃষশা, মাতুলানী শ্বশ্রু, পিতৃষশা এবং অন্যান্য গুরুজন-পত্নীও পূজা; কেননা তাঁহারাও গুরুপত্নীর তু্যা। ৩০। ভ্রাতৃজ্ঞানীর পাদ গ্রহণপূর্বক নমস্কার প্রত্যাহ কর্তব্য। প্রাণাস হইতে আদিয়া, বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্বন্ধজ্যেষ্ঠ জাতি পত্নীকে এবং মাননীয় সম্পর্কিত ব্যক্তির পত্নীকেও একরূপ অভিবাদন করিবে। পিতৃষশা, মাতৃষশা, পিতৃপত্নী (বিমাতা) এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর উপবেশ্য মাতৃবৎ ব্যবহার করা বিধি। ফলতঃ মাতা তাহাদিগের সর্বাধিকার শ্রেষ্ঠা। শিষ্য এক বৎসর গুরুর গৃহে বাস করিলে পর গুরু, তাহাকে এইরূপ আচা-ব-সম্পন্ন, মনসী এবং সর্গদা হিতকারী জানিতে পারিয়া উৎসাহ দেয়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও চতুর্বিংশতিতন্ত্র-বিবাক জ্ঞান প্রদান করি-বেন। ৩১—৩৩। গুরু এক বৎসরে সেই শিষ্যের সমস্ত ছন্দার্থ্য অপনোদন করেন, এই জন্ত এক বৎসর বিনা অধ্যয়নে গুরুগৃহে বাস করিতে হয়। আচাধ্য পুত্র, গুরুশু, জ্ঞানদ অর্থাৎ যিনি অজ্ঞ কোন বিষয়ে জ্ঞান দিয়াছেন, ধার্ম্মিক, শৌচসম্পন্ন, আত্মীয়, শত্রু, (শাস্ত্রপারগা করিতে সংখ্য) ধনদাতা, সাধুব্যক্তি এবং জাতি এই দশবিধ ব্যক্তিকে ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনা করিবে, কৃতজ্ঞ, অজ্যোহী, মেধাবী ও শুভকারী ক্ষত্রিয় (১) তাদৃশ বৈশ্য (২) কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ, (৩) অজ্যোহী ব্রাহ্মণ (৪) মেধাবী ব্রাহ্মণ, (৫) এবং শুভকারী ব্রাহ্মণ (৬), দ্বিজোত্তমগণ এই বড়বিধ ব্যক্তিকেও অধ্যাপিত করিবেন; অধিক কি বিধবৎ না হইলেও অর্থাৎ অশ্রের নিকট উপনীত হইলেও যদি আচার্য্য পুত্র দিবাভূষণ-বিধ ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ আদিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে অধ্যাপনা করিতে হইবে। বেদ শিক্ষা প্রদান করা ইহা দগকেই কর্তব্য, অজ্ঞকে বেদ শিক্ষা দেওয়া উচিত বলিয়া কথিত হয় নাই। ৩৪—৩৬। প্রত্যাহ আচমন-পূর্বক সংযত ও উত্তমুখ হইয়া গুরুর মুখাবলোকন করত অধ্যয়ন করিবে এবং

অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্বে গুরু পাদ গ্রহণ করিবে। ৩৭। গুরু শিষ্যকে “অধীষ ভোঃ” অর্থাৎ অহে অধ্যয়ন কর বলিবে (তৎপরে শিষ্য অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে) অনন্তর “বিরামোহন্তু” অর্থাৎ বিরাম হউক ইহা বলিবে, শিষ্যও তখন অধ্যয়ন সমাপ্তি করিবে। উপনীত বেদাধ্যায়ী শিষ্য, প্রাগগ্র কুশাসনে উপবিষ্ট এবং হস্ত দ্বারা কুশ ধারণে পূত হইয়া অধ্যয়ন করিবার পূর্বে তিনবার প্রণাম করিয়া পূত হইবে এবং ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। অধ্যয়নান্তেও যথাবিধি ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। ৩৮-৩৯। কৃষ্ণাঙ্গলি পুটে অবস্থিত হইয়া প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিবে। কেননা সকল ভূতেরই বেদ অবিনশ্বর চক্ষু। ৪০। প্রত্যহ যথাবিধি অধ্যয়ন করিবে অথবা ব্রহ্মণ্য হইতে শ্রুত হইবে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করে, সে দেবতাদিগকে ক্ষীরাবৃষ্টি দ্বারা তৃপ্ত করে। তৃপ্তিযুক্ত দেবতাগণও সেই অধ্যয়নকারীকে সর্সদা অভীষ্ট পুণ্য দ্বারা তর্পিত করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ যজুর্বেদ অধ্যয়ন করে, সে প্রত্যহ দেবতাদিগকে দধি দ্বারা প্ৰীত করে। ৪১-৪২। যে ব্যক্তি সামবেদ অধ্যয়ন করে, সে দেবতাদিগকে ঘৃতাহতি দ্বারা প্ৰীত করে। প্রত্যহ অথর্ববেদ অধ্যয়ন করিলেও দেবগণ তৃপ্ত হ'ন। ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও মীমাংসা অধ্যয়নেও দেবগণ তৃপ্তলাভ করেন। বিশেষ অশ্রুত হইলে প্রত্যহ সংযত হইয়া, একাগ্র চিত্তে জল সমীপে বা অরণ্যে গমন করিয়া অন্ততঃ গায়ত্রী পাঠও করিবে; সহস্র গায়ত্রী জপ উৎকৃষ্ট; শত গায়ত্রী জপ মধ্যম; এবং দশধা গায়ত্রী জপ অধম—শক্তি অনুসারে প্রত্যহ এক প্রকার গায়ত্রী জপ করিবেই এবং এই গায়ত্রী জপ তিনবার অর্থাৎ ত্রৈকালিক। প্রভু ব্রহ্মা, ভুলাদও দ্বারা গায়ত্রী ও চতুর্বেদের মধ্যে এক দিকে চার বেদ ও অপরদিকে গায়ত্রীকে ওজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ এক গায়ত্রী চারবেদের তুল্য। প্রথমে ওঙ্কার তদনন্তর ব্যাহতি (ভূত্বঃ স্বঃ) উচ্চারণ করিয়া একাগ্র মনে গায়ত্রী পাঠ করিবে।

তদ্বারা পরমসৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে। গুরু গায়ত্রীপর বুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করত অধ্যাপনা করিবে। ৪৩-৪৮। তিন 'ব্যহৃতিই প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর; এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কাল' ৫০। কল্লারন্তে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ নামে, নিখিল-অণ্ডভবিনাদী তিন মহাব্যাহতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪৯। ওঁকার,—সেই পরমব্রহ্ম; গায়ত্রীও সেই অক্ষয় ব্রহ্ম; এই মন্ত্র (গায়ত্রীমন্ত্র) মহাযোগ (অসম্প্রজাতযোগ) সাফাৎকারের উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৫১। যে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন অর্থজ্ঞানপূরক এই বেদমাতা গায়ত্রী অধ্যয়ন করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৫২। গায়ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জপ্য আর নাই—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! শ্রাবণ-মাসের পৌর্ণমাসী, আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসী অথবা ভাদ্রমাসের পৌর্ণমাসীতে বেদোপক্রমণ অর্থাৎ বেদারম্ভের পূর্ণ কর্তব্য উপাকর্ম নামক কর্ম করা কর্তব্য ইহা স্মৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, অর্দ্ধ পঞ্চ মাস অর্থাৎ সাড়েচারমাস কাল শুচিদশে সমাহিত হইয়া ব্রহ্মচর্যাবস্থায় বেদাধ্যয়ন করিবে। হে দ্বিজগণ! অনন্তর পুষ্য নক্ষত্রে গ্রাম ও নগর পরিত্যাগপূর্বক বহির্ভাগে গমন করিয়া বেদ সকলের উৎসর্গার্থ কর্ম বিশেষ করিবে। যে ব্যক্তি ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসীতে উপকর্ম করিবে, সে মাঘ মাসের (গুরুপক্ষীয়) প্রথম দিন পূর্ণাঙ্কে (উৎসর্গার্থ কর্ম বিশেষ) করিবে। হে দ্বিজগণ! ইহার পর মনুষ্য (দ্বিজ) বেবল গুরু পক্ষে বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং কৃষ্ণ পক্ষে বেদান্ত (শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি) কিংবা পুরাণ অধ্যয়ন করিবে। এই সকল অনধ্যায়কালে অধ্যয়নকর্তা, অধ্যাপনকর্তা এবং যে অধ্যয়ন করিবে, ইহার যত্নপূরক ইহা অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ এই কালে কদাচ অধ্যয়ন করিবে না। রাত্রিকালে: অতিশয় শব্দজনক বায়ুবহন, দিবসে দ্বিপটলের উৎসারণ সমর্থ-বায়ুবহন; (ইহা বর্ষাকালে অনধ্যায়জনক) 'বিহ্বাৎক্ষুব্ধ, মেঘ-গর্জন' ও বর্ষর্ণের এককালে মহোৎপাতন

এই সকল বিষয়েই আকালিক অনধ্যায় প্রজাপতি বলিয়াছেন। ৫৩—৫৯। যখন প্রাক্কৃত্যগ্নি সময় অর্থাৎ সায়াং প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে সাম্বিক ব্রাহ্মণেরা হোমার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, এইজন্ত সেই সময়ের নাম প্রাক্কৃত্যগ্নি এই। বিহ্যং প্রভৃতিকে যুগং উখিত হইতে দেখিবে, (বর্ষাকালে) তখনই অনধ্যায় জানিবে (বর্ষাকালে, অল্প সময় বিদ্যাদাদি হইলে অনধ্যায় হইবে না,) এবং অনুতু সময় অর্থাৎ বর্ষাতিরিক্ত সময়ে সায়াং প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে, মেঘ দর্শন হইলেই অনধ্যায় হইবে। ৬০। নির্ঘাত অর্থাৎ উৎপাত সূচক আকাশভব শব্দ ভূকম্প, চন্দ্রসূর্য্য ও তার্যাদির উপসর্জন—এই সকল কারণে ঋতু কালেও অর্থাৎ বর্ষাকালেও আকালিক অনধ্যায় হইবে, ইহা জানিবে। ৬১। বর্ষাতি রিক্ত ঋতুতে, অগ্নি প্রাক্কৃত হইলে অর্থাৎ সায়াং প্রাতঃ সন্ধ্যা সময়ে বিহ্যং ও মেঘ গর্জন হইলে সদ্য; অর্থাৎ এক দিনমাত্র—সায়াং কালে হইলে সমস্ত রাত্রি ও প্রাতঃকালে হইলে সমস্ত দিন অনধ্যায় হইবে। ইহা মুনি (উশন) বলিয়াছেন। ৬২। যাহারা সংকল্পের ধর্ম্মের আতিশয্য কাননা করে, তাহারিগের গ্রাম ও নগরে নিত্য অনধ্যায়। যাহারা বিদ্যার আতিশয্য কাননা করে, তাহারা কদাচিৎ অধ্যয়ন করিতে পারে। কুৎসিত গন্ধ আসিলে অবশুই অনধ্যায় হইবে। ৬৩। যে গ্রামে অন্ত্যজাতি বাস করে, সেই গ্রামে (যে গ্রামের মধ্যে শব আছে বলিয়া জানা যায়, সেই গ্রামে ইহা পাঠান্তরের অর্থ), এবং শূদ্র ও অধার্ম্মিকের সান্নিধ্য, অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, রোদন শব্দ হইলে, বা বহুজন সমাগমেও অনধ্যায়। ৬৪। জল মধ্যে থাকিয়া অধ্যয়ন করিবে না, মধ্য রাত্রি এবং যখন বিগ্নত্ব বিসর্জন করিবে, তৎকালে মনোহারাও বেদ চিন্তা করিবে না, উচ্ছিষ্ট হইয়া মনোহারাও বেদচিন্তা করিবে না; এবং শ্রাদ্ধে পাত্রীয়াজ ভোজন করিয়া ভোজন সময় হইতে পর দিন সেই সময় পর্য্যন্ত মনোহারাও বেদ চিন্তা করিবে না। ৬৫। একোদ্ধিষ্ট অর্থাৎ নবপ্রজ্ঞে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে;

অত্রিয় জনপদেধরের পুত্র উৎপন্ন হইলে, এবং রাহস্যতকে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ হইলে, বিহান্ দ্বিজ, তিন দিন বেদাধ্যয়ন করিবে না। ৬৬। একাত্ত দিষ্ট অর্থাৎ নবপ্রজ্ঞে উৎসৃষ্ট কুসুমাদির গন্ধ বা লেপ, যতদিন বিহান্ ব্রাহ্মণের মেহে থাকিবে, তত দিন বেদাধ্যয়ন করিবে না। ৬৭। শয়ন হইয়া প্রৌঢ় পাদ (আসনে পদতল স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিকে প্রৌঢ় পাদ বলে) হইয়া, অবসকৃৎকা করিয়া (অর্থাৎ বেটম বাঁধিয়া) বসিয়া আয়নি ভোজন করিয়া এবং জনন-মরণাশৌচীয় অন্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করা অকর্তব্য। ৬৮। নীহার (কুজকাটিকা) হইলে বা বাপ শব্দ—(শর সম্পাত শব্দ বা বীণাবিশেষের শব্দ) হইলে অধ্যয়ন নিষেধ। সায়াং প্রাতঃ এই উভয় সন্ধ্যা, অমাবস্তা, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অষ্টমীতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ৬৯। উপাকর্ষ ও উৎসর্গ হওয়ার পর তিন দিন অধ্যয়ন কখন দবে। ইহা স্মৃত হইয়াছে। অষ্টকালে অহোরাত্র অনধ্যায় এবং ঋতু শেষ অষ্টো রাত্রিতে অধ্যয়ন কারবে না। ৭০। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের তিনটী কৃষ্ণাশ্বী অষ্টমীকে পাণ্ডিতগণ অষ্টকা বলিয়াছেন। ৭১। স্নেহাতক, শাল্য, মধু, কোবিদার ও কপিথ—এই সকল বৃক্ষের ছায়ায় কখনই অধ্যয়ন করিবে না। ৭২। সমান-মিথ্য বা সত্রকর্তার মৃত্যু হইলে কিংবা আচার্য্য পরোক্ষগত হইলে ত্ররাত্র অধ্যয়ন বাধ দিবে; ইহা স্মৃত হইয়াছে। ৭৩। এই সকল চিত্তে বিপ্রনিগের অনধ্যায় কথিত হইয়াছে। ইহাতে অব্যয়নশীল ব্যক্তিগণকে সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিনষ্ট করে, সেই জন্ত উক্ত অনধ্যায়বশতঃ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৪। সন্ধ্যোপসনাদি নিত্য কর্তব্য কাণ্ডে—উপাকর্ষে—উৎসর্গে, এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায় নাট। ৭৫। অষ্টকা, অতিশয় বায়ু বহন, বা অল্প কোন বিপৎ সময়ে ও একটি ঋতুগৌর মন্ত্র, বা একটি যজুর্মন্ত্র অথবা একটি সামমন্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিবে। ৭৬। বেদাঙ্গে অনধ্যায় নাই, ইতিহাস পুরাণে অনধ্যায় নাই, এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রেও অনধ্যায় নাই, তবে পর্বে

এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না । (মূলে “বিনাশেচ” মূলে “নচাঙ্গেষু” হইবে) । ৭৭। ব্রহ্মচারীর এই ধর্ম সজ্জেক্ষে বলিলাম । পূর্ন-কালে ব্রহ্মা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদিগের নিকট ইহা বলিয়াছিলেন । ৭৮। যে বিজ্ঞ, শ্রুতি অধ্যয়ন না করিয়া অগ্র শাস্ত্র অধ্যয়নে যত্ন করে, সেই বেদবাহ্য মূঢ়ব্যক্তি, বিজ্ঞগণের সম্মুখীন নহে । ৭৯। বিজ্ঞগণ কেবল বেদপাঠ করিয়াই আত্মাকে চরিতার্থ ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন না । কারণ, পৃষ্ঠ মাত্রাবসান অর্থাৎ অমূলীন ব্যতীত বেদ, পঞ্চপতিত বৃষভের ত্রায় অকর্মণ্য হইয়া পড়ে । ৮০। যে ব্যক্তি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত (উপনিষৎ) আলোচনা না করে, সে সবংশে শূন্য হইবে, এবং পাদপ্রক্ষালন জল বা প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না । ৮১। যদি কেহ গুরু-গৃহে আত্যন্তিক বাস অর্থাৎ নৈস্তিক ব্রহ্মচর্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে (সেই ব্যক্তি) যত দিন শরীর পতন না হয়, তত দিন সাবধানে ইহার (গুরু) পবিত্র্য রাখিবে । ৮২। অথবা (গুরু প্রভৃতির অভাবে) বন-গমন-পূর্ব্বক (যথাবিধি) যথাকালে অগ্নিতে আহুতি দিবে । প্রত্যহ উন্নয়নপরায়ণ হইয়া সর্কদা বেদাভ্যাস করিবে ; বিশেষতঃ একাগ্রচিত্তে বেদের অন্তর্গত ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক বিদ্যা—গায়ত্রী এবং শতরত্নীয় (কদ্রাদ্যায়) পাঠ করিবে । ৮৩—৮৪। হে বিজ্ঞমণ্ডলী ! বিজ্ঞোত্তম (স্ব স্ব শক্তি অনুসারে) এক বেদ, দুই বেদ, তিন বেদ, কিংবা চার বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাহার অর্থ অবগত হইয়া গুরুদক্ষিণা দানাদির পর তদনন্তর (ব্রহ্ম চর্য্য সমাপনস্থচক) জ্ঞান করিবে । আলস্য-রহিত হইয়া বেদোক্ত নিজ নিজ বর্ণোচিত নিত্যকর্ম করিবে ; না করিলে, শীঘ্রই অতি ভীষণ নরকে নিপতিত হইবে । শীঘ্র শব্দ ব্যবহার করায় জানা যাইতেছে, নিত্য কর্ম না করিলে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে । ৮৬। পবিত্র হইয়া বেদাভ্যাস করিবে । পঞ্চ মহাযজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না ; স্কোয়াপাসনা, এবং গৃহোক্ত সমস্ত কর্ম করিবে । ৮৭। প্রত্যহ বাধ্যায়শীল হইবে, সর্কদা যজ্ঞোপবীত ধারণ

করিয়া থাকিবে । সত্যবাদী হইবে । একং ক্রোধাদি রিপুজয় করিবে । তাহা হইলে সেই ব্রহ্মচারী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে । ৮৮। গৃহস্থ, ব্রাহ্মসম্প্রদায়, বনব্রাহ্মণ, ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ, অশ্বশৃঙ্গ, কোমল-প্রকৃতি এবং দান্ত হইলে, সংসার অতিক্রম করিতে, সমর্থ হয় । মূলে “গৃহস্থঃ প্রতি” নহে হইয়া “গৃহস্থোহপি প্রতি” হইবে । ৮৯। যে বিজ্ঞ, সংযত হইয়া স্বয়ং ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে, পাঠ করায় বা শ্রবণ করায় সে, ব্রহ্মলোকে আদৃত হইয়া থাকে । ৯০। উত্তমরূপ আয়ুভাবনা করিবার পর বৈশ্বদেব পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নকালে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । ৯১। পূর্ব্বমুখ সূর্য্যোভিমুখ হইয়া শুভ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অন্নভোজন করিবে, তৎকালে পাদতল ভূমিতে রাখিবে অর্থাৎ আসনে রাখিবে না । মূলে “প্রায়ুথোহন্নানি” হইবে । ৯২। পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, দক্ষিণমুখ হইয়া ভোজন করিলে, যশো-বৃদ্ধি হয়, পশ্চিম মুখ হইয়া ভোজন করিলে, শ্রীবৃদ্ধি হয়, উত্তরমুখ হইয়া ভোজন করিলে সত্যবাদিতার ফলপাভ করে । (মত্ৰ. এই বচনটী ব্রহ্মচর্য্য প্রকরণে বলিয়াছেন বলিয়া এই নিয়ম ব্রহ্মচারীর পক্ষে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথম অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকোক্ত নিয়ম গৃহস্থের পক্ষে জানিবে) । গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদিভোজনের পর স্বয়ং ভোজন করিবে এবং ভোজনাবশিষ্ট বস্তু ভূমিতে স্থাপিত করিবে অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট বস্তু কাহা-কেও দিবে না । ৯৩। এতাদৃশ ভোজন উপবাসের সদৃশ অর্থাৎ তত্ত্বল্যাকলঙ্কনক, এই কথা উশনা বলেন । পরে রাত্রিকালে আবার হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক, আচমন করিয়া এবং ক্রোধাদিগুণ হইয়া উপলেক্ষ হারা পবিত্রীকৃত স্থানে ভোজন করিবে । এই অন্নভোজন সময়ে ব্যাঙ্গিতি উচ্চারণপূর্ব্বক জলধারা ভোজ্য অন্ন বেটন করিয়া তদনন্তর পরিসেচন-মন্ত্র পাঠোক্ত পরিসেচন করিয়া চিত্রগুপ্তকে কিছু অন্ন বলি (উপহার) দিবে । পরে সেই অন্ন পরিবেক করিয়া “অমৃতোপত্তরু-মসি” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আপোশন কাঁচ্য করিবে । অনন্তর স্বাধাও প্রণবযোগ, গোপ-

বায়ুতে ও প্রাণের বাহা অহুতি দিয়া এক্রূপে আপন বায়ুতে, অহুতি প্রদান করিবে, অনন্তর ব্যান বায়ুতে, তৎপরে উদান বায়ুতে, সর্বশেষে সমান বায়ুতে, পঞ্চমাহুতি করিয়া এবং ইহা-
 দিগের তত্ত্বভাবনা করিয়া দ্বিজ, আত্মাতে অহুতি দিবে। প্রজাপতি আত্মাদেবকে মনে মনে ধ্যান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন, ব্যঞ্জনেন সহিত ইচ্ছামত ভোজন করিবে। ৯৪—৯৯। ভোজ-
 নাশ্তে, “অমৃতাপিধানমসি” বলিয়া জলপান করিবে এবং আচান্ত হইয়া পুনরাচমন করিবে। অনন্তর “অন্নং গোঃ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণকরত অথবা তিনবার সর্বপাপপ্রণাশিনী ত্রিপদা অর্থাৎ গায়ত্রী পাঠ করিয়া “প্রাণানাং গ্রহি-
 রসি” বলিয়া হৃদয়স্পর্শ করিবে। ১০০—১০১। আত্মবাগই সকল র্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আচমনের পর পদাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ সম্মিলিত করিয়া উদ্ধহস্ত ও সমাহিতভাবে হস্তজল নিঃসারিত করিবে। ১০২। হবনান্তে “স্বধায়াঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নমন্ত্রিত করিয়া “যোজপেদ্বক্ষণ” ইত্যাদি মন্ত্রে আপনাকে প্রোক্ষিত করিবে। ১০৩। স্মৃত হইয়াছে। আর দ্বিজোদ্ভবগণ, অমাবস্তাকর্তব্য শ্রাদ্ধ করিবে। ১০৪। দ্বিজাতিগণের কর্তব্য পিণ্ডাবহার্য্যক শ্রাদ্ধ।—(অমাবস্তা কর্তব্য) চন্দ্রকরে অপরাহ্নে প্রশস্ত। আমিষ দ্বারা প্রশস্ত; অর্থাৎ সাগ্নি ও নিরগ্নি দ্বিজাতি। প্রতি অমাবস্তাতেই অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করিবে। ঐ অমাবস্তা কর্তব্য শ্রাদ্ধের নাম পিণ্ডাব-
 হার্য্যক। সাগ্নিকেরা পিণ্ড পিতৃবজ্র নামক কন্দ্ববিশেষ করিয়া ঐ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তাই উহার নাম পিণ্ডাবহার্য্যক। অথবা পিণ্ডক্ষে পিতৃলোক তাহাদিগের অর্থাহার্য্যক অর্থাৎ একদ্ব্যস তৃপ্তিজনক। ছইদিন অপরাহ্নে মুহূর্ত্ত-
 ন্যন অমাবস্তা থাকিলে, যে দিন বজ্রকর—সেই দিনে অর্থাৎ পূর্বদিনে ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। বিহিত মন্ত্র মাংস দ্বারা করিলে বিশেষ ফল হয়। ১০৫। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ প্রভৃতি অন্ন যে (পঞ্চদশটি) তিথি আছে, তাহার মধ্যে চতুর্দশী পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর পঞ্চমীতে (শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত) অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে যে পঞ্চদশটি তিথি আছে, তাহাকে

পঞ্চমী পর্যন্ত এক ভাগ দশমী পর্যন্ত একভাগ এবং অমাবস্তা পর্যন্ত এক ভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রথম ভাগের শেষ তিথি পঞ্চমী, দ্বিতীয় ভাগের শেষ তিথি দশমী এবং তৃতীয় ভাগের শেষ তিথি অমাবস্তা হইয়া থাকে, পাঁচের পূরণ বলিয়া ঐ তিন তিথিকেই পঞ্চমী বলা যায়। বেশ কথা! এক্ষণে দেখ কৃষ্ণপক্ষে একমাত্র চতুর্দশী ত্যাগ করিয়া সকল তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিবে। তবে প্রথম পঞ্চমী অর্থাৎ পঞ্চমী-ঘটিত-তিথি-সমষ্টি অপেক্ষা, তদন্তরবর্তী দ্বিতীয় পঞ্চমী ঘটিত তিথি সমষ্টি শ্রাদ্ধ-
 কার্য্যে প্রশস্ত; তদপেক্ষা তদন্তরবর্তী তৃতীয় পঞ্চমী-ঘটিত তিথি-সমষ্টি—একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী এবং অমাবস্তা শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত। ১০৬। এই পৌর্ণমাসাদি অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদ প্রভৃতি ত্রিভাগবিভক্ত তিথি-
 গণের মধ্যে অমাবস্তা এবং তিনটি অষ্টকা (অর্থাৎ অগ্রহায়ণের পৌষের ও মাঘের তিনটি কৃষ্ণাষ্টমী) সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। পূণ্যজনক তিনটি অষ্টকা, প্রতি মাসের অমাবস্তা ও বর্ষা কালের (ভাদ্র মাসের) মধ্যযুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী—
 শ্রাদ্ধে বিশেষ ফলজনক। আর এই সকল তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে এবং শিশুদিগের মৃত্যু হইলে, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তাহার অর্থ্য হইলে নরকগামী হইবে। (পিতৃ লোকের অগ্রসূরতা ব্যতীত শিশুপুত্রাদির মৃত্যু ঘটে না সুতরাং তাহাদিগের অসন্ন রাখা উচিত বিবেচনায় শিশুমরণের পর শুচি অবস্থায় পিতৃ লোককে পরিতুষ্ট করিবার জন্য শ্রাদ্ধ করা বিহিত হইল; কোন পুস্তকে মূলে “মরণে” এইস্থলে “জননে” এই পাঠ আছে। অর্থাৎ (পুত্র জন্মে) গ্রহণাদি কালে কাম্য শ্রাদ্ধ প্রশস্ত। ১০৮। ১০৯। উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তি জলবিষুব মহাবিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ শ্রাবণ মাঘ, কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাস পড়িতেই যে যে সংক্রান্তি এবং ব্যতীপাত যোগে রুত শ্রাদ্ধ অনন্ত-ফলজনক, অপরাপর সংক্রান্তি, এবং অম্মদিনেও শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ফল অক্ষয়। ১১০। (নিবেদ্য ব্যতীত যে কোন) তিথি, নক্ষত্র ও বারে বিশেষ ফলের জন্য কাম্য

কার্য (শ্রাদ্ধ) করিতে পারে। হে বিজ্ঞানসমগণ !
কৃত্তিকাতে শ্রাদ্ধ করিলে, স্বর্গলাভ হয় (ইহা
দিক্ প্রদর্শন মাত্র এই সম্পূর্ণ বিবরণ যাজ্ঞবল্ক্য
প্রথমাধ্যায়ে ২৬১ হাতে ২৬৭ শ্লোকে উক্ত
হইয়াছে) ১১১। কৃষ্ণসার মাংসাদি দ্রব্য জুটিলে
বা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জুটিলেই শ্রাদ্ধ করিতে
পারিবে, তাহাতে কাল নিয়ম নাই। পুত্রজন্ম
প্রভৃতি (জাতোষ্টি প্রভৃতি) সকল কর্মের
(সংস্কারাদি কর্মের) আরম্ভ হইলে তাহাতে
আত্মদায়িক শ্রাদ্ধ করিবে। পর্ষদকর্তব্য শ্রাদ্ধ,
পার্ষণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। প্রতিদিন কর্তব্য
শ্রাদ্ধ, নিত্য; স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে শ্রাদ্ধ
করা যায়, তাহা কামা এবং অষ্টকাদি নিমিত্ত
উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা
নৈমিত্তিক। ১১২। ১১৩। যে ব্যক্তি নিকটবর্তী
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে
(পাত্রীয়ান) প্রদান করে অর্থাৎ পাত্রীয়
ব্রাহ্মণ করে, সে সেই কর্ম দ্বারা পাপভাগী
হইয়া সপ্তম পুত্রপর্য়াস্ত দণ্ড করে। ১১৪।
যদি দূরবর্তী ব্রাহ্মণের নিকটবর্তী ব্রাহ্মণ
অপেক্ষা শীল বিদ্যা প্রভৃতি গুণ অধিক
পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্তা
স্বয়ং নিকটবর্তী ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াও
যজ্ঞপূর্বক তাহাকেই পাত্রীয়ান দিবে। ‘অতি
ক্রম্যাগ্নি’ না হইয়া ‘অতি ক্রম্যাপি’ হইবে।
১১৫। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ,—শ্রাদ্ধীয় পিষ্টক
স্ববর্ণ, পো, অথ ভূমি বা তিল (বাহা কিছু)
প্রতিগ্রহ করিবে তৎসমংগই কাঠবৎ ভস্মীভূত
হইয়া যাইবে (ফল জনক হইবে না)। ১১৬।
যে পতিব্রতা, ভর্তার চিত্তারোহণ করে, তাহার
মৃত তিথি উপস্থিত হইলে দুইটি পিণ্ড পৃথক্
পৃথক্ করিবে। অর্থাৎ একদিনে দুইটি শ্রাদ্ধ
করিবে। ১১৭। মৃত ব্যক্তির ধর্ম্মানুসারে পিণ্ডো-
দকদান (যাজ্ঞবল্ক্য ৩য় অধ্যায় ১৬। ১৭। শ্লোক)
শ্রাদ্ধ ও পান্ডগ কর্তব্য; সপিণ্ডগণ মন্ত্রকাদি
সুওন করিবে। মৃত ব্যক্তির (প্রথম তৃতীয়াদির
অন্ততম দিনে) অস্থি সঞ্চয় নামক কর্ম করিবে
এবং দশম দিনে পূরক পিণ্ড দিবে। ১১৮।
অশৌচের শেষ দিন-জাতসজাতীয় অশৌচাত্তরের
সবন্ধে পূর্বাশৌচের বুদ্ধি হইলে, দশম দিন
কর্তব্যকর্ম—উর্দ্ধে অর্থাৎ অশৌচাত্ত দিনে

হইবে, অস্থি সঞ্চয়, নষ্ট বা অপহৃত হওয়ার
যদি অস্থি সঞ্চয় কার্য পরবর্তী হইয়া দংশাহা-
মিতে হয় কিংবা পুনর্দাহ হয়, তাহা হইলে
পিণ্ডোদক নবশ্রাদ্ধ যদি পূর্বে হইয়া থাকে,
তথাপিও পুনর্দাহ তাহা করিবে অর্থাৎ
অস্থি খুজিয়া না মিলিলে, বা মৃতপগণ, অর্থ
পাইবার প্রত্যাশায় অস্থি অপহরণ করিয়া
রাখিলে, (বৈধদিনে অস্থি সঞ্চয় হয় নাই
কিন্তু নবশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডোদকপূর্বক পিণ্ড প্রদত্ত
হইয়াছে) দশম দিনে তৎপরে অস্থি প্রাপ্তি
হইলে পুনর্দাহ পিণ্ডোদক দান ও শ্রাদ্ধ
করিতে হইবে। এবং পূর্বে দাহ হইয়া
গিয়াছে কিন্তু পশ্চাতে যদি জানা যায় যে, দাহ
অবৈধ হইয়াছে তাহা হইলে পুনর্দাহ করিবে
এবং পিণ্ডোদক দান ও নবশ্রাদ্ধ, পূর্বে কৃত
হইলেও পুনর্দাহ করিবে। ১১৯—১২০। সাধিক
বা নিরায়ি দ্বিজ, পিতৃমৃত্যুর পর প্রত্যহ
শ্রাদ্ধ করিবে। বিশেষতঃ তীর্থে শ্রাদ্ধ ইহার
(মৃতপিতৃক ব্যক্তির) কর্তব্য। ১২১। যদি
পিতৃপাত্র উত্তান অর্থাৎ উচ্চ হইয়া থাকে
কিংবা বিাত্ত অর্থাৎ বক্রভাবে স্থাপিত হয়, তাহা
হইলে পিতৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অন্ন ভোজন
করেন না। ১২২। যাহা ‘অন্নহীন, ক্রিয়াহীন
বা ময়হীন হইবে, তৎসমস্ত নিদোষ হউক, এই
কথা বলিয়া তৎপরে যজ্ঞপূর্বক ভোজন করা-
ইবে। ১২৩। একোদ্বিষ্ট, একোদ্বিষ্ট-বিধিক,
বুদ্ধিশ্রাদ্ধ, পার্ষণ এবং পার্ষণ-বিধিক, এই
পঞ্চবিধশ্রাদ্ধ ভূগুপুত্রকর্তৃক স্মৃতি হইয়াছে,
ইহা জ্ঞাতব্য। এক্ষণে গোবলীবর্দ্ধিভাবে
অবাস্তব ভেদোক্ত হইতেছে। যাত্রাকালে,
প্রযজ্ঞপূর্বক কর্তব্য শ্রাদ্ধ—যষ্ঠ বলিয়া কথিত
হইয়াছে। গৃহের নিমিত্ত কর্তব্য ব্রহ্মকীর্তিত
পাবন শ্রাদ্ধ—সপ্তম। ১২৫। দেবোদ্যোগে
কর্তব্য শ্রাদ্ধ,—অষ্টম। যাহা করিলে ভয় হইতে
মুক্ত হওয়া যায়। বেদে প্রমাণ নাই ও আচার
নাই বলিয়া দ্বিবা রাত্রের মধ্যে সন্ধ্যাকালে ও
রাত্রিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে। মূলে ‘অহো-
রাত্রিমদর্শনাৎ’ হলে “অন্ততঃ লাহদর্শনাৎ”
এই পাঠ কোন পুস্তকে আছে, ইহাই সঙ্গত;
তাহার অর্থ—গ্রহণ ব্যতীত সন্ধ্যা বা রাত্রিতে
শ্রাদ্ধ করিবে না আর দেশবিশেষে অর্থাৎ)

স্থান মাহাত্ম্য অনন্ত পুণ্য হইয়া থাকে । ১২৬ ।
 যথা গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় হয়,
 প্রয়াগে মরণাদি হইলে, অনন্তফল হয় ও সেই
 সকল মহাত্মা মনোবিগণ এই গাথা পুনঃ পুনঃ
 কীর্তন করেন । সচ্চরিত্র ও সৎগুণসম্পন্ন
 বহুপুত্র কামনা কয়া উচিত; কেন না সেই
 সমবেত পুত্রগণের মধ্যে যদ্যপি এক জনও
 গয়াতে গমন করে । ১২৭—১২৮ । (যজ্ঞ-
 পূর্বক না হউক) অনুযজ্ঞ ক্রমেও গয়ায়
 গমন করিয়া যদি শ্রাদ্ধ করে, তাহা
 হইলে, তৎকর্তৃক পিতৃগণ তারিত হ'ন
 এবং সেও পরম গতি প্রাপ্ত হয় । ১২৯ ।
 বরাহ পর্বতে বিশেষতঃ গয়াতে এবং এইরূপ
 অপরাপর স্থানে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ
 পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । ১৩০ । ব্রীহি,
 যব, মাষ, জল, ফল, মূল, শ্রীমাক, (নানাবিধ,
 অনিবিদ্ধ) শাক, নীবার, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম,
 তিল, মুগা ও মাষ-বিশেষ দ্বারা পিতৃলোককে
 পরিতৃপ্ত করিবে । মিঠে, ফল, রস, ইক্ষু, কোমল
 দাড়িম শস্ত, বিদার্যা, ও কণ্ডু (এই সকল
 বস্তু) শ্রাদ্ধকালে প্রদান করিবে । মধুমিশ্রিত
 লাভ, দধি ও শর্করার সহিত প্রদান করিবে ।
 ১৩১—১৩৩ । শ্রাদ্ধে যজ্ঞপূর্বক হরিণ, অজ
 প্রভৃতি পশু এবং কূর্ম্ম প্রদান করিবে । মংস্ত্র
 মাংস দ্বারা (শ্রাদ্ধ করিলে) পিতৃগণের দুই মাস
 স্মৃতি থাকে, হরিণমাংস দ্বারা করিলে তিন
 মাস, মেঘ মাংস দ্বারা করিলে চার মাস, প্রশস্ত
 পক্ষি মাংস দ্বারা করিলে পাঁচ মাস, ছাগ
 মাংস দ্বারা করিলে ছয় মাস, কুরুমুগ মাংস
 দ্বারা করিলে নয় মাস, বরাহ মদ্বিষ মাংস
 দ্বারা করিলে দশ মাস, শশক ও কূর্ম্ম মাংসে
 একাদশ মাস, গব্য ছাগ ও তদীয় পরমাঙ্গে
 এক বৎসর এবং বাক্ত্রীগণের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ
 হইলে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয় ।
 ১৩৪—১৩৭ । গাং শাক, মহা শাক (শাক
 বিশেষ) “মহাশাক” স্থলে “মহাশকাঃ”
 হওয়াই সম্ভব, মহাশক (মংস্ত্র বিশেষ)
 গাওর ও রক্তবর্ণ ছাগ—ইহাদিগের মাংস,
 মধু, মূল এবং নীবারাদি সকল প্রশস্ত
 অন্ন পিতৃগণের অনন্ততৃপ্তিজনক হইয়া
 থাকে । ১৪৮ । বিজ, (উৎশিল বা অবাচিত

বৃত্তি দ্বারা সমাবেশ করিতে না পারিলে অথবা
 উক্ত কার্যে অনধিকারী বলিয়া) যদ্যং ক্রম
 করিয়া বা (বাহার অধিকার আছে সে)
 যাচঞা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য আচরণপূর্বক
 তাহা যজ্ঞসহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে, দান
 করিলে অনন্তফল হয় বলিয়া কথিত হই-
 য়াছে । ১৩৯—১৪০ । পিপ্পলী, গুবাক, মশুর,
 কশ্মল, অলাবু, বার্তাক, কুট, ভজমূল, তণ্ডুলীয়ক,
 রাজমাষ এবং মাষিযজ্ঞ শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ
 করিবে । ১৪১ । দ্বিজোত্তম, কোজব, কোবি-
 দার, স্থল পাক, আমরী—এই সকল দ্রব্য বিশেষ
 যজ্ঞসহকারে শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করিবে । ১৪২ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

যথাবিধি স্নানানন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ
 করিয়া প্রসন্নচিত্ত ও বাহ্যভ্যন্তরে পবিত্র হইয়া
 পিণ্ডাদ্ধার্য্যক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে । ১ ।
 প্রথমেই বেদপারায়ণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টি
 করিবেন, কেননা সেই ব্রাহ্মণেরাই ইত্যকব্য
 প্রদানের উপযুক্ত পাত্র এবং অতিথিৎ
 পূজ্য বলিয়া স্মৃত । ২ । বাঁহারা সোমপান-
 নিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্যা
 বলদ্বী, নিয়মস্থ, ঋতুকালভিগামী অগ্নি-
 হোত্রী, স্বাব্যায়সম্পন্ন, স্বজুর্বেদজ্ঞ, ঋগ্বেদজ্ঞ,
 ত্রিস্তপস্ব, বা ত্রিমধু হইবেন, অথবা যে ত্রিগা-
 চিকেত, সামবেদবিৎ, জ্যেষ্ঠসামগ, বা
 অথর্ব-বেদাধ্যায়ী, বিশেষতঃ ব্রহ্মাধ্যায়ী
 অগ্নিহোত্রপ্রচারক বেদভাগাধ্যায়ী, পণ্ডিত,
 পাপাভিজ্ঞ, বড়ববেত্তা, গুরু পূজা দেব পূজা
 ও অগ্নি পূজাতেও প্রশস্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ সর্বদা
 (অহিংসানিরত, অশ্রুতিগ্রাহী যাজ্ঞজ্ঞ এবং
 দানশীল ব্রাহ্মণগণ পংক্তিপাবন (যাজ্ঞজ্ঞ
 প্রথমাদ্যায় ২১৮—২২০ মধ্যে এ বিষয়ের
 স্মরণ অর্থ লিখিত হইয়াছে,) ৩—৭ ॥ সমান-
 প্রবর, সগোত্র কিংবা অত্র কোন সম্বন্ধযুক্ত
 না হইলেও উক্ত ব্রাহ্মণসকলকে পংক্তিপাবন
 বলিয়া জানিবে । ৮ । যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিকে
 ভোজন করানই প্রধান কর্তব্য; ওষজ্ঞান-

পর্যাপ্ত ব্যক্তিকে ভোজন করান অনন্তর
কর্তব্য, অর্থাৎ নৈমিত্তিক ব্রহ্মচারীকে, তৎভাবে,
দ্বাষ্ট উপকূর্সগণক ব্রহ্মচারীকে ভোজন করা
হইবে। অর্থাৎ পংক্তিগণন যোগীই পাত্ৰাননে
আত্মীন হইবার সর্বপ্রথম উপযুক্ত পাত্র;
অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ, তদভাবে নৈমিত্তিক
ব্রহ্মচারী ও তদভাবে উপকূর্সগণক ব্রহ্মচারী
তা তাহারও অন্তঃ হইলে, মুমুক্শু এবং
মুমুক্শুভক্তি (কর্তৃত্বাভিমান বর্জিত) গৃহস্থকে
ভোজন করাইবে। কিন্তু সর্বসাধারণসাধক
বর্গের ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া, বহুজনক নানা-
বিধ কর্মসাধনায় তৎপর গৃহস্থকে কদাপি
ভোজন করাইবে না। ১০। যে ব্যক্তি ইহ-
সংসারে প্রকৃতির গুণজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞাতিকে
ভোজন করায়, সমস্ত বেদান্তকে ভোজন
করান অপেক্ষা তাহার ফল অধিক। ১১।
অতএব জৈমিন্য-জ্ঞানতৎপর যোগিশ্রেষ্ঠকে
ব্রহ্মসংসার হব্য ও কব্যা ভোজন করাইবে।
তাহা না পাইলে, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে
এই কর্মে ভোজন করাইবে। ১২। হব্যকব্যা
ধন্যানে ইহাই প্রথম বল। এই (নিম্নলিখিত)
মুমুক্শু সর্বদা পণ্ডিতগণ অহুতান করিয়া
গোমন। ১৩। মাতাং, নাভুল, ভাগিনয়,
গুহর, গুরু এবং বৌদ্ধিব—ইহারা সকলে
পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ্য তেজে অধিকতর হইলে,
ইহাদিগকে (পাণ্ড) ভোজন করাইবে। ১৪।
শাক্ত মিত্রকে ভোজন করাইবে না, মিত্রসংগ্রহ
সম্বন্ধে কর্তব্য। অন্য গুণাকর অত্যন্তে বরং
শাক্তকালে গুণবান্ মিত্রকে অর্চনা করিবে,
কিন্তু গুণবান্ করিকে ভোজন করাইবে না,
মিলে “মতিভ্রমন্” না হইয়া “মপিত্তব্রিন্”
হইবে। শত্রু-ভুক্ত হবিঃ পরলোকে ফলপ্রদ
না। ১৫। বেদান্তজ্ঞ ব্যক্তিকে হবির্দান
করিলে দাতা তৎফলভাগী হয় না। অমজ-
নিত্য ব্যক্তি, হব্য ও কব্যা যতটী গ্রাস ভোজন
করিলে (প্রকৃত শ্রাদ্ধকর্তা) পরকালে ততটী
শ্রাদ্ধলিভ অধোগুণ শূল গ্রাস করে। (মূলে
“শূলান্” না হইয়া “শূলান্” হইবে)। যদি
ব্যাপ্তকল অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রহ্মচারী অথবা
মণিগণ, ভোজন করে, তাহা হইলে সেই
শ্রাদ্ধকর্তা বৃত্ত অর্থাৎ ইহগণকালে আত্ম

হয়। ১৬। ১৭। এই সকল (নিম্নলিখিত) বিজ্ঞ
যে হব্য কব্যা ভোজন করে, তাহা আহুত
হইয়া থাকে। বাহার তিনপুরুষ হইতে বেদ
(বেদাধ্যায়ন), বেদী (নিত্য যজ্ঞবেদান্তে উপ-
বেশন), বিলুপ্ত হইবাচে, সে, নিম্নিত ব্রাহ্মণ
বলিয়া গণ্য। মুহুরাং ব্রাহ্মণ্যে কখনই
(নিম্নজ্ঞাতিত্বা) নহে। শূদ্রশ্রেষ্ঠ, রাজশ্রেষ্ঠ,
উচ্চত অর্থাৎ পিতৃদিগ অথবা নাকারী,
অধাশ্রিত, গ্রামযাজী এবং বধব্রহ্মো-জীবী,
যড়বিধ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ নিম্নিত ব্রাহ্মণ,
বেদদান করিলেও ইহাদিগকে ময় পণ্ডিত
বলিয়াছেন। ১৯। ২০। (বেদমূলক শত্রু)
বিক্রয়ী এবং ইহারা (নিম্নলিখিত ব্যক্তি-
গণ) শ্রাদ্ধাদি কার্যে নিম্নিত হইয়াচে—বাহারা
প্রতিবিক্রয়ী, পুনর্ভূপতি, সমুদ্রগ অর্থাৎ
গৃহস্থায়ী অমুমতি ব্যতাঃ যে চান্দ্রব্রহ্ম
গৃহে কোনরূপে গমন করে এবং বাহার
হীন (শূদ্রাদি) যজ্ঞক, পণ্ডিত বলিয়া
কীর্তিত সেই সকল ব্যক্তি, বাহার অপ-
রিচিত ব্যক্তিকে অধ্যাপিত করে বেতন
গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে, বা বাহার
বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদা-
ধ্যায়ন করে, ততক বারী কীর্তিত সেই সকল
ব্যক্তি, বুদ্ধমতাবলম্বী প্রবক (বৌদ্ধবিশেষ)
নিগূঢ় অর্থাৎ দ্বিগুণর জৈন পঞ্চরাত্রবেত্তা
(বর্ষ সম্প্রদায়বিশেষ) কাপালিক, পাণ্ডপত
ইত্যাদি যত পাণ্ড আছে; এত সকল দুষ্টাত্মা
তামস ব্যক্তির বাহার প্রকৃ হবির্ভোজন
করে, তাহার শ্রাদ্ধলিভ হইবে না; তাহার
ভোজন করিলে পর লোকে ভোজন মানের
ফল হয় না। যে বিজ্ঞ অনাপ্রমী হইয়া
থাকে, অথবা নিম্নর্থক আশ্রমী বা মিথ্যাশ্রমী
হয়, সে বিশেষগণ। তাহাদিগকে পংক্তি-
দ্বক বলিয়া জানিবে। হুশ্রমী, কুনখী, কুটী,
খিত্রযুক্ত, শ্রাবসস্ত, জুব, বাগলিক অর্থাৎ
বাগিলাকারী, চৌর, ক্লাব, নাতিক, মদ্যপান-
নিরত, বৃষলীনিরত, বীণাধারী কিংবদন্তি
(জ্যেষ্ঠা সহোদরার বিবাহ হইবার পূর্ববিবা-
হিতা কনিষ্ঠাকে অগ্রেদিবিশ্ব এবং জ্যেষ্ঠা
দিবিশ্ব বলে, তাহার নামী এবং মৃতজাতক
ভাগ্যা, ধর্মতঃ পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োজিত

হইলেও তাহাতে যদি অমুরাগ ক্রমে রত হয়, তাহা হইলে ঐ পুরুষকে দিধিবপতি বলে) অগ্রে দিধিবপতি, গৃহদাহী, কুণ্ডলী (কুণ্ড পুরোক্ত জারজপুত্র বিশেষ তাহার অন্নভোজী) সোমরস বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ, পরিবেতা, পরিবিত্তি, নিরাকৃতি অর্থাৎ যে, পঞ্চমহাযজ্ঞ না করে পুনতুপুত্র, কুসৌদ্রজীবী, নক্ষত্রদর্শক (জ্যোতিষ শাস্ত্রোপজীবী) গীত বাদ্যশীল, ব্যাধিযুক্ত, কাণ, হীনাঙ্গী, অতিরিক্তাস্ত্র, অবকীর্ণী, কন্যাধ্বক, কুণ্ড, গোলক, অভিশস্ত, দেবল, দুষিত ব্রহ্মচারী ও বতি, মিত্রদ্রোহী, খল, যে সর্বদা জীলোককে গ্রহণ করে, (উপ-কৃত্য কারণবাতীত) মাতাপিতা ও গুরুত্যাগী, ভাৰ্য্যাত্যাগী, অনপত্য, কুটসাকী, স্থপকার, সর্পজীবী, সমুদ্রযাত্রাকারী, কৃতঘ্ন, বহ্ন্যভেদক, বিশ্বাসঘাতক, বেদনিন্দারত, দেবনিন্দারত, এবং দ্বিজনিন্দারত, এই সকল ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্মে বর্জ্যনীয়। ২২—৩৪। (কেননা) যে বেদ-নিন্দক,—সে কৃতঘ্ন, সে খল, সে কুর এবং সে নাস্তিক। মিত্রঘাতী—পরদারগামী এবং পণ্ডিতের অথবা কৈষ্ঠনকারী, (ইহারাও শ্রাদ্ধে বর্জ্যনীয়)। ৩৫। এ বিষয় অধিক বলা নিম্ন-রোজন, বাহারা বিহিত কার্য্য করিয়াও নিম্নিত কর্ম্ম করে শ্রাদ্ধকর্মে তাহাদিগকেও যন্ত্র সঙ্গ-কারে পরিত্যাগ করিবে। ৩৬।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রাদ্ধের পূর্ব দিন উৎকৃষ্ট গোময় জল দ্বারা (শ্রাদ্ধভূমি) সম্বার্কিত করিয়া সংযত-ভাবে অবস্থিত শ্রাদ্ধকর্ত্তা, (পাত্রাশ্রয়ানে অভিমত) সকল ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া “আগামী কণ্ডা আমি শ্রাদ্ধ করিব (আপনি পাত্রাসন অলঙ্কৃত করিবেন) এই কথা বলিয়া পূর্বদিনে তাহাদিগকে একে একে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে। ১। পূর্বদিনে সজ্জারনা হইলে পর দিনেই কণ্ডোক্ত লক্ষণাত্মক ব্রাহ্মণকে (নিমন্ত্রিত করিবে)। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই সকল

পারিষা শ্রাদ্ধ সময় উপস্থিত হইলে অনন্ত-মনে তিচ্ছাকরত মনোবেগে (পিতৃলোক হইতে আগত হ'ন) সেই সকল (নিমন্ত্রিত) ব্রাহ্মণ আগমন করেন এবং অন্তরীক্ষচারী হইয়া পিতৃগণও তাহাদিগের অনুগমন করেন। (শ্রাদ্ধকালে) পিতৃগণ প্রাণবায়ুৎ অবস্থিতি করেন, অনন্তর ভোজন সমাপ্ত হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হ'ন। যে সকল ব্রাহ্মণ যে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হওয়ার নিমন্ত্রিত হয়, তাহারা সেই শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ এবং সংযত হইয়া থাকিবে।—প্রত্যেকেই ক্রোধশূন্য, স্বরাশূন্য সত্যবাদী ও সমাহিত হইয়া থাকিবে। ২—৫। শ্রাদ্ধারভোজী ব্যক্তি সেই দিনে ভয়, মৈথুন, অধ্বাগমন, এবং সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যের নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, সে পাপী, এবং যে দ্বিজ, আবশ্যকমত একাদি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাত্ত মোহবশতঃ অপরকে নিমন্ত্রণ করে, সে পুরোক্ত পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী, বিষ্টা-কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬। ৭। যে বিপ্র শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া মৈথুন করে, সে, ব্রহ্ম-হত্যা পাপে পাপী হয়, স্ত্রীর নরকভোগান্তে তীর্থ্যক্ বোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৮। যে হৃষ্মতি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া (শ্রাদ্ধ-ভোজন করিয়া) অধ্বাগমন করে তাহার পিতৃগণ সেই মাস কেবল ধূলি ভোজন করিয়া থাকেন। ৯। যে দ্বিজ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া কলহ করে, তাহার পিতৃগণ সেইখানে কেবল মলি ভোজন করিয়া থাকেন। ১০। অতএব দ্বিজ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া সংযতাত্মা হইয়া থাকিবে, শ্রাদ্ধ কর্ত্তাও ক্রোধশূন্য শৌচপর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সন্মুখে দক্ষিণদিক গমন করিয়া শোভমান নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে স্তম্ভনির্ম্মল সন্মুখ দক্ষিণাশ্র কুশ ও জল শ্রাদ্ধকর্ত্তা একাক্রান্তিতে প্রদান করিবে। ১১। দক্ষিণদিকে জীবৎ নিম্ন দ্বিষ্ট, শুভলক্ষণাবিশিষ্ট নির্জন পবিত্র স্থান গোময় দ্বারা, দিগ্ধ করিবে। ১২—১৩ নদীতীর, তীর্থ, বীরভূমি পিরিসাধু—পবিত্র ও নির্জন এই সকল স্থানে দান করিলে, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন। ১৪। পরকী

ভূমিতাপে পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করিবে না ।
মোহনপতঃ মনুষ্যগণ ঐ স্থানে যাহা কিছু
করিবে, অপরের স্বামিত্ব হেতুক, সেই কার্য
বিহত হইবে । ১৫ । পবিত্র বন, পূর্ব, তীর্থস্থান,
যজ্ঞায়তন এই সকল স্থান অস্বামিক বলিয়া
কথিত, তাহাতে কাহারও অধিকার নাই । ১৬ ।
মিষ্ট, সেই স্থান চিহ্নিত করিয়া লইবে, এবং
সেই স্থানের মধ্যে তিল বিকীরণ করিবে,
অনুর দূষিত সকল স্থানই তিল ও যববিশেষ
দ্বারা শুদ্ধ হয় । ১৭ । অনন্তর বহুধা সংস্কৃত
বহুব্রাহ্মণাধিত, অব্যয় অর্থাৎ নূতন এবং
যাহা হহতে পূর্বে কিছুমাত্র ব্যয় হয় নাই,
চোষ্য এবং পেশ্যন্ত, অন্ন, যথাশক্তি প্রস্তুত
করিবে । ১৮ । অনন্তর মধ্যাহ্নকাল নিবৃত্ত
হইলে, ছিন্ননখ শ্রাব্য বিজগণের নিকট উপ-
স্থিত হইয়া যথাপদ্ধতি দক্ষ্যাবন করিতে
দিবে । ১৯ । তৈল, অভ্যঞ্জন, স্নানজল,
সানীয় গন্ধাদি বিবিধ দ্রব্য উৎসব্র পাত্র প্রদান
করিবে, বৈশ্বদেব অর্থাৎ দেবপক্ষীয় ব্রাহ্ম-
ণকে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পূর্বে
প্রদান করিবে । ২০ । স্নান কারিয়া সেই
স্থানে সমাগত ব্রাহ্মণকে কৃতাজ্ঞাপুটে প্রত্যা-
খান করত পান্য আচমনীয় প্রভৃতি দ্রব্য
বাক্রমে প্রদান করিবে । ২১ । যে সকল
বিদ্বান্ নিমন্ত্রিত হইয়া পূর্বপক্ষে (দৈব-
পক্ষে) অতিশয় শোভায়ুক্ত হন, তাঁদিগের
ঘর্ডোপধানযুক্ত আসনপূর্বমুখ হইবে । সেই
সকল আসনের একগাছি দর্ভ, দক্ষিণাগ্র
হইবে এবং আসনসমস্ত তিলোদক প্রোক্ষিত
হইবে । তাহাতে “আস্যতাং” উপবেশন কর,
বসিয়া দেবভক্ত এই সকল ব্রাহ্মণকে উপবেশন
করাইবে । তাহারা (ব্রাহ্মণেরা) ও পৃথক
পৃথক ভাবে দৈবপক্ষে দুইজন পূর্বমুখ হইয়া
এবং পিতৃপক্ষে তিনজন উত্তরমুখ হইয়া উপ-
বেশন করিবে । ২২—২৪ । অথবা উত্তর
পক্ষে এক একজন ব্রাহ্মণ থাকিবে । মাতামহ
পক্ষে এইরূপ নিয়ম । নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের
স্বামিত্ব,—ব্রাহ্মণ পূজা, দক্ষিণা-প্রবণাদি-
শেষ, অপরাহ্নাদি কাল, শ্রাদ্ধভোক্তৃকর্তৃক
পত পবিত্রতা এবং গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ লাভ, এই
পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণকে বিনষ্ট করে, তজ্জন্ত

অধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে অভিলାষী
হইবে না । ২৫ । অথবা বেদপরাগণ প্রতী-
শীলাদিসম্পন্ন কুলক্ষণবর্জিত একজন ব্রাহ্মণ-
কেই ভোজন করাইবে । ২৬ । সকল
বিভ্রান্তা ব্যক্তিই প্রশস্ত পাত্রে অন্নদান
করিতে অভিলাষী, দেবভায়তনে এই
পাত্রে অন্নদান করিবে (দেব মানব পরিবৃত্ত)
ত্রেণোক্তা,—অভিলাষী । ২৭ । পাত্রীয়ান্ন অগ্নিতে
আহুতি দিবে, অনন্তর ব্রহ্মচারী (নিমন্ত্রিত
ব্রাহ্মণ) কে ভোজন করিতে দিবে । নিমন্ত্রিত
ব্রাহ্মণ (ভোজনে) উপবিষ্ট হইলে, যে ভিক্ষুক
বা ব্রহ্মচারী ভেদ জন করিবার নিমিত্ত আসিয়া
উপস্থিত হয়, তাহাকেও উত্তম ভোজন করা-
ইবে । কেননা যে শ্রাদ্ধে অতিথিতে ভোজন না
করে, সে শ্রাদ্ধ বিশেষ প্রশস্ত নহে । ২৮ । ২৯ ।
অতএব তীর্থস্থানেও অতিথিগণ বিজ্ঞাত
পূজ্য । যে সকল বিজ্ঞাত শ্রাদ্ধে ভোজন
করে, তাহারা সেই অহোরাত্র অতিবাহিত না
করিয়া মৈথুনাসক্ত হইলে বা দান করিলে
ইহারা কাকযোনি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয়
নাই । হীনাস্ত, পতিত, কুঞ্জী, বগিক, পুকস,
পুতি-নাসিক, কুকুট, শূকর এবং কুকুর—
ইহাদিগকে শ্রাদ্ধকালে যজ্ঞপূর্বক পরিত্যাগ
করিবে । (শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা) বীতনয়,
অশুচি, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞানকে স্পর্শ করিবে
না । ৩০—৩২ । নীল বসন, বুধা কবায় বসন,
এবং পাণ্ডুগণকে পরিত্যাগ করিবে । তাহাতে
(শ্রাদ্ধে) পিতৃপক্ষে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি
যে কার্য্য কৃত হয়, বৈশ্বদেব পূজন অর্থাৎ
দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ পূজন উপলক্ষেও তৎসমস্ত
কর্তব্য । যথোপবিষ্ট সেই সকল ব্রাহ্মণকে
ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে । ৩৩ । ৩৪ । “যা
দিত্যা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্য
প্রদান করিবে । শত্ৰুহৃসারে গন্ধমালা ও
ধূপাদি প্রদান করিবে । ৩৫ । অনন্তর বিষ্ণু-
ভোক্তারী এবং দক্ষিণ মুখ হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি
ব্রাহ্মণদিগের নিকট অমৃতমতি সুইয়া—“উপ-
তদ্বা” ইত্যাদি আদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের
স্বাধীন করিবে । স্বাধীন করিবার পর
“আরানভ্যং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে ।
“স্বয়ংদেবী” মন্ত্র দ্বারা পাত্র জল এবং

“তিলোহসি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিলক্ষেপ করিয়া পূর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ব্রাহ্মণ দিগের হস্তে অর্ঘ্য প্রদানান্তর অর্ঘ্যবিশিষ্ট জলসকল সমাহিত হইয়া (যথাক্রমে) একটি পাত্রে রাখিবে; এই পাত্রসহ প্রথম অর্ঘ্য-পাত্রে পিতৃগণের সহিত অর্ঘ্যং তাঁহাদিগের আবাসস্থান রূপে রাখিবে—স্বাক্ষর অন্ন গ্রহণ-পূর্বক অগ্নৌঃস্বয়ংঃ করিষ্যে অর্ঘ্যং তবৈ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। পরে “কুরুষ” অর্ঘ্যং কর, এই-রূপ অনুমতি পাইবার পর উপবীতী হইয়া হোম করিবে, যজ্ঞোপবীতী এবং কুণ্ডল হইয়া হোম করা উচিত। ৩৬—৪০। অথবা প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃগণকে ও দেবগণকে হোম করিবে—“সে, দেবগণ পরিবেশন করিবার সময়ে দক্ষিণ জাহ্ন পাতন করিবে “সোমায় পিতৃমতে স্বাহা” অনন্তর “অগ্নায়ে কব্যাধনায় স্বাহা” এই বলিয়া হোম করিবে। সুসমাহিত হইয়া মহাদেব-সমীপবর্তী স্থানে বা গোষ্ঠে অবস্থিত করিয়া (শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে) অগ্ন্যভাবে ব্রাহ্মণের হস্তেই ঐ মন্ত্র দ্বারা প্রদান করিবে * ৪১—৪৩। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের অমুক্ত হইয়া দেব-প্রদক্ষিণ ও স্বীয় ইষ্টদেব প্রদক্ষিণ করিয়া, গোমস্তোপলিপ্ত সপুংখ শাস্ত্রাকুল এবং মঙ্গলজনক চতুর্দশ, মণ্ডল করিবে। একটি স্তম্ভ করিয়া সেই মণ্ডল মধ্য ভিনবার আকো-ড়িত করিবে। অনন্তর সেই স্থানে দক্ষিণা-গ্রদর্ভ মুষ্টি বিছাইয়া, একাগ্রচিত্তে, তাহাতে, হতাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবে। অনন্তর তাহাতে পিণ্ডদান করিয়া লেপস্তোজিগণের তৃণির জন্ত সেই সকল আতীর্ণ দর্ভে হস্তবর্ণন করিবে; অনন্তর ক্রমে, আচমন ও প্রাণায়াম করিয়া, পিণ্ডসমীপে, বীরে বীরে শেষ জলধারা দিবে। অনন্তর সমাহিত হইয়া, দ্বিধ্ব আঘাতে পিণ্ডসকলকে অবহত করিবে। অনন্তর পিতৃবিশিষ্ট অন্ন

যথাবিধি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে ধর্মজ ব্যক্ত হইতে (শ্রাদ্ধে) ছয় গজ, পিতৃ-লোক, দে-তাকে প্রণাম করিবে। ৪৪—৪৯। শ্রাদ্ধার ভোজন কালে যদি দীপ নির্মাণ হয়, তাহা হইলে, আর অন্ন ভোজন করিবে না, ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ৫০। মাষ, বিবিধ অপুপ, সরস পায়স, অভিলষিত সুপ, শাক, ফল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু প্রদান করিবে। ৫১। যথাভিলষিত অন্ন ও বিবিধ ভক্ষ্য, পের এবং অন্ত্যাদি বাহা বাহা নিম্নমি-ত্র ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগের অভিলষিত, তত্তৎসমস্ত বস্তুর প্রদান করিবে। ৫২। দ্বাদ্ধ, বিবিধ তিল, বিবিধ শর্করাও দিবে কল্যাণাকাজী ব্যক্তি—ফল, মূল এবং পানীর দ্রব্য তিন সপ্তম প্রকার দ্বাদ্ধই উৎকৃষ্ট থাকিতে দ্বিজগণকে প্রদান করিবে। (২৭কালে) কদাচ অশ্রবিসর্জন করিবে না, ক্রোধ করিবে না এবং মিথ্যাকথা বলিবে না। ৫৩। ৫৪। পাদদ্বারা অন্ন স্পর্শ করিবে না। এবং ইহা (অন্ন) অবধূনিত (ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত) করিবে না। বাহ্য ক্রোধসহকারে প্রদত্ত, বাহ্য স্বরাপূর্বক প্রদত্ত এবং ষাণীপাশিষ্টদ্বয়, সেই সকল অন্ন, রাক্ষসেরা বিন্দু করিবে। স্নিগ্ধ গাভ্র হইয়া, ভোক্তৃ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে অবস্থান করিবে না। ৫৫। ৫৬। কাকাদি অবলোকন করিবে না। পক্ষিগণকে তাড়াইয়া দিবে না, কারণ পিতৃগণ দেহ সমস্ত রূপ ধারণ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অধগত হইবার জন্ত শ্রাদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ৫৭। তাহাতে শ্রাদ্ধভোক্তৃ ব্রাহ্মণকে, হস্তে করিয়া অর্ঘ্যং পাত্রাদি না লগ্ধা কেবল হস্ত সাহায্যে কোন বস্ত্র প্রদান করিবে না। প্রত্যক্ষ (কোন বস্ত্র সহিত অশ্রিত) লবণ প্রদান করিবে না। গৌহময় পাত্র করিয়া দিবে না; এবং অস্ত্রকাপুরুষ দিবে না। ৫৮। কাকন পাত্র বা ওহুৎ পাত্র করিয়া প্রদান করিলে, বিশেষতঃ খজা (গণ্ডার-খজা) পাত্র করিয়া দান করিলে উৎকৃষ্ট আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। ৫৯। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধে যুগ্মরপাত্রে করিয়া পিতৃগণকে ভোজন করায়, অর্ঘ্যং তাঁহাদিগের তৃপ্তি উদ্দেশে তৎপাত্রাঙ্গনাঙ্গী ব্রাহ্মণকে ভোজন

* মহাদেব সমীপবর্তী স্থানে বা গোষ্ঠে অবস্থিত “করিয়া কথাদি হইতাম বে আদ্যের পক্ষে প্রশস্ত, স্বাহা জানাইবার জন্ত। কেবল অগ্ন্যভাবে, তাহা হইতে, মহাদেব সমীপে বা গোষ্ঠে দিবে।

করায় সে, এবং ভোক্তা, পুত্রোদ্যানকে গবন করে। ৬০। পংক্তির মধ্যে স্তানাধিক প্রদান করিবে না। ভোক্তার পক্ষে দাতার দিকট বাকী করা নিষেধ এবং পরস্পর কলহ করা অকর্তব্য। কেন না, অতুলোকে অন্ন বাচনা করিলেও, আপন কে? কীষণ নরকে প্রেরণ করে। ৬১। মৌনাবলম্বী হইয়া ভোজন করিবে, জিজ্ঞাসিত হইলেও প্রস্তুত ভোজ্যে-
 গুণ কীৰ্ত্তন করিবে না। যেহেতু—য পর্গাষ্ট ভোজ্যগুণ কথিত না হয়, ততক্ষণ পিতৃগণ ভোজন (ভোজনজনিত প্রীতিলভ) করিয়া থাকেন। ৬২। প্রথমাসনোপবিষ্ট ব্রাহ্মণ, বর্শন-তৎপর অজ্ঞাত সৰ্বত্র ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া, অগ্রে ভোজন করিবে না; যে ভোজন করে, সেই অজ্ঞ, পংক্তির প্লাপরাশ স্বয়ং গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ৬৩। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত বিজ্ঞাতম, অজ্ঞীয় বস্তুর কিছুমাত্র পরিত্যাগ করিবে না, মাংসকলার দিতে আসিলেও নিষেধ বরিবে না। অপরের অন্ন অবলোকন করিবে না। ৬৪। যে দ্বিগ, পিতৃ-
 কার্যে নিমন্ত্রিত হইয়া মাংস ভোজন না কবে, সে জন্মান্তরে একবিংশতি জন্ম পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ৬৫। ইহাদিগকে সাব্যসায় (বেদমন্ত্র) অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস পুরাণ এবং উৎকৃষ্ট-শ্রাদ্ধ-
 কর। (শ্রাদ্ধ প্রতিপাদক শাস্ত্রাংশ) প্রবণ করাইবে। ৬৬। ব্রাহ্মণদিগের ভোজন হইলে পয়, পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণদিগকে “দদিত” বর্ণ্য উত্তম আহার হইল ত ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে আচমন করাইবে, কৃত্তাচমন ব্রাহ্মণদিগকে, ভোঃ বর্ণ্য সযোধানপূর্বক “অভিরম্যতাম্” গিয়া অহুজ্ঞা করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ, “বধান্ত” এই কথা বলিবে। ৬৭। ৬৮। অন-
 দিক্তাহার সেই সকল ব্রাহ্মণকে অরশেষের তিতা অবগত করাইবে, পরে সেই সকল ব্রাহ্মণ, বাহা বলিবেন, তাঁহাদিগের অমু-
 গত হইয়া তাহাই করিবে। ৬৯। পিত্রো কোদ্বিষ্টও পার্শ্ব (পিতৃগণকে) ব্রাহ্মণের তি “দদিত” এই কথা—গোষ্ঠে (গোষ্ঠীশ্রাদ্ধে) ব্রাহ্মণ কথিত শ্রাদ্ধবিশেষ তাহাতে) ব্রাহ্মণ “এই কথা—অভ্যধিক শ্রাদ্ধে

“সম্পন্ন” এই কথা,—এবং দৈবপক্ষে “কৃতিত্ব” এই কথাই বক্তব্য। ৭০। দৈবপক্ষীয়-ব্রাহ্মণ ক্রমে সেই সকল ব্রাহ্মণকে বিহার দিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক, দক্ষিণ দিক অবলোকন করত পিতৃগণ-
 সন্নিধানে এই (নিম্নলিখিত) বর সকল প্রার্থনা করিবে। ৭১। “যেন” আমাদের বংশে দানশীল পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, আমাদের বংশে যেন বেদ (অধ্যয়ন অধ্যা-
 পনাদিবার) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের বংশে যেন বেদার্থ-শ্রদ্ধা অন্তর্হিত না হয়, এবং আমাদের বংশে যেন বহু দেয় (ধনাদি) হয়। ৭২। পিতৃ সঙ্কলকে, গাতীকে, ভাগকে, বিপ্রকে, অগ্নিতে বা ভলৈ, অর্পণ করিবে, এবং ব্রাহ্মণের আসনে উপবিষ্ট থাকিতে তাঁহাদিগের উজ্জিষ্ট মার্জনা করা নিষিদ্ধ। ৭৩। স্মৃতার্থী ব্যক্তি, সেই সকল পিতৃ হইতে মধ্যম পিতৃটি গভীকে দিবে (পত্নীও “মাধন্ত পিত-
 রোগত্ব ইত্যাদি মন্তব্যসারে তাহা ভোজন করিবে)। অনন্তর স্তম্ভ প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া শেষে জ্ঞাতিগণকে ভোজন করাইবে। ৭৪। জ্ঞাতিগণ পরিতৃপ্ত হইলে পর, স্বীয় ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইবে। সর্গশেষে পত্নীগণের সহিত স্বয়ং শেষ ভোজন করিবে। ৭৫। যতক্ষণ সূর্য, অন্তরিত না হ’ন, ততক্ষণ সেই উজ্জিষ্ট অবলোকন করিবে না। পতি-পত্নী সেই ব্রহ্মনীতে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকিবে। ৭৬। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধদান, বা শ্রাদ্ধভোজন করিয়া মৈথুন সেবা করে, সে মহারৌরব নরক ভোগ করিয়া পরে আবাস কুমিণেনি প্রাপ্ত হয়। ৭৭। শ্রাদ্ধ কৰ্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা, সেই দিন শুচি, অক্রোধ, শাস্ত, সত্যবাদী, এবং সমাহিত হইবে, আর সাব্যসায় ও সন্ধ্যোপাসনা বা দান পরিত্যাগ করিবে। ৭৮। যে সকল বিজাতি, শ্রাদ্ধ করিয়া অপরের শ্রাদ্ধ ভোজন করে, তাহারা মহাপাতকীর তুল্য; স্মৃত্যং বহু নরকে পন্ন করে। ৭৯। এই তির স্ফটিকিত শ্রাদ্ধকর সম্পূর্ণ রূপে তোমাদিগকে বলিলাম। * উদাসীন

* এই শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, শাখ্যভর্য, অথবা ইহাতে বধ্যবধ অহুতবে ও সম্পূর্ণভাবে বিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ নাই, ইহা ক্রমেও আছে; স্ব-স্ব-স্বত্বস্বত্বের ক্র-
 নিৰ্ণয় ও গুরুত্বাদি করিয়া লইবে।

ব্যক্তিই নিত্য আম শ্রদ্ধ করিবে, এই অন্য
(পৃথক) তাহা করিবে না। ৮০। নিরসি অধ্বগ,
ও ব্যসনাবিত্তি, আমায় দ্বারা (পার্কণ) শ্রদ্ধ
করিবে, শ্রদ্ধ আমায় দ্বারা শ্রদ্ধ সর্বদাই করিবে
৮১। বিধি, বিজ্ঞ, শ্রদ্ধাবিত্তি হইয়া (যখন)
আম শ্রদ্ধ করিবে (তখন) তদ্বারা ই অর্ঘ্যকরণ
করিবে এবং তদ্বারা ই পিণ্ডদান করিবে। ৮২।
যে ব্যক্তি সংবতচিত্তি হইয়া বিধি অনুসারে
আবশ্যকমত এই শ্রদ্ধ করে, সে পাপমুক্ত হইয়া
বিমুগ্ধ প্রাপ্ত হয়। ৮৩। অতএব বিজ্ঞাতম,
বিধি যত্নসহকারে সকল শ্রদ্ধ করিবে। তদ্বারা
অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সম্যক প্রকারে আরাধিত
হ'ন। ৮৪। হে বিজ্ঞগণ! নিধন বিজ্ঞাতম,
মানান্তে তিলোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়া
কল মূল দ্বারাও শ্রদ্ধ করিবে। ৮৫। পিতা
বর্তমান থাকিতে শ্রদ্ধ করিবে না (অন্তর্য
তাহাদিগের হোমান্ত কার্যই বিহিত অর্থাৎ
নিত্য শ্রদ্ধ তর্পণাদি না থাকায় মান সন্ধ্যা ও
হোমান্ত করিবে)। অথবা পিতা তাহাদিগের
শ্রদ্ধ করেন, তাহাদিগের শ্রদ্ধ করিতে পারিবে,
ইহা প্রাণ পণ্ডিতদিগের মত (প্রায়শ্চিত্ত
পার্কণ শ্রদ্ধে এবং আত্মদৈবিক শ্রদ্ধে জীবৎ
পিতৃকর অধিকার-জ্ঞাপনার্থে শেষ পক্ষ কথিত
হইয়াছে)। ৮৬। বাহার পিতা, পিতামহ,
প্রপিতামহ, ইহাদিগের মধ্যে যে মরিবে,
তাহাকে সে পিণ্ড দিবে। অপরের দিবে
না। ৮৭। এবং উহাদিগের মধ্যে জীবন্তকে
অতিসহকারে যথেষ্ট ভোজন করাইবে।
জীবন্তকে ত্যাগ করিয়া অপরকে দান করা
অনুচিত, এইরূপ প্রতি জানা আছে। ৮৮।
ব্যাসুখ্যায়ণ পুত্র উত্তর পিতাকে পিণ্ড দিবে,
কারণ সে, (ব্যাসুখ্যায়ণ,) বীজ হইতে উৎ-
পন্ন (এইজন্য জনক পিতাকে পিণ্ড দিবে)
এবং যদি (ক্ষেত্রী) অপত্যশূন্য ভাৰ্য্যা দ্বারা
নিয়োগ ধর্ম পুত্র উৎপাদিত করে (তবেই
সে ব্যাসুখ্যায়ণ)—এই জন্ম ক্ষেত্রী পিতাকেও
দিবে। পুত্র না থাকায় স্বামী, স্বামী
অবিদ্যমান অন্য কোন ঋকৃজনের নিয়োগে
(নিয়োগ ধর্ম বাজবল্য প্রথম অধ্যায়ের
৩/১৩৯ স্লোকে কথিত হইয়াছে) বাগদত্ত
পত্নী অপুত্র দেবরাদি দ্বারা, “ইহাতে যে পুত্র

হইবে, তাহা আমাদিগের উত্তরেরই” এইরূপ
অঙ্গীকারপূর্বক যে-পুত্র উৎপাদিত করিবে,
সে ব্যাসুখ্যায়ণ—নিজ জননীর স্বামী, (ক্ষেত্রী
এবং জনক উত্তরেরই পিণ্ডদানে অধিকারী)
৮৯। বিনা নিয়োগে বাহার বীৰ্য্য হইতে, যে
পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র, সেই বীজী
পিতাকেই পিণ্ড দিবে। ইহার অন্যথা হইলে
অর্থাৎ নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে এবং “যে পুত্র
হইবে, তাহা আমাদিগের উত্তরেরই” এরূপ
অঙ্গীকার না করিয়া উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রী
পিতাকে পিণ্ড দান করিবে। ৯০। (পার্কণ
শ্রদ্ধে ব্যাসুখ্যায়ণ ব্যক্তি) ক্ষেত্র পিতা
বীজী পিতার (প্রত্যেককে এক একট
করিয়া) দুইটি পিণ্ড দিবে, অথবা এ
শ্রদ্ধে বীজীর নাম কীর্তন (পিণ্ডদানদি
করিয়া তদনন্তর (সেই দিনেই) অন্য
শ্রদ্ধে ক্ষেত্রীকে পিণ্ড দিবে। ৯১। য
তিথিতে একোদন্তি বিধানে শ্রদ্ধ করিবে
(যত্ন তিথি শুদ্ধকালেই হউক আর নাই হউ-
ক যখনই হইবে সেই সময়েই শ্রদ্ধ)। কি
যে, অতীতি দিকি উদ্দেশে কাম্য শ্রদ্ধ করে
সে, (কালের) শৌচ অশৌচ ও পর্যায়োচ্চ
করিবে। ৯২। আত্মদৈবিক ব্যক্তি, পূর্বা
শ্রদ্ধ করিতে অর্থাৎ আত্মদৈবিক শ্রদ্ধ পূর্বা
কর্তব্য সেই শ্রদ্ধের সকল কার্যই দৈব (দৈ-
বপক্ষীয়) হইবে। ৯৩। চারিদিকে (আবশ্যকম
দর্ভ স্থাপন করিবে, সে শ্রদ্ধকর্তা, তাহা
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, “নান্দ্রিমুখাঃ পিত
প্রীয়ন্তাঃ অর্থাৎ নান্দ্রিমুখ পিতৃপণ প্রীত
ইহা বলিবে। প্রথমে মাতৃপক্ষীয়, শ্রদ্ধ, অনন
পিতৃপক্ষীয়, তৎপরে মাতামহ পক্ষীয়-ব
কালে এই শ্রদ্ধের স্তত্ব হইয়াছে, দৈবপূর্ব
এই শ্রদ্ধ দিবে অর্থাৎ এই শ্রদ্ধত্রয়ের পূ
দেবপক্ষীয় শ্রদ্ধ) কোন কার্যই অঙ্গদিকি
(বাঁমাবর্তে) করিবে না। ৯৪। ৯৫। বিদিত
স্থিতিলে, দেবমুর্তির উপর বা ব্রাহ্মণের উপ
পূজা ধূপ নৈবেদ্য ও জ্বপ দ্বারা পূজা করি
উপবসিতী ও পূর্বমুখ থাকিয়াই একাগ্রচিত্তে
পিণ্ডদান করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি মাতৃগণে
পূজা করিয়া শ্রদ্ধত্রয়ের (দৈবপূর্বক) করি
৯৬। ৯৭। যে ব্যক্তি মাতৃগণ না করি

শ্রাদ্ধ করে, মাতৃগণ ক্রোধযুক্ত হইয়া তাহার হিংসা করিয়া থাকেন (গৌরীপদ্ম প্রভৃতি মাতৃগণ ভবিষ্যতে উল্লিখিত হইবে) । ১৮ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

হে বিজ্ঞপ্তগণ ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সপ্তিঙের মধ্যে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণদিগের দশাহ অশৌচ । ১ । অহিত, হইবে ভাবিয়া অশৌচে, নিত্যকর্ম, বিশেষতঃ কাম্য কর্ম করিবে না, আখ্যায়ের কথা মনেও করিবে না । ২ । সাগ্নিক ব্যক্তি, শুচি ও অক্রোধ হইয়া অশৌচরহিত বিজগৎকে ভোজন করাইবে, পিতৃগণ উদ্দেশেও ১ শুক্রান ও কলদ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে । ৩ । ইহাদিগকে (অশৌচ যুক্ত ব্যক্তিগণকে) অগ্নে স্পর্শ করিবে না, (অশৌচ) ভূত বলি প্রদান করিবে না । জননাশৌচে একমাত্র প্রসূতিকে ত্যাগ করিয়া অন্ত্র সপিণ্ড স্পর্শ—দোষাবহ নহে; যে অধায়ন-তৎপর, যে যাগশীল, বা, যে বেদজ্ঞ হইবে; মরণশৌচে, চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায় ইহা পণ্ডিতগণের উক্ত * । ৪৫ । দশম দিনে নানাস্থে ইহারা সকলেই অর্থাৎ অত্যন্ত নিগুণ জাতি এবং পুত্র স্পৃশ্য হইবে । ৬ । দাস এবং নিগুণ সপিণ্ডের দশাহ নিগুণ অশৌচ, ইহা উক্ত হইয়াছে, শ্রৌত বা স্মার্ত্ত অগ্নি বাহার নাই—সে, নিগুণ আর এক গুণ (কেবল স্মার্ত্তগ্নি পরিচর্যা) সম্পন্ন হইলে, চার দিনে শুচি হইবে । ছই গুণ (শ্রৌতগ্নি বা স্মার্ত্তগ্নি পরিচর্যা ও সম্পূর্ণ স্বশাখাধ্যায়ন) সম্পন্ন হইলে তিন দিনে শুচি হইবে ও তিন গুণ (শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উভয় অগ্নি পরিচর্যা এবং সম্পূর্ণরূপে স্বশাখাধ্যায়ন) সম্পন্ন হইলে একদিনে শুচি হইবে । অর্থাৎ দশ দিন, চার দিন, তিন দিন, ও এক দিন স্বাভাৱ অশৌচ হইবে (মূলো “এবং বিজ্ঞপ্তগণ চতুর্দশ দিনে শুচি”

* ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম চতুর্দশ দিনে স্পর্শ, স্মার্ত্তগ্নির পক্ষে পঞ্চম দিনে স্পর্শ—এইরূপ ব্যতিক্রম বিবর্ত্ত জানিবে ।

না হইয়া “এক” বিজ্ঞপ্তগণ চতুর্দশ দিনে শুচি:”-হইবে) । ৭ । (চতুর্থ দিনাদির পর হোম, অধ্যাপন ও শ্রাদ্ধ বিশেষে, তাহাদিগের অধিকার হয়, কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞাদিতে অধিকার দশাহাদির পরেই হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব-বচনে কোন গোপযোগ নাই) দশাহের পর, অধ্যায়ন এবং হোমাদি কার্য—সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবে । (যাহার দশাহ অশৌচ হইয়া থাকে) ইহার, চতুর্থ দিনে অঙ্গ স্পৃশ্যতা হয়, ইহা প্রজ্ঞাপতি মন্ত্র বলিয়াছেন । সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াহীনেন বেদগ্রহণে অসমর্থ মুখের, অথবা যাহারা (অকৃত-প্রারশ্চিন্ত) মহারোগী তাহাদিগের মরণান্ত অশৌচ অর্থাৎ তাহাদিগের যাবজ্জীবন অশৌচ । ৯ । নিগুণ ব্রাহ্মণের (সপিণ্ড মৃত্যুকেও) ত্রিরাত্র ও দশরাত্র অশৌচ হয় (তাহার মধ্যেও সংস্কারের (উপনয়নকাল ও বৎসর ৩ মাসের) পূর্বে, (সপিণ্ড মরণে) ত্রিরাত্র, অতঃপর দশরাত্র অশৌচ হইবে । অর্থাৎ সপিণ্ড জাতি ও বৎসর ২ মাসের মধ্যে মরিলে তিন দিন অশৌচ, পরে মরিলে দশ দিন । ১০ । জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তির মধ্যে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার তাহা (দশরাত্র অশৌচ), শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত । * যদি সপিণ্ড অত্যন্ত নিগুণ হয়, তবে তাহারও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । দশ জন্মবার পূর্বে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার তাহা (ত্রিরাত্র অশৌচ) ঋষিদিগের অভিপ্রেত । দশ জন্মবার পর মৃত্যু হইলে, সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ । যে সময়ে দন্তের নির্ণয় হয় । দশ উপাত না হইলে ও ষষ্ঠমাস বয়ঃক্রম অতীত হইলেই দন্তের নির্ণয় হয় এবং ষষ্ঠমাসের পূর্বে দশ উপাত হইলেও দন্তের নির্ণয় হয়, সেই সময় হইতেই জাতদন্ত বলা যায় । চূড়াকরণ এবং উপনয়নেও এইরূপ প্রতীতি ও কাল উভয়েরই গ্রহণ; অতএব প্রথম বর্ষে চূড়া বা পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলেও তাহার মরণে বধাক্রম ত্রিরাত্র বা দশরাত্র অশৌচ

* দন্তান্ত নিগুণ মাতাপিতা ও সপিণ্ডের পক্ষে এই ব্যতীত প্রচলিত ব্যবস্থা ১০ মোকাদি দ্বারা নিরূপিত হইবে ।

হইবে। ১২। দত্ত জন্মটীবার পূর্বে পর্য্যন্ত
সদ্যঃ শৌচ; চূড়াকরণ (দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তি)
পর্য্যন্ত এত বায়, উপনয়ন (৬ বৎসর ২ মাস)
পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র (তৎপরে) দশরাত্র অশৌচ
কথিত হইয়াছে। ১৩। সে, (বালক) জন্ম
মাত্রেই অর্থাৎ সপ্তিগুদিগের অশৌচকালের
মধ্যে মৃত হইলে, পিতা ও মাতার জননা-
শৌচই থাকিবে, কিন্তু ইহার (মৃতবালকের)
পিতা (মাতা ত আছেনই) অশ্লুশ হইবে।
মূলে “স্বতক্তি” স্থলে “স্বতকং তং”
হইবে। ১৪। দশাহের পর মৃত্যু হইলে,
সপ্তিগুণ সন্যঃশৌচ হইবে, সোদর ভ্রাতার
একাত্ম অশৌচ হইবে, যদি সোদর অত্যন্ত
নিগুণ হয়। ১৫। দস্ত্রজন্মের উর্ধ্বে মৃত্যু
হইলে, নিগুণসপ্তিগুদিগের একরাত্র, এবং
চূড়াকরণের পর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ
হইবে। (১৬ শ্লোক সদ্যঃ শৌচ প্রভৃতি
সমাপ্তিকালকীর্তিত হইয়াছে। এই শ্লোকে
তাৎপরিগেব আরম্ভকাল কীর্তিত হইল, এই
ভঙ্গী ভেদ থাকায় পৌনরুক্ত্য পরিহার হইল।)
১৬। তে সবমগণ! যদি দস্ত্রজন্মের মধ্যে
মৃত্যু হয়, তহা হইলে, নিগুণ সপ্তিগুদিগের
একরাত্র অশৌচ হইবে। ১৭। পাতকরূপ গর্ভ
সাবে * সপ্তিগুদিগের ব্রতাদেশ অর্থাৎ
সদ্যঃ শৌচ কিন্তু সপ্তিগু অত্যন্ত নিগুণ
হইলে গর্ভচূ তিতে অগোহ্য অশৌচ আর ঐ
জাতি যথেষ্টাচারী হইলে, ত্রিরাত্র অশৌচ,
ইহা নিশ্চয়। যদি জনন্যশৌচের মধ্যে অত্র
অত্র জনন্যশৌচ হয় অথবা মরণশৌচের
মধ্যে অত্র অত্র গুরু মরণশৌচ হয়,
তাহা হইলে পূর্বার্পণাভী দ্বিতীয়শৌচ
প্রথমাশৌচের অবশিষ্ট দিন দ্বারা, শুদ্ধ
হইবে। আর পূর্বার্পণশৌচ শেষদিনে
সজাতীয় পূর্ণ অশৌচ হইলে, দুই দিন বৃদ্ধি
হইবে। মরণশৌচ এবং জনন্যশৌচের
পরস্পর সাক্ষ্য হইলে, মরণশৌচদ্বারা সেই

অশৌচের সমাপ্তি হইবে। ১৯। ২০। অত্র
বৃদ্ধিমাং অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধভাগ অতীত
হইয়াছে (অশৌচের সেই তৎকালজাত
দ্বিতীয় গুরু অশৌচ দ্বারা শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ
দ্বিতীয় অশৌচের সহিত মিলিত হইয়া তাহার
স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। সপ্তিগুজনঃ
শৌচ অপেক্ষা পূত্র জনন্যশৌচ গুরু, সপ্তিগু
মরণশৌচ অপেক্ষা মরণশৌচ গুরু, সপ্তিগু
মরণশৌচ অপেক্ষা মরণশৌচ গুরু। মূলে “অর্দ্ধবৃদ্ধিমাংশৌচমুচ্ছিন্নমেন
শুধ্যতি” এইস্থলে “অর্দ্ধবৃদ্ধিমাংশৌচমুচ্ছিন্ন
ক্ষেত্রেণ শুধ্যতি” এই পাঠও দেখিতে পাওয়া
যায়। ইহার অর্থ পাপবৃদ্ধিজনক অর্থাৎ গুরু
অশৌচ যদি, সজাতীয় লঘু অশৌচের পরাধিক
পাঠী হয়। তাহা হইলে, তদ্বারা (শেষ অশৌচ
দ্বারা) শুদ্ধি, অত্রই এই বচন কিম্বা স্বতন্ত্ররূপে
এইরূপ বচন ও ব্যবস্থা দেখিয়াই “যদি
জনন্যশৌচের মধ্যে অন্য গুরুজনন্যশৌচ
হয়” ইত্যাদি স্থলে “গুরু” পদ ব্যবস্থা
করিয়াছি। দেশান্তরস্থিত ব্যক্তি, জননা
শৌচ বা মরণশৌচ শ্রবণ করিলে যে পর্য্যন্ত
সেই অশৌচের অবশিষ্ট দিন সমাপ্ত না হয়
তাবৎ তাহার অশৌচ থাকিবে। আর মরণ-
শৌচ শেষ হইয়া যাইবার পর শুনিলে
সপ্তিগুদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে
সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে স্নানমাত্রে ঐরূপ
শুদ্ধি ইত্যাদি অশৌচ ও ব্যবস্থা সঙ্গত অনুবাদ
যে বেদাধারী তর্কাত্ত সত্ত্ব নহে, সে, ৭
ব্রতী বা কোন জীবিকানির্ভাহ কার্যে প্রবৃত্ত
থাকিলে, তাহার সকল কালে সকল অব-
স্থায়, তত্ত্ববিষয়ে সদ্যঃশৌচ হইবে (ব্রতীর-
ব্রতে, কারুর কারুকাণ্ডে, সদ্যঃশৌচ ইত্যাদি
বাগ্ধতা অসংস্কৃতা (অপরিণীতা) কন্যা
মৃত্যুতে পিতার ও সপ্তিগুদিগের ত্রিরাত্র
অশৌচ এবং বিবাহ সংস্থার হইলে, তদ্বারা
পূর্ণ অশৌচ হইবে। অদত্তা (বাহার বাগ্ধতা
পর্য্যন্ত হয় নাই অথচ দুই বর্ষের অধিক
বয়ঃক্রম) কস্তার মৃত্যুতে সপ্তিগুদিগের একাত্ম
অশৌচ হইবে ইহা স্মৃত হইয়াছে। (তিদ
পুরুষ—প্রপিতামহ পর্য্যন্ত কন্যা-সপ্তিগু,
১২১—২৪। জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষ পর্য্যন্ত
মধ্যে মরিলে সপ্তিগুদিগের সদ্যঃশৌচ কথিত

* তরল পয়সারের পছন্দচূড়িত সতরাং স্নানমাত্র
অভিহিত; এখানে বাহ্যতে সে অবস্থা হয় তদ্বারা “পাত
ব্রতণ” বলা হইল নিতান্তরূপে তে চূড় হইতে ব্রতমাস
মধ্যে আরম্ভসম্পন্ন হতে সত্ত্ব অষ্টম মাসে গর্ভস্থানে
এই অশৌচ।

হইয়াছে। আর সোদর ভ্রাতা ভগিনী দত্ত
কন্দের (৬ মাসের) মধ্যে মরিলে সন্ধ্যাশৌচ
করিবে চূড়াকরণ সময়ের (২ বৎসরের) মধ্যে
মরিলে একরাত্রি, আর বিবাহ হইবার পূর্বে
মরিলে ত্রিরাত্র তৎপরে অর্থাৎ বিবাহের
পর মরিলে ভর্তৃকুলে দশাহ অশৌচ হইবে।
মূলে “আত্মতান্যং” না হইয়া “আশ্রয়তান্যং”
হইবে। মাতামহ মরণেও ত্রিরাত্র অশৌচ
হইবে। ২৬। ২৭। প্রদত্তা সহোদরা ভগিনীর
মরণাশৌচও এইরূপ; (দহন বহনাদি
করিলে এইরূপ অশৌচ নচেৎ পক্ষিণী)।
যোনিসম্বন্ধে অর্থাৎ এক গ্রামস্থ ঋক্ষ ঋগুরাদি
মরণে এবং বান্ধব অর্থাৎ মাতুল, মাতুল-
পুত্র পিতৃষষ্ঠীর প্রত্যুতি মরণে, পক্ষিণী-অশৌচ
বেদাদিশিক্ষক গুরু ও সত্রক্ষচারীর মরণে এক
অহোরাত্র অশৌচ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে
রাক্ষার অধিকারে বাগ করাযায় তাহার মরণে
সন্ধ্যাশৌচ অর্থাৎ একাহ অশৌচ। ২৯। বিবা-
হিতা কস্তা, পিতৃগৃহে থাকিয়া মরিলে, পিতার
ত্রিরাত্র অশৌচ। পরপুত্র (পুনর্ভূ) ভাগ্যার
পুত্র উৎপন্ন হইলে বা ঐ ভাগ্যার মরণে এবং
ঔরস ব্যতীত পুত্রের জন্মমরণে (ত্রিরাত্র অশৌচ)
। ৩০। আচার্য্য মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ। প্রভাগা
ষষ্ঠাতীর বা উৎকৃষ্ট জাতির পুরুষাত্মকে যে
আশ্রয় করে)। ভাগ্য, আচার্য্য-পুত্র এবং
আচার্য্য পত্নীর মরণে অহোরাত্র অশৌচ ইহা
কথিত হইয়াছে। ৩২। উপাধ্যায়ের (বেদৈক-
দেপ শিক্ষকের এবং জীবিকা নির্বাহার্থ—
বেদাদি শাস্ত্রাধ্যাপকের) মরণে, (এক গ্রাম
বাসী) শ্রোত্রিয় মরণে একরাত্রি অশৌচ। আর,
নিজগৃহে সপিণ্ড মরণে (অত্যন্ত সপুত্রের) এক
রাত্রি অশৌচ হইবে। ৩২। (নিজ সমীপে)
ঋক্ষ ঋগুরের মৃত্যু হইলে, তাহার ত্রিরাত্র
অশৌচ হইবে। চতুর্দশ পুরুষের পরবর্তী
সপোত্রের মরণে সন্ধ্যাশৌচ কথিত হই-
য়াছে। ৩৩। (যেমন) ব্রাহ্মণ, দশাহে শুদ্ধ
হয়, (সেইরূপ) ক্ষত্রিয়, দ্বাদশাহি, বৈশ্য পঞ্চ-
দশাহে এবং শূত্র একমাসে শুদ্ধ হয়। ৩৪।
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূত্রগণের যে সকল ব্যক্তি,
ব্রাহ্মণের (অশেষ অর্থাৎ একমাত্র সেবক
আহাদিসের ব্রাহ্মণ সেবাত্তে) ব্রাহ্মণবৎ, দশাহে

শুদ্ধি—শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। ৩৫।
হীনবর্ণ (শূত্র) জাতির মধ্যে (যে ব্যক্তি)
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে (সেবা করে তাহারও ঐ
সেবার্থ্য্য) এইরূপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৎ
অশৌচ,—ক্ষত্রিয় সেবক হইলে দ্বাদশদিন
গত হওয়ার পর তৎসেবার্থ্য্যে শুচি; বৈশ্য
সেবক হইলে পঞ্চদশ দিনের পর তৎসেবা-
কার্থ্যে শুচি হইবে। সপিণ্ড-শূত্রের জন্ম
মরণে, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে
ষড়রাত্রি, ত্রিরাত্র ও একরাত্রি অশৌচ। অর্থাৎ
বৈশ্যের ছয় দিন, ক্ষত্রিয়ের তিন দিন, ব্রাহ্মণের
একরাত্রি অশৌচ। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড
বৈশ্যের জন্ম মরণে, শূত্র ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে
অর্দ্ধমাস, ষড়রাত্রি ও ত্রিরাত্র, অশৌচ অর্থাৎ
শূত্রের ১৫ দিন, ক্ষত্রিয়ের ৬ দিন ও ব্রাহ্মণের
৩ দিন অশৌচ। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড
ক্ষত্রিয়ের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-শূত্রের
যথাক্রমে ষড়রাত্রি ও দ্বাদশাহ অশৌচ অর্থাৎ
ব্রাহ্মণের ছয় দিন, বৈশ্য ও শূত্রের বার দিন
অশৌচ। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জন্মমরণে, শূত্র বৈশ্য
ও ক্ষত্রিয়ের পোত্র (ব্রাহ্মণের যে কর্দ্দন
অশৌচ উক্ত হইয়াছে তাহার—দশ দিন)
অশৌচ হইবে। * (মূলে ৩৭ শ্লোকে “শূত্রৈশ্চা”
না হইয়া “শূত্রৈশ্চ” এবং ৩৮ শ্লোকে “শূত্রৈ”
না হইয়া “বৈশ্যৈ” হইবে)। ৩৬। ৩৯ ব্রাহ্মণ
অসপিণ্ড অর্থাৎ অসম্বন্ধী, মৃত ব্রাহ্মণের সং-
কার করিলে তাহার একাহ অশৌচ, ইহা ব্রহ্মা
বলিয়াছেন। ৪০। তৎসপিণ্ডের সহিত অন্ন
ভোজন বা সহবস করিলে দশাহ দ্বারা শুদ্ধি
লাভ করিবে আর শোভাভিত্তিতে (কিছু
পাইবার প্রত্যাশার) যদি শীত্র (মৃত সাক্ষ্যকে)
দগ্ধ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, সশরাত্র শুদ্ধ
হইবে; ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য অর্দ্ধমাসে এবং
শূত্র একমাসে শুদ্ধ হইবে (এক কথায় বলিতে
পেলে যে ভাটীয় ব্যক্তি দাহ করিবে তাহার
স্বজাতি নির্দিষ্ট অশৌচ হইবে, ইহারই বলা
যায়)। ৪১। ৪২ অথবা, ষড়রাত্রি, সপ্তরাত্রি,

* যৎকালে অন্নসং বিবাহ প্রচলিত, ছিল তখনকার
জটাই এ ব্যবস্থা।

কিছা জিরাত্রে শুদ্ধি লাভ করিবে। * অনাথ বন্ধুবান্ধবশূন্য নির্জন মৃত ব্রাহ্মণের কোনরূপে সংস্কার হয় না বুঝিয়া ধর্মার্থ সংস্কার করিলে, ব্রাহ্মণাদি বিজ্ঞাতি, স্নানান্তে মৃত্যু ভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যদি নীচবর্ণ, অশৌচ কালে স্নেহপ্রযুক্ত উৎকৃষ্ট বর্ণকে, কিম্বা উৎকৃষ্ট বর্ণ অপকৃষ্ট বর্ণকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, তদীয় অশৌচ নিবৃত্তিতে শুদ্ধ হইবে। (মূলে “অশৌচে সংস্পৃশেৎ স্নেহাৎ তথাগুচ্যে ন শুধ্যতি” এই অংশ “অপরঞ্চ পরো যদি” ইহার পর সম্বিষ্ট হইবে)। ৪৪। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় শবাবুগমনে একাহ (অশৌচ থাকিবে) তদন্তে শুদ্ধি; বৈশ্য শবাবুগমনে দুই দিন পরে শুদ্ধি; শূদ্র শবাবুগমনে তিনদিন অশৌচ ভোগ ও শত প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি হইবে। ৪৫। শূদ্র শবের, অস্থি সঞ্চয় না হইতে, ব্রাহ্মণ যদি ঐ শূদ্রের বন্ধুবান্ধবের সহিত উহার জন্য রোদন করে, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের তিনদিন অশৌচ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য উহা করিলে তাহাদিগের একাহ অশৌচ। ৪৬। অশ্রুধা অর্থাৎ অস্থিসঞ্চয় হওয়ার পর রোদন করিলে ব্রাহ্মণের সাজ্যোতি সমস্ত অর্থাৎ এক দিন বা এক রাত্রির পর ও স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। আর ব্রাহ্মণের অস্থিসঞ্চয় হইবার পূর্বে ব্রাহ্মণ যদি রোদন করে, তাহা হইলে, সচৈল অর্থাৎ তৎকাল পরিহিত বস্ত্রভাগ না করিয়া স্নান মাত্রে শুদ্ধি হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ, বা ব্রাহ্মণের বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি অশৌচীদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ অন্ন ভোজন একত্র যানাদি ব্যবহার করে, সে দশাহ (অশৌচী ব্যক্তির নির্দিষ্ট অশৌচ কাল) গতে শুদ্ধি লাভ করিবে। যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করে, দেবতা হইলেও তাহাকে অশৌচীর অবশিষ্ট অশৌচ কাল) অশৌচ ভোগ করিয়া সেই অশৌচান্তে স্নান করিয়া (নির্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপাদির পর) শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। তবে, মনুষ্য হৃৎক-লীড়িত হইয়া (অশৌচী

ব্যক্তির) অন্ন ততদিন ভোজন করিবে, ততদিন অশৌচ ভোগ করিবে, অনন্তর (স্নানাদি) প্রাপ্তি করিবে। ৪৭। ৫০। সায়িক বিজ্ঞ-গণ সপিণ্ড মরণে, দাহ হইতে এবং অপর ব্যক্তির মরণ হইতে অশৌচ ব্যবহার করিবে। ৫১। সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়; অর্থাৎ যে ব্যক্তি হইতে গণনা করা যায়, তাহার উক্তজন ছয় পুরুষও অধন্তন ছয় পুরুষ সপিণ্ড সপ্তম পুরুষ অসপিণ্ড। এবং জন্ম ও নার্মের অজ্ঞানে (আমাদিগের বংশে অমুক নামা একজন হইয়াছিল এইজ্ঞান না থাকিলে) সমানোদক ভাবের নিবৃত্তি হয়। ৫২। পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ (ইহার শ্রাদ্ধভাগি) এবং (প্রপিতামহের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনজন লেপভাগি (এই ছয়) আর আপনি (যাহা হইতে গণনা করা যায় সে ব্যক্তি) এই সাপ্ত পৌরুষ সাপিণ্ড। পিতামহ উক্ত তিন ব্যক্তিদিগের ও অধন্তন ব্যক্তিগণের অর্থাৎ প্রপিতামহের প্রপিতামহ এবং প্রপৌত্রের প্রপৌত্র পর্যন্ত সকল পুরুষের সহিত সাপিণ্ড আছে, ইহা প্রজাপতি দেব বলিয়াছেন। যাহারা এক ব্যক্তির ঔরসজাত, অথচ ভিন্ন যোনি ও ভিন্ন বর্ণ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়া জীর গর্ভোৎপন্ন (যথা ব্রাহ্মণ যুক্রাবসিক অশ্বঠ ও পারশব যাক্রবক্য শ্রেণমধ্যায়। ৯০। ৯২। শ্লোক) তাহাদিগের পরস্পর সাপিণ্ড তিন পুরুষ পর্যন্ত। (এই অসবর্ণ সপিণ্ডের অশৌচ ব্যবস্থা ইতি পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কাক, শিল্পী, বৈদ্য, দাসী (গর্তদাসী) দাস (গর্তদাস) রাজা, রাজজাকারী ইহাদিগের নিজ নিজ অসাধারণ কার্যে যথা কাকের কাক কার্যে শিল্পীর শিল্প কার্যে ইত্যাদি) সন্যঃ শৌচ ইহা কীর্ষিত হইয়াছে। ৫৫। দাতা, নিরমিত প্রত্যহ দান করে (যে) নিরমী অর্থাৎ এইরূপ সমাপ্তির পর আমি অবশ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব এইরূপ নিরম গ্রহণ করিয়াছে যে) বতি এবং ব্রহ্মচারী, ইহাদিগের সন্যঃ শৌচ; নিরমীর সন্যঃ শৌচ বিধান থাকায়; শুচি ব্রাহ্মণ তাহার অন্ন ভোজন করিলেও অশৌচ হইবে না। ৫৬। কদী (বীজিত) কদী (আরুহরত) অভিবিক্ত

* লোভ ত্যাগ করা মরণ শিষ্টাচার এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের অশৌচের কাল তেজ।

রাজা * ও প্রাণসজী (প্রাণশ্বে অন্ন, নিরন্তর অন্নদানে রত) ইহাদিগের সদ্যঃ শৌচ কথিত হইয়াছে । ৫৭। যজ্ঞে (আরুণ বৃষোৎ সর্গাদি কার্যে, বিবাহকালে, আরুণ সংস্কার কার্যে, আরুণ দেবপ্রার্থাদি কার্যে, তুর্ভিক্ষ কালে, এবং রাজাদির উপদ্রবে অর্থাৎ তৎকাল কর্তব্য শাস্তি দ্রব্যাদি কার্যে, সদ্যঃ শৌচ উক্ত হইয়াছে । ৫৮। ব্রুকাদিহত অর্থাৎ ক্রোধাদি বশতঃ ব্যাঘ্রাদি মুখে যে আত্মহত্যা করিয়াছে, বিদ্যাৎপাত নিহত, ইহা ও পূর্ববৎ-রাজদণ্ড হত ব্রহ্মশাপাদিনিহত এবং নিজ-দোষ রোষিত সর্পাদি দংশনে মৃত ব্যক্তির সদ্যঃ শৌচকথিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মহত্যা মরণ রাজদণ্ড মরণ, ব্রহ্মশাপাদিনিহত মরণ বা ঐক্লপ সর্প দংশন জনিত মরণে সদ্যঃ শৌচ । ৫৯। অগ্নি প্রবেশ, উচ্চস্থান হইতে পতন বিষণ্ণ, জল প্রবেশে ও অন্ন পরাসন (পয়োপবেশন)— আত্মহত্যা সম্পাদনার্থ ব্যবহৃত এই সকল কার্যে মরণ, গোত্রাক্রম রক্ষার্থ মরণ ও সন্ন্যাসি-মরণে সদ্যঃ শৌচ বিহিত । ৬০। নৈজিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং যতিদিগের মরণে অশৌচ হয় না ; এবং পতিত ব্যক্তির মরণে অশৌচ হয় না ইহা পণ্ডিতদিগের বিদিত । ৬১।

বর্ত্ত অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তম অধ্যায় ।

পতিত ব্যক্তিদিগের দাহ নাই, অন্ত্যেষ্টি নাই, অন্তিসংস্কর নাই, (তাহার জন্য) অশ্রুপাত বা পিণ্ডদান ও অকর্তব্য এবং তাহাদিগের শ্রাদ্ধ কদাচও করিবে না । ১। যে ব্যক্তি অগ্নিবিবাদি সাহায্যে স্বয়ং আত্মহত্যা করে, তাহার অশৌচ

* পূর্বে কেবল রাজ শব্দের উল্লেখ আছে, এক্ষণে আবার অতিবিক্ত রাজার উল্লেখ হইতেছে, এত-বারা ব্রুজিতে হইবে যে, “একত রাজার অসামিধ্য প্রভৃতি কারণে রাজপুত্রাদি, * কর্তব্য গোণে, বতঃ রাজোচিত কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার সদ্যঃশৌচ কিং অতিবিক্ত রাজ পরিণ্যে সদ্যঃশৌচ নহে অতিবিক্ত রাজার, রাজকীর্ত্তে দক্ষিণ সদ্যঃশৌচ” অথবা সমিধা রাজার সদ্যঃশৌচ সিদ্ধির জন্ত বিশেষরূপে উক্ত “হইল” অতিবিক্ত রাজারই সদ্যঃশৌচ ।

হইবে না । (কথিত হইয়াছে) এবং তাহার উদকাদি দানও হইবে না । ২। যদি কেহ অনবধানতাবশতঃ অগ্নি বা বিষাদি দ্বারা মৃত্যু মূর্খে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অশৌচ গ্রহণ কর্তব্য, উদকাদি দানও কর্তব্য । ৩। (পুত্র জন্মাইলে দান করা বিধি—কিরূপ দত্তবস্ত্র গ্রাহ্য তাহা উক্ত হইতেছে) কাহারও পুত্র জন্মিলে সেই দিন উহার নিকট সুবর্ণ, ধান্য, গো, বস্ত্র, তিল, অন্ন, (তণুল) তৈল, গুড়, ঘৃত এই সকল অংক বস্ত্র প্রত্যাগ্রহ করিবে । ৪। অশৌচী ব্যক্তির গৃহ হইতে প্রত্যাহ কল, ইক্ষু, শাক, লবণ, কাঠ, তোয়, দধি, ঘৃত, তৈল, ঔষধ, দ্রব্য এবং শুদ্ধান্ন গ্রহণ করা যায় । দ্বিজ-গণ আহিতাশ্মি ব্যক্তিকে যথাবিধি তিন অগ্নি; (দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীর অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে) মূলে “দাতব্য” না হইয়া “দাতব্য” হইবে এও অনাহিতাশ্মি (শ্রীত্যাগ্নিশূনা) ব্যক্তিকে গৃহাশ্মি দ্বারা তদিতর (উভয়াশ্মিরহিত ব্যক্তিকে, গৌকিক অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে) মৃতদেহ না পাওয়া যাইলে, পলাশপত্র দ্বারা প্রৈতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া, তাহা শ্রদ্ধাযুক্ত সপিণ্ডগণ যথাশাস্ত্র দাহ করিবে * । বীক্য সংযম করিয়া নাম গোত্র উচ্চারণপূর্বক একবারমাত্র জল দান করিবে (সামবেদী বিষয়ে তিনবার) বান্ধবগণের সহিত সকলেই অর্জিগত থাকিয়া (মরণদিন হইতে দশম দিন পর্যন্ত) প্রতিদিন, রাত্রিতে বা দিবসে (যথাসম্ভব) যথাবিধি মৃতব্যক্তি উদ্দেশে গৃহদ্বারদেশে পিণ্ডদান করিবে । (পিণ্ডদান একজনের কর্তব্য, তাকে পত্নাদির অসামর্থ্যে যে কোন সর্বণ দ্বারা ঐ কার্য নির্বাহ হইতে পারে, ইহা জাপনেক জন্য “সকলে” কথাটী প্রযুক্ত হইয়াছে) চারজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, জাতিগণ সকলে, দ্বিতীয় দিনে স্কর কার্য করিবে, (অশৌচের মধ্যে যে দিন হয়, সেই দিন ক্ষৌরী হইবে) ইহা ব্রুহ্মবিদ্যার জন্য সূত্যান্তরোক্ত অশৌচাক্ত দিন না বলিয়া দ্বিতীয় দিন উক্ত হইল । এই জন্যই সূত্যান্তরেও তৃতীয় পঞ্চমাদি দিনে

* ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল, প্রতিমূর্ত্তির উপ কল্প পলাশপত্রাদির সংখ্যা বিশেষ শাস্ত্রান্তরে নির্দেশ আছে ।

কোনো চণ্ডীর বিধি আছে, আশ্বিনের মাসে
 “অশৌচান্ত দিনে” কোনো হওয়া ব্যবস্থা।
 সকল বান্ধবের সহিত জাতিই অশ্বিনের
 কবিবার পাত্র হইবে, (জাতি শেষের ভাবার্থ
 দাহকর্তা) অশ্বিনের দিনে শ্রদ্ধাসহকারে
 তিন জনের অনুশ্রদ্ধা অথবা পবিত্র ব্রাহ্মণ
 ভোজন করাইবে। পঞ্চম, নবম এবং একাদশ
 দিনে অথবা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, তাহার
 (এই দিন কর্তব্য শ্রদ্ধা বিশেষ) নবশ্রদ্ধ বলিয়া
 বিহিত। ৭—১২। অগ্নি অর্থাৎ মুখ্যগ্নি করি-
 বার মুখ্যপাত্র—পুরাদি একাদশ দিনে অথবা
 দ্বাদশ দিন গত হইলে, (অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিনে
 একাদশ দিনে ব্রাহ্মণের এবং ত্রয়োদশ দিনে
 কত্রিয়ের) শ্রদ্ধাসংক্রান্তে, প্রেতোদ্যে, একটি
 পবিত্র ও একটি মাত পিণ্ড (অর্থাৎ একোদ্যে;
 শ্রদ্ধা কর্তব্য। প্রাদেশপণ্ডিত সাগ্রন্থের নাম
 পবিত্র। এ বৎসর কাল প্রতি মাসে, মৃত
 ভিত্তিতে এইরূপ একোদ্যে শ্রদ্ধা করিবে। ১৩। ১৪
 সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সপ্তমীকরণ উক্ত হই
 থাকে। সে বৎসর মগ্ন। তাহাতে প্রেত
 প্রভৃতির (যাহার সপ্তমীকরণ হইতেছে তৎ
 প্রভৃতি) চার জনের পিতার সপ্তমীকরণে
 তাহার ও তাঁহাদের উরুতন আর তিন পুরুষের
 এক একটি চরিত্রাচারিণী পাত্র অর্থাৎ অর্ঘ্য
 পাঠ করিবে। ১৫। অনন্তর, প্রেতোদ্যে
 শ্রদ্ধা অর্ঘ্য পাঠ, “সে সযান” ইত্যাদি মন্ত্রের
 পাঠ করত পিতৃ লাভের অর্ঘ্যপাত্র (পিতা-
 মহাপ্রভৃতির তিনটি পাত্র) বিকল করিবে
 অর্থাৎ প্রেতোদ্যে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্য জলের
 চারভাগের এক ভাগ, পিতামহাদির উদ্দেশে
 উৎসৃষ্ট অর্ঘ্য জলের সহিত মিলিত করিবে।
 পিণ্ড সমস্ত এইরূপ, অর্থাৎ প্রেত প্রভৃতি
 তার জনের উদ্দেশে চারিটি পিণ্ড উৎসর্গ
 করিয়া প্রেতপিতৃ চার ভাগের এক ভাগ
 ত্রি সকল পিণ্ডসহ মিশ্রিত করিবে। ১৬।
 সপ্তমীকরণ শ্রদ্ধা প্রথম হৈবপক্ষ শ্রদ্ধা
 বিহিত আছে, তাহাতে পিতৃলোকের
 আবাহন করিবে এবং প্রেতেরও আবাহন
 করিবে (যতদিন সপ্তমীকরণ না হয়, ততদিন
 মৃতব্যক্তির “পিতা” সংজ্ঞা তৎপরে “পিতৃ”
 সংজ্ঞা)। ১৭। যে সকল মৃতের সপ্তমীকরণ

হইয়াছে, তাহাদিগের শ্রদ্ধা কার্য পৃথক্ ভাবে
 করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি পৃথক্ পিণ্ড
 করিবে, সে পিতৃভাতী হইবে। (সপ্তমীকরণ
 একটি-একোদ্যে ও একটি পার্শ্ব লইয়া
 গঠিত; একোদ্যে শ্রদ্ধা প্রেতোদ্যে পার্শ্ব-
 গঠিত পিতৃ উদ্দেশে হইয়া থাকে, সপ্তমীকরণের
 পর পার্শ্ব শ্রদ্ধা আর তাহার জন্য ঐরূপ
 স্বতন্ত্র একোদ্যে করিবে না)। ১৮। পিতার
 মৃত্যুর পর পুত্র “পিণ্ড” শেষের সহিত সম্পূর্ণ
 হইবে এবং এক “বৎসর” প্রত্যহ প্রেতো-
 দ্যে বিধি অনুসারে, জলপূর্ণ কুম্ভ ও অন্ন
 (প্রেতোদ্যে) দান করিবে। ১৯। (পিতা
 সম্মান অবলম্বন করিয়া পরলোক গত হইলে
 অথবা পিতা মাতা অমাবস্তাতে বা পিতৃপক্ষে
 মৃত হইলে তাহাদিগের) প্রতিসংবৎসর
 কর্তব্য সাংবৎসরিক শ্রদ্ধা পার্শ্ব বিধি অনু-
 সারেই হইবে। ইহাই সনাতন নিয়ম। ২০।
 পিণ্ডদান প্রভৃতি পিতামাতার যে কিছু কার্য,
 তাহা পূরণই করিবে। পুত্রভাবে ঐ সকল
 কার্য পত্নী করিবে, তদভাবে, সহোদর
 করিবে। (পুত্র শব্দে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং
 পত্নী শব্দে পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র্য; অতএব
 পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রভাবে পত্নী এবং পত্নী,
 কন্যা, দৌহিত্র্যভাবে সহোদর, পিণ্ড দানে
 অধিকারী ইহা এই বচনের মর্ম্ম। ২১। গৃহস্থ-
 গণের এই ধর্ম্ম, তোমাদিগের নিকটে সম্পূর্ণ-
 রূপে বলিগাম এবং জীলোকদিগের যথাবিধি
 ভর্তৃগৃহস্থ ধর্ম্ম, তাহাদিগের পক্ষে অন্য
 ধর্ম্ম হইবে না। ২২। যে ব্যক্তি সর্বদা স্বধর্ম্ম-
 পরায়ণ এবং ঈশ্বরপূজিত চিত্ত, সে,—যাহা
 বৈদ্যুত্যা (নিত্য ও পবিত্র) বলিয়া কথিত,
 সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ২৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রাহ্মভাতী, স্মরণপারী, চৌর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ
 ব্রাহ্মণী রক্তিকার অনুশ্রদ্ধা পূরণী,
 বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি ইহাদিগের
 (অন্যতমের সহিত) সংসর্গ করে, সে—ইহারা

অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিগণ মহাপাতকী । যে ব্যক্তি (প্রথমোক্ত চতুর্বিধ মহাপাতকীর সহিত) একবৎসর সংসর্গ করে, সে পতিত মহাপাতকী হয় । যে শয্যাগমন সর্বদা উপবেশন করে অর্থাৎ লঘু সংসর্গ করে, সেই ব্যক্তিই (এক বৎসরে) পতিত হয় । আর বিজ্ঞ, যাজ্ঞন, যজ্ঞন যোনিবন্ধ ও অধ্যায়ন, (অধ্যাপন) জ্ঞানপূর্বক ইহার অন্যতম কার্য্য করিলে, বা সহ ভোজন অর্থাৎ ভাজমহাপাতকীর সহিত এক পাত্রে এক সময়ে তদীয় অন্ন ভোজন করিলে সদ্য পতিত হয়, অর্থাৎ মহাপাতকীর সহিত জ্ঞানতঃ ঈদৃশ গুরুতর সংসর্গে সদ্যঃ পাতিত্য হয়; যে বিজ্ঞ (প্রকৃত তত্ত্ব) না জানিয়া ও অনবধানতা বশতঃ (মহাপাতকীর নিকট) অধ্যয়ন করে, (বা মহাপাতকীকে অধ্যাপিত করে) সে, এবং যে সহায়্যয়ন করে সে, এক বৎসরে পতিত হয় । ১—৪ । * ব্রাহ্মহত্যাকারী বনে কুটীর করিয়া আশ্রয়স্থলার্থ শব শিরোপবজ অর্থাৎ স্বকরহিত উর্দ্ধমুখদণ্ডাগ্রে, হত ব্রাহ্মণের তদভাবে, অস্ত্র কোন মৃত ব্রাহ্মণের কপাল স্থাপন এবং ভিক্ষাকরত তাহাতে দ্বাদশবর্ষ বাস করিবে । ৫ । ব্রাহ্মণের গৃহ বা দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না, আপনিই আপনার নিন্দা করিয়া, (ভিক্ষা চাহিবে), এবং বিনাশিত ব্রাহ্মণকে (অমৃতাপের সহিত) স্মরণ কারবে । ৬ । প্রত্যহ, যে সময়ে অগ্নি নির্ধূম হইয়া যায়, ভোজন ঘটকথাবার্ত্তা, তিরোহিত হয়,

* যজ্ঞন, যাজ্ঞন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যোনিবন্ধ এবং মহভোজন ও লঘু গুরুভেদে দ্বিবিধ । জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞাদির যজ্ঞন যাজ্ঞন উপনয়ন সমেত বেদাধ্যয়ন, তাদৃশ বেদাধ্যাপন এবং বিবাহপূর্বক যোনি সন্ধ্য পতিতের সহ একপাত্রে পতিত ককায় ভোজন, এই সকল গুরুতর সংসর্গ অষ্টকাদি যজ্ঞের যজ্ঞন, যাজ্ঞন, কেবল বেদাধ্যয়ন বা বেদাধ্যাপন, এবং বিবাহানন্তর পাণ্ডারিণী নিজ পত্নীর সহ যোনিবন্ধ পতিকের সহ একপাত্রে অপতিতের পকায় ভোজন, এই সকল সংসর্গ । একপাশে দেখা । জ্ঞানকৃত গুরুতর সংসর্গ যজ্ঞন যাজ্ঞনাদিতেই সদ্যঃ পাতিত্য । অজ্ঞানকৃত হইলে দুই দিনে; অজ্ঞানকৃত পাপ জ্ঞানকৃত পাপের অর্ধ । অতএব “অজ্ঞানবশতঃ অধ্যয়ন করিলে এক বৎসরে পতিত হয়” উক্ত হইয়াছে এ বলের অধ্যয়ন শব্দোক্ত লঘু অধ্যয়ন, ইহা জ্ঞাতব্য ।

সেই সময়ে, ইর্থাৎ বিশেষ অপরাহ্নে অসন্ধীর জাতির ত্রিকোণযুক্ত সাতটি মাত্র বাটীতে প্রত্যহ ধীরে ধীরে উপস্থিত হইবে, (একটি বাটীতে ভিক্ষা না মিলিলে বা প্রাণ ধারণের অমুপযোগী স্বল্পভিক্ষা মিলিলে আর এক বাটীতে যাইবে । এইরূপ ত্রমে সাত বাটি পর্য্যন্ত ভিক্ষা, কারতে পারিবে, তাহাতেও যদিপি ভিক্ষা না মিলে, তথাপি অত্র গমন করিবে না, সে দিন উপবাসী থাকিবে । ৭ । অথবা পাপক্ষমার্থ মরণের জন্য অনশন করিবে, ভৃগুপতন করিবে অর্থাৎ উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবে বিস্মাজনিত ভীমেতে প্রবেশ করিবে, অথবা জলে প্রবেশ করিবে, (ইহাই) আদ্য অর্থাৎ প্রথম কল্প (২) । ৮ । ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ কি গাভী রক্ষার্থ সত্যক অর্থাৎ লৌকিক স্বার্থশূন্য চিন্তে প্রাণ পারিত্যাগ করিবে তাহাতে পাপশূন্য হইবে (৩) অথবা ঐ অবস্থায় দীর্ঘ দৃষ্টিকণ্ডয়া রোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে নীরোগ করিলে (নিষ্পাপ হইবে (৪) । ৯ । যে বিজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞে অবহৃত্ত স্নান করিয়া ব্রাহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয় (৫) সে, বিধান ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলেও অর্থাৎ ক্ষুধাবসন্ন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অন্নদান দ্বারা পুনর্জীবিত করিলে ব্রাহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, (৬) অর্থাৎ অশ্বমেধা বহৃত্ত স্নান বা ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে ব্রাহ্মহত্যা পাপ হইতে পাপ হইতে মুক্ত হইবে । ১০ । ব্রাহ্মহত্যা, বেদজ ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব দান করিবে, (তাহাতেই পাপ মুক্ত হইবে) (৭) কিম্বা সেতুবন্ধ দশন করিয়া গুহ্মলাভ করিবে (৮) । ১১ । অপরূরপানঃ প্রাপ্তিচিন্ত । সুরাপানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিবে, যখন তদ্বারা দগ্ধদেহ হইবে, তখন সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে । মূলে সত্যনা হইয়া সত্যতা হইবে ১২ । কিম্বা অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত গোমূত্র অগ্নিবর্ণ দ্রবীভূত গোময় অগ্নিবর্ণ দ্ব্যংগ অগ্নিবর্ণ যুত বা অগ্নিবর্ণ জল পান করিয়া গতপ্রাণ হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে (১) । ১৩ । অথবা আর্দ্রবজ্র ও পবিত্র হইয়া নারায়ণরূপী শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া, সেই অর্থাৎ সুরাপানজনিত পাপ

শাস্তির জন্ত ব্রহ্মহত্যাত্ত (দ্বাদশ বার্ষিকব্রত)
 আচরণ করিবে (২) । ১৩—১৪ । অথ সুবর্ণস্তেয়
 প্রায়শ্চিত্ত । স্বর্ণস্তেয়ী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যে কোন
 ব্যক্তি উক্তরূপ সুবর্ণ অপহরণ করিলে, রাজার
 নিকট গমন করিয়া নিজদোষ কীর্তন করত
 “আপনি আমাকে শাসন করুন” এই কথা
 একবার বলিবে । (মূলে “স্বর্ণস্তেয়ী সুরুৎ” স্থলে,
 পুত্রক বিশেষে “সুবর্ণস্তেয়কৃত্ত” পাঠ আছে
 তাহা স্মরণত, ইহার অনুবাদ পূর্ববৎ কেবল
 “একবার” কথাটা উঠিয়া যাহবে) । ১৫ ।
 রাজা স্বয়ং মূল গ্রহণ করিয়া তাহাকে অর্থাৎ
 সুবর্ণ চোরকে একবার আঘাত করিবে,
 তাহাতে সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইবে
 (১) জ্ঞেয়া ব্রাহ্মণ বধদণ্ড না থাকায়
 তপস্তা দ্বারাই পাপ মুক্ত হইবে । (অথবা
 ব্রাহ্মণের বধদণ্ড না থাকায় তপস্তাই
 শুদ্ধিজনক) অথবা শব্দ থাকায় ক্ষত্রিয়াদি
 ও বধশাস্ত্র তপস্তা দ্বারা শুদ্ধ হইবে বৃত্তা
 বাইতেছে । ১৬ । (মুসলাখাতের বিস্তৃত বিব-
 রণ প্রকাশার্থ কথিত হইতেছে) বহু অবেষণের
 পর, বধোপযোগী মূল কিবা লণ্ড অথবা উভ-
 য়ত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ তীক্ষ্ণগ্র ও তীক্ষ্ণমূল লৌহময়
 দণ্ড কর দ্বারা গ্রহণ ও স্বন্ধে স্থাপন করিয়া
 ধাবমান উন্মুক্তকেশপাশ চৌর, নিজকর্ম-
 কীর্তন করত আমাকে শাসন কর; এইরূপ
 বলিলে, তৎপরে রাজা চৌর এবং সেই পাপকে
 আঘাত করিবে অর্থাৎ চোরকে আঘাত করায়,
 পাপও আঁত হইয়া থাকে, কেন না সেই
 আঘাতই পাপনাশক । এই বচনটির সংস্কৃত
 টীকা প্রদত্ত হইতেছে; “ধাবতা শাস্ত্র পুরুষ
 ধাবচেননীত্যর্থং সঞ্চলতা শিখিল কুন্তলকণাপে
 নোপলক্ষিতঃ স্তেনইভ্রূহং কর্ম্মাণি সুবর্ণহরণ
 তদুপায়ান্যাকানি আচক্ষণঃ কীর্তয়ন মাংশাদি
 এব মাতকণো ভবতি কাকাকিগোলকন্যায়েন
 সুরুক্ষুরিত্তত বস্তামবধঃ অমু পশ্যৎ রাজা
 স্তেনং তৎপাপক জ্ঞাত হস্তাৎ” । ১৭—১৮ ।
 অনন্তর তাহাতে মৃত্যু হউক আর মৃত্তিই
 হউক, সেই স্তেয় জানত পাপ হইতে বিমুক্ত
 হইবে (ইহা জানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত) ।
 রাজা তাহাকে শাসন না করিলে, রাজাই
 চৌর্য্য-পাপভাগী হইবে । ১৯ । অস্ত ব্যক্তির

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের), স্বর্ণচৌর্য্যজনিত পাপ,
 তপস্তা দ্বারা গলিয়া যায়, স্তেয় (তপস্তার্থী)
 বিজ, চৌরব্রত পরিধান করিয়া বনমধ্যে ব্রহ্ম-
 বাতীর ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশ বার্ষিকব্রত করিবে
 (২) । ২০ । অথবা বিজ, অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভূষ
 স্নান করিয়া পুণ্ড হইতে পারিবে । ৩ । অথবা
 ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয়রীরের সমপরিমাণ সুবর্ণ
 প্রদান করিবে (৪) । ২১ । অথবা স্বর্ণহারী ব্রাহ্মণ,
 তৎপাপক্ষমার্থ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া এক বৎসর
 ব্রতচর্য্য করিবে (৫) । ২২ । অথ বিমাতৃগমন
 প্রায়শ্চিত্ত । কামমোহিত ব্রাহ্মণ, অভিলষিত
 গুরুপত্নীগমন করিলে অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক
 বিমাতৃসংসর্গ করিলে, কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত উত্তপু
 (অগ্নিবৎ দেদীপ্যমান) স্ত্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গন
 করিবে । ঐ মূর্ত্তি আলিঙ্গনে দগ্ধদেহ হইয়া
 মরন হইলে, পাপমুক্ত হইবে (২) । ২৩ । অথবা
 আপনাই শিল্প এবং অণ্ডকোষ কঠনপূর্ব্বক
 তাহা অঞ্জলিতে করিয়া, বতক্ষণ দেহপাত
 না হয়, ততক্ষণ অবক্রগতিতে দক্ষিণ
 পশ্চিম দিকে গমন করিবে । (২) (মূলে
 “উৎকৃত্যদধবা” না হইয়া “উৎকৃত্যা-
 ধায় বা” হইবে) । ২৪ । অথবা পিতার জন্ত
 (গুরুর প্রাণ রক্ষার্থ বা সর্ব্বত্র রক্ষার্থ) হত হইলে
 শুদ্ধ হইবে (মূলে “শুর্য্যে বহবঃ” না হইয়া
 “শুর্য্যে বা হতঃ” হইবে) । অথবা ব্রহ্ম-
 হত্যার ব্রত (দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত) করিবে
 (৩) অথবা, কর্কটযুক্ত ব্রহ্মশাখা আলিঙ্গন
 করিয়া থাকিলে এক বর্ষে (শুদ্ধ হইবে) (৪)
 । ২৫ । বিপ্র নিয়ত অর্থাৎ সংযত হইয়া অধঃ-
 শয়ন করিবে এবং এক বৎসর চৌর ব্রত পরি-
 ধান করিয়া একাধাচিত্তে প্রোজাপত্য
 করিবে; তাহাতেই বিমাতৃগামী পাপমুক্ত
 হইবে (৫) । ২৬ । বিজশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ যজ্ঞে
 অবভূষ স্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইবে । (৬) ।
 নির্ধন ব্যক্তি (উপযুক্ত দান করিলে ধনী
 পাপ ক্ষয় হয়, ইহা জানাইবার জন্ত “নির্ধন”
 কথাটির উল্লেখ হইল) যদ্ব সৎকারে সদা-ব্রত
 ব্রহ্মচারী, ও অষ্টমন্ডলে ভোজন-নিয়ত
 (তিমস্রিন উপবাস করিয়া চতুর্ধ মাস রাত্রি-
 কালে ভোজন করে, যে) হইয়া, (সকল সম-
 য়েই) দত্তারমান, সিন্ধা উপবাস হইয়া

ধাকিবে, এবং অধঃশায়ী হইবে (এইরূপ) ভিন বৎসর পরে সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে (৭)। ২৭।২৮। অথবা পাঁচটি চন্দ্রায়ণ করিবে (৮) কিম্বা চারিটি চন্দ্রায়ণ করিবে তাহাতেই বিড়ম্ব হইবে (৯) অথ সংসর্গজ মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজ, শোভ পূর্বক বে পতিত ব্যক্তির সঙ্গিত সংসর্গ করিবে, পাপক্ষমার্থ একবার মাত্র তদীয় ব্রত অর্থাৎ তদীয় ব্রতের পাদনান ব্রত করিবে। (১) অথবা নিরালস্ত্র হইয়া এক বৎসর “তপ্ত-কচ্ছু” করিবে (২) পতিত সংসর্গী ব্যক্তি গণের মধ্যে জৈত্ব লোকই নিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ২৯। ৩০। সাম্বাসিক তপ্ত সংসর্গ—হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এই সকল পবিত্রতা জনক কার্য মহাপাতকের পাপ বিনষ্ট করে। ৩১। পৃথিবীস্থিত পুণ্যার্থে পণ্যটনেও নিকৃতি হয়। হে বিপ্রগণ—কামমোহিত ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মহত্যা, স্তব্ধ হরণ এবং বিমাতৃগমন, এই সকল মহাপাতক করিলে, পুণ্যার্থে একাগ্রচিত্তে অনপন করিবে। ৩২। ৩৩। অথবা দেবাদিদেব মহাদেবকে ধ্যান করত, জলে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। কক্ষাভিজ্ঞ, মূনিগণ (ইহাদিগের) অপর কোনরূপ নিকৃতির উপায় জানিতে পারেন নাই। *। ৩৪।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

* ব্রাহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত।

- (১) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার।
- (২) চিহ্নিত অনশনাদি চতুর্লিঙ্গ উপায়ের অন্যতম অবলম্বনে মৃত্যু—অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত। দ্বাদশ-বার্ষিক ব্রত আরম্ভ করিয়া তাহা সমাপ্ত না হইতে (৩) (৪) (৫) (৬) চিহ্নিত কার্য সকলের মধ্যে যে কোন একটি কার্য করিলেই তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইবে, দ্বাদশবর্ষ সমাপ্তিকাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। শূলপানি বলেন (৭) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। ধনবান্ নিগুণ ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ নিগুণ ব্রাহ্মণ বধ করিলে (১) চিহ্নিত কার্য করিবে তাহাতেই পাপক্ষম হইবে। অর ধনবান্ না হইলে (২) চিহ্নিত কার্য করিবে ঐ কার্য বৎকালে, সেখানেই ইষ্টিমার প্রভুতি হয় নাই তখন বেত্রপ কটে করিতে হইত এখন ও তদ্রূপ কটে ভোগ করিয়া পাপব্রজে গমন পূর্বক করিতে পারিলেই উক্ত পাপক্ষম হইবে)। হরাপান প্রায়শ্চিত্ত।

নবম অধ্যায় ।

বিপ্র * জ্ঞানপন্থক কণা। ভগিনী বা পুত্র-

- (১) চিহ্নিত অধিঃ অধ্যাপন পানাদি, বহুবিধ উপায়ের যে কোন একটি অবলম্বন করায় মৃত্যু হইলে জ্ঞানকৃত হরাপান পাপ দ্বিরিত হইবে।
- (২) চিহ্নিত কার্য অজ্ঞানকৃত হরাপানের প্রায়শ্চিত্ত। সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত।
- (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে।
- (৪) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং অজ্ঞানকৃত পাপে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে।
- (৫) চিহ্নিত কার্য আরম্ভের পূর্বা সমাপ্তি হইবার পূর্বে
- (৬) চিহ্নিত কার্য করিলে, তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ জ্ঞান কৃত পাপ হইতে, এবং ক্ষত্রিয়াদি অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। শূলপানি বলেন। (৭) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। যে ব্যক্তি বহুবিধ জমে স্তব্ধ হরণ করিয়াছে (৮) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত তাহার পক্ষে। সম্ভরতিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ আমিক সুবর্ণ হরণে (৯) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত।
- গুরুদ্বার গমন প্রায়শ্চিত্ত। জ্ঞানকৃত বিমাতৃ গমনে
- (১) (২) চিহ্নিত (মরণান্ত) প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানকৃত পাপে
- (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ বিমাতার সহিত অসম্পূর্ণ সঙ্গম হইলে (৪) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনে (৫) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত।
- (৬) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি হইবার পূর্বে (৭) চিহ্নিত কার্য করিলেই মুক্ত হইবে। ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনেও (৮) প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। (শূলপানি বলেন ইহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। অজ্ঞানকৃত বিমাতৃগমন (৯) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনে (১০) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত, সম্ভরণের পক্ষে ঐ স্থলে (১১) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। চতুর্লিঙ্গশক্তি বাধিক ব্রত অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত, মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের বৈকল্পিক সত্তরং যে পাপে মরণ প্রায়শ্চিত্ত বিধিত আছে, সেই পাপে পানী হইলে চতুর্লিঙ্গশক্তি বার্ষিক ব্রতও করিতে পারে।
- সংসর্গজ মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে (১) চিহ্নিত ও অজ্ঞানকৃত পাপে (২) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। মরণকিছু বা পাদনান হয়না, ব্রতরাজ মরণের বৈকল্পিক চতুর্লিঙ্গশক্তি বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তের পাদনগন অষ্টাদশ চ বার্ষিক ব্রত জ্ঞানকৃত সংসর্গজ পাপের উক্ত প্রায়শ্চিত্ত।
- * বিপ্র—সকল বর্গের প্রধান* বলিয়া ধানে হানে বিপ্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদিরূপে কর্তৃদ্বির্দেশ থাকে, বহুতর তাহা কিছুই নহে, সৎসর জাতিই তাহার লক্ষ্য এবং ধানে হানে প্রায়শ্চিত্তীয়। বিভাগ করিয়া লইবার ভাব পাঠকের উপর থাকিল।

বধু, গমন করিলে জগন্ত অনলে প্রবেশ করিবে, ইহা নিয়ম । ১। মাতৃশসা, মাতুলানী, পিতৃশসা ও ভাগিনের গমন করিলে, পৈতৃ-শস্রেরী, মাতৃশস্রেরী গমন করিলে ঐকশা মাতুলকতা গমন করিলে, স্রসমাহিত-চিত্তে, প্রাজাপত্যাদি আচরণপূরক চার বা পাঁচটা চান্দ্রায়ণ করিবে (এই সকল পাপ অচুপাত-কের মধ্যে গণিত, সুতরাং ইহা জ্ঞানকৃত হইলে ইহারও বিমাতৃ গমন-বৎ প্রায়শ্চিত্ত, “প্রাজাপত্যাদি” এখানে আদিশব্দ থাকায় প্রয়োজনমত জ্ঞানকৃত স্থলে প্রায়শ্চিত্তের গুরুলাঘব করা যাইতে পারে। জ্ঞানকৃত, অজ্ঞান-কৃত, বলাৎকারকৃত, সন্তপ-পুরুষকৃত ইত্যাদি ভেদে বিবিধ ব্যবস্থা হইতে পারে “আদি” শব্দ থাকায় কোন দিকেই নুনতা নাই) অর্থ্যার সখী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে এবং শ্রালী গমন করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া “তপ্তকৃচ্ছ” করিবে (এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যাত্তর প্রদত্ত হইতেছে বধা) মাতৃশসা, মাতুলানী, পিতৃশসা এবং ভাগিনেরী গমন করিলে প্রাজাপত্যাদিপূরক চার বা পাঁচটা চান্দ্রায়ণ করিবে। পিতৃ-শস্রেরী, মাতৃশস্রেরী, গমন করিলে কিম্বা মাতুলকতা গমন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ভাধ্যাসখী গমন বা শ্রালী গমন করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া “তপ্তকৃচ্ছ” করিবে। * রজশলা গমনে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২-৫। ক্ষত্রিয় সহিত সংসর্গ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, অথবা “পরাক” ব্রত দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে ভগবান্ স্বরজ্জু এই কথা বলেন (সকল্যভিচারিত ক্ষত্রিয়

পত্নী গমনে—ক্ষত্রিয়ের চান্দ্রায়ণ, তথাবিধ ক্ষত্রিয়পত্নী গমনে ব্রাহ্মণের “পরাক” ব্রত। ক্ষত্রিয়,—জ্ঞানত, ক্ষত্রিয়পত্নী গমন করিলে দ্বি-বার্ষিক ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ, সৌত্রিক বার্ষিক ব্রত করিবে। দ্বিজ, মণ্ডুক, নকুল, কাক, বিড়বরাহ, মৃগিক এবং কুঙ্কর, মার্জার, হনন করিলে “ষোড়শাধ্য” অর্থাৎ ষড়্‌দিন সাধ্য ব্রত বিশেষ মত ব্রত করিবে। জ্ঞানকৃত বধে এই প্রায়শ্চিত্ত। (মূলে “ষোড়শাধ্য” এই স্থলে “শিশুকৃচ্ছ” পাঠ পুণ্ডিকবিশেষ-সম্মত, শিশুকৃচ্ছ পাদকৃচ্ছের সমান) অথবা মার্জার নকুল এবং কুঙ্কর (পূর্বোক্ত মণ্ডুকাদি) বধ করিলে, আলতশূত্র হইয়া ত্রিরাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে কিংবা এক যোজন পথ গমন করিবে অজ্ঞানকৃত বধে এই দুইটি প্রায়-শ্চিত্ত। দ্বিজ অশ্ববধ করিলে, বাদশ দিন সাধ্য প্রাজাপত্য করিবে। ৬। ৮। বিজ্ঞোত্তম সর্পবধ করিলে গোহময়ী অত্রা (খনিজ বিশেষ) প্রদান করিবে বলাকা রক্ষব মৃগিকা বিশেষ কৃতলঙ্ক বরাহ তিল-জোপ তিলাট তিস্তিরি অথবা শুক, হত্যা করিলে দ্বিবর্ষ বরষ গো দান করিবে ক্রৌঞ্চ হনন করিলে ত্রিহাস্ক বৎসদান করিবে। ৯। ১০। হংস বলাকা বক টিট্টি বানর এবং ভাস পক্ষী বধ করিলে স্বয়ং ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। শিশু বলাকা-বধে বৎসতরী দান এবং অপর বলাকা বধে গো দান করিবে। ১১। মাংসালী পশু বধ করিলে পশুদ্বিনী ধেনু অমাংসালী পশু বধ করিলে, বৎসতরী ও উষ্ট্র বধ করিলে এরিত্ত স্বর্গদান করিবে। (সকল অজ্ঞানবিষয়ক এই বচন) । ১২। অস্থিযুক্ত নিকৃষ্ট প্রাণিবধে ব্রাহ্মণকে (প্রাণীর ক্ষুদ্রতাদি অনুসারে) কিঞ্চিৎ দান করিবে (মূলে “জীবিতে চৈব তৃণায়” স্থলে “কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায়” হইবে) অস্থিযুক্ত প্রাণি-বধে প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৩। ফলদ বৃক্ষ ছেদনে ফলোপেত গুল্ম বস্ত্রী লতা ছেদনে এবং ফলোপেত বীরুধ ছেদনে ঋক্-শত (সাবিত্রীাদি শতমন্ত্র) জপ করিবে। পুষ্প-যুক্ত এই সকল বৃক্ষাদি ছেদনে দ্ব্যুত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রমাদভঃ গোহত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ বা পরাক ব্রত করিবে* । ১৫। জ্ঞান

* এই ব্যাখ্যাতে আর পূর্বে ব্যাখ্যাত যে কিছু প্রায়শ্চিত্ত লাঘব দৃষ্ট হয়, তাহা অজ্ঞান, অদম্পূর্ণ সন্তোষ এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণের ব্যভিচার ইত্যাদি রূপ লাবণজনক হেতু উদ্ভাবন করিয়া মীমাংসিত করিবে। মূলে “আদিশ” ও “গদ্য” কথায় উল্লেখ থাকায় জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ আরোহণ গীতেরি প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হই-রাছে। “গদ্য” ইহাও আরোহণের সমানার্থক। অকৃতসন্তোষ প্রায়শ্চিত্ত অনন্ত অনলে প্রবেশ, ইহা স্বরূপে করিয়া লইবে, ইহা পক্ষান্তর। তথ্যাত্তে ও প্রায়শ্চিত্ত গুরু লাঘব মীমাংসা।—বতগাস, অনক্যাস, জ্ঞান, অজ্ঞানভেদে করিয়া লইবে।

পূর্বক ইহার বধ করিলে, মনুষ্যহরণ ক্রীড়রণ গৃহহরণ বাণী কুপাদির জল হরণ করিলে, চান্দ্রা-
রণ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। অপরের গৃহ হইতে,
অজ্ঞ মূল্য দ্রব্য অপহরণ করিলে, আশ্রয়স্থির
জন্ত প্রাজাপত্য করিয়া সাত্তপন ব্রত করিবে।
“ধাত্তাদি ধন অপহরণ করিলে পঞ্চমব্য পান
করিয়া শুদ্ধ হইবে।—১৬—১৮। তৃণ, কাঠ,
বৃক্ষ, পুষ্প, ফল, চেল, চর্ম্ম ও আশ্রয় হরণ
করিলে, তিন দিন উপবাস করা বিধি।
মণি, প্রবাল, রত্ন, সুবর্ণ, রজত, তৌহ, কাঁস্ত
এবং প্রস্তরাদি হরণ করিলে দ্বাদশদিন উপবাস
করা বিধি। ১৯২০। দ্বিশক অর্থাৎ গবাদি এক
শক অর্থাৎ অশ্বাদি হরণ করিলে এই ব্রতই
অর্থাৎ দ্বাদশ দিন উপবাস হইবে। পক্ষী ও
ওষধি হরণে তিন দিন মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া
থাকিবে। দেবোদ্দেশে হুত মাংস ভোজনে
দোষ নাই। (অপর মাংস ভোজনে)
চান্দ্রাষণ করিবে, অথবা দ্বাদশাহ উপবাস
করিয়া “কুয়াণ্ড” মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে।
এই বিবিধ, এবং নিম্নলিখিত বিধিসকল,
জানাজ্ঞান অভ্যাস অনভ্যাসাদি ভেদে
মীমাংসনীয়। ২২। নকুল, উলুক বা মাজ্জার
ভোজন করিলে সাত্তপন করিবে, কুকুর ভোজন
করিলে, প্রাজাপত্য ব্রত এবং শুভ নক্ষত্র দর্শন
করিয়া শুদ্ধ হইবে। পূর্ববিধান অর্থাৎ
কার্পাস উপবটীতাদি গ্রহণ বিধি, অথবা পূর্বা
চাৰ্য্যকৃত উপায়ন বিধি অনুসারে পুনঃ সংস্কার
করিবে। শল, বলাক, হংস, কারণ্ড, অথবা
চক্রবাক ভোজন করিলে, দ্বাদশাহ উপবাস
করিবে। কপোত, টিট্টিভ, ভাস, শুক, সারস,
জলোক, বা জালপাদ ভোজন করিলে এই ব্রত
অর্থাৎ দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। শিশুমার,
মাষ, মৎস্ত, মাংস, অথবা বরাহ ভোজন করিলেও
এই ব্রত করিবে। কোকিল মৎস্তাদ, মণ্ডুক বা
ভৃঙ্গ, ভোজন করিলে এক মাস গোমূত্র সিদ্ধ
যাবক মাত্র আহার দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে।
জলচর, জলজ, রাক্ষসানিশিতপক্ষাদি, অথবা
বকপায় ভোজন করিলে, সপ্তাহকাল ইহাই
অর্থাৎ গো মূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিব
যৌবনশুদ্ধিত পণ্ডিতের মাংস বা বাহা, মাত্র
দ্বিগুণকোদণ্ডে হুত বুধা মাংস বা অন্নাদি

ভোজন করিলে তৎ পাপ ক্ষমার্থ এই ব্রত
অর্থাৎ সপ্তাহ গোমূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিবে।
কপোত, কুঞ্জ, শিগ, কুকুট, রজকা অথবা
কুস্তীর ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে,
পলাণ্ড, বা লণ্ডন ভোজন করিলে চান্দ্রাষণ
করিবে। ২৩—৩১। বার্তাকু (স্বৈত বার্তাকু)
এবং তণ্ডুলীয় ভোজনে, প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধি
লাভ করিবে, অশ্রাতক বা উপেত ভোজনে
তণ্ডুকুচ্ছ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৩২। অলাবু
(বর্জলাকার), গুঞ্জন ভোজন করিলে এই
ব্রত অর্থাৎ প্রাজাপত্য করিবে। ৩৩। নর-
ভোজনে তণ্ডুকুচ্ছ করিলে শুদ্ধ হইবে। বুধা
অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে পক্ষী কুসর সংযাব
(মোহনভোগ) পায়স, পিষ্টক, শঙ্খলী অর্থাৎ
পিষ্টক বিশেষ ভোজনে এই ব্রত অর্থাৎ তণ্ডু-
কুচ্ছ এবং তণ্ডুপরি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে
শুদ্ধি লাভ করিবে। অপের দুগ্ধ পান করিলে
(নকলেটে), বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী মাসার্ক অর্থাৎ
একপক্ষ গোমূত্র সিদ্ধযাবক ভোজন করিলে
তবে শুদ্ধ হইবে। অনির্দশা অর্থাৎ বাহার প্রদশ
দিন হইতে দশদিন অভিবাহিত হয় নাই তাৎক্ষ-
ণাত্মক দুগ্ধ, মহিষ দুগ্ধ, অজ দুগ্ধ অর্থাৎ অনি-
র্দশা মৎস্য-দুগ্ধ, অনির্দশা অজ দুগ্ধ সন্ধিনী
(যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অং ১৬২ দেখ) অথবা বিবৎসা
গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ পান করিলে এই ব্রতই
করিবে। এই সকল দুগ্ধ বিকার, অর্থাৎ দধি
প্রভৃতি পান করিলে অথবা অজ্ঞানতঃ ইহা
পান করিলে, সাতদিন গোমূত্র সিদ্ধযাবক
ভোজী হইয়া থাকিলে পরে বিশুদ্ধ হইবে।
নবশ্রাদ্ধ, জননশৌচ অথবা মরণশৌচের,
অন্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ ঐকান্ত-
চিত্তে চান্দ্রাষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বাহার
পরিণাম অপকৃষ্ট নহে, সেই নিত্যকার্য্য—
যাহার হয় না ; দ্বিজাতি, তাহার অন্ন ভোজন
করিলে, সেই জন্তই বিশেষরূপে চান্দ্রাষণ
করিবে, এতদ্বিত্ত সকল অতোজ্যায় ব্যক্তিগণের
(যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায় ১৬০ শ্লোক
দেখ) অন্ন, উপকৃত অন্ন ভোজন অস্ত্য
অর্থাৎ অতি জাতির অন্ন অথবা অত্যাধীর
অন্ন অর্থাৎ প্রেতের মাসিকাদি প্রাকীর অন্ন
ভোজন করিলে তণ্ডুকুচ্ছ ব্রত কর্তব্য, ইহা

কথিত হইয়াছে। দ্বিজ, সম্যক্ অর্থাৎ জ্ঞানত
চাণ্ডাগার ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে।
১৩৪—৪১। দ্বিজাতি তিন বর্ণ-অজ্ঞানতঃ
বিষ্ঠা, মূত্র বা সুরা-সংস্পৃষ্ট বস্তু ভোজন করিলে
পুনঃ পুনঃ উপবাস করিবে। ৪১। অজ্ঞানতঃ
মাংসাদি পক্ষীর মূত্র বিষ্ঠা ভোজন করিলে ঐ
ভোক্তাদিগের মধ্যে দ্বিজাতিগণ মহা
সান্তপন করিবে। ৪৩। ভাস, মণ্ডুক,
কুরর, কিংবা কাকভোজন করিলে প্রজাপত্য
করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্রিষ্ট ভোজনে প্রাজা-
পত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৪৪। সুরাভাণ্ডাস্থিত
জলপানে, ক্ষত্রিয় তপ্তকুঙ্ক, বৈশ্য তিন
প্রাজাপত্য, (এবং ব্রাহ্মণ) চান্দ্রায়ণ করিবে
। ৪৫। দ্বিজ কুকুরোচ্ছিষ্ট কিংবা পীতাবশিষ্ট
পান করিলে, তিন দিন গোমূত্রসিদ্ধ যাবক
আহার করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ৪৬। যদি
মূত্র পুরীষাদি স্পৃষ্ট জল পান করে, তাহা
হইলে, শরীর শোধক সান্তপন ব্রত করিবে।
৪৭। যদি অজ্ঞানতঃ চণ্ডালের কূপজল বা
ভাণ্ডাস্থিত জল পান করে, তাহা হইলে,
ব্রাহ্মণ পাপনাশক সান্তপন ব্রত করিবে। ৪৮।
দ্বিজোত্তম, চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট জল পান করিলে ত্রিরাত্র
উপবাস ও পঞ্চপব্যপান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ
হইবে। ৪৯। মৃৎস্থান দ্বিজোত্তম, জ্ঞানপূর্বক
মহাপাতকী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া বিনা স্নানে
ভোজন করিলে তপ্তকুঙ্ক ব্রত করিবে,
অজ্ঞাত (শূদ্র) বিবাহ করিলে বিবাহ কর্তা
মহাপাতকী হইবে। পাতকীর সহ সংসর্গে
তাহার পাতকিত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৫২। অজ্ঞাত
কর্তার সহিত মাত্র বিবাহ হইলে
বিবাহিকর্তার চতুর্দশি প্রাজাপত্য
প্রায়শ্চিত্ত, ইহা সংসর্গ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ
অর্থাৎ বিবাহপূর্বক সন্তোগ করিলে অর্দ্র-
চত্বারিংশৎ প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
আর তাহাতে পূজোৎপাদন করিলে প্রায়শ্চিত্ত
নাই। ৫২। অজ্ঞানতঃ মহা পাতকী, চণ্ডাল
বা রজস্বল স্পর্শ করিয়া ভোজন করিলে
ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৫৩। নান
জলে আর্দ্র বাকা অবহার ভোজন করিলে
অহোরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইবে; আর জ্ঞান-
পূর্বক তাহা করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা

শুদ্ধ হইবে; ভগবান্ বরহু এই কথা
বলেন। ৫৪। শুদ্ধমাংসাদি পশুবিষ্ঠাদি এবং
দূষিত গন্ধযুক্ত বস্তু ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ
পুনঃ পুনঃ উপবাস করিবে। ৫৫।
অভিচার অর্থাৎ মারণ উচ্চাটনাদি কার্য
অথবা অযোগ্য কার্য করিলে, তিন প্রাজাপত্য
দ্বারা শুদ্ধ হইবে; দ্বিজ, ব্রাহ্মণাদি বিনাশিত
ব্যক্তিগণের অর্থাৎ দাহ ঐতিবদ্ধক দোষনস্পন্ন
ব্যক্তিগণের দাহাদি করিলে গোমূত্রসিদ্ধ
যাবকাহার করিয়া প্রজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে।
প্রভাতে, তৈলাভ্যক্ত হইয়া মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ
শুশ্রূক্ষণ অর্থাৎ ক্ষৌর বা মৈথুন করিলে,
অহোরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজো
ত্তম, সাগ্নিক এক দিন অগ্নিতে হোমনা
করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে।
ত্রিরাত্র ঐরূপ করিলে ষড়াহ উপবাস দ্বারা
শুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানতঃ দশাহ বা দ্বাদশাহ
অগ্নিত্যাগ করিলে, তৎপাপক্ষমার্থ চান্দ্রায়ণ
ব্রত করিবে। পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে
দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেই দ্রব্য পরিত্যাগ
করিয়া বিধিপূর্বক প্রাজাপত্য করিবে, তাহা
হইলে শুদ্ধ হইবে, ভগবান্ গুহু অর্থাৎ ব্রহ্মা
এই কথা বলেন। দ্বিজগণ মরণোদ্যেগে অন-
শন করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ
কোনরূপে জীবন প্রাপ্ত কিংবা প্রব্রজ্যচ্যুত
হইলে তিন প্রাজাপত্য এবং তিন চান্দ্রায়ণ
করিবে। অনন্তর জাতকর্ম্মাদিসংস্কারে সংস্কৃত
হইয়া শুদ্ধ হইবে এই ব্রত ধর্মের দিকে
দৃষ্টি রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে করিবে। ৬৪। ব্রহ্ম-
চারী, ব্যাপক অর্থাৎ বিশেষ কারণবশতঃ
একবার দৈনিক সন্ধ্যোপাসনা করিতে না
পারিলে বা ঐরূপ অগ্নিতে সমিধাহুতি দিতে
না পারিলে একভুক্ত হইয়া এবং যদি রাজিতে
হয় অর্থাৎ একবার সায়াংসন্ধ্যা বা সায়াংকালে
আহুতি প্রদান না হয় তাহা হইলে, নক্ত
ব্রতী হইয়া, নানানিষেদ, পবিত্র চিহ্নসংঘন এবং
সমাদান অবধারণপূর্বক অষ্টোত্তর সহস্রবার জী-
হণ করিবে। মূলে “অহুপাসিত সিদ্ধত তৎ
ব্যাপক বাসিন্দেত অজ্ঞানং মূ” না “হইয়া
অহুপাসিত সন্ধ্যা উপবাসক বসেনচা অহ-
চারিন” হইবে)। ৬৫—৬৬। গৃহস্থ যদি

প্রমাণতঃ সন্ধ্যা না করে, কিংবা স্নাতকব্রতের
লৌঘ্য অর্থাৎ নড়চড় করে (স্নাতকব্রত বাজ-
বদ্য প্রথমাধ্যায় ১৫১ শ্লোক হইতে দেখ)।
তাহা হইলে একদিন উপবাস করিবে। ৬৭।
দ্বিজোত্তম, ইচ্ছাপূর্বক সন্ধ্যোপাসনা পরি-
ত্যাগ করিলে, এক বৎসর প্রাজ্ঞাপত্য করিবে।
জীবিকা নির্বাহের অমুরোধে ঐরূপ করিলে
চাক্ষায়ণ করিবে, শেষে গো দান করিবে, তদ্বারা
বিশুদ্ধ হইবে। ৬৮। আর দ্বিজ যদি নাস্তিক্য-
বশতঃ ঐরূপ করে, তাহা হইলে, প্রাজ্ঞাপত্য
করিবে। দেবদ্রোহ, বা গুরুদ্রোহ করিলে,
তপ্তকুঙ্ক দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৬৯। জ্ঞানতঃ
উষ্ট্র-বান, কিংবা গর্ভ-বান আরোহণ করিলে,
ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এবং নগ্ন
হইয়া স্নান করিবে না। ৭০। একমাসকাল
প্রত্যহ বর্ষকালে (অর্থাৎ তৃতীয় দিবসের
মজিকালে) আহার, সংহিতা জপ কিংবা
শাকল হোম দ্বারা পাপিগণের অর্থাৎ পাপ-
বিশেষের অভ্যাস ও পাপবিশেষের সন্মূহকরণে
অন্যান্য দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদিকারী পাপিগণের
পুত্রকন্তারা শুদ্ধ হইবে। ৭১। ব্রাহ্মণ, নীলী-
রক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে, অহোরাত্র উপবাসী
থাকিয়া স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান করিলে, শুদ্ধ
হইবে। ৭২। চাণ্ডালসমীপে বেদ, ধর্মশাস্ত্র ও
পুণ্যঘটিত কথা বলিলে, তাহার শুদ্ধি চাক্ষায়ণ
দ্বারা হইতে পারে, তাহার আর অজ্ঞ কোন-
রূপে নিষ্কৃতি নাই। ৭৩। ব্রাহ্মণ, কদাচিত্
উষ্মনাদি নিহত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, চাক্ষা-
য়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অথবা প্রাজ্ঞাপত্য দ্বারা
শুদ্ধ হইবে। ৭৪। উচ্ছিষ্ট দ্বিজ যদি আচাণ্ড
হইয়া চাণ্ডালাদি অধম জাতি স্পর্শ করে,
তাহা হইলে ঐ উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি, শুদ্ধির জন্ত
প্রাজ্ঞাপত্য করিবে। ৭৫। চাণ্ডাল, হ্তিকা,
শব, রজস্বলা নারী, রজস্বলা স্ত্রী ব্যক্তি এবং
পতিভগিনীকে স্পর্শ করিলে শুদ্ধির জন্য স্নান
করিবে। ৭৬। চাণ্ডাল, হ্তিকা, এবং শব,
ইহাদিগের সংস্পৃষ্ট বস্ত্র প্রামাণ্যতঃ স্পর্শ করিলে,
স্নান আচমনের পর, গায়ত্রী জপ করিয়া
শুদ্ধ হইবে। ৭৭। বিধেয়ম্, বিশেষ অস্পৃ-
শ করিলে, স্নান করিয়াও শুদ্ধ হইবে।
সামান্য অস্পৃশ স্পর্শ করিলে, বিশুদ্ধির জন্য

আচমন করিবে, ইহা ভগবান্ পিতামহ বলেন।
৭৮। ভোজন করিতে করিতে যদি কখন
ব্রাহ্মণের বিষ্ঠা নির্গত হয়, তাহা হইলে, তৎ-
ক্ষণাৎ শৌচ করিয়া স্নান, তৎপরে উপবাস,
অনন্তর হোম করিবে। ৭৯। দ্বিজোত্তম,
চাণ্ডাল-স্ব-স্পর্শ করিলে, প্রাজ্ঞাপত্য করিবে,
অনন্তর অহোরাত্র উপবাস ও আকাশস্থ নক্ষত্র
দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৮০। দ্বিজ, স্ত্রী-
স্পর্শ করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে,
তাহাতে শুদ্ধ হইবে। পলাতু, লতন-স্পর্শে
ব্রত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৮১। ব্রাহ্মণ,
নাভির অধোদেশে কুকুর কর্কট দষ্ট হইলে,
তিনদিন কেবল রাত্রিকালে দুগ্ধপান করিয়া
থাকিবে, আর নাভির উর্দ্ধদেশে দংশন করিলে,
উক্ত ব্রতের বিগুণ ব্রত হইবে, বাহতে দংশন
করিলে, তিন গুণ ব্রত এবং মস্তকে দংশন
করিলে চতুর্গুণ ব্রত হইবে, —ইহা সন্ন্যাস
দংশন বিষয় জানিবে। দ্বিজোত্তম কুকুর-দষ্ট
হইলে স্নান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে
(ইহা সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত)। ৮২—৮৩।
যে নির্ধন গৃহস্থ, বিনা পীড়ায় শক্যদ্বজ না
করিয়া প্রত্যহ ভোজন করে, সে অর্দ্ধ প্রাজ্ঞা-
পত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে, “অনতুঃচ নির্ধনঃ”
পাঠ হইবে। ৮৪। যে ব্যক্তি, পর্ষদকালে
আহিত অগ্নির উপসনা (হোমাদি) না
করে, সে এবং যে ঋতুকালে ভাধ্যাতে উপ-
গত না হয়, সেও অর্দ্ধ প্রাজ্ঞাপত্য করিবে।
৮৫। যে গৃহী জল, ব্যতীত বা জলে
অবস্থিত হইয়া, কিংবা জলমধ্যে শারীর অর্থাৎ
মূত্র, বিষ্ঠা, ত্যাগ করে, সে সর্বত্র স্নান
করিয়া ও জলস্পর্শে শুদ্ধ হইবে। মূত্র বিষ্ঠা
পরিত্যাগ করিয়া জল শৌচ না করিলে কিংবা
জলে থাকিয়া অথবা জলমধ্যে মূত্র বিষ্ঠাদি
পরিত্যাগ করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত, ইহা বেদ
ধারণে অসমর্থ হইলে তৎপক্ষে এবং অষ্টোত্তর
সংস্র গায়ত্রী জপ করিয়া তিন দিন উপবাস
করিবে (ইহা অভ্যাস বিষয়)। বেদ বিজ্ঞোত্তম,
মূত্রশবের অঙ্গুগমন করে, সে নদীতটে
(আবাহনপূর্বক) অষ্টোত্তর সংস্র গায়ত্রী
জপ করিবে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-কর্তৃক জন-
ব্রাহ্মণের বধ হইতে পারে, এমন কতিবন্ধি,

করিয়া 'মিথ্যা' শপথ করিলে, বরান ভোজন করিয়া চাত্তারণ করিবে। মূলে "কুশ্বাতু শপথং" ইত্যাদি দুই ভরণের পরিবর্তে "কুশ্বাতু শপথং বিপ্রো বিপ্রস্ত বধ সংযুতে" হইবে। এক পংক্তিতে, ন্যূনাধিক দান করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা গুরু হইবে। অর্থাৎ এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে কাহাকে অন্ন ও কাহাকে অধিক দিলে এই প্রারশ্চিত। ৮৭—৮৯। ষপাচকের অর্থাৎ অজ্ঞাবাসায়ীর ছায়া স্পর্শ করিলে স্নানান্তে, ব্রত ভোজ্য করিবে। অণুচি অবস্থায় আদিত্য দর্শন করিলে, "অন্নীশ্রজ" মন্ত্র রক্ষা অর্থাৎ জপ করিবে। ৯০। ময়ূষ্যের অস্থি-স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াই শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াও কৃত্য হ্রস্ব অর্থাৎ গুরু কৃতী উপকার স্বরণ না করে, সে, পাঁচ বৎসর ব্রতী হইয়া সমস্ত বৎসরই অর্থাৎ প্রত্যহই ভিক্ষা করিবে। (তবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে) ব্রাহ্মণের প্রতি (অবমান স্থচক) "হু" শব্দ প্রয়োগ করিলে, স্নান ও আচমনপূর্বক অবশেষে প্রশমাদি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণকে তৃণ দ্বারা তাড়না করিলে, কিবা কঠে মৃদুভাবে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলে, অথবা বিবাদে পরাজয় করিলে, প্রশ্নিপাতাদি দ্বারা প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রহারার্থ নগ্ন উদ্যত করিলে, "প্রাজাপত্য" নগ্ন আঘাত করিলে, "অতি কুছু" এবং শোণিতপাত করিলে, "কুছুরাতি কুছু" ব্রত করিবে, গুরু প্রতি তিরস্কার করিলে, তৎপাপের গুরুজনক "প্রাজাপত্য" ব্রত করিবে। ৯১—৯৫। দেবতা বা ঋষির সম্মুখে নিষ্ঠাবন পরিত্যাগ বা কাহারও উপর উচ্চ স্বরে তিরস্কার করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ (জ্ঞানাজ্ঞানভেদে) একদিন বা দুইদিন উপবাস করিবে। ৯৬। উলুকা দি কহুঃ অর্থাৎ নীমাংসাদি শাস্ত্রবিষয়ক বিবাদে ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিলে স্বর্ণ দান করিবে। দ্বিত, দেহোদ্যানে বিষ্টামৃত ত্যাগ করিলে, এবং আভ্রম পত্নাদি ক্ষেদন করিলে, শুদ্ধির জন্য চাত্তারণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ-ব্রজাহ, বৃদ্ধিতে, দেবতারতনে, ব্রত ত্যাগ করিলে, সে শিম দানে অজ্ঞাঘাত করিয়া

চাত্তারণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ দেবনিন্দা, ঋষিনিন্দা, কিম্বা বেবনিন্দা করিলে, সম্যক প্রকারে প্রোজাপত্য করিবে। অকৃত প্রারশ্চিত ঐ সকল ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে, স্নান করিয়া দেবপূজা করিবে। ৯৭—১০০। স্ত্রীলোক যদি বাল্যকালে মহাপাতক করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও পিতার দ্বারা প্রারশ্চিত করিতে হইবে। বোলতাগ্রযুক্ত বয়ঃ অসমর্থ বয়সী পিতার দ্বারা বলা হইয়াছে; পিতৃপদ, ভ্রাতা প্রভৃতির উপলক্ষণ। "মূলে ব্রতস্যাস্য" না হইয়া "চ তস্তাঃ স্ত্রাং" হইবে। এইরূপে কৃত প্রারশ্চিত্তা সেই অভিক্রপা কত্তাকে বিবাহ করিবে অন্তথা অর্থাৎ প্রারশ্চিত্ত না করিলে তাহাকে যে বিবাহ করিবে, সে, পতিত হইবে। ক্ষত্রিয়বধে এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করিবে। তদন্তে একটা বৃষভের সহিত সহস্র গোদান করিবে। সকল প্রাণী (কীটাদি) হত্যা করিলে এক মাষা সুবর্ণ কিম্বা রজত (জ্ঞান জ্ঞানাদিভেদে) দিবে। ভাত্র, রাঙ, সীস, কাংস, এবং লৌহ মৃত্তিকাবুক্ত জল দ্বারা শুচি হইবে। সকল তৈজস পাণ্ডাই উচ্ছিষ্ট হইলে ভাত্র ও জল দ্বারা তিনবার প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। আর সুবর্ণ, রৌপ্য, মণি, শঙ্খ, শক্তি, চক্রকাস্তাদি প্রস্তর, হীরক, বিদল, রজু এবং চর্ম্ম, জলদ্বারা গুরু হয়। বিষ্টামৃত পরিত্যাগ কালে চণ্ডাল স্বপচাদি কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, তিন দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, আর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয় দিন উপবাস করিবে। ১০১—১০৩। যদি কাহারও পিতা, পিতামহ এবং অগ্রজ তপস্তা, অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রাদির ময়চর্কা শূন্য হয়, তাহা হইলে পরিবেদনে দোষ নাই। ১০৪। যে, ব্যক্তি অমাবস্তা দিনে, পিতামহ ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণী রমণীকে পূজা করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ১০৫। অমাবস্তা তিথি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে, যম ও শিবের (কিম্বা সর্বসংহারক শিবের) আরাধনা করিবে, অনন্তর, ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে, সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ১০৬। কৃকাঠমী ও কৃকাচতুর্দশীতে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণের সহিত মহাদেব পূজা করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত

হয় । ১০৭ । ত্রয়োদশী রাত্রিতে, প্রথম গ্রহণে অথবা সুবর্ণ প্রতিমা গ্রহণ করিলে, ক্ষতিবাচন
পূজোপকরণ লইয়া মহাদেব-মূর্ত্তি অবলোকন ও দোম বাগ দ্বারা (সেই পাপ হইতে) মুক্ত
করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । ১০৮ । হয় । ১০৯ । দশ সহস্র গায়ত্রী জপ দ্বারা
সর্বত্র দান গ্রহণ করিলে, দক্ষিণা গ্রহণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । ১১০ ।

উশনঃ সংহিতা সম্পূর্ণ ।



অঙ্গিরঃ-সংহিতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

মহর্ষি অঙ্গিরঃ বেদার্থ পর্যালোচনা করিয়া
স্বস্থ্যশ্রম-ধর্মের মধ্যে আত্মপূর্বিক চতুর্ধর্মের
প্রায়শ্চিত্ত বিধি বর্ণিত লাগিলেন । ১। বিজাতি-
গণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) চাণ্ডালাদি
নীচজাতির সিদ্ধান্ত ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের
চাণ্ডায়ণ, ক্ষত্রিয়ের কুচ্ছ, এবং বৈশ্যের কুচ্ছার্ক
(প্রায়শ্চিত্ত), ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত । ২।
রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও
ভিন্ন এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত
হইয়াছে । ৩। যখন অন্ত্যজদিগের গৃহে তাহা-
দিগের ভাণ্ডস্থিত পর্য়ুষিত জল পান করিবে,
তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে (অথবা যখন অন্ত্যজ-
দিগের গৃহে পর্য়ুষিত ফল বা তত্ত্বাণ্য যৎ-
কিঞ্চিৎ ভোজ্য বা তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত জল
পান করিবে তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে) । ৪।
(শ্রোতা ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) যদি
চাণ্ডালের রূপ বা ভাণ্ডস্থিত জল অজ্ঞান
পূর্বক পান করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের
(পানকর্তাদিগের) মধ্যে বর্ষে বর্ষে কিরূপ
অর্থাৎ কোন বর্ষের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? ৫
উত্তর;—ব্রাহ্মণ সাতপন করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজা-
পত্য, বৈশ্য অর্ধ-প্রাজাপত্য করিবে এবং শূত্রের
প্রতি পাদকুচ্ছ ব্যবস্থা দিবে । ৬। ব্রাহ্মণ,
অজ্ঞানতঃ রজকাদি অন্ত্যজ জাতির জল পান
করে ত, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পর দিন
পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে ।
ব্রাহ্মণ, কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণস্পৃষ্ট হইলে
আচমন করিয়াই শুদ্ধি লাভ করিবে । ৮।
ব্রাহ্মণ কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট ক্ষত্রিয় কর্তৃক স্পৃষ্ট

হইলে, দান, জপ করিবে এবং দিনার্দ্ধ উপ-
বাসে শুদ্ধ হইবে । ৯। বিজ, উচ্ছিষ্ট বৈশ্য,
কুচ্ছর বা উচ্ছিষ্টশূত্র কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক
অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান
করিলে শুদ্ধ হইবে । ১০। যে ব্যক্তি, অহ-
চ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিলেও দান করিতে
হয় সে, যদি উচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করে, তাহা
হইলে স্পৃষ্ট ব্যক্তি প্রাজাপত্য করিবে । ১১।
ইহার পর নীলীবস্ত্রের বিধি বলিব । জী-
সন্তোগার্থ শয্যায় শয়ন কালে তাহা পরিধান
করিলে দোষ হইবে না । ১২। ব্রাহ্মণ, নীলী-
রক্ষণ—নীলীবিজ্ঞয় ও তদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ
করিলে, বিশেষ পানী হইবে; তদনন্তর, তিন
প্রাজাপত্য করিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয়
। ১৩। নীলীবস্ত্র ধারণ করিলে সেই নীলীবস্ত্রধারীর
দান, দান, জপ; হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ,
এবং এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাবজ্র বৃণা হয় । ১৪।
যদি অজ্ঞানত নীলীরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র ধারণ
করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাসী
থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে, তাহাতে শুদ্ধি-
লাভ করিতে পারিবে । ১৫। যদি ব্রাহ্মণের
অনবধানতাপ্রযুক্ত নীলীকাষ্ঠ দ্বারা শরীর
ক্ষত হয় ও তাহাতে শোণিত দেখা যায়, তাহা
হইলে সেই বিজ চাণ্ডায়ণ করিবে । ১৬। যদি
বিজ, নীলীকাষ্ঠের অগ্নিতে পকু অন্ন ভোজন
করে, তাহা হইলে ভুক্তান্ন বমন করিয়া পঞ্চগব্য
পান করিলে শুদ্ধ হইবে । ১৭। বিজাতি অসাব-
ধান হইয়া অজ্ঞানতঃ নীলী তক্ষণ করিলে,
ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ষেরই চাণ্ডায়ণ কর্তব্য । ইহাই

নিয়ম। ১৮। নীলীরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন আনীত (হইয়া প্রদত্ত) হয়, দাতা তাহার কলভাগী হ'ন না এবং সেই অন্ন ভোক্তাও মাত্র পাপ ভোজন করে। ১৯। নীলীরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন পাক করা হয়, তাহা ভোজন করিলে ব্রাহ্মণেরা একদিন উপবাস করিবেন। ২০। যে নারী, ভর্তার মৃত্যু হইলে, নীলীবস্ত্র পরিধান করে, তাহার ভর্তা নরকে গমন করে, অনন্তর, সে নারীও নরকগামিনী হয়। ২১। নীলী উৎপন্ন হওয়ার যে ক্ষেত্র দূষিত হইয়াছে, তাহাতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা বিজগণের অভোজ্য; ভোজন করিলে চাত্মাশ্রয় করিতে হয়। ২২। এই স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে নীলী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে দেব-স্রোণীধনন, বৃষোৎসর্গ, যজ্ঞ বা দানের স্থান করিবে না, কারণ ঐ ভূমি দূষিত হইয়া গিয়াছে। ২৩। যে স্থলে নীলী বপন হইয়াছে, সেই ভূমি দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত অগুচি, তৎপরে গুচি হইয়া থাকে। ২৪। অতিরিক্ত ভোজন করাইতে, পান করাইতে, বা ঔষধাদি সেবন করাইতে এবং এইরূপ ব্যাপারে যে সকল গো ঔণত্যাগ করে (তাহাদিগের বধজনিত পাপক্ষমার্থ) একপাণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২৫। যেখানে গাভী ঘণ্টা প্রভৃতি অলঙ্কারের দোবে হত বা আহত হয়; সেখানে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, কেননা, সেই ঘণ্টাদি আভরণ-দান গাভীর ভূষণের স্তম্ভই—করিয়াছিল। ২৬। সহজরূপে গাভী বশীভূত করিতে না পারায়, দমন, বন্ধন, রোধ, অবঘাত বা অন্য কোনরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপারে ঐ গাভীর মৃত্যু হইলে, পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২৭। অশুভ পর্বেয় ভ্রাতৃ মূল, প্রমাণে এক বাহ (এক বাউ) দীর্ঘ এবং গল্পবৎ অগ্রযুক্ত (বৃক্ষশাখাকে) দণ্ড বলা যায়। ২৮। যদি এই উক্ত দণ্ড হইতে বস্ত্র গুরুতর মূলাগাদি যায়, গাভীকে প্রহার করে ত বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে এবং বহু পুরুষে মিলিত হইয়া একটী গাভীকে বধ বা আঘাত করিলে ত্রিচিহ্ন প্রায়শ্চিত্তের বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৯। গাভীর শূক ভজ,

অস্থি ভজ বা চর্শ্ব কর্তন করিলে দশ দিন যাবৎ কুজ্বলিত করিবে; যদি তাহার মধ্যে মৃত্যু হয়; (তাগ না হইলে ইহা হইতেও গুরু-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে)। ৩০। গোমূত্র-মিশ্রিত যাবক ভোজন করিবে, ইহাই হিত-জনক কুজ্ব; ইহা অস্তিরার মত। ৩১। অসমর্থ ব্যক্তির কিম্বা বালকের পিতা বা গুরু, তাহার হইয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, তদ্বারা তাহার অর্থাৎ ঐ অসমর্থ বা বালকের পাপ বিনষ্ট হইবে। ৩২। যাহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম (এইরূপ বৃদ্ধ), ষোড়শ বর্ষ হইতেও অল্পবয়স্ক বালক, স্ত্রীলোক এবং উৎকট-রোগীর অর্ধ প্রায়শ্চিত্তে অধিকার। ৩৩। গাভী ঘটি দ্বারা আহত হইয়া মুচ্ছিত বা পতিত হইলে, (আঘাতকারী পুরুষের) গুহ্মজনক প্রায়শ্চিত্ত, অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ। ৩৪। রজহলা নারী, চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজঃকাল (রজোদর্শনের প্রথম দিন হইতে চার দিন) অতিবাহিত হইলে, প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য করিবে, অতিবাহিত না হইলে, কদাচ উহা করিবে না। ৩৫। রোগপ্রযুক্ত নারী-দিগের যে অতিশয় (অর্থাৎ রজঃকালের পরেও) রজঃ প্রবৃতি হয়, তদ্বারা তাহার অগুচি হইবে না, কেন না, তাহা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক নহে। ৩৬। যে পর্যন্ত রজঃ প্রবৃতি হয়, অর্থাৎ তিন দিন, তাবৎ স্ত্রীলোক সদাচার (শুভ্র) নহে। রজো নিবৃতি হইলে (চতুর্থ দিবসে) ঐ স্ত্রী, গৃহকার্য্য ও ইঞ্জিরকার্য্যে ব্যবহার্য্য। ৩৭। রজোদর্শনের প্রথম দিনে রজহলা স্ত্রী চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্ম-ঘাতিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকল দিনে চাণ্ডালী প্রভৃতির ভ্রাতৃ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। চতুর্থ দিনে পবিত্র হইবে। ৩৮। রজহলা, কুত্বর বা শূক কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক দিন উপবাস করিয়া পঞ্চমব্য পান করিলে, গুহ্ম লাভ করিবে। ৩৯। পতি পুত্রী বতক্ষণ শয্যাতে অবস্থিত করে, ততক্ষণ, এই উত্তরেই অপবিত্র থাকিবে। অনন্তর, নারী শয্যা হইতে উত্থান করিলে, পবিত্র হইবে, কিন্তু পুরুষ তথাপি অগুচি থাকিবে। ৪০। কাংক-পাত্রে জল

লইয়া তদ্বারা কুলকুচা বা পাদপ্রক্ষালন করিবে না। তন্ময় দ্বারা কাংস্ত শুদ্ধ এবং অন্ন সংযোগে তাত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪১। নারী, রজোদর্শন দ্বারা শুদ্ধ হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যে সকল মানস পাপ হয় প্রতিরজোদর্শনে তাহা বিদূরিত হইয়া থাকে এবং বাল্যাবস্থায় যে অপবিত্রতা থাকে, প্রথম রজোদর্শনে তাহা বিনষ্ট হয়। স্রোতঃ দ্বারা নদী শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ নদীতে স্রোত আছে বলিয়া বিষ্ঠাদি দ্বারা তাহার জল অপবিত্র হয় না, অত্যন্ত দূষিত প্রস্তরাদি পাত্র ছয় মাস ভূমিতে নিষ্কিপ্ত করিয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়। ৪২। গবাস্রাত কাংস্ত, যে সকল পাত্র শূদ্রোচ্ছিষ্ট তৎসমুদয় ও কাকোচ্ছিষ্ট কাংস্ত পাত্র, দশ দিন তপ্ত প্রোষিত হইলে, শুচি হইবে। ৪৩। বায়ু ও চন্দ্র সূর্য্য কিরণস্পর্শে রজত স্রবণের শুদ্ধি হয়। ৪৪। মেঘ লোম নিষ্পিত বস্ত্র (কম্বলাদি) রেতঃস্পৃষ্ট বা শবদি স্পৃষ্ট হইলেও অপবিত্র হইবে না। তবে ঐ কম্বলাদির যে অংশে রেতঃস্পর্শ বা শবস্পর্শ হইবে সেইটুকু অংশ, জল ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন করিবে, সমস্ত তাহাতেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৫। ব্রাহ্মণ, অত্রাহ্মণের (শূদ্রের) শুক্রাম (চিপিটকাদি) ভোজন করিলে, সপ্তাহ ব্রত করিবে। ব্যক্তনযুক্ত অন্ন অর্দ্ধ মাসে জীর্ণ হয়। ৪৬। হৃৎ ও দধি এক মাসে, দ্বত ছয় মাসে, (জীর্ণ হয়) তৈল, এক বৎসরেও উদরে পরিপাক পায় কি না সন্দেহ; (অপবিত্র অন্ন ভোজনে প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে বমন বিধি আছে সুতরাং কত দিনের মধ্যে হইলে বমন করা যায়, ইহা জানাইবদের জ্ঞাত, জীর্ণ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে)। ৪৭। যে ব্যক্তি নিরস্তর একমাস শূদ্র ভোজন করে, সে, শূদ্র প্রাপ্ত হয় এবং শূদ্রের গরে কুকুরঘোনি প্রাপ্ত হয়। ৪৮। শূদ্রামভোজন, শূদ্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্র থাকা এবং শূদ্রের নিকট হইতে কোন রূপ আনোপার্জন, ব্রহ্মভেজঃস্পর্শ ব্রাহ্মণকেও পত্তিত করে। ৪৯। শূদ্র প্রণাম না করিলেও যে (ব্রাহ্মণ) তাহাকে আশীর্বাদ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই নরকে গমন করে। ৫০। (সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যু হইলে)

ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিনে, বৈশ্য, এক পক্ষে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ৫১। যে অগ্নিহোতী ব্রাহ্মণ, শূদ্র ভোজন করে, তাহার আত্মা, বেদাধ্যয়ন এবং গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক তিন অগ্নি—এই পাঁচটা বস্তু বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ আপনি পত্তিত হয়, সুতরাং বেদাধ্যয়ন ও অগ্নিকার্য্যে অধিকার থাকে না। ৫২। যে দ্বিজ শূদ্র-ভোজী হইয়া পুত্র উৎপন্ন করেন, সেই দ্বিজের উৎপাদিত সেই সকল পুত্রগণ প্রকৃত পক্ষে যাহার অন্ন, তাহারই; কেন না, অন্ন হইতেই শুক্রের উৎপত্তি। ৫৩। অসাবধানতাবশতঃ শূদ্র-স্পৃষ্টজলাদি, উচ্ছিষ্ট বস্তু এবং কোন বস্তু এক পাণি দ্বারা যেন দ্বিজকে না দেয়, ইহা আপত্তম্ব মুনি বলেন। ৫৪। ব্রাহ্মণের অন্ন সকল দিনেই ভোজন করা যায়, ক্ষত্রিয়ের পরোপলক্ষে, বৈশ্যাদিও আপেক্ষাকালে খাওয়া যায়; কিন্তু শূদ্র কখনই ভোজ্য নহে। ৫৫। ব্রাহ্মণ-ভোজনে দরিদ্রতা (বাচঞা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত নহে এইজন্য বাচঞা করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাও উচিত নহে, ইহা জানাইবার জ্ঞাত উক্ত রূপ কথিত হইল) অথবা ব্রাহ্মণ-ভোজনে অদরিদ্রত (সম্পত্তি) হয়। ক্ষত্রিয়-ভোজনে পশুবৎ মূর্খ হয়, বৈশ্য ভোজনে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়, আর শূদ্র ভোজনে নিশ্চরই নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৫৬। ব্রাহ্মণ অমৃত, ক্ষত্রিয় হৃৎ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, বৈশ্য অন্নমাত্র, এবং শূদ্র নিশ্চরই রক্ত। ৫৭। মনুষ্যের পাপ, তাহার অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, অতএব যে বাহার অন্ন ভোজন করে, সে, তাহার পাপ ভোজন করিয়া থাকে। ৫৮। যদি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ অশৌচী ব্যক্তির জল পান বা অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে পীতভুক্ত বস্ত্র উল্লীর্ণপূর্ব্বক আচমন করিয়া, জলে অবতরণপূর্ব্বক অবগাহন করিবে, অনন্তর বারুণমন্ত্র জপ করিবে, এইরূপ করিলে নিজকার্য্যে অধিকারী হইবে। ৫৯। ৬০। অগ্নিহোত্রের অগ্নি যে গৃহে থাকে, সেই গৃহে, গাজীর গোষ্ঠে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে দ্বাহারকালে, এবং জপকালে, পান্ধিল ত্যাগ

কর্তব্য । ৬১। যে ব্যক্তি পাঁচকানন (খড়ম) পারে দিয়া, অগ্নিগৃহ, গাভীগোষ্ঠ, দেবগৃহ ও ব্রাহ্মণের গৃহ, আহার গৃহ, এবং জপগৃহ এই পঞ্চগৃহে গমন করে, ধার্মিক রাজা তাহার পালক্য ছেদন করিয়া দিবেন। ৬২। অগ্নি-হোত্রী, উপস্বী, শ্রোত্রিয় এবং বেদ-পারগ ইহারা খড়ম পারে দিয়া তথায় বাইতে পারিবেন, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকেই বঞ্চিত করিবেন। ৬৩। জাতকর্ষ অবধি চূড়া পর্যন্ত সংস্কার হইলে, তাহার নবপ্রাণে এবং চূড়াকরণ হওয়ার পর, অবশ্য কর্তব্য, নবপ্রাণে অসপিণ্ডগণই পাত্রীয়ান ভোজন করিবেন অর্থাৎ জাতকর্ষের পরবর্তী নামকরণ সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়া পর্যন্ত যে কএকটি সংস্কার আছে, তাহার অন্ততম সংস্কারে সংস্কৃত মৃতবালকের পারলৌকিক কল্যাণকামনার তাহার পিতা প্রভৃতি দাহ ও প্রাণাদিকার্য্য করিতে পারে। একাধ্য কাম্য; তবে দুই বর্ষ অতীত হইলেই দাহ করিতে হইবে। ঐ মৃতবালকের নবপ্রাণে (নবপ্রাণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে) এবং উপনীত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অবশ্য কর্তব্য ঐ প্রাণে অসপিণ্ডগণ পাত্রীয় অন্ন ভোজনে অনধিকারী বস্তুতঃ এই বচনটি লিপিকর প্রামাণ্যবিত।

“জন্ম প্রভৃতি সংস্কারে বালস্তানন্ত ভোজনে।
অসপিণ্ডৈর্নভোক্তব্যং শ্মশনান্তে বিশেষতঃ ॥”

এই পাঠ, শুদ্ধ। ইহার অনুবাদ এই—
বালকের জাতকর্ষ প্রভৃতি চূড়াকরণ পর্যন্ত সংস্কারে (তদন্তর্ভুক্ত প্রাণের পাত্রীয় অন্ন) বিশেষতঃ শ্মশনান্তে অর্থাৎ নবপ্রাণাদিতে, (তদীয় পাত্রীয় অন্ন) অসপিণ্ডগণ ভোজন করিবে না। ৬৪। বাচক ব্যক্তির অন্ন হানি অস্থান পাত্র অপাত্র কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কেবল যাচঞাই যাহার কার্য্য, তাহাকেই বাচক বলা যায়) নবপ্রাণের পাত্রীয়ান, অশৌচাঙ্গ এবং ত্রীলোকের প্রথম গর্ভে অর্থাৎ গর্ভাবান পুংসবনাদির

অন্ন ভোজন করিলে, চন্দ্রারণ করিবে। ৬৫। যে কত্কা অস্ত্রের উদ্দেশে বাগানাদি হইয়া যাওয়ার পরে, অপরের সহিত বিবাহিতা হয় তাহার অন্নও ভোজন করিবে না; যেহেতু ঐ কত্কা পুনর্ভূ বলিয়া কীর্ণিত হইয়াছে। ৬৬। পুংসবন, সৌমন্তোরয়ন সংস্কার হইবার পূর্বেই যদি প্রথম গর্ভপ্রাব হইয়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় গর্ভে গর্ভসংস্কার করিবে, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে। মূলের বচনটি একটু কঠিন থাকায় তাহার অর্থ লিখিয়া দিতেছি যঃ পূর্বো গর্ভঃ অসংস্কৃতঃ সন্মুখাভিতঃ তন্মাদ্বিতীয়ে গর্ভে যো গর্ভসংস্কারঃ (কর্তব্যঃ) তেন (গর্ভপাত্রয়োঃ শুদ্ধিঃ) *। ৬৭। গর্ভ-বতী বতদিন দশ মাসের মধ্যে থাকিবে অর্থাৎ সন্তান প্রসব না করিবে, ততদিন রাজ্য প্রভৃতি সকলেই তাহার রক্ষা করিবেন; অন্যন্তর অত্যাচারি বিহিত হইতেছে। ৬৮। যে স্ত্রী স্বামীর নিরোগ লজ্জনপূর্বক প্রতিকুল-ভাবে অবস্থান করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না এবং ঐ স্ত্রীকে কামচারিণী বলিয়া জানিবে। ৬৯। যে নারী অপত্যবঞ্চিত (অটিকৃত) তাহার গৃহেও ভোজন করিতে নাই। যদি কেহ শাস্ত্রমর্যাদা উলঙ্ঘন করিয়া তাহার গৃহে ভোজন করে, সে পুংসবনকে গমন করিবে। ৭০। যে সকল বান্ধব, মোহে অভিভূত হইয়া স্ত্রীধন অথবা স্ত্রীলোকের বান ও বস্ত্র ব্যবহার করে, সেই সকল পাশিষ্ট, নরকে গমন করে। ৭১। ক্ষত্রিয়ের অন্ন (ভুক্ত হইলে) তেজ ও শূন্য (ভুক্ত হইলে) ব্রহ্মতেজ অগ্রহরণ করে। আর যে অশৌচাঙ্গ ভোজন করে, সে পৃথিবীর বাবদীয় মল ভোজন করিয়া থাকে। ৭২।

* কেহ কেহ বলেন,—গর্ভাবান, পুংসবন, সৌমন্তো-
রয়ন সংস্কার হইবার পূর্বে, যদি গর্ভপ্রাব হয় বা
সন্তান জন্মিত হয়, তাহা হইলে, তাহার দ্বিতীয় অর্থাৎ
পরবর্তী উপস্থিতকালে গর্ভসংস্কার অর্থাৎ ঐ সকল সংস্কার
হইবে।

যম-সংহিতা ।

অনন্তর, চতুর্দশের অবলম্বনীয় এই ধর্মের অন্তর্গত ধর্মশাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে। প্রারম্ভিকো-পদেশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ১। যাহারা জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধন, প্রেতজ্ঞা, (মহাপ্রস্থান গমন) অনশনব্রত, বিবপান, উচ্চস্থান হইতে পতন, প্রায়োপবেশন বা নিজকৃত শত্রুঘাতে ও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই, সেই সকল সর্বলোক পরিত্যক্ত প্রত্য-বসিত ব্যক্তিগণ চান্দ্রায়ণ অথবা দুই তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিলে বিগুহ হইবে। ২। ৩। যাহারা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগের ইহকালও নাই, পরকালও নাই, সেই পাপিষ্ঠগণ দুইটা চান্দ্রায়ণ ব্রত এবং ধেনু ও বুঘ দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৪। গোহত্যাকারীকে, ব্রহ্মহত্যাকারীকে বা উদ্বন্ধনমুতকে, দণ্ড করিলে, এবং উদ্বন্ধন মৃতের রজ্জুচ্ছেদ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত আচ-রণ করিবে। ৫। ব্রণসঙ্কত কুমি, হৃষ্টমক্ষিকা বা কুকুর কর্তৃক দষ্ট হইলে প্রাজাপত্যাদি ব্রত করিবে এবং যথাসক্তি তাহার দক্ষিণা দিবে। ৬। ব্রাহ্মণের মলবারে কুমি-দংশন-জনিত ব্রণ হইতে পুয় রক্ত নির্গত হইলে, সেই ব্রাহ্মণ, মৌজী হোম করিবে, তদ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। “ব্রাহ্মণস্ত ব্রণঘারে পুয়শোণিত সম্ভবে। কুমিরূপদ্যাতে” ইহা পাঠান্তর; ইহার অর্থবাদ এই—“ব্রাহ্মণের পুয় রক্তময় কতস্থানে কুমি উৎপন্ন হইলে”। ৭। কচ্ছিক বৈশ্র, শূত্র এবং অমূলোময় মূর্ধাবসিতাদি জাতি ইহার মধ্যে, যে, নিজ মলবার হইতে একত পক্ষে পুয় শোণিত নির্গর জানিয়াও আহার করে, সে, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ৮।

গ্রাসের পরিমাণ কুকুটাণ্ডের মত করিবে। ইহা হইতে পরিমাণাধিক্য হইলে, আহার-দোষে (চান্দ্রায়ণ অসিদ্ধ হওয়ার) সে ব্যক্তি বিগুহ হইতে পারিবে না। ৯। গুরুপক্ষে এক এক গ্রাস বাড়াইবে, কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস কমাইবে এবং অমাবস্যাতে ভোজন করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণের বিধি। ১০। সূরা ভিন্ন অপর মদ্য (খাজুর পানসাদি) পানের সহিত গোমাংস ভক্ষণ করিলে, অর্থাৎ সূরা ভিন্ন অপর মদ্য পান বা গোমাংস ভক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ বিনষ্ট হইবে। ১১। পাপকর্ত্তা যদি প্রারম্ভিত আরম্ভ করিয়া মরিয়া যায়, সে ব্যক্তি সেই দিনেই ইহলোকে ও পরলোকে বিগুহ হইয়া থাকে। ১২। অপালনাদি নিমিত্ত গোবধাদি পাপে পৃথগ্নবর্ত্তী এক ব্যক্তি যদি প্রারম্ভিত করিয়া শুদ্ধ হয়, তথাপি সেই সমস্ত অপরাধ (জাতি) স্পর্শযোগ্য নহে এবং তাহার নিদিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের আর অতোজ্য, তাহা-দিগের নিকট প্রতিগ্রহ অকর্ত্তব্য, তাহাদিগকে অধ্যাপনা করা নিষিদ্ধ এবং তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিবে না। তবে পরে সেই সকল জাতি এতানুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ১৩। ১৪। যাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষের নূন এবং পঞ্চবর্ষের উর্দ্ধ, (সে কোন পাপকর্ত্তা করিলে) তাহার গিতা, জ্ঞাতা বা অন্ত কোন ব্যক্ত, তাহার হইল প্রারম্ভিত করিবে। ১৫। যে, ইহা হইতেও অধিক বালক, তাহার অপরাধ নাই, পাপ নাই, স্তব্র্য তাহার রাজসও নাই, প্রারম্ভিতও নাই। ১৬। যাহার অস্মৃতি বর্ষ বয়ঃক্রম (এইরূপ বৃদ্ধ) যে বোড়ক

বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালক, জীলোক, এবং রোগী—ইহারা অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী। ১৭ বধন মূর্খ্য অন্তঃ গিয়াছেন, সেই সময়ে কোন কোন ব্যক্তি চাণালজী বা রজকজী স্পর্শ করিয়া ফেলিলে, ঐ সকল ব্যক্তির কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? যে জল দিবসে আনীত, তাহাতে রৌপ্য বা স্বর্ণ দিয়া সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি শুচি হইবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে। ১৮। ১৯। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র (অর্থাৎ ষাণ-দিগের সহিত পুরুষাত্মক্রেম বিশেষ মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে, তাহার) অর্দ্ধনীচী (যাহার সহিত আধাআধি ভাগ করিয়া লইয়া এক ধও জমিতে চাষ করা যায়) এবং যে আয়-সমর্পণ করে, শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। ২০। যে সকল মূর্খ ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, শূদ্রভোজ্য অন্ন ভোজন করে, সেই পাণেই তাহাদিগের প্রায়-শ্চিত্ত করার আবশ্যক হওয়ার প্রত্যেকেই চাক্ষুণ্য ব্রত করিবে। ২১। যে ব্যক্তি দাদশ বর্ষ বয়স্ক হইতেছে দেখিয়াও কজা অর্পণ না করে, ঐ পিতা, সেই কজার মাসে মাসে যে রজ হয়, সেই রক্ত পান করিয়া থাকে অর্থাৎ ততলা পানী হয় *। ২২। মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা কজা বা ভগিনীকে বিবাহ হইবার পূর্বে রজঃশলা (একাদশ বর্ষ বয়স্কা) হইতে দেখিলে, তাহার তিন জনেই নরকে গমন করে। ২৩। যে ব্রাহ্মণ মদমোহিত হইয়া সেই রজঃশলা কজাকে বিবাহ করে, সেই বৃষলীপতি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ ও পংক্তিভোজন নিষিদ্ধ। ২৪। বন্ধ্যাকে বৃষলী বলিয়া জানিবে, মৃতবৎসাও বৃষলী। আর শূদ্র ভাষী বৃষলী এবং কুমারী অবস্থায় রজ-বর্ণা নারীকে বৃষলী বলিয়া জানিবে। ২৫। বিজ, এক রাত্রি বৃষলীসেবনে যেপাপ কার্য

* গর্ভ হইতে গর্ভনা করিলে দশম বর্ষের শেষ মাসে কজার বয়স্কর হয় ১০ বৎসর ১০ মাস আর দুই মাস পর্যন্ত হইলেই গর্ভ দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কর হইবে, অন্ততঃ এই সময়—এই দশম বর্ষের শেষ মাসে দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কর হইল আর কি বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত,—ইহাই বলনের মর্ম।

করেন, তিন বৎসর প্রত্যহ তিক্কা দ্বিভোজন ও জপ করিয়া তাহার সেই পাপ বিনষ্ট করিতে হয়। সেই পাপ বিনষ্ট করিতে, প্রত্যহ তিক্কা দ্বিভোজন ও জপ করিলেও তিন বৎসর লাগে। ২৬। যে জী নিজ পতিকৈ পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষসঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহাকেই বৃষলী বলিয়া জানিবে; শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে * (মূলের দ্বিতীয় চরণের শেষে “বৃহস্পতিঃ” আছে তাহা না হইয়া “বৃষস্তুতি” হইবে)। ২৭। যে ব্যক্তি বৃষলীর মুখামৃত পান করিয়াছে, বৃষলীর নিষাসে দূষিত হইয়াছে ও তাহাতে সম্মান উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার আর নিকৃতি নাই। ২৮। খিত্রী, কুঞ্জী, কুনখী শ্রাবদন্ত (যাহার দন্ত স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ,) চিত্র-রোগী, হীনাস, অধিকাস, খল, পরদেষী, দুর্ভগ অর্থাৎ অতি কুরূপ ইত্যাদি ক্লীব, পাণ্ডী, বেদ নিন্দক, হৈতুক (কৃতার্কিক), শূদ্রযাজী, পতিতাদি-অযাজ্য-যাজী, অনবরত প্রতিলোভী, বাচক, বিষয়লোলুপ, শ্রাব-দন্ত (যাহার দুইটা দন্তের মধ্যে অতিদুষ্ক একটা দন্ত থাকে) চিকিৎসাব্যবসায়ী এবং অসদা-লাপী অর্থাৎ অসদ্বাক্ত প্রলাপী ইত্যাদি—ইহা-দিগকে শ্রাদ্ধে ও দানে যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে পাত্ৰাসনে বসাইবে না এবং দান করিবে না। ২৯। ৩০। দেবল ব্রাহ্মণ, বেতনভোগী, এবং বেদবিক্রয়ী ইহাদিগকেও তাহা হইতে যত্নপূর্বক ত্যাগ করিবে, যম;—এই কথা বলেন। ৩১। যৌহব্য (যাগ যজ্ঞাদি) কার্যে বা বা কব্যে (শ্রাদ্ধাদি) কার্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করে, অর্থাৎ যজ্ঞে ঋত্বিক, কব্যে পাত্রীর ব্রাহ্মণ করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণ মহর্ষিদিগের সহিত নিঃশব্দ হইয়া স্বস্থানে গমন করেন। ৩২। অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি ও শেষে বার্কিষিক দর্শন করিলে, পিতৃগণ নিঃশব্দ হইয়া গমন করেন (এতাবত ইহাদিগকে শ্রাদ্ধস্থলে আসিতে দেওয়া নিষেধ)। ৩৩। যে ভাষী ব্যাভিচারিণী

* ব্যাভিচারিণী ব্রাহ্মণী ও মূর্খী অপেক্ষা অপকৃষ্ট—ইহা জানাইবার জন্ম শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে, ইহা উক্ত হইল।

‘জাহাকে “মহিবী” বলা যায়, যে পতি জানিয়া
 তুমি পত্নীর সেই সকল দোষ ক্ষমা করে, সে,
 “মহিবিক” বলিয়া স্তুত হইয়াছে। ৩৬। যে
 ব্যক্তি কোন বস্ত্র উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া
 অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহার নাম বার্দ্ধ-
 বিক, সে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের নিকট নিম্নিত
 ১০৭। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকিবে, পাত্রীয়
 ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বন করিয়া ততক্ষণ ভোজন
 করিবেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য অন্নাদি—হবি’র
 গুণ কথিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণই ভোজন
 করিয়া থাকেন অর্থাৎ ততক্ষণই পিতৃগণের
 ব্রাহ্মণ ভোজন জনিত তৃপ্তি হয়। ৩৮। পিতৃ-
 গণ যতক্ষণ তৃপ্তি লাভ করিবেন, ততক্ষণ, হবি’র
 অর্থাৎ ঐ সমস্ত অন্নাদির গুণ কীর্তন করিবে
 না। পিতৃগণের তৃপ্তি হইলে পর অর্থাৎ শ্রাদ্ধ
 সমাপ্ত হইলে অন্নাদি উত্তম হইয়াছে বলিয়া
 প্রশংসা করিবে। ৩৯। মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ হা-
 কব্য কর্ম উপলক্ষে যতগুলি গ্রাস ভোজন
 করেন, পিতা সেই ব্রাহ্মণের শরীরস্থ হইয়া তত
 গুলি পিণ্ড ভোজন করেন। ৪০। উচ্ছিষ্ট
 দ্বিজ,—উচ্ছিষ্ট বস্ত্র, কুকুর, এবং শূদ্রকর্তৃক
 স্পৃষ্ট হইলে, এক দিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য
 পান করিলেই শুদ্ধ হইবে। ৪১। যতক্ষণ
 উত্তম ভোজন ও সুবর্ণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে
 সন্মানিত না করা হয়, ততক্ষণ কৃতপ্রায়-
 চিত্তেরও সেই পাপ বিনষ্ট হয় না। ৪২। যদি
 শরীর কাক, বলাকা এবং চিত্রপ্রভৃতি কর্তৃক
 বেষ্টিত হয়, অথবা অপবিত্র বস্ত্র লিপ্ত হয়,
 কিম্বা গায়ে ও মুখে অপবিত্র বস্ত্র সংপ্রাপ্ত
 হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ লেপাদি দ্বিত ব্যক্তির
 স্নান দ্বারা শুদ্ধি। ৪৪। হস্ত ভিন্ন নাভির
 উর্দ্ধ অঙ্গ যদি অপবিত্র বস্ত্র অর্থাৎ কাক
 বিষ্ঠাদি-সংযোগে দ্বিত হয়, তাহা হইলে,
 স্নান করিবে, আর নাভির অধোদেশ ঐরূপ
 দ্বিত হইলে, মুক্তিকা জল দ্বারা প্রক্ষালন
 (করিবে)। কেবল তদ্বারাই উর্দ্ধ ও অধঃ অঙ্গ
 শুদ্ধ হইবে। ৪৫। রেতঃ সূত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি
 (অভ্যঙ্গ) অপের ও অলঙ্কার বস্ত্র তক্ষণে
 ক্রিয় প্রাপ্তি হইবে। ৪৬। পশুপত্র,
 উত্তরপত্র, বিধপত্র, কুশ, অশ্বপত্র এবং
 শূলপত্র মাত্র এই সকল বস্ত্র কাথ জল

ছয় দিন পান করিলে বিগুহ হইবে। ৪৭।
 প্রত্নজা ও অগ্নিতে সূত্র না হওয়ার যে বিপ্র
 প্রভাবসিত হইয়া অনাহিতাগ্নি হয় ও
 গৃহস্থ্য করিতে ইচ্ছুক হয়, সে, তিন প্রাজাপত্য,
 তিন চাক্ষায়ণ করিবে এবং কথিত জাত-
 কর্মাদি সংস্কার দ্বারা পুণঃ সংস্থত হইবে।
 ৪৮। ৪৯। তুলিকা, উৎধান, পুষ্প ও রক্তাঘর
 যোজ্য শুকাইয়া জল ছিটা দিলেই শুচি হইবে।
 ৫০। দেশ, কাল, আত্মা, জবা, জব্য-
 প্রয়োজন, উপপত্তি ও অবস্থা বুঝিয়া ধর্ম্মাচরণ
 করিবে। ৫১। পথ, কর্মম, জল, মোকা,
 দৌহময় বস্ত্র, তৃণ ও ইষ্টকরচিত গৃহ বায়ু এবং
 সূর্য্য রশ্মি সম্পর্কে শুদ্ধি লাভ করে। ৫২।
 পীড়িত ব্যক্তির অশুচি বস্ত্র স্পর্শাদি প্রযুক্ত
 স্নান করা আবশ্যক হইলে, সূত্র ব্যক্তি দশ-
 বার স্নান করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে, তাহা
 হইলেই পীড়িত ব্যক্তি শুদ্ধি লাভ করিতে
 পারিবে। ৫৩। রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত,
 মেদ এবং ভিন্ন এই সপ্ত জাতি অন্ত্যজ বলিয়া
 স্তুত হইয়াছে। ৫৪। ইহাদিগের জীতে উপগত
 হইলে, তপস্কল্প ত্রত করিবে*। ৫৫। রজ-
 শ্বলা জীদিগের পরস্পর স্পৃষ্টা স্পৃষ্টি (ভোঁয়া
 ছুঁরি) হইলে তাহাদিগের বর্ণে বর্ণে ক্রিয়
 প্রাপ্তি শুদ্ধি বিহিত হইয়াছে। ৫৬। রজশ্বলা
 জী, যে সগোত্রা, সতর্জকা, রজঃশ্বলাকে জানতঃ
 বা অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিলে সেই রজঃশ্বলা ও
 স্পর্শকারিণী রজঃশ্বলা যথাসময়ে স্নান করিয়া
 শুদ্ধি লাভ করিবে। ৫৭। রজঃশ্বলা ব্রাহ্মণী ও
 রজঃশ্বলা শূদ্রা পরস্পরের স্পর্শ হইলে, পূরী
 অর্থাৎ ব্রাহ্মণী এক প্রাজাপত্য দ্বারা, ও শূদ্রা
 পানকল্প দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। ৫৮।
 রজঃশ্বলা ক্রিয় ও রজঃশ্বলা শূদ্রা পরস্পর
 পরস্পরকে স্পর্শ করিলে, পূরী অর্থাৎ ক্রিয়
 পানোদ্য প্রাজাপত্য ও উত্তর অর্থাৎ শূদ্রা
 পানকল্পের অভ্যন্তর করিবে। ৫৯। রজঃশ্বলা
 বৈভা ও রজঃশ্বলা শূদ্রা পরস্পর পরস্পরকে
 স্পর্শ করিলে, পূরী (বৈভা) পানকল্প এবং
 উত্তর তদর্ক অর্থাৎ পূরীকর্তার অঙ্গ, কল্প
 পারের এক পান প্রাপ্তি করিবে। ৬০।

* আলিঙ্গনাদি যম সাত্ত উপত্যগ এই গ্রাম-
 কিত্ত জানিবে।

রজস্বলা নারী কুকুর, ছাগ, শূণাল, বা গর্ভভকর্ষক স্পৃষ্ট হইলে যথা-সময়ে ততদিন উপবাস করিবে এবং স্নান করিবে, তদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবে অর্থাৎ যেদিন কুকুরাদি স্পর্শ হইবে, সেই দিন হইতে, রজোদর্শনের চতুর্থ দিন পর্যন্ত গণনা করিলে, যে কএক দিন হয়, সেই কয় দিন উপবাস করিবে যথা—রজোদর্শনের প্রথম দিনে ঐ সকল স্পর্শ হইলে, চার দিন উপবাস, দ্বিতীয় দিনে হইলে তিন দিন উপবাস ইত্যাদি। রজস্বলা-সম্বন্ধে যেহাযে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে ও হইবে, তাহার একটা বিধ—এই যে ঋতু-দর্শনের চতুর্থ দিবসে স্নানাদি করিয়া তৎপর দিনে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; সুতরাং যে ঋতু প্রথম দিনে কুকুরাদি স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ঋতুর প্রথম দিন হইতে চার দিন উপবাস করিতে হইবে ও স্নান করিবে ইত্যাদি যথাসম্ভব জানিবে। ৬১। কতগুলি চাণাল, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিয়া ফেলিলে ঐ রজস্বলার প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে এবং অরজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিলে ঐ নারী শতবার প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৬২। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মিকালে রজস্বলা বা পতিত কর্ষক স্পৃষ্ট হইলে, ঐ ব্রাহ্মণকে দিবসে-অর্থাৎ জল দ্বারা অধি-সমীপে স্নান করাইবে। ৬৩। দিবসে সূর্য্য-কিরণ সম্বন্ধে, ব্রাহ্মিতে নক্ষত্রালোকসংযোগে, এবং উভয় সন্ধ্যাতে, সন্ধ্যার সম্বন্ধে কিরণে, এইরূপে সর্বদাই—জল পবিত্র। ৬৪। যে দ্বিজ আশ্রম সময়ে কখনও স্পৃষ্ট জল পান করে, সে, স্পৃষ্ট সুরাপানী হয় অর্থাৎ তাহা সুরাপানের সমান পাপজনক, ইহা যমের বচন। ৬৫। খাত, বাগী, কূপ, পায়ণ প্রহার শত্রুঘাত, ষষ্ঠ্যঘাত, মৃৎপিণ্ডপ্রহার, গোষ্ঠ, রোধান, বন্ধন, স্থাপিত পুকুরে (খোঁয়াড়) কাঠ, বৃক্ষ, রোমসম্বন্ধে অর্থাৎ যে বিষয়স্থানে কোনরূপে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর নির্গত হইবার যোগ থাকে না, বন্ধন এবং বস্ত্র জোমাকে বলিষ্ঠাঙ্কি কে ইহার গাভীর প্রথম প্রসাদ দান (অর্থাৎ ইহার গাভী মরণের প্রধান কারণ)

ইহার মধ্যে যেখানে বা যে কারণে গাভী মৃত্যু হউক না কেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ৬৬—৬৮। কাঠপ্রহারে মরিলে প্রাজাপত্য, পায়ণঘাতে মরিলে তাহার পুরোক্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। খাতে পড়িয়া মরিলে অর্ধকুর্জ, বৃক্ষপতনে মৃত্যু হইলে, পাদকুর্জ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ৬৯। শত্রুঘাতে মরিলে তিন প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, ষষ্ঠ্য-প্রহারে দুই প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৭০। বস্ত্রবন্ধ হইয়া গাভীর মৃত্যু হইলে, এক প্রাজাপত্য, সেই গোহত্যাকারী এইরূপে গুচ্ছি লাভ করিবে, যে নদী বা কান্ডারের নিকটে গাভী সকলের মধ্যে (প্রায়শ্চিত্ত অবস্থায়) কালাতিপাত করিবে। ৭১। প্রথম পাদে রোম, দ্বিতীয় পাদে রোম ও শাশ্রু, তৃতীয় পাদে শিখাভিন্ন মস্তকের কেশ, (রোম ও শাশ্রু) চতুর্থ পাদে শিখাপর্ধ্যস্ত বপন করিবে। ৭২। কিন্তু জ্বালোকদিগের মস্তক মুণ্ডন করিবে না, জ্বাতি গবাসুগমন করিবে না, রাজিকালে গোষ্ঠে বাস করিবে না এবং বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিবে না। ৭৩। সকল কেশ উদ্ধত করিয়া ত্যাগ হইতে দুই চক্ষুলিকেশ ছেদন করিবে, নারাদিগের কেশ মুণ্ডন এইরূপ সূত্ৰ হইয়াছে। ৭৪। জন্ম ও মৃত্যু এই উভয় হইতেই অশোচ হয়; কিন্তু পাপলিপ্ত ব্যক্তির (মরণে) অশোচ হইবে না। ৭৫। সন্ধ্যাকালে চারিটা কার্য ত্যাগ করিবে, যথা;—আহার, মৈথুন, নিজ্রা, (এই তিন) আর চতুর্থ—স্বাধ্যায়। ৭৬। সে সময়ে আহার করিলে ব্যাধি হয়, মৈথুন করিলে তাহাতে যে গর্ভ হইবে তাহা অত্যন্ত ক্রুর স্বভাববিশিষ্ট হয়। নিজ্রা হইলে লক্ষী থাকে না এবং স্বাধ্যায় করিলে নিশ্চয় মরণ হয়। ৭৭। (যম প্রোক্তাধিক্যে বলিতেছেন যে) হে বিজ্ঞপ্রেষ্ঠ! কিরূপে হিত হইয়া থাকে, তদ্বিবরণে অনভিজ্ঞ বর্ণ-দিগের হিতকামিন্য আমি এত শাস্ত্র বলিষ্ঠাঙ্ক সাবধান হইয়া অবধারণ কর। ৭৮।

আপস্তম্ব-সংহিতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

দূষিত বর্ণ সকলেরহিতের জ্ঞাত আপস্তম্বীয় প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় আত্মপুর্নিক অমুসারে বলিতেছি। সকল মুনিগণ সমবেত হইয়া, পর-পরবাদ-নিবৃত্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ নির্জনে পূত প্রদেশে নিষয় আশ্রয়-বিদ্যা পরায়ণ একাগ্রচিত্ত, শাস্ত, সমুত্তমাবলম্বী যোগীশ্রেষ্ঠ আপস্তম্ব ঋষিকে বলিতে লাগিলেন;—হে ভগবান্! মানব সকল ধর্ম কার্যের পথে অবস্থিত থাকিয়া যদি (কোন রূপে) অসৎ কার্য করে, অথবা অসৎ পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহা-দিগের নিস্তারোপায় বলুন। যে হেতু, গবাদি পালন, আপৎকালে কৃষিকার্য (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আপৎকালে এবং বৈশ্যের পক্ষে নহে, ও ব্রাহ্মণামন্ত্রণ গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। অনাথ ব্যক্তিকে দান করা, ব্রাহ্মণাদিকে ঔষধ সেবন করান, বাগকের স্তম্ভ পানাদি এবং রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। এই রূপ করিতে যাইলে অনিচ্ছায় অনবধানতা-বশতঃ গবাদির যদি কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে হে ভগবান্! সেই পাপ হইতে নিস্তারোপায় আমাদিগকে বলুন। আপস্তম্ব (মুনিগণ কর্তৃক) এইরূপ উক্ত হইয়া কণকাল ধ্যান করিয়া প্রণাম-নতশিরা ঋষিগণকে অব-লোকন পূর্বক এই মুনিশ্চিত্ত বিষয় বলিতে লাগিলেন;—বাত্তকদিগকে স্তম্ভপানদিকরাইতে, ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণে বা চিকিৎসাতে প্রাণ বিপত্তি ঘটিলেও দোষ নাই। গবাদির রোগাদি হইলে (তাহার চিকিৎসাদি করিতে প্রাণ বিপত্তি হইলে) প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি, কিন্তু

রোগে প্রাণ-রক্ষক ঔষধ প্রয়োগে কখনই দোষ হয় না। ইহা কেহ কেহ বলেন। ঔষধ, লবণ, স্নেহ জ্বা, পুষ্টিজনক জব্য ভোজন এবং অন্ন ভোজন প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার্থ,—(সুতরাং ইহা প্রদান করায় প্রাণ বিপত্তি ঘটিলেও) প্রায়শ্চিত্ত নাই। (কিন্তু ইহাও অতিরিক্ত বিবেনা। যথাসময়ে উপযুক্ত মতে দিবে, অতিরিক্ত প্রদানে মৃত হইলে ত্রুতই বিহিত আছে। তিন দিন উপবাস এক পাদে অর্থাৎ ত্রুতের এক চতুর্থাংশ তিন দিন অযাচিত ভোজনে একপাদ, তিন দিন নক্ত ভোজনে একপাদ আর তিন দিন দিবা-ভোজনে একপাদ। এই চার পাদে এক প্রাজাপত্য। (তিন দিন) একভক্ত (তিন দিন) নক্ত এবং দ্বাদশ দিনের অর্দ্ধ অর্থাৎ তিন দিন অযাচিত ভোজন ও তিন দিন উপ-বাস এই ছয় দিন,—মোট দ্বাদশ দিন সাধ্য ত্রুত নক্ত বর্জিত হইলে পাদোন হইয়া থাকে। * শূদ্র (পাদ প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হইলে) এক-ভক্তরূপ পাদ ত্রুত করিবে, বৈশ্যের পক্ষে তিন দিন নক্ত ভোজনরূপ পাদ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে (তিন দিন) অযাচিত ভোজনরূপ পাদ এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে তিন দিন উপবাসরূপ পাদ ত্রুত করিতে ব্যবস্থা দিবে। গাভীর-আহার প্রচার বা নির্গমের প্রাতি-

* ইহাও এক ভক্ত এবং নক্ত বর্জিত হইয়া দ্বাদশ-দিনার্দ্ধ (অর্থাৎ ছয় দিন সাধারণত—অযাচিত ভোজন ও উপবাস করিলে বর্জিত হয়) আর কেবল নক্ত বর্জিত, হইলে পাদোন হয়। এরূপ অর্ঘ্য হইতে পারে।

বদ্ধতা করিয়া মৃত্যু-নিমিত্ত হইবে, একপাদ ব্রত করিবে; অথবা বন্ধন বা অকালবন্ধন করিয়া মৃত্যু নিমিত্ত হইলে দুই পাদ করিবে; হনশকটাদি যোজনে অতিশয় বহনাদি করা-ইয়া মৃত্যু নিমিত্ত হইলে, পাদোনব্রত এবং দণ্ড নিপাতনে সম্পূর্ণ ব্রত করিবে। ঘণ্টাদি আভরণ দোষে যেখানে গাভীর প্রাণত্যাগ হয়, সেখানে অর্দ্ধ ব্রত করিবে; যেহেতু তাহা ভূষণের জন্ত কৃত হইয়াছে। (গাভী বন প্রতিষ্ট হইয়া ঘণ্টা জড়িত-লতাাদি দোষে মৃত্যু হইলে এই প্রায়শ্চিত্ত) শক্তি অপেক্ষা না করিয়া দমন, নিরোধ, যুগ্মধ্যে অবস্থাপন, হনশকটাদি যোজন, স্তম্ভ, শৃঙ্গল এবং রজ্জু এই সকল নিমিত্তে মৃত্যু হইলে পাদানব্রত করিবে। প্রস্তর, মৃদার, অত্যাশ্রয় দ্বারা বল-পূর্বক যে সকল ব্যক্তি গো হত্যা করে, তাহা-দিগের পূর্বোক্ত ব্রত সম্পূর্ণরূপে কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণ, প্রজাপত্য ব্রত সম্পূর্ণরূপে করিবে; ক্ষত্রিয় একপাদহীন প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রতের অর্দ্ধ করিবে; শূদ্র প্রাজাপত্যেব একপাদ করিবে। গাভী প্রসব করিলে পর, প্রথম দুই মাস ঐ গাভীর দুগ্ধ বৎসকে পান করাইবে; (দ্বিতীয়) দুই মাস হুইটীমাত্র স্তন দোহন করিবে; (তৃতীয়) দুই মাস একবেলা দোহন করিবে; তদনন্তর বধাকৃতি দোহন করিবে। প্রসবের পর, অর্দ্ধমাস মধ্যে দমন করিতে যদ্যপি গাভী বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সশিখ বপন করিয়া প্রাজাপত্য করিবে। অষ্টব্রহ্মযুক্ত লাঙ্গল ধর্ষিত লোকের কর্তব্য; জীবিতার্থিগণের ষড়্‌ব্রহ্মযুক্ত লাঙ্গল কর্তব্য; নৃশংসগণের চতুর্‌ব্রহ্মযুক্ত লাঙ্গল; গোহত্যাকারীদিগের ব্রহ্মযুক্ত লাঙ্গল। অত্যন্ত ভার অর্পণ দ্বারা কিম্বা অত্যন্ত দোহন দ্বারা ও নাসিকাতে সূত্র প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত নাসিকা ছিন্ন করিতে, নদী কিম্বা পর্কতে পতিত হইয়া যদ্যপি গোহত্যা হয়, তাহা হইলে একপাদহীন গোহত্যা ব্রত করিবে। নারিকেল-রজ্জু কিম্বা তাম্রনির্মিত রজ্জু, শরপত্রনির্মিত রজ্জু এবং চর্ম-বস্ত্র গো বন্ধন করিবে না; ঐ সকল রজ্জু দ্বারা বন্ধন হইলে, পদাধীন হয়। কুল

কিম্বা কাশনির্মিত রজ্জু দ্বারা দক্ষিণমুখ রাখিয়া যুবভকে বন্ধন করিবে, গোপণের পরিচর্যা করিতে চরণে অগ্নিস্পর্শ হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। রোধ করিতে কিম্বা বন্ধন করিতে আর চিকিৎসকের অনধীনতা জন্ত বিপরীত, ওষধ দ্বারা যদ্যপি গোসমূহের অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে গোহত্যা প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ ব্রত করিবে। শৃঙ্গভক্ত করিয়া কিম্বা অস্ত্রভক্ত করিয়া এবং লাঙ্গল ছেদন করিয়া সপ্তরাত্র কেবল দুগ্ধপান করিবে, দ্বিজগণ,—যত দিবস ঐ গো হস্ত না হইবে, তাবৎকাল গোসমূহ মিশ্রিত যাবক ভক্ষণ করিবে এই প্রায়শ্চিত্ত স্বয়ং উশনা ঋষি কর্তৃকও উক্ত হইয়াছে। দেবদ্রোণী কিম্বা বিহারকালে, কূপে পড়িয়া এবং গৃহে বন্ধনশূন্য হইয়া গো-গুণের মৃত্যু হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। একটি গো যদ্যপি বহুজন কর্তৃক বিনষ্ট হয়, ঐ সকল ব্যক্তি পৃথক ভাবে গোহত্যা প্রায়শ্চিত্তে এক এক পাদ ব্রত করিবে। ইহা এক ঘাতে মৃত্যু হইলে আনিবে। চিকিৎসার নিমিত্ত অঙ্কিত করিতে এবং মৃতগর্ভ মোচন করাইতে যত্ন করিয়াও যদ্যপি গো হত্যা হয়, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। যে স্থলে প্রায়শ্চিত্তের এক পাদ বিহিত হইবে, সে স্থলে লোমের সহিত নখাদি ছেদন করিবে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ বিহিত হইলে অশ্রু নখ লোম ছেদন করিবে; প্রায়শ্চিত্তের ত্রিপাদ বিহিত হইলে খন, লোম, অশ্রু এবং কেশ ছেদন করিবে। শিখাছেদন, করিবে না, নিপাতন করিলে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত তাহাতে শিখার সহিত নখ, লোম ও কেশ বপন করিবে। কিন্তু সখা ক্রীলোকের কর্তব্য প্রায়শ্চিত্ত স্থলে বি অঙ্গুল মাত্র কেশ ছেদন করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

শিশুর হস্তনির্মিত জব্য ও গ্রাম হইতে বহির্গত জব্য, স্ত্রী, শালক এবং বৃদ্ধগণের কৃত কার্যসমূহ এবং যাহার অপরিচ্ছিন্নতা দেখা যায় নাই, তাহা পবিত্র জ্ঞানিবে, অকাল দান

গৃহস্থিত, বনমধ্যে স্থিত, লাঙ্গল করিত ভূমস্থিত
 জ্যোতিষ, পুষ্করী হইতে বহিষ্কৃত খপাক এবং
 চণ্ডাল কর্তৃক অধিকৃত যে সকল জল তাহা
 পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে । ২ ।
 নিরন্তর বিস্তৃত যে দ্বারা, বায়ু দ্বারা আনীত
 অপবিত্র রেণু, স্ত্রী, বালক, এবং বৃদ্ধগণ
 এ সকল কখনই দৃষ্ট হইবে না । ৩ । নিজের
 শয্যা, বস্ত্র, পত্নী, সন্তান, কমণ্ডলু এ সকল
 পবিত্র; কিন্তু অন্যের হইলে অশুচি
 জানিবে। অস্ত্র কর্তৃক কৃত কূপ, তড়াগ
 প্রভৃতি জলাশয়ের জলে স্নান এবং তাহা
 পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে।
 উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, অশুচি দ্রব্য এবং বিষ্ঠার লেপ
 এ সকল যে জলদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ
 হইবে, সেই তোর কাহার দ্বারা শুদ্ধ হইবে?
 এই প্রশ্নের উত্তর—স্বর্ধাকিরণ সংস্পর্শ এবং
 বায়ু সংযোগে পবিত্র হইবে, কিংবা গোমূত্র
 এবং গোময় দ্বারা শুচি হইবে। অস্থি
 এবং চর্মযুক্ত হইয়া যে জল অপবিত্র হইবে,
 কিংবা গর্দিত অশ্ব এবং উষ্ট্রকর্তৃক যে জল
 দূষিত হইবে, সেই সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া
 বিস্কৃত করিতে হইবে, অথবা পরকথিতশোধন
 দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কূপস্থ জল যদ্যপি
 মূত্র, বিষ্ঠা এবং নিম্নজীবন দ্বারা দূষিত হয়,
 কিংবা কুকুর, শৃগাল, গর্দভ, উষ্ট্র এবং ব্যাড়া
 কর্তৃক অপবিত্র, হয় সেই কূপ হইতে সমস্ত
 জল উদ্ধৃত করিয়া সাতটি মৃত্তিকা পিণ্ড উদ্ধৃত
 করিবে। এবং পঞ্চগব্যযুক্ত মৃত্তিকা নিঃ-
 ক্ষেপ দ্বারা পবিত্র হইবে। এইরূপ কূপ-
 শোধন জানিবে। বাপী, কূপ, তড়াগ
 দূষিত হইলে তাহার শোধন নিমিত্ত একশত
 কুস্ত জল তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে
 পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে,
 শব স্পর্শ দ্বারা দূষিত কূপ হইতে জল
 পান করিয়া ব্রাহ্মণ কিপ্রকারে শুদ্ধ হইবে?
 ইহা আমার সংশয় হইতেছে, (ইহা
 সংহিতাকারের নিকট বিজ্ঞাসা) যে
 শবদেহ স্পর্শযুক্ত নহে, এবং অস্থি কিংবা
 মাংস বিস্তৃত হয় নাই, এতদূশ শব দ্বারা
 অপবিত্র কূপের জল পান করিয়া এক অহো-
 রাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য তক্ষণ করিয়া

পবিত্র হইবে। যে শব স্পর্শযুক্ত ও ভিন্ন
 হইয়াছে অর্থাৎ বাহার মাংসাদি পচিয়া
 পড়িতেছে তাদূশ শব দ্বারা অপবিত্র জলা-
 শয়ের জল পান করিয়া চাত্তারণ কিংবা তপ্ত
 কুচ্ছ ত্রুত করিয়া শুদ্ধ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় ।

অস্ত্রাজ জাতির গৃহে অজ্ঞানবশতঃ যে
 ব্যক্তি বাস করে, তাহা কাগাস্তরে সম্পূর্ণরূপে
 জ্ঞাত হইলে, দ্বিজগণ অমুগ্রহ করিলে পর,
 চাত্তারণ কিংবা পরাক ত্রুত দ্বারা দ্বিজগণের
 বিগৃহীত হইবে, শূদ্রের প্রায়শ্চিত্ত প্রজাপত্য
 ত্রুত জানিবে, শেষ কার্য অর্থাৎ দক্ষিণাদি
 প্রায়শ্চিত্ত অমুরূপ কর্তব্য। যে দ্বিজগণ,
 অস্ত্রাজ জাতির গৃহে পক্ষ অন্ন ভোজন
 করে, তাহাদিগের কুচ্ছ চাত্তারণ প্রায়-
 শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রদান করিবে, (ইহা
 অজ্ঞান ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত)। অস্ত্রাজ
 গৃহে পক্ষাভোজীগণের গৃহে বাহারা ভোজন
 করিবে, তাহাদিগের কুচ্ছ ত্রুতের এক পান
 প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিবে। ৩। শবদি স্পর্শ
 দ্বারা দূষিত যে সকল কূপ, তাহার জল পান
 করিয়া একাহ উপবাস করিয়া পঞ্চ গব্য
 পান করিবে। বালক, বৃদ্ধ, রোগী এবং
 গর্ত্তি—তাদূশ কূপের জল পান করিয়া নক্ত
 ত্রুত করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করিবে, বালক-
 গণ দুই প্রহর পর্যন্ত উপবাস করিয়া পঞ্চ
 গব্য ভোজন করিবে। যে ব্যক্তির অস্মৃতি
 বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে এবং যে বালকের
 ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রম ইহারা বিহিত
 প্রায়শ্চিত্তের অর্জ করিবে এবং ত্রীলোক ও
 পীড়িত ব্যক্তি অর্জ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
 একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রম যে বালক এবং
 যে বালকের পঞ্চম বর্ষের অধিক বয়স হই-
 য়াছে, শুদ্ধি নিমিত্ত তাহাদিগের কর্তব্য
 প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধ কিংবা স্নান করিবে।
 কলান্তর বলিতেছেন, কার্য করিতে উদ্যত
 হইয়া বাহাদিগের পীড়া হয়, তাহারা অন্ন ভাঙ্গা
 অবশিষ্ট কার্য করাইলে শুদ্ধ হইবে, বাহাতে
 কোন বিপদ না হয় তাহা কর্তব্য। যে

সকল ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদ্বিগের কোন কার্য করিতে ভোজন না করিয়া প্রাণ অপগত হইয়া যায়। তাহাদিগকে বাহ্যার অন্নদ্বারা রক্ষা করে না তাহারা সে পাপভাগী হয়। প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত কর্তব্য ব্রতাদির নিয়মিত কাল, ক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ হইলেই ব্রাহ্মণের অন্নমতি ব্যতিরেকেও শুদ্ধ হইবে, নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ না হইলেও ব্রাহ্মণগণ বদ্যাপি বলেন, কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতেই প্রায়শ্চিত্তার্থ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই জাতি কদাচিত্ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিবে না, প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণকে সম্পন্ন হইয়াছে ইহা বলাইবে, তাহাতেই কার্য সিদ্ধি হইবে। স্নান, কিংবা তার্থ গমন প্রভৃতি যে সকল কার্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইবে, সে সকল কার্যের ফল—যে ব্যক্তি করাইবে তাহারই হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

চণ্ডালের কূপ, কিংবা ভাণ্ডে যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ জল পান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতির চারিবিধের কি প্রকার বিহিত হইয়াছে? (ইহা প্রশ্ন)। ব্রাহ্মণগণ সান্তপন ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়গণ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; বৈশ্যগণ প্রাজাপত্যের অর্ধেক করিবে, শূদ্রগণ প্রাজাপত্যের একপাদ ব্রত করিবে। ভোজনানন্তর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় বদ্যাপি অজ্ঞানবশতঃ খপচ কিংবা চাণ্ডাল কর্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহার শোধন নিমিত্ত অষ্টাধিক সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবে কিংবা একশতবার ক্ষপদামন্ত্র জপ করিবে। তিন দিবস অশ্রুণ হইয়া জপ করিলেপর পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা এবং মূত্র ভ্যাগ করিয়া পৌচের পূর্বে যদি চাণ্ডাল কর্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় বদ্যাপি চণ্ডাল কর্তৃক স্পৃষ্ট হয় তাহাতে ছয় রাত্রি উপবাস করিবে, ইহা ব্রতান্তর। যদি শুক্রমূর্তী জী কিংবা অন্ত্যজজাতির

সহিত পান কিংবা মৈথুন সম্বন্ধ হয়, কিংবা মূত্রপূরীষ সম্বন্ধ হয়, অথবা ইহাবিগের সংস্পর্শ হয় ইহাতে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? (এই প্রশ্নের উত্তর) ইহাদিগের অন্ন ভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস কর্তব্য, জলাদি পানেও ত্রিরাত্র উপবাস। মৈথুন সম্পর্ক হইলে পানকল্প ব্রত করিবে। মূত্রসংস্পর্ক হইলে একদিন উপবাস কর্তব্য। বিষ্ঠা সংস্পর্শ হইলে, দিনত্রয় উপবাস কর্তব্য। চণ্ডাল প্রভৃতি কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া সন্তাধাবন করিলে এক দিবস উপবাস নির্দিষ্ট হইয়াছে। চাণ্ডাল যে বৃক্ষে আক্ৰান্ত; ঐ বৃক্ষে আক্ৰান্ত হইয়া বিজগণ যদি ফলভক্ষণ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে? (এই প্রশ্নের উত্তর) ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে সমস্ত স্নান করিবে, এবং একরাত্রি উপবাস করিয়া, পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিজগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিলে পর, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

চণ্ডাল কর্তৃক স্পৃষ্ট বিজগণ অভ্যক্ষণ না করিয়া যদি কদাচিত্ জল পান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ প্রকারে হইবে? (এই প্রশ্নের উত্তর, ব্রাহ্মণগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয়গণ দুই দিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চতুর্থ বর্ষ—শূদ্রজাতির চণ্ডালাদি সংস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত নাই, ব্রত নাই, তপস্তা নাই, হোমও কর্তব্য নহে, পঞ্চগব্য বিধি দিবে না যেহেতু শূদ্রের মন্ত্রপাঠ বিধি নাই, বিজগণের নিকট ঐ কার্য প্রকাশ করিয়া দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট বিজগণ বদ্যাপি ভোজন করে, তাহা হইলে অহোরাত্র উপবাসান্তে গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিজগণ বদ্যাপি বৈশ্রজ্যরিতর উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চপুণী-সিদ্ধিহস্ত ত্রিরাত্র পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ, বদ্যাপি কদাচিত্ ব্রাহ্মণীর সহিত ভোজন, বা তাহার

সহিত উচ্ছিষ্ট ভোজন করে পণ্ডিতগণ তাহাতে দোষ স্বীকার করেন নাই । ব্রাহ্মণের ভিন্ন অল্প জাতির স্ত্রীগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া কিংবা পান করিয়া প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে । ভগবান্ অঙ্গিরামুনিও ইহা বলিয়াছেন । অন্ত্যজের ভূতাবশিষ্ট ভোজন করিয়া দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে ; ক্ষত্রিয়গণ চান্দ্রায়ণের অর্দ্ধ করিবে ; বৈশ্যগণ চান্দ্রায়ণের একপাদ ব্রত করিবে । বিপ্রগণ বিষ্ঠা কিংবা মূত্র ভক্ষণ করিয়া তপ্তকুঙ্ক ব্রত করিবে ; ঋণাকজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ প্রজাপত্য ব্রত করিবে । অজ্ঞান বশতঃ ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্টস্পর্শ করে কিংবা কুকুর কুকুট শূদ্র এবং মদ্যপাত্র, অথবা, অশুচি পক্ষীগণের অধিষ্ঠান দ্বারা যে দ্রব্য অশুচি হইয়াছে, এ সকল স্পর্শ করিয়া এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চ-গব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে । উচ্ছিষ্ট বৈশ্য কর্তৃক কদাচিৎ স্পৃষ্ট হইলে পর ত্রিকালীন স্নান এবং জপ করিয়া একাহ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে । উচ্ছিষ্ট বিপ্রকর্তৃক যদি ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট হয় স্নানান্তর আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে । অপস্তম্ব মুনি ইহা বলিয়াছেন ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ইহার পর নীলীরঞ্জিত বস্ত্র (পরিধানের) প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিতেছি (ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন) । ইহা জীলোকদিগের ক্রীড়া নিমিত্ত, সম্ভোগ সময়ে এবং শয্যাতে দুষ্ট হইবেনা । নীলী ব্রহ্মের পালন বিক্রয় কিংবা জীবিকা নির্বাহ করিলে তাহাতে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, অতএব তিনি কুঙ্কব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে । নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র ধারণহেতু স্নান দান তপস্যা হোম বেদা-ধ্যয়ন এবং পিতৃতর্পণরূপ পঞ্চ বজ্রকার্য্য ব্রাহ্মণগণের বৃত্তা হয় । ব্রাহ্মণ, নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিলে এক অহো-রাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে । কদাচিৎ বদ্যপি ব্রাহ্মণের রোমকূপ

দ্বারা শরীর মধ্যে নীলের রস প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, তখন তিনি কুঙ্কব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে । নীলের কাষ্ঠ দ্বারা বদ্যপি ব্রাহ্মণের শরীর ভগ্ন হয়, এবং রক্তপাত হয়, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণব্রত করিবে । ব্রাহ্মণ বদ্যপি কদাচিৎ নীলব্রহ্মশ্রেণী মধ্যে অজ্ঞান-বশতঃ গমন করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে । নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন আনীত হইবে, সেই অন্ন দ্বিজগণের অভ-ক্ষণীয় ; তাহা ভোজন করিয়া দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিবে । ব্রাহ্মণ, বদ্যপি অজ্ঞানবশতঃ কদা-চিৎ নীলীরস ভক্ষণ করে তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়া-ছেন । ক্ষেত্রের যে ভাগে নীলী ব্রহ্ম রোপিত হইবে, ক্ষেত্রের সে অংশ অশুচি হইবে, দাদশবৎসরেরপর ঐ ক্ষেত্র শুচি হইবে ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তম অধ্যায় ।

রজস্বলা স্ত্রীর চতুর্থ দিবসে স্নান করা প্রশস্ত ; জীলোকের রজোনিবৃত্তি হইলে পর, স্বামী-উপভোগ করিবে । রজোনিবৃত্তি না হইলে, কদাচিৎ গমন করিবে না । জীলোকের পীড়া দ্বারা যদি রজোনিবৃত্তি না হয়, সেই রজো দ্বারা স্ত্রীগণ অশুচি হইবে না ; জীলোকের তাহা বিকারসম্মত জানিবে । যে কাল পর্য্যন্ত রজঃপ্রবৃত্তি থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত জীলোক শুচি নহে, রজোনিবৃত্তি হইলে, অর্থাৎ চতুর্থ দিন হইতে গৃহকার্য্য এবং স্বামীসহবাস-বিষয়ে পবিত্র জানিবে । (ঋতুদর্শনের) প্রথম দিবস জীলোক চণ্ডালস্ত্রীতুল্য অর্থাৎ গৃহকার্য্য এবং স্বামীর নিকট গমনে অপবিত্র ; দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মাধাতিনীর তুল্য ; তৃতীয় দিবসে রজকল্পী সমূহ জানিবে ; চতুর্থ দিবসে গৃহকার্য্য এবং স্বামীর নিকট পবিত্র হইবে । অন্ত্যজজাতি কিংবা ঋণাককর্তৃক রজস্বলাস্ত্রী স্পৃষ্ট হইলে, চারি দিবস অতিক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে, অন্ত্যজাদি স্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত ত্রিরাত্র উপ

বাসাতে পঞ্চগব্যভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। চতুর্থ দিবসীয় রাত্রি উপস্থিত হইলে সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করিবে। কুকুর কিংবা স্বপাক ভাত কর্তৃক স্পৃষ্ট রজস্বলা স্ত্রীলোক পরিত্যাজ্য অর্থাৎ তাহার সহিত কোন সংসর্গ করিবে না। ঐ স্ত্রী ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রথম দিবসে যদ্যপি রজস্বলাস্ত্রী কুকুরাদি কর্তৃক স্পৃষ্ট হয়, চয়রাত্রি উপবাস করিবে, দ্বিতীয় দিবসে স্পৃষ্ট হইলে, তিন দিবস উপবাস করিবে। তৃতীয় দিবসে স্পৃষ্ট হইলে, একাহ উপবাস করিবে, চতুর্থ দিবসে স্পর্শ হইলে বহির্দর্শন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিবাহ কাণ্ড সমাপন না হইতে অঙ্গ যজ্ঞকাণ্ড উপস্থিত হইলে। কিম্বা বিবাহ অঙ্গসংস্কার কৃত হইলে পর, ঐ কন্যা যদ্যপি গর্ভমতী হয়, অবশিষ্ট সংস্কারকাণ্ডা ক্রিয় প্রকারে হইবে, (এই প্রশ্নের উত্তর) ঐ কন্যাকে (চতুর্থা দিবসে) স্নান করাইয়া অম্বাবস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুনর্বার হোমাদিকাণ্ডা নির্বাহ করিয়া শেষকাণ্ডা নির্বাহ করিবে। রজস্বলা স্ত্রী যদ্যপি প্রব (পক্ষিবিষেযঃ) কুকুট কিংবা কাক কর্তৃক স্পৃষ্ট হয়, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থাতে যদ্যপি রজস্বলা-স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, কৃচ্ছ্রব্রত এবং দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি চণ্ডালী কিংবা রজস্বলা স্ত্রী কর্তৃক আরুঢ় বৃক্ষের এক শাখা আরোহণ করে, তাহা হইলে, সে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে রজস্বলা স্ত্রীর যদ্যপি কুকুরের সহিত স্পর্শ হয়, রজোদিবসের অবশিষ্ট যে কয় দিন থাকিবে সে কয় দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। যদ্যপি উপবাস করিতে অসমর্থ হয় পশ্চাৎ স্নান করিবে স্নান করিতে অসমর্থ হইলে একাহ উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় মদ্য স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, রজস্বলা স্পর্শ করিয়া কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় রজস্বলা স্ত্রী বা স্তৃতিকাস্ত্রী স্পর্শ করে, তাহা হইলে শুদ্ধিনিমিত্ত কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। এতাল কিম্বা পশু কর্তৃক রজস্বলা যদি স্পৃষ্ট হয়,

রজোদর্শন দিবসের অবশিষ্ট কাল পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা ব্রাহ্মণী যদ্যপি রজস্বলা শূদ্র স্ত্রীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণী যদ্যপি রজস্বলা ক্ষত্রিয় স্ত্রী কিংবা বৈশ্য স্ত্রীকে স্পর্শ করে, সবস্ত্র স্নান করিয়া এক দিন উপবাস করিয়া দ্ব্যত ভোজন করিবে। সর্বা-স্ত্রী সর্বা রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, আপত্ত্যমুনি এইরূপ কহিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায় ।

কাংস্তপাত্র অশুচি হইলে, তন্ম দ্বারা মার্জন করিলে শুদ্ধ হইবে, সূরা দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হইবে না, সূরা বিষ্ঠা এবং মূত্র স্পৃষ্ট কাংস্ত পাত্র যে পর্যন্ত তাপ সহ হয়, এইরূপ উত্তপ্ত করিয়া লেখন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। (লেখন কৌদান)। গো কর্তৃক আঘাত এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট, কুকুর কিংবা কাক কর্তৃক অপরিষ্কৃত কাংস্তপাত্র সকল বহুক্ষার যোগ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অশুচি সূর্য পাত্র এবং পিতলের পাত্র বায়ু সংযোগ সূর্যের উত্তাপ এবং চন্দ্রকিরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শুদ্ধ কিম্বা শব স্পৃষ্ট কলশাদি অশুচি হইলে জল এবং মৃতিকাদ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের (মহুবোয়র) ব্যঞ্জন শূদ্র কেবল অন্নপঞ্চ রাত্রি দ্বারা জীর্ণ হয়, ব্যঞ্জন যুক্ত অন্ন অর্জমাণ দ্বারা জীর্ণ হইবে। চতু এবং দধি এক মাস দ্বারা জীর্ণ হইবে, দত ছন্দ মাস দ্বারা জীর্ণ হইবে। তৈল এক বৎসর দ্বারা উদরে জীর্ণ হয়, কিংবা না হয় (তাহা) নিশ্চয় নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ এক মাস নিরন্তর শূদ্রের ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্র প্রাপ্ত হয়, জন্মান্তরে কুকুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। শূদ্রের ভোজন শূদ্রের সম্পর্ক এবং শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন শূদ্রের নিকট জ্ঞান লাভ করা এ সকল কাণ্ড তেজস্বী পুরুষকেও পতিত করে। যে ব্রাহ্মণ, নিত্য হোমার্থ অগ্নি স্থাপন করিয়াছে, সে

শক্তি, যদি শূদ্রের ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইতে না পারে, তাহার আত্মা, বেদ এবং অগ্নিত্রয় বিনষ্ট হয়। শূদ্রের ভোজন করিয়া ঐ অন্ন উদরস্থ থাকিতেই ক্রীসংবাস করিয়া যে শূদ্রাদি জন্মাইবে, বাহার অন্ন তাহার ঐ সকল সন্তান জানিবে, যেহেতু অন্ন হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। শূদ্রের উদরস্থ সবেই যে বিজ মৃত হয় সে বিজ জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকর অথবা কুকুর হয়। ব্রাহ্মণের অন্ন সর্বদা ভোজন করিতে পারিবে, পরে দিবসে ক্ষত্রিয়ের অন্ন, যজ্ঞ কর্ণে দীক্ষিত হইলে বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে, কখনই শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন স্নাতের তুল্য বৈশ্যের অন্ন অন্ন মাত্র শূদ্রের অন্ন কৃধির তুল্য জানিবে। বৈশ্যদেবের উদ্দেশে দান, হোম, দেবপূজার পূজা এবং জপ দ্বারা ঋত, যজুর্বেদ এবং সামবেদে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত ব্রাহ্মণের অন্ন পবিত্র হয়, এজন্ত তাহা অমৃত তুল্য জানিবে। ব্যবহারানুরূপ ধর্ম দ্বারা ছলবর্জিত ক্ষত্রিয়ের অন্ন প্রাণীগণের প্রতি পালন হয় এনিমিত্ত তাহা স্নাত সদৃশ জানিবে। স্বীয় চেষ্টা দ্বারা অশক্তব্যক্তিগণের বুভুগণ দ্বারা উৎপন্ন যজ্ঞ-কার্য এবং অতিথিসেবা দ্বারা বৈশ্যগণের অন্ন সংস্কৃত হয় এ নিমিত্ত তাহার অন্ন অর্থাৎ শরীর পুষ্টিকর জানিবে। অজ্ঞান-তিমিরাক্ষ এবং মদ্যপানরত শূদ্রজাতির অন্ন বিধি এবং মন্ত্র রহিত, এ নিমিত্ত তাহা কৃধিরতুল্য জানিবে। অপক মাংস, মধু, ঘৃত, ভূট বব, দ্রব, ইক্ষু, গুড় এবং তরু এই সকল দ্রব্য শূদ্রগৃহীত হইলেও গ্রহণ করা যাইবে। শাক, মাংস, মৃগাল, তুষ্ণুক, শক্ত, তিল, ইক্ষু প্রভৃতির রস, ফল এবং হিঙ্গু এ সকল দ্রব্য সকল জাতির নিকট গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিপদাপন্ন হইয়া যদি ব্রাহ্মণ, শূদ্র গৃহে অন্ন ভোজন করে, মনস্তাপ দ্বারা কিংবা জপদামন্ত্র, ১০০ বার জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। কোন দ্রব্য হস্ত স্থিত হইয়া যদি উচ্ছিষ্ট গৃহকর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে সে দ্রব্য বিজগণ ভোজন করিবে না। ইহা আপত্ত-মুনি বলিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায় ।

যদ্যপি কদাচিৎ ব্রাহ্মণ, ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অন্তর্গত সে ব্রাহ্মণের কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে? (প্রশ্নের উত্তর) অগ্রে শৌচ কার্য করিয়া তদনন্তর আচমন করিবে। ইহার পর এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আত্মদেহের শৌচ না করিয়া মোহবশতঃ সকল অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র কেবল যব পান করিয়া শুদ্ধ হইবে, অর্দ্ধাঞ্জলি পরিমিত যব শস্ত্র এবং এক পল মাত্র ঘৃতের সহিত পঞ্চপল মাত্র গোমূত্র ভোজন করিতে পারিবে ইহার অতিরিক্ত কিঞ্চিৎও ভোজন করিতে পারিবে না। (যব ভক্ষণের এইরূপ নিয়ম জানিবা)। অলেশ, অপেক্ষ এবং অন্ত্য শুক্র মূত্র এবং পুরীষ ভক্ষণ করিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (এই প্রশ্নের উত্তর) ছয়রাত্রি ব্যাশিয়া পদ্ম পুষ্প, উড়ুঘর, বিব ফল, কুশ অশ্বথ, এবং গলাশ, এ সকল দ্রব্যের রস মাত্র পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে সকল ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম আশ্রয় দ্বারা অগ্নি ক্রিয়া জল মধ্যে দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাতে দেহ ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনর্বার গৃহস্থধর্ম করে। সে সকল ব্রাহ্মণ তিনটি কল্পব্রত অথবা তিনটি চান্দ্রায়ণ করিবে। তাহাদিগের পুনর্বার জাতকন্দাদি সমস্ত সংস্কার কার্য করিয়া কুচ্ছ সান্তপন ব্রত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত কর্তব্য। বাহার শরীর কাক বলাকা অথবা চিল্লগন্ধী কর্তৃক বেষ্টিত হয়, তাহাদিগের অপবিত্র বিষ্ঠা দ্বারা শরীর লিপ্ত হয়, বর্ণে কিম্বা মুখে অমেধ বিষ্ঠা প্রবেশ করে, তাহাদিগের শরীরে লেপ সংলগ্ন হইলেও স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নান্নির উচ্ছ্রমণে অঙ্গ অন্তর্গত স্পৃষ্ট হইলে তাহাতে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, কেবল করদ্বয় এবং নান্নির অধোভাগের অঙ্গ অন্তর্গত স্পৃষ্ট হইলে স্নানকা শৌচ করিয়া ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে, (ইহা বাক্য বিষ্ঠাদি স্পর্শ বিষয়ে জানিবে)। যে ব্যক্তির মুখে পাছকা কিম্বা অন্তর্গত দ্রব্য

স্পর্শ হয়, সে যুক্তিকাশৌচ করিয়া স্নানান্তর, পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিপ্রকন্যা-সম্বৃত সপিণ্ডগণের জন্ম এবং মরণে দশাহ অশৌচ ভোগ করিয়া ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয়কৃত্যাজাত সপিণ্ডজনন ও মরণে ছয়-দ্বিবস অশৌচ, বৈশ্যকৃত্যাজাত সপিণ্ডজনন ও মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ, শূদ্রকৃত্যাজাত সপিণ্ড-জনন ও মরণে একাহ অশৌচ জানিবে, ভোজন নিমিত্ত ভোক্তার নিকটে আনীত, অন্ন ভোক্তা যদ্যপি তাহা ভোজন না করে, তথাপি তাহা দান কিংবা হোম করিবে না। অন্ন ভোজন সম্পন্ন হইলে ঐ অন্ন যদি মক্ষিকা কিংবা কেশ দূষিত জানিতে পারিলে, আচমন-নস্তর, জল স্পর্শ করিয়া ঐ অন্ন ভক্ষ্যমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, শুক মাংসময় অন্ন এবং শূদ্রের অন্ন অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করিয়া কুছুত্র করিবে, জ্ঞানপূর্বক ভোজন করিয়া কুছুত্র করিবে। যে ব্যক্তি ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন না করিয়াই, উঠিয়া যায় কিংবা ভোজন করিতে উঠিয়া যায়, সেস্থলে যে ভোজন করে, এবং ভোজন করায় এ দুই জনেই পাক্তি দ্বক বলিয়া জানিবে।

যেব্যক্তি দুষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছে, কিংবা করিতেছে, সে অহোরাত্র উপবাস করিয়া, পঞ্চ-গব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। উদকস্থ হইয়া কার্য্য করিতে হইলে, উদকস্থ হইয়া আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে স্থলে কার্য্য করিতে হইলে, হৃদস্থ হইয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, স্থল এবং জল উভয় সাধ্য কার্য্যে স্থল এবং জলে পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে। স্নানার্থ জলে অবতরণ করিয়া আচমন করিবে এবং স্নান করিয়া স্থলে উত্তীর্ণ হইয়াও আচমন করিবে। এইরূপ নিয়ম যুক্ত ব্যক্তি মঙ্গলযুক্ত হয় এবং বরুণ কর্তৃক পুঞ্জিত হয়। হোমগৃহে, গোশালাতে, ব্রাহ্মণগণ-সমীপে বেদপাঠকালে এবং ভোজনকালে, গ্রাহক ত্যাগ করিবে। জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কারকার্য্যে, প্রেতকার্য্যসমূহে, বিশেষতঃ চুড়াকরণ সময়ে, অসপিণ্ড ব্যক্তি কর্তৃক ভোজন কর্তব্য নহে। বহুবাকী, কিংবা গ্রাম্যবাকী অন্ন, আদ্যা প্রাচীর অন্ন, গ্রহপ্রাচীর অন্ন জীলোক-

দিগের গর্ভাধান-সময়ের অন্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রহ্মোদন নবপ্রাক্তে জীলোক-দিগের সীমন্তোন্নয়নকালে, অন্নপ্রাক্তে, আদ্যা-প্রাক্তে ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। যে জীলোকের সন্তান হয় নাই, তাহার গৃহে ভোজন করিবে না, ঐ জীলোকের গৃহে যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করে, সে ব্যক্তি পুণ্যসনামক নরকে গমন করিবে। অন্ন-পরিমিত শুক্ল গ্রহণ করিয়াও যদ্যপি কৃত্যার পিতা কৃত্য দান করে, সে ব্যক্তি বহু বৎসর ব্যাপিয়া রৌরবনামক নরকে বাস করত; বিষ্ঠা এবং মূত্র ভোজন করে। যে সকল দ্রব্য জীধন হইয়াছে, এতাদৃশ স্তবর্ণ, যান এবং বস্ত্র দ্বারা যে সকল আত্মীয়গণ জীবিকা নির্বাহ করে, সে সকল প্লাপিষ্ঠ ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রি-য়ের অন্ন তেজ গ্রহণ করে, শূদ্রের অন্ন ব্রহ্ম-বর্জস হরণ করে, অসংস্কৃত অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে, পৃথিবীর মল ভোজন করে। মরণাশৌচকালে, জননাশৌচকালে সূর্য্য এবং চন্দ্রের গ্রহণদ্বয়ে এবং গজ-ছায়াযোগসময়ে, যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে পুরুষ পাপিষ্ঠ জানিবে। ছইবার বিবা-হিতা স্ত্রী, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুন-রবার প্রত্যগত স্ত্রী, বিরূতা স্ত্রী, পুনরুতা স্ত্রী, রেতোধা স্ত্রী, যথেষ্টাচারিণী স্ত্রী, এ সকল স্ত্রীলোকদিগের অন্ন—এবং স্ত্রীলোকের প্রথম গর্ভকালে অন্নভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। মাতৃ হত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী এবং বিমাতৃগমনশীল, ব্যক্তি-দিগের অন্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধিনিমিত্ত চান্দ্রায়ণ করিবে। রজক, ব্যাধি, শৈলুপ বেণুজীবী এবং চন্দ্রকার ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কুকুর কিংবা শূদ্র-কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া একরাত্রি উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সর্বদা শূদ্রের আজ্ঞাপ্রতিপালনকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে, কুকুর যেরূপ অশুভ সেই ব্রাহ্মণও তজস জানিবে। উদক-শূন্তস্থানে, বনমধ্যে কিংবা চোর কিংবা

ব্যক্তিদিগের ভয় সঙ্কুল পথিমধ্যে দ্রব্যহস্ত
ব্যক্তি মৃত্র কিংবা পুরীষ ত্যাগ করিয়া
কি প্রকারে গুচি হইবে? (উক্ত প্রশ্নের
উত্তর) করস্থিত অন্ন ভূমিতে অবতরণ
করতঃ যথাযোগ্য শৌচ করিয়া ক্রোড়ে পক্কান্ন
রাখিয়া আচমনান্তর শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ
মৃত্র কিংবা পুরীষ ত্যাগ করিয়া আশ্বদেহ
শুদ্ধি না করিলে, ত্রিরাত্র পঞ্চগব্যমাত্র ভোজন
করিয়া শুদ্ধ হইবে। মদমোহিত, হইয়া যদ্যপি
ব্রাহ্মণ রজস্বলা স্ত্র গমন করে, চন্দ্রায়ণ ব্রত
এবং বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ
হইবে। ভোজনানন্তর আচমন না করিয়া
উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণ যদ্যপি
অজ্ঞানবশতঃ চণ্ডাল কিংবা স্থপচরণকর্ষক
সংস্পৃষ্ট হয়, সে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া নিত্য
ত্রিকালীন স্নান এবং ভূমিশয়নকরতঃ ত্রিরাত্র
উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।
চণ্ডালকর্ষক স্পৃষ্ট হইয়া যে দ্বিজ জলপান
করে, সে, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া
ত্রিকালীন স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এক
দিবস একভক্ত, একদিবস রাত্রিভোজন এবং
এক উপবাস ;—এইরূপ তিনদিবস এত করিলে
কুঙ্কুপাদ ব্রত করা হয়, জানিবে। এক
দিবস একভক্ত ও একদিবস নক্তভোজন,
তৎপরে দুই দিবস অবাচিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া
তৎপরে দুই দিবস উপবাস করিয়া কুঙ্কুপাদ ব্রত
করিবে—এইরূপ বিধি জানিবে, এই দুইটি
লাঘু প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। কৃষ্ণাজিন এবং তিল-
প্রস্রাতিগ্রহকারী, হস্তী, এবং অশ্ববিক্রেয়কারী
মৃতদেহ অহুসরণকারী ব্যক্তিগণ মরিয়া পুন-
র্বার পূর্ব্ব হইবে, অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত
হইবে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দশম অধ্যায়ঃ ।

আচমন করিয়াও সেই কাল পর্য্যন্ত অশুচি
থাকিবে, যে কাল পর্য্যন্ত জল উচ্ছৃত না হয়,
জল উচ্ছৃত হইলেও সে পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে
এবং পর্য্যন্ত ভূমি (পোময়াদি দ্বারা) লেপন

করা না হয়, ভূমিলেপন হইলেও সে পর্য্যন্ত
অশুচি থাকিবে, সেই আসন হইতে উঠিয়া
স্থানান্তরে গমন করিবে না। পণ্ডিতগণ
যমরাজকে যম বর্নন নাহি,—অর্থাৎ দণ্ডদাতা
বলেন নাহি, স্বীয় আত্মাই যম,—অর্থাৎ দণ্ড-
বিধান কর্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, (যাযুক্ত
কন্দীনাথসারে মনুষ্যের স্বর্গ কিংবা নরকভোগ
হয় জানিবে) যে ব্যক্তি আত্মার সংযম
করিতে পারিয়াছে, যমরাজ তাহার কি করিতে
পারেন, (তাহার দণ্ড বিধানে যমরাজ সমর্থ
নহে)। ঋজা তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে, এবং সর্পও
তাদৃশ ভয়ানক নহে, বেরূপ প্রাণীগণের দেহ-
স্থিত ক্রোধ অনিষ্ট জনক হয়, অতএব সর্ব্বতো-
ভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। মনুষ্যগণের
ক্ষমাগুণই ইহকালে এবং পরকালে সুখদাতা
জানিবে, ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটি মাত্র দোষ
দেখা যায় দ্বিতীয় দোষ দৃষ্ট হয় না। (সে
দোষ কি তাহা বলিতেছেন) ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে
মুচুজনেরা অক্ষম বিবেচনা করে, ক্ষমাগুণ
থাকিলে কোন ক্রেশ ভোগ হয় না ;
যদ্যপি কেহ শতসংখ্য অপরাধ করে, তাহা
ক্ষমাগুণ দ্বারা অনায়াসে সহ হয়। বলবান্
কিংবা শাস্ত্রানুশীলনকারী ব্যক্তির মুক্তি হইবে,
এরূপ নিয়ম নহে, কিংবা রমণীয় গৃহপ্রিয়
ব্যক্তির মুক্তি লাভ হয় না, উত্তম ভোজন
এবং উত্তম বস্ত্রপরিধানশীল ব্যক্তিরও মুক্তি
লাভ হয় না, একান্তশীল, ঈশ্বরপরায়ণ,
দৃঢ়ব্রত, সকলের প্রীতিসম্পাদক, উত্তমরূপে
অধ্যাত্মযোগে আসক্ত, সর্ব্বদা হিংসাশূন্য,
বোদ্ধাধ্যয়ন এবং যোগবিষয়ে যাহার চিত্ত
আক্রান্ত হইয়াছে,—এই সকল গুণবান্ ব্যক্তিই
মোক্শ লাভে সমর্থ হইবে। ক্রোধী ব্যক্তি যে যজ্ঞ
করে, যে হোম করে, যে পূজা করে, অপক
কুস্ত্র যেরূপ (আত্মস্থিত) জলশোষণ করে সেই-
রূপ তাহার ঐ সকল কার্য্য হৃত হয়, (ক্রোধী
মনুষ্য কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহে)।
অপমান হইতে তপস্তার বৃদ্ধি হয়, (মনুষ্য
অপমানিত হইলে তপস্তা করিতে উদ্যোগী
হয়, সম্মান হইতে তপস্তার ধ্বংস হয়, সম্মা-
নিত ব্যক্তি হৃৎখণ্ডভোগ না করায় তপস্তা
করিতে উদ্যোগী হয় না) পূজিত এবং সম্মা-

নিত ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয়, যেমন ছুৎবতী গাভী, প্রতিদিন দুগ্ধ মোচন করিয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় । যেমন ধেনু জলজাত তৃণদ্বারা পুষ্টি লাভ করে, সেইরূপ দ্বিজগণ জপ, হোম এবং পুণ্যকার্য্য সমূহ দ্বারা উন্নতি প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি মাতার তুল্য পরজীকে দর্শন করে ও পরজব্য লোষ্ট্রের (ঢেলা) তুল্য জ্ঞান করে, সকলপ্রাণীগণকে আত্মার জ্ঞান জ্ঞান করে, সে ব্যক্তিই জ্ঞানবান্ । রজক, ব্যাধ, শৈলুষ-বেণুজীবী এবং চর্ম্মকার ইহাদিগের, "এন্ন ভোজন করিয়া প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে । অগম্যা জ্ঞীগমন এবং অভক্ষণীয় জব্য ভক্ষণ করিয়া চাক্ষায়ণ ব্রত করিয়া শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে

অথবা প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে । যে মনুষ্য অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি বীরহত্যার পাপী হয়, সেই পাপের চাক্ষায়ণ ভিন্ন শুদ্ধিজনক ব্রত নাই,—অর্থাৎ চাক্ষায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে । বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞকার্য্য সঙ্কলিত হইলে পর, যদিপি মরণাশৌচ কিম্বা জননাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহাতেও শুদ্ধ থাকিবে, পূর্বসঙ্কলিত কার্য্য অনায়াসে সমাপন করিবে । দেবদ্রোণী, বিবাহ, যজ্ঞকার্য্য সঙ্কলিত হইলে, জননাশৌচ এবং মরণাশৌচ হইলে ব্যাঘাত হইবে না, সিদ্ধ মন্ত্র প্রভৃতি কার্য্যে দোষ হয় না ।

আপস্তম্ব-সংহিতা সমাপ্ত ।



সম্বর্ত-সংহিতা

একাকী উপবিষ্ট আত্মবিদ্যাপর্যায়—সম্বর্ত-মুনির নিকট সমাগত হইয়া ধর্ম শ্রবণে অভি-লাষী ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! শ্রেয়ঃসাধনকর্ম সমস্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে বিজ্ঞাতম ! আপনি শুভ এবং অশুভ বিবেচনা করিয়া, যথাউচিত-ধর্ম আমাদিগের নিকট প্রকাশ করুন। বামদেব-প্রভৃতি সমস্ত ঋষিগণ মহাতেজস্বী সেই ঋষি-শ্রবরকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, সেই ঋষি-শ্রবর সম্বর্ত মুনি দৃষ্টচিত্ত হইয়া বামদেব-প্রভৃতি সকল ঋষিগণের নিকট ধর্মবিষয়ক শাস্ত্র বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণসার যুগ সর্বদা যে দেশে স্বেচ্ছাপূর্বক বিচরণ করে, সে সকল দেশ বিজ্ঞপণের (বেদোক্ত) ধর্মসমূহ সাধনের যোগস্থান। ব্রাহ্মণকুমার উপনীত হইয়া সর্বদা গুরুদেবের প্রিয়কার্য্য করিবে, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার মালাধারণ, যধু এবং মাংস ভোজন ত্যাগ করিবে। নক্ষত্রগণ জ্যোতিঃশূন্য না হইতে হইতেই যথাশাস্ত্রমতে প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে এবং সূর্য্যদেবের অর্দ্ধান্তকাল হইতে সূর্য্যদেব সন্ধ্যেই সায়াং-সন্ধ্যার উপাসনা আরম্ভ করিবে। ব্রহ্মচারী সমাহিতচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা-কালীন (গায়ত্রী) জপ করিবে এবং নিরালস্য হইয়া উপবেশনপূর্বক সায়াংকালীন (গায়ত্রী) জপ করিবে। সন্ধ্যার উপাসনার পর, প্রাতঃ-কালে এবং সায়াংকালে বুদ্ধিমান (ব্রহ্মচারী) হোমকার্য্য সম্পন্ন করিবে, হোমকার্য্যসম্পন্ন হইলে গুরুদেবের মুখ নিরীক্ষণকরত বেদ অধ্যয়ন করিবে। সর্বাগ্রে শ্রবণ উচ্চারণকরত তদনন্তর ব্যাহতিত্রয়, তদনন্তর, আহুপূর্বিক

ত্রিপদাগায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদ পাঠ আরম্ভ করিবে। জাহ্নবীর উপরিস্থিত হস্তদ্বয় রাশিরা জুসংযতকরতঃ অনন্তমতি হইয়া গুরুদেবের অনুমতি-অনুসারে বেদ পাঠ করিবে। ব্রহ্মচারী নিয়ম অবলম্বনপূর্বক প্রাতঃকালে এবং সায়াংকালে ভিক্ষা করিবে, তদনন্তর, ভিক্ষিত জব্য গুরুদেবকে কিঞ্চিং নিবেদন করতঃ পূর্বমুখ হইয়া মোন অবলম্বন পূর্বক পবিত্রভাবে ভোজন করিবে। বিজ্ঞপণের দিবান্তাগে এবং রাত্রিকালে এই দুই সময়ে দুই বার মাত্র ভোজন করা বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার মধ্যে পুনর্বার ভোজন করিতে নাই, যেমত অগ্নিহোত্রকার্য্য দিবা-ভাগে একবার এবং রাত্রিকালে একবার কর্তব্য, তদ্রূপ ভোজনকার্য্যও দুইবারমাত্র কর্তব্য জানিবে। বিজ্ঞপণ ভোজনের পূর্বে আচমন করিবে, এবং ভোজনান্তেও আচমন করিবে যে বিজ্ঞ আচমন না করিয়া ভোজন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আচমন না করিয়া যে বিজ্ঞ কোন জব্য পান, কিংবা ভোজন করে, সে ব্যক্তি একশত অষ্ট-বার গায়ত্রী জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। পান-প্রক্ষালন না করিয়া, দণ্ডায়মান শিখা বন্ধন না করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্বক যে বিজ্ঞ আচমন করিবে, সে ব্যক্তি কোন কার্য্যে শুচি হইবে না। উত্তরমুখ করিয়া, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে, কিংবা পূর্বমুখ করতঃ বাক্য-সংধম পূর্বক উপবীতধারী বিজ্ঞ সর্বদা আচ-মন করিবে। জলে কার্য্য করিতে হইলে জলহ হইয়া আচমন করিবে, হলে কার্য্য

করিতে হইলে, হুলস্থ হইয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, জল এবং হুল উভয় সাধ্যার্থ্যে জল এবং হুলস্থ হইয়া আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। (পদদ্বয়) আচমন করিবার পূর্বে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় এবং জলদ্বারা শুদ্ধ করিয়া শঙ্কশূত্র, উষ্ণ ভিন্ন, জলের বাতাবিক রস, বর্ণ, এবং গন্ধ যুক্ত, অথচ ফেনারহিত, জলদ্বারা তিন, কিংবা চারিবার জলগত জল পান করিয়া আচমন করিবে। দুই-বার আশ্রদেশ মার্জন করিয়া দ্বাদশ অঙ্গ স্পর্শ করিবে। নানানন্তর কিংবা দ্রব্য পান করিয়া, অথবা ভোজনাবসানে কিংবা অশুচি-স্পর্শ হইলে, হে বিজগণ! উক্ত বিধি অমু-সারে আচমন করিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবে। শূদ্র জাতির হস্ত দ্বারা দ্বাদশ অঙ্গ স্পর্শ করিলে আচমন করা হইবে, বৈশ্য জাতি দত্ত স্পর্শ হয়, এতাদৃশ জল দ্বারা আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে এবং ক্ষত্রিয় জাতি কণ্ঠগত জল দ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। আসন-হিত পানতল হইয়া বস্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠদেশ জাম্ববয় ও জম্বাবয় বন্ধন করিয়া এবং এক-চরণের উপরি অপরচরণ রাখিয়া আচমন করিলে পর কখনই শুদ্ধ হইবে না। যদ্যপি কোন দ্বিজ কোন দিবস সন্ধ্যা উপাসনা না করে, কিংবা অগ্নিহোত্রকার্য্য না করে, সে দ্বিজ, নানান্তে সমাহিত হইয়া অষ্টাদিক সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া জনন জন্ত অশুচি ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, কিংবা আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করে, কিংবা মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে ব্যক্তি জিরাড উপবাস করিলে পর শুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া কামপীড়িত হইয়া জীগমন করে, সে ব্যক্তি নিরমী হইয়া একটা কুঙ্কু প্রাণাপত্য ব্রত করিবে। যে ব্রহ্মচারী, কোন প্রকার হেতু বশতঃ মধু কিংবা মাংস ভোজন করে, সে ব্রহ্মচারী, প্রাণাপত্য ব্রত করিয়া মোক্ষী কার্য্যে অর্থাৎ উপনয়ন বিষয়ে উক্ত হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারী পূর্ণদিবসে পুরোডাশ প্রধান করিবে এবং শাকলহোমস্ত ময়

দ্বারা অগ্নিমধ্যে স্তুত হোম করিবে। যে ব্রহ্ম-চারী কামী হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক নিজরন্তঃখলন করে, সে ব্রতভঙ্গ বিহিত প্রারম্ভিত করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং যে ব্রহ্মচারী অজ্ঞানপূর্ব্বক রন্তঃখলন করে, সে, কেবল ন্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। অনন্তর ভিক্ষা নিমিত্ত পর্য্যটন করিয়া স্তম্ভ হইবে, যে হেতু আশ্রতুল্য যে শুক্র তাহার ক্ষরণ হইয়াছে। ন্নান না করিয়া যে ব্রহ্মচারী ভোজন করে, সে একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে; যে ব্রহ্মচারী, শূদ্রহস্ত আনীত অন্ন কিংবা পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে, এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

শুক, পর্য্যবিত, উচ্ছিষ্ট এবং কেশহুই অন্ন ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারী অহোরাত্র উপ-বাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। শূদ্রের (কাংস্তাদি) পাতে কিংবা ভগ্ন কাংস্তাদি পাতে ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারী অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী স্তম্ভশরীরে কদাচিৎ দিবাভাগে নিদ্রা যায়, সে, ন্নানান্তে স্বর্ধ্যদেবের অর্চনা করিয়া একশত বার গায়ত্রী জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারীগণের এইরূপ ধর্ম্ম উক্ত হইল, এইরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মচারী সম্যক-রূপে আচরণ করিলে পর, উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবে। উক্তরূপে ব্রহ্মচর্য্যসমাপনান্তে গুরুদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিজগণ সঙ্কলজাত, শুভলক্ষণযুক্ত স্তম্ভাবসম্পন্ন, স্তম্ভরী এবং গুণবতী • কথাকে ব্রাহ্মবিধি-অনুসারে বিবাহ করিবে। বিজগণ প্রতি দিন পঞ্চ যজ্ঞ করিবে, মঙ্গলপ্রার্থী বিশ্র কখনই কোন স্থানে ঐ পঞ্চ যজ্ঞ ত্যাগ করিবে না। সপিত্ত জাতির মরণ কিংবা জননজন্ত অশৌচ হইলে পঞ্চ যজ্ঞ ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ (জনন কিংবা মরণ জন্ত অশৌচ হইলে), দশ দিবস, অশুচি হইয়া থাকিবে, • ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিবস, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস এবং শূদ্র এক মাস অশৌচ ব্যবহারের পর শুদ্ধ হইবে, সম্বর্ত মুনির এইরূপ অনুজ্ঞা বাক্য জানিবে। (জাতি মরণ হইলে

দাহান্তে) স্নানের পর, স্বগোত্রজ ব্যক্তিমাজেই তর্পণ করিবে, প্রথম দিনে তৃতীয়, সপ্তম এবং নবম দিবসে তর্পণ করিতে হইবে। চতুর্থ দিবসে সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের সহিত (৬ অস্থি) সঞ্চয় করিবে, সঞ্চয়ের পর ঐ দিবস অঙ্গস্পর্শ কর্তব্য, প্রথম তিন দিবস অঙ্গস্পর্শ নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণের, কত্রিয়ের ষষ্ঠ দিবসে, বৈশ্যের অষ্টম দিবসে এবং শূত্রের দশম দিবসে, অঙ্গস্পর্শ কর্তব্য, উহার পূর্ব কোন দিবস অঙ্গস্পর্শ করিতে নাই; মরণ 'জ্ঞাত অশৌচ'-বিষয়ে যে রূপ দিবস নির্দিষ্ট হইল জনন অশৌচবিষয়েও ঐ রূপ নিয়ম পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ বৈশ্বদেব কার্য্য রহিত হইয়া দশ দিবসের পর শুদ্ধ হইবে। পুত্র জন্মাইলে, পিতা বজ্রের সহিত স্নান করিবে, দশাহের পর মাতার অঙ্গস্পর্শ কর্তব্য পিতার স্নানের পর অঙ্গস্পর্শ বিধেয়। সাধিক ব্রাহ্মণ (গণ) জনন-অশৌচ মধ্যে শুদ্ধ অন্ন এবং ফল দ্বারা হোম করিবে, মরণ অশৌচ এবং জনন অশৌচমধ্যে পঞ্চ যজ্ঞ বিহিত কার্য্য করিবে না। দশাহের পর ধর্মবিদ ব্রাহ্মণ সম্যক রূপে বেদ অধ্যয়ন করিবে, অশৌচমধ্যে যে সকল অশুভ জ্ঞানিয়াছে, তাহার ক্ষয় নিমিত্ত বিধান অনুসারে শুভ জনক বস্ত্র দান করিবে। যে যে দ্রব্য ত্রিলোকে লোকের অত্যন্ত প্রিয় এবং স্বাধা গৃহস্থ লোকের প্রিয়, সেই সকল দ্রব্য, অক্ষয়ফল ইচ্ছা করতঃ গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। নানাবিধ দ্রব্যসমূহ, বহু প্রকার বহু পরিমিত ধাতু এবং সমুদ্র-জাতরত্নসমূহ উত্তম ব্রাহ্মণগণকে দান করতঃ পাপশূন্য হইয়া মনুষ্যাগুণ পরলোকে মহৎ সম্পদ লাভ করে। যে ধর্মজ্ঞ মনুষ্য গন্ধদ্রব্য (চন্দন প্রভৃতি) অলঙ্কার এবং মাণ্য প্রদান করে, সেব্যক্তি যেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুগন্ধ দ্রব্য সেবন করতঃ এবং সর্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে কালযাপন করে। বেদজ্ঞ, সৎসংজ্ঞাত এবং ধনপ্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে যে সকল বস্ত্র ভক্তিপূর্বক দান করা হয়, তাহা 'মহাফলজনক হয়। পবিত্রচিত্ত মহাপণ্ডিত ব্যক্তিগণ, সচ্চরিত্র অথচ বেদাধ্যয়ন নিরত, এবং প্রথ্যাতুল্যজাত ব্রাহ্মণকে আশ্বাস করিয়া হব্য (দেবোদ্দেশে দেয় অন্ন)

কব্য (পিতৃ উদ্দেশে দেয় অন্ন) দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। উত্তম রসযুক্ত, (দর্শন করিলে) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে;—এতাদৃশ নানাবিধ দ্রব্যসমস্ত, অক্ষয় স্বর্গ,—কামনা করিয়া মঙ্গল-প্রার্থী মনুষ্য দান করিবে। যে ব্যক্তি বস্ত্র দান করে, সে জন্মান্তরে সুবেশ হয়, রৌপ্য দাতা রূপবান্ হয়, স্বর্ণদাতা দীর্ঘ আয়ু এবং অতি-শয় তেজ লাভ করে,। প্রাণীগণকে অভয়দান করিলে, সকল অতীষ্ট লাভ হয়, দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয়। ধান্য, জল এবং স্নাত দান করিলে, সুখোভোগ করে, যদ্যপি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত করিয়া অলঙ্কার দান করে, সে, জন্মান্তরে অলঙ্কার লাভ করে। যে ব্যক্তি ফল, মূল, নানাপ্রকার শাক এবং সুগন্ধি পুষ্প দান করে, সে, জন্মান্তরে পণ্ডিত হয়। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তাড়ুল দান করে, সে মেধাবী, ভাগ্যবান্ পণ্ডিত এবং সুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কাষ্ঠ-পাছকা চর্ম-পাছকা, ছত্র, শয্যা, আসন এবং নানাবিধ বান দান করিলে পর দিব্য গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি শীতকালে বস্ত্রপূর্বক অগ্নি এবং কাষ্ঠরাশি প্রদান করে, সে শরীরে অগ্নির তুল্য দীপ্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং রূপসৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি রোগীগণকে রোগশাস্তি নিমিত্ত ঔষধ, তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য এবং পথ্য প্রদান করে, সে, কদাচ রোগী হয় না, সুখী এবং দীর্ঘায়ু হয়। শীতকালে ব্রাহ্মণগণকে যে ব্যক্তি বহুতর কাষ্ঠ প্রদান করে, সে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিন জয়লাভ করে এবং জন্মান্তরে সম্পত্তিযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (উপযুক্ত বরণাজে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণ বিবাহ-রীতি অনুসারে, অর্চিত কন্যা যে ব্যক্তি প্রদান করে, সে কন্যাদান জাতপুণ্য দ্বারা অসাধারণ মঙ্গল, সজ্জনবর্গের সাধুবাদ এবং অক্ষয়কীর্তি লাভ করে। হোমমন্ত্র দ্বারা সংকৃত করিয়া কন্যাদান করিলে পর, মনুষ্য জ্যোতিষ্টোমপ্রভৃতি শত শত বজ্রের ফল প্রাপ্ত হয়। অলঙ্কার, বস্ত্র এবং আসনদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া কন্যাদান করিলে পিতা স্বর্গলাভ করে, এবং সুরগণের মধ্যে মান্য হয়। (অবিবাহিত কন্যার) গাত্রে লোম দেখা যায়, এতাদৃশ বয়ঃক্রম হইলে, ঐ কন্যাকে

চন্দ্র উপভোগ করেন, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে গুরুর্গণ উপভোগ করেন, স্তন্যদয় উৎখিত হইলে, বহিঃ ভোগ করেন। অষ্টম বৎসরবয়স্কা অবিবাहितকন্যা গৌরী, ৯ নবমবর্ষবয়স্কা রোহিণী এবং দশম বর্ষবয়স্কা কন্যাকা নামে খ্যাত; একাদশ বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম হইলে রজস্বলা বলিয়া খ্যাত হয়। কন্যা রজস্বলা হইলে, অর্থাৎ কন্যার একাদশ বর্ষে বিবাহ না হইলে, মাতা, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিন জন নরক গমন করে। সেইহেতু যে পর্য্যন্ত কন্যা ঋতুমতী না হয়, তাহার মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবে। অষ্টমবর্ষে কন্যার বিবাহপ্রশস্ত জানিবে। (মর্দনার্থ) তৈল, বসিবার আসন এবং পাদপ্রক্ষালন করিবার জল যে ব্যক্তি দান করে, সে ইহলোকে দৃষ্ট-চিত্ত এবং সুখী হইয়া সর্বদা কালযাপন করে। লাকুলসংযুক্ত করিয়া এবং যথাশক্তি অলঙ্কৃত করিয়া, শকট প্রভৃতি বহন করিতে এবং শুভ লক্ষণ বুঝয় যে ব্যক্তি দান করে, সে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, বুকের রোমসংখ্যা-পরিমিত বৎসর স্বর্গধামে বাস করে। কাংশ্র ক্রোড় এবং বজ্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত দুগ্ধবতী ধেনু (সবৎসা গাভী) যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে দান করে, সে, স্বর্গে পূজনীয় রূপে বাস করে। শতবতী উর্বরা ভূমি, এবং অর্দ্ধপ্রস্থতা অর্থাৎ যুবতী গাভী; বেলপারগ ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি দান করে। সে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া বাস করে। অগ্নির প্রথম অপত্য সূবর্ণ, বিষ্ণুর অপত্য পৃথিবী এবং গোসমস্ত সূর্য্যদেবের অপত্য যে ব্যক্তি সূবর্ণ, গো এবং পৃথিবী দান করে, সে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল এই ত্রিলোকদানের ফলভাগী হয়। যতগুলি শস্ত এবং মূল দান করে, তাবৎ পরিমিত বৎসর স্বর্গধামে বাস করে। সকল দ্রব্য দানের ফল একজন্ম অনুগমন করে, কিন্তু সূবর্ণ পৃথিবী এবং অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা এইতিন বস্তু দানের ফল সপ্ত জন্ম অনুগমন করে। যে ব্যক্তি সূবর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা হেমদ্বারা শোভিত হইয়াছে শূদ্র-দ্বয় বাহার এতাদৃশ রোগশূল বস্ত্রদ্বারা আচ্ছা-দিত। সন্মরী স্ফটিকের বৎসরকাল এবং চন্দ্রবতী

গাভী দান করে, সেই সবৎসা গাভীর অঙ্গ যত সংখ্যক রোম থাকে তাবৎসংখ্য বৎসর স্বর্গ-গত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে বাস করে। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক বুধভয়ুক্ত গাভী প্রদান করে, কেবল গাভীপ্রদানকৃত পুণ্যের দশগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি জল দান করে, সকল বস্তুতে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া সে অতুল তৃষ্ণা প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সে সকল বস্তুভোগজাত যে তৃষ্ণা, তাহা প্রাপ্ত হয়। সকল দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সকলপ্রাণী হইতে তাহার জীবন সফল হয়। সকল কল্মে ব্রহ্মা যে অন্ন হইতে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই অন্ন দান হইতে শ্রেষ্ঠদান হয় নাই, হবেওনা। অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দান দেখিতে পাওয়া যায়না, অন্ন হইতে সমস্তপ্রাণী জন্ম-গ্রহণ করিতেছে, এবং ঐ অন্ন দ্বারা সকল প্রাণী জীবন ধারণ করিতেছে, ইহা নিশ্চিত জানিবে। মৃত্তিকা, গোময়, দর্ভ এবং যজ্ঞো-পবীত ঐ সকল উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠ, ইহা যে ব্যক্তি গুণবান ব্যক্তিকে দান করে, সে, মহৎকুলে জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি মুখের স্নগন্ধিজনক দ্রব্য, এবং দন্তধাবন দান করে, সে ব্যক্তি গাত্রে স্নগন্ধযুক্ত এবং বাকপট্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের পাদ শৌচার্থ জল এবং মৃত্তিকা কিংবা পায়ু এবং লিঙ্গশৌচের জল এবং মৃত্তিকা প্রদান করে, তাহার সর্বদা পবিত্র বুদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি বোণীগণকে ঔষধ, পথ্য, ধান্য দ্রব্য, স্নেহ দ্রব্য দ্ব্যত তৈল-প্রভৃতি এবং অভ্যঙ্গ, তৈলমর্দনাদি এবং আশ্রয় প্রদান করে, সে, সকল ব্যাধি-শূন্য হয়। শুড়, ইক্ষুরস, লবণ, বাজ্রন এবং স্নগন্ধপানীয় দ্রব্য দান করিলে পর, অত্যন্ত সুখী হয়। নানাপ্রকার বস্ত্রদানে যে সকল ফল হয়, তাহা উক্ত হইল, বিদ্যাদানজাত পুণ্য দ্বারা ব্রহ্মলোকে বাস হয়। ব্রাহ্ম-গণ পরস্পর পরস্পরকে অন্নদান করিয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে পূজা ও প্রতিপূজা করিয়া এবং প্রতিগ্রহ করিয়া আপনিও উদ্ধার হয় এবং পরকেও উদ্ধার করেন। মঙ্গলপ্রার্থী বুদ্ধিমান ব্যক্তি, দরিদ্র, অন্ধ,

কৃত্ত ব্যক্তিপ্রভৃতিকে যে সকল বস্ত্র দাতব্য বলিয়া কথিত হইল, এ সকলদ্রব্য এবং অন্তান্ত নানাবিধ বস্ত্র দান করিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী এবং বতীপণের কেশ, নখ, লোম বপন করিয়া দেয়, সে, উত্তম চক্ষুমান্ হয়। যে নর, দেবমন্দির এবং বিজগণ গৃহে রাজপথে দীপ প্রদান করে, সে মনুষ্য যেরূপ ও শাস্ত্রজ্ঞান যুক্ত হয় এবং উত্তম চক্ষুমান্ হয়। যে মনুষ্য নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্যকৰ্ম্মে যথাশক্তি তিল দান করে, সে নর, পুত্রবান্ পশুমান্, ধনবান্ হয়। যে ব্যক্তি প্রার্থিত হইয়া বিপ্রগণকে প্রার্থনার অনুরূপ তৃণ, কাষ্ঠপ্রভৃতি দান করে, সে গোদানতুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সাধী ভার্ঘ্যা প্রতিপালননিমিত্ত নিম্নলিখিত কার্যসমূহ করিয়াও কেবল ঋতুকালে অভিগমন করে, সে, পরম-গতি প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থাপ্রাণী ব্রাহ্মণ উক্ত নিয়মঅনুসারে গৃহে বাস করিয়া দ্বিতীয়াশ্রম নির্বাহকরতঃ আত্মশরীরমাংসে লোল, কেশরাশি খেতবর্ণ হইলে পর, বানপ্রস্থ আশ্রম আশ্রম করিবে। আত্মদেহ জরাযুক্ত হইলে পর বুদ্ধিমান ব্যক্তি (বনগমন অভিলাষিনী) নিজ ভার্ঘ্যা এবং অগ্নিহোত্র সঙ্গে লইয়া বন গমন করিবে,—বনগমন করিয়াও হোম ত্যাগ করিবে না। বনগমন করিয়া পবিত্র বজ্র ফলসমূহ দ্বারা বধানিয়মে পুরোডাশ বজ্র করিবে, শাক, মূল এবং বজ্র ফলসমূহ দ্বারা ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষা প্রদান করিবে। অগ্নিহোত্র-পরায়ণ হইয়া নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং প্রতিপর্ক-তিথিতে পর্ককর্তব্য যজ্ঞ করিবে। উক্ত নিয়ম-অনুসারে বান প্রস্থাপ্রম নির্বাহ করিয়া সকল বস্ত্র নিয়মজ্ঞ হইলে পর, হোমকাৰ্য্য সমাপন করিয়া ইঞ্জির জর করতঃ ভিক্ষুক আশ্রম অবলম্বন করিবে (হোমীয় ভক্ষণ পান করতঃ) আত্মদেহে অগ্নি স্থাপন করিয়া বিজগণ প্রেরজ্যা অবলম্বন করিবে এবং প্রতিদিন বেদপাঠ করত ব্রহ্ম বিদ্যাপরায়ণ হইবে। সেই ভিক্ষুকপ্রাণী মুনি অষ্টগ্রাস কিংবা সপ্তগ্রাস অথবা পঞ্চগ্রাস ভিক্ষা গ্রহণ করত ভিক্ষিত দ্রব্য সমস্ত জল দ্বারা ধৌত করিয়া সমাহিত চিত্তে ভোজন করিবে। চতুর্থাপ্রাণী বিপ্রভোজন

অবস্থানে নির্জন অরণ্যে একাকী উপবেশন করিয়া মন, বাকা এবং কাষ সংবত করিয়া পরব্রহ্ম চিন্তা করিবে। কোন প্রকারে মৃত্যু ও প্রার্থনা করিবে না, এবং বাঁচিতে চেষ্টা করিবে না, যত দিন আয়ুর শেষ থাকে, কাল-প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। বেদশাস্ত্রবেত্তা বিজগণ, জাতকোষ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া যথাশাস্ত্র নিয়ম অনুসারে চারি আশ্রম সেবা করিলে পর, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে সকল আশ্রমের নিয়মাবলী উক্ত হইল; অনন্তর, পাপসমূহের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর)। ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্য-পায়ী, অশীতিরতিপরিমিত সুবর্ণ, চৌধা-কারী, এবং গুরুতল্ল-গমনকারী (বিমাতৃগমন-শীল) এই চারিজন মহাপাতকী জানিবে, ইহাদিগের সংসর্গকারী যে মনুষ্য, সেও পঞ্চম মহাপাতকী। ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাতকী বহুল পরিধান করিয়া, মস্তকে জটাধারণ করতঃ কোন বিশেষ চিহ্ন লইয়া বনগমন করিবে, এবং সকল বাসনা পরিত্যাগকরতঃ কেবল বজ্র ফলসমূহ ভোজন করিবে। যদ্যপি বজ্রফল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হয়, ভিক্ষা করিতে গ্রামে গমন করিবে, ঐ পুরুষ একটি খট্টাঙ্গ চিহ্ন-নিমিত্ত ধারণ করতঃ সংযতভাবে (ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি) চতুর্ভবের গৃহে ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষাজব্য গ্রহণ করিয়া পুনর্বার বনে গমন করিবে, এবং সেই পাপিষ্ঠ সকল সময় নিরা-লস্ত হইয়া কালদাপন করিবে। আমি ব্রহ্ম-হত্যা পাপ করিয়াছি ইহা সর্বদা লোকের নিকট প্রকাশ করতঃ উক্ত নিয়ম অনু-সারে দ্বাদশ বৎসর ব্রত করিবে। ইঞ্জিয়বর্গ নিগ্রহ করিয়া সকলপ্রাণী রহিত চেষ্টা করতঃ ব্রহ্মহত্যা জন্ত পাপক্ষয়নিমিত্ত ব্রত করিলে পর, সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অতঃপর, সুরাপায়ীরা পাপমোচনের বেদশাস্ত্র-নির্দিষ্ট উপায় বলিতেছি, হে ব্রাহ্মণগণ! তাহা শ্রবণ কর। গোড়ী, পেটী, (ভণ্ডুল হইতে জাত) মাধ্বী, (মহলাপুটের রস হইতে উৎপন্ন) এই তিন প্রকার সুরা জানিবে, গোড়ী সুরা বৈরূপ পাপজনক, সেইরূপ অজ্ঞ হই প্রকার সুরাও জানিবে,

অতএব বিজগণ কদাচ এ তিন প্রকার
স্বরা পান করিবে না। স্বরাপারী বিজ সেই
পাপ হইতে মুক্তি ইচ্ছুক হইয়া তপ্ত স্বরা পান
করিবে, অথবা অগ্নিবর্ণ গোমূত্র পান কিংবা
তাঁদৃশ পোময় তক্ষণ, অতিশয় তপ্ত ঘৃত এবং
দ্রব এক বৎসর ব্যাপিয়া সকলবাসনা পরি-
ত্যাগ পূর্বক তপ্ত প্রভৃতির কণামাত্র ভোজন-
করতঃ স্বরাপারী তিনটি চাক্ষায়ণ ব্রত করিবে,
উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর, স্বরাপান-
জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবে। স্বরাপারী
ব্যক্তির উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, মদ্যভোগিত
জল পান করিলে পর, বিজগণের পুনর্বার
সংস্কার করিতে হইবে। স্বর্ণ চুরী করিয়া
ঐ চোর যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা
করে, রাজাকে জানাইবে, (আমি এতৎপরি-
মিত স্বর্ণ চুরী করিয়াছি) নৃপতি তাহা (জ্ঞাত
হইয়া) মুগল লইয়া, স্বর্ণ চোরকে আঘাত
করিবেন। যদি সেই চোর আহত হইয়া
জীবিত থাকে, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে,
কিন্তু বনগমন করিয়া বন্ধন পরিধানকরতঃ
ব্রহ্মহত্যা বিষয়ে উক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা
করিবে। অথবা নৌহমরী স্ত্রীলোকের একটি
আকৃতি প্রস্তুত করতঃ তাহাকে অগ্নি দ্বারা
প্রদীপ্ত করিয়া সম্যক্রূপে আলিঙ্গন করিবে,
স্বর্ণচোরের এ সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি
হইবে, সম্বর্ভমুনির ইহা অভিপ্রায়।' গুরুভগ্নে
শয়ন (অর্থাৎ বিমাতৃগমন) করিয়া বিজগণ
নৌহমর একটি শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে
শয়ন করিবে, অথবা চারিটি কিষা তিনটি
চাক্ষায়ণ ব্রত করিবে, এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত
করিলে পর, গুরুভগ্নগমন জন্য পাপ হইতে মুক্ত
হইবে। যে কোন পাপমুক্ত ব্যক্তি যদ্যপি
বন্ধন প্রভৃতির সহিত ছয় মাস কিষা তাহার
অধিক কাশ যাজ্ঞন প্রভৃতি সংসর্গ করে, তাহা
হইলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
দ্ব্যধ্বপ্রভৃতি মহাপাতকীগণের সংসর্গ করিলে
ইহা, সেই ব্রহ্মহত্যা পাপ দ্বারা আক্রান্ত
হইবে, অতএব ব্রহ্মধ্বপ্রভৃতির সংসর্গজন্য
পাপকরনিসিত ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপবিষয়ে
ক প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অত্রি বধ

করিয়া তিনটি কচ্ছু সান্তপন ব্রত 'করিয়া
শুদ্ধ হইবে, সংযত হইয়া পুনর্বার তিনটি
কচ্ছুব্রত করিবে। অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া যদ্যপি
কোন প্রকারে বৈশ্বহত্যা করে, বৈশ্বহত্যা
মলম্ব্য কচ্ছুতিকচ্ছুব্রত করিবে। যদ্যপি
শুদ্ধ বধ করে, বথানিয়মে. তপ্ত কচ্ছুব্রত
করিবে। গোহত্যাপাপের নিষ্কৃতি বলিতেছি,
গোহত্যাকারী পাপী বিজ ইজ্রিয়সংযমকরতঃ
গোসমূহযুক্ত গোষ্ঠে মাসার্কি ব্যাপিয়া ভূমীশায়ী
হইবে, তদনন্তর, একমাস শত্রু, শাবক,
(বাউ) পিণ্ডাক, (তিলকক) দ্রব, দধি এবং
গোময় এসকল দ্রব্য ক্রমাগত ভোজন করিবে,
নখ লোম এবং কেশ শিখা পর্যন্ত বণন করিয়া
ব্রত করিলে পর শুদ্ধ হইবে, ত্রিযবন বান
নিত্য গোসমূহের অলুগমন করতঃ মাংসস্যা-
শূন্য হইয়া এই ব্রত করিবে, এবং যথাসক্তি
নিত্য গায়ত্রীজপ করিতে হইবে ও পবিত্রভাবে
কালযাপন করিবে, উক্ত ব্রত সমাপন হইলে
পর, ব্রাহ্মবগণকে ভোজন করাইয়া একটি গাভী
ব্রতের দক্ষিণা প্রদান করিবে। যদ্যপি বন্ধন
কিংবা রোধ করিয়া বহু গোহত্যা একব্যক্তি
করে, গোহত্যা প্রায়শ্চিত্তের বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত
করিলে শুদ্ধ হইবে। দৈবাবীন বহুজন একটি
গোহত্যা করে, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি
পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, গোহত্যাপাপের বিহিত
প্রায়শ্চিত্তের এক এক পদ (চতুর্থভাগ) ব্রত
করিবে। অঙ্কিত করা কিংবা গো চিকিৎসা
করিতে অথবা গর্ভস্থ মৃত সন্তান নিঃসৃত হই-
তেছে না, ঐ গর্ভ মোচন করাইতে বাইয়া,
যদ্যপি গোহত্যা হয়, ঐ সকল কার্যকারী
ব্যক্তি পাপ দ্বারা লিপ্ত হইবে না। রাজিকালে
বন্ধন কিংবা সর্পাঘাত, ব্যাঘ্রকর্ডক ভোজন,
গৃহদাহ, এবং অজ্ঞ কান বিষ দ্বারা
গোহত্যা হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।
যদ্যপি গো রোধ করিলে, (আটকাইয়া
রাখিলে পর) গোবধ প্রায়শ্চিত্তের একপাদ
ব্রত করিবে এবং যদ্যপি বন্ধন করিয়া রাখে,
গোবধ প্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ (অর্দ্ধ) ব্রত করিবে,
যদ্যপি গোধরীরে কোন স্থান ছেদন করে,
তাহাতে গোবধ প্রায়শ্চিত্তের ত্রিপাদ ব্রত
করিবে।

শ্রাব, মৃদাঙ্গ, —দণ্ড এবং খড়া প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা গোষ্ঠ্য করা করিলে পর, পূৰ্ণ কথিত সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। হস্তী, ঘোটক, মহিষ, উষ্ট্র (উট) এবং বানর, এ সকল জন্তু হত্যা করিলে পর, সপ্তরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্যাঘ্র, কুক্কুর, সিংহ, ভল্লুক এবং শূকর এ সকল জন্তু হত্যা করিলে কুচ্ছ সান্ত্বনন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করাইবে। বনচর সকলজাতীয় মৃগ বধ করিলে, ত্রিবার উপবাস করিয়া জাতবেদসমস্ত জপ করিলে পর, শুদ্ধ হইবে। হংস, কাক, বকশ্রেণী, পারাবত, মারস এবং ভাষ এ সকল পক্ষী হত্যা করিলে, তিন দিবস উপবাস দ্বারা যাপন করিবে। চক্রবাক, ক্রোঞ্চ, সারিকা (সালিক) শুক, তিত্তিরি, শ্বেন (শিকরা) গৃধ্র, (গৃধিনী) পেচক, কপোত, টিট্টিভ, জালপাদ, কোকিল, কুক্কট এ সকলজাতীয় পক্ষী হত্যা করিলে, এক দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। মণ্ডুক, সর্প, বিড়াল এবং মূষিক (ইন্দুর) এ সকল জন্তু হত্যা করিলে পর, ত্রিবার উপবাস করিবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অস্থিশূন্য কীট (মশক প্রভৃতি) হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইবে, অস্থিবিশিষ্ট প্রাণী হত্যা করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ দান করিবে। কামপীড়িত হইয়া যে দ্বিজ কোনরূপে চণ্ডালকথা গমন করে, সে কুচ্ছ, অতিকুচ্ছ এবং কুচ্ছাতিকুচ্ছ করিবে। ইচ্ছা-বশতঃ হউক অথবা ইচ্ছা না থাকুক পুঙ্কনী গমন করিলে পর, কুচ্ছ চাক্ষায়ণ ব্রত এই পাপের প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। নটী শেলুবা, নটী বিশের) রজক জী, বেণুজীবিনী (ডোম জাতির কন্যা, চৰ্শকায়ের কথা, এ সকল জী গমন করিলে চাক্ষায়ণ ব্রত করিবে, (এ প্রায়শ্চিত্ত একবার) অজ্ঞান পূৰ্ণক গমন বিষয়ে জানিবে। ক্ষত্রিয়কথা কিম্বা বৈশ্য-কথাতে কামপীড়িত হইয়া যে ব্রাহ্মণ গমন করে, তাহার কুচ্ছ সান্ত্বনন ব্রত পাণনাশ ব্রাহ্মণ শূদ্রপত্নী একমাস কিম্বা অৰ্দ্ধমাস গমন করিয়া, গোমূত্র এবং বাবক (বাউ) অৰ্দ্ধমাস ভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ বন্যপি,

(পরপত্নী) ব্রাহ্মণী গমন করে, প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়পত্নীগমন করিয়া এই প্রাজাপত্য করিবে, যে নর গোগমন করিবে, সে চাক্ষায়ণ ব্রত করিবে, গুরুকথা পিতৃশ্রমা এবং পিতৃশ্রমার কথা, গমন করিলে পর চাক্ষায়ণ ব্রত করিবে। মাতুলানী, সগোত্রী, মাতুলকথা পুত্রবধূ এসকলজী অজ্ঞানবশতঃ গমন করিলে, পরাক ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। পিতৃব্য-পত্নী, ভ্রাতৃপত্নীগমন করিলে, পর গুরুতম প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ বিমাতৃগমনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহার অন্তরূপ পাপমোচনের উপায় নাই। মাতা ভিন্ন পিতৃদার অর্থাৎ বিমাতা, ভগিনী, মাতুলকন্যা। এবং বৈমাত্রেয়া ভগিনী যে এসকল জীগমন করে, সেই নরাদম তপ্ত কুচ্ছুর ব্রত করিবে। যে পুত্রবধূ মাতা, নিজ কন্যা এবং নিজ ভগিনী) গমন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিরুতি(ধর্ম)শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। কুমারী (অবিবাহিতা কথা) গমন করিলে। পণ্ডজাতি কিম্বা বেথী গমন করিলে, প্রাজাপত্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ভাণ্ড্যাব সখী অবিবাহিতা কথা, শ্বশুর, ভাণ্ড্যার ভগিনী, নিয়মাবলম্বিনী, এবং ব্রতকার্যে কৃতদমন এ সকল জী যে দ্বিজ অভিগমন করে, সে প্রকৃত কুচ্ছ ব্রত করিবে, এবং দ্ব্যবসী ধেম্ব (বৎস সহিত গাভী, দান করিবে। রজস্বলা জী তৃতীয় দিবসমধ্যে, গর্ভবতী জী এবং পাতিতায়ুক্তা জী যে নর গমন করে, তাহার পাপবিমোচন নিমিত্ত, অতিকুচ্ছ ব্রত শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বেথী গমন করিয়া কুচ্ছ ব্রত করিবে, এই ব্রত দ্বারা ব্রাহ্মণের বেথীগমন পাপ হইতে মুক্তি হইবে। সম্বর্ত মুনির এইরূপ অনুজ্ঞা জানিবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগমন করিয়া একটা কুচ্ছ ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কোন ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণীগমন করিয়া একমাস গোমূত্র এবং বাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণপত্নীর যদি কোন ঘটনাক্রমে শূদ্রজাতিসংসর্গঘটনা হয়, তাহার কুচ্ছ চাক্ষায়ণব্রতই পরম পবিত্রকারক জানিবে। চাণ্ডাল, পুঙ্কন, শ্বপাক, এবং পতিত মহা এসকল ব্যক্তির জীগমন করিলে, চাক্ষায়ণ

করিবে, ইহা অজ্ঞানকৃত গমনের প্রায়শ্চিত্ত ।
অতঃপর দুষ্টগম্যের পাপবিমোচন যাহাতে
হয়, তাহা শ্রবণ কর, সংসার আশ্রম
তাগ করিয়া যে ব্যক্তি পুত্র কামনায় স্ত্রী
গমন করে, তদনন্তর, সে, স্বাস ব্যাপিয়া
অবিশ্রান্তভাবে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। যে
সকল ব্যক্তি (সকল করিয়া) বিষপান
কিংবা অগ্নিগ্রবেশ করিয়াও মৃত্যু না হও-
য়াতে শ্রামবর্ণ কিংবা বিচিত্র বর্ণ হইয়াছে,
সেই সকল ব্যক্তি এবং বাহারা সান্নীতী স্নো-
লোকের মিথ্যা কলঙ্করচনা করিয়াছে; ও
বাহারা নিমিত্ত স্ত্রী গমন করিয়াছে, এ সকল
পতিত ব্যক্তিরও ছয় মাস ব্যাপিয়া কৃচ্ছ্রব্রত
বিহিত হইয়াছে এবং যে কোন মনুষ্য ইত্যা
করিলেও উক্ত প্রায়শ্চিত্তবিধি জানিবে, যম ধর্ম
এ সকলব্যক্তির উক্ত প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন ।
যে ব্যক্তি গোকর্জুক হত হইয়াছে এবং যে
ব্যক্তি আশ্বঘাতী, তাহাদিগের নিমিত্ত মঙ্গলা-
কাজী সাধুপুঙ্খগণ, কদাচ চক্ষুর জলও
ফেলিবে না । গোকর্জুক হত, কি আশ্বঘাতী
এই দ্বিবিধ অপঘাতমৃতের মধ্যে একটিরও
মৃতদেহ যদিও কোন ব্যক্তি বহন করে, কিম্বা
দাহ করে অথবা তর্পণ করে, সে ব্যক্তি চান্দ্রা-
য়ব্রত করিবে। ঐ সকল মৃতদেহ দাহ বা
বহন না করিয়া কেবল স্পর্শ করিয়া কৃচ্ছ্রব্রত
দ্বারা পাপাপনোদন করিবে, ঐ শবের বস্ত্র
স্পর্শ করিয়া একদিবস উপবাস করিবে। (অকৃত
প্রায়শ্চিত্ত) মহাপাপী কিংবা আশ্বঘাতীর
উদ্দেশে তর্পণ, পিণ্ডদান এবং বোড়শ দানাদি
যাহা করিবে, তাহা ঐ মৃতব্যক্তির নিকটে
বাহিবে না, অর্থাৎ তাহা দ্বারা ঐ প্রেতের
কোন উপকার হইবে না, ঐ তর্পণাদি
কার্য সমস্ত রাক্ষসবর্জক অপহৃত হইবে।
চাণালকর্জুক কিংবা কুতীরপ্রভৃতি জলজন্ত
কর্জুক, সর্পাদি কর্তৃক আহত হইয়া বাহারা
মরিয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণের শাপাদি দ্বারা
বাহারা মরিয়াছে, ইহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে
হইবে না। মৃত্র এবং পুরীষতাগ করিয়া,
শৌচের পূর্বে কিম্বা ভোজনের পর, উচ্ছিষ্ট
অবস্থার দ্বিজগণ যদিও কৃচ্ছ্রাদি কর্তৃক স্পষ্ট
হয়, নানানন্তর সহস্রবার গায়ত্রীজপ করিয়া

শুদ্ধ হইবে। চাণাল, পতিত, মৃতদেহ, অশ্রান্ত
অস্ত্রাজ্ঞাতি রজস্বনাস্ত্রী এবং যুতিকান্ত্রী
(যে যুতিকান্ত্রীর অশৌচ যায় নাই) ইহা-
দিগকে স্পর্শ করিয়া বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া
শুদ্ধ হইবে। (কোন জব্য হস্তে লইয়া)
যদ্যপি অস্পৃশ্য বিষ্ঠাদি স্পর্শ করে, তাহা
হইলে স্নানান্তর আচমন করিবে এবং ঐ জব্য
প্রোক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট
অবস্থায় চাণালাদি (অশ্রান্ত্রাজ্ঞাতি) কর্তৃক
স্পৃষ্ট হইলে পর, ছয় দিবস গোমূত্র এবং
যাবকভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ঋতুমতী স্ত্রী
কৃচ্ছ্র কর্তৃক কিংবা অশ্রান্ত্রাজ্ঞাতি স্ত্রী
স্পৃষ্ট হইলে পর, ঋতু অবশিষ্ট দিন উপবাস
করিয়া স্নাত ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।
চাণালগণের পাত্রসম্পৃষ্ট, কূপের জল পান
করিয়া, তিন দিবস গোমূত্র এবং যাবক আহার
করিয়া শুদ্ধ হইবে। অস্ত্রাজ্ঞাতি কর্তৃক
অপবিত্রীকৃত, যেসকল তীর্থ পুঙ্খরিনী এবং
নদী তাহার, জল অজ্ঞানপূর্বক পান করিয়া
পঙ্খগব্য ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। স্নায়
পাত্রের জল, জলছত্রের জল এবং বৃষ্টির জল
শুচি হয় নাই) নূতন বৃষ্টির জল পান করিয়া
দ্বিজগণ এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া
পঙ্খগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা
এবং মূত্রাদি সম্পর্কে অশুচি কূপের জল
পান করিয়া দ্বিজগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া
শুদ্ধ হইবে। উক্ত প্রকার বস্ত্র দ্বারা
অশুচি কলসীস্থিত জল পান করিয়া সান্না-
পন ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। দীর্ঘিকা,
কূপ, এবং পুঙ্খরিনী প্রভৃতি অপবিত্র বস্ত্র
সম্পর্কে অশুচি হইলে, তাহার শুদ্ধি করিবার
উপায় তাহা হইতে একশত কলসী জল
উঠাইয়া ফেলিবে এবং ঐ সকল জলাশয়ে
পঙ্খগব্য নিঃক্ষেপ করিবে। যে একশত
উষ্ট্র, ইহাদিগের দুগ্ধ পান করিয়া ত্রিরাত্র
যাবক পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ছাগীর দুগ্ধ
গর্ভোৎপাদননিমিত্ত বুৎকর্জুক আক্রান্ত
যে গাভী, তাহার দুগ্ধ পান করিয়া এবং বিষ্ঠা
ভক্ষণ করে যে পশু, তাহার দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া
ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা
কিবা মূত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণাপত্য দ্বা

করিবে, কুক্কর, কাক এবং গো ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া তিন দিন বিজগণ উপবাস করিবে। বিড়াল এবং মূষিক ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া বিজগণ পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিবে, শূজের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পলাশু, লণ্ডন, গ্রাম্য কুক্কট, ছত্রাক, এবং গ্রাম্য শূকর ভক্ষণ করিয়া, বিজগণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। কুক্কর, গর্দভ, উষ্ট্র, বানর, শৃগাল এবং কক, (পক্ষী বিশেষ) ইহাদিগের বিষ্ঠা কিম্বা মূত্র পান করিয়া মনুষ্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। পশুবিষিত অন্ন, কেশ কিম্বা কীট দ্বারা অশুচি হইয়াছে, যে অন্ন এবং পতিত লোকের দৃষ্ট অন্ন, এ সকল ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। অস্ত্রাজ জাতির পাত্রে এবং রজস্বলা স্ত্রীর পাত্রে ভোজন করিয়া পঞ্চদশ দিবস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। গোমাস, মনুষ্যের মাস, এবং কুক্করের হস্ত হইতে আকৃত যে দ্রব্য, এ সকল অভক্ষণীয়, ইহা ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। চণ্ডাল, বপাক এবং পুন্ডস এ সকল জাতির হস্ত ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধ মাস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। পতিত মনুষ্যের সহিত এক মাস কিম্বা অর্দ্ধমাস সংসর্গ করিয়া অর্দ্ধমাস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে যে কার্যে ব্রাহ্মণ নিজ দেহকে অপবিত্র বিবেচনা করিবে, সেস্থলে তিল সমূহ দ্বারা হোম করিবে এবং গায়ত্রী জপ করিবে। (সম্বর্ভমুনি বলিতেছেন) ত্রিদিষ্ট পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত বিধি যাহা, তাহা উক্ত হইলে অনির্দিষ্ট পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত যাহা, তাহা বলিতেছি, (শ্রবণ কর) দান, হোম, জপ, প্রাণায়াম এবং বেদপাঠ এ সকল কার্য প্রতিদিন করিয়া পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। স্তবর্ণ-দান, গোদান এবং ভূমি দান, এ সকল দান ইহা অস্বকৃত এবং পূর্বজন্মকৃত পাপ সমূহ নীর্য বিনষ্ট করে। সংযত বিজকে, যে ব্যক্তি তিন খেদ দান করে, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপরাশি হইতে সে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। দান দানের পূর্ণিমাতিথিতে উপবাস করিয়া যে

ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তিল দান করে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কার্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া যে মনুষ্য বস্ত্র, স্তবর্ণ এবং অন্নদান করে, সে, পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। অমাবস্তা, এবং দ্বাদশী তিথি, সংক্রান্তি এবং রবিবার এ কয়টি তিথি ও দিন (পূণ্য কার্য বিষয়ে অতিশয় প্রশস্ত জানিবে)। এ সকল দিবসে স্নান, জপ, হোম, ব্রাহ্মণভোজন, উপবাস, এবং দান, এ সকল কার্যের এক একটা—মনুষ্য গণকে পবিত্র করে। স্নানান্তর শুচি হইয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্বক পবিত্রচিত্তে ইন্দ্ৰিয়-সমূহ জয় করতঃ সাত্ত্বিক ভাব আশ্রয় করিয়া বিচক্ষণ মনুষ্য দান করিবে। আয়হিত অভিলাষী বিজগণ উপপাতকক্ষয়-নিমিত্ত সপ্তব্যাহতি মন্ত্রদ্বারা সহস্র সংখ্যক হোম করিবে। মহাপাতকসংযুক্ত দ্বিজ সপ্তব্যাহতি-মন্ত্রদ্বারা লক্ষসংখ্যক হোম করিবে। গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। অরণ্যে, কিংবা নদীতীরে গমন করিয়া সকল পাপক্ষয়নিমিত্ত অত্যন্ত পুণ্যদাত্রী-বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ অরণ্যে কিংবা নদী তীরে বৈথাবিধি স্নান করিয়া বাক্য সংযমপূর্বক প্রাণবায়ু বণীভূত করিয়া তিনটি প্রাণায়ামের অনন্তর গায়ত্রী জপদ্বারা পবিত্র হইবে। নিশ্চল বস্ত্র পরিধানপূর্বক পবিত্র স্থানে এবং স্থলে বসিয়া পবিত্র হস্তে আচমন করিয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিবে। পাঁচ দিবস (নিরন্তর) গায়ত্রী জপ করিয়া এই লোকে ঐহিক এবং পারত্রিক সকল পাপ বিনষ্ট করে। পাপ কার্যের শুদ্ধি কারক গায়ত্রী হইতে অস্ত্র কিছুই নাই জানিবে। মহাব্যাহতির সহিত প্রাণায়াম-সংযুক্ত গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ, সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য এবং পরিমিত ভোজন করতঃ সকল প্রাণীর হিত চেষ্টায় নিরত হইয়া লক্ষসংখ্যক গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। অবাধ্য-বাক্তন, এবং অত্যাচার্য্য ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ অষ্টাদশ সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একমাস গায়ত্রী জপ করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হয়, সর্বসমস্ত খোলাশ ত্যাগ করে। যে ব্রাহ্মণ পবিত্রভাবে

সংযত হইয়া প্রতিদিন গায়ত্রী জপ করে, সে দিব্য দেহধারণপূর্বক বায়ুর স্তায় সর্বত্র গমন-গমনে ক্ষমতাবান হইয়া উৎকৃষ্টস্থানে গমন করে। প্রণবের সহিত সপ্তব্যাহতিসংযুক্ত এবং শিরো-মস্তকস্থিত গায়ত্রী ব্রাহ্মণ প্রতিদিন মনের দ্বারা চিন্তাকরত তিনবার জপ করিবে, (ইহা প্রাণায়াম করিবার সময় জানিবে, যেহেতু সপ্ত ব্যাহতির জপ করিবার বিধি হইল) নিজ প্রাণবায়ুকে, পুরক, কুস্তক এবং রেচন দ্বারা নিগ্রহ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে, প্রতিদিন সমাহিত হইয়া তিনটি প্রাণায়াম করিবে। প্রাণায়ামক্রয় করিলে পর, মানসিক বাচনিক, কায়িক এ সকল পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ঋগ্বেদ বা যজুর্বেদ অথবা সরহস্য সামবেদ যে বেদ যে

ব্রাহ্মণ পাঠ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, পাবমানী হুক্ত সমস্ত পুরুষহুক্ত এবং মধুচ্ছন্দস যে পিতৃদৈবত মন্ত্র এ সকল যে ব্রাহ্মণ জপ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণমণ্ডল (বেদের একদেশ) বিশেষ ক্রতুহুক্ত কথিত বৃহৎ কথা, বামদেব্য মন্ত্র, (কয়ানশিচত্র ইত্যাদি) এবং বৃহৎ সামমন্ত্র জপ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। চাক্ষুর্য-ব্রত সকল পাপের প্রধান শুদ্ধিজনক (এ নিমিত্ত) চাক্ষুর্য ব্রত করিয়া মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়। স্ববর্ত মুনি কর্তৃক উক্ত পুণ্যজনক এই ধর্মশাস্ত্র যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করে, সে সনাতন ব্রহ্মলোক গমন করে।

সম্বর্ত-সংহিতা সমাপ্ত ।

কাত্যায়ন-সংহিতা।

প্রথম খণ্ড।

অনন্তর, যেমন অন্ধকারস্থিত বস্তু সকল দীপালোক-সাহায্যে উত্তম দেখা যায় সেইরূপ পিতা গোভিল যে সমস্ত কৰ্ম বলিয়াছেন তাহার অস্পষ্টাংশ এবং অজ্ঞ কৰ্ম সকল সম্পূর্ণরূপে—প্রদর্শন করিব। এক এক সূত্রের তিন খেয়া উদ্ধৃত ও তিন খেয়া অধোবৃত এইরূপ ত্রিগুণিত যজ্ঞোপবীত সূত্রে একটী গ্রন্থি দিবে। যাহা ধারণ করিলে পৃষ্ঠবংশ ও নাভি লম্বিত হইয়া কটি পশ্চাত্ত স্পর্শ করে, তাদৃশ যজ্ঞোপবীত ধারণ করা কর্তব্য; ইহা হইতে লম্বমান বা উজ্জ্বিত উপবীত ধারণ করিবে না। সর্কদা যজ্ঞোপবীতধারী হইবে ও শিষ্যাবন্ধন করিয়া থাকিবে। বিজ্ঞ শিষ্য-কন-শূন্য বা যজ্ঞোপবীত শূন্য হইয়া বাহা করিবে, তাহা না করার তুল্য হইবে। তিনবার জলগান করিয়া ছুইবার মুখমার্জন করিবে। হৃৎপরে নিম্নলিখিত স্থান সকল জলদ্বারা স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীযোগে ত্রণে স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা-যোগে—একবার নেত্রদ্বয় এবং একবার কর্ণ-দ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—নাভি এবং করতল দ্বারা বক্ষস্থল স্পর্শ করিবে। সকল অঙ্গুলিযোগে মস্তক এবং গঞ্জলি সকলের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করা বিধি। যে স্থানে কর্তার প্রতি ক্রোধোপ-দেশ করা হয়, অথচ কোন অঙ্গদ্বারা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করা না হয়, কৰ্ম-পারগ দক্ষিণ হস্তই সেই-স্থলের উপযোগী জানিবে। যে সমস্ত জপ ও হোম প্রভৃতি কার্যে দিক নিয়ম নাই,

তাহাতে ঐন্দ্রী, সৌমী এবং অপরাহ্নিতা এই তিন দিক কার্যোপযোগী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে কাৰ্য্য দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট বা নম্র-পূৰ্ব্বকায় হইয়া করিবে এইরূপ কিছু বিশেষ নিয়ম নাই সেই কার্য্য উপবিষ্ট হইয়া করিবে, নম্র-পূৰ্ব্বকায় বা দণ্ডায়মান হইয়া করিবে না। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সার্বভৌ, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি ও আয়দেবতা এই কয়জন মাতৃগণ লোকমাতা। বৃদ্ধি-কাৰ্য্যোগলক্ষে গণেশ এবং এই চতুর্দশ মাতৃ-গণের পূজা করা বিধি। সকল কৰ্ম্মারম্ভে গণপতি এবং মাতৃগণ যত্রপূৰ্ব্বক পূজনীয়। তাহারা পূজিত হইলে পূজকব্যক্তিকে পূজা-পাত্র করেন। ওজপ্রতিমা, পটাদি বা অক্ষত-পুঞ্জ ইহাদিগকে চিত্রিত করিয়া পৃথগ্বিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। স্তূত দ্বারা দেওয়ালে সাতটী বা পাঁচটী বহুধারা দিবে। ঐ বহুধারাসকল যেন অতি নীচও না হয়, অতি উচ্চও না হয়। সেই কৰ্ম্মে শাস্তির জন্ত সমাহতচিত্তে আয়ুযজ্ঞ করিয়া তদন-ন্তর ভক্তিপূৰ্ব্বক ছয় জন পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধান্ত করিবে। পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করিয়া বৈদিক কাৰ্য্য করিবে না। এবং ঐ সকল কাৰ্য্যে প্রথমে বহুপূৰ্ব্বক মাতৃগণের পূজা করাই উচিত। বসির্দে যে বিধি দিয়াছেন বিনা আমিষে একাৰ্য্যে তাহাই হইবে। অতঃপর যে কিছু প্রভেদ আছে তাহা বলিতেছি।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রাতঃকালে নিমজ্জিত যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণকে উভয় পক্ষেই উপবেশন করাইয়া সরলভাবে প্রসারিত কর দ্বারা কুশ দান করিবে। হরিত-বর্ণ কুশসকল যজ্ঞীয়, পীতবর্ণ কুশসকল পাক-যজ্ঞীয়, পিতৃকশ্মে উপযুক্ত কুশ সমুদায় সমূল এবং রৈখদেবোচিত কুশ নানাবর্ণীয় হইবে। অগ্রভাগযুক্ত নাতি স্মৃষ্ণ, অকর্কশ নির্দেশ এবং মুটেম হাত পরিমাণ কুশসকল পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রদান করিবে। পিণ্ডদানার্থ আন্তৃত কুশ এবং তর্পণার্থ ধৃত কুশ অগ্রাহ। পবিত্র কুশও গ্রহণ করিয়া বিষ্ঠা বস্তু ত্যাগ করিলে তাহা পরিত্যাজ্য হইবে। দেবকার্য্য করিবার সময়ে দক্ষিণ জাহ্নু পাতিত করিবে। আর পিতৃকার্য্য করিবার সময়ে বামজাহ্নু পাতিত করিবে; কিন্তু বুদ্ধিশ্রাদ্ধে কখনই বামজাহ্নু পাতন নাই। এই শ্রাদ্ধে পিতৃগণকেও সবা দেবগণের ত্রায় পরিচর্যা করিবে। পিতৃগণ উদ্দেশে নিম্ন-লিখিত প্রকারে প্রদত্ত কুশোপরি তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া গোত্র ও নাম উল্লেখপূর্ব্বক সন্মোদনান্তর পিতৃগণকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এই বুদ্ধিশ্রাদ্ধে অপসব্য করণ নাই, পিতৃতীর্থে প্রদান নাই; পাত্র পূরণাদি দৈবতীর্থ দ্বারাই করিবে; সকল যুগ্ম ব্রাহ্মণেরাই স্ব স্ব যুগ্মমধ্যে যিনি যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহার হস্তের উপর হস্ত স্থাপন করিবেন এবং তাঁহাদিগের হস্তের অগ্র-ভাগে পবিত্রের অগ্রভাগ থাকিবে, এই অবস্থাতে তাঁহাদিগের হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে। প্রত্যেককে আর অর্ঘ্য দিতে হইবে না। পবিত্র, যে কোন কশ্মেই হউক না কেন কুশের হইবে। তাহার পর্ন্তপত্র থাকিবে না; অগ্র থাকিবে। এবং তাহা দ্বিগল ও প্রাদেশ-পরিমিত, হইবে ইহা বিজ্ঞেয়। ইহা-কেই “পিঞ্জলী” বলে। আজ্যোৎপাদনার্থও এতাবশ্যাত্মক। কেহ কেহ বলেন, বিওকা শীর্ণ-কুশ্মা আর্দ্র-মঞ্জরীশালিনী কুশ পিঞ্জলী হইয়া থাকে। পিত্র্য মন্ত্র উচ্চারণ যজ্ঞাদিবিহিত হৃদয়স্পর্শ, হৃদয়াবলো কন *

* রত্নসমন্বিত পাঠ্যস্থানে ঐ বাবা এতৎ হই-
রাছে। মূলসম্বত পাঠের অর্থ এই:—“অথ প্রাণী

বাবৎকর্ম্ম করা, অত্যন্ত হাশ, মিথ্যা বলা, মার্জার-স্পর্শ, মৃষিক-স্পর্শ, পক্ষিকখন বা ক্রোধোৎপত্তি,—বৈধ কর্ম্ম করিবার সময় এই সকল নিমিত্ত উপস্থিত হইলে জল স্পর্শ করিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।

তৃতীয় খণ্ড ।

পুণ্ডিতগণ বলেন কর্ম্ম না করা অন্য শাখার কর্ম্ম করা এবং অসথা শাস্ত্র কর্ম্ম করা কস্মীদিগের এই তিন প্রকার “অক্রিয়া”। যে মুঢ় নিজ শাখা-কথিত কর্ম্ম পরিভাগ করিয়া পরকীয় শাখোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই কার্য্য ফলজনক হয় না। তবে বাহা স্বীয় শাখাতে অনুরক্ত ও পর শাখাতে কথিত, বিদ্বানগণ তাহা অন্তর্ধান করিবেন যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম। আরক কার্য্য যদি কেহ মোহবশতঃ কোনরূপে অসথা করিয়া ফেলে, তাহা হইলে যে স্থান হইতে সে কার্য্যের অসথা-ভাব ঘটে তাহা হইতে করিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য্য শেষ করিবে। কিন্তু কার্য্য সমাপ্তি হইবার পর যদি জানিতে পারে যে আমি ইহা অসথা করিয়াছি, তাহা হইলে যে কার্য্য অসথা কৃত হইবে, পুনরায় মাত্র তাহাই করিবে সকল কর্ম্মের পুনরন্তর্ধান হইবে না। প্রধান কার্য্যের “অক্রিয়া” হইলে সেই কার্য্য অঙ্গের সহিত পুনরায় করিবে। কিন্তু অঙ্গের অক্রিয়া হইলে অঙ্গসহিত প্রধান কার্য্যের পুনরন্তর্ধানও হইবে না, এবং অঙ্গকাণ্ডও করিতে হইবে না। (কিন্তু বৈগুণ্যসমাদানার্থ বিষ্ণু স্মরণ করিতে হইবে)। পার্কণে অন্নদানের পূর্বে গায়ত্রী পাঠের পর “মধুবাভা” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করা বিধি; কিন্তু আভ্যাদায়িক শ্রাদ্ধে তখন “মধুবাভা” মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। এই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের ভোজন-সময়ে কদাচ পিতৃমহত্মপ্রকাশক মন্ত্র জপ করিবে না। কিন্তু সোমসামাদি অস্ত্র স্তুত মন্ত্র জপ করা কর্তব্য। পার্কণশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরা

কদাচ হইলে ভোজনসময় অন্ন বিকরণ কথিত

আছে, কিন্তু আত্মীয়িক আছে ব্রাহ্মণ তৃপ্তি হইবার পূর্বে নবযুক্ত অন্ন বিকরণ করিতে হইবে। পার্শ্বগণশ্রদ্ধে যেখানে “তৃপ্তাঃ” বলিয়া প্রণয় করিবে আত্মীয়িক আছে সে স্থানে “সম্পন্নঃ” এই প্রণয় বিহিত। “সম্পন্নঃ” এই উত্তর পাইলে “শেষমন্নঃ কদেয়ঃ” জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর, পূর্বাগ্র কুশের মূলদেশে পূর্ববৎ পিতার জ্বাহন করিয়া এবং মধ্য ও অগ্রভাগে পিতামহ ও প্রপিতামহের আাহন করিয়া “অবনেনিকু” বলিয়া তিনশৃঙ্খ জল প্রদান করিবে। ইহা দিগেরই বামভাগে মাতামহ প্রভৃতি তিনজনকে ঐরূপ আবাহন ও জলদান করিবে। সকল অন্ন হইতে অন্ন লইয়া তাহা ব্যঞ্জনাবিত এবং নব বদরীফল ও দধিধারা মিশ্রিত করিবে। অনন্তর পূর্বমুখ থাকিয়াই বিক-প্রমাণ সেইসকল পিও অবনেনজনবৎ (পূর্বোক্ত জলদানবৎ) নিরম্যাহুসারে দান করিয়া পাত্র প্রক্ষালন জলদ্বারা পুনরায় অবনেনজন দান করিবে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড ।

শ্রাদ্ধকার্যে কুশমূল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর পিওদান করিলে দাতার ক্রমে উর্দ্ধগতি হয় আর অগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অধঃ অধঃ দান করিলে অধোগতি হয়, অতএব আত্মীয়িক কি অগ্র সকল শ্রাদ্ধেই অন্ন লগ পিও সকল কুশের মূল মধ্য এবং অগ্রভাগে প্রদান করিবে। বিনা বাক্যে গন্ধাদি দান করিবে অনন্তর ব্রাহ্মণগণের আচমন করাইবে (লেপ-বর্ষণ ও প্রক্ষালনাদি করাইবে) অগ্র শ্রাদ্ধেও (পার্ষ্বগণি শ্রাদ্ধেও) এই বিধি; তবে যব প্রদান দেবতীর্থ ইত্যাদি কতিপয় বিধি তাহাতে নাই। অগ্রশ্রাদ্ধে পিওদানের স্থান দক্ষিণনিয় কর্দ্ধা দক্ষিণমুখ এবং কুশ দক্ষিণাগ্র হইবে ইহা শাস্ত্র সম্মত। (সে যাহা হউক) ব্রাহ্মণাচমনের পর “সুহৃৎপ্রোক্তিমন্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্র ভূমি সিঞ্চন করিবে। আর “শিবা আপঃ সন্ত” বলিয়া যুগ্ম ব্রাহ্মণগণের প্রত্যে-

কের হস্তে জল দিবে। অনন্তর “সৌমিনস্ত” মন্ত* বলিয়া পুপ এবং “অক্ষতকারিষ্টকান্ত” বলিয়া যব দান করিবে। “অক্ষত্যাগদক দান” অর্থ্য দানেব মতই হইবে। তাহা বস্তুস্ত প্রয়োগেই কর্তব্য চতুর্থ্যস্ত প্রয়োগে কদাচ কর্তব্য নহে। (অর্থ্য দান, অক্ষত্যাগদক দান, পিওদান, অবনেনজন এবং অধা-বাচনে তত্ত্বতা হইবে না।) * “সুহৃৎপ্রোক্তিমন্ত” ইত্যাদি সকল প্রার্থনাতেই বিজোক্তম-গণ প্রতিবচন দিলে পবিত্রাচ্ছাদিত পিও সকলকে “উর্জ্জংবহন্তীঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক সিঞ্চন করিবে। অনন্তর দ্ব্যাক্ষিত পাত্র উত্তান করিয়া যুগ্ম ব্রাহ্মণগণকে দিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া লইবে। তৎপরে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সম্মুখবাদ করতল গ্রহণপূর্বক প্রণাম করিয়া ক্রিয়দর অঙ্গমন করিবে। এই সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধ বিধি আমি সংক্ষেপে বলিলাম। যাহারা ইহা জানিতে পায় তাহারা আর কদাচ শ্রাদ্ধ কার্যে বিমূঢ় হয় না। এই পরিসংখ্যান শুভ শাস্ত্র এবং বসিষ্টোক্ত বিধি যেক্ষতি জানেন* সেই শ্রাদ্ধবিৎ অপরে নহে।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চম খণ্ড ।

কন্দিগণ, যে যে কার্য আরম্ভ হইবার পর বারবার কৃত হয়, তৎসমস্তের প্রতিবারে মাতৃপূজা ও আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ করিবে না। যথা অগ্ন্যাধ্যান, সায়াংপ্রাতঃহোম, বৈশ্বদেব, বলিকর্ম, দর্শপৌর্ণমাস যাগ এবং নবযজ্ঞ। যজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন;—এই সমস্ত কার্যে একবারই ঐ শ্রাদ্ধ হইবে; পৃথক পৃথক হইবে না। অগ্ন্যাধ্যান, সায়াং প্রাতঃহোম ও নব-যজ্ঞ ইহার মধ্যে এক কর্ম উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে কথাস্তরের অগ্র শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। অষ্টকাহোম গৃহ্যোক্ত অষ্টকাহোম শ্রাদ্ধ, পিওপিতৃযজ্ঞ শ্রাদ্ধ, দোষান্তী হোম, জাতকর্ম এবং প্রোষিতাগত কার্যে আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ

* ১৮ শ্লোক রঘুনন্দন মতে এই বলে হইবে না।
তথ্যভেদে এই শ্লোক উক্ত হইবে।

হইবে না। বিবাহ হইতে পূর্বাধান পর্যন্ত যে সকল কৰ্ম বিহিত বলিয়া শুনা যায় তন্মধ্যে বিবাহের আদিতেই একবার মাত্র ঐ শ্রাদ্ধ হইবে প্রতি কৰ্মের আদিতে আর হইবে না।

হলাতিযোগাদি ষট্ কৰ্মে প্রতি বারেই পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধ করিবে। সূর্য্য পরিবেশে—হস্তী অশ্ব ঐকান্তি বৃহৎ পশুর এবং চন্দ্র পরিবেশে ছাগ মেবাদি ক্ষুদ্র পশুর স্বস্ত্যয়নার্থে দুই হোম কৰ্ম উক্ত হইয়াছে তাহাতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে। এক দিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি কার্য্য হইলে সৰ্ব্বাগ্রে একবার মাত্র মাতৃপূজা ও একবার মাত্র বুদ্ধিশ্রাদ্ধ হইবে। প্রতি কৰ্ম্মারম্ভে পৃথক পৃথক হইবে না। যেখানে যেখানে বুদ্ধিশ্রাদ্ধ সেই খানে সেই খানেই মাতৃপূজা হইবে। এখন বাহা বলিলাম তাহা প্রাসঙ্গিক মাত্র অতঃপর প্রকৃত কথা বলিতেছি।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ খণ্ড ।

যদি জ্যেষ্ঠ "সাগ্নিক" হন, তাহা হইলেই কনিষ্ঠ, অগ্নির কথিত আধান কাল এবং কথিত উৎপাদকের অধীন হইয়া অগ্ন্যাধান করিবে। যেব্যক্তি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অগ্রেই বিবাহ বা অগ্ন্যাধান কবে, সে "পরিবেত্তা" এবং তাহার ঐ জ্যেষ্ঠ "পরিবিত্তি" বলিয়া বিজ্ঞেয়। পরিবিত্তি এবং পরিবেত্তা নিশ্চয়ই নরক গমন করে, এমন কি কৃত-প্রায়শ্চিত্ত হইলেও ইহারা পাদান ফলভাগী হইবে। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশান্তরস্থ, ক্রীৰ, এক বৃষণ, অত্যন্ত বেজ্ঞাসক্ত, পতিত, শূদ্রধৰ্ম্মী, মহারোগী, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুজ, বামন, কুষ্ঠ, অতিবৃদ্ধ, মৃতভার্য্য, কৃষিকার্য্যাসক্ত, রাজসেবক, ধনরুদ্ধি-প্রসক্ত যথোচ্চাচারী, কুলভাগী উন্নত, বা চোর হইলে কিম্বা ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সধোদর না হইলে অগ্রে বিবাহ বা অগ্ন্যাধান করিলেও দোষী হইবে না। তদ্রাসিত হইলেও ধন-বুদ্ধি প্রসক্ত, রাজসেবক, কর্কক, এবং দেশান্তরস্থ জ্যেষ্ঠের তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। জ্যেষ্ঠ দেশান্তরস্থ হইলে তাহার যদি স্বেদা, পাণ্ডুরা না যায় তাহা হইলে কনিষ্ঠ এক

বৎসরের পরেই বিবাহাদি করিতে পারিবে। কিন্তু দেশান্তরস্থ ভ্রাতা সমাগত হইলে সেই পাপক্ষমার্থ পরিবেহনের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। লক্ষণ কার্য্য (পরি সমুচ্ছন হইতে পরিষেকাদি পর্যন্ত কৰ্ম্মের নাম লক্ষণ) পূর্বাগ্রে রেখার পরিমাণ বার অঙ্গুল, ঐ রেখার মূললগ্ন উত্তরাগ্রে আর একটা রেখার পরিমাণ এক বিংশতি অঙ্গুল, উত্তরাগ্রে রেখার সহিত সংলগ্ন অবশিষ্ট রেখাত্রয়ের পরিমাণ প্রাদেশ মাত্র। ইহাদের সাত সাত অঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া কুশ দ্বারা উল্লেখন করিবে। মান কৰ্ম্ম কথিত ও মান কর্তা অরুণ হইলে যজমান পরিমাণ কত্তা হইবে। পণ্ডিতগণের ইহা সিদ্ধান্ত। পবিত্র অগ্নিই আধান করিবে। সকলেই পবিত্র অগ্নিরই প্রশংসা করেন। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে কন্ডার বাগদান করে তাহা হইলে ঐ বাগদানের বর অগ্ন্যু সমিধ আধান করিবার জন্ত অগ্ন্যাধান করিবে অশ্রদ্ধা করিবে না। যদি সেই কন্ডার বিবাহ হইবার পূর্বেই মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ বাগদানের বরের ব্রত লোপ হয় না সেই অগ্নি সাহায্যেই অশ্র রমণীর পানিগ্রহণ করিতে পারে। যদি যাজ্ঞা করিয়াও অশ্র কত্না লাভ না করে তাহা হইলে সেই অগ্নি আশ্রসাৎ করিয়া শীঘ্র পরবর্তী আশ্রম অবলম্বন করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত ।

সপ্তম খণ্ড ।

প্রশস্ত ভূমিভাগে উৎপন্ন শমীগর্ভ অশ্বখের যে পূর্ব্বমুখী, উত্তরমুখী বা উর্দ্ধগামিনী শাখা— অরুণি এবং উত্তরারুণি তদ্বারাই নির্মাণ করিবে ইহা কথিত হইয়াছে। চত্র এবং ওবিলী সার দাক্ষম্য হইলেই প্রশস্ত। যাহার মূল শমী সন্থিত সংস্কৃত তাহাকে "শমীগর্ভ" বলা যায়। শমীগর্ভ অশ্বখের অলাভে অশমীগর্ভ অশ্ব হইতেও সত্তর অগ্ন্যুচ্ছার করিবে। অরুণি দ্বয় দৈর্ঘ্যে চব্বিশ অঙ্গুল, ছয় অঙ্গুল চেওড়া এবং চার অঙ্গুল উচ্চ হইবে এই অরুণি দ্বয়ের পরিমাণ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। "প্রমহ" অষ্টাঙ্গুল, "চত্র" বার অঙ্গুল ও ওবিলীও বার অঙ্গুল;—ইহাই

মহন যত্ন । অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির পরিমাণ উপস্থিতি হইলে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির বৃহৎ পর্ব গ্রন্থি দ্বারা মাপ লইবে । শন্মিশ্রিত গোলাঙ্গুল-কেশ তেজারা করিয়া তদ্বারা নির্মল স্বরূপ ব্যাম-প্রমাণ নেত্র করিবে তদ্বারা মহন করা বিধি । মস্তক, চক্ষু, কণ, মুখ ও কন্ধরা অরগির এই পঞ্চাবয়ব এক এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে ; বক্ষস্থলের পরিমাণ দুই অঙ্গুষ্ঠ, হৃদয়ের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ, উদরের পরিমাণ তিন অঙ্গুষ্ঠ, কটীর পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ, মূত্রাশয় এবং গুহের পরিমাণ দুই দুই অঙ্গুষ্ঠ জানিবে । উরুদ্বয় চার অঙ্গুষ্ঠ, জন্মদ্বয় তিন অঙ্গুষ্ঠ এবং পাদদ্বয় একাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে । অরগির এই সমস্ত অবয়ব যাক্কিকগণের কথিত । অরগি গুহের নাম “দেবযোনি ” । ইহাতে উৎপন্ন বহির্ই কল্যাণকারী বলিয়া কথিত । যাহারা অস্ত্র স্থানে অগ্নি মহন করে, তাহারা রোগ-ভীতি প্রাপ্ত হয় । প্রথম মহনেই এইরূপ নিয়ম জানিবে, পর মহনে আর নিয়ম নাই । “প্রমদ ” সর্পিদাই উত্তরারগি নিম্পন্ন হইবে । যে অস্ত্র পমদ করিবে, সে যোনিসঙ্কর দোষে দুষ্ট হইবে । অরগি বা উত্তরারগি আর্দ্র, সচ্ছিন্ন, ঘৃণা বা পাতিত হইলে যজমানের হিত হয় না ।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত ।

অষ্টম খণ্ড ৮

আহত বস্ত্র পরিধান ও যথাবিধি উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া পূর্বমুখে উপবেশনকরত বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে যন্ত্রধারণ করিবে । বিচক্ষণ ব্যক্তি, প্রমদের অগ্রভাগ চত্র বৃদ্ধে দৃঢ় করিবে ; অনন্তর অরগি উত্তরাগ্রে স্থাপন করিয়া তদুপরি ঐ বৃদ্ধ স্থাপন করিবে ; চত্রের অবস্থিত কীলকাগ্রে গ্রথিত ঐ বিনী উত্তরাগ্র করিয়া অরগির উপর রাখিবে । সংযত ও পৃষ্ঠভাবে বলপূর্বক ঐ যন্ত্র ধারণ করিবে ; দেখিবে যেন যন্ত্র না নড়ে চড়ে । আহত বসনা পত্নীগণ “ক্রেত্র ” দ্বারা তিন ফের চত্র-বেটন করিয়া বাহাতে পূর্বদিকে অগ্নিনিঃসরণ হয় এই ভাবে প্রথমেই অরগি মহন করিবে ।

বিজগণ, যদি একজন পত্নীও না থাকে তাহা হইলে অগ্ন্যধান করিবে না । করিলেও তাহা না করার তুল্য জানিবে ; ঐ অবস্থাতে অস্ত্র যে সমস্ত কার্য্য করিবে, তাহাও না করার তুল্য হইবে । ব্রাহ্মণের সর্বগা অসবগা বহু পত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যোষ্ঠা প্রযুক্ত সর্বগা সাক্ষী পত্নীগণই অগ্নি নিঃসরণ উদ্দেশে মহন করিবে । তন্মধ্যে অতি নিপুণ একজন বা ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একজন পত্নী মহন করিবে । তদভাবে বিজ্ঞাতি জাতীয়া অসবগা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নি মহন করিতে পারিবে । শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে এ বিষয়ে নিয়োগ করিবে না ; অস্ত্র পত্নীও যদি দ্রোহকারিণী, দ্বৈষকারিণী, অত্রত-চারিণী, বা পরপুরুষ সংগীতা হয় তাহা হইলে তাহাকেও এ কার্য্যে নিয়োগ করিবে না । উৎপন্ন অগ্নির লক্ষণ অর্থাৎ পূর্বোক্ত রেখাদি করিয়া সেই অগ্নি স্থাপন ও প্রজালনপূর্বক সমিধাধান করিবার পর ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবে । তৎপরে সকল মন্ত্র পাঠ পূর্বক পূর্ণাতি দিয়া যজ্ঞ বাস্তবকর্ত্তান্তে ব্রহ্মাকে গো এবং বস্ত্রযুগল দক্ষিণা দিবে । হোম পাত্রের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে তরল জব্যের হোমপাত্র ক্ষব ; ক্ষবপাত্র—খদিরকাঠ বা পলাশ কাঠের হইবে এবং তাহার পরিমাণ দুই বিত্তি দণ্ডা আবশ্যক । ক্ষকের পরিমাণ এক বাহু হইবে । এবং ঐ ক্ষক ক্ষবের ধরিবার দণ্ড বর্ত্তল হইবে । ক্ষবের অগ্রভাগে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের মধ্য উচ্চ ও দুই পাশে দুই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত গর্ভ থাকিবে আর জুহুর অর্থাৎ ক্ষকের গর্ভ একখানি শরীর মত হইবে, তাহাতে “নির্কাহ” নামক প্রণালী থাকিবে, এবং ঐ গর্ভের ছয় আঙ্গুল গভীরতা হইবে । হোম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ঐ সকল পাত্রের মার্জ্জন পূর্বক অগ্নিতাপিত করিবে । হোম জব্য অগ্নি সমীপে পূর্বদিকে বা উত্তরদিকে রাখিবে পূর্বদিকে রাখে ত পূর্বাগ্র করিয়া এবং উত্তরদিকে রাখে ত উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করা

বিধি। যেক্ষণ জব্য হোমে লাগিতে পারে তদন্বয়ে আয়োজন করিবে। হোম জব্যের বিশেষ উপদেশ না থাকিলে যতই হোমজব্য হইবে। মন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলে প্রাজাপত্য মন্ত্র (ব্যাহতি,) আর কোন্ দেবতার হোম করিতে হইবে ইহার উল্লেখ না থাকিলে প্রাজাপতিই সেধানকার দেবতা হইবে, ইহা নিয়ম জানা ব্যক্তি হোম কার্যে অঙ্গুষ্ঠ হইতে যুল সমিধ কদাচ গ্রহণ করিবেন না; অকুশল্য নদীট পাতিত প্রাদেশাবিক, প্রাদেশান্যন বিবিধ শাখাযুক্ত, পত্রযুক্ত ও অসার সমিধও গ্রাহ্য নহে। “ইধা” ছই প্রাদেশ পরিমিত হইবে। উক্তকপ ইধা সমিধই সকল কার্যে লাগে। পণ্ডিতগণ, আঠারটা ইধা সমিধের কথা বলেন; তবে দর্শ পৌর্ণমাস ঋগ ও অন্য কতিপয় ত্রিযাতে বিংশতি ইধা গ্রাহ্য; প্রকৃত হোমের পূর্বে ও পরে বিনাময়ে বিনা দেবোদ্দেশে মনিং প্রক্ষেপ করিতে পারিবে। যেহেতু সেই সমিধ কেবল ইক্ষনার্থ হইবে। আচার্য্য-গণ হবির্হোমে ইধা প্রক্ষেপও ইক্ষনার্থ বলিয়াছেন। যেখানে “ইধা” প্রক্ষেপ হইবে না আমি তাহা স্পষ্ট করিতেছি। সৌমস্তোনয়ন প্রভৃতি কার্যে বিহিত অগ্নি হোম, সমিধ হবিঃ নমস্ তদ্ব্যহোম, সোম্যস্তী হোম, ইধাপ্রক্ষেপ বিধাদক হব্রের পূর্বতন হব্র বিহিত বৈশ্ব-দেবাদি কন্ম, ক্ষিপ্ৰহোম, গোভিন কণিত নক্ষত্রাদিবিধিমিস্তিত হোম, জমোপরি-কৃত হোম এবং সোম্যসাহিত্য এই সকল কার্যে ইধা বিধান নাই।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

নবম খণ্ড।

হব্রের অন্ত্যচনা গমন করিতে ছত্রিশ দানুস অবশিষ্ট থাকিতে সায়ংকালে, আর অন্ত্যচনা দর্শন হইলে প্রাতঃকালে অগ্নি বহিষ্করিতে হয়। সূর্য উদয়গিরি হইতে এক হস্তের উপর গমন না করিলে আর উদিত হোমদিগের পবিত্র হোম বিধি অতীত হয় না। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী যতক্ষণ সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশমান না হয় এবং গগনমণ্ডল

হইতে সন্ধ্যার অপসৃত না হয়, ততক্ষণ সায়ংকালীন হোম করা যায়। সূর্য্য,—ধূলি-মণ্ডল, নীহাররাশি ধূমপুঞ্জ জলদজাল বা তরুশিখর দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, যখন সন্ধ্যা হইরাছে বোধ হইবে তখনই হোম করিবে; তাহা হইলেই ইহার ব্রত-লোপ হইবে না। দ্বিজ, ক্ষিপ্ৰ হোমে পরিসমূহন ও বিরূপাক্ষ জপ করিবে না এবং প্রপদ (তপস্চতেজস্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ) পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু সকল কার্যেই “আদিতেন্নমহুৰ্ব” ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠপূর্বক পশুক্ষণ এবং অস্তিত্ব তিনবার বামদেব্য গান করিবে। যথোক্ত চন্দ্র দর্শন হোমশূন্য কার্যেও হইবে। বহুকার্য একদিন করিলে সর্ব্বশেষে বামদেব্য গান হইবে। বৈশ্বদেবিক কার্য বলিকর্ম্মের পর হইবে। সকল ক্রিয়া-হুতিতেই বর্হিরাস্তুরণ পশুক্ষণ ও বামদেব্য জপ নাই। হবিষ্যয় মধ্যে যবই প্রধান, তাহার পর ত্রীহি; কিন্তু কিছু না পাইলেও মাষ, কোজব এবং গোব সর্ব্বপাদি গ্রহণ করিবে না। হাতে করিয়া আহুতি দিতে হইলে, অঙ্গুলি বাদশপর্ক যাহাতে পূর্ণ হয় এইরূপ আহুতি দ্রব্য লইবে। কংসাদি দ্বারা আহুতি দিলে ক্ষবপূর্ণ আহুতি দ্রব্য লইবে। হবিঃ হবন দৈবতীর্থ দ্বারা কর্তব্য। হবনের সময় অগ্নি উত্তম নক্ষত্রযুক্ত ও উত্তম জ্যোতিষ্মান হওয়া আবশ্যিক। যে মানব জ্যোতিঃশূন্য ভস্মাবশেষে অনলে হোম করে, সে মন্দামি, আমঘাবী ও দরিদ্র হয়। অন্তএব আচার্য্য, দানু ও আত্মান্তিকী পরমাংশ্বী ইচ্ছা করিলে সমিধ অনলেই হোম করিবে, সমসিক্ত অনলে কদাচ করিবে না। আহুতি দিতে উদ্যোগী হইয়া বা আহুতি দিবার সময় হস্ত, হৃৎ, বজ্র নানক বজ্রীয় উপকরণ বা কাঠে বায়ু দ্বারা প্ররূপিত করিবে না তবে ব্যক্তনাদি দ্বারা করিতে পারিবে। কেহ কেহ মুখমারিত যোগে অগ্নি প্রজ্বলন করিতে বলেন, কেন না এই অগ্নি মুখওগ্নেই অগ্ন্যং মুখোচ্চারিত মন্ত্রবলেই উৎপন্ন। তবে যে মুখমারিত দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলন নিষিদ্ধ আছে তাহা তাঁহারি গোষ্ঠিক কাগ্নিপক্ষে লাগিয়া থাকেন।

নবম খণ্ড সমাপ্ত।

দশম খণ্ড।

যেমন দিশান্নান বিহিত হইয়াছে, আত্মর
না হইলে দত্ত ধাবনপূর্বক নদী প্রভৃতি জলা-
শয়ে প্রাতঃস্নানও সেইরূপ নিত্য করিবে।
যদি গৃহে স্নান করে তাহা হইলে মন্ত্র পাঠ
করিতে হইবে না। দত্তধাবন কাঠ,--নার-
দাদির কথিত হইবে। তাহার অগ্রভাগ ধুইয়া
ফেলিবে। গাত্রোত্থানপূর্বক চখে জল দিয়া
চুটি ও সমাহিত ভাবে মন্ত্র পাঠান্তে দাঁতন
করিবে। মন্ত্র যথা—“হে বনস্পতি! আমা
দিগকে আয়, বল, যশ, তেজ, প্রজা, পুত্র,
ধন, বেদজ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং মেধা অর্পণ কর।
শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস সকল নদীই রজস্বল
হয়, অতএব সমুদ্রগামিনী নদী ব্যতীত অন্য
নদীতে নামিয়া তথায় স্নান করিবে না। যে
সকল জলাশয়ের গতি আট ক্রোশের কম,
তাহাদিগকে নদী বলা যায় না; তাহারা গর্ভ
বলিয়া কীৰ্ত্তিত। উপাকর্ষ, উৎসর্গ জ্ঞাতিমরণ
চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ এই সকল কারণে স্নান সময়ে
ও অনির্দিশাহ প্রেতোদ্যেবে জলদানে রজো-
দোষ থাকে না। যখন ব্রহ্মবাদিগণ, উপাকর্ষ
ও উৎসর্গে স্নান করিতে গমন করেন, তখন
বেদ, ছন্দসকল, ব্রহ্মদিগদেবগণ পিতৃগণ
ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ জলাকাঙ্ক্ষী হইয়া
সন্তোষসহকারে দশরীয়ে তাহাদিগের অনু-
গমন করেন। যে স্থানে ইহাদিগের সমাসন
হয় তথায় ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ
শিশিও নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, সোমাত্ম নদী রজ-
স্বে বিনষ্ট হয় ইহা কি আর বলিতে হইবে।
যখন ঋষিগণ স্নান করেন তখন তাহাদিগের
মধ্যে থাকিয়া ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত তদীয় স্নান
প্রলকণা শরীর দ্বারা স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ,
বিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ কবে,
দুয়ারী উৎকৃষ্ট বর প্রভৃতি দীপ্তিত দ্রব্য
মাতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয়, আর সেই ব্যক্তি
আরনৌকিও লুপ্তরাশি লাভ করিয়া থাকে
দংশয় নাই। অণ্ডটি অবস্থাতে আম মূংগণ্ডে
প্রদত্ত অণ্ডটি বস্ত্র,--ব্রাহ্মসম্রাট অনির্দিশাহ
প্রেত সকল ভোজন করে। (যাগের মৃত্যুর
পর দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই তাহাকে
অনির্দিশাহ প্রেত বলে)। ভূতলের যাবদীয়

জল এমন কি কুপস্থিত হইলেও চন্দ্র সূর্য্য
গ্রহণ সময়ে গজাজল সদৃশ হইয়া থাকে
দংশয় নাই।

দশম খণ্ড ৩

কর্ম্মপ্রদীপ পরিশিষ্টে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ খণ্ড।

অতঃপর সন্ধ্যোপাসনা বিধি বলিতেছি।
যেহেতু ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাহীন হইলে সকল কার্য্যে
অনধিকারী হয় ইহা স্মৃত হইয়াছে। বাম-
পাণিতে কুশনিচয় গ্রহণ করিয়া আচমন
করিবে। হস্তকুশ প্রবরণীয় হইবে; দীর্ঘ
কুশের বর্হি; কুশ সকল পবিত্র বলিয়া কথিত;
অতএব সন্ধ্যাদি কাৰ্য্যে—বাম হস্ত উপগ্রহযুক্ত
এবং দক্ষিণ হস্ত পবিত্রযুক্ত করিবে। চারি-
দিকে জলক্ষেপ করিয়া আশ্রয়লা করিবে।
কুশগৃহীত জল বিন্দুদ্বারা শিরোমার্জন
করিবে। প্রণব, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ গায়ত্রী এবং
আপোহিষ্ঠাদি তিন মন্ত্র দ্বারা মার্জন হইয়া
থাকে। এই ভূঃ প্রভৃতি অবিনাশী তিন
মহাব্যাহতি, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, গায়ত্রী
এবং আপোজ্যোতী রম্যোমৃতঃ ব্রহ্ম ভূঃ স্বঃ স্বঃ
এই গায়ত্রী শির এই নয় মন্ত্রের প্রত্যেকের
আদিতে এবং গায়ত্রী শিরোভাগের অন্তে
প্রবোচ্চারণ করিবে। ধাস সংস্কৃত এই
মন্ত্র ব্যবহৃতি ও এই গায়ত্রীকে এই গায়ত্রী
শির এবং এই দশটী প্রণবের সহিত তিনবার
মনে মনে জপ করিবে ইহাও নাম প্রাণায়াম।
হাতে জল লইয়া তাহাতে নাসিকা ঠেকাইয়া,
ধাস রোধ করিয়াই হউক আব না করিয়াই
হউক তিনবার বা একবার অবসর্গণ হুক জপ
করিবে। অনন্তর দণ্ডায়মান হইয় প্রণব
ব্যাহতিত্রয় এবং গায়ত্রী এই মন্ত্রত্রয় পাঠ কবত
স্ব্য্যভিমুখে জলাঞ্জলি ক্ষেপ করিবে। তৎপরে
“উত্তত্যং” ইত্যাদি ও “চিত্রং যোনাং” ইত্যাদি
দুই মন্ত্র দ্বারা সন্ধ্যোপস্থান করিবে। পণ্ডিত-
গণ, এই সন্ধ্যোপস্থান উত্তম মন্যতেই করিয়া
বলেন। আর মধ্যাহ্নকালে ইচ্ছা থাকিলে
ইহার উপর “বিভাট্” আদি মন্ত্র জপ করিবে।
অসংযুক্ত পার্শ্বি, এক পাং বা অর্দ্ধপাং হইয়া

কৃতাজলি পুটে বা বাহুদয় উত্তোলন পূর্বক
 হৃৎযোপস্থান করিবে। (মাটিতে গুল্ফ না
 থাকিলেই “অসংযুক্ত পাকি” হয়; মাটিতে
 এক পা থাকিলে “একপাৎ” আর যে পা মাটিতে
 থাকিবে তাহা আবার ডিল্লি মারিয়া “উঁচু
 করিলে “অর্ধপাৎ” হয়)। হৃৎযোপস্থান করিতে
 • যে যে কল্প উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে বাহাতেই
 বাহাতে অধিক কষ্ট তাহাকে তাহাতেই
 অধিক ফল ইহা পণ্ডিতগণ বলেন; কেন না
 কষ্ট হইতেই শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়। উদয়কালে
 পূর্ব সন্ধ্যা তৎপরে মধ্যমা সন্ধ্যা এবং
 সন্ধ্যান্তের পর নক্ষত্রাভিব্যক্তির পূর্ব পর্যন্ত
 শেষ সন্ধ্যা করিবে সকল সন্ধ্যাতেই প্রণব
 ব্যাক্তিত্রয় এবং গায়ত্রী এই তিন মন্ত্র জপ
 করিবে। এই সন্ধ্যাত্রয় কীর্তন করিলাম;
 ব্রাহ্মণ্য ইহাতেই অবস্থিত। বাহার ইহাতে
 আদর নাই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।
 যে বিজ্ঞ, সন্ধ্যা গোপের ভয় করে, এবং নিত্য-
 নারী, সর্গগণ যেমন গরুড় সন্নিধানে উপস্থিত
 হইতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকল তাহার
 সমীপে বাইতে অপারগ হয়। প্রতিদিন
 আদি হইতে আরম্ভ করিয়া বধাশক্তি বেদ
 মন্ত্র জপ করিবে। অথবা সমস্ত বেদ জপ
 করিতে না পারিলে সন্ধ্যোপাসনান্তে কৃত্রোপ-
 স্থান করিবে।

একাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাদশ খণ্ড।

অনন্তর প্রথমে ওঙ্কার, শেষে “তর্পয়ামি
 নমঃ” বলিয়া সতিল জলদ্বারা পিতৃগণের তর্পণ
 করিবে। • ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, বেদ
 সকল, দেবসকল, ইন্দ্রসকল, ঋষিগণ, পুরাণ
 আচার্য্যসকল, গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্বেতর, সাবয়ব মাস
 ও সংবৎসর, দেবীগণ, অগ্নিরোহন দেবাহুগ-
 সকল, নাগগণ, সাগরগণ, পার্বত্যসকল, নদী-
 সকল, দিব্যমহুয়াগণ, অন্যান্যমহুয়াগণ, ঋক্ষগণ,
 রাক্ষসগণ, সুপর্ণগণ, পিশাচগণ, পৃথিবী, ওষধি-
 সকল, পশুসকল, বনস্পতি সকল এবং চতু-
 র্ধিক ভূতগ্রাম ইহাদিগকে উপবীতী থাকিয়াই
 তর্পণ করিবে; আর যম, যমপুরুষগণ, কবা-

বাহ অগ্নি, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিধাতু,
 সোমপ এবং বর্হিবৎ এই সকল পিতৃগণকে
 এক একবার জল দিবে। * স্বীয় পিতৃ প্রভৃতি
 তিন পুরুষ, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষেবও
 প্রত্যেককে অত্যাঙ্গুপূর্বক অর্থাৎ তিনবার
 করিয়া জল দিবে। জ্যেষ্ঠ মাতা, পুত্র,
 পিতৃব্য, মাতুল, পিতৃবংশীয় ও মাতৃবংশীয়
 দিগকেও জলজলি প্রদান করিবে “বাঁহারা
 আমার নিকট জল পাইতে ইচ্ছুক এই
 শেষ অঙ্গলিবারা তাঁহাদিগেরও তর্পণ করি”
 বলিয়া এক অঙ্গলি জল দিবে। অনন্তর এ
 বিষয়ের শ্লোক উল্লিখিত হইতেছে। শরৎ-
 কালের মৌজা লাগিলে শোকে যেমন ছায়া
 পাইতে অভিলষী হয়; শিপাহু ব্যক্তি যেমন
 জল পানে অভিলষ করে, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ব্যক্তি
 যেমন অন্নের প্রতি লোলুপ হয়, শিশু যেমন
 মাতাকে পাইতে উৎসুক হয়, জননী যেমন
 শিশু পুত্রকে লইতে ইচ্ছা করে, রমণী যেমন
 পুরুষ-সঙ্গে আকাজক্ষী হয় এবং পুরুষ যেমন
 রমণীর প্রতি অভিলষী হয় সেইরূপ স্বাবর-
 জলম—সর্বভূতই ব্রাহ্মণের নিকট জল পাইতে
 ইচ্ছা করে, যেহেতু ব্রাহ্মণই সকলের মঙ্গল
 করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণের নিতা
 তর্পণ করা উচিত, না করিলে, তাহাকে মহা-
 পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আর করিলে তাহার
 বিশ্ব পালন করা হয়। হোমকাল অঙ্গ; নান
 কর্ম বৃহৎ-আড়ম্বরপূর্ব; স্তবরাং ছোমের পূর্বে
 প্রাতঃকালে এইরূপ বিতৃত ভাবে নান করিবে
 না; কেন না ছোমের লোপ করা সর্বথা
 গর্হিত কার্য।

দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

ব্রাহ্মণ নিতা যে সকল বজ্র করিলে শাস্ত-
 ধাম প্রাপ্ত হন এখন সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধি

* মূল “কব্য বাড়নলং” হইতেও গদ্য আছে;
 কিন্তু রঘুবন্দন “কব্য বাড়নলং সোমং যমমর্য্যমগ্নবী।
 অগ্নিধাতাঃ সোমপাক বর্হিবৎ সত্বং সত্বং” এইরূপ
 শ্লোক বলিয়া থাকেন; গদ্য হইতে ইহাতে কিছু
 কিছু পাঠ ভেদ আছে বাহা হটক ইহাই প্রামাণিক।
 ব্যাখ্যা এতদনুসারে প্রস্তুত হইল।

কথিত হইতেছে;—যথাক্রমে, দেব, ভূত, পিতৃ, ব্রহ্ম ও মনুষ্যগণের মহাব্যজ্ঞ জানিতে ইহেব, ইহলোকে এই সকল হইতে আর উৎকৃষ্ট ব্যজ্ঞ নাই। দেবব্যজ্ঞ, ভূতব্যজ্ঞ, পিতৃব্যজ্ঞ, ব্রহ্মব্যজ্ঞ ও মনুষ্যব্যজ্ঞ এ কয়টী উহাদিগের ব্রহ্ম নাম। অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মব্যজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃব্যজ্ঞ, হোমের নাম দেবব্যজ্ঞ, বলিকর্মের নাম ভূতব্যজ্ঞ এবং অতিথিসংকারেব নাম মনুষ্যব্যজ্ঞ। শ্রোত্রেব কিংবা পিত্রা বলির নামও পিতৃব্যজ্ঞ। পূর্বোক্ত বেদ জপের নামও ব্রহ্মব্যজ্ঞ। (অপকরণ) ব্রহ্মব্যজ্ঞ, তর্পণের পর করিবে, (অধ্যাপনরূপ) ব্রহ্মব্যজ্ঞ, প্রাতঃহোমের পর কর্তব্য, আর (বামদেবাগানরূপ) ব্রহ্মব্যজ্ঞ বৈশ্বদেবাস্তে করিবে; এই কালত্বে যাত্ৰী ব্রহ্মব্যজ্ঞ করিবে না। যদি অধিক ভোক্তা না থাকে বা অধিক ভোজ্য না থাকে তাহা হইলে, পিতৃব্যজ্ঞার্থ সিদ্ধির জন্ত অমৃতঃ একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করা হইবে। এই নিত্য গ্রাহকে দৈব পক্ষ নাই। বিজ্ঞ, ক্লিষ্ট অন্ন উদ্ধৃত করিয়াও প্রতিদিন যথাশক্তি; যথাবিধি, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে প্রদান করিবে। অন্নদানের সময়ে “পিতৃভ্য ইদং” বলিয়া “স্বধা” শব্দ প্রয়োগ করিবে। “মনুষ্যেভ্য ইদং” বলিয়া “হস্ত” শব্দ উচ্চারণ করিবে তদনুসারে উইদিকগকে জল দান করিবে। মুনিগণ, মর্ত্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের ছইবার ভোজন বিহিত করিয়াছেন; একবার ভোজন দিবসে আর একবার ভোজন দেড়গ্রহর রাত্রির মধ্যে। উপবাসী থাকিলেও রাত্রিতে এবং নিত্য দিবাভাগে বলিকর্ম করিবে। না করিলে পাপী হইবে। অমুশ্ঠে (যাহাকে দান করা যাইবে তাহার নামোল্লেখ) নমঃ বলিয়া বলিদান করা বিধি। যেহেতু, নমস্কারই বলিদানের মন্ত্র। তাহা “বষট্” এবং “নমঃ” এই তিনটী মন্ত্র দেবগণের পক্ষে “স্বধা” মন্ত্র পিতৃগণের পক্ষে এবং “হস্ত” মন্ত্র মনুষ্যগণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। অতএব পিত্রা বলি নিত্যই স্বধা শব্দ উচ্চারণপূর্বক প্রদান করিবে। কেহ কেহ বলেন “নমঃ” শব্দ যোগেও দিতে পারিবে; কিন্তু গৌতম বলেন, পারে না।

থাকে তাহা হইলে মহামার্জার-স্পর্শেও দ্বন্দ্বীয় হয় না; ইহা শ্রুতি।

আয়োদশ খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্দশ খণ্ড ।

অনন্তর, বলি-পিণ্ডবিজ্ঞানের কথা উক্ত হইতেছে;—বুদ্ধিশ্রোত্রেব পিণ্ডের ভায় উত্তরোত্তর উর্দ্ধে পৃথিবী, বায়ু, বিশ্বদেব এবং প্রজাঃ পতি উদ্দেশে চারিটি বলি-পিণ্ড স্থাপন করিবে। ইহাদিগের বামভাগে, অপ, ওষধি-বনস্পতি, আকাশ এবং কাম উদ্দেশে, ইহাদিগের বামদিকে মন্থা, ইন্দ্র, বাহুকি এবং ব্রহ্মা উদ্দেশে আর সকলের দক্ষিণভাগে পিতৃগণ উদ্দেশে—এক একটা বলিপিণ্ড স্থাপন করিবে। এই চৌদ্দটা বলিপ্রদান করা নিত্য কর্তব্য। অশত প্রভৃতি কতিপয় কাম্য বলিপ্রদানও আছে। সকল বলিপিণ্ডেরই উভয় পার্শ্বে জলসেক করিবে। শেষ পরিবাস পিণ্ডবৎ জানিবে (অর্থাৎ পিণ্ড যেরূপ গম্বাদিকে দান করিতে হয় ইহাও সেইরূপ করিবে)। হোম আর বলিকর্ম কাম্য-সাধারণ হইতে পারে না। নিত্য হোম আর নিত্য বলিকর্ম পূর্বে হইবে। আর ইচ্ছা করিলে কাম্য হোম ও কাম্য বলিকর্ম শেষে হইতে পারিবে। কদাচ মধ্যে হইবে না। কারণ এককর্ম করিতে করিতে অন্য কর্ম করা অবিধি। গৌতমাদিকথিত বলিসহিত—অগ্নি ধ্বস্তরি প্রভৃতির হোম এবং বলিকর্ম সহিত শাকল হোম, অনাহিতাধির পক্ষেই জানিবে। অনন্তর, জল-স্পর্শ ও অগ্নি দর্শনপূর্বক কৃতাজলিপুটে বামদেব জপের পূর্বে, ধনবৃদ্ধি, আরোগ্য, আয়ু, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, মঙ্গল, যশ, সাহস, তেজ, পশু, বীৰ্য্য, বেদজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞ, মৌভাগ্য, কর্ম-সিদ্ধি, কুলজ্যেষ্ঠতা এবং স্নেহকর্তৃত্ব প্রার্থনা করিবে। “হে সর্বসাক্ষিন্! আমাদিগের এই সমস্ত হউক; আমরা যেন ধনহীন না হই” বলিবে। ব্রহ্মব্যজ্ঞ হইতে অধিক কলপ্রদ যজ্ঞ নাই, বেদদান অপেক্ষা, আর উৎকৃষ্ট দান নাই, অগ্ন্যজ্ঞ দান ও কল যজ্ঞের নম্বর; কিন্তু এই দান ও যজ্ঞের কল অবিদ্যায়ী; কেহ ইহার

বিনাশ দেখে নাই। নিত্য ঋগ্বেদ পাঠ করিলে মধুকুল্যা ও হৃগ্গকুল্যা দ্বারা দেবতাগণকে তর্পিত করা হয়। নিত্য যজুর্বেদ পাঠে ঘৃতকুল্যা ও অমৃতকুল্যা দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করা হয়। প্রতি দিন সামবেদ পাঠে সোমরসকুল্যা ঘৃতকুল্যা দ্বারা ও অথর্ববেদ পাঠে মেদকুল্যা দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করা হয়। প্রতিদিন বাকোবাক্য, পুরাণ এবং ইতিহাস পাঠ করিলে মাংসকুল্যা, হৃগ্গকুল্যা ও মধুকুল্যা দ্বারা পিতৃগণকে তর্পিত করা হয়। ঋগ্বেদ প্রভৃতি এই সমস্তের মধ্যে প্রত্যহ যথাশক্তি যে কোন শাস্ত্র পাঠ করিলে পিতৃগণকেও মধুকুল্যা ও ঘৃতকুল্যা দ্বারা তর্পিত করা হয়। সেই দেবগণ ও পিতৃগণ এইরূপে তৃপ্ত হইয়া তৃপ্তিকারক এই অধ্যয়নশীলের জীবিতাবস্থাতে এবং মৃতাবস্থাতেও তৃপ্তিসাধন করেন। ঐ পাঠশীলব্যক্তি যাবদীয় অমরসদনে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন। কোন পাপ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারেন না এবং চিনি পংক্তিপাবন হইয়া থাকেন। যে যে যজ্ঞের বিবরণ পাঠ করিবেন পাঠকারী ব্যক্তি সেই সেই যজ্ঞ করিবার ফল লাভ করেন। তিনি তিনবার বহুপূর্ণ-বহুমতী দানের ফল লাভ করেন। আবার ব্রহ্মযজ্ঞ হইতেও বেদ দানে অধিক দান হইয়া থাকে। বেদদান শব্দে বেদাধ্যাপন ইহা প্রথমোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ, আর এই ব্রহ্মযজ্ঞ শব্দে বেদ পাঠ; বেদ পাঠ হইতে বেদাধ্যাপন দ্বিতীয় কলসজক

চতুর্দশ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চদশ খণ্ড।

যে বর্ষে যে দক্ষিণা বিহিত আছে কথ্যাস্তে ব্রহ্মকে তাহা প্রদান করিবে। অল্পত্ব হইলেও পূর্ণ পাত্রাদি ব্রহ্মার হইবে। যাবদম দ্বারা বহু ভোক্তার তৃপ্তি হয় তাবদম পূর্ণ পাত্র করিবে ইহার কথ্য করিবে না ইহা নিয়ম। যদি অল্প ব্যক্তি হোতার কাণ্ড্য করে তাহা হইলে, হোতারও অর্দ্ধেক দক্ষিণা ব্রহ্মারও অর্দ্ধেক দক্ষিণা হইবে। বর্তী হয় যদি ব্রহ্মার কাণ্ড্য ও হোতার কাণ্ড্য বরে তাহা হইলে অল্প কোন ব্যক্তিকে দক্ষিণা দিবে। আপনার

হিতৈষী ব্যক্তি, বেদাধ্যায়ী কুলপুত্রোহিত এ নিকটবর্তী আচার্য্যকে ত্যাগ করিয়া অপর দান করিবে না। কুলগুরু ও কুলপুত্রোহিতে “আমি ইহাকে দান করি” এই জিজ্ঞাসা করি দান করা নিয়ম, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া সংপার্শ্বে দান করিলেও ফল হয় না ইহার দূরত্ব হইলে শ্রেষ্ঠ ভাগ মনে মা ইহাদিগকে দিয়া তৎপরে অন্ত্যস্ত ব্যক্তিকে দান করিবে ইহা উৎকৃষ্ট দান বিধি। আধ্যায়সং নিকটস্থ ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপর দান করিলে, দাতা দানফলের পরিবর্তে চৌ পাপে লিপ্ত হয়। মূর্খ, বাহার ঘরের পাণ্ডে আর গুণবান পাত্র দূরে, সে, গুণবান পাণ্ডে প্রদান করিবে। মূর্খাভিক্রমে দোষ নাই বেদ বর্জিত ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিবে “ব্রাহ্মণ্যতিক্রমে যে দোষ হয় তাহা হয় না। জনস্ত অগ্নি ত্যাগ করিয়া কেহই ভেদ আহুতি দেয় না। সকল আত্ম্যাহুতিতেই আহুতি স্থানী তৈজস বা মুখ্য করিবে। আত্ম্যাহুতী প্রমাণ ইচ্ছামত করাইতে পারিবে। অল্প অচ্ছিন্ন আত্ম্য স্থানীকেই ঋষিগণ উত্তম বলিয়াছেন। চরস্থানী বক্তা ও উচ্চতা পিতৃসমিদের অল্পত্ব ও হৃদৃঢ় হইবে, মুখ্য সমিদের অল্পত্ব হইবে না, আর তাহা মুখ্য বা তাহা হইবে এইরূপ চরস্থানীই প্রশস্ত। নিজ শাখার উক্তি-অল্পসারে চরণ্যক হইবে। যেন স্থখিন, অদক্ষ, অকতিন, শুভ, অশিখিল হয় ও গাণ্ডিতমও না হয়। যে জাতি সমিধ ব্যবহার হইবে “নেক্ষণ” ও সেই জাতি হইবে। তাহার পরিমাণ সমিদের তাহা নিটোল অল্পত্বেরদ্বারা সুলভ্য ও অবদান জিয়াক্ষম - দ্রুতবিশু বিশেষ দান উপযুক্ত হইবে। ইহাই “দক্ষী” হইবে। একটু আধটু বাহা পার্থক্য আছে জানি বলিতেছি। দক্ষীর অগ্রভাগ - দুই পদ পরিমিত হইবে। আর “মেক্ষণ” অগ্রভাগ দক্ষী চতুর্গুণ বড়। “মুখ্য” এবং “উচ্চ” সমিধ জাতীয় মুক্ষ নির্মিত, উত্তম আত্ম্য হৃদৃঢ় হইবে, তাহাদিগের পরিমাণ ইচ্ছা করিবে। “শূর্ণ” বেগুনির্মিত হইবে। ন্য কথ্য (ভূমিজপ) করিতে হইলে দক্ষিণ

দ্রবোধ করিয়া অধোমুখ বামহস্ত তুচ্ছপরি
বাঁধিয়া আপনাদিকে ঐ হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ
স্থাপন করিবে। স্বয়ং আসীন থাকিয়া
স্থানস্থ এবং স্তম্ভেত পাণিদ্বয় অগ্নির সম্মুখীন
করিয়া প্রদক্ষিণ ভাবে পরিসমূহন (ইতস্ততো
বিক্ষিপ্ত অনলাবয়বের একীকরণ) করিবে।
তিন গাছ “পরিধি” হইবে তাহা বাহু-পরিমিত,
দক্ষিণ, দক্ষিণ, অক্ষত এবং দলিতগ্রা হইবে।
কাহার কাহারও মতে চারদিকের চারি
গাছ “পরিধি” আবশ্যক। অগ্নির উভয় পাশ্বে,
পূর্বাঙ্গ করিয়া দুই গাছ “পরিধি” স্থাপন
করিবে, পশ্চিমদিকে উত্তরাঙ্গ করিয়া আর
এক গাছ পরিধি রাখিবে, চার গাছ পরিধি
হইলে অপর গাছ পূর্বদিকে পশ্চিমাঙ্গ
করিয়া স্থাপন করা বিধি। যেমন যবের
কাণ্ডে গোবৃন্দ এবং ত্রীহির কার্যে শালিধাত্ত
গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ যথোক্তবস্ত্র সংগ্রহ না
হইলে তাহার প্রতিকল্প বস্ত্র গ্রহণ করা বিধেয়।

পঞ্চদশ খণ্ড সমাপ্ত।

মোড়শ খণ্ড।

পিতৃলোকের একমাস তৃপ্তজ্ঞক শ্রাদ্ধ
অনাবস্থাতে চন্দ্রক্ষয়ে প্রাপ্ত। ঐ শ্রাদ্ধ
প্রতিষ্ঠিতকালদিনের তৃতীয়ভাগে করিবে, কিন্তু
দক্ষিণ অতি গম্ভীরিত মুহুর্তে কদাপি শ্রাদ্ধ
করবে না। (যদি দুই দিন শ্রাদ্ধোপযুক্ত
কালে অমাবাস্যা থাকে তাহা হইলে) যে
দিন চতুর্দশী তিন প্রহর বা তিন প্রহরে
কিছু অধিকক্ষণ পর্যন্ত থাকে অথচ অমাবাস্যা,
পূর্বদিনের চতুর্দশী অপেক্ষা পরদিনে নূন
কাল স্থায়িনী হয় তাহা হইলে সেই পূর্ব
দিনেই শ্রাদ্ধ করা বিধি। (কিন্তু অমাবাস্যা
পূর্বদিনে শেষ তিন মুহুর্তনাশ্রে ও পরদিনে
ইহা অপরাক্ষে থাকিলে পরদিনেই শ্রাদ্ধ
হইবে)। আমার পিতা গোভিন্দ বে বান্ধা
কেন বদহস্তেব চন্দ্রমান দৃশ্যেত তামনাবস্তা
ইন্দোত” অর্থাৎ যে দিন চন্দ্র দর্শন না
হইবে সেই অমাবাস্যতেই শ্রাদ্ধ করিবে
এবং আমি যে বলিয়াছি “ক্ষীণেরাজনি” অর্থাৎ
চন্দ্রক্ষেয় পাঁচতালিক চন্দ্রক্ষয়মাত্র অভিপ্রায়ে ই

তৎসমস্ত কথিত হইয়াছে জানিবে। (চতু-
র্দশীর পরে অমাবাস্যা হইলে তাহাতেও শ্রাদ্ধ
করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু চতুর্দশী-
দিনে চন্দ্র দর্শন হয় তাহাতে “বদহস্তেব চন্দ্রমা
ন দৃশ্যেত” এই গোভিলমন্ত্র এবং পূর্বকথিত
“ক্ষীণেরাজনি” ইহার সহিত বিরোধ হইতে-
ছিল তাহার পরিহারার্থ এই শ্লোক লিখিত
হইয়াছে চন্দ্রক্ষয় মাত্র অভিপ্রায়ে হইলে
বিরোধ নাই পূর্বদিনে চন্দ্রক্ষয় হইয়া থাকে।)
“দৃশ্যমানেহপ্যেকদ্যু” এই যে গোভিল মন্ত্র
আছে তাহা চতুর্দশী অভিপ্রায়ে জানিবে।
উভয় তিথি প্রাপ্ত হইলে অমাবাস্যার প্রতীক্ষা
করিবে; কিন্তু দুই দিনেই শ্রাদ্ধযোগ্য কালে
অমাবাস্যা না থাকিলে চতুর্দশীশেষেও শ্রাদ্ধ
করিবে (ইহা সায়িকদিগের, পক্ষে ব্যবস্থা)
নিরয়িগণ এমত স্থলে পরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে।
গোভিলমন্ত্রের ব্যবস্থা পরিহারার্থ এই শ্লোক
লিখিত হইল।) (চন্দ্রক্ষয়ের কথা কথিত হই-
তেছে) চতুর্দশীর অন্তিম যামে চন্দ্র-কলার চতু-
র্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়। আবার অমাবাস্যার
অন্তিম যামে পুনরায় অক্ষুরিত হইতে থাকে,
ইহা শাস্ত্রবাক্য। তবে, জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণ,
অগ্রহায়ণ মাসের এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবাস্যাতে
কিছু বিশেষ কথাবলেন; এই দুই মাসে অমাব-
স্যার প্রথম প্রহরে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের
একাংশ ক্ষয় হয়। আর অমাবাস্যার শেষ যামে
সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, জ্যোতির্বিৎগণ ইহা বলেন।
(এ দুই মাসে প বিজ্ঞাতিক ক্ষয় উৎপত্তি বাতীত
হয় নাই) কিন্তু যে বৎসরে প্রয়োদশ মাস অর্থাৎ
মনামাস হয় সেই বৎসরে এ দুই মাসেও অমাব-
স্যার প্রথমযামে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ
অপেক্ষা অধিক ক্ষয় হয় অর্থাৎ চতুর্দশীর অন্তিম
যামে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়
অমাবাস্যার সম্মুখীন পূর্বক্ষয় হয় এবং অমাব-
স্যার শেষ প্রহরে পুনরায় অক্ষুরিত হয়।
চন্দ্রের এইরূপ সত্যি নিত্যকাল জানিয়া চন্দ্রক্ষেয়ে
পর্যাপ্তে শ্রাদ্ধ করিবে। প্রতিভা অমাবাস্যা
দুই দিন অমাবাস্যাকালে। তবে কে ব্যবস্থা
হইতেছে যথা চতুর্দশীমিশ্রিত ঐ অমাবাস্যাকে
বজ্রোদগিগণ শ্রাদ্ধের নিমিত্ত বলেন এবং
প্রাণেদিগণ তাহাকে শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত বলেন;

প্ৰতিমবেদী ইচ্ছামত যে দিন হয় সেই দিন করিবে) যদি পূৰ্ণ দিনে চতুৰ্দশী তিন-প্রহরের কম থাকে আর পর দিনে অমাবস্তা বাড়িয়া তিন প্রহর বা তাহার অতিরিক্ত সময় থাকে তাহা হইলে সেই দিনেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ইহা বৰ্দ্ধমানা অমাবস্তার ব্যবস্থা। পক্ষাদি কর্তব্য চক্ৰ, প্রতিপৎ না হইলে কদাচ করিবে না এবং ঐচক্ৰ পূৰ্ণাহ্নেই কর্তব্য; অত্যাভ্য পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়াবিক্র প্রতিপদেও ঐচক্ৰ করিতে বলিয়াছেন। (পূৰ্ণাহ্ন-শব্দে প্রথম হই প্রহর; এই সময়ের মধ্যে প্রতিপৎ হইলে সেই দিনেই যাগ করিবে। আর তৎপরে প্রতিপৎ হইলে সে দিনে-যাগ না করিয়া তৎপর দিনে প্রতিপদে যাগ করিবে। পরদিনের প্রতিপদ দ্বিতীয়াবিক্র।) পিতা বৰ্ত্তমান থাকিতে পিতার পিতৃকাৰ্য্যে কাহারও অধিকার নাই। ঋতি আছে জীবন্ত ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুই দেয় নহে। পিতামহ বৰ্ত্তমান থাকিতে পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহাকেই পিণ্ড দান করিবে, প্রপিতামহ মরিলে এই হই জনকেই পিণ্ডদান করা কর্তব্য। আর যাহার প্রপিতামহও পরলোক গত, সে, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করিবে। (১) অন্য ঋতি আছে দ্বিজ জীবন্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া মৃত-ব্যক্তি অন্ন জল দিবে। (২) অথবা তাহার পিতা স্বীয় পিতামহদিগকে শ্রাদ্ধ দান করিবে। (৩) (১) ব্যবস্থা একোদিষ্ট শ্রাদ্ধের পক্ষে; (২) ব্যবস্থা যাহার পিতা মৃত ও পিতামহ জীবিত ইত্যাদি-ব্যক্তি কর্তব্য পূৰ্ণাদি শ্রাদ্ধের এবং প্রায়শ্চিত্তাদি-স্থলে কর্তব্য পার্শ্ব শ্রাদ্ধের পক্ষে জানিবে। (৩) ব্যবস্থাপিতা জীবিত থাকিতে নিজ কর্তব্য পুত্রসংস্কারের পক্ষে। পিতামহ যদি পিতার পবে পঞ্চম প্রাপ্ত হন তাহা হইলে পৌত্র তাঁহান একাদশাহ প্রভৃতি ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু পিতামহের যদি অন্য পুত্র থাকে তাহা হইলে পৌত্র আর ইহা করিবে না। পিতার মৃত্যুর পর সেই বর্ষের মধ্যে পিতামহ প্রপিতামহের মৃত্যু হইলে গাছ কর্তব্য তাহা কথিত হইতেছে। পিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া প্রতিমাস বিহিত পার্শ্ব শ্রাদ্ধ পিতা বৃদ্ধপিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ

প্রপিতামহের করিবে। পৌত্র প্রপৌত্রগণ, প্রেতত্ব প্রাপ্ত এই হই পূৰ্ণপুরুষের সপিণ্ডীকরণ অপকর্ষাদি করিয়া শেষ করিবে না; কেবল তখন পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে ইহা কাত্যায়ন বলেন। প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতাকে প্রেতত্বনিবর্ত্তী বা প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতামহদ্বারাই শুদ্ধ করিবে ইহা নিশ্চয়। পিতা, ব্রাহ্মণাদিহত, পতিত, প্রব্রজিত বা ব্যাংক্রমে মৃত হইলে, পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ দেন পুত্র কেবল ঠাঁইদিগের শ্রাদ্ধ করিবে ঐ পিতার আর শ্রাদ্ধ করিবে না। যদি পুত্রিকা-পুত্র না হয় তাহা হইলে মাতার সপিণ্ডীকরণ পূৰ্ণোক্ত বিধি অনুসারেই পিতামহীর সহিত কর্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। মৃত্যুহ ব্যতীত অন্য সময়ে আর স্ত্রীলোকদিগকে স্বতন্ত্র পিণ্ড দিতে হইবে না; যেহেতু নিজ নিজ ভর্তার পিণ্ডভাগেই ইহাদিগের তৃপ্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে। পুত্রিকা-পুত্র পার্শ্বশ্রাদ্ধে প্রথমতঃ মাতাকে তৎপরে মাতামহকে ও তৎপরে প্রমাতামহকে পিণ্ড দিবে।

ষোড়শ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তদশ খণ্ড।

আপনার সমুখভাগে যে কর্ঘ্য করিবে তাহা পূৰ্ণ কর্ঘ্য। সেই কর্ঘ্যর দক্ষিণে যে কর্ঘ্য করিবে তাহা মধ্যম কর্ঘ্য। আর ইহার দক্ষিণে যে কর্ঘ্য করিবে তাহা উত্তমকর্ঘ্য। সেই সকল কর্ঘ্য আরম্ভ বায়ুকোণ হইতে এবং শেষ অগ্নিকোণে হইবে। প্রত্যেকটী দেড় অঙ্গুলি কবিতা অন্তরে হইবে। কর্ঘ্যসকলের শেষভাগ তীক্ষ্ণ, ও মধ্যভাগ যবাকৃতি এবং নোকার ছায় উৎকীর্ণ হইবে। যদি ময় শঙ্কু করিবে তাহা রজত দ্বারা ভূষিত হইবে। শঙ্কু এবং উপ-গেষের পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুল। অগ্নিকোণাধিক দ্বারা নিবিড় করিয়া কর্ঘ্য আচ্ছাদন করিবে, শ্রাদ্ধে স্রাভি টগর পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি বিলপন দ্রব্য এবং পিজলী সকলের অঙ্গন সোর্বো-রাজন শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। যাহা যাহা শ্রাদ্ধে উপ-যুক্ত তৎ সমস্ত আয়োজন করিয়া স্রা-শৃঙ্গ হইয়া পবিত্রভাবে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে।

প্রাক্তে পূর্বে দৈবপক্ষের কার্য সমাধা করিবে।
বসিষ্ঠ কথিত বিধি অনুসারে আসন দান হইতে
অর্থ্য দান পর্যন্ত কৰ্ম করিয়া সকল পাত্রে
তিলোদক প্রদান করিবে। পৃথক্ৰূপে এমোনা-
দ্বয়েন জল দিবে ও মন্ত্র পাঠপূৰ্বক তিলোদক
প্রদান করিবে। সন্নিবর্ষ ক্রমে গন্ধোদকও
দাতব্য। যে ব্যক্তি, আহ্নর পাত্রে করিয়া
তিলোদক প্রদান করে, পিতৃগণ তাহার নিকট
পঞ্চদশবর্ষ ভোজন করেন না। কুলালচক্র-
নিপন্ন মুখ্য পাত্রে নাম আহ্নর পাত্র।
হস্তগঠিত স্থালী প্রভৃতি মুখ্য পাত্রে
নাম দৈবিক পাত্র। যথাক্রমে গন্ধ ঋতুজাত
পুষ্প সকল ও ধূপাদি—ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া
অনন্তর “অগ্নৌকরণ” করিবে। অগ্নৌকরণ
হোম প্রকৃত যজ্ঞোপবীতী ও পূৰ্ব্বমুখ হইয়া
করিবে। কারণ “দেবগণের উদ্দেশে হোম
করিবে” এইরূপ শ্রুতি আছে। অথবা
বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অগ্নৌ-
করণ হোম করিবে। কেন না এক জনের
উদ্দেশে হবিঃ নিরূপণ করিয়া অন্তকে কেহই
দান করে না। (অতএব বলিতে, হইবে;
ঐ হোম, দেবপক্ষ ও পিতৃপক্ষ উভয় উদ্দেশে;
হুতরাং উপবীতী বা প্রাচীনাবীতী যাহা ইচ্ছা
হইতে পারিবে)। এহলে মন্ত্রান্তে স্বাহা শব্দ
প্রয়োগ করিবে না। স্বাহাকার ব্যতীত হোমও
কর্তব্য নহে। অতএব প্রথম স্বাহাকার উচ্চা-
রণ করত অগ্নিতে হোম করিয়া পশ্চাৎ মন্ত্র
সমাপন করিবে। পিতৃপক্ষ যে ব্যক্তি পংক্তি-
ভূক্ত্য নিয়মি ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ করত তদীয়
হস্তে হোম করিয়া অপর সকলের পাত্রে তুষী-
জাবে হুত শেষ দিবে। আমার পিতা গোভিল
যে এবিষয়ে “সবোয়ন পাণিনা” অর্থাৎ বামহস্ত
দ্বারা ইত্যাদি বলিয়াছেন, বামহস্ত দ্বারা কুশ-
গ্রন্থ মাত্র উপদেশই তাহার উদ্দেশ্য। বামহস্ত
হইতে দক্ষিণহস্ত দ্বারা পিঞ্জলী প্রভৃতি গ্রহণ
করিয়া বামহস্ত সহযোগে দক্ষিণহস্ত গৃহীত
ঐ সমস্ত কুশদ্বারা উল্লেখনাদি করিবে।
প্রাক্তের সকল প্রকার অন্নাদি হইতে কিছু
কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা অগ্নৌকরণ-চক্র-
শেষের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা পিতৃ-

কর্ষতে পিতার, মধ্যম কর্ষতে পিতামহের
এবং দক্ষিণ কর্ষতে প্রপিতামহের পিতৃদান
করিবে। উত্তরদিগ্ পর্য্যন্ত বামাবর্তে গমন
হইবে ইহা কেহ কেহ বলেন। গৌতম
ঋষি, শাণ্ডিল্য ঋষি ও শাণ্ডিল্যায়ন ঋষি
দক্ষিণাবর্তে দক্ষিণদিগ্ পর্য্যন্ত গমন করিতে
বলেন। প্রদক্ষিণ করিয়া পিতৃগণকে ধ্যান
করত প্রাণায়াম ও মনে মনে “অমীমদন্তু”
ইত্যাদি মন্ত্র জা করিতে করিতে সেই
পথেই ফিরিয়া আসিয়া নিখাস ত্যাগ করিবে
ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে স্বয়ং
বা স্বীয় পত্নী শাক পাক করিবে। পূপাঠি
কাহ্নুসারে শাকাদি দ্বারা হোম করিবে।
গোভিল ও গৌতম মধ্যম অষ্টকাতে অষ্টকা
প্রাক্ত করিতে বলিয়াছেন। এবং কৌৎস
ঋষি সকল অষ্টকাতেই অষ্টকা প্রাক্ত
করিতে মত দেন। যদি মাংসাষ্টকাতে পশু-
স্থানে আনুকুলিক স্থালীপাক করে তাহা হইলে
ওদনচক্র প্রস্তুতের পর তাহা সবৎসাতরুণী
গাভীর হস্ত সিদ্ধ করিবে।

সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টাদশ খণ্ড .

পিতৃগণ সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত
একবিধ কৰ্ম্মের কথা বলেন আর পৌর্ণমাস
হইতে দশ পর্য্যন্ত আর একবিধ কৰ্ম্মের কথা
উল্লেখ করেন। পূর্ণাহতির পর দশ (অমাবস্তা)
ও পৌর্ণমাসীর মধ্যে যাহা প্রথমে পড়িবে
তাহাতেই হোম করা বিধি; তাহাই হোমের
আদিবাক্য ইহা শ্রুতি সিদ্ধ। পূর্ণাহতির পর
সায়ং হোম করিয়া পাকযজ্ঞাবসানে বলিকর্ষ
ও বৈশ্বদেব করিবে। পরে শক্তিধনুসারে
পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যজ্ঞমান
স্বয়ং ভোজন করিবে কাট্যায়ন এই কথা
বলেন। নিরলস ভাবে বৈদাহিক অনলে
সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিবে এই হোম-
রন্ত চতুর্থী হোম করিবার পরে কর্তব্য। ইহা
শাট্যায়ন মুনির মত। পূর্ণাহতির পর প্রাতঃ-
কালে হোম করিয়া সায়ংকালে হোম করিবে।

আসীর পর যে দিন ছব্য জব্য বা উত্তম হোতা মিলিবে সেই দিনে হোম করিবে। হোম না হওয়াতে অসমাহিত ভাবে যদি উপবাসী থাকিয়া কাল অতিবাহিত করে তাহা হইলে, পরে যেক্রপ হোম করিবে তাহা এখানে বলিতেছি। যত আহতি বাদ পড়িয়াছে গণনা করিয়া পারোপস্থাপন পূর্বক মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি তাবৎ আহতি অধিক প্রদান করিয়া অপর আহতিও দিবে। যেখানে প্রায়শ্চিত্তস্বাক্ষর হোম মহাব্যাহতি দ্বারা হইবে রমণীর পানিগ্রহণ সময়ের ত্রায় তথায় বারটা আহতি দিবে ইহা বিজ্ঞেয়। অথবা “অজ্ঞাতং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আহতি দিবে। কিংবা প্রাজাপত্য আহতি প্রদান করিবে। প্রায়শ্চিত্তহোমের এই ত্রিবিধ বিকল্প। যদি আহতি অগ্নি কখন অগ্নি অগ্নির সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে “অগ্নয়ে বিবিচয়ে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহতি দিবে। যদি বৈদ্যুত অগ্নির সহ মিলিত হয় তাহা হইলে “অপ্সুমান্” অগ্নিকে আহতি দিবে। মন্দ অনলের সহিত মিশ্রিত হইলে “অগ্নয়ে শুচয়ে” বলিয়া হোম করিবে। আহতি অগ্নি গৃহদাহানলে সম্মিলিত হইলে হিজগণ “ক্ষামবান্” হোম করিবে। দাবাগ্নি সংসর্গেও এই নিয়ম। দ্বিধাতু অগ্নির পরস্পর সংসর্গে হৃদয়ে তাপ লাগিতে থাকিলে সংসৃষ্ট অনল নির্মাণ করিবে আর দ্বিধাতু হইয়া অসংসৃষ্ট হওয়াতে নির্মাণোন্মুখ হইলে তাহা প্রজ্জ্বলিত করিবে। গিরিশর্মা এই কথা বলেন। স্বীয় অগ্নিতে এক মাত্র সমিধ আহতি বাতীত অস্ত্রের জগ্ন হোম হইবে না। তবে যতদিন পুত্র ভূমিষ্ট না হয়, ততদিন গর্ভসংস্কারার্থ আহতি দিতে পারিবে। সর্বত্র নামকরণাদি হোমেই লৌকিক অগ্নি গ্রাহ্য; কেননা পিতার সংস্কৃত অগ্নিও আর কখন পুত্রের হয় না। বাণার অগ্নিতে অপরের জগ্ন হোম হইবে, সে বৈশ্বানর কৈবল্য চক্র পাক করিয়া হোম করিবে ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। আপনার অগ্নিতে পরে হোম করিলে, আপনি পরের অগ্নিতে হোম করিলে, পিতৃযজ্ঞ না করিলে, বৈশ্বদেবযজ্ঞ না করিলে, নবযজ্ঞ না করিয়া নবায় ভোজন করিলে বা পতিতায় ভোজন করিলে

বৈশ্বানর চক্র হইবে। পিতা পুত্রের বিবাহ পর্য্যন্ত সকল সংস্কার কার্যে স্বীয় পিতৃ পিতামহাদিকে পিণ্ডদান করিবে। পিতা না থাকিলে পিতামহদিকে পিণ্ডদান করিবে। যদি পত্নী ভূতপ্রবচন কালে রজোদোষাদিবশতঃ সমীপস্থিনী না হয় তাহা হইলে যাজ্ঞক্যেণ কিরণ করিবে। যে রমণী মহানসে অন্নপাক করিবে সেই সুবর্ণা রমণী দ্বারা ভূতপ্রবচন করিবে অথবা প্রবোধ দিয়া করিবে ইহা কাভ্যায়নে বাক্য। যজ্ঞ, বাস্ত, কুশমুষ্টি, কুশতন্তু, কুশবট, কুশানন ও কুশাতারণে কুশের সংখ্যা নির্দিষ্ট নাহি।

অষ্টাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

একোবিংশ খণ্ড।

সাধিক ব্রাহ্মণ, বিশেষ প্রয়োজন হইলে স্বীয় পত্নীর নিকট অগ্নি স্থাপন করিয়া ও ঋত্বিক স্থির করিয়া প্রবাসে যাইতে পারিবে। বৃথা প্রবাসে যাইবে না; এবং কোন স্থানে বহুদিন থাকিবে না। এই ব্রাহ্মণ, প্রবাদে থাকিবা শুচি এবং নিরলস ভাবে উপবেশন করিয়া সমুদয় নিত্যকর্মের কথা মনে মনে চিন্তা করিবে। পতিভক্তা রমণীও সৌভাগ্য, ধন সম্পত্তি এবং অবৈধব্য ইচ্ছা করিলে অবিচ্ছেদে বিনীত ভাবে অগ্নির পরিচর্যা করিবে। যে স্ত্রী, বীরপ্রসবিনী, আজ্ঞাকারিণী, প্রিয়, প্রিয়ভাষিণী কার্যদক্ষ ও শুদ্ধা হইবে একাধি তাহাকেই নিয়োগ করিবে। একের দ্বারা পরিচর্যার অসম্ভব হইলে জ্যেষ্ঠতা ও ঋতি অনুসারে পৃথক পৃথক ভাবে বা একত্র মিলিত হইয়া জ্ঞান ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নিপরিচর্যা করিবে। সৌভাগ্য দ্বারা জীলোকের জ্যেষ্ঠতা, বিদ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা; স্বামী, খ্যাতি বা তপস্তা দ্বারা জীলোকের উপর সন্তুষ্ট হয় না। ভর্তার আজ্ঞাকারিণী বহুতর ব্রতচরণ দ্বারা উমার ত্রায় অগ্নির সন্তোষসাধন করিতে পারে, সেই রমণী পরজন্মে সৌভাগ্যশালিনী হয়। বিনয়-ব্রত হইলেও যে স্ত্রী ভর্তার নিকট হৃৎগা সে, নিশ্চয় জন্মান্তরে উমা অগ্নি ও ভর্তার অবজ্ঞা করিয়া

ছিল। যে ব্যক্তি, প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়া প্রোথ্রিয়, স্তম্ভগানারী, গো, অগ্নি এবং অগ্নিচিহ্নি অবলোকন করে, সে সমস্ত বিপৎ হইতে মুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি, প্রাতঃকালে উঠিয়া পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, ছর্ভগানারী, অন্ত্যজ, উলঙ্গ এবং ছিন্ন-নাসিক ব্যক্তিকে অবলোকন করে, সে কলিযুক্ত হয়। স্বীলোক, মোহ-মত্তঃ স্বামীকে উল্লঙ্ঘন করিলে কোন্ কেহ্নু নরকে না গমন করে। তাহার পর বহুক্লেশে মদ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া কোন্ কোন্ দুঃখ ভোগ না করে। স্বীলোক, কেবল পতিভ্রষ্টা করিলেই সমস্ত স্বর্গলোক-ভোগ করে। স্বর্গ হইতে পুনরায় ইহলোকে আসিয়া স্ত্রের নাগর হইয়া থাকে। যদি সাগ্নিক ব্যক্তি, পত্নীসহে কোন কারণে অশ্রু বিবাহ করিতে অন্তিমী হয়, তাহা হইলে ইহার হোম কোন্ অগ্নিতে বিধেয়। স্বীয় অগ্নিতেই হোম হইবে; কদাচ লৌকিক অগ্নিতে হোম হইবে না। কেন না আহিতাগ্নির নিজকর্ষ লৌকিকাগ্নিতে হইতে পারে না। অশ্রু দ্বারা ষড়াহতিকহোম করাটবে। যতদিন না পরিব্রীত হয়, তত দিন আপনার প্রয়োজন থাকে না। পূর্বে যে ত্রিবিব্রল প্রারম্ভিত্তেব কথা বলিয়াছি, শিষ্ট বজ্র-বেভাগ তাহাকেই ষড়াহতিক বলিয়াছেন।

একোবিংশ খণ্ড সমাপ্ত!

দ্বিতীয় প্রাণিক সমাপ্ত।

বিংশ খণ্ড।

ঋত্বিক প্রভৃতি কেহই দম্পতির অসাক্ষাতে হোম করিবে না। দুইজনেরই অসাক্ষাতে যে হোম করিবে তাহা নিরর্থক হইবে। যদি সাগ্নিক ব্যক্তি সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভার্ঘ্যার সহিত গমন করে অথচ তাহাতে হোমকাল অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে হইবে। বাহার বহুতর ভার্ঘ্যা, তাহার স্রোষ্ট পত্নী যদি অতিক্রম করিয়া গমন করে, তাহা হইলে কেহ কেহ পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে বলেন; কিন্তু মহর্ষি গৌতম তাহা ইচ্ছা করেন না। অসু-রূপ পত্নী অগ্নে মরিলে তাহাকে সপাত

ঐ অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে। পুনরায় অবি-লম্বে বিবাহ করিয়া অগ্ন্যাধান করিবে। দ্বিজ, স্তম্ভালা স্বর্ণা পত্নী পূর্বে মরিলে ধর্মজ ব্যক্তি, অগ্নিহোত্রক্ৰমে বজ্রপাত সকলের সহিত দাহ করিবে। যে ব্যক্তি, প্রথম পত্নী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় পত্নী মরিলে ঐ বৈতানিক অগ্নি দ্বারা তাগকে দাহ করিবে সে ব্যক্তি ব্রহ্মবাতীভূত। দ্বিতীয় পত্নীর মরণে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক উহা ত্যাগ করে, তাহাদিগকে “প্রক্ষোজ্য” বলিয়া জানিবে। ভার্ঘ্যার মৃত্যু হইলেও বৈদিকাগ্নি ত্যাগ করিবে না। যাবজ্জীবন তাহাতে স্বীয় কার্য সম্পাদন করিবে। অচ্যুত স্ত্রীরামও যশস্বিনী পত্নী সীতার স্বর্ণময় পুতিমুষ্টি করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত বিবিধ বজ্র করিয়া ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বীয় অগ্নিহোত্র দ্বারা কোনরূপে পত্নীদাহ করে। তাহাতে সেই পুরুষ রমণী হয় ও ইহার ভার্ঘ্যা পুরুষ হইয়া থাকে। দ্বিজ, পিতা মহাপাতকী হইলে, মাতা যদি মৃত বা দেশান্তর গত হন তাহা হইলে পুত্র, পিতার অগ্নিহোত্ররক্ষা করিতে অধিকারী। যদি নির্দোষ মাননীয়া ভার্ঘ্যা স্বামীকর্তৃক অব-মানিতা হইয়া মরে তাহা হইলে ঐ রমণী তিন জন্ম পুরুষ হইবে এবং ঐ পুরুষ স্ত্রী জাতিস্থ প্রাপ্ত হইবে। পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে হইলে তাহাও পূর্ববৎ হইবে। প্রভেদের মধ্যে এই যে পুনরাদান কার্যে অগ্ন্যুপস্থান এবং অষ্ট আত্মাহুতিদিতে হয়। ব্যক্তিত্ব হোম-পর্গ্যন্ত করিয়া অগ্নির উপস্থান করিবে। “কন্তে-জামি” ইত্যাদি কেবল আগ্নেয় হুত পাঠ করিবে। “অগ্নিমীড়ে” (১) “অগ্ন আরাহি” (২) “অগ্ন আরাহিবীতরে” (৩) “অগ্নির্জ্যোতি” ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় (৪—৬) “অগ্নিদুতং” (৭) এবং “অগ্নে মৃদু” (৮) এই অষ্ট মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি যথাক্রমে অষ্টাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি প্রভৃতি অন্য সমস্ত কার্য পূর্ববৎ কর্তব্য। পূর্ক অরণিরয়ের অন্নমাত্র অবশ্যবৎ যাবৎ বর্তমান থাকিবে তাবৎ অন্য অরণিরয়ে অগ্ন্যাধান করা অবিধেয়। অকৃৎসাদি বিনষ্ট হইলে তাহা ঐ জগত্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

বিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

একবিংশ খণ্ড ।

স্বীভাবশতঃ স্বয়ং হোম করিতে অসমর্থ হইলে
অগ্নি-সমীপে উপসর্পণ করিবে। তাহাতে ও
অসমর্থ হইলে শয়ন হইতে উঠিয়া বসিবে। সাং
আহুতি দিবার সময়ে গৃহীকে যদি আসন্ন-
মৃত্যু বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে তখনই
প্রাতর্হোম হইবে। ইহার পরেও যদি গৃহী-
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে তাহা হইলে
ইচ্ছাকারে ত পুনরায় প্রাতর্হোম করিবে নতুবা
করিবে না। গৃহী প্রাণত্যাগ করিলে তাহাকে
স্নান করাইয়া ওঙ্ক বস্ত্র পরিধান করাইরে।
অনন্তর দক্ষিণশিরা করিয়া কুশাস্তৃত ভূমিতে
শয়ন করাইবে। অনন্তর তাহাকে ব্রতান্ত্র
করিয়া পুনরায় স্নান করাইবে। পরে অস্ত্র
যজ্ঞোপবীত পরাইবে এবং কুহুমভূষিত করিবে,
ও তাহার সর্বাঙ্গ চন্দনলিপ্ত করিবে। অনন্তর
পূজগণ তাহার সপ্তচ্ছিন্নে সুবর্ণখণ্ড দিয়া
অস্ত্র বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ইহাকে
বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অগ্রে অগ্রে
অগ্নিহোত্র পশ্চাতে মৃত-অগ্নিহোত্রীকে লইয়া
যাইতে যাইতে আমুপাত্রে গৃহীত অন্ন অর্দ্ধেক
ভাগ পথে ছড়াইবে—অপরার্কিতাগ পিণ্ডের
জন্ত রাখিবে। অনন্তর দাহকর্তা পুত্রাদি
শ্রমানে গিয়া দক্ষিণাশ্যে বামজাহ্নু পাতন-
পূর্বক উপবেশন করত পিণ্ডদান রীতি-
অনুসারে, সেই অর্দ্ধভাগ অন্ন তিলযোগে দান
করিবে। অনন্তর, স্নান করিয়া পবিত্র
ভূতলে চিতাযোগ্য পঞ্চবিধ ভূসংস্কার করিয়া
তাহাতে কাষ্ঠরাশি সজ্জিত করিবে। তদুপরি
এই সার্বিক ব্যক্তিকে উত্তান এবং দক্ষিণ-
শিরা করিয়া শয়ন করাইয়া ইহার মুখে
আজ্ঞাপূর্ণ ক্রক্ নাসিকাতে দক্ষিণাশ্র ক্রব,
পাদদ্বয়ে পূর। অরুণী বক্ষস্থলে উত্তরা
অরুণ, বাম পার্শ্বে শূর্ণ, দক্ষিণ পার্শ্বে চমস,
উরুমধ্যস্থে মূষল ও হৃদয় জক্রেদেশে উদ্বল
স্থাপন করিবে। “নিরগ্নি ব্যক্তিকে অধোমুখ
করিয়া স্থাপন করিবে। দাহক ব্যক্তি সাক্ষ-
লোচন ব্যাক্তীত হইবে না। সংযত বাক্য দক্ষিণ
মুখ এবং বিকৃতোত্তরীয় হইয়া এই সকল
কার্য্যকরিয়া বামজাহ্নু পাতনপূর্বক দক্ষিণ
মুখ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ মুখাঘ্নি করিবে।

“তুমি ইহারদ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিলে, ইনি
আবার তোমার সাহায্যে দেহান্তর লাভ করুন
ইনি স্বর্গলোকে গমন করুন ” অগ্নিদান
সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গৃহস্থান্ন
এইরূপে দত্ত হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত
হয়। যে ব্যক্তি ইহাকে দত্ত করে, সেও অগ্নি-
দ্বিত সন্তান লাভ করে। যেমন পথিক
নিজের অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে নির্ভয়ভাবে অরণ্যে
অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়,
সেইরূপ এই সার্বিক ব্যক্তি যজ্ঞপাত্রাদি দ্বারা
ভূষিত হইয়া অস্ত্র লোক সকল অতিক্রমপূর্বক
ঐক্য লাভ করে।

একবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশ খণ্ড ।

অনন্তর, সকল শব্দ-স্পর্শাদি চিত্তাধি-
দিকে না চাহিয়া জলে গিয়া সবস্ত্র স্নানান্তে
আচমনপূর্বক দক্ষিণাশ্র কুশ করিয়া প্রেত-
দেশে প্রত্যেককে সতিল জলগণ্ডুষ দান
করিবে। গোত্র নাম উল্লেখের পর “তর্প-
য়ামি” বলিবে ইহা তর্পণের মন্ত্র। সকলে
এইরূপ তর্পণ করিয়া পুনরায় স্নান আচম-
করিবার পর শাব্দগ ভূমিতে উপবিষ্ট হইলে
তাহাদিগের অনুগামী লোকেরা তাহাদিগকে
বলিবে;—“সকল প্রাণীই অনিত্য, ইহার ভা-
তোমরা শোক করিও না। যজ্ঞপূর্বক ধর্ম
কার্য্য কর; এই ধর্ম্মই তোমাদিগের সহগমন
করিবে। কদলীস্তম্ভসদৃশ অসার, জলবৃক্ষ-
সদৃশ নশ্বর এই মনুষ্যদেহে যে ব্যক্তিসার অ-
ধন করে, সে অতিশয় মূঢ়। পৃথিবী বল,
দেবতা বল, সকলেরই নাশ আছে, তবে তে-
জস্য মর্ত্যলোক, বিনষ্ট না হইবে কেন।
পাচ প্রকার জ্বিনিসে গঠিত সেই শরীর যদি
শরীর ধারণ জনিত কন্ম ফলে পঞ্চরূপে পরিণত
হইয়াই থাকে, তাহাতে আবার শোক কি
সকল সঞ্চয়ের শেষ ক্ষয়, উন্নতির শেষ পতন
সংযোগের শেষ বিয়োগ এবং জীবনের
শেষ মরণ। বাক্যবেরা রোদন সময়ে
যে শ্লো ও নেত্রজল পরিত্যাগ করে
মৃতব্যক্তি অবশ হইয়া তাহা ভোজন

করিতে বাধ্য হয়। অতএব, যোজন করা অস্বাভাবিক, বহু-সহকারে যত্নের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যাদি কার্য্য করা ই বিধেয়।” এইরূপ কথিত হইয়া তাহার কনিষ্ঠাত্মক্রেমে গৃহ্য গমন করিবে। অপর, দান অগ্নি-সম্পর্ক ও মৃত ভোজন করিলে তদ্ব হইবে।

দ্বাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড ।

আহিতাদি ব্যক্তির পাত্রভ্রাসাদি এইরূপেই হইবে এ বিষয়ে কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি লইয়া পূত্র কথিত বিশেষ বিধি আছে। বিদেশে যন্তে অস্তিসকল আহরণ পূর্ব্বক যুতাত্যক্ত করিয়া তাহা উর্ণাদি আচ্ছাদন করিয়া দাহ করিবে পাত্রভ্রাসাদি পূর্ব্বক হইবে। অস্তি না পাওয়া হইলে অস্তিসমসংখ্যক পূর্ণ সকল উক্ত রীতি-ক্রমে দাহ করিবে; তদবধি অশৌচ হইবে। সায়িক ব্যক্তি যদি স্বয়ং মহাপাতকযুক্ত হয় তাহা হইলে, তদীয় পুত্রাদি, যে পর্য্যন্ত তাহার পাপ ক্ষয় না হয় তদবধি অগ্নি বন্ধ করিবে। যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিবে, বা করিতে করিতে মরিয়া যায়, তাহার গৃহ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবে এবং শ্রৌতঅগ্নি উপকরণের সহিত জলে ফেলিয়া দিবে। অথবা উত্তর অগ্নিকেই তলসাৎ করিবে, বেহেতু অগ্নি জল হইতে উদ্ধৃত। পাত্র সকল কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবে, দত্ত করিবে অথবা জলেই ফেলিয়া দিবে। সংপদস্থিতা রমণীকেও এই রীতি-ক্রমে দত্ত করিবে; তবে ইহার পক্ষে অগ্নি-দানের মন্ত্রটী প্রেরাগ করিবে না। ইহা নিয়ম। ভার্য্যা যদি স্বাধীন পতিভা না হয়, তাহা হইলে ঐ অগ্নি দ্বারাই তাহার শব দাহ করিবে। তৎপরে অগ্নিপাত্র সকলকে তদীয় চিত্তার সমীপে পুণ্যভাবে দাহ করিবে। পরদিনে, বা তৃতীয় দিনে অস্তিসক-রম হইবে। ক্রিয়ণ এই কার্য্যে যে বিধির আদেশ করিয়াছেন অধুনা তাহা কথিত হইতেছে। পূর্ব্বক দান পর্য্যন্ত সমাধা করিয়া প্রাণীভোজিত (ও দক্ষিণমুখ) হইয়া হুকাভাবে পথ্যহুত দ্বারা অস্তিসকল দিক

করিবে। সমীপাধা এবং পলাশ শাখা দ্বারা তদ্ব হইতে অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া গব্য যুতাত্যক্ত করিবে, তৎপরে পক্ষজল দ্বারা অতিবিক্ত করিবে। মুগ্ধর পাত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহা হুত্বেষ্টিত করিবে। পরে পবিত্র ভূমিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া দক্ষিণমুখ হইয়া সেই খানে তাহা পড়িয়া ফেলিবে। পক্ষপিণ্ড ও মৈবাল দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া এবং তাহা উপরে দিয়া অবশিষ্ট পৌর্ন্যাসিক কার্য্য সমাধা করিবে। নিরগ্নি মৃতব্যক্তিরও দাহবিধি এইরূপ; ত্রীণো-কেরতায় তাহাদিগকে অগ্নিদান করিবে; অন্তর অমুক্ত কথা কথিত হইতেছে।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ খণ্ড ।

অশৌচ হইলে সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম না করা বিধি। শুক্রাস দ্বারাই হউক আর কল দ্বারাই হউক শ্রৌত অগ্নিতে অকৃত অন্ন দ্বারা তদভাবে কৃতাকৃত অন্ন দ্বারা তদভাবে অবারন্ত বিধি অনুসারে কৃতার দ্বারা হোম করা হইবে। ওদন ও শক্ত প্রভৃতি, কৃতার; ততুল প্রভৃতি কৃতাকৃত অন্ন; এবং ত্রীহি প্রভৃতি অকৃত অন্ন—পণ্ডিতগণ এই ত্রিবিধ হব্যের কথা বলিয়াছেন। অশৌচ, প্রবাস, অশক্তি এবং প্রাক্কান ভোজন ইত্যাদি নিমিত্ত উপ-স্থিত হইলে অপর দ্বারা হোম করা হইবে। ব্রহ্মচারী অশৌচেও কখন খীর কর্ম্মভ্যাগ করিবে না; দীক্ষার পর যজ্ঞ বা কুজাদি তপস্তাতেও অশৌচ প্রতিবন্ধক হইলে না। পিতৃমরণেও ইহাদিগের কনাচ দোষ হয় না। ব্রহ্মচারীর অশৌচ কর্ম্মান্তে হইবে বা তিন দিন হইবে। সায়িক ব্যক্তির শ্রাদ্ধ দাহ হইতে একাদশ দিনে কর্তব্য। তবে সাংখ্য-সায়িক শ্রাদ্ধ সকলের পক্ষেই মৃত্যুহে কর্তব্য। বারটা মাসিক, আদ্য শ্রাদ্ধ, বাগ্গাসিকঘর এবং সপ্তমীকরণ এই বোড়শ শ্রাদ্ধ। এক দিন বা তিন দিন কম হয় মাসে অর্থাৎ বর্ষ মাসীয় মৃত্যুতথির পূর্ব্ব দিনে বা তিন দিন পূর্ব্ব প্রথম বাগ্গাসিক এবং একদিন বা তিন দিন কম সাংখ্যসরে দ্বিতীয় বাগ্গাসিক হইবে।

(তিন দিন কম বর্ষমাসাদিতে ষাণ্মাসিক করা এদেশে ব্যবহার নাই)। অপুত্রাক্তির উদ্দেশ্যে প্রথমোক্ত পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ কর্তব্য। এবং অন্য শ্রাদ্ধও (সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধও) বৎসরের মধ্যে একদিন করিবে। সপুত্রবাক্তির শ্রাদ্ধ সকল সময়ই হইতে পারে *। অপুত্রারমণীর স্বামীও কখন (পার্কণ শ্রাদ্ধ) করিবে না। পিতা ও পুত্রের এবং অগ্রজ ও অমৃতজ্ঞাতার (পার্কণ শ্রাদ্ধ) করিবে না †। সপ্তিঃপুত্র একাদশ দিনে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া অমাবস্যার মাতাপিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া ফেলিবে। সপিণ্ডীকরণের পর আর একোন্দিষ্ট বিধি অনুসারে প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। প্রোতম বলেন,— শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কবু সমন্বিত শ্রাদ্ধ, আদিম বোড়শ শ্রাদ্ধ, এবং আঙ্গিক শ্রাদ্ধ ত্যাগ করিয়া অন্য সকল শ্রাদ্ধে বট্‌পিণ্ড হইবে। ইহা নিয়ম। অর্থরাম, অক্ষহোদক দান, শিওদান, অবনেজন এবং স্বধাবাচনস্থলে তদ্রূপ হইবে না। বাহারী ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতিবিশেষ পবলোকগত হওয়ার অগ্নি সংস্কৃত হয় নাই, তাহাদিগের কখনই শ্রাদ্ধাদি সংকার হইবে না।

চতুর্বিংশ পঞ্চ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বিবাহের পর চতুর্থী হোমে লাভ্যার্থিগণ মন্ত্রসংহতির মধ্যে অগ্নে ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার প্রয়োগে বিংশতি মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। অগ্নির স্থানে বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যপদের উহ করিবে এবং পঞ্চম মন্ত্রে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র ও

* এই ১০-র বচন রত্নবন্ধন অন্তরূপে পাঠ করিয়াছেন যথা—

“বানি পঞ্চদশাঙ্গানি অপুত্রস্তত্তরাহপি।

একৈশাষ তু নাতব্যামপুত্রায়াক যোজিতঃ।”

“পুত্র পুত্রবের এবং অপুত্র (ও বিধবা) রমণীর কেবল প্রথম পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ এবং প্রতিবর্ষ কর্তব্য একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে (পঞ্চদশ শ্রাদ্ধবিধান দিয়া পবিত্র রহিত পুত্রবের পক্ষে জানিবে)। আমরা এই পাঠ-হুই প্রাণাদিক যোগ করি।

† এই বচনের সহজ অর্থ; বানী অপুত্রা রমণীর পিতাপুত্রের এবং অগ্রজ অপুত্রের উক্ত শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্যত্রাচ্ছ করিবে না।

সূর্য্য এই সমস্ত উহ করিয়া প্রত্যেক মন্ত্র চার চার বার পড়িয়া আহুতি দিবে এইরূপ ক্রটি আছে। প্রথম পঞ্চকে পাঁচ মন্ত্রেই “পানী বন্ধীঃ” এই পদ থাকিবে। দ্বিতীয় পঞ্চকে “পতিব্রী” তৃতীয় পঞ্চকে “অপুত্রা” এবং চতুর্থ পঞ্চকে “অপসব্যাঃ” পদ থাকিবে। এই বিংতি আহুতি। দ্বিতী হোমে স্বাহাযোগে চতুর্থী হইবে না, অষ্ট পোনাম হোমেও চতুর্থী হইবে না, পোনাম হোমে চতুর্থী স্থলে “অয়্য” শব্দ প্রয়োগ হোম করিতে হইবে। (গোভিল-মন্ত্রে দ্বিতীয় পুংসবন প্রকরণে বট-শুদ্ধাক্রয়ের বিধি আছে, কাত্যায়ন শুদ্ধাক্রমের অর্থ এবং কে ক্রয় করিবে তাহা আদেশ করিতেছেন)। শাখার গুণ অগ্র পল্পবের নাম শুভ। ব্রতবতী পতিব্রতা নারী, বিদ্যাভীন ব্রহ্মবন্ধু—এ শুদ্ধাক্রম করিবে। (গোভিল সৌম্যোত্তরায়ন প্রকরণে যে সকল অস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এখানে তাহার অর্থ লিখিত হইতেছে)। শলাটিশব্দে নীল; গ্রন্থ শব্দে শুভক বোধ হয়। মস্তকের উত্তর পার্শ্বের কেশের নাম কপুষ্টিকা এবং পশ্চাদ্ভর্তি কেশের নাম কপুজলা। শললী শব্দে শেফালী কাঁটা, বীরতর শব্দে শর। তিল ও তণ্ডুল একত্র পক হইলে তাহার নাম রসর। নামকরণ-সংস্থারে গোভিলমন্ত্রে সঙ্কলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ নক্ষত্র ও নক্ষত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবগণের পূজা উক্ত হইয়াছে, তদ্বধ্যে বানি, বসু, পিশাচ, যক্ষ, পিতৃ ও বিষেদেবগণের বহুবচনান্ত উল্লেখ করিয়া হোম করিবে। উহার যথাক্রম সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী চতুর্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্তী দেবতা। কৃত্তিকা, রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা, বিশাখা, জ্যৈষ্ঠা, পূর্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, ও অশ্বিনী ভরণী নক্ষত্রের মধ্যে এই ছয় বোড়ার প্রত্যেকটার হোমট বহুবচনান্ত উল্লেখ করিয়া করিবে। অবশিষ্ট ছই বোড়ার অর্থাৎ পূর্বাষাঢ়া পূর্বাভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদের ত্রিষচনান্ত উল্লেখ এবং অপর সকল নক্ষত্রের একবচনান্ত উল্লেখ হোম হইবে। নক্ষত্রাধিষ্ঠাতৃদেবগণের মধ্যে সর্প, বায়ু, ভোম, বিষেদেব এবং পিতৃগণের হোম বহুবচনান্ত উল্লেখ এবং ভ্রম ও অশ্বিনের হোম ত্রিষচনান্ত উল্লেখ হইবে। † উহার যথাক্রমে অশ্লেষা, ধনিষ্ঠা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, মঘা,

উত্তরভাষ্যদ এবং অধিনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠান-
দেবতা* ।

গুরু, ব্রহ্মচারীকে কোনকার্যে আদেশ
করিলে ব্রহ্মচারী “বচ্” (ভুল) অথবা “ওঁ”
(আচ্ছা) বলিয়া সেই কার্যে যথোচিতরূপে
পালন করিবে। যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী না হয়
তাহা হইলে, ব্রহ্মচারী সমাবেশন মান পর্য্যন্ত
সমিধ বান কারবে। ব্রহ্মচারী, বিনা আপনে
কন্যাক্ষত্রের মলাপকরণ করবে না। জপ-
ক্রোড়া বা অনঙ্কর ধারণও করিবে না; এবং
দণ্ডবৎ স্থান করবে। দেবতাদের বিপর্যাস-
ক্রমে হোম হইবে কি হইবে?—সমস্ত অর্থ্যং
পূর্বোক্ত ত্রিবিধ প্রারম্ভিকহোম করিয়া গয়ে
ঠিক অক্ষরমে সেই সূত্র দেবতাদের হোম
করিবে। উপনয়নের পূর্ববর্তী যে কোন
সংকল্পের কাগত্য হইবে এই সমস্ত প্রার-
ম্ভিক হোম করিয়া তাহা করিবে। যে ব্যক্তি
নব বজ্র না করিয়া অত্রানতঃ নবান্ন ভোজন
করে, তাহার প্রারম্ভিক ভোজনের চক্র
বিহিত আছে।

পঞ্চবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ।

ষড়বিংশ খণ্ড ।

সমপন্নীয় চক্র এবং গোমেধ বজ্র বুধোৎসর্গ,
অবমেধ বজ্র, ও কুব্জারস্ত্র এই সমস্ত কার্যের
চক্র আর শ্রাবণ পূর্ণিমা ও প্রবোধের চক্রে
নির্মাণ এবং হোম হইবে কিরূপ? সেই সেই
কল্পের দেবতা সংখ্যা অনুসারে দেবতা নানো-
ল্পেব পূর্বক পৃথক পৃথক নির্মাণ গ্রহণ করিবে।
চূপ করিয়া হ্রবার গ্রহণ করিবে। হোমও
পৃথক পৃথক হইবে। যাবৎ চক্র দ্বারা সেই
সেই কার্যে কথিত হোম সমাধা হইয়া কিছু
অবশিষ্ট থাকিতে পারে তাবৎ চক্র নির্মাণ
করিবে। সমপন্নীয় চক্র এবং পিহুবজ্রের চক্রে
বেকন দ্বারা হোম করিবে। কেহ কেহ বলেন
উপলব্ধি ও অতিবাসিত করিয়া হোম করিবে।

* মূল্যের ১২ শ্লোক

“দেবতা অপি হুয়ন্তে যদবৎ সর্পবৎসঃ ।

বেদীক পিতৃভ্যকং বিধং যাবিনো সখা ।”

হৃদয়ন এই রূপে পাঠ করেন। তাহার পাঠই

যত্ন আনয়িতঃ তদনুসারে অনুবাদ করা হইল ।

(ক্রমক দ্বারা ক্রা পাবে যে প্রথম হবি
গৃহীত হয় তাহার নাম উপলব্ধি; এবং যে
হবি গ্রহণ করিয়া অনন্তর আত্মা প্রদত্ত হয়
তাহা অতিবাসিত)। গোত্রিল বুধোৎসর্গের
বিধি ও কাগ্যকর্তন করেই নাই। অতএব
কাগ্যানের ইহা সংক্ষেপে কীৰ্ত্তিত। অর্থঃমধ
বজ্র এবং প্রস্তুতরাহের ও সেই পারিতোষিক
কাল অন্য কোন উপদেশগ্রহে কথিত আছে।
অথবা মার্গপাশ্চ দিনে গোমেধ বজ্রের কাল
এবং নীরাক দিন অর্থঃমধ বজ্রের কাগ্য ইহা
শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে। শরৎকালে ও
বসন্তকালে কেহ কেহ নববজ্র করিতে বলেন।
কেহ কেহ বলেন ষাট পাক বেশে নববজ্র
হইবে। আর বানপ্রস্থ্যপণের শ্রামাক ষাট-
পাক সময়ে নববজ্র হইবে বলিয়া কথিত
আছে। আশ্বিনী পূর্ণিমা কর্তব্য কর্ম, কৃষি
এবং বাস্তবর্থে যজ্ঞার্থতত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিকরণ
এইরূপ হোম হইবে বলেন;—যথা যথাক্রমে
দুই আহতি, পাঁচ আহতি ও দুই আহতি
হবিদ্বারা হইবে। অবশিষ্ট আহতি সকল
আগ্ন্য (যুত) দ্বারা হইবে কাগ্যায়ন ইহা
বলেন। আত্মা সংযুক্ত হৃৎকাহারও কাহারও
মতে দ্বি “পুষ্যাতক” নামে অভিহিত হয়।
তাহা উপাসাদন করিয়া পায়স চক্র করিবে।
ত্রীহি, শালি, সুগা, গোমুখ, সর্পগ, তিল এবং
যব এই সমস্ত ওষধি ধারণ করিলে বিশৎ নষ্ট
হয়। গোতমাবি ঋষিগণ এই সকল সংখ্যার
অরণ করিয়াছেন। অনন্তর যথাকালে কথিত
অষ্টকানি সমুদায় কার্য্য করিবে। বে বিজ,
একবারও অষ্টকানি কার্য্য করিবে, সে, পুহুজি-
পাশন হইয়া যুতস্রাবী নোকে গমন করে, যে
ব্যক্তি, কর্ম্মই হইয়া এক দিন ও তুতিভাবে
অগ্নি পরিচর্যা করে, সে তৎকালেই একশত
দিন স্বর্গভোগ করে। যে ব্যক্তি অগ্নি আধান
পূর্বক বেবাবিকে আশাষিত করিয়া এই
সকল কর্ম্মদ্বারা তাহারিগের ‘পূজা না করে,
সেই দেব অহুতিস্ব নিরাকর্ত্তা ব্যক্তি
“নিরাকর্ত্তি” বলিয়া জ্ঞাতব্য।

ষড়বিংশ খণ্ড সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশ খণ্ড ।

কর্ষের আরিতে বিহিত শ্রাক্ষ (নান্দীমুখ শ্রাক্ষ) কর্ষ শেষ বিহিত দক্ষিণা এবং অমাবস্তা-কর্তব্য দ্বিতীয় শ্রাক্ষের নাম “অধাহার্য” । মাতৃপূজার অহ্ন অর্থাৎ পরে কর্তব্য বলিয়া নান্দীমুখ শ্রাক্ষের নাম ‘অধাহার্য’; কর্ষ শেষ কর্তব্য বলিয়া দক্ষিণার নাম ‘অধাহার্য’; আর “পিতৃ পিতৃগজের পরে কর্তব্য বলিয়া অমাবস্তা শ্রাক্ষের নাম ‘অধাহার্য’ । একদাধ্য ব্রহ্মশুশ্রূষোমে বহিরাশ্রয়ণ, পরিসমূহন এবং উদগাসাদন নাই, কেন না তাহা “ক্ষিপ্ত হোম” বলিয়া বিদিত । ত্রাহি ও যবের অভাবে, দধি বা দুগ্ধ দ্বারা, তদভাবে যবগু এবং তদভাবে জল দ্বারাও হোম করিবে । রোদ্র, রাক্ষস, পিত্র্য, আত্মর বা আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ করিগে আশ্রমেহ স্পর্শ করিয়া জল স্পর্শ করিবে । যে ব্যক্তি লবণ, মধু, মাংস বা ক্ষারংশ আহতি দেয় সে, উপবাসান্তে-ভোজন করিবে । হোতা ও হব্যের অনাগতে যবাকালে সারং হোম না হইলে, পুরাদিন প্রাতর্হোমের পূর্বকাল পর্যন্ত সারংহোম করিতে পারিবে, তবে কিনা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া ঐ হোম করিতে হইবে, সারং হোমকালের পূর্ব পর্যন্ত প্রাতর্হোমকাল থাকে। পৌর্ণমাসের পূর্ব পর্যন্ত দর্শবাগের কাল থাকে । এবং দর্শের পূর্ব পর্যন্ত পৌর্ণমাস যাগে কাল থাকে । বৈশ্বদেব অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিবে । তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া ঐ ব্রত আরম্ভ করিবে । সারং হোম এবং প্রাতর্হোম এই দুই বার হোম না হইলে, বা দর্শ বাগ ও পৌর্ণমাস যাগ না হইলে পুনরায় অধ্যয়ন করিবে ইহা তর্গ-বের মত । (গোতিলোক্ত কতিপয় শব্দের অর্থ লিখিত হইতেছে)। অনঘীত বেদ বালকের “মাববক” সংজ্ঞা; “এব” শব্দে ক্রুশার যুগ বৃদ্ধিবে । ক্রুশ শব্দে গোরবর্ণ যুগ, আর সুরর শব্দের অর্থ “শল” * । ব্রাহ্মণের দণ্ড, পরি-

মাণে কেশ পর্যন্ত, কপ্তিরের লগাট পর্যন্ত এবং বৈশ্বের নাসিকা পর্যন্ত হইবে । সকল জাতির দণ্ডই সরল, অকৃত ও সৌম্য দর্শন হইবে; শ্রাণীগণের উত্তোকার হইবে না অকৃত হইবে; আর অগ্নিদূষিত হইবে না । গোন্দ, বড়ই প্রধান, ইহা ব্রাহ্মণেরা বলেন; বেদেও ইহা কথিত আছে । গোক্ষ হইতে প্রধান আর কিছু নাই এইজন্য “বর” শব্দে গো । যে সফল ব্রতের অন্তে দক্ষিণাবিধান নাই তথায় শুককে “বর” দান বা বজ্র দান করা কর্তব্য । অস্থানে উচ্চাঙ্গ বিচ্ছেদশূন্যক বোধবা ও প্রামাদিক অধ্যাপনাদি দ্বারা প্রতি “যাত যামত” হয় । বিজগণ, প্রতিবর্ষে উপাকর্ষ ও উৎসর্গ করিতে, বেদ সকলের পুনরায় তেজো-বৃদ্ধি হয় । বিজগণ, অযাতযাম বেদ সাহায্যে লীলাবশতঃও যে কর্ষ করেন তাহা তাহানিগের সদা শিক্ষাকারক । আচাধ্য, — গায়ত্রী, গায়ত্র এবং বাছপিত্য এই মন্ত্রত্রয় শিষ্টদিগকে উপদেশ দিয়া তৎপরে প্রতি উপাকর্ষ করিবে । সংহিতাতে যথাক্রমে এক-বিংশতি প্রকার ছন্দ আছে । সেই সেই ছন্দে গ্রথিত প্রথম প্রথম মন্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত ছন্দের হোম করা বিধি । গান ভাগ ব্রাহ্মণভাগ অঙ্গ এবং চর্চামন্ত্রের উত্তরাদি পর্ব দ্বারা হোম করিবে । উপাকর্ষে এই বষ্টি হোম করিতে হয় ।

সপ্তবিংশতি খণ্ড সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশতি খণ্ড ।

যবের নাম অক্ষত; যব ভর্জিত হইলে তাহাকে ধান্য বলা যায় ভর্জিত ব্রীহির নাম লাক্ষ এবং ঘটের নাম খণ্ডিক । বিচক্ষণ ব্যক্তি দক্ষিণায়ন ছয় মাস উত্তর রহত এবং উপনিবৎ অধ্যয়ন করিবে না । ঋষিঃ ব্যক্তি উপাকর্ষ করিয়া উত্তরায়ণে অধ্যয়ন করিবে । ইহানিগের উৎসর্গ কর্ষ পৌষী পূর্ণিমাতে কিংবা তাত্র মাসেই হইতে পারিবে । অজ্ঞাতলক্ষণা দৌমধ্যা এবং কাংকধ্যাপনভূতা যবদীকে বিবাহ

* ১১ শ্লোকের শেষ ভাগ

“যবরঃ শল উচ্যতে”

যবদানন এইরূপে খাওয়া করেন ।

করিবে না তিন-পা-সংস্কৃত পদক্ষেপের নাম প্রকৃত। সকল স্মার্ত্ত কৰ্ম্মে এবং শ্রোত কৰ্ম্মে অধ্যায়্য কৰ্ত্তৃক কথিত আছে। যে দিকে বলি প্রদান করিবে সেইদিকেই মুখ ক্রিয়াইয়া বলি দেওয়া বিধি। শ্রবণা কৰ্ম্মে সৰ্ব্বদা ত্রিক কৰ্ম্ম হইবে না। বলি শেষের আছতি এবং অগ্নিশ্রবণের প্রত্যাহ হইবে না কিন্তু উষ্মক প্রত্যাহ হইবে। পূবাতক শ্রেষণ এবং হতাবশিষ্ট নবায় ভোজ-মের মন্ত্রোচ্চারণে সকলেই অধিকারী। ব্রাহ্মণ-গণ সমীপে না থাকিলে স্বয়ংই পূবাতক দর্শন করিবে। নবযজ্ঞেও হবিঃ ভক্ষণ করিবে।

যদি স্তত্বাদি কোন কারণে শ্রবণা কৰ্ম্ম বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে, বলি ব্যতীত সম্পূর্ণ-রূপে আগ্রহায়ণিক কৰ্ম্ম করিবে। অতঃপর একমাস, অৰ্দ্ধমাস, সপ্তরাত্র, ত্রিরাত্র, একদিন অথবা সদ্যঃ; স্বস্তরশায়ী হইবে। অতঃপর মন্ত্র প্রয়োগ হইবে না। অগ্নিগৃহের নিয়মই থাকিবে না। আহুতান্তরণ হইবে না। দক্ষিণ ও পার্শ্বের কথা থাকিবে না। যদি দৃঢ় হয়ত আগ্রহায়ণীতে কন্যাবৃত্ত হইলেও মন্ত্রোচ্চারণ পূৰ্ব্বক কুস্তবয় আসিঙ্কন করিবে এবং প্রতি-কুস্তে মন্ত্র পাঠ করিবে। অন্ন বিবাত বাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেখানে প্রমাণ সকল বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সেখানে যে পক্ষে অধিকমত তাহাই গ্রাহ্য। সমান সমান প্রমাণ থাকিলে যুক্তিই প্রামাণ্যজনক কথিত হইয়াছে। ত্রৈয়ম্বক শব্দে কস্তল, অপূশশব্দে মন্তক; পালাশশব্দে গোলক এবং চৌবরশব্দে লোহচূর্ণ। কোন স্থলে অনামি-কাত্র দ্বারা স্পর্শ, কোন স্থলে বা দর্শন মাত্র দ্বারাই অহুমন্ত্রণ করিতে পারিবে।

অষ্টাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ খণ্ড ।

সকল কৰ্ম্মেই পণ্ডিত্রোক্ত ইচ্ছাহুসারে হুকাভাবে নবকুস্তবায় প্রক্ষালনীয়। পলাশ দাক্ষপাত্রবয় বস্যা সংগ্রহাৰ্থ জানিবে। মন্তক-খিত সপ্তমোক্ত (মুখ, নাসিকদ্বারদ্বয়,

চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয়) চার স্তম, নাভিঃ-প্রোপি এবং অপান গোরুর এই চৌদ্দটা স্রোত। সূরের প্রয়োজন মাংস কর্ত্তন। ষিষ্টঃ ১৭ ত্রীতি-অহুসারে সমস্ত বস্যা গ্রহণপূৰ্ব্বক হোম কারলে তাহাতেই মন্ত্র সমাপ্তি হইবে। হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, অস্থি, যক্ৰঃ, বৃক্কঃ, মলদ্বার, স্তন, সন্ধি, স্বক্ক, এবং পার্শ্ব এই কয়টি পণ্ডিগের অঙ্গ। এই একাদশ অঙ্গের সংখ্যাক্রমে অবদান হইতে পনের বটে, কিন্তু, পার্শ্ব বৃক্ক এবং সন্ধি দুই দুই বলিয়া চতুর্দশ অবদান কথিত হইয়াছে। যে যেতু শ্রুতির চারিতার্থতা যে কোনরূপে করিতে হইবে অতএব ছাগ পক্ষ চক্রেতও অষ্ট ঋগুদ্বারা হোম করিবে। পণ্ডসঙ্গে যতগুলি অবদান কৃত হইত পণ্ড না থাকিলে ততগুলি পায়স পিণ্ড করিবে। পণ্ড না থাকিলেও উহন ন্যঙ্গনার্থ সজব পায়স চক্ক করিবে। তাহা অষ্ট-ষ্টকা কার্য্যেও জানিবে। কোন কোন পণ্ডিত পিণ্ডদানের প্রথান্য কৌতল করেন। কেন না দেখাযায় গয়াদিতে মাত্র পিণ্ডদানই বিহিত আছে। অন্য মহর্ষিগণ পাল্লারভোজনের প্রাধান্য কীৰ্ত্তন করেন। কেননা ব্রাহ্মণ পরীক্ষাবিষয়ে মহাবল্ল দেখা গিয়া থাকে। আশ্ব শ্রাদ্ধাধি-অহুষ্ঠান বিনাপিণ্ডে হইতে পারে। শ্রাদ্ধান-স্পর্শেও শ্রাদ্ধাবাধ এবেণেও অনব্যায় হয়। পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিয়া আমি এই স্থির করিয়াছি; উভয় কার্য্যই প্রাধান্য আছে বলিয়া হংস সমুচ্চয় জানিবে। পিতৃ-পক্ষে পণ্ড প্রোক্ষণ, দক্ষিণাত্য এবং চরুনিষ্কা-পণ্যাদিকার্য্য প্রাচীনাধীতি হইয়া করিবে। অবদান সময়েই প্রাধান্য, অঙ্গ কিছু নহে। হবনই প্রধান। অবশিষ্টাংশ প্রকৃতিবৎ হইবে। উন্নত স্থানের নাম দ্বীপ, শাখল স্থান ইষ্টকা। সজল স্থানের নাম কণ্ঠিন এবং বাহার সূরে খাত জল তাহার নাম মরু।—বাস্তবায়,—দ্বার, গবাক, স্তম্ভ, কর্দম, ত্তিত্তি শেষ এবং কোণ বোধে বিদ্ধ হইবে না এবং আৰ্য্যগণের আক্রান্ত হইবে। এই কার্য্যে ব্রাহ্মকে “বশম্মা” বলিয়া এবং যবাকে “শম্ম” শব্দে উল্লেখ করিয়া এবং অমুক বলিয়া নামোচ্চ পূৰ্ব্বক দ্বিপ্র বোধের দ্বার হোম করিবে। অক্ষত, পুশ, জল এবং পক্ষ ইত্যাদিগের স্খি-

ননে অর্ঘ্য এবং দ্বি মনুযোগে মধুপক্ হব। পূর্বমাস ব্যক্তিঃ অন্নলিত কাংতপাত্র করিয়।
অর্ঘ্যদিবে। আর মধুপক্ও কাংতাহাদিত এবং কাংতহ করিয়া সমর্পণ করিবে।-৩

* “ন তৎপূর্নং যতঃ প্রোক্তঃ সপি ওনবিধিঃ ক্রমায়।

বৃদ্ধিজাত্ত লোপঃ তাতঃ পক্ষমোক্তবোরপি।”

আহিকতত্ত্ব দ্বত।

“উত্তানে নতু হন্তেন কক্ষুষ্ঠাগ্রেন পীড়িতম্।

সংহতানুলিপাশিত্ত বাগ্ধবতো জুহুতান্ববিঃ।”

পরশরভাষ্য ও মনন পারিজাত দ্বত।

এই হুইদী বচন ছন্দোপ পরিপিঠের; অর্থাৎ এষ্ট কাত্যায়ন সংহিতা যে যে গ্রন্থের নাম বেদমা হইয়াছে
তাঁহাতে ইহা লিখিত আছে। হুইদী বচনই প্রামাণিক; কিন্তু আমানের সংগৃহীত আবর্শ মধ্যে এই হুইদী
বচন নাই।

কর্মপ্রদীপ পরিশিষ্ট বা তৃতীয় প্রপাঠকে

কাত্যায়ন-সংহিতা সমাপ্ত।

বৃহস্পতি-সংহিতা ।

দেবরাজ ইন্দ্র বাহার বরদক্ষিণা সমাপ্ত হইয়াছে, একপ একশত বজ্রসম্পন্ন করিয়া বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি (ঋষিকে) জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্! কোন্ কোন্ বস্ত্র দান করিলে, সর্কদা সুখবুদ্ধি হয়, এবং যে বস্ত্র দত্ত হইলে, উত্তম ফলজনক হয়; হে তপোধন! তাহা আমাকে বলুন। ইন্দ্র কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবরাজপুরোহিত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাগ্মীশ্রধান বৃহস্পতি বলিলেন। হে বাসব সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমিদান, এ সকল বস্ত্র যে মহুষ্য দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বাসব! যে মহুষ্য ভূমিদান করে, সে সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, মণি, এবং রত্ন এ সকল বস্ত্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। লাক্ষ্য দ্বারা কর্ণিষ্ঠা (চৰা) বীজরোপণযুক্তা ক্রিষা শস্তপূৰ্ণা ভূমি দান করিয়া যতকাল স্বর্গ্যকিরণ ত্রিলোকে থাকিবে, তাবৎকাল সে ব্যক্তি স্বর্গধামে বাস করিবে। মহুষ্য জীবিকার অন্নভাহেতু ক্লেশ পাইয়া যে কোন পাপ করিয়াও গোচৰ্ম্ম-পরিমিত ভূমি দান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। দশ-হস্ত-পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ড দীর্ঘে এবং তাদৃশ দণ্ডের দণ্ডবিস্তারে যে ভূমি, তাহাকে গোচৰ্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে, ঐ গোচৰ্ম্ম ভূমিদান যহা ফলজনক জানিবে। অথবা বৃষের সহিত সহস্র গাভী বালক এবং বৎস প্রসব করিয়াও অক্লেশে যে স্থানে থাকিতে পারে, এতৎ পরিমিত ভূমিকে গোচৰ্ম্ম ভূমি বলা যায়। (ইহা আচাৰ্য্যগণের পরিমাণ)। গুণবান্ তপঃ-পরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে পর, এই সসাগরা পৃথিবী যতকাল থাকিবে,

তাদৃশ ব্রাহ্মণকে দানের অনন্ত ফল ততকাল ভোগ করিতে হইবে। ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত বীজ যেরূপ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভূমি দান দ্বারা উপার্জিত পুণ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেরূপ জলমধ্যে পতিত তৈলবিন্দু তৎক্ষণাৎ বিস্তৃত হয়, সেদৃশ ভূমিদান-জাত পুণ্য বিস্তৃত হয়। অন্নদাতাগণ সর্কদা সুখী হই, বজ্রদাতা রূপবান্ হয়। যে মহুষ্য ভূমি দান করে, সে ব্যক্তি শত্রু, সিংহাসন, ছত্র, স্থাবর, অস্থাবর এবং হস্তী এ সকল বস্ত্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। যেরূপ ছদ্মবতী গাভী দুগ্ধ যোচন দ্বারা বৎসকে প্রতিপালন করে, সেইরূপ হে মহাত্মনোচন! ভূমি প্রদত্ত হইলে ভূমিদাতাকে বর্দ্ধিত করেন। হে পুরুন্দর! ভূমি দানের ফল বহুতর পুণ্য এবং স্বর্গবাস, স্বর্ঘা, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি, এবং ভগবান্ মহাদেব সকল দেবতা ভূমিদাতাকে আনন্দিত করেন। পিতৃগণ গর্ষ করেন এবং পিতামহগণ হর্ষান্বিত হইয়া (বলেন) আমাদের কুলে ভূমিদাতা জন্মিয়াছে, সে, আমাদের গণকে পরিভ্রাণ করিবে। ঋষিগণ গোদান,—ভূমিদান এবং বিদ্যাদান এই তিন দানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, এই তিনটি দান করিলে, দাতাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করে, ইহাতে সংশয় নাই। বজ্রদাতাগণ বজ্র-চ্ছাদিত দেহ হইয়া (পরলোক) গমন করে, যাঁহারা বজ্রদান করে না, সে সকল মহুষ্য নগ্ন হইয়া গমন করে। অন্নদাতাগণ (উত্তম দ্রব্য ভোজন দ্বারা) তৃপ্ত হইয়া গমন করে, যাঁহারা অন্ন দান করে না, সে সকল ব্যক্তি ক্ষুধিত হইয়া গমন করে। নরকভয়ভীত পিতৃগণ সর্কদা অভিলষ করেন, যে পুত্র গর্ভধামে গমন

করিবে, সেই সন্তানই আমাদের পরিভ্রাণ করিবে। বহু পুত্রের কামনা করিবে, বদ্যপি এক জনও গয়াধামে গমন করে, কিংবা কোন পুত্র বদ্যপি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কোন পুত্র (ব্রহ্মোৎসর্গকালে) নীলব্রহ্ম উৎসর্গ করে। নীলব্রহ্ম কীদৃশ এই আকাঙ্ক্ষার উত্তর) যে ব্রহ্মের লোহিত বর্ণ পুচ্ছাগ্র, পাণ্ডুরবর্ণ খুর এবং শূর্পবর্ণ শ্বেতবর্ণ, (ঋষিগণ) তাদৃশ ব্রহ্মকে নীল ব্রহ্ম বলিয়াছেন। নীলব্রহ্মকে কৃষ্ণবর্ণ ব্রহ্ম নহে। যদি সেই শ্বেতবর্ণ পুচ্ছ নীলব্রহ্ম তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়ায়, উৎসর্গকর্তা পিতৃগণকে সাত হাজার বৎসর পরিতৃপ্ত করে। কুল হইতে উদ্ধৃত পক্ষ যদি উৎসৃষ্ট নীল ব্রহ্মের শূঁড়ে অবস্থিত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা উৎসর্গকর্তার পিতৃগণ উত্তম কান্তিবৃত্ত চন্দ্রলোকে গমন করেন। পুরাকালে যজু, দিলীপ, নৃগ নহব এবং অন্য রাজগণের এই পৃথিবী অধিকারে ছিলেন, বর্তমানকালে অশ্বের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে, ভবিষ্যৎকালেও অশ্বের অধিকারভুক্ত হইবে। সগর প্রভৃতি বহুরাজগণ এই পৃথিবী দান করিয়াছেন বটে; কিন্তু এ পৃথিবী যখন যাহার অধিকারে থাকিবে, সে ব্যক্তি তখন তাহার ফলভাগী হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী, জীহত্যাকারী, পিতৃমাতৃহত্যাকারী, শত সংখ্য গোহত্যাকারী এবং যে ব্যক্তি স্বীয় দত্ত কিংবা পরদত্ত ভূমি হরণ করে, সে বিষ্ঠাতে ক্রমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিয়া মরে। ভূমিদানে যে ভিন্নস্বাকর করে, এবং যে ব্যক্তি ভূমিহরণ করিতে অহুমতি দান করে,—এই উভয় ব্যক্তি সেই বিষ্ঠাপূর্ণ নরকে গমন করে। ভূমিদাতা এবং ভূমিহরণকারী উভয় ব্যক্তিই পুণ্য এবং পাপের প্রধান অধিকারী। প্রলয়কাল পর্যন্ত ভূমিদাতা উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ স্বর্গে অবস্থিতি করে। ভূমি হরণকর্তা অধোদেশে অর্থাৎ নরকে অবস্থিতি করে। অগ্নির প্রধান সন্তান সূর্য, বিষ্ণুর কন্যা পৃথিবী, সূর্যের সন্তান গোসমূহ, যে ব্যক্তি সূর্য, কিংবা পৃথিবী, অথবা গোধান করে; সে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল, এই ত্রিভুবন দানের কলভাগী হয়। ছিয়ানী হাজার বোজা পরিমিত ভূমির মধ্যে কিকিদ্দার ভূমি খেচ্ছাপূর্বক গ্রাস করিলে, ঐ ভূমি সকল জিহ্বাদ্বারা পরিপূর্ণ

করেন। যে ব্যক্তি ভূমি প্রতিগ্রহ করে, এবং যে ব্যক্তি ভূমি দান করে, এ দুই ব্যক্তিই পুণ্যকর্মকারী এবং উভয়েই নিশ্চয় স্বর্গগমন করে। সকল দানকর্মের কল, এক জন্মমাত্র ভোগ হয়, কিন্তু সূর্য, পৃথিবী এবং অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যা, কন্যাদানের কল সপ্তজন্ম পর্যন্ত ভোগ হয়। যে ব্যক্তি আত্মাই “আমি” দেহ “আমি” নহি ভাবিয়া স্বেদজ, অণুজ, উত্তিজ, এবং জ্বরায়ুজ, এই চতুর্বিধ প্রাণীগণের হিংসা না করে, দেহবিরোগ হইলে, তাহার কখনই ভয় থাকে না,—অর্থাৎ যাহার এই দেহে “আমি” জ্ঞান আছে, সে, দেহপুষ্টির জন্ত হিংসাদি করিয়া থাকে, কিন্তু দেহ বিনাশ হইলে তাহাদিগের পরলোকে বিবম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যাহারা মহাত্মা যাহার, এই-ক্ষণভঙ্গুর জড়দেহে আশ্রয় বৃদ্ধি নাই, ইহাকে “আমি” বলিয়া ভাবেন না, কিন্তু নিত্য অধিকারী চৈতন্যরূপ আত্মাকেই “আমি” বলিয়া ব্রহ্মের তাঁহারা দেহ পুষ্টির জন্ত হিংসা করিবেন কেন? হিংসা করেন না বলিয়াই পরলোকে অণুমাত্র ভয়ে কাঁড় হন না চিরস্থ ভোগ করিতে সমর্থ হন। যাহারা অন্তর্য-পূর্বক ভূমি হরণ করে, কিংবা ভূমি হরণ করিতে অহুমতি করেন, এই হরণকর্তা ও অহুমতিকর্তা উভয়েই সপ্তকুল বিনষ্ট করে। যে হর্ষবুদ্ভি ব্যক্তি ভূমি হরণ করে কিংবা তাদৃশ ব্যক্তিগণকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভূমি হরণ করিতে অহুমতি করে, সে বরণপাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া (যমলোকে গমন করে) অথবা (জন্মান্তরে) পক্ষীযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। দান অধীকার করিয়া ব্রাহ্মণের ভূমি হরণ করিলে পর ব্রাহ্মণগণের অশ্রুবিদ্ধ দ্বারা তিন পুরুষ কুল নষ্ট হয়। দীর্ঘিকা সহস্র এবং কূপ সহস্র খনন করিলে পর, কিংবা শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে পর, অথবা কোটিলখ্য গো প্রদান করিলে পর, ভূমিহরণকর্তা তৃপ্ত হয় না। একটী গো কিংবা একখণ্ড সূর্য, অথবা জজুগী-পরিমিত ভূমি যে ব্যক্তি রোধ করে, প্রলয় পর্যন্ত সে নরক ভোগ করে। পরকীর সীমার অর্দ্ধ অজুগী পরিমাণ যে ব্যক্তি হরণ

করে, সে বিনষ্ট হয়। গোবীধি, গ্রামের পথ, শ্মশানভূমি এবং যে ব্যক্তি গীড়িত করে, সে প্রায় পর্যন্ত নরকভোগ করে। শতশৃঙ্গ স্থানে শত বিতরণ করিবে এবং জলাশয়শৃঙ্গ স্থানে জলাশয় নির্মাণ করিয়া দিবে, ব্যাসমুনির এইকণ উপদেশবাক্য আছে। কস্তাসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে, পাঁচ পুরুষ নষ্ট হয়, গোসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে দশ পুরুষ নষ্ট হয়, অশ্বসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে একশত পুরুষ নষ্ট হয়, দাসাদি পুরুষের জন্ত মিথ্যা বলিলে একসহস্র পুরুষ নষ্ট হয়, স্বর্গনিমিত্ত মিথ্যা বলিলে, মিথ্যা বানীর কুলে বাহারা জন্মিয়াছে এবং বাহাবা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে, সকল বিনষ্ট হয়, এ নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করিবে না। প্রাণ কষ্টাগত হইলেও ব্রহ্মকে অভিস্রব করিবে না, ব্রহ্মরূপ বিষেব ঔষধ নাই এবং চিকিৎসকও নাই। ঋষিগণ বিষকে বিষ অর্থাৎ প্রাণহারক বসেন নাই, ব্রহ্মই হইতেছে বিষ অর্থাৎ অনিষ্টজনক জানিবে, বিষ ভক্ষণ করিলে, ঐক্য ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে; কিন্তু ব্রহ্মরূপ বিষ পুত্র পৌত্র পর্যন্ত বিনষ্ট করে। লোহঞ্চণ্ড, প্রস্তরচূর্ণ, বিষ এ সকল মনুষ্য কদাচিৎ জীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু এ ত্রিভুবন মধ্যে ব্রহ্মবিষ কেহই জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ-গণের ক্রোধ হইতেছে অস্ত্র, রাজাদিগের খড়্গাদি হইতেছে অস্ত্র, খড়্গাদি অস্ত্র এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মণ-গণের ক্রোধ সমস্ত কুল নষ্ট করে। ব্রাহ্মণ-গণের ক্রোধ হইতেছে অস্ত্র, ভগবান্ বিষ্ণুর অস্ত্র চক্র, ঐ চক্র হইতেও ব্রাহ্মণের ক্রোধ অত্যন্ত ভয়ানক, সে নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে কদাচিৎ জুর্জ করিবে না। বৃক্ষাদি কদাচিৎ অগ্নিদগ্ধ হইলে কিবা স্বর্ঘ্য কিরণে দগ্ধ হইলে, অগ্নিরিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধদগ্ধ হইলে (মনুষ্য) উন্নতিলাভ করিতে পারে না। ঋষি ভেজের দ্বারা দগ্ধ করেন, স্বর্ঘ্যমেঘ কিরণ দ্বারা দগ্ধ করেন, রাজা দণ্ড দ্বারা দগ্ধ করেন, ব্রাহ্মণগণ কেবল মনুষ্য দ্বারাই দগ্ধ করেন।

ব্রহ্ম দ্বারা যে শ্রীতি এবং দেবদ্ব দ্বারা যে সন্তোষ, সেই শ্রীতিসন্তোষজনক ধন কুল-নাশক এবং আত্মনাশক হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-হরণ, ব্রহ্মহত্যা, দরিদ্রের ধন হরণ এবং গুরু ও বন্ধুগণের স্বর্গহরণ (এ সকল অকার্য্য) স্বর্গস্থ ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করে। ব্রহ্ম হরণে যে দোষ, সে দোষ বিলুপ্ত হয় না। যদি কোনকণে তাহা গোপন করে, তাহাঙ্গি অগ্নিতাহা প্রাণশ পায়। ব্রহ্ম দ্বারা ক্রীত যে সকল অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং ব্রহ্মরূপালিত যে সকল সৈন্য সামন্ত বালুকাময় ভূমিতে জলের মত, তৎসমস্ত সংগ্রামকালে বিনষ্ট হয়। হে বাসব! বেদজ্ঞ, সংকুলোদ্ভব, দরিদ্র, সন্তোষ-শীল, বিনয়ী, সকলপ্রাণীর হিতকারী, বেদা-ভ্যাস, তপশ্চাৰ্য্য জানোপার্জন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সাধারা করিয়া থাকেন, হে অরশ্রেষ্ঠ এতাদৃশ ব্যক্তিকে যাহা দান করিবে, তাহা অক্ষয় হইবে। যেরূপ আমপাত্রে বিজ্ঞান, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং মধু পাণ্ডের অবিপকতা প্রযুক্ত বিনষ্ট হয় এবং তৎপাত্রেও বিনষ্ট হয়; সেইরূপ গো, হিরণ্য, বস্ত্র, অন্ন, মণী এবং তিল ষড়্যপি অবিদ্বান ব্যক্তি প্রত্যাগ্রহ কবে, তাহা হইলে কাষ্ঠের জ্বায় সেইব্যক্তি ভষ্মীভূত হইয়া যায়। সাধারণ হইবে মূর্খ বাস করে এবং দূরে বিদ্বান বাস করে, এতাদৃশ ব্যক্তি ও দূরস্থ বিদ্বান ব্যক্তিকে দান করিবে, সমীপস্থ মূর্খকে না দিলেও কোন দোষ হইবে না। হে বাসব! বিদ্বান ব্যক্তি উর্দ্ধতন সপ্ত ও অধঃতন সপ্ত কুলকে তারণ করে। যেব্যক্তি নূতন পুরুষগণ খনন করে কিংবা পুরাতন পুরুষগণের উদ্ধার করে, সেব্যক্তি সকল কুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গ লোকে বাস করে। প্রাচীন দীর্ঘিকা, কপ-পুরুষগণ, উদ্যান এবং উপবন যেব্যক্তি পুনঃ সংস্কার করে, সে ব্যক্তি মৌলিক কল অর্থাৎ নির্মাণ কর্তার সমকল প্রাপ্ত হয়। হে বাসব! সাধারণ নির্মিত জলাশয়ে গ্রীষ্মকালেও জল থাকে, সেব্যক্তি কোন হঃখজনক দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় না। হে রাজসম্ভব! এ পৃথিবীতে সাধারণ জলাশয়ে একাধিও জল থাকে। ঐ জল তাহার পূর্বাগর সপ্ত সপ্তকুলকে তারণ করে। দীপা-লোক দান করিলে পর, নর উত্তম শরীরী হয়

প্রোক্ষণীয় অর্থাৎ ভোজ্য প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য প্রদান করিলে স্মরণশক্তি ও উত্তম মেধা প্রাপ্ত হয়। বহুতর পাপকর্ম করিয়াও যে ব্যক্তি ভিক্ষুককে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, সে ব্যক্তি পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তির ভূমি, গো এবং দারা অস্ত্রে ছলপূর্বক হরণ করিতেছে—দেখিয়াও যে ব্যক্তি ঐ সকল বস্তুর প্রভুকে জ্ঞাত করে না,—সে ব্যক্তিকে দুর্নির্গণ ব্রহ্মঘাতক কহিয়াছে। মন্যুপীড়িত ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নিবেদিত হইয়াও যে রাজা সেই ব্রাহ্মণগণকে উদ্ধার না করেন, সে রাজাকেও ব্রহ্মঘাতক বলেন। হে বাসব! যে ব্যক্তি উপস্থিত বিবাহ, যজ্ঞ এবং দান-কার্য্যে মোহবশতঃ বিয়াচরণ করে, সে মরিয়া ক্রিমিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। দান দ্বারা ধন সফল হয়, জীবগণের রক্ষা করিলে আয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি হিংসা না করে, সে, ঐশ্বর্য এবং আরোগ্য রূপ অহিংসার ফল ভোগ করে। নিয়মী হইয়া ফল, মূল ভোজন করিলে স্বর্গস্থ লোকের সহিত পূজ্য স্বর্গলাভ করে—প্রায়োবেশন করিলে, রাজ্য এবং সর্বত্র স্থখভোগ করে। হে শত্রু! গবাদি পশুলাভ দীক্ষার ফল; তৃণমাত্রারী হইয়া প্রাণ-তাগ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ত্রিসন্ধ্যা নান

করা বাহার নিয়ম, তাহার জী লাভ হয়। বায়ু মাত্র আহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে যজ্ঞ-ফল লাভ করে। বিজ্ঞ নিত্যস্বামী হইবে; উভয় সন্ধ্যাতে স্তব্ধোপাসনা করিবে। তাহার দ্বারা যে ফল লাভ হয়; রাজ্য দ্বারা তাহা হয় না। অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিয়মপূর্বক অগ্নিপ্রবেশ করিলে ব্রহ্মলোকে বাস করে। রত্নসমূহ প্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি প্রত্যাৰ্পণ করে, সে বহুতর পুণ্য ও পুত্র লাভ করে। যে ব্যক্তি নিয়ম পূর্বক উপবাস করে সে, বহুকাল স্বর্গবাস করে এবং অনবরত যে ব্যক্তি একশয্যায় শয়ন করে, সে, অভিলষিত পতি প্রাপ্ত হয়। ধীরাসন, বীর শয্যা এবং বীরস্থান যে ব্যক্তি আশ্রয় করে, তাহার অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি হয়। হে বাসব! বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া উপবাস, দীক্ষা এবং অভিব্যেক করিয়া বীরলোক হইতে উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়। সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া তৎক্ষণেই জ্ঞান হইতে মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি পবিত্র ধর্ম্ম আচরণ করে, সে স্বর্গলোকে বাস করে। যে ব্রাহ্মণগণ পুণ্যজনক বৃহস্পতি-কথিত মত পাঠ করে, তাহাদিগের আয়ু, বিদ্যা বশঃ এবং বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বৃহস্পতি সংহিতা সমাপ্ত ।

পরশর-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

একদা পুরাকালে হিমালয় পর্বতের উপরে দেবদারু বনময় আশ্রমে, ব্যাস একাগ্রচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন হে সত্যবতীনন্দন! এই কলিযুগে কোন্ ধর্ম কীরূপ, শৌচ এবং আচার মানুষ্যের হিতজনক তাহা আপনি আমাদেরকে যথানিষ্ঠে বলুন। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি এবং সূর্য্যের তায় তেজস্বী, ঐশ্র্য এবং স্তুতিশ্রদ্ধা অশুভিত ব্যাস, ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি ত সর্ব-তত্ত্বজ্ঞ নহি, কীরূপে এই ধর্মের কথা বলিব? এ কথা আমার পিতা পরাশরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। ধর্মতত্ত্ব-আকাজ্ঞা ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া, ব্যাসকে অগ্রে করিয়া বদরিকা-শ্রমে গমন করিলেন। ঐ আশ্রম ফলফুলে সুশোভিত বিবিধ বৃক্ষে পূর্ণ,—নদী, প্রৈশ্রবণ এবং পুণ্যভীর্থে সুন্দররূপে সজ্জিত, তথায় হরিণ এবং পাখী বেড়াইতেছে, নানাস্থানে দেবালয় আছে, বৃক্ষ, গর্ভরূপ এবং সিদ্ধগণ চারিদিকে নাচ গান করিতেছে। সেই আশ্রমে শক্তিপুত্র পরাশর, প্রধান প্রধান মুনিগণকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া, ঋষিসভায় স্থখে বসিয়া আছেন, এমন সময়, ব্যাস ঋষিগণের সহিত উপনীত হইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, প্রণাম এবং জবদ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর, মহামুনি পরাশর সন্তুষ্টমনে ঋষিগণকে তাঁহাদের কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসিলেন। ব্যাস ও ঋষিগণ কহিলেন, আমাদের সকলের কুশল। তৎপরে ব্যাস পরাশরকে বলিলেন, পিতঃ! আপনার

উপর আমার কীরূপ ভক্তি যদি আপনি জানিয়া থাকেন, অথবা আমার উপর যদি আপনার স্নেহ থাকে, তবে হে ভক্তবৎসল পিতঃ! এই অনুগ্রহীত ব্যক্তিকে ধর্ম-উপদেশ দান করুন। আমি আপনার কাছে মনু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গোতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস, আপত্য, শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। আপনার কথিত ঐ সমস্ত ধর্মকথা যেমন শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ স্মরণও রাখিয়াছি। কিন্তু এই মনস্তরে পুরোক্ত ধর্মসমূহ সত্য, ত্রুতা, বাপের যুগের জন্ত নির্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে এই ধর্মসমূহ ব্যবহাণিত হয়, কিন্তু কলিযুগে ঐ সমস্ত ধর্মই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব আমাকে চারিবর্ণের কলিযুগ-ধর্ম এবং কিছু কিছু সাধারণ ধর্ম বলুন। ব্যাসের কথা শ্রবণ হইলে, মুনিপ্রধান পরাশর ধর্মের স্থল এবং সুস্মরণীয় বিস্তাররূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে পুত্র ব্যাস! হে ঋষিগণ! আমি ধর্মকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক করে, প্রলয় শেষে যখন আবাস নূতন সৃষ্টি হয়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ঐশ্র্য, স্তুতি এবং সর্বাচার নির্ণীত হয়। কলান্তর হইলে অপর করে বেদকর্তা এলিয়া কেহ নির্দিষ্ট করেন না; চতুর্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণকর্তা স্বরূপ হন, মনুও অপর করে ধর্মের স্মরণাঙ্কিত করী হন। সত্যযুগে মনুষ্যের এক প্রকার ধর্ম প্রচলিত, ত্রুতাতে বিভিন্ন ঋকম, বাপকে

আর এক প্রকার এবং কলিযুগে অল্পরূপ ধর্ম নির্দিষ্ট হয়। তপস্যাই সত্যযুগে পরম ধর্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে কেবল একমাত্র দানই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট। সত্যযুগে মনু ব্যবস্থাপিত ধর্ম, ত্রেতাযুগে গৌতম-ব্যবস্থাপিত ধর্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খ লিখিত ব্যবস্থাপিত ধর্ম, কলিযুগে পরাশর নিরূপিত ধর্ম। সত্যযুগে পাপীর সংস্রব পরিত্যাগের জন্ত দেশত্যাগ, ত্রেতাযুগে গ্রাম-ত্যাগ, দ্বাপরে কুলত্যাগ, কলিযুগে পাতকী-কেই পরিত্যাগ করিবে। সত্যযুগে পাপীর সহিত আলাপ, ত্রেতাতে দর্শন, দ্বাপরে অন্ন-গ্রহণ, কলিতে কর্ম দ্বারা লোকে পতিত হয়। সত্যযুগে শাপ দিলে তৎক্ষণাৎ, ত্রেতাতে দশ দিন পরে, দ্বাপরে একমাস পরে, কলিতে এক বৎসরে ফল হয়। সত্যযুগে গ্রহীতার নিকট যাইয়া দান করে, ত্রেতাতে গ্রহীতাকে ডাকিয়া দান করে, দ্বাপরে প্রার্থী হইলে দান করে, কলিতে সেবা করিলে দান করে। গ্রহীতার কাছে যাইয়া যে দান, তাহাই উত্তম দান, গ্রহীতাকে ডাকিয়া যে দান, তাহা মধ্যম; যাচিত হইয়া বে দান তাহা অধম; সেবার যে দান তাহা নিফল। সত্যযুগে মাহুকের প্রাণ অস্থিগত; ত্রেতার মাংসগত; দ্বাপরে প্রাণ শোণিতগত; কলিতে মাহুকের অন্ন প্রভৃতিগত প্রাণ। (কলিযুগে) ধর্ম অধর্ম কর্তৃক, সত্য মিথ্যা কর্তৃক, রাজা ভৃত্য কর্তৃক এবং পুরুষ স্ত্রী কর্তৃক পরাজিত। কলিযুগে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবসন্ন হয়, গুরুপূজা নষ্ট হয় এবং স্ত্রীগণ কুমারী কালে সন্তান প্রসব করে। যুগে যুগে যে যে ধর্ম ব্যবস্থিত এবং যুগে যুগে বিজ্ঞগণ যে যে আচার করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিন্দা করা অকর্তব্য; কারণ তাঁহারা ইহা যুগরূপে অবতীর্ণ। মুনিগণ যুগভেদে সামর্থ্যভেদ করিয়াছেন, কিন্তু কলিযুগে পরাশরোক্ত প্রারচিত্তই শ্রেষ্ঠ। আমি অন্য সেই কলিযুগের ধর্ম স্মরণপূর্বক আপনাদিগকে বলিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ আপনারা কলিকালের চারিবর্ষের আচার শ্রবণ করুন। পরাশরের এই মত পবিত্র, পুণ্যময় এবং পাণবান্ধী ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এবং ধর্ম

সংস্থাপনের জন্য আমি ইহা চিন্তা করিতেছি। আচারই বর্গচতুষ্টয়ের ধর্মপালক। আচার-ব্রহ্ম ব্যক্তির প্রতি ধর্ম বিমুখ। যে ব্রাহ্মণ বটকর্মে নিরত এবং নিত্য দেবতাও অতিথির পূজা সুবসানে হতাবশিষ্ট তক্ষণ করেন, তিনি কখন অবসন্ন হন না। প্রতি-দিন সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতা অর্চনা, বিশ্বদেব সম্বন্ধে হোম এবং অতিথির সেবা এই ছয় রকম কর্ম দ্বিজগণ প্রতিদিন করিবে। প্রিয় অথবা দ্রব্য হউক, পণ্ডিত অথবা মূর্থ হউক, বৈশ্বদেবের কালে যিনি আসিবেন, তিনিই অতিথি এবং তৎ-সেবার স্বর্গলাভ ফল হয়। দূরদেশ হইতে সমীপাগত ও পথশ্রান্ত ব্যক্তি বৈশ্বদেবের সম্মুখ উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে। যিনি পূর্বে আইসেন, তিনি অতিথি নহেন, অতিথির গোত্র, চরণ, স্বাধ্যায় ব্রত কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকেই ছন্দয়ের সহিত বহু করিবে, কারণ অতিথি সর্বদেবতা-ময় সঙ্কটস্থ বা কার্যসাধনার্থ আগত এবং এক গ্রামবাদী বিপ্র, অতিথি নহেন। যেহেতু যিনি নিত্য আইসেন না, তিনি অতিথি পদবাচ্য, যিনি পূর্বে আতিথ্যগ্রহণ করেন নাই, এমন অতিথি, ব্রতরত ব্রাহ্মণ এবং নিত্য বেদাধ্যাসে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ, এই তিন জন অপূর্ব অতিথি শব্দে কথিত। বৈশ্বদেব সময়ে যদি কোন ভিক্ষুক আইসেন, তবে বৈশ্বদেব হইতে উদ্ধৃত করিয়া ভিক্ষা দান পূর্বক তাহাকে বিদায় দিবে। যতি এবং ব্রহ্মচারী, ইহারা উভয়ে পক্ষাঘ্নের স্বামী। ইহাদের উভয়কে অন্ন না দিয়া ভোজন করিলে চাত্মা-য়ণ আচরণ করিতে হয়। প্রথমতঃ যতি হস্তে জল দিবে, তৎপরে ভিক্ষাজব্বী দিয়া পুনরায় জল দিবে। একরূপ করিলে সেই ভিক্ষাজব্য মেরুতুল্য ও সেই জল সাগর তুল্য হয়। বৈশ্বদেবে দোষ হইলে ভিক্ষুক তাহা ক্ষালন করিতে পারেন, কিন্তু বৈশ্বদেব, ভিক্ষুক কৃত দোষ ক্ষালন করিতে পারেন না। দ্বিজগণ বৈশ্বদেবের বলি না দিয়া ভোজন করিলে, তাঁহাদের সমস্ত কর্মই নিফল হয় এবং স্তম্ভে তাঁহারা অন্তর্নিহিত হইয়া নিরস্রগামী হন। যিনি স্বাধ্যায় পাণ্ডী

দিয়া ভোজন করেন, যিনি দক্ষিণ মুখে বসিয়া ভোজন করেন, তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রী রাখসে খাইয়া থাকে। যিনি যতিকে সোণা দেন, যিনি ব্রহ্মচারীকে পান দেন, যিনি চোরকে অভয় দেন, তিনি দাতা হইতেও নরকে যান। বৈশ্বদেব সময়ে যে অতিথি লাইসেন, তিনি পাপী চণ্ডাল, বিপ্রঘাতী বা পিতৃহত্যা হইলেও স্বর্গপ্রদ হন। অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে, পিতৃগণ হাজার বর্ষ অনাহারে থাকেন। যে বিপ্র, বেদপারদর্শী অতিথিকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি কেবল পাপরাশি খাইয়া থাকেন। জলহীন কটক-হীন ক্ষেত্রবৎ ব্রাহ্মণের মুখ। সেই মুখে যে কৃষি সর্ববীজ বপন করিবে, সেই কৃষিই সর্ব-ফলদায়িকা হইবে। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সুপাত্রকে ধন দিবে; ক্ষেত্রে এবং সুপাত্রে বাহা ফেলা যায়, তাহা নষ্ট হয় না। যে স্থানে দ্বিজগণ, মিথ্যাবাদী এবং পাঠাভ্যাসবিহীন, আর ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করে, রাজা সেই গ্রামবাসীগণকে দণ্ড দিবে, কারণ গ্রামবাসীগণ এরূপ চোর-কেই পালন করিয়া থাকে। (৫৬) ক্ষত্রিয় প্রজা-গণকে রক্ষা করিবেন, শত্রুগ্রহণ পূর্বক প্রচণ্ড ভাবে বিপক্ষ সৈন্যকে পরাজয় করিবেন, এবং ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিবেন। (৫৭) লক্ষ্মী দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইলেও কদাপি কুল-ক্রমানুগত হন না। তাঁহাকে, খড়্গ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভোগ করিতে হয়; বহুকরা বীরপুরুষেরই ভোগ্য। মালাকর কেবল বাগানের ফুলই, তুলিয়া থাকে, গাছ কাটিয়া ফেলে না। বাহাতে প্রজাবর্গের উৎপীড়ন না হয়, এমন ভাবে খাজনা আদায় করিবে। অন্ধারকারের মত কদাচ মুগ্ধজনন করিবে না। লোহকর্ম্ম, রত্ন, গোপালন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, এই সকল বৈশ্বের ব্যবসা। শূদ্র-গণের ক্রিয়াকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া তাহারা বাহা করিবে, তাহা নিষ্ফল হইবে। লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘৃত, এবং দুগ্ধ; এই সমস্ত বিক্রয়ে শূদ্রের দোষ নাই। মদ্য এবং মাংস শূদ্রের বিক্রয় নহে, শূদ্র অভক্ষ্য উক্ষণ করিবে না, কিম্বা অগম্য গমন করিবে

না। এ দুকল কাজ করিলে শূদ্রও নরকে যাইবে। কপিলা গাতীর হৃৎ পান, ব্রাহ্মণী-গমন; এবং বেদাক্ষর বিচার এই কার্য্যে শূদ্র নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অতঃপর আমি কলিযুগে চারি আশ্রম এবং চারিবর্ণের এবং অন্যান্যদ্রব্য গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্মাচার পরামর্শ মতে বলিব। ষট্-কর্ম্মনিরত বিপ্র কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন। আটটি বলীবর্দ দ্বারা লালল চালাইলে ধর্ম্মানু-যায়ী কাজ হয়, ছয়টি দ্বারা মধ্যম ধর্ম্ম, চারিটির দ্বারা লালল টানাইলে নিষ্ঠুরের কার্য্য এবং দুইটি দ্বারা টানাইলে বুধঘাতী হইতে হয়। ক্ষুধিত তৃষ্ণাতুর শ্রান্ত, বুধকে লাললে যুতিবে না এবং অঙ্গহীন, ব্যাধযুক্ত ক্রীব, বুধ দ্বারা বিপ্রগণ ভার বহাইবেন না। ষণ্ডভিন্ন স্থিরান্দ্র, রোগবিহীন, বলদর্পিত, বুধভকে দিবসের অর্দ্ধভাগ মাত্র কার্য্য করা-ইবে, পরে স্নান, তৎপরে জপ, দেবার্চনা, হোম, স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে এবং এক ছই তিন বা চারিটি স্নাতক বিপ্রকে ভোজন করাইবে। স্বয়ং চাস করিয়া স্বয়ং ধাত্ত উপার্জন দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ করিবে। এবং যজ্ঞ নিয়োগ করাইবে। তিল ও রস বিপ্রগণের দ্বারা অবিক্রয়, তাঁহারা ধাত্ত অথবা তৎসম দ্রব্য অথবা তৃণকাষ্ঠাদি বিক্রয় করিতে পারেন। বিপ্রগণের এইরূপ ব্যবসা দোষযুক্ত নহে। মংস্ত্রঘাতী সংবৎসর যে পাপ সঞ্চয় করে, লাললী গোহযুগ কাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করিয়া এক দিবসেই সেই পাপ সঞ্চয় করে। পাশ্র্বেয়ী মংস্ত্রঘাতী, বাধ, শাকুনিক, অদাতা, এবং কর্ষক, এই পাঁচজন সমান পাপী। উদ্বল, শীল, নোড়া, উত্তন, জলের কলসী এবং কাঁটা এই পঞ্চ স্থনা গৃহ-স্থের নিয়ত থাকে, গাছ কাটিয়া, মাটি খুঁড়িয়া মুগ কীটাদি মারিয়া কৃষক যে পাপসঞ্চয় করে, যজ্ঞ দ্বারা সে পাপ বিনষ্ট হয়। শত্ৰুদি-রাশির কাছে থাকিয়াও যোয্যক্তি বিজাতি-গণকে দান না করে; সে চোর, সে পাপিষ্ঠ,

সে ব্রহ্মহত্যাকারী। রাজাকে ষষ্ঠভাগ, দেবতা-দিগকে একুশ ভাগ, এবং বিশ্বেদিককে ত্রিশ-ভাগ দিলে কৃষি কর্তার পাপ হয় না। ক্ষত্রিয় ও কৃষিকর্ষের দ্বারা উপার্জন করিয়া দেব-গণেরও দ্বিজগণের পূজা করিবে। বৈশ্য ও শূদ্র-গণ, সুদা কৃষিবানিজ্য ও শিল্পকার্য দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। দ্বিজ-সেবা-বিবর্জিত হইয়া শূদ্রগণ যদি অন্নাগ্ন করেন, তবে তাহাদের আয়ু অল্প হয় এবং তাহারা নরকে যায়। এই চারিবিধের ইহাই সনাতন ধর্ম।

বিভীষ অধ্যায় সমাপ্ত ।

— — —

তৃতীয় অধ্যায় ।

একপ্নে জন্মের এবং মরণের অশৌচের কথা বলিতেছি। মরণাশৌচে ব্রাহ্মণের তিন দিন অঙ্গাস্পৃশ্য অশৌচ। পরাশরের মতে এমত স্থলে ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনের দিন, শূদ্রের একমাস অশৌচ। উপাসনা দ্বারা বিপ্রগণের অঙ্গ শুদ্ধি হয়। জন্মের অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণগণের অঙ্গস্পর্শ করা যাইতে পারে। জনন বা মৃত্যু হইলে বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনের দিনে, এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধি লাভ করেন। সাধিক এবং বেদাধ্যায়ী বিপ্রের এক দিন অশৌচ। যে ব্রাহ্মণ কেবল বেদাধ্যয়নে নিরত, তাহার তিন দিন অশৌচ। যে বিপ্র সাধি ও বেদাধ্যয়ন এই দুই গুণ বর্জিত, তাহার দশ দিন অশৌচ। যে বিপ্র জন্ম-কর্ম পরিত্রষ্ট, এবং সঙ্কোচোপাসনা বিহীন, যিনি কেবলমাত্র নাম-ধারী বিপ্র তাহার দশ দিবস স্তবকাশৌচ। সগিও জ্ঞাতি পৃথক স্থানে বাসপূর্বক পৃথক ভাবে থাকিলেও জন্ম ও মরণে তাহাদের দশ দিন অশৌচ। এই দুই অশৌচে ঐ দশ দিন ঐ কুলের অন্ন ভক্ষণ নিবন্ধ। এই সময় দান, প্রতিগ্রহ, হোম, সাধ্যায়, এই চারি কার্য্যও হইবে না। নির্জবংশে চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত পূর্ণাশৌচ পাইবে। আত্মবংশীয় পঞ্চম পুরুষে দায় বিচ্ছেদ হয়। চতুর্থ পুরুষে দশ রাত্রি, পঞ্চম পুরুষে ছয় রাত্রি, ষষ্ঠ পুরুষে চারি রাত্রি, এবং সপ্তম পুরুষে তিন দিন অশৌচ হয়।

সগোত্র ব্যক্তি পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারেন না। ষষ্ঠ পুরুষ হইতে শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারিবে। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া মরণ, অগ্নিতে মরণ, দেশান্তরে মরণ, নবগ্রস্থত বালকের মরণ ও সম্যাদি-মরণে সদ্যঃশৌচ হয়। যদি দশ রাত্রি অতীত হইলে অশৌচের সংবাদ পাওয়া যায়, তবে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। এক বৎসরের পর অশৌচের সংবাদ পাইলে সবস্ত্র নান মাজে অশৌচোক্ত হয়। কোন সগোত্র দেশ-ান্তরে মৃত হইয়াছেন, শুনিলে স্নানমাজে শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ত্রিরাত্রি বা অহো-রাত্রি ইহার অশৌচ নহে। পরন্তু ত্রিপক্ষের মধ্যে মৃত্যুসংবাদ শুনিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, ছয় মাসের মধ্যে শুনিলে সার্কি দিবস অশৌচ হয়, এক বৎসরের মধ্যে শুনিলে একদিন অশৌচ হয়, এক বৎসর পরে শুনিলে সদ্যঃশৌচ হয়। ‘দেশান্তর মরণে যে সদ্যঃশৌচ উক্ত হইয়াছে,—ইহাই তাগর স্থল’ বালক গর্ভহইতে নিঃসৃত হইয়া মরিলে অথবা দাঁত উঠে নাই এমন বালক মরিলে তাহাদের অগ্নিসংস্কার অশৌচ বা উদক ক্রিয়া নাই। যদি বালক গর্ভেই মৃত হয়, অথবা যদি গর্ভজাব হয়, তাহা হইলে জ্বীলোকের যে কয় মাস গর্ভ, সেই কয়দিন স্তবকাশৌচ হয়। চারি মাস পর্যন্ত গর্ভজাব বলা হয়; পঞ্চম ষষ্ঠমাসে গর্ভ নষ্ট হইলে গর্ভপাত বলা হয়; ইহার পর গর্ভ নষ্ট হইলে প্রসব বলা হয়। এস্থলে দশ দিবস অশৌচ হয়। জ্বীলোকের প্রসবকাল উপস্থিত হইলে যদি সন্তান হয়, তবে সেই সন্তান বাচিলে সমুদায় গোত্রের এবং সেই সন্তান মরিলে জননীর জননাশৌচ হয়। রাজ্যে, জমিলে মরিলে অথবা রজোদর্শন হইলে যে পর্যন্ত স্তব্যাগ্ন না হয়, সে পর্যন্ত পূর্বদিন গণনা করিতে হইবে। দাঁত উঠিলে বা চূড়াকরণ হইলে যদি বালক মরে, তবে তাহার অগ্নি-সংস্কার হইবে। এবং ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে। ‘যতদিন বালকের দন্ত না উঠে, ততদিনের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ, চূড়াকরণ পর্যন্ত এক রাত্রি অশৌচ, উপনয়ন পর্যন্ত ত্রিরাত্রি অশৌচ, তৎপরে দশরাত্রি মরণাশৌচ হয়।

বালক গর্ভে নষ্ট হইলে দশ দিন স্মৃতকাশৌচ, জীবিত বালক জন্মিয়া পশ্চাৎ মরিলে সদ্যঃশৌচ হয়। কক্সা জন্মিলে যদি চূড়াকরণ ও অন্নপ্রাশনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়, তবে পিতৃবন্ধুগণের সদ্যঃশৌচ। সম্প্রদানের মধ্যে মরিলে একদিন অশৌচ, তৎপরে তাহাদের ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। বাহাদের গৃহে ব্রহ্মচারী অগ্নিতে হোম করেন, আর কোন সম্পর্ক রাখেন না, তাহাদের অশৌচ নাই। বিপ্র সম্পর্ক দ্বারা দূষিত হন, অজ্ঞ কোন কারণে দূষিত হন না। সম্পর্ক রহিত হইলে তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যুর অশৌচ হয় না। শিষ্যকর, কাক্কর, বৈদ্য, দাসী, দাস, নাপিত, শ্রোত্রিয় এবং রাজা ইহারা সদ্যঃশৌচ। সহাধ্যায়ী, সনপ্ত, আহিতাগ্নি বিপ্র রাজা এবং রাজার অভিপ্রেত ব্যক্তির স্মৃতকাশৌচ হয় না। বধোদ্যত সানোদ্যত এবং নিমন্ত্রিত এবং আর্তি ব্যক্তিগণ যথাসময়ে শুদ্ধিলাভ করিবে। ইহা ঋষিগণের ব্যবস্থা। গৃহমেধী ব্রাহ্মণ যদি পত্নীর স্মৃতিকা গৃহের সংস্পর্শে না থাকেন, তবে স্নান করিলেই তিনি শুচি হন, প্রস্থতি দশ দিনে শুদ্ধ হন। পিতা মাতা এবং অজ্ঞাত্য সৃকলেরই মরণশৌচ দশ দিন। স্মৃতকাশৌচ কেবল জননীরই হয়, পিতা স্নান মাতেই শুচি হন। বিপ্র ষড়ঙ্গ-বেদবিৎ হইলেও, পত্নীর প্রসবান্তে স্মৃতিকা-গৃহের সংস্পর্শ করিলে অশুচি হন। সম্পর্ক দ্বারাই ব্রাহ্মণের দোষ জন্মে। আর কোন-রূপেই ব্রাহ্মণ দূষিত হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব প্রযত্নে সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। বিবাহ বা উৎসব বা যজ্ঞাদিতে কোন কোন দ্রব্য দান করিবার সংকল্প করার পর যদি জনন বা মরণশৌচ হয়, তবে সেই দ্রব্য দান করিতে পারা যায়, তাহাতে অশৌচ দোষ ঘটে না। দশাহ অশৌচের মধ্যে যদি আবার জন্ম বা মরণশৌচ হয়, তবে সেই পূর্বাশৌচের দশ দিন পূর্ণ হইলেই, ব্রাহ্মণের অশৌচান্ত হয়। বিপ্ররক্ষার্ষ, বনীবৃত্ত গাভীর উদ্ধার জন্ত এবং সংগ্রামে মরিলে, এক রাত্রি অশৌচ হয়। খোঙ্গী পরিব্রাজক এবং সমুখ যুদ্ধে হত এই দ্বিবিধ ব্যক্তিই হ্যর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া উর্জলোকগামী হন। বীরপুরুষ শত্রু

পরিবেষ্টিত হইয়া বেখানেই হত হউন, মৃত্যুকালে তিনি যদি কাতরোক্তি প্রকাশ না করেন, তবে তাঁহার অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যোদ্ধার লক্ষ্মীলাভ এবং হত হইলে শূরলোকে সুরাক্ষনা লাভ হয়। এই দেহ ক্ষণবিশ্বংসী, অতএব ইহার জন্ত আর রণে মরণে তিত্ব কি। সংগ্রামস্থলে সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়নপর হইলে, যিনি তৎকালে তাহাদের রক্ষা করেন, তিনি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংগ্রামে তার শক্তি ঋষি মুশার দ্বাৰা বাহার গাত্র ক্ষতবিক্ষত হয়, দেবকঙ্কারা তাঁহার যশোগান এবং তাঁহাতে রত হন। রণক্ষেত্রে বীরপুরুষ হত হইলে, বরকামিনী এবং নাগকঙ্কারা, “ইনি আমার স্বামী হউন” এই বলিয়া ধাবমান হইতে থাকেন। শত্রুসাম্যক-পরিতপ্ত বীরপুরুষের লগাট-নিঃসৃত রুধির-ধারা মুখবিরে প্রবলিত হইলে, তাহা সংগ্রাম-যজ্ঞে তাঁহার সোমরস পনের তুল্য, ইহা যথাবিধি দৃষ্টি হইয়াছে। যজ্ঞ, তপ ও বিদ্যার দ্বারা স্বর্গপ্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যে লোকে গমন করেন, ধর্মযুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করিয়া বীরপুরুষেরও সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনাথ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ দে ব্রাহ্মণেরা বহন করেন, তাঁহারা পদে পদে আহুপূর্বিক যজ্ঞফল লাভ করেন। যিনি অসগোত্র এবং যিনি বন্ধুও নহেন; এমন ব্রাহ্মণের শবদেহ বহন ও সংকার করিলে প্রাণায়াম দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়। এই সকল ব্রাহ্মণের শুভকর্ম্মে কোন প্রকার অকল্যাণ হয় না। কথিত আছে যে, জলাবগাহন করিলেই তাঁহারা শুদ্ধ হন। জ্ঞাতি বা সজাতীয় অজ্ঞাতির মৃতদেহের ইচ্ছাপূর্বক অহু-গমন করিলে, স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত ভোজনান্তে শুদ্ধিলাভ হয়। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশতঃ কল্পিরের মৃতদেহের অহুগমন করিলে, তাঁহার এক দিন অশৌচ হয় এবং পঞ্চগব্য তদ্বৎ শুদ্ধিলাভ করেন। বৈশ্যের মৃতদেহের অহু-গমন করিলে ত্রিরাত্রি অশুচি হন; এবং হস্তবাক প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধিলাভ করেন। এবং যে অন্নজানী ব্রাহ্মণ শূদ্রের মৃতদেহের অহুগামী হন, তাঁহার ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। ত্রিরাত্রি

অভীত হইলে সমুদ্রবাহিনী ধরীতে গিয়া, সতবার প্রাণায়াম ও যত ভোজন করিলে স্রুশ্র ব্রাহ্মণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। বর্ষবিদেহা বলিয়াছেন, শূদ্রগণ মৃতদেহের সংস্কার করিয়া কোন জলাশয়ের অন্ত পর্য্যন্ত যখন প্রতিগমন করিবে, তখন ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অমুগমন করিতে পারিবেন। অতএব ব্রাহ্মণ, শূদ্রের মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন না, নাচ করিবেন না। উহা চক্ষে দেখিলে সূর্য্যাবলোকন দ্বারা তিনি শুদ্ধিলাভ করিবেন, ইহাই চিরাচরিত বিধি।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

অতিমান, অতিক্রোধ, স্নেহ বা ভয় প্রযুক্ত স্ত্রী বা পুরুষ উদ্ভকনে প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাদিগের যে গতি হয়, তাহা বিহিত হই-
তেছে। উদ্ভকনে মরিলে পুণ্যশোণিত সম্পূর্ণ অকৃতমসে নিম্নগ হয়; বষ্টিসংস্রবর্ষ ব্যাপিয়া তাহাকে ঐ নরক ভোগ করিতে হয়। উদ্ভ-
কনে মরিলে, তাহার অগ্নি সংস্কার করিবে না, তাহাকে জলে প্রদান করিবে না, তাহার অশৌচ গ্রহণ করিবে না, তাহার জন্ত চক্ষের জলও ফেলিবে না। যাহারা সেই মৃতদেহ বহন করে, যাহারা অগ্নিসংস্কার করে, যাহারা উহার রজু (গলার দড়ি) ছেদ করে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধিলাভ করিতে হয়, প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন।
গো বা ব্রাহ্মণে যাহাকে হত করিয়াছে অথবা উদ্ভকনে য্বে- প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার সে দেহ যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করেন, এবং যাহারা উহা বহন ও অগ্নিসংস্কার করে, এবং অজ্ঞ যাহারা তাহার অমুগমন করে, বা (উদ্ভকন মৃতের) কেশ ছেদ করিয়া দেয়, তাহাদের সকলকেই তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে হয়, এবং ব্রাহ্মণ ভোজনকরাইতে হয়। তাহারা বুধ সহিত গাত্ৰী দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধপান। তিন দিন উষ্ণ স্নাত ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। যে

ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক পতিতাদির সহিত আহার ব্যবহার করিবে। পঁচ দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন, অর্দ্ধ মাস, এক মাস বা দুই মাস। অর্দ্ধ বৎসর, এক বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল এক্রপ হইলে ঐ পতিতের তুলা হইবে। প্রথম পক্ষে ত্রিরাত্রি ও/বৃত্তীয় পক্ষে কৃচ্ছ্র ব্রতচরণ করিতে হইবে। তৃতীয় পক্ষ হইলে, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত, চতুর্থ পক্ষে দশরাত্র ব্রত, পঞ্চম পক্ষে পরাক ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ষষ্ঠ পক্ষ হইলে চাক্ষায়ণ ব্রত, সপ্তম পক্ষে দুইটি চাক্ষায়ণ, অষ্টম পক্ষ হইলে, শুদ্ধি-
লাভার্থ ছয় মাস কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিতে হইবে। পক্ষের সংখ্যারূপে, অর্থাৎ যত পক্ষ এক্রপ পতিত সহ আহার ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই সংখ্যক সূর্য্য দক্ষিণা দান করিতে হইবে। ঋতুমান করিয়া যে নারী স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে, মরণান্তে নরকে যায় এবং পুনঃ পুনঃ (বহু জন্ম) বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। স্ত্রী ঋতুভাঙ্গা হইলে যে ভর্তা তাহার নিকট উপগত না হয়, ঘোর ভ্রূণহত্যা পাতকে সে পতিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অপতিতা এবং অছষ্টা ভার্ধ্যাকে যে ব্যক্তি যৌবনকালে পরিত্যাগ করে, সে, সাত জন্ম জীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে; দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্গ স্বামীকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে, সে মরণান্তে নরপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। জলপ্রবাহ বা বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া, বীজ কোন ক্ষেত্রে পতিত ও অকুরিত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী যেমন তাহার অধিকারী হয়; বীজস্বামী ভাগ পায় না; পরপত্নী গর্ভে উৎপাদিত দুই প্রকার পুত্র—কুণ্ড ও গোলক, তজ্জন অর্থাৎ ক্ষেত্রীর অধিকৃত, বীজী পুরুষের নহে। স্বামী জীবিত থাকিতে, পরপুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কুণ্ড, আর স্বামীর মরণান্ত হইলে তাহার নাম গোলক। পুত্র চারি প্রকার,—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দন্তক ও কৃত্রিম। মাতা বা পিতা যে পুত্র অপারকে দান করে, তাহার নাম

দত্তক। পরবিত্তি পরিবেত্তা এবং যে কস্তার সহিত পরিবেদন হয় যে, ঐ কস্তা মান করে, যে সেই বিবাহের পৌরহিত্য করে; এই পাচ ব্যক্তিই নরকগামী হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিহোত্র করে, তাহাকে পরিবেত্তা বলে, আর সেই অবিবাহিত অগ্রজকে পরিবিত্তি বলে। পরিবিত্তির দুই কৃচ্ছ, সেই কস্তার এক কৃচ্ছ, কস্তাদাতার কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ এবং পুরোহিতের চাক্ষায়ণ ব্রত বিধেয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃচ্ছ, বামন, ক্রীব, গদগদ, জড়, জন্মাক, ববির ও মুক হইলে, কনিষ্ঠের বিবাহ দুষণীয় নয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পিতৃব্যপুত্র হয়, বৈমাত্রেয় হয় বা পিতার ঔরসে পরস্ত্রী গর্ভজাত সন্তান হয়, তাহা হইলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতার দারপরিগ্রহ ও অগ্নিহোত্র ক্রিয়া দোষাবহ নয়। আর যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যমান থাকিয়া স্বয়ং বিবাহ বিষয়ে অনিচ্ছুক থাকেন, তবে তাঁহার অমুমতি লইয়া কনিষ্ঠ বিবাহ করিবে, শব্দে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যে পাত্রেয় সহিত বিবাহের কথ্য বার্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কস্তার বিবাহ দিতে হইলে, তবে ঐ ভাবী পতি বাদ নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়্যায় যায়, প্রব্রজ্য অবলম্বন করে, ক্রীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয় তবে এই পক্ষ প্রকার আপদে, ঐ কস্তার পাত্ৰান্তরে প্রদান বিহিত।* স্বামীর মরণান্তে

* মূলে যে অমুমতি প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু গণিত সম্ভব। আরও একটি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইতেছে এতদ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ এখনকার প্রচলনীয় নহে। “স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়্যায় যায়, প্রব্রজ্য অবলম্বন করে, ক্রীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পতান্তর গ্রহণ করিবে।” এ বচনের ইহাই অমুমতি। কিন্তু এই বচনের অমুমতি রক্ষা বর্তমান সময়ে নিবন্ধ। যথা পরাশর-ভাষ্যস্থত আদিপুরাণ “দীর্ঘকালঃ ব্রহ্মচর্য্যং দেব-রোণে হুতোঃপতিঃ দত্তা কস্তা প্রদীয়তে। কস্তান্য বসবর্ণান্যং বিবাহন্ত বিজ্ঞাতিঃ। দত্তোরসে তবোহন্ত পুত্রশ্চেন পরিগ্রহঃ। শূন্যেহু দাসগোপাল বৃল শিখা-সিরাণাম্। ভোজ্যায়স্কায় গৃহস্থে এতানি লোক-ভৃত্যর্থে কলেরাঘো মহাশক্তিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ণানি ব্যবহা পূর্ব্বকং যুগেঃ” অর্থাৎ কালি প্রারম্ভের পর, মহাকালি

যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ত্রায় স্বর্ণ লাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী, মানবদেহে যে সাক্ষি ত্রিকোটি সংখ্যক রোম আছে, তাৎসং পরিমিত কাল স্বর্ণ ভোগ করিতে থাকেন। ‘ব্যাণগ্রাহী যেমন গর্ত্তমধ্য হইতে, সপক্ষে বসপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমানি সহমৃতা নারী মৃতপতিকে উদ্ধার করিয়া, তৎসহ স্বর্ণমুখ ভোগ করেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পতিতগণ পূর্ব্বপ্রণীত এই সকল কৰ্ম সমাজরক্ষার ব্যবহা পূর্ব্বক নিবেদ্য করিয়া গিয়াছেন। যথা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদন, পরিবিত্তা নারীর পতান্তর গ্রহণ, অনবর্ণা কস্তার সহিত বিজ্ঞাতিগণের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্র প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস, গোপাল, কুলমিত্র এবং অর্দ্ধনীরী শূদ্রজাতির মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন ইত্যাদি কলিযুগারম্ভের পরেও এই বচনে নিবন্ধ কতিপয় কার্যের অনুষ্ঠান দেখাইয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির বলবত্তা শাস্ত্র সম্মত এই প্রমাণে কেহ কেহ এই বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদন করেন। আমরা বলি, তাহা নহে। এ সকল কৰ্ম কলিযুগে প্রারম্ভের পরে যে নিবন্ধ হয়, ইহা এ বচন দর্পনেই সমগ্রাণ হইয়া থাকে, তবে ঠিক কোন সময়ে যে এ নিবেদ্যবিধি প্রচারিত হয়, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, যত দিন এ নিবেদ্য প্রচারিত হয় নাই, ততদিন কলিযুগেও এ সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, অতএব পরাশর-সংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্মনির্মাণক হইলেও কতি নাই। কেননা পরাশরের মত কলিতে কিছু দিন প্রচলিত ছিল; একেবারে হিতিশূন্য হইতেছে না। পরাশরমতে ইতিপূর্বে চতুর্দশ পুত্র উৎ হইয়াছে। ভবিষ্যতে দাস, গোপালক, কুলমিত্র ও অর্দ্ধনীরী শূদ্রদিগের অন্ন ভোজন বিহিত হইবে, এইরূপ সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত কলিযুগের এই ধর্ম এইরূপ স্থির করিলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির বচনহিতিশূন্য হইয়া পড়ে। প্রবল মতের সন্ধান করিয়াও অপ্রবল মতের হিতিশূন্যতা গোব পরিহার করা তিরপ্রচলিত শাস্ত্রকারীর ব্যবহা। আর সামাজিক নিয়মও যেহ এক্ষণে ঔরস ও দত্তক ব্যতীত পুত্র নাই; কেহই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করেন না। অতএব সর্বজনসম্মতিপূর্ত আদিপুরাণাদিবচনের অগ্রাহ্যতা-প্রতিপাদক-প্রায় সর্বতোভাবে অকর্তব্য। ইত্যাদি বিবিধ কারণে বিধবা বিবাহ যে, এখনকার অগ্রচলনীয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

পঞ্চম অধ্যায় ।

কুক্কুর, বৃক ও শৃগালাদি কর্তৃক দষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া, বেদমাতা পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন । গোশৃঙ্গোদকে এবং মহানদীর সন্নিহিত স্থলে স্নান করিয়া এবং সমুদ্র স্নান করিয়া, কুক্কুরদষ্ট ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে । বেদবিদ্যা ও ব্রত সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ কুক্কুরদষ্ট হইলে, স্নান জলে স্নান ও ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে । ব্রতাহুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ কুক্কুরদষ্ট হইলে, ত্রিরাত্রি উপোষিত থাকিয়া ঘৃত ও কুপোদক পান করিয়া ব্রত শেষ সমাপন করিবেন । ব্রাহ্মণ ব্রতনিষ্ঠ বা ব্রতহীন যাই হউন, কুক্কুরদষ্ট হইয়া তিনি ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করিয়া, এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ হইবেন । কুক্কুর যদি দেহ আক্রমণ করে, অবলোহন করে (চাটে), বা নখের দ্বারা আঁচড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে জলদ্বারা বেষ্টিত সেই স্থান অগ্নিস্পৃষ্ট করিলেই শুদ্ধ হয় । ব্রাহ্মণীকে শৃগাল কুক্কুরে দংশন করিলে, তিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রোদয় দেখিবারাত্রি তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন । কৃষ্ণপক্ষে যদি কদাপি চন্দ্র না দেখা যায়, তবে যে দিকে চন্দ্রের গতি, সেই দিক্ নিরীক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হয় । যে গ্রামে অপর ব্রাহ্মণ নাই, এমন গ্রামে কোন ব্রাহ্মণকে কুক্কুরে দংশন করিলে, তিনি স্নান এবং বুধ প্রক্ষিপ্ত করিলেই তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন । সাম্বিক ব্রাহ্মণ যদি গো, ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল বা নৃপতি কর্তৃক হত্ব হন, অথবা বিধি ভঙ্গ্যে আশ্রয়িত্য করেন । তবে ব্রাহ্মণ লৌকিক অগ্নিতে (অর্থাৎ হোমাগ্নিতে নয়) বিনা মন্ত্রে তাঁহার দেহ সংস্কার করিবেন । কিন্তু উক্তরূপ হত ঐ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সপিণ্ড ব্রাহ্মণ সর্বতোভাবে বহন, সংস্কার ও স্পর্শ করিবেন । তাহার প্রাজাপত্য ব্রতচরণ করিবেন এবং পরে ব্রাহ্মণের অমৃত্যু হইয়া গেলেই মৃতদেহের দগ্ধাঙ্গি পুনর্বার লইয়া দুই দ্বারা প্রক্ষালন করিবেন । তাহার পর, সেই অস্থি বর্কীর অগ্নিতে সমস্ত দগ্ধ করিবেন । আহুতিয়ামি ব্রাহ্মণ প্রবাসে গিয়া কালযর্থে মৃত্যুযুগ্মে পতিত ; অথচ

তাঁহার গৃহে অগ্নি বর্তমান । অতঃপর হে ঋষিগণ ! এক্ষণে তাঁহার শ্রীত অগ্নিহোত্র সংস্কার বিধি শ্রবণ কর । কুশাজিন পাতিয়া কুশদ্বারা পুরুষাকৃতি গঠন করিবে । তদনন্তর সাত শত শলাশব্দ সংগ্রহ পূর্বক উহার মন্তকে চামিশ, কণ্ঠে বাট, বাহুদ্বয়ে শত, অঙ্গুলিসমূহে দশ, বক্ষে শত, উদরে ত্রিশ । বুধদ্বয়ে আট, মেটে পাঁচ, উরুদ্বয়ে একুশ, জাম্বু এবং জজ্বাতে কুড়ি পাদাঙ্গুলীসমূহে পঞ্চাশটি পলাশবৃক্ষ এবং পত্র ও প্রদান করিবে । নিম্ন এবং বুধ প্রদেশে শমীকাষ্ঠ-নির্মিত অরুণি নিক্ষেপ করিবে । উহার দক্ষিণ হস্তে জুহু, বাঁ হস্তে উপসং, কর্ণে উদুখল, পৃষ্ঠে মুঘল, বক্ষঃস্থলে প্রস্তর, মুখে তণ্ডুল ঘৃত ও তিল, কর্ণে প্রোক্ষণী, চক্ষুর্দ্বয়ে অজ্যস্থালী নিক্ষেপ করিবে । তার পর কর্ণে, নেত্রে, মুখে, নাসিকায়, স্নানার্থে প্রদান করিয়া, সর্বাঙ্গব্যবহে অগ্ন্যন্য অগ্নি-হোত্রাংকরণ বিন্যাস করিবে । তদনন্তর, পুত্র ভাতা অথবা অন্য কেহ স্বধর্ম্মী, “অমো-স্বর্গায় লোকায় স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক মৃত্যুহুতি প্রদান করিবে । বিচক্ষণ ব্যক্তি দহন সংস্কারের বিধানানুযায়ী কার্য সম্পাদন করিবেন । এইরূপ বিহিত কার্য করিলে ব্রহ্মলোকে গতি হয় । যে ব্রাহ্মণ উহা দ্রষ্ট করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন । অব্যাহারী আশ্রয়বৃত্তি, ইহার অন্য আচরণ করে, তাহার নিশ্চয় অন্নায়ু ও নিরন্নগামী হয় ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

অতঃপর প্রাণিহত্যা পাতকে কিরূপ মুক্তিলাভ করা যায়, তাহার বিবরণ কহিতেছি । পরশর এই সকল কথা পূর্বে বলিয়াছিলেন এবং সংহিতাস্থিত ও সনিক্তারে কথিত হইরাছে হংস, সারস, বক, চক্রবাক, কুক্কুর, জালপাদ এক প্রকার (হংসবিশেষ), শরভ, —এই সকল প্রাণিহত্যা করিলে একদিন একরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে । বলাকা, টিটতি, তক, পারাবত, আটি, বক প্রভৃতি পক্ষী বধ করিলে, দিবসে উপবাস পূর্বক রাত্রিতে

আহাৎ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভাস, কাক, কপোত, শারী, তিস্ত্রী বিনাশ করিলে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জলমধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গৃধ্র, শ্চেন, ময়ূব, কুষ্ঠীরাতি গ্রাণী, স্বর্ণচাক্রিক উল্ক, এ সকল প্রাণী হত্যা করিলে একদিন অপর দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পরে রাত্রে বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বনুগী, চটক, কোকিল, খঞ্জ, লাবক, রক্তপাদ, এই সকল প্রাণী বধ করিলে, দিবসে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। কায়গুব, চকোর, পিঙ্গল, কুরব ও তারদ্বাদশ পক্ষী বিনাশ করিলে শিবপূজা করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভেরুগু, শ্চেন, ভাস, পারাবত, কপিঞ্জল, এই সমস্ত এবং অন্ত্যস্ত পক্ষীর প্রাণ নাশ করিলে, এক অগোরাত্ম উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। নকুল, মার্জ্জার, সর্প, অজগর, ডুগুভ, কুশর, এই সমস্ত প্রাণী বিনাশ করিলে লৌহদণ্ড দক্ষিণা দান পূর্বক ব্রাহ্মণকে তিলান্ন—ভোজন করাইয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। শল্লকী, শশক, গোধা, মৎস্ত, কুর্মা, এই সমুদায় প্রাণী হত্যা করিলে এক দিবসে বাস্তীক ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। বৃক, জয়ক, ভল্লুক ও তরফু,—এই সকল জন্তু বিনাশ করিলে, তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণকে একগ্রন্থ পরিমিত অর্থাৎ দীর্ঘ গ্রন্থে এক হস্ত পরিমিত পাত্রে ৬৪ চতুষ্ঠিতম অংশ পরিমিত পাত্রে এক পাত্ৰ তিল প্রদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। গজ, গবয়, তুরঙ্গম, মহিষ, উষ্ট্র, এই সমুদয় জীব হত্যা করিলে সপ্তরাত্রি উপবাস পূর্বক ব্রাহ্মণ-দ্বিগুণে পরিভুক্ত করিয়া পাপ হইতে মুক্তি করিতে পারিবে। যুগ, রুক, বরাহ, এই সমুদায় প্রাণীকে যে অজ্ঞানপূর্বক বধ করে, সে, এক দিবস ব্রাহ্মণ দ্বারা অকুণ্ট শস্ত ভক্ষণ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। এইরূপ বনচর অন্ত্যস্ত চতুষ্পদ জন্তু বধ করিলে এক দিবস ব্রাহ্মণ উপবাস করিয়া বহুবীজ জপ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্যক্তি শিল্পজীবী কারু শূদ্র ও জীবধ করে, তাহা

হইলে সে দুইটি প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, এবং এগারটি বৃষ দক্ষিণা দিবে। বিনাপরাধে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে বিনাশ করিলে, দুইটি অতিক্রম ব্রত গ্রহণ করিবে এবং বিংশতি সংখ্য গো দক্ষিণা দান করিবে। যোগক্রিয়াসমুদয় বৈশ্য শূদ্র ও ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলে, চাত্রায়ণ ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে ত্রিশটি গুরু দক্ষিণা দিবে। যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোন ইতর জাতি চণ্ডালকে বধ করে, তাহা হইলে অর্ধকল্প ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক চোর, স্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে সেই ব্রাহ্মণ এক দিবস ব্রত উপবাস পূর্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বা স্বপাকের সহিত সম্ভাষণ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ পূর্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। চণ্ডালের সহিত একত্র শয়ন করিলে, তিনি ত্রিরাত্রি উপবাস করিলেই শুদ্ধি লাভ করিবেন। যে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের সহিত এক পথে গমন করেন, তিনি গায়ত্রী স্মরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিবেন। চণ্ডাল দর্শন করিলে হৃদয় দর্শন করিবে। চণ্ডালকে স্পর্শ করিলে, জলে স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ না জানিয়া চণ্ডালখাত পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকাতে জলপান করিলে একরাত্রি এবং এক দিবস ব্রাহ্মণ উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। চণ্ডালের ভাণ্ড স্পৃষ্ট কুপস্থিত জলপান করিলে, তিন রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার পূর্বক থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ না জানিয়া চণ্ডালের জল পাত্রে জল পান করেন ও যদি ঐ জল ভক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতচরণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি সেই জল বমন করিয়া না ফেলিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতচরণ করিতে হইবে। যে স্থলে ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া ব্রত করিবেন, সে স্থলে ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত, বৈশ্য অর্ধ প্রাজাপত্য ও শূদ্র একদশ প্রাজাপত্য ব্রতচরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র

এমানবশতঃ অন্ত্যজ জাতির ভীণ্ডস্থিত জল, দধি বা দুগ্ধ পান করিবে, তাহা হইলে বিজ্ঞ অর্থীঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য উপবাসপূর্বক ব্রহ্ম কৃষ্ণব্রত ও উপবাস দ্বারা এবং শূদ্র উপবাস ও যথাশক্তি দান দ্বারা শুদ্ধ লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ কখন অজ্ঞানপূর্বক চাণালান্ন ভোজন করিলে, দশ রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। দশ দিবসের প্রতি দিবসে গোমূত্র ও যাবকের এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া নিয়মানুসারে ব্রত পূর্ণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে চাণাল অপরিজ্ঞাতরূপে বাস করে এবং পরে তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা বক্ষ্যমাণ উপসংহাস করিয়া অমুগ্রহপূর্বক তাহাকে পাপমুক্ত করিয়া দিবেন। ঋষিগ্ৰে পিতৃ বৈদ্যপান ধর্ম, সকলকে রক্ষা করিতেছে। এই ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির পতিত ব্যক্তিকে পাপ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন। উপসংহাস—এইরূপ ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র হইয়া দধি, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত গোমূত্র এবং তিলান্ন আহার করিবে, ত্রিসন্ধ্যা, স্নান করিবে। তিন দিন দুগ্ধের সহিত, তিন দিন ঘৃতের সহিত ও তিন দিন দধির সহিত, এইরূপে এক এক দ্রব্যের সহিত তিন দিন করিয়া গোমূত্রগুক্ত তিলান্ন আহার করিতে হইবে। তৎকালে কুমি-দূষিত বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না। দধি ও দুগ্ধ তিন পল এবং ঘৃত এক পল মাত্র আহার করিবে। (সেই ভবনস্থিত) তাম্রপাত্র ও কাংস্তপাত্র ভস্ম দ্বারা মার্জিত করিলে শুদ্ধ হইবে। বস্ত্র সমুদ্রজল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। মুগ্ধরপাত্র শুদ্ধ পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর গৃহদ্বারে কুমুদ, গুড়, কাপাস, লবণ, তৈল, ঘৃত, ধাত্ত, এই সমুদ্রবস্তু রাখিয়া গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্বক জ্বালাইয়া দিবে। এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। ত্রিাটি গাতি ও একটা বুঝ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর, সেই স্থান পুনর্বার বিশেষণ দ্বারা হোম দ্বারা ও দ্রব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণগণের আর্হাচার্য্য ভূমিতে পোষ বটে না। ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের গৃহে অপরিজ্ঞাতরূপে রজস্বী, চর্ম্মকারী লুক্কী বা বা পুক্কী অবস্থান করিলে, যখন জানিতে পারিবে, তখন পূর্বোক্ত কার্য্য সমুদায়ের অর্দ্ধ অনুষ্ঠান করিবে। কেবল গৃহ দগ্ধ করিতে হইবে না। কাহারও গৃহ মধ্যে চাণাল প্রবেশ করিলে, সেই গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া গৃহ ভাঙ সকল ফেলিয়া দিবে। যে ভাঙে তৈল ঘৃত প্রভৃতি রস দ্রব্য থাকিবে, তাহা কদাচই পরিত্যাগ করিবে না। ঐ সকল ভাঙ গোবস-মিশ্রিত জল দ্বারা সর্বাংশে প্রোক্ষিত করিয়া লইবে। ব্রাহ্মণের ব্রণ স্থানে পূব রক্ত মধ্যে যদি কুমি জন্মায়, তাহা হইলে তাহার বিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, গুন। তিন দিবস দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গাভির মূত্র পুরীষে স্নান এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য পান করিলে কুমিদূষিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ঈদৃশ স্থলে ক্ষত্রিয় উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পাঁচ মাষা স্রবণ দান করিবে এবং বৈশ্য একটা উপবাস করিয়া গোদক্ষিণা প্রদান করিবে। শূদ্রের উপবাস নাই, শূদ্রেরা এখানে পক্ষগব্য পানপূর্বক ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া এবং দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণেরা যে “অজিহ্মমন্ত্ৰ” এই বাক্য বলিবেন, তাহা প্রণামপূর্বক মন্ত্ৰকে ধারণ করিতে হইবে। তাহাতেই অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। শূদ্রের ব্যাধি, ব্যসন, আঁস্তি, হৃর্ভিক ও ডামর প্রভৃতি উপস্থিত হইলে সে, ব্রাহ্মণ দ্বারা উপবাস ব্রত হোম প্রভৃতি সম্পাদন করিবে। অথবা ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং অমুগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিলে সকল ধর্ম লাভ হয়। দুর্কালের প্রতি বালকের প্রতি ও বৃদ্ধের প্রতি অমুগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য, ইহা ভিন্ন অপর স্থলে অমুগ্রহ করিলে দোষ হয়, স্তবরাং তাদৃশ অমুগ্রহ সফল হইবে না। যে ব্রাহ্মণ, মেহ, লোভ ভয় বা অজ্ঞানবশতঃ অমুগ্ধগুক্ত পাত্রে অমুগ্রহ করেন, অমুগ্রহীতের পাপ তাঁহার শরীরে সঞ্চারিত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ শরীরদগ্ধের সত্যবদাশ্লে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন, যে সকল ব্রাহ্মণ মহৎ কার্য্যের অমুগ্রহে শূদ্রের প্রতি দিয়ন

পালন করিতে নিষেধ করেন। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি স্নানশরীর ব্যক্তির জন্ত নিয়ম পালন করেন বা নিয়ম পালনে বিধান দেন, তাঁহারা কলেই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের বিদ্বৎকর্তা, স্তম্ভরাং তাহারা অপবিত্র নরকে পতিত হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে, সে, ব্রতনিয়ম-গ্ৰাহ্য, তাহার উপবাস বুধা হয়। তাহার পুণ্য পাত হয় না। ব্রাহ্মণ যে প্রকার ব্যবস্থা দিবেন, সেই নিয়ম গ্রহণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য পালন না করিলে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী হইতে হইবে। উপবাস, ব্রত, স্নান, তীর্থদর্শন, জপ, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দ্বারা যিনি সম্পন্ন করেন, তাঁহারই ঐ সকল কার্য্য হয়। ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইলে ব্রতচ্ছিন্ন, তপশ্ছিন্ন, ও যজ্ঞচ্ছিন্ন কিছুই ঘটে না, সমুদায়ই ক্ষিপ্র হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সর্বকাম-চলনায়ক জনরহিত জগৎ তীর্থস্বরূপ, তাঁহাদের বাক্যরূপ সলিল দ্বারা পাপকলুষিত মলিন ব্যক্তির পবিত্র হয়। ব্রাহ্মণের মুখে যে বাক্য নির্গত হয়, তাহা দেবতার বাক্য, তাঁহার সর্বদেবময়, তাঁহাদের কথা নিফল হয় না। যদি অন্ন প্রভৃতি কীট সংযুক্ত বা মক্ষিকা ও কীটাদি দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে ভোজন কালে সেই অন্ন জল দ্বারা ধৌত করিয়া তন্ময় স্পৃষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণ, যদি ভোজন করিবার সময় চরণে হস্ত প্রদান করিয়া ভোজনপাত্র হস্ত না দিয়া, ভোজন করেন, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। চরণে পাতুকা দিয়া বা পর্য্যবেক্ষিয়া ভোজন করিবে না। কুকুর বা চণ্ডালকর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। যে অন্ন শুষ্ক, যে অন্ন অন্তঃকৃত, তাহা পরাশরের বচনানুসারে ভোমাদের নিকট বলিতেছি। দ্রোণপরিমিত ঘন বা আঢ্য পরিমিত অন্ন যদি কাক দ্বারা বা কুকুর দ্বারা উপহৃত হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে শুদ্ধ হইতে পারে, তাহার বিধান ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। ধর্মশাস্ত্র-পালক বেদবেদাঙ্গবিৎ ব্রাহ্মণগণ, বিধি দিবেন যে, কাকোচ্ছিষ্ট দ্রোণার বা আঢ্যকার পরিত্যাগ করিবে না। ব্রহ্মিণ প্রেহে এক দ্রোণ হয়। হই

প্রেহে এক আঢ্য হইয়া থাকে। শ্রুতি দ্বিতি বিশারদ পণ্ডিতগণ এই ব্রহ্মিণ গ্রহণ পরিমিত অন্নকে দ্রোণার ও হই প্রেহ পরিমিত অন্নকে আঢ্যকার বলিয়া থাকেন। যে অন্ন কাক বা কুকুরে মুখ দিয়াছে, তাহা গো বা গর্দভ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা যদি অন্ন পরিমিত হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ঐ অন্ন দ্রোণার বা আঢ্যকার হইলে অশুদ্ধ ও পরিত্যাজ্য হইবে না। ঐ অন্নের যে স্থান কাক বা কুকুরে মুখ দিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরি-ত্যাগ করিয়া যে অংশে মুখ দেয় নাই বা যে অংশ দূষিত হয় নাই, তাহা সূর্য স্পৃষ্ট জল দ্বারা ধৌত করিয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া লইবে। অগ্নি ও সূর্য জলস্পৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণের বেদবোষ দ্বারা পবিত্র হইলে, ঐ অন্ন তৎক্ষণাৎ ভোজন যোগ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায় ।

অতঃপর পরাশরের বচন অনুসারে দ্রব্য শুদ্ধির বিধান বলিতেছি। কাষ্ঠনির্মিত পাত্র চাঁচিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। যজ্ঞকর্ণে ব্যবহৃত যজ্ঞপাত্র, হস্ত দ্বারা মার্জিত করিলেই শুদ্ধ হইবে। গ্রহ ও চন্দ্র জলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। চকুর সময় স্রব্ধ প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সমুদায় উষ্ণজলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্তপাত্র তন্ময় দ্বারা এবং তাম্রপাত্র অন্ন দ্বারা মার্জিত করিলেই পবিত্র হয়। যদি নারী পরপুরুষগামী না হয় তাহা হইলে রজস্বলা হইলেই নারী শুদ্ধ হয়। ভূমিতে যদি মলসংলগ্ন না থাকে, তাহা হইলে নদী বেগ দ্বারা তাহা পরিষ্কৃত হয়। যদি বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতির জল কোন কারণে দূষিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে একশত কলস জল ফেলিয়া দিয়া তাহাতে পুণ্ডরীক নিষ্কেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। অষ্টম-বর্ষীয়া কন্তাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়া কন্তা বলা যায়। দশম বর্ষের পর কন্যাকে রজস্বলা বলা যায়। কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও যদি কন্যা সম্ভবত্ব না হয়, তবে

তাহার পিতৃগণ মাসে মাসে তাহার পাক-
শোণিত পান করিয়া থাকে। কন্যাকে (অবি-
বাহিতাবস্থায়) রজঃশলা হইতে দেখিলে তাহার
মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ প্রাতা তিন জনেই নর-
গামী হন। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া
ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি শূদ্রাণ্ডি
সদৃশ। তাহার সহিত কেহ এক পঙক্তিকে
ভোজন এবং সম্ভাষণও করিবে না।
যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রিমাত্র শূদ্রানারীর
সহবাস করিবে, সে তিন বৎসর ভিক্ষার
ভোজনপূর্বক নিত্য জপ করিলে শুদ্ধিলাভ
করিতে পারে। স্বর্ঘ্যাত্তের পর, কোন ব্রাহ্মণ
চণ্ডাল, পতিত ব্যক্তি ও হৃতিকা স্ত্রীকে স্পর্শ
করিলে, কিম্বা শুদ্ধিলাভ করিবে, পবে
তাহা বলিতেছি। অগ্নি স্বৰ্ঘ বা চন্দ্রমার্গ
অবলোকনপূর্বক ব্রাহ্মণের আত্মগত্য করিয়া
জ্ঞান করিলে তিনি শুদ্ধ হইতে পারেন।
হুই জন ব্রাহ্মণকন্যা রজঃশলা হইয়া যদি পর-
স্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে উভয়ে তিন
রাত্রি নিরাচারে থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে
পারে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যা উভয়ে
রজঃশলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা
হইলে ব্রাহ্মণী-অর্দ্ধকৃচ্ছ্রব্রত ও ক্ষত্রিয় কন্যা
চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা
ও বৈশ্যকন্যা উভয়ে রজঃশলা হইয়া পরস্পরকে
স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা পাদোন
কৃচ্ছ্রব্রত ও বৈশ্যতনয়া চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত
করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও
শূদ্রকন্যা উভয়ে রজঃশলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ
করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা একটা সম্পূর্ণ
কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। শূদ্রকন্যা দান দ্বারা শুদ্ধি-
লাভ করিতে পারিবে। রজঃশলা রমণী, চতুর্থ
দিবসে জ্ঞান করিয়া শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু
রজোনিরুতি হইলে তবে দৈবকর্ম, ঐশ্বর্য কর্ম,
সমুদায় করিতে পারিবে। যে রমণীর রোগ-
বশতঃ প্রতিদিন রজঃশ্রাব হয়, সেই নারী
সেই রজোযোগে অশুচি হইবে না, কারণ
সেই রজঃশ্রাব প্রাকৃতিক নহে। রমণীরা
রজঃশলা হইলে প্রথম দিবস চাণ্ডালী দ্বিতীয়
দিবস ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকিনী ও তৃতীয়
দিবসে রজসী তুল্যা হয়, এবং চতুর্থ দিবসে

শুদ্ধিলাভ করে। নোনাগ্রহণা কানিনী-
শত-জ্ঞানের দিন উপস্থিত হইলে, অন্যতর
কোন ব্যক্তি দশবার জ্ঞান করিয়া প্রতিবারে
ঐ আতুরা রমণীকে স্পর্শ করিবে। ঐরূপ
দশবার স্পর্শে ঐ পীড়িতা নারী শুচি হইবে।
ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টযুক্ত শূদ্র ও কুকুর কর্তৃক স্পৃষ্ট
হইলে, তিনি এক রাত্রি উপবাস করিয়া পক্ষ-
পক্ষ সেবন দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন
উচ্ছিষ্ট বিরহিত শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে
প্রায়শ্চেষ্টের জ্ঞান করা বিহিত। আর শূদ্র উচ্ছিষ্ট-
যুক্ত থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রোক্ষাপত্য আচরণ
করিতে হইবে। সুরালিপ্ত না হইলে ভক্ষ্য দ্বাবাই
কাংস্য পাত্র পবিত্র হইতে পারে। পরন্তু যে
কাংস্তপাত্রে সুরা স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অগ্নিতে
উত্তপ্ত করিতে হইবে। কাংস্তপাত্র,—গাভি
কর্তৃক আহত, কাক বা কুকুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট
অথবা শূদ্রোচ্ছিষ্ট হইলে দশবার ক্ষার দিয়া
মর্জিত করিলে, শুদ্ধ হইতে পারিবে। কাঁসাব
পাত্রে গধুঘ বা পানধোত করিলে, ঐ কাংস্ত
পাত্র ছয় মাস ভূমধ্যে প্রোক্ষিত করিয়া
রাখিবে। তাহার পর উহা গ্রহণ পূর্বক ব্যবহার
করিতে পারিবে। লৌহপাত্র স্থানান্তরিত
করিলেই শুদ্ধ হইবে। শীঘ্রক অগ্নিস্পর্শে
বিগুহ হইবে। দন্ত, অস্থি, শূদ্র, রোগ্য ও
স্বর্ণের পাত্র, মণিময়পাত্র, পাষাণময়পাত্র
ও শঙ্খ, জল দ্বারা ধোত করিলে শুদ্ধ
হইবে। পাষাণময়পাত্র পুনর্বার মাজিয়া
লওয়া উচিত। মুগ্ধর ভাণ্ড পোড়াইয়া লই-
লেই শুদ্ধ হয়। ধান্য মাজিয়া পরিষ্কার
করিয়া লইলেই শুদ্ধ হইবে। বহু ধান্য বা
বহু বস্ত্র অপবিত্র হইলে তাহা কিঞ্চিৎ জলবিন্দু
দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অন্ন হইলে জল
দ্বারা ধোত করিয়া লইতে হইবে। বংশ,
বকল, ছিন্ন বস্ত্র, পটবস্ত্র, কাপাসবস্ত্র, লোমজ
বস্ত্র, কোমবস্ত্র এই সমুদায় জল দ্বারা শুদ্ধ হয়।
খাট বালিশ প্রভৃতি এবং পীত রক্তবস্ত্রকে রৌদ্রে
উত্তপ্ত করিয়া জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিলে
শুদ্ধ হইবে। মুগ্ধ, ঝাটা, কুলো, অস্ত্র, শাণাইবার
কলক, চর্ম, তৃণ কাঠ প্রভৃতি বাষ্পিবার রজঃ
এই সমুদায় দ্রব্য জলদ্বারা প্রোক্ষিত হইলেই
শুদ্ধ হইবে। মাজিয়া, ধাক্কা, কাট, পতন,

কুমি, ডেক ইহারা সর্বদাই পবিত্র অপবিত্র জব্য স্পর্শ কারয়া থাকে, ইহাদের দ্বারা কোন বস্তু উচ্ছিষ্ট হয় না, ইহা মনু বলিয়াছেন। যে জল ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যে জল অগ্নি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, সে জল যদি ভুক্তোচ্ছিষ্ট হয়, তথাপি তাহা উচ্ছিষ্ট হইবে না। এইরূপ স্নেহ-জব্যও অপবিত্র হয় না, মনু এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহাঁই ইক্ষু, স্নেহ, কল, অহলেপন, মধুপর্ক, সোমরস, এতৎসমুদায় উচ্ছিষ্ট হয় না, মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন। পথের কদম্ব, জল, নৌকাপথ, ভূগ, পাঁকা ইষ্টক, এ সমুদয় বায়ু এবং রৌদ্র দ্বারা পরি-
কৃত হয়। বায়ু দ্বারা উড্ডীন ধূনিসমূহ এবং বিদ্যুত জনধারা দূষিত হয় না। জীজাত, বালিকাই হউক, বুদ্ধাই হউক, তাহারা কখন অপবিত্র হয় না। ইঁচিলে, নিষ্কৃত্যাপ করিলে, কোন অঙ্গ দেখাচ্ছিষ্ট হইলে, বাক্য মিথ্যা হইলে এবং পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিলে। কারণ অগ্নি, জল, বেদ, চন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, অম্বিল, ইহারা সর্বদা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। মনু বলিয়াছেন যে, প্রভাস প্রভৃতি তীর্থসমুদয় ও গঙ্গা প্রভৃতি নদী সমুদয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণের সান্নিধ্যে সর্বদা থাকেন। দেশবিপ্লব হইলে বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, প্রবাসে গমন করিলে, পীড়াদিত হইলে, বিপদে পড়িলে যে কোনরূপে আগে আপনার দেহাদি রক্ষা করিলে, পশ্চাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে। আপনি বিপন্ন হইলে যত্ন বা দারুণ যে কোন উপায় দ্বারা দীন আত্মাকে উদ্ধার করিলে। পরে যখন সমর্থ হইবে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে। কিন্তু যখন কোন বিপদ কাল উপস্থিত হইবে, তখন দৌড়াচারের বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিলে। পশ্চাৎ স্নেহ হইয়া ধর্ম্মচরণ করিলেই হইবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

১. অষ্টম অধ্যায়।

যদি বন্ধন ও যৌক্তিক অবস্থার কোন গুরু মূহুর্ত্ত হয় এবং যদি তাহার মূহুর্ত্তে কামনা না থাকে, তবে সেই অকস্মত পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে, (তাহা বলা যাইতেছে।) যাঁহারা বেদ-বেদান্তবেত্তা, ধর্ম্ম-শাস্ত্র-পারদর্শী আর স্বীয় কর্তব্য কর্ম্মনিরত, এরূপ বিশেষ উল্লিখিত হলে কেবল নিজকৃত পাপের বিষয় পরিষদ সমীপে নিবেদন করিলেই চণিবে। এইরূপ হলে কিরূপ অবস্থায় পরিষদ সমীপে উপস্থিত হইতে হয়, তাহার লক্ষণ বলা যাইতেছে। কারণ, দেহহলে যথারীতি উপস্থিত হইলে পরিষদ তাহাকে ব্রতের উপদেশ দিবেন। যদি নিশ্চয় পাপ করিয়াছি, তৎক্ষণাৎ এইরূপ ধারণা ক্রমে, তবে পরিষদ সমীপে উপস্থিত হইবার পূর্বে কখন আহ্বার করিলে না, এমন কি যেখানে পরিষদ পর্ষাস্ত নাই, সেখানেও যদি কেহ এরূপ স্থলে আহ্বার করে, তবে তাহার পাতক বিগুণ-বুদ্ধি হইবে। আর যদি পাপ করিয়াছি, ভাবিয়া মনে একটা সন্দেহ হয়, তাহা হইলেও যে পর্যন্ত প্রকৃত পাপ করিয়াছি কি না নিশ্চয় না হয়, সে পর্যন্তও আহ্বার করা কর্তব্য নহে। কিম্বা এরূপ স্থলে নিশ্চয় পাপ করি নাই, এরূপ একটা ভ্রম সিদ্ধান্তও করিতে নাই। পাপ করিয়া কখন তাহা গোপন করিলে না, কেননা গোপন করিলে পাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। পাপ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, তাহা ধর্ম্মবেত্তাগণের সম্মুখে নিবেদন করিলে কারণ তাহারা কৃত পাপের কথা জানিতে পারিলে, বৃদ্ধিমান বৈদ্য যেমন পীড়িতের পীড়া আরোগ্য করেন, সেইরূপ পাপ যাঁহাতে দূর হইবে, তাহার উপায় করিয়া দিবেন। এই প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে, লজ্জানীল সত্যপারায়ণ, সরল-স্বভাব ব্যক্তিগণ সমুদয় গুণি লাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য এইরূপ স্থলে পাপ করিবামাত্র মান করিয়া সেই আর্জ বসন পরিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া আর যৌনব্রত অবলম্বন করিয়া উক্ত

রূপ সত্তা-সমীপে গমন করিবে। 'পাপি এই-
রূপে সত্তা-সমীপে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ
শরীর ও মস্তক ভূষিতে বিলুপ্ত করিবে, কোন
কথা করিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ সাবিত্রী
(বেদ) অথবা গায়ত্রী জ্ঞাত নহে, সন্ধ্যা উপা-
সনা জানে না ও অগ্নিতে হোমক্রিয়া করে
না, অথবা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা কেবল
নাম মাত্র ব্রাহ্মণ। এরূপ ব্রত-রহিত ও মন্ত্র
ও জ্ঞাত মাত্রেপজীবী সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র
হইলেও তাহাকে পরিষদ বলা যায় না।
অজ্ঞানভিত্ত মূর্খ, ধর্ম্মমত-বিমূঢ় ব্যক্তিগণ
যে কথা বলে, তাহাতে কেবল সেই পাপ শত-
গুণে বিতক্ক হইয়া সেই সকল বক্তৃদিগকেই
অশ্লীল্য থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না
জানিয়া বাহারা প্রারম্ভিত ব্যবস্থা দেয়, তাহা
দেয় ব্যবস্থায় প্রারম্ভিতকারীর পাপ হয়
বটে; কিন্তু ব্যবস্থাদাতা সভ্যগণ সেই পাপভাগী
হয়েন, চারি জন কিম্বা স্রুত্ব জন মাত্র
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা দিবে, তাহাই যথার্থ
ধর্ম্মসম্মত বলিয়া জানিবে, অজ্ঞ সহস্র লোকের
কথাও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না। বাহারা প্রমা-
ণের পথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সকল কথার
প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দেন,
সেই সকল বহুগুণবেত্তা পণ্ডিতগণকেই পাপ
ভয় করে। যেমন পাথরের উপর জল থাকিলে
বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপবারা তাহা ক্রমে শোষিত
হয়; সেইরূপ উক্ত ব্রাহ্মণ সমিতি বা পরি-
ষদের আদেশে সমস্ত পাতকই বিনষ্ট হয়। তাহা
আর পাপকারী কিম্বা ব্যবস্থাদাতা পরিষদ,
কাহাকেই অর্শে না, উত্তাপ ও বায়ু-সংযোগে
জল শোষণের ভার, তাহা একেবারে বিনষ্ট
হয়। বাহারা বেদ বেদাঙ্গপরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ অথচ
সংহিতাশি নহেন, তাহাদের পাঁচজন বা
তিনজন একত্রিত হইলেই তাহাকে পরিষদ
কহে। কিন্তু বাহারা মুনি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন
দ্বিজ, যজ্ঞযজ্ঞনকারী দেবব্রত-পরায়ণ বা স্নাতক
ব্রাহ্মণ তাহাদের একজন হইলেও পরিষদ বলা
যায়। পূর্বে আমি বলিয়াছি যে, পাঁচজন
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে একত্র হইলে তবে পরিষদ হয়
কিন্তু যদি এরূপ পাঁচজন ব্রাহ্মণ না পাওয়া
যায়, তবে বাহারা স্মৃতি পরিষদ, তাহাদের

পাইলেও পরিষদ বলা যাইবে। কিন্তু ইহারা
ব্যতীত অজ্ঞ যে সকল বিপ্র কেবল নাম মাত্র
ব্রাহ্মণ, তাহাদের সহস্র জন একত্রিত হইলেও
পরিষদ হইবে না কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতি বা চর্ম্মা-
চ্ছাদিত মৃগমূর্ত্তি যেমন প্রকৃত হস্তী বা
মৃগ নহে, সেইরূপ নাম মাত্র সার অধ্যয়ন-
বিহীন মূর্খ ব্রাহ্মণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে
জন শূত্র গ্রাম, বা জলশূত্র কুপ কিম্বা অগ্নি-
ব্যতীত হোম যেমন কিছুই নহে, মন্ত্রহীন
ব্রাহ্মণও সেইরূপ অসার। নপুংসকের স্ত্রী-
সন্তোগ যেমন নিফল, উষরভূমি যেমন
ফলবতী নহে, অজ্ঞ (ব্রাহ্মণকে) দান যেমন
বৃথা, সেইরূপ ঋক বা বেদমন্ত্রবিহীন বিপ্রও
নিফল। চিত্রকর্ম্ম যেমন চিত্রের নানাবিধ
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে ক্রমে চিত্রিত হইয়া পরি-
ক্ষুট হয়, সেইরূপ বিধিগত সংস্কারদ্বারা ক্রমে
ক্রমে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বও পরিক্ষুট হয়।
যে সকল বিপ্র কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহারা
যদি প্রারম্ভিত বিধি দেয়, তবে সেই সকল
পাপকর্ম্মকারী বিজগণ নরকে গমন করে।
যে সকল বিজগণ বেদ পাঠ করিয়া থাকেন,
নিত্য পঞ্চযজ্ঞনিরত ব্রাহ্মণ তাহারাই পঞ্চ-
ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত লোকদের আশ্রয় স্বরূপ
হইয়া এই সমস্ত ত্রিলোককে ধারণ করেন।
অশ্রমানে প্রদীপ্ত অগ্নি মন্ত্রপূত হওয়ার যেমন
সর্ব্বভূক হয় (সমস্ত পাপাদি দহন করে)
সেইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া বিপ্রগণ সর্ব্বভক্ষ ও
দেবরূপী হন। যেমন সমস্ত অগ্নিবিহীন বস্তুর
জলেতে ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ
সমস্ত পাপই নির্ম্মল ব্রাহ্মণের উপর প্রক্ষেপ
করা কর্তব্য। বিপ্রগণ গায়ত্রীবিহীন হইলে
তাহারা শূদ্র অপেক্ষাও অশুচি হয়েন; আর
বাহারা গায়ত্রীনিষ্ঠ ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহারাই
বিজগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় হয়েন। তবে
হুশীল হইলেও বিজ পূজ্যই হইবে, আর শূদ্র
সংঘতেস্ত্রিয় হইলেও সে পূজনীয় হয় না।
কেবল দেখি দুষ্ট দুষিত শরীর গাতীকে পরি-
ভ্যাগ করিয়া হুশীলবোধে গর্ভতী দোহনে
প্রবৃত্ত হয়। যে বিজগণ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রথ
সদা আচ্ছাদিত হইয়া বেদরূপ খণ্ড ধারণ করিয়া
আছেন, তাহারা যদি কখন পরিহাসহলেও

কোন কথা বলেন, তবে তাহাও পরম ধর্ম বলিয়া জানিবে। অতএব যিনি চারি বেধেই পণ্ডিত, নির্বিকল্প হৃদয়, বেদান্তবেত্তা, ধর্মপাঠক; তিনি একাই শ্রেষ্ঠ পুত্রিং, নতুবা মনুজ্ঞন সংসারাত্রমী ব্রাহ্মণও মধ্যবিৎ পরিষৎ হয়। দ্বিজগণ রাজার অহুমতি খাইলে তবে প্রায়-শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবে। প্রায়শ্চিত্ত বিধি তাঁহার কখন শ্রয় বলিবে না। আবার ব্রাহ্মণের কথা না শুনিয়া বা তাহাদের অহুমতি না লইয়া রাজা যদি এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই পাপ শতধা হইয়া রাজাকেই অর্শাইবে। দেবগণের 'সমুৎপে' থাকিয়া তবে ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্তবিধি দেবেন। তাহার পর বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিয়া তবে ব্যবস্থা দান করিবেন, মনে যদি নিজের কোন পাপ স্পর্শিয়া থাকে, 'তাহা দূর করিবেন। প্রায়শ্চিত্তকালে শিখাসহ কেশ মুণ্ডন করিবে, ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন করিবে এবং রাত্রিকালে গোশালায় শয়ন ও দিবাত্মাগে গোগণের অহু-সরণ করিতে হইবে। যদি অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় বা বড় বর্ষা হয় বা ভয়ঙ্কর শীত হয়, কি প্রবল বাতাস বহে, যথার্থকি গো রক্ষণ ত্যাগ করিয়া আশ্রয়স্থান জ্ঞত কোনরূপ চেষ্টা করিবে না। যদি আপনার কিসা অস্ত্রের গৃহে ক্ষেত্রে কিসা উদ্ভলন্ত শস্ত গাভিতে ভক্ষণ করে, কিসা যদি বৎস দুগ্ধ পান করিয়া ফেলে (অর্থাৎ গরু পিইয়া যায়) তথাপি কোন কথা বলিবে না। গরু জল পান করিলে তবে নিজে জল পান করিতে হইবে—গরু শয়ন করিলে তবে নিজে শুইতে হইবে, আর যদি গোরু কোন-রূপে পক্ষ মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে প্রাণপণে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ও গরুর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও গরুর রক্ষাকর্তা ব্রাহ্ম-হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্ত প্রাজাপত্য ব্রতের ব্যবস্থা করিবে, প্রাজাপত্য নামক ব্রতকে চারি-ভাগে বিভক্ত করিবে। এক দিবস কেবল একবার মাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, তার পর এক দিক অধুনা রাত্রিতে ভোজন করিবে। ততঃ পর এক দিন বিনা যাক্ষার বাহা পাইবে,

তাহাই খাইয়া থাকিবে, আর চতুর্থ দিবস কেবল মাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহাই এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম দুই দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তার পর দুই দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর দুই দিন অযাচিত হইয়া যাহা পাইবে তাহাই খাইবে, তার পর দুই দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে; ইহাই দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম তিন দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তার পর তিন দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর তিন দিন বিনা যাক্ষার বাহা পাইবে, তাহাই ভোজন করিবে, শেষ তিন দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে, ইহাই ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম চারি দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তাহার পর চারি দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর চারি দিন বিনা যাক্ষার বাহা পাইবে তাহাই ভক্ষণ করিবে, আর শেষ চারি দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ইহাই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, বিশ্রামগকে দক্ষিণা দিতে হইবে এবং দ্বিজপুত্র মন্ত্রজপ করিবেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইলে নিশ্চয়ই গোহত্যাচারী ব্রহ্ম হইবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায় ।

যথারীতি রক্ষাহেতু গরুকে ব্রহ্ম বা বন্ধন করায়, যদি গোহত্যা হয়, তবে দোষ নাই। কিন্তু এরূপ গোহত্যাকে কামকৃত বা অকাম-কৃত হত্যা বলিয়া বুঝিবে না। ব্রহ্মানুলি রত্না-স্থল বা এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, রসযুক্ত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলব বেষ্টিত এইরূপ হইলেই তাহাকে দণ্ড বলে। দণ্ড ব্যতীত যদি আর কিছু দ্বারা কেহ গরুকে প্রহাঙ্গ বা নিপাতন করিয়া হত্যা করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; ও উল্লিখিতরূপে দ্বিগুণ গোব্রত আচরণ করিবে। রোধ, বন্ধন, ঘোতে জড়িয়া দেওয়া আর নিপাত করা এই চারি প্রকারে গোহত্যা হয়। তন্মধ্যে রোধহেতু গোহত্যা

হইলে এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বন্ধনহেতু হত্যা হইলে দ্বিপাদ, ঘোতে ছুড়িয়া দেওয়া জন্ত হত্যা হইলে তিনপাদ, আর নিপাতন হেতু হত্যা হইলে পূর্ণ মাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোচারণের মাঠে, গৃহে, হর্গে সমতল প্রান্তর ভূমিতে, নদী বা সমুদ্রতীরে খাত বা পর্বত গুহার নিকটে কিম্বা দক্ষদেবে বন্ধ করিয়া রাখায় যদি গরুর মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে রোধ বলে। জোয়াল বা কোনরূপ রজ্জু দ্বারা, কিম্বা ঘণ্টা, আভরণ ভূষণ দ্বারা যদি গরুকে গৃহে, বা বলেতেও বন্ধ করিয়া রাখায় তাহার মৃত্যু হয়, তবে ইহাকে অবস্থাতেই কামকৃত বা অকামকৃত বন্ধন বলিয়া জানিবে। যদি লোকের দ্বারা লাঙ্গল বা গাভীতে ছুড়িয়া দেওয়ায় ছই চারিটা গরু সারবন্ধি করিয়া বান্ধিয়া দেওয়ায়, কিম্বা অন্ত্যস্ত চাপানেতে প্রপীড়িত হওয়ায় কোন গরুর মৃত্যু হয়, তবে সেই হত্যাকে যোক্ত্য বধ বলে। মত্ত, উন্মত্ত, বা প্রমত্ত অবস্থাই হউক বা সজ্ঞান কি অজ্ঞান অবস্থাতেই হউক, আর কামকৃত অকামকৃত ক্রোধ জন্তই হউক, যদি দণ্ড বা উপলব্ধিহারা কেহ গরুকে আঘাত করায়, গরু অহত বা মৃত হয়—তবে এরূপ আঘাতকে নিপাতনের হেতু বলিয়া জানিবে। তবে যদি সেই গরু দণ্ডের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার মুহূর্ত্ত ও পতিত থাকিয়াও পরে উঠিয়া গমন করে, বা পাঁচ সাত দশ গ্রাস গ্রহণ করে কিম্বা জল পান করে, তবে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। দিগু অবস্থার গো গর্ভ নষ্ট করিলে একপাদ, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর নষ্ট করিলে দ্বিপাদ আর তৎপরে গর্ভস্থ গোকর্ণের চেতন সঞ্চারের পূর্বে ঐ গর্ভ নষ্ট করিলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আচরণ করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলে অঙ্গ রোম ত্যাগ করিতে হয়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় শরশ্র ও ত্যাগ করিতে হয়; ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত সময়ে শিখা ব্যতীত সমস্ত শ্রোম যুগুন করিতে হয়; আর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তকালে শিখা সমেত সমুদয় রোম যুগুন করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্তে হৃৎকানি কাণড়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্তে কাঁশার

পাত্র, তিনপাদ প্রায়শ্চিত্তে একটি বৃষ, চারিপাদ প্রায়শ্চিত্তে এক জোড়া বৃষ দান করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গোকর্ণের সমুদয় অঙ্গের ক্ষুতি না হইলেও তাহাকে চেতনায়ুক্ত বলিয়া বোধ হয়। অথচ সমুদয় প্রত্যঙ্গের ক্ষুতি হইয়া থাকে, তবে কণ হত্যা করিলে দ্বিগুণ গোব্রতের আদ্যুণ করিতে হইবে। পায়ণ ফেলিয়া, কিম্বা দণ্ডের দ্বারা যদি কেহ গরুকে আঘাত করিয়া শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত, আর শৃঙ্গ আমূল উপড়াইয়া দিলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত, ব্রত অমুষ্ঠান করিবে। কেহ যদি এইরূপে গরুর লাঙ্গল ভাঙ্গিয়া দেয় তবে সে একপাদ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলে দ্বিপাদ ব্রত করিবে, কণ ভাঙ্গিয়া দিলে তিন পাদ, আর সমুদয় অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলে পূর্ণমাত্রায় কৃচ্ছ্রব্রত অমুষ্ঠান করিবে। শৃঙ্গ ভঙ্গ, কি অস্থি ভঙ্গ, অথবা কটি ভঙ্গ হইলেও যদি গরু ছয় মাসকাল জীবিত থাকে, তবে আর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই। যদি আঘাত হেতু গরুর পাত্রে ত্রণ বা ক্ষত হয়, তবে স্বহস্তে আরোগ্য পর্য্যন্ত ত্রণস্থানে তৈলাদি স্নেহ মাখাইবে; এবং যে পর্য্যন্ত গরু দৃঢ় ও বলবান না হয়, সে পর্য্যন্ত যবন মাত্র আহার করিয়া থাকিবে। যে পর্য্যন্ত তাহার সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পালন করিবে, তৎপরে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া তাহার সমুখে নিজ গোষ্ঠপ পরিভ্যাগ করিবে। আর যদি গরুর সর্বাঙ্গ পূর্ববৎ না হয়, যদি দেহের কোন অঙ্গ হীন হয়, তবে তাহার গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের অর্কেক নির্দিষ্ট করিবে। যদি কেহ ঔরত্যবশতঃ শোষ্ট্র (চিগ) পায়ণ নিক্ষেপ করিয়া অথবা কোন অঙ্গ দ্বারা বলপূর্বক গোহত্যা করে, তাহার শুদ্ধি ব্যবস্থা নির্ণয় করা যাইতেছে। কাঠ দ্বারা গোহত্যা করিলে সান্ত্বনন ব্রত আচরণ করিবে, শোষ্ট্র দ্বারা গোবধ করিলে প্রোজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে, পায়ণ দ্বারা গোবধ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র সাধন করিবে, আর শস্ত্রের দ্বারা গোবধ করিলে অতি কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। সান্ত্বনন ব্রতে পাঁচটা গরু, প্রোজাপত্য ব্রতে তিনটা গরু

তৎকালে আটটি গরু আর অতিরিক্ত ব্রত
আচরণে তেরটি গরু দান করিতে হয়। যে
প্রকার গরুর হত্যার জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে,
তঁক তাহার অম্লরূপ গরু দান করাই কর্তব্য।
এবে মহর্ষি মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার অম্লরূপ
দান দিলেও চলিতে পারে। গরু দাগিবার
জন্ত বা চিহ্নিত করিবার জন্ত রোধ বা বন্ধন
করিলে দোষ হয়। কিন্তু তাহা ব্যতীত শক-
টাদি বহন জন্ত অথবা দোহন কালে কিম্বা
সায়ংকালে একত্র রক্ষা করিবার জন্ত রোধ বা
বন্ধন করিলে দোষ হয় না। গরু দাগিবার
কালে অতিরিক্ত দণ্ড করিয়া ফেলিলে, কিম্বা
অতিরিক্ত ভার বহন করাইলে কিম্বা নাক
ফুড়িয়া দিলে অথবা দুর্গম নদী পার্বত্যের উপর
দিয়া লইয়া যাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।
উক্ত প্রকারে অতিরিক্ত দণ্ড করিলে একপাদ
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উক্তরূপে বহন করা-
ইলে বিপাদ, নাক ফুড়িয়া দিলে তিন পাদ,
আর এই সমুদায়গুলি পাপ করিলে পূর্ণ মাত্রায়
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। গরু বন্ধনযুক্তই থাকুক
আর বন্ধন মুক্তই থাকুক, যদি দহনহেতু তাহার
মৃত্যু হয়, তবে পরাশর কহিয়াছেন, যথাবিধি এক-
পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। রোধ করা,
বন্ধন করা, যোক্তব্য যুক্ত করা, ভার বহন করান,
প্রহার করা, যোক্তাদি বন্ধ করিয়া দুর্গম স্থানে
প্রেরণ করা, এই ছয়টিই গোবধের কারণ।
যদি কোন গরুর শৃণ্ডগুহে রজ্জ্ব বদ্ধ অব-
স্থায় মৃত্যু হয়, তবে যাচার গৃহে এরূপ গোহত্যা
হয়, তাহাকে অর্দ্ধ কচ্ছ ব্রত অমুষ্ঠান করিতে
হইবে। নারিকেলের দড়ি, শণের দড়ি, মুঞ্জ-
যুক্ত দড়ি, কিম্বা লৌহাদি কোন শৃঙ্খল দ্বারা
গোরুকে বন্ধন করা উচিত নহে। আর যদিও
ইহাদের দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা
হইলে তৎপার্ষ্ণ্য পরন্তু হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া
থাকিতে হইবে। কুশ কিম্বা কাশের দড়ি দ্বারা
গরুকে দক্ষিণ মুখ করিয়া রাখিয়া রাখিবে।
আর এই দড়িতে যদি অগ্নি লাগিয়া গরু দগ্ধ
হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন
নাই। কিন্তু যদি সেস্থলে তৃণ রাশি থাকে
এবং তাহাতে অগ্নি লাগিয়া গরু দগ্ধ হয়, তবে
কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? সে স্থলে

পরিষ্কারিণী গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া পাপ
হইতে মুক্ত হইতে হয়। কৃপ বা বাপীতে
গরু পাঠাইয়া দিলে কিম্বা বৃক্ষ ছেদন করিয়া
গরুর উপর ফেলিয়া দিলে অথবা গো-খাদ-
ককে গরু বিক্রয় করিলে গো-বধের পাপ হয়।
যদি এ অবস্থায় সে গরুকে উদ্ধার করিতে
চেষ্টা করিলে গরুর কক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, কি চক্ষু
বা কর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়, কিম্বা যদি কৃপ মধ্যে
পড়িয়া মগ্ন হইয়া যায়, অথবা যদি কৃপ হইতে
উঠাইতে গিয়াও গরুর গ্রীবা বা পদ ভাঙ্গিয়া
যায়, আর তাহাতেই যদি গরুর মৃত্যু হয়,
তাহা হইলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু
জল পানার্থ কৃপে খাদে, কিম্বা পুকুর বা নদীর
বাধান ঘাটে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে, বা জল পানার্থ
কুণ্ডে (জল পান করিতে গিয়া) গরুর মৃত্যু
হইলে তাহার জন্ত কৃপাদি-কর্তার প্রায়শ্চিত্ত
করিতে হয় না। সেইরূপ কৃপ সম্বন্ধিত খাদে
নদী বা দিগ্বীর খাদে, অথবা সাধারণ জলপানের
জন্ত অথ কোন খাদে উক্ত কারণে পতিত হইয়া
গরুর মৃত্যু হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।
তবে যদি কেহ নিজ বাটী প্রবেশের দ্বারের
সম্মুখে, বা বাটীর মধ্যে খাদ প্রস্তুত করে
অথবা নিজের কোন কাজ বা নিজের গৃহ
নির্মাণ জন্ত খাদ প্রস্তুত করে, তাহাতে পড়িয়া
গরুর মৃত্যু হইলে তজ্জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে
হইবে। রাত্রিকালে গরুকে বদ্ধ বা রুদ্ধ
করিয়া রাখা কালীন যদি, সর্পাঘাত বা ব্যাঘ্র
ধৃত হওয়ায়, অথবা অগ্নি বা বিহ্বল দ্বারা
আহত হওয়ার গরুর মৃত্যু হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত
করিতে হয় না। শক্রবেষ্টিত হওয়ার যদি কোন
গ্রাম শরজাল দ্বারা পীড়িত হইবার কালে,
কিম্বা গৃহ পড়িয়া যাইবার সময় কিম্বা অতিবৃষ্টি
হেতু মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করি-
বার প্রয়োজন নাই। গরু যদি যুদ্ধকালে নিহত
হয়, বা গৃহ দগ্ধকালে দগ্ধ হইয়া যায়, অথবা
দাবালন দ্বারা কিম্বা গ্রাম দগ্ধ হইবার কালে
মরিয়া যায়, তবেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।
যদি গরুর চিকিৎসা করিবার জন্ত বা মৃত গর্ভ
মোচন করিবার জন্ত গরুকে রুদ্ধ করা যায়,
এবং অনেক বস্তু করিলেও তাহার মৃত্যু হয়,
তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

বহু সংখ্যক পীড়িত গাভিকে একত্র বদ্ধ বা
রুদ্ধ করিয়া রাখিলে এবং অশারদর্শী গোচি-
কিংসক দ্বারা চিকিৎসা করাইলে যদি গরুর
মৃত্যু হয়—তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে
হইবে। পান্ডি বা বুধের বিপত্তি কালে যে
সমস্ত লোক সেই অপঘাত মৃত্যু দেখিবে অথচ
তাহা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা না করিবে,
তাহাদের সকলেরই গোহত্যা পাতক হইবে।
যদি একত্রিত বহুলোকসমিতির দ্বারা কোন
গোহত্যা হয় এবং বাহার দ্বারা গরু হত হইয়াছে
তাহা না জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে রাজ-
নিযুক্ত কর্মচারিগণ তাহাদিগের প্রত্যেককে
শপথ করাইয়া (সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্বক) প্রকৃত হত্যা-
কারী নির্ণয় করিবেন। যদি দৈবক্রমে অনেক
লোকের দ্বারা একটা গোহত্যা হয়, তাহা
হইলে তাহার সকলেই পৃথকরূপে গোবধের
এক পাদ বা চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
গোহত্যা হইলে তাহার শোণিত পরীক্ষা
করিতে হইবে। কারণ গরু কোন ব্যাধিগ্রস্ত বা
ক্লশ ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন।
কারণ গরুর একরূপ দোষ থাকিলে তদনুসারে
প্রায়শ্চিত্তও পৃথক্ এবং নানাবিধ হইবে।
সুতরাং উহা ভালরূপেই অনুসন্ধান করা
উচিত। একমাত্র সর্ষপাক্ষজ্ঞ মনু বলিয়াছেন
যে, গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্ত সকল অবস্থা-
তেই চাত্রায়ণ ব্রতাহুতান করিতে হইবে।
প্রায়শ্চিত্তকালে যিনি কেশ রক্ষা করিতে চাহি-
বেন, তাহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে
(এবং) দ্বিগুণ ব্রতের আদেশে দক্ষিণা দ্বিগুণ
করিতে হইবে। রাজা, রাজপুত্র অথবা বেদ-
বিদ ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে কেশ মুণ্ডন না
করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা দিবে।
যে কেশ রক্ষা করিয়াছে, অথচ দ্বিগুণ দানাদি
করে নাই—তাহার পাপ পূর্ববৎই থাকে; সে
পাপ মুক্ত হয় না, আর যিনি একরূপ প্রায়শ্চি-
ত্তের ব্যবস্থা দেব, তিনি নরকে গমন করেন।
যে কিছু পাপ করা যায়, সে সমস্তই কেশ
মধ্যে অবস্থান করে। অন্তত সমস্ত কেশ
ধরিয়া অগ্রভাগের দুই অঙ্গুলিযাত্র ও কাটিয়া
ফেলিতে হইবে। তবে একরূপ ব্যবস্থা, বাহার
কুমারী বা সখা স্ত্রী, কেবল তাহাদের মস্তক

মুণ্ডন স্থলেই দেওয়া যাইতে পারিবে। কারণ
স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ কেশ মুণ্ডন অথবা দূরে
স্বতন্ত্র শয়ন ভোজনের ব্যবস্থা হইতে
পারে না। সুতরাং স্ত্রীলোক রাজিকালে
গোষ্ঠে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবে না।
বিশেষ তাহাদের পক্ষে নদী সন্নিহিত বা অরণ্য
মধ্যে আদৌ যাইতে নাই। আর তাহাদের
অঙ্গিন পরিতোড় নাই। একারণ তাহারা
ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও দেবারাধনা মাত্র করিয়াই এই
ব্রত অহুতান করিবে। কৃচ্ছ্র চাত্রায়ণাদি সন্-
দায় ব্রতই, স্ত্রীলোকদের বহু মধ্যে থাকিয়া
আচরণ করিতে হয়। অতএব তাহারা নিয়ত
গৃহেতেই থাকিবে এবং শুচি হইয়া সমস্ত
নিয়ম পালন করিবে। ইহ সংসারে যে ব্যক্তি
গোহত্যা করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা
করিবে, সে নিশ্চয়ই কালহৃত্য নামক ঘোর
নরকে গমন করিবে। তাহার পর নরক হইতে
ভোগান্তে মুক্ত হইয়া পুনর্বার এই মর্ত্য-
লোকেই জন্ম গ্রহণ করিবে এবং পরে পরে
সাত জন্ম পর্যন্ত ক্লৌষ, দুঃখী ও কুঠরোগাক্রান্ত
হইবে। একারণ পাপ করিয়া তাহা গোপন
করিতে চেষ্টা করিবে না—তাহা প্রকাশ করিবে
এবং সর্বদা স্বধর্ম পালন করিবে। স্ত্রীজাতি
বাগলক, গো বা বিপ্র প্রভি কখন কোপ প্রকাশ
করিবে না।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দশম অধ্যায় ।

চারি বর্ষের সর্ষপ্রকার পাপ হইতে নির-
তির বিধান উক্ত হইল। এক্ষণে অগম্যা-
গমনের কথা বলা যাইতেছে। অগম্যগমন
করিলে শুদ্ধি হইবার জন্ত চাত্রায়ণ ব্রত
আচরণ করিতে হয়। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন
এক এক গ্রাস করিয়া আহার কন্ডাইতে
থাকিবে। শুক্লপক্ষে আবার সেইরূপ এক এক
গ্রাস করিয়া আহার বাড়াইতে পারিবে। তবে
অমাবস্তায় কিছুই আহার করিবে না, ইহাই
চাত্রায়ণ ব্রতের বিধি। এক এক গ্রাসের
পরিমাণ এক কুটীও সন্মুখ কলনা করিয়া
লইবে। ইহার অজ্ঞা হইলে শাস্ত্রের অভি-

প্রায় বিরুদ্ধ হইবে; সুতরাং তাহাতে ধর্ম বা শুদ্ধি লাভ কিছুই হইবে না। প্রারম্ভিক অস্থান শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। দুইটা গাভি ও এক শ্ৰোড়া বৃদ্ধ বিপ্রগণের দক্ষিণাশ্বরূপ দান করিবে। যে বিজ, চাণালী বা স্বপাকী গমন করিবেন, তিনি বিপ্রগণের আত্মক্ৰমে ত্রিরাত্রি উপবাসী থাকিবেন। তৎপরে শিখাসমেত সমুদায় কেশ মুগুন করিয়া তিনটা প্রোজাপত্য ব্রত অস্থান করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মকুর্চ পান করিয়া, ভোজনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদেব তুষ্ট করিবেন। তাহাকে নিত্য গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এক গাভী ও এক ষাঁড় বিপ্রগণকে দক্ষিণাশ্বরূপ দান করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি শুদ্ধি লাভ করিবেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য চাণালী গমন করেন, তবে তাহাকে দুইটা প্রোজাপত্য ব্রত আচরণ এবং গাভি ও এক বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কোন শূদ্র চাণালী বা স্বপাকী গমন করে, তবে তাহাকে একটি কুঙ্ক প্রোজাপত্য আচরণ এবং এক গাভি ও এক বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কেহ মোহ হেতু মাতৃগমন, ভগিনীগমন বা কস্তাগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে তিনটা কুঙ্কব্রত আচরণ করিতে হইবে। পরে তিনটা চাত্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইবে এবং শেষে লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানকৃত মাতৃস্বসা গমন করিলেও উক্তরূপ প্রারম্ভিত করিতে হইবে। তবে যদি কেহ অজ্ঞানবশে মাতৃস্বসা গমন করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, তাহাকে দুইটা মাত্র চাত্রায়ণ করিতে হইবে, এবং দশটা গাভি ও দশটা বৃষ দান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিমাতা গমন করিবে, মাতার সখী গমন করিবে, ভ্রাতৃকস্তা গমন করিবে, গুরুপত্নী গমন করিবে, পুত্রবধূ গমন করিবে, বা ভ্রাতৃভাৰ্যা গমন করিবে, মাতুলানী গমন করিবে, কিংবা কোন স্বগোক্ত্রজ কস্তা গমন করিবে, তাহাকে তিনটা প্রোজাপত্যব্রত আচরণ করিতে হইবে, তৎপরে দুইটা গাভি দক্ষিণা দিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ

নাই। পশু ও বৈশ্য প্রভৃতি গমন করিলে, অথবা মহিষী, উষ্ট্রী, বানরী, পক্ষী, শূকরী গমন করিলে, প্রোজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে। যে গাভি গমন করিবে, সে ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে একটি গরু দান করিবে। মহিষী, উষ্ট্রী বা গদগী গমন করি অহোরাত্রেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। বিপ্র বা পরম্পর কাটাকাটির সময়, যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষের সময়, মারীভয়ের সময়, বিশক রাজাকর্ষক বন্দী হইবার সময় কিংবা কোনরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবার সময়, সর্দদা নিজ পত্নীকে নিরীক্ষণ করিবে। যে নারী চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করে, সে দশজন প্রধান বিপ্রের নিকট গিয়া নিজ দোষ প্রকাশ করিবে। সে এক রাত্রি নিরাহার অবস্থায় গোময় জল ও কর্দম পরিপূর্ণ কূপে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া থাকিবে, তৎপরে তাহা হইতে উঠিবে। তৎপরে শিখা সমেত মস্তক মুগুন করিয়া বাবকৌদন মাত্র ভোজন করিবে। পরে ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া শেষে এক রাত্রি জলে বাস করিয়া থাকিবে। তৎপরে শশ্যপুস্পী লতার মূল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং সূবর্ণ ও পঞ্চগব্য একত্র বাটিয়া তাহার ক্কাথ বাহির করিয়া সেই জল পান করিতে হইবে। তৎপরে, বতদিন পুনর্ব্বার ঋতুমতী না হয়, ততদিন একবার মাত্র ভোজন করিতে হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রতাস্থান করিবে, সে পর্য্যন্ত বাহিরে বাস করিতে হইবে। এইরূপে প্রারম্ভিত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে ও দুইটা গাভি দক্ষিণা দিতে হইবে। এই মত প্রারম্ভিত করিলে শুদ্ধি লাভ হইবে, ইহা পরাশর বলিয়াছেন। চারি বর্গের নারী-দেরই এই অবস্থার কুঙ্ক চাত্রায়ণ ব্রত অস্থান করিতে হয়। জী ও ভূমি দুই একরূপ; সুতরাং তাহা একেবারে দৃষ্ট হয় না। বন্দী করিয়া গইরা গিয়া কিংবা হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিংবা বনপ্রবোধ করিয়া অথবা অন্ত কোনরূপ ভয় দেখাইয়া যদি কেহ কোন নারী উপভোগ করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, কুঙ্ক সতাপন ব্রত আচরণ করিলেই নারী শুদ্ধিলাভ করিবে।

যে নারী একবার মাত্র অস্ত্র কর্তৃক উপভুক্ত হইয়া আর পাপ কর্ষ করিতে ইচ্ছা না করে, সে প্রজাপত্য ব্রতচরণ এবং পুনর্বার প্ৰভু-মতী হইলেই শুদ্ধ হইবে। যাহার পত্নী স্ত্রী সেবন করে, তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ পতিত হয়, এক্ষণে যাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হইয়াছে তাহার নরক গমন হইতে নিষ্কৃতি নাই। কৃচ্ছ্র সান্ত্বনন ব্রত আচরণের সময় গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। গোমুত্র, গোময়, দুগ্ধ, বশি ও ব্রত এই পঞ্চগব্য ও কুশোদক পান করিয়া এক রাত্রি উপবাস করিলেই স্মৃতি মতে কৃচ্ছ্র সান্ত্বনন ব্রত করা হয়। স্বামী বিদেশে যাইলে, স্বামীর মৃত্যু হইলে অথবা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, যে নারী, উপপতি কর্তৃক জারজ গর্ভ উৎপাদন করায়, সেই পতিত পাপকারিণীকে ভিন্ন রাজ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সহিত বাহির হইয়া যায়; তবে তাহাকে নষ্টা বলে, তাহাকে আর কোন রূপেই গৃহে পুনর্গ্রহণ করা যায় না। যে নারী কামবশে বা মোহবশে বন্ধু, বা পুত্র, পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার পরলোক ইহলোক উভয়ই নষ্ট হয়। যদি নারী এইরূপ গৃহবহিষ্কৃত হইয়া দশ দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন না করে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। অতএব নারী, কোন কারণেই দশদিন গৃহ ত্যাগ করিয়া থাকিবে না, থাকিলে তাহাকে নষ্টা মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে। এ অবস্থায় যদি তাহাকে গৃহে লওয়া যায়, তবে স্বামীকে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে। বন্ধুগণকে কৃচ্ছ্র অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। আর তাহাদের সহিত যাহারা অনগ্রহণ বা জলপান করিয়াছে, তাহারা এক অহোরাত্র উপবাসেই শুদ্ধ হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সাহায্য ব্যতীত একাকিনী গৃহবহিষ্কৃত হইয়া যায়, এবং বহির্গতা হইয়া একশত পুরুষের সংসর্গ করে, তাহা হইলে তাহার গোত্রীয়গণও তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে। এক্ষণে নারী যদি কোন পুরুষের গৃহে গমন করে, তবে তাহার গৃহ শুদ্ধ হয়; এবং তাহার জন্মের যে গৃহ, সেই গৃহই তাহার পিতৃ মাতৃ গৃহ এক্ষণে উল্লেখ করিবে। পশ্চাৎ উক্ত গৃহকে পঞ্চ-

গব্যের দ্বারা শোধন করিতে হইবে; এবং সেই গৃহের যুগ্মপাত্র সমুদায় ত্যাগ করিয়া তথাকার বস্ত্র ও কাষ্ঠ সমুদায় শোধন করিতে হইবে। আর ফলযুক্ত সমুদায় দ্রব্যসম্ভারই গোকেশের দ্বারা শোধন করিতে হইবে। ত্র্যপাত্র পঞ্চগব্য দ্বারা এবং কাংশপাত্র সকল দশবার ভস্মের দ্বারা মার্জিত করিয়া শোধন করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত নষ্টা নারী যে বিপ্র গৃহে বাস করিয়াছিল, সেই বিপ্র ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া তৎপ্রভুত ব্যবস্থা মত প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। দুইটা গরু দক্ষিণ দিতে হইবে; এবং প্রজাপত্য ব্রতচরণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের অস্ত্র সকল জাতির গৃহে সে নারী বাস করিলে এক দিব্যাত্রি উপবাসের পর পঞ্চ-গব্যের দ্বারা গৃহকর্ত্তা গৃহ শোধন করিবেন। তৎপরে পুস্ত্র ও ভৃত্য সহিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, বজ্রীয় দ্রব্য ও চমস ভূমিস্থিত জল, দর্ভ, ইহার কখনই অপবিত্র হয় না। ব্রাহ্মণগণ উপবাস ব্রত, পুণ্যকর্ষ, সন্ধ্যা, দেবার্চনা, জপ, হোম, দান, এই সমস্ত দ্বারা সকল অবস্থাতেই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায় ।

বিপ্র যদি অপবিত্রের ত গোমাংস, কিম্বা চাণ্ডালগণ ভোজন করেন, তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবেন। সেই অবস্থায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহার অর্ধেক ব্রত আচরণ করিবে। আর শূদ্র যদি উল্লিখিত দ্রব্য ভোজন করে, তবে তাহাকে প্রজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে। শূদ্র পঞ্চগব্য ভোজন করিবে, বিজ ব্রহ্মকূর্চ্ছ পান করিবে। এবং ব্রাহ্মণ একটা গাভি, ক্ষত্রিয় দুইটা গাভি, বৈশ্য তিনটা, গাভি এবং শূদ্র চারিটা গাভি দান করিবে। শূদ্রের অন্ন, অশৌচের অন্ন, অভোজ্যের অন্ন, শক্তি-তায়, নিষিদ্ধ অন্ন, বা পুরোচ্ছিষ্ট অন্ন, যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ কিম্বা বিপদে পড়িয়া ভোজন করেন, তবে বধন তাহা

জানিতে পারিবে, তখন কুছ ব্রত আচরণ করিবেন এবং ব্রহ্মকর্ক পান করিবেন। যখন অন্ন—সর্প, নকুল বা বিড়াল কর্তৃক উচ্ছিষ্ট হইবে, তখন তিল, কুশ ও জল তাহাতে প্রক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি শূদ্র অভোজ্য অন্ন ভোজন করে, তবে পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিপ্রগণ এক পংক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া একত্র ভোজন কালে যদি কোন একজন পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ে, তবে শেষ অন্ন আর কেহই খাইবে না। যদি এরূপ অবস্থায় কোন বিপ্র লোভ হেতু, বা মোহ হেতু পংক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে সেই বিপ্র কুছ দাতপন ব্রত আচরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। হুদের জ্বায় ষোল বর্ষ রহুন, বৃন্তাক ফল, (বেণুগ) গুঞ্জন (গাজরা) পলাতু (পেঁয়াজ) বৃক্ষ নির্ধান দেবদ্রব্য (দেব পূজার্থ দ্রব্য) করকা, উল্লী হুগ, ছাগী হুগ; এই সকল যদি কোন বিপ্র অজ্ঞান-বশতঃ ভোজন করে, তবে তাহাকে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া, পরে পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞান-বশতঃ ভেক অথবা মৃগিক মাংস ভক্ষণ করে, পরে সে বিষয় জানিতে পারিলেই অহোরাত্র উপবাসের পর যাবকাল ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় হউক, আর বৈশ্যই হউক, যদি সে ক্রিয়াবান বা ধর্ম কর্ত্তব্যকারী ও বিশুদ্ধাচারী হয়, তবে তাহার গৃহে হোম (যজ্ঞ) ও হব্য কৰ্ম্ম (পিতৃ শ্রাদ্ধাদিতে) ব্রাহ্মণ-গণ সর্বদাই ভোজন করিতে পারিবে। বিপ্রগণ নদী তীরে গমন করিয়া শূদ্রদত্ত ভোজ্য ভোজন করিতে পারিবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ জাতাশৌচ বা মৃতশৌচ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তবে কি প্রকারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা প্রতিবর্ণক্রেমে নির্দিষ্ট হইতেছে। শূদ্রের জাতাশৌচে ভোজন করিলে, অষ্ট সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বৈশ্যের জাতাশৌচে ভোজন করিলে পঞ্চ-সহস্র বার

গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, ক্ষত্রিয়ের হইলে তিন সহস্র গায়ত্রী জপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের অশৌচান্ন গ্রহণ করিলে কেবল প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়, অথবা বাম-দেব্য সামবেদ একবার পাঠ করিলেই শুদ্ধ হয়। যদি শূদ্রের গৃহ হইতে গুগু অন্ন বা চাউল প্রভৃতি হুগ, ঘৃত, তৈল, প্রেরিত হয়, এবং যদি তাহা গৃহেই পাক করা হয়, তবে তাহা পবিত্র বিধেয়ও ভোজনযোগ্য, ইহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোনরূপ বিপদকালে বিপ্র শূদ্র-গৃহে ভোজন করেন, তবে তাহাতে তাঁহার মনস্তাপ জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন, অথবা শতবার গায়ত্রী জপ করিবেন। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীর কিম্বা যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের অন্ন ভোজন করা যায়। শূদ্রকতা হইতে ব্রাহ্মণ ঔরসে জাত অথচ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে দাস বলা যায়, কিন্তু অসংস্কৃত থাকিলে সে নাপিত হয়। যে পুত্র শূদ্র কতার গর্ত্তে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে গোপাল বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তাহার গৃহে, অন্ন ভোজন করিতে পারেন। বৈশ্যকতার গর্ত্তে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে আর্দ্ধিক, (অর্দ্ধসীর) বলিয়া জানিবে। বিপ্র নিঃসংশয়ই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারে। তাহার অন্ন গ্রহণ বা জল পান করা যায় না, তাহার ভাণ্ডে জল, দধি, ঘৃত বা হুগ যদি কেহ অজ্ঞানতঃ ভোজন করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি উক্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চাহেন, তবে বর্ণানুসারে ব্রহ্মকর্ক ভোজন বা উপবাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি দিতে হইবে। শূদ্রের উপবাস বিহিত নাই, শূদ্র দান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। এক দিবারাত্রি মাত্র ব্রহ্মকর্ক আহার করিলে স্বপাক (চাঁঙালও) শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। গোমূত্র, গোমল, হুগ, দধি, ঘৃত, কুশজল, ইহাই (ব্রহ্মকর্ক বলিয়া) নির্দিষ্ট আছে, এই পঞ্চগব্য পবিত্র ও পাপ-নাশকারক। কৃষ্ণবর্ণ গাভির গোমূত্র

ঋতবর্ণ গাভির গোময় গ্রহণ করিবে, ভাত্রবর্ণ গাভির ছুঙ্ক লইবে এবং ঋতবর্ণ গাভির দধি লইতে হইবে। কপিলবর্ণ গাভির ঘৃত গ্রহণ করিবে। তবে যদি এই পাঁচ বর্ণের গাভি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপিলা হইতেই সমস্ত সংগ্রহ করিবে। গোমূত্র এক পল লইবে, দধি তিন পল লইবে, ঘৃত এক পল লইবে, গোময় অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত লইবে, ছুঙ্ক মগ্ন পল লইবে, আর কুখোদক এক পল লইবে। গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্র লইবে; “গন্ধ দ্বারা” ইতি মন্ত্র পাঠ পূর্বক গোময় লইবে, ‘অপ্যায়স্ব’ এই মন্ত্র দ্বারা ছুঙ্ক গ্রহণ করিবে, ‘দধিক্রাবু’ ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া দধি হইবে। ‘তজ্জোসি শুক্রম্’ এই মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে, ‘দেবস্ত ত্বা’ ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া কুখোদক লইবে, তৎপরে অক্ষমন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য শোধন করণান্তর অগ্নির নিকটে স্থাপন করিবে। তৎপরে “আপেহিষ্ঠা” এই পাঠ করিতে করিতে উক্ত ছয় দ্রব্য আলোড়ন করিয়া মিশ্রণ করিবে এবং “মানন্তোক” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে মন্ত্রপূত করিবে।^{*} যে কুশের (অন্ততঃ) সাতটা অপেক্ষা অল্প, নধর পাতা আছে, বাহার অগ্রভাগ ছিন্ন নহে, বাহার বর্ণ শুক পক্ষীর তায়; এরূপ কুশ দ্বারা যথানিয়মে পঞ্চগব্য দ্বারা হোম করিতে হইবে। “ইরবতী-ইলং ত্রিষু মানন্তোক চ শংবতী” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিতে হয়। পরে হোম শেষ বাহা থাকিবে, তাহাই পান করিতে হয়। পান করিবার পূর্বে প্রণব উচ্চারণ পূর্বক তাহা আলোড়ন করিবে, এবং প্রণব উচ্চারণ করিয়াই তাহা মগ্ন করিবে, তৎপরে প্রণব পাঠ করিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া প্রণব পাঠ করিয়াই তাহা পান করিবে। যে পাপ দেহীদিগের দেহে একেবারে হাড় হাড়ে বিদ্যমান আছে, সে সমস্তই অগ্নি কর্তৃক কাঠ দাহের দ্বারা এই ব্রহ্মকর্তৃক একেবারে জন্মীভূত হইয়া যায়। যদি জলপান করিবার কালে জল যুধনিঃসৃত হইয়া পাত্র মধ্যে পতিত হয়, তবে সে জল অপেক্ষ হইবে। তাহা পুনর্বার পান করিলে চাত্মারণ দ্রোচরণ করিতে হয়। কৃপ

মধ্যে যদি কুকুর, শূগল, মর্কট পতিতে দেখা যায়, কিম্বা যদি তাহাতে অহি চর্যাদি পতিত হয়, তবে সেই অপবিত্র জল কোন বিজ্ঞ পান করিলে (তাঁহাকে নিম্নলিখিত বিধান মতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়)। যদি কৃপ মধ্যে নর, কাক, বিড়াল, বরাহ, গদগু, উল্লু, গরু, হস্তী, ময়ূর, গাভার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, ইহাদের মধ্যে কাহারও অস্থি বা কঙ্কাল পতিত হয়, তাহা হইলে সেই কৃপের জল দূষিত হইবে। সে অপবিত্র জল পান করিলে নিম্নলিখিত ক্রম অনুযায়ী বিধানমত সকল বর্ণের লোকেব প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বিপ্র তিন রাত্রি উপবাসে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়কে দুই রাত্রি উপবাস করিতে হয়, বৈশ্যকে এক দিন উপবাস করিতে হয়, আর শূদ্র এক রাত্রি উপবাস করিলেই শুদ্ধ হইবে। যে বিজ্ঞ পরপাক নিবৃত্ত, পরপাক রত, কিম্বা কোন অপচ ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করে, তবে তাহাকে চাত্মারণ করিতে হইবে। অপচ ব্রাহ্মণকে দান করিলেও দানের এই ফল হয় যে, দাতা ও ঐতি গ্রহীতা উভয়েই নরকে গমন করেন। যে গৃহস্থ, অগ্নি গ্রহণ করিয়া অগ্নি স্থাপনান্তর, পঞ্চ বজ্র না করে, মুনিগণ তাহাকেই পরপাক নিবৃত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিত্য প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া স্বয়ং পঞ্চ বজ্রের অহুষ্ঠান করতঃ পরামের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাকেই পরপাক-রত বলে। যে বিপ্র গৃহধর্মবিহীন হইয়াও দান করে, ধর্ম তত্ত্বজ্ঞ অযিগণ তাহাকেই অপচ বলিয়া নির্দেশ করেন। ঐতি যুগে যে যুগধর্ম নির্দিষ্ট আছে, যে সকল বিজ্ঞগণ সেই ধর্মেতেই নিরত থাকেন, তাঁহাদের নিন্দা করা কর্তব্য নহে, কেন না ব্রাহ্মণগণই যুগরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণের ঐতি হস্তার প্রয়োগ করে, কিম্বা মাননীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে “তুমি” বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে দান করিয়া সমস্ত দিবস তাহাকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি কেহ তৃণের দ্বারাও ভাড়া করেন, কিম্বা তাহার গলায় বস্ত্র বেধে, অথবা বিবাহে তাহাকে হারা ইয়া দেয়, তবে শ্রণমানি দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে

এসম করিতে হইবে। যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ডাদি উত্তোলন করে, তবে এক রাত্রি উপবাস করিবে, তাহাকে ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলে জিরাজি উপবাস করিবে, রক্ত বাহির করিলে অতিক্রম্ভ ব্রত আচরণ করিবে, আর যদি গ্রহাৱের জন্ম ভিতরে রক্ত জমিয়া যায়, তবে শুধু ক্রম্ভ ব্রত আচরণ করিতে হইবে। পানি পরিমাণ অন্ন মাত্র ভোজন করিয়া নয় দিন কাটাইলে অতি ক্রম্ভ ব্রত করা হয়। আর জিরাজি মাত্র উপবাস করিলে তাহাকেই ক্রম্ভ বলা যায়। যদি এককালে সৰ্ব্বপ্রকার পাপ কার্যের সম্মিলন হয়, তথাপি লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিলেই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধি লাভ করা যায়।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ছাদশ অধ্যায় ।

দুঃস্বপ্ন দেখার পর, বমন করার পর, কোৱী হওয়ার পর, ক্রীসন্তোণ করার পর কিম্বা শ্মশানে চিত্তাধম গায়ে লাগিলে পর স্নান করিতে হইবে। যদি দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের কেহ অজ্ঞান বশতঃ বিষ্ঠা বা মূত্র কি অথবা খান করিয়া ফেলে, তবে তাহার পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়। দ্বিজগণের পুনঃসংস্কার কর্ত্তে অজ্ঞান, মেধলা দণ্ড ভিক্ষার্চ্য, ব্রত সমুদায়ই নিবৃত্ত করিতে হয়। স্ত্রী ও শূদ্রগণের শুদ্ধির জন্ম প্রাজাপত্য ব্রত বিহিত আছে। তৎপরে স্নানান্তর পঞ্চগব্য প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করিলেই শুদ্ধি লাভ হইবে। যদি নিত্য স্নান জিরার কোন বাধা পড়ে বা গৃহস্থাপিত অগ্নি নির্বাণ হইয়া যায় বা অন্ন কারণে অগ্নি কার্যের কোন বাধা পড়ে কিম্বা পরি-এজ্যার বিষ নাশ হয়, তাহা হইলে এই তিন প্রত্যবায় হইতে যেরূপে শুদ্ধিলাভ করা যায় তাহার বিধান করা বাইতেছে। এই রূপ স্থলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই তিন বর্ণের লোক দুইটী প্রাজাপত্য আচরণ দ্বারা কিম্বা তীর্থ পর্যটন দ্বারা অথবা একাদশ বৃষ দান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কথা বলা বাইতেছে, তাহারা যনে গমন করিয়া কোন এক চতুষ্পদ মধ্যে শিখা

সমেত মন্তক মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রতের অহুষ্ঠান করিবেন এবং একটা গাতি ও একটা বৃষ দক্ষিণ দিবেন। স্বায়ত্ত্ব মন্থ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ ইহা দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করিয়া, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে ও পুনঃ ব্রাহ্মণ লাভ করিবে। মমীষিগণ পাঁচ প্রকার স্নানের কথা বলিয়াছেন, যথা আঘেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও দিব্য। ভগ্ন দ্বারা মার্জ্জন করাকে আঘেয় স্নান বলে, অবগাহন করিয়া স্নান করিলে বারুণ স্নান বলে; “আপোহিষ্টা” এই স্নোচ্চারণ পূর্বক মানসিক স্নান করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম স্নান বলে; ধূগি দ্বারা মার্জ্জন করিলে তাহাকে বায়ব্য স্নান বলে। রৌদ্র থাকিতে বর্ষার জলে স্নান করিলে তাহাকেই দিব্য স্নান বলে। এই দিব্য স্নানে মানবেরা গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন। যখন বিপ্রগণ স্নানার্থ আগমন করেন, তখন পিতৃগণ ও দেবগণ তৃপাতুর হইয়া জল পান করিবার জন্ম বায়ুতপ ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে থাকেন। যখন বিপ্রগণ স্নান করিয়া কাপড় নিংড়ান তখন তাঁহারা নিরাশ হইয়া দ্বিরিয়া যান। একারণ পিতৃ তর্পণ না করিয়া কখন কাপড় নিংড়াইবে না। যে দ্বিজ, স্নান শেষ করিয়া দাঁড়াইয়াই চুল ঝাড়েন, কিম্বা জলের উপর আচমন করেন, পিতৃগণ ও দেবগণ কষ্টক তাঁহার দত্ত তর্পণ জল পরিত্যক্ত হয়। শিরে পাকড়ি বাঁধিয়া রাখিলে, কাচা গুলিয়া রাখিলে শিখাবন্ধন করিয়া না রাখিলে, কিম্বা যস্তো-পবীত না থাকিলে, সে অবস্থায় দ্বিজ আচমন করিলেও অশুচি হইবে। স্থলে থাকিয়া জলের উপর আচমন করিবেন না। জল স্থল উভয়কে স্পর্শ করিয়া উভয়েতে আচমন করিলেই তবে শুদ্ধ হওয়া যায়। স্নানের পর, পানের পর, হাঁচির পর, শয়নের পর, ভোজনের পর, কিম্বা পথে গমনের পর অথবা বস্ত্র পরিবর্তনের পূর্বে আচমন করা থাকিলেও পুনর্বার আচমন করিবে। হাঁচি হইলে, নিদ্রাবন করিলে, দত্ত উজ্জিষ্ট হইলে, মিথ্যা বলিলে, কিম্বা পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম,

স্বর্ঘ্য ও অনিল, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। দিবাকর-করের দ্বারা পবিত্র হইয়া দিব্যভাগেই স্নান করা প্রশস্ত। আর যে সময় রাহু দর্শন হয় (গ্রহণ হয়) সে সময় বাতীত অন্ন নিশিতে স্নান করা প্রশস্ত নহে। মরুতগণ, বহুগণ, কুদগণ, আদিভ্যগণ ও অত্যাচ্ছাদিতদেবগণ সকলেই সোম দেবতায় মধ্যে বিলীন থাকেন। একারণে চন্দ্র গ্রহণ সময়ে স্নান করিতে হয়। খলঘজ্জ, বিবাহ, সংক্রান্তি ও গ্রহণ এই কয় সময়েই কেবল রাত্রি কালে স্নান করা কর্তব্য, অন্য সময়ে রাত্রিতে দান বিহিত নহে। পুর্ন জন্মিলে, যজ্ঞ কালে, বা স্তত্যান্ন সময়ে বা রাহু দর্শনে রাত্রি কালে স্নান প্রশস্ত অন্য সময়ে রাত্রিতে দান প্রশস্ত নহে। রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরকে মহানিশা বলে। রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে দিনব্যং স্নান করিতে পারা যায়। চিতিস্থিত চৈত্যা, বৃক্ষ, চণ্ডাল ও সোম-বিক্রয়কারী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ সবস্ত্রে জল মধ্যে অবগাহন করিবেন। অস্থি সঞ্চয়নের পূর্বে রোদন করিলে স্নান করিতে হয়। বিপ্রগণের দশ দিবসের মধ্যে রোদন করিলে স্নানের পূর্বে তাহাদের আচমন করিতে হয়। স্বর্ঘ্য বধন রাহুগ্রহণ হয়, তখন সমস্ত জলই গঙ্গার সমান পবিত্র হয়, চন্দ্র গ্রহণ কালেও উহা হইয়া থাকে। সূতরাং সে সময়ে সর্বত্রই স্নান দানাদি কর্ম করা যায়। কুশের দ্বারা পবিত্র জলে স্নান করিয়া, কুশজলে আচমন করিয়া, যে কুশের দ্বারা জল উঠাইয়া তাহা পান করিলে বিজ্ঞপণের সোম পান সদৃশ ফল হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সন্ধ্যা-উপাসনাবর্জিত হইয়াছে, বেদ অধ্যয়ন করে না, তাহাদের সকলকে বুঝল বলে। অতএব বুঝল হইবার ভয় থাকিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদ পড়িতে না পারুন অন্তত বেদের একাংশও পাঠ্য করা কর্তব্য। শূদ্রের অন্ন পানীয় দ্বারা পুষ্ট হইয়া যদি বিপ্র নির্যত বেদ পাঠ্য করেন বা ঈপ হোম করেন, তথাপি তাহার সঙ্গতি হয় না। শূদ্রের অন্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সংবৎসর রক্ষা, শূদ্রের সহিত সহবাস এবং শূদ্র হইতে জ্ঞান লাভ

করিলে ব্রাহ্মণ জ্ঞানার্থি দ্বারা প্রজ্জলিত-অগ্নির হইলেও অধঃপতিত হয়। যে দ্বিজের শরীর জন্মাশোচ বা মৃত্যুশোচযুক্ত শূদ্রের অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে যে কোন কোন নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা আমিও বিশেষরূপে জ্ঞান না। সে দ্বাদশ জন্ম গুণ, দশজন্ম শূকর, সপ্ত জন্ম কুকুর হইবে, ইহা মন্য বলিয়াছেন। যদি কোন বিপ্র দক্ষিণা পাইয়া শূদ্রের নিমিত্ত হোম করেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবে, আর শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। যে দ্বিজ মৌনব্রত অবলম্বন করিবে, তিনি কোন সময়ে উপবিষ্ট হইয়া কথা কহিবেন না। যে ব্রাহ্মণ, আহার করিবার সময় কথা কহেন, তাহাকে সে অন্ত্যাত্ম করিয়া উচিতি হইবে। যে বিপ্র অর্দ্ধ ভোজন করিয়া সেই পাত্র জল পান করিবে, তাহার দৈব ও পিতৃ কর্ম সমুদায় নষ্ট হইবে, এবং সে আত্মাকেও অধঃপাতে লইয়া যাইবে। তর্পণ পাত্র উপস্থিত থাকিতেও যে দ্বিজ তর্পণ না করে, তাহার প্রতি দেবগণ তৃপ্ত হয়েন না এবং পিতৃগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। শ্রায়বান এবং স্তুবুজ্ঞান গৃহস্থ যখন গোষ্যপালন এবং ধর্ম্মার্থ সিদ্ধি নিমিত্ত নিরন্তর থাকিবেন, তখনও সদা সর্বদা কেবল ধর্ম্মই অনুধ্যান করিবেন। শ্রায়হুসারে ধন উপার্জন করিয়া সর্বদা জ্ঞান রক্ষা বা জ্ঞানোপার্জন করা কর্তব্য। কারণ যে শ্রায়পথে না চলিয়া জীবন যাপন করে, সে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়। অগ্নিচিৎ ব্রাহ্মণ, কপিল, গাভি, যজ্ঞকারী, রাজা, ভিক্ষুক ও সমুদ্র, এই সকল দেবধামাত্র পুণ্য লাভ হয়। অতএব ইহাদিগকে সর্বদা দেখিতে চেষ্টা করিবে। অরগি, কৃষ্ণ মার্জার, চন্দন, উৎকৃষ্ট মণি, ঘৃত, তিল, কৃষ্ণাজিন ও ছাগ এই সমুদয় রাখিবে। এক শত গাভী ও একটী বৃক্ষ যে ক্ষেত্রে মুক্তভাবে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতে পারে, সেই পরিমাণ ক্ষেত্রের দশ গুণক্ষেত্রকে এক গোচর্ম্ম কহে। কেহ যদি মন, বাক্য বা কোনরূপ কর্ম দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি রূপ মনুষ্যপাতক করে, তাহা হইলে এইরূপ এক গোচর্ম্ম দান করিলেই সদা গাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। বহু কুটুম্ব বা পরিবার-

মুখ দ্বিবিদ ব্রাহ্মণকে বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়কে যে দান করা যায়, তাহাতে দাতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। ষোল দিনের মধ্যে যদি কোন নারী পুনর্বার ব্রজঙ্গনা হয়, তাহা হইলে স্নান করিয়াই সে শুদ্ধ হইতে, পারিবে। ষোল দিনের পরে হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ থাকে, ইহা মুনি উশনা বলিয়াছেন। চাণ্ডালী স্পর্শ করিলে ছই দিন, প্রস্থতিকে স্পর্শ করিলে চারি দিন, ব্রজঙ্গনা নারীকে স্পর্শ করিলে ছয় দিন এবং পতিতা নারীকে স্পর্শ করিলে আটদিন অশৌচ হয়। অতএব তাহাদের নিকটে বাইলেই স্ততঃ স্নান করিতে হইবে। আর অজ্ঞান বশতঃ উহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নানের পর সূর্য্য দর্শন করিলেই হইবে। যদি কোন জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ বাপী কূপ বা ভড়াগে মুখ দিয়া জল পান করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পরজন্মে কুকুরঘোনি প্রাপ্ত হয়। যদি কোন পুরুষ ভার্গ্যা প্রতি ক্রোধবশতঃ সে ভার্গ্যাতে গমন করিবে না, সে অগম্য এই-রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে সেই ভার্গ্যা গমন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেই কথা বিপ্রগণকে শ্রবণ করাইতে হইবে। যদি শ্রান্তি-জন্ম, ক্রোধজন্ম, তমোভাবের আবিক্যহেতু কিম্বা ভ্রমবশতঃ অথবা ক্ষুধা পিপাসা বা ভয়ে অতিশয় কাতর থাকায়, দানাদি পুণ্যকর্ম না করে, তবে তাহাকে তিন দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহাকে মহানদীর সঙ্গমস্থলে প্রতিদিন তিনবার স্নান করিতে হইবে। এই রূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গোদক্ষিণা দিতে হইবে। হ্রাচাত্রী, নিষিদ্ধাচাত্রী বিপ্রের অন্ন যদি কোন দ্বিজ ভোজন করে, তাহা হইলে এক দিন অভুক্ত থাকিতে হইবে। যে বিপ্রসদাচাত্রী ও বেদান্তবাদী, তাহার অন্ন এক দিবা রাত্রি মাত্র ভোজন করিলে নরগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যদি কেহ উল্লেখিষ্ট অবস্থায় মরে, অথবা অধোচ্ছিষ্ট হইয়া মরে, অথবা অন্তরীক্ষে বা শূন্যপথে মৃত্যুকাম্পষ্ট না থাকিয়া মরে, তাহা হইলে তাহার মরণাশৌচ, তিনটি কচ্ছুব্রত করিবে। কচ্ছুব্রত করিতে হইলে দশ হাজার বার গায়ত্রী জপ ও তিন শত প্রাণায়াম করিতে

হইবে, এবং পূণ্যতীর্থে দ্বাদশবার আর্জ শিব অবস্থায় স্নান করিতে হইবে। পরে ত্রিজোযন তীর্থ যাত্রা করিতে হইবে। ইহাই কচ্ছুব্রত। যদি কোন গৃহস্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক কামবশে ভূমিতে রेतঃ নিষ্ক্ষেপ করে, তাহা হইলে সহস্রবার গায়ত্রী জপ ও তিন বার প্রাণায়াম করিতে হইবে। কোন ব্রহ্মহত্যাকারী যদি প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জ্ঞাত চতুর্দশী ব্রাহ্মণের নিকট গমন করে, তবে তিনি তাহাকে সেতুবন্ধ তীর্থে গমন করিবার ব্যবস্থা দিবেন। সে এই সেতু বন্ধ পথে চারিবর্গের নিকটই ভিক্ষা করিতে পারিবে। কেবল কুকাম্ম নিরত ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করা ত্যাগ করবে। সে সময়ে ছত্র ও পাছুকা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহাকে ভিক্ষার সময় বাগতে হইবে যে, আমি অতি দুঃস্থ করিয়াছি, আমি মহা পাপকারী ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। এক্ষণে ভিক্ষার্থী হইয়া তোমার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছি। ইহাকে এই সময়ে গোবুলে, গ্রামে, নগরে, বনে, তীর্থে নদী প্রস্রবণ ধারে সর্বত্রই বাস করিতে হইবে? এবং এই সমস্ত স্থানে নিজ পাপ কীর্তন করিতে হইবে। তৎপরে পবিত্র সাগর সমীপে গমন করিয়া দশ যোজন প্রশস্ত ও শত যোজন দীর্ঘ; রামচন্দ্রের আদেশে বানর নলের পরিশ্রম ধারা প্রস্রবণে সেই সমুদ্রের সেতু দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিরুত্তি পাইবে। পৃথিবীপতি রাজা যদি ব্রহ্মহত্যা-কারী হইয়েন, তবে তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইবে। তৎপরে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সেতুবন্ধ হইতে, আর রাজা যজ্ঞের অশ্ব সহিত ভ্রমণান্তর পুনর্বার ফিরিয়া আসিয়া বাসার্থ নিজ গৃহে গমন করিবেন। তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত মিলিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে এবং চতুর্দশী ব্রাহ্মণগণকে একশত করিয়া গর্ভ দক্ষিণা দিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণগণের প্রসাদ পাইলেই ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। যজ্ঞ বা ব্রত-কারিণী জ্ঞানোক্তকে, হত্যা করিলেও এই ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম পালন করিতে হইবে। যে দ্বিজ সদ্যপারী, তাহাকে সমুদ্র-গামী নদীতে গমন করিয়া চাত্রায়ণ ব্রত

করিতে হইবে। ব্রত সাধ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন] করাইতে হইবে এবং বৃষ সহিত গাভি ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাধরূপ দান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে, তাহার প্রাণশিষ্টবরূপ স্বর্ণ মুষল হস্তে করিয়া আপন-বধ দণ্ডের নিমিত্ত রাজার নিকট গমন করিতে হইবে। রাজা তাহাকে দিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

কিছু রে ইচ্ছা করিয়া কামতঃ চুরি করিয়াছে, রাজা তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিবেন। যেমন জলের উপর তৈলবিন্দু ফেলিলে তাহা সমুদয় জলের উপরিভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে,

সেইরূপ একত্র বসিলে, একত্র শয়ন করিলে, একত্র গমন করিলে, একত্র আলাপ করিলে বা একত্র ভোজন করিলে, একজনের পাপ অপরের শরীরে সংক্রামিত হয়। চাত্তায়ণ, যাবক ভোজন তুলাপুরুষ-ব্রত ও গাভির অমৃগমন, ইহা দ্বারায় সমুদয় পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই পঞ্চমুখ নিরানন্দই শ্লোকযুক্ত পরশর শাস্ত্রে ধর্মশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। বাহারা স্বর্গ গমনে অভিলাষী, তাঁহাদের বেদ-ধ্যয়ন কার্য্য যেরূপ, এই ধর্মশাস্ত্রও সেইরূপ যত্নের সহিত নিয়ত অধ্যয়ন করা কর্তব্য।

পরশর-সংহিতা সমাপ্ত।

ব্যাস-সংহিতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

বারাণসীক্ষেত্রে তপোধন বেদব্যাস স্ত্রেতে
আসীন রহিয়াছেন, এমন সময় অতীক্ষ
মুনিগণ, তাহার নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের কর্তব্য
ধর্মসমূহ জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্বোৎকৃষ্ট
স্মৃতিশালী সেই বেদব্যাস মুনি, অস্ত্র মুনিগণ
কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বেদার্থসম্পূর্ণ স্মৃতিসমূহ
শ্রবণ করত, স্তম্ভচিহ্নে কহিলেন, “হে মুনিগণ !
আপনারা শ্রবণ করুন। যে যে স্থলে কৃষ্ণসার
মৃগ সর্বদা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সেই
সেই স্থানেই বেদোক্ত ধর্ম ব্যবহার করা
উচিত অর্থাৎ সে স্থলীয় লোকেরাই কেবল
ধর্ম ব্যবহার করিবে, স্নেহাদি দেশে ব্যবহার্য
নহে। যেখানে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের,
বিরোধ দেখা যায়, সেখানে’ শ্রুতিকথিত
বিধিই বলবান এবং যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণের
বিরোধ দেখা যায়, সে স্থলে স্মৃতিকথিত
বিধিই বলবান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই
তিন জাতি—দ্বিজ শব্দ প্রতিপাদ্য, এই তিন
বর্ণই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্মের অধিকারী;
অপর জাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে।
শূদ্রজাতি চতুর্থ বর্ণ, এই জন্তই ধর্মের অধি-
কারী, কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বধা, স্বধা, বসট্কারাদি
শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে। ব্রাহ্মণ
কর্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত। যে ব্রাহ্মণ কন্তা,
তাহাকে বিপ্রবিদ্যা কহে, বিপ্রবিদ্যা পত্নীতে
জাত সন্তানের, জাতকর্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের
মত করিবে; ক্ষত্রিয় পত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্তৃক
বিবাহিত। ক্ষত্রকন্তাকে ক্ষত্রিয় বল) জাত

সন্তানের জাতকর্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির
ভায়ে করিবে, ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিত। শূদ্র
কন্তাতে জাত সন্তানের জাত কর্মাদি শূদ্রের
ভায়ে করিবে। ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় কর্তৃক
বিবাহিত বৈশ্য কন্তাতে জাত সন্তানের জাত-
কর্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য কর্তৃক বিবাহিত
শূদ্রকন্তাতে জাত সন্তানের জাতকর্মাদি
সংস্কার শূদ্র জাতির মত করিবে। অধমজাতি
পুরুষ হইতে উত্তম জাতির দ্বার গর্তে জাত
সন্তান,—শূদ্র অপেক্ষা অধম। ব্রাহ্মণ কন্তাতে
শূদ্র জনিত সন্তান চণ্ডাল জাতি হয়, এবং
কোন ধর্ম্যে তাহার অধিকার থাকে না।
চণ্ডাল তিন প্রকার;—(১ম) অবিবাহিত।
কন্তাতে উৎপন্ন সন্তান; (২য়) সগোত্র। পত্নীর-
গর্ভজাত; (৩য়), ব্রাহ্মণীতে শূদ্রজনিত। বর্জকী,
নাপিত, গোপ, আশাপ, কুস্তকার, বণিক,
কিরাত, কারস্থ, মালী, বরট, মেদ, চণ্ডাল,
কৈবর্ত, খগচ, কোলজাতি আর’ যাহারা
গোমাংস ভক্ষণ করে ইহারা সকলেই অন্ত্যজ।
ঐ সকল অন্ত্যজজাতির শূদ্রের সহিত
আলাপ করিলে নান করিতে হয়, উদ্‌ঘাটনকে
দেখিলে, স্ত্র্যাদর্শন করিতে হয়। গর্তাধান,
পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ,
নিজ্রমণ, অন্নগ্রাশন, চূড়াকর্ষণ, কর্ণবেধ, উপ-
নয়ন, বোমারস্ত, কোলচ্ছেদন, নান, বিবাহ,
বিবাহারি পরিগ্রহ (বিবাহকালে হোমার্থ
যে অগ্নি জালা হয়, বিজাতিরা, আজীবন
সে অগ্নি রাখিয়া থাকেন, এবং ত্রোতাগ্নি

সংগ্রহ, (দক্ষিণায়ি, গার্হপত্যায়ি ও আহবনীয়ায়ি) এই তিন প্রকার অগ্নি আছে। সাংগিক ব্রাহ্মণেরা ঐ অগ্নিত্রয় গ্রহণ করিয়া মৃত্যু পর্যান্ত রক্ষা করেন; এই বোড়গটি ব্রাহ্মণের সংস্কার, স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই বোড়গটি সংস্কার সাংগিক ব্রাহ্মণের কর্তব্য, নিরায়ি ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র দশটি কর্তব্য। জাতকর্ম্য হইতে কর্ণবেধ পর্য্যন্ত যে নয়টি সংস্কার, তাহাতে জীলোকের মন্ত্র পাঠ নাই, এবং শূদ্রজাতির বিবাহ পর্য্যন্ত দশটি সংস্কারেই মন্ত্রপাঠ নাই; উপনয়নাদি ছয়টি সংস্কার জীজ্ঞাতি এবং শূদ্রজাতিব নাই। গর্ভাধান সংস্কার পত্নীর আদ্য ঋতুদর্শনেই কর্তব্য। পত্নীর প্রথম গর্ভ প্রকাশ পাইলে তৃতীয় মাসে পুংসবন কর্তব্য, অষ্টম মাসে সৌমন্তোন্নয়ন কর্তব্য, পুত্র জন্মাইলে ষষ্ঠ দিনে জাতকর্ম্য, একাদশ দিবসে নামকরণ। অর্কদর্শন, (নিজ্জাগণ) সংস্কার চতুর্থ মাসে কর্তব্য। ষষ্ঠমাসে অন্ন পাশন, চূড়াকরণ, কুল-প্রথাযুগ্মারে তিন বর্ষ হইতে কর্ণবেধ সংস্কারের প্রাক্কণে কর্তব্য। চূড়াকরণের পর কর্ণবেধ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুমারের গর্ভাষ্টম বৎসরে উপনয়ন সংস্কার কর্তব্য। ক্ষত্রিয় বালকের পট্টভাদ্রপদবৎসরে এবং বৈশ্য বালকের গর্ভ দ্বাদশ বৎসরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির যে গর্ভাষ্টমাদি বৎসর উপনয়ন সংস্কারে নির্দ্ধারিত হইল, ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বর্ষ ২মাস, ক্ষত্রিয়ের ২৩ বর্ষ ২মাস, বৈশ্যজাতিব ত্রয়োবিংশ ২মাস, বৎসর অতীত হইলে ঐ সকল বালক বেদ-পাঠ ও উপনয়ন সংস্কার রহিত হয়। উগদিগকে ব্রাত্য কহে। ঐ ব্যক্তি ব্রাত্য টে'ম নামক প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির দুই জন্ম। প্রথম জন্ম মাতৃ গর্ভ হইতে, দ্বিতীয় জন্ম গুরুর নিকট যথাবিধি বেদমাতা গায়ত্রী গ্রহণ হইতে। এইরূপে বিভ্রত্বপ্রাপ্ত, অগ্র-বোধবজ্জত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি বেদ স্মৃতি এবং পুণ্যাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে যোগ্য হয়। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সমাহিত চিত্তে প্রতিদিন গুরুগৃহে বাস করিবে, এবং মণ্ড কোঠীন যন্ত্রে। বীত যুগল এবং মেখলা নিত্য ধারণ করিবে। পুণ্যদিবসে গুরুকর্তৃক

অমুজাত হইয়া মন্ত্র দ্বারা আহুতি কাণ্ড সম্পন্ন করিয়া প্রথমে “ওঁ কার” এবং গায়ত্রী উচ্চারণ করতঃ বেদ পাঠ আরম্ভ করিবে। শৌচ এবং আচার জানিবার নিমিত্ত ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে এবং গুরুর নিকট উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করিবে এবং গুরুর হিতজনক কার্য্য করিতে ক্রটি করিবে না। তদনন্তর বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিয়া গুরুর আশ্রয় লইবে; অধ্যয়নের নিমিত্ত সর্দাদি যন্ত্র এবং গুরুর হিত চেষ্টা করিবে। গুরুকর্তৃক তিরস্কৃত হইলেও কোন উত্তর করিবে না, তাড়িত হইলেও স্থানান্তরে গমন করিবে না। বিবেচ্য, পৈতৃভ, (খলতা) হিংসা, (অকারণ) মূর্খ্য দর্শন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, উন্নততা, পরনিন্দা, শারীরিক শোভাব্যবস্থান, চক্ষু কজ্জল-ধারণ, পঙ্কজব্রাদির অমূল্যপন, আদর্শে দেহাবলোকন, মালাধারণ, চন্দনলেপন, জী-সহবাস, বৃথাপর্বাটন, অসন্তোষপ্রকাশ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, এ সকল ত্যাগ করিতে হইবে। মধ্যাহ্নকাল কিঞ্চিৎ অতিবাহিত হইলে, গুরুর আজ্ঞা লইয়া অলোলুপচিত্তে সধৃষ্টি ও নিয়মিদিগের নিকট ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ধনতুল্য জ্ঞানে গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাতঃ তথা হইতে নিজ্জাত হইবে। মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করিয়া গুরুদেবের আজ্ঞায়ুগ্মারে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য যথানিয়মে ভোজন করিবে; কেবল অন্ন (ব্যঞ্জনাদি রহিত), কিম্বা উজ্জিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না। ভোজনাশ্তে আচমন করিবে। অপানগ্রস্ত হইলেও, ভিক্ষালব্ধ ব্যতীত ধনাদি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ; এবং অনিলিত ব্যক্তি কর্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে ভোজন করিবে। ব্রহ্মচারী ব্রতে অনিবিদ্ধ যে একাদ তথা ভোজন করিয়া গুরুর দেবা করিবে। অগ্রে যজ্ঞীয়গ্নিতে সমিধ আধান করিবে, তদনন্তর, গুরুর পরিচর্যা করিবে। (বাজিকালে) গুরুর অমুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গুরুর পরে অবনত শরীরে শয়ন করিবে। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিয়া ব্রতচরণ করিবে; বেদাধ্যয়ন সমাপ্তিপৰ্য্যন্ত গুরুর হিত-কীর্ত্তি, প্রিয়-বক্তা সম্যকরূপে গুরুর অর্ধসাদক হইয়া প্রত্যহ গুরুর আরাধনা করিবে। এই

সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া বেদ এবং মন্ত্র অধ্যয়ন করিলে পর ঐ (ব্রহ্মচারী) দ্বিজশাপ প্রদানে ও অন্নগ্রহ করিতে সমর্থ হ'ন এবং ঋষিগণের সলোকতা অর্থাৎ স্বর্গাদি পাইতে পারেন। হৃদ্ধ, সুব্রা, মধু এবং যত দ্বারা দেবগণ স্তুত হ'ন। সেই হেতু অনাধ্যায় তিথি-ব্যতিরেকে প্রতিদিন বেদপাঠ করিবে। গুরু-বাক্য অবলম্বন করিয়া অনাধ্যায় দিবসে বেদের যে সকল অঙ্গ, তাহা পাঠ করিবে। গুরুবচন লক্ষ্যনে বেদাধ্যয়ন ফলজনক হয় না। অতএব নিরঙ্কর হইয়া গুরুবচন-মুসারে কার্য্য করিবে। সেই বেদ, অন্নধ্যয়ন-সম্পন্ন দ্বিজেরও ইহ পরলোকে উপকারী। যে ব্যক্তি উপনয়ন হইতে মরণ পর্য্যন্ত এই ব্রত আচরণ করে, সে, নৈমিত্তিকব্রহ্মচারী; নৈমিত্তিক-ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাম্য্য প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ উপনয়নের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই ব্রত অবলম্বন করে, সেই নৈমিত্তিকব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাম্য্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন। যে দ্বিজ ষট্‌ত্রিংশবর্ষ এই ব্রত করে, সে, উপকুর্য্যাক; ব্রতচরণ করিয়া কেশান্ত কৰ্ম্ম করিবে এইরূপে বেদসকল বা বেদসংগ্রহ করিয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণা দিয়া জ্ঞান করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

এবংপ্রকারে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুর অমৃতিক্রমে অবত্থ জ্ঞান সমাপনান্তে গৃহস্থশ্রম-অভিলাষী, দ্বিজ অনিন্দনীয় বংশ-জাতকথা বিবাহ নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। যে বংশে (সাংক্রামিক) রোগ অথবা কোন দোষ নাই, তাদৃশ বংশস্বতা, পণগ্রহণদোষে অদূষিতা সর্বণা, অঙ্গদানপ্রবরা, মাতৃসপিও ভিন্না এবং পিতৃসপিও ভিন্না, অনন্ত-পূর্বা ক্রীণাকী, মঙ্গলদায়িকা, লক্ষণসংযুক্তা, ক্ষৌমাণি বস্ত্রাবৃত্তা, গোবী (সুন্দরী অথবা স্রষ্ট বর্গীয়া,) যে কথার পিতৃপিতামহাদি দশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিখ্যাতনামা ছিলেন; তাদৃশ বংশসম্পত্তা এবং খ্যাতনামা অর্থাৎ কীর্তিযুক্ত,

পুত্রবান্, সমুদ্রচারবিশিষ্ট, পণ্ডিত এবং কত্তা-দানে অতিলাভী যে পুরুষ, তাহার' কত্তা উপ-স্থিত হইলে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্মবিবাহবিধি-অনুসারে, তদভাবে অন্য বিধি অবলম্বন করিয়া বয়ো বিদ্যা বংশাদিতে তুণ্য এত যে পাত্র, তাহাকে কত্তা প্রদান করিবে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি এবং মাঁতা কত্তাদানে অধিকারী, পূর্ক-পূর্কের অভাব হইলে পরপর উক্ত দাতৃবর্গ-মধ্যে যে থাকিবে, সেই কত্তা প্রদান করিবে। এ সকল ব্যক্তির অভাব হইলে কত্তা স্বয়ংই বিবাহ করিতে পারে। যদ্যপি কত্তা দাতার অনবধানতাবশতঃ অবিবাহিতাবস্থায় পুতুমতী হয়, তাহা হইলে ক্রনহত্যার পাতক হয়। পুতুকালের পূর্বে যে ব্যক্তি কত্তা দান না করে, সে পতিত হয়। তোমাকে আমি এই কত্তা দিলাম, এইরূপ দাতা এবং আমি এ কত্তা গ্রহণ করিলাম, গ্রহীতাও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দান ও গ্রহণ করিলে পর, দাতা ও গ্রহীতা এই উভয়ের কেহই দণ্ডার্থ হয় না। দোষবহিত কত্তাকে ত্যাগ করিলে পর এবং দোষশূন্য কত্তাকে দূষিতা করিলে পর দণ্ডার্থ হইতে হয়। সর্বণা বিবাহ করিয়া, ইচ্ছা হইলে অন্তর্য্যামাকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলে পূর্কপরিণীতা সর্বণা জ্রীর গর্ভনন্তুত পুত্র অসমর্থ হইবে না। ব্রাহ্ম কত্রিয়কত্তা এবং বৈশ্যকত্তা বিবাহ করিতে পারেন, কত্রিয়ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূত্র কত্তাকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু নীচবর্ণ উভয় বর্ণের কত্তাকে বিবাহ করিতে পারে না। সকল বর্ণা ভার্য্যা থাকিলেও সর্বণা ভার্য্যা সহধর্ম্মচারিণী হইবে, সজাতীয়ার মধ্যে যে পত্নী ধর্ম্মত্যাগ করে না, ধর্ম্মবিষয়ে অমুরাগবতী, সেই তাহার জ্যেষ্ঠা। পূর্কে ব্রহ্মা একদেহ ছই ভাগ করেন;—পূর্বাদ্ভাগ দ্বারা পণিগ হয়, অপরাধ ভাগ দ্বারা পত্নীগণ হয়; ইহা ক্রটিতে প্রমাণ আছে। পুরুষ বে পর্য্যন্ত পত্নী লাভ করিতে না পারে, সেই বাঁ পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধ অর্থাৎ অনস্পূর্ণ থাকে। কৃতদার হইয়া পুরুষ গৃহ নির্ধান পূর্বক আমি এা পত্নীর সহিত গৃহ-

স্বাপ্রসন্ন্যে বাস করিবে; কিন্তু গৃহস্থাপ্রসন্ন্যে ধন লাভ করিয়া নিজ কর্তব্য কার্য্যে বৈতানাগি ত্যাগ করিবে না। বৈবাহিক যে অগ্নি, তাহাতে স্তুতিবিহিত কৰ্ম্মসমূহ বিবাহ কালীনায়িতে শুভ্যুক্ত কৰ্ম্মসমূহ প্রতিদিন ত্রীতি-পূৰ্ণক বিধানসারে করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামবিষয়ে দিব্যারাত্রিকাল জ্ঞা ও পুরুষ সম্পূর্ণভাবে একচিত্ত হইবে এবং সমান-ব্রত ও জীবিকা বিষয়ে একচিত্ত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের ত্রিবর্গ বিধি সাধন অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম প্রায়শ্চ অশুষ্ঠান স্বামী হইতে পৃথক্ নাই; রাগতঃ (অনুরাগাধীন বা অতিদেশ বশতঃ এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধি আছে)। পত্নী পতির পূর্বে শয্যা হইতে উঠিয়া দেহশুদ্ধি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ও রৌদ্র-মুহূর্ত্ত বিহিত নিয়মানুসারে বিশুদ্ধ ত্যাগাদি সমাপনান্তে শয্যা উঠাইয়া শয়ন গৃহ পরিকার করিবে, তদনন্তর, সেই পতিব্রতা স্ত্রী হোম-গৃহে গমন করিয়া মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা শুদ্ধ করিবে, তদনন্তর, স্বীয় অঙ্গন সংস্কার করিবে। তদনন্তর অগ্নিকার্য্যোপযুক্ত সমেহ পাত্রসকল উষ্ণ বারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া যথাগতানে রাখিবে। যুগপাত্তসকল বদা-তিং বিযুক্ত করিবে না। শিলা পুত্রের সহিত শিলাপুত্রকে একত্র করিয়া রাখিবে (সমুদগক পাত্র পিধান পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, পাত্ৰকা-দ্বয় এক স্থানে রাখিবে ইত্যাদি) তণ্ডুলাদি পাত্র শোধন করিয়া তণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে, বন্ধনগণের আবশ্যকীয় ভোজন পাত্রাদি সমস্ত নহিগত করিয়া প্রক্ষালন দ্বারা শোধন করিবে। মৃত্তিকা দ্বারা চূরী শোধন করিয়া সেই চূরিতে অগ্নি সংযুক্ত করিবে।

এইরূপে পূর্য্যাক কার্য্য সমাপনান্তে গুরু-জ্ঞন (ঋণ, ঋণের প্রভৃতি) অভিবাদন করিবে, তদনন্তর, ঋণ, ঋণের, ভর্ত্তা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং বান্ধবগণ-প্রদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কারাদি পরিধান করিবে, সেই পতিব্রতা স্ত্রী পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া মন, বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা বিশুদ্ধ স্বভাব প্রকাশপূর্ব্বক ছায়ার ছায় পতির অঙ্গগত থাকিয়া, নির্ম্মল চরিত্রে

স্বীয় ভায় স্বামীর হিতচেষ্টা, স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনবিষয়ে দাসীর ভায় ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। তদনন্তর অন্নাদি পাক করিয়া (পাক সমাপন হইয়াছে) ইহা পতির্কে জ্ঞাত করিবে, (পতি) বৈশ্ব-দেবাদি কার্য্য (বুলিবৈশ্ব) সমাপন করিলে পর সেই অন্ন দ্বারা ভোজনীয়গণ (বালক বালিকা প্রভৃতিকে) ভোজন করাইয়া স্বামীকে ভোজন করাইবে। স্বামী অহুজ্ঞা করিলে পর, অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা স্বয়ং ভোজন করিয়া আর এবং ব্যয়ের চিন্তা দ্বারা দিব্যার শেষভাগ যাপন করিবে। পুনর্বার সাংকালে এ সকল ব্যাপার নির্বাহ করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে গৃহশুদ্ধাদি সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সাধ্বী স্ত্রী পতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে এবং নিজেও অনতিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া গৃহনীতি (সাং কৰ্ত্তব্য দীপালোকপ্রদান শঙ্করনি প্রভৃতি গৃহস্থ কৰ্ত্তব্যনীতি) সম্পন্ন করিয়া উত্তম শয্যা প্রস্তুত করণান্তে স্বামিশ্রদ্ধা করিবে। পতি নিম্নিত হইলে পতিগতচিত্ত অর্থাৎ অশ্রু পুরুষ লাগমা-শূন্য হইয়া পতির নিকটে নিদ্রিতা হইবে। (নিদ্রাকালে) নয়! (উলঙ্গিনী) হইবে না, সাবধানা থাকিবে (চোরাদি আশিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে না পারে) (অত্যন্ত) কামাসক্তা না হইয়া ইন্দ্রিয়জয় করিয়া থাকিবে। উচ্চ করিয়া কথা কহিবে না, কটুক্তি করিবে না, অতিরিক্ত কথা কহিবে না পতির অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না এবং অপলাপ ও বিলাপ ত্যাগ করিবে। অত্যন্ত ব্যাধিশীলা হইবে না এবং ধর্ম্ম অর্থ বিরোধিনী হইবে না। পতি ধর্ম্মকার্য্য কি অর্থ সাধন করিতে উদ্যত হইলে, তাহাতে প্রতিকূলচরণ করিবে না। প্রমাদ, (অনব-ধানতা) উন্মাদ (চিত্ত চাঞ্চল্য) রোষ, (ক্রোধ) ঈর্ষা (পরগুণেতে দোষাবিকার) বন্ধন, (লোককে ঠকান) অতিমানিতা (অত্যন্ত অতিমান আশার স্বামী এবং পুত্র রূপবান্, গুণবান্, ধনবান্, এইরূপ গর্ব্বপ্রকাশ) পৈশুন্ড, (খলতা) হিংসা, (প্রাণিবধ) বিবেচ, (সম্প্রদায়িক প্রতি

বিশেষভাবে) অত্যন্ত অহঙ্কার, ধূর্ততা, নাস্তিক্য, দেবতা ও পরলোক নাই এবং দেবতাদি পূজা ব্যর্থ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ সাহস, (নির্ভীকতা) অসন্তোষ এবং দম্ভ (কপট) এই পঞ্চবশ প্রকার ঘোষণার কার্য সাধনী জী পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ পরম দেবতা পতি তাহাকে সেবা করিলে, ইহলোকে কীৰ্ত্তি এবং মঙ্গল ও পরকালে যে লোকে পতি বাস করিবে, সেই লোক প্রাপ্ত হইবে। জীলোক-দিগের এইরূপ নিত্য কর্ম উক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের নৈমিত্তিক কার্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। জীলোক ঋতুমতী হইলে এই সকল ত্যাগ করিবে, হঠাৎ কেহ দেখিতে না পায়, লজ্জাবতী হইয়া এইরূপ নির্জন গৃহে বাস করিবে, এক বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান এবং অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক দীনার জায় বাক্যলাপশূন্য হইয়া চক্ষু, হস্ত এবং চরণের চাঞ্চল্য প্রকাশ না থাকে এবং প্রকারে অবস্থিতি করিবে। রাত্রিকালে কেবলমাত্র অন্ন মৃগ্ময়পাত্রে ভোজন করিবে। অপ্রমত্তা হইয়া এইরূপে ত্রিবার বাগনান্তে চতুর্থ দিবসে যুগ্মোদয়ের পর বস্ত্রাদি প্রক্ষালনপূর্বক স্নান করিবে। ভর্তার বদন দর্শনান্তে ধর্ম্মতঃ শুদ্ধ হইবে। শৌচজনক কার্য সমস্ত করিয়া পূর্ববৎ সকল কার্য কবিত্তে পারিবে। রজোদর্শনদিবস হইতে ষোড়শ রাত্রিপৰ্য্যন্ত ঋতুকাল। ঐ সকল দিন মধ্যে শুদ্ধক্ষেত্রে নিঃক্ষিপ্ত যে পুংবীজ তাহা অঙ্কুরিত হয়, অর্থাৎ ঐ সকল দিন মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত বীজদ্বারা সন্তানোৎপত্তি হয়। যেকোন পূর্ণ-দিবসে গমন করা নিষিদ্ধ, সেইরূপ প্রথম চারি রাত্রি গমন করিবে না। যুগ্মরাত্রিতেই গমন করিবে। রাত্রিকালে পুরুষ স্বীয় পত্নীগমন করিলে শুভলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইবে। পূর্বোক্ত নিয়মামুসারে স্বস্তীতে অভিগত হইলে, তাহার ব্রহ্মচর্যের হানি হইবে না, অনন্ত কার্য হইয়া ঋতুকালে স্বপত্নীতে যথাভিলষিত গমন করি-য়াও কোন ঘোষণা নাই হইবে না। ঋতুকালে যদি পুরুষ স্বপত্নীগমন-পরায়ণ হ'ন, তাহা হইলে জগৎহার্য্য পাপী হইবে; কোন ঋতুমতী জী যদি অল্প পুরুষ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করায়, সেই পাপীদম্পতী পতির ত্যাজ্য হইবে। যদি

কোন জী পতিভুক্ত গর্ভ বিনষ্ট করে, সে মহা-পাতক পাশে দিষ্টা হইবে। যদি কোন পুরুষ বিনামোষে সচ্চরিত্রা পত্নী পরিত্যাগ করে ত ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে। পতি মহাপাত-কাদি পাপযুক্ত হইলেও সাধনী জী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। ব্যভিচারিণী পত্নীদিগের মুখ দর্শন ত্যাগ করিয়া বিকার পূর্বক সেই নিন্দনীয়াকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিবে। পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামী প্রবাসে থাকিলে দীনভাবে থাকিবে। সুতন্ত্রহার সহিত অগ্নি-প্রবেশ করিবে। অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য কবিবে। নারীগণ কোন সময়েই অরক্ষিত থাকিবে না; অতএব ক্রমে পিষাদি তাহার রক্ষা করিবে। ঐরূপ ভাৰ্য্যাকে দাহ করাইবে, ভাৰ্য্যা, যাবজ্জীবন স্বামীর সাগোষ্ঠ লাভ করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় ।

গৃহস্থ মাতেরই মিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই তিন প্রকার কর্ম জানিবে। সেই ত্রিবিধ কর্ম বলিতেছি; যে ঋষিণ! আপনারা অবধারণ করুন। যানীর শেষ গৃহস্থে নিজাত্যাগ করিয়া (ব্রহ্মা মুবারিঃ) ইত্যাদি দেবগণের নাম শ্রবণ করিবে। তদনন্তর মঙ্গল জব্য দর্শন করিয়া আবেশক কা্য করিবে। তৎপরে শৌচক্রিয়া অগ্নিসেবন করিবে, তদ-নন্তর, জলাদি দ্বারা দস্তাবান করিয়া, বিজগণ স্নান সমাপনান্তে, সঙ্ক্যাবন্দন, তদন্তে দৈবা-দিক্রমে ভর্গণ করিয়া বেদ, যোগ্য এবং ইতিহাস শাস্ত্র অভ্যাস করিবে। তদনন্তর, বিপ্রবংশোদ্ভূত সংশ্লিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করা-ইবে। নদী সরোবর দৌরিকা ক্ষুদ্রগর্ত-প্রশ্রব-গাদি জলে (পরকীয় ক্রমিহন জলাশয়ে) পঞ্চ-পিণ্ড উদ্ধার করিয়া (অবগৃহনপূর্বক) স্নান করিবে। তীর্থের অপ্রাপ্তি কিম্বা অবগাহনে অক্ষম হইলে উদ্ধৃত জল দ্বারা গৃহস্থের অঙ্গনে বসিয়া যে পর্য্যন্ত বস্ত্রপীড়ন হয় এইরূপে স্নান করিবে। তদনন্তর অশ্লষত অর্থাৎ আপো-

ঐচ্ছা ইত্যাদি তিন ক্রপদাদিৰ ইত্যাদ্যন্ত পৰি-
 ত্ৰকারক মন্ত্ৰ দ্বারা মার্জন, স্নান সমাপনান্তে
 তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সূর্যোপস্থানবিহিত
 মন্ত্ৰদ্বারা অর্কদর্শন অর্থাৎ সূর্যোপস্থান করিবে।
 তদনন্তর দ্বিজগণ গায়ত্রী উপাসনা অর্থাৎ
 গায়ত্রী জপ করিয়া স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) আরম্ভ
 করিবে, যজুর্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, এবং অথর্ব
 বেদ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া ইতিহাস,
 পুৰাণ, বেদের উপনিষদসমূহ, স্মরণ্য হইলে
 সম্যকরূপে অসমর্থ হইলে অল্প অর্থাৎ কিয়দংশ
 গ্রন্থদ্ব্যপ্তিপূর্ণ্যন্ত প্রতিদিন (অশোচাদি শূন্ত-
 কালে) পাঠ করিবে। যে দ্বিজ এই সমস্ত
 নিয়মিত কার্য নিত্য করে, সে দ্বিজ, যজ্ঞ-
 দান এবং তপস্তার সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। এই
 নিমিত্ত দ্বিজগণ বাগ্‌বত হইয়া প্রতিদিন বেদা-
 ধ্যয়ন করিবে। সমস্ত ধর্মশাস্ত্র এবং ইতি
 হাসও স্মরণ্য হইলে নিত্য পাঠ করিবে।
 বেদাধ্যয়ন করিয়া অগ্রে দেবতর্পণ করিবে।
 তদ্বিষয়ে নিয়ম এইরূপ, পূর্বমুখ হইয়া
 দক্ষিণ জাহ্নু পাতিত করিয়া পূর্বাগ্রদন্ত লইয়া
 যবযুক্ত তিল দ্বারা, স্বাভাবিকরূপে যজ্ঞোপবীত
 ধারণ করিয়া দেবগণকে, দেবা যক্ষা ইত্যাদি
 মন্ত্ৰ পাঠপূর্বক একৈকাজলি দান করিবে।
 সমজাহ্নুয় হইয়া অর্থাৎ জাহ্নুয় পাতিত
 করিয়া হারবৎ যজ্ঞোপবীতধারী ও উত্তরমুখ
 হওতঃ তিষ্ঠ্যগ্‌ভাবে ধৃতদন্ত দ্বারা তিল ও
 যব-মিশ্রিত কনিষ্ঠাঙ্গুলী মূল হইতে উত্তরভাগে
 প্রক্ষিপ্ত জল লইয়া মনুষ্যগণকে দুই দুই
 অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর, দক্ষিণা-
 মুখ হইয়া শ্রামজাহ্নু পাতিত করিয়া দিগুণ
 কুশদ্বারা কেবল তিল মিশ্রিত তর্জ্জ্বলী অঙ্গুলীর
 মূলদেশ হইতে নিঃসৃত জল লইয়া দক্ষিণ
 স্বকোণরি উপবীতধারী হওতঃ তিন তিন
 অঞ্জলি প্রদান করতঃ ক্রমে ক্রমে আপনার
 স্বর্গীয় পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তর্পণ
 করিবে। মাতামহ, শ্রীমাতামহ; বৃদ্ধপ্রমাতাহ,
 মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহীদিগকেও
 পূর্ববৎ তিন তিন অঞ্জলি প্রদান করিবে।
 মাতামহীর বংশীয় হউন কিংবা সপোত্রজ হউন
 বাহারা দাহবর্জিত হইয়াছে উহাদিগকে এক
 এক অঞ্জলি প্রদান দ্বারা তর্পণ করিবে। যাহারা

অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার না হইয়া মরিয়াছে ও
 বাহাদিগের দাহাদি উর্দ্ধ দহিক কার্য হয়
 নাই, ঐ সকল ব্যক্তিগণের তৃপ্তির নিমিত্ত
 যেচাম্বাকং কুলে জ্বাতা ইত্যাদি মন্ত্ৰ দ্বারা
 বস্ত্রনিপীড়িত জল প্রদান করিবে। পিতৃাদি
 তর্পণ না করিয়া, যে বস্ত্রনিপীড়ন করে,
 দেবতা ও শনকাদি মানুষ্যগণের সহিত তাহার
 পিতৃগণ নিরাশ হইয়া যায়। জল, দর্ভ, শ্বাধা,
 (পিতৃ-উদ্দেশে ত্যাগবোধক শব্দ) গোমোলেখ,
 নামোলেখ এবং ত্রিল দ্বারা তর্পণ করিলে পিতৃ-
 লোকেব তৃপ্তজনক হইবে, সকলেব মধ্যে
 একটিরও অসম্ভাব হইলে তর্পণ করা যথা-
 হইবে। অত্মমনস্ক হইয়া কিম্বা শাস্ত্রোক্ত বিধি
 লঙ্ঘন করিয়া অথবা আসনশূণ্য স্থানে বসিয়া
 তর্পণ করিলে ঐ জল রুধির স্বরূপ হইবে, উক্ত
 নিয়মানুসারে পিতৃগণ তর্পিত হইলে পর, অভি-
 লষিত বস্ত্র প্রদান করিয়া তর্পণকর্তাকে সম্ভট
 করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আদিত্য ও মিত্রাবরুণ
 নামবাচিত মন্ত্ৰ দ্বারা জলমধ্যে কথিত দেবতা
 সকলকে পূজা করিবে। পূর্বাভিমুখে সূর্যো-
 পস্থান করিয়া ও দেবগণকে পূজা করিয়া ব্রহ্মা,
 অগ্নি, ইন্দ্র, ওষধি, বৃহস্পতি ও বিষ্ণু নামে
 জলসকলের অপবিত্রতা দূরীকরণ পূর্বক
 “বন্ত” ইত্যাদি মন্ত্ৰ নমঃ শব্দোচ্চারণ ও নামো-
 চ্চারণ করিবে, অনন্তর মুখ মার্জন করিবে
 এইরূপে স্নান রুরা উচিত। অনন্তর দ্বিজ,
 গৃহপ্রবেশ করিয়া আবদথ্য অনলে যথাবিধি
 চতুর্দিক পাশবজ্র করিবে। যাহার আবদথ্য
 অগ্নি আহিত নাই, সেই দ্বিজ, যতাক্ত অন্ন
 গ্রহণ পূর্বক শাকল বিধি অনুসারে গৌকিক
 অগ্নিতে হোম করিবে। মিলিত ও পৃথককৃত
 সমস্ত ব্যাহতি দ্বারা এবং “দেবকৃত্যন্ত্র”
 ইত্যাদি বটমন্ত্রে যথাক্রমে আহতি দিবে।
 অনন্তর প্রাণাগত্য স্থিষ্টকৃত হোম। ইহার
 দ্বাদশবার আহতি দিবে। স্থিষ্ট বিধি অনু-
 সারে প্রথমে ওঙ্কার ও অস্ত্রে সাহা যোগ
 করিয়া আহতি ত্যাগ করিবে। ভূতলে কুশ
 বিছাইয়া তদুপরি বলিকর্ম করিবে। শাস্ত্র-
 বিৎ ব্যক্তি, অস্ত্রে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া
 “বিবেভ্যো দেবেভ্যঃ” “সর্সেভ্যো ভূতেভ্যঃ”
 এবং “ভূতানাং পতয়ে” মন্ত্ৰ দ্বারা অগ্রে বলি-

ত্রয় প্রদান করিবে; পরে “পিতৃভ্যঃ স্বধা-
নমঃ” বলিয়া দিবে। পাত্রপ্রক্ষালন জল
বায়ুতোষণে নিষ্ক্ষেপ করিবে। ষোড়শ গ্রাস
মাত্র যতোক্ষিত তন্ন লইয়া “ইদমন্নং মনুষ্যে-
ভ্যো হস্ত” বলিয়া দান করিবে। “যথাশক্তি
পিণ্ড পিতৃষজ্ঞানুসারে পিতৃ প্রভৃতি ছয়জনকে
(তিন জন পিতাদি ও তিনজন মাতামহাদি)
প্রত্যহ নাম, গৌত্র ও স্বধা উচ্চারণ পূর্বক অন্ন
দান করিবে। ব্রহ্মযজ্ঞসিদ্ধির জন্য মেদা-
দির মধ্যে অন্ন স্বজ কিছু পাঠ করিবে।
অনন্তর অন্ন অন্ন গ্রহণপূর্বক গৃহবহির্ভাগে
নির্গত হইয়া খণ্ড ও কাণাদির অন্ন গ্রাস
নিষ্ক্ষেপ করিবে। পরে, গৃহস্থ গৃহদ্বারে
উপবিষ্ট হইয়া শুদ্ধভাবে অতিথির প্রতীক্ষা
করত মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিত কারবে। বৃদ্ধকু-
শান্ত অকিঞ্চন অতিথি দূর হইতে আসিতে-
ছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে
উপস্থিত হইয়া সর্বদা পূজনে তাঁহাকে
সম্মানিত করিবে। অতিথিকে পান প্রক্ষালন,
সম্মান প্রদর্শন ও অভ্যঙ্গনাদি দ্বারা পূজা
করিলে, সদ্য স্বর্গ লাভে অধিকারী হয়।
অতিথি, যজ্ঞ হইতেও অধিক; বৈশ্বদেব-
কালে সমাগত অতিথি এবং গৃহাগত
বেদপারদর্শী ব্যক্তি, —ইহারা উভয়ে উত্তম
পূজিত হইলে কর্তাকে স্বর্গ ও অপূজিত
হইলে নরকগামী করেন। জামাতা প্রভৃতি
বিবাহ সম্পর্কী, স্নাতক, রাজা, আচার্য্য,
স্বহৃৎ এবং ঋত্বিক ইহারা বৎসর বৎসর গৃহা-
গত হইলেও ধর্ম্মতঃ পূজনীয় হইবেন।
গৃহাগত শ্রোত্রিয়কে যথাবিধি পূজিত করিয়া
ভক্তিপূর্বক একটা গো নিবেদন করিবে।
তৎপরে বিদায় দিবে। শ্রোত্রির অতিথিগণ
সুতৃপ্ত হইলে তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া
বিদায় দিবে। মিত্র, মাতুল, সখ্যকী ও বান্ধব-
উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেও ভোজন
করাইবে। যতি, গৃহস্থের সমস্থানে প্রদত্ত
ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং বাহু
অন্ন ভোজন করে, সে যদি অস্বাস্থ্য অন্ন দান
করে তাহা হইলে অধোগতি হয়। গর্ত্তীণী,
আতুর, ভৃত্য, বালক ও জরাজীর্ণ প্রভৃতি
ব্যক্তিগণ, ক্ষুধার্ত্ত থাকিতে গৃহস্থ ভোজন

করিলে তাহার পাপ সংগ্রহ করা হয়।
অনিমদ্রিত হইয়া কখন পাকাদি ভোজন বা
ভোজন করিতে অভিলাষ করিবে না।
আর বিজ্ঞ নিদ্রিত ব্যক্তি কর্তৃক নিমজ্জিত
হইয়াও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।
শূদ্র, অভিশপ্ত, বার্কৃষিক, বাগ্‌ছষ্ট, ক্রুর, ওদর,
ক্রুদ্ধ, অপবিত্র, বন্ধ, উগ্র, বধবন্ধনজীবী,
শৈল্য, শৌণ্ডিক, উদ্ধত, উন্নত, ব্রাহ্ম্য,
ব্রতচ্যুত, নগ্ন, নাস্তিক, নির্লজ্জ, পিশুন,
বিপদগ্রস্ত, কুপণ, স্ত্রীজিত, অনায়া, পরনিন্দা-
পরায়ণ মনুষ্য, বশস্বী হইলেও পরাবিন, মনুষ্য
রাজস্ব ও দেবস্বাপহারী শয়ন আসন প্রভৃতি
সংসর্গ ঘোষ বা চরিত্র ও কন্দ্বাদিদোষে দূষিত,
অশ্রদ্ধাশালী, পতিত এবং, আচারদ্রষ্টাদির অন্ন
অভোজ্য। যে ব্যাহার অন্ন ভোজন করিবে,
সে তাহার তুল্য পাপী। নাস্তিক, কুমমিত্র,
অর্দ্ধদারী, দাস এবং গোপাসক—শূদ্র হইলেও
ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না।
পরিচিত বংশ বিজ্ঞান পরস্পরে ধর্ম্মতঃ পর
স্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে। নিজ
বুদ্ভি দ্বারা উপার্জিত এবং সুরাভিন্ন
সকল আকরস্থিত খাদ্যপবিত্র; কুকুরে যাহা
লেহন করে নাই, গোরতে বাহ্যে আত্মাণ
লয় নাই, শূদ্র বা কাকের যাহা স্পর্শ করে নাই,
যাহা উচ্ছিষ্ট, ছষ্ট, পয়ুষিত, দান বা বহির্দেশে
আনীত নহে, সেই ব্রহ্মস্কৃত অন্নাদি প্রতিদিন
ভোজন করিবে। কৃশর, অপূর্ণ, সংযাব, পায়স
এবং শকুণীও ভোজ্য। নিগুক্তনা হইয়া ব্রাহ্মণ
কোনরূপেই মাংস ভোজন করিবে না। কিন্তু
যজ্ঞ বা শ্রাদ্ধে নিগুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যদি মাংস
ভোজন না করে, তাহা হইলে পতিত হয়।
ক্ষত্রিয়, মূগয়োপার্জিত মাংস দ্বারা পিতৃগণও
দেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন করিতে
পারিবে। বৈশ্য, ধর্ম্মতঃ ত্রয় করিয়া তদ্বারা
পিতৃদেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন
করিবে। দ্বিজ বৃথামাংস ভোজন বা অবিধি-
পূর্বক পণ্ডিত্য করিলে অনন্তকাল—চন্দ্র তারকা
স্থিতি পর্যন্ত নরকে বন্দী করে। দ্বিজোত্তম মাংস
ত্যাগ করিলে তাহার সর্বকামনা সিদ্ধি, অশ্ব-
মেধ যজ্ঞের ফললাভ ও গৃহস্থ হইলেও মুনি-
তৃপ্ততা প্রাপ্তি হয়। গব্য ও মাহিষযজ্ঞ বিজ্ঞগণের

ভোজ্য। কিন্তু উহা নির্দিশায়া অগন্ধিনী ও সবৎসার হৃৎক হওয়া চাহি। পলাশু, শেত বার্তাক, রক্তমূলক, বজ্র, গুঞ্জল, রক্তবর্ণ-বৃক্ষ-নির্ধ্যাস, জড়গর্ত ফল ও অকাল ক্রান্তমাদি ভোজন করিলে দ্বিজ চাত্মায়ণ করিবে। যে অন্ন, বাক্যদূষিত, অবিজ্ঞাত, অন্তপীড়াকারী এবং যাহা প্রাণিগণ উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা ভুক্ত হইলে গৃহিগণকে দণ্ড করে। গৃহী সর্ষদা স্বর্ণময়, রক্ততময় বা কাংস্তময় পাঞ্জে ভোজন করিবে। তদভাবে, অগ্নিকায়ুক্ত লোধ বৃক্ষ লতা, পলাশপত্র, বা পদ্মপত্র—গৃহস্থ, ভোজন করিতে পারিবে। ব্রহ্মচারী ও যতি, যাহাতে উচিত তাহাতে ভোজন করিবেন। অন্ন অভ্যক্ষণপূর্বক, অস্ত্রে নমঃ শব্দযোগ করিয়া “ভূপত্যয়ে” “ভুবঃপত্যয়ে” “ভূতানাং পত্যয়ে” মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ভূতলে বলিভয় প্রদান করিবে। তৎপশ্চাৎ গণ্ডুষ করিয়া পক্ষ প্রাণাহতি ক্রমে স্বাগ শব্দ উচ্চারণ করত হোম করিবে; অবশিষ্ট অন্ন যথাস্থখে ভোজন করিবে। নিন্দা না করিয়া অনন্তমানে তৃষ্ণী-স্তাবে অন্ন ভোজন করিবে। যতক্ষণ তৃপ্তি না হয়; ততক্ষণ অক্ষুণ্ণভাবে অন্ন ভোজন করিবে। তৎপরে পাত্র পরিত্যাগ করিবে। উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া এক গ্রাস ভূতলে নিক্ষেপ করিবে। পরে আঁচাইয়া সাধুসজ্জ, সন্নিধ্যা অধ্যয়ন ইতিহাস ও প্রাচীনকথা পর্যালোচনা দিবা শেষ অতিবাহিত করিবে। পরে, সায়াংসন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিতে অহতি দিবে। দ্বিজ, প্রীতাহ গণ্ডুষ করিয়া পোষ্যবর্ণ সমভি ব্যাহারে ভোজন করিবে। সায়াং হোমকালে আগত অতিথিও যথাশক্তি প্রদাহুসারে অবশ্য পুষ্য। পূজা না করিলে সেই অতিথি তাহার পুণ্য হরণ করেন। অতিতৃপ্ত না হইয়াই আঁচাইবে; চরণ প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র হইবে; পশ্চিম বা উত্তর শিওর না হইয়া শুভ শয্যাতে শয়ন করিবে। শক্তিসম্বে, যথোক্তকালে স্নান সন্ধ্যাভ্যাগ করিবে না। ব্রাহ্মমূহুর্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিজহিত চিন্তা করিবে। সমর্থ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, নিত্য এই-রূপ কার্য্য করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

এই ব্যালকৃত শাস্ত্র ধর্ম্মের সারসমূহ-যুক্ত,—চারি আশ্রমে, মোক্ষ এবং ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া সমস্ত পুণ্য কার্য্য বহিয়াছে। গৃহস্থাশ্রম হইতে (অত্র আশ্রমে) শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, ইহা পুনঃপুন ব্যাসদেব করিয়াছেন। যে গৃহস্থ যথাশাস্ত্র-মতে (গার্হস্থ্য ধর্ম্ম) প্রতিপালন করে, তাহার সকল তীর্থগমনের ফল হয়। যে গৃহস্থ গুরু-জনের প্রতি ভক্তিমান, ভৃত্যবর্গের প্রতিপালক, দয়াশু, অশ্রয়াশুজ, নিত্য অপশীল, নিত্য হোমী, সত্যবাদী এবং দ্বিভেদপ্রিয় বাহার নিজ দ্বারা-তেই সমস্তোষ (আছে) পরদারগমনবিরত এবং বাহার কোন অপবাদ নাই, সে গৃহস্থেব গৃহে বসিয়াই তীর্থ ফল লাভ হয়। যে গৃহস্থ প্রতিদিন পরদার এবং পরভ্রব্য হরণ করে, সে সকল তীর্থ গমন করিলেও তাহার পাপ বিনষ্ট হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় দান পাদপ্রক্ষালন, তাঁহাদিগের তৃপ্তিজনক কার্য্য; বলিবৈষ এবং ভিক্ষা প্রদান করে, তাহার পাপ স্পর্ষ হয় না। সে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-গণকে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, পাদদ্রব্য, পান্ধকা, দীপ প্রদান, অন্ন দান ও আশ্রয় দান করে, যমরাজ তাহার নিকট আসিতে পারেন না। যে গৃহস্থের গৃহে ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন জল দ্বারা আর্দ্র হইয়া পৃথিবী যতকাল থাকি-বেন, তাহার পিতৃগোক তাবৎ কালে পুষ্কর পাত্রেতে অমৃত পান করিবেন। হে ঋষিসন্তম-গণ! কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কপিলা গাভি প্রদান করিলে যে ফল হয়, ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন করিলে সেই ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত ভিজ্ঞাসা করিলে অগ্নিদেব প্রীত হ'ন, আমন দান করিলে ইন্দ্র প্রীত হ'ন, পাদপ্রক্ষালন করাইলে পিতৃগণ প্রীত হ'ন, অন্নাদি দান করিলে প্রজাপতি প্রীত হ'ন। মাতা এবং পিতা হইতে প্রধান তীর্থ গঙ্গা বিশেষতঃ গো-সকল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ওহিতে উৎকৃষ্ট তীর্থ হয় নাই এবং হবেও না। ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে যে মহম্ভ্য বাস করে, তাহার সেই গৃহে বসিয়াই ব্রহ্ম-ক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ, হরিদ্বার, গঙ্গা

এবং কেদারনাথ প্রভৃতি সমস্ত ভীষণ সন্ন্যাসিত হয় ও সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। হে বিজ্ঞ-
বশ! ব্যাস মুনি যে প্রকার বলিয়াছেন। তদমু-
সারে চারিবেঁদে এবং চারি আশ্রমের দান ধর্ম
বলিতেছি যে ধন প্রতিদিন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে
দেওয়া হয় এবং যে ধন নিজে ভোগ করে, সে
ধনকেই ধন বলিয়া আমি মামি, বাহ্য দান কি
ভোগ করা হয় না, ইহা যক্ষ যখন কোন
স্বস্তির ধন রক্ষা করিয়া যায় অথচ অ্যুপনি-
ভোগ করিতে পারে না, তজ্জন জানিবা। যে ধন
দাতব্য হয় ও দারাদি ভোগ্য বস্তু ভোগ করে,
যদি ব্যক্তির সেই ধনই, ধন বলিয়া গ্রাহ্য,
অদাতা অতোক্তা হইয়া মুক্ত ব্যক্তির ধন এবং
পত্নী দ্বারা অন্য লোকে স্বকার্য সাধন করে।
ধন রাখিয়া যে ব্যক্তি মরিয়া যায়, তাহার ধন
দ্বারা আয়ার কি উপকার করিবে ধন ভোগ
করিয়া যে শরীর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সে
শরীরই অস্থায়ী। শরীরের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সকল
অনিত্য এবং ধন সম্পত্তিও অস্থায়ী, সর্বদা
মৃত্যু নিকটবর্তী জানিয়া ধর্মোপার্জন (প্রতি-
দিন) কর্তব্য। যদি ধনসম্পত্তি ধর্মের নিমিত্ত
কিন্তু অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত অথবা যশের
নিমিত্ত না হয়, যে ধন ত্যাগ করিয়া পরলোক
গমন করিতে হইবে সে ধন কি নিমিত্ত দান
করিবে না (পবিত্র অবস্থাই দাতব্য)। যে ব্যক্তি
বাঁচিয়া থাকিলে বিপণন, বন্ধু এবং বান্ধবগণ
জীবিত থাকেন অর্থাৎ বাহার ধনাদি দ্বারা
ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালিত হ'ন তাহার জীবন
সার্থক, আয়াদার পোষণ সকলেই করিয়া
থাকে। পশু পক্ষিগণও কেবল আগনার উত্তর
পূরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, (যে ব্যক্তি
ধনদানাদি সং কার্য না করে) তাহার
উত্তমরূপে শরীর রক্ষা করিয়া কিংবা বলবান
হইয়াই বা কি ফল চিরজীবী হইয়াই বা কি
ফল অর্থাৎ তাহার জীবন ধারণ ব্যর্থ। (যদি
ধন সম্পত্তি না থাকে) নিজ খাদ্য বস্তু
হইতে অর্দ্ধগ্রাসও অর্ধগণকে দিবে, ইচ্ছার
অনুরূপ ধনসম্পত্তি কাহার কোন্ কালে হইয়া
থাকে। অদাতা যে পুরুষ, সেই ত্যাগশীল,
যে হেতু সে ধন ভোগ বা দান না করিয়া
ব্রহ্মকালে পরিত্যাগ করিয়া যায় (অতএব

সেই ত্যাগী, যে ব্যক্তি ধন দান করে, সেই কৃপণ
বলিয়া গণ্য; যে হেতু মরিয়াও ধন ত্যাগ করে
না, অর্থাৎ ধনের ফল যে ভোগ তাহা করে
স্বর্গামি ফল পাইয়া থাকে, দাতার পক্ষে ধন
একেবারে ত্যক্ত হয় না। (একদিন অবশ্যই)
প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু অনাহত
ব্যক্তিকে যে দান করা, অপ্রার্থিত হইয়া
যে দান করা, সে দানই মুখ্য দান, দেখ
যুগচতুষ্টয়েরও বিপর্যয় হয়, কিন্তু অপ্রার্থিত
হইয়া অনাহত ব্যক্তিকে দান তাহার কোন-
কালেও ক্ষয় হয় না। মৃতবৎসা কৃষ্ণা গাভী
যেমন লোভেতে দোহন করিলে পর
তাহার দুগ্ধাদি দ্বারা দৈববাদি কার্য হয় না,
(পরস্পর বিনিময়পূর্বক) পরস্পরকে দান
কোন ফল হয় না, কেবল লোকচোর রক্ষা
হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে পুণ্য হয় না।
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্বশ্রু, স্বভৃত, পত্নী এবং
সন্তানগণকে দান করিলে অনন্ত কালের জন্ম
স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। পিতাকে দান করিলে শতগুণ
ফল, মাতাকে দান করিলে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ
ফল হয়, ভগিনীকে দান করিলে লক্ষগুণ সহোদরকে দান
অক্ষয় ফল লাভ হয়। হে মুনিগণগণ, দিন দিন
ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে, দানগ্রহণার্থ যে
পাত্র উপস্থিত হইবে সেই পাত্রই তারণ
করিবে। বাহার গৃহসমীপে মূর্ণ ব্যক্তি বাস
করে, গুণবান্ ব্যক্তি দূরে বাস করে, সে
ব্যক্তি দূরস্থ গুণবান্ ব্যক্তিকেই দান করিবে।
নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে এত-
দূর বিগ্র ত্যাগ করিয়া অত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন
করাইলে ও দান করিলে তিন কুল নষ্ট করা
হয়। যেরূপ কাষ্ঠময় হস্তী বহনাদি কার্যে
অক্ষম, কেবল মাত্র নামে হস্তী বলিয়া থাকে,
এবং চর্ম্মময় মৃগ যেমন তৃণাদি ভক্ষণে অসমর্থ,
লোকে মৃগ বলিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ
বেদাধ্যয়নে বিরত, সে ব্রাহ্মণ বস্ত্রহৃৎস্বায়ী
ব্রাহ্মণনামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র।
প্রাণিশূন্য গ্রাম এবং জগৎশূন্য কূপ যেমন
কোন কার্যকারী নহে, নামধারী মাত্র সেইরূপ
যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করে না, সে নামে মাত্র
ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাহাদিগকে দান করিলে যথোক্ত
ফল হয় না। সংস্কৃত অগ্নিতে হৃত দ্রব্য যেরূপ

সার্থক হয়, তজ্জপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে ধন দত্ত হয়, সেই ধনই সার্থক ধন জানিবে, তত্ত্ব যে ধন তাহা নিরর্থক জানিবে। সম ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল হয়, ত্রুব ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল হয়। আচার্য্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে সহস্র গুণ ফল, বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান অনন্ত ফল হয়। ব্রাহ্মণগুকে দ্বারা উৎপন্ন হইয়াও গায়ত্র্যাদি জপ করেনা, অথচ ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া উদর পোষণ করে, সেই ব্রাহ্মণকে সমব্রাহ্মণ বলা যায়। যে ব্রাহ্মণ সন্তানের যথাশাস্ত্র গর্ভাধানাদি সংস্কার হইয়াছে, উপনয়ন ও বেদারম্ভ রীতিমত হইয়াছে; কিন্তু নিজের বেদাধ্যয়ন কি তাহার অধ্যাপনা করেনা, সে ব্রাহ্মণকে ত্রুব ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ নিত্য হোম করে ও তপ: প্রায়শ: এবং সঙ্কল্প ও সরহস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাকে, সে ব্রাহ্মণকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে। বজ্রীয় পশু বন্ধন করিয়া চাতুশ্চাস্ত্র যিনি অগ্নি সোমাদি যজ্ঞ করিয়া থাকেন, বিস্তৃতষড়ঙ্গ শাস্ত্র এবং চতুর্বেদ, বিবাদ উপস্থিত হইলে মৌমাংসা^১ করিয়া তাহার যথার্থ অভিপ্রায় স্থির করিতে পারেন। ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র নিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণই বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবেন। ব্রাহ্মণগণ যে কার্য্য ব্রাহ্মণগণের মুখরূপ যে ক্ষেত্র তাহাতে কাঁকর বা কণ্টক নাই, যে কৃষিব্যক্তি ব্রাহ্মণের মুখরূপ ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কারের অনুষ্ঠান করে, তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। উর্করা ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সংপাত্রে ধন দান করিবে, উর্করা ক্ষেত্রে রোপিত যে বীজ, এবং সংপাত্রে দত্ত যে ধন এই দুইটী কখনই নিফল হয় না। বিদ্যা এবং বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি (ভিক্ষা করিতে গৃহস্থের) গৃহে আগমন করে, তাহা হইলে সমস্ত গুরুবীণা ক্রীড়া করেন, অর্থাৎ হর্ষাশিত হ'ন অন্য আমরা পরম গতি পাইব। শৌচাচার-রহিত, ব্রতভ্রষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাগি বেদ সম্পর্ক বিবর্জিত এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে সন্তানাদি ভীত হইয়া রোদন করে এবং

বিবেচনা করে যে আমরা কি পাপ করিয়াছিলাম। বেদাদি শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা যাহার মুখ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্বার ভোজন করিতে অভিলাষ নী থাকে তাহাকে যজ্ঞ করিয়াও ভোজনাদি করাষ্টবে। বেদাধ্যয়নাদি শূন্য ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিতে না পায় ছয়রাত্রি উপবাসী থাকে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। (অতএব ব্রাহ্মণগণে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সর্বতোভাবে কর্তব্য জানিবে।) হে দ্বিজগণ! পবিত্র বস্তু যাহার উদরে থাকে অর্থাৎ সেই সেই বস্তু তাহাকে দিবে, যে ব্রাহ্মণের দেহেতে দত্ত হব্য (দেব উদ্দেশে দত্ত দ্রব্যাদির নাম হব্য) দেবগণ ভোজন করেন এবং পিতৃগণও যে ব্রাহ্মণগণের দেহে প্রদত্ত কব্যা অর্থাৎ পিতৃগণ উদ্দেশে দত্ত বস্তু ভোজন করেন সেই ব্রাহ্মণ হইতে মতিশয় উত্তম পাত্রিক আছে অর্থাৎ কিছুই নাই। স্বীয় কর্তব্য অনুষ্ঠানযুক্ত, অতএব পবিত্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাহা যে দ্রব্যাদি ভোজন বা গ্রহণ করিবেন, সেই দানাদির ফলের ইয়ত্তা নাই এবং তাহা বহুজন্মস্থায়ী তাহার ক্ষয় হয় না। হে মুনিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ, এই যান দ্রব্য কোন কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কোন ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, বলেন, এই শস্ত্র সম্পত্তি কাহার অর্থাৎ অলীক। বেদরূপ লাঙ্গল দ্বারা কার্য্যত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা যাহার জ্ঞান অন্ময় আছে, এতাদৃশ দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ বিদ্যমান শতলোকের মধ্যে একজন বলবান হয় এবং সহস্র লোকের মধ্যে একজন পণ্ডিত হয়, একলোকের মধ্যে একজন বক্তা হয়, কিন্তু দাতব্যক্তি অন্ময় কি না তদ্বিশয় সন্দেহ। রণজয়ী হইলে বলবান হয় না, অধ্যয়ন করিলেও পণ্ডিত হয় না, বহুতর কথা কহিতে পারিলেও বক্তা হয় না, কেবল অর্থ দান করিলেই দাতা হয় না (তবে কি প্রকারে হর বলিতেছি)। ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলেই শূর অর্থাৎ বলবান হয়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে লেই পণ্ডিত এবং যে ব্যক্তি হিত ও প্রিয়বাক্য বলে, সে ব্যক্তিই

বক্তা, এবং যে ব্যক্তি সম্মান পূর্বক দান করে, সেই ব্যক্তিই দাতা। যদি স্নেহপ্রযুক্ত বা ভয় প্রযুক্ত, অথবা অর্থলাভ নিমিত্ত এক পংক্তিতে। (বহুতর সমবেত পংক্তিতে) বিধম দান কবে অর্থ্য কাহাকে অন্ন ও কাহাকেও বা অধিক দান করে। তাহাতে, ব্রহ্মহত্যা-পাতক হয়, ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন এবং বেদেও দেখা গিয়াছে ও ঋষিগণ গান করিয়াছেন। অতুর্করভূমিতে রোপিত বীজ, ভগ্নপাত্রে স্থাপিত দুগ্ধ এবং ভক্ষ্যভুক্ত দ্রব্য বেক্ষপ নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ মূর্থ ব্যক্তিকে (অজ্ঞানী ব্যক্তিকে) দান করিলে সে দান নিষ্ফল হয়। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্নাদি দ্বারা যে দ্বিজ শরীর বর্দ্ধিত করে এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করে, সে দ্বিজ যে, পরলোকে যেকান্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, ব্যাসদেব বলিয়াছেন তাহা হির করিয়া বলিতে পারি না। শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া যদি কোন দ্বিজ মূঢ়া লাভ করে, সে পরলোকে শূকর যোনি প্রাপ্ত হইবে এবং সে ব্যক্তি হইতে জাত যে কুল তাহাদিগেরও উক্ত যোনি প্রাপ্তি হইবে। দ্বাদশ জন্ম গৃহ হইবে, সপ্তজন্ম শূকর ও কুকুর হইবে, মম এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে দরিদ্র হইবে, বৈশ্যের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে শূদ্রের অন্ন প্রাপ্ত হইবে

শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে নরক প্রাপ্ত হইবে। যে দ্বিজ একমাস ব্যাপিয়া অনবরত কেবল শূদ্রাভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্র প্রাপ্ত হয়, মরিয়া কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয়, যে দ্বিজের শূদ্রা পাচিকা এবং শূদ্রা ধর্মপত্নী সে দ্বিজকে পিতৃগণ এবং দেবগণ পরিত্যাগ করেন এবং মরিয়া রোরব নামক নরকে গমন করে। যে সকল মনুষ্য যে কোন জাতির সংস্পৃষ্ট পাত্রে অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করে, ও যে সকল সংশ্রব করিলে পতিত হইতে হয়, ঐ সকল সঙ্করজনক কার্য্য অনায়াসে করে, এবং যে জ্ঞী গমন করিলে সঙ্করজাতি হইতে হয়, ঐ সকল জাতির পত্নীতে সম্মানোৎপাদনাদি করে, সে সকল মনুষ্য নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পণ্ডিত দেব, ব্রাহ্মণ, এবং অতিথিগণের অর্চনা-উদ্দেশ্যে ব্যতীত কেবল আত্মোদার পুরণার্থ অন্নাদি পাক করে, অনবরত ব্রাহ্মণ নিন্দা কবে, ও বেদ বিক্রয়শীল, এই পঞ্চ প্রকার কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। এই ব্যাসদেব-বিরচিত ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহ নরগণ কর্তৃক প্রতি দিন অধ্যয়ন করা আবশ্যক, এই ব্যাস-বিরচিত শাস্ত্রোক্ত আচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পতন হয়না; অর্থ্য এই শাস্ত্রোক্ত আচার করিলে ধর্মের লাভ হয় এবং অধর্মের সম্পর্ক হয় না।

শাস্ত্র-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

অষ্ট সংহারকর্তা কারী স্বয়ং ক্রমে নমস্কার করিয়া চতুর্দশের হিতনিমিত্ত শাস্ত্রপাণি (ধর্ম) শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। যজ্ঞন, যাজ্ঞন, দান, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ এবং অধ্যয়ন বিপ্রগণ প্রতিদিন এই ছয়টি কার্য করিবে, এতদতিরিক্ত কোন কার্য করিবে না। দান, অধ্যয়ন এবং যথাশাস্ত্রমত যজ্ঞন এই তিনটি কার্য ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির কথিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়জাতির বিশেষ কর্তব্য কার্য প্রজাবর্গের প্রতিপালন জানিবে এবং বৈশ্যজাতির বিশেষরূপে কর্তব্য কৃষি, গোসমূহ প্রতিপালন এবং বাণিজ্য এই তিনটি কার্য জানিবে শূদ্রজাতির কর্তব্য কার্য বিজগণের সেবা এবং সকল প্রকার শিল্প কার্য লিপিকার্য প্রভৃতি জানিবে, ক্ষমা সত্যবাক্য, ইন্দ্রিয়দমন, এবং শৌচ এই চারিটি কার্যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতি ইহাদিগের সকলের সমান অধিকার আছে, এই চারিটি কার্যে কাহারও ইতর বিশেষ নাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ বিজ্ঞান প্রতিপাদ্য অর্থাৎ এই তিন বর্ণের কেবল উপনয়ন সংস্কার হয়, এই তিন বর্ণের মৌজীবন্ধন (উপনয়ন সংস্কার) দ্বিতীয় জন্ম জানিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনবর্ণের মৌজীবন্ধনকার্যে উপনয়ন সংস্কারকর্ত্তে আচার্য্য (যিনি উপনয়ন সংস্কার বা গায়ত্রী উপদেশ করেন,) তিনিই পিতা জানিবে, এবং সাবিত্রী প্রধান জননী। যে পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার না হয় (অর্থাৎ বেদপাঠ আরম্ভ না হয়) সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ

শূদ্রের তুল্য জানিবে, বেদপাঠ আরম্ভ হইলে পর, দ্বিজ বলিয়া জানিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গর্ভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলে পর, নিম্নের সংস্কার কর্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদনন্তর, গর্ভস্থ সন্তান স্পন্দন আরম্ভ হইলে পব, পুংসবন সংস্কার করিবে। (সন্তান জন্মের) অশৌচ অতীত হইলে পর, নামকরণ সংস্কার করিবে, চতুর্দশের যুগ্মাক্ষর, সংযুক্ত নামরক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণজাতির মাসল্যশব্দযুক্ত নাম, ক্ষত্রিয়জাতির বলসংযুক্ত নাম, বৈশ্যজাতির ধনসংযুক্ত নাম এবং শূদ্র জাতির জুগ্মপিত শব্দযুক্ত নাম কর্তব্য। ব্রাহ্মণের অমুক শব্দ, ক্ষত্রিয়ের অমুক বর্ণা, বৈশ্য জাতির অমুকধন এবং শূদ্রজাতির অমুক দাস এই প্রকাব নাম জানিবে। চতুর্থ মাসে অর্ক দর্শন (নিজামণসংস্কার কর্তব্য) ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন সংস্কার কর্তব্য; এবং চূড়া সংস্কার যে বৎসরে যে বৎসরে হইয়া থাকে, তাহাদিগের সেই বৎসরে কর্তব্য। গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন সংস্কার কর্তব্য, ক্ষত্রিয় সন্তানের গর্ভ হইতে একাদশ বৎসরে উপনয়ন এবং বৈশ্যসন্তানের গর্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন সংস্কার কর্তব্য, ব্রাহ্মণের গর্ভ হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের গর্ভ হইতে দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত

গৌণকাল এবং বৈশ্বের গর্ভ হইতে চতুর্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকাল জানিবে। যে সকল গৌণকাল উক্ত হইল, ইহার পর গায়ত্রী উপদেশ করিবে না ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানগণ যথাকালে উপনয়ন সংস্কার না হইলে, সাবিত্রী-পতিত ও ব্রাত্য; অর্থাৎ সংস্কারহীন এবং সর্ষ-ধর্মকর্ম-বিবর্জিত জানিবে।

ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বৎসর ছয় মাস, ক্ষত্রিয়ের এক বিংশতিবর্ষ ছয় মাস, বৈশ্বের ত্রয়োবিংশতি বৎসর ছয় মাস উপনয়ন সংস্কারের গৌণকাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যে বর্ণের যে যে বৎসর উক্ত হইল, উক্তকাল মধ্যে উপনয়ন দিলে গায়ত্রী উপদেশের কাল অতীত হয় না, এই কাল অতীত হইলে গায়ত্রী উপদেশ করিবে না গায়ত্রী উপদেশ নিবৃত্তি রাখিবে যথোক্ত কালে সংস্কার না হইলে, পূর্ব-উক্ত এই তিন বর্ণ সাবিত্রী পতিত, ব্রাত্যনামধারী হইবে, ব্রাহ্মণ আদির কর্তব্য গায়ত্রী জপাদি কার্য্যোমাত্রে অবিকার থাকিবে না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনবর্ণের উপনয়ন সংস্কার কালে মৌঞ্জীবন্ধন করিতে হয়, কোন বর্ণের কোন দ্রব্য দ্বারা মৌঞ্জী করিতে হইবে ক্রমে তাহা কীর্ণিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর মৃগচর্ম, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর ব্যাগ্রচর্ম, এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীর ছাগচর্ম, উত্তবীষবস্ত্র; ব্রাহ্মণের বিব ও পলাশ-নির্মিত দণ্ড, ক্ষত্রিয়ের পিপ্পল-নির্মিত দণ্ড; এবং বৈশ্বের বিব-নির্মিত দণ্ড। ব্রাহ্মণের বেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ক্ষত্রিয় জাতির লগাটপরিমিত দীর্ঘ, বৈশ্ব জাতিরকর্ণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ দণ্ড কর্তব্য; দণ্ডগুলি অবক্র (দোজা) ঝকুগুড় এবং অগ্নিবন্ধ না হয়, যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের কার্পাস-সূত্রনির্মিত, ক্ষত্রিয়ের ক্ষৌদ্র-সূত্র-নির্মিত বৈশ্ব জাতির উর্ব সূত্র-নির্মিত, জানিবে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবে;—প্রথমে ভবংশ প্রয়োগ পূর্বক; যথা ভবন্! ভিক্ষাং দেহি, জলোককে ভবতি! ভিক্ষাং দেহি। এইরূপ জানিবে, ক্ষত্রিয় জাতি ভিক্ষাং ভবন্! দেহি। এইরূপ মধ্যভাগে ভবংশ শব্দ প্রয়োগ করিবে, বৈশ্বজাতি ভিক্ষাং দেহি ভবন্! এই অন্তে ভবংশ প্রয়োগ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় ।

আচার্য্য মাংসকে উপনয়ন প্রদানান্তর বেদপাঠে দীক্ষিত করিবেন। যে গুরু বেডন লইয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তাহাকে উপাধ্যায় কহা যায়। ব্রহ্মচারী মনবক প্রত্যয়ে উঠিয়া শৌচআদি কার্য্য সমাপনান্তর পবিত্র হইয়া স্নানসমাপনান্তে পূর্ব স্থাপিত অগ্নিতে হোম করিবে, তদনন্তর হোমাদি করণজন্ত উৎপন্ন যেদাদি অপনোদনপূর্বক পবিত্র হইয়া গুরু পাদপদ্মে অভিবাচন করিবে। তদনন্তর, গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া বিনীতভাবে গুরুদেবের মুখপদ্ম দর্শন করতঃ ব্রহ্মজ্ঞপি করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে, (বেদপাঠ কালে প্রথমে উচ্চারণপূর্বক যে অঞ্জলি বন্ধা করিতে হয় তাহাকে ধারণণ ব্রহ্মজ্ঞপি কহিয়াছেন)। বেদপাঠ আরম্ভ এবং সমাপনকালে প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে। অনধ্যায়দিবসে যজ্ঞপূর্বক অধ্যয়ন ত্যাগ করিবে। চতুর্দশী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী (এ কয়টি তিথি) সূর্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ উৎপাত, ভূমিকম্প, সপিশুজনন মরৎজ্ঞ অশৌচ, গ্রাম বিপ্রব অগ্নিদাহ প্রভৃতি প্রায়ের অনিষ্টজনক দৃষ্টান্ত উপস্থিতিঃ ইন্দ্রপ্রায় সুরত, মেঘর্জন, বাদ্যকোলাহল এবং রাজবহ্নের পরস্পর বিগ্রহ, এই কয়টি অনধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়নের প্রতিবন্ধক এই সকল ঘটনা হইলে এবং পূর্বকথিত তিথি চতুর্থে অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি অভিযোগ অর্থাৎ তিরস্কার করিলেও অতি দ্বেগপূর্বক অধ্যয়ন করিবে না, দেবমন্দির, বন্যীক, শ্মশান, শিবমন্দির এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট যথাবিধি ভিক্ষা করিবে, (ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাপ্ত হইয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালনান্তর) পবিত্র হইয়া পূর্বমুখ উপবেশন পূর্বক গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া ভোজন করিবে। অহঙ্কার শূন্য হইয়া গুরুদেবের হিতজনক এক প্রিয়কার্য্য করিবে। সাধুঃ সন্ধ্যাসমাপনান্তে সাংকালীন হোম করিয়া গুরুদেবকে অভিবাচনপূর্বক গুরুবাচ্যপ্রতিপালন অর্থাৎ পাদসেবাদি করিবে। মধু, মাংস,

অঙ্গন, (চক্ষুর্দ্বয়ে কজল গান) শ্রাদ্ধ, গান, নৃত্য, হিংসা প্রাণিহত্যা লোকনিন্দা এবং জীমৎসর্গ ; যজ্ঞসহকারে ত্যাগ করিবে। মেঘলা (শরপত্র প্রভৃতি রচিত মৌলী) কৃষ্ণ সার চন্দ্র, এবং বিবাদি দণ্ড যজ্ঞপূর্বক ধারণ করিবে। ব্রহ্মচারী সাবধান হইয়া প্রত্যহ ভূমিশয়ন করিবে। বেদবিদ্যালোভে যুগ্ম ব্যক্তি এই সকল নিয়মিত কার্য্যসমূহ করিবে। গুরুদেবকে ধনাদি দক্ষিণা প্রদান করিয়া অবভূত স্নান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

তদনন্তর অসমানপ্রবর, এবং ভিন্নগোত্র-জাতা কত্থাকে বিধিবোধিতরূপে লাভ করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে। মাতৃপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত এবং পিতৃপক্ষের সপ্তমী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আত্ম, গান্ধর্ব, রাক্ষস, এবং অধম পৈশাচ এই অষ্ট-প্রকার বিবাহ। ব্রাহ্মণগণের প্রথম চারি প্রকার বিবাহ বিধিপ্রশস্ত, ক্ষত্রিয়গণের গান্ধর্ব এবং রাক্ষস প্রশস্ত। অপ্রাণিত হইয়া যজ্ঞপূর্বক যে কত্থা দান তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ কহিয়াছেন। যজ্ঞকার্য্যে দক্ষিণাধরূপ পুরোহিতকে কত্থা-দানের নাম দৈববিবাহ, গোদয় গ্রহণ করিয়া যে কত্থাদান তাহার নাম আর্ষবিবাহ। প্রাণিত হইয়া যে কত্থাদান তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ ; ধন গ্রহণ করিয়া যে কত্থাদান তাহার নাম আত্ম বিবাহ, বর কত্থা উভয়ে অতিজ্ঞা করিয়া যে বিবাহ, তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ কহে, যুদ্ধক্ষেত্রে হতকত্থার পাণিগ্রহণ রাক্ষস বিবাহ। কোন ছল করিয়া কত্থার পাণিগ্রহণ পৈশাচ বিবাহ বিবাহমধ্যে ইহাকে নিকৃষ্ট জানিবে। ব্রাহ্মণের তিনজাতি কত্থা ভার্গ্যা, ক্ষত্রিয়ের দুইজাতি কত্থা, বৈশ্যের একজাতীয় ও কত্থা ভার্গ্যা হইবে। শূত্রের একজাতীয় কত্থা ভার্গ্যা হইবে, ব্রহ্মণগণের ব্রাহ্মণ কত্থা, ক্ষত্রিয় কত্থা এবং বৈশ্যকত্থা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়-কত্থা এবং বৈশ্যকত্থা এই দুই জাতীয় বৈশ্য-গণের বৈশ্যকত্থামাত্র এবং শূত্রগণের শূত্রকত্থা

মাত্র। বিপদাগর হইলেও বিজগণ শূত্রকত্থা বিবাহ করিবে না। সেই শূত্রকত্থা প্রস্তুত যে সন্তান তাহার নিকৃতি নাই। তপঃপরায়ণ, যজ্ঞশীল সকলধর্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণ গণ সর্বগোত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয়কত্থা বিবাহকালে শরগ্রহণ করিবে, বৈশ্যকত্থা বিবাহকালে প্রতোদন, গ্রহণ করিতে হইবে। (প্রতোদন পাঁচন বাড়ী গো তাড়ন দণ্ড)। যে স্ত্রী অগ্নি বহন করে, সেই ভার্গ্যা, যে, স্ত্রী পতিপ্রাণা সেই ভার্গ্যা এবং যে পুত্রবতী সেই ভার্গ্যা। এই সকল গুণসম্পন্না ভার্গ্যা প্রকৃষ্ট যজ্ঞপূর্বক প্রতিপালনীয়া, এবং সর্বদা তাড়নীয়া অর্থাৎ কোন অসংপথগামিনী না হয়। যে ভার্গ্যা লালিতা ও পালিতা সেই লক্ষী স্বরূপা ইহার অত্থা নাই।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

গৃহস্থের পাঁচটি স্থান (জীবহিংসা স্থান) চুল্লী প্লেথী উপস্থর সংমার্জ্জনী এবং গৃহোপকরণ কুণ্ড প্রভৃতি) কণ্ডনী (উদ্বৃদ্ধ মূষণ আদি) উলকুস্ত (জলা-ধার কুস্ত) এই সকল গৃহোপকরণ বস্তুরে গৃহস্থের জীব হিংসা অনিবার্য্য। ঐ জীবহিংসা-সম্বৃত পাপশাস্তির নিমিত্ত, গৃহস্থ কোন দিবসেই পঞ্চযজ্ঞ কার্য্য ত্যাগ করিবে না, পঞ্চ-মুখ কার্য্য করিলে গৃহস্থের পঞ্চস্থনা-সম্বৃত পাপ বিনষ্ট হয়, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং মনুষ্যযজ্ঞ, এই পাঁচটি কার্য্য পঞ্চযজ্ঞ নামে উক্ত হইয়াছে। নিত্যহোম দেবযজ্ঞ ; বলি কার্য্য ভৌত ; শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ পিতৃযজ্ঞ ; বেদপাঠ ; ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং অতিথি-দেবা মনুষ্যযজ্ঞ। বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতিগণ, এবং বিজগণ গৃহস্থের কল্যাণে যথোচিতরূপে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। গৃহস্থই বাগ যজ্ঞ করে, গৃহস্থই উপস্তাবকে, গৃহস্থই দাতা হয়, সেই হেতু গৃহস্থাত্মীই সকল অজ্ঞানীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন স্বামীষ্ট জীণোকের প্রভু যেমন চতুর্দশের প্রভু ব্রাহ্মণ,

সেইরূপ এই গৃহস্থের অতিথিগণ প্রভু জানিবা ।
ব্রতসমূহ দ্বারা কিংবা উপবাস দ্বারা, এবং
অন্তর্নাম ধর্ম কর্মদ্বারা জীলোক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়
না, যেমন স্বামীসেবা দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয় । ব্রহ্ম-
চারীগণ, অহরহ নান, নিত্যাহোম, এবং অগ্নির
তৃপ্তিজনক কার্য দ্বারা স্বর্গগমন করেন, কেবল
শুক্লসেবা দ্বারাই স্বর্গগমন করেন । বানপ্রস্থগণ
অগ্নিশ্রদ্ধা দ্বারা কিম্বা কন্ধ্যা দ্বারা এবং নান্না
তীর্থ নান দ্বারা সেরূপ স্বর্গে গমন করে না ।
যে রূপ ভোজন ত্যাগ দ্বারা স্বর্গে গমন করে ।
ভিক্ষা দ্বারা কিম্বা মৌনব্রত দ্বারা অথবা
নির্জনগৃহে বসিয়া যোগ অবলম্বন দ্বারা
যোগীগণ সেরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, যে রূপ
যোগীগণ মৈথুন পরিত্যাগদ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।
যজ্ঞকর্ম দ্বারা কিম্বা বহু দক্ষিণা দ্বারা অথবা
বহু শুক্রদ্বারা গৃহীগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হয় না,
যে রূপ অতিথিসেবাদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয় (অতএব
জীলোকের স্বামীসেবা, ব্রহ্মচারীর শুক্লশ্রদ্ধা,
বানপ্রস্থগণের ভোজন পরিত্যাগ যোগীগণের
শ্রী পরিত্যাগ এবং গৃহস্থগণের অতিথিসেবা
প্রাধান্যার্থ জানিবে । (গৃহস্থের অতিথিসেবা
মুখ্যার্থ হইল) সেই হেতু, সকল যত্নসহ-
কারে গৃহস্থগণ গৃহে আগত অতিথিগণকে
আহার দান, শয্যা দান এবং ধনদান দ্বারা
সংস্কার করিবে । (সাম্বিক ব্রাহ্মণ) শাস্ত্রনিয়ম-
অনুসারে প্রাতঃকালে এবং সায়াংকালে অগ্নি-
হোত্র হোম করিবে এবং যথানিয়মে দর্শ
পৌর্ণমাস যাগ করিবে । যজ্ঞ দ্বারা, পশু বন্ধন
দ্বারা চাতুর্মাশুত্র দ্বারা এবং ত্রৈবার্ষিক বা
বার্ষিক অন্ন থাকিলে আলমশুত্র হইয়া সোমরস
পান করিবে । অল্পধন যে দ্বিজ সে বৈশ্বানরী-
নামক ইষ্ট করিবে, অল্পধন হইলেও শূদ্রের
নিকট ধন ঋণার্থ করিবে না এবং অভীষিত
যজ্ঞ সকল দান করিবে । বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ
বৃত্তি ত্যাগ করিবে না এবং পৈতৃকপুরোহিতও
ত্যাগ করিবে । কার্য দ্বারা এবং জন্ম দ্বারা
বিশুদ্ধ এবং বয়স শরীর-মাংসলোগ হইয়াছে,
অর্থাৎ প্রাচীন ও তাদৃশ ব্যক্তিই (বান্ধনকার্যের
যোগ্য) পাত্র জানিবে । এ সকল গুণযুক্ত
যে ব্যক্তি এবং ধর্মপথ অবলম্বন করিয়া ধন
উপার্জন করে, ব্রাহ্মণ তাহাকেই সর্বদা বান্ধন

করাইবে, তাহাশ ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ
করিবে ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

গৃহস্থব্যক্তি যখন দেখিবে, দেহ মাংস
লোল হইয়াছে বার্কিধ্যদ্বারা সমস্ত কেশ শুক্ল-
বর্ণ হইয়াছে, এবং পৌর জন্মিয়াছে, তৎ-
কালেই বানপ্রস্থ আশ্রম করিবার নিমিত্ত বন-
গমন করিবে (যদ্যপি পত্নী বনগমনে
সম্মত না হয়) তৎকালে গৃহে রাখিয়া (বনগমনে
সম্মত হইলে) তাহাকে সঙ্গে লইয়া, বনে গমন
করতঃ প্রত্যহ অগ্নির তৃপ্তিজনক কার্য করিবে
এবং বন্য ফল মূল শুভ্রিত ভক্ষ্যাদ্য আহরণ
করিবে । বনবাসকালে যে যে জ্রব্য
আহার করিবে, তাহারাই পিতৃলোকের এবং
দেবগণের পূজা করিবে, এবং উহা দ্বারাই
কুটারে আগত অতিথিগণের সেবা করিবে
সমাহিতচিত্ত হইয়া গ্রাম হইতে অষ্ট গ্রাস
আহরণ করিয়া ভোজন করিবে, প্রত্যহই বেদ
অধ্যয়ন করিবে, এবং মণ্ডকে জটা বন্ধন
করিবে, অর্থাৎ কৌরকার্য করিবে না ।
প্রত্যহই তপস্যা দ্বারা নিজ দেহ শুদ্ধ করিবে,
শীতকালে আর্দ্রবস্ত্র হইয়া থাকিবে, গ্রীষ্মকালে
পঞ্চতপা করিবে, বর্ষাকালে আচ্ছাদন-
শূন্য স্থানে বাস করিবে, প্রতিদিনই নক্ত-
ভোজন করিবে, অথবা দিবার চতুর্থভাগ কিংবা
ষষ্ঠভাগে ভোজন করিবে । কষ্ট স্বীকার দ্বারা
বনে কালহরণ কারবে, এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রতি-
পালন করিবে, এইরূপে বানপ্রস্থ আশ্রম
করিয়া বনে কালযাপন করতঃ দ্বিজগণ ব্রহ্ম-
শ্রেণী (চতুর্থশ্রেণী) হইবে ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তম অধ্যায় ।

দ্বিজগণ বানপ্রস্থ আশ্রমেও সর্বদা দক্ষিণা
প্রদান করতঃ বিধিযোথিতরূপে যজ্ঞ করিয়া
(ভস্মপান দ্বারা) নিজদেহ মধ্যে বজ্রীয় অগ্নি

সংস্থাপিত করতঃ ব্রহ্মাশ্রমী হইবে। যে সময়ে গৃহস্থগণের গৃহপাকক্রিয়া সমাপন হওয়াতে ব্রহ্মশূত্র হইবে ও তত্বাদি নিম্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে মুখল নিজব্যাপার শূত্র হইবে, গ্রাম-মধ্যে অগ্নি কি, অঙ্গার পর্যন্ত থাকিবে না, জনপদবাসীগণের ভোজনকার্য সমাপন হইলে এবং জনগণের পাদসঞ্চার রহিত হইলে যতি-গণ প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে গমন করিবে। যতিগণ কিছু না প্রাপ্ত হইলেও স্মৃতিচিহ্ন হইবে না, যাছা পাইবে, তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিবে। স্বয়ং পাক করিবে না, এবং কাহাদ্বারাও পাক করাইবে না, কাহারও গৃহে বসিয়া ভোজন করিবে না। যতিগণ-সম্বন্ধে স্তুতিকার পাত্র এবং অল্যবু পাত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল পাত্র ভলদ্বারা মার্জন করিলে শুদ্ধ হইবে জানিবে। যতিগণ স্নান-সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক গমন করিবে ও কোপীন বস্ত্রমাত্র পরিধান করিবে, জনপ্রাণীশূত্র স্থানে বাস করিবে এবং যেখানেই সায়াংকাল উপস্থিত হইবে সেখানে রাত্রি যাপন করিবে। উত্তমরূপে চতুর্দিক দেখিয়া পাদ নিক্ষেপ করিবে, বস্ত্রদ্বারা পবিত্র করিয়া জলপান করিবে, সত্য দ্বারা পবিত্র বাক্য প্রয়োগ করিবে না অর্থাৎ মিথ্যা সম্পর্ক রাখিবে না এবং যাহা নিজচিত্তে পবিত্র বোধ হইবে, এইরূপ আচরণ অনুষ্ঠান করিবে। চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্বারা কিংবা গর্দিত ভক্ষাদ্বারা কেহ যদ্যপি অশ্রলপন করিয়া দেয়, তাহাতে স্নান গৃহস্থ বোধ করিবে না। মঙ্গলকার্য্যই হউক কিম্বা অঙ্গুলকার্য্যই হউক তাহার একটিও আশ্রয় করিবে না। সকল প্রাণীরহিতচেষ্টা করিবে লোভ প্রস্তুত কিংবা স্রবণ-রাশি এই সকল বস্ততে তুণ্যজ্ঞান করিবে, ধ্যান এবং যোগপরায়ণ ভিক্ষুক মুক্তি লাভ করিবে। যোগীগণ চিত্তের সংযমকে ধারণা বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণের সংহার অর্থাৎ বিষয় হইতে নিবৃত্তি করা ইহা প্রত্যাহার নামে কথিত হইয়াছে। যোগাত্ম্য দ্বারা, হৃদয়স্থ দেব-দেব পরমাত্মার যে দর্শন, ইহাকেই যোগীগণ ধ্যান নামে অভিহিত করিয়াছেন, এই ধ্যান, সকল যোগ হইতেই মঙ্গলদায়ক। ইহা

শব্দার্থ আপনি করিয়াছেন। হৃদয়ে সকল দেবতার অধিষ্ঠান আছে, হৃদয়ে প্রাণবায়ু অবস্থিতি করিতেছেন; হৃদয়ে সূর্য্য চন্দ্রাদি-জ্যোতিঃ-পদার্থসমূহ রহিয়াছেন হৃদয়ে সকল বস্তুই রহিয়াছে। নিজ দেহকে অরণি ও ও কারকে উত্তরারূপ করিয়া অর্থাৎ প্রণব রূপ করিলে হৃদয়স্থ জ্যোতিঃবরূপ পরমাত্মা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ধ্যান, অর্থাৎ হৃদয়ে দেব-দেব পরমাত্মার যোগ দ্বারা দর্শন এবং নির্মল (ওঁকার রূপ) এই উভয় কার্য্য দ্বারা স্বহৃদয় স্থিত বিষয়কে দেখিতে পাওয়া যায়। চারি দিকে সূর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ে এবং মধ্যে হৃদয়স্থ অবস্থিতি করিতেছেন ঐ তেজের মধ্যে মহাদাদি তত্ত্বপদার্থ অবস্থিতি করিতেছে ঐ তত্ত্ব মধ্যে বিষয় অবস্থিতি করিতেছেন। যতগুলি সূক্ষ্ম বস্তু আছে, সকল বস্তু হইতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাত্মাস্বরূপ এবং যতগুলি স্থূল পদার্থ আছে, তাহা হইতেও সূক্ষ্ম অর্থাৎ বিরাট মুক্তি। বীত শোক (অর্থাৎ যোগীগণ) তেজোময় রূপ দেখিতে পান। বাহ্যদেব মুঢ় ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গোচর হন না। কেননা, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় অজ্ঞান বসনে আবৃত ও বিষয়াবৃত। এই ব্যক্তাবৃত পুরুষ বিষয়, ধাতা এবং বিধাতা। ইনিই পুরাতন সম্পূর্ণ মঙ্গল-রূপী। এই অশরীরী তমঃপারে অবস্থিত আদিভাববর্ণ মহাপুরুষকে মন্ত্র বলে জানিতে পারিলে, মৃত্যু হইতে ভয় থাকে না; এবং সঙ্গতির অন্ম উপায় নাই; পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচ বস্তুকে পণ্ডিত ব্যক্তি মহাত্মত বলিয়া জানিবেন। চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, রসনা ও নাসিকা শরীরের মধ্যে এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটি বুদ্ধির বিষয়। হস্ত, পাদ, উপস্থ, জিহ্বা এবং পায়ু শরীরের মধ্যে এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রকৃতি, এই চারিটি উক্ত ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা পরবর্তী এবং শ্রেষ্ঠ; এবং আত্মা এই সকল পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এই আত্মা পুরুষ এবং পঞ্চ বিংশ। সার্ব ব্যক্তিবর্গ ইহাকে জ্ঞানগত হইয়া বিমুক্ত হন। ইনি পরমশুদ্ধ, ইনি অবিদ্যাবাহী এবং উত্তম।

ইহার শব্দ, রস, স্পর্শ, রূপ বা গন্ধ নাই, ত্রুণ নাই, স্থূণ নাই। ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ। যে ব্যক্তির বিজ্ঞান সারথি, মন লাগাম; তিনিই পথশাণ্ডে বিষ্ণুর পুরম পদে গমন করিতে পারেন। কেণাঙ্গের শত ভাগের এক ভাগকে সহস্রভাগের একভাগ করিলে তাহারও শত ভাগের এক ভাগের মতন জীব স্থূণ। মহাক্তের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ পুরুষের পর কিছুই নাই। পুরুষই পরম গতি, পুরুষই পরাকাষ্ঠা। এই পুরুষ সর্বভূতে ব্যাপকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। স্থূণ-দর্শিগণ স্থূণ এবং প্রধান বুদ্ধিবলে ইহাকৈ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

যথাশাস্ত্র ক্রিয়ান্নান বলিতেছি। ওথমে মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যথাবিধি সৌচ করিবেন জলে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া যথাবিধি আচমন করিয়া তীর্থের আবাহন করিবেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। জলপতি বরুণদেবের শরণাগত হইয়া সর্বপাপক্ಷয়ের নিমিত্ত তীর্থ-দান করিতে যাজ্ঞা করিবেন। আমি সর্ব-পাপবিনাশী তীর্থকে আবাহন করি। আনার প্রতি অনুগ্রহকরতঃ সেই তীর্থ এই জলে সন্নিহিত হউক। রুদ্র এবং জলবাসী সমস্ত বরদগণকে প্রণাম করিয়া পবিত্রভাবে বলিবে, সকল জলবাসীদিগের শরণাগত হই। সর্ব-পাপবিনাশী অংশুমালী দেব হৃতাশনের শরণাগত হইয়া বলিবে, জল সকল পবিত্র হইতেও পবিত্রতর;—আমি তাহার শরণাগত হই। রুদ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ, জল, আমার পাপ-রাশিবিনাশ করুন এবং সর্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। “হিরণ্যবর্ণ” ইত্যাদি তিন মন্ত্র, “জগতা” ইত্যাদি চারি মন্ত্র; “শমোদেবী” ইত্যাদি মন্ত্র; “শর আপঃ” এই মন্ত্র, এবং “ইব মাণঃ প্রবহতে” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহাতে রুদ্র, অগ্নি, দেবতা, কীর্তন করিবে। এই সম্মাজ্ঞন করিয়া পবিত্রভাবে প্রত্যহ অবমর্ষণ

স্থূণ পাঠ করিবে। উহার ছন্দ অমৃষ্টপুং ধ্বনি অবমর্ষণ, দেবতা ভাববৃত্ত, এবং পাপক্লয় ইহার উদ্দেশ্য। জলে নিমগ্ন হইয়া এইরূপে তিনবার অবমর্ষণ পাঠ করিবে। মহাব্যাহতি মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্তকে জল দিবে। যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ, সর্বপাপ বিনাশক; সেইরূপ অবমর্ষণস্থূণ সমস্ত পাপ বিনাশ করে। এই বিধি অনুসারে স্নান করিয়া, সেই বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনন্তর তীর্থ নাম সকল কীর্তন করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্ত্রনিষ্পীড়ন জল প্রদান করা না হয়, তাবৎ বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। এই বিধি অনুসারে স্নান করিলে মহাযা তীর্থফল লাভ করে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

আচমন বিধি।

ইহার পর শুভ আচমন ক্রিয়া বলিতেছি, (দক্ষিণ) হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল স্থানে কায়তীর্থ উক্ত হইয়াছে, বুড্ধাঙ্গুলীর মূলস্থানে প্রাজাপত্য তীর্থ কথিত হইয়াছে (সকল) অঙ্গুলীর অগ্রভাগে দৈব তীর্থ; এবং তর্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশে পিতৃাতীর্থ উক্ত হইয়াছে, প্রাজাপত্য তীর্থ দ্বারা দ্বিজগণ তিনবার জল পান করিবে, তদনন্তর, কিঞ্চিৎ বক্র বুড্ধাঙ্গুলীর মূলদ্বারা মুখ মার্জন করিয়া জলসংযুক্ত (যথা-যথ অঙ্গুলী দ্বারা) চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ছিদ্ৰ সকল স্পর্শ করিবে। ব্রাহ্মণগণ হৃদয় পয্যন্ত আজ হইয়া এতাদৃশ পরিমিত জলপান পূর্ণক আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, কণ্ঠগত জলপান দ্বারা কত্রিয়গণ শুদ্ধ হইবে, তালুগত জলদ্বারা বৈশ্যগণ আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে, শূদ্রজাতি, (এবং স্ত্রীলোকগণ) দন্ত এবং ওষ্ঠ স্পর্শ হয়, এতাদৃশ জলদ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। শুচিত্বানি (উপবেশন পূর্ণক) সমাপ্তিচিহ্নে পূর্বমুখ হইয়া জাম্ব মধ্যস্থানে চতুর্দ্বয় করতঃ কিংবা উত্তরমুখ হইয়া পবিত্র-ভাবে, কোনদিক্ দর্শন না করতঃ কোনো এবং

বৃন্দরহিত, অমৃত জলসমূহ পান করতঃ অঙ্গুলী-
সমূহ দ্বারা আচমন করিবে। পূৰ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ
দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ এবং অনা-
মিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। আচ-
মনকালে যে তিনবার জল পান করা হয়, তাহা
দ্বারা ত্রুকা, বিষ্ণু, এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ
প্রীত হন,—ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। মুখ-
মার্জনা দ্বারা গঙ্গা এবং ধনুনা প্রীত হন, নাসা-
পুটদ্বয় স্পর্শ করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত
হন। চক্ষুদ্বয় স্পর্শ করিলে চন্দ্র এবং সূর্য্য
প্রসন্ন হন, কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিলে বায়ু এবং
অগ্নি প্রীত হ'ন। ত্বকদ্বয় স্পর্শ করিলে সূর্য্য
দেবতা প্রীত হন, মস্তক স্পর্শ করিলে আত্মা
প্রীত হ'ন। যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া
শিখাবন্ধন ত্যাগ করতঃ পাদ প্রক্ষালন না
করিয়া আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে না।
জাম্ববন্তের বাহিরে হস্ত রাখিয়াও হস্তার্পিত জল
দ্বারা এবং মলাযুক্ত জলদ্বারা আচমন করিলে
পর শুদ্ধ হইবে না। আচমনান্তর তীর্থ সংমা-
র্জন করিবে, তদনন্তর “অস্তশ্চরদি” এই মন্ত্র
দ্বারা আচমন করত সূর্য্য্যভিমুখ হইয়া গায়ত্রী
দ্বারা জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করত “উত্থাত্য” ইত্যাদি
মন্ত্র পাঠ করিবে, এই নিয়ম বিজগণের সন্ধ্যা
উপাসনা বিষয়ে জানিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে
দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে, এবং
সায়ংসন্ধ্যা সময়ে উপবিষ্ট হইয়া গায়ত্রী জপ
করিবে। তদনন্তর পবিত্র মন্ত্রসমূহ যথাশক্তি
জপ করিবে, ঋষিগণ দীর্ঘদক্ষ্যার উপাসনা
করিতেন এ নিমিত্ত দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন।

“নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায় ।

ইহার পর সর্ব্ববেদ হইতে পবিত্র মন্ত্র
সমূহ বলিতেছি, এই সকল মন্ত্রের জপ এবং
ধোম দ্বারা মনুষ্যগণ সৰ্ব্বদা পবিত্র হয়।
অবমর্ষণ যুক্ত, দেবব্রত যুক্ত, সত্যবতীযুক্ত-
সমূহ, ক্রোধাতীতযুক্তসমূহ, পাবনানী যুক্তসমূহ,
অভীষ্টরূপদা, প্রণবাদি সশিরক শাস্ত্রী, যুক্ত,
ভোমযুক্ত, সপ্তব্যাহতি, তাকুণ্ড, সাম যন্ত্র,

গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা গ্রথিত মন্ত্র পুরুষব্রত,
ভাবমন্ত্র, সোমব্রত অবিজের, বারীস্পত্যমন্ত্র,
বাক্‌যুক্ত, অন্তমন্ত্র, শতরুদ্রী মন্ত্র, অধর্ষশিরা-
মন্ত্র, ত্রিহুপর্বা, মহাব্রত, গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত,
ইন্দ্রযুক্ত, সামযন্ত্র, এই তিনটি পুষ্পাঙ্গদেহ, রথ
স্তর অগ্নিব্রত, এবং বামদেবযন্ত্র, এই সকল
মন্ত্র গান করিলে পর জীবসমূহ পবিত্র হয় ও
যদি ইচ্ছা করে ত জাতিস্মরণ পাইতে পারে।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায় ।

বেদ হইতে পবিত্র মন্ত্র সমস্ত অভিহিত
হইল। এ সমস্ত মন্ত্র হইতে সাবিত্রী প্রধান
হইতেছে, অবমর্ষণ মন্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট মন্ত্র
নাই; অবমর্ষণ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলদ্বারা এবং
ব্যাহতি সমস্ত দ্বারা প্রধান ধোম করিবে।
সাবিত্রী হইতে উৎকৃষ্ট পানীয় মন্ত্র নাই,
কুশাসনে আসীন হইয়া কুশময় উত্তরীয়
ধারণ পূর্ব্বক কুশহস্ত হইয়া পূর্ব্বমুখ কিংবা
সূর্য্যভিমুখ হওতঃ অক্ষমালা গ্রহণ করতঃ
দেবতা ধ্যানরত হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে।
সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, ক্ষুটিক, পদ্মপুষ্পের দল
পদ্মের বীজ এবং রুদ্রাক্ষ এ সকল দ্রব্যের
মন্ত্রতম দ্বারা অক্ষমালা প্রস্তুত করিবে, ধ্যান
করত বাম হস্তে অক্ষমালা ধারণ করত জপের
সংখ্যা রাখিবে, জপের আদিতে দেবতা,
ঋষি এবং ছন্দ স্মরণ করিবে। তদনন্তর
আদিতে প্রণব এবং ব্যাহতির সহিত অস্ত্রে
শিরোমন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে,
(ইহা প্রাণায়ামস্থলে গায়ত্রী জপ বিষয়ে
জানিবে,) এই গায়ত্রী সবিতা দেবতা, বিষ্ণা-
মিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ এবং প্রণবাদি ভূঃপ্রভৃতি
সপ্তব্যাহতি আপোজ্যোতিঃ প্রভৃতি শিরো-
মন্ত্র জানিবে। প্রণব, ব্যাহতি এবং শিরো-
মন্ত্রের সহিত যে ব্যক্তিনগ্ন গায়ত্রী জপ
করে, তাহাদিগের ইহকালে কি পরকালে
কোন ভয় থাকে না; গায়ত্রী দশবার জপ
করিলে পর, একদিন কৃত পাণ বিনষ্ট
হয়; শতবার গায়ত্রী জপ করিলে পর
পাণ সমস্ত বিনষ্ট হয়, সহস্রবার গায়ত্রী

জপ করিলে পর, মনুষ্যগণকে অজ্ঞান রূত সকল পাপ হইতে উদ্ধার করেন। সুবর্ণশ্রেণী, রক্তয়, ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতৃগমন-শীল এবং মদ্যপায়ী এ সকল ব্যক্তিগণ সকল সময়েই লক্ষ্য বার গায়ত্রী জপ করিলে পর, শুদ্ধ হইবে, দানকাণে সমাহিত হইয়া প্রাণায়ামভ্যাস করিলে পর, দিব্যারাত্রিকৃত পাপরাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়, একমাস ব্যাপিয়া প্রণব এবং ব্যাহতিযুক্ত গায়ত্রী প্রাণায়াম প্রতিদিন ষোড়শ বার করিলে পর জপহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়, গায়ত্রী দ্বারা বিশেষরূপে হোম করিলে পর, সকল অভিশাপ প্রদান করেন, বানপ্রস্থ-বনবাসী-ভক্তপ্রিয়া গায়ত্রীদেবী সকল পাপক্ষয় করেন, শাস্তি অভিলাষী ব্যক্তি পবিত্র হইয়া গায়ত্রী দ্বারা অমৃতসংখ্যক হোম করিবে। অপমৃত্যুভয়-হরণইচ্ছুক ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা দ্বত হোম করিবে, সম্পত্তিইচ্ছুক ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা পদ্মপুষ্পহোম করিবে, কাঞ্চনপ্রাপ্তি ইচ্ছুক হইলে গায়ত্রী দ্বারা বিষ্ণুহোম করিবে। ব্রহ্মবর্চসপ্রাপ্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে স্তমসাহিত হইয়া দ্বতযুক্ত, তিল দ্বারা হোম করিবে। গায়ত্রী দ্বারা অমৃতসংখ্যক হোম করিলে পর, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, পাপাত্মা ব্যক্তি এক পক্ষ ব্যাপিয়া গায়ত্রী দ্বারা হোম করিলে পর, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় অথবা সকল অভিশাপ সিদ্ধ হয়। গায়ত্রী জননীস্বরূপা এবং সকলপাপ বিনাশকারিণী। গায়ত্রী হইতে স্বর্গে এবং মর্ত্যলোকে উৎকৃষ্ট পবিত্র-কারক আর নাই, নরকার্ষ্যে পতিত লোক-দিগকে গায়ত্রীদেবী হস্তধারণপূর্বক উদ্ধার করেন। সেই হেতু ব্রাহ্মণগণ নিয়মী এবং পবিত্র হইয়া প্রতিদিন গায়ত্রীর উপাসনা করিবে, দৈবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্যবিষয়ে গায়ত্রী-জপশীল ব্যক্তিকে নিমুক্ত করিবে, গায়ত্রী জপশীল ব্যক্তির নিকট পাপ থাকে না, যেকোন স্বর্গ্যদেবের নিকট জলরাশি শুদ্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী জপ দ্বারাই সিদ্ধ হয় এ কথায় সংশয় নাই, গায়ত্রীজপশীল ব্রাহ্মণ অজ্ঞ কার্য্য করুন বা নাই করুন, মৈত্র

ব্রাহ্মণ শব্দ অতিপাদ্য হইবেন জানিবে। উপাংশু জপ শতংগ ফলদাতা এবং মানসজপ সহস্রংগ ফলদাতা, বিশেষতঃ সাবিত্রী জপ উচ্চ করিয়া করিবে না। সাবিত্রীজপশীল মনুষ্য স্বর্গলাভ করে এবং সাবিত্রীজপশীল ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় জানিতে পারে। গায়ত্রী জপের ফলের ইয়ত্তা নাই, এ নিমিত্ত সকলে যত্নসহকারে স্নাত এবং পবিত্রচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক সকল পাপবিনাশকারিণী গায়ত্রী জপ করিবে।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

মানানন্তর গায়ত্রী জপ করিয়া পূর্বোক্ত হওতঃ দিব্যতীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করতঃ দেবগণের তর্পণ করিবে, প্রত্যহ পুরুষ হস্ত মস্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে জলাঞ্জলি এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, তদনন্তর বিকৃত যজ্ঞ-যত্ন হইয়া দক্ষিণাত্য হওতঃ ভাস্কর্যের মধ্যস্থানে হস্তদ্বয় রাখিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় রীত্যনুসারে পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষ এবং মাতা-প্রভৃতি তিন জনকে তিন তিন অঞ্জলি দান করিয়া মাতামহী প্রভৃতি তিনজনকে এক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে, তদনন্তর পিতৃপক্ষে এবং মাতৃপক্ষে বাহাদিগের নাম জানিবে, তাহাদিগের ও গুরুগণ, লব্ধী, বাহুব এবং স্নহদৃগণের তর্পণ করিবে। রোপ্যপাত্র, সুবর্ণপাত্র, তাম্রপাত্র, তিল, দর্ভ এবং মস্ত্র ব্যতিরেকে তর্পণ করিলে পর, পিতৃগণের তৃপ্তিজনক হয় না। সুবর্ণপাত্র, রোপ্যপাত্র, খড়াপাত্র, কিংবা উড়ু-ঘরকাঠ-নির্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃলোক উদ্দেশে তিলযুক্ত জল প্রদান করিলে পর, তাহা অক্ষয় ফলজনক হইবে। অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য কিংবা জল, ছুট, মূল এবং ফল দ্বারা প্রতিদিন পিতৃগণের স্ত্রীতি উৎপাদন করতঃ শ্রাদ্ধ করিবে। মানানন্তর তিলযুক্ত জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে পর, পিতৃবজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং তর্পণ দ্বারা পিতৃগণ স্ত্রীত হ'ন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ধর্মজ ব্যক্তি দৈবকাণ্ড বিধি-ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবে না, পিতৃকাণ্ড উপস্থিত হইলে স্বত্বমার্গ দ্বারা পরীক্ষা করিবে, অর্থাৎ ইনি যন্ত্র জানেন কি. না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে ব্রাহ্মণ দুর্কর্মশীল এবং যে ব্রাহ্মণ বিড়ালভ্রষ্ট অর্থাৎ বিড়ালের জায় নিষ্কর থাকিয়া হিংসার চেষ্টা করে এবং যে ব্রাহ্মণ শঠ, হীনাদ কিম্বা অতিরিক্তাক্রম সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিদূষক জানিবে। যে সকল ব্রাহ্মণ গুরুর প্রতিকূলচরণ ক্রুর, যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নির উৎপাত করে এবং বাহারা গুরুত্যাগকারী, তাহারা পংক্তিদূষক জানিবে। যে সকল ব্রাহ্মণ অনব্যয় দিবসে অব্যয়নশীল ও বাহারা শৌচাচারশূন্য, এবং বাহারা শূঙ্গের দত্ত অন্ন রস দ্বারা বর্জিত, সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিদূষক জানিবে। যে সকল ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অব্যয়ন করে ও বাহারা ঋগ্বেদবেত্তা বাহারা সামবেদবেত্তা ও বাহারা তৃণাচিকৈত এবং বাহারা পক্ষাঘ্নযুক্ত, সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তি-পবিত্রকারক জানিবে। ব্রাহ্মবিহাে বিবাহিতা পত্নীর সম্ভান, ঐ বিবাহে কন্যাদাতা ও ঐ কন্যার পতি ইহারা পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদ ও বজ্রুর্বেদ এবং সামবেদের সীমা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বাহারা অথর্ব বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারা পংক্তিপাবক। যে সকল ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যোগাধ্যান করেন, লোষ্ট্র, অঙ্গ এবং কাঞ্চনসম জ্ঞানী ধ্যানপরায়ণ, পণ্ডিত, নিয়মী জ্ঞানী সেই সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবক। দৈবপক্ষে পূর্বমুখ ছুটি বিধিবোধিতরূপে ব্রাহ্মণ এবং পিতৃপক্ষে উত্তরাত্ত তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অশক্ত হইলে, দৈবপক্ষ এবং পিতৃপক্ষ উভয় পক্ষেই এক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, নিতান্ত অশক্তপক্ষে পংক্তি-পাবন একটি মাত্র উত্তরপক্ষেই ভোজন করাইবে। যথাবিহিত দেশে অন্নাদি নিবেদন করিয়া স সমস্ত দ্রব্য পশ্চাৎ অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিবে। উচ্ছিষ্ট পাত্রায়সমীপে পিণ্ডদান করিবে, জরা এবং ক্রোধশূন্য হইয়া

প্রাক করিবে, উষ্ণ অন্ন বিজ্ঞাতিগণকে প্রদান পূর্বক দান করিবে। গন্ধ, মাংস এবং অস্থ-লেপন দ্রব্য দ্বারা বিধিবোধিতরূপে সংকার করিয়া ভোজন করাইবে। পংক্তিজ ব্রাহ্মণ নিজগৃহে উগ্রগন্ধ ও নির্গন্ধ, চৈত্যবৃক্ষজাত পুষ্পমুহ এবং গর্ভজাত পুষ্পমুহ প্রাদে পরিত্যাগ করিবে, জলসম্মত রক্তপুষ্প ও দান করিবে। নূতনমেঘলোমের সূত্র কিংবা কার্পাস সূত্র প্রদান করিবে, অনাহতবস্ত্র-সম্মত বশা বিধান ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে, ঘৃত দ্বারা অথবা তিলতৈল দ্বারা দৌপ দান করিবে, ধূপের নিমিত্ত ঘৃত ও মধুযুক্ত করিয়া গুগগুল দান করিবে, কুঙ্কমযুক্ত করিয়া চন্দন প্রদান করিবে। ছত্রাক, মাংস, স্থপ, কুম্ভাণ্ড, অলাপ, বার্তাকু এবং কোবিদার দান করিবে না। পিঙ্গলী, মরীচ, গোলাকার মূল দ্রব্য, কৃত্রিম লবণ এবং বশা পরিত্যাগ করিবে। রাজমাংস, মস্তব, কোরদূষক ও খদির প্রভৃতি বৃক্ষ নির্ঘাস প্রাদি কার্যে ত্যাগ করিবে। আত্মাতক, লবণী, মূলক, দধি, দাড়িষ, কন্দরাজ, মধু, শক্ত এবং শর্করা, এ সকল দ্রব্য প্রাদি কাণ্ডে যত্নসহকারে প্রদান করিবে, উষ্ণ পান্যাদি দ্বারা বিজ্ঞগণকে ভোজন করাইয়া আচমনান্তে দক্ষিণ দান করিয়া ত্তিকপূর্বক প্রণাম এবং অভিবাচন করতঃ হৃষ্টচিত্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বিসর্জন করিবে, যে ব্রাহ্মণ নিমগ্নিত হইয়া প্রাদান ভোজন করতঃ প্রাদি করিয়া স্ত্রী সংসর্গ করে, সে ব্রাহ্মণ মহাপাপ দ্বারা লিপ্ত হইবে, কালশাক, মহা শক্ত মংস্ত, পক্ষিবেশেষের মাংস খণ্ডা মাংস এ সকল প্রাদে দত্ত হইলে অনন্ত ফলজনক হইবে, ইহা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ যম কহিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

১. গরাক্ষেত্র, প্রভাসতীর্থে, পুষ্করে, প্রারাগে, নৈমিষারণ্যে, গঙ্গাতীরে, যমুনাতীরে, অমর-কন্টক তীর্থে, নর্মদাতীর্থে, গরাতীরে বারা-ণসীধামে, কুরুক্ষেত্রে, ভৃগুক্ষেত্রে, মহাপর্থে,

সপ্তারণ্যে এবং অসিকুপে বাহা সান করিবে, তাহা অনন্তফলজনক হইবে। স্নেহদেশে রাজ্য-কালে এবং উভয় সন্ধ্যাকালে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রদ্ধা করিবে না; এবং স্নেহদেশে গমন করিবে না। গজছায়াযোগে স্বর্ষ্য এবং চন্দ্র-গ্রহণ কালে, মহাবিশুবসংক্রান্তি এবং জল বিশ্ববসংক্রান্তি, দিবসে দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে যে কার্য্য করিবে, তাহা অনন্তফলজনক হইবে। ভাদ্রী পূর্ণিমী অতীত হইলে যে মনানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথি তাহাতে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মধু এবং মাংস দ্বারা শ্রদ্ধা করিবে। পিতৃগণ পুত্রকৃত শ্রদ্ধা পাইয়া, মনুষ্যগণকে পুত্র, বৃদ্ধি, স্বর্ণ, আরোগ্য এবং সর্বদা প্রীতি প্রদান করেন।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

যে ব্রাহ্মণ সাগ্নিক এবং বেদাধ্যয়ননিরত, তাহার সপ্তিওজ্ঞাতি জনন এবং মরণ অশৌচ হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ জ্ঞেয় করিয়া শুদ্ধ হইবে, সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিবর্গের পরস্পরের সপ্তিওতা থাকে; সপ্তিও জ্ঞাতির জননে অথবা মরণে ব্রাহ্মণ দশাহ অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় বাদশাহ বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস, শূদ্র একমাস অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়, যে জাতির যে অশৌচ কাল উক্ত হইল তাহার মধ্যে শুদ্ধ হইবে না। গর্ভস্রাব হইলে, যে মাসে গর্ভস্রাব হইবে, মাসপরিমিত দিবসে স্বেতিকা অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, গর্ভস্রাবে জ্ঞাতিবর্গের অশৌচ হয় না; অজাত দন্ত বালকের মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ জানিবে অর্থাৎ স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে, অকৃত চূড়বালকের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ দুই বৎসরে একাহ অশৌচ জানিবে অল্পপনীত বালকের মৃত্যু হইলে ছয় বৎসর তিনমাস পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যু হইলে, পিতৃকুলের পিতৃ সপ্তিওত্র ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এবং অসংস্কৃত শূদ্রের মৃত্যু হইলে সপ্তিওবর্গের

ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, ঘোড়শ বৎসরের পর বিবাহ না হইলেও শূদ্র জাতির মৃত্যু হইলে সপ্তিওবর্গের একমাস অশৌচ হইবে জানিবে, এ বিষয়ে বিচার কর্তব্য নহে। যে কন্যার বিবাহ না হইয়া পিতার গৃহে ঋতুঅতী হয়, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার মরণাশৌচ কোন কালেও শাস্তি হইবে না অর্থাৎ অবিবাহিত কন্যার রজোদর্শন অত্যন্ত নিষিদ্ধ জানিবে। যদ্যপি কোন উত্তমবর্ণস্ত্রী হীনবর্ণ দ্বারা গর্ত্তোৎপাদন করাইয়া সন্তান প্রসব করে, তাহার ঐ সন্তান প্রসব, এবং ঐ সন্তানের মৃত্যুজ্ঞা অশৌচ ঐ নবীর কোন কালেই নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ হীনবর্ণ দ্বারা উত্তমবর্ণার সন্তানোৎপাদন অত্যন্ত নিষিদ্ধ। দুইটি সমান অশৌচ হইলে প্রথম যে অশৌচ হইবে, তাহার দ্বাবা দ্বিতীয় অশৌচ নিবৃত্তি হইবে, অসমান দুইটি অশৌচ হইলে, প্রথম জাত লঘু অশৌচ দ্বিতীয় জাত গুরু অশৌচ প্রবল হইয়া লঘু অশৌচ বন্ধি পাইবে, যম ঋষির এইরূপ বাণী জানিবে। বিদেশ গমন করিয়া যদ্যপি জ্ঞাতির মরণ কিম্বা জনন অশৌচ হইলে শ্রবণের পর দশ দিনের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকিবে, সে কয়দিন মাত্র অশৌচ ভোগ করিবে, দশরাত্র অতীত হইলে পর, শ্রবণ করিয়া তিন দিবস মাত্র অশৌচ হইবে, সংবৎসর অতীত হইয়া শ্রবণ করিলে পর কেবল স্নান করিলেই শুচি হইবে, ইহা মরণ অশৌচ বিষয় জানিবে, (অননাশৌচ দশরাত্র অতীত হইয়া শ্রবণ করিলে পর পুনর্বার অশৌচ হয় না) নিজ ঔরসজাত ভিন্ন যে পুত্র অথবা সংসৃগিনী যে ভাৰ্য্যা, এবং পরের পূর্ববিবাহিত যে ভাৰ্য্যা, ইহাদিগের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, মাতামহ মরণে, অচার্য্য মরণে এবং দত্ত কন্যা যদ্যপি পিতৃ গৃহে মরে, তাহাতে দৌহিত্র শিষ্য এবং পিতা মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, রাজার মরণে, নিজ গৃহে দৌহিত্র জন্মাইলে, আচার্য্যের পত্নী কিম্বা পুত্র মরণে একরাত্রী অশৌচ হইবে। মাতুল মরণে, পক্ষী অশৌচ হইবে, শিষ্য, পুরোহিত, বান্ধব, ব্রহ্মচর্য্য পূর্বক বেদশাস্ত্রের সম্বাধ্যায়ী এবং সাংসর্গিক অধ্যায়ী ছাত্র ইহাদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে,

শুদ্ধ প্রভৃতি সপ্তিও চতুর্দশীর জনন মরণে
ব্রাহ্মণের যথাক্রমে এক দিন, তিন দিন, ছয়
দিন এবং পূর্ণ অর্থাৎ দশ দিন অশৌচ স্বত
হইয়াছে। ক্ষত্রিয় সপ্তিও হইলে, ব্রাহ্মণের
ছয় দিনে শুদ্ধি, অগ্নি বর্ণের দ্বাদশ দিনে
শুদ্ধি। সপ্তিও ব্রাহ্মণের জনন মরণে সকল
বর্ণের দশ রাত্রেই শুদ্ধি হইবে;—ভগবান
স্বয়ং এই কথা বলেন। উচ্চস্থান হইতে
পতন, অগ্নি প্রবেশ বা জল প্রবেশ করিয়া
মৃত্যুমুখে নিপতিত অথবা ইচ্ছাপূর্বক শস্ত্রা-
ঘাতে বা বিদ্রোহপাতে নিহত আত্মবাতী ও
পতিতগণের মরণে অশৌচ হইবে না। ঘৃতি,
ব্রতী, ব্রহ্মচারী, শূণ্কার, দীক্ষিত এবং রাজার
আজ্ঞাকারী ব্যক্তিগণের অশৌচ হইবে না।
যে ব্রহ্মচারী পরাশৌচে ভোজন করে, সেও
অশৌচ হইবে; যথার্থ অশৌচ ব্যক্তির শুদ্ধি
হইলে, তাহারও শুদ্ধি হইবে;—ইহা পণ্ডিত
গণের মত। মৃত্যু পরাশৌচে ভোজন করিলে
কুমি যোনিতে উৎপন্ন হয়। যাহার অন্ন
ভোজন করিয়া মরণ হয়, তাহার যে জাতি, পর
জন্মে সেই জাতি লাভ হয়। দান, প্রতিগ্রহ,
হোম, স্বাধায় এবং প্রেতের পিণ্ডদান ব্যতীত
পিতৃলোকের কার্যে অশৌচে নিষিদ্ধ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সকল মৃগয়পাত্র অশৌচ হইলে, পুনর্বার পাক
দ্বারা শুদ্ধ হইবে, মল, মূত্র, বিষ্ঠা, জীবন,
পুং এবং রক্ত এসকল দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে
পুনর্বার পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে না, তাহাতে
মৃগয়পাত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে, মলমূত্রাদি
দ্বারা যদি পাত্রপাত্র, স্বর্ণ পাত্র, রৌপ্যময়
পাত্র, স্পৃষ্ট হয় পুনর্বার গঠিত করিলে পর,
শুদ্ধ হইবে, মূল মূত্রাদি ভিন্ন অন্যরূপ অস্পৃষ্ট
সম্পর্ক হইলে কেবল জল দ্বারা ধৌত করিলেই
শুদ্ধ হইবে, তাম্রপাত্র, সীসময় পাত্র এবং
বজ্রময় পাত্র অশৌচ স্পর্শ হইলে অন্নরস
সংযুক্ত জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। কাংস্তপাত্র
এবং লৌহপাত্র অশৌচ হইলে, ক্ষারযোগ

করিলে শুদ্ধ হইবে, মুক্তা, মণি এবং প্রবাল
অশৌচ হইলে প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে।
শঙ্খের পাত্র এবং প্রস্তরের পাত্র, শাক, মূল,
ফল এবং বিদল সমুদ্র অশৌচ হইলে প্রক্ষালন
দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞীর পাত্র সমুদ্র
অশৌচ হইলে যজ্ঞকার্য্য সময়ে মার্জন করিলে
শুদ্ধ হইবে, কেশ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে উষ্ম জল
দ্বারা মার্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। শয্যা,
আসন এবং হুট, গৃহ, এসকল অশৌচ হইলে
সূর্য্যাকিরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, যজ্ঞক
কাঠ প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মার্জন
দ্বারা গৃহ শুদ্ধ হইবে, সম্যক রূপ মার্জন
দ্বারা ক্ষিতির শুদ্ধি হইবে, তৈল দ্বারা
বস্ত্রের শুদ্ধি হইবে, প্রোক্ষণ দ্বারা রানীকৃত
ধান্যাদির শুদ্ধি নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং একত্র
রানীকৃত দ্রব্য সমুহের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি
হইবে। তক্ষণ দ্বারা কাঠ শুদ্ধ হইবে।
শ্বেতশর্ষপ সমুহের কম্পন দ্বারা (ঝাড়) শুদ্ধি
হইবে, শৃঙ্গময় এবং দন্তময় দ্রব্য গোপুচ্ছ
দ্বারা শুদ্ধ হইবে, ফলদ্বারা নির্ম্মিত পাত্র, শৃঙ্গ
বিশিষ্ট জন্তুগণের অস্তি, খদির প্রভৃতি নির্ধাস-
সমুহ, ইক্ষুগুড়, লবণ, কুসুমপুষ্প, মেবাদিব
লোম, এবং কাপাসতুলা, এসকল বস্তু প্রোক্ষণ
করিলে শুদ্ধ হইবে, ইহা যমধ্বনি কর্তৃক কথিত
হইয়াছে। জল অশৌচ হইলে পৃথিবীস্থ করিলে,
কিংবা প্রস্তরপাত্রস্থ করিলে শুদ্ধ হইবে। ছুটবর্ণ,
ছুটগন্ধ, এবং ছুটরস-বর্জিত যে জল, তাহা
শুদ্ধ জানিবে (ছুট বর্ণাদি যুক্ত জল অশৌচ)
নদীস্থিত জল সর্কদাশুদ্ধ এবং সর্ষপাভূষিতজনক
জানিবে। বিক্রমার্থ বহিস্কৃত সজ্জীকৃত দ্রব্য
মাত্র শুদ্ধ জানিবা, অথ প্রভৃতি জন্তুগণের মুখ
শুদ্ধ, গো পশুর মুখ ভিন্ন সকল অশুদ্ধ শুদ্ধ,
আশ্রমে (গৃহে) বিভাল শুচি জানিবে। শয্যা,
ভাণ্ডা, পুত্র ও কন্যা, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, এবং
কমণ্ডলু, এসকল স্বকীয় শুচি, অন্তের হইলে
অশৌচ জানিবে। ভাণ্ডার মুখ রাত্রিকালে
শুচি, গোবৎসের মুখ দোহনকালে শুচি,
পক্ষীগণের মুখ বৃক্ষের উপরি শুচি, এবং
বৃক্করের মুখ শুচি জানিবে। রজস্বলানারী চতুর্থ
দিবসে স্নানান্তর স্বামী নিকট শুচি, দৈব এবং
পিতৃকার্য্যে পঞ্চমদিবসাবধি শুচি জানিবে।

রাজপথের কর্দ্দমের জল এবং গীবনাদি দ্বারা নাতির উর্দ্ধভাগে স্পর্শ হইলে, ভৎক্ষণাৎ স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে। প্রস্রাব এবং পুরীষত্যাগ করিয়া লেপ এবং গন্ধ ক্ষয় হয় এক্রপ মৃত্তিকা ও উদ্ধৃত জল দ্বারা গুহ্র, হস্ত এবং পদ ধৌত করিবে। প্রস্রাব ত্যাগ করিলে পর লিঙ্গস্থানে ছইবার (হস্তদ্বয়ে) সপ্তবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে, (পুরীষ ত্যাগ করিলে পর) বামহস্তে বিংশতি বার উভয় হস্তে চতুর্দশ বার মৃত্তিকা দিবে। নখ শোধন করিয়া (হস্তদ্বয়ে) তিনবার মৃত্তিকা দিবে, শোচকামী ব্যক্তি সর্বদা পাদ-দ্বয়ে তিনবার মৃত্তিকা দিবে। কথিত এই শৌচ গৃহস্থের পক্ষে জানিবে, ইহার দ্বিগুণ শৌচ ব্রহ্মচারীর জানিবে, ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুগুণ বানপ্রস্থগণের জানিবে, তাহার দ্বিগুণ যতীগণের পক্ষে জানিবে। ত্রিগুণ পূর্ণ হয় যাঁহা দ্বারা এতৎপরিমিত মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ কার্য্য করিবে।

যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

বনমধ্যে পৰ্ব্বকুটীর নিৰ্ম্মাণ করিয়া জটাদারণ পূৰ্ব্বক ত্রিকালীন স্নান করতঃ পত্র, মূল এবং ফল ভোজন করিয়া অধঃশয়ন করিবে এবং জীয় দুৰ্দ্ধম লোকের নিকট প্রকাশ করতঃ ভিক্ষা নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিবে, এইরূপ নিয়ম অবলম্বনপূৰ্ব্বক কালযাপন করত দ্বাদশ বর্ষ গত হইলে স্তবর্ণশ্বেতী, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতৃগমনশীল এবং অন্ত্রাশ্র মহাপাতককারীগণ এই ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় এবং যাজক বৈশ্য হত্যা করিয়া এবং আশ্রম দুষিত করিয়া এইরূপ উক্ত ব্রত করিবে। কূটসাক্ষ্য প্রদান করিয়া গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করিয়া এবং শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া, এই ব্রতই করিবে। আহিতাশ্রি হইয়া জীহত্যা করিলে পর, এবং মিত্রহত্যা করিলে পর, অবিজ্ঞাত গর্ভহত্যা করিয়া এই ব্রতই করিবে। ব্রতকারী দ্বিজগণ হত্যা করিয়া উক্ত ব্রত দ্বিগুণ করিয়া করিলে পর শুদ্ধ হইবে। স্বধর্মহীন ক্ষত্রিয় হত্যা করিয়া

একপাদহীন উক্ত ব্রত করিবে, স্বধর্মবিহীন বৈশ্য হত্যা করিয়া উক্ত ব্রতের অর্দ্ধভাগ করিবে এবং জীহত্যা করিয়া পূর্ব উক্ত ব্রতের অর্দ্ধ করিবে। শূদ্রহত্যা করিয়া এবং গর্ভহত্যা জীগমন করিয়া উক্ত ব্রতের এক পাদ ব্রত করিবে। গো বধ করিয়া এবং পরদার গমন করিয়া উক্ত ব্রতের একপাদ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাম্য পশুসমূহ হত্যা করিয়া এক মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে, অরণ্যচর পশু হত্যা করিয়া পঞ্চদশ দিবস পূর্বোক্ত ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ পক্ষী এবং জলচর বিলেশয় সর্প হত্যা করিয়া সপ্তরাত্রি ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। অক্লিশুক্ত জন্তুশত হত্যা করিয়া, এক সহস্র অস্থি-যুক্ত জীব হত্যা করিয়া এক বৎসর ব্যাপিয়া ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিতে হইবে। যে যে বর্ণের বৃদ্ধিচ্ছেদ করিবে, সেই সেই বর্ণহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অজ্ঞানবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণের ভূমিহরণ কবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অনুনতি লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গো, ছাগল এবং অশ্ব যে ব্যক্তি হরণ করে, সীসা কিংবা রক্ত হরণ করে অথবা জল অপ-হরণ করে, এক বৎসর ব্যাপিয়া ব্রত করিবে। তিল, দাণ্ড, বস্ত্র, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র এবং মন্ত্র প্রভৃতি আমিশ হরণ করিয়া সমাহিত চিত্তে ছয়মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। তণ, কাষ্ঠ, তরু, ছদ্ম প্রভৃতি বস, গজানির দন্ত এবং ঘৃত অপহরণ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। লবন, গুড়, মূল দ্রব্য এবং পুষ্প হরণ করিয়া সমাহিত হইয়া অর্দ্ধমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। গোধ, পিত্তল, কার্পাসাদি সূত্র এবং চন্দ্র অপহরণ করিয়া সমাহিতচিত্তে একরাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। পলাতুলশুন, মদ্য, করক, ময়ূষ্যের বিষ্ঠা প্রভৃতি মল, ময়ূষ্যের মাংস, গ্রাম্যশূকর, গর্দভ, গোবিকা, হস্তী, ঈষ্ট, কুক্কর প্রভৃতি সকল পঞ্চমথ জন্তু, মাংসভুক্য্য প্রভৃতি জন্তু এবং গ্রামচর কুক্কট এ সকল ভক্ষণ করিয়া এক বৎসর ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। স্বর্ণগোধিকা, কচ্ছপ, শলকী, খঁজী এবং

শশক প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করা রাইতে পারে; বিজ্ঞ এ সকল জন্তু হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। হংস, মৎগুরক, কাক, কাকোণ, খঞ্জন, মংস্তভুক্ মংস্ত, বলাকা (বকশ্রেণী) শুক, সারিকা, চক্রবাক, প্রব এবং কোক, এসকল পক্ষী, ভেড়া এবং সর্প ইহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে, এ বিষয়ে বিচার কর্তব্য নহে। রাজীব, সিংহ-হৃগু, এবং শূন্য এ সকল হত্যা করিয়া পূর্বোক্ত ব্রত করিবে, মংস্ত-সমূহের মধ্যে পাণ্ডিন মংস্ত এবং বোহিত মংস্ত এই দুইজাতীয় ভক্ষণীয় বলিয়া উক্ত ইহা আছে। জগচর কিম্বা জলজাত মুখপাদ, স্থবিক্রিয়, রক্তপাদ এবং জালপাদ, ইহাদিগের হত্যা করিয়া সপ্তদিবস ব্রত করিবে। ভিত্তিরি, ময়ূর, লাংক, কপীজর, বাক্ষীণস এবং বর্ভক এ কয়টি পক্ষী ভক্ষণীয় ইহা সম্মতি বলিয়াছেন। উভয় দন্ত জন্তু ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্রত করিবে, একশব্দ কিম্বা একদন্ত জন্তু ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধমাস ব্রত করিবে। স্বয়ং মূঢ়া প্রাপ্ত কিংবা বৃথামাংস, মহিষ মাংস, ঘোটকের মাংস, মৃতবৎসা গাভীর ও মহিষীর দুগ্ধ, সন্ধিনী গাভীর অপবিত্র দুগ্ধভক্ষণ করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে। যে সকল জন্তুর দুগ্ধ অভক্ষণীয় সেই ক্ষীরদ্বারা নিষ্পিত যে সকল দ্রব্য তাহা ভক্ষণ করিয়া সপ্তরাত্র ব্রত করিবে, লোহিতবর্ণ বৃক্ষের রস ত্রণের কারণীভূত যে দ্রব্য, কেবল অন্ন, পয়ূর্যবিত্তার, শুড়পক দ্রব্য ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র ব্রতী হইবে। দধি ব্যতীত শুক্ল বস্ত্র, দারুসজ্জীত রস, গুড়যুক্ত নিন্দনীয় তত্ত্ব, যব গোধূমজ বস্ত্র পয়োবিকার রাজবাহকূল্য ও ভৈক্ষ্য ব্যতীত সকল পর্ঘষিত দ্রব্য পক্ষসজ্জী মাংস এতৎসমস্ত যত্পূর্বক পরিত্যজ্য; জ্ঞানপূর্বক ভোজন করিলে সংবৎসর ব্রত করিবে। শূদ্রের অন্ন, রত্নভূমীতে অবতীর্ণ নদীর অন্ন, কায়া গারে আবদ্ধ, চৌরের অন্ন, অবীরা . জীর অন্ন, কর্ণকারের অন্ন, বৈণজাতির অন্ন, কিন জাতির অন্ন, পতিভের অন্ন, স্বর্ণকারের অন্ন, স্ত্রধারের অন্ন, বার্কু বিকের অন্ন, কপণের অন্ন,

নৃশংসের অন্ন, বেষ্ঠার অন্ন, ধূর্তের অন্ন, দলবন্ধের অন্ন, ভূমিপালের অন্ন, অন্ত্রজীবির অন্ন, সৌনপের অন্ন এবং স্তৃতিকার . অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ একমাস ব্রত করিবে। নিরস্তব শূদ্রজাতির অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ ছয়মাস ব্রত করিবে। বৈশ্য ও অপরিচিত জীগণের অন্ন ভোজন করিলে একমাস ব্রত (ঐমাসিক ব্রত তুল্যব্রত) করিবে, ক্ষত্রিয়র ভোজনে দুই মাস ও অপরিচিত ব্রাহ্মণের ঐমভোজনে এক মাস ব্রত করিবে। মদ্যের পাত্রস্থিত জল পান করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক মাস ব্রত করিবে, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া সপ্ত দিন ব্রত করিবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক দিন ব্রত করিবে। অশ্রদ্ধাপূর্বক দত্ত ভোজন করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি একমাস ব্রত করিবে। পরিবেত্তা, পরিবেত্তি, যে কল্যাকে বিবাহ করিয়া পরিবেত্তা হইতে হয়, ঐ কল্যাপরিবেত্তাকে যে ব্যক্তি কল্যা দান করে এবং পরিবেত্তাকে কল্যা দান করিতে মন্ত্রবত্তা পুরোহিত, এই পঞ্চজনেই এক বৎসর ব্রত করিবে। কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক মাস ব্রত করিবে। কেশ এবং কীটাদি দ্বারা দূষিত অন্ন কিম্বা মুষিক, নকুল, মক্ষিকা এবং মশক দ্বারা দূষিত অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র ব্রত করিবে, বৃথা ক্লেশ অর্থাৎ আয়োদরপুরণার্থ পক্ষ লজ্জুক, সংবাব(ঘাউ)পায়স, পিষ্টক এবং শকুলী ভোজন করিয়া সমাহিত চিন্তে ত্রিরাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। নীলবৃক্ষ দ্বারা ক্ষতশাপ্ত, কুক্কুর কর্তৃক দংশিত বা অসতী জীকৃত দংশন দ্বারা জাতক্ষত বিপ্র ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। অগ্নিতে চরণ প্রতপ্ত করিলে ও মন্দবস্ত্র নিষ্কিপ্ত করিলে, কুশদ্বারা চরণ মার্জন করিয়া এক দিবস ব্রত করিবে। পৃষ্ঠ দোষিয়া প্রাণরক্ষার্থ পরাশুখ শজ্জ হনন করিয়া ক্ষত্রিয় এক বৎসর ব্রত করিবে, অশ্বখবৃক্ষ ছেদন করিলে পর, এক বৎসর ব্রত করিবে। দিবাভাগে মৈথুন করিয়া হুঁই জপে স্নান করিয়া এবং নগ্না পরস্পরকে দর্শন করিয়া একদিন ব্রত করিবে। অগ্নিতে কিম্বা

জলে অঙচি জ্বা নিঃক্ষেপ করিলে বা শুক্কজনের প্রতি ফুৎ হইলে, একমাস ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ বিশেষরূপে অবিরত হইয়া জলপান করিলে কিম্বা বাম হস্ত দ্বারা জল পান করিলে ত্রিষাত্র ব্রত করিবে। এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণাদিগকে যে ব্যক্তি ন্যূনাধিকভাবে পরিবেশন করে, সে, এক পক্ষ ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। বণিকগণ ও জন দাড়ি ন্যূনাধিকভাবে ধারণ করিলে অথবা যে কোন ব্যক্তি সুরাপাত্রে বা লবণপাত্রে দ্বন্দ্বপান করিলে ব্রত করিবে। হস্তে করিয়া জল পান করিলে বা তিল বিক্রয় করিলেও ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণকে অপমানসূচক হস্তাবে করিলে কিম্বা গুরুতর ব্যক্তিব প্রতি “তুমি” শব্দ প্রয়োগ করিলে পবিত্র ও সুপমাহিত ভাবে এক দিন ব্রত করিবে। মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান করিলে পর, উত্তরাধিকারী ভাহার ধনে অধিকারী হইবে। যে বর্ণের যে ব্রত কথিত আছে, পবিত্র ভাবে তাহার পক্ষে দেই ব্রতই কর্তব্য। পাপ করিয়া তাহা গোপন করিবে না, গোপন করিলে পাপের বৃদ্ধি হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি পাপ করিয়া সম্ভাব অনুমত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ স্বাপদ-সঙ্কুল বহন্তর ক্রিাত মৃগ পরিপূর্ণ বনে অবস্থান করিয়া অথবা অথ কোন প্রাণ-সংশয় স্থানে থাকিয়া ব্রত করিবে না। বাঁচিয়া থাকিলে কষ্টজনক ব্রত এবং দান দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয়, শরীর ধর্মের মূল, তাহা যতপূর্বক রক্ষা করিবে, পর্কিত হইতে জলের জায় শরীরপাতে ধর্ম পতিত হয়। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণ-গণের সহিত ঐকমত্যে বিজ্ঞ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবে। দৈবপ্রাপ্তক কদাচ তাহা দিবে না।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

প্রতিদিন তিনবার স্নান করিয়া অবমর্ষণ করিবে। সায়াংকালে নদীতে অবগাহন করিবে তিনবার ভোজন করিবে না। সর্ষদা বীরা-সনে থাকিবে, পয়স্বিনী, গোদান করিবে ইহার নাম অবমর্ষণ, এতদ্বারা সকল পাপ নষ্ট হয়। প্রাজ্ঞাপত্য ব্রত করিতে হইলে, তিন দিন নক্ত ভোজন, তিন দিন এক ভুক্ত, তিনদিন অবাচিত ভোজন এবং তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। তিন দিন উষ্ণ জলপান, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত পান, তিন দিন উষ্ণ দ্বন্দ্ব পান ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ এই ব্রতের নাম তপ্তকুচ্ছ। দ্বাদশ দিন উপবাসে পরাক ব্রত। বিধি পূর্বক জল-শুদ্ধ সজল শত্ৰু এক মাস যত্নসহকারে ভোজন করিবে ইহার নাম বাকগকুচ্ছ। এক মাস বিধ, আমলক এবং শুদ্ধ কপিথ ভোজন—জগতে অতিকুচ্ছ নামে বিদিত। গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, গব্য ঘৃত ও কুশজল পান করিয়া থাকিয়া তৎপর দিন উপবাস ইহার নাম সাস্তপন ব্রত। সকল কার্য প্রত্যেকটি তিনবার করিয়া করিলে মহাসান্তপন। একপক্ষ কাল এক দিন উপবাস ও একদিন শত্ৰু ভোজনের নাম তুলাপুরুষব্রত। প্রত্যহ গোময়াহারী হইয়া সমাহিতভাবে এক মাস বার্কিক ব্রত করিবে। তাহাতে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। চন্দ্রকলা বুদ্ধি অনুসারে গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ও চন্দ্রকলার ত্রাসা-নুসারে গ্রাস কমাইয়া আহার করিবে এই ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ। মনস্তত্ত্ব ব্যক্তি যথাসক্তি জপ ও হোম করিবে। পাপাঙ্গুণের পাপ হইতে নিস্তারের এই উপায় বিমলাঙ্গা সুধী গণ কর্তৃক বিজ্ঞেয়। পবিত্র ও সুবুদ্ধি যে ব্যক্তি শজা-কথিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সে, সর্ষ-পাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে আদৃত হয়।

শজা-সংহিতা সমাপ্ত।

লিখিত-সংহিতা।

ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্বক অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম এবং পুষ্করিণ্যাदि খাত করিবে, অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা স্বৰ্গ লাভ হয় এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি খাত করিলে মুক্তি লাভ হয়। এক দিবসও পৃথিবীতে জল থাকে এইরূপ জলাশয়ও যত্নসহকারে করিবে, যে জলাশয়ের জল পান করিয়া গোসকণ তৃষ্ণাশূন্য হয়, ঐ জলাশয়-খাতকর্ত্তার সপ্তকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। ভূমি দান করিলে যে লোক প্রাপ্ত হয় এবং গোদান করিলে যে লোক প্রাপ্ত হয়, কথিত হইয়াছে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়া মনুষ্যগণ সেই সেই লোক পাইয়া থাকে। দীর্ঘিকা, কৃপ, পদ্মাকর পুষ্করিণী এবং দেবমন্দিরসমূহ বিনষ্ট হইলে যে ব্যক্তি পুনরুদ্ধার করে, সে ব্যক্তি আদি নিৰ্ম্মাণকর্ত্তার ফলভাগী হয়। নিত্যহোম, ভপশ্রা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, বেদোক্ত বিধিপালন অতিথি সেবা এবং বলিবৈশ্র প্রভৃতি কার্যের নাম ইষ্ট (ঋষিগণ ইষ্ট শব্দে এই সকল কার্য অভিহিত করেন)। অগ্নিহোত্রাদি যে সকল কার্য ইষ্ট শব্দে অভিহিত হইয়াছে এবং পুষ্করিণী খাতাদি যে সকল কার্য পূৰ্ণশব্দে অভিহিত হইয়াছে এই উভয় কার্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের সমান অধিকার আছে, শূদ্রগণ পূৰ্ণ অর্থাৎ পুষ্করিণীখাতাদি কার্যে অধিকারী হইবে; কিন্তু শূদ্রগণ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি ইষ্ট নামক কার্যে অধিকারী হইবে না। মনুষ্যের অস্থি যাবৎ কাল পর্য্যন্ত গম্বাজল-মধ্যে অবস্থিতি করিবে, তাবৎ সংস্র বৎসর সেই মনুষ্য স্বৰ্গবাস করিবে। দেবগণের এবং পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি জলমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে; অর্থাৎ

দেবতর্পণ এবং পিতৃতর্পণ নিমিত্ত জল, জল-রাশি মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, যে সকল বালক সংস্কৃত না হইয়া মরিয়াছে, তাহাদিগেব উদ্দেশে জলাঞ্জলি স্থলভাগে নিঃক্ষেপ করিবে। (মরণ দিবস হইতে) একাদশ দিবস প্রভৃতি নির্দিষ্ট দিবসে প্রেতের উদ্দেশে পুত্র প্রভৃতি অধিকারীগণ যদি বৃষ উৎসর্গ করে,—ঐ প্রেত প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃলোকে গমন করে। মনুষ্যগণ বহু পুত্রের কামনা করিবে, যদ্যপি বহু পুত্রের মধ্যে একজনও গম্বাধামে গমন করে, কিংবা কেহ যদ্যপি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কেহ যদ্যপি নীল বৃষউৎসর্গ করে। কোন মনুষ্য যদি কাশীধামে বাস করিয়া উহা ত্যাগপূর্বক স্থানান্তরে নিক্ষেপ্ত হয় অর্থাৎ স্থানান্তরে বাস করে, ভূত-গণ পরস্পরে করতালী দিয়া তাহার প্রতি উপহাস করে; গম্বাশিরে যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া পিণ্ড দান করে, ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি নরকস্থ থাকে, সে স্বর্গে গমন করে, এবং যে ব্যক্তি স্বর্গস্থ থাকে সে ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়,। আত্মীয় ব্যক্তি হউক, কিংবা পর হউক, বাহ্যার নামোল্লেখ করিয়া গম্বাধামে যেখানে সেখানে পিণ্ড দান করে, সে ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। (নীলবৃষের পারিভাষিক নাম) যে বৃষ রক্তবর্ণ ও বাহ্যার খুর খেতবর্ণ, এবং বাহ্যার লাদ্বল ও শূদ্র ও খেতবর্ণ, (ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ) এতাদৃশ বৃষকে নীল বৃষ বলিয়াছেন। অশৌচান্ত দিবস প্রভৃতি নির্দিষ্ট দিবসে কর্তব্য আদ্য একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ ও দ্বাদশ মাসে কর্তব্য দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ, প্রথম ষাণ্মাসিক, ও দ্বিতীয়

বাস্তবিক শ্রাদ্ধ এবং আত্মিক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ সপিতৃকরণ এই বোড়ণ শ্রাদ্ধ (প্রেতগণের হিত নিমিত্ত কর্তব্য)। প্রেতের উদ্দেশে আত্ম-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এই সকল একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিলে সাংবাসরিক শ্রাদ্ধ শত সহস্র করিলেও তাহার প্রেতত্ব নষ্ট হয় না। সপিতৃকরণের পর, সংসার বৎসর 'বিজ্ঞগণ মাতা এবং পিতার মৃত তিথিতে এবং জাতগণ একাগ্রবর্তী থাকিলেও পৃথক পৃথক হইয়া একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। বর্ষে বর্ষে মাতা এবং পিতার তৃপ্তির নিমিত্ত, বিস্তৃতরূপে দেবপক্ষ-বিহীন একোদিষ্ট বিধান শ্রাদ্ধ করিবে ঐ শ্রাদ্ধে একটি মাত্র পিণ্ড-ধান কর্তব্য সংক্রান্তিদিবসে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্তব্য চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণে চতুর্দশী প্রভৃতি পর্বতিথিসমূহে, মহালয়া অবসরভাতে তিন পিণ্ডদান করিবে অর্থাৎ পার্শ্ব শ্রাদ্ধ করিবে এবং মৃততিথিতে একমাত্র পিণ্ড দিবে। যে ব্যক্তি পিতা এবং মাতার (সাংবাসরিক শ্রাদ্ধ-দিবসে) একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিয়া পার্শ্বশ্রাদ্ধ করে, তাহার পার্শ্বশ্রাদ্ধ করা বিফল হয়, এবং সে ব্যক্তি পিতৃহত্যার পাপী হয়। যে ব্যক্তির অমাবস্যাতে অথবা পিতৃপক্ষেতে মৃত্যু হয়, সে ব্যক্তির সপিতৃকরণের পর, সাংবাসরিক শ্রাদ্ধ ত্রৈপৌরুষিক পার্শ্ববিধান করিতে হইবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—এই তিন পুরুষের তিনটীমাত্র পিণ্ড দিবে। ইহাতে মাতামহ পক্ষ নাই। ত্রিদণ্ডগ্রহণ করিয়া যাহার মৃত্যু হয়, তাহার প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না। তাহার পুত্রাদির কর্তব্য একাদশাদি দিবস শ্রাদ্ধ পার্শ্ববিধি দ্বারা কর্তব্য। যে ব্যক্তির সংবৎসর পূর্ণ না হইলেও (ব্রহ্মাদি উপলক্ষ করিয়া অপকর্ষ সপিতৃকরণ করা হয়) বিজ্ঞগণ তাহার সংবৎসর পূর্ণ হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রত্যহ উদককুন্ত দান করিবে, (ইহা সাগ্নিকদিগের কর্তব্য নিয়মির পক্ষে নহে।) জ্ঞীলোকের মৃততিথিতে সপিতৃকরণ অর্থাৎ পিণ্ডমিশ্রীকরণ একমাত্র পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে, যদ্যপি জ্ঞীলোকের স্বামী বর্তমান থাকে, ঐরূপ পিতামহীপিণ্ডের মিশ্রিত করিবে, পিতামহী বর্তমান থাকিলে তাহার শ্রাদ্ধ অর্থাৎ প্রপিতামহীর পিণ্ডের সহিত

মিশ্রিত করিবে। বিবাহ নির্বাহ হইলে, চতুর্থ হোমানন্তর চতুর্থ দিবসীয় রাত্রিতে জ্ঞীলোক স্বামীর গোত্র, পিণ্ড এবং জননমরণাশৌচ বিষয়ে একত্র প্রাপ্ত হয়। জ্ঞীলোক বিবাহান্ত-সপ্তপদী গমনের পর, পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া স্বামীগোত্রভাগিনী হয়, স্বামীগোত্র ভাগিনী হইয়া মৃত জ্ঞীলোকের স্বর্গকামনায় কর্তব্য দান, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য স্বামীগোত্র উল্লেখপূর্বক করিতে হইবে। মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি শরীরজ পংক্তিদ্বয় দোষ দ্বারা যুক্ত হ'ন; তথাপি যম তাহাকে দোষ-শূন্য বলেন এবং তাহাকে পংক্তি পবিত্র কারকও বলেন। পার্শ্ব শ্রাদ্ধে অগ্নী করণাবশিষ্ট অন্ন পিতৃাদি ষট্‌পাত্রে বিভাগ করিয়া দিবে; কিন্তু তাহা দৈবপাত্রে দিবে না; অনগ্নিক ব্রাহ্মণও যখন পার্শ্ব শ্রাদ্ধ করিবে, সে ব্যক্তি পিতৃপক্ষ এবং মাতামহপক্ষ এই উভয়পক্ষ অবলম্বন পূর্বক শ্রাদ্ধ করিবে। অপুত্রক হইয়া মৃত পুরুষ কিম্বা জ্ঞীলোকের একোদিষ্ট বিধিক-শ্রাদ্ধ হইবে, পার্শ্ববিধিক শ্রাদ্ধ হইবে না; কিন্তু পুরুষের সপিতৃকরণদিবসে পার্শ্বশ্রাদ্ধ হইতে পারিবে। যে মাসের যে তিথিতে বিজ্ঞগণের মৃত্যু হইবে, সেই মাসের সেই তিথিতে দান শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ করিতে হইবে। মলমাস উপস্থিত হইলে চান্দ্রমাস দুইটি হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটি মল, দ্বিতীয়টি শুদ্ধমাস ঐ মাসদ্বয়ে বাহার জন্মতিথিকৃত্য পড়িবে, তাহার জন্মতিথি কৃত্য এবং আভিষেকাদি কার্য অধিমােসে, মলমােসে অর্থাৎ কর্তব্য নহে, সংবৎসরের পূর্ব কর্তব্য আদ্য শ্রাদ্ধাদি মলমােসেই কর্তব্য মল মাস সকল কার্যই পরিত্যজ্য। সেই মাসের অন্য ভাগে (শুদ্ধ ভাগে) সেই তিথিতে কার্য করিবে। নিত্য শালাগ্নি অথবা পৌরিকাগ্নিতে অন্ন পাক করিবে বাহাতে অন্ন পাক করিবে তাহাতেই হোম করা বিধি। নিত্য নিরলসভাবে পৌরিক বা বৈদিক অগ্নিতে হোম করিবে। বৈদিক হোম করিলে স্বর্গলাভ হয়, পৌরিক অগ্নিতে হোম করিলে পাপ নাশ হয়। নিরাগ্নি ব্যক্তি ব্যাধতিপূর্বক শাকল ময়ূরাদি অগ্নিতে আহুতি দিয়া ভূতগণকে অন্নভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং

ভোজন করিবে। যাবৎ ব্রাহ্মণ বিদ্যা না হয় ততক্ষণ উচ্ছিষ্ট করিবে না অনন্তর গৃহবলি করিবে। ইহা ব্যবস্থিত ধর্ম। (কুশ প্রভৃতি ছয় প্রকার) দর্ভ, কৃষ্ণগর্গিচর্ম, ময়ূসমূহ, এবং ব্রাহ্মণগণ এ সকল অপবিত্র হয় না, এ নিমিত্ত এ কার্যে নিয়োগ করিয়া, পুনর্বার কার্যান্তরে নিয়োগ করিতে পারিবে। কুশহস্ত হইয়া দ্বিজগণ সর্বদা জল আদি পান এবং আচমন করিবে, ভোজন করিলে ঐ কুশ উচ্ছিষ্ট হইবে না; ইহা শাস্ত্রের বিধি জানিবে। জল আদি পান, আচমন, পিতৃ তর্পণ, এবং দেবপূজা আদি বৈদিককার্য্য কুশ হস্ত হইয়া করিতে হইবে, কিন্তু ঐ কুশ উচ্ছিষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয় না, যেক্ষণ হস্ত প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়, সেইরূপ কুশও ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। বামহস্তে কুশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচমন করিবে, যে মূঢ়গণ বামহস্তে কুশ ধারণ না করিয়া আচমন করে, তাহাদিগের ক্রোধ দ্বারা ঐ আচমন করা হয়। নীবিমধ্যে (বস্ত্রের বন্ধন “নীবি”) অবস্থিত যে সকল দর্ভ এবং যজ্ঞোপবীতমধ্যে অবস্থিত যে সকল দর্ভ, ঐ সকল দর্ভ অপবিত্র হয় না, যেক্ষণ শরীর অপবিত্র হয় না, প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ কুশপ্রভৃতি দর্ভ শুদ্ধ (তাজ্য নহে)। যে সকল দর্ভে পিণ্ড সংসর্গ হইয়াছে, ও যাহার দ্বারা পিতৃতর্পণ করা হইয়াছে, এবং যে সকল দর্ভে প্রসাব, পুরীষ এবং উচ্ছিষ্ট সম্পর্ক হইয়াছে সে সমস্ত দর্ভ ত্যাগ করিতে হইবে। দৈবপূর্ব্ব শ্রাদ্ধ, (পার্বণ শ্রাদ্ধ) অদৈবশ্রাদ্ধ অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, পিতৃ-লোকের তৃপ্তি নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে। বৃদ্ধি কার্য্যের নিমিত্ত যে আত্ম্যদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, প্রথমে মাতৃগণ দ্বিতীয় পিতৃগণ এবং তৃতীয় মাতামহগণ, এই তিন গণ অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবে, আত্ম্যদয়িক শ্রাদ্ধ সামবেদী ব্রাহ্মণের মাতৃগণ নাই। ক্রতু এবং দক্ষ, এই দুইটি বসু এবং সত্য এই দুইটি, কাল এবং কাম, এই দুইটি, ধূরী এবং লোচন এই দুইটি পুরুষ এবং মাজবস, এই দুইটি ইহারা যুগ্ম যুগ্ম হইয়া এক এককার্য্যে বিশ্ব-

দেব নামে উক্ত হইয়াছেন। সত্যন্ত বলবান্ এবং মহাভাগ্যযুক্ত বিশ্বদেবগণ আগমন করুন, যে শ্রাদ্ধে যাহারা বিধিত হইয়াছেন, তাহারা তদ্বিষয়ে সাবধান হউন অর্থাৎ তাহারা তত্ত্ব কার্য্যে অতীষ্ট প্রদান করুন। ঐহিক শ্রাদ্ধে ক্রতু এবং দক্ষনামক বিশ্বদেব; দেবগণোদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ কর্তব্য, তাহাতে বহু, এবং সত্য নামক বিশ্বদেব; (এবং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেও বহু এবং সত্যনামক বিশ্বদেব) কাল, এবং কামনামক বিশ্বদেব অগ্নিকার্য্য-বিষয়ে, অশ্বর-কার্য্যে ধূরী, এবং লোচননামক বিশ্বদেব, পুরুষ রা, এবং মাজবস নামক বিশ্বদেব পার্বণ শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবে। যে কন্ডার সহোদর কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নাই; এবং যে কন্ডার পিতা কোন্ ব্যক্তি ছিল, ইহা জ্ঞাত নহে, বৃদ্ধিমান ব্যক্তি সে কন্ডার পানিগ্রহণ করিবে না, বদ্যপি ঐ কন্ডার পিতা উহাকে পুত্রিকা করিয়া থাকে এই আশঙ্কা হেতু। ভ্রাতৃশ্রুতি এই কন্ডাটিকে অলঙ্কারযুক্ত করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি; এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে ঐ পুত্রটি আমারই হইবে (এতাদৃশ কন্যার নাম পুত্রিকা কন্যা)। পুত্রিকা কন্যা-গর্ভজ পুত্র প্রথমে মাতার পিণ্ডদান করিবে, দ্বিতীয় পিণ্ড মাতার পিতাকে অর্থাৎ মাতামহকে দিবে, এবং তৃতীয় পিণ্ড পিতার পিতাকে অর্থাৎ পিতামহকে দিবে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মৃত্তিকার পাতে পিতৃলোককে ভোজন করায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্তা, পুরোহিত এবং শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ইহারা সকলেই নরকগমন করে। সেই সকল ব্রাহ্মণগণ অহুজ্ঞা করিলে পর, অন্যপাত্রের অপ্রাপ্তি হইলে, যুগ্মপাত্র দিতে পারিবে, স্বতন্ত্রা প্রোক্ষণ করিলে মৃত্তিকার পাত্র পবিত্র হয়। স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া অন্যের শ্রাদ্ধে যে ঔদয়িক ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ লুপ্তপিণ্ড এবং উদকক্রিয়া হইয়া পতিত হ'ন। যে ব্যক্তি স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া, কিংবা পরকীয় শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া এককোণের অধিক গণ গমন করে, তাহার পিতৃগণ, সেই মাস ব্যাপিয়া পাণ্ডুভোজন করে। শ্রাদ্ধ করিয়া পুনর্ভোজন, অধ্বগমন, তার, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ, এবং হোম

আটটি কার্য ত্যাগ করিবে। (শ্রাদ্ধ করিয়া) যে ব্যক্তি অশ্বগমন করে, (জন্মান্তরে) সে ব্যক্তি অশ্বযোনি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি পুনর্ভোজন করে, সে ব্যক্তি কাকযোনি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি কর্ম করে, সে দাসত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং স্ত্রীগমন করিলে শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। অগ্রে দশবার সাবিত্রী পাঠপূর্বক অস্তিমস্ত্র করিয়া কিঞ্চিৎ জলপান করিবে, তদনন্তর সন্ধ্যা উপাসনা করিলে পর, শ্রাদ্ধের অন্তর নিমিচ্ছ কার্যসমূহ করণজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অর্জবাসা হইয়া, কি বস্ত্রধারা ত্রাহুদ্বয় আচ্ছাদিত না করিয়া, জপ, হোম, এবং প্রতিগ্রহ করা হয়, সে সকল কার্য নিষ্ফল হয়। আদিশ্রাদ্ধ করিলে চাত্তায়াগ করিতে হয়, মাসিক শ্রাদ্ধ করিলে পরাক্রম, ত্রিাশ্রাদ্ধে তপ্তকুঙ্ক, মাসিক শ্রাদ্ধে তপ্তকুঙ্ক, উনান্নিক শ্রাদ্ধে (অর্থাৎ দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রাদ্ধ) ত্রিাশ্রাদ্ধ উপবাস, এবং সপ্তিা করণ শ্রাদ্ধে একাহ উপবাস কর্তব্য, শবদাহাদি কার্য করিলে একমাস পাণ্ডুরূপ করিতে হয়। সর্পবিষ দ্বারা হত, কিংবা শৃঙ্গী, দংশী, এবং সরীসৃপগণ (সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি) কর্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং আত্মঘাতী হইয়া যাহারা মরিয়াছে, তাহাদিগের শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য সমস্ত কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি গো কর্তৃক আহত হইয়া মরিয়াছে, উদ্বন্ধন দ্বার প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিংবা ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে, ঐ সকল শব যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ কবে, সে ব্রাহ্মণ জন্মান্তরে গো, ছাগী এবং অশ্বযোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অগ্নিদ্বারা কবে। যে দড়ি কাটিয়া দেয়, সে ব্যক্তি তপ্তরূপে ব্রত ধাব। শুদ্ধ হইবে, এই বিধি পণ্ডিত মন্ত বলিয়াছেন। তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণজল মাত্র পান করিবে, দ্বিতীয় তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ কিঞ্চিৎ পান করিবে, তৃতীয় তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণ ঘৃত ভক্ষণ করিবে, তদুপরি তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহার নাম তপ্তরূপ ব্রত। যাহার গো, ভূম, স্বর্ণ, স্ত্রী ও ক্ষেত্র গৃহ হত হয় সে উজ্জ্বল বাহকে (হরণকারীকে) উদ্দেশ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাকেই ব্রহ্মঘাতক

বলিয়াছেন। ধর্ম্যনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়া যে ব্যক্তি সন্ধ্যা যায়, তাহার সকল ইচ্ছা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি একাধর্ম্যনষ্ট করে, সে ব্যক্তি একাহ ব্রহ্মহত্যার পাপী হয়। পতিত ব্যক্তির অন্তর্ভোজন করিলে পর কিংবা চণ্ডালগৃহে ভোজন করিলে পর, অজ্ঞানপূর্বক হইলে অর্দ্ধমাস; জ্ঞানপূর্বক হইলে এক মাস জল পান করিবে। যোগ দ্বারা পাতকের সহিত স্পর্শদোষ হইলে সান্নামাত্র কর্তব্য এবং পতিতের সহিত উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হইলে প্রাজ্ঞাপত্য ব্রত করিতে হইবে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, আত্মীয়ের অধিক সূর্য চুরি, বিমাতৃগমন; এই চারিটা মহাপাতক নামক পাপ, এই মহাপাতকীর সংসর্গী ব্যক্তি পঞ্চম; স্নেহবশত হউক কিংবা অর্থশোভে হউক, অথবা অজ্ঞানবশত: হউক, যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অগ্রহ করিবে ঐ অগ্রহকর্তা ঐ পাপে লিপ্ত হইবে। যদি উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ কদাচিত স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সান্ন করিয়া আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পিতৃ হৃদয়, বামন, ক্রৌব, অক্ষট বাকজড় অর্থাৎ গমনাগমন বিষয়ে অশক্ত, জন্ম হইতে অন্ধ, বধির এবং বাতশক্তিরিত হয়, তাহা হইলে পর, তাহার বিবাহ না হইয়াও কনিষ্ঠভ্রাতা যদি পিতৃ বিবাহ করে, তাহাতে কোন দোষ হইবে না। ক্রাব, দেশান্তর, অর্থাৎ যে দেশে গমনে পাত্য হয়, পতিত, সংশ্রাদ্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যোগশাস্ত্র অভ্যাস করিতে থাকে, (অর্থাৎ বিবাহ কার্যে ইচ্ছারাহত), এতাদৃশ জ্যেষ্ঠসদে কনিষ্ঠের বিবাহে কোন দোষ হইবে না। যে ব্যক্তি কুপ কিংবা দীর্ঘিক, পূরণ করিয়া দেয়; বৃক্ষ ছেদন কিংবা পাত্য করে, গজ কিংবা অশ্ববিক্রয় করে; তাহাকে গোবধ প্রারম্ভিত করিতে হয়। যে স্থলে একপাদ প্রারম্ভিত ব্যবস্থা হইবে, সে স্থলে দ্বিপাদিক রোম সমস্ত ছেদন করিতে হইবে। যে স্থলে দ্বিপাদ প্রারম্ভিত, সে স্থলে কেবল অশ্ব ছেদন করিবে। ত্রিপাদ প্রারম্ভিতে শিখা-ত্যাগ করিয়া সমস্ত কেশ বগন—চারিপাদ

প্রারম্ভে শিখার সহিত সমস্ত কেশাদি ছেদন করিতে হইবে। চাণালের জল স্পর্শ হইলে, যাহার স্নান করা উচিত, সে ব্যক্তি যদি উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, ঐ উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির প্রাজাপত্য প্রারম্ভিত। যদি কোন দ্বিজ চাণালের পাত্রস্থ জল পান করিয়াই তৎক্ষণাৎ উদগার করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ঐ দ্বিজের প্রাজাপত্য প্রারম্ভিত। যদ্যপি কোন দ্বিজ চাণালের পাত্রস্থ জল পান করতঃ উদগার না করিয়া শরীরে জীর্ণ করে, তাহা হইলে সে দ্বিজ প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে না, তাহাকে কৃচ্ছ-সান্তপন প্রারম্ভিত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কৃচ্ছ-সান্তপন ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য করিবে, বৈশ্য প্রাজাপত্যের অর্দ্ধ করিবে এবং শূদ্রজাতি প্রাজাপত্যের একপাদ ব্রত করিবে। যদি রজস্বলা স্ত্রী কুকুর, পুংস, কিংবা কাক কর্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একরাত্রি উপবাসের পর, পঞ্চ গব্য ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা স্ত্রী যদ্যপি কাহাকে নাভিদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করে, উহা যদ্যপি স্পৃষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানপূর্বক না হয়, তাহা হইলে স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে, নাভির উর্দ্ধদেশে স্পর্শ হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিতে হইবে। বাগল যদ্যপি জন্মদিন হইতে দশদিবস মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইলে সদ্যই সপ্তিগবর্ণ শুদ্ধ হইবে, অশৌচ হইবে না, তাহার তর্পণাদি কার্য্য কর্তব্য নহে। মৃতশৌচ মধ্যে যদ্যপি জনন

অশৌচ হয়, ঐ মরণ অশৌচান্ত দিবসেই জনন অশৌচ নিবৃত্তি হইবে; কিন্তু যদ্যপি জননশৌচ মধ্যে মরণ অশৌচ হয়, তবে ঐ জননশৌচ দ্বারা মরণ অশৌচ নিবৃত্তি না হইয়া, মরণশৌচ প্রবল হইবে। জাতি মরণে ষষ্ঠ পুরুষ পর্যন্ত এক দিন, পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত দুই দিন, চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত সাত দিন, তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত দশ দিন অশৌচ হইবে। (এই মতটি ঋগ্বেদে অতি অপ্রসিদ্ধ)। বাহাদিগেহ অগ্নিসংযোগ নাই; অর্থাৎ বাহার নিরগ্নি ব্রাহ্মণ, তাহাদের মরণকণ হইতে অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে এবং বাহার সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের দাহকণ হইতে অশৌচ গ্রাহ্য। কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, ফল হইতে উৎপন্ন সেই দ্রব্য অর্থাৎ বাদামের তৈল প্রভৃতি অন্য লোকের (অঙচি) পাত্র থাকে, তাহা হইতে বহির্গত হইলেই শুদ্ধ হইবে জানিবে। মার্জনী-মুখ হইতে নির্গত ধূগি যদ্যপি ঘানের বস্ত্র কিংবা কলসীর জলে, অথবা নূতন জলমধ্যে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে তদ্বিবসীয় গুণ্য বিনষ্ট হয়। দিবসে কপিথ বৃক্ষের ছায়াতে, রাত্রিকালে দধি এবং শলু মধ্যে এযং সর্ষদা আমলকি ফলসমূহ মধ্যে অলস্মী বাস করে। যে যে কার্য্যে আপনাকে অমঙ্গলযুক্ত বিবেচনা হইবে, সেই সেই কারণে তিন গৌম, এবং এক শতবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

দক্ষ-সংহিতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

সকল ধর্ম এবং অর্থের সাধারণ্যবেত্তা, সকল বেদজ্ঞের শ্রেষ্ঠ এবং সকল বিদ্যার পারগ্ৰাপ্ত, দক্ষ নামক প্রজাপতি ছিলেন। উৎপত্তি, প্রলয়, বক্ষা এবং সংহার আপনাতে অপনি হইয়া থাকে, আশ্রয়ত্রক্ষে লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষাপ্রসিদ্ধির হিত-নিমিত্ত দক্ষ নামক প্রজাপতি শাস্ত্র বজনা করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত বালকের অষ্টম বৎসব বয়স না হয়, সে পর্য্যন্ত বালককে কেবল জাতিমান শিশুর তুল্য জানিবে; সে গর্ভস্থ বালকের তুল্য এবং ব্যক্তিমান প্রভেদ আছে। এই দ্রব্য ভক্ষ্য কিবা অভক্ষ্য ইহা পেয়, কিবা অপেয়; ইহা বক্তব্য নহে, এবং ইহা মিথ্যা; যে পর্য্যন্ত উগ্ননয়ন সংস্থার না হয়। সে পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে কোন দোষ হইবে না; উপনীত হইয়া যে নিবদ্ধ কার্য্য করে, সে পাপী হইবে, যে পর্য্যন্ত ষোড়শ বৎসর বয়সক্রম না হয় সে পর্য্যন্ত ব্যবহার কার্য্যে অধিকারী হইবে না। যে কাল পর্য্যন্ত বেদ অধ্যয়ন করে, এবং যে কাল পর্য্যন্ত বেদোক্ত ব্রতসমূহ করে, সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী বলা যায় তাহার পর সাধবর্তন গ্রহণ করিয়া গৃহস্থপ্রসন্নী হয়। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে অনেক প্রকার ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, প্রথম উপলক্ষ্যগত, দ্বিতীয় নৈতিক ব্রহ্মচারী। যে ব্যক্তি গৃহস্থপ্রসন্ন অগ্রে করিয়া পুনর্বার ব্রহ্মচারী হয়, সে বতিও নয়, এবং বানপ্রস্থও নয়, সে সকল আশ্রমভ্রষ্ট। অনাপ্রসন্ন হইয়া একদিনও থাকিবে না, বিরগণ আশ্রমশূন্য থাকিলে, প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যপাত্র

হইবে। আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান এবং বেদাধ্যয়নাদি যাহা করিবে, তাহার ফলপ্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মচার্য্য, গার্হস্থ্যপ্রসন্ন, এবং বানপ্রস্থপ্রসন্ন এই তিন আশ্রমের বধাক্রম কর্তব্যতা আছে, বিপরীতক্রমে কর্তব্যতা নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি বিপরীতক্রমে এই তিন আশ্রম করে, অর্থাৎ অগ্রে গৃহস্থ ধর্ম করিয়া পরে ব্রহ্মচার্য্য করে, তাহা হইতে আব পাপিষ্ঠ নাই। মেথলা, ব্রহ্মচার্য্য চর্য্য, এবং নগ্ন দেখিলে, ব্রহ্মচারী বলিয়া জানা যায়। দেবপূজা, বাগবজ্র, দান এবং অতিথি সেবাস্থায়ী গৃহস্থ বলিয়া জানা যায়। নথ, লোম, শ্মশ্রু, প্রভৃতি দেখিলে বানপ্রস্থপ্রসন্নী বলিয়া জানা যায়; এবং ত্রিদণ্ড ধারণ করিলেই ভিক্ষাপ্রসন্নী বলিয়া জানা যায়, এই চারি আশ্রমের চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন। যে ব্যক্তির কোন আশ্রমের চিহ্ন নাই, সে কোন আশ্রমী নহে, এবং সে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যপাত্র। মুনিগণ কীৰ্ত্তক এই সকল আশ্রমের কার্য্যের ক্রম কথিত হয় নাই, এবং সময়ও স্থত হয় নাই। এই সকল কার্য্য বিজগণের হিত নিমিত্ত দক্ষমুনি স্বয়ং বলিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বিজগণ কে কর্তব্য করিবে, বিজগণের উপকারক সেই সকল

বলিতেছি, (এই কথা দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন।) ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবের উদয় হইতে অন্তঃগমন পর্য্যন্ত নিত্য কার্য্য, নৈমিত্তিক কার্য্য এবং অল্প প্রকার কাম্য কার্য্য সমস্ত ত্যাগ করতঃ ক্ষণকালও কাটাইবে না। যে দ্বিজগণ নিজ কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া সৰ্ব্বদা অল্প বর্ণের কার্য্যে থাকে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্য, কিংবা বাণিজ্য, অথবা শিল্পকার্য্য করে; ক্ষত্রিয় রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য করে; এবং বৈশ্য কৃষি বাণিজ্য আদি ত্যাগ করিয়া রাজ্য পালন কিংবা দাসত্ব করে; তা জানিয়া শুনিয়া করুক, কিংবা শাস্তিনির্দিষ্ট নিয়ম না জানিয়াই করুক, তাহার পাপভাগী হইবে। দিবসের প্রথম প্রহরে যে কার্য্য কর্তব্য, তাহা বলিতেছি, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম প্রহরে কর্তব্য কার্য্য সমস্ত ভিন্নভিন্ন জানিবে। দিবসের অষ্টম ভাগে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি (শ্রবণ কর) প্রত্যুষ কাণ উপস্থিত হইলে, শাস্ত্রায়, বিধিপূরক মগ ও মূত্র ত্যাগ করিয়া, দন্তধাবন সমাপনান্তে প্রাতঃস্নান করিবে। নয়টি ছিদ্রবিশিষ্ট; এবং অতিশয় মলাযুক্ত যে শরীর; দিন ও রাত্রির মল এবং মূত্রাদি ক্ষরণ করিতেছে, প্রাতঃস্নান করিলে পর, ঐ শরীর পরিকৃত হয় (অতএব নিত্য প্রাতঃস্নান কর্তব্য)। প্রাতঃস্নান করিলে পর, চক্ষুর্দ্বয়ের মলা ধৌত হইয়া যায়, চক্ষুর্দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়, এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের মল ধৌত হইয়া তাহাদিগের স্ব স্ব কার্য্য বিষয়ে ক্ষমতার বাহুল্য জন্মে, এবং অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের মল ধৌত হওয়াতে শারীরিক জ্যোতিঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং জড়তা দূর হওয়ায় পরিশ্রম শক্তির আধিক্য জন্মে। শরীরে যদ্যপি দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ থাকে, তাহারও উপশম হয়, মূতন রোগেরও সঞ্চার অল্প হয়, ইহা প্রাতঃস্নানী লোক দ্বারা পরীক্ষিত। সুস্থ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ ক্রোধযুক্ত থাকে, এবং অনবরত ক্রোধ ক্ষরণ করে, ক্রোধযুক্ত পাকায় উৎকৃষ্ট অঙ্গসকল, অপকৃষ্ট অঙ্গের তুল্য হওয়া যায়, (দেখ উৎকৃষ্ট অঙ্গ চক্ষু

মলাযুক্ত থাকিলে জনগণ কিরূপ ঘৃণা করে। শয্যা হইতে উঠিলে পর, অনেক প্রকার মলযুক্ত শরীর থাকে, এজন্য মনুষ্য স্নান না করিয়া জপ এবং হোম, প্রভৃতি কোন কার্য্য করিবে না। বিশ্রু প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিবে, তাহা তিন বৎসর করিলে পর, সমস্ত জন্মান্বিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। প্রতি দিন উষাকালে প্রাতঃসন্ধ্যার সময় সূর্য্য দেব উদয়গিরি আরুঢ় হইলে যে ব্যক্তি প্রাতঃস্নান করিবে, প্রাজ্ঞপত্য ত্রুত যেরূপ মহাপাতক বিনষ্ট করিতে সক্ষম, তাহাব প্রাতঃস্নানও মহাপাতক বিনষ্ট করিবে। ঋষিগণ প্রাতঃস্নানের প্রশংসা করিয়াছেন, যেহেতু প্রাতঃস্নান দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ফল দান করিয়া থাকে, (প্রাতঃস্নান করিলে আরোগ্য প্রভৃতি দৃষ্ট ফল জন্মে, এবং মহাপাতক আদি বিনাশরূপ অদৃষ্ট ফল জন্মে), প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্রদেহ মনুষ্য সকলকার্য্যে অধিকারী হয়। স্নানের পর আচমন করিতে হইবে, বক্ষ্যমাণ নিয়ম অনুসারে আচমন করিলে পর মনুষ্য শুদ্ধ হইবে। অগ্রে দুই হস্ত এবং দুই চরণ প্রক্ষালন করতঃ উত্তমরূপে দোষিয়া তিন বার জল পান করিবে, তদনন্তর, কিঞ্চিৎ বক্র বৃদ্ধাস্থলী মূল দ্বারা মুখমার্জন করিবে, তদনন্তর পাদদ্বয় সম্যক্রূপে অভ্যক্ষণ করিয়া নির্দিষ্ট অঙ্গুলি, দ্বারা নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ স্পর্শ করিবে, তাহার পর তর্জনীসংযুক্ত বৃদ্ধাস্থলীর অগ্রদ্বারা নাসিকাধ্বয়, তদনন্তর, অনামিকা-সংযুক্ত বৃদ্ধাস্থলীর অগ্রদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় এবং কর্ণদ্বয় পুনঃপুনঃ স্পর্শ কারবে, তদনন্তর, কান্ঠা এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা নাভি, তদনন্তর দক্ষিণহস্ততল দ্বারা নাভি, তদনন্তর সকল অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং অঙ্গুলীসমূহের অগ্র দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিলে পর আচমন সিদ্ধ হয়। যে ব্রাহ্মণ সায়ংসন্ধ্যা, প্রাতঃসন্ধ্যা, এবং মধ্যাহ্নকালে উত্তমরূপে সন্ধ্যার উপাসনা করে না, সে ব্রাহ্মণ জীবিতাবস্থায় শূদ্রতুল্য, দেহ অবসানে কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয়, সন্ধ্যাদান যে ব্রাহ্মণ সে নিত্য অন্তঃটি, এবং যাগবজ্র প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে অনধিকারী। পূজা জপ-আদি যে কোন কার্য্য করিবে, তাহার কস প্রাপ্ত হইবে

না। সন্ধ্যা উপাসনার পর নিজেই হোমাদি কার্য্য করিবে। নিজকৃত হোমাদি কার্য্য করিলে যে ফল হয়, অস্ত্র দ্বারা করাইলে তাৎক্ষণিক ফল হয় না। পুরোহিত, পুত্র, মন্ত্রদাতা গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনের এবং জামাতা এসকল ব্যক্তি দ্বারা কার্য্য করাইলে বরং কৃতকার্য্যের তুল্য ফল হইবে। সন্ধ্যা উপাসনার পর হোম করিয়া, দেবপূজা প্রভৃতি করিয়া, গুরুপূজা এবং মঙ্গলপ্রার্থনা দর্শন করিবে। নিরপিত্র ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা উপাসনার পরেই দেবপূজাদি করিবে। পূর্বাঙ্কে, দৈবকার্য্য সমস্ত মধ্যাহ্নে সমুদ্যুক্ত (অতিথি সেবাদি), অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি), এই সকল কার্য্য যত্র পূর্ব্বক করিবে। পূর্বাঙ্ক-কর্তব্য কার্য্য যদি সায়ংকালে করে, তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না, যেমত বক্ষ্য। পত্নীসহবাসে, পুত্রাদি অন্বেষ্য না। দিবসের প্রথমভাগে সন্ধ্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া দ্বিতীয় ভাগে বেদ অধ্যাস করিবে, ব্রাহ্মণগণের বেদ অধ্যাসই পরমতপশ্চা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বড়দের সহিত বেদ শাস্ত্রের অধ্যাস পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অগ্রে গুরুর নিকটে শিক্ষা, তদনন্তর বেদ-বিচার, তদনন্তর অধ্যাস, তদনন্তর জপ, তদনন্তর শিষ্যবর্গকে দান, বেদাধ্যাস পঞ্চ প্রকার। সমিধ, পুষ্প এবং কুশ প্রভৃতির আহরণ দিবসের ঐ দ্বিতীয়ভাগে কর্তব্য। দিবসের তৃতীয়ভাগে পোষ্যবর্গ এবং অর্থের চিন্তা কর্তব্য; পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, সন্তানগণ, আশ্রিতবর্গ, অভ্যাগত, এবং অন্ত্র অতিথিগণ, ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জাতিবর্গ, আত্মীয় ব্যক্তি, রোগাদি দ্বারা ক্ষীণ প্রতিপালকশূন্য ব্যক্তিগণ, আশ্রিতগণ, নিধন ব্যক্তিগণ পোষ্যবর্গমধ্যে গণ্য; পোষ্যবর্গের প্রতিপালন প্রশস্ত কার্য্য এবং স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন। পোষ্যবর্গের পীড়ন করিলে নরক প্রাপ্তি হয়, সেই নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিবে। জন্ম প্রভৃতি ত্রয় সমস্ত সকলপ্রাণীর হিত নিমিত্ত বিশেষরূপে দানকরিতে। জ্ঞানবান ব্যক্তিগণকে বৈধ দান করিবে, অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে বৈধ দান করিলে নরক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি বহুজনের জীব-

কার পাত্র হয়, সে ব্যক্তিবই জীবন-সার্থক। যে সমুদায়গণ কেবল আত্মভরিত্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনাই উত্তম আহার বিহার করে, তাহাদিগের জীবিত থাকিয়া মৃতের তুল্য (অর্থাৎ তাহা দ্বারা কাহারও কিঞ্চিৎ উপকারও হয় না)। কোন কোন ব্যক্তি বহুজনের প্রতিপালননিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে, কোন কোন ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রগণের প্রতিপালন নিমিত্ত ভ্রমগ্রহণ করে, কেহ বা আত্মদেহ-প্রতিপালন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে এবং কেহ বা আত্মদেহ-প্রতিপালনের নিমিত্তও দুঃখ পাইতে থাকে, তাহাতেও শত হয় না। দরিদ্র, অনাথ এবং বিদ্বান্দিগকে ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করিয়া করিবে। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তিকে দান করিলে ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি হয়। যাহারা কোন দাতব্যশ্রেষ্ঠ দান না করে, তাহারা পরভাগ্যোপ-জীবী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে যাহা দান করে, এবং যাহা প্রতিদিন হোম করে, সেই ধনই ধন বলিয়া গ্রাহ্য। যাহা দান অথবা হোমকার্য্যে না লাগে, সে ধন নিজের নয়, পরের গচ্ছিত ধন, সে ব্যক্তি রক্ষকমাত্র। দিবসের চতুর্থভাগে স্নানের নিমিত্ত মুক্তিকা আহরণ করিবে। তিল, পুষ্প এবং কুশ প্রভৃতি দ্রব্যজাত ঐ চতুর্থভাগে আহরণ করিবে, এবং নদী প্রভৃতির জলে (মধ্যাহ্নে) স্নান করিবে;—স্নান তিন প্রকার বলিয়াছেন। নিত্য, যাহা প্রতিদিন করিয়া থাকে; নৈমিত্তিক, যাহা সূর্য্যগ্রহণ কিম্বা চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতির নিমিত্ত কন্তব্য, এবং কাম্য, স্বর্গাশ্রি কামনা করিয়া যাহা কর্তব্য। নিত্য স্নানও তিন প্রকার, যে স্নান দ্বারা শারীরিক মলসমূহ ধোত হয়, উহার নাম মলাপহরণ স্নান; তাহার পর জলে সঙ্কল করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে স্নান উহা দ্বিতীয়; উত্তর সন্ধ্যা দ্বারা মার্জ্জনস্নান; এই স্নান তিন প্রকার হইল। জলমধ্যে মার্জন করিবে, প্রাণায়াম জলে কিংবা স্থলে করিবে; তদনন্তর সূর্য্যোপস্থান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে; এই সন্ধ্যার উপ-সনা জানিবে। যে গায়ত্রীর সবিভা (সূর্য্য) দেবতা। তিন প্রকার অগ্নি হইতেছেন, মুখ-স্বরূপ, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, এ নিমিত্ত উহার নাম সাবিত্রী বলিয়া ঋষিগণ বিশেষণ

দিয়া থাকেন। দিবসের পঞ্চমুখাগে বধাযোগ্য বিভাগ করিবে। পিতৃগণের, দেবগণের, মনুষ্য-গণের এবং কীট পতঙ্গগণের বিভাগ করিয়া দিবে; ইহা দক্ষ ঋষি উপদেশ করিয়াছেন। দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং কীট পতঙ্গগণ প্রতিনিয়ম গৃহস্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, এ নিমিত্ত গৃহস্থাত্ম্যম শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং তৈক্ষ্যশ্রমের উৎপত্তি স্থান গৃহস্থাত্ম্যম। গৃহস্থাত্ম্যম নষ্ট হইলে অল্প দিন আশ্রম এখানেই নষ্ট হয়; যেমত বৃক্ষের মূল হইতে বৃক্ষ জন্মায়, বৃক্ষ হইতে শাখা জন্মায়, শাখা হইতে পল্ল জন্মায়, সে বৃক্ষের যদি মূল নষ্ট হয়, তাহাতে বৃক্ষ, শাখা এবং পল্ল সমস্তই বিনষ্ট হয়। সেই নিমিত্ত নিখিল যন্ত্র দ্বারা গৃহস্থাত্ম্যমীক রক্ষা করিতে হইবে। রাজা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র কর্তৃক গৃহস্থাত্ম্যমী সর্বদা পূজনীয় ও মাননীয়। আতিথ্য প্রভৃতি কর্ম্মযুক্ত যে গৃহস্থ, সেই গৃহস্থপদবাচ্য, গৃহ নির্মাণ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গৃহস্থ বলিয়া মান্য হয় না। গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম্ম আতিথ্যাদিশূন্য হইয়া কেবল পুত্র দারাদি প্রতিপালন করিলেই গৃহস্থ বলিয়া মান্য হয় না; বান, হোম, গায়ত্রীজপ এবং অন্নদান, এ সকল কার্য্য না করিলে গৃহী দেব, পিতৃ, মনুষ্য এবং ভূতগণের নিকট ঋণ গ্রহ হইয়া নরকস্থ হয়। যে একাকীই অন্ন ভোজন করে, আর যে অপর পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া খায়, এতদ্ভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি কেবল অন্ন গ্রাস করে, অল্প ব্যক্তি অন্ন স্বয়ং আহার করায়। যে গৃহস্থ নিত্য অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিতে ভাল বাপে, ক্ষমাশীল, দয়ালু, এবং দেবতা ও অতিথিগণের ভক্ত, সে ব্যক্তিই ধার্মিক গৃহস্থ। দয়া, লজ্জা, ক্রমা, শ্রদ্ধা, যোগাভ্যাস এবং কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ যাহার আছে, সে ব্যক্তিই প্রধান গৃহস্থ, সেই নিমিত্ত অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাই ভোজন করিবে। ভোজনানন্তর বৃক্ষসে উপবেশন করিয়া, ভূক্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্ত পরিপাক করিবে, তদনন্তর ইতিহাস পাঠ এবং পুরাণ গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া দিবসের বর্ষ ভাগ এবং সমস্ত ভাষা পান করিবে। দিবসের

অষ্টম ভাগে লৌকিক কার্য্য করিয়া সায়াস কাল উপস্থিত হইলে পুনর্বার সায়াস সূচ্যা করিবে, তদনন্তর সাত্ত্বিক গৃহস্থ সায়াসকালীন হোম করিয়া রাজি দেড় প্রহরের মধ্যে ভোজন করত গৃহকার্য্য নির্বাহ করিবে। এইরূপ নির্দিষ্ট সময়ে কর্তব্য কার্য্য করিয়া পরে কিঞ্চিৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে, প্রদোষের পর, দুই প্রহর কাল বেদ অধ্যয়ন করিয়া বাপন করিবে। তাহার শেষ কাল যে ব্যক্তি নিদ্রা যায়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মপাইবার যোগ্য পাত্র। নৈমিত্তিক কিম্বা কাম্য কর্ম্ম যখন যেরূপ উপস্থিত হইবে, তখনই সেইরূপ ভাবে নির্বাহ করিবে, অস্থকাল প্রতীক্ষা করিবে না। এই কালেই মরিতে হইবে (শরীর ক্ষণভঙ্গুর) অতএব কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণের উচিত কর্ম্ম করিয়া মনুষ্যদেহের সার্থকতা সম্পাদন করা তদ্বিষয়ে আলস্য কর্তব্য নহে। সেই হেতু মনুষ্য সুখ ইচ্ছা করিয়া সর্ব কার্য্য বিষয়ে যত্নবান হইবে, সকল কার্য্য বিষয়ে মধ্যম প্রহরব্যয় প্রশস্ত হোমাবশিষ্ট যে বৃত্ত, তাহাই ভোজন করিবে। যথাকালে ভোজন কিম্বা শয়ন করিলে ব্রাহ্মণ অবগম্য হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

গৃহস্থের নয়টি অমৃত, ঐ নয়টি স্নান, শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। গৃহস্থের নয়টি কর্ম্ম ও নয়টি বিকর্ম্ম, গুপ্তকার্য্য নয়টি, প্রকাশ্য কার্য্য নয়টি, সফল কার্য্য নয়টি, নিফল কার্য্যও নয়টি এবং নয়টি বস্ত্র সর্বদা অঙ্গের, নয়টি, নটি, করিয়া যে নয়টি নির্দিষ্ট হইল, ঐ নয়টি গৃহী ব্যক্তিগণের উন্নতিকারক জানিবে। যে নয়টি স্নান বস্ত্র তাহা বলিতেছি (প্রবণ কর) বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহস্থের গৃহে আগমন করিলে পর, মন, চক্ষু, শ্রুণ এবং বাক্য এই চারিটি অক্ষররূপে দিবে; তদনন্তর প্রত্নস্থান করা, এই স্থানে আগমন করুন বলা, বাগত জিজ্ঞাসা করা, মিথ্যালাপ করা, ভোজনাদি দ্বারা সেবা করা, গমর কালে অনুশ্রম করা,—এই নয়টি কার্য্য বস্ত্রপূর্ব্বক করিবে। স্তম্ভবিধ অন্ন দান বলিতেছি—বসিবার স্থান, পানপ্রসাদগণের স্নান, বসিবার নির্দিষ্ট স্থান

সন, পাদপ্রক্ষালন করা, অভ্যঙ্গনিমিত্ত তৈল দান, গৃহে স্থান দান, শয়ন নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, যথাযক্তি ধান্যবস্ত্র প্রদান, অতিথি ব্যক্তির ভোজন না হইলে গৃহস্থ স্বয়ং ভোজন করিবে না, অতিথির ভোজন হইলে আচমননিমিত্ত মৃত্তিকা এবং জল প্রদান করিবে, এই নটি 'কার্য্য গৃহস্থ সর্ব্বদা করিবে। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, বলিদৈবজ্ঞ, অতিথিসেবা, পিতৃলোক, দেবগণ, মনুষ্যগণ, দরিদ্র ব্যক্তি, অনাথ ব্যক্তি, ভগ্নশরীরা, মাতা, পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দেওয়া, এই নটি গৃহস্থের স্মিত্যকর্তব্য কার্য্য। ইহা যে গৃহস্থ করিয়া থাকে, ইহকালে কীৰ্ত্তিলাভ এবং ধর্ম্মলাভ হয়। এই নটি কর্ম্ম, বিকর্ম্ম বাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। (বিকর্ম্ম যে কর্ম্ম কর্তব্য নহে) নিখ্যাবাক্যপ্রয়োগ, পরজী-গমন, অভক্ষ্য বস্ত্র (গোমাংস প্রভৃতি) ভক্ষণ, অগম্য (চণ্ডালী প্রভৃতি) গমন, অপেয় (মদ্য প্রভৃতি) পান, চোর্যা, জীবহত্যা, অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অমুষ্ঠান, বন্ধুজন কর্তব্য কার্য্য করা, এই নটি কার্য্য বিকর্ম্ম। ইহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। মনুষ্যের পর-মায়ু, ধন, গৃহস্থিত্র, (সংসারমধ্যে কোন দ্রব্বেচনা হওয়া) পরস্পরের মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, তপস্তা, দান, (লোকের নিকট) সম্মান প্রাপ্তি এই নয়টি গৃহস্থের গোপনীয় কার্য্য। এই নয়টি যত্নসহকারে গোপন করিবে। পরমায়ু প্রকাশ করিলে যদ্যপি অল্প পরমায়ু হয় এবং জুটলোকের নিকট ধনাদি থাকে সে ব্যক্তি ঐ ধনাদি বস্ত্র প্রত্যর্পণের অভিলাষ করে না। বিবেচনা করে, এ ব্যক্তি মরিলেই ঐ ধন আমার হইবে। এইরূপ অল্প কয়টির উদাহরণ স্মরণ করিবেচনা করিয়া দেখিতে পাইবেন। আরোগ্য, ঋণ শোধ, দান, অধ্যয়ন, নিজ বস্ত্রবিক্রয়, কৃত্যদান, বৃষাৎসর্গ, বহু লোকের অজ্ঞাত যে পাপ এবং লোকের নিকট নিন্দনীয় না হওয়া, গৃহস্থগণের এই নয়টি কার্য্য প্রকাশ কর্ম্ম। মাতা, পিতা, অষ্টাঙ্গ গুরুজন, বন্ধুগণ, বিনীত ব্যক্তি, উপকারী ব্যক্তি, দরিদ্র মনুষ্য,

অনাথ ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যে দান করা তাহা সকল জানিবে। ধর্ম্ম, স্তুতি, বাদক, মূর্গ, অশিত্তজ চিকিৎসক, কিতব, বঞ্চক, চট্টকার, চারণ এবং চৌরগণ ইহা-দিগকে দান করিলে ফল হয় না, ঐদান বিফল। যাজ্ঞালক, গচ্ছিত, বন্ধকী, স্ত্রী, জীধন, নিষ্কোপ, উত্তরাধিকার হস্তে-গৃহে আগত ধন সর্ব্বদা এবং সাধারণ সম্পত্তি বংশ থাকিলে এই নয় বস্ত্র আপৎকালেও দান করিবে না। যে মুঢ়াশ্রামনুষ্য দান করে, সে শ্রায়শ্চিত্তার্থ। নব নবকবেতা অমুষ্ঠানপরায়ণ মনুষ্যকে লক্ষ্মী ইহলোকে এবং পরলোকেও ত্যাগ করেন না। সুখাভিলাষী ব্যক্তি পরকেও আপনার মত দেখিবে, কেন না সুখ এবং দুঃখ আপন এবং পর উভয়েরই তুল্য। পরের সুখ বা দুঃখ বাহা কিছু করিবে, পুণ্যৎ সেই সমস্তই আপনাকে ভোগ করিতে হয়। ক্রোধ ব্যতীত দ্রব্য লাভ হয় না, দ্রব্য না থাকিলে কর্ম্মামুষ্ঠান অসম্ভব। কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মহীন ব্যক্তির সুখ-লাভ সুদূরপর্য্যন্ত। সকলেই সুখ অভিলাষ করে, অণুচ সুখ ধর্ম্মের ফল, অতএব সর্ব্বদা সকল বর্ষ যত্নসহকারে ধর্ম্মামুষ্ঠান করিবে। ন্যায়োপার্জিত ধন দ্বারা পারমৌলিক কর্ম্ম কর্তব্য। বিধি অনুসারে বিশেষ কাল এবং পুণ্যবান পাত্রে দান করা উচিত। দান করিলে যথাক্রমে সন, বিগুন, সহস্র এবং অনন্ত ফল হইয়া থাকে। হিংসা করিলেও উজ্জ্বল ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমফল হয়, ক্রব ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুন ফল হয়; আচার্য্য ব্রাহ্মণে সহস্র এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্ত গুণফল লাভ হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিংসাতেও ঐরূপ ফল হয়। যে ব্যক্তি বিধি-বর্জিত পাত্রে ধনাদি দান করে, তাহার সেই প্রদত্ত বস্ত্রই যে বিনষ্ট হয়, এমত নহে; কিন্তু অবশিষ্ট পুণ্যও বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি বিপদ-জ্বারের জন্ত কিবা পরিবার প্রতিপালনার্থ যচ্ঞা করে, অধিবণ করিয়া তাহাকেই দান করিবে, অথবা ক্ষণ হইবে না। যে ব্যক্তি পিতৃহত্যারী লোককে উপদ্রবনাদি সংস্কার ও বিবাহ প্রভৃতির দ্বারা বন্ধায় করে, ইহলোকে তাহার অসংখ্য পুণ্য। পুঙ্খ,

ক্রাক্ষণকে বজ্রাঘ্ন রাখিলে যে কললাভ করে, তাহা অগ্নিহোত্র বা অগ্নিষ্টোমের অমুষ্ঠানে লাভ করিতে পারে না। রূপে যে যে বস্তু অত্যন্ত বাঞ্ছিত এবং যে বস্তু গৃহের প্রিয়; সেই সেই বস্তু গুণবান পাশ্রে দান করিবে। তাহাতে ঐ ব্যক্তির ঐ সকল বস্তুর প্রতি অক্ষয় ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

পুরুষদিগের ভার্য্যা গৃহস্থাপ্রমের মূল, যদি পুরুষের ঐ ভার্য্যা বশবর্তিনী হয়, তাহা হইলে গৃহস্থপ্রমের তুলনা নাই। যদি পত্নী বশবর্তিনী হয়, তাহা হইলে পুরুষ পত্নীর সহিত ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের ফল ভোগ করে। যদি পুরুষের স্ত্রী যথেক্ষাচারকারিণী হয় কিন্তু (অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যবাহু) তাহাকে স্নেহবশতঃ নিবারণ করা না হয়; পশ্চাৎ সেই স্ত্রী অবশ হইয়া উঠে, যেমত ব্যাধি প্রথমে উপেক্ষিত হইলে পর, পশ্চাৎ বিশেষ ক্লেশদায়ক হয়; তজ্জন যে স্ত্রী স্বামীর অনুকূলতাচরণ করে, ও বাক্যদোষ রহিত, কার্য্যদক্ষ, সতী, মিষ্টভাষিণী আপনা-আপনিই ধর্ম রক্ষা করে এবং পতিভক্তিমতী। সে স্ত্রী মনুষ্য নয় দেবতা সদৃশী। যে পুরুষের পত্নী বশবর্তিনী, তাহার ইহলোকেই স্বর্গভোগ হয় এবং যে পুরুষের পত্নী অবশ তাহার ইহলোকেই নরকভোগ হয়, এ কথায় সংশয় নাই। স্বর্গেও এইটি ছল্লাভ। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অমুরাগ থাকা, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্ত্রী কিংবা পুরুষ একজন হইত অমুরাগযুক্ত ও আর একজন হইত বিরক্তি যুক্ত, ইহা অপেক্ষা কষ্টজনক ব্যাপার কি আছে। গৃহস্থ-প্রমে দাস করা কেবল স্নেহের নিমিত্ত, কিন্তু গৃহস্থপ্রমে পত্নীই স্নেহের মূল, যে স্ত্রী বিনয়-যুক্তা, মনোগত ভাব বুদ্ধিত পারে এবং বশতাপন্ন, সেই স্ত্রী যথার্থ পত্নী শব্দে বাচ্য। (স্ত্রীলোকের যে সকল গুণের কথা উক্ত হইল) ইহার অত্র দৃষ্টান্ত হইলে, স্ত্রীলোক কেবল দুঃখ ভোগ করে, সর্বদা খেদযুক্ত হয়,

পুরুষের স্ত্রী যদি প্রতিকূলকারিণী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্যতা হইতে থাকে, বিশেষতঃ যদি পুরুষের দুই পত্নী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্য সর্বদাই হয়। স্ত্রী সকল জলোচ্চার তুল্য, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অন্ন প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও সর্বদাই পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে। সেই ক্ষুদ্র জলোচ্চা মনুষ্যের কেবল রক্ত শোষণ করে, কিন্তু স্ত্রীলোক জলোচ্চা পুরুষের রক্ত, ধন, (শরীরের মংস) বীৰ্য্য, বল এবং সুখ সকলি শোষণ করে। অর্থাৎ স্ত্রীলোক পুরুষকে একদণ্ডও স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেয় না। যখন পরস্পরের অন্ন বরস থাকে, তখন স্ত্রীলোক সর্বদা শঙ্কায়ুক্ত থাকে, যখন পরস্পরের যৌবনকাল উপস্থিত হয় তখন স্বামীর প্রতি অমুরাগিণী হয় না অর্থাৎ ইচ্ছামত চলে না। যখন স্বামী বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে ভৃত্যের দ্বারা তুচ্ছতাচ্ছল্য করে। যে স্ত্রী পতির বশতাপন্ন, বাক্যদোষ শূন্য, কর্মদক্ষ সতী এবং পতিব্রতা, এই সকল গুণ যে স্ত্রীলোকের আছে, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই লক্ষ্মীস্বরূপ। যে স্ত্রীলোক সর্বদা হৃষ্টচিত্ত, গৃহোপকরণ দ্রব্যসমূহের অবস্থান, এবং পরিমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অনবরত স্বামীর প্রীতিকর কার্য্য করে, সে স্ত্রীই স্ত্রীপদবাচ্য, এ সকল গুণ যাহার নাই, সে কেবল শরীর ক্ষয়কারিণী ভরা স্বরূপ। যে গৃহস্থের শিষ্য পত্নী বালক সন্তান ভ্রাতা প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ভ্রাতৃ এবং আশ্রিতগণ এই সকল নিয়মযুক্ত হয়, তাহার ইহলোকে গৌরব থাকে। পুরুষের প্রথম বিবাহিতা যে স্ত্রী সেই ধর্মপত্নী দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী কেবল সন্তোগ নিমিত্ত হয় দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নীতে কেবল দুষ্ট ফল জন্মে অদুষ্ট ফল ধর্ম প্রভৃতি কিছুই হয় না। প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী যদ্যপি দোষ শূন্য হয়, তাহাকেই ধর্ম পত্নী বলা যায় যদি তাহার দোষ থাকে, দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নী যদি গুণবতী হয়, দ্বিতীয় বিবাহ করাতে কোন দোষ হইবে না। কোন পুরুষ যদ্যপি দোষশূন্য পতিভা নহে এতাদৃশ পত্নীকে যৌবনাবস্থায় ত্যাগ করে সে পুরুষ জীবন অবগানে স্ত্রীলোক হইবে এবং বদ্যন্ত প্রাপ্ত হইবে। দরিদ্র কিম্বা

রোগী পতিকে যে জী অস্বস্তা করে সে জন্মান্তরে
হুঙ্করী, গুণ্ডী এবং মকরী হইয়া পুনর্বার জন্ম
গ্রহণ করিবে। ভর্তার মৃত্যু হইলে যে জী
স্বামীর চিতা আরোহণ করে, সেই জী
সদাচারসম্পন্ন হইবে এবং স্বর্গে সেবগণের
পূজ্য হইবে। ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া) যেমত
গর্ত হইতে বলদ্বারা সর্পগণকে উদ্ধার করে,
সেইরূপ পতিসহগামিনী জী পতি বদ্যাপি
নরকস্থ থাকে, তাহাকেও নিজগুণ্যবলে উদ্ধার
করিয়া পতির সহিত (স্বর্গলোকে) সহর্ষে
কাল যাপন করে। (ইহার পরবর্তী শ্লোকার্দ্ধ
স্থানান্তরীয় বলিয়া উপেক্ষিত হইল)।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায় ।

যে কার্য্য শৌচ এবং যে কার্য্য অশৌচ, তাহা
উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যাহা শৌচ, তাহা
করিবে এবং যাহা অশৌচ, তাহা পরিত্যাগ
করিবে, (দক্ষাধি কহিতেছেন) আমি হিতেচ্ছু
হইয়া, শৌচ এবং অশৌচ, সম্বন্ধে বিশেষ
কিঞ্চিৎ বলিতেছি, (প্রবণ কর)। শৌচ বিষয়ে
সর্বদা যত্ন কর্তব্য, দ্বিজগণের পক্ষে শৌচই
মূল ধর্ম্ম কর্ম্মের মূল, শৌচাচাররহিত দ্বিজ-
গণের সমস্ত কার্য্য নিফল হয়, অর্থাৎ
শৌচাচার বিহীন হইয়া যে কিছু ধর্ম্ম কার্য্য
করিবে, তাহাতে কোন ফলাদয় হইবে না।
শৌচ দুই প্রকার, বাহ্যিক এবং আন্তরিক।
মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা বাহ্যিক শৌচ
হয়। ভাবশুদ্ধি আন্তরিক শৌচ, অশৌচ
হইতে বাহ্যিক শৌচ শ্রেষ্ঠ, বাহ্যিক শৌচ
হইতে আন্তরিক শৌচ শ্রেষ্ঠ। বাহ্য এবং আন্ত-
রিক শৌচ বাহার আছে, সে ব্যক্তিই শুচি,
কিন্তু বাহার আন্তরিক শৌচ নাই, অথচ
বাহ্যিক শৌচ করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত অশুদ্ধ।
বাহ্য শৌচকার্য্যের নিয়মাবলী বলিতেছি।
প্রথমতঃ মলমূত্রাণ বিষয়ে যেরূপ কর্তব্য, তাহা
প্রবণ কর। একবার লিঙ্গদেশে, পায়ুদেশে
তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উত্তর হস্তে সাত
বার, দুই চরণে তিনবার, তিন বার মৃত্তিকা

দিবে। এই উক্ত শৌচ গৃহস্থগণের পক্ষে,
অন্ত তিন আশ্রমীর বাহা কর্তব্য, তাহা বর্ণা-
ক্রমে (বলিতেছি ;) ব্রহ্মচারীগণের উক্ত
শৌচের দ্বিগুণ, বানপ্রস্থগণের উহার ত্রিগুণ,
যতিগণের উহার চতুর্গুণ জানিবে। পায়ুদেশে
যে তিনবার মৃত্তিকা দানের কথা হইয়াছে,
তাহার প্রথমবারে মৃত্তিকা অর্দ্ধগ্রহণ করিয়া পরিমিত
দ্বিতীয় তৃতীয়বারের মৃত্তিকা তাহার অর্দ্ধ
বলিয়া কীর্ত্তি হইয়াছে।

যে পরিমিত মৃত্তিকাদ্বারা অঙ্গুলীর তিন
পর্ক পূর্ণ হয়, তাহা পরিমিত মৃত্তিকা দ্বারা
লিঙ্গদেশে শুদ্ধ করিবে, উক্ত পরিমাণ গৃহস্থের
পক্ষে ; ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ ব্রহ্মচারীগণের
পক্ষে, ইহার ত্রিগুণ পরিমাণ বানপ্রস্থগণের
ইহার চতুর্গুণ পরিমাণ যতিগণের পক্ষে
(জানিবে)। যে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপ ক্ষয়
নাই হয়, সেই পর্য্যন্ত জল দ্বারা প্রক্ষালন
করিবে। মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা শুদ্ধি হয়,
অন্ত কোন ক্রেশ নাই অর্থ ব্যয়ও নাই (অত-
এব শৌচ বিষয়ে যত্ন করী উচিত)। বাহার
শৌচ বিষয়ে মনোযোগ নাই, তাহার চিত্তবৃত্তি
পরীক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহার ধর্ম্ম কার্য্যে
প্রবৃত্তি নাই, ইহা বোধগম্য হয়। যে শৌচ
উক্ত হইল, ইহা দ্বিবাভাগে কর্তব্য, রাত্রি-
কালে তাহা অস্ত্র প্রকারে কর্তব্য। ব্রাহ্মগণের
আপদকালে একরূপ এবং সুস্থকালে অস্ত্র
একরূপ শৌচ। দ্বিবাভাগে যে শৌচ উক্ত হইল,
তাহার অর্দ্ধ শৌচ রাত্রিকালে করিলে শুদ্ধ
হইবে। রোগী ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিবিহিত
শৌচের অর্দ্ধ অর্থাৎ দ্বিবাশৌচের একপাদ
করিলেই শুদ্ধ হইবে, বিদেশ গমনকালে,
পশ্চিমধ্যে আভ্যুত্থানের একপাদ শৌচ, তাহার
অর্দ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবে। যে সময়ে এবং
স্থানে যে পরিমাণে শৌচ উক্ত হইল, ইহার
অল্প কিম্বা অধিক করিতে নাই, ন্যূন কিম্বা
অধিক শৌচ করিলে শুদ্ধ হয় না, বদ্যাপি
বিধি লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে প্রোক্তভেদ
যোগ্য হইতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

বর্ষ অধ্যায় ।

(সপিণ্ড জাতি প্রভৃতির) “জন্ম এবং মরণ জন্ম যে অশৌচ হয়, তাহা এবং যাবজ্জীবন অশৌচের কথা যথাবিধি আহুপূর্ব্বক্রমে বর্ণিত হইছে। সদ্যঃ এক দিবস, দুইদিবস তিনদিবস, চারি দিবস, দশদিবস দ্বাদশদিবস, পঞ্চদশদিবস, একমাস এবং মরণান্ত অশৌচের এই দশবিধ কাল যথাক্রমে ইহা সম্পূর্ণ রূপে বলিব। ষড়ঙ্গযুক্ত সকল এবং সরহস্য বেদশাস্ত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যার সহিত যে ব্যক্তি অবগত এবং যে ব্যক্তি বেদোক্ত কৰ্ম্ম কাণ্ড করিয়া থাকে, তাহার অশৌচ হয় না, নৃপতি, পুরোহিত, শিষ্য ও বালকগণের সদ্যঃ শৌচ; দেশান্তর মরণে এক বৎসর গতে সদ্যঃ শৌচ ব্রতী এবং সত্ৰীদিগেরও সদ্যঃ শৌচ বিহিত। যে ব্যক্তি অগ্নি ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন, তাহার এক দিন অশৌচ; আর তদপেক্ষা অপকৃষ্ট, অপকৃষ্ট তর এবং অপকৃষ্টতম ব্যক্তিগণের যথাক্রমে দুই দিন, তিন দিন এবং চারি দিন অশৌচ হইবে। যে ব্যক্তি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ, তাহার দশাহে, ঐক্লগ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহে, ঐক্লগ বৈশ্যের, পঞ্চ দশাহে এবং শূদ্রের এক মাসে শুদ্ধি হইয়া থাকে। যাহার দান, হোম এবং দান না করিয়া, ভোজন করে, এইরূপ সকলের চিরদিন অশৌচ থাকে। রোগী, কৃপণ, ঋণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, মূর্থ, জৈগ, ব্যাসনাসক্ত চিত্ত সর্বদা পরাধীন; এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান না করে, তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ। তাহাদিগের কাদাচিৎকে অশৌচ নাই। এইরূপ শুণাভ্যাসে অশৌচ নির্দেশ করা হইল। জনন্যশৌচ মরণশৌচ, বা মরণশৌচ—জনন্যশৌচ, এই অশৌচ একত্র হইলে, মরণশৌচের দ্বারা শুদ্ধি হয়। দান, প্রতীগ্রহ, হোম এবং বেদপাঠ অশৌচে নিষিদ্ধ। ধর্ম্মজ ব্রাহ্মণ দশ দিনের পর শুদ্ধি লাভ করে। তখন বিধিপূর্ব্বক দান করা উচিত; কেননা দানই লোককে অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ করে। মরণশৌচের মধ্যে মরণশৌচ হইলে বা জনন্যশৌচের মধ্যে জনন্যশৌচ হইলে, এই সর্ব্বী অশৌচের পূর্ব্বশৌচ দ্বারা

শুদ্ধি জানিবে। উভয় অশৌচেই অশৌচ কালে, অশৌচী বংশের অন্নভোজন করিবে না। দ্বিজগণ চতুর্থ দিনে অস্থি-সঞ্চয়ন করিবে। তাহার পর তাহাদিগের অন্নস্পৃশ্য অশৌচ দূর হইবে। যদি এক পতির অমূল্যমক্রমে চারি ভাৰ্য্যা হয়, তাহা হইলে সেই পতির ঐ সকল স্ত্রীর সম্মান উৎপত্তিতে দশ দিন, ছয় দিন, তিন দিন, এবং এক দিন অশৌচ হইবে। যজ্ঞকালে, আরক্ত বিবাহে, দেশবিপ্লবে এবং হোমারম্ভ করিলে জনন মরণে অশৌচ হইবে না। এই সকল অশৌচ সূস্থ ব্যক্তির পক্ষেই কীর্তিত হইল। আপাতত ব্যক্তির আর অশৌচ নাই।

বর্ষ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায় ।

বাহার দ্বারা জগৎ বশ করা যায়, বাহার দ্বারা আত্মা বশীভূত হয়, বাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় হয়; সেই যোগের কথা বলিতেছি;—প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক এবং সমাধি যোগের এই ছয়টি অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অরণ্য সেবনে, অনেক গ্রন্থ চিন্তনে, ব্রত বজ্জ বা তপস্যা দ্বারা যোগসিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ ভোজনে বা নাসাগ্র দর্শনেও যোগসিদ্ধি হয় না। ফল কথা শাস্ত্রাতিরিক্ত অশৌচে কখনই যোগ হইতে পারে না। মোন মন্ত্ৰ, ও নানাবিধ কুহকের দ্বারাও যোগসিদ্ধি হয় না। তবে বাহার লোক যাত্রা হইতে বিযুক্ত, যোগাত্ম্যাসে দৃঢ় সাধক, যোগে কৃত-নিশ্চয়, তাহাদিগেরই বহু পুণ্য ফলে, ভূয়ো-ভূয়ো সংসার নির্বেদে যোগসিদ্ধি হয়; অথ কোন রূপে হয় না। আশ্চর্য্য চিন্তা রূপ আমোদ প্রমোদে শাস্ত্রোক্ত শৌচের ক্রীড়নকে এবং সর্ব্ব ভূতের প্রতি সমজ্ঞানে যোগসিদ্ধি হয়। অথ কোন রূপে হয় না। যে ব্যক্তি সর্বদা আশ্রয়ত, আশ্রয়ক্রিপারাগ, আশ্রয়নিষ্ঠ, স্বভাবত সর্বদাই আশ্রয়ানপরায়ণ, স্বয়ংভূক্ত, আশ্রয়তৃপ্ত এবং অনন্তচিত্ত, তাহারই যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। নিজিত অবস্থাতেও যোগযুক্ত

ধাকিবে; জাগ্রৎ অবস্থাতেও থাকিবেই। বাহার চেষ্ঠা এইরূপ, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব্রহ্মবাদীগণের মধ্যে গরীবান। যে ব্যক্তি আত্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে না পায়, সে ব্রহ্মব্রহ্মণ; ইহা মনের মত। যে বস্তির চিত্ত বিবাসক্ত, সে মোক্ষলাভ করিতে পারে না। অতএব যোগী যত্ন পূর্বক বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিবে। কেহ কেহ বলে, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নামই যোগ, সেই সকল অপণ্ডিত ব্যক্তি অধর্মকে ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। অগরে বলে, আত্মা এবং মনের সংযোগের নামই যোগ। ইহারা পূর্বাংগে অধিক মূর্থ এবং কেবল যোগবঞ্চিত। মনকে বৃত্তিহীন করিয়া, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিলে মুক্তি লাভ করিবে; ইহাই প্রধান যোগ। অহ্মরাগ, মোহ, বিস্মেক, লজ্জা এবং আশঙ্কাদি চিত্তের ব্যাপার বলিয়া কথিত। ইহাদিগকে জয় করিয়া বশীভূত করিবে। যে ব্যক্তি পঞ্চ গ্রাম্য কুটুম্বের সহিত প্রধানতর বর্ষ ব্যক্তিকে জয় করিয়াছে; অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বাহার বশীভূত, সে ব্যক্তি স্রাস্ত্র মনুষ্যগণের অজ্ঞেয়। বলপূর্বক পররাজ্য গ্রহণ করিলেই বীর বলিয়া খ্যাতি হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়াছে, সেই পণ্ডিত-গণের নিকট বীর বলিয়া পরিচিত। বহিঃশূন্য ইন্দ্রিয় সকলকে অভ্যুৎখল করিয়া মনে ও মনকে জীবাত্মাতে নিয়োজিত করিবে। সর্ববাস্তা বিনিমুক্ত হইয়া ঐ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিবে;—ইহাই ধ্যান, ইহাই যোগ;—অবশিষ্ট যা কিছু, তৎ-সমস্ত গ্রহ বাহ্য মাত্র। বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আত্মশক্তিরূপে মনের স্থিরতার নামই, সমাধি। স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, জীবাত্মা ও পর-মাত্মার যোগে যে পদলাভ হয়, তাহা অনিত্য; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মারযোগে যে পদ লাভ করা যায়, তাহা অক্ষয় এবং চিরস্থায়ী। বাহ্য কাহারও নাই, তাহা আছে বলিলে বিরোধ হয়। অতএব অন্যের দ্বারা তাহা ধাকিতে পারে না। ব্রহ্ম কুমারী মৈথুনের স্তায় মাত্র নিজেরই বিজ্ঞেয়। যে ব্যক্তি যোগী নহে, সে জ্ঞান্য ব্যক্তির পক্ষে বটাদির ন্যায় ব্রহ্মকে

জানিতে পারে না। নিত্য, যোগাত্ম্যাদী ব্যক্তি ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারে। সেই সনাতন পরম ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অনির্দেশ্য। পণ্ডিত ব্যক্তি চিত্তের আলোচনার স্তায় ব্রহ্মকে এক ভাবে অবগত হন, জীলোক এবং মূর্থ লোক তাঁহাকে নানারূপে ভাবিয়া থাকে। অভিশয় সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেবগণও বিষয়ের বশীভূত। প্রমত্ত অন্ন সত্ত্বগুণযুক্ত মনুষ্যের কথা বলা বাহ্য মাত্র; অতএব মনো-মালিন্য ত্যাগ করিয়া দণ্ডধারণ করিবে। অস্ত্রধা তাহা করিতে সমর্থ হয় না। কেবল বিষয়াভিভূত হয়, যেমন বায়ুজনিত জল তরঙ্গ। ঘাতে ক্ষণকালও স্থির থাকে না, চিত্তও তদ্রূপ। অতএব কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অসুচিত। অনেক মনুষ্যই ত্রিদণ্ডধারণে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে, ত্রিদণ্ড ধারণের উপযুক্ত অধিকারী হয় না। সর্বদা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিবে। মৈথুন, অষ্টবিধ;—স্মরণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, গোপনে কথোপকথন, সংকল্প, অধ্যবসায় ও কার্য সমাপ্তি। পণ্ডিতগণ বলেন, মৈথুন, এই অষ্টবিধ। ইহার চিন্তা করিবে না, ইহা বলিবে না এবং কখনই করিবে না। এইরূপে সূক্ষ্মসম্পন্ন ব্যক্তি বতি হইতে পারে, অগরে পারে না। যে ব্যক্তি পরিত্রাজক হইয়া ধর্মপালন না করে, রাজা তাহাকে খপদচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া শীঘ্র নির্বাসিত করিবেন। এইরূপ এক ব্যক্তি ভিক্ষুক, দুই জন হইলে মিথুন, তিন জন হইলে গ্রাম, ইহার উর্দ্ধ হইলে নগর বলিয়া জ্ঞানিবে। বতি-নগর গ্রাম বা মিথুন করিবে না। এই তিনটি কার্য করিলে, বতি স্বপ্নপ্রাপ্ত হয়; কেননা দুই জন প্রভৃতি একত্র থাকিলে নিশ্চয়ই ভিক্ষাবৃত্তি, রাজবৃত্তি, মেহ, পৈশূন্য ও মাংসর্ঘ্য হইয়া থাকে, বাহার লাভ ও সম্মানের নিমিত্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা, শিষ্য সংগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ আড়ম্বর কৃতপন্থিগণের মধ্যে প্রচলিত। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং সর্বদা নির্জন, বাস ভিক্ষুর—এই চারিটি কর্তব্য কার্য পঞ্চম কার্য নহে। তপস্বী এবং জপের দ্বারা কৃশ, যোগী, বুদ্ধ, গ্রহগ্রস্ত এবং বিকালে নিজায় ভিক্ষু কোন গৃহস্থের

গৃহ আশ্রয় করিতে পারে; কিন্তু অরোগী যুবা তিস্কু গৃহে থাকিতে পারে না; যদি কখন থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানকে দূষিত এবং পণ্ডিতগণকে গীড়িত করে। অরোগী যুবা তিস্কু এইরূপ করিলে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হয়, ব্রহ্মচর্য্যবিচ্যুত হইলে নিজ বংশকে অধঃপাতিত করে, তিস্কু আবসখে বাস করিবার সময় যদি মৈথুন সেবা করে, তাহা হইলে সেই আবসখস্থানী মূল বিচ্ছিন্ন হয়। মতি বাহার আশ্রমে মুহূর্ত্তকালও বিজ্রাম করে, তাহার অল্প ধর্মে প্রয়োজন কি? সে তাহাতে কৃতার্থ হয়। গৃহস্থমরণকাল পর্যন্ত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছে, যতি তাহার গৃহে এক রাত্রি বাস করিলেই তৎসমস্ত বিনষ্ট করিয়া দেন। যে ব্যক্তি যোগাশ্রমে পরিশ্রান্ত যতিকে ভোজন করায়, সচরাচর ত্রৈলোক্য বাসীকে ভোজন করাইলে যে ফল, তাহার সেই ফল হয়। যে দেশে ধ্যান-যোগবিচক্ষণ যোগী বাস করে, সে দেশও

পবিত্র হয়, যতির বান্ধবগণ যে পবিত্র হয়, ইহা বলা বাহুল্য। ঠৈত, অঠৈত, ঠৈত-ঠৈত, ঠৈতাতাব এবং অঠৈতাতাব, এই চিত্তাই পারমার্থিক, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া অহং-জ্ঞান বা অজ্ঞ সৰ্ব্বজ্ঞান করিবে না। ঈদৃশ অবস্থা হইলে পরম পদ লাভ হয়। বাহার ঠৈতপক্ষে আহাসম্পন্ন, এবং বাহার অঠৈত-বাহী, তাহাদিগের মধ্যে অঠৈতবাহীদিগের সুনিশ্চিত ধর্ম্ম বলিতেছি। যদি আত্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পার, তবেই শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং গ্রন্থরাশি শ্রবণ করিবে। এই যথা কথিত সকল আশ্রমের উত্তম ধর্ম্মঘটিত দক্ষশাস্ত্র যে ব্রাহ্মগণ অধ্যয়ন করে, তাহার দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। যদি অধম ব্যক্তিও এই শাস্ত্র তত্ত্বিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পুত্রপোত্র ও পুত্র ধনে সম্পন্ন হইয়া বশবী হয়। দ্বিজ শ্রাদ্ধকালে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইলে, সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফলজনক হয়, এবং পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।

গৌতম-সংহিতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

বেদ এবং বেদজগণের স্থিতি ও আচাৰ এই তিনটি ধর্মের মূল । ধর্মের ব্যতিক্রম এবং মহৎদিগের সাহসও দুই হইয়া থাকে । দুইটি বিরুদ্ধমত সমান বলবান হইলে ঐ দুইয়ের মধ্যে একতরের আশ্রয় করিবে । ব্রাহ্মণের অষ্টম বা নবম বর্ষে উপনয়ন দিবে, ইচ্ছা করিলে পঞ্চম বর্ষেও দিতে পারে । গর্ভ হইতে বর্ষের গণনা করিবে । এই উপনয়ন দ্বিতী : জন্ম । যাহা দ্বারা উপনয়ন সম্পন্ন হয়, তাঁহার নাম আচার্য্য ; কারণ তিনি বেদ অধ্যয়ন করান । ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের যথাক্রমে একাদশ এবং দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন দিবার বিধি । ঘোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের সাবিত্রী অপতিত থাকে এবং ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত সাবিত্রী পতিত হয় না । উপনয়ন সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যথাক্রমে মৌজী, ধনুকের জ্যা এবং সূত্র নির্মিত মেথলা বিহিত হইয়াছে । এই-রূপ যথাক্রমে ঐ তিনজাতির পক্ষে উপনয়নের সময় কৃষ্ণসার, রুক্ষ এবং ছাগের চর্ম্ম এবং শান, কোম এবং চিরকূতপ বস্ত্রের ধাবণ বিহিত হইয়াছে । পরন্তু সকলের পক্ষে কাপাস বস্ত্র অনিবিদ্ধ, কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে বৃক্ষ স্বচনির্মিত কাষায় বস্ত্র এবং বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যথাক্রমে ঐ জাতীয় মাজিষ্ঠ এবং হারিজ বস্ত্র বিহিত । ব্রাহ্মণের বিঘ বা পলাশ কাঠের দণ্ড, আর অবশিষ্ট দুই জাতির যথাক্রমে অশ্বখ এবং পীলুনির্মিত দণ্ড বিহিত । অথবা সকল জাতিই কোনরূপ যজ্ঞীয় বৃক্ষের

সবকল কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিতে পারে । দণ্ডের পরিমাণ তিন জাতির যথাক্রমে মন্তক, লগাট এবং নাসার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত হইবে । ব্রাহ্মণ সর্ষ সুগুণ করিবে, ক্ষত্রিয় মন্তকে জটা রাখিবে এবং বৈশ্য শিখা রাখিবে । কোন দ্রব্য হস্তে করিবা যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য মাটিতে না রাখিয়া আচমন করিবে, তাহাতেই ঐ দ্রব্য শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে । তৈজস, মুগ্ধর কাষ্ঠ এবং তত্ত্ব-নির্মিত বস্ত্র অশুদ্ধ হইলে যথাক্রমে মার্জন, দাহন, ছেদন এবং প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ করিবে । প্রস্তর, মণি, শঙ্খ এবং শুক্লিনির্মিত বস্ত্রকে তৈজস বস্ত্রের স্থায় শুদ্ধ করিবে ; কাঠের মত অস্থি এবং মুগ্ধর বস্ত্র শুদ্ধি করিবে । এবং ভূমিকে হলমুখ দ্বারা খনন করিয়া শুদ্ধি করিবে । দড়ি, বংশনির্মিতপাত্র এবং চর্ম্মের তত্ত্বনির্মিত বস্ত্রের মত শুদ্ধি করিবে । কোন বস্ত্র অত্যন্ত অশুদ্ধ হইলে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবে । পূর্ল-মুখ বা উত্তরমুখ হইয়া শুদ্ধি আরম্ভ করিবে । পবিত্রস্থানে উপবেশন করিয়া উত্তর জাহুর মধ্যে দক্ষিণবাহ রাখিয়া যথানিয়মে যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্লক মণিবন্ধ (কহুই) অবধি হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করে । নিঃশব্দে তিনবার বা চারবার সেই পরিমাণে আচমন করিবে, যাহাতে আচান্ত জল হৃদয় অবধি স্পর্শ করিতে পারে । তদনন্তর দুই বার পাদদ্বয় মার্জন করিবে । উত্তমাদৃশিত ঈন্দ্রিয় সকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে অথবা তাহার উপর আর্দ্র হস্ত প্রদান করিবে । নিজা গিয়া, ভোজন করিয়া এবং হাঁছিয়া পুনরায় উত্তরপে

আচমন করিবে। দাঁতের পাশে বাহা লাগিয়া থাকে, তাহা যদি জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা পৃষ্ঠ না হয়, তাহা হইলে উহা দাঁতের মধ্যেই পরিগণিত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে পর্য্যন্ত উহা চ্যুত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা দন্তের মধ্যেই গণ্য। ঐ বস্তু দন্ত হইতে চ্যুত হইলে নিগীবনাদির দ্বারা পরিত্যাগ করিলেই শুদ্ধি। মুখ হইতে যে সকল বিন্দু শরীরে পতিত হয়, উহা দ্বারা শরীর উচ্ছিষ্ট হয় না। শরীর হইতে অমেধ্য বস্তুর গেপ এবং গন্ধ দূরীভূত করিলেই উহা শুদ্ধি হয়। মূত্রত্যাগ, পুরীষত্যাগ, রেত-স্খলন এবং আহারীয় দ্রব্যের সংযোগে শাভে যেখানে ঘেৰুপ নিয়ম করিয়াছেন, তদনুরূপ জল এবং মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধ করিবে। গুরু হস্ত দ্বারা শিষ্যের সব্য অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া “ওহে অধ্যয়ন কর,” এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন। তাহার পর শিষ্য দৰ্ভ দ্বারা চক্ষু, মনঃ ও প্রাণের স্থান। ভ্রাণ ও স্পর্শ করিবে প্রত্যেক স্থলে পঞ্চদশবার জপ করিয়া তিনবার শ্রাণায়াম করিবে। পূর্বে বিত্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করিয়া ও কার পূর্বক পঞ্চ বা সপ্ত ব্যাছতি পাঠ করিবে। প্রাতঃকালে, বেদাধ্যয়নের আরম্ভে এবং অন্তে গুরুপাদগ্রহণ করিবে এবং গুরুকর্ক অমুজ্জাত হইয়া উপবেশন করিবে। শিষ্য বেদ অধ্যয়নের সময়ে গুরুর দক্ষিণে পূর্বে বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিয়া প্রথমে গায়ত্রী পাঠ করিবে, অন্তে ওঁকারের উচ্চারণ করিবে। পড়িবার সময়ে যদি কুহুর, বেজি, সর্প, মণ্ডুক এবং বিড়াল গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তিন দিন উপবাস করিবে এবং গুরু হইতে পৃথক থাকিবে। তাহার পর পুনর্বার অধ্যয়ন করিতে যাইবে। অপর কোন জন্তু মধ্য দিয়া গমন করিলে শ্রাণায়াম এবং স্তুত ভোজন করিবে। শশানস্থানে অধ্যয়ন করিলেও এই নিয়ম।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপনয়নের পূর্বে যথেষ্টাচার, যথেষ্টা সজ্জা এবং যথেষ্টা তরুণ করিলে দোষ হয় না। তখন হবন বা ব্রহ্মচর্যে অধিকার হয় না। অমুপনীত ব্যক্তির মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিবার কোন নিয়ম নাই, তাহার গাত্রসার্জন, প্রক্ষালন এবং উপরে জল ছিটান ভিন্ন শুদ্ধির নিমিত্ত আচমনাদির বিধান নাই। অস্পৃশ্য বস্তুর স্পর্শে তাহার অশৌচ নাই, তাহাকে অগ্নি হবন বা বলি কর্মে নিযুক্ত করিবে না এবং পিতৃকার্য্য ব্যতীত তাহাকে বেদমন্ত্ৰেবও পাঠ কবাইবে না। উপনয়ন হইতে সমস্ত নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে। উপনয়নের পর বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন, অগ্নিচয়ন, ভিক্ষা, সত্যসম্ভাষণ এবং আচমনের অমুষ্ঠান করিবে। কেহ কেহ বলেন গোধানাদি কার্য্যও করিবে। গৃহের বাহিরে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে, দণ্ডায়মান হইয়া পূর্বে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থের যে পর্য্যন্ত দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। (উদয় কালীন) সূর্য্য দর্শন করিবে না, ব্রহ্মচারী মধু, মাংস, গন্ধ, মাংস, দিবানিদ্ৰা, অজ্ঞান, অভ্যাজন (তৈল-মর্দন) বানারোহণ, উপানহধারণ, ছত্রধারণ ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বাদ্যবাদন, স্নান, দন্ত-ধাবন, হর্ষ, দৃত্য, গীত, নিন্দা এবং গুরুর সম্মুখে কর্ককণ্ঠন অবশ্যকৃতিকরণ (বেড় দিয়া বসা), অবয়ববিশেষ আশ্রয় (গালে হাত দিয়া বসা ইত্যাদি) পাদ প্রসারণ, নিগীবণ (খুঁ ফেলা), ছাত্র, বিজ্ঞান (হাইতোলা), অঙ্গুষ্ঠেটিন (আড়ামোড়া), মৈথুনেচ্ছার পরদ্বী দর্শন বা তাহার সঙ্গ, দ্যুতক্রোড়া, নীচসেবা, চৌর্য্য, হিংসা, আচার্য্য, অচার্য্য, পুত্র ও স্ত্রী এবং দীক্ষিত ব্যক্তির নাম গ্রহণ, শুক বাঁকা, মদ্য পান এই সকল কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে। গুরু অপেক্ষা অধঃশয্যায় শয়ন করিবে, তাহার পূর্বে জাগরণ করিয়া উঠিবে, তাহার নিদ্রার পর আপনি নিদ্রিত হইবে। বাক্য, বাহু এবং উদরের সংযম করিবে। মান অর্থাৎ সমাদরের

সহিত, গুরু নাম নির্দেশ করিবে। সমুদয় পূজা এবং উৎকৃষ্ট ব্যক্তির, সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর শয্যা, আসন এবং স্থান পরিত্যাগ করিবে। নিম্নস্থানে অথবা নম্রভাবে অবস্থিত হইয়া তাহার বাক্য শ্রবণ অথবা সেই ঘটনানুসারে চলার নাম গুরুসেবা। গুরুকে দেখিলেই উঠে দাঁড়াইবে, তিনি গমন করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিবে, তিনি বখন অধ্যয়ন করিতে বলিবেন, তখনই অধ্যয়ন করিবে এবং সর্বদা তাহার প্রিয় এবং হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। তাহার ভাষা এবং পুত্রেরও সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর ভাষা বা পুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, তাহাদিগকে স্নান বা অলঙ্কৃত করাইবে না এবং তাহাদের পাদপ্রক্ষালন, পাদোন্দন (পাটিপে দেওয়া) এবং পাদগ্রহণ করিবে না। তবে কোন বিদেশ হইতে আগমন করিয়া পাদ গ্রহণ মাত্র করিবে, কেহ কেহ বলেন গুরুপত্নী যুবতী হইলে তাহাও করিবে না। আবশ্যক হইলে পতিত এবং নিন্দিত ভিন্ন সকল বর্ণের গৃহেই ভিক্ষা করিতে পারিবে। ভিক্ষার সময় বর্ণক্রমে প্রথম মধ্য এবং অন্তে ভবংশদের প্রয়োগ করিবে, ব্রাহ্মণ ভিক্ষার সময় প্রথমে ভবংশদের প্রয়োগ করিবে, ক্ষত্রিয় মধ্যে এবং বৈশ্য অন্তে। আচার্য্যকুল, জাতি, গুরু এবং অন্ত্যাত্ম আত্মীর নিকট ভিক্ষা করিবে না অন্ত্যাত্ম ভিক্ষা না পাইলে ইহাদের মধ্যে পূর্ক পূর্বোন্নিধিতকে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষা দ্বারা যাহা পাইবে তাহা গুরুকে সমর্পণ করিবে, তদনন্তর গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভোজন করিবে। গুরু নিকটে না থাকিলে তাহার পত্নী, পুত্র এবং স্ত্রীয় সহায়ারী শিষ্যের মধ্যে যথাক্রমে যে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকেই প্রথমে ভিক্ষার সমর্পণ করিবে। নীরব হইয়া যে পর্য্যন্ত তৃপ্তি না হয়, ভোজন করিবে, তৃপ্তি হইলে অন্নের মাত্রা পরিত্যাগ করিয়া আচমন করিবে। শিষ্যকে কোন প্রকার আঘাত না করিয়া শাসন করিবে,

তাহাতে অশক্ত হইলে অতি মৃদু, দলশূন্য বংশ খণ্ড অথবা রজ্জু দ্বারা আঘাত করিবে। অন্য বস্তু দ্বারা শিষ্যকে আঘাত করিলে রাজ্য তাহাকে দণ্ড দিবেন। এক একটি বেদ অধ্যয়নে বার বৎসর অতিবাহিত করিবে। এবং প্রতি বার বৎসরই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে অথবা যে পর্য্যন্ত সম্যক ব্যাপ্তি লাভ না হয় সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের অধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্তি হইলে গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে; অন্তর গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া স্নান করিবে। সকল প্রকার গুরুর মধ্যে আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ; কেহ বলেন মাতাই সমুদয় গুরু অপেক্ষা গরীয়সী।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় ।

কেহ কেহ বলেন, অধ্যয়ন সমাপ্তির পর মনুষ্য আপন ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মচারী, গৃহী, ভিক্ষু এবং বৈখানস এই চার আশ্রমের মধ্যে যে কোন আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে। ঐ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই যোনি (মূল কারণ) কেন না অল্পসকল আশ্রম প্রজাশুভ। ঐ চার প্রকার আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে সর্বদা আচার্য্যের সর্বপ্রকার অধীনতা উক্ত হইয়াছে। গুরুর কৰ্ম্ম সমাপন করিয়া জপ করিবে, গুরু না থাকিলে তাহার সন্তানে গুরুব্যবহার করিবে, গুরুর কোন সন্তান না থাকিলে গুরুর বৃদ্ধ শিষ্য বা ব্যবস্থাপিত অগ্নিতে সেইরূপ ব্যবহার করিবে। যে ব্যক্তি জিতেজ্রিয় হইয়া ঐরূপ ব্যবহার করে, সে, ব্রহ্মলোকে গমন করে। ব্রহ্মচর্য্য অপর আশ্রমের বিরোধী নয়। ভিক্ষু সাধারণতঃ সঙ্কল্পশূন্য, উর্দ্ধরেতা এবং স্থিরহৃদ্য হইয়া বর্ষাকালে ভিক্ষার্থ গ্রামে ভ্রমণ করিবে। অনিবিদ্ধ শূদ্রজাতির নিকটও ভিক্ষা করিতে পারে। ভিক্ষুক কাহাকে আশীর্বাদ দিবে না এবং বাক্যকথন, দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ে সংযত হইবে। কোপীনা মাত্র আচ্ছাদনের উপযোগী বাস ধারণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, ঐ বস্ত্র অতি নিকৃষ্ট হইবে এবং কখনও উহার

মূল শোধন করিবে না। ওষধি এবং বৃক্ষ হইতে ফলাদি গ্রহণ করিবে। ভিক্ষার্থ কোন গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিবে না। একবারে সর্বমুণ্ডন করিবে অথবা শিখা রাখিবে। প্রার্থনা করিবে না। সকল শ্রাঘাতে সমদর্শী হইবে এবং কাহার উপর হিংসা বা অহুগ্রহ করিবে না। বৈধানস ফল মূল ভোজন করত বনে বাস করিবে। তপস্শচরণ করিবে। শ্রাবণকের দ্বারা অগ্নি-দ্বাপন করিবে, গ্রাম্য অর্থাৎ, মনুষ্যপ্রস্তুত কৃত্রিম বস্ত্র আহার করিবে না। দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত এবং ঋষিদিগের যথোচিত পূজা করিবে, নিষিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন সকলের গৃহেই অতিথি হইতে পারে। কখন কখন ভিক্ষা করিয়াও জীবন ধারণ করিবে। লাস্তল দ্বারা কুষ্ঠ কোন বস্ত্র ভোজন করিবে না। কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। মস্তকে জটা রাখিবে, চীর বা চর্ম পরিধান করিবে। অধিক ভোজন করিবে না। আচার্য্যেরা বলেন, গৃহশ্রামই সর্ব শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহার ফল হাতে হাতে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেদাধ্যয়নের পর গৃহী হইয়া আপনার অরূপ অনন্তপূর্ব (পূর্বে অপরের সহিত অবিবাহিতা) এবং আপনা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক কন্ডার পাণি গ্রহণ করিবে। যাহাদের প্রবরের ঐক্য হইবে, তাহাদের পরস্পরে বিবাহ হইবে না। পিতৃবন্ধু এবং পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের এবং মাতৃ বন্ধু হইতে পঞ্চম পুরুষের পরে বিবাহ সম্বন্ধ হইবে। কন্ডাকে অলঙ্কৃত এবং উত্তম বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিধান সচ্চরিত্র সহায় এবং স্ত্রীলস্পর্শ ন্যক্তিকে কন্ডা দানের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। তোমরা হুজনে একত্র হইয়া ধর্ম আচরণ কর এই বলিয়া যে বিবাহে বর এবং কন্ডার সংযোগ করা হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য। আর্ষবিবাহহলে

কন্ডার আত্মীয়কে এক বোড়া গোন্ধ দান করিবে। বৌদীর মধ্যে বজ্র ত্রী পুরো-হিতকে কন্ডা দানের নাম দৈববিবাহ। অলঙ্কৃত ও অভিল্যাবী দ্বীর সহিত পুরুষের পরস্পরের ইচ্ছাপূর্বক সংযোগের নাম গান্ধর্ববিবাহ। ধন দানপূর্বক কন্ডাগ্রহণের নাম আনুয়। বলপূর্বক কন্ডা গ্রহণের নাম রাক্ষস। এবং কন্ডার অজ্ঞানাবস্থার তাহাতে উপগত হইয়া কন্ডাকে গ্রহণ করার নাম পৈশাচবিবাহ। এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চারটি ধর্ম্মাহুগত, কেহ কেহ বলেন প্রথম ছয়টিই ধর্ম্মাহুগত। অমুলোম বিবাহে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যস্তর জাতীয় জীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সর্ব, অষ্ট, উগ্র, নিষাদ, দৌর্যস্ত এবং পারশব। ঐরূপ প্রতি-লোম সংযোগক্রমে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যস্তর জাতীয় জীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সূত, মাগধ, আরোগব, ক্ষত্ৰ, বৈদেহ এবং চাণ্ডাল বলিয়া পণ্য হয়। কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ আদি চারবর্ণ পুরুষযোগে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ এবং চাণ্ডাল এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। ক্ষত্রিয় ঐরূপ ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের যোগে যথাক্রমে মূর্খাবসিক্ত ক্ষত্রিয়, ধীবর এবং পুরুশ এই চার প্রকার পুত্রোৎপন্ন করে। এইরূপ বৈশ্য ঐ চার বর্ণের পুরুষ সংযোগে ভৃঞ্জক, মণ্ডি, বৈশ্য এবং বৈদেহ এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। এবং শূদ্র ঐ চারবর্ণের পুরুষ যোগে যথাক্রমে পারশব, যবন, করণ এবং শূদ্র এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। আচার্য্যেরা বলেন, এক এক পুরুষ অন্তর বর্ণান্তর উৎপন্ন সন্তানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ যথাক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম পুরুষে হইয়া থাকে। প্রতিলোমপুত্রেরা ধর্ম্মকর্ম্মের অযোগ্য হয়। শূদ্রজাতির মধ্যে অসমান জী পুরুষের সংসর্গে উৎপন্ন পুত্র পতিত বৃত্তি অস্ত্য এবং পাপিষ্ঠ হয়। আর্ষ-বিবাহোৎপন্ন সচ্চরিত্র পুত্র তিন পুরুষকে পবিত্র করে, দৈব বিবাহোৎপন্ন পুত্র দশ পুরুষকে পবিত্র করে, প্রাজাপত্য হইতে উৎপন্ন পুত্রও দশ পুরুষকে পবিত্র করে, কেবল ব্রাহ্মবিবাহো-

২ পর পুত্রই উর্জিতন দশ পুরুষ এবং অবন্তন
দশ পুরুষকে উজ্জ্বল করে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

প্রতিষিদ্ধ দিনবর্জিত প্রতি স্তুত্বতেই জী
গমন করিবে। প্রত্যহ দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য,
ভূত এবং ঋষিদিগের পূজা করিবে এবং বৈদ
পাঠ করিবে। পিতৃলোককে উদক দান
করিবে এবং উৎসাহ-অনুসারে অজ্ঞ সকল
ভার্যাদি অর্থাৎ গৃহকার্য, অগ্নিকার্য, এবং
দারাদি (উপার্জনাদি) কার্য করিবে। গৃহ্যোক্ত
কর্ম, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং বেদা-
ধ্যয়ন, ইহার পূর্বোক্ত কার্যেরই অন্তর্গত।
অগ্নিতে বলি কর্ম করিবে। অগ্নি, ধ্বস্তরি,
বিশ্বদেব, প্রজাপতি এবং দ্বিষ্টকৃৎ ইহাদের
উদ্দেশে হবন করিবে। যে দিকের যিনি
অগ্নিপতি, সেই দিকে তাঁহার উদ্দেশে বলি
প্রদান করিবে, ষারদেশে মরুৎ এবং গৃহদেব-
তাগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। গৃহের
মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্রক্ষার উদ্দেশে বলি
প্রদান করিবে এবং জলের কলসেতে জলের
পূজা করিবে, অন্তরীক্ষে “আকাশায়” এই কথা
বলিয়া বলি প্রদান করিবে এবং সায়াংকালে
নিশাচরদিগকে বলি দান করিবে। স্থিতিবাচন
ও ভিক্ষাদান প্রমুখপূর্বক (অর্থাৎ প্রার্থিব হইয়া)
করিবে। অথবা কোন ধর্ম বিষয়ে দান করিবে।
দানকারী অত্রাক্ষণ, ত্রাক্ষণ, শ্রোত্রিয় এবং
বেদপারগ ইহাদিগকে দান করিয়া যথাক্রমে
সমান, বিশুণ্ণ সহস্র গুণ এবং অনন্ত গুণ ফল
লাভ করে। গুরুর নিমিত্ত ও ঔষধার্থ ভিক্ষাকারী
দরিদ্র, যজ্ঞ করিতে উদ্যত, বিদ্যার্থী, নিঃসম্বল,
পথিক এবং বিখজিৎ যজ্ঞকারী ইহাদিগকে অর্থ
বিভাগ করিয়া দিবে। বেদির বহির্ভাগে অপরে
ভিক্ষা করিলে তাহাকে অন্নদান করিবে।
কোন ব্যক্তিকে কিছু অন্নদান করিয়া যদি
তাহাকে অধর্মযুক্ত বলিয়া জানিতে পারে তাহলে
তাহাকে আর অন্নদাত বস্তু দিবে না। কৃচ্ছ,
দ্বিষ্ট, ভীত, আর্জ, লুপ্ত, বালক, যুবির, মূঢ়,

মত্ত, এবং উন্মত্ত ইহাদিগের দ্বিখ্যা কথা
পাপকর নহে। অতিথি, কুমার (বালক),
পীড়িত, গর্ভিণী, সুবাসিনী যুবির এবং
অবোধদিগকে প্রথমে, ভোজন করাইবে।
আচার্য এবং পিতার বন্ধুদিগকে নিবেদন করিয়া
তাঁহাদের বচনানুসারে কার্য করিবে। ঋত্বিক,
আচার্য, ঋত্বক, পিতৃব্য, রাজ এবং শ্রোত্রিয়
ইহারা বৎসরান্তে অথবা যজ্ঞ এবং বিবাহের পক্ষে
এক বৎসরের মধ্যেও আগমন করিলে মধুপর্ক-
দ্বারা পূজা করিবে। অশ্রোত্রিয় আগমন করিলে
আসন এবং উদক দান করিবে, শ্রোত্রিয় বধনই
আগমন করিবেন তখনই পাদ্য, অর্ঘ্য এবং অন্ন
বিশেষ কল্পিত করিবে, বৈদ্যব্যবসারী নহ্ন
এরূপ সাধুরূপ ব্যক্তিকে বিশেষ সংস্কৃত অন্নদান
করিবে; কিন্তু অসাধুরূপ ব্যক্তিকে কেবল তৃণ
(কুশাসন), উদক এবং ভূমিদান করিবে।
এসকল না হয় অন্ততঃ স্বাগত প্রদান করিবে।
পূজ্যদিগকে সর্বদা পূজা করিবে। সমান বা
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সর্বদা শয্যা, আসন, বাসগৃহ কনন,
অন্নগমন ও উপাসনা করিবে, হীন ব্যক্তির
জন্য ত্রৈকুপ সদাচার সামান্যরূপে এবং অন্ন
পরিমাণেও করিবে। নিরাশ্রয় ভিন্নজাতের
লোক একদিনের জন্যই অতিথি হয়। ত্রাক্ষ-
ণাদি চারবর্ণের সমাগমে যথাক্রমে কুশল,
অনাময়, ক্ষেম, এবং আরোগ্য প্রশ্ন করিবে।
শূদ্র এবং অত্রাক্ষণের অতিথি নাই। অত্রাক্ষণ
যদি যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের
পর ভোজন করাইবে। ত্রাক্ষণ ভিন্ন অপন্ন
সকল জাতিকে দম্যপরিবশ হইয়া তৃত্যের
সহিত ভোজন করাইবে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

প্রত্যহ গুরু সমাগম হইলে পাদ গ্রহণ
করিবে। বিদেশ হইতে বাজীতে আসিয়া যদি
মাতা, পিতা, মাতৃবন্ধু, পিতৃবন্ধু, পূর্বজা (বয়ো-
জ্যেষ্ঠ) বিদ্যাগুরু এবং তাঁহাদের গুরুজন সকল
একত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যিনি সকলের গুরু,
অগ্রে তাহাই পাদ গ্রহণ করিবে। আপনাতঃ

নাম এই আমি বলিয়া অভিবাদন করিবে ।
কেহ কেহ বলেন, মূৰ্খ ব্যক্তিদের সভার অধবা
স্ত্রীপুরুষের মেলন স্থানে নমস্কারের কোন
নিয়ম নাই । বিদেশে না বাইলে মাতা, পিতৃ-
বোর ভাৰ্যা ও ভগিনী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের
পাদগ্রহণ করিবে না । ভ্রাতৃপত্নী এবং স্বশ্রীর
পাদ গ্রহণ করিবে না । ঋত্বিক, শস্ত্র, পিতৃব্য
এবং মাতুল যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে
তাহাদিগের প্রভুত্বান করিবে, অভিবাদন
করিবে না । ব্রাহ্মণ ভিন্ন অস্ত্র কয়োজ্যেষ্ঠ পুর-
বাসীকেও অভিবাদন করিবে না । অশীতি
বৎসরের নূন বয়স্ক শূদ্রের সহিত অপত্যের
স্বত ব্যবহার করিবে । কিন্তু উচ্চজাতি বয়ঃ-
কনিষ্ঠ হইলেও শূদ্রকর্তৃক অভিবাদ্য হইবে ।
শূদ্র শ্রেষ্ঠজাতির নাম গ্রহণ করিবে না,
রাজারও নাম কেহ গ্রহণ করিবে না । যে
সকল ভৃত্যের নাম করিতে পারা যায় না,
তাহাকে ভো বলিয়া ডাকিবে এবং একদিন
জ্ঞাতবয়স্ক শ্রোত্রিয়, দশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুর-
বাসী চারণ, পঞ্চবৎসর জ্যেষ্ঠ কলাভর বৈশ্ব
কৰ্ম্মকারী বিদ্যাহীন রাজস্ব ইহাদিগকেও ভো
ভবন বলিয়া আহ্বান করিবে, দীক্ষিতের নাম
গ্রহণ করিবে না ।

বিক্ত, বন্ধু, কৰ্ম্ম, জাতি, বিদ্যা (জ্ঞান) এবং
বয়ঃ এই সকল সম্মানের কারণ, ইহাদের পর
পর ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু জ্ঞানের সৰ্ব্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠতা, কারণ উহা ধৰ্ম্ম ও বেদের মূল ।
চক্ষী, বুদ্ধ, অহুগ্রাহ্য, বধু, স্নাতক এবং
রাজাকে পঞ্চ ছাড়িয়া দিবে । এবং রাজা
শ্রোত্রিয়কে পঞ্চ ছাড়িয়া দিবে না ।

• ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তম অধ্যায় ।

আপৎকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অস্ত্রজাতির
নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা কুরিবে এবং যে
পর্যন্ত শিক্ষা সুমাপ্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত
তাহাদের শুশ্রূষা এবং অহুগমন করিবে ।
ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু এবং সকল ব্রাহ্মণেরই
যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ কর্তব্য । ইহাদের

মধ্যে পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্বের শ্রেষ্ঠতা তাহাদের স্নানান্ত
হইলে ব্রাহ্মণে কক্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিবে ।
এবং তাহাতেও কৃতকাৰ্য্য না হইলে বৈশ্ববৃত্তি
অবলম্বন করিবে । বৈশ্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়াও
শঙ্ক, রস, কৃত্যস, তিল, শাণ, ক্ষৌদ্র, অজিন,
রজিত এবং ধৌতবস্ত্র, দুগ্ধ এবং তাহার বিকৃতি
হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, মূল, ফল, পুষ্প এবং ঔষধ,
মধু, মাংস, তূর্ণ, উদক ও অপথা, এই সকল
বস্তুর বিক্রয় করিবে না । বাহাদের দ্বারা হিংসার
সম্ভাবনা আছে, তাহাদের কাছে পণ্ড বিক্রয়
করিবে না এবং পুরষ, বশা, কুমারী, নানাবিধ
অস্ত্র, ভূমি, ব্রীহি (ধাতু), যব, ছাগী, মেঘ,
ইহাদের বিক্রয় করিবে না । কেহ কেহ
বলেন ব্রহ্ম, গৌর এবং বলদ ইহারাও
অবিক্রয়ের পণ্য । এক প্রকার রসের সহিত
অস্ত্র প্রকার রসের পরিবর্তন করিতে পারিবে ।
পশুর সহিত পণ্ডদিগের বিনিময় হইবে । লবণ,
কৃত্যস এবং তিলের তত্ত্বল্য পরিমিত সজাতীয়
বস্তুর সহিত বিনিময় করিবে না, পঞ্চবস্তুর
অপঞ্চবস্তুর সহিত বিনিময় করিবে, সম্ভব
হইলে সকল প্রকার ধাতুর ব্যবসায় করিতে
পারে, স্ববৃত্তিতে অসমর্থ শূদ্র ভিন্ন তিনজাতিই
বাণিজ্য করিবে, কেহ কেহ বলেন, প্রাণের
সংশয় উপস্থিত হইলেই তিনজাতির বাণিজ্য
গ্রহণ বিধি । কিন্তু বর্ণ সন্ধরে যে অভক্ষ্যের
নিয়ম, তাহা পরিত্যাগ করিবে না । প্রাণ-
সংশয় অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ অস্ত্র গ্রহণ করিবে
এবং কক্রিয়, বৈশ্বকৰ্ম্ম করিবে ।

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

ইহলোকে রাজা এবং ব্রাহ্মণ, ইহারা দুই
জনই ব্রতধারী, তাহাদের মধ্যে বহুশ্রুতই
শ্রেষ্ঠ । চার প্রকার মনুষ্যজাতিরই জ্ঞানের
ধ্বংস আছে, তাহাদের জীবন চলন, পতন
এবং উৎসর্পণের অধীন, অহুতি রন্ধাই
বিত্তজ ধৰ্ম্ম । সেই ব্যক্তিকেই বহুশ্রুত বলা
যায় যে, লোকতত্ত্ব, বেদ বেদান্তে অভিজ্ঞ,
বাকোবাক্য (উপকথা) ইতিহাস এবং পুরাণ
শাস্ত্রে কুশল, সৰ্ব্বদা বেদাদি শাস্ত্রের অপেক্ষা

কারী (তাহার অনুসরণকারী) চলিশ প্রকার সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, তিন প্রকার কর্ণে অভিন্নত, ছয় প্রকার বাস ও আম্র-চারিকে অভিবিনীত, বড়রিপুর জয়কারী হয়। এই বহু-প্রত ব্যক্তি কোনরূপ দুর্কার্য করিলেও কখনও রাজা কর্তৃক বধ্য, দণ্ডনীয়, বহিষ্কার্য, বিগর্হণীয় এবং পরিহার্য্য হয় না। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ষ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চুড়া, উপনয়ন, চারবেশ অধ্যায়ার্থ ব্রহ্মচর্য্য, স্নান, বিবাহ, দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, ব্রহ্ম এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, চৈত্র এবং আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় পার্শ্বগণ শ্রাদ্ধ এবং তিন অষ্টকা এই সাত প্রকার পার্শ্বগণের অনুষ্ঠান, অবাধেয় কর্ম, অগ্নি হোত্র, দশপৌর্ণমাস, অগ্রায়ণ চাতুর্দশ, নিরুচ পণ্ডবক এবং সৌত্রামণী এই সাত প্রকার হব্যযজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম উক্ধ, ষোড়শি, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তো-র্ষাম এই সাত প্রকার সোম যজ্ঞ বিশেষ, এই সকল মিলিত হইয়া চলিশ প্রকার সংস্কার। আট প্রকার আত্মগুণ;—প্রাণি-মাত্রেই দয়া, ক্ষমা, অনুহুয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গলবিধান, অকারণ্য এবং অস্পৃহা, বাহার উক্ত চলিশ প্রকার সংস্কার বা আট প্রকার গুণ নাই, সে কখন ব্রহ্মের সাংস্কার বা সালোক্য প্রাপ্ত হয় না। বাহাতে ঐ চলিশ প্রকার সংস্কারের মধ্যে কিছু কিছুও বর্তমান থাকে এবং আট প্রকার গুণ থাকে, সে ব্রহ্মের সাংস্কার বা সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায় ।

বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণ বিধি পূরক স্নান করিয়া, বিবাহ করিবে। তাহার পর গৃহস্থ ধর্ম্ম সকল শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে অনুষ্ঠান করত বক্ষ্যমাণ ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করিবে, ব্রাতক হইয়া সর্বদা পবিত্র থাকিবে। উত্তম উত্তম গন্ধ দ্রব্য সেবন করিবে এবং প্রত্যহ স্নান করিবে। ঘন থাকিলে পুরাতন

এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না, মলিন রঞ্জিত বস্ত্রও ধারণ করিবে না, অল্প কর্তৃক পরিহিত বস্ত্রও ধারণ করিবে না, শোধান করিবার অযোগ্য মাট্টা বা উপানহ ধারণ করিবে না, কোন কারণ ব্যতীত দাড়ি রাখিবে না, এককালীন অগ্নি ও জল ধারণ করিবে না, অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না, দাঁড়াইয়া উদ্ধৃত জলদ্বারা আচমন করিবে না, শূদ্র অণ্ডিত বা এক হস্ত দ্বারা আবর্জিত (ঢালা) জলে আচমন করিবে না, বায়ু, অগ্নি, বিপ্র, আদিভ্য (স্থর্য্য), জল, দেবতা এবং গোরুর সম্মুখে মুত্র পুরীষ বা অল্প কোনরূপ অপবিত্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে না, দ্বেবতার দিকে চরণ প্রসারণ করিবে না, পত্র, শোষ্ঠ্র (ঢোলা) এবং প্রস্তর দ্বারা মূত্র বা পুরীষের অপকর্ষণ করিবে না, ভস্ম, কেশ, তুষ এবং হাড়ের উপর অধিষ্ঠান করিবে না। শ্লেচ্ছ, অন্ত্যজ এবং অধর্ম্মিকের সহিত, সম্ভাষণ করিবে না, যদি সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে মনে মনে পুণ্যবান্দিগের নাম স্মরণ করিবে। কিংবা কোন ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ করিবে। বাহার দেখে নাই, তাহাকে দেখেই বসিবে, অভ্যক্তকে ভজ, কপালকে ভগাল এবং ইন্দ্রধনুকে মদি-ধেয় বসিবে। বাছুরে গোরুর দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া কাহারও নিকট বসিবে না এবং উহাকে বারণও করিবে না। জী-সংসর্গের পর শৌচ করিতে বিলম্ব করিবে না এবং সেই শয্যায় শয়ন বা উশবেশন করিয়া বেদ পাঠ করিবে না, শেষ রাত্রে উঠ অধ্য-য়ন করিয়া আবার শয়ন করিবে না, অনলঙ্কৃত জীর সহিত রমণ করিবে না, রজস্রা জীর সহিত রমণ করিবে না। তাহাকে আশ্রয়ও করিবে না এবং কুমারীকে আলিঙ্গন করিবে না; ফুংকার দ্বারা অগ্নি উদ্দীপন করিবে না, গর্হিত বাক্য বলিবে না, বাছুরে গদ্য বা মাল্য ধারণ করিবে না। পার্শ্বগণের সহিত অব-লোকন করিবে না, জী যখন অন্নগ্রহণ করিবে তখন তাহাকে দেখিবে না। কুংমিত দ্বারা দ্বারা গৃহে প্রবেশ করিবে না, অল্প দ্বারা পানপোত

করাইবে না এবং সন্নিধি স্থানে ভোজন, হস্ত দ্বারা নদী সত্তরণ, বৃক্ষারোহণ, বিবহারোহণ বা উন্নত স্থান হইতে অবরোহণ বা বাহ্যতে প্রাণের আশঙ্কা হয়, এরূপ কর্তব্য করিবে না। সন্নিধি নৌকার আরোহণ করিবে না। সর্ব প্রকারেই অপনাকে গোপন করিবে। দিনের বেলা মন্তক আবরণ করিয়া ভ্রমণ করিবে না, রাত্রি কালে উহা আবরণ করিয়া ভ্রমণ করিবে। ভূমি আচ্ছাদন না করিয়া মুখ বা পুরীবাৎসর্গ করিবে না, বাটীর নিকটেও মলমূত্র ত্যাগ করিবে না, ভয়, গুরু গোময়, ছায়া বা পথে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। দিবা এবং প্রাতঃ ও সায়াংকালে উত্তর মুখ হইয়া আর রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। পলাশ বৃক্ষ নির্মিত আসন পাদ্রুকা এবং দন্তধাবন পরিভ্যাগ করিবে। জুতা পায় দিয়া ভোজন, উপবেশন, শয়ন, অভিবাচন এবং নমস্কার করিবে না। যথাশক্তি ধর্ম, অর্থ এবং কাম হইতে পূরীক, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্নকে বিফল করিবে না এবং ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিনেতেই ধর্মকে মূল করিবে। পরজীকে নগ্ন দেখিবে না। চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না, শিশু, উদর, হস্ত, পাদ এবং চক্ষুর চাপল্য করিবে না, অনিমিত্ত ছেদন, ভেদন, লিখন, (আঁক কাটা) বিমর্দন এবং অরক্ষোঁটন (আড়ামোড়া) করিবে না। পশুবন্ধনরজু লত্বন করিবে না এবং কুলঙ্ক হইবে না। বৃত্ত না হইয়া যজ্ঞে গমন করিবে না, তবে ইচ্ছানুসারে কেবল দর্শন করিতে যাইতে পার। উৎসঙ্গে (কৌণ্ডে) খাদ্য বস্ত্র রাখিয়া ভোজন করিবে না, রাত্রিতে দাসী কর্তৃক আহৃত চাতুর্বিধ্য নামে প্রসিদ্ধ খাদ্যবস্ত্র ভোজন করিবে না। সায়াং এবং প্রাতঃকালে অন্নকে সমাদর করিয়া এবং কোন রূপ নিন্দা না করিয়া ভক্ষণ করিবে। রাজ্যে কখনই নগ্ন হইয়া নিজা যাইবে না এবং স্নান ও করিবে না। আয়তনদর্শী, দণ্ড, লোভ ও মোহশূন্য, সম্যক্‌বিনীত বেদবিৎ বরোবুদ্ধেরা যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ আচরণ করিবে। যোগক্ষেমলাত্মক ঈশ্বরের নিকট গমন করিবে, অস্ত্রাশ্রয় গমন করিবে না, দেবতা গুরু এবং

ধার্মিক ইহারাই ঈশ্বর। যে স্থানে জল, অন্ন, কুশ ও মাণ্য লাভ হয়, বহুসংখ্যক আর্ধ্যজন বাস করেন, যে স্থান অনলেতে সমুদ্র, অর্থাৎ অধিক সাগরিক ব্রাহ্মণের বাসস্থান এবং ধার্মিক জন কর্তৃক অধিষ্ঠিত এরূপ স্থানে বাস করিবার জন্ত গৃহনির্মাণ করিবে। প্রেশস্ত মন্ত্রল্যদেবায়ত্তন এবং চতুষ্পাঙ্গির প্রদক্ষিণ করিবে। পীড়াদি আপংগ্রস্ত হইলে মনে মনে এ সকল আচার প্রতিপালন করিবে। সর্গদা সত্যধর্ম, আর্ধ্যবৃত্ত, শিষ্টাধ্যাপক, শৌচ বিশিষ্ট এবং বেদনিরত হইবে। অহিংস্র কোমলহৃদয়, দৃঢ়ব্রত, দান্ত, দানশীলজনেরা মার্ভা, পিতা এবং উর্দ্ধতন ও অধস্তন সখ্যিক-বর্গকে পাপ হইতে মোচন করে, স্নাতক ব্রতাবলম্বী অক্ষয়-ব্রহ্মলোক হইতে কখন চ্যুত হয় না।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

বিজ্ঞমাত্রেই অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান এই তিনটি কার্যে, অধিকার আছে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ এই তিনটি অধিক। প্রথম নিয়মস্থিত আচার্য্য, জ্ঞাতি, গুরু বা মিত্রাদিকে ধন বা বিদ্যার বিনিময়ে বেদদান করিবে, তাহাতে না চলিলে জন্ত দ্বারা কৃষি বাগ্জিয়া বা কুশীল ব্যবসায় করিবে। রাজার পূর্বোক্ত বিজ্ঞাতি সাধারণের কর্তব্য কশ্মের অপেক্ষা তিনটি অতিরিক্ত কর্ম এই যে (১) সকল প্রাণীর রক্ষা, (২) ছুট ব্যক্তির দমনার্থ যথাশাস্ত্র দণ্ডবিধান, (৩) শ্রোত্রিয়, উৎসাহহীন, নিরুদ্র এবং উপকূর্ণ্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন, (৪) বিজয়ে উদ্যোগ, (৫) আপংকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন, (৬) যুদ্ধক্ষেত্রে রথারোহণ এবং ধনুর্ধারণ ধারণ করিয়া অবস্থান, এবং যুদ্ধস্থান হইতে পরাজুখ না হওয়া। যুদ্ধকালে প্রাণীহিংসা জন্ত পাপ নাই, কিন্তু হত্যাশ, হতসারথি, হিন্দ্রাযুধ, কৃতাজলি, আত্মপারিত্যক্তে পলায়ুখ হইয়া উপবিষ্ট, এবং বৃক্ষাধিকৃত শত্রু ও দুঃ, গো, ব্রাহ্মণ এবং বন্দী ইহাদিগকে বধ করিলে রাজা পাপী

হন । যদি কোন ক্ষত্রিয়, অত্র কোন ক্ষত্রিয় রাজার ভৃত্যভাবে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেও রাজার বিহিত কার্যসকল করিতে সক্ষম হইবে । সংগ্রামলক্ষণে বিজয়ীরই অধিকার । বাহন এবং উদ্ধৃতধনে রাজা , এইদ্বিতরিক সম্পত্তি রাজা আপন ইচ্ছায় স্বীয় অধীনস্থ লোকদিগের মধ্যে বাহার যেরূপ প্রাপ্য তাহাকে তদনুসারে বিভক্ত করিয়া দিবেন । প্রজামাত্রেই রাজাকে কর দান করিতে বাধ্য । কৃষকেরা আপনার আয়ের দশম, অষ্টম বা ষষ্ঠ অংশ করস্বরূপ দান করিবে । কেহ কেহ বলেন পশু এবং ক্ষুবর্ণের পঞ্চাশভাগ কর দিবে । সামান্যতঃ বার্ণিজ্য-লক্ষণের বিংশতি ভাগ, কিস্ত ফল, মূল, পুষ্প, ঔষধ, মধু, মাংস, তৃণ এবং কাষ্ঠের ষষ্ঠভাগ মাত্র কর দিতে হইবে, কারণ রাজা হইতে ঐ সকল জব্যের রক্ষা হয়, রাজাও সর্বদা ঐ সকল জব্যের রক্ষায় তৎপর হইবেন । যথানিয়মে প্রজাপালন করিয়া যে অর্থ উদ্ধৃত হইবে, রাজা তাহা দ্বারাই আপনার জীবিকা নির্বাহ করিবেন । শিল্পিগণ পালা করিয়া এক এক প্রকারের শিল্পী প্রতিমাসে রাজার এক এক প্রকার কার্য করিয়া দিবে । স্বাধীন ব্যবসায়ী মাত্রেই এই নিয়ম পালন করিবে । নৌকার মালী এবং চক্রব্যবসায়ীরাও এইরূপ ব্যবহার করিবে । উহারা যখন রাজার কর্ম করিবে, তখন রাজসরকার হইতে আহার পাইবে মাত্র । জব্যের খরিদ অপেক্ষা বাজার দর নরম হইলে বণিকেরা রাজকর দিবে না । কোন প্রকার অপ্রামাণিক ধন লাভমাত্রই রাজাকে সংবাদ দিবে, রাজাও রাজ্যমধ্যে (বিশেষ বিবরণের সহিত) ঐ ধনের বিষয় রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবেন এবং এক বৎসর পর্যন্ত উহা আপনার হস্তে রাখিবেন । (ইহার মধ্যে যদি ধনচ্যুতি স্থির না হয় তবে) ঐ সময়ের পর যে ব্যক্তি প্রথমে ঐ ধন পাইয়াছিল তাহাকে চতুর্থাংশ মাত্র দান করিয়া বাকী সমুদায় রাজকোষ ভূক্ত করিবেন । উত্তরাধিকার হুতে লব্ধ এবং ক্রয়, বিভাগ অথবা পরিগ্রহ দ্বারা প্রাপ্তসম্পত্তিতে সকলসরিকের সমান অধিকার । বহিকলক অর্থাৎ প্রাভ

গ্রহাদি দ্বারা লব্ধ বস্তুতে কেবল ত্রাঙ্গণেরই অধিকার, বিজয় দ্বারা অধিকৃত বস্তুতে কেবল ক্ষত্রিয়েরই অধিকার এইরূপ বারিজ্য এবং দাস্যবৃত্তি হইতে লব্ধ বস্তুতে যথাক্রমে বৈশ্য ও শূদ্রের একমাত্র অধিকার হইবে । নিধি অর্থাৎ ভূমিগর্ভে সঞ্চিত ধন যদি ত্রাঙ্গণ প্রাপ্ত হন, তাহলে উহাতে, রাজার অধিকার হইবে না, অত্রাঙ্গণ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন প্রাপ্ত নিধির ষষ্ঠভাগ অত্রাঙ্গণের অংশ । কাহারও ধন অপহৃত হইলে রাজা চোরের নিকট হইতে সেই অপহৃত ধন আদায় করিয়া যাহার ধন তাহাকে দিবেন, অথবা কোষ হইতে অপহৃত ধন দান করিবেন । বালক যে পর্যন্ত না-বালগ থাকিবে অর্থাৎ ব্যবহারোপযোগী বয়স প্রাপ্ত না হইবে অথবা যে পর্যন্ত সাবালগ হইবে সে পর্যন্ত তাহার ধন রাজা রক্ষা করিবেন ।

অধ্যয়ন, যজ্ঞন এবং দান এই সাধারণ কার্য ত্রিভিন্ন বৈশ্বের চাষ, বারিজ্য, পশুপালন এবং কুশীদ অর্থাৎ তৈজসরিত এই কয়টি কার্য অধিক । শূদ্র চতুর্থ বর্ণ এক জাতি । তাহার ও সত্য, অক্রোধ, শৌচ এবং কেহ কেহ বলেন আচমনার্থ হস্ত পদ প্রক্ষালন কেবল এই কয়টি কর্ম কর্তব্য, শ্রাদ্ধকর্মে শূদ্রের অধিকার আছে, শূদ্র নিজ ভৃত্যদিগকে ভরণ পোষণ করিবে এবং নিজে দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধতন বর্ণ-ত্রয়ের পরিচর্যা করিবে । তাহাদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের পুরাতন জুতা, ছাতি, বস্ত্র এবং কুর্চ (জামা) ব্যবহার করিবে, তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে । অথবা ইচ্ছামত যে কোন শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে । শূদ্র সেবার্থ যাহাকে আশ্রয় করিবে । বৃদ্ধাবস্থায় কর্মে অক্ষম হইলে সেই ব্যক্তি ঐ শূদ্রকে প্রতিপালন করিবে । শূদ্রও আপনার প্রভুর হীনাবস্থা হইলে তাহাকে ভরণ করিবে, তাহার অর্থে প্রভুর অধিকার হইবে, প্রভু কর্তৃক অহুজ্ঞাত হইয়া সে অনাত্ম কর্মও করিতে পারিবে । একমাত্র নমস্কারই তাহার মন্ত্র । কেহ কেহ বলেন শূদ্র স্বয়ং পাক, যজ্ঞ করিতে পারে । বর্ণগণ আপনার আপনার উর্দ্ধতন বর্ণের পরিচর্যা করিবে ।

কর্ণের বৈলক্ষ্য ছাড়িয়া মিলে সমুদায় আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য জাতির সর্বতোভাবে সাম্য হয়।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজা সকলের প্রভু। তিনি সর্বদা লোকের হিত করিবেন, সর্বদা মিষ্ট বাক্য বলিবেন, বেদে এবং আত্মশিক্ষী অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত হইবেন। পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও গুণবানের সহায় এবং অপারজ্ঞ হইয়া সকল প্রজ্ঞাতে সমদর্শী হইবেন। তাহাদের হিত করিবেন। সকলের উচ্চাসনে উপবিষ্ট রাজাকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয়েরা অধঃস্থিত হইয়া উপাসনা করিবে, ব্রাহ্মণেরাও তাহাকে মান্য করিবে রাজা জ্ঞার পূর্বক। বর্ণাশ্রমচারীদিগের রক্ষা করিবেন এবং আপনি ধর্মপথে থাকিয়া ধর্মপথ হইতে অলিখিত বর্ণাশ্রমীদিগকে স্ব স্ব ধর্মস্থাপিত করিবেন। রাজা ধর্মের ও অংশভাগী বলিয়া বিদিত। বিদ্যান, কুনীন, বাগ্মী, রূপবান, বয়স্ক, সুশীল, সর্বদা জ্ঞান পথাবলম্বী এবং তপস্বী ব্রাহ্মণকে পুরো-হিত করিবেন, তাহঁদের অনুমোদিত কর্মসকল করিবেন। ক্ষত্রতেজ, ব্রহ্মতেজ দ্বারা অনুগত হইলে বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় এবং কণ্ঠনও ক্ষোভিত হয় না। ইহাও লোকে প্রশিদ্ধ ঐদেবোৎপাত চিন্তকেরা যে সকল কথা বলিবে তাহা আদরপূর্বক শ্রবণ করিবেন, কেহ কেহ বলেন রাজার যোগক্ষেম ইহাদেরই অধীন। ঋত্বিকেরা অগ্নিশিলায় রাজার শাস্তি, পুণ্যাহ, স্বস্ত্যয়ন, আয়ুর্ভুক্তিকর এবং মঙ্গলপদ কার্য্য এবং শত্রুদিগের পরাভব, বিনাশ এবং পীড়াজনক কর্মের অন্তর্ধান করিবে। রাজা প্রজাদিগের বিবাদস্থলে বিচার করিয়া নির্ণয় করিবেন। বেদ, ধর্মশাস্ত্র, বেদান্ত, উপবেদ, পুরাণ, শাস্ত্রের অবিকৃত দেশধর্ম, জাতিধর্ম, কুলধর্ম তাহার প্রমাণ। কৃষি, বাণিজ্য, পাণ্ডপান্য, তৈজসরীতি এবং শিল্প ব্যবসারীদিগের স্ব স্ব শ্রেণীতে চির-প্রসিদ্ধ প্রথাও প্রমাণ, তাহাদের নিকট হইতে অধিকার অনুসারে সংবাদ গ্রহণ করিয়া

ধর্মের ব্যবস্থা, জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত উপায় স্থির করিবেন এবং তদনুসারে বিচার করিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিবেন। যদি বিচারে কোনরূপ সন্দেহাদি উপস্থিত হয় তাহা হইলে বেদবিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণগণের মত জানিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। এইরূপ করিলে রাজার মঙ্গল লাভ হয়। ব্রহ্মবীৰ্য্য ক্ষত্রিয়-তেজের সহিত মিলিত হইয়া দেবলোক, পিতৃ-লোক, এবং মনুষ্যদিগকে যে ধারণ করিতেছে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। দমনের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি। অতএব সর্বদা দুষ্ট-দিগের দমন করিবেন। স্বধর্ম্মে নিরত বর্ণাশ্রমীগণ জীবনান্তে আপনার আপনার কর্ম-ফল ভোগ করিয়া অনন্তর ভুক্ত্যবশিষ্ট কল-দ্বারা বিশিষ্ট দেশে, বিশিষ্ট জাতিতে, সংকুলে, প্রশস্তরূপ, দীর্ঘ আয়ুঃ, বিদ্যা, সচ্চরিত্র, ধন, সুখ এবং মেধা-সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। স্বধর্ম্মবিরুদ্ধচারীরা বিনষ্ট হয়। তাহাদিগের রক্ষার্থ পণ্ডিতগণের উপদেশ এবং দণ্ড বিহিত হইয়াছে; অতএব রাজা এবং পণ্ডিত ইহারা উভয়েই কদাপি নিন্দনীয় নয়।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শূদ্র যদি কোন দ্বিজাতির প্রতি তিরস্কার সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে কঠোর-ভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে যে অঙ্গদ্বারা আঘাত করিবে রাজা তাহার সেই অঙ্গচ্ছেদ করিবেন। দ্বিজাতির স্ত্রীসংসর্গে তাহার লিঙ্গ ছেদের বিধান করিবেন। শূদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার জীবন দণ্ড অবধি হইতে পারে। শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে রাজা দিসা এবং জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া উহা বৃদ্ধাইয়া দিবেন। বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন। এবং বেদ মন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে সেই অঙ্গের ভেদ করিবেন। আম্র, শয়ন, বাক্য এবং পথে যদি শূদ্র কোন দ্বিজাতির সহিত সমান ব্যবহার (বরাবরি) করিতে

ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার শতপণ দণ্ড বিধান করিবে। ক্ষত্রিয় যদি কোন ব্রাহ্মণের উপর আক্রোশ করে, তাহা হইলেও তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। এবং কুর ব্যবহার করিলে উহা অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য ব্রাহ্মণের উপর কোনরূপ কুর ব্যবহার করিলে আড়াই-শতপণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের উপর তাদৃশ ব্যবহার করিলে, পঞ্চাশংপণ দণ্ড হইবে এবং বৈশ্যের উপর ঐরূপ ব্যবহার করিলে পূর্ণাপেক্ষা অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে একেবারে দণ্ডনীয় হইবে না। যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশাদি করিলে ব্রাহ্মণের দণ্ড হয়। শূদ্রের উপর আক্রোশাদি করিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেইরূপ দণ্ড হইবে। শূদ্রের স্তব্ধ চৌর্য জ্ঞাত যে পাণ হয়, অপর বর্ণের ক্রমে ক্রমে তাহার দ্বিগুণ করিয়া বৃদ্ধি হয়। পাণ্ডিত ব্যক্তির অবমাননা করিলে সকলবর্ণের মনুষ্যেরই বিশেষ দণ্ড হওয়া উচিত। অল্পপরিমিত ফল, হরিজা, ধান্য এবং শাক অজ্ঞাতে গ্রহণ করিলে পঞ্চকক্ষণপরিমিত অর্থদণ্ড হইবে। পণ্ডদ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে স্বামীর দোষ হয়, যদি ঐ পণ্ড কাহাকে পালন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পালকের দোষ ঘটে। পথে বা অনাবৃত ক্ষেত্রে পণ্ডর দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে বধাক্রমে স্বামী এবং ক্ষেত্রিকের দোষ হয়। গোবৃক কোন অনিষ্ট করিলে তাহার স্বাম পাঁচ মাষা দণ্ড দিবে, উষ্ট্র অনিষ্ট করিলে ছয় মাষা, গাধা অনিষ্ট করিলেও স্বামীর ছয় মাষা দণ্ড। অশ্ব এবং মহিষী দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে দশ মাষা দণ্ড দিবে, ছাগল এবং ভেড়া দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে ঐত্যেকের জ্ঞাত দুই দুই মাষা দণ্ড দিবে। সর্প বিনাশ ঘটিলে শত মাষা দণ্ড দিবে। বিহিত কর্ম না করিলে এবং নিষিদ্ধ কর্ম করিলেও ঐরূপ দণ্ড দিবে, এবং ঐরূপ কার্যকারীর নিজের আবশ্যক বস্ত্র এবং ভোজন্যের অতিরিক্ত ধনও গ্রহণ করিবে। গোবৃক জ্ঞাত তৃণ, অগ্নির জ্ঞাত কাষ্ঠ এবং লতা ও বৃক্ষ হইতে পুষ্প, এসকল পয়সের হইলেও আপনাত মত গ্রহণ করিবে। অনাবৃত স্থানের বৃক্ষ বা লতা হইতে ফলও

গ্রহণ করিতে পারে। স্ত্রীদ্বারা মত বিংশতি ভাগের হিসাবে বাড়িতে পারে। কেহ কেহ বলেন যদি এক বৎসরের অধিক কালের জ্ঞাত না হয়, তবে প্রতি মাসে পাঁচ মাষা হিসাবে বাড়িবে। অধিক দিনের নিমিত্ত গুণ হইলে স্ত্রী আসনের দ্বিগুণ হইবে। আসল পরিশোধ করিয়া বন্ধকী বস্তু ছাড়াইলে আর স্ত্রী বাড়িবে না, কিসা পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি উত্তমণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহার স্ত্রী বাড়িবে না। কালবশে চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতে পারে, ঋণকর্তার শারীরিক পরিশ্রম বা বন্ধকী বস্তুর ভোগ ও স্ত্রীদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। পণ্ড, উপল অর্থাৎ মূল্যবান প্রস্তর, লোম, ক্ষেত্র, এবং শত বাহুবস্ততে পাঁচ গুণের অধিক স্ত্রী হইবে না। জড় এবং পোষ্যগণের ধন ব্যতীত অন্ত্রের ধন যদি ধনস্বামীর সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ ধনে ভোক্তার অধিকার হইবে। এইরূপ শ্রোত্রিয়, প্রব্রজিত, রাজ্য এবং ধর্মনিরত পুরুষের ধন যদি কেহ ঐরূপ সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহাতেও ভোক্তার অধিকার হইবে না। পণ্ড, ভূমি এবং দাসী প্রভৃতি স্ত্রীর অন্তর্ভুক্ত ভোগ না হইলে আর উহাতে ভোক্তার অধিকার হইবে না। উত্তরাধিকারীরা ঋণ পরিশোধ করিবে। কিন্তু পিতার জামিনী জ্ঞাত যদি কাহার নিকট ঋণ থাকে অথবা পিতার বাণিজ্যের জ্ঞাত যদি কিছু রাজকর দেয় থাকে, পিতার যদি মদের দোকানে বা দ্যুতকারদিগের নিকট কিছু দেনা থাকে এবং পিতার যদি কিছু রাজদণ্ড দেয় থাকে তাহা হইলে, পুত্র তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। নিধি, অন্নাদি যাচিত বস্তু, অবক্রীত এবং আধেয় এই সকল বস্তু বিনষ্ট হইলে কোন অনিষ্টিত পুরুষই তাহা দিতে বাধ্য নহে। তবে ঐ পুরুষের অপরাধ যদি বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তাহা দিতে হইবে, যে ব্যক্তি আশ্রিতের অন্যান্য স্তব্ধ চুরি করিয়াছে সে নিজ দুর্কর্ম কীর্তন করত আল্লাপিত কেশে মুঘল গ্রহণ করিয়া রাজার নিকট গমন করিবে। রাজা তাহাকে সেই মুঘল আঘাত করিলে তাহার বিনাশ হোক বা নাই হোক

সে নিষ্পাপ হইবে। রাজা আঘাতনা করিলে পাপী হইবেন। ব্রাহ্মণের শাশুরিক দণ্ড নাই। ব্রাহ্মণ কোন পাপ করিলে, রাজা তাহার অধিকার-চ্যুতি, দোষের ঘোষণা, রাজ্য হইতে নির্বাসন এবং শিরীরে তপ্ত লৌহাদি দ্বারা চিহ্ন করিবে। •এতত্ত্বি অস্ত্ররূপ দণ্ডে ঐবৃত্ত হইলে রাজার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চৌর্য্য কার্য্যে যে সহায়তা করিবে এবং যে জ্ঞান পূর্ব্বক সেই অনায়াস গৃহীত বস্তুর গ্রহণ করিবে, সে ব্যক্তি চোর তুল্য হইবে। পুরুষের শক্তি এবং অপরাধের ন্যূনাধিক্য-অনুসারে দণ্ডবিধান করিবে অথবা বেদজ্ঞেরা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেইরূপ দণ্ডবিধান করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

বিবাদস্থলে সাক্ষী দ্বারা কোনটা মিথ্যা এবং কোনটা সত্য, রাজা তাহার স্থির করিবেন। উভয় পক্ষেই নিজ কথার অনিন্দিত, রাজার বিশ্বাসপক্ষপাত এবং ঘেৰপুচ্ছ শূদ্র জাতীয়ও সাক্ষী হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষার সংখ্যা অনেক হওয়া আবশ্যক। অত্রাহ্মণের বাক্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণের কথায় আদর করিবে। সাক্ষীর যদি সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরক্ত না থাকে, তাহা হইলে তাহা-দিগের রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ঐরূপ সাক্ষী যদি রাজা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়; তাহা হইলে সত্যকথা বলিবে, কারণ, সত্য কথা বলিলেই স্বর্গ এবং মিথ্যা কথায় নরক হয়। কাহারও কোনরূপ পীড়া উপাস্ত হইলে অননুরক্ত ব্যক্তিরও সাক্ষী দিতে পারে। প্রমত্ত ব্যক্তিও আপনার জন্য কোন ব্যক্তি সাক্ষ্যদিবার জন্য আবদ্ধ করিতে পারে। ধনতত্ত্বের পীড়া অর্থাৎ উল্লঙ্ঘন হইলে সাক্ষী সত্য রাজা এবং কর্তার পাপ হয়। অত্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য দান করিবে কেহ কেহ বা সত্যের উল্লেখ করিয়া সাক্ষ্য দিবে, দেবতার সমীপে অথবা রাজা বা ব্রাহ্মণের সম্মুখে উহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। সাক্ষী যদি ক্ষুদ্র পশুর জন্ত মিথ্যা

বলে তাহা হইলে তাহার দশ পুরুষ নরকগামী হয়। গো, অশ্ব, পুরুষ এবং ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিলে যথাক্রমে শত, সহস্র, অযুত এবং লক্ষ পুরুষকে নরকগামী করা হয়, অথবা ভূমির জন্ত মিথ্যা কথা বলিলে সকল প্রাণীর বধজন্য যে পাপ হয় তাহাই হইবে, এবং ভূমির হরণ, করিলে নরক হয়। জলের জন্ত মিথ্যা বলিলে ভূমির মত পাপ হয়, মৈথুন-সম্বন্ধে মিথ্যা কথায় ঐরূপ পাপ হয়, মধু এবং স্নেহের জন্ত মিথ্যা বলিলে পশুর জন্ত মিথ্যা কথায় যে পাপ তাহা ঘটে; বস্ত্র, হিরণ্য, ধাতু এবং বেদ বিষয়ে মিথ্যা কথায় গোষ্ঠের জন্ত মিথ্যা-কথায় যে পাপ তাহাই ঘটে, যান-বিষয়ে মিথ্যা কথায় অশ্বসম্বন্ধে মিথ্যা কথায় যে পাপ, তাহা হয়। সাক্ষী মিথ্যা কথা কহিলে রাজা তাহার অর্থদণ্ড বা কারিকদণ্ড করিবেন। যদি মিথ্যা কথা বলিলে কাহারও জীবন রক্ষা হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা কথায় কোন দোষ হইবে না। কিন্তু পাপিষ্ঠের জীবন রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিবে না। রাজা স্বয়ং অথবা প্রাড়িবাক অর্থাৎ শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণের বিচার কার্য্য করিবেন। প্রাড়িবাক মধ্যস্থ অর্থাৎ পক্ষপাত শূন্য হইবে। ধেনু, অনড়হ, হ্রী এবং গর্ভ ঘটিত অভিযোগে জামিন লইয়া একবৎসর প্রতীক্ষা করিবে, যাহা শীঘ্র না করিলে হানি হইবার সম্ভাবনা এইরূপ বিচার কার্য্য শীঘ্র করিবে। প্রাড়িবাকের নিকট সত্য কথা বলা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

ঋত্বিক, নীক্ষিত এবং ব্রহ্মচারীদিগের দশরাত্র আর সপ্তিদিগের একাদশরাত্র শাব-অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশরাত্র, বৈশ্য-দিগের অর্দ্ধমাস এবং শূদ্রের এক মাস শাব-অশৌচ হয়। এক শাব-অশৌচের মধ্যে যদি অন্য এক শাব-অশৌচ উপপন্ন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচের সঙ্গে সঙ্গে উহার শেষ হয়। পূর্ব্ব অশৌচ যে দিন শেষ হইবে, তাহার ঐ রাত্রি শেষে যদি আর একটা ঐ অশৌচ

হয়, তবে দুইদিন বৃদ্ধি হয় আর যদি প্রভাতকালে হয়, তাহা হইলে তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয়। গো বা ব্রাহ্মণ কর্তৃক হত ব্যক্তির মরণে তিন দিন অশৌচ হয়। রাজার ক্রোধে, যুদ্ধে, প্রায়োপবেশনে, শত্রু, অগ্নি, বিন্দু, জলমন্ডন, উষ্মন বা পতন দ্বারা বিনষ্ট ব্যক্তির অশৌচ নাই। সপ্তম অথবা পঞ্চমপুঙ্খবে পিণ্ডনিযুক্তি হয়, জনন্যশৌচেরও এইরূপ ব্যবস্থা। গর্ভপ্রাব হইলে যত মান গর্ভ, তত রাত্রি অশৌচ, মাতা পিতার বা কেবল মাতার হয়। দশ দিনের পর অশৌচ প্রবণ করিলে তিন দিন অশৌচ হয়। অসপিণ্ডদিগের পাক্ষিক অশৌচ, এবং গুরু শিষ্য মরণে পক্ষিণী। প্রোক্তদিগের মৃত্যুতেও একাধি অশৌচ হয়। শবস্পর্শ করিলেও এক রাত্রি অশৌচ হয়। ইচ্ছাপূর্বক অশৌচান্ন ভোজনে শূদ্র ও বৈশ্যের দশরাত্রি অশৌচ হইবে, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ অবস্থায় অশৌচান্ন ভোজন করিলে দশরাত্রি অশৌচ হইবে। আচার্য্য, আচার্য্যপুত্র এবং আচার্য্যপত্নী যজ্ঞমান এবং শিষ্যের মরণে তিনরাত্রি অশৌচ। যদি হীনবর্ণ শ্রেষ্ঠবর্ণের শব স্পর্শ করে অথবা শ্রেষ্ঠবর্ণ হীনবর্ণের শব স্পর্শ কপ্তে, তাহা হইলে যে বর্ণের শবস্পর্শ করিবে তাহার সেই বর্ণের বিহিত শাব-অশৌচ হইবে। পতিত, চণ্ডাল, সূতিকা, ঋতুমতী ও শবের স্পর্শে বা ঐ সকল স্পর্শকারীদিগের স্পর্শে সবস্ত্র জগমগ্ন হইলেই শুদ্ধি লাভ হয়। শবের অঙ্গুগমনেও ঐরূপ সবস্ত্র জগমগ্নে শুদ্ধ হইবে। কুকুরোচ্ছিষ্ট-স্পর্শ করিলেও ঐরূপে শুদ্ধি হয় ইহা কেহ কেহ বলেন।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

এক্ষণে শ্রাদ্ধের বিবরণ বলা বাইতেছে, অমাবস্ত্যার পিতৃ উদ্দেশে দান করিবে। অপর-পক্ষের পঞ্চমী প্রভৃতিতেও পিতৃ উদ্দেশে দান করিবে। শ্রাদ্ধবিহিত দ্রব্য, দেশ এবং ব্রাহ্মণের সমাগমেও শ্রাদ্ধ করিবে, শ্রাদ্ধের যে কাল উক্ত হইয়াছে তাহাতেও শ্রাদ্ধ

করিবে। শক্তি-অনুসারে । এবং সংস্কার করিবে। আপনার উৎসাহ অনুসারে নয়ের ন্যূন বৈজোড় সংখ্যক শ্রোত্রিয়, বাক্য রূপ ব্যয় এবং শীলদম্পত্য ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। কেহ কেহ বলেন যুগাদিগকে দান করিবে ঐ সকল ব্রাহ্মণকে পিতার মণ্ডি বিবেচনা করিবে তাহাদিগের সহিত মিজ কার্য্য করিবে না। পুত্র না থাকিলে, সপিণ্ড, মাতৃসপিণ্ড বা শিষ্যেরা শ্রাদ্ধ করিবে, শিষ্য না থাকিলে ঋত্বিক বা আচার্য্য শ্রাদ্ধ করিবে। তিল, মাস, ত্রীহি, যব এবং উদক দানে পিতৃ-লোকের এক মাসকাল তৃপ্তি হয়। মংস্ত্র, হরিণ, রুক, শশ, কৃষ্ণ, বরাহ এবং মেঘমাংস দ্বারা সপ্তমসর তৃপ্তি হয়, গব্যছক এবং পায়স-দ্বারা দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তি হয়। বর্জীগস মাংস, কালশাক, কক্কাগল এবং গাণ্ডারের মাংস মধু মিশ্রিত করিয়া দান করিলে অনন্তকাল তৃপ্তি হয়। চোর, ক্রীষ, পতিত, নাস্তিক, নাস্তিক-বৃত্তি, বীরহা, অগ্রেদ্বিধিপতি, দ্বিধিপতি, ত্রীযাজক, গ্রামযাজক, অজপালক, উৎসৃষ্ট-ভোজী, অগ্নিভোজী, মদ্যপানী, কুচর কূট-সাক্ষী, প্রতিহারী, এবং বাহার কোন উপপত্তি নাই এরূপ লোককে ভোজন করাইবে না। কুণ্ডলভোজী, গোমবিক্রয়ী, গৃহদাহী, বিবদানী, অবকীর্ণ গণিকাদানী এবং অগম্যাগামী, হিংস্রক, পরিবিত্তী, পরিবেত, পর্য্যাজত, পর্য্যা-ধাতু, পরিত্যক্ত, আত্মজর্জর, কুনথি, শ্রাবদন্তী ঋত্বী পৌনর্ভব, কিতব, আজ্ঞেয়্য প্রাতি-রূপক, শূদ্রাপতি, নিরাকৃতি, কিলাসী, কুসীদ-ব্যবসায়ী, বণিক, শিরোপজীবী, ধনুর্ধ্যবদারী, বাদিত, তান এবং নৃত্যগীতব্যবসায়ীদিগকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। অনিচ্ছাপূর্বক পিতা যাহাকে বিতক্ত করিয়া দিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবেনা। কেহ কেহ সগোত্র এবং শিষ্যকেও ভোজন করাইবে না। সদ্যঃ শ্রাদ্ধকাৰী তিনের অধিক গুণবানকে ভোজন করাইবে। শূদ্রাব শয্যাগামী হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস বিষ্টায় পতিত হন, এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের দিন ব্রহ্মচর্য্য অব-লম্বন করিবে, শ্রাদ্ধের চণ্ডাল, কুকুর বা পতিত-ব্যক্তি দর্শন করিলে চষ্ট হয়, এই নিমিত্ত বিধান

ব্যক্তিকে শ্রীকাজ দান করিবে অথবা ভিল
দ্বারা বিকীর্ণ করিবে। পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণেরা
উহার দোষ শাস্তি করে, যে ষড়ঙ্গ জানে,
বয়োভ্যেষ্ঠ হয়, সামবেদ, ত্রিণাটিকৈত, ত্রিমধু,
ত্রিসুপর্ণ জাত হয়, অধ্যাপি রক্ষক, স্নাতক, মন্ত্র
ও ব্রাহ্মণবিৎ ধর্মজ্ঞ ও বেদ অধ্যাপন করে
তাহাকে পংক্তিপাবন বৈল। হবনাদিকার্য্যও
এইরূপ হর্ষলাদির পরিহার করিবে, কেহ কেহ
হলেন কেবল শ্রাদ্ধে এই নিয়ম।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

বর্ষাকালে শ্রাবণাদি মাসে বা ভাদ্রমাসে
বা দক্ষিণায়নের পাঁচ মাস নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্ম-
চারী হইয়া লোমত্যাগ করিয়া বেদ অধ্যয়ন
করিবে। মাংস ভোজন করিবে না। দুই
মাস বা ত্রৈরূপ নিয়ম করিবে। দিবাকালে
যদি ষায় শব্দ করিয়া ধূলি হরণ করে এবং
রাত্রিকালে বাণ, ভেরী মৃদঙ্গের শব্দ হয়, মেঘ-
গর্জন করে, এবং আর্জুনাদ শুনা যায়, এবং
কুকুর, শূগল এবং গর্দভ শব্দ করিলে,
অকালে শোহিত বর্ণ ইন্দ্রধনু এবং অকালে
কুজব্রহ্মিকার দর্শন হইলে অধ্যয়ন করিবে
না, মূত্র এবং মলত্যাগের সময় অধ্যয়ন
করিবে না, কেহ কেহ বলেন সায়াং সন্ধ্যার
সময় উদক বর্ষণ হইলেও অধ্যয়ন করিবে
না। বস্মীক সম্মানে চন্দ্র এবং সূর্য্যের পরিধি
দৃষ্ট হইলে অধ্যয়ন করিবে না। কোন কারণে
ভীত হইয়া, বানাক্রুত হইয়া শয়ন করিয়া বা
পা উচু করিয়া অধ্যয়ন করিবে না। শ্রাশান,
গ্রামের অন্ত মহাপথ এবং অশৌচে অধ্যয়ন
করিবে না, পুতিগন্ধযুক্ত স্থানে, শবযুক্ত স্থানে
দিবাকীর্তি এবং শূদ্র সন্নিধানে অধ্যয়ন করিবে
না। স্তৃতকে এবং উল্কারেও অধ্যয়ন করিবে
না। সামবেদ শুনিতে পাইলে- শব্দ এবং ষজ্-
র্ষেদও অধ্যয়ন করিবে না। অকালে নির্ঘাত
ভূমিকম্প, রাহদর্শন, উল্কাপত, মেঘবর্ষণ
এবং বিদ্যুৎপাতে অধ্যয়ন করিবে না।
অগ্নির প্রাভর্ত্যাবেও অধ্যয়ন করিবে না, অযথা

খতুতে বিদ্যুৎপাত হইলেও অধ্যয়ন করিবে
না। শেষরাত্রে পর ত্রিতাগের আদিতে
পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাতাদি উপস্থিত হইলে কিছুই
অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন উবা-
কালে বিদ্যুৎপাত হইলে অধ্যয়ন করিবে না।
অপরাহ্ন প্রদোষে মেঘগর্জন করিলে কিছুই
অধ্যয়ন করিবে না। রাত্রে অর্ক রাত্রে পর,
মেঘ গর্জন হইলে অধ্যয়ন করিবে না এবং
দিবার সূর্য্যোদয়ে মেঘগর্জনে অধ্যয়ন
নিষেধ। যে রাজার অধিকারে বাস তাহার
মৃত্যুতেও অধ্যয়ন নিষেধ, বিদেশ হইতে
আসিয়া পরম্পরের সহিত সাক্ষাতেও অধ্যয়ন
নিষেধ। প্রারক বেদের সমাপ্তি হইলে সে
দিবস আর অধ্যয়ন করিবে না। হৃদি,
শ্রাক, মনুষ্যবজ্ঞ এবং ভোজনাদিতেও অধ্য-
য়ন করিবে না। অমাবস্যায় অহোরাত্র বা
দিনব্যয় অধ্যয়ন করিবে না। কার্তিকী,
ফাল্গুনী এবং অষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে অধ্যয়ন
করিবে না অষ্টকাজ্রে তিন রাত্র অধ্যয়ন
করিবে না। কেহ কেহ বলেন শেষ অষ্টকা-
মাত্র অধ্যয়ন করিবে না। ভোজনাদি
উৎসবে অধ্যয়ন করিবে না যাহা একবার
অধীত হইয়াছে পুনরায় তাহার অধ্যয়ন
করিবে না। কেহ কেহ বলেন, রাত্রিকালে
চারমুহূর্ত্ত একেবারেই অধ্যয়ন করিবে না।
নগরে অধ্যয়ন করিবে না। অকৃত্য প্রাক্তির
সংযোগে এবং যে পর্য্যন্ত অধীত বিদ্যার অরণ
হয় সে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে না।

ষোড়শাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নিজ কশ্মে প্রশস্ত বিজাতীয়দিগের গৃহে
ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিবে এবং সকলের নিকট
হইতেই পিতৃ, দেব এবং গুরুর কার্য্য ও ভৃত্যের
ভরণের নিমিত্ত। সকলের নিকট হইতেই
অনিন্দনীয় উদক যবন, মূল, ফল, মধু, অজস্র
এবং অযাচিত হইয়া উপস্থিত অন্ন, শয্যা,
আসন, যান, হৃদ্ব, দধি, ধাত্ত, মৎস্ত, প্রিয়দু,
পুষ্প, দর্ভ এবং শাক গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ

যদি নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করেন, তবে শূদ্র ব্যতীত অত্র কোন জাতির নিকট হইতে ঐসকল বস্তু গ্রহণ করিবে না। শূদ্র জাতির মধ্যে নিজের পশুপালক^১ও ক্ষেত্র-কৰ্ষক এবং কুলপরম্পরা বহুভাবাপন্ন^২ পিতার পরিচারক ইহাদের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। শিল্পী ভিন্ন বণিকের অন্নও ভোজন করা যাইতে পারে। কেশ এবং কীট-সংশ্লিষ্ট অন্ন কখন ভোজন করিবে না। রজস্বলা-স্পৃষ্ট, পক্ষীর চরণদ্বারা খণ্ডিত, জগন্নকর্ষক অবলোকিত, শোকদ্বারা আঘাত ভাব-হ্রষ্ট (অর্থাৎ যাহা দেখিলে মনের ভিতর একটা জঘন্ত ভাবের উদয় হয় অথবা কোন কোন স্থণিত বস্তুর সহিত উপমিত), গুস্ত, বাঞ্জন বা উপকরণ-শূন্য, দধি-বর্জিত, পুনর্বার সিদ্ধ, এবং পয়সি-সিত (বাসী বা কড়কড়), অন্ন ভোজন করিবে না। শাক হীন, এবং অভক্ষ্য স্নেহ, মাংস ও মধু ভোজন করিবে না উৎসৃষ্ট অর্থাৎ পরিত্যক্ত অন্ন (পাতকুড়ান) পুংশলী (বেড়া), অভিষক্ত (পাপকার্য্যহেতুক সমাজে স্থণিত) অনপদেশ্য (অকুলীন), রাজদণ্ডে দণ্ডিত ওক্ষ (ছত্র) কদর্য্য (কুপণ) বদ্ধ, চিকিৎসক, ব্যাধ, কার অর্থাৎ শিল্পী, উচ্ছিষ্টভোজীগণ (সম্প্রদায়) শত্রু এবং অপাংক্তেয় (যাহাদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন নিষিদ্ধ) ইহাদের অন্ন ভোজন করিবে না। দূরবর্তনের পূর্বে ভোজন করিবে না। বৃথা অর্থাৎ অনিবেদিত এবং আচমন ও উত্থানহীন অন্ন ভোজন করিবে না। সম অর্থাৎ পবিত্র এবং বিষম অর্থাৎ অপবিত্র এই উভয়বিধ অন্ন একত্র করিবে না, * পূজা অর্থাৎ সংস্কার বিশেষ দ্বারা অনর্জিত অন্নও ভোজন

* এ সম্বন্ধে সমুদ্রে এইরূপ লেখা আছে কোন কালে দেবগণ কুপণ প্রোজিয় এবং বদান্ত বার্ক্‌বিক এই উভয়ের অন্ন সমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদিগকে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে দেবীরা প্রজাপতি বলেন, 'তোমরা বিষম বস্তুকে সম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না। এ উভয়বিধ অন্ন পরম্পর সম নহে, কারণ বদান্ত নিজে অপবিত্র হইলেও তাহার অন্ন অন্তরীণ প্রজাধারা পুত হয় এবং প্রোজিয় নিজে পবিত্র হইলেও প্রজা না থাকায় তাহার অতি অপবিত্র। বোধ হয় সৌতমও সেইরূপ কোন একটা কথা বলিয়াছেন। অস্বাভাবক।

করিবে না। গোরু প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে তাহার দুগ্ধ পান করিবে না, অজা এবং মহিষীরও প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে দুগ্ধ পান করিবে না। মেয়ের দুগ্ধ কখনই পান করিবে না। উষ্ট্র এবং এক-শফ অর্থাৎ যাহাদের খুরের মধ্যস্থলে চেরা নাই, এইরূপ জন্তরও দুগ্ধ পান করিবে না, সন্ধিনী অর্থাৎ গর্ভধারণ করিতে উৎসুক গোরুর দুগ্ধপান করিবে না এবং অইসন্ধিনী অর্থাৎ যাহাদের গর্ভাধান করিতে ভালরূপ প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের দুগ্ধও পান করিবে না। বৎসহীন গোরুর দুগ্ধও পান করিবে না। শল্যক (সাজার), শশ (খরগোশ), খাবিধ (জন্তুবিষেষ), গোধা (গোসাপ), খড়্গা (গাণ্ডার) এবং কচ্ছপ এতদ্ভিন্ন যে সকল জীবের পাঁচটি করিয়া নখ আছে তাহারা অভক্ষ্য (পঞ্চ নখের মধ্যে কেবল উপরি উক্ত পাঁচটি ভক্ষ্য) যে সকল জন্তর ছপাটি নীত আছে, যাহাদের কেশ এবং লোম উভয়ই আছে যাহাদের খুরের মধ্য চেরা নয়, কলবিক, প্রব, চক্রবাক, হংস, কাক, কঙ্ক, গৃধ, শ্চেন, যাহাদের মাথা এবং পা লাল এরূপ জলচরপক্ষী, গ্রাম্য কুক্কট, গ্রাম্যবুরাহ, গোরু, অনডুহ (বাঁড়), এসকলের মাংস ভক্ষণ করিবে না। অনিবেদিত বেদাদ এবং বৃথা মাংসও ভক্ষণ করিবে না। কিসলয়, ক্যাকু (?) লণ্ডন বৃক্ষের আটা এবং বৃক্ষচ্ছেদন করিলে যে লোহিতবর্ণ রস নির্গত হয়, তাহাও ভক্ষণ করিবে না। কাঠঠোকরা, বক, টিটিক, মান্দাহ এবং রাত্রিচর পক্ষীসকল (পেচক প্রভৃতি) অভক্ষ্য। প্রতুদ, বিষ্কির, জালপাদ, অবিকৃত মংস্ত, ঐসকল পশু বস্মার্থ যাহাদের বধ বিহিত হইয়াছে, হিংস্র জন্তু কর্তৃক নিহত মৃগাদি এবং যাহাদের কোনরূপ অপকারিতা দেখা যায় না অথবা যাহা প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে এইরূপ জীবের মাংস যথাবিধি দেব এবং পিতৃ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

জী ধর্ম কার্যোঃ স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন হইবে না, কখনও স্বামীকে অতিক্রম করিবে না অর্থাৎ তাহার অমতে কার্য করিবে না । স্বামীর (মৃত্যু হইলে) ঋতুকালে বাকু, চক্ষুঃ এবং কর্মে সংযম করিয়া স্বামীর সহোদর দেবর হইতে সন্তান লাভ করিতে অভিলাষী হইবে । সেরূপ দেবর না থাকিলে যাহার সহিত পিণ্ড গোত্র অথবা ঋষি সম্বন্ধ আছে কিবা কেবল ঘোনি মাত্র সম্বন্ধ আছে এরূপ দেবর হইতে অপত্য উৎপাদন করিবে । যে সম্বন্ধে দেবর নয়, এরূপ লোক হইতে সন্তানোৎপাদন করিবে না এবং দেবর হইতেও দুইটির অধিক সন্তান উৎপাদন করিবে না । যদি কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে তাহা হইলে ঐ সন্তান উৎপাদনিতার সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে । জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি অপরে সন্তান উৎপন্ন করে তাহা হইলে ঐ সন্তান যাহার ক্ষেত্রে তাহারই হয়, অথবা ক্ষেত্রস্বামী ও উৎপাদনিতা এই উভয়েরই সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে, (বস্তুতঃ) যে ঐ সন্তানকে প্রতিপালন করিবে তাহারই সন্তান হইবে । স্বামী নিরুদ্ধিষ্ট হইলে ছবৎসরকাল তাহার জন্ত অপেক্ষা করিবে । নিরুদ্ধিষ্ট স্বামীর সংবাদ পাইলে তাহার নিকট গমন করিবে, স্বামী যদি প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস করে, তাহা হইলে তাহার প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্তিও হইবে । ব্রাহ্মণের বিদ্যাসকক্ষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও যদি ঐরূপ নিরুদ্ধিষ্ট হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার কন্যাদান, অগ্নিরক্ষা এবং বিবাহ বিষয়ে বার বৎসর অবধি প্রতীক্ষা করিবেন, কেহ বলেন ছয় বৎসর মাত্র প্রতীক্ষা করিবে । পিতা শ্রুতি স্মার্যীয়কর্তৃক প্রদত্ত না হইলে) হুমারী তিনটি ঋতু অতিক্রম করিয়া পিণ্ডবত সন্ন্যাস গুণি রিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কোন মনিকিত পাত্রের সহিত যুক্ত হইবে । ঋতু শ্রবনের পূর্বেই কন্যাদান করিবে । ঋতুদর্শনের পূর্বে কন্যাদান না করিলে কন্যার অভিযাবক পাণী হইবে । কেহ কেহ বলেন কন্যারিকা অবস্থায় অর্থাৎ ঋতুমতী হইবার

পূর্বেই উহাকে প্রদান করিবে । বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অথবা কোন ধর্ম কার্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত শূদ্র হইতেও দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে । অপর অপর কার্যের জন্তও বহু পণ্ডসম্পন্ন শূদ্র, হীনকর্মী শত গোর অধিপতি অনাহিতাশি ব্রাহ্মণ এবং সহস্র গোর স্বামী সোমপ হইতে ধনাগি গ্রহণ করিবে । সপ্তম বেলা অবধি ভোজন হইলে অহীনকর্ম ব্যক্তিদ্বিগের নিকট হইতে ভোজন গ্রহণ করিবে । রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে সত্যকথা বলিবে । ধর্ম্যাচরণের বাধা হইলে রাজা বেদবিদ এবং স্থলী ব্রাহ্মণদিগের ভরণপোষণ করিবেন তাহা না করিলে তিনি পাণী হইবেন ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একোনিবিংশ অধ্যায় ।

বর্ষ-ধর্ম এবং আশ্রম ধর্ম উক্ত হইল । এক্ষণে যে কর্ম করিলে পুরুষ পাপে লিপ্ত হয়, তাহা বলা যাইতেছে । অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অকথ্য কথন, বিহিত কার্যের অকরণ, প্রতিষিদ্ধ বস্তুর সেবন এই সকল পাপ কার্য ; এই কার্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে কিনা তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে । কেহ কেহ বলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবে না, কারণ কর্মের ক্ষয় নাই । কেহ কেহ বলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবে । পুনর্বার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিলে পুনর্বার সর্বন প্রাপ্ত হয়, এই বেদবাক্যদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করণীয় বলিয়া জানা যাইতেছে । ব্রাত্য ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত হয় । অগ্নিষ্টোমের দ্বারা অতিশয়মানকে যজ্ঞ করাইবে, এই সকল বেদ বাক্য প্রমাণ । জপ, তপশ্চরণ, হোম, উপবাস, দান, উপনিষদ, বেদান্ত, বেদসমূহের সংহিতাভাগ, মধুবাতাদি মন্ত্র, অশ্বমর্ষণমন্ত্র, অশ্বর্শশির উপনিষৎ, ব্রূড়াধায়, পুরুষসূক্ত, রাজনরোহিণ নামক সামগান, রথন্তরে পুরুষাগতি, মথানামী, মহাবৈবাজ, মহাদিবকীর্ত্য

জ্যেষ্ঠ সামদিগের অন্ততম, মহিষাবধান, কুম্ভাণ্ড, পাবমানী সাবিত্রী এই সকলের অধ্যয়ন পাপীর পাপ মোচনার্থ কর্তব্য। পরোমাত্র ভোজন, শাকমাত্র ভক্ষণ, ফলমাত্র ভক্ষণ, যবভোজন, হিরণ্যগ্রাশন, স্তূভোজন, সোমপান এই সকল কার্যাদ্বারাও পাপ নাশ হয়। সমুদয় পক্ষত, সমুদয় স্রোতস্বতী, পুণ্ড্রদ, তীর্থস্থান, ঋষিদিগের নিবাস, গোষ্ঠ এবং পরিষ্কল এই সকল পবিত্র দেশে গমন করিলেও পাপ নাশ হয়। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যবচন, ত্রিসবনে উদকস্পর্শ, অর্দ্ধবস্ত্রে ভূমিতে শয়ন এবং অনশন এই সকল কার্যের নাম তপ-চর্য্য। সূর্য্য, গোক, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি, তিল, স্তূত এবং অগ্নি এই সকল বস্তুর দান করিবে। সপ্তমস, ছয়মাস, চার মাস, তিন মাস, দুই মাস বা এক মাস অথবা চক্ৰিণ দিন, বারদিন, ছয়দিন, তিনদিন বা সমস্ত দিনরাত্র এই সকল প্রায়শ্চিত্তের ফল। দেশভেদে উপরিউক্ত কার্যের মধ্যে যে কোন একটি কার্যের অনুষ্ঠান করা হয়। গুরুপাপে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপে লঘুপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। কৃষ্ণ অতিক্রম্য এবং চান্দ্রায়ণ এসকল প্রায়শ্চিত্ত।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশতিতম অধ্যায় ।

পাপী সকল চৌষটি যাতনা স্থানে দুঃখ অনুভব করিয়া পরে বক্ষ্যমান লক্ষণাবিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মবধকারী গলদকৃষ্ট রোগযুক্ত হয়, মদ্যপায়ী প্রাবল্যবিশিষ্ট হয়, গুরুতল্লাসী পঙ্গু অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সূর্য্যপহারী কুনখী হয়, বস্ত্রাপহারী ধল-রোগযুক্ত হয়, হিরণ্যহারী দক্ষরোগাক্রান্ত হয়, তৈজস বস্ত্র অপহারী সর্ষাপে মগুন হয়, বেহ বস্ত্র অপহারী ক্ষরবোগগ্রস্ত হয়, ভোজ্যাদ্যা-অপহারী অর্শ্ব রোগযুক্ত হয়, জানাপহারী শূক হয়, গুহ্বাতী অপহারী রোগগ্রস্ত হয়, গোভাতক জন্মাক্র এবং পিশুন অর্থাৎ ঘোষ্ঠেকা ব্যক্তি নাকৃপ্ত হয়। যুক্ত অর্থাৎ কান্ডাঙ্গানের মুখে সর্বদা পচাগন্ধ নির্গত

হয়। শূদ্রাধাপক ঋণাক্রান্তি হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। অশু নিস এবং চান্দ্রবিক্রমী মদ্যপায়ী হয়, এক অভিন্ন খুরবিশিষ্ট জীব-বিক্রয়কারী মৃগব্যাদিকুলে জন্মধাবণ করে। কুণ্ডের অন্নভোজী ভৃত্য বা খানসামার বংশে জন্মে, নক্ষত্রজীবী, অর্দ্ধদী, নাস্তিক, রক্ষোপজীবী অত্যন্তাভক্ষী গণ্ডরী এবং বেদ এবং মহায তত্ত্বের পথ প্রদর্শক ইহার সকলে যণ্ড (জীব) হয় অথবা মৃতজীবী হয় কিম্বা গাণ্ডিক (নাগ রোগযুক্ত) হয়, চণ্ডালী পুরুষী অথবা গোকর সহিত মৈথুনকারী ব্যক্তি মধু-মেহ রোগ গ্রস্ত হয়। অথবা যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-পত্নীকে বাভিচারে প্রবৃত্ত করে, যে মবাট, সগোত্র এবং পণ্যজ্ঞীতে গমন করে, যে পিতা মাতা, ভগ্নিনীতে গমন করে, তাহার গর্ভাবস্থা হইতেই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মত্ত, ব্যাধিযুক্ত, অঙ্গহীন, দরিদ্র, অরায়, অন্নবৃদ্ধি, চণ্ড, পণ্ড, শৈলু, তস্তর, পরপুঙ্খের প্রেযা পরকর্ম্মকারী খবাট, চক্রসঙ্কীর্ণ, কুরকর্ম্ম হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্ত্যাজ জাতিতে উৎপন্ন হয়। অতএব পাপের প্রায়-শ্চিত্ত কর্তব্য। প্রায়শ্চিত্ত করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় এবং উত্তম লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

রাজবাতক, শূদ্রবাজক, বেদবিপ্রাবক এবং জনহত্যাকারী পিতাকেও পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অন্ত্যাবসায়ি (নীচজাতীর শূদ্রবিশেষ) দিগের সহিত অথবা অন্ত্যাবসায়িনীর সহিত অত্যন্ত সঙ্গ করিবে, তাহার প্রেতকার্য্যে বিদ্যা-গুরু এবং যোনিদমকে সম্বন্ধিগণ একত্র হইয়া তাহার জনবন্ধ প্রভৃতি কার্য্য করিবে এবং তাহার মৃত্যু হইলে প্রেতকার্য্য করিবে না। তাহার পাত্রেয়ও বিপর্য্য হইবে। দাস অথবা ভূগী নার হইতে স্বপবিত্র পান্ন আনিবে এবং দানী দ্বারা ঘট পূর্ণ করাইয়া দক্ষিণাযুগ হইয়া ঐ ব্যক্তি বিপর্য্য পদ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার পর আয়রা অমুককে অনুদক করি

এই বলিয়া তাহার নাম গ্রহণপূর্বক সকলে অম্বালভন করিবে। বিদ্যা শুদ্ধ এবং যোনি-সম্বন্ধে সম্বন্ধি ব্যক্তিগণ প্রাচীনাৰীতী হইয়া আচমন করিয়া তাহা দিকে চাহিয়া দেখিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে। এইরূপ জলবন্ধ করিবার পর যদি কেহ অজ্ঞানপূর্বক তাহার সহিত আলাপ করে, তবে, সে, একরাত্র দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে; এবং যদি কেহ জ্ঞানপূর্বক তাহার সহিত সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে তিন রাত্র দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ঐরূপ ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয়, তবে, সে, শুদ্ধ হইলে একটি সুবর্ণময় পাত্র পুণ্যতম হ্রদ বা নদী হইতে পূর্ণ করে আনিয়া সেই জল তাহাকে স্পর্শ করাইবে। অনন্তর, তাহার হাতে সেই পাত্র দিয়া আবার উহা গ্রহণ করিয়া যজুর্সেদোক্ত “শান্তা যো: শান্তা পৃথিবী” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর পাবমানী তরুসমন্দী এবং কুম্ভাণ্ডী মন্ত্র পাঠ করত ঘৃত দ্বারা হবন করিবে, অথবা ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিবে এবং আচার্য্যকে গো দান করিবে। যাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, সে, সেই রূপ প্রায়শ্চিত্ত করত প্রাণত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, তাহার মরণের পর সমুদয় প্রেতকৃত্য বধানিয়মে করিবে। সকল প্রকার উপপাতকে এইরূপ শাস্ত্যাদক বিহিত জানিবে।

একবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতক, স্বরাপায়ী, গুরুতরগামী (গুরুপত্নীর সহিত ব্যভিচারকারী), মাতা বা পিতৃপক্ষীয় যোনিসম্বন্ধে কোনরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট জ্ঞীর সহিত ব্যভিচারকারী, নাস্তিক, নিন্দিত-কর্মচারী, পতিত সংসর্গী এবং অপতিত ত্যাগী ইহারা সকলেই পতিত। ইহাদের সহিত যাহারা একবৎসর কাল সংসর্গ করে তাহারাও পাতকী হয়। পতন শব্দের অর্থ বিজ্ঞাতের অন্তর্গত কর্ত্তে অনধিকার এবং পরলোকে অর্গতি কেহ কেহ বলেন, নরকের নামই পতন।

উক্ত পাপকর কার্যের মধ্যে মহা প্রথম তিনটি জী বিষয়ে নির্দেশ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, গুরুতরগ না হইয়াও যদি কেহ জগহত্যা করে, তবে, সেও পতিত হয়। আপনা অপেক্ষা হীন বর্ণ সেবা করিলে জী পতিত হয়। মিথ্যা-সাক্ষ্য, রাজার খলতা এবং শুক্ল নিকট মিথ্যা-কথন এই সকল কার্য মহাপাতক তুল্য। অপাত্তোক্ত্যমিগের মধ্যে গোঘাতক বেদ-ত্যাগী, বেদমন্ত্রব্যবহার-রহিত, অবকীর্ণ এবং পতিত সাবেত্রী ইহারা উপপাতকী যে ঋত্বিক এবং আচার্য্য ঐ সকল ব্যক্তির পৌরোহিত্য এবং অধ্যাপনা করিবেন এবং কোনরূপ পতন-কারী কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহারা সমাজে হেয় হইবেন। এবং কার্য্যবিশেষে তাহারা হেয় না হইয়া তাহারা পতিত হইবেন। কেহ কেহ বলেন, উক্ত রূপ পাপীয় দান গ্রহণকারীও পতিত হয়। কোন স্থলেই মাতাপিতার দোষ হয় না, তবে, পাপী কখন মতা বা পিতার দ্বারা আগত সম্পত্তিতে অধিকারী হয় না। কোন ব্রাহ্মণকে অভিশপ্ত (সমাজে কলঙ্কিত) করিলেও উক্তরূপ পাপ হয়। বিশেষ সম্পূর্ণরূপে পাপশূন্য ব্রাহ্মণকে সমাজে কলঙ্কিত করিলে উহার দ্বিগুণ পাপ হয়। কোন বলবান্‌কর্ত্তৃক হর্সলের পীড়ন দেখিয়া যদি প্রতীকার সমর্থ ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও ঐরূপ গুরুতর পাপ হয়। বলপূর্বক কোন ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিয়া অপমান করিলে, একশত বৎসর নরকভোগ হয়, পীড়া দিলে সহস্র বৎসর এবং রক্তপাত করিলে সেই রক্ত নিবার করিতে ব্রাহ্মণ যতগুলি ঘুলি লইয়া ক্ষত স্থানে অর্পণ করিবেন, তত বৎসর নরক হইবে।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতক নিজের শরীর কোনরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া তিনবার অগ্নিতে প্রবেশ করিবে অথবা যুদ্ধস্থলে আপনাকে শত্রু দ্বারা পুরুষের মর্দ্য করিবে অথবা ষ্ট্রীদ এবং

মাহুয়ের মাথার খুলি হাতে করিয়া ব্রহ্মচারী-বেশে আপনাদিগের পাপকর্মের ঘোষণা করত ষাটশ বৎসর ক্রমে ক্রমে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। আখ্যব্যক্তির দর্শনপথ হইতে অপহৃত হইবে। ব্রহ্মবাতক বখারীতি দান আসন করত প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াং এই তিন কাল উদকস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হইবে। অথবা কোন ব্রাহ্মণের সর্গস্ব অপহৃত হইলে যদি সেই অপহৃত ধন প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত তিন বার অপহৃত্যের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে অপহৃত ধন প্রত্যাহৃত হোক বা না হোক ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা সেই ধনের শোকে ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যদি তৎপরিমিত ধন দান করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করে তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যা জন্ত পাপের নিবৃত্তি হয়। রাজা যদি ব্রহ্মবধ করেন তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবত্থান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবেন অথবা অপর কোন কোন যজ্ঞে অগ্নিষ্টম কাণ্ড অবধির অনুষ্ঠান করিবেন। ঋতুমতী ও বিজ্ঞাত গর্ভ অর্থাৎ যে গর্ভে জী, বা পুরুষ আছে, তাহা জাত হওয়া যায় নাই এরূপ গর্ভ বিনাশ করিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বধ করিলে ছয় বৎসর রীতিমত কঠোর ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং একটি ঋষভের সহিত এক সহস্র ধেনু দান করিবে। বৈশ্য বধ করিলে তিন বৎসর উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য এবং ঋষভের সহিত একশত ধেনু দান করিবে, আর শূদ্র বধ করিলে একবৎসর ব্রহ্মচর্য এবং একটি ঋষভের সহিত দশটি ধেনু প্রদান করিবে। অনুতুমতী এবং গোরু বধ করিলেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ—মণ্ডুক নকুল কাক এবং বিবদহর বিল ও দহর (?) মুণ্ডিকা (জী ইন্দুর) বধ করিয়া বৈশ্য বধের মত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সহস্র সংখ্যক অশ্বিযুক্ত প্রাণি স্তকলাসাদির বধ করিয়া এক গাড়ী পূর্ণ অশ্বিযুক্ত প্রাণি ছারপোকা, উকুন প্রভৃতির বিনাশ করিয়া বৈশ্যবধের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অথবা এক একটি অশ্বিযুক্ত জীবের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু দান করিবে।

যশু অর্থাৎ মণ্ডুক বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে পলাল ভার, সীসা এবং মাষকলাই দান করিবে। বরাহ হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণকে এক কলসী ঘৃত, দান করিবে, সর্প বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে লৌহ ষষ্টি দান করিবে। ব্রহ্মবদ্ধ জী বধ করিয়া একটি জীব দান করিবে। বেণজীবীকে বধ করিলে কিছুই করিতে হইবে না। শয্যা, শল্ল এবং ধনলাভের নিমিত্ত হত্যা করিলে উহাদের একটির জন্ত দুই দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য করিবে, কোন পরদারাসক্ত ব্যক্তিকে বধ করিলে তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য করিবে। শ্রোত্র-যের দ্রব্য কুড়িয়া পাইলে উহা পরিত্যগ করিবে বা যাহার বস্ত্র তাহার নিকট পৌছিয়া দিবে। প্রতিষিদ্ধ মন্ত্রের সংযোগে যদি সহস্র কথা উচ্চারিত হয়, তবে অগ্ন্যুৎসাদি ও নিরাকৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সকল উপপাতকে ও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। জী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে ঘরের মধ্যে আটকাইয়া রেখে ভোজনমাত্র দান করিবে। অমাহুযীর মধ্যে গোভিন্ন অপর পণ্ডর জী যেটি কোনরূপ পাপ হইলে কুম্ভাণ্ড মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ঘৃত দ্বারা হবন করিবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উক্ত মদ্য নিঃক্ষেপ করিবে; তাহাতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে উহার পাপক্ষয় হয়। যদি অজ্ঞানপূর্বক মদ্য পান করে, তাহা হইলে তিন দিন করিয়া যথাক্রমে ছুগ্ধ, ঘৃত, উদক এবং বায়ু ভোজন করিয়া তপ্তকৃচ্ছ ব্রত করিবে। অনন্তর পুনর্বার যথাক্রমে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইবে। মূত্র, পুরীষ এবং রেতঃ তক্ষণ করিয়া, খাপদ, উষ্ট্র, এবং গর্দভ, গ্রাম্য কুকুট এবং গ্রাম্য শূকরের মাংসাদি ভোজন করিয়া এবং মদ্যপায়ীর মুখের গন্ধ আত্মাণ করিয়া দ্রুত ভোজন করিয়া প্রাণায়াম করিবে, পূর্বোক্ত খাপদগণ দ্বারা দষ্ট বস্তুর ভোজনেও ত্রৈলোক্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গুরুত্বগামী উত্তম লৌহশয্যা শয়ন করিবে।

অথবা জলন্ত শূঙ্গির আলিঙ্গন করিবে অথবা বৃষণের সহিত লিঙ্গ উৎপাটন করিয়া অঞ্জলির মধ্যে উহা রাখিয়া যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না হয় সে পর্য্যন্ত নৈশ্বাস্ত কোণে বরাবর সোজা থাকিবে। এইরূপে মৃত্যু হইলে তাহার পাপ নিবৃত্তি হইবে। বন্ধু, একবংশসম্বৃত্ত, সগোত্র এবং শিষ্যের ভাৰ্য্যা পুত্রবধূ এবং ধেনুতে গমন করিয়া গুরুতর গমনের সমান প্রারম্ভিতও করিবে। কেহ কেহ বলেন অবকীর্ণির মত প্রারম্ভিত করিবে। কোন উত্তম বর্ণের স্ত্রী অধমবর্ণের পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে রাজা তাহাকে প্রকাণ্ডভাবে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবে অথবা তাদৃশ উত্তম বর্ণের স্ত্রী দূষণকারী পুরুষকে কুকুর দ্বারা ভোজন করাইবে। অবকীর্ণি অর্থাৎ স্থগিতব্রত গর্দভবলি দ্বারা চতুপথে নিশ্চীতির পূজা করিবে। পরে ঐ গর্দভের চর্ম এবং উরুদেশের লোম পরিধান করিয়া একটি রক্তবর্ণ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আপনায় কর্ম ব্যক্ত করত প্রত্যহ সাত জনের বাটীতে ভিক্ষা করিবে। এক বৎসর এইরূপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ভয়, রোগ এবং সুখাবস্থায় রেতঃপাত হইলে সপ্ত রাত্রি অগ্নীক্ষন ভিক্ষাচরণ করিয়া পরে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে অথবা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃস্থগন করে, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ দুই প্রকার প্রারম্ভিত করিবে। ব্রহ্মচারী হইলে সূর্য্য উদিত হইলে দণ্ডায়মান হইবে এবং প্রত্যহ একবার করিয়া ভোজন করিবে এবং সূর্য্যাস্ত হইলে সমস্ত রাত্রি গায়ত্রী জপ করিবে। অশুচি বস্ত্র দেয়িয়া প্রাণায়াম করিয়া আদিত্য দর্শন করিবে। অভোজ্য ভোজন বা অপবিত্র বস্ত্র ভক্ষণ করিয়া উত্তর হইতে সমুদায় পুরাষ নির্গত করিয়া তিন রাত্রি ভোজন করিবে না; অথবা চোষ্ঠাশুভ্র হইয়া স্রবৎ পতিত ফল অপর কোন পক্ষ নথ স্ত্রীকে প্রদান করিবামু পূর্বে কুড়াইয়া ভোজ্য করিবে। বম্বা কবিত্তা ঘৃত ভোজন করিবে। কাশাবও প্রতি আক্রোশ মিথ্যা ব্যবহার বৎ হিংসা ক্রিয়া ষোল্ল দিন কঠোর তপস্তা করিবে এবং অসত্য বাক্য বলিয়া বাকী পাবমানী মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে। বিবাহ যোজন এবং স্ত্রী পুরুষের সংযোগে

মিথ্যা বলার দোষ নাই ইহা কেহ' কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু গুরুর কার্য্যে কখনই মিথ্যা কথা বলিবে না। কারণ গুরুর সম্মুখে সামান্য বিষয়েও মিথ্যা কথা বলিলে পূর্ব্ববর্তী সাতপুরুষকে এবং পরবর্তী সাতপুরুষকে নরকগামী করা হয়। অস্ত্রাবসারীর স্ত্রী গমন করিয়া একবৎসর কচ্ছুরত করিবে যদি অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐরূপ কার্য্য করে তাহা হইলে দ্বাদশ রাত্রি ঐরূপ কার্য্য করিবে। ঋতুমতী গমন করিয়া ত্রিরাত্র কচ্ছুরত করিবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

লোকে যাহার পাপের প্রসিদ্ধি নাই সে অতি গুপ্তভাবে প্রারম্ভিত করিবে, যে বস্তুর প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ সেইরূপ বস্তুর প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়া অথবা প্রতিগ্রহ করিয়া জলে অবস্থান করিয়া "তরং সমল্লী" এই চারটি ঋকপাঠ করিবে, অভোজ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা হইলে ভূমিদান করিবে, ঋতুরমধ্যে স্ত্রী গমন করিলে জলস্পর্শ (স্নান) করিলেই শুদ্ধি হয়, কেহ কেহ বলেন দশরাত্র পরে ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, অথবা দুই রাত্রি ঘৃত ভোজন করিবে কিম্বা তিন রাত্রি জলমাত্র ভোজন করিবে, দিব্যর আদিত্যে এক ভক্ত হইয়া আর্জবস্ত্র পরিধান করিয়া লোম, নখ, ত্বক্, মাংস, শোণিত স্নায়ু, অস্থি এবং আপনায় মুখে এবং মূত্রার আস্যে হোমকরি এই বলিয়া হোম করিবে সকল জগৎ ইত্যাদি কার্য্যই এইরূপ প্রারম্ভিত। অন্যেরা এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য এবং গুরুতর গমনে অগ্নে তৎসং পারায় এই মন্ত্র বলিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবে অথবা কুম্ভাণ্ড মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃতদ্বারা হোম করিবে অথবা পূর্ব্বোক্ত ব্রতধারণ করিবে অথবা বহুবার প্রাণায়াম করে স্নান করিয়া অবমর্ষণ মন্ত্রের জপ করিবে। উহা অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভূথের সমান শুদ্ধি কারক। অথবা সহস্র বার আবৃত্তি করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

কলের মধ্যে অথবা ত্রিয়ারুতি করিয়া অবমৰ্শণ
জপ করিয়া আপনাকে পবিত্র করিবে ইহাতেই
সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

অবকীরি ত্রত স্থলিত হইলে কোন অংশ
কোথায় প্রবেশ করে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া
বলিতেছেন—তাহার প্রাণ মরুতে প্রবেশ করে,
বল ইন্দ্রে প্রবেশ করে, ব্রহ্মবর্ষস (ব্রহ্মতেজ)
বৃহস্পতিতে প্রবেশ করে এবং অপর সকল
অংশ অগ্নিতে প্রবেশ করে ; এই নিমিত্ত সে
অমাবস্যার রাত্রে অগ্নি হ্রাপন করিয়া প্রায়-
শ্চিত্তার্থ ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিবে । কাম-
বশত আমি অবকীরি হইয়াছি অবকীরি হই-
য়াছি কাম কামায় স্বাহা । আমি কামাভি-
মুগ্ধ হইয়াছি অভিমুগ্ধ হইয়াছি কাম
কামায় স্বাহা । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া
সমিধ রাখিয়া তাহার উপর অভ্যক্ষণ করিয়া
বজ্র স্থান নির্মাণ করে তাহার সমীপে গমন
করিবে তাহার পর সম্বাসিধকৃত্ত্ব । এই ঋক্
তিন বার পাঠ করিবে ত্রয়োইমেলোকা
ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রত্যেক লোকের কৰ্ম্ম এবং
অধিকারে পবিত্র হইবে এইরূপ হোম করিবে,
এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে পরে একটি গোরু
দক্ষিণা দিবে । গনাজ্জব এবং পৈণ্ডন দাব-
হার এবং প্রতিবিদ্ধ আচার এবং অভোজ্য
ভোজন করিয়া এইরূপই প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।
বুদ্ধিপূৰ্ব্বক শূত্রার ঘোনিতে রেতঃপাত করিয়া
অথবা অন্য কোন নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম করিয়া বারুণী
মন্ত্রদ্বারা অথবা অন্য কোন পবিত্র মন্ত্র দ্বারা
জল স্পর্শ করিবে ; বাক্য এবং মনের কোন
রূপ প্রাতিবিদ্ধ অপচার হইলে পাঁচমহাব্যাহতি
পাঠপূৰ্ব্বক প্রত্যহিনী সর্বাঙ্গপোষাচামে দহশচ
আদিত্য পুনাতু স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া
এবং সারংকালে ব্রাহ্মিচ মাঘরূপশচ পুনাতু
স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা দেবরুতাস্য
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আটটি সমিধ দ্বারা হবন
করিয়া সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবে ।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

একদশে কৃষ্ণব্রতসমূহ বিষয়ে বলিতেছি,
প্রাতঃকালে হবিষ্যন্নমাত্র ভোজন করিয়া
তিন রাত্র আর কিছুই ভোজন করিবে না,
পরে তিন দিন নক্তব্রত করিবে, তাহার পর
তিন দিন অযাচিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে
অর্থাৎ কাহারও নিকট কিছুই যাজ্ঞা করিবে
না ; অনন্তর তিন দিন উপবাস করিবে ।
দিনের বেলা দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে এবং
রাত্রিকালে উপবেশন করিবে । অতি অল্পের
মধ্যেই কামনা পূর্ণ করিবে এবং সত্য কথা
বলিবে, অনাৰ্য্যদিগের সহিত আলাপ করিবে
না, নিত্য ব্রহ্ম বা ধৌষ চৰ্ম্ম ব্যবহার করিবে,
প্রত্যেক সবনে 'আপোষিষ্ঠা' ইত্যাদি
পবিত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া উদক স্পর্শ করিবে ।
তাহার পর হমায়, মহমায় ইত্যাদি এবং
পিণাকবস্ত্রার নমোনম ইত্যন্ত মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া জল দ্বারা তর্পণ করিবে । ইহাই
সূর্যোগস্থান এবং ইহারাই ঘৃণাহতির মন্ত্র ।
দ্বাদশ রাত্রের অন্তে চক্ৰপাক করিয়া উহা দ্বারা
নিম্নলিখিত দেবতাদিগের হোম করিবে ।
হোমের মন্ত্র অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা,
ইত্যাদি ষিষ্টিরূপ এই পর্য্যন্ত । তাহার পর
ব্রাহ্মণ তর্পণ করিবে ইহা দ্বারা অতি কৃষ্ণের
বিষয়ও বলা হইল । একবার প্রব্রত দ্বারা
যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাই ভোজন করিবে
তৃতীয় কৃচ্ছ—জল তক্ষণ, উঃ কৃচ্ছাতি
কৃচ্ছ । প্রথমেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া,
গুচি পবিত্র ও কৰ্ম্মের যোগ্য হয়, বিতীয় প্রকার
ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মহাপাতক ব্যতিরিক্ত
অপর সকলপাপ হইতে মুক্ত হয়, তৃতীয়
প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সকল
প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয় এই তিন প্রকার
কৃচ্ছ প্রাশ্চিত্ত করিয়া সপ্তবিংশ অধ্যায়ের
পর সমাপ্ত করিলে যে পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয়
হয় এবং যে ইহা জানে সে সমুদয় দেব-
কর্তৃক শ্রদ্ধাযুক্ত হয় ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

এক্ষণে চান্দ্রায়ণের বিষয় বলা হইতেছে। চান্দ্রায়ণের নিয়ম উক্ত হইয়াছে কৃষ্ণে মন্তক মুণ্ডনরূপ ব্রত করিবে এবং পূর্নিমার পূর্ব দিবস উপবাস করিবে। আপ্যায়ন সন্তো-পয়াংসি নবোনব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তর্পণ, আজ্ঞাহোম, যুতের অনুমন্ত্রণ এবং চন্দ্রের উপস্থান করিবে, ‘যদেবাদেবহেননং’ ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া যুতের দ্বারা হোম করিবে তাহার পর দেব কৃতার্থ এই মন্ত্রদ্বারা অন্তে সমিধ দ্বারা হোম করিবে ‘ও ভূভূবঃ স্বপঃ সত্যঃ যশঃ ত্রীকণং সিরৌ-জন্তেজঃ পুরুষ ধাতু শিবঃ শিব এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গ্রাসকে সংস্কৃত করিবে তাহার পর মনে মনে নমঃ স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গ্রাসের প্রমাণ এইরূপ করিবে যে অনায়াসে মুখের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। চক্ৰ, ভৈষ্ণব, শত্ৰুকণ, যাবক, শাক, দুধ, ঘৃত, মূল, ফল এবং জল এবং হবিঃ এই সকল দ্রব্য দ্বারা গ্রাস প্রস্তুত করিবে ইহা-দের পরে পরে উল্লিখিত বস্তুই প্রস্তুত। পূর্ণি-মাতে ঐরূপ পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিয়া তাহার পর এক পক্ষ এক একটি করে কমাইয়া ভোজন করিবে এবং আমাবস্তাতে উপবাস করিয়া এক পক্ষ এক একটি গ্রাস বাড়াইয়া ভোজন করিবে, কেহ কেহ ইহাও বলেন এক মাসে এই চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পূর্ণ হয়। এক মাস চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পাপ শূন্য হয় সকল পাপ নষ্ট হয়। দুই মাস চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে আপনার পূর্ব-বর্তী দশজন পরবর্তী দশজন ও আপনাকে এই একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করিবে এবং পঙ্ক্তিকে পবিত্র করিবে এক বৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে চন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্রের পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে। পিতার জীবিত

অবস্থায় যদি মাতার রজোনিবৃত্তি হয় এবং পিতা ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও পুত্রেরা পৈতৃক ধনের বিভাগ করিতে পারে, পিতা ইচ্ছা করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল ধন দান করিয়া অপর পুত্রদ্বিকে কেবল ভরণপোষণের উপযোগী ধন দান করিতে পারেন। পূর্ব-মত বিভাগ করিলে ধর্ম বৃদ্ধি হয়। জ্যেষ্ঠের বিংশভাগ, দাদ দাসী, দুপাতি দাতব্যুত পণ্ড, রথ এবং গোবৃষ হইবে; কাণ, ধোর, কুট এবং বণ্ড পণ্ড মধ্যমের হইবে যদি অনেক মেঘ থাকে তাহা হইলে কনিষ্ঠের অংশে একটি মেঘ, ধাতু লৌহ, শকট গৃহ এবং একটি করিয়া চতুষ্পদ জীব মিলিবে আর সমুদ্র ধন সমান অংশে বিভক্ত হইবে, কিম্বা জ্যেষ্ঠকে উহাদের দুই অংশ দিবে আর সকলে এক এক অংশ পাইবে অথবা জ্যেষ্ঠানুক্রমে এক একটি অংশ অধিক পাইবে, জ্যেষ্ঠ পণ্ডর দশ ভাগ, একটি অনেক শফ এবং একটি বৃষ অধিক পাইবে। জ্যেষ্ঠের পুত্র বৃষের ষোড়শ ভাগ পাইবে অথবা জ্যেষ্ঠের পুত্রের সহিত কনিষ্ঠ-পুত্রের সমান অংশ হইবে। অথবা মাতৃভেদে ভাতাদিগের বিশেষ বিশেষ অংশ হইবে। অগ্নি পিতা অগ্নি এবং প্রজাপতির ঘজ করিয়া ইহার পুত্র আমার পুত্র হইবে এই বলিয়া পুত্রিকা দান করিবে। কেহ বলেন ঐরূপ অভিসন্ধি মাত্র থাকিলেও পুত্রিকা দান হইতে পারে। এই কন্যা পুত্রিকা কিনা এইরূপ সংশয় থাকায় অভ্রাতৃকা কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হই-য়াছে। বাহাদের সহিত পিণ্ড, গোত্র এবং ঋষিসম্বন্ধ থাকিবে তাহারও ধনভাগী হইবে, অনপত্যের ধন স্ত্রীর হইবে। অথবা দেববরুণী স্ত্রী অনপত্যের পুত্র কামনা করিবে দেবর ভিন্ন অন্য হইতে উৎপন্ন অপত্য ধন-ভাগী হইবে। অবিবাহিত এবং অপ্রতিষ্ঠিত কন্যার মাতার জীধনে অধিকারী হইবে। ভগিনী বিবাহে শুদ্ধ লব্ধ ধন মাতার মৃত্যুর পর সহোদরদিগের হইবে; কেহ কেহ বলেন মাতার জীবিকাবস্থাভেদেই অধিকারী হইবে, মৃত ব্যক্তির ধন প্রথমে সংস্ফট অর্থাৎ একাদশ ভুক্তদিগের মধ্যে বিভক্ত হইবে। সংস্ফট

ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অসংস্খী জ্যেষ্ঠের ধনভাগী হইবে, বিভাগের পর যে ভ্রাতা উৎপন্ন হইবে সে কেবল পৈতৃকধনের অংশ লাভ করিবে। সংস্খীভ্রাতাদিগের মধ্যে যদি একজন বৈদ্য হয় এবং অপরে অবৈদ্য হয় বৈদ্য নিজের উপার্জিত সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। ষ্ট্রস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গৃঢ়োৎপন্ন এবং অপবিত্র এই সকল প্রকার পুত্রই পৈতৃক ধনে অধিকারী হইবে। কানীন, সগোচ, পৌনর্ভব, পুত্রিকাপুত্র, স্বয়ংদত্ত এবং ক্রীত পুত্রেরা কেবল পিতার পোত্রভাগী হয়, তবে ঔরসাদি পুত্র না থাকিলে পৈতৃকধনের চতুর্থাংশভাগী হয়। ব্রাহ্মণের যদি রাজত্যাগভ্রাতা পুত্র জ্যেষ্ঠ এবং গুণবান হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী পুত্রের সহিত তুল্যাংশ ভাগী হইবে, অন্তরূপ হইলে জ্যেষ্ঠাংশ পাইবে না। কোন ব্রাহ্মণ ধনীর যদি একটি রাজত্যাগভ্রাতা এবং আর একটি বৈশ্যাগভ্রাতা পুত্র থাকে তাহা হইলে রাজত্যাগভ্রাতা পুত্রের সেইরূপ অংশ হইবে যেমন ব্রাহ্মণী পুত্র এবং রাজত্যাগপুত্র থাকিলে ব্রাহ্মণীপুত্রের হইত। যদি কোন ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাগভ্রাতা পুত্র থাকে এবং অন্য কোন প্রকার পুত্র না থাকে তাহা হইলে ঐ পুত্র যদি পিতার গুরুত্ব করে তাহা হইলে শিষ্যের নিয়মে ধনভাগী

হইবে। কোন ধনীর সর্বগা ত্রীগভ্রাতা পুত্র যদি অজ্ঞায়বৃত্ত হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ বলে সে পৈতৃক ধনে অংশভাগী হইবে না। অনপত্য ব্রাহ্মণের ধনে শ্রোত্রিয়ের অধিকার হইবে, অনপত্য অন্ত বর্ণের ধনে রাজা অধিকারী। জড় এবং ক্রীষদিগের তরণপোষণ করিবে। জড়ের পুত্রের অংশ শূদ্রাগভ্রাতা পুত্রের মত হইবে। উদক, যোগক্ষেম এবং কৃত্য ইহাতে বিভাগ নাই এবং দাসীর বিভাগ নাই। কোন অজ্ঞাত বিষয়ে বক্ষ্যমান লোভশূন্য যুক্তিমান অন্যান্য দশজন শিষ্ট দ্বারা মীমাংসা করাইবে চার বেদজ্ঞ চার জন (৪) ব্রহ্মচর্যাগাহী এবং বানপ্রস্থ এইতিন প্রকার আশ্রমীর মধ্যে এক একজন সচ্চরিত্র (৩) এবং পৃথক পৃথক ধর্মজ্ঞ তিনজন (৩) (৪+৩+৩=১০) এই দশ জনের নাম পরিষদ বলে। ঐরূপ পরিষদের অভাব হইলে বেদজ্ঞ শিষ্ট শ্রোত্রিয় বিবাদ বিষয়ে যেরূপ মীমাংসা করিবেন সেইরূপ করিবে, কারণ সেরূপ ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণীর অথবা হিংসা বা অমুগ্রাহের সম্ভব নাই। ধর্ম্ম-বিশেষে ধর্ম্মবিৎ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন; জ্ঞান অভিনিবেশ দ্বারাই ধর্ম্ম হয়।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

গৌতম-সংহিতা সমাপ্ত ।

শািতাতপ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

অকৃত প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকী মনুষ্যাগণের নরকভোগ অবসানে জন্মান্তরে সেই সেই পাপমূচক চিহ্নযুক্ত শরীর হয়। যত দ্বিবস প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, সেই পাপ-মুচিত চিহ্ন প্রতিজন্মে প্রকাশ পাইবে, প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর এবং পাপকারী যদ্যপি অনুতাপ করে, তাহা হইলে ঐ চিহ্ন সমস্ত পুনর্জন্মান্তরে প্রকাশ পায় না। মহাপাতক পাপের চিহ্ন সপ্তজন্ম পর্যন্ত প্রকাশ পায়, উপপাতক পাপের চিহ্ন পঞ্চজন্ম পর্যন্ত প্রকাশ পায় অনুপাতক পাপের চিহ্ন তিন জন্ম পর্যন্ত প্রকাশ পায়। মনুষ্যাগণের দুর্কর্মজাত রোগ সমস্ত প্রতীকার বিধান দ্বারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়। জপ, দেবপূজা, হোম এবং দান এই সকল কার্য দ্বারা ঐ সকল রোগের শাস্তি হয়। পূর্বজন্মের যে পাপ, নরকভোগান্ত ব্যাধি-রূপে পাপিগণকে পীড়িত করে, তাহার প্রতী-কারের উপায় জপ প্রভৃতি কার্য জানিবা। কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকুষ্ঠ, অশ্মরী, কাশ, অতিসার, ভগন্দর, জঠর, পণ্ডমালা, পক্ষাঘাত এবং অন্ধিরের বিনাশ ইত্যাদি রোগ সমস্ত মহাপাতক পাপের চিহ্ন সকল জানিবা। জলোদর, বক্ৰ, প্রাণামধ্যে শূল, ব্রণ, ক্ষুধাস, বহুদিন স্থায়ী অজীর্ণ, জ্বর, হৃদি, চিত্তভ্রান্তি, মধ্যে বোহপ্রাপ্তি, গলগ্রহ, রক্তাক্ষুণ এবং বিসর্প প্রভৃতি রোগ সমূহ উপপাতক পাপ হইতে জাত হয়। দণ্ডপাতনক, গায়ে চক্রাকার চিহ্ন বিচিত্র চিহ্ন, শারীরিক কম্প, বিচর্চিকা, বম্বীক এবং পুণ্ডরীক প্রভৃতি রোগ সমস্ত

মহাপাতক পাপ হইতে উৎপন্ন, অর্শ (বহু অঙ্গব্যাপি শিথিল গণ্ডকুষ্ঠ), প্রভৃতি রোগ অতি পাতক পাপ হইতে উৎপন্ন। অস্ত্র প্রকার বহুরোগ পাপস্বরূপ হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকল পাপের নিদান এবং প্রায়শ্চিত্ত ক্রমঃ উক্ত হইতেছে। সেই সকল মহাপাতকাদি পাপ বিষয়ে বিহিত গোদান প্রভৃতি কার্যসমূহ, সাধারণ নিয়ম যাহা, তাহা উক্ত হইতেছে। যে স্থলে গোদান বিহিত হইয়াছে, সেই স্থলে মৃশীলা দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। যে স্থলে বৃষ দান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে স্থলক্ষণযুক্ত শুক্ল বস্ত্র এবং কাঞ্চন দ্বারা ভূষিত করিয়া বৃষত দান করিবে, যে স্থলে ভূমি দান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে দ্বিজগণকে দশ নিব-র্জন পরিমিত ভূমি দান করিবে। দশ হস্ত-পরিমিত মণ্ডের ত্রিশ দণ্ড পরিমাণের নিবর্জন সংজ্ঞা হইয়াছে, (তিনশত হস্ত পরিমিত ভূমি নিবর্জন জানিবে) দশ নিবর্জন পরিমিত ভূমির গোচর্য সংজ্ঞা হইয়াছে, (তিন সহস্র পরিমিত ভূমি গোচর্য) গোচর্য পরিমিত ভূমি দান করিয়া স্বর্গে বাস করে। যে স্থলে শত নিক পরিমিত সুবর্ণ দান বিহিত হই-য়াছে, সে স্থলে শতনিকের অর্দ্ধ অর্থাৎ শকাংশ নিক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, অথবা শত নিকের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি নিক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, যে স্থলে অথ দান বিহিত হইয়াছে, সে স্থলে অচঞ্চল মধুর মূর্তি সুসজ্জ আভরণাদির সহিত অথ দান করিবে। যে স্থলে মহিষ দান উক্ত হইয়াছে,

সে স্থলে স্ববর্ণের অস্ত্রশস্ত্র সংযুক্ত করিয়া
মহিষী দান করিবে, মহানান স্থলে স্ববর্ণ
ফলকসংযুক্ত হস্তী দান করিবে। দেবতা
পূজা বিহিত হইলে লক্ষ্যসংখ্যক উত্তম পুষ্প
প্রদান করিবে, দ্বিজ ভোজন বিহিত হইলে,
সহস্রসংখ্যক দ্বিজগণকে মিষ্টান্ন প্রদান
করিবে। ত্র্যম্বক মহাদেব তাঁহার লক্ষ পুষ্প
দ্বারা পূজা করিয়া কুজ মস্ত্র জপ করিবে।
একাদশ কুজ জপ করিবে, তদনন্তর গুড়,
গুগ্গল এবং ঘৃত দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া
বরুণ দেবত মস্ত্র দ্বারা হোমের দশাংশ অভি-
ষেক করিবে। শান্তি কার্য বিহিত হইলে
প্রথম নবগ্রহ শান্তি করিয়া পশ্চাৎ প্রমথগণ
শান্তি করিবে। ধাতু দান বিহিত হইলে,
ধারী, অথবা ষষ্টি পরিমিত উত্তম ধাতু দান
করিবে, বস্ত্র দান উক্ত হইলে কপূর
সংযুক্ত পটবস্ত্র যুগল দান করিবে। দশ,
পঞ্চ, কিম্বা অষ্ট অথবা চারিটি উত্তম
ব্রাহ্মণকে নিকটে উপবেশন করাইয়া নিজ
কামনাহুসারে সকল কর্ণগান্তর বিষ্ণুপূজা করিয়া
সাধ্যাহুসারে দ্বিজগণকে দেখু দক্ষিণা প্রদান
করিবে। যথাসক্তি বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা
দ্বিজগণকে অলঙ্কৃত করিয়া রাজলঙারূপ
স্বকৃত দুর্কর্ষ সম্যকরূপে জ্ঞাত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত
ব্যবস্থা প্রার্থনা করিবে, ব্রাহ্মণগণের অহুজ্জাহু-
সারে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত নির্বাহ করিয়া
পুনর্বার সেই সকল পরিপূর্ণার্থ দ্বিজগণকে
বিধিবোধিতরূপে পূজা করিবে, ব্রাহ্মণগণ
(পূজা দ্বারা) সন্তুষ্ট হইয়া (প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত)
ব্রতকারী ব্যক্তিকে অহুজ্জা প্রদান করিবে,
অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ মোচন হইয়াছে,
ভূমি পূর্বের ভায় সকল কার্যে অধিকারী,
হইয়াছে, এইরূপ ব্রাহ্মণগণের অহুমতি পাই-
লেই পাণীগণের পাপমোচন হয়। জগৎকার্যে
যদ্যপি কিঞ্চিৎ দ্বিজ থাকে, অর্থাৎ অঙ্গহানি
হয় কিম্বা তপস্যাকরণে, দ্বিজ হয় অথবা যজ
কার্যে অঙ্গহানি হয়, সেকার্য সমস্ত ছিন্নব্রহ্ম
হয়, যদি ব্রাহ্মণগণ বলেন তোমার কার্য সম্পূর্ণ
হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যে কথা বলেন, তাহা
দেবগণও মান্য করেন, বিপ্রগণ সকল দেবতা-
স্বরূপ হইতেছেন, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের দাক্ষ্য

অভাব হয় না। উপবাস, ব্রত, দান, তীর্থ-
গমন জাতকল, এবং তপস্তা এ সকল ব্রাহ্মণ
দ্বারা সম্পাদিত হইলে, সে সকল কার্যের
ফল সম্পন্ন হয় জানিবে। (তোমার কার্য)
সম্পন্ন হইয়াছে, এই কথা যদ্যপি বিপ্রগণ
বলেন, তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া তাহা অব-
ধারণ করিলে পর, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ
হয়, বিপ্রগণ গমনাগমনলীল তীর্থ, সে তীর্থ
স্থানে জল নাই বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বরূপ সকল
অভিলাষ পূরণ করেন, সেই ব্রাহ্মণগণের
বাক্যরূপ উদকদ্বারা মলিনগণ অর্থাৎ পাণী-
গণ পবিত্র হয়, সেই ব্রাহ্মণগণের অহুমতি
প্রাপ্ত হইয়া এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া
ব্রাহ্মণগণকে সাধ্যাহুসারে ভোজন করাইয়া
পশ্চাৎ পুত্রপৌত্রাদির সহিত স্বয়ং ভোজন
করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ব্রহ্ম-হত্যাকারী পাণী, নরকভোগ
করিয়া জন্মান্তরে খেতকুষ্ঠরোগী হইয়া
জন্মায়, সেই প্রায়শ্চিত্ত শাস্তি নিমিত্ত প্রায়-
শ্চিত্ত করিবে। চারিটি কলসী করিবে, পঞ্চ
রত্ন ঐ কলসীমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, কলস
মুখে পঞ্চ পত্র প্রদান করিয়া গুরু বস্ত্র দ্বারা
আচ্ছাদিত করিবে। অংশালাদি সপ্তস্থানের
মুক্তিকা ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তীর্থ
জল দ্বারা পূরিত করিবে, পঞ্চকবার যুক্ত
করিয়া, নানা প্রকার ফল যুক্ত করিবে। সর্বো-
পরি সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা চতুর্দিকে
স্থাপন করিবে, মধ্যস্থিত কুস্তের উপরি রৌপ্য-
নির্মিত অষ্টদল পদ্ম নিক্ষেপ করিবে, মধ্যে
একটি কুস্ত স্থাপন করিবে। অর্দ্ধপল পরি-
মিত স্ববর্ণ দ্বারা চতুর্দশ ব্রহ্মার প্রতিমূর্তি
নির্মাণ করিয়া ঐ মধ্য কুস্তোপরি স্থাপন
করিয়া, ঐ বর্তমান উত্তম গন্ধ পুষ্প ধূপ
গীপাদি দ্বারা যথানিয়মে প্রতিদিন পুঙ্খ-
যুক্ত মস্ত্র দ্বারা ত্রিকালীন পূজা করিবে।
ঋগ্বেদী প্রভৃতি চারি জন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য
করিয়া, পূর্ণ প্রভৃতি দিক্স্থিত কুস্ত সমীপে

ঋতেন প্রভৃতি চতুর্দশ বরাহু হইয়া পাঠ করিবে। তদনন্তর, গ্রহ শান্তি করিয়া মধ্য কুন্তোপরি দ্বত সংযোগ করিয়া তিল এবং স্বর্ণ দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। বিজ শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ দিন ব্যাপিরা উক্ত কার্য্য নির্বাহ করিয়া উক্ত পীঠোপরি যজমানকে বসাইয়া যথানিয়মে অভিষেক করিবে। তদনন্তর গো, ভূমি, স্বর্ণ এবং তিল শত্য়নুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে, ঐ দেহমূর্ত্তি আচার্য্যকে সম্প্রদান করিবে। আদিত্য ইত্যাদি মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক বারবার পাঠ করিয়া সেই আচার্য্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এইরূপ নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর, খেত কুঠ রোগী 'বিভ্রত' হইবে। গোহত্যাকারী নরক ভোগ করিয়া কুঠ রোগী হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর) একটা ঘট স্থাপন করিয়া, ঐ ঘটের সকল অবয়ব রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত করতঃ তত্পর রক্তপুষ্প প্রদান করিয়া রক্তবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। ঐ ঘটে রক্তবর্ণ কুন্ত এইরূপ করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থাপন করিবে। তিলচূর্ণ দ্বারা পূরিত একখানি ঙ্গা পাত্র ঐ ঘটোপরি স্থাপিত করিয়া ঐ তাত্রপাত্রোপরি নিক পরিমিত স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত যমরাজ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিবে, আমার পাপ শান্ত হউক ইহা কামনা করত, পুরুষস্ক মন্ত্রদ্বারা যমরাজের পূজা করিবে, সেই কলস-সমীপে সামবেদবেত্তাব্রাহ্মণ সামবেদপারায়ণ করিবে। সর্বপ দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া পাবমানী স্ক দ্বারা হোম দশাংশ অভিষেক করিয়া যমরাজ প্রতিমূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে। যমো- হপি মহিষাকুট ইত্যাদি মন্ত্র একমাস উচ্চারণ করতঃ বিসর্জন করিবে। তদনন্তর যমপ্রতিমা এবং দক্ষিণা আচার্য্যকে প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণ- স্বামিক গোবধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইবে। পিতৃহত্যাকারী নরকভোগান্তে চেতনা-হীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। মাতৃহত্যাকারী নরক ভোগান্তে জন্ম হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, উক্ত পাপদ্বয় শান্তি নিমিত্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। (ব্রাহ্মণের) বিধানানুসারে ত্রিশং প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ব্রতধন্যানে একপণ

পরিমিত স্বর্ণবর্ম্ম নৌকা নির্মাণ করাইবে। তদনন্তর রৌপ্য-নির্মিত পূর্ব উক্ত রীত্যনুসারে স্থাপন করিয়া তত্পর তাত্রপাত্র পূর্ব্বত স্থাপন করিবে, নিকপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা ত্রীবংসলাঞ্জন দেব ত্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পট্ট- বস্ত্র দ্বারা ঐ মূর্ত্তি বেষ্টিত করতঃ উক্ত দেবেক পূজাবিধি-অনুসারে পূজা করিবে। তদনন্তর সেই নৌকা সকল সজ্জাদ্বারা সজ্জিত করিয়া বিজকে দান করিবে, বাহুদেব ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত এণাম করিয়া ত্রীকৃষ্ণ- প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। অত্র বিপ্র- গণকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে, ভগ্নিনী- হত্যাকারী নরক ভোগান্তে বধির হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভ্রাতৃবধ করিলে মুক (বাক্শক্তি- রহিত) হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভ্রাতৃহত্যা পাপের নিষ্কৃতি উক্ত হইতেছে। ভ্রাতৃঘাতী ভ্রাতৃ- হত্যাপাপ শান্তি নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রতান্তে স্বর্ণ কলসংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে পুস্তকদান করিবে সরস্বত ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডদেবীকে বিসর্জন করিবে। বালকহত্যাকারী মনুষ্য মৃত বৎস হয়, বাল- হত্যার পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া দিবে, যথানিয়মে ৬০রিবংশ শ্রবণানন্তর মহারুজ পূজা করিবে। মারুজ পদে ষড়ঙ্কের সহিত একাদশ রুজ এবং তন্মন্ত্রের দ্বারা দূর্দ- করণক অযুত হোম করিয়া একাদশ সংখ্যক নিকপরিমিত স্বর্ণপুঞ্জিকা দক্ষিণা প্রদান করিবে; কিন্তু একাদশ সংখ্যা বাহা কহিতে- ছেন, তাহা বিস্তারিত জানিবে। অশক্ত হইলে ন্যূন স্বর্ণ প্রদান করিবে। আর স্বজ ব্রাহ্মণে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিয়া বরুণ মন্ত্রদ্বারা ত্রী পুরুষকে দান করাইবে। তদনন্তর আচার্য্যকে যথাশক্তি বস্ত্র অলকারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। গোত্রক্ষয়কারি ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপচিহ্ন কুঠবিশেষ রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন। কৃজীব্যক্তির পাপক্ষয় তদধিক শত প্রোজাপত্য- ব্রতচরণ করতঃ ভূমি দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর যথাভারত শ্রবণ করত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। জঘাত্যরী যত্রীষকরী ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ-শ্রুতি মুত্রাদিসার

রোগ প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রথমতঃ ক্ষয়জ্ঞাতক অশ্বখ বৃক্ষ রোপণ করিবে। তদনন্তর শরীরে যেহু প্রদান এবং শত সুস্বাদু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তৎপাপ হইতে মুক্ত হইবে। জন্মান্তরীয় রাজবধকারী ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ চিহ্ন ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রথমতঃ গো, ভূমি, হিরণ্য, মিষ্টান্ন জ্বা, জল, বস্ত্র এবং যতধেয় ও তিলধেয় প্রদান করতঃ ক্ষয়রোগ হইতে মুক্ত হইবে। বৈশ্ববধ-জন্য পাপহুচিত জন্মান্তরে রক্তজীব রোপণ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত চতুর্দশ প্রজাপত্য ব্রত করণাপত্তর সপ্তখারী পরিমিত ধান্য উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। জন্মান্তরে শূদ্রঘাতক ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ চিহ্ন মণ্ডাপতানক রোগ বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রজাপত্য ব্রতানন্তর দক্ষিণার সহিত ধেয় প্রদান করিবে। কাক অর্থাৎ শিকারক ঘাতকের জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন সর্পদা কৃষ্ণভাবী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত শুক্লবর্ণ সুবস্ত্র প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে। পূজহনন-কর্তার জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন সর্পবিষয় কার্যে অক্ষম হয়, অর্থাৎ জড় হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে গণেশ প্রতিমা স্থাপন করিবে। অথবা লক সংখ্যক গণেশ মন্ত্র জপ, তদুপাংশ কুলখ শাক এবং শূটৈ দ্বারা হোম করিয়া গণেশমন্ত্র দ্বারা শান্তি করিবে। উল্লহননজন্য জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন বিকৃত দর প্রাপ্ত হয়। তৎপাপক্ষয়ার্থ এক পলপরিমিত কপূর প্রদান করিবে। অশ্বঘাতক ব্যক্তির জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন বক্র-তুণ্ড হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্তবরূপ এক শত পল পরিমিত চন্দনকাষ্ঠ দান করতঃ শুদ্ধ হইবে। অহিবী বধকারকের জন্মান্তরে তৎপাপ-হুচিত কৃষ্ণগুন্দ রোপণগ্রস্ত হয়। এবং গর্দভবধে জন্মান্তরে ধররোময় হয়, উভয় প্রায়শ্চিত্ত নিকটর পরিমিত স্বর্ণ নির্মিত প্রতিমা প্রদান করতঃ নিকৃতি হইবে। তরঙ্গ অর্থাৎ মৃগবিশেষ বধ-কারকের জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন কাকের ন্যায় হুষ্টি হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বর্ণময় ধেয় প্রদান করিবে। শূকর বধকারক ব্যক্তির জন্মান্তরে শব্দর হয়, তৎপাপ ক্ষয়ার্থ দক্ষিণার সহিত দ্ব্য

কুস্ত প্রদান করিবে। হরিণ হননকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে তৎপাপ-হুচিত খঞ্জ হয়। শৃগালবধে বিগতপদ হয়, উভয় পাপক্ষয়ার্থ একপল স্বর্ণের সহিত অশ্ব প্রদান করিবে। অশ্বহাগবধে জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন অধিকাদ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিচিত্র বসনাবৃত ছাগ প্রদান করিবে। উরস, অর্থাৎ মেঘ বধে জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন পাণ্ডুরোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত একপল পরিমিত মৃগনাভি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। জন্মান্তরে মার্জারবধজন্ত তৎপাপহুচিত পিঙ্গলোচন চিহ্ন হয়, তৎপাপ ক্ষয়ার্থ নিকপরিমিত স্বর্ণ সহিত পারাবত প্রদান করিবে। শশক বধকারকের জন্মান্তরে পাপ-চিহ্ন কুজকর্ণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্তবরূপ উপাধানের সহিত সতুলিকা শয্যা প্রদান করিবে। সর্পবধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে তৎপাপহুচিত অভিশর্পে নিদ্রাতুর হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত লৌহনির্মিত সর্প প্রদান করিবে। বৃক অর্থাৎ আততায়ী ভিন্ন কুজ ব্যাজ বধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে পাপচিহ্ন কুজ হয়, তৎপাপক্ষয়ার্থ কাঞ্চনের সহিত সপ্তখারী পরিমিত ধাতু প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় ময়ূরবধ জন্ত তৎপাপচিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলাকৃতি শরীর রোগগ্রস্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিকটর-পরিমিত স্বর্ণনির্মিত ময়ূর প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় হংসবধ জন্ত তৎপাপ-চিহ্ন জাতুমণ্ডল রোগগ্রস্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তিন পল পরিমিত রৌপ্যময় হংস প্রদান করিবেন। জন্মান্তরীয় কুকুটঘাতকের তৎপাপচিহ্ন বক্রনাস হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিকটর পরিমিত স্বর্ণময় কুকুট প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় পারাবতবধকারকের তৎপাপ-হুচিত পীতবর্ণ হস্তে চিহ্ন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিকপরিমিত স্বর্ণ পারাবত প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় শুকশারী বধকারক ব্যক্তি তৎপাপচিহ্ন খলিতবাক্য হয়; অর্থাৎ তোতলা হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত সংশাস্ত্র পুতক প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় কাকবধ-কারকের পাপচিহ্ন কর্ণহীন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃষ্ণবর্ণ গো প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় হিংসার নিকৃতি বেক্রপ কথিত

হইল তাহা ব্রাহ্মণের জানিবে। কত্রিয়দের অর্দ্ধাঙ্গ প্রমাণে প্রারম্ভিত করিবে। হীনবর্ণ হইলে প্রারম্ভিতের হীন হইবে; কিন্তু কত্রিয়ের মৃগয়াতে কিম্বা যুদ্ধে বধ করিলে দোষ হইবেক না। যদি ব্রাহ্মণের যজ্ঞান্তিরিক্ত যুদ্ধস্থলে গজাদি চতুর্দশ বধ করে; তথাপি উত্তরোত্তর সপ্ত সপ্ত বধে কল্পিত চিহ্ন হইবে। এবং ময়ুরাদি সপ্ত বধে উত্তরোত্তর চতুর্দশ বধে চিহ্ন হইবে।

বিত্তীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্বরাণারী শ্রাবদন্ত হয়, প্রোজাশতা করিয়া সেই পাপশাস্তি নিমিত্ত শর্করা দ্বারা সাতটি তুলা পুরুষদান করিবে। মহাক্রমন্ত অপ করিয়া তিল দ্বারা অপের দশাংশ হোম করিবে, এবং বরুণ দৈবত মন্ত দ্বারা হোম দশাংশ অভিষেক করিবে। মদ্যপানী রক্তপিত্ত রোগী হয়, রক্তপিত্তরোগী মহাব্য একঘট স্নাত দান করিবে, এবং অর্দ্ধঘট মধু হিরণ্যযুক্ত করিয়া দান করতঃ সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অভক্ষণীয় জব্য ভক্ষণ করিয়া কুমিলোদর হয়, সেই পাপপঙ্ক্তিনিমিত্ত ভীষ্মপক্ষকে উপবাস করিবে। রজস্বলা স্ত্রী কর্তৃক দৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কুমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র গোমূত্র এবং যাবক ভোজন করিয়া মুক্ত হইবে। অশ্লুট বস্ত্র সংপৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কুমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। পরের অন্নভোজনে বিব্রকারী অজীর্ণরোগী হয়, সেই পাপের প্রারম্ভিত যথাবিধি লক্ষ হোম করিবে। উত্তম জব্য সবে যে ব্যক্তি কুৎসিত অন্ন দান করে, তাহার ঋতরাশি মন্দ হয়, প্রোজপত্যদ্রব্য করিয়া একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বিব্রদাতা হৃদিরোগযুক্ত হয়, সেই পাপশাস্তি নিমিত্ত দশটি হৃৎযন্তী গাভী দান করিবে। পথরোধকর্তা চরণরোগযুক্ত হয়, সে রোগের প্রারম্ভিত নিমিত্ত চরণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অথ দান করিবে। ণল মহাব্য নরক ভোগ করিয়া খণ্ডকাশ রোগী হয়, সে ব্যক্তি

ঐ পাপক্ষয় নিমিত্ত সহস্র পলপরিমিত স্নাত প্রদান করিবে। ধূর্তব্যক্তি অপমায় রোগী হয়, সে ব্যক্তি সে পাপ ক্ষয় নিমিত্ত ব্রহ্ম কৃষ্ণ কবিরি পুর ধেনু প্রদান করিয়া একটি গাভী দক্ষিণ দিবে। পরের উপতাপ দান করিলে শূল রোগী হয়, সে পাপমোচন নিমিত্ত সে ব্যক্তি অন্ন দান করিবে, এবং রুদ্র অপ করিবে। বনে যে ব্যক্তি অগ্নিদান করে, সে ব্যক্তি রক্তান্তিসাররোগী হয়, সে ব্যক্তি সে পাপক্ষয় নিমিত্ত জলাশয়, অন্নদান এবং বটবৃক্ষ রোপণ করিবে। দেবমন্দিরে এবং জলে, যে ব্যক্তি বিষ্ঠা কিংবা মূত্রত্যাগ করে, সেব্যক্তি পাপের তুল্য ভয়ানক অশু কিংবা ভগ্নদ্বারা রোগযুক্ত হয়, একমাস দেবপূজা, দুইটি গোদান এবং একটি প্রোজপত্য ব্রতদ্বারা ঐ অপান দেশের রোগ শাস্তি হইবে। গর্ভপাত হইতে যকৃৎ, প্রীহা এবং জলোদর, এই তিনটি রোগ জন্মায়, সেই সকল শাস্তি নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ প্রারম্ভিত করিবে। বিধিবোধিত রূপে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা তাম্র; এই অস্ত্রতম জব্য তিন পলের সহিত জল ধেনু প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি প্রতিমা ভঙ্গ করে, সে প্রতিষ্ঠাশূন্য হয়, তাহার প্রোজ শিত্ত নিমিত্ত এক বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিদিন অশ্বখবৃক্ষে জলদেয় করিবে এবং নিজগৃহ্যকথিত বিধি-অনুসারে অশ্বখবৃক্ষের বিবাহ দিবে, তদনন্তর, ঐ বৃক্ষ সমীপে স্পৃঙ্খিত করিয়া গণেশ প্রতিমা স্থাপন করিবে। কটুভাবী ব্যক্তি ষণ্ডিত হয়, সে, বিজগণকে দুই পলপরিমিত রূপা এবং দুইযুক্ত দুইটি গাট প্রদান করিবে। পরনিন্দাকারী খল্লীত হয়, সে ব্যক্তি কাঞ্চনযুক্ত করিয়া ধেনুদান করিবে। যে ব্যক্তি পরকে উপহাস করে, সে ব্যক্তি কাঞ্চন হয়, তাহার প্রারম্ভিত মুক্তার সহিত গাভী দান করিবে। সভ্যস্থলে পক্ষপাতকারী ব্যক্তি পক্ষাঘাতরোগী হয়, সে ব্যক্তি নিষ্কত্র পরিমিত সুবর্ণ সত্যপঞ্চবর্তী ব্যক্তিকে দান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণের স্তবর্ণ যে ব্যক্তি চুরী করে, সে ব্যক্তি কুলঙ্গ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত চত্বারিংশ করিয়া একশত তোলক পরিমিত স্তবর্ণ দান করিবে। যে ব্যক্তি তাম্র চুরী করে, নরকভোগান্তে সে ওড়ুঘরী (গোদেব উপর ডুহর) হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একটি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একশত পল পরিমিত তাম্র দান করিবে। কাংস্ত হরণকর্তা পুণ্ডরীক রোগী হয়, দ্বিজপণকে অলঙ্কৃত করিয়া একশত পল কাংস্ত দান করিবে। পিত্তল হরণকর্তা পিত্ত-লাক্ষ হয়, (বিড়াল চক্ষু) তাহার প্রায়শ্চিত্ত একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একশত পল পিত্তল উত্তম দ্বিজকে অলঙ্কৃত করিয়া দান করিবে। মুক্তাহরণকর্তা পিত্তলবর্ণ কেশযুক্ত (কটাচুলো) হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথানিয়মে উপবাস করিয়া একশত মুক্তাফল দান করিবে। ত্রপু হরণকর্তা মনুষ্য চক্ষু-পীড়া যুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও এক দিবস উপবাস করিয়া একশত পল ত্রপু দান দান করিবে। নীসহরী মনুষ্য মস্তকের রোগযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি একদিন উপবাস করিয়া যথানিয়মে স্তবর্ণ দান করিবে। হস্ত হরণকর্তা মনুষ্য বহুমূত্র রোগী হয়, সে ব্যক্তি যথানিয়মে ব্রাহ্মণকে হস্ত ধেনু প্রদান করিবে। পুরুষ দধিচৌর্য দ্বারা মদবিষিষ্ট হয়, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তদ্বিনিমিত্ত দধি ধেনু দান করিবে। মধুচৌর্যকারী মনুষ্য চক্ষু-পীড়ায়ুক্ত হয়, সে ব্যক্তি উপবাস করিয়া দ্বিজাতিকে মধুধেনু দান করিবে। ইক্ষুগুড় কিংবা ইক্ষু চিনি, যে ব্যক্তি চুরী করে, সে শুষ্করোগী হয়, সেই পাপশাস্তি নিমিত্ত গুড় ধেনু প্রদান করিবে। লৌহ হরণকর্তা মনুষ্য কপূর বর্ণ অবয়বযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি এক দিবস উপবাস করিয়া একশত পল লৌহ প্রদান করিবে। তৈলহারী ব্যক্তি কণ্ডুরোগযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি উপবাস করিয়া বিপ্রকে দুই এলসী তৈল দান করিবে। তণ্ডুল হরণ হেতু মস্তকান হয়, দুই নিরুপরিমিত স্তবর্ণ দ্বারা নিম্নিত স্মিথীকুণ্ডলবস্ত্রের অভিনা

দান করিবে। সিদ্ধাস হরণ হেতু জিহ্বা-রোগ জন্মায়, সে ব্যক্তি লক্ষ গায়ত্রীজপ করিয়া তাহার দশাংশ তিলযুক্ত (সুত) দ্বারা হোম করিবে। কলহরণকারী মনুষ্য ক্ষত-যুক্ত অঙ্গুলীবিধিষ্ট হইবে, সে পাপ শাস্তি নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে অযুতসংখ্যক নানাবিধ ফল দান করিবে। তাম্বুল হরণ করিলে, গুষ্ঠ শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত দুইটি উৎকৃষ্ট বিক্রম (জাতিপলা) প্রদান করিবে। শাকহরণকারী মনুষ্য নীললোচন হয়, (বিড়াল চক্ষু) হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত, উৎকৃষ্ট নীলমণিবস্ত্র প্রদান করিবে। কন্দ এবং মূল দ্রব্য হরণ হেতু ব্রহ্মপাণি হয়, সে ব্যক্তি তাহার প্রায়শ্চিত্ত শক্তি অনুসারে দেবমন্দির কিংবা উদ্যান নির্মাণ করিবে। স্তম্ভ দ্রব্য হরণ করিলে জর্জরাক্ষ হয়, সে পাপ শাস্তি নিমিত্ত অগ্নিতে লক্ষ পদ্ম দ্বারা হোম করিবে। কাষ্ঠহরণকর্তা মনুষ্য বর্ষযুক্ত করতলবিধিষ্ট হয়, তাহার গুচ্ছি নিমিত্ত দুই পল পরিমিত কুশস্ত পুষ্প বিধান ব্যক্তিকে দান করিবে। বিদ্যা এবং পুস্তক হরণ করিলে, মুক, (বাকশক্তিহীন) হয়, সে ব্যক্তি, ন্যায় এবং ইতিহাস পুস্তক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বস্ত্রহরণকারী মনুষ্য কুষ্ঠরোগী হয়, নিরুপরিমিত স্তবর্ণ-নির্মিত প্রজাপতিমূর্তি এবং বস্ত্রযুগল দ্বিজকে দান করিবে। তম্বুলোমহারী মনুষ্য অত্যন্ত লোমযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি নিরুপরিমিত স্তবর্ণ অগ্নির মূর্তি কবলের সহিত দ্বিজকে প্রদান করিবে। পটহরণ হরণ হেতু মনুষ্য লোম শূন্য হয়, সে পাপশাস্তি নিমিত্ত দ্বিজকে ধেনু দান করিবে। ঔষধ অপহরণ করিলে, স্বর্ঘ্যাবর্ত রোগী হয়, এক মাস ব্যাপিরা স্বর্ঘ্যার্থ্য দান করিবে, এবং কাঞ্চন দান করিবে। রক্ত-বস্ত্র, কিম্বা প্রবালাদি যে ব্যক্তি হরণ করে, সে, রক্তবাত রোগী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত মদিরাগযুক্ত করিয়া সবস্ত্র মহিষী দান করিবে, ব্রাহ্মণের রক্তহারী মনুষ্য নিঃসন্তান হয়, সে ব্যক্তি গুচ্ছি নিমিত্ত মহারক্ত জপাদি করিবে। স্তবৎস কর্তব্য সকল নিয়ম করিয়া যথাবিধি পলাশ সমিধ দ্বারা দশাংশ হোম করিবে।

যেব্যবস্থা গ্রহণ করিলে নানাপ্রকার জরোৎপন্ন হয়, (জর কি কি প্রকার তাহা বলিতেছেন) জর, মহাজর, রৌদ্রজর এবং বিষ্ণুজর, (এই চারি প্রকার জর জানিবে) জর হইলে, কর্ণে কণ্ঠমস্ত্র জপ করিবে, মহাজর হইলে, মহার্কমস্ত্র জপ করিবে, রৌদ্রজর হইলে অতিরৌদ্র জপ করিবে, বিষ্ণুজর হইলে, মহার্কমস্ত্র এবং অতি রৌদ্রমস্ত্র জপ করিবে। নানাবিধ জব্য গ্রহণ করিলে গ্রন্থী রোগী হয়, সে ব্যক্তি অন্ন, জল এবং বস্ত্র যথাশক্তি সুবর্ণ দান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

• পঞ্চম অধ্যায় ।

মাতৃগমনকারী ব্যক্তি লিঙ্গহীন হয়, চাণ্ডালস্রোগমন করিলে কোষহীন হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত উত্তরদিকে কৃষ্ণবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত একটি ঘট স্থাপন করিবে, তদুপরি কাংশ্র পাত্র রাখিয়া, তাহাতে ছয়নিক দ্বারা নির্মিত নরবাহন কৃষ্ণবর্ণের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিয়া বিশ্বরূপী ধনদাতা কুবেরদেবকে পুরুষহস্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে, অথর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা অথর্ব বেদ পাঠ করাইবে। বিংশতি নিক সুবর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি সুবর্ণ পুতলিকা প্রস্তুত করিয়া “আমি নিপাপ হইয়াছি।” এই কথা কলিয়া ব্রাহ্মণকে পূজা করণানন্তর প্রদান করিবে। তদনন্তর, নিধী-নামধিপো দেব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক হীন কোষ ব্যক্তি এবং লিঙ্গহীন ব্যক্তি পাপ-ক্ষয় নিমিত্ত ঐ কুবের-প্রতিমা আচার্য্যকে প্রদান করিবে। বিমাতৃগমনকারী মনুষ্য বৃক্কঙ্ক-রোগী হয়। সে ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্রোক্ত কার্য্য দ্বারা সে পাপের নিষ্কৃতি করিবে। শুভদিনে পশ্চিম দিক্‌ভাগে নীল বর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং নীলবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত একটি ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্র পাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয় নিক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্মিত বাদ্যশক্তি বরুণ স্থাপিত করিবে, তদনন্তর পুরুষহস্ত মন্ত্র দ্বারা বিশ্ব-

রূপী বরুণদেবকে পূজা করিয়া সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দ্বারা সামবেদ পাঠ করাইবে। বিংশতি নির্মিত সুবর্ণ দ্বারা পুতলিকা প্রস্তুত করিয়া “আমি নিপাপ হইয়াছি,” এই কথা ব্যক্ত করত ব্রাহ্মণকে পূজা করত প্রদান করিবে। “বাদ্যসামধিদেব” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত আচার্য্যকে অলঙ্কৃত করিয়া মৃতকঙ্ক রোগ শান্তিনিমিত্ত নিম্নমাসুসারে ঐ প্রতিমা প্রদান করিবে। দ্বীর কঙ্কা গমন করিলে বৃক্কঙ্ক রোগ হয়। তদুপরি গমন করিলে পীত কৃষ্ণ রোগ হয়। তাহার প্রতিকার নিমিত্ত পূর্বদিক্‌ভাগে পীতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং পীতবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত একটি ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি স্বর্ণপাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয় নিক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্মিত দেবরাজ প্রতিমা স্থাপন করিয়া বিশ্বরূপী ইন্দ্রদেবকে পুরুষহস্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। বজ্র, সাম এবং ঋগ্বেদ পাঠ করিবে, দশদংশক সুবর্ণ দ্বারা নির্মিত সুবর্ণ পুতলিকা প্রস্তুত করিয়া আমি পাপশূন্য হইয়াছি এই বাক্য প্রয়োগ করত পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। “দেবনামধিপো দেব” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত সে পাপ শান্তি নিমিত্ত আচার্য্যকে যথানিয়ম সহস্রাংক দেবরাজ প্রতিমা দান করিবে। তদুপরি গমন করিলে গলংকৃষ্ণ রোগ জন্মে, দ্বীর পুত্রবধু গমন করিলে, কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণরোগ হয়, উক্ত পাপকারী ব্যক্তির পূর্বে উক্ত ব্রতের অর্দ্ধ ব্রত করিবে, যে সকল প্রায়-শ্চিত্ত উক্ত হইল, যুতাক্ত তিল দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। অগম্য জ্যৈ গমন করিলে ক্রব মণ্ডল (কৃষ্ণবিশেষ) রোগজন্মে। ষষ্টি তিল প্রমাণ কাপাস ভায়ুত্কা কাংশ্রস্তনী এবং সবৎসা (গৌহমরী) ধেনু (সুভতা বৈষ্ণবী) মাতা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত বিধিবোধিত রূপে বিপ্রকে দান করিবে; এই প্রায়-শ্চিত্ত দ্বারা উক্ত পাপের শান্তি হইবে। তদুপরি নিম্নমন্ত্র জপ করিলে পাখুরী রোগ হয়, সেই পাপ শান্তি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বিধান বিপ্রকে বিধিবোধিতরূপে মধুধেনু প্রদান করিবে, অথবা একশত জোণ পরিমিত তিল সুবর্ণের সহিত দান করিবে,

অথবা পিতার ভগিনী গমন করিলে, দক্ষিণ-
কক্ষে ত্রণ হয়, বধাশক্তি ছাগী দান
করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মাদুলানী গমন
করিলে পৃষ্ঠদেশে কুজ রোগ হয়, কুফসার
মূষের চর্ম দান করিলে উক্ত পাপের প্রায়
শ্চিত্ত হইবে, মোতুষ্ম গমন করিলে বাম
অঙ্গে ত্রণ হয়, সম্যকরূপে দান দ্বারা তাহার
প্রায়শ্চিত্ত হইবে। মৃত পত্নীতে উপগত
হইলে মৃত পত্নী হয়, সে পাপতুচ্ছ নিমিত্ত
একটি ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া দিবে। জ্ঞাতির
স্ত্রী গমন করিলে, ভগল্লর রোগ হয়, সে পাপের
প্রায়শ্চিত্ত মহিষী দান দ্বারা হইবে। তপস্বিনী
গমন করিয়া মনুষ্য প্রেমের রোগী হয়, তাহার
প্রায়শ্চিত্ত একমাস ব্যাপিয়া রুজ জপ করিয়া
বধাশক্তি কাক দান দ্বারা হইবে, নিজ দীক্ষিত
স্ত্রী গমন করিলে চক্ষুর রক্ত হুঁট হয়, সে পাপ-
কর নিমিত্ত দুইটি প্রাজাপত্য করিবে। নিজ
জ্ঞাতির পত্নী সঙ্গ করিলে হৃদয় স্থলে ত্রণ হয়,
সে পাপ শুদ্ধি নিমিত্ত দুইটি প্রাজাপত্য করিবে।
শতযোনিতে গমন করিলে মূত্রবাত রোগ হয়,
আয়ত্ত্ব নিমিত্ত তিলপূর্ণ পাত্র দুই খানি
দান করিবে। অশ্ব যোনি গমন করিলে গুদন্ত
রোগ হয়, একমাস ধ্যাপিয়া মহাদেবের সহস্র
সংখ্য পদ্মদ্বারা দান করাইবে। এই সকল পাপ
করিলে নরক ভোগ করিয়া জন্মান্তরে এ সকল
রোগ হয়, পুরুষগণের যে জাতি জীপমনে রোগ
হয় সেইরূপ স্ত্রীলোকে সে জাতি পুরুষ গমনে
সে সকল রোগ হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

অথ, শূকর, শূক, পর্বত, বৃক প্রভৃতি,
শকট, উচ্চহান, অগ্নি, কাষ্ঠ, শত্রু, প্রস্তর,
বিষ এবং উষ্মন দ্বারা মরিয়াছে। ব্যাঘ্র,
সর্প, হস্তী, রাজদণ্ড, চোর, শক্ এবং ক্ষুদ্র
ব্যাঘ্র কর্তৃক আহত হইয়া বাহারা মরিয়াছে,
কাষ্ঠ এবং শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বাহারা
মরিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত এবং দাহাদি-সংস্কার
যুক্তি যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছে, বিদ্যা

টিকা রোগের, অন্নগ্রাস (গলদেশ বদ্ধ
হওয়াতে) দাবানল এবং অতিসার রোগ দ্বারা
বাহারা মরিয়াছে, সাকিনী প্রভৃতি উৎপাত
পীড়িত হইয়া বাহারা মরিয়াছে এবং বিদ্যাৎ-
সংযোগে বাহারা মরিয়াছে, অশ্লীল হইয়া
কিংবা অপবিত্র হইয়া পাতিত্যানক পাপ-
যুক্ত হইয়া অথবা সন্তানশূন্য হইয়া যে সকল
ব্যক্তি মরিয়াছে, উক্ত পঞ্চত্রিংশৎ প্রকারে
অবস্থায় যে সকল ব্যক্তি মরে, তাহারা সদগতি
প্রাপ্ত হয় না। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ
এতিন পুরুষ পিণ্ডভাগী অর্থাৎ এ তিন পুরু-
ষের কেবল পিণ্ডদান দ্বারা তৃপ্তি হয়। বৃদ্ধ
প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং
অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এ তিন পুরুষ শ্রাদ্ধে
পিণ্ডের লেপমাত্র দ্বারা তৃপ্তি হয়, তদন্তর
তিন পুরুষ নান্দীমুখ, তদন্তর তিন পুরুষ অশ্র-
মুখ। উক্ত দ্বাদশ পুরুষ তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ
দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইলে, সন্তান প্রদান
করেন। যদি গতিহীন হ'ন সন্তানগণের বংশ
নাশ করেন। ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক দশপ্রকার
অপঘাত মৃত্যু প্রাপ্ত পিতৃপণ গর্ভ নষ্ট করেন,
অজ্ঞাদি দ্বারা অপঘাত মৃত্যু প্রাপ্ত দ্বাদশজন
(গর্ভস্থ) বালক নষ্ট করেন। বিবাদি দ্বারা
মৃত্যুপ্রাপ্ত দশ কিংবা দ্বাদশ পুরুষে এক বংশ-
সরের বালককে নষ্ট করেন। অনপত্য পিতৃ-
লোক অপত্য নাশ করেন। কুমারী গমনে
যে ব্যক্তি করে, সে বীষ কর্তৃক হত হয়, যে ব্যক্তি
কাহাকে বিষদান করে, সে সর্পাঘাতে হত হয়।
রাজপুত্র হত্যাকারী ব্যক্তি রাজদণ্ডে মরে, পুত্র
হিংসাকারী চোরকর্তৃক হত হয়, বন্ধুবিচ্ছেদ-
কারী শত্রু কর্তৃক হত হয়, বকের তুল্য চক্রি-
শালী ব্যক্তি বক কর্তৃক হত হয়। গুরু-
হত্যাকারী শব্দাতে মরে, মাংসখ্য-যুক্ত ব্যক্তি
শৌচবর্জিত হইয়া মরে, অপরের অপকার-
কারী ব্যক্তি দাহাদি সংস্কারহীন হইয়া মরে,
গচ্ছিত্র জব্য অগ্নহরণকারী কুকুর-দংশনে
মরে। পাশদ্বারা বনমধ্যে বধ করিয়া
শূকর কর্তৃক হত হয়, কুমিষণ করিয়া বস্ত্র
করিলে অর্থাৎ গুটিকার কাপড় করিলে
কুমি অর্থাৎ কুমাদি কর্তৃক হত হয়,
মহাদেবের জোহকারী ব্যক্তি শূলীকর্তৃক

স্বাধীন হয়, খল মনুষ্য শব্দই দ্বারা নিহত হয়, পৃথিবী হরণকারী উচ্চ স্বাস হইতে পড়িয়া মরে, যজ্ঞসংসকারী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া মরে। দক্ষিণ অপহরণকারী মনুষ্য দাবানল দ্বারা দগ্ধ হয়, বেদ নিন্দাকারী মনুষ্য শত্রুদ্বারা নিহত হয়, বিন্দুনিন্দাকারী মনুষ্য প্রস্তর আঘাতে নিহত হয়, কুবুদ্ধিদাতা বিষপানে নিহত হয়। হিংস্রব্যক্তিগণ রজ্জু প্রদান দ্বারা নিহত হয়, সেতুভঙ্গকারী মনুষ্য জলমগ্ন হইয়া মরে, লৌহ হরণকারী অভিসার রোগ হইয়া মরে। অভিমানের সহিত কাণ্ডকারী মনুষ্য সাকিনী প্রভৃতি উৎপাতগ্রস্ত হইয়া মরে, অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়নশীল মনুষ্য বিহ্বাৎ-সংযোগে মরে। শত্রু হরণ কর্তা মনুষ্য অস্পৃশ্য বস্ত্র যুক্ত হইয়া মরে, মদ্য বিক্রয় কর্তা পাতিভা-যুক্ত হইয়া মরে, গতিহীন দ্বিজগণে বজ্র হরণ কর্তা সন্তান রহিত হইয়া মরে। সে সকল ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ক্রমশঃ কথিত হইতেছে, নিকপরিমিত চতুর্দশ্য হস্তে মণ্ডারী, মহিব-পৃষ্ঠস্থিত আসনোপরি উপবিষ্ট প্রেততুল্য শরীরী একটি পুরুষ প্রস্তুত করিবে এবং পিষ্ট (পিটুলী) এবং কৃষ্ণতিলদ্বারা এক প্রস্থপ্রমাণে একটি পিণ্ড নির্মাণ করিবে, মধু, ঘৃত এবং শর্করা সংযুক্ত করিয়া সুবর্ণের কুণ্ডলের সহিত মূলদেশে কৃষ্ণবর্ণ নহে একটি এতাদৃশ কুণ্ড, কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত করতঃ সর্বোপরি যুক্ত করিয়া (স্থাপন করিয়া) তদুপরি ধান্য এবং কল-সংযুক্ত একখানি পাত্র নিক্ষেপ করিবে; সে পাত্রোপরি সপ্ত প্রকার ধান্য এবং ফল অর্পণ করিবে, সে কুণ্ডোপরি প্রেতরূপীদেবমূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিবে। পুরুষহস্ত মন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন দুই তর্পণ করিবে, সে কলস সমীপে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বড়ল মন্ত্রের সহিত কজ্জ অর্পণ করিবে। বমহস্তদ্বারা বম পূজাদি করিবে এবং আত্ম ভক্তি নিমিত্ত গায়ত্রী অর্পণ করিবে। গৃহশান্তি-অগ্নে করিয়া তিলদ্বারা দশাংশ ছোঁষ করিবে। তদনন্তর (পূর্ব নির্মিত) পিণ্ড তিল এবং জলের সহিত “দদামি তৈন্দ্র” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ পিতৃভীর্থে দ্বারা অজ্ঞাত নাই গোত্র যে, বমহস্ত তাহাকে প্রদান করিবে। জলপূর্ণ (সংযুক্ত) ৭ ২৬ ২৬ স্রোতের পর মন্ত্র দেখ।

কৃষ্ণবর্ণ দ্বারাশক্তি কুণ্ড তিলযুক্ত পাত্রের সহিত প্রেত উদ্দেশ্য করিয়া বিষ্ণুকে দান করিবে। তদনন্তর, সে কুণ্ডস্থ জল দ্বারা আচার্য্য জী এবং পুরুষক শুচিব্রাহ্মণের ইত্যাদি বরুণ দৈবত মন্ত্র দ্বারা অভিষেক করাইবে। বজ্রমান অভি-যেকানন্তর আচার্য্যকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর, শ্রাদ্ধনিয়মামুসারে নারায়ণ বলি প্রদান করিবে, অগতি প্রাপ্ত হইয়া মৃত ব্যক্তি-গণের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল। ব্যাঘ্রাদি-কর্তৃক নিহত ব্যক্তিগণের বিশেষ বিশেষরূপে প্রায়শ্চিত্ত বিধি উক্ত হইতেছে,—ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্ধার কামনায় অপর কোন ব্যক্তির বিবাহ দিয়া দিবে। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির উদ্ধার কামনায় নাগবলি দিবে, স্কল বিষয়েই কাকন দক্ষিণা দিবে। হস্তীকর্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চারি নিকপরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। রাজদণ্ডে নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সুবর্ণ নির্মিত পুরুষাকৃতি প্রদান করিবে, চৌর কর্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে খেহু প্রদান করিবে, বৈরী কর্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বুধ দান করিবে। কুজ ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যথা শক্তি সুবর্ণ দান করিবে, শয্যাস্থ হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিকপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নিশ্চিতি বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত তুলসীপত্র সংযুক্ত একখানি শয্যা প্রদান করিবে। শৌচহীন অবস্থায় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিকপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্মিত ঐকৃষ্ণের প্রতিমা প্রদান করিবে। সংস্কারহীন হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অবি-বাহিত কুমারের বিবাহ দিবে, কুকুর কর্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিজশক্তি-অনুসারে কিছু ধন মৃত্তিকাতলে নিহিত করিবে। শূকর-কর্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দক্ষিণা সহিত মহিব দান করিবে। কুমিকর্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে গোমুদ্রা দান করিবে। শৃঙ্গবিশিষ্ট নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বজ্র-সংযুক্ত বৃষভ দান করিবে। শকটদ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সজ্জাসহিত ঘোটক দান করিবে। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ধান্যপর্কত প্রদান করিবে। অগ্নি দ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে

দ্বীপ শক্তির অধিক পাত্ৰকা যুগল দান করিবে, দাবাগি দ্বারা বৃদ্ধ ব্যক্তির উদ্দেশে গৃহে সত্তা করিবে। শস্ত্রদ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে দক্ষিণার সহিত মহিষী প্রদান করিবে। প্রস্তরাঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বৎসের সহিত দুধবতী গাভী প্রদান করিবে। বিষ-পাশে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ঋগ্যোজপতির যোণ্য ভূমি দান করিবে। উষ্মন দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত দুধবতী গাভী দান করিবে, জলমগ্ন হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ত্রিবিধ-পরিমিত স্তূৰ্ণ দ্বারা নির্মিত বক্র-প্রতিমা দান করিবে। বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত স্তূৰ্ণ দক্ষিণায়ুক্ত স্তূৰ্ণবৃক্ষ দান করিবে, অতিসাররোগগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সংবত হইয়া লক্ষ সংখ্যক সাবিত্রী জপ করিবে। সাকিনী উৎ-পাতগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির যথাবিধি কুজ জপ করিবে; বিষ্যপতন দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়-শ্চিত্ত বিদ্যাদান করিবে। অম্পুষ্টসংযুক্ত হইয়া মৃতব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বেদ পারায়ণ করিবে, বাস্তব্রব্য—(বনিকৃত ব্রব্য) সংযুক্ত

হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সংখ্যার পুস্তক দান করিবে। পতিতায়ুক্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত শোণটি প্রায়শ্চিত্ত করিবে, সন্তান রহিত মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত নব্বইটি কঙ্ক ব্রত করিবে। অঙ্গ কর্তৃক নিহত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত নিকটতরপরিমিত স্তূৰ্ণ দান করিবে, বানরকর্তৃক নিহত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত স্তূৰ্ণ-নির্মিত বানরমূর্তি দান করিবে, বিহুচিকা-রোগে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, গলদেশে অরগাদ বদ্ধ হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত তিন ধেনু দান করিবে, কেশরোগগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত আটটি কঙ্ক ব্রত করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দাহাদি করিবে। তদনন্তর, পিতৃগণ প্রভৃতি বিমুক্ত হইয়া পুত্রাদি কর্তৃক প্রাচ এবং তর্পণ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে পর, পুত্র, পৌত্র, আয়ু, আরোগ্য এবং সম্পত্তি দান করেন। বিনয়পূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন যে, শরভঙ্গ নামক শিষ্য তাঁহার নিকট শাতাভ্যাস ঋষি কর্তৃক কথিত কর্ণের কল সমাপ্ত হইল।

বসিষ্ঠ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়

এখন পুরুষগণের মুক্তির জন্য ধর্ম জিজ্ঞাসা হইতেছে। ধর্ম জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে ধার্মিক বলিয়া অভিযুক্ত প্রাপ্যসম্মান হয়। বেদবিধি-বিহিত কার্য্যই ধর্ম, বেদবিধি না পাওয়া যাইলে শিষ্টাচারকেই ধর্ম বলিয়া প্রমাণ করিবে। হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং বিজয় পর্ব্বতের উত্তর ভাগে যে সকল ধর্ম ও যে সকল আচার প্রচলিত, তৎসমস্তকেই ধর্ম বলিয়া স্থির করিবে। অস্ত্র আচারাদিকে ধর্ম বলিয়া মনে করিবে না, কেননা, তাহা অভিশপ্ত গর্হিত ধর্ম। উক্ত স্থানের নাম আৰ্য্যাবর্ত ইহা কথিত আছে। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানকে কেহ কেহ আৰ্য্যাবর্ত বলিয়া থাকেন। কুলতঃ যেখানে যেখানে স্বভাবতঃ কুলসার যুগ বিচরণ করে, তৎ-তৎ সমস্ত দেশেই ব্রহ্মভেজ বর্তমান। এ বিষয়ে ভারব পণ্ডিতগণও যুল প্রাচীন গাথা কীর্তন করেন। “পশ্চিমসমুদ্র ও সূর্য্যের উদয়াচলের মধ্যে যে যে স্থানে কুলসার যুগ বিচরণ করে, তৎসমস্ত দেশেই ব্রহ্মভেজ অব্যাহত। ত্রৈবিদ্য ব্রহ্মধর্মবেত্তা জনগণ তত্ত্ব ও শোধন বিষয়ে যে ধর্ম উপদেশ দিবেন তাহাই প্রকৃত ধর্ম এবিষয় সংশয় নাই।” বেদে স্পষ্ট না থাকার মত জাতিধর্ম, দেশধর্ম ও কুলধর্ম সকল কীর্তন করিয়াছেন। সূর্য্যভ্যাসিত, সূর্য্যভিনিযুক্ত, কুনবী, শ্রীবদন্ত, পরিবিত্ত, পরিবেত্তা, অগ্রেদিধিযু দিধিযুপতি, বীজঘাতী এবং ব্রহ্মঘাতী ইহার সকলে পাপিষ্ঠ। নিম্ন লিখিত পঞ্চপ্রকার পাপ মহাপাতক বলিয়া

কীর্তিত। যথা—বিমাতৃগমন, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, অশীতিরতির অন্যান্য ব্রাহ্মণ-ঘণ চৌর্য্য এবং এই সকল পতিত ব্যক্তিগণের সহিত ব্রাহ্ম অর্থাৎ অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা যজ্ঞন, যাজ্ঞন এবং যৌন সম্বন্ধ। এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন, পতিত ব্যক্তির সহিত যাজ্ঞন, অধ্যাপন, বিবাহাদি যৌন সম্বন্ধ, অন্ন তৈলাজ্ঞন, পানীয় পান এবং একাসনে অবস্থানাদি করিলে এক বৎসরে পতিত হয়। আরও বলেন “বিদ্যা বিনষ্ট হইলেও পুনরায় তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু জাতিবিনাশ হইলে সর্ব্বনাশ। বংশমর্যাদা-বলে-অশ্বও সম্মাননীয় হয়; অতএব সৎসঙ্গীয় রমণীকে বিবাহ করিবে।” তিন বর্ণই ব্রাহ্মণের বশে থাকিবে; ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের যে ধর্ম-উপদেশ দিবেন, রাজা তাহা প্রচলিত করিবেন। রাজা ধর্মতঃ রাজ্যশাসন করিলে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অস্ত্র প্রজা সকলের নিকট ধনের বর্ষ-বর্ষ অংশ কর গ্রহণ করিবেদ। রাজা ব্রাহ্মণের ইষ্টাপ্তৃত্ব [ধর্মকাব্যের বর্ষাংশের একাংশকল লাভ করিবেন।] প্রসিদ্ধি আছে, ব্রাহ্মণই বেদের আদিপ্রকাশক, ব্রাহ্মণই সকলকে আপৎ হইতে উদ্ধার করেন, অতএব ব্রাহ্মণ অনাদি ও কর গ্রহণের অযোগ্য; চক্র, ব্রাহ্মণের রাজা। ইহাই ইহ-পরলোকের মাদ্রদিক বলিয়া বিস্তৃত।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণ ।
 তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন
 বর্ণ দ্বিজাতি । ইহাদিগের প্রথম জন্ম মাতৃ-
 গর্ভে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নে । এই দ্বিতীয়
 জন্মে সাবিত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা
 বলিয়া অভিহিত । বেদশিক্ষা প্রদান করেন
 বলিয়া আচার্য্যকেই পিতা বলা যায় ।
 ইহাতেও হারীত পণ্ডিতেরা বলেন ;—“ইহ-
 লোকে ব্রাহ্মণপুত্রের নাতির উচ্ছৃঙ্খিত ও
 নাতির অধঃস্থিত,—এই দুই প্রকার বীৰ্য্য ।
 তন্মধ্যে উচ্ছৃঙ্খিত বীৰ্য্য দ্বারা অনোরস সন্তান
 উৎপন্ন হয় ; এই সন্তানোগণতিকে উপনীত
 করা বা সাধু করা বলে । আর যাহা নাতির
 অধস্তন বীৰ্য্য, তদ্বারা ওরস সন্তান উৎপন্ন হয় ;
 সন্তানের জননী ইহার উৎপাদন ক্ষেত্র ।
 অতএব বেদাধ্যাপক শ্রোত্রিয়কে “ভূমি অপূজ্য
 এই কথা বলিবে না” । অনন্তর কথিত আছে
 “যতদিন উপনয়ন না হয় ততদিন দ্বিজ-
 কুমারেরও কোন দ্বিজোচিত কার্য্য নাই ।
 যতদিন দ্বিতীয় বেদগ্রন্থ না হয় ততদিন
 ইহার শূদ্রবৎ ব্যবহার জানিবে । কেবল
 পিতৃকার্য্যে বেদোচ্চারণ করিতে পারিবে ।”
 বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে
 রক্ষা কর, আমি তোমার গুপ্তধন । অহ্মা-
 সম্পন্ন কুটিল এবং ব্রতহীন ব্যক্তির নিকট
 আমাকে ব্যক্ত করিও না, তাহা হইলেই আমি
 বীৰ্য্যবতী থাকিব । যেব্যক্তি বহুপরিশ্রমে সকল
 কার্য্য দ্বারা আবরণ করে ও নিরতিশয় সুখ-
 সম্পাদন করে, তাহাকে—সেই গুরুকে পিতা
 ও মাতা বলিয়া মানিবে । “আম্রিত কাহারও
 নিকট উপকৃত নাই” বলিয়া তাঁহার দ্রোহ
 করিবে না । (এই শ্লোক বিষ্ণুসংহিতাতে
 অল্প প্রকারে পঠিত হইয়াছে) যে সকল ব্রাহ্মণ
 অধ্যাপিত হইয়া বাক্য, মন বা কর্ম্মদ্বারা
 গুরুর প্রতি অসম্মানপ্রদর্শন করে, তাহার
 যেমন গুরুর উপকারে আইসে না ; সেইরূপ
 শাস্ত্রজ্ঞানও তাহাদিগকে স্পর্শ করে না ।
 যাহাকে আপনি শুচি, অগ্রমাদী, মেধাবী ও
 ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত বলিয়া কল্পিবেন এবং যে ব্যক্তি,

“আমি কাহারও নিকট উপদেশ পাই নাই”
 বলিয়া গুরুদ্রোহ না করিবে, হে ব্রহ্মন ! সেই
 নিধিরক্ষকের নিকটে আমাকে ব্যক্ত করিবেন ।”
 অগ্নি যেরূপ একোষ্ঠী দাহ করে, তজ্জপ এক
 বৎসর বেদাশ্রয়ীজন স্ত্যাপ করিলে, তাহাও
 ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট করে ; সেই ব্যক্তিকে পুনরায়
 বেদশিক্ষা দিবে না । যে অবিচ্ছেদ্য বেদচর্চা
 করে, তাহার শক্তি-অনুসারে তাহাকে বেদ
 শিক্ষা দিবে ।

ব্রাহ্মণের ছয়টি কার্য্য—যথা অধ্যয়ন,
 অধ্যাপন, যজ্ঞ, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ ।
 কত্রিয়ের তিনটি কার্য্য—অধ্যয়ন, যাজন এবং
 দান । শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালনও তাহার
 স্বধর্ম্ম ; তদ্বারাই জীবিকানির্ভর করিবে ।
 বৈশ্যজাতিরও অধ্যয়নাদি পূর্ব্বোক্ত তিন
 কার্য্য তৎবাদে কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ গ্রহণ এবং
 পশুপালন—বৈশ্যজাতির বৃত্তি । এই বর্ণত্রয়ের
 পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির কার্য্য । এই সমস্ত
 শূদ্রজাতির বৃত্তির নিয়ম নাই, কেশরক্ষার
 নিয়ম নাই এবং বেশের নিয়ম নাই ; তবে
 কেবল মুক্তশিখ হইয়া থাকিবে না । অধর্ম্মে
 জীবিকানির্ভর না হইলে, যাহাতে পাপ না
 হয় এইরূপ অপর বৃত্তি অবলম্বন করিবে ; কিন্তু
 যাহাতে পাপ হয়, এইরূপ বৃত্তি কদাচ আশ্রয়
 করিবে না । বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া
 বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ভর করিতে হইলেও
 নিয়মলিখিত কতিপয় দ্রব্য বিক্রয় করিবে
 না—যথা মণি মুক্তা প্রভৃতি, লবণ, পাষাণ,
 কোপ, ক্ষৌমবস্ত্র, চর্ম্ম, তন্তুনির্ম্মিত রক্তবর্ণ
 বস্ত্র, সকল প্রকার কৃত্রিম, পুষ্প, মূল, ফল,
 গুড়াদি গন্ধ, রস, জল, ওষধিরস, সোমলতা,
 শস্ত্র, বিষ, মাংস, হৃৎ, দধি প্রভৃতি, হৃৎ
 বিকার, মিশ্রিত জল, রক্ত, গালা, এবং
 সীস । এ বিষয়ও পণ্ডিতেরা বলেন ;—
 “ব্রাহ্মণ মাংস, গালা বা লবণ বিক্রয়ে সদ্যঃ
 পণ্ডিত হয়, আর হৃৎ বিক্রয় করিলে তিন দিনে
 শূদ্রতা প্রাপ্ত হয় ।” গ্রাম্যপণ্ডিগের মধ্যে
 যাহাদিগের মোড়াখুর সেই একশব্দ অর্থ প্রভৃতি
 কেশ সম্পন্ন পশু, সর্কপ্রকার আরণ্য পশু, পক্ষী,
 দংষ্ট্রী জন্তু এবং শাস্ত্রজাতির মধ্যে জিল,—অবি-
 ক্রেয় বলিয়া কথিত । এ বিষয়েও বলেন ;—

“ভোজন অভ্যাসন এবং দান ব্যতীত তিলদ্বারা আর বাহা কিছু করিবে, তাহাতেই তাহাকে কৃষি হইয়া পিতৃগণের সহিত বিষ্ঠামধ্যে নিমগ্ন হইতে হয়।” খাজ বিক্রয়ে জীবিকানির্ভার না হইলে, স্বয়ংক্রিয় কৃষিকার্যে তিল উৎপাদন করিয়া তাহা বিক্রয় করিতেও পারে। রসের সহিত সমভাবে বা ন্যূনভাবে, রসের বিনিময় হইতে পারে; কিন্তু রসের সহিত লবণের বিনিময় হয় না। তিল, তণ্ডুল বা পাকা-মেরও বিনিময় হইতে পারে জানিবে। মহুয়েরও বিনিময় বিহিত আছে। বিনিময় করিয়াও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বার্কুনিকের অন্ন ভোজন করিকে না। এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন;—“যে ব্যক্তি সমমূল্যে খাজ লইয়া মহার্ঘ করিয়া বিক্রয় করে, তাহার “বার্কুনিক” সংজ্ঞা; সেই ব্যক্তি, ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে নিম্নিত। বুদ্ধি এবং জ্ঞানহত্যাতে তুল্যভাবে ভোজন করা হয়, তাহাতে জ্ঞানবাতী উদ্ধ থাকে এবং বার্কুনিক নিম্নগামী হয়।” বাহা হউক, ক্রিয়াশীল পাণ্ডিত বার্কুনিক ব্যক্তিকে সুবর্ণের চরম বুদ্ধি হিণ্ডণ ও ধান্যের তিনগুণ প্রদান করিবে। ধান্যাসারে রস, পুষ্প, মূল এবং ফলের বুদ্ধি বৃদ্ধি লইবে। বাহা ওজন করিয়া দিতে হয় এইরূপ বস্তুর আটগুণ বুদ্ধি। এবিষয়েও বলেন;—“রাজার অভিপ্রায় অঙ্গুলারে জ্বয়ের স্তম্ভ নিরুতি হইবে; এবং নূতন রাজার অভিবেক হইলেও আর স্তম্ভ চলিবে না। যথাক্রমে চার বর্ণের নিকট মাসে মাসে প্রতি শতে ছই, তিন, চার এবং পাঁচ অংশ বুদ্ধি লইবে। বসিষ্ঠ বৈষ্ণব বুদ্ধি বার্কুনিককে লইতে বনিয়াছেন তাহা শুন;—প্রতি বিংশতিতে পাঁচমাথা বুদ্ধি লইবে। তাহা হইলে ধর্মপ্রাণ হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

অজোত্রিয়, অসুখাকশ্মন্য, নিরমি, বিজাতি, শূত্র-ভূলা। বোধায়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। এবিষয়ে মহুর স্লোক উল্লেখ করেন;—

“যে বিজ, বোধায়ন না করিয়া, অস্ত্র বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে ইহজন্মেই সবংশে শূত্র প্রাপ্ত হয়।” অর্থাৎ, কুসীদজীবী, শূত্র-শ্রেষ্ঠ, চোর এবং চিকিৎসক—ব্রাহ্মণ হয় না। যে গ্রামে, ব্রত ও অধ্যয়ন বর্জিত বিজাতি, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, রাজা সেই গ্রামবাসীদিগকে দণ্ড দিবে; যেহেতু ঐ সকল গ্রামবাসী চোরকে আহ্বান দিতেছে। চারজন বা তিন জন বেদপারগ ব্যক্তিগণ যে ধর্ম বলিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য। অস্ত্র সহস্র ব্যক্তিরও উপনিষদ্বর্ষ্য ধর্ম নহে। ব্রতমন্ত-বর্জিত জাতিমাত্রো-পজীবী ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র উপহিত হইলেও সেই মণ্ডলী “পর্ষৎ” হইতে পারে না। মূর্থগণ, ধর্ম না জানিয়া যে ধর্মপন্থিত কার্য্যকে ধর্ম বলিয়া উপদেশ করে, সেই পাপ, শতধা বিতস্ত হইয়া বক্রমণ্ডলীর প্রতি গমন করে। হব্য ও কব্য, প্রত্যহ শ্রোত্রিয় ব্যক্তিকেই দান করিবে। অশ্রো-ত্রিয় ব্যক্তিকে দান করিলে দেবতাগণ তৃপ্তিলাভ করেন না। গৃহসমীপে মূর্গ, আর দূরে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বর্তমান থাকিলে ঐ সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেই হব্য কব্য দান করিবে। মূর্থে ব্যতিক্রম নাই। বেদবর্জিত ব্রাহ্মণ হইলে তাহার অতিক্রমে ব্রাহ্মণাতিক্রম হয় না। কোন ব্যক্তিই অলস অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা আহতি প্রদান করেন না। কাঠ-ময় হস্তী, চর্ম্মময়ঃ মূগ এবং অধ্যয়নপরায়ুধ ব্রাহ্মণ, ইহারা তিনজনে কেবল নামধারী মাত্র। রাজ্য-বিধান ব্যক্তির ভোজ্য-অন্ন মুখে ভোজন করিলে সেই অন্ন নিরর্থক হয় এবং সেইরাজ্যে মহাভয় উপস্থিত হয়। যদি কেহ অপরের অবিদিত নিধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাজা সেই লাভকারী ব্যক্তিকে ছয় ভাগের একভাগ অর্পণ করিয়া স্বয়ং সমুদয় গ্রহণ করিবেন; আর বৃদ্ধি ঘটুকর্ম্ম নিরন্ত ব্রাহ্মণ ঐ ধন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন না। আত্মরক্ষার্থ আত-তারীকে বধ করিলে; এ বিষয়ে কিছু মাত্র পাপ নাই—ইহা কথিত আছে। আততায়ী বড়-বিদ। এ বিষয়েও উক্ত হইয়াছে। অগ্নি, দ

বিষদাতা, উদ্যাতজ, ধনাপহারী, ক্রো-
পাহারী ও দারাপহারী—এই ছয় প্রকার আত-
তায়ী। বেদান্তগারগ ব্যক্তিও যদি আততায়ী
হইয়া আইসে, তাহা হইলে সেই হননজু-
ব্যক্তিকে বধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মবাতী হইবে
না। স্বাধ্যায়-সম্পন্ন সংকুলজাত ব্যক্তিও
আততায়ী হইলে তাহাকে বধ করিবে, তাহাতে
স্বাতক ব্রহ্মহত্যাগাপে লিপ্ত হইবে না।
কেন না আক্রান্তের ক্রোধাভিমানিনী ঘেবতা
আততায়ীর ক্রোধকে নিবর্তিত করে।
ত্রিণাটিকেত, পঞ্চাশি, ত্রি-সুপর্ণবান, চতুর্ধেবা,
বাজসেনেরী, বড়কবিং, ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা
নারীর বংশ, ছন্দোগ, জ্যেষ্ঠসামগ, মন্ত্র ব্রাহ্মণা-
ভিজ্ঞ ও ধর্মশাখ্যাপক, ইহারা এবং যাহার
মাতৃপিতৃবংশ শ্রোত্রিগণ বলিয়া বিবিত, সেই
ব্যক্তি আর বিধান স্বাতক ব্যক্তিগণ, পণ্ডিত-
পাবন। ক্রমিক চতুর্বিদ্যা-বিশারদ, চারজন
তাকিক, অঙ্গশাস্ত্রজ, ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপক, তিন
আজ্ঞমের তিন জন প্রধান ব্যক্তি এই দশ
জনের অন্যান্য থাকিলে “পরিসং” হইবে। যে
ব্যক্তি, উপনীত করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যাপন
করেন তিনি আচার্য্য; যিনি একদেশ অধ্যাপন
করেন তিনি গুরু; যিনি বেদাদ্বয় অধ্যাপন
করেন তিনিও গুরু। আশ্রমকার্য ও বর্ণ-
সম্বন্ধের পরিহারার্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য জাতিও শত্রু
গ্রহণ করিতে পারিবে। ক্ষত্রিয় নিত্যই শত্রু
গ্রহণ করিবে; কেননা ক্ষত্রিয় রক্ষণকার্যে
অধিকারী। পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া
বলিয়া পাদপ্রক্ষালন ও মনিবন্ধ হইতে কর-
মুগল প্রক্ষালন করিবে। অমুঠমূলের উত্তর
রেখার নাম, ব্রাহ্মতীর্থ; তথায় জল লইয়া
নিঃশব্দে তিনবার আচমন করিবে। দুইবার
মুখ সম্মার্জন করিবে; উত্তমাস্থিত ইন্দ্রিয়
ছিদ্রসকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। মস্তকে জল
দিবে; বাম হস্তে জল লইয়া আচমন করিবে
না। যাইতে যাইতে আচমন করিবে না।
দণ্ডারমান শয়ান বা প্রণত হইয়াও আচমন
না। আচমন করিবে কেন না বৃদ্ধ থাকিবে
না। ঐ জল দ্বার পর্যন্ত গমন করিলে ব্রাহ্মণ
পবিত্র হইবে; কণ্ঠপর্যন্ত গমন করিলে ক্ষত্রিয়
শুচি হয়। বৈশ্য তালুস্পর্শী জলে পবিত্র হয়।

আর দ্বী শূত্র, ওষ্ঠস্পর্শী জলে পবিত্র হইয়া
থাকে। যাগতর্পণ পুত্র দ্বারাও হইতে পারিবে;
যে জল বর্ণহ্রষ্ট, গন্ধহ্রষ্ট, রসহ্রষ্ট, বা কুণ্ডিত
হান হইতে আগত, তদ্বারা আচমন করিবে
না। মুখনিঃসৃত বিন্দু অঙ্গে পড়িলেও সেই
স্থান উচ্ছিষ্ট হইবে না। নিজা, ভোজন, শান
বা পানের পর, নাচাস্ত হইয়াও পুনরাচমন
করিবে। বস্ত্রপরিধান বা ওষ্ঠাধরের নির্গোম
স্থান স্পর্শ করিলেও পুনরাচমন করা বিধি।
শত্রুতে যদি উচ্ছিষ্টাঙ্গির লেশ না থাকে
তাহা হইলে তাহা মুখ মধ্যে প্রবেষ্ট হইলেও
অপবিত্র হইবে না। অপরিহার্য্য দত্তলগ্ন
বস্ত্র সম্বন্ধে সামিল। যথাবিধি আচমনের
পর মুখমধ্যে কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা
ফেলিয়া দিলেই শুচি হইবে। পরকে আচমন
করাইতে করাইতে যে সকল জলবিন্দু স্বীয়
পাদদ্বয়ে লাগিয়া থাকে তাহার ভূমিতুল্য
বলিয়া কথিত; তদ্বারা উচ্ছিষ্টভাগী হইবে না।
আহার স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে যদি
উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ফেলে; তাহা হইলে হস্ত-
স্থিত দ্রব্য মৃত্তিকাতে রাখিয়া আচমন করিবে;
পশ্চাৎ পুনরায় পূর্ববৎ বিচরণ করিবে।
যাহাতে যাহাতে অপবিত্রতা শঙ্কা হইবে
তাহাতে তাহাতে জলছিটা দিবে। কুকুর-হত
বস্ত্র পণ্ড, পক্ষিপাত্তিত ফল বা মাংসাদি পক্ষীর
বিনাশিত মাংস এবং বালক ও জীলোক-
দিগের অলঙ্কিত আচরণ,—প্রজাপতি বিবেচনা
করিয়া এই সকলকে পবিত্র বলিয়াছেন।
প্রসারিত পণ্যদ্রব্য এবং জীলোকের মুখ
নির্দোষ। মশক বা মক্ষিকা যাহাতে
বসিবে তাহাও অপবিত্র হইবে না। ভূতল-
স্থিত জল, এবং গাভী-প্রীতিকর জল-প্রজা-
পতি বিবেচনা করিয়া এতৎ সমস্তকে শুচি
বলিয়াছেন। অপবিত্র লিপ্ত বস্ত্রের জল ও
মৃত্তিকা দ্বারা লেপ ও গন্ধ যাইলেই শৌচ
হইবে। তৈজস মুগার দাক্ষময় এবং বজ্র
যথাক্রমে, তন্ম দ্বারা মার্জন, দাহন, তক্ষণ
ও প্রক্ষালন দ্বারা পবিত্র হইবে। প্রস্তর ও
মণির শৌচ তৈজসবৎ; শব্দ ও তক্তির শৌচ
মণিবৎ; অস্থির শৌচ দাক্ষময় পাত্রেই ভায়;
রজ্জু বিহল (সুপ্প্র প্রকৃতি) ও চর্মের শৌচ

বজ্রের দ্বারা জানিবে। গোণাভুল-কেশ দ্বারা কল ও চমসের শুদ্ধি। গৌরসর্ষপকক দ্বারা কৌম বজ্রের শুদ্ধি। ভূমির অগণিততা অস্থ-সারে কোন স্থলে সমাজজন, কোন স্থলে প্রৌক্ষণ, কোন স্থলে উপলগন, কোন স্থলে বা উল্লখন দ্বারা শুদ্ধি হইবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলিয়াও থাকেন;—“ভূমি,—খনন, দহন, বর্ষণ, গো-পরিষ্কর এবং উপলগন দ্বারা শুদ্ধ হয়। রজঃ দ্বারা নারীশুদ্ধি, বৈশ্ব দ্বারা নদীশুদ্ধি, ভূময় দ্বারা কাংশুশুদ্ধি ও অন্ন দ্বারা ভাতশুদ্ধি হয়। মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, স্নেহ, পুত্র, অশ্ব বা শোণিত স্পৃষ্ট যুগ্মপাত্র পুনঃ পাক ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। জল দ্বারা গাত্র-শুদ্ধি হয়। সত্য দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, বিদ্যা ও ভগবতী দ্বারা ভূতান্নার শুদ্ধি এবং জ্ঞান-যোগে বুদ্ধি নির্মল হয়। স্বর্গ ও রোপ্য, জল দ্বারাই পূত হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূলে কায়তীর্থ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈবতীর্থ, অঙ্গুলিমূলে মাহুতীর্থ, করমধ্যে আয়ের তীর্থ এবং তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে পিতৃতীর্থ। রাত্রিতে ও দিবসে “রোচস্তাং” বলিয়া অন্নের অভিনন্দন করিবে; পিতৃকার্যে “অদিত” ও আত্মদরিক-কার্যে “সম্পন্ন” বলিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

প্রকৃতি ও সংস্কারভেদে চতুর্কর্ণের বিভাগ। ইহার (বিরাটপুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরুযয় বৈশ্ব এবং শূত্র চরণযুগল হইতে উৎপন্ন—এই ক্রটিই প্রমাণ। গায়ত্রীছন্দোযোগে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি, ত্রিষ্টুপছন্দোযোগে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি ও জগতীছন্দোযোগে বৈশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু শূত্রকে কোন ছন্দোযোগেই সৃষ্টি করেন নাই; ইহার দ্বারাই শূত্রের সংস্কারহীনতা বুঝা যাইতেছে। প্রথম তিনবর্ষই শূত্রের আয়ুস্ব হইবে। সকল বর্ষই সত্যবাদী, অক্রোধ, দাতা ও হিংসাবিশূদ্ধ হইবে এবং সকলেই সন্তানোৎপাদন করিবে। পিতৃকার্য, দেবপূজা ও অতিবিশংকরে পণ্ডিত্য করিতে পারিবে।

মহু বলিরাহেন; “মধুপক, বজ্র, পিতৃকার্য ও দেবকার্য—ইহাভেই পণ্ডিত্য করিবে, অন্যথা পণ্ডিত্য করিবে না।” প্রাণিহিংসা না করিলে কদাচ মাসে উৎপন্ন হয় না; প্রাণিহিংসাও স্বর্গজনক নহে; অতএব বাগ-বজ্রে যে প্রাণিহিংসা হয় তাহা হিংসাই নহে, হিংসা হইলে তাহাতে স্বর্গ হইতে পারিত না।

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অভিযোগত হইলে তাহার অস্ত্র মহাব্রত বা মহাছাগ পাক করিবে; এই-রূপে ইহার আতিথ্য করা নিয়ম। দুইবর্ষ বয়সের পর মরিলে, উদককার্য ও অশৌচ গ্রহণ উভয়ই কর্তব্য। কেহ কেহ বলেন, দন্ত-উদগমের পর মরিলেই উহা কর্তব্য। মৃত-যেহে অধি লাগাইয়া সেদিকে না চাহিয়া জলে আদিবে। অন্যত্র তথায় থাকিয়া বায়ু দক্ষিণ উত্তর হস্তে অঞ্জালবন্ধনপূর্বক দক্ষিণ-মুখ হইয়া উদককার্য করিবে। উদককার্য-কারী জ্ঞাতিগণ সংখ্যাতে অযুগ্ম থাকিবে। এই দক্ষিণদিক্ই পিতৃগণের দিক্। গৃহে গমন করিয়া তিন দিন অনাহারে কটশয্যাতে থাকিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে ক্রীতবস্ত্র দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। সপ্তিণ্ডে দশদিন শূভাশৌচ বিহিত আছে। মরণ সময় হইতে অশৌচের দিন গণনা। সপ্তিণ্ডে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত বিদিত। অশ্রদস্তা জীবনের দিনপুরুষ সপ্তিণ্ডতা; ঐ জীলোকের মরণে তাহাদিগের তিনদিন অশৌচ বিজ্ঞাত। প্রদস্তা-নারীর অশৌচ গ্রহণ তর্জুহুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণ করিবে। তাহারাও (প্রদস্তা নারীরাও) তাহাদিগের (তর্জুহুলোৎপন্নদিগের) অশৌচ লইবে। উত্তম শুদ্ধি ইচ্ছুক হইলে মাতা পিতার বীজ নিমিত্তক বলিয়া জননেও অশৌচ জানিবে। এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন;—“স্বতকে যদি স্ত্রীকাকে স্পর্শ না করে তাহা হইলে পুরুষের অঙ্গাশূশ্যভাজনক অশৌচ নাই। কেননা তাহাতে রজই স্ত্রুতি; পুরুষের ত আর রজ নাই। ব্রাহ্মণ দশরাত্রি, ক্ষত্রিয় পঞ্চদশরাত্রি, বৈশ্য বিংশতি রাত্রি, এবং শূত্র একমাসে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, শূত্রের মরণাশৌচে বা জননার্থোচৈ ভোজন করে, সে, ঘোর নরক-যেগ করিয়া তির্ধ্যগ্যমানিতে উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তি নিয়োগক্রমেও অর্শোচ শেষ না হইতে তাহার পক্ষাঙ্গ ভোজন করে, সে ক্রমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে; এবং সেই ধরীরের অন্তে তদীয় বৃত্তাপজীবী হয়ঃ (জ্ঞানে) দ্বাদশ মাস, অজ্ঞানে দ্বাদশ অর্জুমাস অনাহারে থাকিয়া বেদসংহিতা অধ্যয়ন করিলে পুত হয় ইহা বিদিত। ছই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক রলে বা গর্তপাত হইলে তিন দিন অশোচ। গৌতম বলেন সত্যঃশোচ। দেশান্তরে থাকিয়া মরণ দশদিনের পর শুনিলে একরাত্র অর্শোচ। আহিতাগ্নি ব্যক্তি, প্রবাসে মরিলে পুনরায় তাহার সংকার করিতে হইবে ও বধাধণ মরণাশোচ হইবে, ইহা গৌতম বলেন। যুগ, বতি, শশাঙ্গ, রজস্বলা, হস্তিকা বা অণুচিসদক হইলে আচমন পূর্বক শিরঃস্নান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অন্যতন্ত্রা পূর্বপ্রধান রমণীরও যে অগ্নি-সংকার এবং উদককার্য্য হইবে না ইহা অলীক বলিয়া জানা বাইতেছে এ বিষয়ে কথিত আছে; “বাল্যাবস্থাতে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনাবস্থাতে স্বামী রক্ষণাবেক্ষণ করেন, বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্র রক্ষক হয়। ত্রীলোক কদাচ স্বাধীন হইতে পারে না।” মনে মনে স্বামীকে অভিক্রম করিলে, তৎপক্ষে কথিত হইয়াছে “এই ত্রীলোকদিগের মাসে মাসে যে ঋতু হয়, তদ্বারা পাপবিনষ্ট হয়”। এই ঋতু ত্রীলোক-দিগের রহস্য-প্রাপ্তিস্থানের মধ্যে। রজস্বলা হইলে তিনদিন অন্তচি থাকে; রজস্বলাত্নী অঞ্জন পরিবে না; জলে অবগাহন করিবে না; তুতলে শয়ন করিবে; দিবসে নিজা বাইবে না; অগ্নিপার্শ্ব করিবে না; রজু মার্জন করিবে না; দন্ত ধাবন করিবে না; মাংস ভোজন করিবে না; গ্রহনক্ষত্র দর্শন করিবে না; হস্ত করিবে না; কোন কাজ করিবে না; অঙ্কলি করিয়া জলপান করিবে না; কাণ্ড, তাত্র বা লৌহময় পাত্রে জলপান করিবে না। শুনা আছে, ইন্দ্র, ঋষ্ট পুত্র জিশিরাবিশ্রুপকে হত্যা করিলে তিনি পাপগ্রস্ত বলিয়া বিবেচিত হন।

তখন সর্ষভূত, ইন্দ্রকে ব্রহ্মবাতি। ব্রহ্মবাতি। ব্রহ্মবাতি! বলিয়া নিলা করিয়াছিল। ইন্দ্র ত্রীলোকদিগের নিকট গমন করেন এবং গিয়া বলেন, “তোমরা আমার ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ কর।” ত্রীলোকেরা ইন্দ্রকে বলে;—“তাহা হইলে আমাদের উপকার কি হইবে?” ইন্দ্র বলেন;—“যথেষ্ট বর লও।” তাহার বলে, “আমরা ঋতু কালে সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইব। কাম ব্যাঘাত, করিবনা; প্রত্যাগত সাকল্যে সমর্থ হইব। প্রসবকাল পর্যন্ত ইচ্ছামত পুরুষের সহিত মৈথুন ভাবে থাকিতে পারিব এই আমাদের বর”। ইন্দ্র সেই বর দিলে তাহার ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। সেই ব্রহ্মহত্যা মাসে মাসে আবির্ভূত হয়। অতএব রজস্বলার অন্ন ভোজন করিবে না। ইহা প্রতি মাসান্তে ব্রহ্মহত্যারই কঙ্কবৎ স্বরূপ। ব্রহ্মবাদীরা বলেন রজস্বলা ত্রী অঞ্জন পরিবে না বা অভ্যঙ্গ করিবে না; কেননা তাহা ত্রীলোকদিগের অন্ন; অতএব তখন তাহার এবং অরীয়া নারীর ঐ কার্য্য ব্রহ্মবাদীদিগের সম্মত নহে। “একটী প্রসিদ্ধ পরম্পরাগত শ্লোক আছে সেটা এই;—“যাহারা রজস্বলার সহিত সঙ্গত, এবং যাহারা নিরসি; বেদাধ্যায়ী হইলেও, সেই সকল গৃহস্থ পাণিষ্ঠ এবং শূত্র তুল্য।”

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আচারই সকলের পরম ধর্ম ইহা নিশ্চয়। আচারব্রত ব্যক্তি ইহ পরলোকে বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, আচারবর্জিত ও ভ্রষ্ট, তপস্তা; বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র এবং দক্ষিণা—ইহার তাহাকে কোন রূপে নিস্তার করিতে পারে না। বেদ, ছয় অঙ্গের সহিত অবীত হইলেও তাহা আচার হীন ব্যক্তিকে বিগুহ করিতে পারেনা। ভ্রাত-পক্ষ পক্ষিষাবকগণ-বেরূপ কুলার ত্যাগ করে, তদ্রূপ হনোগণ, আচারবিহীন ব্যক্তিকে যুভ্যকালে পরিত্যাগ করে। মনোহর দ্বার নরক বেরূপ অঙ্গের প্রীতি উৎপাদন করিতে

পারে না, তদ্বৎ বড়ক-সম্বন্ধিত সরহস্য নিখিল
বেদান্তার-হীন, ব্রাহ্মণকে শ্রীত করিতে
অসমর্থ। এই মাস্যাবী কপটচারীকে বেদগণ
পাপ হইতে নিস্তার করেন না। কিন্তু বেদের
অক্ষর মাত্র যথাবিধি অধীত হইলে সেই
অক্ষরাত্মক অভিলষিত বেদ, তাহাকে যথোচিত
পথিত করেন। দুরাচার পুরুষ, লোকসমাজে
নিষিদ্ধ, সতত হুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অন্য়
হয়। আচারের ফল ধর্ম; আচারের ফল ধন;
আচার হইতে সম্পত্তি রা যায়;
আচার দুর্গন্ধ বিনাশ করে। যে মানব
সর্বগন্ধবর্জিত হইয়াও কেবল সদাচার-
সম্পন্ন, প্রজ্ঞালু এবং অহরহাতি, সে সন্ত
বর্ষ জীবিত থাকে। ধর্মজ ব্যক্তি, আহার,
নিহার, (বিষ্ঠামুত্র ভ্যাগ), বিহার এবং বোগ
ধোপনে সম্পন্ন করিবে। বাক্য প্রয়োগ, বুদ্ধি-
চালনা ও বীর্ঘ্যপ্রকাশ সাবধানে করিবে;
ধন ও আয় গোপন করিবে। প্রস্রাব ও
বিষ্ঠাত্যাগ এই উত্তর কার্য্য দিবসে উত্তরমুখ
হইয়া করিবে। এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া
করিবে, ইহা হইলে আয়ুঃক্ষয় হইবে না। অগ্নি,
সূর্য, গো, ব্রাহ্মণ, বা চশ্মের দিকে ফিরিয়া বা
উত্তর-সম্মুখ্য সময়ে প্রস্রাবাদি করিলে তাহার
প্রজা বিনষ্ট হয়। নদী, পথ, ভক্ষ, গোময়,
জাল, কুঠিক্ষেত্র, উগুবীক্ষত্র এবং শাবল
ক্ষেত্রে প্রস্রাবাদি করিবে না। রাত্রিতেই
হউক আর দিবসেই হউক, ছায়া বা অন্ধকারে
দিগন্তম হইলে এবং প্রাণভয়ে যে দিকে মুখ
করিয়া বসিলে সুবিধা হয়, সেইদিকে মুখ
করিয়া বসিবে। উক্ত জল দ্বারা শৌচকার্য্য
করিবে, স্নান করিবে না। অমুক্ত জলদ্বারা
শৌচ করিবে না, স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ, কুল
হইতে সিকতায়ুক্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে।
জলমধ্যের, দেবালয়ের, বন্দীকের ও ইন্দুরের
মৃত্তিকা এবং পৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা—এই পঞ্চবিধ
মৃত্তিকা অগ্রাহ্য। মুত্রশৌচে লিঙ্গে একবার,
বাহুহস্তে তিনবার ও হৃদয়ে একবার মৃত্তিকা
দিবে। বিষ্ঠাশৌচে, জলদ্বারা পাঁচবার, বাস-
হস্তে দশবার এবং হৃদয়ে সাতবার মৃত্তিকা
দিবে। গৃহস্থের এইরূপ শৌচ কর্তব্য; ইহার
বিধান ব্রহ্মচারীর; ত্রিগুণ বাণপ্রস্থের এবং

চতুর্গুণ বস্ত্র কর্তব্য। আটগ্রাস বস্ত্র
ভোজ্য, বোলগ্রাস বানপ্রস্থের ভোজ্য, বস্ত্র
গ্রাস গৃহস্থের ভোজ্য, ব্রহ্মচারীর ভোজ্যগ্রাসের
পরিমাণ নাই। বৃষভ, ব্রহ্মচারী ও সান্নিক
এই তিনজন ভোজন করতই কার্য্যসিদ্ধি লাভ
করে; অতুত থাকিলে ইন্দ্রদিগের সিদ্ধি হয় না।
তপতা, দান, উপহার, ব্রত, নিয়ম, বাগ, অধ্য-
য়ন ও ধর্মে বাহার কর্তৃত্বাভিমান নাই, সেই
নিষ্ক্রিয়। যোগ, তপতা, ইন্দ্রিয়সংযম, দান,
সত্য, শৌচ, দীয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও
আন্তিকতা এই কয়টা ব্রাহ্মণের লক্ষণ। বাহার
সূর্যভোভাবে দাক্ত, বাহাদিগের কর্তৃপথের
পরিপূর্ণ, বাহার জিতেজিয়, প্রাণি-হিংসা-
পরায়ুধ ও প্রতিগ্রহ-সুচিহ্নিত—সেই সকল
ব্রাহ্মণ নিস্তার করিতে সমর্থ। অশ্রু-পরবশ,
খল, কৃত্রিম ও দীর্ঘরোব এই চারজন কর্তৃ-
চাণ্ডাল; এতদ্বিধ জাতি-চণ্ডাল আছে। এই
সর্ব সময়ে চাণ্ডাল পাঁচ প্রকার। দীর্ঘবৈর,
অশ্রু, অন্ততভাষণ, খলতা এবং নির্দয়তা
এই কয়েকটিকে শূদ্রের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।
বেহজ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পাত্ৰ; তপস্বী ব্যক্তি
কিঞ্চিৎ পাত্ৰ; আর সাধারণ উদরে শূদ্রের
অন্ন নাই তাহা সকল শূদ্রের উৎকৃষ্ট পাত্ৰ।
বাহার অন্ন শূদ্রাঙ্গ রস পুঠি, সে, নিত্যঅধ্যয়ন-
শীল হইলেও, নিত্য হোমবাগ করিলেও
উর্দ্ধগতি লাভ করে না। যে কোন বিদ্ব,
শূদ্রার উদরে থাকিতে মরিলে, সে, প্রাণ্য
শূকর হইবে অথবা সেই শূদ্রের বংশে জন্ম-
গ্রহণ করিবে। শূদ্রানু ভোজন করিয়া মৈথুন
করিলে, সেই মৈথুনোৎপন্ন পুত্র বাহার অন্ন
তাহারই; স্তত্রাং তদ্বারা ঐ ব্যক্তির বর্ণ-
সাধন হইবে না। যে ব্যক্তি সাধারণ-সম্পন্ন,
যৌন সম্বন্ধে বদ্ধ, প্রশান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পাপভক
বহজ, অন্নদোষবর্জিত, ধার্মিক, গৌরবক
এবং ব্রতচর্য্যাবলে কমাশীল তিনিই পাত্ৰ
বলিয়া কথিত। যেমন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত বা বধু
আমুপাত্রে স্থাপিত হইলে, পাত্রের দুর্গন্ধতা
প্রযুক্ত সেইপাত্ৰ গীলিয়া বার ও সেই সকল
রস বিনষ্ট হয়; সেইরূপ অবিদ্যান ব্যক্তি
শৌ, স্তবর্ণ, বস্ত্র, অব, ভূমি এবং তিলাদি
প্রতিগ্রহ করিলে কাষ্ঠবৎ তদ্বীভূত হয়।

অঙ্গ বা নৃপ বাজাইবে না । অঙ্গলি করিয়া
জল খাইবে না । রাজ ভিন্ন ব্যক্তিকেও হস্ত
বা পদ দ্বারা প্রহার করিবে না । জল দ্বারা
জল ত্যাগনা করিবে না । ইট মারিয়া ফল
পাড়িবে না । ফল ছুড়িয়া ফল পাড়িবে না ।
অঙ্গলি করিয়া খেল লইবে না । স্নেহভাষা
শিক্ষা করিবে না এবং কথিত আছে :—
“ব্রাহ্মণ, চপলহস্ত ও চপল চরণ হইবে না ।
অঙ্গচাপল্য করিবে না ইহা শিষ্টাচার । অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গসম্পন্ন বেদ, বাহাদিগের বংশপরম্পরাগত,
কতি প্রত্যঙ্গ করেন বলিয়া তাঁহারা শিষ্ট
ব্রাহ্মণ বলিয়া বিজ্ঞেয় । কোন ব্যক্তিই
বাহাকে, সং কি অসং, শাস্ত্রজ্ঞান হীন কি
বহুশাস্ত্রজ্ঞ, অশীল কি দুঃশীল বলিয়া জানিতে
না পারে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তম অধ্যায় ।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং পরিত্রাজক
এই চার আশ্রম ।* তন্মধ্যে অবলম্বিত ব্রহ্মচার্য্যে
এক বেদ দুই বেদ বা তিন চার বেদ অধ্যয়ন
করিয়া সন্তানোৎপাদনার্থ গৃহস্থ হইবে । নৈমিত্তিক
ব্রহ্মচারী, যাবৎ দেহপাত না হয়, তাবৎ
আচার্য্যের পরিচর্যা করিবে । আচার্য্য পর-
লোক গত হইলে অগ্নি-পরিচর্যাতে নিযুক্ত
 থাকিবে । আচার্য্য আহবনীয়াগ্নি ইহা বিদিত
 আছে । বাক্য-সংঘম পূরক ভিক্ষা করিবে
 ও দিবসের চতুর্থ কাল ষষ্ঠ কাল বা অষ্টম কালে
 ভোজন করিবে ; গুরুর অধীন থাকিবে ; জটিল
 হইবে বা মাত্র শিখা রাখিবে । গুরু গমন
 করিলে তাঁহার অনুগমন করিবে, বলিয়া
 থাকিলে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডারমান থাকিবে,
 শয়ন করিয়া থাকিলে তাঁহার নিকট বলিয়া
 থাকিবে । গুরু অধ্যয়ন করিতে আস্থান
 করিলে অধ্যয়ন করিবে । ভিক্ষালব্ধ সকল
 দেবীইহা তাঁহার অনুমতিক্রমে
 ভোজন করিবে । খট্টাতে শয়ন, দণ্ডধাবন
 এবং তৈলাভ্যঙ্গ পরিত্যাগ করিবে । অধ্যয়-
 নাদি সময় ব্যতীত দিবসে দণ্ডারমান থাকিবে,

রাত্রিতে বলিয়া থাকিবে । প্রত্যহ তিনবার
 করিয়া মান করিবে ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টম অধ্যায় ।

গৃহস্থ হইতে হইলে, ক্রোধ ও হর্ষ সংযম
 করা আবশ্যিক । গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্তন-
 মান করিয়া অসমানগোষ্ঠে অসমান প্রবরা
 অশুভমৈথুনা বরংকনিষ্ঠা অরূপ ভাৰ্য্যা
 লাভ করিবে । মাতৃপক্ষ ও মাতৃবন্ধু হইতে
 পক্ষমী এবং পিতৃপক্ষ ও পিতৃবন্ধু হইতে
 সপ্তমী কষ্টা পর্য্যন্ত অবিবাহ্য । বৈবাহিক
 অনলে হোম করিবে । সারংকালে সমাগত
 অতিথিকে অস্ত্র দ্বায়ে দিবে না । অতি-
 থিরও অনাহারে তাঁহার গৃহে থাকা নিষিদ্ধ ॥
 থাকবার অস্ত্র ব্রাহ্মণ বাহার গৃহে আদিয়া
 অনাহারে থাকে, তাঁহার যে কিছু পুণ্য তৎ-
 সমস্ত গ্রহণ করিয়া গমন করে । যে ব্রাহ্মণ
 এক রাত্রিমান থাকে, তাহাকেই অতিথি
 বলা যায় । অন্নকাল হারী বলিয়াই অতি-
 থির “অতিথি” নাম হইয়াছে । এক গ্রাম-
 বাসী বিপ্র বা সঙ্গিতিক বিপ্রঅতিথি পৃষ্-
 বাচ্য নহে । (আলাপ পরিচয় করিয়া কে
 জীবিকানির্ভার করে, তাহার নাম সঙ্গিতিক) ॥
 ফলতঃ, অতিথি, কালেই উপস্থিত হউক আর
 অকালেই উপস্থিত হউক, তাঁহাকে অনাহারে
 গৃহে রাখিবে না । গৃহস্থ প্রজ্ঞানু ও অলো-
 ল্প হইবে । অগ্নি-আধানে সমর্থ হইলে অনা-
 হিতাশি হইবে না । সোমপানে সমর্থ হইলে
 সোমভাগশূন্ত হইবে না । স্বাধ্যায়, সন্তা-
 নোৎপাদন এবং যজ্ঞ গৃহস্থের বিশেষ কর্তব্য ।
 গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তিকে, প্রত্যাখ্যান করিয়া
 বলিতে দিয়া, শুইতে দিয়া ও দ্বিষ্টকথা বলিয়া
 সম্মানিত করিবে । শক্তি-অনুসারে সর্বাভূতকে
 অন্ন দান করিবে । গৃহস্থই যজ্ঞ করেন, গৃহস্থই
 তপস্বী করেন, অতএব চার আশ্রমের মধ্যে
 গৃহস্থই প্রধান । যেমন সমস্ত নবনদীকে
 সমুদ্রে মিলিত হইতে হয়, সেইরূপ সকল
 আশ্রমীদিগেরই গৃহস্থের সহিত সঙ্গত হওয়া

অবশ্যত্বাবী। যেমন সকল প্রাণিগণ, জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ ভিক্ষুপিত্রীসকল আশ্রমাবলম্বীরাই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে। নিত্যস্নান, সত্তত যজ্ঞোপবীতযুক্ত ও নিত্যবাধ্যায়সম্পন্ন যে গৃহীত্বাঙ্গণ পণ্ডিত্যের ভোজন করেন না, ঋতুকালে গমন করেন এবং যথাবিধি হোম করেন, তিনি ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হন না।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

বানপ্রস্থ, জটিল হইবে; চীরব্রজ বা অজিন পরিধান করিবে; গ্রামে প্রবেশ করিবে না। ফালকুঠ স্থানে থাকিবে না। অকৃষিজাত (সভাবজাত), ফলমূল সংগ্রহ করিবে। উরুরেতা ও ক্ষমাশীল হইবে। আশ্রমাগত অতিথিকে ফল মূল ত্রিভা দিয়া সংকুল করিবে। দানই করিবে, প্রতিগ্রহ করিবে না। তিনবার স্নান করিবে। শ্রাবণক দ্বারা অন্নাদান করিয়া আহিত্যমি হইবে, বৃক্ষমূলবাসী হইবে। ছয় মাসের পর অগ্নিশূক ও গৃহশূক হইবে। দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে দান করিবে। এই ধর্মাবলম্বী বানপ্রস্থ অক্ষর-স্বর্গে গমন করে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

পরিব্রাজক, সর্বভূতকে অভয় দক্ষিণা দিয়া গ্রহণ করিবে। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন;—“যে দ্বিজ সর্বভূতকে অভয় প্রদান করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারও কদাচ কোন প্রাণী হইতে ভয় হয় না। দান করিয়া যে ভূতলে অবস্থিতি করা যায়, তাহাতে কোন প্রাণীর নিকটে ভয় থাকে না। আর, যে প্রতিগ্রহ করে, সে, জাত ও অজাত প্রাণীর হত্যাপাপে লিপ্ত হয়। সর্বকর্মের ত্যাগ করিবে না। বেদ ত্যাগ করিলে শূত্র হয়, সেইজন্য বেদ ত্যাগ করিবে না। একাকরই (ওঁ) শ্রেষ্ঠ

বেদ; প্রাণারাম্যই শ্রেষ্ঠতপস্তা, উপবাস হইতে ভিক্ষা করা শ্রেষ্ঠ; দান অপেক্ষা দয়া প্রধান। মুণ্ডিত এবং সমুতা ও পরিগ্রহ শূত্র হইবে। আজ অমুক অমুক বাড়ী যাইব, এইরূপ সর্বদা মনে মনে স্থির না করিয়া সাত ঘর ভিক্ষা করিবে। হুম দেখা দূর হইলেও যুবলের কার্য শেষ হইলে একবস্ত্র বা চর্ম্ম পরিধানে ভিক্ষা করিতে বাহির হইবে। গো-দর্শন, ছিন্ন-ভূণ দ্বারা শরীর বেষ্টন করিয়া স্থণ্ডিল শরন করিবে। অনেকেদিন একস্থানে থাকিবে না, মনে মনে জ্ঞানাত্যাস করত গ্রামের প্রান্তভাগ, দেবালয়, শূভ্রাগার, বা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিবে। নিরত অরণ্যচাটী হইবে; যে স্থান পর্য্যন্ত গ্রাম্যপণ্ড দেখা যায় তথায় বিচরণ করিবে না। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন;—নিরত অরণ্যবাসী, জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়রূপে বিতৃষ্ণ, অধ্যাত্ম-চিন্তাপরায়ণ, উপেক্ষাশীল সন্ন্যাসীর পুনর্জন্ম নিবৃত্তি অবশ্য-জাবী। পরিব্রাজক চিহ্ন অব্যক্ত ও আচার অব্যক্ত থাকিবে; উন্নত বেশে উন্নতবৎ ভ্রমণ করিবে। জগতে শব্দশাস্ত্রে পরায়ণ হইলে মোক্ষ হয় না; প্রতিগ্রহ-নিরন্তর মুক্তি হয় না; ভোজন ও পরিধানে স্তম্ভিব্যস্ত ব্যক্তির বা রম্যগৃহে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিরও মুক্তি হয় না। উৎপাত কথন, স্তম্ভিমিত কথন, জ্যোতির্-কিঁদ্যা প্রকাশ, ধর্মোপদেশ বা বাদবিতণ্ডাদি দ্বারা কদাচ ভিক্ষালাভে প্রয়াসী হইবে না। ভিক্ষা লাভ না করিলে বিবর হইবে না, লাভ করিলেও দুষ্ট হইবে না। বিবরসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। বাহাতে মাত্র প্রাপ্যধারণ হয় তাবদ্ব্যজ্ঞ আহার করিবে। যে ব্যক্তি, কুটীর, জল, বস্ত্র, আসন ও গৃহামিতে নিঃসঙ্গ সেই সর্বোত্তম মুক্তিমার্গ-বেত্তা। ব্রাহ্মণকুলে বাহা পাইবে সন্ধ্যাসময়েও তাহাই ভোজন করিবে। কেবল, মধু, মাংস দ্বত ভোজন করিবে না। নিরম আছে, সারংকাল ও দিব্যভাগ, বৈধাত্মকে যতি ও সাধু গৃহস্থদিগের ভোজন প্রীতির কাল। অথবা, গ্রামেই থাকিবে, কোটিল্য করিবে না; গৃহ-বাসী হইবে না; অসঙ্কলক অর্থাৎ স্থিরমতি বা অসঙ্কল্পী হইবে। কাহারও সহিত ইন্দ্রিয়-সংসর্গ করিবে না। হিংসা ও অমৃগহ পরি-

জ্ঞান করিয়া সর্বভূতের প্রতি উপেক্ষাশীল হইবে। সকল আশ্রমীরাই খলতা, মৎস্তর, অতিমান, অহংকার, অশ্রদ্ধা, কোটিল্য, আশ্র-প্রশংসা, পরনিন্দা, দম্ভ, লোভ, মেহ, ক্রোধ এবং অশ্রুয়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মিষ্ঠ ও চিত্তব্রাহ্মণ, সদা যজ্ঞোপবীতধারী ও জনপূর্ণ কমণ্ডলুধারী হইবে। শূদ্রের অন্নগান ভাগ করিবে; ইহাতেই ব্রহ্মলোক হইতে ব্রষ্ট হইবে না।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একাদশ অধ্যায় ।

বট্ কৰ্ম্মশালী ব্রাহ্মণ গৃহদেবতাপণকে বলি প্রদান করিবে। শ্রোত্রিয় বা ব্রহ্মচারীকে অন্নদান করিয়া পিতৃলোককে অন্ন দিবে; অনন্তর অতিথিকে ভোজন করাইবে; অনন্তর বন্ধুবর্গকে ভোজন করাইবে। তবে পরিবারস্থ ব্যক্তির মধ্যেও কুশার, বাগক, বৃদ্ধ ও তরুণী প্রভৃতিকে পৌরুষাণ্ড্য নিয়ম সম্পন্ন করিয়াও আহার দিবে। অনন্তর অজ্ঞাত পরতন্ত্র প্রাণি—কুর্জর, চাণ্ডাল, পতিত ও কাক-দিগের উদ্দেশে ভূমিতে অন্ন দিবে। শূদ্রগণকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতে পারিবে, সংঘনী গৃহস্থ, শেষ ভোজন করিবে। যদি বৈশ্বদেব কার্য সম্পন্ন হইবার পর, অতিথি আগমন করে, তাহা হইলে সর্কোপকরণ সহিত পুনঃ পাক হইবে। ইহার জন্য বিশেষ করিয়া অন্ন পাক করা উচিত; কেননা, শুনা আছে অগ্নি ব্রাহ্মণ-অতিথিরূপে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব ইহাকে ভোজন করাইয়া সেবা শুদ্ধ করা যিবে, সীমান্তপৰ্য্যন্ত অন্ন-প্রদান করিবে অথবা অন্নজ্ঞা পাইলে কিয়ৎদূর নিরাশ্রি হইয়া আসিবে। ক্রমপক্ষে “ঐষ্টবা কিত্তক দিনের চতুর্থবেলা অতিক্রম হইলে, পিতৃগণকে অন্ন দিবে। পূর্বদিন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়া পঁয়তিন যতি, পরিণতবয়স, ক্ষুধার্ববর্জিত সান্থি গৃহস্থ শ্রোত্রিয়, শিষ্য এবং গুণবান শিষ্য, শিষ্য দিগকেও ভোজন করাইবে। কিন্তু বিলম্ব, গুরু রোগী, বিগৃহি, শ্রাব-সম্ভ, কৃষ্ণ ও কুননী দিগকে ভ্রাক পাত্রে ভোজন

করাইবেন। তবে এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন;—

“যদি মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পংক্তিদ্বক শারীরিক রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলেও তিনি অদ্ব্য এবং পংক্তিপাবন,—যম এই কথা বলেন।” শ্রোত্রেয় উচ্ছিষ্ট দ্বিনাস্ত পর্যন্ত অন্তরিত করিবে না। বাহাদিগের উদককার্য হয় নাই। তাহার বাৎসর্য্যান্ত না হয়, তাৎস্র আকাশপতিত ধারা পানকরে; তাহার উচ্ছিষ্টরসেই পরিপুষ্ট, স্ত্র্য্যান্তের পর উচ্ছিষ্ট রসধারা অক্ষয় কীরধারারূপে, জলমভাবে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। প্রতি আছে, ইহা সংস্কারের পূর্বে পরলোকগত ব্যক্তিদিগের “প্রবেশন।” উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছেষণ উভয়ই ইহাদিগের প্রাপ্যভাগ,—মহা ইহা বলেন। লেপজলের সহিত বিকীর্ণ ভূমিগত অন্ন “উচ্ছেষণ।” অসংস্কৃত নিঃসন্তান অন্নায়ু-দিগের জন্য তাহা প্রদান করিবে। উভয় শাখায়ুক্ত অন্ন পিতৃগণকে নিবেদন করিবে। হুষ্টিচিত্ত অন্তরগণ অন্ন পরিবেশন সময়ে ছিত্র অবেষণ করে; অতএব কুশযুক্ত হস্তে অথবা পাত্রে স্পর্শ করিয়া অন্ন পরিবেশন করিবে। তাহাতে উচ্ছেষণবয় বর্তমান থাকে। স্ত্রসযুক্ত হইলেও দৈবপক্ষে হুই। জন এবং পিতৃপক্ষে তিন জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা উত্তরপক্ষেই এক এক জন ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে। ব্রাহ্মণ-বাহন্যের আড়ম্বর করিবে না। ব্রাহ্মণ বাহন্য,—সংক্রিয়া, দেশ, কাল, শৌচ ও ব্রাহ্মণোৎকর্ষ এই পাঁচ প্রকার অঙ্গ হানি করে। অথবা বেদপারগ, স্ত্রীশীল, সর্ককুলজ-বর্জিত একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যদি একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করার তাহা হইলে দৈবপক্ষ নির্বাহ হইবে কিরূপে?—বলিতেছি; প্রকৃত সকল অন্নের কিছুদূর উদ্ধৃত করিয়া দেবপক্ষে রাখিয়া অনন্তর পিতৃজ্ঞাত প্রবর্তিত করিবে। কিছু অন্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে বা ব্রহ্মচারীকে দিবে। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ব্রাহ্মণ-গণ যতক্ষণ মৌনী হইয়া ভোজন করেন, যতক্ষণ অন্নের গুণ কথিত না হয়, ততক্ষণ পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন। অন্নগুণ বক্তব্য নহে; পিতৃগণ উত্তমভাবেই তপিত হন। পিতৃগণের ভূষ্টি হইবার পর অন্নের প্রশংসা করিবে। অগ্নি নিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি মাংস পাক

ভাগ করে, সে হত পণ্ডে বৃত্তগুলি রোম ছিল ত্র্যবংকাল নরকে ভোগ করে। দোহিজ, কুতপ এবং তিল এই তিন বস্তু শ্রাক্ষে পবিত্র। শোচ, অক্রোধ এবং অস্তুরা এই তিন সামগ্রী শ্রাক্ষীর অন্নকে প্রশস্ত করে।^১ দিবসের অষ্টম ভাগে সূর্যের অবস্থান্তর হয়, সেই সময়ের নাম “কুতপ”। সেই সময়ে পিতৃগণকে বাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি শ্রাক্ষ করিয়া বা শ্রাক্ষার ভোজন করিয়া মৈথুন করে, তাহার পিতৃগণ সেই মাস রেত ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রাক্ষ করিয়া বা শ্রাক্ষার ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিলে, যে কোন বোনিতে উৎপন্ন হইবে, সে ভয়ে তাহার বিদ্যা লাভ হয় না, এবং অন্নায়ু হয়। যেমন পক্ষীগণ অখণ্ড বৃক্ষ দেখিলে আশাবৃত্ত হয়, সেইরূপ পিতৃ পিতামহ প্রপিতামহ উৎপন্ন পুত্রের উপর আশাবিত্ত হন। দরিদ্র ব্যক্তি, বর্ষাকালে মঘা-ত্রয়োদশীতে ও অন্যান্য উপযুক্ত সময়ে মধু, মাংস, শাক, ছদ্ম ও পায়স দ্বারাও শ্রাক্ষ করিবে। যে পুত্র সম্ভানবর্দ্ধন পিতৃকার্যে তৃপ্তিকারক এবং দেবতুল্য-ব্রাহ্মণ-সম্পত্তি-যুক্ত, পূর্বপুরুষগণ তাহার অভিনন্দন করেন। কেবল কৰ্মকগণ উত্তম বৃষ্টি দেখিলে আনন্দিত হয়, সেইরূপ পিতৃগণ তাহার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করেন। যে পুত্র গয়াতে গিয়া শ্রাক্ষ করে, পিতৃগণ তদ্বারাই পুত্রবান্ হন। শ্রাবণী পূর্ণিমা, অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা, এবং অষাঢ়কাত্র—ইহাতে পিতৃগণের শ্রাক্ষ করিবে। উত্তম দ্রব্য পুণ্যদেশে ও প্রশস্ত ব্রাহ্মণসমিধানও শ্রাক্ষ করিবার নিয়মিত কাল। যে ব্রাহ্মণ আহিতাশি, তিনি দর্শ পূর্ণমাংস যাগ, অগ্রয়ণ-যাগ, চাতুর্মাস্ত্র যাগ, পশু-যাগ ও সোমযাগ করিবে। নিয়মিত ও বিস্তৃত এই ঋণের বিষয় বিদিত আছে; দেব-গণের নিকট যজ্ঞ-ঋণ; পিতৃগণের নিকট সম্ভান-ঋণ এবং ঋষিগণের নিকট ব্রহ্মচর্য-ঋণ,—ব্রাহ্মণ তিন ঋণে ঋণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তবে ইনি যাগশীল, পুত্রবান এবং কৃত্তব্রহ্মচর্য্য হই-লেই ঋণমুক্ত হন। গর্তাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, গর্ত একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ত দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া বিধি। ব্রাহ্মণের দণ্ড পলাশ বা বিদম্বক

সম্বৃত, ক্ষত্রিয়ের দণ্ড বটবৃক্ষসম্বৃত এবং বৈশ্যের দণ্ড উড়ুদ্র বৃক্ষসম্বৃত হইবে। ব্রাহ্মণের উত্তরীয় ক্ষুণ্ণসার যুগের চন্দ্র, ক্ষত্রিয়ের উত্তরীয় কুরুযুগের চন্দ্র; গো কিম্বা ছাগের চন্দ্র বৈশ্যের উত্তরীয়; ওরুণ অহত বস্ত্র ব্রাহ্মণের পরিধেয়; মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত বস্ত্র ক্ষত্রিয়ের পরিধেয় এবং হরিদ্রাবর্ণ কোশের বস্ত্র বৈশ্যের পরিধেয় অথবা অলোহিত কার্পাস বস্ত্র সকলেরই পরিধেয়। ব্রাহ্মণ পূর্বে ত্র্যবংশ প্রয়োগ করিয়া, ক্ষত্রিয় মধ্যে ভবং শব্দ দিয়া এবং বৈশ্য অস্ত্রে ভবং শব্দ যোগ করিয়া জিজ্ঞা চাহিবে। গর্ত ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত ব্রাহ্মণের, গর্ত দ্বাবিংশতি বৎসর পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ত চতুর্বিংশতি বৎসর পর্যন্ত বৈশ্যের উপনয়নের কাল থাকে। ইহার পর অনুপনীত থাকিলে পতিত সাবিত্রীক অর্থাৎ গায়ত্রীতে অনধিকারী হয়। তাহাদিগকে আর উপনয়ন দিবে না, অধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করাইবে না, তাহাদিগের সহিত বিবাহ বিবে না। “পতিত সাবিত্রীক” ব্যক্তি উদালক ব্রত করিবে। ছই মাস যাবক পান করিয়া এক মাস মাস্কিক মধুপান করিয়া, আট দিন স্তব পান করিয়া, ছয় দিন অবাচিত আহারে এবং তিন দিন জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। এক মহোরাত্র উপবাসী থাকিবে, ইহার নাম উদালক ব্রত। কিম্বা কাহারও অশ্বমেধ যজ্ঞে অভূষ রান করিবে, অথবা ত্রাত্যস্তোম যাগ করিবে। (প্রায়শ্চিত্তের পর উপনীত হইবে)।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

অনন্তর, স্নাতকব্রত উক্ত হইতেছে। স্নাতক ব্রাহ্মণ, গচ্ছিত ভিন্ন কাহারও নিকট অন্ন কিছু বাড়ী করিবে না।^১ তবৈ ক্ষুধার্ত হইলে রাজা বা শিষ্যবর্গের নিকট সিদ্ধান্ত, আহার, ক্ষেত্র, গ্রাম, সৎসঙ্গ ছাপ মেঘ, জ্বর, বস্ত্র অথবা অন্ত কোন খাদ্য বাহা হউক কিছু বাড়ী করিবে। কেননা, এই উপদেশ আছে স্নাতক

ব্যক্তি যেন কুখার আভিষেক অবসর না হন। নদীতে সংসা অবগাহন; রজোহুতা বা অযোগ্যা নদীতে একবারেই অবগাহন করিবে না; কুলকুল হইবে না, বিস্তৃত বৎস-রজ্জু অতিক্রম করিবে না; উদয়কালে অন্তকালে ও যে সময়ে আকাশমধ্যগত হইয়া তাপ ঘেন, তখন সূর্যদর্শন করিবে না। জলে প্রস্রাব বিষ্ঠা নিষিদ্ধন ত্যাগ করিবে না। সূর্য বিষ্ঠাত্যাগ করিবার সময়ে মন্তক বস্ত্রবেষ্টিত করিবে। অবজ্ঞিত তৃণদ্বারা ভূতল আচ্ছাদিত করিয়া তৃণপরি প্রস্রাব বাহ্যে করিবে। দিবসে উত্তর মুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া ঐ কার্য করিবে, সন্ধ্যাকালে হইলেও উত্তর-মুখ হইয়া বসিবে। কথিত আছে “অন্তর্কাস, বহির্কাস, যজ্ঞোপবীতধর, যষ্টি এবং জল-পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ,—স্নাতকগণের নিত্যকার্য। জল, হস্ত ও কাঠ শুচি ও পবিত্রতাজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হস্ত ও জল দ্বারা কমণ্ডলুমার্জন করিবে। প্রাণপতি মহু ইচ্ছাকে “পর্যায়িকরণ” বলিয়াছেন। নিত্যকার্য সকল করিয়া শৌচের স্নাতক, পশ্চাৎ আচমন করিবে।” পূর্বমুখ হইয়া কীভাবে অন্ন ভোজন করিবে। ক্ষুদ্রগ্রাস লইয়া অজুষ্ঠসময়ে মুখে দিবে। মুখশুদ্ধ করিবে না। গুরুকালে নিজ পত্নীতে উপগত হইবে, অন্ন সময়েও গমন করিতে পারিবে। পর্বে কখন স্ত্রীসম্বোগ করিবে না। পণ্ডিতেরা বলেন;—যে ব্যক্তি অবাতিচাবে রতি-বর্ষপালন-তৎপর্য পরিলীতা তার্ঘ্যার মুখে মৈথুন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহার পিতৃ-গণ, সেই মাস রেতঃ পান করিয়া থাকেন। “যে সকল স্ত্রীলোকের প্রসব আজ কাল হইবে তাহারও স্থায়ীসংবাস করিতে পারিবে” জ্ঞান যায়। ইন্দ্র স্ত্রীলোকের প্রতি এই পাবন বর প্রদান করিয়াছেন। উন্নতবৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কূপে নামিবে না; অগ্নিতে স্নেহকার দিবে না। একদিকে অগ্নি ও অন্যদিকে ব্রাহ্মণ—মধ্যস্থল দিয়া গমন করিবে না। হই দিকে অগ্নি বা হই দিকে ব্রাহ্মণ থাকিলেও মধ্যস্থল দিয়া যাইবে না। তবে অহমতি পাইলে, যাইতেও পারে। তার্ঘ্যার

সহ একত্র ভোজন করিবে না; করিলে নির্বাধ্য সন্তান উৎপন্ন হয়; ইহা বাজসন্যের সংহিতাতে জানা যায়। ইন্দ্রধনুর “ইন্দ্রধনু” এই নাম কীর্তন করিবে না; “মনিধনুঃ” বলিবে। পলাশ কাঠের আসন, পাছকা ও দস্তধাবন গ্রাহ্য করিবে না। কোলে রাখিয়া ভোজন করিবে না; অধঃস্থাপিত পাত্রে ভোজন করিবে না। বেগুদণ্ড ও স্বর্ণময় কুণ্ডলধর ধারণ করিবে। স্বর্ণময় মালা ব্যতীত অন্ত্র মালা প্রকাশ্য ধারণ করিবে না। সভাসমিতিতে সংস্থষ্ট হইবে না। পণ্ডিতেরা বলেন;—“বেদসকলকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য না করা, সর্বত্র অধিগণের অব্যবস্থা বিবেচনা এবং নিজকৃত প্রত্যক্ষযুক্তি, ইহাতে আত্মা অধঃপতিত হয়।” অনাহৃত হইয়া যজ্ঞে যাইবে না; যখন গমন করিবে তখন বহুবৃক্ষ-সঙ্কুল বা সমুখ-সূর্য্যপথ আশ্রয় করিবে না। নদীতে স্নাত্য দিবে না; শেষ রাতে উঠিয়া অধ্যয়ন করিবে; আর শয়ন করিবে না; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মসমুহের উঠিয়া নিজ নিয়ম পালন করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর, স্বাধ্যায় এবং উপাকর্ষের কথা বলা যাইতেছে;—প্রাণী-পূর্ণিমা অথবা তাদ্রী পূর্ণিমাতে অগ্ন্যধান করিয়া দেবতা ও বেদ উদ্দেশে হোম করিবে। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা হস্তি বাচন করাইয়া দধি ভোজনানন্তর সাড়েচার মাস বা সাড়ে পাঁচমাসের পর নির্জনে—অরণ্যে উৎসার্গধ্য কর্তব্য করিবে। তৎপরে গুরুপক্ষে বেদাধ্যয়ন করিবে; ইচ্ছামত বেদাদ্য অধ্যয়ন করিবে। প্রাতঃকাল, বা সায়ংকালে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ; চাণ্ডাল বা নীচ গ্রাম মধ্যে থাকিলে বেদাধ্যয়ন করিবে না; ধর্ম বৃদ্ধি ইচ্ছা করিলে নগরেও বেদাধ্যয়ন অকর্তব্য; যে ব্যক্তি শুক গোময় পূর্ণ হান, আছোড়িত হান বা শ্রাদ্ধ-সমীপে শয়ন, তাহার ও যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্তা বা শ্রাদ্ধভোক্তা তাহার পক্ষেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। এবিধে পণ্ডিতেরা একটা মন্তব্য

কীৰ্ত্তন করেন ;—“কল, জল, তিল বা অন্ত
কিছু শ্রাদ্ধে প্রদত্ত ভক্ষ্য প্রতিগ্রহ করিলে
অন্যায় হইবে ; ব্রাহ্মণদিগের হস্তই যথ
বলিয়া কীৰ্ত্তিত”। দোড়িতে দোড়িতে অধ্যয়ন
করিবে না ; পুতিগন্ধ বহিতে থাকিলেও অধ্য-
য়ন করিবে না ; বৃক্ষারোহণ, নৌকারোহণ, ও
সৈন্য মধ্যে অবস্থিতিকালে ও ভোজনান্তে
বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শরশব্দ হইলেও অনধ্যায়।
চতুর্দশী, অমাবস্তা, অষ্টমী ও অষ্টকাত্রের অধ্যয়ন
করিবে না। চরণাদি প্রসারণ করিয়া অধ্যয়ন
করা অকর্তব্য ; বধন গুরু সমীপে বিনোদভাবে
বসিয়া থাকিবে তখনও অধ্যয়ন করিবে না।
মিথুন পরিত্যক্ত শয্যাতে বা মিথুন পরিত্যক্ত
বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকিলে অধ্যয়ন করা
নিষেধ। গ্রামান্তে অধ্যয়ন করিবে না। বনি
হইলেও অনধ্যায়। প্রস্রাব বা বিষ্ঠাত্যাগ
করিলেও অধ্যয়ন করিবে না। সামগ্রান-
সময়ে ঋত্থেদ বা বজুর্বেদ পাঠ করিবে না।
অজ্ঞান, নির্ধাত শব্দ, চতুর্দশ্য গ্রহণ, দিক্শব্দ,
পর্যন্তশব্দ, ভূমিকম্প, মেঘধ্বনি, করকাবর্ষণ,
কবিরবর্ষণ এবং পাংগুবর্ষণেও আকালিক
অনধ্যায় হইবে। উকাপাত ও, বিদ্রাংপাত
বিষয়ে হইলে দিন মাত্র, রাত্রিতে হইলে
রাত্রি মাত্র অনধ্যায়। বর্ষাভিন্ন অস্ত্র ঋতুতে
হইলে আকালিক অনধ্যায়। আচার্য্য মরিলে
তিম দিন আর আচার্য্য পুত্র, আচার্য্য শিষ্য,
আচার্য্যপত্নী, ঋত্বিক এবং যৌন সম্বন্ধে সম্বন্ধ
ব্যক্তি মরিলে অহোরাত্র অনধ্যায়। গুরু
পাদগ্রহণ করিবে ; ঋত্বিক, ঋতুর, পিতৃব্য
এবং মাতুল—বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহাদিগের
পক্ষে প্রত্যাখ্যান স্বরূপ অভিবাদন করিবে।
তাহাদিগের পাদগ্রহণ করা যায় তাহাদিগের
পত্নীর এবং গুরুর পিতা মাতার পাদগ্রহণ
করিবে। যে ব্যক্তি প্রত্যভিধান করিতে
জানে তাহাকে “আমি অদুৰ্দ্ধ আপনাকে
অভিবাদন করিতেছি” বলিয়া অভিবাদন
করিবে, আর যে প্রত্যভিধান জানে
না তাহাকে অভিবাদন করিবে না। পিতা
পতিত হইলে পুত্র তাহাকে পরিত্যাগ
করিবে, কিন্তু জননী পুত্রের পক্ষে পতিতই
হয়না। এ বিষয়ে পতিতেরাও বলেন ;—

“আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশগুণ, পিতা
আচার্য্য অপেক্ষা শতগুণ, আর মাতা পিতা
অপেক্ষাও সহস্রগুণ গুরু। তর্ধ্যা, পুত্র এবং
শিষ্য ইহারা পাশী হইলে কারণ নির্দেশ করিয়া
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে ; না করিলে
পতিত হইবে। বজ্রমর্দনের পাতিত্য না
হইলেও ঋত্বিক যদি জাহার যাকন ত্যাগ
করেন, এবং ছাত্রের পাতিত্য না হইলেও
আচার্য্য যদি তাহার অধ্যাপন ত্যাগ করেন
তাহা হইলে জাহার পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি,
বাস্তবিক পতিত না হইলেও অস্ত্র কোন
কারণে পতিতবৎ হইয়া আছে তাহার দ্বী কিত্ত
তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। অথবা অস্ত্র
পতিতই হউক, আর অপতিতই হউক জী
তাহার নিন্দাদি করিবে না। দ্বীলোক পরপুরুষ
সংসর্গিণী হইলেই পতিত হয়। অতএব স্বামী,
পুরুষান্তরের অমুপভুক্ত অস্ত্র জী গ্রহণ করিতে
পারিবে, গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে তাহার
প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুপুত্রের
প্রতিও গুরুবৎ ব্যবহার করা উচিত ইহা শ্রুতি।
বিদ্যা, বস্ত্র এবং অন্ন ব্রাহ্মণের প্রতি গ্রাহ্য।
বিদ্যা, ধন, বরস, সহায়সম্পন্নতা এবং কর্ম
এই করণী সম্মানের কারণ, ইহার মধ্যে আবার
যাহা যাহা পূর্ব পূর্ব উল্লিখিত, তাহা তাহাই
অধিক সম্মানের কারণ। বৃদ্ধ, বালক, আতুর,
ভারী ও চক্ৰচালকব্যক্তি একত্র উপস্থিত হইলে
পূর্ব পূর্ব ব্যক্তি পর পরকে পথ ছাড়িয়া
দিবে, রাজা ও স্নাতক উপস্থিত হইলে,
রাজা স্নাতককে - পথ ছাড়িয়া দিবে।
এবং সকলের একত্র সমাগমে উচ্চতম-
ব্যক্তিকেই অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।
তৃণাসন, ভূমি, অগ্নি, জল, হনুত বাক্য ও
অননুয়া—সাধুগণের পূর্বে কদাচ ইহাদিগের
অস্তাব হয় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়।

অনন্তর ভক্ষ্যভক্ষ্যের বিষয় কীৰ্ত্তন করিব।
চিকিৎসক, ব্যাধ, পুংসলী, দান্তিক, চোর
অভিহিত, স্ত্রী, পতিত, কপণ, অমাবোদী,

পূর্বে বাগাতরে দীক্ষিত, বিগড়ান বধ, আতুর, সৌমভিক্রী, তজক, রজক, শৌণ্ডিক, পিত্তন, বার্দ্ধব্যিক, চর্ষকার এবং শূত্রের অন্ন ভোজন, নিষিদ্ধ; পঞ্চযজ্ঞ বিহীন ব্যক্তির উপবাসে অন্ন ভোজন করিবে না; যে ব্যক্তি বাটীতে উপপতির গমনাগমন সহ্য করে, যে ব্যক্তি তাহা সহ্য করিবার জন্ত অর্থ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি, বধাই ব্যক্তিকে বধ করে না ও যে ব্যক্তি বধাই বা কি আর মুক্তিই বা কি বলিয়া চাৎকার করে, তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না; গণার এবং গণিকারও অভোজ্য; এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন;—“দেবগণ স্বপতির অন্ন ভোজন করেন না, বৃষলীপতির অন্ন ভোজন করেন না; জীজিত ব্যক্তির এবং যাহাঁর গৃহে উপপতি আছে তাহার অন্ন ভোজন করেন না। ইহাদিগের নিকট কাঠ, জল, ফল, পুষ্প এবং সবিনয়ে আনীত দুধাদি পানীয়, গৃহ সফরী প্রিয়ঙ্গু, তরঙ্গ, মধু এবং মাংস প্রতিগ্রহ করিবে না; তবে এ বিষয়ে কথিত আছে;—“গুরুর জন্ত, কুটুম্বভণের জন্ত এবং অতিথি ও দেবগণের সংস্কারার্থ সকলর নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে; কিন্তু সেই প্রতিগ্রহীত দ্রব্য দ্বারা স্বয়ংভুত হইবে না।” শরপ্রহারে পতহিংসকের অন্ন পরিত্যাজ্য নহে; জানা আছে, অগস্ত্য, সহস্রবর্ষব্যাপী সত্যযাগে প্রাপ্ত যুগ-পক্ষিগণের যুগরা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার সুরসপূর্ণ পুরোডাশ এবং অন্ন হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা প্রজাপতির কতিপয় প্রাচীন শ্লোক বলেন;—“স্বয়ং দানার্থ আনীত অবাচিত ভিক্ষা দুষ্কার্যকারীর নিকট হইতেও ভোজ্য বলিয়া প্রজাপতি বিবেচনা করেন। তবে প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি চোরের অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না; কেন না যাবৎ অপহরণ-প্রসূতি চরিতার্থ না হয়, তাবৎ চোরের কিছুই বহুতর নহে অর্থাৎ অপহরণই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি ঐ অবাচিত ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে, তাহার পিতৃগণ, পঞ্চদশ বৎসর তদন্ত অন্ন ভোজন করেন না; অগ্নিও তাহার প্রদত্ত দ্বাব্যবহন করেন না। চিকিৎসক শল্য-ব্যারী বা পাশখরী পত্ন্যাতক, ক্রীষক

কুলটার স্বয়ং দানার্থ উদ্যত ভিক্ষাও অভোজ্য ও রুতিম অপরের উচ্ছিষ্ট, নিতের উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছিষ্টদূষিত অন্ন ভোজন করিবে না। কেবলকীট দূষিত অন্নও অভোজ্য; তবে ভোজন করিতে নিত্যন্ত ঠেছাযুক্ত হইলে, কেশ বা কীট বাহা থাকিবে তাহা দূর করিয়া সেই অন্ন জল ছিটাইবে, তদ্ব্যবিকরণ করিবে, তৎপরে বাসু-প্রশস্ত করিয়া তাহা ভোজন করিতেও পারে। এখানে পণ্ডিতগণ প্রাজাপত্য শ্লোক কীর্তন করেন;—“শৌচাশৌচ বিষয়ে অপ্রত্যক্ষীকৃত, জলপ্রাকালিত এবং বাসুপ্রশস্ত—দেবগণ ব্রাহ্মণ-দিগের পক্ষে এই তিনটিকেই পবিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেবজ্ঞানী, বিবাহ এবং আরব্যজ্ঞে কাক বা কুকুরের স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিবে না। সেই অন্ন হইতে মাত্র সামান্য স্পৃষ্ট অন্ন উদ্ধৃত করিবে ও অবশিষ্টাংশের সংস্কার করিয়া লইবে। প্রববস্তুর প্রাবন, বনবস্তুর ক্ষরণ এবং কোন কোন বস্তুর পাক দ্বারা পবিত্রতা হইবে ও স্পৃশ্যদোষ থাকিবে না। পর্যুষিত, ভাবদুষ্ট, হস্তে, পুনঃসিদ্ধ, স্রবৎ-পক এবং ঋজীষপক অন্ন অভোজ্য; তবে ইচ্ছা করিলে, সূতপক অন্ন (পিষ্টকাদি) পর্যুষিত হইলেও তাহা ভোজন করিতে পারিবে। একটী প্রজাপত্য শ্লোক কীর্তিত হইয়া থাকে;—“হাতে করিয়া প্রদত্ত স্নেহ, লবণ ও ব্যজন দাতার ফলজনক হয় না; এবং যে তাহা ভোজন করে তাহার পাপ-ভোজন করা হয়।” লভন, পলাতু, কেমুক, গুজন, শ্লেষ্মাত, লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্ধ্যাস, ছেদজাত নির্ধ্যাস, অশ্বের, কুকুরের এবং কাকের উচ্ছিষ্ট এবং শূত্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে কল্যাণভিহীন ব্রত করিবে। অত্রপ্রকার মধু, মাংস ও ফলবিশেষ ভোজনে এই ব্রত করিতে অপরে ক্রিপদেশ দিয়াছেন। মহিবী ভিন্ন আরণ্য পশুর হৃৎ অপের; সন্ধিনী, বিবংসা, অজাতরোমা বা অনির্দশাহা গো ও মহিবীর হৃৎও অপের। মেঘহৃৎও ভোজন করা অবিধি। আত্মার্থ প্রস্তুত অপূপাদি, অস্ত্রান্ত নানাবিধ কীর পিষ্ট ও ববপিষ্ট এবং শুক্ল শব্দার্থ পরিত্যাগ করিবে। বাবিন, শলক, শশ, কচ্ছপ এবং গোদা এই কয় পক্ষ-নথ জীব তন্ম্য; উক্ত তিন জন্ততো দত্ত পশুগণ

ভক্ষণীয়। মন্ত জাতীয়দিগের মধ্যে বেহ, গন্য, শিওমার, নর, কুগীর এবং বিকৃতরূপ সর্প-শীর্ষ মন্ত্রগণ অভক্ষ্য। গো, গবয় এবং শরভ ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হয় নাই; খেয় এবং বুঘ বাজসনেয় মতে পবিত্র। বজ্রশুকর, এবং গণ্ডার ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এই বলিয়া-পণ্ডিতেরা বিবাদ করিয়া থাকেন। পক্ষিগণের মধ্যে বিত্ত, বিবিকির, জালপাদ, চটক, প্রব, হংস, চক্রবাক, ভাস, মদগু, টিট্টিভ, অবটাক, নিশাচর পক্ষী, দার্দাঘাট চটকবিশেষ, চৈলাতক, হারীত, ধ্বজ, গ্রাম্যকুট, শুক, সারিকা, কোকিল, মাংসাদী পক্ষী এবং গ্রাম্যপক্ষী সকল অভোজ্য।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জীবের উপাধান কারণ শুক্র—শোণিত, নিমিত্ত কারণ পিতা মাতা। অতএব তাহাকে নান বা পরিত্যাগ করিতে মাতা পিতাই সমর্থ। এক পুত্র স্থলে তাহাকে দান করিবে না; তাহাকে প্রতিগ্রহও করিবে না; কেন না, ঐ পুত্র পূর্বপুরুষগণের ধারারক্ষক। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত জীলোক দান বা প্রতিগ্রহ করিবে না। পুত্র প্রতিগ্রহ করিতে হইলে বন্ধুসকলকে আহ্বান করিয়া এবং রাজ-সকাশে নিবেদন করিয়া বজ্রগণসমীপে গৃহ মধ্যে মল্যব্যাহতি হোম করিয়া গ্রহণ করিবে। অসমিকৃত পুত্রগ্রহণ স্থলে ইহা বিশেষতঃ কর্তব্য। কেননা, কোন সন্দেহ উৎপন্ন হইলে সম্বন্ধপ্রাপ্ত এই বালককে ও বজ্রগণ শূদ্রের মত ঘরে রাখিতে পারে। জানাই আছে, এক হইতে অনেকের জন্ম হয়; সুতরাং এই পুত্র গ্রহণের পর যদি গ্রহীতার ঔরস পুত্র হয় তাহা হইলে ঐ দত্তক পুত্র প্রতিগ্রহীতা পিতার ঘনের চারুভাগের একভাগ, পাইবে। যদি জনক কুলে আত্মীয়দিক না হয়, তবেই তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবে। কোন ব্যক্তি বেদ বিকৃতকারী পতিত হইলে,—তদ্রূপে বাম পাদ দ্বারা লেখিত বর্ণ সাগ্রহুশ বিছাইয়া তদুপরি

জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবে। যে এই কার্য করিবে জাতিগণ মুক্তশিখ ও বিকৃত যজ্ঞোপ-বীত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে, পরে; শনৈঃ শনৈঃ গৃহে আনিবে। ইহার পর আর ঐ বেদবিপ্রাবকের সহিত কোন সন্মত করিবে না; করিলে তদ্রূপ প্রাপ্ত ও তৎ সঙ্গ হইবে। তবে পতিতগণ ব্রতচরণ করিলে তাহাদিগকে পুনরায় গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও বলেন;—কেহ কেহ অগ্নি প্রবেশ করিয়া উদ্ধার পাইবে। এবং যে অমৃত্যুতাপ করত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাতক শূন্য হইবে; তাহার সহিত সকল ক্রীড়া ও হাঙ্গাদি সকল প্রকার সংসর্গ করিবে; যাহারা আচার্য্য হস্তা, মন্ত্ৰহস্তা ও পিতৃহস্তা, মহাপ্রমাদে স্তীত হইয়া কেহই আর তাহাদিগের সহিত পুনর্মিলিত হইবে না। যে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপী, সমাজে মিশিবে, তাহার পক্ষে এই নিয়ম আছে যে, পূর্ণ কার্ণে প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় হইলে কাঞ্চন বা মুদ্রার পাত্র “আপোহিষ্টা” ইত্যাদি ছয় মন্ত্রপাঠ পূর্বক পূর্ণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে। সকল পাপী সম্বন্ধেই এই নিয়ম। পুত্রজন্মকথন-প্রস্তাবে সমাজে পুনর্গ্রহণের কথা কথিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্যবহারের কথা ক্রমিত হইতেছে। রাজ-মন্ত্রী সভার কার্য করিবে। বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে মন্ত্রী একজনের প্রতি পক্ষ-পাত করিলে এই অগ্নিকৃত অপরাধও রাজার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। সর্গভূতে সমদর্শী হইবে। রাজার কোনরূপ অপরাধ হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিধান অনুসারে তাহার সংশোধন করিবে। অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক-গণের বিধান রাজা করিবেন। প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে পূর্ববৎ নিয়ম জানিবে।

দলিল, সাক্ষী ও ভোগ এ তিন প্রকার প্রমাণ। ইহা দেখাইতে পারিলে ধনী ধন লাভ করিবে। পথ, ক্ষেত্র লইয়া, দান লইয়া,

সবন্ধক ঋণ নইয়া অথবা অর্ধান্তর নইয়া, ব্যবহার ত্রিণাম মাত্র! গৃহ বা ক্ষেত্রখটিক বিবোধে সামন্তদিগের কথার বিশ্বাস করিতে হইবে। সামন্তদিগের কথার বিরোধে দলিল বিশ্বাস করিতে হইবে, দলিলের বিরোধে, সেই গ্রাম ও নগরবন্দী বৃদ্ধশ্রমিদিগের কথাতে বিশ্বাস করিবে। পণ্ডিতেরাও বলেন;—“ক্রীত, আধের, অধাধের, প্রতিগ্রহ এবং বজ্র হইতে লাভ,—এইরূপ ভাষ্য ধন জনন তুল্য জানিবে।” দশ বৎসর ভোগ হইলেই ভোগ প্রমাণ। কথিত আছে, “আধি, সৌম্যহান, নিক্ষেপ, উপনিধি, দাসী, অস্ত্র রাজস্ব এবং শ্রোত্রিয় দ্রব্য রাজা অপরকে দিতে পারিবেন না।” অতএব ভোগ প্রমাণবলে তাহা গ্রাহ্য নহে। গৃহস্থগণের দ্রব্য রাজারই অধীন। রাজা, মন্ত্রী ও নাগরিক লোকদিগের সহিত কার্য্য করিবেন। যে রাজা বহুপরিজন প্রতিশ্রুতি—না, যে রাজা গৃহ তুল্য পরিজন প্রতিপালন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ?—বাহার পরিজন গৃহতুল্য নহে তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব রাজা স্বয়ং গৃহতুল্য হইবেন না, গৃহপরিজনও হইবে না। কেননা চৌর্য্য, দস্যুতা ও হত্যা প্রভৃতি দোষ সকল অনেক সময়েই রাজপুরুষের দোষে হইয়া থাকে; অতএব প্রথমেই ঐ সকল দোষের কথা উপস্থিত হইলে নিজ পরিজনকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সাক্ষীর বিষয় বলা যাইতেছে;—শ্রোত্রিয় ভিন্নতপস্বী, রূপবান, সুশীল, ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ব্যক্তিই সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। অথবা দস্যুতা দি স্থলে সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে। জ্রীলোকের কার্য্যে জ্রীলোককেই সাক্ষী করিবে। দ্বিজগণের কার্য্যে অমুদ্রূপ দ্বিজ, শূদ্রগণের কার্য্যে শিষ্ট শূদ্র এবং অন্ত্যজ জাতীয়দিগের কার্য্যে অন্ত্যজ জাতীয়গণ সাক্ষী হইবে। পণ্ডিতেরা বলেন;—“পিতার প্রাপ্তি ভাব্যমর্থাৎ দর্শন ও প্রত্যক্ষ প্রতিভূর শ্রেষ্ঠত্ব—বৃথা গান দ্যুত-ধন, সুদা-ধন, রাজদণ্ডের অবশিষ্টের এবং শুকের অবশিষ্ট দেয় আর পুত্র দিতে বাধ্য নহে”।

হে সাক্ষিন্! সত্যকথা বল, তোমার পিতৃগণ লখনমান রহিয়াছেন তোমার; বাক্য নির্ভুল হইলে, হয় উর্কে উঠিবেন, না হয় অধঃপতিত

হইবেন। যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে, সে, নগ্ন, মুণ্ডিতমুণ্ড, অন্ধ ও ক্షাভূতা কাতর হইয়া কপাল নইয়া শস্ত্রের বাটীতে তিক্কার জন্ম গমন করে। ক্ষুদ্র শূদ্রের ক্ষুদ্র মিথ্যা কথা বলিলে পাঁচপুরুষ নরকগামী হয়, গোর জন্ম মিথ্যা বলিলে দশ পুরুষ নরকগামী হয়, অশ্বের জন্ম মিথ্যা বলিলে একশত পুরুষ নরকগামী হয় এবং পুরুষের জন্ম মিথ্যা বলিলে সহস্র পুরুষ নরকগামী হয়। বিবাহ সময়, ব্রুতি কার্য্য, প্রাণ নাশ সজ্জনবনা, সর্ব্বশ্রম চৌর্য্য এবং ব্রাহ্মণার্থ—এই পঞ্চবিধে মিথ্যা কথা বলা পাপজনক নহে। বজ্রনভা প্রযুক্ত বা অর্ধলোভ বশতঃ যদি এক পক্ষ আশ্রয় করিয়া গৃহীত কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে, সে নিজ বংশীয় পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরা স্বর্গস্থিত হইলেও তাঁহা-দিগকে নরকে পতিত করে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

পিতা, জীবন্ত, জাত পুত্রের মুখ দেখিলে পিতৃ-ঋণভার হ্রাসের দ্বারা ইদ্র বরেন ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। পুত্রবানদিগের অনন্তলোক এবং শ্রুতি আছে; অপুত্রের লোকাধিকার নাই; “প্রজাগণ অপুত্র হউক” এইরূপ অভিশাপাতও আছে; “ইহাতে প্রজা উৎপাদন করিয়া অধির অমৃতত্ব।” এইরূপ নিয়মও আছে—পুত্রদ্বারা লোকাধিকার সামর্থ্য হয়, পৌত্র দ্বারা ঐ লোকসকলের অনন্ততা হয় এবং পুত্রের পৌত্র দ্বারা স্বর্ধ্যলোক প্রাপ্তি হয়, ক্ষেত্রজ পুত্র বিবাদ আছে; কেহ বলেন ক্ষেত্র-স্বামীর পুত্র, কেহ বলেন জনরিতার পুত্র। উভয় পক্ষই কীর্ত্তিত আছে; যদি অস্ত্র কোন বুযত গাভীতে বৎস-সন্তান উৎপাদন করে তাহা হইলে সেই সকল বৎস বাহার গাভী তাহারই; বর্ষ্যের স্তনন ও মোক্ষণ—উক্ত বিষয়ের সাক্ষ্য সম্পাদক নহে।” আর “ইহাকে সাবধানে রক্ষা করুন, যেন পরক্ষেত্রে উপগত না হন যদি বা বীৰ্য্যত্যাগ করেন তাহা হইলে সেই গর্ভেৎপন্ন পুত্র জনরিতারই হইবে। প্রাচীন প্রবাদই আছে, অমোঘবীৰ্য্য

এই তত্ত্বাপন করিক।” একের সমান বহুব্যক্তির মধ্যে একজনের যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহার সকলেই সেই পুত্র হারা পুত্রবান হয়, এইরূপ ক্রটি আছে। বহুসমস্ত্রী মধ্যে এক সমস্ত্রী পুত্রবতী হইলে স্নেহ পুত্র হারা সকলেই পুত্রবতী হয়। প্রাচীনগণ দাদশবিধ পুত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিণীতন নিজ ভাগ্যার গর্ভে নিজের উৎপাদিতা পুত্র প্রথম। তাহা না হইলে, নিখুজ স্বীয় পত্নীর গর্ভজাত ক্ষেত্রপুত্র দ্বিতীয়। পুত্রিকা-পুত্র তৃতীয়। কামা আছে অভিসন্ধিপূর্বক পাণ্ডে প্রমত্ত ভ্রাতৃপুত্র কভা পিতারই পুত্ররূপে প্রাপ্য; তাহা হইতে উৎপন্ন পুত্র মাতামহের পুত্রস্ব প্রাপ্ত হইবে। স্নোক আছে “আমি তোমাকে ভ্রাতৃশূভ্রা অলঙ্কৃত কভাদান করি-তেছি, ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমার পুত্রকাণ্য করিবে।” দ্বোনর্ভব পুত্র চতুর্থ। যে নারী, বাগানের স্বামী ত্যাগ করিয়া অস্ত্রের সহিত সংবাস করত তদীয় পরিবারের অন্ত-নিবীষ্ট হয়, সে পুনর্ভূ। এবং যে নারী স্ত্রী-পতিত বা উন্নত ভর্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামীবরণ করে অথবা এক স্বামীর মরণে অন্য স্বামী আশ্রয় করে, সে পুনর্ভূ। কানীন পুত্র পঞ্চম। অপরিণীত অবস্থায় পিতৃগৃহে কামবশতঃ উৎপাদিত পুত্র কানীন; পণ্ডিতেরা বলেন ঐ পুত্র মাতামহের পুত্রস্থানীয়, কথিত আছে। অদত্তা কভা অমরুপ পুত্রব হইতে পুত্রলাভ করিলে মাতামহ সেই পুত্রে পুত্রবান হয়, অতএব ঐ পুত্র মাতামহের পিতৃ দিবে ও ধনাধিকারী হইবে। গোপনে উৎপাদিত পুত্র গুঢ়োৎপন্ন, ষষ্ঠপুত্র। দাদশপ্রকার পুত্রের মধ্যে এই ছয় প্রকার পুত্র উত্তরাধিকারী বান্ধব, পিতাকে মহাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ করে, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ধনে অধিকারী ছয় প্রকার পুত্রের কথা বলা বাইতেছে। প্রথম সহোঢ় পুত্র, পর্ভাবস্থাতে পরিণীতা রমণীর সেই গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম “সহোঢ়”। দ্বিতীয় দত্তক পুত্র; জনক জননীর প্রমত্ত পুত্রের নাম “দত্তক”। তৃতীয় ক্রীতপুত্র; শুনঃশেক বিবরণে এই পুত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র, অজীগর্ভকে তাহার

পুত্র বিক্রয় করিতে অস্বরণ করেন এবং পর্ভবৎস ও ধনাদি হারা হয়ং সেই পুত্র ক্রয় করেন। চতুর্থ বয়মুপাগত পুত্র; ইহা শুনঃশেকবিবরণে বর্ণিত আছে;—পূর্বকালে শুনঃশেক যুগকাঠে বদ্ধ হইয়া দেবগণকে ভব করেন। দেবগণ তাঁহাকে লেখন-যুক্ত করিয়া দেন, তখন স্বত্বিক্রমণ সকলেই বলিল;—“এই বালক ‘আমার পুত্র হউক’ একজন স্বত্বিক্রমণকে বলিলেন;—“আপনারা সকলেই ইহাকে পুত্র হইতে বলিতেছেন; ‘এক জনের বহুব্যক্তির পুত্র হওয়া অসম্ভব।’ তাহার হির করিয়া দিলেন;—“এই বালক বাহার পুত্র হইতে ইচ্ছা করিবে; তাহারই পুত্র হইবে সেই যজ্ঞে বিধানিত হোতা ছিলেন। শুনঃশেক তাঁতার পুত্র হইলেন। পঞ্চম অপবিত্র পুত্র মাতা-পিতার পরিত্যক্ত পুত্র অপরের গৃহীত হইলে তাহার “অপবিত্র” সংজ্ঞা হয়। ষষ্ঠ শূদ্রাপুত্র, ইহা কথিত হইয়াছে। এই সকল বান্ধব ধনাধিকারী নহে। যদি পূর্ববর্ণের কোন উত্তরাধিকারী পুত্র না থাকে, তাহা হইলে এই সকল পুত্রেরাও তাহার ধনাধিকারী হইবে। ভ্রাতৃ-গণের দায়ভাগের কথা বলা বাইতেছে। জ্যেষ্ঠ ছই অংশ লইবে; প্রাধান গো অংশ ছাগ মেঘ এবং গৃহ জ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য। কাঠ, গো, যবস কনিষ্ঠের এবং গৃহোপকরণ বস্ত্র মধ্যমের প্রাপ্য (ধনভাগ অংশাংশ মত করিবে)। মাতার বিবাহলগ্ন ধন—কভাগণ ভাগ করিয়া লইবে। যদি ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন জাতিতে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী-পুত্র তিন অংশ, ক্ষত্রিয় পুত্র ছই অংশ এবং অপর সকলে সমান অংশ করিয়া লইবে। ইহাদিগের ক্ষেত্রে বিনা নিরোগে অল্প কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র সেই উৎপাদিতার ছই অংশ অধিকার করিবে। অন্ত-আশ্রমগত স্ত্রী, উন্নত এবং পণ্ডিতগণ কেবল গ্রামাচ্ছাদনে অধিকারী। স্ত্রী ও উন্নতের বিধবা পত্নী বৈবধ্যের পর ছয় মাস অক্ষর লিখ ভোজন করত ব্রতচারিণী হইয়া থাকিবে। সে ছয় মাসের পর স্নান করিয়া স্বামীর স্মৃতি করিবে। পরে বিদ্যাশুক, কর্মশুক যৌনসম্বন্ধাদিগকে আহার করিয়া পিতা

বা ভ্রাতা তাহাকে পুত্রোৎপাদনার্থ পিতা বা নিয়োগ করিবে। অথবা তপস্তা করিতে নিযুক্ত করিবে। উন্নতা, অবশ্ববর্তিনী এবং ব্যাধিতাকে নিয়োগ করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে নিয়োগ করাও নিষিদ্ধ। ০ষোড়শবর্ষীয়া অর্থাৎ তরুণী, অনামবাবিনী রমণীকে নিয়োগ করা বিধি। প্রাজাপত্য মুহূর্ত্তে পাণিগ্রহণের মত উপচার স্থাপন করিবে। যেখানে বাক্পারিষ্য ও দণ্ডপাক্ষ্যের সম্ভাবনা নাই, সেই খানেই এ সমস্ত আয়োজন করিবে। নিযুক্ত্যমানা রমণী গ্রাসাচ্ছাদন ও ঘান এবং অমূল্যপন বিষয়ে নিয়ম অবলম্বন করিবে। অনিযুক্তা রমণীতে উৎপাদিত পুত্র উৎপাদয়িতার হয়, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। নিয়োগধর্ম্মিণী রমণী পূর্বে যে পুত্রের সলোভ দৃষ্টিপথের পথ-বর্ত্তিনী হয়, সেই পুরুষের প্রতি ঐ রমণীকে নিয়োগ করিবে না। কেহ কেহ বলেন;—ঐক্য স্থলে নিয়োগ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অবিবাহিতাবস্থাতে রজস্বলা হইলে ঐ ঋতুমতী কুমারী তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং অনুরূপ স্বামী লাভ করিবে। এ বিষয় পণ্ডিতেরা বলেন; “যদি পিতা দান করিবার অগ্রে কত্কা কাল অতীত হয় এবং তৎপরে কত্কা প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কত্কা, গুরুর হিতরত উত্তম পাত্রে প্রদত্ত হইলেও দৃষ্টিপাতে দাতাকে অধঃপাতিত করে। পিতা ঋতুকাল-ত্তরে শীঘ্র শীঘ্র ঋতু না হইতেই কত্কা দান করিয়া থাকেন। অবিবাহিত অবস্থাতে ঋতুমতী হইয়া থাকিলে দোষ হয়। অনুরূপ বর প্রার্থী আছে; কত্কাও বিবাহ করিতে অভিলাষবতী, এমত অবস্থায় দান করা না হইলে সেই কত্কার যতবার ঋতু হইবে, পিতা মাতার তাবৎ জ্ঞান হত্যার পাপ হইবে। ইহা ধর্ম্ম ঋণ। কেবল জল হিটা দিয়া বা বাক্যমাত্রে কত্কা দান হইয়াছে, কিন্তু কোন মন্ত্ৰ পাঠ হইয়া কাণ্ড্য সম্পন্ন হয় নাই; এমত অবস্থাতে বরের মৃত্যু হইলে ঐ কুমারী কত্কা পিতারই হইবে। বাগদত্তা কত্কা মন্ত্রসংস্কৃতা না হইলে তাহাকে অপর পাত্রে দেওয়া যায়; বাগদত্তা কত্কা অবাগদত্তা কত্কা সদৃশী জানিবে।

বালিকা কেবল মাত্র মন্ত্রসংস্কৃতা হইয়াছে, অর্থাৎ অক্ষত যোনি আছে, এমন সময়ে পাণি-গ্রাহকের মৃত্যু হইলে, তাহার পুনঃ সংস্কার হইতে পারিবে। বাহার স্বামী বিদেশে, সেই সজাততনয়া রমণী অকামা হইলে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিবে। বিধবা স্ত্রীলোক যে ভাবে থাকে, সেইভাবে কালযাপন করিবে। আর জাত-সন্তান ব্রাহ্মণী পাঁচ বৎসর, জাতদন্তান ক্ষত্রিয় চার বৎসর, জাতসন্তান বৈশ্য তিন বৎসর এবং জাতসন্তান শূদ্রা দুই বৎসর অপেক্ষা করিবে। তৎপরে সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক, সগোত্র ও সমানপ্রবর পুরুষগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বোন্নিখিত পুরুষের অভাবে পর পর পুরুষকে আশ্রয় করিবে। পরপর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বই শ্রেষ্ঠ। বংশের পুরুষ বর্ত্তমান থাকিলে অপর পুরুষ আশ্রয় করিবে না। বাহার পূর্ব্বোন্নিখিত ছয় প্রকার পুত্রের মধ্যে ধনাধিকারী কোন পুত্রই নাই, তাহার ধন সপিণ্ড ও পুত্র স্থানীয়গণ বিভাগ করিয়া লইবে। তদভাবে, আচার্য বা ছাত্র, তদভাবে রাজা তদীয় ধন গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধন রাজা লইবেন না। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ঘোরতর হলাহল; পণ্ডিতেরা বিধকে বিষ বলেন না; ব্রাহ্মণকেই বিষ বলিয়া থাকেন। বিষ,—কেবল এক ব্যক্তিকেই বধ করে, আর ব্রাহ্মণ পুত্রপৌত্র পর্যাণ্ড বিনাশ করে। অতএব রাজা ব্রাহ্মণের ধন ত্রৈবিদ্য-সাধুগণকে দান করিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

চাণ্ডাল ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গর্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন মানব অন্ত্যারসারী। রামক বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন। পুরুষ, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ের গর্ভে উৎপন্ন; স্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন, ইহা কথিত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন;—ইহার গোপনে উৎপাদিত হইলেও নীচজাতির সমগুণাবলম্বী হইবেক। সুতরাং গুণহীন স্ত্রীচার

এবং হীনকর্মী বলিয়াই ইহাদিগকে চিনিরা
হইবে। ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্যের ঔরসে
স্বাক্ষেপে জ্যেষ্ঠ, দ্ব্যস্তর এবং একান্তর বর্ণ
শূদ্রের গর্ভে উৎপাদিত মনুষ্যগণ “নিষাদ” ।
শূদ্রা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তিনবর্ণ কত্রিয় অপেক্ষা
দুইবর্ণ এবং বৈশ্য অপেক্ষা একবর্ণ অন্তর ।
এ “নিষাদ” জাতির নামান্তর “পারশব” ।
গীচিয়া থাকিলেও শব্দভূগ্য, এই জন্যই
ইহার নাম “পারশব” ইহা কথিত হইয়াছে।
শূতের নাম শব। শূদ্রই শবস্ত্র জতএব
শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না। এ বিবরণ
সমগীত শ্লোক ও উদাহৃত হইয়া থাকে;
পাপাত্যারী শূদ্রগণই প্রত্যক্ষ শ্রমশান। অতএব
কদাপি শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না।
শূদ্রকে নৌকিককার্য উপদেশ করিবে না;
উচ্ছিষ্ট দিবে না; হত্যাবশিষ্ট দ্রব্য দিবে
না; ইহাকে ধর্মোপদেশ করিবে না বা ব্রত
উপদেশ করিবে না। যে ব্যক্তি ইহাকে ধর্মো-
পদেশ বা ব্রতোপদেশ করিবে, সে উপদিষ্ট
শূদ্রের সহিত সেই উপদেশকও যোরতঃ
অসংবৃত্ত অন্ধকার প্রাপ্ত হয়। বাহার ব্রণধার
কখন ক্রমি হইবে, সে প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ
হইবে এবং সুবর্ণ, গো এবং বস্ত্র দক্ষিণা দিবে।
সামিক ব্যক্তি, শূদ্রকে কুক কুকুরীর ভ্রায়
মনে করিয়া তাহাতে উপগত হইবে না।
শূদ্রাগমন ধর্মজনক নহে। (ইহার দ্বারা
শূদ্রাবিবাহ নিষিদ্ধ হইল; বিশেষ বিবরণ
যাজ্ঞবল্ক্য-অনুবাদ প্রথম অধ্যায় ৫৬ শ্লোক ও
তাহার টীকা দেখ)।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একোবিংশ অধ্যায় ।

প্রজা পালনই রাজার ধর্ম। অহুষ্ঠান
করিলেই তাহার দিগ্গি হয়। পালন না করাই
ভয়ের কারণ, পণ্ডিতগণ এইরূপ নিয়ম করিয়া-
ছেন। জানা যায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিতই রাজ্য
চল্ল্য করেন, অতএব গৃহস্থাপিত নিয়মমত
কার্যে রাজা পুরোহিতকে দান করিবেন।
অপালন অসামর্থ্য হইতেই রাজার ভয় ।

দেশধর্ম, জাতিধর্ম এবং কুলধর্ম এই সমস্ত
বজ্রাধি রাধিয়া রাজা চারবর্ণকে আশ্রমে স্থাপন
করিবেন। ইহা দ্বারা অধর্মপরাগণ হইলে রাজা
দেশ, কলি, ধর্মাদর্শ, বয়স, বিদ্যা ও স্থান-
বিশেষ অনুসারে ইহাদিগের দণ্ডবিধান করি-
বেন। ঐতিহাসিক নহে বলিয়া কবিকর্মের
জন্ত দানের অল্পপুঙ্খ কুঁকল ও কুপুঙ্খসম্পন্ন
বুদ্ধাদি ছেদন করিয়া ফেলিবে। আর ব্যয়
ঠিক করিয়া রাখিবেন। বরফের কয় নাইবেন
না, কেননা ইহা অস্বাভাবিক। উৎসবে থাকিবেন।
শ্রোত্রিয় রাজপুরুষাদির কর গ্রহণ করিবেন
না। রাজা পিতৃব্য মাতুলাদিকে ভরণ
পোষণ করিবেন। রাজমহিষীর বিশেষ
বন্দোবস্ত থাকিবে। অত্যাচারী রাজকীয়গণ
গ্রাসাচ্ছন্ন মাত্র পাইবে। (এহ্নের এইরূপ
ব্যাখ্যাতেই সকলকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে)।
কার্যপণের নান শুদ্ধ নাই। শিল্পবৃত্তিতে
শুদ্ধ নাই; শিল্পের শুদ্ধ নাই; ধর্মকার্যে শুদ্ধ
নাই; ভিক্ষাবৃত্তিতে শুদ্ধ নাই; হত্যাবশিষ্ট
বাণিজ্যদ্রব্যে শুদ্ধ নাই; শ্রোত্রিয় ও প্রব্রজিত
ব্যক্তিকে শুদ্ধ দিতে হয় না যজ্ঞেরও শুদ্ধ নাই।
কেহ কেহ বলেন;—চোর, অতিশয়, দুষ্ট
শস্ত্রধারী, সহোদ্র, ব্রণসম্পন্ন এবং ব্যাপবিত্ত—
রাজা ইহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া এক-
দিন উপবাস করিবে; পুরোহিত তিনদিন।
অদণ্ডব্যক্তিকে রাজা দণ্ড করিলে প্রাজাপত্য
ব্রত এবং পুরোহিত তিনদিন উপবাস করিবে।
পণ্ডিতেরা বলেন—যে ব্যক্তি ভ্রণধারীর
অন্ন ভোজন করে তাহাতে ভ্রণহত্যা পাপ
সংক্রমিত হয়। ব্যভিচারিণী ভার্যা স্বামীকে
পাপভার চাপাইয়া থাকে। যজ্ঞমান এবং
শিষ্য, ঋত্বিক এবং গুরুকে নিজের পাপভাগী
করে আর চোর পাণে রাজা আক্রান্ত হন।
পাপী মনুষ্যগণ রাজমণ্ডে দণ্ডিত হইলে, নির্দল
ইহা পুণ্যবান সাধুগণের দ্বারা স্বর্গলাভ করেন।
পাপী ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে, সেই পাপীর
পাপ রাজাকে অর্শে। রাজা যদি তাহাকে
আবৃত না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজ-
ধর্ম অনুসারে দোষী হন। রাজার রাজকার্যে
সদ্যঃশোচ বিহিত। সেই সকল কার্য্যও
নিষ্ঠা; ফলকথা শোচাশোচে কালই কারণ।

বমকীর্ণিত শ্লোকও এ বিষয়ে উদাহৃত হইয়া থাকে ;—রাজা, ব্রতী ও মন্ত্রীদিগের এ বিষয়ে ঘোষ নাই ; কেননা তাঁহারা ব্রহ্মস্থানে জ্ঞানীন বলিয়া সর্বদা ব্রহ্মরূপ ।

একোবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিংশ অধ্যায় ।

অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে ; এবং জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেহ কেহ স্বীকার করেন । গুরু মনস্বীদিগের শাসন-কর্ত্তা ; রাজা দুরাশ্রয়গণের শাসক, ইহলোক বাহারা গোপনে পাপ করে, বৈবস্বত বম তাহা-দিগের শাস্তা । প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে তুর্ধ্যোদয় হইতে সমস্ত দিন গায়ত্রী জপ করত দণ্ডায়মান থাকিবে, আর তুর্ধ্যান্ত হইতে সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিবে । কুনধী এবং শ্রাবদত্ত দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত করিয়া গৃহস্থ হইবে । দিধিধূপতি দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত করিয়া অন্য বিবাহ করিবে এবং পোষক করিতে অমুমতি লইবার জন্য ঐ পত্নীকে জ্যেষ্ঠার স্বামীর দিকট পাঠাইবে । আর অগ্রে দিধিধূপতি, তুহু ব্রত করিয়া অন্য বিবাহ করিবে । * প্রায়শ্চিত্তাচরণের নিত্যতা আমরা বলিয়া থাকি । ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি, দ্বাদশ দিন সাধ্যব্রত আচরণ করিয়া আচার্যের নিকট পুনরুপনীত হইয়া স্নেহ গ্রহণ করিবে । বিমাতৃগামী পুরুষ, অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গ ক্ষেদনপূর্বক অঙ্গলিতে স্থাপন করিয়া লক্ষিণমুখে চলিয়া যাইবে । যেখানে গতিরোধ হইবে, শরীরপাত পর্য্যন্ত সেই খানেই থাকিবে । অনাহারে থাকিয়া স্তুতান্ত হইয়া জলন্তী দোহ প্রতীমা আলিঙ্গন করিবে ; তাহাতে সুস্থ হইলে পাপ মুক্ত হয় ইহা জানা আছে । আচার্য্যপত্নী, পুত্রবধূ, শিষ্যপত্নী এবং ভগিনী প্রভৃতি সযোনি গমনেও এই প্রায়শ্চিত্ত । ব্রত গুরুজনের পক্ষী-পত্নী এবং গুরুসখীতে উপগত হইলে এক বৎসর ব্যাপী-

ব্রত করিবে । চাণ্ডালার ভোজন এবং পতি-তার ভোজনেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত । প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরুপনয়ন দিতে হইবে । পুনরুপনয়নকালে কেশ বগনাদি করিতে হইবে না । এবিষয়ে মুহুর শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে । বগন, মেখলা ধারণ, দণ্ডধারণ, তিষ্ণা-চরণ এবং ব্রহ্মচর্য্য ; দ্বিজাতিগণের পুনঃ সংস্কার করিতে হইলে তাহাতে এ সকল করিতে হয় না । মদ্যপান এবং স্ত্রীবেশ সহিত ব্যবহার করিলেও এইরূপ জানিবে । যদি কোনি শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ, মদ্য ভাণ্ডই জলপান করে ; তাহা হইলে সে পদ্মপত্র, উড়ুঘর পত্র ও বিবপত্রের কাথজল পান করিয়া শুদ্ধ হইবে । বারম্বার মদ্যপান করিলে বিজ্ঞ, অগ্নিবৎ জ্বলন্ত সেই মদ্য পান করিবে । (তদ্বারা দগ্ধকর্ত্ত হইয়া মরণ হইলে তাহার শুদ্ধি) । ভ্রূণঘাতী কাহাকে বলে বলিতেছি । ব্রাহ্মণ হত্যা বা অবিজ্ঞাত গর্ভ হত্যা করিলে তাহাকে ভ্রূণ-ঘাতী বলা যায় । যে গর্ভে স্ত্রী আছে বা পুরুষ আছে জানা যায় না, তাহার নাম অবিজ্ঞাত গর্ভ । অবিজ্ঞাত গর্ভবধে পুরুষ-বধের পাপ হয় অতএব “পুংস্কৃতি” অমুমত্রে হোম করিবে । “লোমানি মৃত্যা জুহোমি” ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রে অষ্ট আহুতি দিবে । রাজার জন্ত বা ব্রাহ্মণের জন্ত সমুখ যুদ্ধে আহত হইবে তাহাতে প্রাণত্যাগ হউক আর নাই হউক পবির হইবেই ইহা জানা আছে । স্বার্থ দোষের পুনরুদ্ধার করিলেও দোষী হয় । তাহাও কথিত আছে ;—পতিতকে পতিত বলিলে, বা চোরকে চোর বলিলে, অপতিতাকে মিথ্যা করিয়া পতিতাদি বলিলে যে দোষ হয় তাহারও সেই দোষ হইবে । আর ক্ষত্রিয় বধ করিলে আট বৎসর ব্রত করিবে । বৈশ্যবধ করিলে ছয় বৎসর এবং শূদ্র বধ করিলে তিন বৎসর ব্রত করিবে । আত্রেয়ী ব্রাহ্মণী ও যজু-দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বধ করিলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিবে । আত্রেয়ী কাহাকে বলে বলিতেছি ;—ঋতুঘাতা রক্ষসলাকে পণ্ডিতের “আত্রেয়ী” বলেন । অত্রিগোত্র প্রসূতা ব্রাহ্মণীও আত্রেয়ী । ক্ষত্রিয়বধ বৈশ্যবধ এবং শূদ্রবধে এক বৎসর ব্রত করিবে । এই বে

* জ্যেষ্ঠা ভগিনী বর্জমান থাকিতে বিবাহিতা কনিকা ভগিনীর নাম অগ্রে দিধিধূ, ঐ জ্যেষ্ঠার নাম দিধিধূও

প্রায়শ্চিত্তের অমতা কীৰ্ত্তন হইল ইহা অপরূপ
কল্পিতবিষয়ে অজ্ঞানরূত বধহলে জানিবে ।
আশী রতির অন্যান্য ব্রাহ্মণের স্বর্ণ চুরী
করিলে আলুলায়িত কেশে রাজসমীপে যাইবে
এবং বলিবে “হে মহারাজে আমি চোর,
আমাকে আপনি শাসন করুন” রাজা তাহাকে
উভয় দণ্ড প্রদান করিবে । চোর, তদ্বারা
অপব্যব করিবে; মরণ হইলে পবিত্র হইবে,
ইহা জানা আছে । অথবা উপবাসী থাকিয়া
স্বতাক্ত হইয়া শুদ্ধ গোময়ানলে শ্রী হইতে
সমস্ত দেহ পড়াইয়া ফেলিবে । এই রূপে
মরণ দ্বারা পবিত্র হইবে, ইহাও বিদিত
আছে । পণ্ডিতেরা বলেন;—পাপিষ্ঠ ব্যক্তি
প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে, বহুজন্ম পরে
পুনরায় গৃহীত শরীরের স্বরূপ অঙ্গ হয়, তাহা
শুন । চোর কুনখী হয়, ব্রাহ্মণাশী শত্রুরোগী
হয়, হরাপায়ী শ্রাবদন্ত হয় এবং বিমাতৃগামী
অনাবৃত লিঙ্গ হয় । যদি কেহ পণ্ডিত ব্যক্তির
সহিত অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মসম্বন্ধ বা যৌনসম্বন্ধ
করে বা তাহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করে,
তাহা হইলে গৃহীত ধন পরিত্যাগ করিবে ।
তাহাদিগের সহিত সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে ।
অন্যদিকে উত্তর দিকে গিয়া সংহিতা পাঠ দ্বারা
পবিত্র হইবে, ইহা বিজ্ঞাত আছে । পণ্ডিতেরা
বলেন;—“পাপকারী শরীর-পাতন, তপস্যা,
অধ্যয়ন এবং দান দ্বারা পাপমুক্ত হয় ।” ইহা
বিদিত আছে ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একবিংশ অধ্যায় ।

শুভ্র যদি ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে
শুভ্রকে বীরণ (তৃণবিশেষ) দ্বারা বেষ্টিত
করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । আর ব্রাহ্ম-
ণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, তাহার সর্বাঙ্গে ঘৃত
মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া গর্দভ পৃষ্ঠে
চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে । ইহাতে
ব্রাহ্মণী পবিত্রা হইবে; ইহা বিজ্ঞাত আছে ।
বৈশ্ব যদি ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে
বৈশ্বকে গোহিত কূশ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন
করাইয়া তাহার সর্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া
তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া গোরুর গাড়ীতে
চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে । ইহাতে
ব্রাহ্মণী পবিত্র হইবে ইহা জানা আছে ।
কল্পিয়া, ব্রাহ্মণী গমন করিলে কল্পিয়কে শর
পাত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ
করিবে । আর ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া
তাহার সর্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা
করিয়া রক্তবর্ণ গর্দভের পৃষ্ঠে চড়াইয়া মহাপথে
ছাড়িয়া দিবে । বৈশ্ব কল্পিয়া গমন করিলে
এবং শুভ্র কল্পিয়া বা বৈশ্বাগমন করিলে
ঐ বৈশ্বশুভ্রের ও কল্পিয়া বৈশ্বার পূর্বমুখে
প্রায়শ্চিত্ত হইবে । জীলোক মনে মনে ভর্তাকে
লজ্জন করিয়া অল্প পুরুষ গামিনী হইলে
তিন দিন যাত্ৰকমিশ্রিত জ্বল পান ও যুক্তিকা-
শয়ন করিয়া থাকিবে । অথবা তিন দিন
নদীজলে অবপাহন করিয়া শশিরুদ্ধ অষ্টশত
গাংগুদী দ্বারা হোম করাইবে, ইহাতেও পবিত্র
হইবে ইহা জানা আছে ।

বিস্তৃত সংহিতা সমাপ্ত ।

